ওয়ালীউদ্দীন
আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে
আবদুল্লাহ্ খতীব তাবরেযী (রহ.) -এর

শ্রেষ্ঠ হাদীস সংকলন

মেশকাত শরীফ

[১ - ১১ খণ্ড একত্রে]

সোলেমানিয়া বুক হাউস
বাংলাবাজার - ঢাকা

গ্রন্থটি সম্পর্কে তথ্য

১. পুরো বইটি নেয়া হয়েছে সোলেমানিয়া বুক হাউস পাবলিকেশন্স থেকে|

২. আরবী ইবারত নেই শুধুমাত্র বাংলা বিদ্যমান

৩. অনবুাদ ও টীকা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত

৪. হাদীসগুলো তাহক্বীক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) রচিত তাহক্বীক মিশকাত থেকে নেয়া হয়েছে|

৫. মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত মিশকাতে যইফ ও জাল হাদীস এর ১ম ও ২য় খন্ড থেকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী কলম দিয়ে লেখা হয়েছে

৬. বিস্তারিত তাহক্বীক এর জন্য তাহক্বীক মিশকাত পড়ার অনুরোধ রইলো

৭. হাদীসের পরিচ্ছেদ গুলোর নামকরণ অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত

৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস মিসিং রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে সাজিয়ে সংযোজন করার চেস্টা করা হবে ইনশাআললাহ

৯. বইটি পছন্দ হলে বাজার থেকে অবশ্যই কিনবেন | বইটির দাম বেশী না| কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়|

১০. যে কোন প্রকার পরামর্শ,সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য আমাদের ফেসবুকে পেজ এ লিখুন অথবা মেইল করুন এই ঠিকানা |

মেশ্‌কাত শরীফ

বাংলা অনুবাদ

[১-১১ খণ্ড একত্রে]

মূল
শায়খ্‌ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ খতীব তাব্‌রেযী (র)

অনুবাদক
আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব
সাবেক অধ্যক্ষ, উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা

সম্পাদনায়
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী
খতিব, কাজলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, যাত্রাবাড়ী
সহকারী সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা, ঢাকা

পরিবেশনায়
সোলেমানিয়া বুক হাউস
৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক

আলহাজ্ব মোঃ হুমায়ূন কবীর চৌধুরী

সোলেমানিয়া বুক হাউস

৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, (দোতলা) ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১১৫০১৪ মোবাইল ঃ ০১৭১১৫৭৫০৫১

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ২০০৪ ইং

সংশোধিত নতুন সংস্করণ এপ্রিল ২০১০ ইং

স্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণে

সোলেমানিয়া প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

৩৭, আর, এম, দাশ রোড

সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া

সাদা ঃ ৭৫০.০০ টাকা

MISKHAT SHAREEF

Bengali Translation

Published by, Solemania Book House

45/36, Banglabazar, Dhaka-1100

First Edition : 2004

New Edition : 2006

মিশ্‌কাত শরীফের পরিচিতি

বিশিষ্ট হাদীস গ্রন্থকার শায়খুল হাদীস শায়খ্‌ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে খতীব তাব্‌রেযীর 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্‌' আসলে মুহাদ্দিস মুহীউস সুন্নাহ বাগাভী (র)-এর 'মাসাবীহুস্‌ সুন্নাহ' কিতাবের বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।

মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্‌তে মোট ৪৪৩৪টি হাদীস আছে, আর মিশ্‌কাত শরীফে আছে ৫৯০৯টি হাদীস। এতে ছিয়াহ্‌ ছিত্তার প্রায় সকল হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীস সংকলিত হয়েছে। এক কথায়, মিশ্‌কাত শরীফ–হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন। মুসলিম জাহানে এই গ্রন্থের অসামান্য সমাদর রয়েছে। মুসলিম জাহানের বিভিন্ন জায়গায় এই গ্রন্থখানা শিক্ষা দেওয়া হয়। মুহাদ্দিসগণ এর বহু আলোচনা-সমালোচনাও করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস এর বহু শরাহও লিখেছেন। এমন কি স্বয়ং খতীবের উস্তাদ, বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা তীবী (রহ) পর্যন্ত এর একটি শরাহ লিখেছেন। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ শরাহের নাম উল্লেখ করা হলো :

১। শরহে মিশ্‌কাত ঃ মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ তীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ) এ কিতাবের নাম 'আল কাশেফ'। এটা মিশ্‌কাতের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শরাহ্‌।

২। শরহে মিশ্‌কাত ঃ মোল্লা আলী তারেমী আকবরাবাদী (মৃঃ ৯৮১ হিঃ)।

৩। শরহে মিশ্‌কাত ঃ সৈয়দ শরীফ জুরজানী। এটা তীবীর শরাহর সার-সংক্ষেপ।

৪। শরহে মিশ্‌কাত ঃ মোল্লা আলী কারী ঃ শায়খ নুরুদ্দীন আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হারাবী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) এর নাম 'মেরকাতুল মাফাতীহ্‌'। এটি অতি বিশদ ও বিখ্যাত শরাহ্‌।

৫। শরহে মিশ্‌কাত ঃ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (মৃঃ ১০৫২ হিঃ)। এর নাম 'লুমআত'। এটাও মিশ্‌কাতের একটি বিখ্যাত ও বিস্তারিত শরাহ্‌।

৬। শরহে মিশ্‌কাত ঃ ঐ। এর নাম 'আশিয়্যাতুললুমআত'। এটা লুম'আতেরই সার সংক্ষেপ। এটা ফার্সী ভাষায় লিখিত। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের ফরাসী ভাষায় তরজমা করেছেন। অতপর অতি সংক্ষেপে মুতাকাদ্দেমীনদের মতামতের সার বর্ণনা করেছেন। এটা 'মিশ্‌কাতের' একটি মূল্যবান শরাহ্‌।

৭। শরহে মিশ্‌কাত ঃ নওয়াব কুতবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (মৃঃ ১২৭৯ হিঃ)। এর নাম 'মাযাহেরে হক'। এতে তিনি প্রথমে হাদীসের উর্দু তরজমা করেছেন। অতপর শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবীর আশিয়্যাতুল লুমআতের' আলোচনার উর্দু অনুবাদ ও তাঁর উস্তাদ হযরত শাহ ইসহাক দেহলবীর আলোচনার সার উল্লেখ করেছেন। 'মাওলানা' অর্থে তিনি শাহ সাহেবকেই বুঝিয়েছেন।

৮। শরহে মিশ্‌কাত ঃ মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী। এর নাম 'তা'লীকুস্‌ সাবীহ্‌'। এটা আরবী ভাষায় লিখিত একটি বিস্তারিত শরাহ্‌।

৯। শরহে মিশ্‌কাত ঃ শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে ইমামে রব্বানী ওরফে 'খাযিনুর রহমত' (মৃঃ ১০৭০ হিঃ)।

১০। শরহে মিশ্‌কাত ঃ শায়খ ইমামুদ্দীন মুহাম্মদ আরেফ ওরফে আবদুন্নবী শাত্তারী আকবরাবাদী (মৃঃ ১১২০ হিঃ)। এই কিতাবের নাম 'যরীআতুন নাজাত'।

মিশ্‌কাত শরীফে যে সকল ইমামের বরাত রয়েছে

১। ইমাম বোখারী (র),	২। ইমাম মুসলিম (র),	৩। ইমাম আবু দাউদ (র),
৪। ইমাম মালিক (র),	৫। ইমাম শাফেয়ী (র),	৬। ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (র),
৭। ইমাম তিরমিযী (র),	৮। ইমাম নাসায়ী (র),	৯। ইমাম ইবনে মাজাহ (র),
১০। ইমাম দারেমী (র),	১১। ইমাম দারা কুতনী (র),	১২। ইমাম বায়হাকী (র),
১৩। ইমাম রাযীন (র),	১৪। ইমাম নববী (র) ও	১৫। ইমাম ইবনে জাওযী (র)।

হাদীস সম্পর্কে যা জানা প্রয়োজন

সুন্নাহ বা হাদীস : রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন, করেছেন বা কোন কথা বা কাজের সম্মতি প্রদান করেছেন তাকে সুন্নাহ বা হাদীস বলে। হাদীস ব্যাপক অর্থে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের কথা, কাজ এবং সম্মতিকেও বলে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত হচ্ছে, সাহাবা ও তাবেয়ীনদের কথা, কাজ ও সম্মতিকে 'আছার' বলে।

উৎস : মুহাম্মদ (স) আল্লাহর নবী ও রাসূল ছিলেন। সেই সাথে তিনি মানুষও ছিলেন। তাঁর নবী জীবনের কার্যাবলীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) যা তিনি নবী ও রাসূল পদের দায়িত্ব সম্পাদন কল্পে করেছেন এবং

(২) যা তিনি অপর মানুষের ন্যায় মানুষ হিসেবে করেছেন। যেমন– খাওয়া, পরা ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলী সমস্তই খোদায়ী নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পাদিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যাবলী অবশ্য এমন নয়। এ প্রসঙ্গে শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস প্রধানত দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার : যাতে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের (নবী ও রাসূল পদের) দায়িত্ব সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ রয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ এর অন্তর্গত।

১। যাতে এমন সকল জনকল্যাণকর বাণী ও নীতি-কথাসমূহ রয়েছে, যেসকলের জন্য কোন সীমা বা সময় নির্ধারিত করা হয়নি। অর্থাৎ যা সার্বজনীন ও সর্বকালীন। যেমন আখলাক ও চরিত্র বিষয়ক কথা।

২। যাতে কোন আমল বা কাজ অথবা কাজের ফযীলত বা মহত্ত্বের কথা রয়েছে। এর কোনটির উৎস ওহী আর কোনটির উৎস তাঁর ইজতেহাদ।

৩। যাতে পরকালে বা উর্ধ্ব জগতের কোন বিষয় রয়েছে। তার উৎস ওহী।

৪। যাতে এবাদত ও বিভিন্ন স্তরের সমাজব্যবস্থার নিয়ম-শৃংখলার বিষয় রয়েছে। এর কোনটির উৎস ওহী আর কোনটির উৎস স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ইজতেহাদ। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ইজতেহাদ ওহীর সমপর্যায়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শরীয়ত সম্পর্কে কোন ভুল সিদ্ধান্ত হতে রক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার : যাতে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্বের অন্তর্গত নয়, এরূপ বিষয়াবলী রয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়াবলী এর অন্তর্গত।

১। যাতে আরবদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীসমূহের মধ্যে তাঁর কোন কাহিনী বর্ণনার কথা রয়েছে। যথা– উম্মে-জারা ও খোরাফার কাহিনী।

২। যাতে সার্বজনীন, সর্বকালীন নয়, বরং সমকালীন কোন বিশেষ মুছলেহাতের কথা রয়েছে। যথা– সৈন্য পরিচালনার কৌশল।

৩। যাতে তাঁর কোন বিশেষ ফয়সালা বা বিচার-সিদ্ধান্তের কথা রয়েছে। এসকলের মধ্যে কোনটির উৎস তাঁর অভিজ্ঞতা, কোনটির উৎস ধারণা, কোনটির উৎস আদত-অভ্যাস, কোনটির উৎস দেশ-প্রথা আর কোনটির উৎস সাক্ষ্য-প্রমাণ। যথা– বিচার-সিদ্ধান্ত।

৪। যাতে চাষাবাদ জাতীয় কোন কথা রয়েছে। যেমন-তাবীরে নখলের কথা।

৫। যাতে চিকিৎসা বিষয়ক কোন কথা রয়েছে।

৬। যাতে কোন বস্তু বা জন্তুর গুণাগুণের কথা রয়েছে। যথা–ঘোড়া কিনতে গাঢ় কাল রং ও সাদা কপাল দেখে ক্রয় করবে।

৭। যাতে সেসকল কাজের কথা রয়েছে যেসকল কাজ তিনি এবাদতরূপে নয়, বরং অভ্যাসবশত অথবা সংকল্প ব্যতিরেকে ঘটনাক্রমে করেছেন।

প্রথম প্রকার সুন্নাহর অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক এবং দ্বিতীয় প্রকার সুন্নাহর মধ্যে যা তাঁর ইচ্ছাকৃত অভ্যাসপ্রসূত বা যাকে তিনি পছন্দ করতেন তাও আমাদের অনুকরণীয়।

প্রসঙ্গ কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْاَكْمَلَانِ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلِيَاءِ مِلَّتِهٖ وَاُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ

সকল প্রশংসা মহান এক আল্লাহর প্রতি, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টির মাধ্যমে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলে অভিহিত করেছেন। আর মানুষকে বুদ্ধি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বলা শিখিয়েছেন এবং জ্ঞানার্জনের জন্যে কলম দ্বারা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ নিজের ইচ্ছানুযায়ী মানুষের আয়ু, মৃত্যু, রিযিক ও দৌলত দান করে সম্মানিত করেছেন।

আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের অতিরিক্ত কিছু অর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবুও জ্ঞান আহোরণ করতে হবে; যে জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পথ ও মতের সন্ধান লাভ সম্ভব। তাই মহান আল্লাহ নিজের প্রয়োজনেই, নবী রাসূলের মাধ্যমে আসমানী কিতাব নাযিল করে মানব জাতিকে জ্ঞানদানে সাহায্য করেছেন।

মহান রাব্বুল আ'লামিন শুধু আসমানী কিতাব নাযিল করেননি, বরং মানুষকে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন। আর সকল নবী রাসূলকে এমন পরিপক্ক ও সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেছেন, যাঁরা নিজেদের কথাবার্তা, আমল আখলাক ও জীবনাদর্শ দ্বারা বাস্তবে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা প্রদান করে ইসলামী জিন্দেগী এবং শরীয়তের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

সর্ব প্রথম নবী হযরত আদম (আ) আর সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বমোট আসমানী কিতাব হলো একশত চারখানা। তার মধ্যে চারখানা অধিক প্রসিদ্ধ। সেগুলো হচ্ছে– তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন।

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সোবহে সাদিকের সময় পবিত্র মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম হযরত আমিনা। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়্যত প্রাপ্ত হন। তাঁর উপর যে কিতাব নাযিল হয় তারই নাম 'আল কোরআন'।

আল্লাহর মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম।

ইসলাম হচ্ছে ফিতরাত বা শাশ্বত স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা। তাই সর্বকালে, সর্বযুগে সকল নবী রাসূলই ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী মহান আল্লাহ আসমানী কিতাবের মাধ্যমে নবী রাসূলগণের জন্যে দ্বীনী বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং যুগোপযোগী করেছেন। তারপর মহানবী সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে এ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী বা রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না এবং কোনো আসমানী কিতাবও নাযিল হবে না। আসমানী কিতাবের পরই হলো হাদীসের স্থান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে সংক্ষেপে হাদীস বলা হয়। আর এ হাদীস পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে, মিশ্‌কাত শরীফ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির একটি অংশ।

—সম্পাদক

অনুবাদকের কথা

বাংলা ভাষায় সহীহ মিশ্‌কাত শরীফ অনুবাদ হওয়ার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। বর্তমানে মিশ্‌কাত শরীফের যে সকল অনুবাদ গ্রন্থ রচনা হয়েছে, তার অধিকাংশই বাংলা ও আরবী ভাষায় মিশ্রিত। বাংলা অনুবাদে কোনো কোনোটিতে অনুবাদক অলঙ্করণ ও বাগাড়ম্বরের প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কোনো কোনোটিতে অন্যের সমালোচনার প্রদি প্রাধান্য দিয়েছে। যে কারণে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠকের সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে।

বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থের অবস্থা দেখে সর্বসাধারণের জন্য সহজ ও বোধগম্য করার মানসে মিশ্‌কাত শরীফের অনুবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করলে আমার বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। বিশেষভাবে প্রকাশক আলহাজ্ব মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেবও আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। যাতে সকল প্রকারের জ্ঞানান্বেষী মিশ্‌কাত শরীফের মূল হাদীসসমূহ সকল বাব (অধ্যায়) অনুকরণে সহীহ সনদের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে জানতে সক্ষম হন।

সে কারণে মহান রাব্বুল আ'লামীনের উপর ভরসা করে এ মহান কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং ২০০৪ ইং সনের রজব মাসে সমাপ্ত করতে সক্ষম হই। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী, হায়াতুন্নবী (স)-এর নেক তাওয়াজ্জুহ এবং বিশেষ ফয়েজে আমার মতো একজন গোনাহগার দ্বারা এ মহান কাজ সমাপ্ত করিয়েছেন। সে জন্যে আমি মহান আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তার সাথে আরজ করছি, অসংখ্য সালাত ও সালাম সে মহানবীর কদমে, যিনি হায়াতুন্নবী হিসেবে উম্মতের সকল আমল সম্পর্কে মহান আল্লাহ কর্তৃক অবগত।

পরিশেষে যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে এ মহান কাজের যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। এ অনুবাদ ও সংকলনের দায়িত্ব পালনকালে কয়েকজন খ্যাতনামা আল্লাহর ওলীর সাথে এ ব্যাপারে আমার মতবিনিময় হয়েছে। তাঁদের পবিত্র হাতের ছোঁয়ায় আমার পাণ্ডুলিপিখানা ধন্য হয়েছে। আলাপ আলোচনাকালে তাঁরা আমার এ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং দোআও করেন।

— অনুবাদক

ওহীর শ্রেণীবিন্যাস

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি দুই শ্রেণীর ওহী নাযীল করেছেন। প্রথম শ্রেণীর ওহী যা যে শব্দ বা বাক্যের সাথে নাযীল করা হয়েছে তা হুবহু বহাল রাখতে রাসূলুল্লাহ (স) বাধ্য ছিলেন। কুরআন এই শ্রেণীর ওহী। একে ওহীয়ে মাতলু বলা হয়। নামাযে কেবল ইহার তেলাওয়াত করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহীর শব্দ বা বাক্য অবিকল বজায় রাখতে রাসূল (স) বাধ্য ছিলেন না। ওহী দ্বারা প্রাপ্ত মূল ভাবটিকে তাঁর নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এটাকে ওহীয়ে গায়রে মাতলু বলে। এটা নামাযে পড়া যায় না।

হাদীসের পরিভাষা

সাহাবী	ঃ	যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঈমানের সাথে রাসূল (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করছেন, তাঁকে 'সাহাবী' বলে।
তাবেয়ী	ঃ	যে ব্যক্তি কোন সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন, তাঁকে 'তাবেয়ী' বলে।
তাবে তাবেয়ী	ঃ	যিনি কোন তাবেয়ীর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন তাঁকে তাবে -তাবেয়ী বলে।
রেওয়ায়েত	ঃ	হাদীস বা আছার বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়েত' বলে। যেমন– বলা হয়, এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত আছে।
সনদ	ঃ	হাদীসের রাবী পরম্পরাকে 'সনদ' বলে। কোন হাদীসের সনদ বর্ণনা করাকে 'ইসনাদ' বলে। কখনও কখনও ইসনাদ 'সনদ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
রিজাল	ঃ	হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। আর যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'ইলমে আসমাউর রিজাল বলে।'
মতন	ঃ	সনদ বর্ণনা করার পর যে মূল হাদীসটি বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মতন' বলে।
আদালত	ঃ	যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে 'তাকওয়া' ও মরুওত' অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আদালত বলে। তাকওয়া অর্থে এখানে শিরক, বেদআত ও ফিছ্‌ক প্রভৃতি কবীরা গোনাহ্ এবং পুনঃ পুনঃ ছগীরা গোনাহ্ করা হতেও বেঁচে থাকাকে বুঝায়। মরুওত অর্থে অশোভন বা অভদ্রোচিত কাজ হতে দূরে থাকাকে বুঝায়, যদিও উহা মোবাহ হয়। যথা– হাটে-বাজের প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি। এরূপ কাজ করেন এমন ব্যক্তির হাদীস সহীহ নয়।
আদল বা আদেল	ঃ	যে ব্যক্তি আদালত গুণসম্পন্ন তাকে আদল বা আদেল বলে। অথাৎ-যিনি (ক) হাদীস সম্পর্কে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। (খ) সাধারণ কাজ-কারবারে কখনও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হননি। (গ) অজ্ঞাতনামা অপরিচিত অর্থাৎ, দোষগুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায়নি, এরূপ লোকও নন। (ঘ) বে আমল ফাসেকও নন, (ঙ) অথবা বদ ই'তেকাদ বেদ'আতীও নন, তাঁকে আদল বা আদেল বলে।
যবৃত	ঃ	যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যবৃত' বলে।
যাবেত	ঃ	যবৃত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে যাবেত বলে।
সেকাহ্	ঃ	যে ব্যক্তির আদালত ও যবৃত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাঁকে সেকাহ্ সাবিত বা সাবাত বলে।
শায়খ্	ঃ	হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে তাঁর শাগরেদের তুলনায় শায়খ বলা হয়ে থাকে।
মুহাদ্দেস	ঃ	যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহুসংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাকে মুহাদ্দিস বলে।
হাফেজ, হুজ্জাত ও হাকেম	ঃ	(সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগের পর) যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত আর যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকেম বলে।
শায়খাইন	ঃ	ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমকে এক সঙ্গে শায়খাইন বলে। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শায়খাইন বলতে হযরত আবু বক্কর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা)-কেই বুঝায়। এভাবে হানাফী ফেকাহে শায়খাইন বলতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফকে বুঝায়।

ছিহাহ্ ছিত্তা	ঃ	বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ ও ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীসের এই ছয়খানা কিতাবকে এক সঙ্গে ছিহাহ ছিত্তা বলে, এটা প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিশিষ্ট আলেমগণ ইবনে মাজাহ-এর স্থলে মুআত্তা ইবনে মালেক, আবার কেউ কেউ সুনানে দারেমীকেই ছিহাহ্ ছিত্তার শামিল করেন।
সহীহাইন	ঃ	বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে এক সঙ্গে সহীহাইন বলে।
সুনানে আরবাআ	ঃ	ছিহাহ ছিত্তার পর অপর চার কিতাব (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ-কে একসাথে) সুনানে আরবাআ বলে।
মুত্তাফাক আলাইহি	ঃ	যে হাদীসকে একই সাহাবী হতে ইমাম বোখারী ও মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন তাকে হাদীসে 'মুত্তাফাক আলাইহি' বা ঐক্যসম্মত হাদীস বলে।

হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস

মুহাদ্দিসগণ হাদীসসমূহকে বাছাই করতে গিয়ে নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহে ভাগ করেছেন।

১। মারফূ'	ঃ	যে সকল হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হাদীস বলে অনুমোদন করেছেন, তাকে 'হাদীসে মারফূ' বলে।
মাওকূফ	ঃ	যে সকল হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা নিজে সাহাবীর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে 'হাদীসে মাওকূফ' বলে। এর আরেক নাম 'আছার'।
মাকতূ'	ঃ	যে সকল হাদীসের সনদ কোন তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং তাবেয়ীর 'হাদীস' বলে অনুমোদন করা হয় তাকে 'হাদীসে মাকতূ' বলে। অনেকে মাওকূফ ও মাকতূ'কে 'হাদীস' না বলে 'আছার' বলে থাকেন। আবার কখনও কখনও 'আছার' অর্থে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসকেও বুঝায়। -(মোকাদ্দামায়ে ইবনু সালাহ্)
২। মুত্তাসিল	ঃ	যে সকল হাদীসের সনদের মাঝে কোন স্তরে কোন রাবী বাদ পড়েনি, অর্থাৎ সব স্তরে সব রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে 'হাদীসে মুত্তাসিল' বলে। আর এর বাদ না পড়াকে বলা হয় 'ইত্তেসাল'।
মুনকাতে'	ঃ	যে সকল হাদীসের সনদের মাঝে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মুনকাতে' বলে। আর এ বাদ পড়াকে বলা হয় 'ইনকেতা'। এ হাদীস প্রধানত দু'রকম 'মুরসাল' ও 'মুআল্লাক'।
মুরসাল	ঃ	যে সকল হাদীসে সনদের 'ইনকেতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে এবং স্বয়ং তাবেয়ী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে 'হাদীসে মুরসাল' বলে। ইমামগণের মাঝে কেবল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র)-ই একে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে তাবেয়ী শুধু তখনই সাহাবার নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যখন এটা তার কাছে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে।
মুআল্লাক	ঃ	যে সকল হাদীসের সনদের 'ইনকেতা' প্রথম দিকে রয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক নাম বাদ পড়েছে তাকে 'মুআল্লাক' বলে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। মুদাল্লাস যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত ওস্তাদের নাম না করে তার ওপরস্থ ওস্তাদের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, সে নিজেই এ হাদীস উপরস্থ ওস্তাদের কাছে শুনেছেন অথচ তিনি নিজে সেটা তাঁর কাছে শুনেননি; বরং তাঁর প্রকৃত ওস্তাদই তা তার কাছে শুনেছেন, সে হাদীসকে 'হাদীসে মুদাল্লাস' বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এরকম করেছেন তাকে 'মুদাল্লেস' বলে। মুদাল্লেসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়– যে পর্যন্ত না সে একমাত্র সেকাহ রাবী হতেই তাদলীস করেন বলে সাব্যস্ত হয় অথবা তিনি আপন ওস্তাদের কাছে শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।
মুযতারাব	ঃ	যে সকল হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন– সে হাদীসকে 'হাদীসে মুযতারাব' বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমাধান সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এটা সম্পর্কে তাওয়াককুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। (অর্থাৎ, এটাকে প্রমাণে ব্যবহার করা চলবে না।)

মুদরাজ ঃ যে সকল হাদীসের মাঝে রাবী তার নিজের অথবা অপর কারও উক্তি প্রক্ষেপ করেছেন– সে হাদীসকে হাদীসে মুদরাজ (প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এরূপ করাকে 'ইদরাজ' বলে। ইদরাজ হারাম– যদি না উহা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশার্থে হয় এবং মাদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়।

৩। মুসনাদ ঃ যে সকল মারফু' হাদীসের, কারও মতে– যে কোন রকম হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল– সে হাদীসকে 'হাদীসে মুসনাদ' বলে।

৪। মাহফুয ও শায ঃ কোন সেকাহ রাবীর হাদীস অপর কোন সেকাহ্ রাবী বা রাবীগণের হাদীসের বিরোধী হলে, যে হাদীসের রাবীর 'যব্ত' গুণ অধিক বা অপর কোন সূত্র দ্বারা যার হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়, অথবা যার হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয়, তার হাদীসটিকে 'হাদীসে মাহফুয' এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে 'হাদীসে শায' বলে এবং এরকম হওয়াকে 'শুযূয' বলে। হাদীসের পক্ষে শুযূয একটি মারাত্মক দোষ। শায হাদীস 'সহীহ' রূপে গণ্য নয়।

মা'রূপ ও মুনকার ঃ কোন যঈফ রাবীর অপর কোন যঈফ রাবীর হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম যঈফ রাবির হাদীসকে 'হাদীসে মা'রূফ' এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে 'হাদীসে মুনকার' বলে এবং এরকম হওয়াকে 'নাকারাৎ' বলে। নাকারাৎ হাদীসের পক্ষে একটা বড় দোষ!

মুআল্লাল ঃ যে সকল হাদীসের সনদে এমন কোন সূক্ষ্ম-ত্রুটি রয়েছে যাকে কোন বড় হাদীস বিশেষজ্ঞ ছাড়া ধরতে পারে না, সে হাদীসকে 'হাদীসে মুআল্লাল' বলে। আর এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লত' বলে। ইল্লত হাদীসের পক্ষে একটা মারাত্মক দোষ। মুআল্লাল হাদীস 'সহীহ' হতে পারে না।

৫। মুতাবে' ও শাহেদ ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়, তা হলে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবে' বলে। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই লোক হন। আর এরূপ হওয়াকে 'মুতাবাআত' বলে। যদি মূল রাবী একই লোক না হন, তবে দ্বিতীয় লোকটি, হাদীসটিকে প্রথম লোকের হাদীসের 'শাহেদ' বলে। আর এরূপ হওয়াকে 'শাহাদাত' বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬। সহীহ্ ঃ যে সকল মুত্তাসিল হাদীসের সনদের প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ 'আদালত' ও 'যব্ত' গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি 'শুযূয' ও 'ইল্লাত' হতে দোষমুক্ত– সে হাদীসকে 'হাদীসে সহীহ' বলে। অর্থাৎ, যে সকল হাদীসটি মুনকাতে' নয়, 'মু'দাল' নয়, 'মুআল্লাক' নয়, 'মুদাল্লাস' নয়, কারও কারও মতে 'মুরসাল' ও নয়, 'মুবহাম, অথবা প্রসিদ্ধ যঈফ রাবীর হাদীস নয়, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার দরুন অনেক ভুল করেন এমন 'মুগাফফাল' রাবীর হাদীস নয় এবং হাদীসটি 'শায' ও মুআল্লাল'ও নয়– একমাত্র সে হাদীসকেই 'হাদীসে সহীহ' বলে।

হাসান ঃ যে সকল হাদীসের রাবীর 'যবত' গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে– সে হাদীসকে 'হাদীসে হাসান' বলে।

ফকীহগণ সাধারণত এ দু'রকমের হাদীস হতেই আইন প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করেন।

যঈফ ঃ যে সকল হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্নও নয়– সে হাদীসকে 'হাদীসে যঈফ' বলে।

৭। মাওযূ' ঃ যে সকল হাদীসের রাবী জীবনে কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে ইচ্ছে করে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে– তার হাদীসকে 'হাদীসে মাওযু' বলে।

এরূপ লোকের কোন হাদীসই কখনও গ্রহণযোগ্য নয়– যদিও সে অতপর খালেছ তওবা করে।

মাতরূক ঃ যে সকল হাদীসের রাবী হাদীসের ব্যাপারে নয়; বরং সাধারণ কাজ-কর্মে মিথ্যা কথা বলেন বলে খ্যাত হয়েছেন– তার হাদীসকে 'হাদীসে মাতরূক' বলে।

এরূপ ব্যক্তিরও সব হাদীস পরিত্যাজ্য। অবশ্য সে যদি পরে খালেছ তওবা করেন এবং মিথ্যা পরিত্যাগ ও সত্য অবলম্বনের লক্ষণ তার কাজ-কর্মে প্রকাশ পায়, তা হলে তার পরবর্তীকালের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

মুবহাম ঃ যে সকল হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি– যাতে তাঁর দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে– তার হাদীসকে 'হাদীসে মুবহাম' বলে। এরূপ ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীস গ্রহণ করা যায় না।

৮। গরীব ঃ যে সকল সহীহ্ হাদীসকে কোন যমানায় মাত্র একজন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন– সে হাদীসকে 'হাদীসে গরীব' বলে।

আযীয ঃ যে সকল সহীহ্ হাদীসকে প্রত্যেক যমানায় অন্তত দুজন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন–সে হাদীসকে 'হাদীসে আযীয' বলে।

মাশহুর ঃ যে সকল সহীহ্ হাদীসকে প্রত্যেক যমানায় অন্তত তিন জন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন– সে হাদীসকে 'হাদীসে মাশহুর' বলে। ফকীহ্গণ একে 'মুস্তাফীয' বলেন।

গরীব, আযীয ও মাশহুর ঃ এ তিন রকমের হাদীসকে এক সঙ্গে 'খবরে আহাদ' এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে 'খবরে ওয়াহেদ' বলে।

খবরে ওয়াহেদ দ্বারা বিশ্বাস (ইয়াকিন) লাভ হয় কিনা তার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় করা হয়েছে।

মুতাওয়াতির ঃ যে সকল সহীহ্ হাদীসকে প্রত্যেক যমানায় এত অধিক লোক রেওয়ায়েত করেছেন যত লোকের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব– সে হাদীসকে 'হাদীসে মুতাওয়াতির' বলে এবং এরকম হওয়াকে 'তাওয়াতুর' বলে। মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এল্‌মে ইয়াকিন অর্থাৎ, এমন দৃঢ় জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ হয়, যা সব শোবাহ-সন্দেহের উর্ধ্বে।

হাদীস প্রধানত দু'প্রকারে মুতাওয়াতির হতে পারে– (ক) 'মুতাওয়াতিরে লফযী'– যার লফয বা শব্দ একইরূপে সব যমানায় অনেক লোক বর্ণনা করেছেন। উপরে দেয়া সংজ্ঞাটি এটারই।

(খ) 'মুতাওয়াতিরে মা'নবী ঃ যার শব্দ ও আনুষাঙ্গিক ব্যাপার বিভিন্ন হলেও মূল 'মানে' বা অর্থটি সব যমানায় বহু লোক বর্ণনা করেছেন। যথা– দোয়া করতে হাত উঠান। রাসূলুল্লাহ (স) কোন্ কোন্ দোয়ায় কি কি রূপে হাত উঠিয়েছেন। তার বর্ণনা একরূপ না হলেও তিনি যে দোয়ায় হাত উঠিয়েছেন, এ মূল অর্থটি সবাই বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া আমল বা কাজ দ্বারা একটি হাদীসে 'মুতাওয়াতির' হতে পারে। যে হাদীসকে প্রত্যেক যমানায় অনেক লোকই কার্যকর করে আসছে– সে হাদীসকে 'হাদীসে মুতাওয়াতিরে আমলী' বলা যেতে পারে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে আহকামের সব হাদীসই মুতাওয়াতির। কেননা, এসব হাদীস রাবীর এ সংখ্যাগত প্রশ্নটি শুধু সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগেরই বিচার্য বিষয়। অতপর হাদীসসমূহ কিতাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার দরুন সব হাদীসই মুতাওয়াতির হয়ে গেছে।

ইল্‌মে উসূলে হাদীসের বিষয়াবলী হল অত্যন্ত জটিল, অথবা বাংলাভাষায় এর আলোচনা ইতিপূর্বে যথেষ্ট হয়নি। অতএব, এখানে সরল ভাষায় অত্যাবশ্যক বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য বিজ্ঞ আলেমগণের কাছে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

খবরে ওয়াহেদ দ্বারা বিশ্বাস লাভ

'মুতাওয়াতির' হাদীসের মাধ্যমে যে ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয়ে থাকে তা বলার প্রয়োজন নাই। এখন দেখা যাক যে, 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা নিশ্চিত বিশ্বাস লাভ হয় কিনা?

এক, দুই বা তিন জন অথবা ততোধিক ব্যক্তি বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে সর্ববিদিত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ হয়, ইহা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। কারণ, হাদীসের বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততা এমন অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যার নজীর দুনিয়ার কোনো বিষয়েই মিলে না। তবে সাধারণত বলা হয়, 'খবরে ওয়াহেদ যন্নি', এর মাধ্যমে যন বা ধারণা লাভ হয় এর অর্থ অবহিত হওয়ার আগে এটা জানা আবশ্যক যে, কোনো সংবাদ সম্পর্কে সাধারণত মানুষের মনে পাঁচটি অবস্থার সৃষ্টি হয়–

(১) সম্পূর্ণ অবিশ্বাস– ইহাকে আরবীতে 'কিযব' বলা হয়।
(২) বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়ের পাল্লা সমান থাকে। একে আরবীতে 'শক' বলা হয়।
(৩) বিশ্বাসের পাল্লা হাল্‌কা এবং অবিশ্বাসের পাল্লা ভারী হয়। একে আরবীতে ওহাম' বলা হয়।
(৪) শুনামাত্র তাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। একে আরবীতে 'ইল্‌ম' বা 'ইয়াকীন' বলা হয়। এবং
(৫) দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না, তবে বিশ্বাসের পাল্লা ভারী হয়ে থাকে। একে আরবীতে 'যন' বা গালেবুররায় বলা হয়।

পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা

মিশকাত শরীফ
প্রথম খণ্ড
প্রথম অধ্যায়
নিয়ত ও তার গুরুত্ব

প্রত্যেক কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল– ৮১

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈমান পর্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-কে জিব্রাঈল (আ) নানা ধরণের প্রশ্ন করতেন– ৮৩
ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি– ৮৭
ঈমানের স্বাদ তিনটি বিষয়ের মধ্যে– ৮৭
রাসূল (স)-কে না মানলে দোযখী– ৮৭
দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে তিন ব্যক্তির জন্য– ৮৭
ঈমানের শাখা সত্তরটিরও বেশি– ৮৭
সে মুমিন, যার যবান দ্বারা কেউ কষ্ট পায় না– ৮৭
রাসূল (স) অধিক প্রিয়তম হতে হবে– ৮৭
ঈমানের স্বাদ পাবে তিনটি কারণে– ৮৭
আল্লাহর প্রতি ঈমান– ৮৮
পাঁচ ওয়াক্ত নামায– ৮৮
জিহাদ তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানে না– ৮৮
রাসূল (স)-এর সুপারিশ রয়েছে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য–৮৮
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নিয়মের কম বেশি করা যাবে না– ৮৮
কিছুসংখ্যক সাহাবাকে নির্দেশ প্রদান– ৮৮
আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ মানুষের উচিত নয়– ৮৯
বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বায়আত করলেন– ৮৯
মহিলাদের প্রতি দান খয়রাত করার নির্দেশ – ৮৯
কালকে গালি দেওয়া জায়েয নেই– ৯০
ধৈর্য্য মানুষের একটি বড় গুণ– ৯০
আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না– ৯০
আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে সত্য জানলে সে বেহেশতী– ৯০
ঈমানদার ব্যক্তি বেহেশতে যাবে– ৯০
কয়েক বিষয়ে সত্য জানলে সে বেহেশতী– ৯০
ইসলাম পূর্বেকার সব গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে– ৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইবাদত করলে সে বেহেশতী – ৯১
মানুষকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসতে হবে ৯১
আল্লাহর ওয়াস্তে মিত্রতা করা সবচেয়ে ভাল – ৯১
যার হাত থেকে মুসলমান নিরাপদ সে মুসলমান– ৯১
যার আমানত নেই তার ঈমান নেই – ৯১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে মান্য করলে বেহেশতী– ৯২
আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে মারা গেলে বেহেশতী– ৯২
যে আল্লাহর সাথে শরীক করে মরেছে সে জাহান্নামী– ৯২
প্রত্যেকের আমলের ওপর নির্ভর করতে হবে– ৯২
আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বললে জান্নাতী – ৯৩
নাযাতের একমাত্র পথ হল খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস করা – ৯৩
বিশ্বের আনাচে কানাচে ইসলামের বাণী পৌছাবে– ৯৩
আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এ কালেমা বেহেশতের চাবি – ৯৩
মুসলমানের সৎকাজ দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়– ৯৩
ইসলাম হচ্ছে, মার্জিত কথা ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান– ৯৪
প্রকৃত মুমিনের পরিচয় সৎকাজে আনন্দ পাওয়া – ৯৪
আল্লাহর হুকুম মান্য করলে ক্ষমা পাবে– ৯৪
আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধু অথবা শত্রু ভাবা সবচেয়ে ভাল ঈমান– ৯৪

তৃতীয় অধ্যায়
কবিরা গুনাহ ও মুনাফেকির পরিচয়
প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা কবিরা গোনাহ– ৯৪
আল্লাহর সাথে শরীক করা কবীরা গোনাহ– ৯৫
চারটি স্বভাব থাকলে সে মুনাফিক– ৯৫
মুনাফিক বানডাকা ছাগীর মতো– ৯৫
সুদ খাওয়া হারাম– ৯৫
ঈমানদার ব্যভিচার করতে পারে না– ৯৫
মুনাফিকের আলামত তিনটি – ৯৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মূসা (আ)-এর নয়টি নিদর্শন– ৯৬
ঈমানের বুনিয়াদী বিষয় তিনটি– ৯৬
ব্যভিচার করলে ঈমান থাকে না– ৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর দশটি উপদেশ– ৯৬
রাসূল (স)-এর আমলে নিফাক ছিল– ৯৬

চতুর্থ অধ্যায়
মনের খটকা
প্রথম পরিচ্ছেদ

শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো মিশে আছে– ৯৭
মারইয়াম ও ঈসা (আ)-কে শয়তান স্পর্শ করেনি– ৯৭
শিশু প্রসবের সময় শয়তান খোঁচা দেয় – ৯৭
পাপ কাজ মুখে প্রকাশ করলেও ক্ষমা পাবে– ৯৭
স্পষ্ট ঈমানের পরিচয়– ৯৭
শয়তানের সাথে বিতর্ক করবে না– ৯৭
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা– ৯৭
জ্বি জাতীয় সহচর বা ফেরেশতা নিযুক্ত – ৯৭
শয়তানের সিংহাসন পানির ওপর– ৯৭
শয়তান মানুষের পিছনে লেগেই আছে– ৯৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোনো বিষয়ে প্রকাশ করা ক্ষতি হলে গোপন রাখাই ভাল– ৯৮
শয়তান পরামর্শ দেয় দান করলে সম্পদ কমে যায়– ৯৮
শয়তান কুমন্ত্রনা দিলে বাম দিকে থুথু ফেলবে– ৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবান্তর প্রশ্ন থেকে বিরত থাকবে– ৯৮
শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে– ৯৮
নামাযে ভুল হলে শয়তানের কাজ মনে করবে – ৯৮

পঞ্চম অধ্যায়
তাকদিরে বিশ্বাস
প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সিংহাসন ছিল পানির উপর– ৯৯
সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে– ৯৯
বিতর্কে আদম (আ) মূসা হতে শ্রেষ্ঠ হলেন– ৯৯
মায়ের গর্ভেই সন্তানের ভাগ্য লিখা হয়– ৯৯
মানুষের আমল পরিণামের উপর নির্ভর করে– ৯৯
মানুষের ভাল মন্দ আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন– ১০০
প্রত্যেকের বেহেশত ও দোযখের ঠিকানা লেখা আছে– ১০০
মানুষ বিভিন্নভাবে যিনা করে থাকে– ১০০
তাকদীর আগেই লেখা হয়েছে– ১০০

বিষয় পৃষ্ঠা

আল্লাহর নির্ধারিত বিষয় ঘটবেই– ১০০
মানুষ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অধীন– ১০১
প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে– ১০১
আল্লাহ পাক কখনো ঘুমান না– ১০১
আল্লাহর হাত সব সময় পূর্ণ থাকে– ১০১
মুশরিক শিশু সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ অবগত– ১০১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি হল কলম– ১০১
দোযখীদের আল্লাহ পাক আগেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন– ১০১
কিতাবে দোযখী ও বেহেশতীর নাম ঠিকানা লেখা আছে– ১০২
সব প্রচেষ্টা আল্লাহর তকদীরের অন্তর্গত– ১০২
তকদীর নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়– ১০২
আদম মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে– ১০৩
সব মাখলুকাত অন্ধকারে সৃষ্টি হয়েছে– ১০৩
আল্লাহর ইচ্ছায়ই মানুষের ভাল-মন্দ– ১০৩
আল্লাহর হাতে অন্তর শূন্য মাঠে পালকের মত– ১০৩
চারটি কথায় বিশ্বাস না করলে সে মুমিন নয়– ১০৩
মুর্জিয়া ও কাদসিয়াগণ মুসলমান নয়– ১০৩
তাকদীরে অবিশ্বাসীদের শাস্তি হবে– ১০৩
[illegible]সীদের দেখতে যাওয়া উচিত নয়– ১০৩
কাদরিয়াদের সাথে সব সংশ্রব ত্যাগ করবে– ১০৪
প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে– ১০৪
মৃত্যুর স্থান নির্দিষ্ট করা আছে – ১০৪
মুমিনের সন্তানেরা পিতার উপর প্রতিষ্ঠিত– ১০৪
যে মেয়েকে জীবন্ত কবর দেয় সে দোযখী– ১০৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের পাঁচটি বিষয় চূড়ান্ত হয়ে আছে– ১০৪
তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়– ১০৪
তকদীরে বিশ্বাস না করলে ইবাদত কবুল হয় না– ১০৪
এ উম্মতের জন্য দুনিয়ায় আযাব ক্ষমা করা হয়েছে– ১০৫
মুমিনগণ ও তার সন্তানরা বেহেশতী– ১০৫
হযরত দাউদ (আ)-কে চল্লিশ বছর বয়স ধার দেয়া হল– ১০৫
আদমের বাম দিকের দল দোযখে যাবে – ১০৬
আল্লাহ দু মুঠো মাটি নিয়ে বললেন এরা বেহেশতী ও দোযখী– ১০৬
আল্লাহ প্রত্যেক মানুষ হতে অঙ্গীকার নিয়েছেন– ১০৬
প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর কাছে ওয়াদায় আবদ্ধ– ১০৬
তকদীরে যা লেখা আছে তা হবেই – ১০৭
তাকদীরের নির্দিষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হবে– ১০৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবর আযাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক মানুষকে কবরে প্রশ্ন রা হবে – ১০৭
অবশ্যই কবরে প্রশ্ন করা হবে – ১০৮
প্রত্যেককের তার নির্দিষ্ট স্থান দেখান হয় – ১০৮
কবর আযাব হতে পানাহ চাবে– ১০৮
রাসূল (স) অনেক বিষয় অকাত ছিলেন যা মানুষ জানত না– ১০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃতকে কবরে রাখলে ফেরেশতা প্রশ্ন করে– ১০৮
কবরে মুমিনের কাছে দুজন ফেরেশতা আসে– ১০৯
আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর প্রথম মঞ্জিল– ১০৯
মৃতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে হয়– ১০৯
কবরে নিরানব্বটি সাপ হাজির হবে– ১১০

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক ব্যক্তির জন্যও কবর সংকীর্ণ হয়– ১১০
হযরত সাদ (রা)-এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁদেছিল– ১১০
মানুষ কবরে ফিতনায় পতিত হবে– ১১০
নামাযী ব্যক্তি কবরে নামায পড়তে চাবে– ১১০
মৃত মুমিন ব্যক্তি কবরে ভয় পায় না– ১১০

সপ্তম অধ্যায়

কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘুমের মধ্যেও রাসূল (স)-এর অন্তর জাগ্রত থাকত– ১১১
রাসূল (স)-এর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে – ১১১
ধর্মে নতুন কথা গ্রহণযোগ্য নয়– ১১১
আল্লাহর বাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী– ১১১
আল্লাহর কাছে তিন ব্যক্তি ঘৃণিত– ১১১
সকল উম্মত বেহেশতে যাবে– ১১১
রাসূল (স) যা করতেন মানুষের তা করা উচিত– ১১২
মদীনার লোকের খেজুর গাছে তাবীর করত– ১১২
নবী রাসূলদেরকে সত্য সহকারে প্রেরণ করা হয় – ১১২
রাসূল (স) মানুষকে আগুন হতে বাঁচাবেন– ১১২
আল্লাহ রাসূল (স)-কে হেদায়েত ও ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন – ১১২
কুরআনের মোতাশাবে আয়াত অনুসরণ করা উচিত নয়– ১১২
আল্লাহর দফতর নিয়ে তর্ক করতে নেই– ১১৩
রাসূল (স)-কে আজে বাজে প্রশ্ন করা জায়েয নেই– ১১৩
শেষ যমনায় অনেক মিথ্যুক দাজ্জাল হবে– ১১৩
আহলে কিতাবদের সত্য ও মিথ্যা কোনটাই বলা যাবে না – ১১৩
শোনা কথা যাচাই না করে বলা মিথ্যার সমতুল্য – ১১৩
প্রত্যেক নবীর সাহাবী ছিলেন – ১১৩
মানুষকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করতে হয়– ১১৩
ইসলাম প্রবাসীর মতো প্রকাশ পাচ্ছে– ১১৩
ইসলাম মদীনার দিকে ফিরে যাবে– ১১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-কে ফেরেশতাগণ স্বপ্ন দেখালেন– ১১৩
আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স)-এর হাদীস অনুসরণ করতে হবে– ১১৪
হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানতে হবে– ১১৪
হাদীস মূলত আল্লাহর বাণী– ১১৪
নেতার আদেশ পালন করতে হবে– ১১৪
মানুষের চলার পথে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে– ১১৫
রাসূল (স)-এর পূর্ণ অনুসারী হতে হবে– ১১৫
রাসূল (স)-এর সুন্নতসমূহ জারি রাখা উচিত– ১১৫
ধর্ম প্রবাসীর মত যাত্রা শুরু করেছে– ১১৫
বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত– ১১৫
দল ত্যাগকারী জাহান্নামে যাবে– ১১৫
বড় দলের অনুসরণ করতে হয়– ১১৫
কারো সাথে হিংসা বিদ্বেষ রাখা জায়েয নেই– ১১৬
সুন্নতকে আকড়িয়ে ধরে রাখতে হবে– ১১৬
হযরত মূসা (আ)-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে– ১১৬
হালাল দ্রব্য ভক্ষণ করতে হয় – ১১৬
নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ পালন করলে বেহেশতী– ১১৬
কোন জাতি হেদায়েত লাভের পর গোমরাহ হয়নি– ১১৬
দ্বীনের ওপর কিছু আবিষ্কার করতে নেই– ১১৬
কুরআন পাঁচ রকমে নাযিল হয়েছে– ১১৬
শরীয়তের বিষয় তিন প্রকার– ১১৭

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একটি বিদআত সৃষ্টি করলে একটি সুন্নত কমে যায়– ১১৭
বিদআত সৃষ্টি জায়েজ নয়– ১১৭
বিদআতী ব্যক্তিকে সম্মান করা যাবে না– ১১৭
শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ স্বরূপ– ১১৭
জামায়াত পরিত্যাগ করা উচিত নয়– ১১৭
মানুষের দুটি বিধান আল্লাহর কিতাব ও নবীর হাদীস– ১১৭
আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ কারী গোমরাহ হবে না– ১১৭
দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষ বোঝান যায়– ১১৭
হাদীসকে কুরআন মানসুখ করে– ১১৮
কুরআনের একটি বাণী অপর বাণীকে নসখ বা রহিত করে– ১১৮
আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয় বর্জন করবে– ১১৮
জীবিত ব্যক্তি ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে নিরাপদ থাকে– ১১৮
ইসলাম ধর্ম সর্বশেষ ধর্ম– ১১৮

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ইলমের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের কাছে ইলম পৌছতে হবে– ১১৯
রাসূল (স) যা বলেননি তা বলা ঠিক নয়– ১১৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে জ্ঞান দান করেন– ১১৯
জাহেলিয়াতের উত্তম ব্যক্তি ইসলামী যুগেও উত্তম– ১১৯
দু ব্যক্তির ওপর ঈর্ষা করা যায়– ১১৯
মৃত্যুর পরও তিনটি আমল চালু থাকে– ১১৯
মুমিনের কষ্ট লাঘব করলে তার কিয়ামতের কষ্ট লাঘব হবে– ১১৯
শেষ যমানায় ইলম থাকবে না– ১২০
বৃহস্পতিবারে ওয়াজ করা ভালো– ১২০
রাসূল (স) কোনো কথা তিনবার বলতেন– ১২০
রিয়াকার বেহেশতে প্রবেশ করবে না– ১২০
সৎ কাজের পথ প্রদর্শন সৎ কাজের সমান– ১২১
রাসূল (স) মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না– ১২১
খুনের একটি অংশ প্রথম হত্যাকারীর উপর পড়বে– ১২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলেমদের অফুরন্ত ফযিলত রয়েছে– ১২১
আবেদদের চেয়ে আলেমদের ফযিলত বেশি– ১২২
লোকদের সৎ উপদেশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে– ১২২
জ্ঞানের কথা হারানো সম্পদের মতো– ১২২
একজন জ্ঞানী শয়তানের কাছে হাজার আবেদের চেয়ে মারাত্মক– ১২২
প্রত্যেক মুসলমানের ইলম অর্জন করা ফরয– ১২২
নৈতিকতা ও দ্বীনের জ্ঞান মুনাফিকের থাকে না– ১২২
যে জ্ঞান অন্বেষণে বের হয় সে আল্লাহর সাথেই থাকে– ১২২
ইলম অর্জনকারীর পূর্বের ছগিরা গোনাহ ক্ষমা হয়– ১২২
ইলম অর্জনের পরিণাম বেহেশত– ১২২
ইলম গোপন করা উচিত নয়– ১২২
লোক দেখানো এলেম কোনো কাজে আসবে না– ১২৩
দুনিয়ার সামগ্রীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ঠিক নয়– ১২৩
তিনটি বিষয়ে মুসলমান বিশ্বাসঘাতকতা করে না– ১২৩
নবীর সুন্নত অবিকল পৌছান দরকার– ১২৩
হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত– ১২৩
কুরআনের ব্যাপারে নিজস্ব মত প্রকাশ জায়িয নয়– ১২৩
ভুল পন্থায় কাজও ভুল হয়– ১২৩

বিষয় পৃষ্ঠা

কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরি– ১২৩
আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিতণ্ডা করা ঠিক নয়– ১২৩
কুরআন সাত হরফ এর সাথে নাযিল হয়েছে– ১২৪
ইলিম তিন ধরনের– ১২৪
আমীরের প্রতিনিধিই ওয়াজ করবে– ১২৪
মিথ্যা ফতোয়ার গোনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর ওপর পড়বে– ১২৪
বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী কথা বলা নিষেধ– ১২৪
ফারায়েজ ও কুরআন শিক্ষা করা উচিত– ১২৪
পরবর্তী সময়ে ইলিম উঠে যাবে– ১২৪
মদীনার আলেম অধিক জ্ঞানী– ১২৪
প্রত্যেক শতাব্দীতে আল্লাহর মনোনীত বান্দার আগমন– ১২৪
ভাল লোকেরা ইলম গ্রহণ করবে– ১২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইলিম অর্জন করা অবস্থায় ইন্তেকাল করলে বেহেশতী– ১২৪
ইলম শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা অনেক বেশি– ১২৫
দ্বীন প্রচারে আলেম ব্যক্তি উত্তম– ১২৫
সপ্তাহে একবার মানুষকে ওয়াজ নসিহত করা উচিত– ১২৫
যে ইলম অর্জন করেছে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব– ১২৫
মৃত্যুর পর মুমিনের কতক আমল জারী থাকে– ১২৫
ইলম শিক্ষার জন্য বের হলে সে বেহেশতী– ১২৫
রাতে কিছু সময় ইলমের আলোচনা সারারাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম– ১২৫
দুআর চেয়ে দ্বীনের আলোচনা উত্তম– ১২৬
চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করলে সে একজন আলেম– ১২৬
ইলম শিক্ষা করা ও প্রচার করা বড় দান– ১২৬
দুই পিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করবে না– ১২৬
আলেমের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়– ১২৬
দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে অর্থ গ্রহণ সঠিক নয়– ১২৬
যে আখিরাতের চিন্তা করে তার জন্য আল্লাহ দুনিয়ার চিন্তা করেন– ১২৬
ইলম ভুলে যাওয়া ঠিক নয়– ১২৭
ইলম অনুযায়ী আমলকারীই প্রকৃত আলেম– ১২৭
লোক সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতে নেই– ১২৭
ইলম দ্বারা উপকৃত না হলে সে অকৃতকার্য ব্যক্তি– ১২৭
আলেমদের ভুলের জন্য ইসলাম ধ্বংস হবে– ১২৭
ইলম দুই প্রকার– ১২৭
আবু হুরায়রা (রা) দুই পাত্র ইলম সংগ্রহ করেছিলেন– ১২৭
জানার চেয়ে বেশি বলা উচিত নয়– ১২৭
ভাল লোকের কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে হয়– ১২৭
সঠিক পথে থাকার নির্দেশ– ১২৮
প্রার্থনা হবে জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়– ১২৮
এক সময় নামেমাত্র ইসলাম থাকবে– ১২৮
প্রকাশ পাবে শুধুই ফিতনা– ১২৮
একদিন ফরজ নিয়েও মতভেদ দেখা দিবে– ১২৮
ইললেম মাধ্যমে অন্যের উপকার করা উচিত– ১২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্রতার গুরুত্ব : ওযূর বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন হবে পক্ষে ও বিপক্ষে দলীল– ১২৮
রাসূল (স)-এর ওযূর ন্যায় ওযূ করতে হবে– ১২৯
ওযূর পর দু রাকাত নামায পড়তে হয়– ১২৯
ভালভাবে ওযু করে মসজিদে প্রবেশ করলে গোনাহ থাকে না– ১২৯
উত্তম রূপে ওযূ করলে গোনাহ থাকে না– ১২৯
ওযূর অঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথে গোনাহ চলে যায়– ১২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাযের সময় ওযূ করলে আগের গোনাহ মাফ হয়ে যায়–	১২৯
ওযূ করে দোয়া করলে বেহেশতের আটটি দরজা খোলা থাকে–	১৩০
ওযূর দ্বারা উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়–	১৩০
মুমিনের অলংকার হল ওযূ–	১৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মুমিনগণ ওযূর নিয়ম রক্ষা করে–	১৩০
ওযূ থাকতে ওযূ করলে সওয়াব বেশি–	১৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নামায বেহেশতে প্রবেশের চাবি–	১৩০
নামাযের আগে উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়–	১৩০
পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক–	১৩০
ওযূর সময় যখন কুলি করে তখন গোনাহ বের হয়ে যায়–	১৩০
নাবালেগ সন্তানেরা কিয়ামতের দিন দৌড়াদৌড়ি করবে–	১৩১
হাশরের ময়দানে ওযু মানুষকে মর্যাদা দান করে–	১৩১
তৃতীয় অধ্যায়	
ওযুর গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ওযূ করে নামায পড়তে হবে–	১৩১
কবুল হবে না হারাম মালের দান–	১৩১
মযি বের হলে অবশ্যই ওযু করতে হয় –	১৩১
আগুনে পাকান খাদ্য গ্রহণের পর ওযূ করতে হয়–	১৩২
উটের গোশত খাওয়ার পর ওযূ করতে হয়–	১৩২
বায়ু বের না হলে ওযূ ভাঙে না–	১৩২
দুধ পান করে ওযূ করতে হয় না–	১৩২
একবার ওযূ করে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়া যায়–	১৩২
ছাতু খেয়ে ওযূ করতে হয় না–	১৩২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বায়ু বের হলে গন্ধ না হলে ওযূ ভাঙে না–	১৩২
মযি বের হলে ওযূ করতে হবে–	১৩২
নামাযের চাবি হল পবিত্রতা–	১৩২
বাতকর্ম করলে ওযূ করতে হয়–	১৩২
চোখ হল গুহ্যদ্বারের ঢাকনা–	১৩৩
ঘুমানোর আগে ওযূ করতে হয়–	১৩৩
কাত হয়ে ঘুমালে ওযূ করয হয়–	১৩৩
পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে–	১৩৩
পুরুষাঙ্গ শরীরের অঙ্গ বিশেষ–	১৩৩
স্ত্রীকে চুম্বন করলে ওযূ ভাঙে না–	১৩৩
ভেড়ার গোশত খেলে ওযূ ভাঙে না–	১৩৩
গোশত খেলে ওযূ ভাঙে না–	১৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
বকরীর কলিজা খেলে ওযূ ভাঙে না–	১৩৩
বকরীর বাজুর গোশত খেলে ওযূ ভাঙে না–	১৩৩
রাসূল (স) খানা খেয়ে ওযূ করেন নি–	১৩৪
কামনা বশত স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করলে ওযূ করতে হবে–	১৩৪
স্ত্রীকে চুম্বন করলে ওযূ করবে–	১৩৪
চুম্বন লসম এর অন্তর্গত–	১৩৪
শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে ওযূ করতে হবে–	১৩৪
চতুর্থ অধ্যায়	
পায়খানা প্রস্রাবের আদব কায়দা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
কেবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে পায়খানায় বসবে না–	১৩৪
ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ–	১৩৪
পায়খানায় যাওয়ার সময় দুআ পড়তে হয়–	১৩৪
রাসূল (স) কবরের আযাব দেখতে পেতেন–	১৩৫
গাছের ছায়ায় পায়খানা করা নিষেধ–	১৩৫
পানি পান করার সময় পাত্রে নিশ্বাস ফেলবে না–	১৩৫
বিজোড় সংখ্যক ঢিলা দিয়ে কুলুখ করতে হয়–	১৩৫
রাসূল (স) পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা করতেন–	১৩৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) পায়খানায় গেলে আংটি খুলে রাখতেন–	১৩৫
পায়খানা দূরে করা উচিত–	১৩৫
প্রস্রাব করতে দেয়ালের আড়াল করতে হয়–	১৩৫
পায়খানায় বসে তারপর কাপড় উঠাতে হয়–	১৩৫
হাড় গোবর দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ–	১৩৫
ডান হাত খাওয়ার জন্য বাম হাত এস্তেঞ্জার জন্য–	১৩৬
তিনটি ঢিল্লা দিয়ে এস্তেঞ্জা করলে পানি লাগে না–	১৩৬
গোবর ও হাড় জ্বিনদের খাদ্য–	১৩৬
দাড়িতে জট পাকালে উন্মত বলে বিবেচিত হবে না–	১৩৬
খাদ্য খাওয়ার পর খিলাল করতে হয়–	১৩৬
গোসল খানায় প্রস্রাব করা ঠিক নয়–	১৩৬
গর্তে প্রস্রাব করা ঠিক নয়–	১৩৬
চলাচলের পথে পায়খানা করা নিষেধ–	১৩৬
দুজন একই সাথে একই পায়খানায় বসা ঠিক নয়–	১৩৬
পায়খানা হলো জ্বিনদের আবাসস্থল–	১৩৬
পায়খানায় বসে মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়–	১৩৭
পায়খানা থেকে বের হয়ে দোআ পড়তে হয়–	১৩৭
রাসূল (স) পায়খানা শেষে ওযূ করতেন–	১৩৭
প্রস্রাব করে ওযূ করতে হয়–	১৩৭
ওজর বশত পাত্রে প্রস্রাব করা যায়–	১৩৭
দাঁড়িয়ে প্রসাব করা জায়েয নয়–	১৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) বসে প্রস্রাব করতেন–	১৩৭
হযরত জিব্রাইল (আ) ওযূ ও নামায শিখিয়ে দিলেন–	১৩৭
ওযূর সময় পুরুষাঙ্গে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়–	১৩৭
প্রস্রাব করে সব সময় ওযূ না করলেও চলে–	১৩৭
পবিত্রতাকে আল্লাহ ভালবাসেন–	১৩৮
আড়াল থাকলে কিবলার দিকেও মুখ করে প্রস্রাব করা যায়–	১৩৮
পায়খানা থেকে বের হবার পর দোআ–	১৩৮
জ্বিনদের অনুরোধেই গোবর কয়লা হাড় দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ করা হল–	১৩৮
ডান হাত দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ–	১৩৮
প্রস্রাবের সময় আড়াল করতে হয়–	১৩৮
পঞ্চম অধ্যায়	
মিসওয়াক করা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) মিসওয়াকের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন–	১৩৮
রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে মিসওয়াক করতেন–	১৩৯
তাহাজ্জুদের আগে মিসওয়াক করতে হয়–	১৩৯
গোঁফ ছোট এবং দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে–	১৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মিসওয়াক করলে আল্লাহ খুশী হন–	১৩৯
চারটি জিনিস রাসূলগণের সুন্নতের অন্তর্গত–	১৩৯
নিদ্রা থেকে জেগে মিসওয়াক করে ওযূ করতে হয়–	১৩৯
রাসূল (স) নিয়মিত মিসওয়াক করতেন–	১৩৯

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বয়োজ্যেষ্ঠকে মান্য করতে হয়— ১৩৯
মিসওয়াকের জন্য তাগাদা দেয়া হতো— ১৩৯
মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূল (স) বেশি ওয়াজ করেছেন— ১৩৯
নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করা উচিত— ১৪০
বড়জনকে মিসওয়াক দিতে হয়— ১৪০
মিসওয়াক করে নামায পড়লে তার সওয়াব বেশি— ১৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওযূর নিয়ম ও সুন্নতের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে রাখবে না— ১৪০
মানুষ ঘুমালে শয়তান নাকের বাশীর উপর রাত কাটায়— ১৪০
ওযূর সময় পায়ের গোড়ালী ভালভাবে ধুতে হবে— ১৪১
ওযূ করলে পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা যায়— ১৪১
প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত— ১৪১
প্রয়োজনে রাসূল (স) ওযূর অঙ্গ একবার ধুয়েছেন— ১৪১
রাসূল (স) কোনো সময় ওযূর অঙ্গ দু বার ধুয়েছেন— ১৪১
ওযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার ধুতে হয়— ১৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিছু পরার সময় ডান দিক থেকে শুরু করবে— ১৪১
ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়— ১৪১
ওযূতে পূর্ণভাবে অঙ্গগুলো ধুতে হয়— ১৪২
ওযূর সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করতে হয়— ১৪২
ওযূর করলে পায়ের আঙুল খিলাল করতে হয়— ১৪২
ওযূ করতে দাড়িও খিলাল করতে হয়— ১৪২
রাসূল (স) ওযূর সময় দাড়ি খিলাল করতেন— ১৪২
রাসূল (স)-এর নিয়মে ওযূ করতে হয়— ১৪২
সাহাবাগণ রাসূল (স)-এর মতো ওযূ করতেন— ১৪২
ওযূর সময় তিন বার কুলি করতে হয়— ১৪২
ওযূতে দু কান মাসেহ করতে হয়— ১৪২
রাসূল (স) ওযূর সময় দু আঙুল কানে ঢুকাতেন— ১৪২
ওযূতে মাথা মাসেহ করতে হয়— ১৪৩
ওযূতে দু চোখের কোণ মলতে হয়— ১৪৩
রাসূল (স)-এর নিয়ম বহির্ভুত কোনো কাজ করা ঠিক নয়— ১৪৩
ওযূতে সীমালঙ্ঘন করা ঠিক নয়— ১৪৩
শয়তান ওযূতে ওয়াসওয়াসা দেয়— ১৪৩
পরণের কাপড় দিয়ে ওযূর পানি মুছা যায়— ১৪৩
ওযূ করে অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতে হয়— ১৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওযূর অঙ্গসমূহ এক বার দু বার, তিন বার ধোয়া যায়— ১৪৩
রাসূল (স) দু বার করে ওযূর অঙ্গ ধুতেন— ১৪৩
হযরত ইব্রাহীম (আ) ওযূতে অঙ্গগুলো তিন বার ধুতেন— ১৪৩
প্রতি নামাযের জন নতুন ওযূ করা উচিত— ১৪৪
ওযূ করলে শরীর পবিত্র হয়— ১৪৪
ওযূর সময় হাতে আংটির নীচে পানি পৌছতে হবে— ১৪৪
ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করতে হয়— ১৪৪
ওযূতে পানি অপচয় করা ভাল নয়— ১৪৪

সপ্তম অধ্যায়

গোসলের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহবাসে বীর্য বের না হলে গোসল ফরয হয় না— ১৪৪
উভয়ের যৌনাঙ্গ মিলিত হলে গোসল ফরয হয়— ১৪৪

বিষয় পৃষ্ঠা

স্বপ্নদোষ হলে বীর্য দেখা গেলে গোসল ফরয হয়— ১৪৪
রাসূল (স) চার সের পানি দিয়ে গোসল করতেন— ১৪৫
স্বামী-স্ত্রী এক পাত্র থেকে ফরয গোসল করা যায়— ১৪৫
ফরয গোসলের আগে প্রথমে দু হাত ধুতে হয়— ১৪৫
ফরয গোসল করতে লজ্জাস্থান ধুতে হয়— ১৪৫
হায়েযের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়— ১৪৫
ফরয গোসলে মেয়েদের মাথার বেণী খুলতে হয় না— ১৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্নদোষের আলামত দেখলে গোসল করতে হবে— ১৪৬
স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করলে গোসল ফরয হয়— ১৪৬
কেশের নীচে নাপাকী থাকে— ১৪৬
এক বিন্দু নাপাকী থাকলে কিয়ামতে শাস্তি পেতে হবে— ১৪৬
গোসলের পর ওযূ করতে হয় না— ১৪৬
নাপাকীর গোসলে সর্ব শরীরে পানি ঢালতে হয়— ১৪৬
উলঙ্গ হয়ে গোসল করা উচিত নয়— ১৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহবাস করলে গোসল ফরয হয়— ১৪৬
এক বিন্দু পরিমাণ শুকনো থাকলে গোসল শুদ্ধ হবে না— ১৪৬
নাপাকীর গোসল প্রথমে ছিল সাত বার— ১৪৬

অষ্টম অধ্যায়

শরীয়তের নিয়মে গোসল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কমপক্ষে সাত দিনে এক বার গোসল করতে হয়— ১৪৭
জুমার দিনে গোসল করা প্রত্যেকের উচিত— ১৪৭
জুমার দিনে গোসল ওয়াজিব— ১৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চার কারণে গোসল করা যায়— ১৪৭
মৃতকে বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল দিবে— ১৪৭
জুমার দিনে গোসল করা উত্তম কাজ— ১৪৭
মৃতকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করতে হয়— ১৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুমার দিনে গোসল করার নিয়ম চালু হলো কখন— ১৪৭

নবম অধ্যায়

নাপাকী ব্যক্তির সাথে মেলামেশার অপকারিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দু বার সহবাস করার ইচ্ছা করলে মাঝে ওযূ করতে হয়— ১৪৮
রাসূল (স) এক সাথে কয়েক স্ত্রীর কাছে যাওয়ার আগে ওযূ করতেন— ১৪৮
রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন— ১৪৮
মুমিন কখনো নাপাকী হয় না— ১৪৮
নাপাকী অবস্থায় ওযূ করে ঘুমাতে হয়— ১৪৮
জানাবত অবস্থায় খাওয়ার পূর্বে ওযূ করতে হয়— ১৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাপাকী ব্যক্তির স্পর্শে পানি নাপাক হয় না— ১৪৮
নাপাক শরীরে অন্যকে স্পর্শ করা যায়— ১৪৮
রাসূল (স) পায়খানা থেকে বের হয়ে কুরআন পড়েছেন— ১৪৮
ঋতুবতী মহিলা কুরআন স্পর্শ করবে না— ১৪৯
নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষেধ— ১৪৯
নাপাকী ব্যক্তির ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না— ১৪৯
তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না— ১৪৯
কুরআন পবিত্র হয়ে স্পর্শ করতে হয়— ১৪৯
পায়খানা থেকে বের হয়ে তায়াম্মুম করতে হয়— ১৪৯
রাসূল (স) ওযূ না করে সালামের জবাব দেননি— ১৪৯

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় ঘুমাতেন— ১৪৯
গোসলের আগে ওযূ করতে হয়— ১৪৯
অধিক পবিত্রতার জন্য একাধিক বার গোসল করতে হয়— ১৪৯
পুরুষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে স্ত্রীলোক গোসল করতে পারবে— ১৫০
স্ত্রীলোকের ওযূর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ ওযূ করবে না— ১৫০

দশম অধ্যায়
পানির বিধিনিষেধ
প্রথম পরিচ্ছেদ
রাসূল (স) বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন— ১৫০
বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ— ১৫০
রাসূল (স)-এর ওযূর অবশিষ্ট পানি ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হত— ১৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পানি দু কোল্লা পর্যন্ত তাকলে নাপাক হয় না— ১৫০
পানি সর্ব অবস্থায় পাক থাকে— ১৫১
সাগরের লোনা পানি পাক— ১৫১
খেজুর ও পানি পবিত্র— ১৫১
বিড়ালে মুখ দিলে পানি নাপাক হয় না— ১৫১
বিড়ালের ঝুটা নাপাক নয়— ১৫১
গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করা যায়— ১৫১
হালাল খাদ্য মিশ্রিত পানিতে গোসল— ১৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হিংস্র জন্তু পানিতে মুখ দিলে তা নাপাক— ১৫১
রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করা উচিত নয়— ১৫২
গৃহপালিত পশু পানি পান করলে অবশিষ্ট পানি হালাল— ১৫২

একাদশ অধ্যায়
পবিত্রতার গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ
মসজিদের নাপাকী পানি দিয়ে ধৌত করলে চলে— ১৫২
হায়েযের রক্ত আঙুল দিয়ে মর্দন করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে— ১৫২
কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা সাত বার করে ধৌত করবে— ১৫২
মসজিদে প্রস্রাব করার পর ধৌত করলে পবিত্র হয়— ১৫২
কাপড়ে বীর্য লাগলে তা ধুতে হয়— ১৫৩
কাপড়ে শুক্র লাগলে উঠিয়ে ফেললে চলে— ১৫৩
বাচ্চাদের প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে সে স্থান ধুয়ে নিলেই চলে— ১৫৩
চামড়া পাকা করলে পবিত্র হয়— ১৫৩
মরা পশুর চামড়া ব্যবহার করা যায়— ১৫৩
মরা পশুর চামড়া পাকা করলে ব্যবহার করা যায়— ১৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বাচ্চা মেয়ে প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে তা ধুতে হয়— ১৫৩
জুতার নাপাকী মাটি দিয়ে পবিত্র হয়— ১৫৩
মাটি সর্ব অবস্থায় পবিত্র— ১৫৩
হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করা যাবে না— ১৫৩
রাসূল (স) হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন— ১৫৩
হিংস্র পশুর চামড়ার মূল্য মাকরূহ— ১৫৪
চামড়া পাকা করার পূর্বে ব্যবহার করা যাবে না— ১৫৪
রাসূল (স) মৃত পশুর চামড়া গ্রহণ করতে বলেছেন— ১৫৪
পানি আর সলম গাছের পাতা দিয়ে চামড়া পাক করা যায়— ১৫৪
চামড়া পাকা করার পর যে কোনো চামড়াই ব্যবহার করা যায়— ১৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
দুর্গন্ধময় রাস্তা ভাল নয়— ১৫৪
ওযূ করে রাস্তায় চলাফেরা করলে ওযূ ভাঙে না— ১৫৪

বিষয় পৃষ্ঠা
মসজিদে কুকুর প্রবেশ করলে ধুতে হয় না— ১৫৪
যে পশু খাওয়া যায় তার প্রস্রাব ক্ষতিকর নয়— ১৫৪

দ্বাদশ অধ্যায়
মোজার উপর মাসেহ করা
প্রথম পরিচ্ছেদ
মুসাফিরগণ তিন দিন মোজার ওপর মাসেহ করতে পারে— ১৫৪
রাসূল (স) পাগড়ীর ওপর মাসেহ করলেন— ১৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মুকিম এক দিন এক রাত মোজার ওপর মাসেহ করতে পারে— ১৫৫
তিন দিন তিন রাত মোজা না খুলে রাখা যায়— ১৫৫
মোজার ওপর ও নিচে মাসেহ করতে হয়— ১৫৫
রাসূল (স) মোজার দু পিঠে মাসেহ করতেন— ১৫৫
জুতার ওপর মাসেহ করা যায়— ১৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মোজার ওপর মাসেহ করা আল্লাহর নির্দেশ— ১৫৫
মোজাদ্বয়ের ওপর দিকেই মাসেহ করতে হয়— ১৫৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়
তায়াম্মুমের গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ
পানি না থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয— ১৫৬
রাসূল (স) তায়াম্মুম না করে সালামের জবাব দিলেন না— ১৫৬
মানুষকে তিনটি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে— ১৫৬
আগে নামায পড়ে থাকলেও জামায়াত ছাড়তে নেই— ১৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পাক মাটি মুসলমানদের পবিত্রতাকারী— ১৫৬
অজানা রোগের চিকিৎসা হল জিজ্ঞেস করা— ১৫৭
তায়াম্মুম করার পর পানি পেলে ওযূ করতে হয়— ১৫৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রাসূল (স) অপবিত্র অবস্থায় সালামের জবাব দিলেন না— ১৫৭
তায়াম্মুমের নিয়ম কানুন— ১৫৭

চতুর্দশ অধ্যায়
হায়েযের বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ
হায়েযের সময় সহবাস ব্যতীত সবকিছু করা যায়— ১৫৭
হায়েয অবস্থান স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায় থাকতে পারে— ১৫৮
রাসূল (স) স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় তাদের সঙ্গ দিতেন— ১৫৮
হায়েয গ্রস্তা স্ত্রীর শরীরে ঠেস দিয়ে কুরআন পড়া যায়— ১৫৮
হায়েয অবস্থায় অন্যান্য কাজ করা যায়— ১৫৮
হায়েয গ্রস্তা স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শোয়া যায়— ১৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হায়েয গ্রস্তা অবস্থায় সহবাস করা হারাম— ১৫৮
স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় সংযম পালন করা উচিত— ১৫৮
হায়েয অবস্থায় সঙ্গম করলে সদকা করতে হয়— ১৫৮
হায়েযের প্রথম সঙ্গম করলে এক দিনার সদকা করতে হয়— ১৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হায়েযের সময় স্বামী-স্ত্রী একত্রে শয়ন করতে পারে— ১৫৮
রাসূল (স) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেননি— ১৫৮

পঞ্চদশ অধ্যায়
এস্তেহাযার রোগিণী
প্রথম পরিচ্ছেদ
হায়েয হলে নামায ছেড়ে দিতে হবে— ১৫৯

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এস্তেহাযা রোগে নামায পড়তে হবে— ১৫৯
হায়েযের সময়ের চেয়ে বেশি সময় হলে তা এস্তেহাযা— ১৫৯
হায়েয ব্যতীত নামায ছাড়া যাবে না— ১৫৯
এস্তেহাযা হলে দু নামায একত্রে পড়া যায়— ১৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এস্তেহাযা হলে গোসল করে নামায পড়বে— ১৬০

ষোড়শ অধ্যায়

নামাযের ফযিলত ও মাহাত্ম্যের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযের দ্বারা হদের কাফফারা হয়ে গেল— ১৬০
নামায কবীরা গুনাহ ব্যতীত সব গোনাহর কাফফারা— ১৬০
পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে কোনো পাপ থাকে না— ১৬০
নামায পাপসমূহ দূর করে দেয়— ১৬০
সঠিক সময়ে নামায পড়া আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়— ১৬১
নামায কুফর বিতাড়িত করে দেয়— ১৬১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে নামায পড়তে হয়— ১৬১
নামায রোযা যাকাত বেহেঁশেতে দাখিল করবে— ১৬১
সন্তান সাত বছরের হলে নামাযের আদেশ করতে হবে— ১৬১
নামায ত্যাগ করলে কাফের হয়ে যাবে— ১৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামায যাবতীয় গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়— ১৬১
নামায গাছের পাতার মত পাপসমূহকে ঝরিয়ে দেয়— ১৬২
দু রাকআত নামায সঠিক নিয়মে পড়লে আগের গোনাহ ক্ষমা হয়— ১৬২
নামাযের হেফাযত করলে কিয়ামতে মুক্তি পাবে— ১৬২
নামায ব্যতীত অন্য আমল বাদ দিলে কাফের হয় না— ১৬২
ইচ্ছা করে কোনো ফরয নামায ত্যাগ করা জায়েয নেই— ১৬২

সপ্তদশ অধ্যায়

নামাযের সময়সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে যোহর নামাযের ওয়াক্ত হয়— ১৬২
রাসূল (স) নামাযের সময় বুঝিয়ে দিলেন— ১৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোনো বস্তুর ছায়া একগুণ পরিমাণ হলে আসরের নামাযের ওয়াক্ত— ১৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জিব্রাঈল (আ) রাসূল (স)-এর ইমামতি করেছিলেন— ১৬৩
সব কাজের মধ্যে নামায অধিক গুরুত্বপূর্ণ— ১৬৩
গরমের সময় ছায়ার পরিমাণ পাঁচ কদম হলে যোহর পড়তে হয়— ১৬৩

অষ্টাদশ অধ্যায়

সকাল সকাল নামায পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

যোহর নামাযের ওয়াক্তের সময় খুব গরম থাকে— ১৬৪
দোযখ বছরে দুটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করে— ১৬৪
সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আসরের নামায পড়তে হয়— ১৬৪
সূর্য শয়তানের শিংয়ের সমতুল্য— ১৬৪
আসরের নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ— ১৬৪
এশার নামায দেরি করে পড়া ভাল— ১৬৪
সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত— ১৬৪
আসর নামায না পড়লে সব আমল নষ্ট হয়ে যায়— ১৬৫
মাগরিবের নামাযের পরে অন্ধকার হয়ে যায়— ১৬৫
রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামায পড়া যায়— ১৬৫

ফজরের নামাযের পর কিছুটা অন্ধকার থাকে— ১৬৫
নামায সঠিক সময়ে পড়ার জন্য নির্দেশ— ১৬৫
সূর্যোদয়ের আগে ফজরের এক রাকআত পেলে সে পূর্ণ নামায পেল— ১৬৫
সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে এক সিজদা পেলেও আসরের নামায হবে— ১৬৫
সময় হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়তে হয়— ১৬৫
ঘুমের মধ্যে কোনো ভুলত্রুটি নেই— ১৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নয় — ১৬৫
নামাযের প্রথম সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি— ১৬৬
নামাযকে প্রথম সময়ে পড়া ভাল— ১৬৬
নামায শেষ ওয়াক্তে পড়া নিষেধ— ১৬৬
মুসলমানরা সর্বদা কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে— ১৬৬
এশার নামায দেরিতে পড়া ভাল— ১৬৬
আগের নবীর উম্মতদের উপর এশার নামাযের প্রচলন ছিল না— ১৬৬
এশার নামায পড়ার সময়— ১৬৬
ফজরের নামায ফর্সা আলোতে পড়তে হয়— ১৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসরের নামাযের পর উট যবেহ করে রান্না করে খাওয়া যায়— ১৬৬
কোনো উম্মতের এশার নামায ছিল না— ১৬৬
রাসূল (স) নামাযকে সংক্ষেপ করতেন— ১৬৭
রাসূল (স) এশার নামায দেরিতে পড়তেন— ১৬৭
রাসূল (স) যোহরের নামায সকালে সকালে পড়তেন— ১৬৭
নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়া ভাল— ১৬৭
সরকারী প্রশাসন নামাযে বাঁধা দিবে— ১৬৭
পরবর্তী শাসকরা নামায পিছিয়ে দিবে— ১৬৭
সব কাজের মধ্যে নামায উত্তম— ১৬৭

উনবিংশ অধ্যায়

নামাযের ফযিলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফজর নামায ও মাগরিবের নামায পড়লে সে বেহেশতী— ১৬৭
দু ঠাণ্ডা সময়ে নামায কল্যাণময়— ১৬৮
রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতা একত্রে মিলিত হয়— ১৬৮
ফজরের নামায পড়লে আল্লাহর দায়িত্বে চলে যায়— ১৬৮
প্রথম সারিতে নামায পড়া অনেক সওয়াব— ১৬৮
মুনাফিকরা ফজর ও এশার নামায পড়তে চায় না— ১৬৮
এশার নামাযের অনেক ফযিলত আছে— ১৬৮
এশার নামাযকে আত্মা বলা হয়— ১৬৮
আসরের নামাযকে ওসতা নামায বলে— ১৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওসতা নামাযই আসরের নামায— ১৬৮
আসরের নামাযে দিনের ও রাতের ফেরেশতারা মিলিত হয়— ১৬৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফজরের নামায হল ঈমানের পতাকা— ১৬৯
হযরত আয়েশা (রা) বলেন যোহরের নামাযকে ওসতা বলে— ১৬৯
রাসূল (স) খুব সহজ নামায পড়তেন— ১৬৯
ফজরের নামাযকে ওসতা নামায বলে— ১৬৯

বিংশ অধ্যায়

আযান ও আযান শ্রবণ সম্পর্কে গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত বেলাল (রা) প্রথম আযান দিলেন— ১৬৯
আযানে প্রতি শব্দ দুবার উচ্চারণ করতে হয়— ১৬৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আযানের বাক্য উনিশটি— ১৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স)-এর সময় আযান দুবার ছিল–	১৬৯
কিভাবে আযান দিতে হয়–	১৭০
ফজরের নামায ব্যতীত তাসবীব করা যাবে না–	১৭০
দীর্ঘস্বরে ধীরে ধীরে আযান দিতে হয়–	১৭০
যে আযান দেয় সে একামত দিবে–	১৭০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নামায আহ্বানের ব্যাপারে আলোচনা–	১৭০
কিভাবে আযানের প্রচলন হল–	১৭০
নামাযের জন্য আহ্বান করা উচিত–	১৭১
নামায নিদ্রা হতে উত্তম–	১৭১
আযানের সময় দু আঙ্গুল কানে দিতে হয়–	১৭১
একবিংশ অধ্যায়	
আযানের মাহাত্ম্য এবং মুয়াজ্জিনের উত্তর দান	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মুয়াজ্জিনের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি–	১৭১
আযান শুনে শয়তান পালিয়ে যায়–	১৭১
আযানের ফযিলত অনেক বেশি–	১৭১
আযানের শব্দগুলোই আযান শুনে বলতে হয়–	১৭১
আযানের বাক্যগুলো মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে বললে বেহেশতী–	১৭২
আযানের পর দোয়া করলে রাসূল (স) সুপারিশ করবেন–	১৭২
আযান শুনলে আক্রমণ নিষেধ–	১৭২
আযানের পরে দোয়া করতে হয়–	১৭২
প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে নামায আছে–	১৭২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ইমাম নামাযের জামিনদার–	১৭২
সাত বৎসর আযান দিলে তার জন্য দোযখের আগুন হারাম–	১৭২
ছাগল চালকের নামায আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন–	১৭২
তিন ব্যক্তি মিশকের স্তুপের উপর থাকবের–	১৭৩
মুয়াজ্জিনের গোনাহ ক্ষমা করা হবে–	১৭৩
নামাযের ইমামতিতে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়–	১৭৩
মাগরিবের আযানের পর দোয়া–	১৭৩
একামতেরও জবাব দিতে হয়–	১৭৩
আযান ও একামতের মধ্যবর্তী দোয়া কবুল হয়–	১৭৩
আযানের সময়ে দোয়া কবুল হয়–	১৭৩
মুয়াজ্জিনের ফযিলত নিয়ে প্রশ্ন–	১৭৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নামাযের আযান শুনে শয়তান পালিয়ে যায়–	১৭৪
আযানের উত্তর আযানের শব্দ দিয়ে দিতে হয়–	১৭৪
অন্তরের বিশ্বাসের সাথে আযানের জবাব দিলে বেহেশতী–	১৭৪
রাসূল (স) নামাযের আযানের জবাব দিতেন–	১৭৪
বার বছর আযান দিলে বেহেশত নির্ধারিত–	১৭৪
মাগরিবের আযানের পরে দোয়া করতে হয়–	১৭৪
দ্বাবিংশ অধ্যায়	
আযান অধ্যাযের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
উম্মে মাকতুমের আযানের পর ফজরের নামায পড়া হত–	১৭৪
বেলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিতেন–	১৭৪
ফজরের নামাযে আযান দিতে হয়–	১৭৪
রাসূল (স)-এর নিয়মে নামায পড়তে হবে–	১৭৫
খায়বার যুদ্ধের পর সবাই ফজরের নামায দেরিতে পড়েছিলেন–	১৭৫
রাসূল (স) আসা পর্যন্ত সাহাবারা নামাযে দাঁড়াতেন না –	১৭৫
নামাযের একামত দিলে দৌড়ে আসবে না–	১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নামায না পেয়ে অনুতপ্ত হলে বেশি ছওয়াব–	১৭৫
রোযা ও নামায মুমিনের জিম্মায় থাকে–	১৭৬
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	
মসজিদ ও নামাযের স্থানসমূহ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লাহ নামায পড়লেন–	১৭৬
কাবাঘর ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল–	১৭৬
মসজিদে নববীর নামায বেশি ফযিলতপূর্ণ–	১৭৬
তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য দিকে সফর করা যায় না–	১৭৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর হুজরা ও মিম্বরের মাঝে বেহেশতের বাগান–	১৭৬
রাসূল (স) কোবার মসজিদে গমন করতেন–	১৭৬
মসজিদ সবচেয়ে প্রিয় স্থান–	১৭৬
মসজিদ নির্মাণ করলে বেহেশতে যাবে–	১৭৬
মসজিদে যে গমন করে সে আল্লাহর মেহমান–	১৭৬
দূর হতে মসজিদে আসলে সওয়াব বেশি হয়–	১৭৭
মসজিদে গমন করলে কদম গুণে সওয়াব দেয়া হয়–	১৭৭
সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে–	১৭৭
মসজিদে যাতায়াতে নামায পড়ায় সওয়াব বেশি–	১৭৭
মসজিদে প্রবেশ করে দোয়া পড়তে হয়–	১৭৭
মসজিদে প্রবেশ করে দু রাকআত নামায পড়তে হয়–	১৭৭
সফর হতে ফিরে সরাসরি বাড়ি যাওয়া নিষেধ–	১৭৭
হারান বস্তু মসজিদে তালাশ করা উচিত নয়–	১৭৮
দুর্গন্ধ কিছু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ নিষেধ–	১৭৮
মসজিদে থুথু ফেলা জায়েয নেই–	১৭৮
রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলতে হয়–	১৭৮
নামাযের সামনে থুথু ফেলা নিষেধ–	১৭৮
নবীরে কবরকে মসজিদে রূপান্তর করা জায়েয নেই–	১৭৮
কবরকে মসজিদ বানান সম্পূর্ণভাবে নিষেধ–	১৭৮
ঘরেও নামায পড়া যায়–	১৭৮
পূর্ব পশ্চিমের মাঝে কেবলা অবস্থিত–	১৭৮
গীর্যা ভেঙ্গে মসজিদ করতে হয়–	১৭৮
মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের আদেশ আছে–	১৭৯
মসজিদ চাকচিক্য করা জায়েয নেই–	১৭৯
মসজিদে গিয়ে পরস্পরে গর্ব করা জায়েয নেই–	১৭৯
প্রতি পুণ্যের কাজের সওয়াব আছে–	১৭৯
অন্ধকারে মসজিদে যাওয়া সওয়াবের কাজ–	১৭৯
নিয়মিত মসজিদে গমন করলে পূর্ণ ঈমানদার–	১৭৯
পুরুষত্ব নষ্ট করা জায়েয নেই–	১৭৯
আল্লাহ কুদরতী হাত রাসূল (স)-এর কাঁধে রাখেন–	১৭৯
তিন ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে যাবে–	১৮০
ঘর থেকে ওযূ করে বের হলে অনেক সওয়াব আছে–	১৮০
মসজিদসমূহ বেহেশতের বাগান–	১৮০
মসজিদে একমাত্র ইবাদতের উদ্দেশ্যেই গমন করা উচিত–	১৮০
রাসূল (স) নিজেও দুরূদ পাঠ করতেন–	১৮০
মসজিদে কবিতা পাঠ করা নিষেধ–	১৮০
মসজিদে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা জায়েয নেই–	১৮১
কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন খাওয়া উচিত নয়–	১৮১
জমিনের সব জায়গায় নামায পড়া যায়–	১৮১
সাত জায়গায় নামায পড়া নিষেধ–	১৮১
ছাগল বাঁধার স্থানে নামায পড়া যায়–	১৮১
মহিলাদের কবর যিয়ারত করা জায়েয নে	১৮১
দুনিয়ার উৎকৃষ্ট স্থান হল মসজিদ–	১৮১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মসজিদে ভাল কাজের জন্যই আগমন করতে হয়– ১৮১
মসজিদে দুনিয়াদারীর আলোচনা নিষেধ– ১৮১
মসজিদে স্বর উচ্চ করা জায়েয নেই– ১৮১
মসজিদের বহিরে সাংসারিক কথাবার্তা বলতে হয়– ১৮২
মসজিদে থুথু ও শ্লেষ্মা ফেলা নিষেধ– ১৮২
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে কষ্ট দেয়া হারাম– ১৮২
রাসূল (স) -এর স্বপ্ন দেখার কারণে ফযরের নামাযে দেরী হল– ১৮২
সবচেয়ে বেশি সওয়াব মসজিদে হারামে নামায পড়া– ১৮৩
মসজিদুল হারাম দুনিয়ার সর্বপ্রথম মসজিদ– ১৮৩
মসজিদে প্রবেশ করে দোয়া পড়তে হয়– ১৮৩
কবর পূজা হারাম করা হয়েছে– ১৮৩
রাসূল (স) হীতানে নামায পড়তে ভালবাসতেন– ১৮৩

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আচ্ছাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক কাপড়ে নামায পড়া যায়– ১৮৩
এক কাপড়ে নামায পড়লে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়– ১৮৪
এক কাপড়ে নামায পড়লে সতর খুলে যেতে পারে– ১৮৪
নকাশাদার কাপড় পরিধান করে নামায পড়বে না– ১৮৪
রাসূল (স) নকশাদার পর্দা সরানোর নির্দেশ দিলেন– ১৮৪
রেশমী বস্ত্র মুত্তাকীদের জন্য জায়েয নেই– ১৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রয়োজনে শুধু বড় জামা পড়ে নামায পড়া যায়– ১৮৪
তহবন্দ বিলম্বিত করে নামায পড়া জায়েয নেই– ১৮৪
বালেগা মেয়েরা উড়না ছাড়া নামায পড়বে না– ১৮৪
স্ত্রীলোকের কোর্তা ও ওড়না ব্যবহার করে নামায পড়তে পারে– ১৮৪
মুখ ঢেকে নামায পড়া যাবে না– ১৮৪
মুসলমানদের প্রতিটি কাজ ইহুদীদের বিরুদ্ধে– ১৮৫
জুতায় ময়লা থাকলে খুলে নামায পড়তে হবে– ১৮৫
নামাযের সময় জুতা ডান দিকে রাখতে হয় না– ১৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাদুরকে জায়নামায বানান যায়– ১৮৫
রাসূল (স) খালি পায়ে ও জুতাসহ নামায পড়েছেন– ১৮৫
রাসূল (স)-এর সময় কারও দুটি কাপড় ছিল না– ১৮৫
কাপড়ের অভাবে এক কাপড়ে নামায পড়া যায়– ১৮৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অন্তরাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বর্শা সামনে রেখে নামায পড়তেন– ১৮৫
রাসূল (স)-এর ওযূর বাড়তি পানি সবাই ব্যবহার করত– ১৮৬
উট সামনে রেখে নামায পড়া যায়– ১৮৬
হাওদার সামনে ডাণ্ডা রেখে দিলে নামায পড়া যায়– ১৮৬
নামাযের সামনে দিয়ে গমন করা জায়েয নেই– ১৮৬
নামাযের আড়ালের ভিতর দিয়ে শয়তান গমন করে– ১৮৬
তিনটি জিনিস নামায নষ্ট করে– ১৮৬
রাসূল (স)-এর নামাযের সময় আয়েশা (রা) সামনে শুয়ে থাকতেন– ১৮৬
রাসূল (স) আড়াল ব্যতীত নামায পড়েছেন– ১৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাযের সময় সামনে কিছু রাখতে বলেছেন– ১৮৬
সুতরা থাকলে শয়তান নামায নষ্ট করতে পারে না– ১৮৭
সুতরা চোখের ডান অথবা বাম ভ্রূর বরাবর রাখতে হয়– ১৮৭
রাসূল (স)-এর সামনে দিয়ে একটি গাধী ও কুকুর চলে গেল– ১৮৭
নামাযের সামনে দিয়ে গমনকারী হল শয়তান– ১৮৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর নামাযের সময় আয়েশা (রা) পা গুটিয়ে নিতেন– ১৮৭
নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াতে প্রচুর ক্ষতি হয়– ১৮৭
নামাযের সামনে দিয়ে চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষেধ– ১৮৭
আড়াল ব্যতীত নামায পড়লে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে– ১৮৭

ষড়বিংশ অধ্যায়

নামাযের নিয়ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামায সঠিক নিয়মে পড়তে হয়– ১৮৭
নামাযের সময় দুহাত বিছিয়ে দেয়া নিষেধ– ১৮৮
রাসূল (স)-এর নামাযের তালিম– ১৮৮
তাকবীরের সময় দুহাত কাধ বরাবর উঠাতে হয়– ১৮৮
তাকবীরের সময় দু হাত তুলতে হয়– ১৮৮
প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠান যায়– ১৮৮
নামাযের নিয়ম কানুন সঠিকভাবে পালন করতে হয়– ১৮৮
রাসূল (স)-এর সঠিক নিয়মে নামায পড়তে হবে– ১৮৯
নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে হয়– ১৮৯
নামাযের প্রত্যেক কাজে তাকবীর বলতে হয়– ১৮৯
নামাযের উত্তম হল কুনূত দীর্ঘ করা– ১৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সঠিক নামাযের বর্ণনা– ১৮৯
রাসূল (স) তাকবীরের সময় দু হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন– ১৯০
নামাযের সময় বাম হাত ডান হাত দিয়ে ধরতে হয়– ১৯০
এক সাহাবা পুনরায় নামায পড়লেন– ১৯০
নফল নামায দু রাকআত পড়তে হয়– ১৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের তাকবীর উচ্চস্বরে দিতে হয়– ১৯০
নামাযে বাইশ বার তাকবীর দিবে– ১৯০
নামাযে তাকবীর বলতে হবে– ১৯০
নামাযের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে– ১৯১
রাসূল (স)-এর নামায পড়িয়ে দেখান হল– ১৯১
নামাযে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হয়– ১৯১

সপ্তবিংশ অধ্যায়

তাকবীরে তাহরীমার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাকবীর ও কিরায়াতের মাঝেও পার্থক্য লক্ষ্যনীয়– ১৯১
জায়নামাযে দাঁড়ানোর পর দোয়া– ১৯১
নামাযে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়– ১৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামায শুরু করে দোয়া পড়তেন– ১৯২
রাসূল (স) যেমন নামাযই পড়েছেন তাই সঠিক– ১৯২
নামাযে রাসূল (স)-কে অনুসরণ করতে হবে– ১৯২
কিরাআত শুরু করে চুপ থাকা জায়েয নেই– ১৯২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা দিতে হয়– ১৯২
একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তে হয়– ১৯২

অষ্টবিংশ অধ্যায়

নামাযের মধ্যে কিরাআত পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায হবে না– ১৯৩
নামাযে অবশ্যাই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়– ১৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা

সূরা ফাতিহা নামাযের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ— ১৯৩
ইমামের সাথে আমীন বলতে হয়— ১৯৩
নামাযের সময় কাতার সোজা করতে হয়— ১৯৩
সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়তে হয়— ১৯৪
রাসূল (স) দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন— ১৯৪
রাসূল (স) যোহরের নামাযে সূরা লাইল পড়তেন— ১৯৪
রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তেন— ১৯৪
রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা মুরসালাত পড়তেন— ১৯৪
নামাযে ছোট সূরা পাঠ করা ভাল— ১৯৪
এশার নামাযে রাসূল (স) সূরা তীন পাঠ করতেন— ১৯৪
রাসূল (স) ফজরের নামাযে সূরা ক্বাফ পড়তেন— ১৯৪
রাসূল (স) ফজরের নামাযে সূরা লাইলি পড়তেন— ১৯৪
ফজরের নামাযে সূরা মুমিন পাঠ করলেন— ১৯৫
রাসূল (স) জুমআর দিন ফজরের নামাযে মধ্যম সূরা পড়তেন— ১৯৫
রাসূল (স) জুমআর নামাযে সূরা জুমআ পড়তেন— ১৯৫
রাসূল (স) দু ঈদে সূরা আলা পড়তেন— ১৯৫
রাসূল (স) ঈদের নামাযে যে সূরা পড়তেন— ১৯৫
রাসূল (স) ফজরের সুন্নাতে সূরা কাফিরুন পড়তেন— ১৯৫
রাসূল (স) ফজরের সুন্নতে সূরা বাকারার অংশ পড়তেন— ১৯৫
বিসমিল্লাহির সাথে নামায শুরু করতে হয়— ১৯৫
রাসূল (স) সূরা ফাতেহায় আমীন পড়তেন— ১৯৫
নামাযের মধ্যে দোয়া কবুল হয়— ১৯৫
রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ ভাগ করে পড়তেন— ১৯৫
সূরা নাস ও সূরা ফালাক উত্তম সূরা— ১৯৬
রাসূল (স) বৃহস্পতিবার মাগরিবে সূরা ইখলাস ও কাফেরুন পড়তেন— ১৯৬
সূরা ইখলাস ও কাফেরুন এর মর্যাদা— ১৯৬
নামাযে ছোট সূরা পড়াই বিধেয়— ১৯৬
সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না— ১৯৬
জেহেরী কিরাআত পড়া যায়— ১৯৬
নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দীদার হয়— ১৯৬
নামাযে ইমামের অনুসরণ করতে হয়— ১৯৬
নামাযে সূরা পড়তে না পারলে যে কোন দোয়া পড়া যায় — ১৯৭
সূরা আলা খুব মর্যাদাবান — ১৯৭
সূরা তীন পড়ার নিয়ম — ১৯৭
সূরা আর রহমান জিনেরা পড়ে — ১৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ফজর নামাযে উভয় রাকআতে একই সূরা পড়েছিলেন — ১৯৭
বড় সূরা নামাযে ভাগ করে পড়া যায় — ১৯৭
হযরত ওসমান (রা) সূরা ইউসুফ বার বার পড়তেন — ১৯৭
প্রতি রাকআতে পূর্ণ সূরা পড়া যায় — ১৯৭
নামাযে যে কোনো সূরা পড়া যায় — ১৯৮
ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়া যায় — ১৯৮

উনত্রিশতম অধ্যায়

রুকুর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রুকু সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে না — ১৯৮
মুক্তাদীরা 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে — ১৯৮
রুকু হতে পিঠ উঠানোর পর দোয়া — ১৯৮
নামাযে রুকু সিজদা ঠিকমত আদায় করতে হয় — ১৯৮
রুকু সিজদায় সমান সময় নেয়া উচিত — ১৯৮
রুকু করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয় — ১৯৮
রুকু সিজদায় নিচের দোয়া পড়া যায় — ১৯৮
রুকু সিজদায় নিচের দোয়াও পড়া যায় — ১৯৮
রাসূল (স) রুকু হতে পিঠ উঠিয়ে নিচের দোয়া পড়তেন — ১৯৯
দোয়ার পর ফেরেশতাদের প্রতিযোগীতা হয়— ১৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রুকু সিজদায় পিঠ সোজা না করলে নামায সঠিক হয় না — ১৯৯
রুকুও সিজদায় নির্দিষ্ট দোয়া পড়বে — ১৯৯
রুকুতে তিন বার সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম বলতে হয় — ১৯৯
সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতে হয় — ১৯৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) রুকুতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন — ১৯৯
রুকু সঠিকভাবে না করলে নামায হয় না — ১৯৯
রুকু সিজদা ঠিকমত না দিলে নামায আবার পড়তে হয় — ২০০
নামায চুরি করা উচিত নয় — ২০০
নামায চুরি করলে গুরুতর অপরাধ হয় — ২০০

ত্রিশতম অধ্যায়

সিজদা ও তার মাহাত্ম্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিজদায় সাতটি হাড়ের ব্যবহার থাকে — ২০০
সিজদায় হাত বিছিয়ে দেয়া নিষেধ — ২০০
সিজদায় উভয় কনুই উঠিয়ে রাখতে হয় — ২০০
সিজদায় উভয় হাত ও পেট যমিন হতে দূরে রাখতে হয় — ২০০
রাসূল (স) সিজদায় হাত পেট হতে আলাদা রাখতেন — ২০০
সিজদায় দোয়া করা যায় — ২০১
গভীর রাতে রাসূল (স) নামায পড়তেন — ২০১
সিজদা দিলে প্রভুর নিকটবর্তী হওয়া যায় — ২০১
নামাযে সিজদা করলে শয়তান কাঁদতে থাকে — ২০১
সিজদা বেশি দিলে বেহেশত লাভ হবে — ২০১
আল্লাহকে বেশি বেশি সিজদা করলে বেহেশত অবধারিত — ২০১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর নিয়মে সিজদা দিতে হবে — ২০১
সিজদার সময় নিয়ম অনুসারে করতে হয় — ২০১
দু সিজদার মধ্যে দোয়া পড়তে হয় — ২০১
দু সিজদার মাঝে যা বলতে হয় — ২০২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করছেন— ২০২
সিজদায় নিতম্বের উপর বাসা উচিত নয়— ২০২
রুকু সিজদায় পিঠ সোজা রাখতে হবে— ২০২
সিজদার সময় কপালে হাত বরাবর রাখতে হয়— ২০২

একত্রিশতম অধ্যায়

তাশাহহুদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাশাহহুদে তর্জনী আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করতে হয়— ২০২
তাশাহহুদে ডান হাত ডান উরুতে বাম হাত বাম উরুতে রাখবে— ২০২
নামাযের মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয়— ২০২
নামাযে তাশাহুদ অবশ্যই পড়তে হবে— ২০৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাশাহুদ পড়তে তর্জনীর ইশারা করতে হয়— ২০৩
রাসূল (স) তর্জনী দিয়ে ইশারা করতেন— ২০৩
এক আঙ্গুলী দিয়ে তাশাহুদে ইশারা করতে হয়— ২০৩
নামাযে হাতে ঠেস দিয়ে বসা উচিত নয়— ২০৩
নামাযে দু' রাকআতের বৈঠক থেকে দ্রুত উঠতে হয়— ২০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাশাহুদ না পড়লে নামায হবে না– ২০৩
তর্জনী দিয়ে ইশারা করার অর্থ শয়তানকে তীর মারা– ২০৩
তাশাহুদ আস্তে আস্তে পড়তে হয়– ২০৩

বত্রিশতম অধ্যায়
রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠানোর নিয়ম– ২০৪
রাসূল (স)-এর প্রতি একবার দরূদ পাঠে আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন– ২০৪
রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম প্রেরণের নিয়ম– ২০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একবার সালাম পেশ করলে আল্লাহ দশবার পেশ করেন– ২০৪
যে বেশি দরূদ পড়বে সে কিয়ামতে রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী হবে– ২০৪
ফেরেশতাগণ সালাম পৌছিয়ে দেন– ২০৪
রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম প্রেরণ করলে তিনি শুনতে পান– ২০৪
রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠানোর নির্দেশ– ২০৫
রাসূল (স)-এর নাম বললে দরূদ পড়তে হয়– ২০৫
একবার সালাম পাঠালে দশবার রহমত বর্ষিত হবে– ২০৫
রাসূল (স)-এর প্রতি কি পরিমাণ দরূদ পাঠাতে হবে– ২০৫
দোয়া ধীরস্থিরভাবে করতে হয়– ২০৫
দোয়া করার পূর্বে দরূদ পাঠ করতে হয়– ২০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ণ দরূদ পড়লে পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়– ২০৫
কৃপণ ব্যক্তি রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পড়ে না– ২০৬
রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করলে সে বেহেশতে যাবে– ২০৬
রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পড়লে আল্লাহ রহমত বর্ষিত হয়– ২০৬
রাসূল (স) দরূদ পাঠ শুনতে পান– ২০৬
একবার দরূদ পাঠের প্রতিদান ৭০ বার দরূদ– ২০৬

তেত্রিশতম অধ্যায়
তাশাহুদের মধ্যে দোয়ার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়– ২০৬
নামাযের সালাম ফিরানোর পর দোয়া করতে হয়– ২০৬
কবরের আযাব হতে পরিত্রাণের দোয়া করবে– ২০৭
আবু বকর (রা)-কে দোয়া শিক্ষা দিলেন– ২০৭
নামাযে দুদিকেই সালাম ফিরাতে হয়– ২০৭
নামায শেষ করে ইমাম পেছনের দিকে মুখ করে বসবে– ২০৭
রাসূল (স) সালামের পর ডান দিকে ফিরে বসতেন– ২০৭
নামাজের পর উভয় দিকে ফিরা যায়– ২০৭
সাহাবাগণ রাসূল (স)-এর ডান দিকে থাকতে ভালবাসেন– ২০৭
মহিলাগণ জামায়াত থেকে আগে বের হবে– ২০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযে আল্লাহর স্মরণ করতে হয়– ২০৭
রাসূল (স)-এর আদর্শ সর্বাপেক্ষা উত্তম– ২০৮
নামাযে ডানে বাঁয়ে সালাম ফিরাতে হবে– ২০৮
রাসূল (স) সালামের নির্দেশ দিয়েছেন– ২০৮
ঘাড় ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতে হয়– ২০৮
নামায শেষে বাঁ দিক দিয়ে বের হতে হয়– ২০৮
ফরয নামায পড়ার পর সরে দাঁড়াতে হয়– ২০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের জন্য উৎসাহ দান– ২০৮
নামাযে দোয়া-দরূদ পড়তে হয়– ২০৮

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়
নামায শেষে প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাকবীর দ্বারা নামায শেষ হয়– ২০৯
নামায শেষ করে দোয়া পড়তে হয়– ২০৯
নামায শেষে ইস্তেগফার পড়তে হয়– ২০৯
ফরজ নামায শেষে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়– ২০৯
আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই– ২০৯
আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়– ২০৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন– ২১০
নামাজ শেষে তাসবীহ পড়া– ২১০
ফরজ নামায শেষে একশ' বার তাসবীহ পড়তে হয়– ২১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শেষ রাতের প্রার্থনা কবুল হয়– ২১০
নামাযে সূরা নাস ও ফালাক পড়া– ২১০
আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করা– ২১০
হজ্জ ও ওমরার সওয়াব– ২১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা)-এর জন্য দোয়া– ২১১
নামাযের শেষে পঞ্চাশবার আল্লাহু আকবার বলতে হয়– ২১১
প্রত্যেক নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়লে বেহেশতী– ২১১
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই দশবার বলতে হয়– ২১১
ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করা– ২১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
নামাযের মধ্যে জায়েয এবং নাজায়েয

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক নবী ভবিষ্যদ্বাণী– ২১২
প্রথম দিকে নামাযের সালামে জবাব দেয়া হত– ২১২
সিজদার জায়গার মাটি বা কঙ্কর সরান যাবে– ২১২
নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা যাবে না– ২১২
নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো যাবে না– ২১২
দোয়া করার সময় উপরের দিকে তাকানো নিষেধ– ২১৩
নামাযের সময় সন্তান কাঁধে রাখা যায়– ২১৩
নামাযের মধ্যে হাই তোলা নিষেধ– ২১৩
দুষ্ট জিন রাসূল (স)-এর নামায নষ্ট করেছিল– ২১৩
নামাযে কিছু ঘটলে স্ত্রীলোকেরা হাত মারবে– ২১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ– ২১৩
হাতের ইশারায় সালামের জবাব দেওয়া যায়– ২১৩
নামাযের মধ্যে হাঁচি দেওয়া যায়– ২১৪
হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়– ২১৪
মসজিদে গমন করলেই নামাযের মধ্যে গণ্য হয়– ২১৪
নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো উচিত নয়– ২১৪
সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়– ২১৪
নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা ধ্বংসের কারণ– ২১৪
রাসূল (স) নামাযে ডানে বাঁ দেখতেন– ২১৪
নামাযের মধ্যে হাই, তন্দ্রা আসা শয়তানের কাজ– ২১৪
রাসূল (স) নামাযের মধ্যে কাঁদতেন– ২১৪
নামাযের সময় আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়– ২১৪
নামাযের মধ্যে মুখ মণ্ডলে ধূলাবালি লাগতে পারে– ২১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাযের মধ্যে কোমরে হাত দিলে দোযখী–	২১৫
নামাযের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু মারা যায়–	২১৫
প্রয়োজনে নামাযের স্থান পরিবর্তন করা যায়–	২১৫
বায়ু নিঃসরণের পর অযু করতে হয়–	২১৫
নামাযের মধ্যে বায়ু বের হলে নামায ছেড়ে দিবে–	২১৫
সালামের পর বায়ু বের হলে নামায হয়ে যায়–	২১৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জুনুব অবস্থায় নামায জায়েয নেই–	২১৫
গরমের কারণে সিজদার সময় কপালের নীচে কিছু দেওয়া–	২১৫
শয়তান নামাযের আগুনের ফুলকি দিয়ে আসে–	২১৬
নামাযের মধ্যে ইশারা করে সালামের জবাব দেওয়া যায়–	২১৬
তৃতীয় অধ্যায়	
সিজদায়ে সহূ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
নামাযে সন্দেহ হলে সিজদায়ে সাহূ করতে হয়–	২১৬
নামাযে সন্দেহ হলে দু'টি সিজদা করবে–	২১৬
রাসূল (স) যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়েছিলেন–	২১৬
রাসূল (স)-এর জোহর অথবা আসর নামায ভুল হয়েছিল–	২১৭
নামায ভুল হলে সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করতে হয়–	২১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
নামায ভুল হলে সিজদায়ে সাহূ হলো সমাধান–	২১৭
সিজদায়ে সাহূ না দিলে নামায শুদ্ধ হবে না–	২১৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) আসরের নামাযে তিন রাকআতে সালাম ফিরালেন–	২১৭
নামাযে রাকআত কম হলে পুনরায় কম রাকআত পড়তে হয়–	২১৮
চতুর্থ অধ্যায়	
তিলাওয়াতে সিজদা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) সূরা আন-নাজমে সিজদা করলেন–	২১৮
রাসূল (স) সূরা আলাকে সিজদা করেছেন–	২১৮
সিজদার আয়াত পাঠ করলে সিজদা দিতে হয়–	২১৮
কুরআনের সিজদার আয়াতসমূহে সিজদাহ দিতে হয়–	২১৮
সূরা সোয়াদে সিজদার আয়াত আছে–	২১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সূরা হজ্জে দুটি তেলাওয়াতে সিজদা আছে–	২১৮
যদি সিজদা না করে তবে তেলাওয়াতে সিজদা পড়বে না–	২১৮
রাসূল (স) রুকুর পূর্বে সিজদা করলেন–	২১৯
সিজদার আয়াত পাঠ করলে সিজদা ওয়াজিব হয়–	২১৯
সিজদার আয়াত পাঠ করার সাথে সাথে সিজদা করতে হয়–	২১৯
ইসলামের প্রথম দিকে সিজদার প্রচলন ছিল না–	২১৯
তেলাওয়াতে সিজদার দোয়া পড়তে হয়–	২১৯
স্বপ্নে তেলাওয়াতের সিজদা করা–	২১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
এক কুরাইশ তেলাওয়াতে সিজদা করল না–	২১৯
সূরা সোয়াদে তেলাওয়াতে সিজদা আছে–	২১৯
পঞ্চম অধ্যায়	
নামাযের নিষিদ্ধ সময়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া যাবে না–	২২০
প্রতিদিন নির্দিষ্ট তিনটি সময় নামায পড়া নিষেধ–	২২০
ফজর ও আসর নামাযের পর কোন নামায নেই–	২২০
সূর্যোদয়ের পরেও ফজরের নামায পড়া যায়–	২২০
আসর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নেই–	২২১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ফজর নামাযের পরে দু' রাকআত সুন্নাত পড়া যায়–	২২১
রাত দিনে সব নামায পড়া যায়–	২২১
ঠিক দুপুরে নামায পড়া নিষেধ–	২২১
সূর্য ঢলে না পড়লে নামায পড়া নিষেধ–	২২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সূর্য শয়তানের শিং-এর মধ্যে দিয়ে উদয় হয়–	২২১
আসরের নামাযের প্রতি যত্ন নিতে হয়–	২২২
আসরের নামাযের পর সুন্নত নামায নেই–	২২২
আসর নামাযের পর সুন্নত পড়া গোনাহের কাজ–	২২২
ষষ্ঠ অধ্যায়	
জামাআত ও তার ফজিলত	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
জামাআতে নামায পড়ার সওয়াব বেশি–	২২২
জামায়াতে নামায পড়ার জন্য বিশেষ তাগিদ আছে–	২২২
রাসূল (স) মসজিদে নামায পড়ার তাগিদ দিয়েছেন–	২২২
শীত ও বৃষ্টির রাতে ঘরে নামায পড়া যায়–	২২২
নামাযের পূর্বে খানা খেয়ে নিতে হয়–	২২২
পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া নিষেধ–	২২৩
নামাযের একামত হলে অন্য নামায পড়া উচিত–	২২৩
মেয়েরা মসজিদে যেতে পারে–	২২৩
সুগন্ধি ব্যবহার করে মেয়েরা মসজিদে যাবে না–	২২৩
সুগন্ধি ব্যবহার করে নামায পড়া নিষেধ–	২২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মেয়েদের ঘরে নামায পড়া উচিত–	২২৩
মহিলাদের বাহিরের নামায অপেক্ষা ঘরের নামায ভাল–	২২৩
মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করলে নামায হবে না–	২২৩
সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলা যেনাকার–	২২৩
দু'টি নামায মুনাফিকদের জন্য ভারী–	২২৩
জামায়াত কায়েম করার নির্দেশ–	২২৪
একা নামায পড়লে কবুল হয় না–	২২৪
পায়খানা-প্রস্রাব করার পর নামায পড়তে হয়–	২২৪
অযরের জন্য দোয়া করতে হয়–	২২৪
নামাজ দেরীতে পড়া জায়েজ নেই–	২২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মুনাফিকরা নামাযের জামাত বরখেলাপ করে–	২২৪
জামায়াতে নামায না পড়লে তার ঘরে আগুন লাগানোর নির্দেশ–	২২৫
আযান হলে মসজিদ থেকে আসা নিষেধ–	২২৫
আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া গুনাহের কাজ–	২২৫
আযানের পর বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাহির হওয়া মুনাফেকী–	২২৫
ওযর ব্যতীত জামাত তরক করা না জায়েয–	২২৫
অন্ধ লোকেরও জামায়াতে হাজির হতে হবে–	২২৫
উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয় জামায়াতে নামায পড়া–	২২৫
ফযর নামাযের জামায়াত নফল নামাযের চেয়ে উত্তম–	২২৫
দু'জন লোক হলেই নামাযের জামাআত হয়–	২২৫
মহিলারা জামাআতে নামায পড়তে পারে–	২২৫
মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ নেই–	২২৬
সপ্তম অধ্যায়	
ছফ গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
নামাযের কাতার সোজা না হলে চেহারা বিকৃত হবে–	২২৬
নামাযে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়াবে–	২২৬
নামায পূর্ণ করতে হলে ছফ ঠিক করতে হবে–	২২৬

নামাযে কাতার আকা-বাঁকা করা- ২২৬
মসজিদে হৈচৈ করা যাবে না- ২২৬
সামনের কাতারে দাঁড়ানোতে সওয়াব বেশি - ২২৬
নামাযে ফেরেশতাদের ন্যায় সারি বাঁধতে হয়- ২২৭
স্ত্রীলোকদের জন্য নামাযের শেষের কাতার ভাল- ২২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাতারের ফাঁকে শয়তান প্রবেশ করে- ২২৭
নামাজে প্রথম কাতার আগে পূরণ করবে- ২২৭
নামাজে প্রথম রাকাতে সওয়াব বেশি- ২২৭
নামাজে ডানদিক থেকে বরকত বর্ষিত হয়- ২২৭
কাতার সোজা হলে তাকবীর দিতে হয়- ২২৭
নামাজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়- ২২৭
নামাজে বাহুমূল নরম রাখতে হয়- ২২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাজের পেছনে দেখতেন- ২২৭
নামাজের প্রথম কাতারে বরকত অবতীর্ণ হয়- ২২৮
ছফ মিলিয়ে দাঁড়ালে আল্লাহ খুশি হন- ২২৮
নামাজে ইমাম মধ্যস্থলে দাঁড়াবে- ২২৮
নামাজে পেছনে দাঁড়ানো উচিত নয়- ২২৮
নামাজের পেছনে দাঁড়ালে নামাজ আবার পড়তে হয়- ২২৮

অষ্টম অধ্যায়

ইমাম ও মোক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজী দুজন হলে ইমাম বাঁ দিকে দাঁড়াবে- ২২৮
নামাজী তিনজন হলে ইমাম সামনে দাঁড়াবে- ২২৮
মহিলাগণ নামাজের পেছনে দাঁড়াবে- ২২৮
নামাজে দুজন পুরুষ একজন মহিলা দাঁড়ানোর নিয়ম- ২২৯
দ্রুত নামাজে শরীক হতে হয়- ২২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে তিনজন হলে একজন সামনে দাঁড়াবে- ২২৯
ইমাম উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে নামাজ হবে না- ২২৯
রাসূল (স)-এর মিম্বর ছিল ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি- ২২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বালকেরা নামাজের শেষে দাঁড়াবে- ২২৯
বয়স্ক লোক প্রথম কাতারে দাঁড়াতে হয়- ২২৯

নবম অধ্যায়

ইমামত করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে কুরআন ভালো পড়ে সে ইমাম হবে- ২৩০
তিন ব্যক্তির মধ্যে ভালো কোরআন পাঠকারী ইমাম হবে- ২৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তম লোকেরা আজান দেবে- ২৩০
মুসাফির ব্যক্তি নামাজের ইমাম হবে না- ২৩০
উম্মে মাকতুম নামাজে ইমামতি করেছেন- ২৩০
পলাতক দাসের নামাজ কবুল হয় না- ২৩০
লোকে যাকে পছন্দ করে না সে ইমাম হবে না- ২৩০
কিয়ামতের পূর্বে ইমাম পাওয়া যাবে না- ২৩১
মৃতের জানাযা নামাজ পড়া ফরজ- ২৩১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কা বিজয়ের পর সকল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল- ২৩১
মদীনায় একজন গোলাম ইমামতি করত- ২৩১
পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই ভাইয়ের নামাজ কবুল হয় না- ২৩১

দশম অধ্যায়

ইমামের কর্তব্য কী

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু কাঁদলে নামাজ সংক্ষেপ করা যায়- ২৩১
নামাজ সংক্ষিপ করতে হয়- ২৩২
নামাজে অনেক দুর্বল লোক থাকে- ২৩২
নামাজ দীর্ঘায়িত করলে রাসূল (স) রাগান্বিত হতেন- ২৩২
নামাজ সঠিক নিয়মে পড়ার নির্দেশ- ২৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমামের উচিত নামাজ সংক্ষিপ্ত করা- ২৩২
রাসূল (স) সূরা সাফফাত দিয়ে নামাজ পড়াতেন- ২৩২

একাদশ অধ্যায়

মোকতাদীর কর্তব্য ও মাসবুকের করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজের মধ্যে কোনো অঙ্গ ইমামের পূর্বে চালনা করবে না- ২৩২
ইমামের পূর্বে রুকু-সিজদা জায়েজ নেই- ২৩৩
নামাজে সমস্ত বিষয় ইমামের পরে করতে হয়- ২৩৩
নামাজে সম্পূর্ণভাবে ইমামের অনুসরণ করতে হয়- ২৩৩
রাসূল (স) বসে নামাজের ইমামতি করেছেন- ২৩৩
ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে কঠিন শাস্তি- ২৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে ইমামের এক্তেদা করতে হয়- ২৩৩
যদি ইমাম সিজদায় থাকেন তবে নতুন আগতরা সিজদায় যাবে- ২৩৩
যে একাধারে চল্লিশ দিন জামায়াতে নামাজ পড়ে সে বেহেশতি- ২৩৪
মসজিদে জামায়াত না পেলেও সমানসংখ্যক সওয়াব- ২৩৪
মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াত সওয়াব- ২৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর জীবিতকালে আবু বকর (রা) নামাজ পড়ালেন- ২৩৪
জামায়াতে যে রুকু পায় সে পুরা নামাজ পায়- ২৩৫
ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে শয়তানের হাত- ২৩৫

দ্বাদশ অধ্যায়

এক নামাজ দুবার পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাসূল (স)-এর পেছনে নামাজ পড়তেন- ২৩৫
মুয়াজ ইবনে জাবালের নামাজ ছিল নফল- ২৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়িতে নামাজ পড়ার পর মসজিদের
জামায়াতে নামাজের হুকুম- ২৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জামায়াতে নামাজ না পড়ার কারণে তিরস্কার- ২৩৫
জামাআত না পেলেও সওয়াব পাওয়া যায়- ২৩৫
নামাজের জামাআত হলেই নামাজ পড়তে হয়- ২৩৬
নামাজের সওয়াবের অধিকার একমাত্র আল্লাহর- ২৩৬
যেকোনো নামাজ একদিনে দুবার পড়া যাবে কি না- ২৩৬
ফজর ও মাগরিব নামাজ দুবার পড়া যায় না- ২৩৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুন্নত নামাজ ও উহার ফযীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

বার রাকআত নামাজ পড়লে বেহেশতে ঘর নির্মিত হয়- ২৩৬
সোবহে সাদেকের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়া ভালো- ২৩৬
জুমআর নামাজের পর ঘরে না আসা পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই- ২৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামাজ পড়তেন–	২৩৭
ফজরের দুই রাকআত নামাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ–	২৩৭
ফজরের দুই রাকআত নামাজ দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের চেয়ে উত্তম–	২৩৭
মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নত পড়া যায়–	২৩৭
জুমআর পরে চার রাকআত সুন্নত নামাজ পড়তে হয়–	২৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
জোহরের পূর্বে ও পরে ছয় রাকআত নামাজ পড়ার ফজিলত–	২৩৭
জোহরের চার রাকআত সুন্নত নামাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ–	২৩৭
সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আসমানের দরজা খোলা হয়–	২৩৭
আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়লে কল্যাণ হয়–	২৩৮
রাসূল (স) আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন–	২৩৮
আসরের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়–	২৩৮
মাগরিবের পর ছয় রাকআত আওয়াবীন নামাজ পড়তে হয়–	২৩৮
মাগরিবের পর বিশ রাকআত নামাজ পড়া যায়–	২৩৮
এশার পর চার রাকআত নামাজ সুন্নত–	২৩৮
ফজরের পূর্বে দুই রাকআত মাগরিবের পর দুই রাকআত সুন্নত–	২৩৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
শেষ রাতের চার রাকআত নামাজে অনেক সওয়াব–	২৩৮
আসরের পর দুই রাকআত নামাজ নিয়মিত পড়তে হয়–	২৩৮
মাগরিবের পর দুই রাকআত নামাজ সুন্নত–	২৩৯
মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়–	২৩৯
মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়া যায়–	২৩৯
নফল নামাজ কোথায় পড়তে হয়–	২৩৯
রাসূল (স) দীর্ঘ কেরআতে কোন নামাজ পড়তেন–	২৩৯
মাগরিবের নামাজের পর কথা না বলে নামাজ পড়া–	২৩৯
মাগরিবের সুন্নত দুই রাকআত তাড়াতাড়ি পড়বে–	২৩৯
জুমআর ফরজের সাথে অন্য নামাজ নিষেধ–	২৩৯
ঘরে গিয়ে জুমআর সুন্নত পড়া যায়–	২৩৯
চতুর্দশ অধ্যায়	
রাতের নামাজ তাহাজ্জুদ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
এশার পর বেতের নামাজ পড়তে হয়–	২৪০
ফজরের সুন্নতের পর কথা বলা যায়–	২৪০
ফজরের সুন্নত পড়ে বিশ্রাম নেওয়া যায়–	২৪০
রাসূল (স) রাতে তের রাকআত নামাজ পড়তেন–	২৪০
রাসূল (স) রাতে কত রাকআত নামাজ পড়তেন–	২৪০
রাতে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে হয়–	২৪০
রাতে নামাজ দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করে পড়তে হয়–	২৪০
রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়তে হয়–	২৪০
নামাজের পূর্বে অজু করতে হয়–	২৪১
রাসূল (স) নামাজ দীর্ঘায়িত করতেন–	২৪১
রাসূল (স) বৃদ্ধ বয়সে নামাজ বসে পড়তেন–	২৪১
রাসূল (স) নামাজে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরা পাঠ করতেন–	২৪১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
নামাজে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়–	২৪১
তাহাজ্জুদ নামাজে কেরআতে আয়াতের পরিমাণ–	২৪২
তাহাজ্জুদ নামাজের কেরআত আওয়াজ করে পড়া যায়–	২৪২
রাসূল (স)-এর রাতের নামাজের কেরাআত সম্পর্কে–	২৪২
নামাজ মধ্যম আওয়াজে পড়তে হয়–	২৪২
রাসূল (স) রাতের নামাজে একটি আয়াত পাঠ করতেন–	২৪২
ফজরের সুন্নত পড়ে ডান কাতে শয়ন করতে হয়–	২৪২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নিয়মিত আমল করা রাসূল (স) পছন্দ করতেন–	২৪২
রাসূল (স) যথাসময়ে নামাজ পড়তেন–	২৪৩
এশার নামাজের পর ঘুমাতে হয়–	২৪৩
রাসূল (স) নামাজ পড়তেন আবার ঘুমাতেন–	২৪৩
পঞ্চদশ অধ্যায়	
রাসূল (স) রাতে উঠে যে যে দোয়া পড়তেন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
তাহাজ্জুদ নামাজের দোয়া কবুল হয়–	২৪৩
তাহাজ্জুদ নামাজ শুরু করে দোয়া করতে হয়–	২৪৩
তাহাজ্জুদ নামাজ আল্লাহপাক কবুল করেন–	২৪৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
তাহাজ্জুদ নামাজে জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া করতে হয়–	২৪৪
রাতের নামাজের যেকোনো দোয়া কবুল হয়–	২৪৪
রাসূল (স) যখন রাতে জাগতেন কি কাজ করতেন–	২৪৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাতে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে হয়–	২৪৪
রাতে জাগরিত হয়ে সুবহানা রাব্বিল আলামীন বলতে হয়–	২৪৪
ষোড়ষ অধ্যায়	
রাতে উঠার গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
যে কারণে রাতে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়–	২৪৫
তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পড়তে রাসূল (স)-এর পা ফুলে যেত–	২৪৫
দু'কানে শয়তান প্রস্রাব করে দেয়–	২৪৫
আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় রাতে–	২৪৫
রাতে আল্লাহপাক নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসে–	২৪৫
প্রতিটি রাতেই আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়–	২৪৫
দাউদ নবীর রোযা-নামায সবচেয়ে প্রিয়–	২৪৫
রাতের প্রথম ভাগে রাসূল (স) ঘুমাতেন–	২৪৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাতের নামাজে গুনাহ্ ক্ষমা হয়–	২৪৬
রাতে নামাজের জন্য উঠলে আল্লাহ খুশি হন–	২৪৬
আল্লাহ পাক রাতের শেষের মধ্যভাগে বান্দার নিকটবর্তী হন–	২৪৬
রাতে স্ত্রীকে জাগিয়ে নামাজ পড়লে আল্লাহ খুশি হন–	২৪৬
ফজরের নামাজের শেষের দোয়া কবুল হয়–	২৪৬
বেহেশতে খুব মসৃণ হবে যার মধ্যকার সব কিছু দেখা যাবে–	২৪৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
তাহাজ্জুদের জন্য রাতে নিয়মিত উঠতে হয়–	২৪৬
হযরত দাউদ (আ) রাতে পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন–	২৪৬
রাতের নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ–	২৪৬
নামাজ খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে–	২৪৭
স্ত্রীসহ রাতের নামাজ পড়লে আল্লাহ খুশি হন–	২৪৭
রাত জাগরণকারী শ্রেষ্ঠ উম্মত–	২৪৭
ওমর (রা) রাতে পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন–	২৪৭
সপ্তদশ অধ্যায়	
কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
একাধারে নফল রোজা রাখা–	২৪৭
কম আমল নিয়মিত হলে তা উত্তম–	২৪৭
কোনো কাজই পরিমাণের বেশি করা উচিত নয়–	২৪৭
বিরক্তিভাব নিয়ে নামাজ পড়া উচিত নয়–	২৪৭
নামাজের সময় ঝিমুনি এলে শুয়ে পড়তে হয়–	২৪৭
দ্বীনের কাজ খুবই সহজ–	২৪৮
রাতের নামাজ দিনে পূরণ করলে সওয়াব হয়–	২৪৮

বিষয় | পৃষ্ঠা

সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে– ২৪৮
বসে নামাজ পড়লে সওয়াব অর্ধেক হবে– ২৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাতের নামাজে ইহকালীন কল্যাণ কামনা করা হয়– ২৪৮
স্ত্রীর কাছ থেকে নামাজের জন্য উঠলে আল্লাহ খুশি হন– ২৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সাথে কারো তুলনা হয় না– ২৪৯
নামাজের দ্বারা শান্তি লাভ হয়– ২৪৯
বেতের– ২৪৯

অষ্টাদশ অধ্যায়

বেতের নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেতের নামাজ বিজোড় সংখ্যায় পড়তে হয়– ২৪৯
বেতের নামাজের এক রাকআত শেষ রাতে পড়তে হয়– ২৪৯
রাসূল (স) রাতে তের রাকআত নামাজ পড়তেন– ২৪৯
রাসূল (স)-এর আখলাক ছিল কোরআন– ২৪৯
রাতের শেষ নামাজ বেতের হিসেবে গণ্য হয়– ২৫০
সোবহে সাদেকের পূর্বে বেতের নামাজ পড়তে হয়– ২৫০
এশার নামাজের পরেও বেতের নামাজ পড়া যায়– ২৫০
রাসূল (স) রাতের প্রত্যেক ভাগেই বেতের নামাজ পড়তেন– ২৫০
প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখতে হয়– ২৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জানাবাতের গোসল রাতের প্রথম অথবা শেষে করা যায়– ২৫০
রাসূল (স) তিন রাকআত পড়ে নামাজ বিজোড় করতেন– ২৫০
বেতের নামাজ প্রত্যেকের জন্য জরুরি– ২৫১
আল্লাহ বেতের নামাজ ভালোবাসেন– ২৫১
বেতের নামাজ খুব মূল্যবান নামাজ– ২৫১
বেতের নামাজ কাজা পড়া যায়– ২৫১
সূরা আলা দিয়ে বেতের নামাজ পড়লে সওয়াব বেশি– ২৫১
বেতের নামাজে দোয়া কুনুত পড়তে হয়– ২৫১
বেতেরের সালাম ফিরিয়ে রাসূল (স) কী পড়তেন– ২৫১
বেতের নামাজে আল্লাহর সন্তোষ কামনা করা হয়– ২৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমীর মুয়াবিয়া বেতের নামাজ এক রাকআত পড়তেন– ২৫২
যে বেতের নামাজ পড়বে না সে অভিশপ্ত– ২৫২
বেতের নামাজ ক্ষমা নেই– ২৫২
বেতের নামাজ সবার জন্য ওয়াজিব– ২৫২
বেতের নামাজ তিন রাকআত পড়তে হয়– ২৫২
বেতের নামাজ ফজর নামাজের পূর্বে অবশ্যই পড়তে হবে– ২৫২
নামাজ বসেও পড়া যায়– ২৫২
বেতের পর দুই রাকআত নফল পড়া যায়– ২৫২
রাসূল (স) এক রাকআত বেতের পড়তেন– ২৫২
বেতের দুই রাকআত পড়া যায়– ২৫৩
রাসূল (স) বেতেরের পর দুই রাকআত নামাজ পড়তেন– ২৫৩

ঊনবিংশ অধ্যায়

দোয়া কুনুত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজে দোয়া কুনুত পড়তে হয়– ২৫৩
দোয়া কুনুত রুকুর পরে পড়তে হয়– ২৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) এক মাস কার জন্য বদ দোয়া করতেন– ২৫৩
বেতের নামাজে দোয়া কুনুত অবশ্যই পড়তে হয়– ২৫৩
কেউ কেউ দোয়া কুনুত সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন– ২৫৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাগণ রমযানে দোয়া কুনুত পড়তেন– ২৫৩

বিংশ অধ্যায়

তারাবীর নামাজ ও শবে বরাতের ফযীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নফল নামাজ ঘরে পড়াই উত্তম– ২৫৪
হযরত উমর (রা) তারাবীর নামাজ জামায়াতে পড়ার নিয়ম করলেন– ২৫৪
ফরজ নামাজ মসজিদে পড়তে হয়– ২৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নফল নামাজে জামআত নেই– ২৫৪
১৫ই শাবান আল্লাহ কাছেতম আসমানে অবতীর্ণ হন– ২৫৫
যেকোনো অবস্থায় নফল নামাজ ঘরে পড়বে– ২৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নফল নামাজ জামাআতে পড়া যায়– ২৫৫
যেকোনো নামাজে আয়াত কম পড়তে হয়– ২৫৫
সাহাবীগণ রমজান মাসে কাফেরদের অভিসম্পাত করতেন– ২৫৫
সেহরীর পূর্বেই রাতের নামাজ শেষ করতে হয়– ২৫৫
আল্লাহ পাকের রহমত ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না– ২৫৫
শাবানের পনের তারিখে আল্লাহ নিচে নেমে আসেন– ২৫৬
শাবানের ১৫ তারিখের রাতে ইবাদত করতে হয়– ২৫৬

একবিংশ অধ্যায়

এশরাক ও চাশতের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উম্মে হানীর ঘরে রাসূল (স) সংক্ষিপ্ত নামাজ– ২৫৬
যোহর নামাজ চার রাকআত ফরজ– ২৫৬
নেক কাজের আদেশ সদকাস্বরূপ– ২৫৬
কড়া রোদের সময় জোহর নামাজ পড়বে না– ২৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিনের প্রথমাংশে চার রাকআত নামাজ পড়ার নির্দেশ– ২৫৬
প্রত্যেকের শরীরে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি আছে– ২৫৭
বার রাকআত নামায বেহেশতের চাবি– ২৫৭
ফজর নামায পড়ে যোহর নামায পর্যন্ত অপেক্ষার ফজিলত– ২৫৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যোহর নামায পড়ার তাগাদা– ২৫৭
যোহর নামায খুব মনোযোগের সাথে পড়তে হয়– ২৫৭
সাহাবাগণ যোহর নামায পড়তেন না– ২৫৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নফল নামাযের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অযু করে তাহিয়্যাতুল অযুর নামায পড়তে হয়– ২৫৭
প্রতি কাজের শুরুতে এস্তেখারা করা উচিত– ২৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুনাহ তাওবা করতে হয়– ২৫৮
বিপদের সময় নামাজ পড়তে হয়– ২৫৮
রাসূলের আগে বিলালের বেহেশতে গমনের কারণ– ২৫৮
অজু উত্তমরূপে করতে হয়– ২৫৮
হযরত আব্বাস (রা)-কে বরকতের দোয়া শিক্ষা দিলেন– ২৫৯
কিয়ামতে নফল নামাজ যুক্ত হবে– ২৫৯
নামাজের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই– ২৫৯

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সফরের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) জুলহোলায়ফায় আসরের দুই রাকআত নামাজ– ২৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিনায় দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়–	২৫৯
বিপদের সময় কছর পড়া যায়–	২৫৯
সফরে নামাজ কছর করতে হয়–	২৬০
সফরের সময় নির্দিষ্ট না হলে নামাজ কছর হবে–	২৬০
সফরে নফল নামাজ পড়তে হয় না–	২৬০
সফরের যোহর ও আসর একত্রে পড়তে হয়–	২৬০
রাসূল (স) ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজ সওয়ারি থেকে পড়তেন–	২৬০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) কছরও করেছেন আবার পূর্ণও করেছেন–	২৬০
মুসাফিরের নফল নামায নেই–	২৬০
সফরের নামাযের বিধান–	২৬০
সফরে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া–	২৬১
উটে চলে রাসূল (স) নফল নামাজ পড়তেন–	২৬১
সওয়ারির ওপর নামাজ পড়া যায়–	২৬১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মিনায় দুই রাকআত নামাজ পড়া–	২৬১
নামাজ দুই রাকআত করে ফরয হয়েছিল–	২৬১
সফরের সময় এক রাকআত পড়তে হয়–	২৬১
সফরে বেতের নামাজ পড়া যায়–	২৬১
৪৮ মাইল দূরত্বে নামাজ কছর হয়–	২৬১
সফরে নফল নামাজ পড়তে হয় না–	২৬১
সফরে নফল নামাজ পড়া নিষেধ নেই–	২৬২
চতুর্বিংশ অধ্যায়	
জুমাবারের ফজিলত	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ইহুদীরা শনিবার পবিত্র মনে করে–	২৬২
জুমুয়ার দিন হলো উত্তম দিন–	২৬২
জুমআর দিনে দোয়া কবুল হয়–	২৬২
জুময়ার দিনে একটি মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়–	২৬২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
জুময়ার দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টির কারণ–	২৬২
আসরের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে দোয়া কবুল হয়–	২৬৩
জুমআর দিনেই হযরত আদম (আ)-এর মৃত্যু হয়েছে–	২৬৩
জুমুআর দিনে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন–	২৬৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জুমুআর দিন সকল দিনের সর্দার–	২৬৩
জুমুআর অর্থ একত্রে সমাবেশ–	২৬৪
জুমুআর দিন বেশি করে দরূদ পাঠ করবে–	২৬৪
জুমুআর রাতে মারা গেলে বেহেশতী–	২৬৪
জুমুআর দিনের অনেক ফযিলত–	২৬৪
জুমুআর দিন একটি উত্তম দিন–	২৬৪
পঞ্চবিংশ অধ্যায়	
জুমার নামাজ ফরয	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
যারা জুমার নামাজ পড়ে না তারা অভিশপ্ত–	২৬৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
পরপর তিন জুমুআ ছেড়ে দিলে অন্তরে মোহর মারা হয়–	২৬৫
জুমার নামাজ ছাড়লে সাদকা দিতে হয়–	২৬৫
আজান শুনলে জুমার নামাজ পড়তে হবে–	২৬৫
জুমুআর নামাজ প্রত্যেকের প্রতি ফরয–	২৬৫
স্ত্রী লোক, ক্রীতদাসের প্রতি জুমুআ ফরয নয়–	২৬৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জুমুআর নামাজ না পড়লে কি করা উচিত–	২৬৫
জুমআর নামাজ না পড়লে সে মুনাফিক–	২৬৫
পরকালে বিশ্বাস করলে জুমুআর নামাজ পড়তে হবে–	২৬৫
ষড়বিংশ অধ্যায়	
পরিচ্ছন্নতা লাভ করা এবং সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
জুমুআর দিনে গোসল করতে হয়–	২৬৫
গোসল করে জুমার নামাজ পড়লে গোনাহ মাফ হয়–	২৬৬
জুমআর নামাজের খোতবা চুপ করে শুনতে হয়–	২৬৬
জুমআর দিনে ফেরেশতাগণ আগমন করেন–	২৬৬
জুমআর খুতবায় কথা বলতে নেই–	২৬৬
মসজিদে গিয়ে একজনকে উঠিয়ে সেখানে বসা উচিত নয়–	২৬৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
জুমআর দিনে উত্তম পোশাক পড়তে হয়–	২৬৬
নিয়মমতো জুমার নামাজ আদায় করলে অফুরন্ত সওয়াব আছে–	২৬৬
জুমার নামাজের জন্য পৃথক কাপড় রাখতে হয়–	২৬৭
জুমআর নামাজে ইমামের কাছে থাকা ভালো–	২৬৭
মসজিদে যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে বসবে–	২৬৭
খোতবার সময় দুই পায়ের নালা রাখা উচিত নয়–	২৬৭
জুমআর নামাজে ঝিমুনী এলে সরে যেতে হয়–	২৬৭
মসজিদে কেউ বসলে তাকে উঠানোর হুকুম কী–	২৬৭
সঠিকভাবে জুমআর নামাজ পড়লে তর সগীরা গুনাহ ক্ষমা হয়–	২৬৭
খোতবার সময় কথা বলা উচিত নয়–	২৬৭
জুমআর দিন ঈদস্বরূপ–	২৬৭
জুমার দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়–	২৬৮
সপ্তবিংশ অধ্যায়	
খোতবা ও নামাজ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সূর্য ঢলে পড়লে জুমআর নামাজ পড়তে হয়–	২৬৮
জুমআর পূর্বে বিশ্রাম নেওয়া উচিত নয়–	২৬৮
শীতের দিনে জুমআর নামায সকাল সকাল পড়তে হয়–	২৬৮
হযরত ওসমান (রা) জুমআয় তৃতীয় আযান দিতেন–	২৬৮
দুই খোতবার মধ্যে বসতে হয়–	২৬৮
খোতবা সংক্ষিপ্ত করতে হয়–	২৬৮
রাসূল (স) খোতবার সময় রাগান্বিত হতেন–	২৬৮
খোতবায় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা যায়–	২৬৮
রাসূল (স)-এর খোতবা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী–	২৬৮
পাগড়ি পরিধান করে খোতবা দিতে হয়–	২৬৯
খোতবার সময় নামাজ পড়া উচিত নয়–	২৬৯
ইমামের সাথে এক রাকআত পেলে পূর্ণ সওয়াব–	২৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
জুমআয় দুটি খোতবা দিতে হয়–	২৬৯
ইমামের মুখোমুখি বসতে হয়–	২৬৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
দাঁড়িয়ে খোতবা দিতে হয়–	২৬৯
বসে খোতবা দেওয়া জায়েজ নেই–	২৬৯
হাত নেড়ে খোতবা দেওয়া উচিত নয়–	২৬৯
খোতবার সময় বসতে হয়–	২৬৯
জুমআর এক রাকআত পেলে দ্বিতীয় রাকআত কী করবে–	২৭০
অষ্টাবিংশ অধ্যায়	
ভয়কালীন নামাজ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
যুদ্ধের ময়দানেও নামাজ পড়তে হবে–	২৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
যুদ্ধের ময়দানে সালাতুল খাওফ পড়া যায়–	২৭০
এক বেদুঈন রাসূল (স)কে হত্যা করতে উদ্যত হলো–	২৭০
রাসূল (স) সালাতুল খাওফ নামাজ পড়ালেন–	২৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভয়ের মধ্যে নামাজ সংক্ষিপ্ত অত্যধিক–	২৭১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
আসরের নামাজের গুরুত্ব অত্যধিক–	২৭১

উনত্রিশতম অধ্যায়

দুই ঈদের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈদের নামাজ ঈদগাহে পড়তে হয়–	২৭১
ঈদের নামাজে আজান একাতম নেই–	২৭১
ঈদের নামাজ খোতবার পূর্বেই পড়তে হয়–	২৭২
মহিলাগণ ঈদগাহে যেতে পারে–	২৭২
ঈদুল ফিতরের নামাজ দুই রাকআত–	২৭২
ঋতুবতী মহিলাগণ নামাজ পড়বে না–	২৭২
ঈদের দিন আনন্দ করা যায়–	২৭২
ঈদুল ফিতরে কিছু খেয়ে ঈদগাহে যেতে হয়–	২৭২
ঈদের ময়দানে যাওয়া-আসার রাস্তা পরিবর্তন করতে হয়–	২৭২
ঈদের নামাজের পূর্বে কোরবানী জায়েজ নেই–	২৭২
নামাজের পূর্বে জবেহ করলে কোরবানী হবে না–	২৭৩
নামাজের পূর্বে জবেহ করলে তার গোশত খাওয়া যায়–	২৭৩
পশু জবেহের সময় রক্ত প্রবাহিত করতে হয়–	২৭৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুই ঈদের দিন হলো সবচেয়ে উত্তম দিন–	২৭৩
ঈদুল ফিতরের দিন সকালে কিছু খাওয়া সুন্নত–	২৭৩
ঈদের নামাজ ছয় তাকবীরে পড়তে হয়–	২৭৩
ঈদের ও এস্তেস্কার নামাজে তাকবীরের বর্ণনা–	২৭৩
ঈদের নামাজের তাকবীর সম্পর্কে দ্বিমত আছে–	২৭৩
লাঠিতে ভর দিয়ে খোতবা দেওয়া সুন্নত–	২৭৩
বল্লমের ওপর ভর দিয়ে খোতবা দেওয়া যায়–	২৭৩
মহিলাগণ ঈদের নামাজের পর দান খয়রাত করেন–	২৭৪
ঈদগাহে নামাজের জন্য যাওয়ার নিয়ম–	২৭৪
ঈদের নামাজ মসজিদে পড়া যায়–	২৭৪
কোরবানীর ঈদের নামাজ দ্রুত পড়তে হয়–	২৭৪
চাঁদ দেখে রোজা ভাঙতে হয়–	২৭৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈদের নামাজে আজান একামত নেই–	২৭৪
রাসূল (স) দান করার নির্দেশ দিতেন–	২৭৪

ত্রিশতম অধ্যায়

কোরবানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোরবানী করতে গিয়ে রাসূল (স) কী বলতেন–	২৭৫
কোরবানীর জন্য দুম্বা উৎকৃষ্ট পশু–	২৭৫
যবেহ করার হুকুম–	২৭৫
কোরবানী পশু বণ্টন করা হলো–	২৭৫
ঈদগাহে কোরবানী করা ভালো–	২৭৫
একটি গরু সাতজন কোরবানী দেওয়া যায়–	২৭৫
কুরবানীদাতার মাথার চুল কাটা উচিত নয়–	২৭৫
প্রতিদিনই আল্লাহর কল্যাণ বর্ষিত হয়–	২৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিবলার দিকে মুখ করে কুরবানীর পশু যবেহ করবে–	২৭৬
রাসূল (স) দুটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন–	২৭৬
কান কাটা পশু কুরবানী হবে না–	২৭৬
শিং ভাঙা পশু কুরবানী হবে না–	২৭৬
চার রকমের পশু কুরবানী হবে না–	২৭৬
শক্তিশালী পশু কুরবানী দিতে হবে–	২৭৬
ছয় মাস বয়সী ছাগল কুরবানী দেওয়া হয়–	২৭৬
ছয় মাস বয়সী ভেড়ার কুরবানী দেওয়া যায়–	২৭৬
একটি উটে দশজন কুরবানী দেওয়া যায়–	২৭৭
কুরবানীর দিন কুরবানীর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই–	২৭৭
প্রতিদিনই আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট–	২৭৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈদের নামাযের আগে পশু যবেহ করার হুকুম–	২৭৭
দশই জিলহজ্জ কুরবানীর দিন–	২৭৭
রাসূল (স) প্রতি বছর কুরবানী দিয়েছেন–	২৭৭
কুরবানী হল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নত–	২৭৭

একত্রিশতম অধ্যায়

রজব মাসের কুরবানীর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করা হারাম–	২৭৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিটি পরিবারেই কুরবানী আছে–	২৭৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরবানীর দিন মানে ঈদের দিন–	২৭৮

বত্রিশতম অধ্যায়

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূর্য গ্রহণের কারণে নামায পড়তে হয়–	২৭৮
প্রতিবার গ্রহণের পর নামায আছে–	২৭৮
সূর্য গ্রহণের সময় দু রাকআত নামায পড়তে হয়–	২৭৮
সূর্য গ্রহণের নামাযে সিজদা রুকু দীর্ঘ করতে হয়–	২৭৯
সূর্য গ্রহণ বিপদের লক্ষণ–	২৭৯
কারও মৃত্যুর সাথে সূর্য গ্রহণের নির্ভর নয়–	২৭৯
সূর্য গ্রহণের নামায দু রাকআত–	২৭৯
সূর্য গ্রহণে রাসূল (স) ভীত হয়ে পড়তেন–	২৭৯
সূর্য গ্রহণ হলে গোলাম আজাদ করার নিয়ম আছে–	২৮০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রহণের নামাযে শব্দ করতে হয় না–	২৮০
নবী (স)-এর স্ত্রীগণের মৃত্যুই বড় নিদর্শন–	২৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূর্য গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত দোয়া করতে হয়–	২৮০
গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত নামায পড়া যায়–	২৮০

তেত্রিশতম অধ্যায়

কৃতজ্ঞতার সিজদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করতে হয়–	২৮০
বামনকে দেখে সিজদায় গেলেন–	২৮১
প্রতি-পালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করতে হয়–	২৮১

চৌত্রিশতম অধ্যায়

বৃষ্টি প্রার্থনার নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৃষ্টি প্রার্থনা করে নামায পড়া যায়–	২৮১
দোয়ার সময় বুকের উপরে হাত উঠানো উচিত নয়–	২৮১
বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দোআ করা–	২৮১
উপকারী বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া–	২৮১

বিষয় — পৃষ্ঠা

বৃষ্টির সময় রাসূল (স) গায়ের চাদর খুলে ফেলতেন– ২৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্তেস্কার নামাযে চাদর উল্টায়ে দিতে হয়– ২৮১
রাসূল (স) কাঁধের উপর চাদর ঘুরিয়ে দিলেন– ২৮২
দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে হয়– ২৮২
নম্রতা ও বিনয় সহকারে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে– ২৮২
রাসূল (স) বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন– ২৮২
রাসূল (স) প্রার্থনা করার সাথে বৃষ্টি হত– ২৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইবাদত করলে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে– ২৮২
বৃষ্টির জন্য আব্বাস (রা) প্রার্থনা করেছেন– ২৮৩
পিপিলিকা প্রার্থনা করে– ২৮৩

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

ঝড়-তুফান ও মেঘ বৃষ্টির সময় করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদ জাতি পশ্চিমা হাওয়ায় ধ্বংস হয়েছে– ২৮৩
বাতাস প্রবাহিত হলে ভালো মন্দ দুটিই হতে পারে– ২৮৩
কিয়ামতের খবর সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত– ২৮৩
বৃষ্টি নামলে ফসল বুনতে হয়– ২৮৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাতাসের খারাবি হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা– ২৮৪
বাতাস আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হয়– ২৮৪
বাতাসকে গালি দেয়া জায়েয নেই– ২৮৪
ঝড়ের সময় আল্লাহর সাহায্য কামনা– ২৮৪
মেঘের গর্জন শুনে রাসূল (স) যা করতেন– ২৮৪
মেঘের গর্জনের সময় রাসূল (স) কী করতেন– ২৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেঘের গর্জন শুনে কী করা উচিত– ২৮৪

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

রোগী দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান ইবাদত স্বরূপ– ২৮৫
মুসলমানদের পাঁচটি হক– ২৮৫
দাওয়াত গ্রহণ করা মুসলমানের হক– ২৮৫
রাসূল (স) সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন– ২৮৫
রোগীর সেবা করা ইসলামের বিধান– ২৮৫
কাউকে আহার করালে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন– ২৮৫
বেদুঈন আল্লাহর প্রতি ভরসা করল না– ২৮৬
অসুস্থ লোকের শরীরে হাত বুলাতে হয়– ২৮৬
ফোঁড়া বা বাঘী হলে থুথু ও মাটি মিশিয়ে প্রলেপ দিবে– ২৮৬
সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ফুঁক দিতে হয়– ২৮৬
রাসূল (স) একজনের ব্যথা সারিয়ে দিলেন– ২৮৬
ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয আছে– ২৮৬
ক্ষতিকর বস্তু হতে সাবধানে থাকতে হয়– ২৮৭
আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বিপদে পড়েন– ২৮৭
বিপদে মুমিনের গোনাহ ক্ষমা হয়– ২৮৭
রাসূল (স)-এর অসুখ অন্য মানুষের হতে বেশি হত– ২৮৭
রাসূল (স) রোগ যন্ত্রণা বেশি তীব্র হত– ২৮৭
রাসূল (স) আয়েশা (রা)-এর কোলে ইন্তেকাল করেন– ২৮৭
মুমিনের উদাহরণ কোমল তৃণের মতো– ২৮৭
মুমিনের উপর সর্বদা মুছিবত আসে– ২৮৭

বিষয় — পৃষ্ঠা

অসুস্থতাকে গালি দেওয়া উচিত নয়– ২৮৭
সফরে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না– ২৮৭
মহামারীতে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পায়– ২৮৭
পাঁচ ধরনের মৃত্যু শহীদের সমতুল্য– ২৮৮
মহামারী শাস্তি ডেকে আনে– ২৮৮
মহামারী পরীক্ষা স্বরূপ– ২৮৮
ধৈর্য জান্নাতী হবে– ২৮৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে দেখতে গেলে ফেরেশতাগণ দোয়া করেন– ২৮৮
অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ– ২৮৮
প্রকৃত মুসলমানকে দেখতে গেলে ওযু করতে হবে– ২৮৮
অসুস্থ মুসলমান রোগীকে দেখলে সাতবার প্রার্থনা করতে হয়– ২৮৮
ব্যথার কারণে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হয়– ২৮৮
রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে ব্যথা আরোগ্য হয়– ২৮৯
রোগীকে আরোগ্যের জন্য দোয়া করতে হয়– ২৮৯
মুমিনের সাজা হল জ্বর-দুঃখ ইত্যাদি– ২৮৯
বান্দার দুঃখের দ্বারা গোনাহ ক্ষমা হয়– ২৮৯
অসুস্থবস্থায় ভাগ্য পরিবর্তন হয় না– ২৮৯
অসুস্থ অবস্থায় নেক কাজ লেখা হয়– ২৮৯
সাত প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পায়– ২৮৯
বিপদ দিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি পরীক্ষা করা হয় নবীদের– ২৯০
আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মৃত্যু কষ্ট দেখেছেন– ২৯০
মৃত্যুর চেয়ে কঠিন কোনো বস্তু নেই– ২৯০
দুনিয়ার শাস্তি পরকালীন মুক্তির কারণ– ২৯০
আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন– ২৯০
মুমিন নর ও নারীর বিপদ লেগেই থাকে– ২৯০
মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত হয়– ২৯০
প্রতিটি মানুষের নিরানব্বইটি বিপদ আছে– ২৯০
দুনিয়ায় বিপদগ্রস্ত আখেরাতে সওয়াব পাবে– ২৯০
মুমিনের রোগ গোনাহের কাফফারা স্বরূপ– ২৯০
রোগীকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে হয়– ২৯১
পেটের অসুখে মৃত্যুবরণকারীকে কবরে শাস্তি দিবে না– ২৯১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসুস্থ অবস্থায় একটি বালক মুসলমান হল– ২৯১
অসুস্থকে দেখতে গেলে ফেরেশতা দোয়া করে– ২৯১
মৃত্যুর আগে রাসূল (স) ভাল হয়েছিলেন– ২৯১
মৃগী রোগে ইন্তেকাল করলে জান্নাতী– ২৯১
রোগের কারণ গোনাহ ক্ষমা হয়– ২৯১
অসুস্থ অবস্থায় আমলনামা চালু থাকে– ২৯১
বিপদ দিয়ে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়– ২৯২
রোগীকে দেখতে গেলে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়– ২৯২
জ্বর আসলে পানি ঢালতে হয়– ২৯২
জ্বরকে গালি দেয়া উচিত নয়– ২৯২
জ্বর দুনিয়ার আগুন কিন্তু আখেরাতে মুক্তির পাথের– ২৯২
রিযিকের কমতি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়– ২৯২
রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের সওয়াব লেখা হয়– ২৯২
রোগীকে তিন দিন পরে দেখতে যেতে হয়– ২৯২
রোগীর দোয়া কবুল হয়– ২৯২
রোগীকে বিব্রত করা ঠিক নয়– ২৯৩
যথাসম্ভব রোগীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে– ২৯৩
রোগীর ইচ্ছানুযায়ী খাওয়ানো উচিত– ২৯৩
জন্মস্থান থেকে দূরের মৃত্যু ভালো– ২৯৩
সফরকারী মৃত্যু শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে– ২৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অসুস্থ তার কারণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি কবরে বেহেশ্‌তী খাবার পায়-	২৯৩
ঘা-এর কারণে মৃত্যুবরণকারী শহীদের মর্যাদা পাবে-	২৯৩
মহামারী দেখে পলায়নকারী পাপী হবে-	২৯৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
মৃত্যুর কথা চিন্তা করা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মৃত্যু কামনা নাযায়েজ-	২৯৩
মৃত্যু কামনার ফলে নেক কাজ থেমে যায়-	২৯৪
বিপদের আশঙ্কায় মৃত্যু কামনা করা যায়েজ নয়-	২৯৪
প্রকৃত মুমিনের মৃত্যু হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর-	২৯৪
কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে ভালো মানুষ শান্তি পায়-	২৯৪
দুনিয়াকে হচ্ছে মুসাফিরের আসা-যাওয়ার মত-	২৯৪
অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে হবে-	২৯৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহ কিয়ামতের দিন মুমিনদের ক্ষমা মঞ্জুর করবেন-	২৯৪
মৃত্যুর কথা বেশি বেশি ভাবতে হবে-	২৯৫
দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করলে আখিরাতে শান্তি পাবে-	২৯৫
মৃত্যুর ফলে মুমিন ব্যক্তির তোহফা-	২৯৫
প্রকৃত মুমিনের মৃত্যুর সময় কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়বে-	২৯৫
কিছু কিছু মৃত্যু আল্লাহর গযবস্বরূপ-	২৯৫
আল্লাহ পাকের ভরসা করা-	২৯৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মৃত্যু অবশ্যই সকলের জন্য কঠিন-	২৯৫
বেশি আয়ুর ফলে আমল বেশি হয়-	২৯৫
রাসূল (স) মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন-	২৯৬
তৃতীয় অধ্যায়	
মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যা বলা আবশ্যক	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মুমূর্ষু রোগীকে কালেমা শিক্ষা দিতে হবে-	২৯৬
রোগীকে ভালো কথা শোনাতে হবে-	২৯৬
আল্লাহ অবশ্যই উত্তম পুরস্কার দান করবেন-	২৯৬
আবু সালামার জন্য রাসূল (স) প্রার্থনা করলেন-	২৯৬
কেউ মৃত্যু বরণ করলে তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে-	২৯৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বললে সে বেহেশতী-	২৯৭
মুমূর্ষু লোকের কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে হয়-	২৯৭
মৃতকে চুম্বন দেয়া যায়-	২৯৭
আবু বকর (রা)-কে মৃত্যুর পর চুম্বন করেছিলেন-	২৯৭
মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়-	২৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই প্রত্যেকেরই বলা উচিত-	২৯৭
মুমূর্ষু লোকের কাছে ফেরেশতা হাজির হয়-	২৯৭
মুমিনের রূহ দুজন ফেরেশতা নিয়ে যায়-	২৯৭
মুমিনের রূহ মেশকের সুগন্ধির মত-	২৯৮
মুমিনের রূহ নিরাপদে বের হয়-	২৯৮
রূহের সাথে রূহের সাক্ষাৎ হয়-	৩০০
মুমিনের রূহ বেহেশতে পাখির আকৃতি ধরে আসবে-	৩০০
মৃত্যুর আগে রাসূল (স)-কে সালাম বলা-	৩০০
চতুর্থ অধ্যায়	
মৃত্যুর পর গোসল ও কাফন দিয়ে ঢেকে দেয়া	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
তিন থেকে পাঁচবার পর্যন্ত গোসল দিতে হয়-	৩০০
রাসূল (স)-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল-	৩০১
মৃতকে ভালো কাফন দিতে হবে-	৩০১
মৃতকে বরই পাতার পানি দিয়ে গোসল দিতে হয়-	৩০১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
চোখে সুরমা ব্যবহার করা সুন্নত-	৩০১
মৃতকে বেশি দামি কাপড়ে কাফন দিবে না-	৩০১
মৃত্যুর আগে কাফনের কাপড় আনা যায়-	৩০১
উত্তম পশু শিংওয়ালা পশু-	৩০১
ওহুদের যুদ্ধে শহীদদের সাথে রক্তাক্ত জামা কাপড় দাফন হয়েছিল-	৩০১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হযরত হামজা (রা)-এর কাফনের কাপড় কম পড়েছিল-	৩০১
মুনাফিক সরদার হযরত আব্বাস (রা)-কে জামা দিয়েছিল-	৩০২
পঞ্চম অধ্যায়	
লাশের অনুগমন ও জানাযার নামায	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়-	৩০২
মৃত ব্যক্তি দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায়-	৩০২
মৃত লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়-	৩০২
যে কোনো লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়-	৩০২
রাসূল (স) লাশ দেখে দাঁড়াতেন-	৩০২
লাশের সাথে কবর পর্যন্ত গমন করলে দু কীরাত পাওয়া যায়-	৩০২
বাদশাহ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়লেন-	৩০২
চার তাকবীরে জানাযা পড়তে হয়-	৩০৩
জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়া যায়-	৩০৩
মৃতের জন্য দোয়া করতে হয়-	৩০৩
মসজিদে জানাযা পড়া যায়-	৩০৩
স্ত্রীলোকের জানাযা কোমর বরাবর দাঁড়াতে হয়-	৩০৩
দাফনের পরেও জানাযা পড়া যায়-	৩০৩
রাসূল (স) পুনরায় জানাযা পড়লেন-	৩০৩
জানাযায় চল্লিশ জন লোক হলে সুপারিশ পেতে পারি-	৩০৪
জানাযা পড়ে দোয়া করলে কবুল হয়-	৩০৪
মৃতের লাশ দেখে খারাপ মন্তব্য করা উচিত নয়-	৩০৪
চারজন মুসলমান ভালো বলে সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ কবুল করেন-	৩০৪
রাসূল (স) বলেছেন মৃত ব্যক্তিকে খারাপ বলবে না-	৩০৪
ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণকে এক কাপড়ে দুজনকে কবরে রাখলেন-	৩০৪
প্রত্যেকেরই জানাযায় শরিক হওয়া উচিত-	৩০৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ঘোড়ায় সওয়ার ব্যক্তি লাশের পিছনে থাকবে-	৩০৪
লাশের আগে চলা সওয়াবের কাজ-	৩০৫
লাশ কারো পিছনে চলে না-	৩০৫
তিনজন জানাযা পড়লে কর্তব্য শেষ হয়-	৩০৫
অসুবিধা ছাড়া পশুর পিঠে চড়ে লাশের পিছনে যাওয়া যাবে না-	৩০৫
রাসূল (স) জানাযা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন-	৩০৫
জানাযা পড়ে অন্তরের সাথে দোয়া করতে হয়-	৩০৫
ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে হয়-	৩০৫
মৃতকে কবরে আল্লাহর দায়িত্বে রাখতে হয়-	৩০৬
মৃতদের ভালো কাজগুলোর বর্ণনা দিতে হয়-	৩০৬
জানাযায় নারীর কোমর বরাবর দাঁড়াতে হয়-	৩০৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
যে কোনো লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়-	৩০৬
লাশ কবরে না রাখা পর্যন্ত বসা নিষেধ-	৩০৬
ইসলামের প্রথম যুগে জানাযার লাশ দেখে দাঁড়ানোর নিয়ম ছিল-	৩০৬
রাসূল (স) পরে জানাযার লাশ দেখে দাঁড়াতেন না-	৩০৬
লাশ দেখে দাঁড়ান সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়-	৩০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
লাশের সাথে সাথে ফেরেশতা গমন করে–	৩০৭
রাসূল (স) ফেরেশতাদের সম্মানে দাঁড়ালেন–	৩০৭
জানাযার নামাযে তিন কাতার লোক হলে সে বেহেশতী–	৩০৭
জানাযার পর মৃতের জন্য দোয়া করতে হয়–	৩০৭
মুমিন ব্যক্তির জানাযায় দোয়া করতে হয়–	৩০৭
শিশুদের জানাযায়ও দোয়া করতে হয়–	৩০৭
জীবিত শিশুর মৃত্যু হলে জানাযা দিতে হয়–	৩০৭
ইমাম এবং মোকতাদীর মতই সমান্তরালে দাঁড়াবে–	৩০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের ব্যবস্থা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
কবরের মধ্যে কাঁচা ইট দেওয়া যায়–	৩০৮
রাসূল (স)-এর কবরে লাল চাদর বিছানো হয়েছিল–	৩০৮
উটের পিঠের মতো কবর উঁচু করতে হয়–	৩০৮
কবর বেশি উঁচু করলে ভাঙার নির্দেশ আছে–	৩০৮
কবরের উপর ঘর তোলা যায় না–	৩০৮
কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া যায় না–	৩০৮
কবরের উপর বসলে পাপী হবে–	৩০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) এর লহদ কবর খোঁড়া হয়েছিল–	৩০৮
মুসলমানদের জন্য লহদ কবর–	৩০৯
ওহুদের যুদ্ধের শহীদগণকে এক কবরে দুই তিনজনকে রাখা হয়–	৩০৯
ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের ওহুদের ময়দানে দাফন করা হল–	৩০৯
লাশের মাথার দিক হতে কবরে নামাতে হয়–	৩০৯
রাসূল (স) রাতে কবর যিয়ারত করলেন–	৩০৯
মৃতকে আল্লাহ ও রাসূলের তরিকায় সোপর্দ করতে হয়–	৩০৯
কবরের উপর পানি ছিটাতে হয়–	৩০৯
কবরে নামফলক দেওয়া জায়েয নেই–	৩০৯
কবরের উপর মাথার দিক হতে পানি ছিটাতে হয়–	৩০৯
কবরের চিহ্ন দেওয়া যায়–	৩০৯
কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করার বিধান আছে–	৩১০
কবর খোঁড়ার আগে জানাযায় হাজির হতে হয়–	৩১০
মৃতব্যক্তি জীবিতদের মত কষ্ট অনুভব করে–	৩১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় চোখের পানি ফেলা যায়–	৩১০
দাফনের সময় ধীরে ধীরে মাটি চাপা দিতে হয়–	৩১০
মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়–	৩১০
মৃত্যু মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়–	৩১০
কবরের ওপর পানি ছিটাতে হয়–	৩১১
কবরে তিন মুষ্টি মাটি নিতে হয়–	৩১১
কবরে হেলান দিয়ে বসা উচিত নয়–	৩১১

সপ্তম অধ্যায়

মৃতের জন্য রোদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিশুদের চুম্বন করা রাসূল (স)-এর নির্দেশ–	৩১১
প্রত্যেক দুনিয়ায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে–	৩১১
মৃতের জন্য অশ্রু বিসর্জন দেওয়া যায়–	৩১১
মৃতের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হয়–	৩১২
মৃত্যের জন্য বিলাপ করা উচিত নয়–	৩১২
অন্যের বংশের নিন্দা করা উচিত নয়–	৩১২
বিপদের সময় প্রকৃত ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়–	৩১২
কারও তিনটি সন্তান মারা গেলে সে বেহেশতী–	৩১২
দুজন সন্তান মারা গেলেও সে বেহেশতী–	৩১২
মৃতের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করলে বেহেশতী–	৩১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) বিলাপকারী নারীকে অভিশম্পাত করেছেন–	৩১৩
মুমিন ব্যক্তি প্রত্যেক কাজেই সওয়াব পায়–	৩১৩
মুমিনের দুটি দরজা আছে–	৩১৩
যার দুটি মৃত সন্তান থাকবে তার জন্য বেহেশত অবধারিত–	৩১৩
সন্তান মারা গেলে ধৈর্য ধারণ করতে হয়–	৩১৩
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতে হয়–	৩১৩
সন্তান হারা স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দান সওয়াবের কাজ–	৩১৩
যে বাড়িতে মারা যায় অন্য বাড়ি থেকে খানা দেওয়া হয়–	৩১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিলাপের বাক্য দিয়ে কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হবে–	৩১৪
মৃতের জন্য রোদন করা জায়েয নেই–	৩১৪
মৃতের জন্য উচ্চস্বরে রোদন করলে কবরে শাস্তি দেয়া হয়–	৩১৪
রোদন করার প্রতি রাসূল (স)-এর কঠিন নিষেধ করা আছে–	৩১৪
মৃতের জন্য রোদন করলে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে–	৩১৫
প্রশংসা কীর্তন করে রোদন করা জায়েয নেই–	৩১৫
প্রশংসা করে রোদন করলে ফেরেশতাগণ কবরে প্রশ্ন করেন–	৩১৫
মৃতের জন্য বিলাপ ছাড়া রোদন করা যায়–	৩১৫
মৃত্যের জন্য চোখের পানি ফেলা যায়–	৩১৫
মানুষ মৃত্যুর পর আর ফিরে আসে না–	৩১৫
মৃতের জন্য শোক প্রকাশের বিধান আছে–	৩১৬
লাশের সাথে বিলাপকারীর যাওয়া উচিত নয়–	৩১৬
ছোট সন্তানরা তাদের পিতা-মাতাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে–	৩১৬
দুটি সন্তান মারা গেলে সে বেহেশতী–	৩১৬
মৃত সন্তান প্রসবকালীন বেহেশতী–	৩১৬
তিনটি সন্তানের ইন্তেকাল বেহেশতী হবে–	৩১৬
সন্তানেরা বেহেশতের দরজায় অপেক্ষা করে–	৩১৬
পিতা-মাতার জন্য সন্তান সুপারিশ করবে–	৩১৭
বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত–	৩১৭
বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করলে সওয়াব হয়–	৩১৭
জুতা ছিঁড়ে যাওয়া বিপদের অন্তর্গত–	৩১৭
বিপদে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করতে হয় –	৩১৭

অষ্টম অধ্যায়

কবর যিয়ারত

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামের প্রথম যুগে কবর যিয়ারত নিষেধ ছিল–	৩১৭
রাসূল (স)-এর মায়ের জন্য দোয়া করার অনুমতি পেলেন না–	৩১৮
কবরে পৌঁছে সালাম দিতে হয়–	৩১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) কবরবাসীদের জন্য দোয়া করলেন–	৩১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) রাতে কবরস্থানে গমন করতেন–	৩১৮
কবর যিয়ারত প্রথমে সালাম দিতে হয়–	৩১৮
জুমুয়াবারে পিতামাতার কবর যিয়ারত করতে হয়–	৩১৯
কবর যিয়ারতে আখেরাতের চিন্তা আসে–	৩১৯
মহিলাগণ কবর যিয়ারত করতে পারবে না–	৩১৯
মৃতদের হতেও পর্দা করতে হয়–	৩১৯

নবম অধ্যায়

যাকাত পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
যাকাত ইসলামের একটি রোকন–	৩১৯
প্রত্যেক বস্তুর যাকাত দিতে হয়–	৩১৯
যাদের সম্পদ আছে তাদের যাকাত দিতে হবে–	৩২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিয়ামতের দিন পশুগুলো মালিককে অপদস্ত করবে–	৩২১
নিয়মিত যাকাত আদায় করতে হয়–	৩২১
যাকাত আদায়কারীকে দোয়া করতে হয়–	৩২১
চাচা পিতার সমতুল্য বলে গণ্য–	৩২১
যাকাত আদায়ের কর্মচারী নিয়োগ করা যায়–	৩২১
আমানতে খিয়ানতকারী কিয়ামতের দিন কি নিয়ে হাজির হবে–	৩২১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ধন-সম্পদ যাকাতের মাধ্যমে পবিত্র হয়–	৩২২
ইনছাফের সাথে যাকাত আদায় করতে হবে–	৩২২
যাকাত আদায়কারীদের প্রতি খুশি থাকতে হবে–	৩২২
যাকাতের মালে গোপন করা যাবে না–	৩২২
যাকাত আদায়কারী আল্লাহ রাস্তায় জিহাদকারীর সমান–	৩২২
বাড়িতে যাকাত উসূল করতে হবে–	৩২২
সম্পদ এক বছর অতিক্রম করলেই যাকাত দিতে হয়–	৩২২
পূর্ণ এক বছর পর যাকাত দিতে হয়–	৩২২
ইয়াতীমের মাল দিয়ে ব্যবসা করতে হয়–	৩২৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নামায ও যাকাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই–	৩২৩
যাকাত বিহীন মাল কিয়ামতে সাপের আকার ধারণ করবে–	৩২৩
যাকাত অনাদায়ীর কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদ হবে–	৩২৩
যাকাত না দিলে মাল ধ্বংস হয়ে যায়–	৩২৩
দশম অধ্যায়	
যাতে যাকাত ফরজ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রূপা পাঁচ উকিয়াতে যাকাত আছে–	৩২৩
কৃতদাসের উপর যাকাত নেই–	৩২৩
যাকাত আদায়ের কিছু বিধান–	৩২৪
কূপের ওশর দিতে হয়–	৩২৪
পশু আঘাত করলে তার দণ্ড নেই–	৩২৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ঘোড়ার উপর যাকাত নেই–	৩২৫
ত্রিশটি গরুতে একটি গরু যাকাত দিতে হবেশ–	৩২৫
যাকাতের নির্ধারিত সীমারেখা আছে–	৩২৫
কোন রকম শস্যে কোন যাকাত নেই–	৩২৫
গম, খেজুরে যাকাত দিতে হবে–	৩২৫
আঙ্গুরের উপর যাকাত আছে–	৩২৫
যাকাতে একচতুর্থাংশ ছেড়ে দিতে হয়–	৩২৫
যখন খেজুর মিষ্টি হবে তখন যাকাত দিতে হবে–	৩২৫
মধুতে যাকাত দিতে হবে–	৩২৫
নারীদের প্রতি সদকা দেওয়ার নির্দেশ–	৩২৬
অবশ্যই স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে–	৩২৬
যাকাতের পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত দিতে হয়–	৩২৬
বিক্রিত জিনিসের যাকাত হবে–	৩২৬
খনিজ দ্রব্যে যাকাতের বিধান আছে–	৩২৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
শাক-সবজিতে যাকাতের বিধান নেই–	৩২৬
মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) গরুর যাকাত গ্রহণ করেননি–	৩২৬
একাদশ অধ্যায়	
ফিতরার মর্মকথা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সকলকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে	৩২৬
জনপ্রতি এক শা পরিমাণ সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব	৩২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
প্রতি বছর একবার সদকায়ে ফিতর দিতে হবে–	৩২৭
সদকায়ে ফিতর রোযার কাফফারাস্বরূপ–	৩২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
প্রতিটি নর-নারীর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব–	৩২৭
সদকায়ে ফিতর হিসেবে এক শা গম দিতে হবে–	৩২৭
দ্বাদশতম অধ্যায়	
যাকাত যাদের জন্যে ফরয নয়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সদকার মাল খাওয়া যাবে–	৩২৭
নবী পরিবারের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষেধ–	৩২৭
যাকাত দানের ফলে মানুষের পাপ মুক্তি হয়–	৩২৭
রাসূল (স) সদকার দ্রব্য আহার করতেন না–	৩২৮
হাদীয়া গ্রহণ করা জায়েয আছে–	৩২৮
রাসূল (স) হাদীয়া গ্রহণ করতেন–	৩২৮
দাওয়াত দিলে কবুল করতে হয়–	৩২৮
যে ভিক্ষা করে সে মিসকীন নহে–	৩২৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বনু হাশেম গোত্রের জন্য যাকাত হালাল নয়–	৩২৮
সম্পদশালী লোকে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে না–	৩২৮
কর্মক্ষম লোকের যাকাত নেওয়া উচিত নয়–	৩২৮
অবস্থাপন্ন লোকের জন্য যাকাত হালাল নয়–	৩২৯
আট প্রকারের লোকেরা যাকাত গ্রহণ করতে পারে–	৩২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হযরত ওমর (রা) যাকাতের মাল খেতেন না–	৩২৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
যার পক্ষে সওয়াল হালাল যায় এবং যার পক্ষে হালাল	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ঋণের জন্য সওয়াল করা যায়–	৩২৯
মানুষের কাছে হাত পাতা উচিত নয়–	৩২৯
যারা সবসময় সওয়াল করবে তারা দোযখী–	৩২৯
সওয়াল করলে কিছু দিতে হয়–	৩৩০
নিজের হাতের উপার্জন সবচেয়ে উত্তম–	৩৩০
সওয়াল করা থেকে বিরত থাকা উচিত–	৩৩০
উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম–	৩৩০
যে লোক হাত পাততে চায়না আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন–	৩৩০
সম্পদের পিছনে দৌড়ান উচিত নয়–	৩৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সওয়াল করলে মুখমণ্ডলে ক্ষত হয়–	৩৩০
সওয়ালকারীর মুখমণ্ডল কিয়ামতের দিন ক্ষত সৃষ্টি হবে–	৩৩০
দুবেলার খানা থাকলে সওয়াল করা যাবে না–	৩৩১
চল্লিশ দিরহাম থাকলে সওয়াল করা উচিত নয়–	৩৩১
সওয়াল করা উচিত নয়–	৩৩১
রাসূল (স) ভিক্ষা পছন্দ করতেন না–	৩৩১
অভাবে পড়লে তা প্রকাশ করতে নেই–	৩৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নেক লোকের কাছে সওয়াল করতে হয়–	৩৩২
আল্লাহর জন্যে কাজ করলে তার বিনিময় আল্লাহ দিবেন–	৩৩২
আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সওয়াল করা উচিত নয়–	৩৩২
আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে হবে–	৩৩২
মানুষের কাছে কিছু না চাওয়ার ওয়াদা করলে বেহেশতী–	৩৩২
যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজেই করতে হয়–	৩৩২
চতুর্দশ অধ্যায়	
দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
তিন দিনের বেশি মাল রাখা জায়েয নেই–	৩৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফেরেশতাগণ দাতাতে সাহায্য করতে দোআ করেন–	৩৩২
হিসাব করে দান করবে না–	৩৩৩
দান করলে আল্লাহ সাহায্য করবেন–	৩৩৩
প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান করতে হয়–	৩৩৩
কৃপণতা ইসলামে জায়েম নেই–	৩৩৩
কৃপণতা করলে ধ্বংস হবে–	৩৩৩
দ্রুত দান করতে হয়–	৩৩৩
সুস্থ অবস্থায় দান করতে হয়–	৩৩৩
দান করার জন্য রাসূল (স) উৎসাহ দিয়েছেন–	৩৩৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
দাতা ব্যক্তি আল্লাহর নিকটতম হতে পারে–	৩৩৪
দান জীবিত কালেই করতে হয়–	৩৩৪
মৃত্যুর পূর্বে দান করতে হয়–	৩৩৪
কৃপণতা ও দুর্ব্যবহার মুমিনের মধ্যে থাকে না–	৩৩৪
কৃপণ লোক বেহেশতে যাবে না–	৩৩৪
কৃপণতা খারাপ স্বভাব–	৩৩৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
দানের হাত সবচেয়ে উত্তম–	৩৩৪
যে কোন লোককে দান করা যায়–	৩৩৪
সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দান করতে হয়–	৩৩৫
আল্লাহর সম্পদের শোকরগুজারী হতে হয়–	৩৩৫
সওয়াল করলে কিছু না কিছু দিতে হয়–	৩৩৬
ভিক্ষুককে গোশত না দেওয়ায় পাথর হয়ে গেল–	৩৩৬
মন্দন্তরের লোকের পরিচয়–	৩৩৬
সম্পদে আল্লাহর হক আদায় করলে বেহেশতী–	৩৩৬
কোন সম্পদই জমা করা উচিত নয়–	৩৩৬
রাসূল (স) মৃত্যুর পূর্বেও দান করেছেন–	৩৩৭
খাদ্য জমা করা গোনাহের কাজ–	৩৩৭
দানশীলতা বেহেশতে গাছস্বরূপ–	৩৩৭
দান দ্রুত করতে হয়–	৩৩৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

দানের মাহাত্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

হালাল সম্পদ দান করতে হয়–	৩৩৭
আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশ করলে আল্লাহ উন্নত করেন–	৩৩৭
দানের পরিমাণের চেয়ে বেশি প্রতিদান পাওয়া যায়–	৩৩৮
সদগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বেহেশতী–	৩৩৮
প্রতিবেশীকে সাহায্য করা ইসলামের বিধান–	৩৩৮
প্রতিটি ভাল কাজ দান স্বরূপ–	৩৩৮
কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা করাও ভাল কাজ–	৩৩৮
খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা দানের সমতুল্য–	৩৩৮
মানুষের প্রতি মুহূর্তে দান করা উচিত–	৩৩৮
মানুষের তিনশত ষাটটি গ্রন্থি আছে–	৩৩৯
ভাল কাজের উপদেশ দেওয়া সদকার সমতুল্য–	৩৩৯
উত্তম দান হল দুধাল উট এবং বকরী–	৩৩৯
গাছ লাগান দানের সমতুল্য–	৩৩৯
কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে বেশ্যা মুক্তি পেল–	৩৩৯
বিড়ালকে আটক রাখার কারণে এক মহিলা শাস্তি পেল–	৩৩৯
রাস্তা থেকে কাটা সরানোর ফলে বেহেশতী–	৩৩৯
গাছ লাগানোর কারণে বেহেশতী হন–	৩৩৯
রাস্তা থেকে কাটা দূর করা একটি সৎকাজ–	৩৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সওয়াবের কাজ–	৩৪০
মানুষের মধ্যে সালামের প্রচলন করা একটি ভাল কাজ–	৩৪০
দান করলে আল্লাহ পাক খুশি হন–	৩৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রত্যেক ভাল কাজ দানের সমতুল্য–	৩৪০
ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে দেখা করাও দানের সমতুল্য–	৩৪০
পানি হল উত্তম দান–	৩৪০
যার পরনে কাপড় নেই তাকে কাপড় দেওয়া উচিত–	৩৪০
যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে মানুষের হক আছে–	৩৪০
কেউ পানি চাইলে তা দেওয়া উচিত–	৩৪০
পতিত জমিতে আবাদ করা সওয়াবের কাজ–	৩৪১
পথভ্রষ্টকে পথ দেখিয়ে দেওয়া পুণ্যের কাজ–	৩৪১
কাউকেও মন্দ বলবে না তাতে পাপ হবে–	৩৪১
একটি বকরী জবাই করলেন–	৩৪১
মুসলমানকে কাপড় দান করা উচিত–	৩৪১
ডান হাতে দান করলে বাম হাত জানবে না–	৩৪১
জিহাদে পিছনে ফিরা নিষেধ–	৩৪২
ডান হাতে দান করলে বাম হাত জানবে না–	৩৪২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
যে কোন জিনিস দু'টো করে দান করার ফল–	৩৪২
মুমিনের ছায়াও দান স্বরূপ–	৩৪২
পরিবারে প্রশস্তভাবে খরচ করা উচিত–	৩৪২
দানের অনেক গুণ আছে–	৩৪২

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রেষ্ঠ দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

দান করতে হলে নিজেকে স্বচ্ছল হতে হবে–	৩৪৩
নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে দানের সমতুল্য হবে–	৩৪৩
নিজ পরিবারের জন্য খরচ করা উত্তম দান–	৩৪৩
নিজ পরিবারের জন্য খরচ জিহাদের দান অপেক্ষাও বড়–	৩৪৩
যে পরিমাণ দান করবে সে পরিমাণ সওয়াব পাবে–	৩৪৩
নারীরা তাদের গহনা দান করত পারে–	৩৪৩
আত্মীয়কে দান করা বেশি সওয়াব–	৩৪৪
নিকটতম প্রতিবেশীর হক বেশি–	৩৪৪
খাদ্য দ্রব্য প্রতিবেশীকে দিয়ে তারপর খেতে হয়–	৩৪৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
গরীবের কষ্টের দান সবচেয়ে উত্তম–	৩৪৪
আত্মীয়তা রক্ষা করাও একটি দান–	৩৪৪
প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করতে হয়–	৩৪৪
জিহাদ করার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকা উত্তম কাজ–	৩৪৪
সওয়ারকারীকে কিছু কিছু দিয়ে বিদায় করবে–	৩৪৪
বিপদে মানুষকে আশ্রয় দেওয়া পুণ্যের কাজ–	৩৪৪
আল্লাহর কাছে জান্নাত ছাড়া আর কিছু চাবে না–	৩৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
প্রিয় জিনিস দান করতে হয়–	৩৪৫
ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান উত্তম কাজ–	৩৪৫

সপ্তদশ অধ্যায়

স্বামীর মাল হতে স্ত্রীর দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্ত্রী ঘর থেকে কিছু দান করলে সওয়াব পাবে–	৩৪৫
স্ত্রী দান করলে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে–	৩৪৫
আমানতদার মুসলমানও দানের সওয়াব পায়–	৩৪৫
মৃত পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানের দান উত্তম–	৩৪৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী দান করতে পারবে না–	৩৪৬
পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্ত্রী দান করতে পারবে–	৩৪৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
যার সম্পদ সে সওয়াব পাবে–	৩৪৬

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টাদশ অধ্যায়
আপন দান ফেরত নেওয়া যায় না
প্রথম পরিচ্ছেদ
দান ফেরত নেওয়া যায়েজ নয়– ৩৪৬
দান করা বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না– ৩৪৬

উনবিংশ অধ্যায়
রোযার মর্মকথা
প্রথম পরিচ্ছেদ
রোযার মাসে বেহেশতের দরজা খোলা থাকে– ৩৪৭
বেহেশতের আটটি দরজা– ৩৪৭
রোযা রাখলে সকল সগীরা গোনাহ মাফ করে যায়– ৩৪৭
নেক আমল দশগুণ বেড়ে যায়– ৩৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
রমযান মাসে শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ রাখা হয়– ৩৪৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রমযান মাস সর্বাপেক্ষা বরকতময়– ৩৪৭
রোযা এবং কোরআন কিয়ামতে সুপারিশ করবে– ৩৪৮
রমযানে এক রাত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম– ৩৪৮
রমযান মাস মোবারক মাস– ৩৪৮
রমযান মাসে কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হত– ৩৪৮
রমযান মাসের জন্য বেহেশত সজ্জিত করা হয়– ৩৪৮
রমযান মাসের শেষ রাতে গোনাহ ক্ষমা হয়– ৩৪৮

বিংশ অধ্যায়
চাঁদ দেখার গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ
চাঁদ না দেখে রমযানের রোযা রাখা যাবে না– ৩৪৯
নতুন চাঁদ দেখে রোযা ভাঙতে হয়– ৩৪৯
পূর্ণ ত্রিশ দিনে একমাস– ৩৪৯
ঈদের মাস হচ্ছে রমযান ও জিলহজ্জ – ৩৪৯
রমযানে একদিন আগে থেকে রোযা রাখা যায়– ৩৪৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শাবান মাস অর্ধেক হলে নফল রোযা রাখা ঠিক নয়– ৩৪৯
শাবান ও রমযান মাসের রোযা একসাথে রাখা যায়– ৩৪৯
সন্দেহের দিনে রোযা রাখা যাবে না– ৩৪৯
বিশ্বাসীরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে– ৩৫০
বিশ্বাসী লোকদের চাঁদ দেখতে হবে– ৩৫০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
চাঁদ না দেখে রোযা শুরু করা যাবে না– ৩৫০
যে রাতে চাঁদ দেখবে সে রাতেই রোযা শুরু করবে– ৩৫০

একবিংশ অধ্যায়
সেহরী ও ইফতারের গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ
রোযা রাখতে হলে সেহরী খেতে হবে– ৩৫০
আহলে কিতাবধারীরা সেহরী না খেয়ে রোযা রাখে– ৩৫০
দ্রুত ইফতার করতে হবে– ৩৫০
ইফতারের সময় হলে ইফতার করবে– ৩৫১
একাধারে রোযা রাখা উচিত নয়– ৩৫১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
রোযার নিয়ত ফজর হওয়ার সাথে সাথে করতে হয়– ৩৫১
আযান দিলেও খানা শেষ করবে– ৩৫১
যারা শীঘ্র ইফতার করে তারা আল্লাহর প্রিয়– ৩৫১
খেজুর দ্বারা ইফতার করা যায়– ৩৫১
তাজা খেজুর দিয়েও ইফতার করা যায়– ৩৫১
রোযাদারকে ইফতার করালে রোযার সওয়াব পাওয়া যায়– ৩৫১
ইফতার করে দোআ করতে হয়– ৩৫১
ইফতারের দোআ পড়ে ইফতার করবে– ৩৫১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
যতদিন লোক দ্রুত ইফতার করবে ততদিন দ্বীন কায়েম থাকবে– ৩৫১
রাসূল (স) দ্রুত ইফতার করতেন– ৩৫২
সেহরী হল মোবারক খানা– ৩৫২
উত্তম সেহরী হল খেজুর দিয়ে– ৩৫২

দ্বাবিংশ অধ্যায়
রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা
প্রথম পরিচ্ছেদ
রোযা থেকে মিথ্যা বললে রোযা হবে না– ৩৫২
রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা যায়– ৩৫২
রোযা রেখেও ফরয গোসল করা যায়– ৩৫২
রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো যায়– ৩৫২
ভুলে পান করলে রোযা পূর্ণ করতে হয়– ৩৫২
রোযার মধ্যে স্ত্রী সহবাস করলে কাফফারা দিতে হয়– ৩৫২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা যায়– ৩৫৩
রোযা থেকে স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করা যায়– ৩৫৩
ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়– ৩৫৩
রাসূল (স) বমি করে রোযা ভাঙ্গলেন– ৩৫৩
রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করা যায়– ৩৫৩
রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা লাগান যায়– ৩৫৩
রোযা অবস্থায় মাথায় পানি ঢালা যায়– ৩৫৩
রোযা থেকে শিঙ্গা লাগান উচিত নয়– ৩৫৩
রোযা ভাঙ্গলে কাযা করতে হবে– ৩৫৩
কিছু কিছু রোযায় কোন সওয়াব হয় না– ৩৫৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিশেষ তিনটি জিনিস রোযা নষ্ট করে না– ৩৫৪
রোযা রেখে শিঙ্গা লাগান যাবে না– ৩৫৪
প্রথম দিকে রোযা রেখে শিঙ্গা লাগানোর নিয়ম ছিল– ৩৫৪
থুথু গিলে ফেললে রোযা ভাঙ্গবে না– ৩৫৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
সফরকারীর রোযা
প্রথম পরিচ্ছেদ
সফরের সময় রোযা ভাঙ্গা যায়– ৩৫৪
জিহাদের ময়দানে রোযা ভাঙ্গা যায়– ৩৫৪
সফরে রোযা রাখা ঠিক নয়– ৩৫৪
রোযাদারদের খেদমত করলেও সওয়াব আছে– ৩৫৪
সফরে রাসূল (স) রোযা ভাঙ্গলেন– ৩৫৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
স্ত্রীলোকের বিশেষ সময় রোযা মাফ– ৩৫৫
বাহন ভাল হলে সফরে রোযা রাখবে– ৩৫৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সফরে রোযা রাখা উচিত নয়– ৩৫৫
সফরে রমযানের রোযাও রাখা উচিত নয়– ৩৫৫
সফরে রোযা না রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে– ৩৫৫

চতুর্বিংশ অধ্যায়
রোযার কাযা
প্রথম পরিচ্ছেদ
রোযা ভাঙ্গলে পুনরায় আদায় করতে হবে– ৩৫৫
স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না– ৩৫৫
হায়েজগ্রস্ত মহিলার রোযার কাযা করতে হবে– ৩৫৬
ওয়ারিশগণ রোযার কাফফারা আদায় করবে– ৩৫৬

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমযানের রোযার কাফফারা মৃত্যুর পরেও করতে হয়– ৩৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যায়– ৩৫৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নফল রোযা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা করা ঠিক নয়– ৩৫৬
কারও পক্ষে রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা রাখা উচিত নয়– ৩৫৬
শাবানের শেষের রোযা রাখতে হবে– ৩৫৬
রমযানের পর মহররমের রোযাই শ্রেষ্ঠ– ৩৫৬
আশুরার রোযা রাখার ব্যাপারে তাগিদ আছে– ৩৫৭
আশুরার রোযা রাখায় সওয়াব আছে– ৩৫৭
রাসূল (স) রমযানে রোযা ভেঙ্গেছেন– ৩৫৭
জিলহজ্জের প্রথম দিকে রোযা রাখা উচিত নয়– ৩৫৭
প্রত্যেক মাসের তিনদিন রোযা রাখা যায়– ৩৫৭
সোমবারে রোযা রাখা যায়– ৩৫৭
মাসের যে কোন তিন দিন রোযা রাখা যায়– ৩৫৭
রমযানের পরে সওয়ালের ছয়টি রোযা রাখতে হয়– ৩৫৭
দু' ঈদে রোযা রাখা হারাম– ৩৫৮
বছরে দু'দিন কোন রোযা নেই– ৩৫৮
আইয়ামে তাশরিকে রোযা রাখা নিষেধ– ৩৫৮
জুমআবারের পূর্বে অথবা পরে রোযা রাখতে হয়– ৩৫৮
রোযার জন্য জুমআর দিনকে নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়– ৩৫৮
আল্লাহর রাস্তায় একটি রোযা রাখলে দোযখ মাফ– ৩৫৮
পরিমাণমত রোযা রাখতে হয়– ৩৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন– ৩৫৮
সোমবার, বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর কাছে পাঠান হয়– ৩৫৮
মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখলে সওয়াব বেশি– ৩৫৮
রাসূল (স) জুমার দিনে রোযা রাখতেন– ৩৫৮
রাসূল (স) একেক মাসে একেক তারিখে রোযা রাখতেন– ৩৫৯
সোমবারে রোযা রাখা বরকতের– ৩৫৯
প্রত্যেকের উপর পরিবারের হক আছে– ৩৫৯
আরাফার ময়দানে রোযা রাখা উচিত নয়– ৩৫৯
শনিবার রোযা রাখা ঠিক নয়– ৩৫৯
একদিন রোযা রাখলে তার জন্য দোযখ হারাম– ৩৫৯
শীতকালের রোযায় পরিশ্রম হয় না– ৩৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানগণই হযরত মূসার বেশি হকদার– ৩৫৯
শনিবার রবিবার মুশরিকদের পর্বদিন– ৩৫৯
আশুরার রোযা ফরয রোযার মত নয়– ৩৫৯
আশুরার রোযা অধিক বরকতের– ৩৬০
আইয়্যাম বীযের রোযা– ৩৬০
রোযা হচ্ছে শরীরের যাকাত– ৩৬০
সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সওয়াবের– ৩৬০
একদিন রোযা রাখলে আল্লাহ দোযখ মাফ করবেন– ৩৬০

ষড়বিংশ অধ্যায়

নফল রোযার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সেহরী না খেয়ে রোযা রাখতেন– ৩৬০
রাসূল (স) উম্মে সুলাইমের জন্য দোয়া করতেন– ৩৬০
নফল রোযা ভাঙ্গা যায়– ৩৬০

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নফল রোযা ভাঙলে ক্ষতি হবে না– ৩৬১
নফল রোযা প্রয়োজনে ভাঙা যায়– ৩৬১
রোযাদারের সামনে খানা খাওয়া উচিত নয়– ৩৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোযাদারের হাড় আল্লাহর তাসবীহ করে– ৩৬১

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শবে কদর

প্রথম পরিচ্ছেদ

শবে কৃদর রমযানের শেষে– ৩৬১
শবে কৃদর রমযানের শেষ দিকে– ৩৬১
রমযানের শেষ দশ দশকে শবে কৃদর– ৩৬২
রমযানের শেষ দিকে এতেকাফ করতে হয়– ৩৬২
রমযানের ২৭ তারিখেই শবে কৃদর– ৩৬২
রাসূল (স) রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন– ৩৬২
রমযানের শেষ দশকে রাসূল (স) রাত জেগে ইবাদত করতেন– ৩৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শবে কদরে আল্লাহর কাছে দোআ করতে হয়– ৩৬২
রমযানের নয় রাত বাকি থাকতে শবে কৃদর তালাশ করবে– ৩৬২
এক হাদীসে বর্ণিত আছে শবে কৃদর পূর্ণ রমযান মাসে আছে– ৩৬২
রমযানের শেষের দিকে শবে কদরের খোঁজ করতে হবে– ৩৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শবে কৃদরের নির্দিষ্ট তারিখ ভুলানো হয়েছে– ৩৬৩
হযরত জিব্রাইল (আ) শবে কৃদর রাতে দুনিয়াতে আসেন– ৩৬৩

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

এতেকাফের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল (স) এতেকাফ করেছেন– ৩৬৩
জিব্রাঈল (আ) রমযানের প্রতিটি রাতে রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন– ৩৬৩
রাসূল (স)-কে কুরআন পড়ে শোনান হত– ৩৬৩
এতেকাফের সময় মসজিদের বাইরে যাওয়া নিষেধ– ৩৬৪
এতেকাফের মানত পূর্ণ কর– ৩৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বিশদিন এতেকাফ করেন– ৩৬৪
এতেকাফের আগে ফজরের নামায আদায় করতে হয়– ৩৬৪
এতেকাফ অবস্থায় রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করা যায়– ৩৬৪
জামে মসজিদ ছাড়া এতেকাফ হবে না– ৩৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এতেকাফের সময় মসজিদে বিছানা পাতা যায়– ৩৬৪
এতেকাফকারী গোনাহ্ থেকে বাঁচা যায়– ৩৬৪

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের মহিমা পর্ব : কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের মহিমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন শিক্ষা কারী মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ– ৩৬৫
কুরআনের নির্দিষ্ট দুটি আয়াতের মধ্যে অনেক ফযিলত আছে– ৩৬৫
কুরআনে এমন তিনটি আয়াত আছে যা তিনটি উটের চেয়ে মূল্যবান– ৩৬৫
ফেরেশতা কুরআন পাঠকারীর সাথে থাকবে– ৩৬৫
দু'ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়– ৩৬৫
যে কুরআন পড়ে না সে প্রকৃত মু'মিন– ৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন দিয়ে কোন কোন জাতি উন্নত–	৩৬৬
সূরা বাকারার আছরে ঘোড়া লাফাতে লাগল–	৩৬৬
কুরআন তেলাওয়াত করার কারণে রহমত নাযিল হয়–	৩৬৬
সূরা ফাতিহা হল শ্রেষ্ঠতর সূরা–	৩৬৬
সূরা বাকারা শুনে শয়তান পালায়–	৩৬৬
কুরআন কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে–	৩৬৬
কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা ও আলে ইমরান ছায়া দান করবে–	৩৬৭
শ্রেষ্ঠতর আয়াত কোনটি–	৩৬৭
আবু হুরায়রা (রা) এক রাতে শয়তানের সাথে কথা বলেছেন–	৩৬৭
সূরা বাকারা এবং সূরা ফাতিহা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি–	৩৬৭
সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত দাজ্জাল থেকে রক্ষা করবে–	৩৬৮
সূরা এখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ–	৩৬৮
সূরা এখলাস ভালোবাসলে আল্লাহ ভালবাসেন–	৩৬৮
সূরা এখলাস ভালোবাসলে বেহেশত পাওয়া যাবে–	৩৬৮
সূরা নাস ও ফালাক অবতীর্ণ হল–	৩৬৮
রাতে শোয়ার সময় সূরা নাস, ফালাক, এখলাস পাঠ করতে হয়–	৩৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন জিনিস আল্লাহর আরশের নিচে থাকে	৩৬৮
কুরআন পাঠকারী সবচেয়ে উন্নত–	৩৬৮
যে কুরআন জানে না সে শূন্য ঘরের তুল্য–	৩৬৮
আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব সবচেয়ে বেশি–	৩৬৯
কুরআনের প্রতি আয়াতে দশটি নেকী–	৩৬৯
কুরআনের বাহিরে হেদায়েত তালাশ করবে না–	৩৬৯
কুরআন পাঠের ফলে কিয়ামতের দিন চেহারা উজ্জ্বল হবে–	৩৬৯
কুরআন আগুনে পোড়ে না–	৩৬৯
কুরআনের নিয়ম পালন করলে বেহেশতে গমন করবে–	৩৬৯
সূরা ফাতেহা সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা–	৩৬৯
কুরআন মেশকে পূর্ণ থলির ন্যায়–	৩৭০
আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে হেফাজতে থাকা যায়–	৩৭০
সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত ফজিলতপূর্ণ–	৩৭০
যে আয়াত দিয়ে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়–	৩৭০
সূরা ইয়াসীন কুরআনের অন্তর–	৩৭০
আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরা ইয়াসীন পড়লেন–	৩৭০
সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করলে ফেরেশতারা দোয়া করে–	৩৭০
জুমআর রাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করলে ক্ষমা পাবে–	৩৭০
সূরা নাস ও ফালাকের মধ্যে উত্তম একটি আয়াত আছে–	৩৭০
সূরা মুলক খুব ফযিলতপূর্ণ–	৩৭০
কবরের ভিতর সূরা মুলক পড়ার শব্দ পাওয়া যায়–	৩৭১
সূরা মুলক পাঠ করা খুবই ফযিলতের কাজ–	৩৭১
সূরা যুলযিলাত কুরআনের অর্ধেক–	৩৭১
সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত খুব ফযিলতপূর্ণ–	৩৭১
সূরা এখলাস দু'শবার পাঠ করলে পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মাফ–	৩৭১
ডান দিকে শয়ন করতে হয়–	৩৭১
সূরা এখলাস পাঠ করলে বেহেশত অবধারিত–	৩৭১
সূরা কাফিরূন পাঠ করলে শিরক থেকে বাঁচা যায়–	৩৭১
সূরা নাস ও ফালাক পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হয়–	৩৭১
সূরা নাস, ফালাক ও এখলাস প্রত্যেকের জন্য উপকারী–	৩৭২
সূরা ফালাক পড়ার নির্দেশ দিলেন রাসূল (স)–	৩৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে–	৩৭২
দান করা রোযা রাখা অপেক্ষা উত্তম–	৩৭২
কুরআন মাসহাফে পড়া উত্তম–	৩৭২
বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ করলে অন্তর পরিষ্কার হয়–	৩৭২
সূরা এখলাস সবচেয়ে মর্যাদাবান–	৩৭২
সূরা ফাতেহা সকল রোগের ঔষধ–	৩৭২
সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক পড়া ভালো–	৩৭২
জুমআর দিন সূরা আলে ইমরান পড়লে নিরাপদ থাকবে–	৩৭২
সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়–	৩৭৩
রাসূল (স) জুমুআর রাতে সূরা হুদ পড়তে বলেছেন –	৩৭৩
সূরা কাহফ পাঠ করাও খুব ফযিলত–	৩৭৩
সূরা সাজদা পাঠ করলে মুক্তি পাওয়া যায়–	৩৭৩
সূরা ইয়াসিন পাঠ করলে সমস্ত আশা পূর্ণ হয়–	৩৭৩
সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে পূর্ববর্তী গোনাহ ক্ষমা হয়–	৩৭৩
সূরা বাকারা কুরআনের শীর্ষস্থান–	৩৭৩
সূরা আর রাহমান কুরআনের শোভা–	৩৭৩
সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করলে অনেক সওয়াব আছে–	৩৭৩
রাসূল (স) সূরা আ'লা ভালোবাসতেন–	৩৭৪
সূরা যুলযিলাত খুবই তাৎপর্য পূর্ণ–	৩৭৪
সূরা তাকাছুর হাজার আয়াত পাঠ করার সমান–	৩৭৪
সূরা এখলাস পাঠের বিনিময়ে বেহেশতে একটি বাগান হবে–	৩৭৪
প্রতি রাতে একশ আয়াত কুরআন পাঠ করা উচিত	৩৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখা
প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন নিয়মিত পাঠ করা উচিত–	৩৭৪
কুরআন মানুষের অন্তর থেকে পালিয়ে যায়–	৩৭৪
কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে–	৩৭৫
মনের সন্তুষ্টি পরিমাণ সময় কুরআন পড়বে–	৩৭৫
রাসূল (স)-এর কুরআন পড়া হল টানা পদ্ধতি–	৩৭৫
আল্লাহ পাক নবীর কুরআন পড়া শুনেন–	৩৭৫
আল্লাহ উচ্চঃস্বর পছন্দ করেন না–	৩৭৫
কুরআন স্বর করে পড়তে হবে–	৩৭৫
রাসূল (স) অন্যের মুখে কুরআন শুনতে ভালোবাসতেন–	৩৭৫
আল্লাহ পাক উবাই ইবনে কা'বের নাম ধরে উল্লেখ করেছেন–	৩৭৫
শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করবে না–	৩৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গরীবরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে যাবে–	৩৭৫
সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে হয়–	৩৭৬
কুরআন শিক্ষা করে ভুলে যাওয়া উচিত নয়–	৩৭৬
তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা জায়েয নেই–	৩৭৬
কুরআন প্রকাশ্যে পাঠ করা যায়–	৩৭৬
কুরআনের আদেশ নিষেধ মানতে হবে–	৩৭৬
উম্মে সালামা (রা) রাসূল (স)-এর কুরআন পাঠ শিখেছেন–	৩৭৬
কুরআন বাক্যে বিরতি দিয়ে পড়তে হয়–	৩৭৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের বিনিময় দুনিয়াতে চাওয়া উচিত নয়–	৩৭৬
কুরআনের সুর একদিন পরিবর্তন হবে–	৩৭৭
কোরআন পাঠ করবে সুমধুর স্বরে–	৩৭৭
কুরআন পাঠের সময় অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে–	৩৭৭
কুরআন সম্পর্কে গবেষণা বা ইজতেহাদ করার নির্দেশ আছে–	৩৭৭

তৃতীয় অধ্যায়
কুরআন পাঠ ও কুরআন সংকলন
প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন সাতটি মূল নীতিতে অবতীর্ণ–	৩৭৭
পদ্ধতি পরিবর্তন করে কুরআন পড়া যায়–	৩৭৭
কুরআন সাত রীতিতে পড়া আল্লাহর আদেশ–	৩৭৮
কুরআন সাত নিয়মে পড়াই হল বিশুদ্ধ আদেশ–	৩৭৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর অনুরোধে কুরআন সাত নিয়মে নাযিল হয়েছে–	৩৭৮
কুরআন পড়ে আল্লাহর দরবারে সওয়াল করতে হয়–	৩৭৮

বিষয় — পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন পড়ে মানুষের কাছে সওয়াল করা উচিত নয়– ৩৭৮
বিসমিল্লাহ সূরাসমূহকে পার্থক্য করে দিয়েছে– ৩৭৯
নেশা জাতীয় কিছু খেয়ে কুরআন পড়া নিষেধ– ৩৭৯
কুরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন– ৩৭৯
ওসমান (রা)-এর সময়কালে লিপিবদ্ধ করে হরকত লাগানো হল–৩৭৯
কুরআন আয়াত আকারে অবতীর্ণ হত– ৩৮০

চতুর্থ অধ্যায়
দোয়ার মহাত্ম ও নিয়ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক নবীকে একটি দোয়ার অধিকার দিয়েছেন– ৩৮০
রাসূল (স)-এর দোয়া করার পদ্ধতি– ৩৮০
কীভাবে দোয়া করতে হবে– ৩৮০
কোন জিনিস দান করতে আল্লাহর অসুবিধা হয় না– ৩৮০
দোয়া করে তাড়াতাড়ি করবে না– ৩৮১
মুসলমানদের জন্য দোয়া করলে কবুল হয়– ৩৮১
কারো প্রতি বদদোয়া করা জায়েয নেই– ৩৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবাদতের মূল হল দোয়া করা– ৩৮১
দোয়া ইবাদতের মজগ স্বরূপ– ৩৮১
আল্লাহর কাছে দোয়াই সবচেয়ে উত্তম– ৩৮১
তাকদীর ফিরানো যায় না– ৩৮১
দোয়া করলে বিপদ মুক্ত হওয়া যায়– ৩৮১
আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তা কবুল হয়– ৩৮১
আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন– ৩৮১
আল্লাহর কাছে সবকিছু চাইতে হয়– ৩৮১
দোয়ার দরজা খোলা থাকলে রহমতের দরজা খোলা হয়– ৩৮২
সুখে থাকা অবস্থায় দোয়া করতে হয়– ৩৮২
কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করতে হয়– ৩৮২
হাতের ভিতর পিঠ দিয়ে দোয়া করতে হয়– ৩৮২
আল্লাহ খুব লজ্জাশীল– ৩৮২
দোয়া করে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতে হয়– ৩৮২
অর্থবোধক দোয়া করা উচিত– ৩৮২
উপস্থিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়– ৩৮২
অন্যের জন্য দোয়া করার বিধান আছে– ৩৮২
ন্যায় বিচারক শাসকের দোয়া কবুল হয়– ৩৮২
পিতা-মাতার দোয়া কবুল হয়– ৩৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হয়– ৩৮৩
রাসূল (স) হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন– ৩৮৩
হাত উপরে উঠিয়ে দোয়া করতে হয়– ৩৮৩
দোয়া করা হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতে হয়– ৩৮৩
দোয়ার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হয়– ৩৮৩
দোয়ায় হাত বুক পর্যন্ত উঠাতে হয়– ৩৮৩
প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতে হয়– ৩৮৩
যে দোয়ার মধ্যে গোনাহ নেই তা কবুল হয়– ৩৮৩
পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়– ৩৮৩

পঞ্চম অধ্যায়
আল্লাহর নৈকট্য লাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যিকিরকারীকে আল্লাহর রহমত ঢেকে রাখে– ৩৮৪
আল্লাহর যিকিরকারী মুফাররিদ– ৩৮৪
নিজ প্রভুর স্মরণকারী জীবিত– ৩৮৪
আল্লাহ স্মরণকারীর সাথে থাকেন– ৩৮৪
একটি ভাল কাজের পুরস্কার দশগুণ রয়েছে– ৩৮৪
আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে ভালবাসতে হবে– ৩৮৪
আল্লাহর স্মরণকারীকে ফেরেশতাগণ খোঁজ করেন– ৩৮৪
যিকিরকারীর সঙ্গে ফেরেশতাগণ করমর্দন করেন– ৩৮৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর যিকির করা সবচেয়ে ভাল ইবাদত– ৩৮৬
সে ভাল যার আয়ু দীর্ঘ এবং নেক আমল করেছে– ৩৮৬
যিকিরের মজলিশ হল বেহেশতের বাগান– ৩৮৬
শোয়া অবস্থায়ও আল্লাহর যিকির করতে হয়– ৩৮৬
প্রত্যেক মজলিশেই আল্লাহর যিকির করতে হয়– ৩৮৬
আল্লাহর নবী (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠাতে হয়– ৩৮৬
আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার জন্য ক্ষতিকর– ৩৮৬
আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা বলা উচিত নয়– ৩৮৬
আল্লাহর যিকিরকারীর অন্তর শ্রেষ্ঠ সম্পদ– ৩৮৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যিকিরকারীকে নিয়ে আল্লাহ গর্ব করেন– ৩৮৭
সব সময় জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর যিকির করবে– ৩৮৭
কিয়ামতে আল্লাহর যিকিরকারী মর্যাদাবান হবে– ৩৮৭
আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হলে শয়তান ধোঁকা দেয়– ৩৮৭
গাফেলদের যিকির খুব উপকারী– ৩৮৭
যিকিরে আল্লাহ আযাব থেকে রক্ষা করবে– ৩৮৭
যিকির করলে আল্লাহর কাছেই থাকেন– ৩৮৭
আল্লাহর যিকির করলে অন্তর পরিষ্কার থাকে– ৩৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
আল্লাহকে স্মরণ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিরানব্বইটি নামে আল্লাহর ফযিলত আছে– ৩৮৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নিরানব্বটি নাম মনে রাখাতে ফযিলত আছে– ৩৮৮
আল্লাহর উত্তম নাম ধরে ডাকতে হয়– ৩৮৯
আল্লাহকে ইসমে আযমের সাথে ডাকতে হয়– ৩৮৯
ইসমে আযমের পরিচয়– ৩৮৯
হযরত ইউনুস (আ)- এর দোয়া– ৩৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে নামে আল্লাহকে ডাকা হয় সাড়া দেন– ৩৯০

সপ্তম অধ্যায়
চার তাছবীহর সওয়াব

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি– ৩৯০
সমস্ত দুনিয়া থেকে প্রিয় দোয়া– ৩৯০
নিয়মিত যিকির করতে হয়– ৩৯০
সকাল-সন্ধ্যার যিকির– ৩৯০
সবচেয়ে ওজনদার বাক্য– ৩৯০
এক হাজার নেকী লাভের উপায়– ৩৯১
ফেরেশতাদের পছন্দনীয় বাক্য সবচেয়ে ভাল– ৩৯১
রাসূল (স) সবচেয়ে ওজনদার বাক্য বলতেন– ৩৯১
সব সময় দোয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে– ৩৯১
আল্লাহ সবচেয়ে কাছে অবস্থান করেন– ৩৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর প্রশংসাকারীর জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়– ৩৯১
ফেরেশতারা ঘোষণা করে যে আল্লাহর প্রশংসা কর– ৩৯২
শ্রেষ্ঠ দোয়া আলহামদুলিল্লাহ– ৩৯২
প্রশংসা করা সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ– ৩৯২

বিষয় পৃষ্ঠা
সুখে-দুঃখে প্রশংসাকারীরা প্রথমে বেহেশতেয যাবে– ৩৯২
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লা ভারী হবে– ৩৯২
আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই– ৩৯২
সুবহানাল্লাহর যিকির সবচেয়ে উত্তম– ৩৯২
সকাল-বিকাল একশতবার সোবহানাল্লাহ বলা একশত হজ্জের সমতুল্য– ৩৯২
সুবহানাল্লাহ যিকির পাল্লার অর্ধেক– ৩৯৩
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়লে তার জন্যে বেহেশত ওয়াজিব– ৩৯৩
বেহেশত হল সুগন্ধ মাটি ও সুপেয় পানিতে পূর্ণ– ৩৯৩
গাফেল হলে আল্লাহর রহমত হতে বিস্মৃত হবে– ৩৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়– ৩৯৩
গাছের ঝরা পাতার মত গোনাহ ঝরে যায়– ৩৯৩
দারিদ্র্য দূর হওয়ার দোয়া– ৩৯৩
নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ– ৩৯৪
আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা– ৩৯৪
ইবাদত পূর্ণ করতে হলে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে ৩৯৪

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষমা চাওয়া বা তওবা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক তওবা করতেন– ৩৯৪
প্রতিদিন একশতবার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়া– ৩৯৪
রাসূল (স) নিজের জন্য হারাম করেছিলেন জুলুমকে– ৩৯৪
ইলম বিস্তারের জন্য গমন করে মৃত্যু হলে আল্লাহ পছন্দ করেন– ৩৯৫
গোনাহ করে ক্ষমা চাইতে হয়– ৩৯৫
তওবার জন্য আল্লাহপাক হাত প্রসারিত করেন– ৩৯৫
ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন– ৩৯৫
ফজরের পর তওবা করতে হয়– ৩৯৫
তওবা করলে আল্লাহ খুশি হন– ৩৯৫
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন– ৩৯৫
অমুককে ক্ষমা করবে না এ কথা বলা উচিত নয়– ৩৯৫
বড় ইস্তেগফার হল এরূপ বলা হে আল্লাহ তুমি ছাড়া প্রভু নেই– ৩৯৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষমার আশা করলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করেন– ৩৯৬
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন– ৩৯৬
ক্ষমা প্রার্থনা করলে চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা যায়– ৩৯৬
রাসূল (স) প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করবে– ৩৯৬
প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী– ৩৯৬
মু'মিন গোনাহ করলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে– ৩৯৬
আল্লাহ পাক বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন– ৩৯৬
শয়তান মানুষদের ওয়াসওয়াসা দিতে থাকবে– ৩৯৬
তওবার জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খোলা আছে– ৩৯৭
হিযরতের ধারা বন্ধ হবে না যতক্ষণ তওবার দরজা বন্ধ হয়– ৩৯৭
গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হল– ৩৯৭
আল্লাহর কাছ থেকে নিরাশ হবে না– ৩৯৭
রাসূল (স) বড় গোনাহ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা– ৩৯৭
আল্লাহর কাছে পথের সন্ধান চাইতে হয়– ৩৯৭
আল্লাহ ভয়ের ও ক্ষমার অধিকারী– ৩৯৮
রাসূল (স) একশতবার এস্তেগফার পড়তেন– ৩৯৮
জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করেও তওবার গুণে ক্ষমা পাবে– ৩৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের নেক দোয়া মর্যাদা উচ্চ করে– ৩৯৮
মৃত ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থী পানিতে পড়ার মত– ৩৯৮
যে ইস্তেগফার বেশি করবে সে আনন্দ পাবে– ৩৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা
ভালো হল তারা যারা ভাল কাজ করে খুশি হয়– ৩৯৮
মু'মিন গোনাহকে ভয় পায়– ৩৯৯
গোনাহ করে তওবা করলে আল্লাহ খুশি হন– ৩৯৯
আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে নিরাশ হতে নেই– ৩৯৯
মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে ক্ষমা পাবে না– ৩৯৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন– ৩৯৯
তওবা করলে সম্পূর্ণ পাপ মুক্ত হয়ে যায়– ৩৯৯

নবম অধ্যায়

আল্লাহর রহমত ও দয়ার অসীমতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর দয়া তাঁর ক্রোধের চেয়ে অনেক বেশি– ৩৯৯
আল্লাহপাকের একশত রহমত আছে– ৪০০
আল্লাহ পাকের দয়া সম্পর্কে অবগত থাকলে নিরাশ হবে না– ৪০০
বেহেশত দোযখ আমল অনুযায়ী কাছে ও দূরে– ৪০০
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল ক্ষমতার অধিকারী– ৪০০
আল্লাহর দয়ার কোন সীমারেখা নেই– ৪০০
কারও আমল মুক্তি দিতে পারে না– ৪০০
আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না– ৪০০
খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে মুক্তি পাবে– ৪০১
আল্লাহর পাক পাপ-পুণ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন– ৪০১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৎ কাজের গুণের বর্ণনা– ৪০১
আল্লাহর প্রতি ভয় থাকলে দু'টি জান্নাত– ৪০১
সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার পরিচয়– ৪০১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর অবাধ্য কাফের ব্যতীত শাস্তি দিবেন না– ৪০১
আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে চাইলে ক্ষমা অবশ্যম্ভাবী– ৪০২
মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ই আছে– ৪০২

দশম অধ্যায়

সকাল, সন্ধ্যা ও শয়নকালের দোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) দোযখের আযাব থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা– ৪০২
গালের নিচে হাত দিয়ে ঘুমাতে হয়– ৪০২
শোয়ার পূর্বে বিছানা ঝেড়ে নিতে হয়– ৪০২
ডান পার্শ্বে শয়ন করা উচিত– ৪০২
শোয়ার পূর্বে আল্লাহর শোকর করতে হয়– ৪০৩
যা আশা করা যায় আল্লাহর তার চেয়ে বেশি দেন– ৪০৩
রাসূল (স) চাকর অপেক্ষা উত্তম বস্তু দিলেন– ৪০৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের মরা-বাঁচা– ৪০৩
রাসূল (স) দোয়া করার নিয়ম শিখিয়ে দিলেন– ৪০৩
সকাল-সন্ধ্যায় বিপদে না পড়ার দোয়া– ৪০৩
আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান– ৪০৪
রাসূল (স) কন্যাদের শিক্ষা দিতেন– ৪০৪
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়– ৪০৪
রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখা যায়– ৪০৪
মাগরিবের নামাযের পর সাতবার পড়বে আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার– ৪০৪
আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাইতে হয়– ৪০৪
আল্লাহই একমাত্র গোনাহ ক্ষমাকারী– ৪০৫
আল্লাহ পাক বান্দাদের কিয়ামতে খুশি করবে কি আমল করলে– ৪০৫
শোয়ার পরে দোয়ার পড়তে হয়– ৪০৫
রাসূল (স) ডান গালে হাত রেখে শয়ন করতেন– ৪০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহর স্মরণে গোনাহর ভার দূর করেন–	৪০৫
বিছানায় শোয়ার দোয়া–	৪০৫
দোয়া পড়লে ফেরেশতাগণ পাহারা দেয়–	৪০৫
দু'টি বিষয়ের লক্ষ্য রাখলে সে বেহেশতে যাবে–	৪০৫
আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করতে হয়–	৪০৬
পরমুখাপেক্ষীতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাবে–	৪০৬
রাতে শয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে–	৪০৬
প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর শোকর করতে হয়–	৪০৬
সমস্ত মন্দ প্রশান্ত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে–	৪০৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়–	৪০৭
সুস্থ-সবল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে–	৪০৭
সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য–	৪০৭
ঘুম থেকে উঠেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে–	৪০৭
একাদশ অধ্যায়	
বিভিন্ন সময়ের প্রার্থনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সহবাসের সময় দোয়া পড়তে হয়–	৪০৭
আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই–	৪০৭
রাগ কমানোর প্রার্থনা–	৪০৭
মুরগী ফেরেশতা দেখতে পায়–	৪০৮
পশুর পিঠে আরোহণের দোয়া করতে হয়–	৪০৮
সব জিনিসের খারাপ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে–	৪০৮
আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ সাহায্য করেন–	৪০৮
বিষাক্ত প্রাণী কামড় দিলে নির্দিষ্ট দোয়া আছে–	৪০৮
আল্লাহর মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল–	৪০৮
আল্লাহ বিরোধীকে পরাজিত করেন–	৪০৮
কাফের শক্তিকে পরাজিত করার জন্য দোয়া–	৪০৮
রাসূল (স) বরকতের জন্য দোয়া করতেন–	৪০৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
নতুন চাঁদ দেখে দোয়া করতে হয়–	৪০৯
অন্যের বিপদ দেখলে ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়–	৪০৯
আল্লাহ পাক দশ লক্ষ মর্যাদা পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন–	৪০৯
বেহেশত আল্লাহর পূর্ণ নিয়ামত–	৪০৯
খারাপ কিছু করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মুক্ত হওয়া যায়–	৪০৯
সমস্ত সৃষ্টি জীব আল্লাহর অধীনে–	৪০৯
রাসূল (স) ছিলেন খুবই আন্তরিক–	৪১০
আল্লাহর প্রতি ভরসা করে বিদায় জানাতে হয়–	৪১০
রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দোয়া করলেন–	৪১০
উঁচু জায়গায় তাকবীর পড়তে হয়–	৪১০
সিংহ, বাঘ, সাপ ও বিচ্ছু থেকে আত্মরক্ষার দোয়া করতে হয়–	৪১০
সমস্ত কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে–	৪১০
রাসূল (স) ভয় পেলে যা বলতেন–	৪১০
ঘর থেকে বের হবার পর যা বলতে হয়–	৪১০
আল্লাহর নাম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলে শয়তান ক্ষতি করে না–	৪১১
আল্লাহর কাছে আগমন ও নির্গমনের জন্য দোয়া করতে হয়–	৪১১
রাসূল (স) বিবাহিত ছেলেকে দোয়া করতেন–	৪১১
খাদেম বা চাকর-চাকরানী রাখার পর দোয়া করতে হয়–	৪১১
বিদপগ্রস্তদের দোয়া কামনা করার হয় নিয়ম–	৪১১
অভাব দূরার হওয়ার জন্য দোয়া–	৪১১
ঋণ পরিশোধের দোয়া–	৪১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে মজলিশে বসতে হয়–	৪১১
নতুন চাঁদ দেখে কল্যাণ ও হেদায়েতের দোয়া করা–	৪১২
চিন্তা বৃদ্ধি পেলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়–	৪১২
উপরে উঠলে ধ্বনি দিতে হয়–	৪১২
আল্লাহর দয়া কামনা করতে হয়–	৪১২
দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য দোয়া–	৪১২
বাজারে প্রবেশ করে বিসমিল্লাহ বলতে হয়–	৪১২
দ্বাদশ অধ্যায়	
আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
নিয়তির মন্দতা থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে–	৪১২
কৃপণতা, ঋণ, অক্ষমতা থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে–	৪১৩
বার্ধক্য ও ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা–	৪১৩
মন আল্লাহর জন্য না গললে তার জন্যে দোয়া করতে হয়–	৪১৩
রাসূল (স)-এর আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়–	৪১৩
সর্বকাজে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করতে হয়–	৪১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
চারটি বিষয় থেকে মানুষ আশ্রয় চাপে–	৪১৩
রাসূল (স) পাঁচটি বিষয় থেকে পানাহ চাইতেন–	৪১৩
অত্যাচার করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে–	৪১৩
চরিত্র ভাল হওয়ার জন্য দোয়া করবে–	৪১৩
ক্ষুধা থেকে আল্লাহর পানাহ্ চাবে–	৪১৩
শ্বেত, কুষ্ঠরোগ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া–	৪১৪
শ্বেত, কুষ্ঠরোগ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া–	৪১৪
কানা ও চোখের অন্ধত্ব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে–	৪১৪
যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া–	৪১৪
লালসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে–	৪১৪
চন্দ্রের মধ্যেও অপকারিতা রয়েছে–	৪১৪
আমার অন্তরকে সৎ পথের সন্ধান দাও এ দোয়া করবে–	৪১৪
ঘুমের মধ্যে ভয় থেকে আল্লাহর সাহায্য চাবে–	৪১৪
আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত কামনা করলে জান্নাতী হবে–	৪১৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সৃষ্টির সকল অপকারিতা থেকে মুক্তি চাবে–	৪১৫
কুফরী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর প্রার্থনা করবে–	৪১৫
ঋণ থেকে মুক্তির লাভের আল্লাহর প্রার্থনা করবে–	৪১৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
অধিক দোয়া	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মানুষ সীমালজ্ঞন করবে–	৪১৫
পাপ মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে হবে–	৪১৫
হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা–	৪১৫
সরল সোজা পথের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে–	৪১৫
মুসলমান হলে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতে হবে–	৪১৬
রাসূল (স) বেশি দোয়া করতেন দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির জন্য–	৪১৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দোয়া করতেন–	৪১৬
ঈমান গ্রহণ করলেই শান্তি–	৪১৬
ইহ-পরকালে শান্তির দোয়া সবচেয়ে উত্তম–	৪১৬
আল্লাহ যা ভালবাসেন তা করা উচিত–	৪১৬
বেহেশতে পৌছতে যে আমলের প্রয়োজন তার দোয়া করতে হয়–	৪১৬
জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে হয়–	৪১৭
মৌমাছির গুনগুন শব্দের মত ওহী নাযিল হত–	৪১৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ধৈর্য্য অবলম্বনের দোয়া করতে হয়–	৪১৭
নবী দাউদের দোয়া ছিল উত্তম দোয়া–	৪১৭
যত দিন জীবিত থাকা মঙ্গলকর তত দিন জীবিত	

বিষয়	পৃষ্ঠা
থাকার প্রার্থনা করা উচিত–	৪১৭
হালাল রিযিকের দোয়া করতে হয়–	৪১৮
সম্মানের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়া করতে হয়–	৪১৮
আমানতদারী ও উত্তম চরিত্রের জন্য দোয়া করবে–	৪১৮
যবানকে মিথ্যা থেকে বাঁচানোর দোয়া করবে–	৪১৮
আখেরাতের শাস্তি দুনিয়াতে পাওয়ার আশা করা উচিত নয়–	৪১৮
ক্ষমতার বাইরে কোন কিছু চাওয়া উচিত নয়–	৪১৮
ভাল সন্তান কামনা করতে হয়–	৪১৮
চতুর্দশ অধ্যায়	
হজ্জের ফযিলত, মিকাত ও ফরযিয়াত	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সকল সম্পদশালী লোকের উপর হজ্জ ফরয–	৪১৯
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করা শ্রেষ্ঠ আমল–	৪১৯
সঠিকভাবে হজ্জ পালন করলে তার কোন গোনাহ থাকে না–	৪১৯
হজ্জ কবুলের বিনিময়ে বেহেশত–	৪১৯
রমযানের ওমরা হজ্জের সমান–	৪১৯
পিতা-মাতা তার শিশু সন্তানের হজ্জের সওয়াব পাবে–	৪১৯
পিতার পক্ষ থেকে পুত্র হজ্জ করতে পারে–	৪১৯
নিজের ভগ্নির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায়–	৪১৯
স্ত্রী লোক একা হজ্জ করতে পারবে না–	৪২০
মহিলাদের জিহাদ হল হজ্জ–	৪২০
কোন মাহরাম ব্যতীত স্ত্রী লোক একা ভ্রমণ করবে না–	৪২০
যুলহুলায়ফাকে মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছে–	৪২০
ইয়ামানবাসীদের মীকাত হল ইয়ালামলাম–	৪২০
রাসূল (স) চারটি ওমরা করেছেন–	৪২০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
হজ্জ জীবনে একবার ফরয করা হয়েছে–	৪২০
হজ্জ করার উপযুক্ত হলেই হজ্জ করতে হয়–	৪২০
হজ্জ না করে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় না–	৪২০
হজ্জের নিয়ত করলে হজ্জ করতে হবে–	৪২১
হজ্জ ও ওমরা দারিদ্র্যতা ও গোনাহ দূর করে–	৪২১
পাথেয় সংগ্রহ হলে হজ্জ ফরয হয়–	৪২১
উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে হয়–	৪২১
পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরা করার নির্দেশ–	৪২১
প্রথমে নিজের হজ্জ করবে তারপর অন্যের হজ্জ–	৪২১
পূর্বের দেশবাসীর জন্য মীকাত হল আকীক–	৪২১
ইরাকীদের মীকাত যাতু'ইরক–	৪২১
বায়তুল হারামে হজ্জ করলে সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়–	৪২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হজ্জে গমন করে ভিক্ষা করা জায়েয নেই–	৪২১
হজ্জ ও ওমরা মহিলাদের জিহাদ–	৪২২
হজ্জের গোনাহ ক্ষমা নেই–	৪২২
হজ্জ ও উমরাকারী আল্লাহর মেহমান–	৪২২
আল্লাহর যাত্রী তিন ব্যক্তি, হাজী, গাজী ও উমরাহকারী–	৪২২
হাজীদের সাথে সাক্ষাৎ করা সওয়াবের কাজ–	৪২২
যে লোক হজ্জের নিয়তে বের হয়ে ইন্তেকাল করে সে হজ্জের পূর্ণ সওয়াব পাবে–	৪২২
পঞ্চদশ অধ্যায়	
এহরাম ও তালবিয়া	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
কাবা তওয়াফ করার পূর্বে সুগন্ধি লাগান যায়–	৪২২
রাসূল (স) কেশ জড়ান অবস্থায় লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা বলেছেন–	৪২২
রাসূল (স) উটের পিঠে চড়ে তালবিয়া পড়েছিলেন–	৪২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজ্জের তালবিয়া উচ্চঃস্বরে পড়তে হয়–	৪২৩
এক সাথে হজ্জ ও ওমরাহ তালবিয়া পড়া যায়–	৪২৩
হজ্জ ও ওমরাহর এহরাম এক সাথে বাঁধা যায়–	৪২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
হজ্জের সময় সিলাইবিহীন কাপড় পরতে হয়–	৪২৩
রাসূল (স) হজ্জের সময় আঠাল জিনিস দিয়ে চুল জড় করেছেন–	৪২৩
আল্লাহর নির্দেশ তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে–	৪২৩
মানুষের সাথে পাথর গাছ ও তালবিয়া পাঠ করা–	৪২৩
রাসূল (স) যুলহুলায়ফায় দু' রাকাআত নামায পড়েছিলেন–	৪২৩
রাসূল (স) তালবিয়া পাঠ শেষে জান্নাতের জন্য দোয়া করলেন–	৪২৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) হজ্জের দিনে ঘোষণা করে দিলেন–	৪২৩
মুশরিকরাও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত–	৪২৪
ষোড়শ অধ্যায়	
বিদায় হজ্জের বিবরণ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ইসলামী আইনে বিদায় হজ্জের পূর্ণ বিবরণ–	৪২৪
হজ্জ ওমরা শেষ করে এহরাম খুলতে হয়–	৪২৬
হজ্জের পর কোরবানী দিতে হয়–	৪২৬
হজ্জের মাসে ওমরা করলে সওয়াব বেশি–	৪২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ–	৪২৭
রাসূল (স)-এর আদেশ মানতে লোকগণ ইতস্তত করছিল–	৪২৭
সপ্তদশ অধ্যায়	
মক্কায় প্রবেশের মহিমা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মক্কায় প্রবেশ করার আদব–	৪২৮
উঁচু দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে হয়–	৪২৮
রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের পর অযু করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন–	৪২৮
তাওয়াফের তিন পাক জোরে এবং চার পাক আস্তে দিতে হয়–	৪২৮
হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক জোরে দিতে হয়–	৪২৮
রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের পর হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতেন–	৪২৮
হাজরে আসওয়াদে চুম্বন –	৪২৮
বায়তুল্লাহর ইয়ামেনী কোণে রাসূল (স) চুম্বন দিতেন–	৪২৮
উটের উপর বসে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ–	৪২৮
উটে বসে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করা যায়–	৪২৯
লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে তা চুম্বন করতে হয়–	৪২৯
ঋতুবতী অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না–	৪২৯
কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না–	৪২৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বায়তুল্লাহ শরিফ দেখে হাত তুলে দোয়া করা উচিত নয়–	৪২৯
মক্কায় পৌছে হাজরে আওয়াদে চুম্বন করতে হয়–	৪২৯
বায়তুল্লাহর চার দিকে তাওয়াফ করা নামাযের অনুরূপ–	৪২৯
হাজারে আসওয়াদ বেহেশত থেকে আনা হয়েছে–	৪২৯
কিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদের দুটি চোখ থাকবে–	৪২৯
হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের পাথর–	৪৩০
হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা গোনাহের কাফফারা–	৪৩০
হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী মাঝখানের দোয়া–	৪৩০
সায়ী করা হজ্জের নির্ধারিত অঙ্গ–	৪৩০
উটে চড়ে সাফা মারওয়া সায়ী করা যায়–	৪৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) তাওয়াফের সময় সবুজ রংয়ের চাদর ব্যবহার করতেন–	৪৩০
বায়তুল্লাহ তাওয়াফে তিন পাক রমল করতে হয়–	৪৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন–	৪৩০
রাসূল (স) বায়তুল্লায় দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন–	৪৩০
হাজারে আসওয়াদ চুমা দেওয়া সুন্নাত–	৪৩০
রোকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তরজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে–	৪৩১
বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করে দোযখের দশটি মর্যাদপূর্ণ পথ–	৪৩১
অষ্টাদশ অধ্যায়	
আরাফাতে অবস্থান	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আরাফার দিন তালবিয়া পড়া যায়–	৪৩১
মিনার সব জায়গায়ই কোরবানী দেওয়া হয়–	৪৩১
আরাফার দিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন–	৪৩১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
হজ্জ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত–	৪৩১
মক্কার সমস্ত রাস্তায় কোরবানী করা যায়–	৪৩২
রাসূল (স) আরাফার দিন ভাষণ দিয়েছিলেন–	৪৩২
আরাফার দিনের দোয়া শ্রেষ্ঠ দোয়া–	৪৩২
আরাফার দিনে শয়তান বেশি রাগান্বিত হয়–	৪৩২
আল্লাহ হাজীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন–	৪৩২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আরাফাতের ময়দানে হাযির হওয়া আল্লাহর নির্দেশ–	৪৩২
শয়তানের অবস্থা দেখে রাসূল (স) হেসে ছিলেন–	৪৩২
উনবিংশ অধ্যায়	
আরাফাত ও মুযদালিফা থেকে ফিরে আসা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আরাফাত থেকে ধীরে ধীরে ফিরতে হবে–	৪৩৩
হজ্জে শান্তির সাথে থাকতে হয়–	৪৩৩
জুমরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করতে হয়–	৪৩৩
মাগরিব ও এশা মুযদালিফায় একত্রে পড়তে হয়–	৪৩৩
মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে পড়া হজ্জের বিধান–	৪৩৩
দুর্বলদের সময়ের আগে মিনার দিকে পাঠান যায়–	৪৩৩
কঙ্কর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হয়–	৪৩৩
মুযদালিফা থেকে শান্তিভাবে চলতে হয়–	৪৩৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সূর্য ডুবার পর আরাফাত থেকে বিদায় নিতে হয়–	৪৩৪
সূর্য উঠার আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যায়–	৪৩৪
হযরত সালামা (রা) ভোরেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন–	৪৩৪
হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হয়–	৪৩৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) আরাফা থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়েছেন–	৪৩৪
আরাফার দিন যোহর ও আসর নামায এক সাথে পড়তে হয়–	৪৩৪
বিংশ অধ্যায়	
কঙ্কর মারা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় কঙ্কর মারতেন–	৪৩৫
খযফের কঙ্করের মত কঙ্কর মারতে হবে–	৪৩৫
রাসূল (স) ঈদের দিন সকালে কঙ্কর মেরেছেন–	৪৩৫
সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়–	৪৩৫
হজ্জের সকল কাজ বিজোড় সংখ্যার–	৪৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
কোন শব্দ ছাড়ায় কঙ্কর মারতে হয়–	৪৩৫
অন্যান্য ইবাদতের মতো সায়ী করা আল্লাহর ইবাদত–	৪৩৫
মিনায় পৌঁছে তাঁবু খাটাতে হয়–	৪৩৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জামরাতুল আকাবায় অবস্থান ঠিক নয়–	৪৩৫
একবিংশ অধ্যায়	
হেরেমে কোরবানীর পশু	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
উটের কুঁজ চিরলেন রাসূল (স)–	৪৩৬
জুতার মালা পশুর গলায় পরান যায়–	৪৩৬
আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে কোরবানী–	৪৩৬
স্ত্রীদের পক্ষ থেকে রাসূল (স) একটি গরু কোরবানী দিয়েছিলেন–	৪৩৬
আয়েশা (রা) কোরবানীর পশুর গলায় মালা পড়িয়েছিলেন–	৪৩৬
পশম দিয়ে কোরবানীর পশুর মালা তৈরি–	৪৩৬
রাসূল (স) বললেন উটের পিঠে আরোহণ করতে–	৪৩৬
ন্যায় সঙ্গতভাবে পশুতে সওয়ার হওয়া যায়–	৪৩৬
উট অচল জবেহ করতে হবে–	৪৩৬
উট-গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী দেওয়া যায়–	৪৩৬
উটকে পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে নহর করতে হয়–	৪৩৭
কোরবানীর গোশত পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যায় না–	৪৩৭
কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খাওয়া যায়–	৪৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
কোরবানীর জন্য আবু জাহেলের উট পাঠানো হল–	৪৩৭
কোরবানীর গোশত খাওয়ার হুকুম আছে–	৪৩৭
কোরবানীর দিন একটি মহান দিন–	৪৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
তিন দিনের বেশি কোরবানীর গোশত রাখা জায়েয নেই–	৪৩৭
দুর্ভিক্ষের কারণে কোরবানীর গোশত তিন দিন খাওয়ার হুকুম ছিল–	৪৩৭
দ্বাবিংশ অধ্যায়	
মস্তক মুণ্ডন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
হজ্জে মাথা মুণ্ডন করতে হয়–	৪৩৮
কাঁচি দিয়ে মাথার চুল ছাঁটা যায়–	৪৩৮
যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া–	৪৩৮
মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করলেন–	৪৩৮
মিনায় গিয়ে জামরায় যেতে হবে–	৪৩৮
হজ্জের সময় রাসূল (স) খুশবু ব্যবহার করতেন–	৪৩৮
মক্কায় গিয়ে তাওয়াফুল ইফাযা করতে হয়–	৪৩৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
স্ত্রীলোকদের মাথা মুণ্ডন করবে না–	৪৩৮
স্ত্রীলোকেরা মাথা ছাঁটতে পারবে–	৪৩৮
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	
আগে-পিছে হজ্জের কার্যক্রম	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) মিনায় বসে সকল প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন–	৪৩৯
মিনায় সব প্রশ্নের উত্তরে বলতেন অসুবিধা নেই–	৪৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সকল প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ সূচক উত্তর–	৪৩৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানহানী করতে নেই–	৪৩৯
চতুর্বিংশ অধ্যায়	
কোরবানীর দিনের ভাষণ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
হারাম মাস হচ্ছে বছরের চার মাস–	৪৩৯

বিষয় — পৃষ্ঠা

ইমামের সাথে সব কাজ করতে হয়— ৪৪০
প্রত্যেক কঙ্করের সাথে আল্লাহ আকবার বলতে হয়— ৪৪০
মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপন করার অনুমতি— ৪৪০
রাসূল (স) পানি পান করলেন— ৪৪০
রাসূল (স) চার ওয়াক্ত নামায পড়লেন— ৪৪০
রাসূল (স) ৮ তারিখে মিনায় যোহর নামায পড়েছেন— ৪৪০
সুন্নত হচ্ছে আবতাহে অবতরণ করা — ৪৪১
ওমরা কাযা করা জায়েয— ৪৪১
বায়তুল্লাহ শরিফ না দেখে দেশে ফেরা ঠিক নয়— ৪৪১
ঋতু অবস্থায় তাওয়াফ করা যায় না— ৪৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের ওপর অপরাধ করা ঠিক নয়— ৪৪১
উটের পিটে আরোহণ করে রাসূল (স) ভাষণ দিতেন— ৪৪১
রাসূল (স) দশ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত পিছিয়ে দিলেন— ৪৪২
রাসূল (স) তাওয়াফে ইযাফার পাকে রমল করেননি— ৪৪২
জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারার পর স্ত্রী সহবাস করা যায়— ৪৪২
প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে কাঁকর মারতে হয়— ৪৪২
উট চাকররা দু'দিনের কাঁকর এক দিনে মারল— ৪৪২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মুহরিম যা হতে বেঁচে থাকবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহরিমের পোশাকের নিয়ম— ৪৪২
মুহরিম সিলাইবিহীন লুঙ্গি পরবে— ৪৪২
খুশবু ব্যবহার করে হজ্জ করা যায় না— ৪৪২
এহরাম অবস্থায় বিয়ে জায়েয নেই— ৪৪৩
রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছেন— ৪৪৩
হযরত মায়মুনা (রা)-কে রাসূল (স) বিয়ে করেন হালাল অবস্থায়—৪৪৩
এহরাম অবস্থায় মাথা ধোয়া যায়— ৪৪৩
রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন— ৪৪৩
এহরাম অবস্থায় চোখে যন্ত্রণার জন্য পট্টি বাধা যায়— ৪৪৩
একজন রাসূল (স) কাপড় দিয়ে ছায়া করে যায়— ৪৪৩
উকুনের কারণে এহরাম অবস্থায় মাথা মুড়ান যায়— ৪৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়েরা এহরাম অবস্থায় দাস্তানা পড়বে— ৪৪৩
এহরাম অবস্থায় পর্দা করতে হবে— ৪৪৩
এহরাম অবস্থায় অ-খুশবুদার তৈল ব্যবহার করা যায়— ৪৪৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুহরিম ওভার কোর্ট পড়তে পারবে না— ৪৪৪
এহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগান যায়— ৪৪৪
এহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো যায়— ৪৪৪
হযরত মায়মুনা (রা)-এর সাথে মধুরাত্রি যাপন করেন— ৪৪৪

ষড়বিংশ অধ্যায়

মুহরিম শিকার হতে বেঁচে থাকবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহরিম অবস্থায় শিকার করা যায় না— ৪৪৪
রাসূল (স) গাধার পা খেলেন— ৪৪৪
এহরাম অবস্থায় পাঁচটি প্রাণী হত্যা করা যায়— ৪৪৪
পাঁচটি প্রাণী হারাম শরিফে হত্যা করা যায়— ৪৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত হালাল— ৪৪৫
ফড়িং খাওয়া জায়েয— ৪৪৫
মুহরিম হিংস্র জন্তু হত্যা করতে পারে— ৪৪৫
যাবু খাওয়া যায়— ৪৪৫
যাবু শিকার — ৪৪৫
নেকড়ে বাঘ খাওয়া হারাম— ৪৪৫

বিষয় — পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাখি খাওয়া জায়েজ— ৪৪৫

সপ্তবিংশ অধ্যায়

হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ওমরা কাযা করেন— ৪৪৫
ওমরায় বাধা পেয়ে কোরবানী করলেন— ৪৪৬
রাসূল (স) মাথা মুড়ানোর পূর্বে পশু কোরবানী দিয়েছেন— ৪৪৬
কোরবানীর পশু না পেলে রোযা রাখবে— ৪৪৬
হজ্জের নিয়তের পর যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানে হালাল হবে— ৪৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমরা কাযা করায় আবার কোরবানী দিতে হয়— ৪৪৬
যার পা ভেঙে যায় সে হালাল হয়ে যায়— ৪৪৬
নয় তারিখে সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফায় পৌঁছলে হজ্জ হয়ে যায়— ৪৪৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

মক্কার হেরেমে হারাম হাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সৃষ্টির প্রথমেই মক্কা নগরীকে সম্মানিত করা হয়েছে— ৪৪৬
মক্কা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করা নিষেধ— ৪৪৭
মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার গিলাফে আশ্রয় নিয়েও বাঁচল না— ৪৪৭
মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (স) এহরাম ছাড়া প্রবেশ করেছেন— ৪৪৭
কা'বা ঘরকে ধ্বংস করতে পারবে না— ৪৪৭
এক ছোট নলাবিশিষ্ট ব্যক্তি কা'বা ঘরের ক্ষতি করবে— ৪৪৭
কালো একটি লোক কা'বা শরীফের পাথর খসাবে— ৪৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মূল্য বৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্য ধরে রাখা উচিত নয়— ৪৪৭
মক্কা শরীফকে রাসূল (স) অত্যন্ত ভালবাসতেন— ৪৪৭
মক্কা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যমীন— ৪৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কাকে আল্লাহ পাক হারাম করেছেন— ৪৪৭
মক্কার সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখলে কল্যাণের সাথে থাকবে

উনত্রিশতম অধ্যায়

মদীনার হেরেমে হারাম হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আইর থেকে সওর পর্যন্ত মদীনাকে হারাম করা হয়েছে— ৪৪৮
মদীনার দু'প্রান্তের স্থান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে— ৪৪৮
মদীনায় দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করলে কিয়ামতে সুখী হবে— ৪৪৮
রাসূল (স) মদীনার জন্য দোয়া করলেন— ৪৪৮
রাসূল (স) মদীনাকে সম্মানিত করেছেন— ৪৪৯
মদীনার গাছ কাটা নিষেধ— ৪৪৯
মদীনা শরীফ সবার জন্য নিরাপত্তার স্থান— ৪৪৯
মদীনা থেকে মহামারী দূর হয়ে গেল— ৪৪৯
মদীনা সবার জন্য উত্তম স্থান— ৪৪৯
মদীনায় হিজরতের আদেশ দিলেন রাসূল (স)— ৪৪৯
মদীনা হল মানুষকে বিশুদ্ধ করার স্থান— ৪৪৯
মদীনা থেকে খারাপ লোক বের হলে কিয়ামত হবে— ৪৫০
মদীনার দরজা ফেরেশতাগণ পাহারা দিচ্ছেন— ৪৫০
মক্কা ও মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করবে না— ৪৫০
মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করা ধ্বংসের কারণ— ৪৫০
মদীনা শরীফকে মহব্বত করা উচিত— ৪৫০
মদীনার দু'প্রান্ত সম্মানিত স্থান— ৪৫০
ওহুদ পাহাড় মুসলমানদের ভালবাসে— ৪৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেরেম শরীফে শিকার করা যাবে না— ৪৫০
মদীনাকে হেরেমের মর্যাদা দেয়া হয়েছে— ৪৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
তায়েফের একটি অঞ্চলের গাছ কাটা নিষেধ-	৪৫০
রাসূল (স) মদীনায় ইন্তেকালকারীকে সুপারিশ করবে-	৪৫১
মদীনা ধ্বংস হবে সকল মানুষ মরার পরে-	৪৫১
আল্লাহ পাকের নির্দেশেই মদীনায় হিজরত-	৪৫১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না-	৪৫১
মদীনার বরকতের জন্য দোয়া করলেন-	৪৫১
রাসূল (স)-এর মাজার শরীফে জিয়ারত করা পুণ্যের-	৪৫১
হজ্জের পর মদীনা শরীফ জিয়ারত করতে হয়-	৪৫১
সর্বাপেক্ষা ফযীলত হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া	৪৫১
আকীক উপত্যকায় দু'রাকাআত নামায এক উমরাহর সমতুল্য-	৪৫১
ষষ্ঠ খণ্ড	
প্রথম অধ্যায়	
ব্যবসা-বাণিজ্যে হারাম-হালাল	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সন্দেহের বিষয় পরিহার করে চলতে হবে-	৪৫২
তিনটি বিক্রিলব্ধ অর্থ ঘৃণিত-	৪৫২
নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন হালাল-	৪৫২
পাক-পবিত্র বস্তু আল্লাহর পছন্দ-	৪৫২
এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ হারাম হবে-	৪৫২
হারাম সম্পদ দান করা যায় না-	৪৫৩
হারাম সম্পদ দিয়ে গঠিত শরীর দোযখে যাবে-	৪৫৩
তিনটি ব্যবসা করা নিষেধ-	৪৫৩
সুদ গ্রহণ, তিনটি বিক্রয় ও চিত্রকর্ম সম্পর্কে নিষেধ-	৪৫৩
কতিপয় ব্যবসা হারাম-	৪৫৩
চর্বির ব্যবহার করা হারাম-	৪৫৩
বিড়াল বিক্রয়ের মূল্য হারাম-	৪৫৩
সিংগা লাগানোর ব্যবসা হালাল-	৪৫৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সন্তানের উপার্জন পিতা-মাতারই উপার্জন-	৪৫৩
হারাম সম্পদ দান করা যায় না-	৪৫৩
হারাম সম্পদ দিয়ে গঠিত শরীর দোযখে যাবে-	৪৫৩
মদ বিষয়ে আল্লাহর লানত-	৪৫৪
সিংগা লাগানোর বিনিময় ব্যবহার করা যায় না-	৪৫৪
কুকুর বিক্রি ও গানের উপার্জন অবৈধ-	৪৫৪
মনে যেটা সন্দেহ হয় তা বাদ দেওয়া উচিত-	৪৫৪
ভাল কাজে অন্তর সঠিক থাকবে-	৪৫৪
গোনাহের কাজ থেকে এড়িয়ে চলা উচিত-	৪৫৪
মদ বিষয়ে দশজনের প্রতি লানত-	৪৫৪
গায়িকা ও গান ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ-	৪৫৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হালাল রোজগার করা ফরয-	৪৫৪
হারাম দ্বারা তৈরি দেহ বেহেশতে যাবে না-	৪৫৫
হারামের দ্বারা ক্রয়কৃত কাপড় পরিধানে থাকলে ইবাদত হবে না-	৪৫৫
কোরআন লিখিত মজুরী নেওয়া জায়েয-	৪৫৫
হালাল দ্রব্যের ব্যবসা উত্তম-	৪৫৫
হালাল পথে সম্পদ অর্জন করতেই হবে-	৪৫৫
রোজগারের পথ পরিবর্তন করা উচিত নয়-	৪৫৫
জ্যোতিষীদের উপার্জন হারাম-	৪৫৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বিক্রয়ের ব্যাপারে সহনশীলতা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
পাওনাদারের প্রতি সহনশীল থাকতে হবে-	৪৫৫
ব্যবসার মধ্যে খাতকের প্রতি সহানুভূতি থাকলে মুক্তি লাভ হয়-	৪৫৬
অধিক কসম করা উচিত নয়-	৪৫৬
কসম করে মাল বিক্রি করলে বরকত কমে যায়-	৪৫৬
যে ব্যক্তি উপকার করে খোটা দেয় সে দোযখী হবে-	৪৫৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আমানতদার ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীগণ নবী ও সিদ্দিকগণের দলভুক্ত-	৪৫৬
ব্যবসার মধ্যে বেহুদা কথা বলা উচিত নয়-	৪৫৬
উত্তম ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের ময়দানে উচ্চ মর্যাদা পাবে-	৪৫৬
তৃতীয় অধ্যায়	
ক্রয়-বিক্রয়ে স্বাধীনতার বর্ণনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ক্রয় বিক্রয়ে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে-	৪৫৭
ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বলতে হয়, ধোঁকা দেবেন না-	৪৫৭
ক্রেতা যদি বলে গ্রহণ করলাম তবে ক্রয় বিক্রয় সঠিক-	৪৫৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে-	৪৫৭
ক্রেতা ও বিক্রেতা সন্তুষ্ট হলে কেনা-বেচা শুদ্ধ হবে-	৪৫৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ক্রয় বিক্রয়ে অবকাশ দিতে হয়-	৪৫৭
চতুর্থ অধ্যায়	
সুদ সম্পর্কিত বর্ণনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
বিনিময়ে পরিমাণ সঠিক হতে হবে-	৪৫৮
খাদ্য বস্তুর বিনিময় পরিমাণ সমান হতে হবে-	৪৫৮
নগদ লেনদেন না হলে বস্তু সুদী মালে পরিণত হবে-	৪৫৮
যে সুদ খায় এবং যে সুদ দেয় উভয়েই গোনাহগার-	৪৫৮
স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করতে হয়-	৪৫৮
কিসে সুদ হয় আর কিসে হয় না-	৪৫৮
প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য সমপরিমাণ বিনিময় করতে হবে-	৪৫৯
একই বস্তু পরিমাপে কম বেশি করা যাবে না-	৪৫৯
গোলামের বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করা যায়-	৪৫৯
ওজন কৃত মাল ওজন ছাড়া মালের সাথে বিনিময় করা যায় না-	৪৫৯
স্বর্ণের মালার মধ্যে খাদ থাকলে আলাদাভাবে ধরতে হবে-	৪৫৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
এমন সময় আসবে যখন প্রত্যেক লোক সুদ খাবে-	৪৫৯
গমের বিনিময়ে গম ক্রয় করা যায়-	৪৫৯
খেজুরের পরিবর্তে সমপরিমাণ খুর্মা ক্রয় করা যাবে না-	৪৬০
জীবের বিনিময়ে গোশত বিক্রি নিষেধ-	৪৬০
শিকারী জীবের দ্বারা জীব ধরে বিক্রি করা নিষেধ-	৪৬০
যুদ্ধের জন্য উট ধার করা যায়-	৪৬০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মনের মধ্যেও অনেক সময় সুদ হয়ে যায়-	৪৬০
সুদ যে পরিমাণ হোক না কেন তা হারাম-	৪৬০
সুদের সবচেয়ে কম গোনাহ মায়ের সাথে যেনা করা-	৪৬০
সুদের মাধ্যমে সম্পদ বেশি হলেও গরীব থাকবে-	৪৬০
সুদখোরদের পেটে সাপ থাকে-	৪৬০
সুদের সব কারবারের প্রতি রাসূল (স) অভিশাপ দিয়েছেন-	৪৬০
সুদের সন্দেহ হলে তা পরিত্যাগ করতে হবে-	৪৬১
ঋণগ্রহিতার কোন সুযোগ সুবিধা ঋণদাতা নিতে পারবে না-	৪৬১
ঋণদাতা উপঢৌকন দিলে সুদের মধ্যে গণ্য হয়-	৪৬১
সুদের এলাকায় বসবাস করা উচিত নয়-	৪৬১

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়
নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়
প্রথম পরিচ্ছেদ

ফল গাছে থাকতে বিক্রি নিষেধ– ৪৬১
শস্য জমিতে থাকা অবস্থায় অনুমাণে বিক্রয় নিষেধ– ৪৬১
অনুমাণে শস্য বিক্রয় নিষেধ– ৪৬২
গাছের খুর্মার পরিবর্তে নিচের তৈরি খুর্মার বিনিময় নিষেধ– ৪৬২
পাঁচ আছকের কম হলে বিক্রয় বৈধ– ৪৬২
গাছের ফল খাওয়ার উপযোগী না হলে বিক্রয় নিষেধ– ৪৬২
গাছের ফল লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষেধ– ৪৬২
গাছের ফল অগ্রিম বিক্রি করা নিষেধ– ৪৬২
গাছের ফল বিক্রি করলে যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে তা জায়েয নয়– ৪৬২
যেখানে খাদ্য বস্তু ক্রয় কর সেখানে বিক্রয় করা যাবে না– ৪৬২
খাদ্য বস্তু হস্তগত না করে তা বিক্রয় করতে পারবে না– ৪৬২
খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ– ৪৬২
বাজারে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছাবার পূর্বে রাস্তা থেকে ক্রয় করা যাবে না– ৪৬২
রাস্তায় দ্রব্য ক্রয় করে বাজারে এসে বিক্রেতা তা ফেরত নিতে পারে– ৪৬৩
রাস্তায় ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই– ৪৬৩
একজনে কোন বস্তু দাম করলে অন্যজনের দাম করা উচিত নয়– ৪৬৩
জেদাজেদি করে দাম দস্তুর করা জায়েয নেই– ৪৬৩
একজন অপরজন থেকে লাভবান হতে পারে– ৪৬৩
ক্রয়-বিক্রয়ে সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে হবে– ৪৬৩
অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ– ৪৬৩
গাভীর পেটের বাচ্চা বিক্রি করা যাবে না– ৪৬৩
ষাঁড় দিয়ে পাল দেওয়ার পর পয়সা নিলে তা হারাম– ৪৬৩
উট দ্বারা পাল দিয়ে তার পয়সা নেয়া হারাম– ৪৬৪
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দান করে তার বিনিময় নেওয়া যাবে না– ৪৬৪
ঘাসের মূল্য আদায়ের জন্য প্রয়োজনের বেশি পানি দিতে পারবে না– ৪৬৪
খাদ্য বস্তুর উপরে ভাল ভিতরে খারাপ এমন জায়েয নেই– ৪৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিক্রিত বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রয় করা যায়– ৪৬৪
আঙ্গুর কাল না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় নিষেধ– ৪৬৪
ধারের বিনিময়ে ধারে বিক্রয় নিষেধ– ৪৬৪
ধারের বিনিময়ে ধারে বিক্রয় নিষেধ– ৪৬৪
জবরদস্তিমূলক ক্রয় বিক্রয় নিষেধ– ৪৬৪
ষাঁড়ের দ্বারা পাল দিয়ে সৌজন্যমূলক কিছু নেওয়া যায়– ৪৬৪
যে বস্তু দখলে নেই তা বিক্রয় করা নিষেধ– ৪৬৪
একই মাল দু'ধরনের বিক্রি নিষেধ– ৪৬৫
দুটি জিনিসের বিক্রয় এক সাথে করা নিষেধ– ৪৬৫
ঋণ এবং ক্রয়-বিক্রয় এক সাথে জায়েয নেই– ৪৬৫
সমমানের বদল করা জায়েয আছে– ৪৬৫
ক্রয় বিক্রয়ের লিখিত দলিল থাকতে হবে
নিলাম ডাকে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে– ৪৬৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোষী বস্তুর দোষ গোপন রেখে বিক্রি নিষেধ– ৪৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায়
ক্রয়-বিক্রয়ের বিবিধ মাসআলা
প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রীতদাসের মাল বিক্রি করা যাবে– ৪৬৫
শর্তের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা যায়– ৪৬৬
গোলামের মূল্য এক সাথে আদায় করে মুক্ত হতে পারে– ৪৬৬
মুক্ত না করে অগ্রিম বিক্রি করা নিষেধ– ৪৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাসী-গোলাম দিয়ে উপার্জন করা যায়– ৪৬৬
বিক্রেতার কথাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে– ৪৬৭
যে লোক একজন মুসলমানের অনুরোধে ক্রয়-বিক্রয় সাধন করেছে সে পুণ্যের অধিকারী– ৪৬৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্পদ মালিকদের মধ্যে সুষ্ঠভাবে বণ্টন করতে হবে– ৪৬৭

সপ্তম অধ্যায়
অগ্রিম বিক্রয় এবং বন্ধক রাখা
প্রথম পরিচ্ছেদ

নির্ধারিত মেয়াদে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়– ৪৬৭
জিনিস বন্ধক রাখা জায়েয আছে– ৪৬৭
তিন মণ যবের পরিবর্তে রাসূল (স) বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন– ৪৬৭
আরোহণের পশু বন্ধক রাখা হলে তার ওপর আরোহণ করা যায়– ৪৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওজনের ব্যাপারে অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে– ৪৬৮
জিনিস বন্ধক রাখলে মালিক স্বত্বহীন হয় না– ৪৬৮
মক্কা ও মদীনায় স্ব-স্ব স্থানের পরিমাপ গণ্য হবে– ৪৬৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্রিম ক্রয় বস্তু হস্তগত না করে হস্তান্তর করতে পারবেন না– ৪৬৮

অষ্টম অধ্যায়
খাদ্য-দ্রব্য মজুদ
প্রথম পরিচ্ছেদ

খাদ্য বস্তু গুদামজাত করা যাবে না– ৪৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

খাদ্য আমদানীকারক লাভবান হয়– ৪৬৮
খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ– ৪৬৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভাব অনটন সৃষ্টির জন্য খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করলে সে দোযখী– ৪৬৯
দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য গুদামজাত করলে সে অভিশপ্ত– ৪৬৯
খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকারী খুবই ঘৃণিত ব্যক্তি– ৪৬৯
চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করলে তা দান করে দিলেও গোনাহ ক্ষমা হবে না– ৪৬৯

নবম অধ্যায়
দেউলিয়া হওয়া ও ঋণীকে অবকাশ দান
প্রথম পরিচ্ছেদ

কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হলে যার মাল হুবহু পাওয়া যাবে তা সেই পাবে– ৪৬৯
ব্যবসায়ে দেউলিয়া হলে ঋণ ক্ষমা করে দিতে হয়– ৪৬৯
ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে হয়– ৪৬৯
ঋণী অক্ষম হলে তাকে ক্ষমা করা উচিত– ৪৬৯
ঋণ ক্ষমা করলে কিয়ামতে মর্যাদা পাবে– ৪৭০
ঋণীকে পরিশোধের সময় দিতে হয়– ৪৭০
ধার করলে উত্তমটি পরিশোধ করতে হয়– ৪৭০
পাওনাদারের তাগিদ করার অধিকার আছে– ৪৭০
ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টালবাহনা করা উচিত নয়– ৪৭০
ঋন পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিমাণে কমিয়ে দিতে হয়– ৪৭০
ঋণী ব্যক্তির মৃত্যু হলে ওয়ারিশগণ জানাযার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করবে– ৪৭০
ঋণ পরিশোধের নিয়ত থাকলে তা হয়ে যায়– ৪৭১
মানুষের ঋণ পরিশোধ না করলে মাফ হবে না– ৪৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
শহীদদেরও ঋণ পরিশোধ করতে হয়–	৪৭১
রাসূল (স) ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়লেন না–	৪৭১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করতে হয়–	৪৭১
ঋণী ব্যক্তির ক্ষমা নেই–	৪৭১
ঋণী ব্যক্তির ঋণের দায়ে আছে, থাকবে–	৪৭১
সক্ষম ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যায়–	৪৭২
ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করে জানাযা পড়া উচিত নয়–	৪৭২
যে ঋণ থেকে মুক্ত থাকবে সে বেহেশতী–	৪৭২
ঋণের গোনাহ সব চেয়ে বড় গোনাহ–	৪৭২
আপোস মিমাংসা ইসলামের বৈধ আছে–	৪৭২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) পায়জামা ওজন করে ক্রয় করলেন–	৪৭২
ঋণ পরিশোধের সময় কিছু বেশি দেওয়া উচিত–	৪৭৩
যে ধার দেয় তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়–	৪৭৩
ঋণ গ্রহিতাকে সময় দিলে পূণ্য হয়–	৪৭৩
ঋণ দাবী করলে তা পরিশোধ করা উচিত–	৪৭৩
ঋণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন–	৪৭৩
দশম অধ্যায়	
অংশীদারিত্ব ও ওকালত	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে প্রচুর সম্পদ লাভ–	৪৭৩
মুহাজিররা আনসারদের বাগানে পরিশ্রম করতেন–	৪৭৪
রাসূল (স)-এর দোয়ায় প্রচুর বরকত নিহিত ছিল–	৪৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ব্যবসায়ের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নেই–	৪৭৪
আমানতের খেয়ানত করা বড় গোনাহ–	৪৭৪
সত্যায়ন করে মাল দেওয়ার নিয়ম–	৪৭৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
অঙ্গীকারের ওপর বিক্রয় করলে বরকত হয়–	৪৭৪
কোরবানীর পশুর ব্যবসা করা যায়–	৪৭৪
একাদশ অধ্যায়	
কারো সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ধার ও ক্ষতিপূরণ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
জোর করে সম্পদ দখল করা গোনাহের কাজ–	৪৭৪
অন্যের পশুর দুধ বিনা অনুমতিতে দোহন করা নিষেধ–	৪৭৫
কারও কোন জিনিস ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়–	৪৭৫
লুণ্ঠন করা শক্ত গোনাহের কাজ–	৪৭৫
চুরি করা গোনাহের কাজ–	৪৭৫
রাসূল (স) অনুসন্ধানে বের হলেন–	৪৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
পতিত জমির মালিক তার আবাদকারী–	৪৭৫
কারও প্রতি জুলুম করা বড় অন্যায় কাজ–	৪৭৫
সম্পদ লুট করলে সে মুসলমান নয়–	৪৭৬
জোর করে কিছু নিলে তা ফেরত দিতে হবে–	৪৭৬
কারও কাছে হুবহু তার মাল যাবে তা তারই–	৪৭৬
যে যা গ্রহণ করে সে তার জন্য দায়ী–	৪৭৬
দিনে বাগানওয়ালা বাগান পাহারা দেবে–	৪৭৬
আগুনে কোন কিছু ক্ষতি হলে তার দণ্ড নেই–	৪৭৬
অনুমতি ছাড়া কোন কিছু খাওয়া জায়েয নেই–	৪৭৬
বাগানে বসে খাওয়া যাবে কিন্তু সাথে করে নেওয়া যাবে না–	৪৭৬
ধারে জিনিস লওয়া যায়–	৪৭৬
ধারের বস্তু অবশ্যই ফেরত দিতে হবে–	৪৭৬
গাছের নিচে পড়ে থাকা ফল খাওয়া যায়–	৪৭৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জোর করে সম্পদ দখল করা আল্লাহর আইনের বিরোধী–	৪৭৭
জবর দখল ভূমি কিয়ামতে গলায় বেঁধে দেওয়া হবে–	৪৭৭
জবর দখল জমির মাটি মাথায় করে কিয়ামতে হাজির হবে–	৪৭৭
দ্বাদশ অধ্যায়	
শোফার গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
প্রতিবেশীকে তার মাল রাখার অনুমতি দিতে হবে–	৪৭৭
বাড়ীর পাশে সাত হাত পরিমাণ রাস্তা রাখবে–	৪৭৭
কোন জমি ভাগ হয়ে গেলে আর দেওয়া যাবে না–	৪৭৭
রাসূল (স) অনেক সম্পদ ভাগ করে দিয়েছেন–	৪৭৭
নিকটতম প্রতিবেশীই বেশি হকদার–	৪৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বাড়ী ও জমি বিক্রয় করলে তাতে বরকত নেই–	৪৭৭
প্রতিবেশী তার অংশীদার–	৪৭৮
প্রত্যেক জিনিসের ভাগ আছে–	৪৭৮
যে বড়ই গাছ কাটে আল্লাহ তার মাথা নিচু করে দেন–	৪৭৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
কূপ, নর খেজুর গাছে ভাগ নেই–	৪৭৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
বাগান ও ভূমি বর্গা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) খায়বারের জমি ইহুদীদের দান করলেন–	৪৭৮
জমি বর্গা করা ঠিক নয়–	৪৭৮
জমি বর্গা দিলে কাউকে ঠকান যাবে না–	৪৭৮
জমি বর্গা চাষ জায়েয আছে–	৪৭৮
জমি বর্গা দিলে কৃপণের উপায় হয়–	৪৭৯
জমি থাকলে চাষ করতে হবে–	৪৭৯
লাঙ্গল ও চাষের যন্ত্রপাতি অকল্যাণকর–	৪৭৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
অনুমতি ছাড়া অন্যের জমি চাষ করা যাবে না–	৪৭৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
বর্গা যে নেবে সে জমির ফসলের অর্ধেক পাবে–	৪৭৯
চতুর্দশ অধ্যায়	
ভাড়া ও শ্রম বিক্রয়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
জমি ইজারা দেওয়া যায়–	৪৭৯
শিঙ্গাদাতার মজুরী হালাল–	৪৭৯
প্রত্যেক নবীই ছাগল চরাতেন–	৪৭৯
স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করা নিষেধ–	৪৮০
সাপে কাটলে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিতে হয়–	৪৮০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দেওয়ায় পাগল ভাল হল–	৪৮০
শ্রমিকের পারিশ্রমিক ঘাম শুকাবার আগেই পরিশোধ করতে হবে–	৪৮০
যদি কেউ ঘোড়ায় চড়ে এসেও কিছু চায় তবে তাকে দিতে হবে–	৪৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হযরত মুসা (আ) মোহরানার বিনিময়ে মজুরী খেটেছেন–	৪৮০
কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে হাদীয়ার ব্যাপারে ফয়সালা–	৪৮০
পঞ্চদশ অধ্যায়	
সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
অতিরিক্ত পানি নেওয়াতে বাধা দেবে না–	৪৮১

বিষয় — পৃষ্ঠা

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না– ৪৮১
অনাবাদী ভূমি আবাদ করলে তার মালিক আবাদকারী– ৪৮১
চারণভূমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের– ৪৮১
নিজের হক পুরোপুরি আদায় করা যায়– ৪৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়া দৌড় পরিমাণ ভূমি পেলেন– ৪৮১
অনাবাদী বা খাস ভূমির দখলকারই তার মালিক– ৪৮১
রাসূল (স) যুবায়রকে খেজুর বাগান দান করলেন– ৪৮১
রাসূল কর্তৃক হুজরাকে ভূমি দান– ৪৮২
রাসূল (স) কর্তৃক দানকৃত ভূমি ফেরৎ নেওয়া– ৪৮২
তিন জিনিসে সকল মুসলমানের অংশীদার– ৪৮২
খাস ভূমি বা সম্পদ প্রথম যে পাবে তা তার– ৪৮২
পতিত ভূমির মালিক আল্লাহ ও তার রাসূল– ৪৮২
রাসূল কর্তৃক পানি বণ্টনের ব্যবস্থা– ৪৮২
সামুরা কর্তৃক রাসূলের নির্দেশ অমান্য– ৪৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল কর্তৃক আয়েশাকে উৎসাহিত করা– ৪৮৩

ষোড়শ অধ্যায়

ওয়াকফ বিষয়ক বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর কর্তৃক অপূর্ব দান– ৪৮৩
জীবনস্বত্ব দান প্রসঙ্গ– ৪৮৩
জীবনস্বত্বদানকারী ওয়ারিসরাই তার মালিক হবে– ৪৮৩
জীবনস্বত্ব দানে উত্তরাধিকার নেই– ৪৮৩
যদি জীবনস্বত্বের মধ্যে উত্তরাধিকারের কথা থাকে– ৪৮৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দান করার একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে– ৪৮৩
ওমরা এবং রুকবা পদ্ধতিতে দান করতে হয়– ৪৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে উত্তম রূপে দান করেছে তা তারই– ৪৮৪

সপ্তদশ অধ্যায়

দান, হেবা ও উপহার সম্পর্কিত আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুগন্ধি দান করলে ফেরত দেবে না– ৪৮৪
দান করে ফেরত নেওয়া যায় না– ৪৮৪
সকল সন্তানকে সমানভাবে দান করতে হয়– ৪৮৪
রাসূল (স) সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না– ৪৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দান করে ফেরত নেওয়া জায়েয নেই– ৪৮৪
হেবা করলে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না– ৪৮৪
রাসূল (স) একটি উটের পরিবর্তে ছয়টি উট দিলেন– ৪৮৫
দান করলে প্রতিদান করা উচিত– ৪৮৫
ভাল ব্যবহারকারীকে প্রশংসা করতে হয়– ৪৮৫
মানুষেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত– ৪৮৫
মদীনার আনছারগণ ছিলেন উত্তম সাহায্যদাতা– ৪৮৫
উপহার বিনিময় করা ইসলামের বিধান– ৪৮৫
হাদিয়া অন্তরের কলুষতা দূর করে– ৪৮৫
তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া যায় না– ৪৮৫
খোশবু বেহেশত থেকে বের হয়– ৪৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক সন্তানকে সমানভাবে দান করতে হয়– ৪৮৫
প্রথম দেখলে শেষ দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করা– ৪৮৬

বিষয় — পৃষ্ঠা

অষ্টাদশ অধ্যায়

হারানো বস্তু প্রাপ্তির বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হারানো দ্রব্য পেলে এক বছর প্রহর গুণতে হবে– ৪৮৬
হারানো পশু পেলে প্রচার করতে হবে– ৪৮৬
হাজীদের হারানো জিনিস ওঠানো নিষেধ– ৪৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাছের ফল খাওয়া যাবে কিন্তু আঁচল করে নেওয়া যাবে না– ৪৮৬
হারানো বস্তু খাওয়া যায় কিন্তু মালিক আসলে ফিরিয়ে দিতে হয়– ৪৮৭
হারানো জিনিস পেয়ে প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য– ৪৮৭
হারানো জিনিস পেলে দুই জন সাক্ষী রাখতে হয়– ৪৮৭
সাধারণ জিনিসের প্রতি কড়াকড়ি কম– ৪৮৭

উনবিংশ অধ্যায়

বণ্টন সম্পর্কীয় বয়ান

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুমিনদের ঋণ রাসূল (স) পরিশোধ করতেন– ৪৮৭
নির্ধারিত ভাগ হকদারদের পৌছে দিবে– ৪৮৭
কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হবে না– ৪৮৭
যে গোত্রের মুক্ত ক্রীতদাস সে সেই গোত্রের– ৪৮৭
ভাগিনেয় বংশের একজন– ৪৮৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দু'জন ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পর ওয়ারিস হয় না– ৪৮৮
হত্যাকারী মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়– ৪৮৮
দাদী ও নানীর অংশ নির্ধারিত– ৪৮৮
জীবিত সন্তান প্রসব হলে তার জানাযা পড়াতে হবে– ৪৮৮
গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন– ৪৮৮
মুমিন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকটতম– ৪৮৮
স্ত্রীলোক তিনটি মিরাস পেয়ে থাকে– ৪৮৮
যেনার সন্তান ওয়ারিশ হবে না– ৪৮৮
ওয়ারিস না থাকলে গ্রামবাসী কোন একজনের প্রাপ্য– ৪৮৮
লা ওয়ারিস ব্যক্তির সম্পদ একজনকে দেওয়া হল– ৪৮৮
যাদের ভাই বোন ওয়ারিস হবে– ৪৮৯
মিরাসের ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালা করলেন– ৪৮৯
সম্পদে কন্যা ও ভগ্নি অর্ধেক পাবে– ৪৮৯
দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ নিয়ামত হিসেবে পেল– ৪৮৯
নানী এবং দাদী মিরাসের অংশ পাবে– ৪৮৯
দাদী ছেলের সাথে থেকেও নাতীর মিরাস পাবে– ৪৮৯
ভাই পুত্র ভাইঝির ওয়ারিস হয় না– ৪৯০
ফারায়েয শিক্ষা করা ফরজ– ৪৯০
রাসূল কর্তৃক যাহ্হাককে লিখিত নির্দেশ– ৪৯০
তামীমদারী কর্তৃক রাসূল (স) প্রশ্ন– ৪৯০
উত্তরাধিকারী না থাকলে যে কেউ তার সম্পদ পাবে– ৪৯০
যে মালের ওয়ারিস হয় সে ওলার ওয়ারিস হয়– ৪৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিরাস ইসলামের নীতি অনুসারেই করতে হবে– ৪৯০

বিংশ অধ্যায়

অসিয়তের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অসিয়তনামা লিখে রাখা উচিত– ৪৯০
তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা যায়– ৪৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা ইসলামের বিধান– ৪৯১
ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত নেই– ৪৯১
অসিয়ত দ্বারা সম্পদের ক্ষতি করলে আল্লাহ বেজার হন– ৪৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসিয়াত করে মৃত্যুবরণ করা ভাল– ৪৯১
মুসলমান ব্যতীত আখিরাতের কোন মূল্য নেই– ৪৯১
মিরাসের অংশ নিয়ে গোলমাল উচিত নয়– ৪৯২

একবিংশ অধ্যায়
বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়াবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুবকের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে– ৪৯২
বিয়ে করা ইসলামের একটি বিধান– ৪৯২
চার কারণে নারীকে বিয়ে করা হয়– ৪৯২
নারী হল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ– ৪৯২
নারীদের মধ্যে উত্তম নারী কোরাইশী নারী– ৪৯২
নারীরাই পুরুষের জন্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর– ৪৯২
দুনিয়া এবং নারী জাতি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার আবশ্যক– ৪৯২
তিনটি বস্তুতে অকল্যাণ রয়েছে– ৪৯২
রাসূল (স) কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে বলতেন– ৪৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আবশ্যক– ৪৯৩
দ্বীনদারী ও চরিত্রকে প্রধান্য দিয়ে বিয়ে দিতে হয়– ৪৯৩
অধিক সন্তান প্রসবকারী মহিলাদের বিয়ে করা উচিত– ৪৯৩
কুমারী মেয়ে বিয়ে করা ভাল– ৪৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ হল উত্তম বন্ধন– ৪৯৩
স্বাধীন নারী বিয়ে করা উচিত– ৪৯৩
নেককার স্ত্রী একটা বিরাট সম্পদ– ৪৯৩
বিয়ে করলে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ হয়– ৪৯৩
যে বিয়েতে কষ্ট কম তাই উত্তম বিয়ে– ৪৯৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়
পাত্র-পাত্রী দেখা ও পর্দার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহিতা নারীর সাথে এক বিছানায় শয়ন করা নিষেধ– ৪৯৪
দেবর নারীর জন্য যমের সমতুল্য– ৪৯৪
স্ত্রীলোকেরা মহারাম ব্যতীত অন্য পুরুষ দেখা হারাম– ৪৯৪
কোন মেয়ের বুকের প্রতি দৃষ্টি পড়লে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হয়– ৪৯৪
নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়– ৪৯৪
আনছারী মহিলাদের চোখে একটা দোষ ছিল– ৪৯৪
কোন নারীর অপর নারীর সাথে বেশি মাখামাখি করা উচিত নয়– ৪৯৪
এক পুরুষ অন্য পুরুষের গোপনিয় অঙ্গের দিকে নজর করবে না– ৪৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের জন্য নারীর জায়েয অঙ্গ ভালভাবে দেখতে নির্দেশ– ৪৯৪
বিয়ে করার পূর্বে ভাল করে দেখা উচিত– ৪৯৫
অন্য স্ত্রীকে দেখে মনসংযোগ হলে স্ত্রীর কাছে যেতে হয়– ৪৯৫
নারীরা বের হলে শয়তান তার পেছনে চলে– ৪৯৫
অন্য নারীকে হঠাৎ একবার দেখা যায়– ৪৯৫
দাসী অন্যে বিয়ে করলে তার অঙ্গের দিকে আর তাকানো যাবে না– ৪৯৫
মানুষের রাণও একটি আবরণীয় অঙ্গ– ৪৯৫
রাণ প্রকাশ করা উচিত নয়– ৪৯৫
রাণ বের করে রাখা গোনাহ– ৪৯৫
কখনো উলঙ্গ হওয়া জায়েয নেই– ৪৯৫
অন্ধ থেকেও নারীদের পর্দা করতে হবে– ৪৯৫
আল্লাহ পাককে বেশি লজ্জা করা উচিত– ৪৯৬
কোন নারী এবং পুরুষ একত্র হলে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হয়– ৪৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

যে মহিলার স্বামী ঘরে নেই তার কাছে যাওয়া উচিত নয়– ৪৯৬
দাসের সাথে দেখা দেয়া যায়– ৪৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নপুংসক থেকেও পর্দা করতে হবে– ৪৯৬
উলঙ্গ হওয়া কোন ক্রমেই জায়েয নেই– ৪৯৬
লজ্জাস্থানের দিকে নজর করা উচিত নয়– ৪৯৬
হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে অবনত হবে– ৪৯৬
ইচ্ছা করে দৃষ্টিকারীর প্রতি লানত– ৪৯৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
বিবাহেওলী ও কনের অনুমতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনুমতি ব্যতীত প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের বিয়ে দেওয়া যাবে না– ৪৯৭
বিয়ের সময় অনুমতি নিতে হয়– ৪৯৭
বিয়ে পছন্দ না হলে ভেঙ্গে দেওয়া যায়– ৪৯৭
বাল্য বিবাহ ইসলামে জায়েয– ৪৯৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওলী ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়েয নেই– ৪৯৭
ওলী ব্যতীত বিবাহ করলে সে বিবাহ অশুদ্ধ হবে– ৪৯৭
প্রমাণ ব্যতীত বিয়ে হলে যিনাকার বলে সাব্যস্ত হবে– ৪৯৭
প্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম বালিকাকে বিয়ের ব্যাপারে অনুমতি চাইতে হবে– ৪৯৭
মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন দাস বিয়ে করলে সে ব্যভিচারী– ৪৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলে তা বাতিল করা যায়– ৪৯৮
একজন নারী অন্য নারীকে বিয়ে দিতে পারে না– ৪৯৮
সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উত্তম নাম রাখবে– ৪৯৮
তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে মেয়ের বার বছর পূর্ণ হলে বিয়ে দিতে হবে– ৪৯৮

চতুর্বিংশ অধ্যায়
বিবাহের ঘোষণা, খুতবা ও শর্ত ইত্যাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বলতেন না আগামীকাল কি হবে– ৪৯৮
আনছাররা আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে– ৪৯৮
হযরত আয়েশাকে বেশি ভালবাসতেন– ৪৯৮
লজ্জাস্থান হালাল করার জন্য বিয়ে করতে হবে– ৪৯৮
একজনের বিয়ের প্রস্তাব দিলে সেখানে অন্যের প্রস্তাব দেওয়া উচিত নয়– ৪৯৮
কোন নারীর উচিত নয় তার বোনের তালাক চাওয়া– ৪৯৯
শেগার করা ইসলামে নিষেধ– ৪৯৯
মোতা বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন– ৪৯৯
আওতাস যুদ্ধে তিন দিনের জন্য মোতা বিয়ের অনুমতি ছিল– ৪৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই একথা বল বড় প্রশংসা– ৪৯৯
খোতবা দিলে তাতে তাশাহ্হুদ থাকতে হবে– ৪৯৯
যে কোন কাজে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করবে– ৫০০
বিবাহ মসজিদে হওয়া এবং তাতে দফ বাজানো উচিৎ– ৫০০
বিবাহে দফ বাজানো কর্তব্য– ৫০০
বিবাহে গানের আয়োজন থাকা কর্তব্য– ৫০০
আনসারী মহিলাগণ গান পছন্দ করতেন– ৫০০
ওলী ও ব্যবসায়ী সম্পর্কে সাবধানতা– ৫০০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর হালাল জিনিস হারাম করা নিষেধ– ৫০০
মোতা বিবাহ কার্যত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল– ৫০০
প্রথম দিকে বিয়ের সময় গানের অনুমতি ছিল– ৫০০

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
যাদের সাথে বিবাহ হারাম
প্রথম পরিচ্ছেদ

একবার কিংবা দুবার দুধ চুষলে হারাম হবে না— ৫০১
কেউ যদি দশবার কোন নারীর দুধ খায় তবে তা হারাম— ৫০১
সবাই দুধ খেলে দুধ ভাই হবে না— ৫০১
দুধ ভাইয়ের বিয়ে হারাম— ৫০১
কোন নারীকে তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম— ৫০১
দুধ সম্পর্কের কারণে যা হারাম, রক্ত সম্পর্কে তা হারাম— ৫০১
নারী চাচার সাথে দেখা দিতে পারবে— ৫০১
ভাতিজীকে বিয়ে করা যায় না— ৫০১
যুদ্ধ বন্দীগণ বণ্টন হওয়ার পর তাদের সাথে সহবাস বৈধ— ৫০২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফুফু ভাইঝি একসাথে বিবাহ হারাম— ৫০২
মাকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম— ৫০২
দুধ খাওয়ার পর পেটে যেতে হবে তবে হারাম— ৫০২
একটি দাস অথবা দাসী মুক্ত করলে দুধের হক আদায় হবে— ৫০২
দুধ মাতাকে আপন মাতার সম্মান করতে হয়— ৫০২
চারজন স্ত্রী একসাথে বিবাহে রাখা যায়— ৫০২
চারজন স্ত্রী একসাথে রাখা জায়েয আছে— ৫০২
দুই আপন বোন এক সাথে বিবাহে বন্ধনে থাকতে পারবে না— ৫০২
মুসলমানের স্ত্রী মুসলমান হতে হবে— ৫০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীর কন্যাকে বিয়ে করা হারাম— ৫০৩
সৎ মাকে বিবাহ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম— ৫০৩

ষড়বিংশ অধ্যায়
মিলন বা আযল সম্পর্কে বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

আযল করার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর অনুমতি নেই— ৫০৩
স্ত্রী সহবাসে কোন বাধা নিষেধ নেই— ৫০৩
রাসূল (স)-এর আমলে আযল করা হত— ৫০৩
আল্লাহ নির্ধারিত যা তা আসবেই— ৫০৩
আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন তা সৃষ্টি করেন— ৫০৪
আযল করা উচিত নয়— ৫০৪
আযল হল জীবন্ত সন্তান প্রোথিত রাখা— ৫০৪
স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়— ৫০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীগণ পুরুষের ক্ষেতস্বরূপ— ৫০৪
আল্লাহ যা সত্য তা বলতে লজ্জা করেন না— ৫০৪
স্ত্রীর পিছনের রাস্তায় সহবাস করা হারাম— ৫০৪
স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন— ৫০৪
পুরুষের সাথে সহবাস করলে দোযখী হবে— ৫০৪
আযল করা গুপ্তভাবে সন্তান হত্যা করার সমান— ৫০৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারীর অনুমতি নিয়ে আযল করতে পারে— ৫০৪

সপ্তবিংশ অধ্যায়
দাসত্ব থেকে মুক্তি ও বিচ্ছেদ সম্পর্কে বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বারীরাকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে— ৫০৫
স্বাধীনা মহিলা দাসদের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে— ৫০৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীর আগে স্বামীর স্বাধীন হতে হবে— ৫০৫
স্বাধীনা স্ত্রীর ইচ্ছায় বিবাহ ছিন্ন করতে পারে— ৫০৫

অষ্টবিংশ অধ্যায়
বিবাহের মোহরানার গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের বদলে বিবাহ জায়েয আছে— ৫০৫
রাসূল (স)-এর স্ত্রীদের মোহর ছিল পাঁচশত দেরহাম— ৫০৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারীদের মোহর বৃদ্ধি করা উচিত নয়— ৫০৬
এক অঞ্জলি ছাতু হলেও মহার আদায় করতে হবে— ৫০৬
এক জোড়া চপ্পলের বিনিময়ে বিয়ে হল— ৫০৬
পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের মত মোহর ধার্য করতে হয়— ৫০৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা)-এর মোহর ছিল চার হাজার দেরহাম— ৫০৬
ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে মোহর ধার্য করা যায়— ৫০৬

উনত্রিশতম অধ্যায়
বিবাহের ওলীমা
প্রথম পরিচ্ছেদ

একটি খেজুর পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে মোহর আদায় হয়— ৫০৬
রাসূল (স) একটি ভেড়া দিয়ে ওলীমা করলেন— ৫০৭
যয়নব (রা)-এর বিয়ের ওলীমা গোশত রুটি ছিল— ৫০৭
মুক্তিপণকে মোহর ধার্য করলেন— ৫০৭
খেজুর ও পনির দিয়ে ওলীমা করা হয়েছিল— ৫০৭
দুই মুদ যব দিয়ে ওলীমা করা হয়েছিল— ৫০৭
বিবাহের দাওয়াত কবুল করতে হয়— ৫০৭
বিবাহের দাওয়াতে যোগদান করে ইচ্ছা করলে যেতে পারে— ৫০৭
সবচেয়ে মন্দ খানা হচ্ছে যেখানে গরীব নেই— ৫০৭
বিনা দাওয়াতে খাওয়া জায়েয নেই— ৫০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্প হলেও ওলীমা করতে হয়— ৫০৭
নকশা করা ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়— ৫০৮
নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়া উচিত— ৫০৮
নিকটতম প্রতিবেশীই প্রথমে গ্রহণযোগ্য— ৫০৮
বিয়ের তৃতীয় দিনের খানা নাম প্রকাশের জন্য— ৫০৮
নাম প্রকাশের খানা খাওয়া উচিত নয়— ৫০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিতা মূলক খানা খাওয়া উচিত নয়— ৫০৮
ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করা যাবে না— ৫০৮
মুসলমানের বাড়ীতে গেলে খানা খাওয়া উচিত— ৫০৮

ত্রিশতম অধ্যায়
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা
প্রথম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীদের সাথে সমতা রক্ষা করতে হয়— ৫০৮
হযরত সাওদা (রা) তাঁর পালা হযরত আয়েশা (রা)-কে দেন— ৫০৯
ইন্তেকালের পূর্বে রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে ছিলেন— ৫০৯
সফরে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা যায়— ৫০৯
কুমারী নারী বিবাহ করলে একাধারে তিন দিন তার ঘরে থাকবে— ৫০৯
অবিবাহিতার জন্য সাত রাত নির্ধারিত করা হয়েছে— ৫০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতেন— ৫০৯
স্ত্রীদের সাথে ন্যায় বিচার না করলে কিয়ামতে অর্ধাঙ্গ হয়ে উঠবে— ৫০৯
সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন হযরত সাফিয়্যা (রা)— ৫০৯

বিষয় পৃষ্ঠা

একত্রিশতম অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত আয়েশা (রা) বর্শা খেলা দেখেছেন- ৫১০
হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর প্রতি নাখোশ হলে বলতেন ইব্রাহীমের খোদা- ৫১০
নারীদেরকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে- ৫১০
নারী কখনো সোজা হয় না বাঁকাই থাকে- ৫১০
কোন মুমিন অন্য মুমিনকে শত্রু ভাবে না- ৫১০
হযরত হাওয়া (আ) না হলে নারীরা স্বামীর ক্ষতি করত না- ৫১০
নিজের স্ত্রীকে দাসীর মত মারধর করা উচিত নয়- ৫১০
হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর ঘরে এসেও পুতুল খেলতেন- ৫১০
স্ত্রীকে স্বামী বিছানায় ডাকলে যেতে হবে- ৫১১
না পেয়ে বললে দ্বিগুণ মিথ্যুক হবে- ৫১১
রাসূল (স) স্ত্রীদের থেকে একমাস পৃথক ছিলেন- ৫১১
নবী (স)-এর স্ত্রীগণ খোরপোশ দাবী করেছেন- ৫১১
আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল (স)-এর ইচ্ছা পূরণ করেছেন- ৫১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সাথে আয়েশা (রা) দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন- ৫১২
নিজ পরিবারের প্রতিটি ভাল লোকই সবচেয়ে ভাল- ৫১২
স্ত্রীলোকের বেহেশতে গমন সবচেয়ে সহজ- ৫১২
স্ত্রী স্বামীকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করবে- ৫১২
স্ত্রী যদি তার স্বামী সন্তুষ্ট রেখে যায় সে বেহেশতী- ৫১২
স্বামীর প্রয়োজনে ডাকলে স্ত্রীর আসতে হবে- ৫১২
স্বামীকে স্ত্রীর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়- ৫১২
নিজে যা খাবে স্ত্রীকে তা খাওয়াবে- ৫১২
স্ত্রীকে বুঝিয়ে রাখতে হবে- ৫১২
উত্তম ব্যবহারকারী ব্যক্তিই উত্তম মুমিন- ৫১৩
যার ব্যবহার ভাল সেই উত্তম- ৫১৩
হযরত আয়েশা (রা) পুতুল দিয়ে খেলতেন- ৫১৩
নারীদের অনর্থক মারধর করতে নিষেধ করা হয়েছে- ৫১৩
কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া নিষেধ- ৫১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা যাবে না- ৫১৩
আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা হারাম- ৫১৪
তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না- ৫১৪
যে স্ত্রীর চেহারা দেখলে স্বামীর মন জুড়ায় সে স্ত্রীই ভাল- ৫১৪
কৃতজ্ঞ অন্তর আল্লাহর কাছে প্রিয়- ৫১৪
মানুষকে সিজাদ করা হারাম- ৫১৪
স্ত্রীকে মারধরের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে না- ৫১৪

সপ্তম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ক্রীতদাস মুক্তির সওয়াব

প্রথম পরিচ্ছেদ

দাসকে মুক্ত করলে দোযখ থেকে অব্যাহতি পাবে- ৫১৫
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও জিহাদ করা সবচেয়ে উত্তম কাজ- ৫১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে মসজিদ তৈরি করল সে বেহেশতে ঘর তৈরি করল- ৫১৫
প্রাণী ও গোলাম মুক্তকারী বেহেশত পাবে- ৫১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাসত্ব মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করতে হয়- ৫১৬
হত্যার পরিবর্তে গোলাম আযাদ করলে মুক্তি- ৫১৬

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

অসুস্থ দাসমুক্ত ও আত্মীয় ক্রয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক ব্যক্তি ছয়জন ক্রীতদাস মুক্ত করলেন- ৫১৬
যৌথ মালিকানার দাস একজনে মূল্য পরিশোধ করতে পারে- ৫১৬
ক্রীতদাসের অংশ ছেড়ে দিলে মুক্ত- ৫১৬
পিতা যদি দাসত্বে থাকে সন্তান মুক্ত করতে পারে- ৫১৭
একটি দাসের মূল্য আটশত দেরহাম- ৫১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রয় সূত্রে কোন মাহরামের মালিক হলে সে মুক্ত- ৫১৭
মালিকের মৃত্যুতে দাসী মুক্ত হন- ৫১৭
দাসী ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে- ৫১৭
গোলামের কাছে নিজের সম্পদ থাকলে সে পাবে- ৫১৭
গোলামের অংশ হিসাবে মুক্ত হয় না- ৫১৭
একজন দাসকে স্বাধীন করার পরেও রাসূল (স)-এর কাছে রইল- ৫১৭
দশ উকিয়া বাকী থাকলেও ক্রীতদাস মুক্ত হবে না- ৫১৮
ক্রীতদাস মুক্তির পরিমাণে সম্পদের মালিক হয়- ৫১৮
এক দেরহাম বাকী থাকলেও সে আজাদ নয়- ৫১৮
গোলামকে মুক্ত করার মত অর্থ থাকলে পর্দা করতে হবে- ৫১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত আয়েশা (রা) অনেক গোলাম আযাদ করেছেন- ৫১৮
ক্রীতদাস ক্রয়ের সময় তার সম্পদের লাভের কথা বলতে হয়- ৫১৮
মাতার পক্ষ থেকে সন্তান গোলাম আযাদ করতে পারে- ৫১৮

তৃতীয় অধ্যায়

শপথ ও মান্নাত পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তর পরিবর্তনকারী প্রভুর শপথ করতে হয়- ৫১৯
বাপ-দাদার নামে শপথ করা জায়েয নেই- ৫১৯
প্রতিমার নামে শপথ করা হারাম- ৫১৯
সঙ্গীকে জুয়ার আহ্বান করলে সদকা দিতে হয়- ৫১৯
সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা জায়েয নেই- ৫১৯
কসমের বিপরীত করলে কাফফারা আদায় করতে হয়- ৫১৯
নেতৃত্ব চেয়ে নিলে সে অযোগ্য বলে বিবেচিত- ৫১৯
শপথ করার পর ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হয়- ৫২০
কসমের কাফফারা আদায় করতে হয়- ৫২০
সততা প্রমাণের জন্য শপথ করতে হয়- ৫২০
শপথকারী উদ্দেশ্যের উপর প্রযোজ্য হবে- ৫২০
অনর্থক কসমের জন্য আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না- ৫২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিশ্চিত না হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করা উচিত নয়- ৫২০
গায়রুল্লাহর নামে শপথ করলে শেরেক করা হয়- ৫২০
আমানত শব্দের দ্বারা শপথ করা জায়েয নেই- ৫২০
আমি ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন একথা বলা উচিত নয়- ৫২০
শপথ করা যায় যে শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ- ৫২০
শপথ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়- ৫২০
কসম করে ইনশাআল্লাহ বললে বিপরীত কাজ করলেও গোনাহগার হবে না- ৫২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রয়োজনে কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা আদায় করতে হয়- ৫২১

চতুর্থ অধ্যায়

মান্নত করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মান্নত তকদীর পরিবর্তন করে না- ৫২১
আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করলে তা অবশ্যই করতে হবে- ৫২১
গুনাহের কাজের মান্নত পুরা করবে না- ৫২১

বিষয় | পৃষ্ঠা

মান্নতেরও কাফফারা দিতে হয়– ৫২১
অনর্থক কসম ভঙ্গ করা যায়– ৫২১
যে মান্নত কষ্ট হয় আল্লাহ তা পছন্দ করেন না– ৫২২
পিতা-মাতার মান্নত সন্তান আদায় করতে পারে– ৫২২
সমস্ত সম্পদ সদকা করা উচিত নয়– ৫২২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুনাহের কাজে মান্নত করবে না– ৫২২
অনির্দিষ্ট জিনিসের মান্নত করলে কাফফারা দিতে হবে– ৫২২
আল্লাহর নাফরমানীর কাজে মান্নত করবে না– ৫২২
রাসূল (স) মান্নত পুরো করার আদেশ দিলেন– ৫২২
এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করা যায়– ৫২৩
শপথ ভঙ্গের নির্দেশ দিলেন– ৫২৩
পায়ে হেঁটে হজ্জ করার শপথের কাফফারা দিতে হল– ৫২৩
একজন মান্নত করল খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় হজ্জ করবে– ৫২৩
আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে কসম পুরো করবে না– ৫২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক কাজের মান্নত আল্লাহর ওয়াস্তে হয়– ৫২৩
মান্নতের কাফফারা একটি দুম্বা কোরবানী দেওয়া– ৫২৪

পঞ্চম অধ্যায়
কেসাস পর্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন রক্তপাতের বিচার আগে হবে– ৫২৪
মুসলমানকে হত্যার বিধান নেই– ৫২৪
তিনটি কালে রক্ত হালাল নয়– ৫২৪
মুমিন তার দ্বীনের ব্যাপারে প্রশান্ত থাকে– ৫২৪
কালেমা পড়ার পর হত্যা করা যাবে না– ৫২৫
কোন মুজাহিদকে হত্যা করলে দোযখী– ৫২৫
আত্মহত্যা করা মহাপাপ– ৫২৫
ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলে দোযখে তাই করবে– ৫২৫
মানুষ আত্মহত্যা করলে জাহান্নামী হবে– ৫২৫
স্বেচ্ছায় নষ্ট করলে আল্লাহ পূরণ করেন না– ৫২৫
রক্তমূল্য পরিশোধ করাই ইসলামের বিধান– ৫২৬
যে পরিমাণ অপরাধ করবে শাস্তি সে পরিমাণ দিতে হবে– ৫২৬
দাঁতের পরিবর্তে দাঁত ভেঙে ফেলার আদেশ দিলেন– ৫২৬
কিতাব বোঝার জ্ঞান আল্লাহ পাক দান করেন– ৫২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানকে হত্যা করা জঘন্য কাজ– ৫২৬
সকলে মিলে যদি একজন মুমিনকে হত্যা করে তবে সবাই দোষী– ৫২৬
নিহত ব্যক্তি হন্তার কপালের চুল ধরবে– ৫২৭
হত্যা সম্পর্কে হযরত উসমানের জিজ্ঞাসা– ৫২৭
অন্যায়ভাবে হত্যা করলে সে দোযখী– ৫২৭
মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে তার গোনাহ ক্ষমা হবে না– ৫২৭
সন্তানকে হত্যা করলে পিতার কাছ থেকে কেসাস নেবে না– ৫২৭
সন্তানের অপরাধ পিতার ওপর পড়ে– ৫২৭
পুত্র হতে পিতার কেসাস নেওয়া যায়– ৫২৭
যে কোন হত্যার পরিবর্তে হত্যা করাই ইসলামের বিধান– ৫২৭
নিহত ব্যক্তির রক্ত মূল্য বাবদ একশত উট দিতে হবে– ৫২৮
অমুসলিমদের মোকাবিলায় সকল মুসলমান এক অভিন্ন– ৫২৮
খুনের পরিবর্তে তিনটির যে কোন একটি নিতে পারবে– ৫২৮
স্বেচ্ছায় হত্যা করলে কেসাস ওয়াজিব হয়– ৫২৮
রক্তমূল্য গ্রহণ করার পর হত্যা করলে তার কাছে থেকে কেসাস নেবে– ৫২৮
আহতকারীকে ক্ষমা করলে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন– ৫২৮

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একজন লোককে যে কয়জনে হত্যা করবে সবই দোষী– ৫২৮
একজনকে দুজনে হত্যা করলে যে মূলত হত্যা করেছে সেই হত্যার যোগ্য– ৫২৯
নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন হত্যাকারীকে ধরবে– ৫২৯
হত্যাকারীর ব্যাপারে সহায়তা করা জায়েয নেই– ৫২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়
হত্যার বিনিময় সংক্রান্ত বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

কণিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী সমান– ৫২৯
গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করলে ক্রীতদাস মুক্ত করতে হয়– ৫২৯
ভ্রূণ হত্যাকারীকে একটি ক্রীতদাস আজাদ করতে হবে– ৫২৯
ভ্রূণ হত্যাকারীর দিয়ত মূল্য একটি দাস মুক্ত করা– ৫২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হত্যার দিয়ত একশত উট দিতে হবে– ৫৩০
নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ক্ষমা করতে পারে– ৫৩০
প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট দিয়ত দিতে হবে– ৫৩০
উভয় হাতের পায়ের আঙ্গুলীর দিয়ত সমান– ৫৩০
দিয়তের ব্যাপারে সমস্ত দাঁতই সমান– ৫৩০
পশুর যাকাত এক জায়গায় বসে উসুল করা জায়েয নেই– ৫৩০
ভুলবশত হত্যার দিয়ত মূল্য একশত উট– ৫৩১
দিয়ত মূল্য হযরত ওমর পরিবর্তন করেননি– ৫৩১
দিয়তের পরিমাণ বার হাজার দিরহাম– ৫৩১
হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পদের মালিক হবে না– ৫৩১
দিয়ত পরিশোধ করলে তাকে হত্যা করা যাবে না– ৫৩১
চোখ নষ্ট হওয়ায় এক-চতুর্থাংশ ধার্য করলেন– ৫৩১
গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করলে একটি ঘোড়া ক্ষতিপূরণ দেবে– ৫৩১
অনভিজ্ঞ ডাক্তারের হাতে রোগী মারা গেলে ডাক্তার দোষী হবে– ৫৩২
অনেক সময় বিচারে কিছু ছাড় দিতে হয়– ৫৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন প্রকারের উট দিয়ে দিয়ত পরিশোধ করতে হয়– ৫৩২
তিন ধরনের উট দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে হয়– ৫৩২
ভ্রূণ হত্যার কারণে অবশ্য দিয়তস্বরূপ একটি দাসী মুক্ত করতে হবে– ৫৩২

সপ্তম অধ্যায়
যে সমস্ত অপরাধ ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না
প্রথম পরিচ্ছেদ

পশুর আঘাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই– ৫৩২
ঝগড়া করে দাঁত পড়লে দিয়ত মূল্য নেই– ৫৩২
নিজের মাল সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ– ৫৩৩
সম্পদ লুণ্ঠনকারীকে হত্যা করলে শহীদ হবে– ৫৩৩
অন্যের ঘরে উঁকি দেওয়া জায়েয নেই– ৫৩৩
দরজার ছিদ্রে উকি দিলে চোখ ফুটো করে দেওয়া যায়– ৫৩৩
কাঁকর নিক্ষেপ করা উচিত নয়– ৫৩৩
বাজারে তীর নিয়ে গমন করলে তীরের আগা ধরে রাখবে– ৫৩৩
অস্ত্রের দ্বারা কারও প্রতি ইশারা করা উচিত নয়– ৫৩৩
লোহার অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা উচিত নয়– ৫৩৩
অস্ত্রধারণকারী আমাদের দলভুক্ত নয়– ৫৩৩
যে মুসলমানদের ওপর তলোয়ার উত্তোলন করল সে মুসলমান নয়– ৫৩৪
সরকারী খাজনার ব্যাপারে সহনশীল হতে হবে– ৫৩৪
অচিরেই একদল অত্যাচারী লোক দেখবে– ৫৩৪
দু'প্রকারের লোক জাহান্নামী হবে– ৫৩৪
মুখে মারধর করা উচিত নয়– ৫৩৪

৭—

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি নেয়ার পূর্বে ঘরের পর্দা সরান উচিত নয়- ৫৩৪
তলোয়ার খাপের মধ্যে রাখতে হয়- ৫৩৪
ফিতা দু'আঙ্গুল দিয়ে চেরা উচিত নয়- ৫৩৪
দ্বীনের ব্যাপারে নিহত হলে শহীদ হবে- ৫৩৫
জাহান্নামের দরজা সাতটি- ৫৩৫

অষ্টম অধ্যায়
শপথবিষয়ক বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

উপযুক্ত সাক্ষী ব্যতীত হত্যার বিচার করা যাবে না- ৫৩৫
সাক্ষী ব্যতীত হত্যার বিচার করা যাবে না- ৫৩৫

নবম অধ্যায়
ধর্মত্যাগী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে হত্যা করা
প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ব্যতীত আগুনের শাস্তি কেউ দিতে পারে না- ৫৩৬
আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ- ৫৩৬
এক ধরনের যুবক হবে যারা ধর্মের কথা বলবে মূলত তারা ঈমানদার নয়- ৫৩৬
একটি দল হবে সত্যের অধিক নিকটবর্তী- ৫৩৬
কাফেররা পরস্পরে কাটাকাটি করবে- ৫৩৬
দু মুসলমানে একে অপরের উপর অস্ত্র উত্তোলন করলে উভয়ে জাহান্নামী- ৫৩৬
চুরি করার অপরাধে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হল- ৫৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের অঙ্গ কেটে বিকলাঙ্গ করা জায়েয নেই- ৫৩৭
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না- ৫৩৭
রাসূল (স) বলেছেন অচিরেই উম্মতের মধ্য মত বিরোধ দেখা দেবে- ৫৩৭
আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীকে হত্যা করার হুকুম- ৫৩৭
একজন মুসলমানকে অনর্থক ভয় দেখান জায়েয নেই- ৫৩৭
খেরাজী জমি ক্রয় করা জায়েয নেই- ৫৩৭
কাফেরদের অবস্থানে মুসলমানদের থাকা ঠিক নয়- ৫৩৭
ঈমানদার লোক অনেক অন্যায় কাজ থেকে নিরাপদ থাকে- ৫৩৮
শিরক করলে হত্যা করা জায়েয- ৫৩৮
এক মহিলার রক্তমূল্য ক্ষমা করা হল- ৫৩৮
জাদুকরকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে হয়- ৫৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রদোহীকে হত্যা করা জায়েয আছে- ৫৩৮
শেষ যমানার লোকেরা কোরআন পড়বে গলধঃকরণ হবে না- ৫৩৮
কিছু সংখ্যক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে- ৫৩৮

দশম অধ্যায়
দণ্ডবিধি পর্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা- ৫৩৯
অবিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে একশত চাবুক মারতে হবে- ৫৩৯
বিয়ের পর যিনা করলে রজম কার্যকর করতে হবে- ৫৩৯
যুবক-যুবতী যিনা করলে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে- ৫৩৯
তাওরাত কিতাবে রজমের নির্দেশ দেওয়া আছে- ৫৩৯
যিনা করার শাস্তি রজম করে হত্যা করা- ৫৪০
মায়েজ ইবনে মালেকের প্রতি মহানবীর হুকুম- ৫৪০
যিনার পর এক লোককে শাস্তি দেওয়া হল- ৫৪০
দাসী যিনা করলে চাবুক মারতে হবে- ৫৪১
দাস-দাসীদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে- ৫৪১

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যদি কেউ শাস্তির ভয়ে পালাতে চায় তখন তাকে যেতে দেওয়া উচিত- ৫৪১
দাসীর সাথে যিনা করলে রজম করতে হবে- ৫৪২
যিনার কথা স্বীকার করলে রজম করতে হবে- ৫৪২
হদের বিচার প্রার্থী হলে বিচার করা ওয়াজিব- ৫৪২
হত ব্যতীত সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে হয়- ৫৪২
মুসলমানদের ওপর যথাসাধ্য হদ মওকুফ রাখার নির্দেশ- ৫৪২
কোন মহিলাকে জোর করে যিনা করলে হদ মাফ হয়- ৫৪২
জোর করে যিনা করলে মহিলার হদ মাফ- ৫৪২
এক ব্যক্তিকে রাসূল (স) দোররা মারতে আদেশ দিলেন- ৫৪৩
একশত ছড়া বিশিষ্ট খেজুরের ডাল দিয়ে আঘাত করা- ৫৪৩
লাওয়াতাত করলে উভয়কে হত্যা করতে হবে- ৫৪৩
জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করলে জানোয়ার মেরে ফেলতে হয়- ৫৪৩
রাসূল কর্তৃক লেওয়াতাতের ভয় বেশি- ৫৪৩
অবিবাহিত যুবক যিনা করলে একশত চাবুক- ৫৪৩
মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি দেওয়া হয়- ৫৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোলামকে চাবুক মারা হল যিনার কারণে- ৫৪৩
হদ কার্যকরের সময় পালাতে চাইলে যেতে দেওয়া উচিত- ৫৪৩
ব্যভিচার দুর্ভিক্ষের প্রধানতম কারণ- ৫৪৪
লেওয়াতাতকারী আল্লাহর অভিশপ্ত- ৫৪৪
পিছনের রাস্তায় সঙ্গম কলে রহমত থেকে বঞ্চিত- ৫৪৪
জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করলে শরীয়তে তার হদ নেই- ৫৪৪
আত্মীয়দের ওপর হদ কায়েম করতে হবে- ৫৪৪
আল্লাহর নির্ধারিত হদ কায়েম করার ফযিলত- ৫৪৪

একাদশ অধ্যায়
চোরের হাত কাটার বিধান
প্রথম পরিচ্ছেদ

ফলের স্তূপ থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে- ৫৪৫
পাহাড়ে বিচরণশীল জানোয়ার চুরি করলে হাত কাটা যাবে না- ৫৪৫
ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না- ৫৪৫
আত্মসাৎকারীর হাত কাটা যাবে না- ৫৪৫
দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না- ৫৪৫
একটি ঢাল চুরির অপরাধে হাত কাটার হুকুম- ৫৪৫
একটা ডিম চুরি করলেও হাত কাটা যাবে- ৫৪৫
গাছের ফল চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না- ৫৪৫
যুদ্ধ অভিযানে থাকা অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না- ৫৪৬
প্রথমে চোরের ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটতে হয়- ৫৪৬
চোরের ডান হাত প্রথমে কাটতে হয়- ৫৪৬
চোরের গলায় কর্তিত হাত ঝুলিয়ে দেয়া হল- ৫৪৬
গোলাম চুরি করলে তাকে বিক্রয় করার হুকুম আছে- ৫৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চোরের প্রতি বদান্যতা দেখান উচিত নয়- ৫৪৬
গোলাম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না- ৫৪৬
কাফন চোরের হাত কাটা যাবে- ৫৪৬

দ্বাদশ অধ্যায়
দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ
প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর দরবারে দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ নেই- ৫৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করা- ৫৪৭
চুরি প্রমাণিত হলে হাত কাটতে হবে- ৫৪৭

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায়
মদ্যপানের শাস্তির বিধান
প্রথম পরিচ্ছেদ

মদপানকারীর জন্য শাস্তির বিধান আছে— ৫৪৭
হযরত ওমর (রা) মদ্যপানকারীকে চল্লিশ চাবুক মেরেছিলেন— ৫৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে মদপান করে তাকে দোররা মারতে হবে— ৫৪৮
রাসূল (স) মদপানকারীকে মারধর করার নির্দেশ দিলেন— ৫৪৮
মদ খেলে তাকে পেটানোর নির্দেশ— ৫৪৮
মাতলামি করার কেসাস জারি হয়নি— ৫৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মদপানের হদ নির্ধারিত হয়নি— ৫৪৯
মদপানকারীকে আশি দোররা মারতে হবে— ৫৪৯

চতুর্দশ অধ্যায়
সাজাপ্রাপ্তদের বদ দোয়া না করা
প্রথম পরিচ্ছেদ

সব অপরাধীকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়— ৫৪৯
মদপানকারীকে মারধর করা যায়— ৫৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা— ৫৪৯
হদ কার্যকর করলে পাপ মুক্ত হয়— ৫৫০
দুনিয়ার হদ কার্যকর করলে আখেরাতে শাস্তি হবে না— ৫৫০

পঞ্চদশ অধ্যায়
সতর্কতামূলক শাস্তি প্রদান
প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্যান্য শাস্তি দশ চাবুক— ৫৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখমণ্ডলে মারধর করা উচিত নয়— ৫৫০
কোন মুসলমানকে ইহুদী বললে বিশ চাবুক মারতে হবে— ৫৫০
আল্লাহর সাথে খেয়ানত করলে মারধর করা যায়— ৫৫০

ষোড়শ অধ্যায়
মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতিপ্রদর্শনের গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

নাবীয প্রস্তুত করা জায়েয নেই— ৫৫১
মদ সিরকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে না— ৫৫১
মদ ঔষধ নয় নেশা উৎপাদনকারী বস্তু— ৫৫১
খেজুর আঙ্গুর থেকে মদ উৎপন্ন হয়— ৫৫১
পাঁচ প্রকারে জিনিস দিয়ে মদ তৈরি হয়— ৫৫১
মদপান হারাম ঘোষিত হয়েছে— ৫৫১
বিতআ এক প্রকার মদ জাতীয় পানীয়— ৫৫১
প্রত্যেক নেশা উৎপন্নকারী জিনিসই মদ— ৫৫১
নেশা সৃষ্টিকারী কোন কিছুই পান করা উচিত নয়— ৫৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন মদপান করলে চল্লিশ দিন নামায কবুল হবে না— ৫৫২
যে জিনিস বেশি পান করলে নেশা হয় তা হারাম— ৫৫২
প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস হারাম— ৫৫২
খেজুর কিশমিশ থেকে মদ তৈরি হয়— ৫৫২
মদ এতিমের সম্পদ হলেও তা ঢেলে ফেলতে হবে— ৫৫২
মদের পাত্রও ভেঙে ফেলার নির্দেশ আছে— ৫৫২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপকারী জিনিস ব্যবহার নিষেধ— ৫৫২
কোন অবস্থায়ই মদ পান করা যাবে না— ৫৫২
মদ, জুয়া কুবা ও গোবায়রা প্রভৃতি নিষেধ— ৫৫২

বিষয় পৃষ্ঠা

খোটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না— ৫৫৩
মদপান করলে দোযখে পুঁজ পান করান হবে— ৫৫৩
দাইউস ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পারবে না— ৫৫৩
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে যাবে না— ৫৫৩
মদ পান করা অবস্থায় মারা গেলে দোযখী হবে— ৫৫৩
মূর্তিপূজা আর মদপানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই— ৫৫৩

সপ্তদশ অধ্যায়
প্রশাসন ও বিচার পর্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

আমীরের আনুগত্য করা অবশ্য করণীয়— ৫৫৩
শাসনকর্তার আদেশ নিষেধ মেনে চল— ৫৫৩
যে কোন শাসনকর্তার হুকুম মানতে হয়— ৫৫৪
প্রত্যেক মুসলমানের আনুগত্য করা উচিত— ৫৫৪
ন্যায় ও সৎকাজের ক্ষেত্রে আনুগত্য করতে হবে— ৫৫৪
সর্ব অবস্থায় আনুগত্য পালন করতে হয়— ৫৫৪
সাধ্যমত আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হয়— ৫৫৪
জামাত থেকে এক বিঘত দূরে সরলে জাহেলিয়াত প্রবেশ করবে— ৫৫৪
আনুগত্য ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু— ৫৫৪
যাকে লোকজন ঘৃণা করে সেই খারাপ শাসক— ৫৫৪
যে পর্যন্ত নামায পড়ে সে পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষেধ— ৫৫৫
স্বজনদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে— ৫৫৫
যার যার কর্তব্য পালন করবে— ৫৫৫
বায়আত না করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু— ৫৫৫
প্রথম জনের পর প্রথম জনের আনুগত্য করতে হবে— ৫৫৫
দুজন খলিফা দাবী করলে দ্বিতীয়জনকে হত্যা করবে— ৫৫৫
উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে শাস্তি দিতে হবে— ৫৫৬
যে ঐক্য স্পষ্ট করতে চায় তাকে হত্যা করবে— ৫৫৬
বায়আত গ্রহণ করলে আনুগত্য করতে হবে— ৫৫৬
নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নেই— ৫৫৬
মানুষ ক্ষমতার জন্য লালায়িত থাকবে— ৫৫৬
শাসকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করলে মুক্তি— ৫৫৬
শাসন ক্ষমতার প্রার্থী হতে রাসূল (স)-এর নিষেধ— ৫৫৬
শাসনভারকে যারা ঘৃণা করে তারাই উত্তম লোক— ৫৫৬
প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে— ৫৫৭
প্রতারক শাসকের জন্য বেহেশতে হারাম— ৫৫৭
প্রজাদের নিরাপত্তা বিধান না করলে দোযখী— ৫৫৭
যালেম ও নির্যাতনকারী সবচেয়ে মন্দ শাসক— ৫৫৭
শাসক বিপজ্জনক কিছু চাপিয়ে দিলে তারও বিপদ হবে— ৫৫৭
রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে— ৫৫৭
খলিফাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত দু'জন ফেরেশতা থাকে— ৫৫৭
রাসূল (স)-এর কাছে কায়স ইবনে সাদ-এর মর্যাদা— ৫৫৭
মহিলা শাসক হওয়া উচিত নয়— ৫৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে— ৫৫৮
শাসককে অপমান করতে নিষেধ করা হয়েছে— ৫৫৮
সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে সৃষ্টির আনুগত্য নেই— ৫৫৮
শাসকের যুলুম নির্যাতন তাকে ধ্বংস করবে— ৫৫৮
রাসূল (স) শাসকদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন— ৫৫৮
সরদারী ও মাতব্বরী একটি সত্য বস্তু— ৫৫৮
যালিম শাসক অচিরেই আবির্ভূত হতে থাকবে— ৫৫৮
যে লোক শিকারের পিছনে দৌড়ায় সে গাফেল হয়— ৫৫৯
যাবতীয় পদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে— ৫৫৯
অন্যায়ভাবে যাকাত ট্যাক্স ওশর আদায়কারী জাহান্নামী— ৫৫৯
কিয়ামতে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার অধিকার হবে বাদশাহগণ— ৫৫৯

বিষয় — পৃষ্ঠা

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলা জিহাদ— ৫৫৯
কল্যাণকামী শাসকের নিষ্ঠাবান উজির থাকেন— ৫৫৯
শাসকের উচিত নয় জনসাধারণের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা— ৫৫৯
মানুষের গোপন দোষত্রুটি তালাশ করা উচিত নয়— ৫৫৯
পরবর্তী শাসকরা খাজনা উঠিয়ে নিজেরা ভোগ করবে— ৫৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমীর ও শাসকেরা কেয়ামতে আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে— ৫৬০
মানুষ তকদীরকে অবিশ্বাস করবে— ৫৬০
যখন কোন মন্দ কাজ করবে সাথে সাথে কোন সৎ কাজ করবে— ৫৬০
পৃথিবীতে যে অধিক লোকের অভিভাবক কিয়ামতে তার অবস্থা— ৫৬০
শাসন পরিচালনায় ইনসাফ কায়েম করতে হয়— ৫৬০
সত্তর হিজরির গোড়ার দিকে ফেতনা বৃদ্ধি পাবে— ৫৬০
জনগণের চরিত্র অনুসারে শাসক নির্ধারিত হবে— ৫৬০
বাদশাহ জমিনে আল্লাহর ছায়া বিশেষ— ৫৬১
ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়— ৫৬১
কোন মুসলমানের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়— ৫৬১
সমস্ত রাজা-বাদশাহর অন্তর আল্লাহর হাতের মুঠোয়— ৫৬১

অষ্টাদশ অধ্যায়
শাসিত জনগনের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা
প্রথম পরিচ্ছেদ

লোকেদের সবসময় আশার বাণী শোনাতে হয়— ৫৬১
লোকেদের সাথে সহজ ও সরল ব্যবহার করবে— ৫৬১
কষ্টসাধ্য কাজ চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়— ৫৬১
বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে রাসূলের বাণী— ৫৬১
প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পতাকা থাকবে— ৫৬২
কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকের পিছনে পতাকা ঝুলোন হবে— ৫৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জনগণের অভাব অভিযোগের প্রতি শাসকের দৃষ্টি রাখতে হবে— ৫৬২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাসকদের পাতলা মিহি কাপড় পরিধান নিষেধ— ৫৬২
শাসকদের রহমতের দ্বার বন্ধ করা উচিত নয়— ৫৬২

উনবিংশ অধ্যায়
প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ভয় করা
প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচার নিজে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছালে দ্বিগুণ সওয়াব— ৫৬২
বিচারকের রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা উচিত নয়— ৫৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারকের কাজ খুব কঠিন— ৫৬৩
কোন পদ চেয়ে নেওয়া উচিত নয়— ৫৬৩
বিচারক তিন প্রকারের হয়— ৫৬৩
শাকস যদি ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করে তবে বেহেশত— ৫৬৩
ইজতেহাদ করে বিচার ফয়সালা করা যায়— ৫৬৩
দু পক্ষের আরজি শ্রবণ করে বিচার করবে— ৫৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন শাসকের বিচার হবে কঠিন— ৫৬৪
ন্যায় বিচারক শাসকবর্গের আক্ষেপ— ৫৬৪
শাসক জুলুম না করলে আল্লাহ সাহায্য করেন— ৫৬৪
হযরত ওমর ন্যায় বিচারক ছিলেন— ৫৬৪
ন্যায় বিচারকের হিসাব সমান সমান— ৫৬৪

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিংশ অধ্যায়
কর্মচারীদের বেতন নেওয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করা
প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন শুধু বন্টনকারী— ৫৬৪
গণিমতের মাল তছরুপ করা জায়েয নেই— ৫৬৫
হযরত আবু বকর (রা) বায়তুল মাল থেকে ভাতা পেতেন— ৫৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিশ্রমের বেশি গ্রহণ করা খেয়ানত— ৫৬৫
কাজ করলে তার পারিশ্রমিক অবশ্যই প্রাপ্য— ৫৬৫
অনুমতি ব্যতীত কোন মাল ভক্ষণ করা জায়েয নেই— ৫৬৫
প্রশাসক একখানা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারে— ৫৬৫
একটি সূচ পরিমাণ সম্পদ অনুমতি ব্যতীত নেওয়া জায়েয নেই— ৫৬৫
ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর উপর আল্লাহর লা'নত— ৫৬৬
রাসূল (স) কর্তৃক আমর ইবনুল আসকে উপদেশ প্রদান— ৫৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশাসককে হাদিয়া দেওয়া উচিত নয়— ৫৬৬

একবিংশ অধ্যায়
বিচার-বিধান ও সাক্ষ্যদান
প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচারে সাক্ষী হাজির করতে হবে— ৫৬৬
অর্থ-সম্পদ লাভের জন্য মিথ্যা শপথ কাজ হারাম— ৫৬৬
কসমের মাধ্যমে মুসলমানের হক দাবিয়ে রাখলে বেহেশত হারাম— ৫৬৬
মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া জায়েয নেই— ৫৬৭
ঝগড়াটে লোক অতিশয় ঘৃণিত— ৫৬৭
কসম ও সাক্ষী দ্বারা বিচার করা যায়— ৫৬৭
দাবীর পক্ষে প্রমাণের প্রয়োজন — ৫৬৭
অন্যের জিনিস দাবী করা জায়েয নেই— ৫৬৭
যে সত্য সাক্ষ্য দেয় সেই উত্তম ব্যক্তি— ৫৬৭
রাসূল (স)-এর যুগের লোক উত্তম লোক— ৫৬৭
কসম বিষয়ে লটারি করা জায়েয— ৫৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাক্ষ্য-প্রামাণ বাদীকে হাজির করতে হবে— ৫৬৮
প্রমাণবিহীন দু ব্যক্তির মধ্যে রাসূল (স)-এর ফয়সালা— ৫৬৮
দখলদারের দাবী অগ্রগণ্য— ৫৬৮
দাবী সমান হলে অর্ধেক ভাগ করা যায় — ৫৬৮
লটারির মাধ্যমে ভাগ করা যায়— ৫৬৮
আল্লাহর নামে কসম করতে হয়— ৫৬৮
আল্লাহর নামে শপথ করলে তা বিশ্বাস করতে হবে— ৫৬৮
আল্লাহর নামে কসম করলে তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট— ৫৬৮
আল্লাহর সাথে শরিক করা বড় গুনাহ— ৫৬৯
যে মিথ্যা কসম করবে সে দোযখী— ৫৬৯
মিথ্যা সাক্ষ্য দান শিরকের সমতুল্য— ৫৬৯
আমানতে খেয়ানতকারী সাক্ষ্য দিতে পারবে না— ৫৬৯
ব্যভিচারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়— ৫৬৯
শহরবাসীর পক্ষের গ্রামের লোকের সাক্ষ্য জায়েয নেই— ৫৬৯
আল্লাহ মূর্খকে নিন্দা করেন— ৫৭০
অপবাদের অভিযোগের বন্দি করা যায়— ৫৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারের সময় বাদী বিবাদী সামনে থাকবে— ৫৭০

দ্বাবিংশ অধ্যায়
জেহাদ পর্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান রাখলে বেহেশতী— ৫৭০

বিষয় পৃষ্ঠা

জিহাদকারী প্রচুর সওয়াবের অধিকারী হয়– ৫৭০
আল্লাহর পথে জিহাদকারী বেহেশতে যাবে– ৫৭০
আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তিই উত্তম– ৫৭০
ইসলামী রাজ্যের সীমান্ত পাহারা দেওয়া সওয়াবের কাজ– ৫৭১
আল্লাহর পথে জিহাদকরী সমস্ত জিনিস হতে উত্তম– ৫৭১
আল্লাহর রাস্তায় এক রাত্রি পাহারা দেওয়া অনেক সওয়াব– ৫৭১
আল্লাহর পথে যার পা মলিন হয় সে পা আগুনে স্পর্শ করবে না– ৫৭১
হত্যাকারী ব্যক্তি জাহান্নামী– ৫৭১
আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকাও সওয়াব– ৫৭১
যুদ্ধে সাহায্য করলে যুদ্ধের সমান সওয়াব পাওয়া যায়– ৫৭১
জিহাদীদের স্ত্রীর মর্যাদা যারা জেহাদে যায়নি তাদের মায়ের মত– ৫৭১
একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করলে কেয়ামতে সাতশত উট পাওয়া যাবে– ৫৭২
মুসলমানগণ কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করবে– ৫৭২
জিহাদে জখম হলে কিয়ামতের দিন রক্ত নির্গত অবস্থায় উঠবে– ৫৭২
শহীদগণ বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসতে চায়– ৫৭২
শহীদগণ তার প্রভুর কাছে রিযিকপ্রাপ্ত হন– ৫৭২
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা সবচেয়ে উত্তম আমল– ৫৭২
আল্লাহর রাস্তায় জাহিদ হলে ঋণ ব্যতীত সব মুছে দেয়– ৫৭৩
আল্লাহ দু ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন– ৫৭৩
আল্লাহর কাছে শাহাদতের মর্যাদা কামনা করলে পাওয়া যায়– ৫৭৩
হযরত হারেসা বেহেশতের বাগানে ঘুরা-ফিরা করছে– ৫৭৩
জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান– ৫৭৩
যে আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত থাকে সে-ও শহীদ– ৫৭৩
জিহাদে গমনকারীর পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ দুনিয়ায় পেয়ে যায়– ৫৭৩
জিহাদের আশা করে মৃত্যুবরণ করতে হয়– ৫৭৪
আল্লাহর দ্বীনকে উন্নত করার যুদ্ধই আসল জিহাদ– ৫৭৪
যুদ্ধ না করেও অনেক সওয়াবের ভাগী হলেন– ৫৭৪
পিতামাতার খেদমত জেহাদের সওয়াবের তুল্য– ৫৭৪
মক্কা বিজয়ের পর আর কোন কোন হিযরত নেই– ৫৭৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মতের একদল লোক সব সময় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে– ৫৭৪
যে লোক জিহাদ করেনি সে কিয়ামতে বিপদে পড়বে– ৫৭৪
মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে হবে– ৫৭৪
সালামের প্রচলন করতে হয়– ৫৭৪
মৃত্যুর সাথে সাথে আমল বন্ধ হয়ে যায়– ৫৭৪
যে লোক অল্প সময়ও জিহাদ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত– ৫৭৫
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে সওয়াব সাতশত গুণ– ৫৭৫
বাচ্চা প্রজননকারী উট আল্লাহর রাস্তায় দান করা উত্তম সদকা– ৫৭৫
আল্লাহর ভয়ে রোদনকারী দোযখে যাবে না– ৫৭৫
দুই প্রকারের চোখ আগুনে স্পর্শ করবে না– ৫৭৫
নিজ গৃহে অবস্থান করার চাইতে জিহাদে অনেক সওয়াব– ৫৭৫
সবচেয়ে বেশি ফযিলত আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরায়– ৫৭৫
হারাম জিনিস বর্জনকারীরা বেহেশতে যাবে– ৫৭৫
দরিদ্র অবস্থান দান উত্তম– ৫৭৬
শহীদদের ছয়টি বিশেষ পুরস্কার আছে– ৫৭৬
আল্লাহর সাথে দেখা করার সময় জিহাদের চিহ্ন থাকতে হবে– ৫৭৬
শহীদের হত্যার ব্যথা যেমন পিঁপড়ের দংশন সমতুল্য– ৫৭৬
আল্লাহর কাছে দুটি চিহ্ন সবচেয়ে মূল্যবান– ৫৭৬
সাধারণ কাজে সামুদ্রিক অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়– ৫৭৬
সমুদ্র ভ্রমণে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পায়– ৫৭৭
আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মৃত্যুবরণকারী বেহেশতী– ৫৭৭
জিহাদ থেকে ফিরে এলে সমান সওয়াব– ৫৭৭
মুজাহিদ গাজী পূর্ণ সওয়াব পাবে– ৫৭৭
এমন সময় আসবে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হবে– ৫৭৭

বিষয় পৃষ্ঠা

মজুর হিসেবে জিহাদের খেদমত করা ব্যক্তি গণিমত পাবে না– ৫৭৭
মালের জন্য জেহাদকারীর কোন সওয়াব নেই– ৫৭৭
আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদকারী ঘুমিয়ে থাকলেও সওয়াব পাবে– ৫৭৭
আল্লাহর প্রতি ধৈর্যধারণ করে জিহাদ করতে হয়– ৫৭৮
শাসক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এর নির্দেশে শাসন করবে– ৫৭৮
যুদ্ধে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ালোর ফজিলত– ৫৭৮
জিহাদ করতে গিয়ে দুনিয়ার কিছু কামনা করা উচিত নয়– ৫৭৮
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে সওয়াব আর কিছুতে নেই– ৫৭৮
বেহেশতের দ্বারসমূহ তলোয়ারের ছায়ার তলে– ৫৭৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জিহাদে যারা মারা যায় তারা তিন প্রকারের– ৫৭৯
এক রাত আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়ার কারণে জানাযা পড়লেন– ৫৭৯
শহীদগণ বেহেশতে সবুজ পাখীর আকারে থাকবে– ৫৭৯
মুমিন লোক তিন ভাবে বিভক্ত– ৫৭৯
কোন মানুষ একবার মারা গেলে আর দুনিয়ায় আসতে চায় না– ৫৮০
নাবালেগ সন্তান জান্নাতে যাবে– ৫৮০
জিহাদের জন্য আর্থিক সাহায্যও উপকার বয়ে আনবে– ৫৮০
শহীদ চার প্রকার হয়ে থাকে– ৫৮০

অষ্টম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

যুদ্ধের সরঞ্জাম ও প্রস্তুতি গ্রহণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু তালহা ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ– ৫৮১
ঘোড়া পালনে বরকত নিহিত আছে– ৫৮১
শত্রুর মোকাবিলায় শক্তি অর্জন করতে হয়– ৫৮১
রোম সাম্রাজ্য জয় করা– ৫৮১
তীরন্দাজের পেশা বর্জন ঠিক নয়– ৫৮১
তীর চালনা শিক্ষা র ব্যাপারে রাসূল (স)-এর নির্দেশ– ৫৮১
ঘোড়ার দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ আছে– ৫৮২
জিহাদের ঘোড়ার খানা পিনার গোবরে বরকত হবে– ৫৮২
ঘোড়ার ডান পা ও বাম হাত সাদা হওয়া ভালো নয়– ৫৮২
রাসূল (স) ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করতেন– ৫৮২
নির্ধারিত বিষয়ে সমুন্নত জিনিস অবনত হয়– ৫৮২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তীরের বরকতে তিন ধরনের লোক বেহেশতে যাবে– ৫৮২
কাফেরের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপকারী বিশেষ মর্যাদাবান– ৫৮২
ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা করা জায়েয আছে– ৫৮২
কোন কথা দৃঢ়তার সাথে বলা উচিত নয়– ৫৮৩
জালাব ও জানাব জায়েয নেই– ৫৮৩
কালো রংয়ের ঘোড়া উত্তম– ৫৮৩
খয়েরী বর্ণের ঘোড়া কপালে ও পা সাদা হলে আরও ভালো– ৫৮৩
ঘোড়ার কপালের চুল কাটা উচিত নয়– ৫৮৩
ঘোড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে হয়– ৫৮৩
হাশেমী বংশের লোকেরদের সদকা খাওয়া নিষেধ– ৫৮৩
রাসূল (স) হাদিয়া গ্রহণ করতেন– ৫৮৩
রাসূল (স)-এর তলোয়ারের বাঁট ছিল রূপোর তৈরি– ৫৮৩
রাসূল (স)-এর তরবারীতে সোনা-রূপো মোড়ানো ছিল– ৫৮৩
রাসূল (স) দুটি বর্ম পরিধান করতেন– ৫৮৪
রাসূল (স)-এর পতাকা ছিল চার কোণ বিশিষ্ট কালো রংয়ের– ৫৮৪
রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর পতাকা ছিল সাদা– ৫৮৪
রাসূল (স)-এর কালো রংয়ের বড় ঝাণ্ডা ছিল– ৫৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ঘোড়া পছন্দ করতেন– ৫৮৪
আরবী ধনুক ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন– ৫৮৪

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সফরের নির্দিষ্ট বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুকুর সাথে থাকলে ফেরেশতা থাকে না– ৫৮৪
শয়তানের বাদ্যযন্ত্র হল ঘুন্টি ও ঝুমঝুমি– ৫৮৪
রাসূল (স) বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন– ৫৮৪
রাতে একা একা সফর করা উচিত নয়– ৫৮৪
উটের গলায় গলবেড়ি হওয়া উচিত নয়– ৫৮৫
গরমের সময় দ্রুত গতিতে সফর করতে হয়– ৫৮৫
অতিরিক্ত জিনিস দান করা ভালো– ৫৮৫
সফর করা আযাবের অংশ ভোগ করা– ৫৮৫
রাসূল (স) সফর হতে ফেরার সময় সন্তানদেরকে সওয়ারিতে আরোহন করাতেন– ৫৮৫
সফরে স্ত্রীকে সওয়ারীতে রাখতে হয়– ৫৮৫
রাসূল (স) সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়িতে যেতেন না– ৫৮৫
দীর্ঘদিন সফর করলে রাতে বাড়ি ফিরতে নেই– ৫৮৫
রাতের বেলায় সফর হতে ফিরে সাথে সাথে স্ত্রীর কাছে যাবে না– ৫৮৫
রাসূল (স) সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর উট যবেহ করেছেন– ৫৮৬
রাসূল (স) সফর হতে ফিরে প্রথমে মসজিদে গমন করতেন– ৫৮৬
সফর হতে ফিরে মসজিদে দুরাকাআত নামায পড়তে হয়– ৫৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ী মাল দিনের প্রথম ভাগে পাঠানো উচিত– ৫৮৬
রাতের বেলায় সফর করা ভালো– ৫৮৬
সফরে দুজন আরোহী দুটি শয়তানের সমতুল্য– ৫৮৬
তিনজন সফরে গেলে একজন আমীর হবে– ৫৮৬
সফর সঙ্গী চার হওয়া ভালো– ৫৮৬
রাসূল (স) সফরে কাফেলার পেছনে থাকতেন– ৫৮৬
সফরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করা জায়েয় নেই– ৫৮৬
সফরে পালা করে সওয়ারিতে আরোহণ করতে হয়– ৫৮৭
পশুদেরকে আল্লাহ পাক মানুষের অধীন করে দিয়েছেন– ৫৮৭
পশুর পিঠ হতে না নামা পর্যন্ত নফল নামায নিষেধ– ৫৮৭
অন্যের বাহনে আরোহন করা উচিত নয়– ৫৮৭
শয়তানের জন্য এক প্রকার গৃহ আছে– ৫৮৭
অন্যের অসুবিধা করে সফরে গেলে সওয়াব নেই– ৫৮৭
সফর হতে ফিরে রাতের প্রথম ভাগে বাড়িতে যাবে– ৫৮৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সফরে গিয়ে বিশ্রাম করতে হয়– ৫৮৭
সফরে গেলে সঙ্গীদের খেদমত করতে হয়– ৫৮৮
ভোরে যুদ্ধে যাত্রায় সওয়াব বেশি– ৫৮৮
বাঘের চামড়া সাথে থাকলে রহমতের ফেরেশতা থাকে না– ৫৮৮

তৃতীয় অধ্যায়

কাফেরদের প্রতি দাওয়াতপত্র পেরণ ও ইসলামের দিকে আহবান

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাফের বাদশাহ কায়েসারকে দ্বীনের দাওয়াত– ৫৮৮
রাসূল (স) কিসরার শাসকের বিরুদ্ধে বদ দোআ করলেন– ৫৮৮
নাজ্জাশীকে রাসূল (স) ইসলামের দাওয়াত দিলেন– ৫৮৯
রাসূল (স) যুদ্ধের নীতিমালা নির্ধারণ করে দিলেন– ৫৮৯
তলোয়ারের ছায়ার নিচে বেহেশত অবস্থিত– ৫৮৯
রাসূল (স) খুব ভোরে যুদ্ধের ঘোষণা দিতেন– ৫৮৯
খুব ভোরে রাসূল (স) যুদ্ধ শুরু করতেন– ৫৯০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ করে ঠাণ্ডার সময়ে যুদ্ধ শুরু করতেন– ৫৯০
আসর নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করার নিয়ম– ৫৯০
আযান শুনলে সে বস্তিতে হত্যা করা যাবে না– ৫৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সঠিক পথের অনুসারীদের প্রতি সালাম– ৫৯০

চতুর্থ অধ্যায়

জিহাদ অভিযান অংশগ্রহণের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের যাওয়া জায়েয আছে– ৫৯১
মহিলাগণ যোদ্ধাদের সেবা করেছে– ৫৯১
মহিলারা যুদ্ধে যোগদান করলে তাদের হত্যা করা যাবে– ৫৯১
প্রতিটি কাজই আল্লাহর হুকুমে হয়– ৫৯১
শহীদ হলে তার ঠিকানা জান্নাতে– ৫৯১
যুদ্ধের প্রত্যেক অবস্থা গোপন রাখা ভালো– ৫৯১
যুদ্ধ একটি কলাকৌশল– ৫৯১
যুদ্ধের নারী শিশুদের হত্যা না করে বন্দী করা ভাল– ৫৯২
যুদ্ধে আগে আক্রমণ করা উচিত নয়– ৫৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি রাতে নেয়া হয়েছিল– ৫৯২
রাসূল (স) যুদ্ধের প্রতিধ্বনি শিকিয়ে দিলেন– ৫৯২
যুদ্ধে মুজাহিদদের সংকেত ছিল আবদুল্লাহ– ৫৯২
যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করতে হয়– ৫৯২
লড়ায়ের সময় আল্লাহর যিকির করতে হয়– ৫৯২
যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ– ৫৯২
উবনা বস্তির ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ– ৫৯২
শত্রুরা একেবারে নিকটে না আসা পর্যন্ত আক্রমণ করা উচিত নয়– ৫৯২
যুদ্ধের বৃদ্ধ ও চাকরদের হত্যা করা নিষেধ– ৫৯২
রাসূল (স)-এর সান্ত্বনা বাণী প্রদান– ৫৯৩
যুদ্ধের বৃদ্ধ শিশু মহিলা হত্যা করা নিষেধ– ৫৯৩
হযরত আলী (রা অন্যকে হত্যা করলেন– ৫৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তায়েফবাসীদের বিরুদ্ধে রাসূল (স)-এর আক্রমণ– ৫৯৩

পঞ্চম অধ্যায়

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিছু লোক শিকলাবদ্ধভাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে–৫৯৩
এক ব্যক্তি হত্যা করার নির্দেশ– ৫৯৪
যে হত্যা করবে তার গনীমত সেই পাবে– ৫৯৪
নেতাকে সম্মান করতে হয়– ৫৯৪
রাসূল (স)-এর মহানুভবতায় কাফের মুসলমান হল– ৫৯৪
সুপারিশ করা জায়েয আছে– ৫৯৫
একদল কাফের বন্দী হল– ৫৯৫
চব্বিশজন কোরাইশ নেতাকে কূপে নিক্ষেপ করা হল– ৫৯৫
মুক্তিপণ দিয়ে বন্দী ফেরত নেয়া যায়– ৫৯৫
সঠিক সময়ে ঈমান আনলে কামিয়াব হওয়া যায়– ৫৯৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত যয়নব (রা)-এর স্বামীর মুক্তিপণ পাঠিয়েছিলেন– ৫৯৬
আবু আযযাতুল জুমাহীকে মুক্তিপণ চাড়া মুক্তি দেয়া হল– ৫৯৬
ইবনে আবু মুয়াতকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত– ৫৯৬
বদরের যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে ফয়সালা– ৫৯৭
প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার জন্য পরীক্ষা করা হত– ৫৯৭
একদল ক্রীতদাস মক্কা হতে মদীনায় চলে এল– ৫৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দীদের হত্যা করা জায়েয নেই– ৫৯৭

বিষয় — পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়
নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান
প্রথম পরিচ্ছেদ
উম্মে হানী ছিলেন রাসূল (স)-এর ফুফী— ৫৯৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
একজন মহিলা কাউকেও নিরাপত্তা দেয় তবে তা মানতে হবে— ৫৯৮
নিরাপত্তা দানকারীকে হত্যা করা যায় না— ৫৯৮
চুক্তি ভঙ্গ করা ইসলামে জায়েয নেই— ৫৯৮
দূতকে আটক করা যায়েয নেই— ৫৯৮
দূতকে হত্যা করা নিষেধ— ৫৯৮
জাহেলী যুগের কসম পূরণ করার আদেশ— ৫৯৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
দূতকে হত্যা করা জায়েয নয়— ৫৯৯

সপ্তম অধ্যায়
গনীমতের মাল বিতরণ ও খেয়ানতের গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ
ঘোড়া সওয়ারের গণীমত অংশ তিন ভাগ— ৫৯৯
গনীমত মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করা হয়েছে— ৫৯৯
নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারী পাবে— ৫৯৯
ক্রীতদাস ও নারী গণীমতের সামান্য পাবে— ৬০০
পদাতিক সৈন্য গণীমত দু অংশ পায়— ৬০০
বিশেষ সৈনিকদের অতিরিক্ত কিছু দেয়া হত— ৬০০
গনীমত অতিরিক্ত দেয়া হত— ৬০০
পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস ফেরত পাওয়া— ৬০০
বনী হাশেম ও মুত্তালিব একই বংশের— ৬০১
বিনা যুদ্ধে বিজিত এলাকায় অংশ থাকে— ৬০১
গনীমতের মাল খেয়ানত করলে কঠিন আযাব— ৬০১
গনীমতের মাল খেয়ানত করা জঘন্যতম অপরাধ— ৬০১
গনীমতের জুতার একটি ফিতার জন্য আযাব হবে— ৬০১
গনীমতের মাল চুরি করে জাহান্নামী হল— ৬০২
মধু ও আঙ্গুর বায়তুল মালে জমা হত না— ৬০২
গনীমতের মাল গোপন ভালো নয়— ৬০২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সমস্ত উম্মতের উপর বর্তমান উম্মতের মর্যাদা— ৬০২
নিহত ব্যক্তির মাল হত্যাকারী পাবে— ৬০২
নিহত ব্যক্তির মাল পাবে হত্যাকারী— ৬০২
হিসাবের চেয়ে বেশি দেয়া জায়েয আছে— ৬০২
ঝাড় ফুঁক জায়েয আছে— ৬০২
অশ্বারোহী দু ভাগ গনীমতের মাল পেল— ৬০২
যুদ্ধ হতে ফেরার পথের যুদ্ধে গনীমতে এক তৃতীয়াংশ— ৬০৩
গনীমত হতে এক পঞ্চমাংশ বের করতে হয়— ৬০৩
পঞ্চমাংশের পর অতিরিক্ত নিহত হবে— ৬০৩
গনীমতের মাল হতে অনেকে বঞ্চিত— ৬০৩
গনীমতের খেয়ানতকারীর জানাযা পড়তেন না— ৬০৩
রাসূল (স) গনীমত প্রাপ্ত হলে সকলকে জানিয়ে দিতেন— ৬০৩
হযরত ওমর (রা) খেয়ানতকারীর সমস্ত মাল জ্বালিয়ে দেন— ৬০৩
খয়ানতকারীকে গোপন করা গোনাহের কাজ— ৬০৪
বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ক্রয় করা যাবে না— ৬০৪
গনীমত বন্টনের পূর্বে বিক্রয় নিষেধ— ৬০৪
গনীমত তছরুপ করলে জাহান্নামে যাবে— ৬০৪
রাসূল (স) বদর যুদ্ধে একখানা তরবারী অতিরিক্ত নিলেন— ৬০৪
গনীমতের জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করা যাবে না— ৬০৪
খায়বারের যুদ্ধে প্রচুর গনীমতের মাল পাওয়া গিয়েছিল— ৬০৪
এ যমনায় গনীমতের মালে খুমুস নেই— ৬০৪

বিষয় — পৃষ্ঠা
উটের গোশত বণ্টন হত না— ৬০৪
গনীমতের আত্মসাৎকারী কিয়ামতের দিন অপমানিত হবে— ৬০৪
গনীমত যত ক্ষুদ্রই হোক জমা দিতে হবে— ৬০৫
রাসূল (স)-এর গনীমতের মাল ছিল এক পঞ্চমাংশ— ৬০৫
বনী হাশেম ও মুত্তালিব একই গোত্র— ৬০৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
এক সাহাবী আবু জাহেলকে চিনিয়ে দিল— ৬০৫
দুজন বাচ্চা ছেলে আবু জেহেলকে হত্যা করল— ৬০৬
যোগ্য ব্যক্তিকে আগে দান করতে হয়— ৬০৬
যুদ্ধ ছাড়া গনীমতের মাল পাবে না— ৬০৬
দশটি বকরী একটি উটের সমান— ৬০৬
সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি যুদ্ধে যাবে না— ৬০৬
মুমিন ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না— ৬০৭

অষ্টম অধ্যায়
জিযিয়া কর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা
প্রথম পরিচ্ছেদ
মজুসীরাও জিযিয়া কর আদায় করবে— ৬০৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মুসলমানদের উপর ওশর নেই— ৬০৭
অনেক ক্ষেত্রে বলপূর্বক আদায় করা জায়েয— ৬০৭
প্রাপ্ত বয়স্কদের জিযিয়া কর নিতে হবে— ৬০৭
মুসলামানদের হতে জিযিয়া নেয়া যায় না— ৬০৭
সব জাতি জিযিয়া আদায় শর্তে মুক্তি পায়— ৬০৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
তিন দিন পর্যন্ত আথিতেয়তা করা যাবে— ৬০৮

নবম অধ্যায়
সন্ধি স্থাপন
প্রথম পরিচ্ছেদ
হোদায়বিয়ার সন্ধির বর্ণনা— ৬০৮
হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ছিল তিনটি— ৬০৯
হোদায়বিয়ার সন্ধি মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস— ৬০৯
মহিলাদের বায়আত করা যায়— ৬০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল দশ বছরের চুক্তি— ৬০৯
সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করা যাবে না— ৬০৯
মহিলাদের বায়আত গ্রহণ— ৬১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হোদায়বিয়ার সন্ধিতে সাহাবিদের দ্বিমত পোষণ— ৬১০

দশম অধ্যায়
আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়ন
প্রথম পরিচ্ছেদ
ইহুদীদের প্রতি হুশিয়ারী সংকেত— ৬১০
হযরত ওমর খায়বার হতে ইহুদীদের বহিষ্কার করলেন— ৬১১
রাসূল (স) তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন— ৬১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী নাসারা বহিষ্কার— ৬১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইহুদী নাসারা শর্তের মাধ্যমে বসতি স্থাপন করল— ৬১১

একাদশ অধ্যায়
বিনা যুদ্ধে কাফেরদের সম্পদ হস্তগত হওয়া
প্রথম পরিচ্ছেদ
আল্লাহ পাকের দেয়া সম্পদ রাসূল (স) ভোগ করতেন— ৬১১
আল্লাহ পাক রাসূল (স)-কে বনী নজীরের সম্পদ দান করলেন— ৬১২

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) গনীমতের মাল সাথে সাথে বণ্টন করতেন– ৬১২
মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামরা প্রথমে ফায়ের মাল পেত– ৬১২
আযাদ গোলামের অগ্রাধিকার বেশি– ৬১২
ফায়য়ের মাল সবই সমানভাবে পাবে– ৬১২
বিনা যুদ্ধে অর্জিত মালকে ফায় মাল বলে– ৬১২
রাসূল (স) বনী নযীরের সম্পদ হতে প্রয়োজন পূরণ করতেন– ৬১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাদাক ভূমি নবী কন্যা ফাতিমা (রা) পাননি– ৬১৩

দ্বাদশ অধ্যায়

শিকার ও যবাহ পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নামে তীর ছুঁড়তে হয়– ৬১৩
আঘাতে মৃত জন্তু খাওয়া যাবে না– ৬১৪
শিকারী কুকুরের শিকার খাওয়া যায়– ৬১৪
শিকার তীর দিয়ে মারা হলে হালাল– ৬১৪
শিকার দুর্গন্ধ না হলে খাওয়া যায়– ৬১৪
পশু জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়– ৬১৪
যমীনের সীমানা চুরি করা জায়েয নেই– ৬১৪
যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে তা দিয়ে জবেহ করা যায়– ৬১৪
পাথর দিয়ে পশু জবেহ করা যায়– ৬১৫
ধারালো চুড়ি দিয়ে পশু জবেহ করতে হয়– ৬১৫
প্রাণীকে হত্যা করার জন্য আবদ্ধ করে রাখা জায়েয নেই– ৬১৫
প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানানো ঠিক নয়– ৬১৫
প্রাণহীন বস্তুকে লক্ষ্যবস্তু বানানো যায়– ৬১৫
পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষেধ– ৬১৫
পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত দেয়া জায়েয নেই– ৬১৫
ছদকা যাকাতে পশু দাগ দিতে হয়– ৬১৫
পশুর কানে দাগ দেয়া যায়– ৬১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নাম বলে যে কোন জিনিস দিয়ে জবেহ করা যায়– ৬১৫
পশুর গলা ছাড়া অন্য জায়গায় জবেহ করা যায়– ৬১৬
শিকারী কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়– ৬১৬
তীর ছোঁড়ার পরে দিন শিকার পেলে খাওয়া যায়– ৬১৬
মাজুসীর কুকুরের শিকার খাওয়া যাবে না– ৬১৬
ইহুদী নাসারাদের পাত্র উত্তরূপে ধৌত করতে হয়– ৬১৬
খাদ্যের ব্যাপারে দ্বিধা সংকোচ থাকা উচিত নয়– ৬১৬
পশু বেঁধে দূর হতে তীর মেরে হত্যা করা জায়েম নেই– ৬১৬
হিংস্র জানোয়ারের শিকার খাওয়া জায়েয নেই– ৬১৬
জবেহ করার সময় রগ কাটতে হবে– ৬১৬
জবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চাও জবেহ করতে হয়– ৬১৭
জবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা খাঁওয়া যায়– ৬১৭
প্রাণী যত চোটই হোক হত্যা করা যাবে না– ৬১৭
জীবিত পশুর গোশত খাওয়া হারাম– ৬১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পেরেক দিয়ে উট জবেহ করল– ৬১৭
সামুদ্রিক প্রাণী জবেহ করতে হয় না– ৬১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুকুর পালন করা উচিত নয়– ৬১৭
গবাদি পশুর পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পালন করা যায়– ৬১৭
মিশকালো কুকুর হত্যা করতে হয়– ৬১৮
পাহারা দানকারী কুকুর ছাড়া অন্যগুলো মেরে ফেলবে– ৬১৮

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুকুরও আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণী– ৬১৮
পশুদের লড়াই দেখা জায়েয নেই– ৬১৮

চতুর্দশ অধ্যায়

যে সমস্ত প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিংস্র জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম– ৬১৮
যে পাখির পাঞ্জা ধারালো তার গোশত হারাম– ৬১৮
গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম– ৬১৮
যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয– ৬১৮
বন্য গাধা খাওয়া জায়েয আছে– ৬১৮
খরগোশ খাওয়া জায়েয– ৬১৯
গোসাপ খাওয়া মাকরূহ– ৬১৯
রাসূল (স) গোসাপের গোশত খেলেন না– ৬১৯
মোরগের গোশত হালাল– ৬১৯
টিড্ডি পাখি খাওয়া জায়েয আছে– ৬১৯
সমুদ্রে মৃত মাছ খাওয়া জায়েয– ৬১৯
খাওয়ার পাত্রে মাছি পড়লে ভালোভাবে ডুবিয়ে দেন– ৬১৯
ঘিয়ে ইঁদুর মরলে ইঁদুর এবং আশপাশের ঘি উঠিয়ে ফেলবে– ৬১৯
লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে– ৬১৯
জ্বিনেরা সাপের রূপ ধরে ঘরে প্রবেশ করে– ৬২০
গিরগিট হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ডে ফুঁক দিয়েছিল– ৬২০
কালসাপ দেখলে মেরে ফেলতে হয়– ৬২০
গিরগিট প্রথম আঘাতে মারতে হয়– ৬২০
একটি পিপিলিকা দংশন করার কারণে সমস্ত বস্তি জ্বালিয়ে দিল– ৬২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তরল ঘিয়ে ইঁদুর মরলে ফেলে দেবে– ৬২১
হোবারার গোশত খাওয়া যায়– ৬২১
জাল্লালার দুধ ও গোশত খাওয়া নিষেধ– ৬২১
গোসাপের গোশত খাওয়া নিষেধ– ৬২১
বিড়াল খাওয়া এবং তার মূল্য ভোগ করা হারাম– ৬২১
খচ্চরের গোশত খাওয়া হারাম– ৬২১
ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর খাওয়া না জায়েয– ৬২১
চুক্তিপত্রে আবদ্ধ জাতির মালপত্র অন্যায়ভাবে ভোগ করা যাবে না– ৬২১
মাছ ও টিড্ডির রক্ত হালাল– ৬২১
সমুদ্রের মাছ খাওয়া জায়েয– ৬২২
সকল প্রাণী হালাল নয়– ৬২২
মোরগকে গালি দেয়া নিষেধ– ৬২২
মোরগ নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়– ৬২২
সাপকে প্রথমে অনুরোধ করতে হয়– ৬২২
সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে– ৬২২
সাপ আজীবন শত্রু কাজেই মেরে ফেলতে হবে– ৬২২
সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ– ৬২২
জমজম কূপের সাপ মেরে ফেলা হয়েছিল– ৬২২
সাদা বর্ণের ছোট সাপ মারা নিষেধ– ৬২২
পাত্রে মাছি পড়লে সম্পূর্ণ মাছি ডুবিয়ে দিতে হবে– ৬২২
মাছির এক ডানায় বিষ অন্য ডানায় ঔষধ– ৬২৩
চার প্রকারের জীব হত্যা করা নিষেধ– ৬২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হারাম হালাল নির্ধারিত হয়েছে– ৬২৩
গাধার মাংস খাওয়া নিষেধ– ৬২৩
জ্বিন জাতি তিন প্রকার– ৬২৩

পঞ্চদশ অধ্যায়
আকীকার বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু জন্মের সাথে সাথে আকীকা করতে হয়- ৬২৩
শিশুদের তাহনীক করাতে হয়- ৬২৩
আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র মুহাজিরদের প্রথম শিশু- ৬২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলের জন্য দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল জবেহ করবে- ৬২৪
শিশু জন্মালে আকীকা করতে হয়- ৬২৪
চুলের ওজনে রৌপ্য দান করতে হয়- ৬২৪
প্রয়োজনে একটি পশু দিয়ে আকীকা করা যায়- ৬২৪
সন্তানের আকীকা হল পশু জবাই করা- ৬২৪
সন্তান জন্মিলে কানে আযান দিতে হয়- ৬২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিশু জন্মের সাতদিনে আকীকা করা উচিত- ৬২৪

ষোড়শ অধ্যায়
খাদ্য পর্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

প্লেটের সামনের দিক হতে খাওয়া উচিত- ৬২৪
বিসমিল্লাহ না বললে তা হয় শয়তানে খাদ্য- ৬২৫
খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বললে শয়তান দূরে চলে যায়- ৬২৫
ডান হাত দিয়ে খানা খেতে হয়- ৬২৫
বাম হাতে খাওয়া হারাম- ৬২৫
তিন আঙ্গুলে খানা খেতে হয়- ৬২৫
খাদ্য পাত্র চেটে খেতে হয়- ৬২৫
আঙ্গুল চেটে খেতে হয়- ৬২৫
প্রতিটি কাজের সাথে শয়তান উপস্থিত হয়- ৬২৫
হেলান দিয়ে খানা খাওয়া জায়েয নেই- ৬২৫
টেবিলে রেখে আহার করা উচিত নয়- ৬২৫
রাসূল (স) পাতলা রুটি দেখেন নি- ৬২৬
রাসূল (স)-এর সামনে ময়দা ছিল না- ৬২৬
খাদ্যের দোষ প্রকাশ করা জায়েয নেই- ৬২৬
মুমিন এক পাকস্থলীতে খায়- ৬২৬
তিনজনের খাবার চারজনে খেতে হয়- ৬২৬
একজনের খাবার দুজনে খেতে হয়- ৬২৬
তালবীনা রোগীর খাদ্য স্বরূপ- ৬২৬
কদু শরীরের জন্য উপযোগী- ৬২৬
গোশত খেয়ে অযু করতে- ৬২৬
মধু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী- ৬২৭
সিরকা উত্তর তরকারী- ৬২৭
ব্যাঙের ছাতা মান্না জাতীয় খাদ্য- ৬২৭
কাঁকড়ি এক ;জাতীয় ফল- ৬২৭
সব নবী-রাসূলগণই বকরী চরাতেন- ৬২৭
তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়া- ৬২৭
সাথীর অনুমতি ছাড়া একসাথে দু খেঁজুর খাওয়া নিষেধ- ৬২৭
যে ঘরে খেঁজুর নেই সে গৃহবাসী অভুক্ত- ৬২৭
আজওয়া খেঁজুর বিষ নাশক- ৬২৭
আজওয়া খেঁজুর রোগের ঔষধ- ৬২৭
নবী পরিবারের এক মাস পর্যন্ত চুলা জ্বলত না- ৬২৭
নবী পরিবার এক নাগারে দুদিন পরিতৃপ্ত আহার করেন নি- ৬২৭
নবী পরিবার সব সময় খেঁজুর ও পানি খেতেন- ৬২৮
রাসূল (স)-এর জীবন কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে- ৬২৮
রাসূল (স) রসূন পছন্দ করতেন না- ৬২৮
গন্ধ জাতীয় কিছু খাওয়া উচিত নয়- ৬২৮
খাদ্যদ্রব্য মেপে নিতে হয়- ৬২৮
আহার করে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হয়- ৬২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খানা খাওয়ার পূর্বে আল্লাহর নাম নিতে হয়- ৬২৮
বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করবে- ৬২৮
বিসমিল্লাহ ছাড়া খানা খেলে শয়তান শরীক হয়- ৬২৮
খানা খাওয়ার পরের দোআ- ৬২৯
খানা খেয়ে শোকর করতে হয়- ৬২৯
খাওয়ার পূর্বে দোআ করতে হয়- ৬২৯
খানার পূর্বে ও পরে অযু করা ভালো- ৬২৯
নামাযের জন্য অবশ্যই অযু করতে হয়- ৬২৯
খাদ্যের বরকত মাঝখানে অবতীর্ণ হয়- ৬২৯
লোকদের পেছনে রেখে চলা উচিত নয়- ৬২৯
খাদ্য খাওয়ার পর হাত মুছে ফেলা যায়- ৬২৯
রাসূল (স) পাঁজরের গোশত ভালোবাসতেন- ৬২৯
গোশত ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়া উচিত নয়- ৬২৯
সদ্য রোগমুক্ত অবস্থায় খেঁজুর খাওয়া উচিত নয়- ৬৩০
খাদ্য পাত্রের নিচের অংশ খাওয়া ভালো- ৬৩০
খাদ্যের পাত্র চেটে খেতে হয়- ৬৩০
খানা খেয়ে হাত ভালোভাবে ধুতে হয়- ৬৩০
রাসূল (স) রুটি সারীদ পছন্দ করতেন- ৬৩০
জয়তুনের তেল খাওয়া যায়- ৬৩০
সিরকা সালুন সমতূল্য- ৬৩০
রাসূল (স) ও খেঁজুর খেলেন- ৬৩০
অসুখ হলে চিকিৎসকের কাছে খেতে হয়- ৬৩০
রাসূল (স) খরবুজা খেতে ভালোবাসতেন- ৬৩০
পুরাতন খেঁজুরে পোকা থাকে- ৬৩১
রাসূল (স) পনির খেতে ভালোবাসতেন- ৬৩১
কোরআন ও হাদীসে যে বিষয়ে উল্লেখ নেই সে বিষয়ে নীরব থাকতে হবে- ৬৩১
ঘি দুধে মিশ্রিত আটার রুটি খুব পছন্দনীয়- ৬৩১
কাঁচা রসুন খাওয়া নিষেধ- ৬৩১
রাসূল (স) পেঁয়াজ খেয়েছেন- ৬৩১
রাসূল (স) মাখন ও খেঁজুর বেশি পছন্দ করতেন- ৬৩১
খানা সামনে হতে খাবে- ৬৩১
জ্বর হলে খানা খেতে হয়- ৬৩১
ব্যাঙের ছাতা চোখের রোগের জন্য উপশম- ৬৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) পাজরের গোশত পছন্দ করতেন- ৬৩২
আল্লাহর নাম নিয়ে খানা খেতে হয়- ৬৩২
কোন কিছু বেশি খাওয়া উচিত নয়- ৬৩২
লবণ খাদ্যের মধ্যে প্রিয় বস্তু- ৬৩২
জুতা খুলে খানা খেতে হয়- ৬৩২
খাদ্য ঢেকে রাখতে হয়- ৬৩২
খাদ্য পাত্র চেটে খেতে হয়- ৬৩২

সপ্তদশ অধ্যায়
অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গ
প্রথম পরিচ্ছেদ

আত্মীয়ের হক আদায় করতে হয়- ৬৩৩
মুসলমানের কাজ হল অতিথি আপ্যায়ন করা- ৬৩৩
মেহমানের হক আদায় করার নির্দেশ- ৬৩৩
দুধওয়ালা বকরী জবেহ করা উচিত নয়- ৬৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেহমানের আতিথ্য করা অবশ্য কর্তব্য- ৬৩৪
যে যেকোন ধরনের লোককে মেহমানদারী করতে হয়- ৬৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) বরকত লাভে প্রতিযোগিতা করতেন–	৬৩৪
পরহেযগার লোকদের খানা খাওয়াতে হয়–	৬৩৪
এক পাশ হতে খাদ্য খেতে হয়–	৬৩৪
এক সাথে খানা খাওয়া সওয়াব বেশি–	৬৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিনটি বিষয়ে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে না–	৬৩৫
দস্তরখানা না ওঠানো পর্যন্ত খানসার মজলিশ হতে উঠবে না–	৬৩৫
সবার শেষে খানা শেষ করতে হয়–	৬৩৫
ক্ষুধা থাকলে খাওয়া উচিত–	৬৩৫
একত্রে খানা খাওয়ায় বরকত আছে।–	৬৩৫
মেহমানকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হয়–	৬৩৫
মেহমানের সমাদর করলে বরকত অবতীর্ণ হয়–	৬৩৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

মৃত জানোয়ারের গোশত্ খাওয়ার বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঁচার তাগিদে মৃত জানোয়ারের গোশ্ত ভক্ষণ–	৬৩৬
মৃত জানোয়ার খাওয়ার অনুমতি আছে–	৬৩৬

ঊনবিংশ অধ্যায়

পানি পানের প্রতি গুরুত্বারোপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পানি বসেই পান করতে হয়–	৬৩৬
রাসূল (স)-এর আদেশ দাঁড়িয়ে পানি পান করবে না–	৬৩৬
পানি পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতে হয়–	৬৩৬
মশকের মুখ হতে পানি পান করা নিষেধ–	৬৩৬
মশক উল্টিয়ে পানি পান করা উচিত নয়–	৬৩৬
রাসূল (স) দাঁড়িয়ে জমজমের পানি পান করেছিলেন–	৬৩৭
পানি দাঁড়িয়ে পান করা যায়–	৬৩৭
রাসূল (স) বকরির দুধ পান করলেন–	৬৩৭
রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা জায়েয নেই–	৬৩৭
রেশমী বস্ত্র পরিধান করা নিষেধ–	৬৩৭
রাসূল (স) ডান পাশের ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেন–	৬৩৭
ডান পাশের লোকের অগ্রাধিকার বেশি–	৬৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ সময়ে চলা অবস্থায় খাওয়া যায়–	৬৩৭
রাসূল (স) দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থায় পান করছেন–	৬৩৮
পাত্রের মধ্যে ফুঁক দেয়া নিষেধ–	৬৩৮
এক শ্বাসে পানি পান করা উচিত নয়–	৬৩৮
পানীয় বস্তুতে ফুঁক দেয়া নিষেধ–	৬৩৮
পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করা জায়েয নেই–	৬৩৮
রাসূল (স)-এর মুখ লাগানো অংশ কেটে রাখা হল–	৬৩৮
রাসূল (স)-ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি পছন্দ করতেন–	৬৩৮
খানা খেয়ে দোআ করতে হয়–	৬৩৮
রাসূল (স) সুকইয়ার মিঠা পানি পছন্দ করতেন–	৬৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোনা রূপার পাত্রে পান করা হারাম–	৬৩৮

বিংশ অধ্যায়

নাকী ও নাবীয সম্পর্কীয় বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হরেক রকম পানীয় পান করতেন–	৬৩৯
রাসূল (স) নবীয পান করতেন–	৬৩৯
নবীয সকলেই পান করতে পারে–	৬৩৯
পাথর নির্মিত পাত্রে নবীয তৈরি করা হত–	৬৩৯
চামড়ার মশকে নবীয প্রস্তুত করা যায়–	৬৩৯
নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম–	৬৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষ মদের নাম পরিবর্তন করে পান করবে–	৬৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সবুজ মটকায় নবীয তৈরি করা নিষেধ–	৬৩৯

একবিংশ অধ্যায়

বাসন-কোসন ইত্যাদি ঢেকে রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্ধ মশক শয়তান খুলতে পারে না–	৬৪০
ঘুমোনোর পর ঘরে আগুন রাখা ভালো নয়–	৬৪০
আগুন মানুষের দুশমন–	৬৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাতে কুকুরের চিৎকার শুনলে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হয়–	৬৪০
রাতে ঘুমানোর সময় বাতি নিভিয়ে রাখতে–	৬৪০

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য–	৬৪১
টাখনার নীচে কাপড় পরলে কিয়ামতে আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন না–	৬৪১
অহংকার করে টাখনার নীচে কাপড় পড়া জায়েয নেই–	৬৪১
কাপড় মাটি দিয়ে হেঁচড়িয়ে চলা উচিত নয়–	৬৪১
টাখনার নীচে কাপড় পরা হারাম–	৬৪১
রাসূল (স) হিবারা কাপড় পছন্দ করতেন–	৬৪১
রাসূল (স) রোম দেশীয় আটশাট জুব্বা পড়তেন–	৬৪১
রাসূল (স) দুটি কাপড় ব্যবহার করতেন–	৬৪১
রাসূল (স) চামড়ার তৈরি বিছানায় শয়ন করতেন–	৬৪১
রাসূল (স) খেজুরের আশের বালিশ ব্যবহার করতেন–	৬৪১
চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা যায়–	৬৪১
লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রাখা হারাম–	৬৪২
পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র হারাম–	৬৪২
দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করলে আখেরাতে পাবে না–	৬৪২
মিহি ও রেশমী কাপড় পড়া জায়েয নেই–	৬৪২
রাসূল (স)-কে লাল রেশমী কাপড় হাদিয়া দেয়া হয়েছিল–	৬৪২
রাসূল (স) রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন–	৬৪২
রাসূল (স) জুব্বার গলায় নকশা করা ছিল–	৬৪২
দুজন সাহাবী রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি পেয়েছিলেন–	৬৪২
কমলা রংয়ের কাপড় ভালো নয়–	৬৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর কাছে প্রিয় ছিল কোর্তা–	৬৪২
জামার আস্তিন হাতের কব্জি পর্যন্ত হওয়া ভালো–	৬৪৩
জামা ডান দিক হতে পরিধান করতে হয়–	৬৪৩
মুমিনের ইযার পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকবে–	৬৪৩
ইযার মাটিতে হেঁচড়ায়ে চলা জায়েয নেই–	৬৪৩
সাহাবিদের টুপি ছিল চ্যাপ্টা ধরনের–	৬৪৩
ইযার এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে পরবে–	৬৪৩
রাসূল (স)-এর পিঠে মোহরে নবুয়ত ছিল–	৬৪৩
সাদা কাপড় পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ–	৬৪৩
পাগড়ি বেঁধে কাঁধের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হয়–	৬৪৩
মাথায় পাগড়ি বাঁধা সুন্নতে রাসূল–	৬৪৩
টুপির ওপর পাগড়ি বাঁধতে হয়–	৬৪৪
স্বর্ণ ও রেশম স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করতে পারে–	৬৪৪
রাসূল (স) নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করতেন–	৬৪৪
খানা খেয়ে আল্লাহর শোকর করতে হয়–	৬৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধনীদের সান্নিধ্য হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ–	৬৪৪
সাদাসিধা জীবন যাপন ঈমানের অঙ্গ–	৬৪৪
দুনিয়ায় সুনামের পোশাক পড়া উচিত নয়–	৬৪৪
যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে তাদের দলভুক্ত–	৬৪৪
সৌন্দর্যের পোশাক পরিহার করা ভালো–	৬৪৪
নিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পায়–	৬৪৫
কাপড় পরিষ্কার রাখতে হবে–	৬৪৫
অত্যধিক কৃপণতা করা জায়েয নেই–	৬৪৫
লাল বর্ণ রাসূল (স) পছন্দ করতেন না–	৬৪৫
রাসূল (স) হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করেননি–	৬৪৫
রাসূল (স) দশটি কাজ নিষেধ করেছেন–	৬৪৫
সোনার আংটি ব্যবহার করা নিষেধ–	৬৪৫
চিতা বাঘের চামড়া গদিতে থাকা নিষেধ–	৬৪৫
লাল বর্ণের জিন ব্যবহার করা নিষেধ–	৬৪৫
সবুজ বর্ণ রাসূল (স) পছন্দ করতেন–	৬৪৬
রাসূল (স) কাতারী কাপড় পড়ে নামায পড়তেন–	৬৪৬
রাসূল (স)-এর দু'খানা মোটা কাতারী কাপড়ও ছিল–	৬৪৬
রাসূল (স) গোলাপী রং পছন্দ করতেন না–	৬৪৬
রাসূল (স) খচ্চরের পিঠে বসে ভাষণ দিলেন–	৬৪৬
পশমের দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষেধ–	৬৪৬
ঝালর বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা যায়–	৬৪৬
শরীর দেখা যায় এমন কাপড় পড়া নিষেধ–	৬৪৬
কাপড় দিয়ে এক প্যাঁচ দিলে চলে–	৬৪৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ইযার দু পায়ের নলা পর্যন্ত পরতে হয়–	৬৪৭
হযরত আবু বকর (রা)-এর জন্য ক্ষমা করা হল–	৬৪৭
ইযারের পিছন দিক উঠিয়ে পরতে হয়–	৬৪৭
পাগড়ি ফেরেশতাদের প্রতীক–	৬৪৭
পাতলা কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই–	৬৪৭
নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করতে হয়–	৬৪৭
রাসূল (স) নতুন কাপড় পরিধান করের দোআ করলেন–	৬৪৭
মহিলাদের মোটা কাপড় পরিধান করতে হয়–	৬৪৮
মহিলাদের কাপড় ধার দেয়া যায়–	৬৪৮
রাসূল (স) রেশমী কাপড় খুলে ফেললেন–	৬৪৮
রেশমের কাপড়ের ঝালর দেয়া যায়–	৬৪৮
রেশমী কাপড় দিয়ে বর্ডার দেয়া যায়–	৬৪৮
অপব্যয় ও অহংকার করা জায়েয নেই–	৬৪৮
অপব্যয় ও অহংকার বিষয়ে কড়া হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে–	৬৪৮
রাসূল (স) সাদা কাপড় পরিধান করতে বলতেন–	৬৪৮
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	
আংটির ব্যবহারের গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রূপার আংটি ব্যবহার–	৬৪৯
রাসূল (স)-এর আংটিতে আকিক পাথর ছিল–	৬৪৯
রাসূল (স) বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করতেন–	৬৪৯
মাধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পড়তে হয়–	৬৪৯
কোরআনের কোন অংশ রুকুর মধ্যে পাঠ করা নিষেধ–	৬৪৯
রাসূল (স) স্বর্ণের আংটি ফেলে দিলেন–	৬৪৯
রাসূল (স)-এর আংটি ছিল সিলমোহর–	৬৪৯
রাসূল (স)-এর আংটি নাম অংকিত ছিল–	৬৪৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ডান হাতে আংটি ব্যবহার করবে–	৬৪৯
রাসূল (স) কোন সময় বাম হাতে আংটি পরতেন–	৬৫০
স্বর্ণ ও রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম–	৬৫০
পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম–	৬৫০
সীসার আংটিতে মূর্তির গন্ধ পাওয়া যায়–	৬৫০
রাসূল (স) দশটি অভ্যাস পছন্দ করতেন না–	৬৫০
বাজনাদার অলংকার পরিধান করা উচিত নয়–	৬৫০
যে ঘরে বাদ্যযন্ত্র থাকে সে ঘরে ফেরেশতা থাকে না–	৬৫০
একজনের নাক স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করার নির্দেশ দিলেন–	৬৫০
স্বর্ণ বস্তু আগুনের সমতুল্য–	৬৫১
স্বর্ণের বস্তু পরিধান করলে কিয়ামতে আগুনে পোড়ানো হবে–	৬৫১
রূপার তৈরি অলংকার ব্যবহার করা যায়–	৬৫১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
দুনিয়ায় রেশমী পরিধান করলে আখেরাতে পাবে না–	৬৫১
রাসূল (স) আংটি ফেললেন–	৬৫১
স্বর্ণের বস্তু সবার জন্য হারাম–	৬৫১
চতুর্বিংশ অধ্যায়	
পাদুকা সম্পর্কীয় বর্ণনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর জুতায় পশম ছিল না–	৬৫১
দু ফিতা বিশিষ্ট জুতা রাসূল (স) পরিধান করতেন–	৬৫১
জুতা ব্যবহার করা বাহনের সমতুল্য–	৬৫১
জুতা ডান পা দিয়ে পরতে হয়–	৬৫২
উভয় পায়ে জুতা রাখতে হয়–	৬৫২
এক পায়ে জুতা পরিধান উচিত নয়–	৬৫২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর স্যাণ্ডেলের ফিতা কিরূপ ছিল–	৬৫২
দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করা উচিত নয়–	৬৫২
কখনো একখানা জুতা পরিধান করা যায়–	৬৫২
বসার সময় জুতা খুলে পাশে রাখবে–	৬৫২
রাসূল (স)-এর মোজা ছিল সাদা–	৬৫২
পঞ্চবিংশ অধ্যায়	
চুল আঁচড়ানো	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ঋতুবতী অবস্থায় অন্যান্য কাজ করতে পারে–	৬৫২
পাঁচটি জিনিস ফিতরাত–	৬৫৩
প্রত্যেক কাজ মুশরিকদের বিপরীত করা উচিত–	৬৫৩
নাভির নীচের পশম চল্লিশ দিনের আগেই ফেলতে হয়–	৬৫৩
দাড়ি চুলে খেযাব লাগানো জায়েয আছে–	৬৫৩
চুলে কালো রং ব্যবহার করা উচিত নয়–	৬৫৩
রাসূল (স) পিছনের দিকে চুল ছেঁটে রাখতেন–	৬৫৩
মাথার চুল সমানভাবে রাখতে হবে–	৬৫৩
চুলের কিছু অংশ মুড়ানো ভালো নয়–	৬৫৩
নারীদের উচিত নয় পুরুষের বেশ ধারণ কর–	৬৫৩
কোন পুরুষের উচিত নয় নারীর বেশ ধারণ করা–	৬৫৩
মাথায় কৃত্রিম চুল লাগানো জায়েয নেই–	৬৫৪
শরীরে উল্কি মারা উচিত নয়–	৬৫৪
মানুষের বদ নজর লাগতে পারে–	৬৫৪
চুল পরিপাটি করে রাখতে হয়–	৬৫৪
জাফরান রং ব্যবহার করা উচিত নয়–	৬৫৪
খোশবু ব্যবহার করা ভালো–	৬৫৪
ঘরে ধুনি ব্যবহার করা যায়–	৬৫৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
গোঁফ ছাঁটা যায়–	৬৫৪
গোঁফ ছাঁটার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে–	৬৫৪
রাসূল (স) দাড়ি ছাঁটতেন–	৬৫৪
খালুকা দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নেই–	৬৫৫
খালুক রং শরীরে লাগালে নামায হবে না–	৬৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোনভাবে জাফরান রং ব্যবহার করা যাবে না-	৬৫৫
মহিলাদের সুগন্ধি হবে উজ্জ্বল বর্ণের গন্ধ থাকবে না-	৬৫৫
মাথায় তেল ব্যবহার করা সুন্নতে রাসূল-	৬৫৫
রাসূল (স)-এর মাথায় জুলফি ছিল-	৬৫৫
মাথার চুলে সিঁথি কাটতে হল-	৬৫৫
প্রতিদিন মাথা আচড়ানো উচিত নয়-	৬৫৫
অধ্যধিক বিলাসিতা ভালো নয়-	৬৫৫
চুলের যত্ন করতে হয়-	৬৫৫
খেযাব বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে-	৬৫৬
কালো খেযাব ব্যবহার করা জায়েয নেই-	৬৫৬
চুল দাড়ি হলুদ রং করা যায়-	৬৫৬
মেহেদীর খেযাব খুবই ভালো-	৬৫৬
খেযাব লাগানোর অনুমতি আছে-	৬৫৬
সাদা চুল ওঠানো উচিত নয়-	৬৫৬
ইসলামে থেকে বার্ধক্যে পৌঁছা উত্তম-	৬৫৬
রাসূল (স) ঘাড় পর্যন্ত চুল লম্বা করতেন-	৬৫৬
চুল লম্বা রাখা জায়েয নেই-	৬৫৬
মাথার এক দিকে চুল লম্বা রাখা ঠিক নয়-	৬৫৬
সন্তানদের মাথার চুল মুড়ানো যায়-	৬৫৭
মেয়েদের খতনা করতে হয়-	৬৫৭
হযরত আয়েশা (রা) মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করেন নি-	৬৫৭
মহিলাদের হাতে মেহেদী দিতে হয়-	৬৫৭
চোখের ভ্রুর চুল উপড়ানো জায়েয নেই-	৬৫৭
পুরুষ নারীর পোষাক পরিধান করবে না-	৬৫৭
মহিলাগণ পুরুষের মত জুতা পরিধান করবে না-	৬৫৭
রাসূল (স) সফর হতে ফিরে ফাতেমা (রা)-এর সাথে দেখা করতেন-	৬৫৭
চোখে সুরমা লাগাতে হয়-	৬৫৮
ফেরেশতাগণ সিঙ্গা লাগাতে বললেন-	৬৫৮
মহিলাদের গোসলখানায় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ-	৬৫৮
মহিলাগণ নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কাপড় খুলবে না-	৬৫৮
গোসল খানায় উলঙ্গ হয়ে যাওয়া উচিত নয়-	৬৫৮
ইযার ছাড়া হাম্মাম খানায় প্রবেশ নিষেধ-	৬৫৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) কখনো মাথায় খেযাব লাগান নি-	৬৫৯
হলুদ রং ব্যবহার করা উত্তম-	৬৫৯
রাসূল (স) চুলে মেহেদীর খেযাব দিতেন-	৬৫৯
রাসূল (স) হিযড়াদের পছন্দ করতেন না-	৬৫৯
ছোট ছেয়ে-মেয়েদের স্নেহ করতে হয়-	৬৫৯
চুল পরিপাটি করে রাখতে হয়-	৬৫৯
পুরুষের চুলে বেণী বাঁধা উচিত নয়-	৬৫৯
মহিলাদের মাথার চুল কাটা যাবে না-	৬৫৯
পাকা চুল মর্যাদার প্রতীক-	৬৬০
এলোমেলো চুল শয়তানের লক্ষণ-	৬৬০
নিজের আঙিনাকে পরিষ্কার রাখতে হয়-	৬৬০
ষড়বিংশ অধ্যায়	
জীব-জন্তুর ছবি সম্পর্কে বর্ণনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
জিব্রাইল (আ) কুকুরের কারণে ফেরত গেলেন-	৬৬০
কুকুর থাকলে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না-	৬৬০
কোন ঘরে প্রাণীর ছবি রাখা ঠিক নয়-	৬৬১
ছবিওয়ালা ঘরে রাসূল (স) প্রবেশ করলেন না-	৬৬১
ঘরে ছবিযুক্ত পর্দা রাখা উচিত নয়-	৬৬১
রাসূল (স) নিজের ঘরের পর্দা ছিড়ে ফেললেন-	৬৬১
আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ করা জায়েয নেই-	৬৬১
আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করে কিছু বানানো জায়েয নেই-	৬৬১
ছবি প্রস্তুতকারীর শাস্তি হবে বেশি-	৬৬১
প্রাণী ছাড়া ছবি অংকন করা যায়-	৬৬১
মিথ্যা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলা উচিত নয়-	৬৬১
দাবা খেলা হারাম-	৬৬২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ঘরে ছবি থাকার কারণে জিবরাঈল প্রবেশ করেননি-	৬৬২
তিন শ্রেণীর লোককে জাহান্নামে নেয়া হবে-	৬৬২
জুয়া খেলা হারাম-	৬৬২
মদ, জুয়া ও কুবা হারাম-	৬৬২
নারদ খেলা হারাম-	৬৬২
কবুতরের পেছনে দৌড়ান উচিত নয়-	৬৬২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ছবি তৈরি করলে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দেবেন-	৬৬২
কোনক্রমেই দাবা খেলা জায়েয নেই।-	৬৬৩
বিড়াল কুকুর হতে ভিন্ন প্রাণী-	৬৬৩
কবরে ইবাদতগাহ বানানো জায়েয নেই-	৬৬৩
যে লোক কোন নবীকে হত্যা করেছে সে বেশি শাস্তি পাবে-	৬৬৩
দাবা খেলা এক প্রকারের জুয়া-	৬৬৩
পাপী ব্যক্তি দাবা খেলায় লিপ্ত হয়-	৬৬৩
সপ্তবিংশ অধ্যায়	
চিকিৎসা ও মন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সঠিক ঔষধে রোগ মুক্ত হয়ে যায়-	৬৬৩
প্রতিটি রোগের ঔষধ আছে-	৬৬৩
তিন জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় আছে-	৬৬৪
ক্ষতস্থানে দাগ দিলে আরোগ্য হয়-	৬৬৪
একবারে না সারলে দুবার দাগাতে হয়-	৬৬৪
অসুস্থ লোকের রগ কেটে দাগ লাগান হয়-	৬৬৪
কালজিরা খুব উপকারী ঔষধ-	৬৬৪
যে কোন রোগের জন্য মধু উত্তম ঔষধ-	৬৬৪
কোস্ত ব্যবহার করা উত্তম পন্থা-	৬৬৪
শিশুদের উযরা রোগের জন্য কোস্ত ব্যবহার করা যায়-	৬৬৪
বাচ্চাদের রোগের জন্য উদে হিন্দী ব্যবহার করা যায়-	৬৬৪
জ্বরের উৎপত্তি হয় জাহান্নামের তাপ হতে-	৬৬৪
অসুখের জন্য ঝাড় ফুঁক করা যায়-	৬৬৫
বদ নজর লাগলে ঝাড় ফুঁকের নির্দেশ আছে-	৬৬৫
বদ নজর লাগলে চেহারা পরিবর্তন হয়-	৬৬৫
সাপ বিচ্ছুর দংশনে ঝাড় ফুঁক করা যায়-	৬৬৫
মন্তর দিয়ে ঝাড় ফুঁক করা যায়-	৬৬৫
মানুষের নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য-	৬৬৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বৈধ-	৬৬৫
রোগীদের পানাহারের জন্য জোর-জবরদস্তি করা উচিত নয়-	৬৬৫
অগ্নি বাতের ঔষধ হল গরম লোহার ছেদ দেবে-	৬৬৫
পাঁজরের ব্যথার জন্য কোস্ত ব্যবহার করা যায়-	৬৬৫
পাঁজরের ব্যথার জন্য জয়তুনের তেল ব্যবহার করতে হয়-	৬৬৬
সানা খুব উত্তম ঔষধ-	৬৬৬
প্রত্যেক রোগের নির্ধারিত ঔষধ আছে-	৬৬৬
হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না-	৬৬৬
পায়ের কষ্টের জন্য মেহেদী লাগাতে হয়-	৬৬৬
জখম হলে মেহেদী লাগানোর বিধান আছে-	৬৬৬
শিংগা লাগালে দূষিত রক্ত বের হয়ে যায়-	৬৬৬
নিতম্ব ব্যথা হলে শিংগা লাগানো যায়-	৬৬৬
ফেরেশতারা রাসূল (স)-কে শিংগালাগাতে বলেছেন-	৬৬৬
ব্যাঙ ঔষধে ব্যবহার করা যাবে না-	৬৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিংগা লাগানো জায়েয আছে–	৬৬৬
সতের উনিশ একুশ তারিখে শিংগা লাগানো যায়–	৬৬৭
সতের উনিশ একুশ তারিখে শিংগা লাগালে রোগ ভালো হয়–	৬৬৭
মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো যাবে না–	৬৬৭
বুধবার শনিবার শিংগা লাগানো নিষেধ–	৬৬৭
শনিবারে শরীরে ঔষধ লাগানো উচিত নয়–	৬৬৭
শেরেকী মন্তর দিয়ে ঝাড় ফুঁক নিষেধ–	৬৬৭
নোশরা শয়তানের কাজ–	৬৬৭
বিষ নাশক অমৃত পান করা উচিত নয়–	৬৬৭
ঝাড়ফুঁক করলে আল্লাহর ওপর ভরসা কমে যায়–	৬৬৭
তাবিজ ব্যবহার করা উচিত নয়–	৬৬৭
বদ-নযর ও বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে ঝাড় ফুঁক করা যায়–	৬৬৮
বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে ঝাড় ফুঁক করা যায়–	৬৬৮
ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয আছে–	৬৬৮
নামলা রোগের মন্তর শেখা ভালো নয়–	৬৬৮
বদ নযর খুবই খারাপ বিষয়–	৬৬৮
জ্বিনের আছর হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে–	৬৬৮
মুগাররেবুন অর্থ জ্বিনে আছর রাখা–	৬৬৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
পাকস্থলী দেহের হাউজ–	৬৬৯
বিচ্ছুতে দংশন করলে লবণ পানি দিয়ে ধুতে হয়–	৬৬৯
রাসূল (স)-এর পশম মোবারক ঔষধ সমতুল্য–	৬৬৯
ব্যাঙের ছাতা মান্না সদৃশ–	৬৬৯
প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু খেলে রোগ হবে না–	৬৬৯
মধু ও কোরআন হল নিরাময়কারী–	৬৬৯
মাথায় শিংগা লাগালে স্বরণ শক্তি লোপ পায়–	৬৬৯
খালি পেটে শিংগা লাগানো ভালো–	৬৬৯
সতের তারিখে শিংগা লাগানো নিরাময় থাকবে–	৬৭০
অষ্টাবিংশ অধ্যায়	
শুভ ও অশুভ লক্ষণ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
কোন কিছু অশুভ গণ্য করা উচিত নয়–	৬৭০
রোগের সংক্রামক বলতে কিছু নেই–	৬৭০
পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছু নেই–	৬৭০
তারকার মধ্যে শুভ অশুভ কিছু নেই–	৬৭০
রোগে ছোঁয়াচ লাগে না–	৬৭০
কুষ্ঠ রোগ খুবই খারাপ–	৬৭০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা যায়–	৬৭০
পাখি উড়িয়ে অশুভ নির্ণয় করা গোনাহের কাজ–	৬৭১
অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শেরেকী কাজ–	৬৭১
রাসূল (স) কুষ্ঠ রোগীর সাথে খেলেন–	৬৭১
রোগের মধ্যে সংক্রামক বলতে কিছু নেই–	৬৭১
ঘর হতে বের হয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হয়–	৬৭১
নাম পছন্দ হলে রাসূল (স) খুশি হতেন–	৬৭১
ঘর পরিবর্তন করা যায়–	৬৭১
অসুখের এলাকা ছেড়ে যাওয়া যায়–	৬৭১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
অশুভ কিছু মনে করলে দোআ করতে হয়–	৬৭১
উনত্রিশতম অধ্যায়	
জ্যোতিষীর গণনা সম্পর্কে বর্ণনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
গণক বলতে কিছু নেই–	৬৭২
জিনেরা ফেরেশতাদের কথা শুনত–	৬৭২
গণকের কথা বিশ্বাস করা জায়েয নেই–	৬৭২
গণকের কথা বিশ্বাস করলে চল্লিশ দিনের নামায বাতিল–	৬৭২
নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে একথা কুফরী–	৬৭২
আল্লাহর রহমত বর্ষিত হলে একদল কাফের হয়–	৬৭৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা হারাম–	৬৭৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর আদেশে ফেরেশতাগণ ভীত হন–	৬৭৩
আল্লাহর আদেশে ফেরেশতাগণ ভীত হন–	৬৭৩
কোন ব্যক্তির জন্ম মৃত্যু তারকার দ্বারা চিহ্নিত হয় না–	৬৭৩
মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা কম করে–	৬৭৪
তারকাগুলো আকাশে শোভা বর্ধন করার জন্য–	৬৭৪
যাদুকর কাফের হয়ে যায়–	৬৭৪
ত্রিশতম অধ্যায়	
স্বপ্ন পর্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
শয়তান রাসূল (স)-এর রূপ ধারণ করতে পারে না–	৬৭৪
নবুয়তের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই–	৬৭৪
উত্তম স্বপ্ন নবুয়তের অংশ–	৬৭৪
শয়তান রাসূল (স)-এর আকৃতি ধরতে পারে না–	৬৭৫
রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখলে তা মিথ্যা নয়–	৬৭৫
উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়–	৬৭৫
খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে–	৬৭৫
মুমিনদের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না–	৬৭৫
শয়তান ঘুমের মধ্যে মানুষের সাথে তামাশা করে–	৬৭৫
দুনিয়ায় মুসলমানদের মর্যাদা উচ্চ হবে–	৬৭৫
রাসূল (স) মদীনা হিজরতের স্বপ্ন দেখেছিলেন–	৬৭৫
রাসূল (স)-কে স্বপ্নে সোনার বালা দেখানো হল–	৬৭৬
ভাল স্বপ্ন কল্যাণের চিহ্ন–	৬৭৬
রাসূল (স) নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করলেন–	৬৭৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
জ্ঞানী লোকের কাছে স্বপ্নের কথা বলা যায়–	৬৭৭
সাদা কাপড় স্বপ্নে দেখা মুক্তির লক্ষণ–	৬৭৭
স্বপ্নে রাসূল (স)-এর কপালে সিজদা করা–	৬৭৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নিকৃষ্ট অপবাদ হল নিজের চোখকে নতুন বস্তু দেখান–	৬৭৮
ভোর রাতের স্বপ্ন সত্য হয়–	৬৭৮
রাসূল (স) সাহাবাদের স্বপ্ন শোনাতেন–	৬৭৮
নবম খণ্ড	
প্রথম অধ্যায়	
সৃষ্টিকর্ম ও সালামের গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানদের ছয়টি হক–	৬৭৯
ঈমান ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করবে না–	৬৭৯
আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তিকে সালাম দিবে–	৬৭৯
কম বয়সী বেশি বয়সীকে সালাম দিবে–	৬৭৯
আল্লাহর আকৃতিতে আদম (আ) সৃষ্টি–	৬৭৯
সালাম প্রদান করা উত্তম কাজ–	৬৭৯
আল্লাহ সহনশীলতা পছন্দ করেন–	৬৮০
পৌত্তলিক ও ইহুদীদের সালাম দেওয়া যায়–	৬৮০
বালকদের সালাম দেয়া উচিত–	৬৮০
বিধর্মীদের আগে সালাম দেয়া নিষেধ–	৬৮০
ইহুদীদের সালামের জবাবে ওয়া আলাইকা বলতে হয়–	৬৮০
আহলে কিতাব সালাম করলে ওয়া আলাইকুম বলবে–	৬৮০
রাস্তায় বসলে রাস্তার হক আদায় করতে হয়–	৬৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
পথ দেখায়ে দেয়াও রাস্তার হক আদায়–	৬৮১
মজলুমের ফরিয়াদ কবুল করাও রাস্তার হক–	৬৮১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
অসুস্থ মুসলমানদের খোঁজখবর নিতে হয়–	৬৮১
সালাম পূর্ণরূপে আদায় করতে হয়–	৬৮১
সালামের সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে–	৬৮১
প্রথমে সালাম দেওয়া ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয়–	৬৮১
মহিলাদের সালাম দেয়া যায়–	৬৮১
একজনকে সালাম দিলে দলের সবার উপরই বর্তে–	৬৮২
অন্য কোন জাতির অনুসরণ করা যাবে না–	৬৮২
কোন মুসলানদের সাথে দেখা হলেই সালাম করতে হয়–	৬৮২
গৃহবাসীদের সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে–	৬৮২
ঘরে সালাম দিলে বরকত হয়–	৬৮২
কথাবার্তার আগে সালাম করতে হয়–	৬৮২
জাহেলী যুগে সালামের পরিবর্তে বলত তোমার চোখ শীতল হোক–	৬৮২
অন্যের মারফতে সালাম প্রেরণ করা যায়–	৬৮২
পত্র লিখতে নিজের নাম লিখে শুরু করতে হয়–	৬৮২
পত্রের মধ্যে কিছু মাটি ছিটিয়ে দেওয়া উচিত–	৬৮৩
কলম কানে রাখলে কথা বেশি স্মরণ হয়–	৬৮৩
যে কোন ভাষা শিক্ষা করা যায়–	৬৮৩
মজলিসে প্রবেশ করেই সালাম দিবে–	৬৮৩
রাস্তায় বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই–	৬৮৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সালামের জবাবে ইয়ার হামুকাল্লাহ বলতে হয়–	৬৮৩
রাসূল (স.) সবাইকে সালাম দিতেন–	৬৮৪
ছোট-বড় সবাইকে সালাম প্রদান করতে হয়–	৬৮৪
যে সালাম দিতে কৃপণতা করে সে বেশি কৃপণ–	৬৮৪
আগে সালামকারী ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম–	৬৮৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
অনুমতি প্রার্থনার গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আহলে ছুফফা অনুমতি চাইলেন–	৬৮৫
কারও বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে তিনবার সালাম দিবে–	৬৮৫
অন্যের গোপন কথাবার্তা শোনা নিষেধ–	৬৮৫
সালাম জানিয়ে নাম বলতে হয়–	৬৮৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সাথে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই–	৬৮৫
সালাম না দেওয়ায় রাসূল (স.) ফেরত পাঠালেন–	৬৮৫
কারো বাড়ির দরজা বরাবর দাঁড়ানো নিষেধ–	৬৮৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.)-এর কাছে রাতে গেলে অনুমতি প্রার্থনা করতে হত–	৬৮৬
সালাম না দিলে প্রবেশের অনুমতি দিবে না–	৬৮৬
মায়ের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি প্রয়োজন–	৬৮৬
তৃতীয় অধ্যায়	
মুসাফাহা বা আলিঙ্গনের গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.) শিশুদের চুম্বন দিতেন–	৬৮৬
সাহাবীদের মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল–	৬৮৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
কারও সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করতে হয়–	৬৮৬
দুজন মুসলমানের সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করবে–	৬৮৬
রোগীর কপালে হাত লাগাতে হয়–	৬৮৭
রাসূল (স.) কখনও খালি গায়ে থাকতেন না–	৬৮৭
আনন্দের আতিশয্যে একজনকে আরেকজন বুকে জড়িয়ে ধরা যায়–	৬৮৭
হিজরতকারীর সওয়াবের প্রতি মুবারক–	৬৮৭
মানুষকে চুম্বন দেওয়া যায়–	৬৮৭
চোখের মাঝখানে চুম্বন করা যায়–	৬৮৭
রাসূল (স.) মুয়ানাকা করতেন–	৬৮৭
রাসূল (স.)-এর হাতে চুম্বন করা যেত–	৬৮৭
সন্তানকে চুম্বন দেয়া যায়–	৬৮৮
শিশুরা আল্লাহর দেয়া সুগন্ধি–	৬৮৮
ফাতিমা (রা.) রাসূল (স.)-এর চেহারার অনুরূপ ছিলেন–	৬৮৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মুসাফাহা করলে অন্তরের কষ্ট দূর হয়–	৬৮৮
পরস্পর মুসাফাহা করলে গোনাহ ঝরে যায়–	৬৮৮
সন্তান কার্পণ্যতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ–	৬৮৮
চতুর্থ অধ্যায়	
উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
নেতাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করা–	৬৮৮
অন্যকে উঠিয়ে তার জায়গায় বসা উচিত–	৬৮৯
যে স্থানে যে আগে বসে তার হক–	৬৮৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সাহাবাগণ রাসূল (স.)-কে দেখে দাঁড়াতেন না–	৬৮৯
রাসূল (স.)-কে দেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন–	৬৮৯
আযমী লোকেরা দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান করে–	৬৮৯
একজনকে দেখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে রাসূল (স.) নিষেধ করেছেন–	৬৮৯
বসা থেকে প্রয়োজনে উঠে গেলে সেখানে কিছু রেখে যেতে হয়–	৬৮৯
দুজন লোকের মাঝখানে অনুমতি ছাড়া বসা নিষেধ–	৬৮৯
দুজন লোকের মধ্যে বসতে হলে অনুমতি প্রয়োজন–	৬৮৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.) বাড়ির ভেতরে যাওয়ার পর সাহাবাগণ চলে যেতেন–	৬৮৯
মজলিসে কেউ উপস্থিত হলে চেপে বসতে হয়–	৬৯০
পঞ্চম অধ্যায়	
বসা, নিদ্রা ও চলাচল গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
এক পায়ের ওপর আরেক পা দিয়ে শোয়া নিষেধ–	৬৯০
চিত হয়ে শোয়া নিষেধ–	৬৯০
রাসূল (স.) কাবার প্রাঙ্গণে বসতেন–	৬৯০
রাসূল (স.) এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে শুয়েছেন–	৬৯০
অহংকার করা খুবই অন্যায়–	৬৯০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.) কুরফুছা অবস্থায় বসা ছিলেন–	৬৯০
সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত ফজরের নামাযের আসনে বসে থাকতে হয়–	৬৯০
রাসূল (স.) বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসেছেন–	৬৯০
রাসূল (স.) উভয় হাত দিয়ে ইহতাবা করতেন–	৬৯০
রাসূল (স.)-এর বিশ্রাম–	৬৯১
রাসূল (স.)-এর বিছানা কাফনের কাপড়ের মত ছিল–	৬৯১
উপুড় হয়ে শোয়া উচিত নয়–	৬৯১
উপুড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না–	৬৯১
রেলিংবিহীন ছাদে শয়ন করা উচিত নয়–	৬৯১
ছাদের ওপর শোয়া উচিত নয়–	৬৯১
মসজিদের মাঝখানে বসা উচিত নয়–	৬৯১
যে মজলিশ প্রশস্ত তাই ভালো–	৬৯১
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসা উচিত নয়–	৬৯১
শরীরে কিছু অংশ ছায়ায় রেখে বসা উচিত নয়–	৬৯১
মহিলাগণ পুরুষের পিছনে বসবে–	৬৯১
মজলিসের শেষ স্থানে বসতে হয়–	৬৯২

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুজন মহিলার মাঝে পুরুষের চলা নিষেধ–	৬৯২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
উপুড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না–	৬৯২
আল্লাহর অভিশপ্ত লোকদের মত বসা উচিত নয়–	৬৯২
ষষ্ঠ অধ্যায়	
হাঁচি ও হাই সম্পর্কে বর্ণনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আলহামদুলিল্লাহ না বললে হাঁচির জবাব দিতে নেই–	৬৯২
হাঁচি দেয়া আল্লাহ পছন্দ করেন–	৬৯২
কেউ হাঁচি দিলে জবাব দিতে হয়–	৬৯২
হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বললে জবাব দিবে না–	৬৯৩
হাঁচির জওয়াব হলো ইয়ারহামুকাল্লাহ–	৬৯৩
হাই আসলে বাম হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে হয়–	৬৯৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.) হাঁচি দেয়ার সময় কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতেন–	৬৯৩
হাঁচির নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করতে হয়–	৬৯৩
হাঁচির নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করতে হয়–	৬৯৩
হাঁচিদাতার জবাব তিনবার পর্যন্ত দেয়া সুন্নত–	৬৯৩
হাঁচির জবাব তিনবারের বেশি দিবে না–	৬৯৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হাঁচি দিলে সুন্নত পদ্ধতিতে উত্তর দিবে–	৬৯৩
সপ্তম অধ্যায়	
হাসির গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.) কখনো অট্টহাসি দেননি–	৬৯৪
রাসূল (স.) মুচকি হাসি দিতেন–	৬৯৪
ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা সুন্নত–	৬৯৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.) অধিক মুচকি হাসি দিতেন–	৬৯৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সাহাবাগণ একে অপরের কথায় হাসতেন–	৬৯৪
অষ্টম অধ্যায়	
নাম রাখার প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান সবচে উৎকৃষ্ট নাম–	৬৯৪
রাসূল (স)-এর উপনামে কারও নাম রাখা উচিত নয়–	৬৯৪
রাসূল (স)-এর নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা যায়–	৬৯৪
বরকতপূর্ণ নামগুলো রাখা উচিত নয়–	৬৯৫
রাসূল (স) নামের ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ করেননি–	৬৯৫
শাহানশাহ নামধারী লোকেরা হবে ঘৃণিত–	৬৯৫
রাসূল (স.) নাম পরিবর্তন করে দিলেন–	৬৯৫
রাসূল (স.) নিজের স্ত্রীর নাম পরিবর্তন করলেন–	৬৯৫
ওমর (রা.)-এর মেয়ের নাম পরিবর্তন করা হলো–	৬৯৫
রাসূল (স.) মুনযির নাম রেখে দিলেন–	৬৯৫
কাউকেও আমার বান্দা বলে ডাকা উচিত নয়–	৬৯৫
কল্‌ব হলো মুমিনের অন্তর–	৬৯৫
আঙ্গুরকে করম বলা ঠিক নয়–	৬৯৫
যমানাকে গালি দেয়া উচিত নয়–	৬৯৬
অন্তরাত্মা খবিস হয়েছে এ কথা বলা উচিত নয়–	৬৯৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আবুল হাকাম নাম রাখা উচিত নয়–	৬৯৬
আজদা নাম শয়তানের–	৬৯৬
কিয়ামতের দিন পিতার নামে ডাকা হবে–	৬৯৬
রাসূল (স.)-এর নাম ও উপনাম এক সাথে রাখতে নিষেধ করেছেন–	৬৯৬
রাসূল (স.)-এর উপনামের উপনাম রাখতে নিষেধ করেছেন–	৬৯৬
আবুল কাশেম নাম রাসূল (স.) পছন্দ করেন নি–	৬৯৬
রাসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর উপনামে নাম রাখা যাবে–	৬৯৬
শাক-সবীজর নামানুসারে নাম রাখলেন–	৬৯৭
রাসূল (স.) খারাপ নাম পরিবর্তন করলেন–	৬৯৭
আছরাম নাম রাখা উচিত নয়–	৬৯৭
যাআমু নাম ভালো নয়–	৬৯৭
কথা বলার সময় সতর্ক থাকতে হয়–	৬৯৭
মুনাফিককে সর্দার বলা উচিত নয়–	৬৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হাযন নাম ভালো নয়–	৬৯৭
রাসূল (স.)-এর নামানুসারে নাম রাখা যায়–	৬৯৭
নবম অধ্যায়	
কবিতা পাঠ ও বক্তৃতা প্রসঙ্গ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.) কবিতা শুনতেন–	৬৯৮
যা কিছু হয় আল্লাহর রাস্তায়ই হওয়া উচিত–	৬৯৮
কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের ভর্ৎসনা করার নির্দেশ–	৬৯৮
কুরাইশদের দুর্নামজনিত কবিতা আবৃত্তি করার উপদেশ–	৬৯৮
কবিতার দ্বারা কাফেরদেকে নিন্দা করলে জিব্রাইল সাহায্য করেন–	৬৯৮
কোন বক্তৃতা যাদুর মত কাজ করে–	৬৯৮
কোন কোন কবিতা ভালো–	৬৯৮
কথার মধ্যে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়–	৬৯৮
আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল–	৬৯৮
আল্লাহ হেদায়েত না করলে হেদায়েত পাওয়া যাবে না–	৬৯৯
পরকালের জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই–	৬৯৯
পূজ দ্বারা পেট ভর্তি হওয়া কবিতা থেকে উত্তম–	৬৯৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মুমিন রসনা ও তলোয়ার দিয়ে জিহাদ করে–	৬৯৯
লজ্জা এবং কম কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা–	৬৯৯
উত্তম চরিত্রের লোক রাসূল (স.)-এর নিকটবর্তী–	৬৯৯
কিয়ামতের আলামত বর্ণনা–	৬৯৯
আল্লাহ পাক বাকচাতুর্যকে ঘৃণা করেন–	৬৯৯
কথার সাথে কাজের মিল থাকিতে হবে–	৭০০
যার বক্তৃতায় মানুষ সম্মোহিত হয় তার ফরয আমলও কবুল হবে না–	৭০০
বক্তৃতার মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে–	৭০০
কোন কোন বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর–	৭০০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
কবিতা আবৃত্তি করলে হযরত জিবরাঈল (আ) সাহায্য করেন–	৭০০
গান পরিবেশনে নারীদের মন দুর্বল হয়–	৭০০
কবিতার মধ্যে ভালো-মন্দ আছে–	৭০০
গান হলো শয়তানের কাজের অনুরূপ–	৭০০
গান মানুষকে মুনাফেকীতে লিপ্ত করে–	৭০০
রাসূল (স.) বাঁশির সুর পছন্দ করতেন না–	৭০১
দশম অধ্যায়	
গীবত ও জিহ্বার সংযমের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
কাফের বলে গালি দেয়া উচিত নয়–	৭০১
কাউকে ফাসেক বলবে না–	৭০১
কাউকেও কাফের বলে ডাকা উচিত নয়–	৭০১
যে প্রথমে গালি দেবে তার ওপরই বর্তাবে–	৭০১
দুইটি বস্তুর সংশোধন করলে সে বেহেশ্তী–	৭০১
কথার দ্বারা আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন–	৭০১
মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী, গালি দেয়া ফাসেকী–	৭০১
কারও প্রতি অভিসম্পাত দেয়া উচিত নয়–	৭০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
লানতকারী কিয়ামতে সাক্ষ্য দিতে পারবে না–	৭০২
মানুষ ধ্বংস হয়েছে এ কথা বলা উচিত নয়–	৭০২
দ্বিমুখী লোক সবচেয়ে খারাপ–	৭০২
চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না–	৭০২
সত্য পুণ্যের দিকে নেয় আর পুণ্য নেয় বেহেশতে–	৭০২
মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা ভলো কাজ–	৭০২
অত্যাধিক প্রশংসা করা উচিত নয়–	৭০২
কারও সামনে প্রশংসা করা উচিত নয়–	৭০২
গীবত হলো জঘন্য পাপ–	৭০২
কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়–	৭০৩
নিজের কুকর্ম বলে বেড়ান উচিত নয়–	৭০৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মিথ্যা পরিত্যাগকারী বেহেশতে যাবে–	৭০৩
খোদাভীতি ও উত্তম চরিত্র মানুষকে বেহেশতে পৌছাবে–	৭০৩
কোনক্রমেই খারাপ কথা বলা উচিত নয়–	৭০৩
মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা জায়েয নেই–	৭০৩
মানুষকে হাসানোর জন্যে মিথ্যা কথা বললে সে দোযখে যাবে–	৭০৩
নীরব ব্যক্তিই সবচেয়ে ভালো–	৭০৪
নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখলে বেহেশতে যেতে পারবে–	৭০৪
মানুষ ভোরে উঠলে জিহ্বা বলতে থাকে আমাকে সংযত রাখ–	৭০৪
নিরর্থক বস্তু পরিহার করা উচিত–	৭০৪
কারও সম্পর্কে বেহেশতের সুসংবাদ বলা উচিত নয়–	৭০৪
জিহ্বা হল সবচেয়ে ভয়ংকর–	৭০৪
মিথ্যা বললে ফেরেশতা দূরে সরে যায়–	৭০৪
সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতক হলো মিথ্যাবাদী–	৭০৪
দুমুখো ব্যক্তির জিহ্বা হবে আগুনের–	৭০৪
মুমিন ব্যক্তি অশ্লীল গালমন্দকারী হতে পারে না–	৭০৪
কোন ঈমানদার অভিসম্পাত দিতে পারে না–	৭০৫
আল্লাহর গযব পড়বে এ কথা বলা উচিত নয়–	৭০৫
লানৎ করলে আকাশের দরজা বন্ধ হয়ে যায়–	৭০৫
যা লানতের উপযোগী নয় তাকে লানৎ করা জায়েয নেই–	৭০৫
একজনের মন্দ কথা বলে অন্যের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা উচিত নয়–	৭০৫
কারো সম্পর্কে কুটনামী করা উচিত নয়–	৭০৫
নির্লজ্জতা কোন জিনিসকে কলুষিত করে–	৭০৫
কাউকে লজ্জা দেয়া উচিত নয়–	৭০৫
মানুষের বিপদ দেখে আনন্দিত হওয়া উচিত নয়–	৭০৫
রাসূল (স.) বলেছেন তিনি কাউকেও বিদ্রূপ করা পছন্দ করেন না–	৭০৬
মূর্খ বেদুঈনের দোয়ার ব্যাপারে রাসূল (স.)-এর বক্তব্য–	৭০৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করলে আল্লাহ নারাজ হন–	৭০৬
মুমিন এর স্বভাবে খেয়ানত আচরণ থাকতে পারে না–	৭০৬
মুমিন মিথ্যাবাদী হতে পারে না–	৭০৬
শয়তান মানুষের মধ্যে এসে মিথ্যা কথা বলে–	৭০৬
অসৎ সঙ্গের চেয়ে নিঃসঙ্গ অনেক ভালো–	৭০৬
নীরবতা পালন করা ইবাদতের তুল্য–	৭০৬
খোদাভীতি সবচেয়ে বড় উপদেশ–	৭০৬
সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা সবচেয়ে উত্তম আমল–	৭০৭
সিদ্দিক ভর্ৎসনাকারী হতে পারে না–	৭০৭
জিহ্বা মানুষকে ধ্বংস করে–	৭০৭
ছয়টি জিনিস থেকে বেঁচে থাকলে বেহেশতী–	৭০৭
আল্লাহর উত্তম ও নিকৃষ্ট বান্দা–	৭০৭
গীবত করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়–	৭০৭
গীবত ব্যভিচার থেকেও জঘন্য–	৭০৭
যার গীবত করবে তার মাগফেরাত কামনা করতে হয়–	৭০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
একাদশ অধ্যায়	
অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.)-এর ঋণ পরিশোধ করলেন আবু বকর (রা.)–	৭০৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (স.)-এর চুল কিছুটা সাদা হয়েছিল–	৭০৮
ওয়াদা করলে তিন দিন এক জায়গায় অবস্থান করতে হয়–	৭০৮
যদি নিয়্যত থাকে বিশেষ অসুবিধার কারণে সম্ভব না হলে গোনাহ হবে না–	৭০৮
ওয়াদা করে তা রক্ষা না করলে গোনাহ হয়–	৭০৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নামাযের উদ্দেশ্যে ওয়াদা ভঙ্গ করলে গোনাহ হবে না–	৭০৯
দ্বাদশ অধ্যায়	
হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স.) হাসি-তামাশা করতেন–	৭০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সত্য কৌতুক করা যায়–	৭০৯
উষ্ট্রীই বাচ্চা প্রসব করে থাকে–	৭০৯
রাসূল (স.) দু কানওয়ালা বলে ডাক দিতেন–	৭০৯
বেহেশতে যুবক-যুবতী প্রবেশ করবে–	৭০৯
কুৎসিত হাবশীও রাসূল (স.)-এর কাছে ছিল–	৭০৯
রাসূল (স.)-এর সাথে এক সাহাবী কৌতুক করলেন–	৭১০
স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ দ্রুত মীমাংসা করা উচিত–	৭১০
ঝগড়া বিবাদ করা ইসলামে নিষেধ–	৭১০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
অহংকার এবং পক্ষপাতিত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মুত্তাকী ও খোদাভীরু লোক সবচেয়ে সম্মানিত–	৭১০
শরীফের চেয়ে শরীফ–	৭১০
রাসূল (স.) ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ–	৭১১
সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ হযরত ইবরাহীম (আ)–	৭১১
খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে–	৭১১
পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ–	৭১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বাপ-দাদার গর্ব করা উচিত নয়–	৭১১
রাসূল (স.) মহা মর্যাদাবান ব্যক্তি–	৭১১
তাকওয়া অবলম্বন ভদ্রতার পরিচয়–	৭১১
জাহেলী যুগের ওপর গর্ব করা উচিত নয়–	৭১১
নিজের গোত্রের লোকও অন্যায় করলে প্রশ্রয় দেবে না–	৭১১
অন্যায় করলে নিজের গোত্রের লোককে সহায়তা করা যাবে না–	৭১২
অন্যায়ের প্রতিরোধকারী সবচেয়ে উত্তম–	৭১২
অন্যায়ের পক্ষে থাকা ইসলামে নিষেধ–	৭১২
জাগতিক বস্তুর প্রেমে পড়া উচিত নয়–	৭১২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নিজের গোত্রের লোকদের ভালোবাসা যায়–	৭১২
মানুষ সবাই হযরত আদম (আ)-এর সন্তান–	৭১২
চতুর্দশ অধ্যায়	
সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী হলেন মাতা–	৭১২
পিতা-মাতা জীবিত থাকলে বেহেশত অর্জন করা যায়–	৭১২
মাতা-পিতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে–	৭১৩
আল্লাহই মানুষের প্রকৃত বন্ধু–	৭১৩
মায়ের অবাধ্যতা ইসলামে হারাম করা হয়েছে–	৭১৩
পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবিরা গোনাহ–	৭১৩

বিষয় — পৃষ্ঠা

পিতার অবর্তমানে পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে– ৭১৩
আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে আয়ু বৃদ্ধি পায়– ৭১৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে আল্লাহ খুশি হন– ৭১৩
রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলমানের কাজ নয়– ৭১৩
রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত থাকে– ৭১৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী দোযখের অধিবাসী– ৭১৪
আত্মীয়তা ছিন্ন করলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে– ৭১৪
সবার সাথে সদাচরণ করতে হবে– ৭১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোয়া তকদীর ফেরাতে পারে– ৭১৪
মায়ের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিফল বেহেশত– ৭১৪
পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি– ৭১৪
পিতা-মাতা হলেন বেহেশতের মধ্যম দরজা– ৭১৪
মাতা সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী– ৭১৪
রেহেম শব্দটি আল্লাহর নামের সাথে সংশ্লিষ্ট– ৭১৫
আত্মীয়তা ছিন্নকারীদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না– ৭১৫
পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচারণকারী দোযখী– ৭১৫
আত্মীয়তার বন্ধনে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়– ৭১৫
খালা মায়ের সমতুল্য মর্যাদা পাবে– ৭১৫
পিতার মৃত্যুর পর দোয়া করতে হয়– ৭১৫
দুধ মাতার প্রতি রাসূল (স.)-এর সদাচরণ– ৭১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক কাজের দরুন গুহার পাথর সরে গেল– ৭১৫
পিতা জীবিত থাকলে জিহাদ ফরয নয়– ৭১৬
পিতার ইচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দিল– ৭১৬
পিতা-মাতাই হল সন্তানের বেহেশত-দোযখ– ৭১৬
পিতা-মাতার জন্য দোয়া করলে সন্তান মুক্তি পেতে পারে– ৭১৬
যে পিতা-মাতার নাফরমান অবস্থায় ভোর করে
সে দোযখের দুটি দরজা খুলে দেয়– ৭১৭
সন্তান পিতা-মাতার প্রতি দৃষ্টি দিলে আল্লাহ
বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন– ৭১৭
বড় ভাইয়ের অধিকার পিতার সমতুল্য– ৭১৭

পঞ্চদশ অধ্যায়
সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ
প্রথম পরিচ্ছেদ

যে মানুষকে দয়া করে না তাকে আল্লাহ দয়া করবেন না– ৭১৭
শিশুদের চুম্বন করলে অন্তর নরম হয়– ৭১৭
সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ পরিমাপ করা যায় না– ৭১৭
দুটি কন্যাকে লালন-পালন করলে রাসূল (স.)-এর সাথে থাকবে– ৭১৮
বিধবা ও মিসকিনদের তত্ত্বাবধান করা জিহাদের সমতুল্য– ৭১৮
ইয়াতীমদের দায়িত্ব নিলে আল্লাহ রাসূল (স.) খুশি হন– ৭১৮
ঈমানদার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হয়– ৭১৮
সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত– ৭১৮
একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের ঘরের মত– ৭১৮
দানের জন্য সুপারিশ করলেও সওয়াব আছে– ৭১৮
অত্যাচারী হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত– ৭১৮
মুসলমানের ওপর জুলুম করবে না– ৭১৮
কোন মুসলমানকে লজ্জিত করবে না– ৭১৯
তিন প্রকারের লোক বেহেশতে যাবে– ৭১৯
নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যের জন্যও
তা পছন্দ করবে– ৭১৯
প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায়কারী দোযখী– ৭১৯
যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জাহান্নামী– ৭১৯
হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতেন– ৭১৯
তিনজন একত্রে থাকলে দুজন চুপে কথা বলবে না– ৭১৯

বিষয় — পৃষ্ঠা

অকপট আচরণের নামই ইসলাম– ৭১৯
নামায প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার করা উচিত– ৭১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হতভাগ্যদের অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেয়া হয়– ৭২০
মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ দয়া করেন– ৭২০
ছোটদের স্নেহ করা উচিত– ৭২০
বার্ধক্যের কারণে বৃদ্ধকে সম্মান করতে হয়– ৭২০
কুরআন সংরক্ষণকারীকে সম্মান করা উচিত– ৭২০
যে ঘরে ইয়াতিম আছে সে ঘর উত্তম– ৭২০
ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলালে চুলের পরিমাণ সওয়াব হয়– ৭২০
যে ইয়াতিমকে খাওয়ায় সে বেহেশতী– ৭২০
সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া উচিত– ৭২০
সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া উচিত– ৭২১
বিধবা মহিলা কিয়ামতের দিন মর্যাদা পাবে– ৭২১
কন্যার তুলনায় পুত্রকে প্রাধান্য দিতে নেই– ৭২১
কারও সামনে অন্যের গীবত করলে নিষেধ করা উচিত– ৭২১
কারও অনুপস্থিতিতে গীবত করা উচিত নয়– ৭২১
একজন অন্যজনকে অপমান করলে তাকে
নিষেধ করা উচিত– ৭২১
ইজ্জতহানির আশঙ্কায় সাহায্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়– ৭২১
মুসলমানের দোষ গোপন রাখতে হয়– ৭২১
এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান আয়নাস্বরূপ– ৭২১
মুনাফিকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করে যে সব বেহেশতী– ৭২২
যে নিজের সঙ্গীসাথীদের কাছে ভালো সে
আল্লাহর নিকটও ভালো– ৭২২
প্রতিবেশীর প্রশংসা উত্তম আমলের তুল্য– ৭২২
মানুষের সাথে মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে– ৭২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহ খুশি হন– ৭২২
প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খাওয়া উচিত নয়– ৭২২
প্রতিবেশীকে গালি দিলে ইবাদত কবুল হবে না– ৭২২
ভালো ও মন্দ ব্যক্তি– ৭২২
প্রকৃত মুসলমান ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা– ৭২৩
যে অন্যকে ভালোবাসে না তার মধ্যে কল্যাণ নেই– ৭২৩
যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল সে বেহেশতে গেল– ৭২৩
মযলুমের সাহায্য করলে কিয়ামতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে– ৭২৩
যে পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে সেই শ্রেষ্ঠ– ৭২৩
প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করা উচিত নয়– ৭২৩
ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলালে অন্তর নরম হয়– ৭২৩
কন্যার হেফাযত সাদকার সমতুল্য– ৭২৩

ষোড়শ অধ্যায়
আল্লাহকে ভালোবাসার গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসতে হয়– ৭২৪
যে যাদেরকে ভালবাসবে কিয়ামতের দিন
সে তাদের সাথেই থাকবে– ৭২৪
আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর ভালবাসা কিয়ামতের সম্পদ– ৭২৪
রূহ সেনাবাহিনীর মত সারিবদ্ধ ছিল– ৭২৪
আল্লাহ যাকে ভালবাসেন সমস্ত ফেরেশতাগণও তাকে ভালবাসেন– ৭২৪
কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না– ৭২৪
ভাল লোকের নমুনা যেমন আতর বিক্রেতা– ৭২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর উদ্দেশ্যেই লোকদের ভালবাসতে হয়– ৭২৫
কিয়ামতে যাদের মর্যাদা দেখে শহীদগণ ঈর্ষা করবেন– ৭২৫
আল্লাহর খুশির জন্য তাকেও ঘৃণা করা

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈমানের একটি শাখা–	৭২৫
রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া উত্তম কাজ–	৭২৫
যাকে মহব্বত করবে তারও উচিত মহব্বত করা–	৭২৫
যার সাথে মহব্বত থাকবে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে–	৭২৫
ঈমানদার ব্যতীত কাকেও সাথী করা উচিত নয়–	৭২৬
সব সময় ভাল চরিত্রবান বন্ধু বানাতে হয়–	৭২৬
কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে হলে পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত–	৭২৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর জন্য মহব্বত করা উত্তম কাজ–	৭২৬
এক বান্দাকে সম্মান করলে আল্লাহকেই সম্মান করা হয়–	৭২৬
যাদের দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয় তারাই ভাল–	৭২৬
যত দূরেই থাকুক না কেন দুই বন্ধু কিয়ামতের দিন একত্র হবে–	৭২৬
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসবে–	৭২৬
বেহেশতে ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভ রয়েছে–	৭২৭
সপ্তদশ অধ্যায়	
সম্পর্ক ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা ও দোষান্বেষণের নিষেধাজ্ঞা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
তিনদিনের বেশি কথা না বলে থাকা উচিত নয়–	৭২৭
ক্রয়-বিক্রয় ধোঁকাবাজি করবে না–	৭২৭
পরস্পর মীমাংসা করার সুযোগ দিতে হয়–	৭২৭
সপ্তাহে দুবার মানুষের কার্যাবলী আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়–	৭২৭
তিনটি ব্যাপারে মিথ্যা অনুমতি আছে –	৭২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
তিন বিষয়ে মিথ্যা বলা যাবে–	৭২৮
দেখা হওয়ার পর তিনবার সালাম দেবে–	৭২৮
তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা উচিত নয়–	৭২৮
এক বছর পর্যন্ত কথা-বার্তা বন্ধ থাকা হত্যারই নামান্তর–	৭২৮
তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নেই–	৭২৮
আপোষ মীমাংসা করা সবচেয়ে বড় মর্যাদা–	৭২৮
হত্যা ও শত্রুতা মুসলমানের কাজ নয়–	৭২৮
হিংসা আগুনের মত মানুষ ধ্বংস করে–	৭২৮
বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা জঘন্য পাপ–	৭২৮
কারও ক্ষতি করলে আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন–	৭২৯
ঈমানদারকে কষ্ট দেওয়া অভিশপ্তের কাজ–	৭২৯
মুসলমানদের লজ্জা দেওয়া জায়েয নেই–	৭২৯
অন্যায়ভাবে মুসলমানদের মান-সম্মান ক্ষুণ্ন করা যুদ্ধের সমতুল্য–	৭২৯
মানুষের ইজ্জত-আব্রু হানি করা জঘন্য অপরাধ–	৭২৯
গীবত অল্প হলেও তা অন্যায়–	৭২৯
আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা ইবাদতের অংশ–	৭২৯
কোন বিষয়ে হিংসা করা জায়েয নেই–	৭২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
দোষ নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া উত্তম–	৭২৯
দরিদ্রতা কুফরীতে লিপ্ত করতে পারে–	৭৩০
ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমা করা উচিত–	৭৩০
অষ্টাদশ অধ্যায়	
সব কাজে সাবধানতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মুমিনকে একই গর্তে দুবার দংশন করা যায় না–	৭৩০
সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য উত্তম গুণ–	৭৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ–	৭৩০
অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে জ্ঞান হওয়া যায় না–	৭৩০
যে কোন কাজ চিন্তা-ভাবনা করে করা উচিত–	৭৩০
কাজ ধীরে-সুস্থে করার মধ্যে কল্যাণ নিহিত–	৭৩০
মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ–	৭৩০
সচ্চরিত্রতা ও উত্তম চালচলন নবুয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ–	৭৩০
আমানতদারীর প্রকৃত লক্ষণ–	৭৩০
যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার–	৭৩১
ব্যভিচার গোপন আলাপের আমানত নয়–	৭৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জবানের চেয়ে সুন্দর বস্তু আর নেই–	৭৩১
কিয়ামতে জ্ঞান পরিমাণ প্রতিফল পাবে–	৭৩১
পরিমাণ সম্পর্কে চিন্তা করা সবচেয়ে ভাল জ্ঞান–	৭৩১
মানুষের সাথে ভালবাস রাখা জ্ঞানের অর্ধেক–	৭৩১
উনবিংশ অধ্যায়	
কোমলতা, লাজুক ও সচ্চরিত্রতা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আল্লাহ কোমলতা পছন্দ করেন–	৭৩১
কোমলতা ও নম্রতা বঞ্চিত মানুষ সর্ব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত–	৭৩২
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ–	৭৩২
লাজুকতা পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়–	৭৩২
লজ্জাহীন লোক যা ইচ্ছে করে তাই করতে পারে–	৭৩২
পুণ্য হল উত্তম স্বভাব–	৭৩২
যার চরিত্র ভাল সে উত্তম–	৭৩২
যে ভাল লোক তার চরিত্রও ভাল–	৭৩২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
যার নম্রতা আছে সে বিরাট অংশ পেয়েছে–	৭৩২
ঈমানদারের স্থান বেহেশতে–	৭৩২
উত্তম চরিত্র সর্বোত্তম বস্তু–	৭৩২
কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের লোক বেহেশতে যাবে না–	৭৩৩
উত্তম চরিত্র সবচেয়ে ভারী বস্তুর সমান–	৭৩৩
নফল ইবাদতের সওয়াব হয় উত্তম চরিত্রে–	৭৩৩
ভাল কাজ মন্দ কাজকে মুছে দেয়–	৭৩৩
যার মেজাজ নরম তাকে দোযখ স্পর্শ করবে না–	৭৩৩
সরল ভদ্রলোক ঈমানদার হয়ে যাবে–	৭৩৩
ঈমানদার সহজ সরল হয়ে থাকে–	৭৩৩
যে ব্যক্তি মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে সে উত্তম–	৭৩৩
যে লোক ক্রোধকে সংযত করে সে বেহেশত পাবে–	৭৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ধর্মের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জা–	৭৩৪
লজ্জা ছাড়া ঈমান থাকতে পারে না–	৭৩৪
মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে হয়–	৭৩৪
রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য উত্তম চরিত্র গঠন করা–	৭৩৪
আয়না দেখে দোয়া করতে হয়–	৭৩৪
স্বভাব চরিত্র উত্তম করার জন্য দোয়া করতে হয়–	৭৩৪
যিনি স্বভাব চরিত্রে ভাল তিনিই উত্তম–	৭৩৪
চরিত্রবান ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার–	৭৩৪
আত্মীয়দের সাহায্য করলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়–	৭৩৪
কোমলতা দান করা আল্লাহর উপকার পাওয়া–	৭৩৫
বিংশ অধ্যায়	
ক্রোধ ও অহংকার প্রসঙ্গ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাগ না করার জন্য রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন–	৭৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্রোধকে দমন করাই প্রকৃত বীরের কাজ–	৭৩৫
দুর্বল ব্যক্তি বেহেশতবাসী–	৭৩৫
সর্ষে পরিমাণ ঈমান থাকলে বেহেশতে যাবে–	৭৩৫
বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকলে দোযখে যাবে–	৭৩৫
বৃদ্ধ ব্যভিচারী দোযখে যাবে–	৭৩৫
শ্রেষ্ঠত্বের মালিক একমাত্র রাসূল (স)–	৭৩৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আত্মগর্ব করতে করতে মানুষ অহংকারী হয়ে যায়–	৭৩৬
অহংকারীদের বাওলাস নামক দোযখে দেয়া হবে–	৭৩৬
ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে–	৭৩৬
রাগান্বিত ব্যক্তি দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে–	৭৩৬
যে নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করে সে মন্দ লোক–	৭৩৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগ দমন করা ভাল–	৭৩৬
ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ করা উচিত–	৭৩৬
ক্রোধ ঈমানকে ধ্বংস করে–	৭৩৭
আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়–	৭৩৭
ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ–	৭৩৭
রসনা নিয়ন্ত্রণকারীর দোষ-ত্রুটি গোপন থাকে–	৭৩৭
প্রবৃত্তি অনুসরণ ধ্বংসের লক্ষণ–	৭৩৭
একবিংশ অধ্যায়	
যুলুম অত্যাচার প্রসঙ্গ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপ ধারণ করবে–	৭৩৭
অত্যাচারী অবকাশ পেয়ে থাকে–	৭৩৭
জালিম বস্তিতে প্রবেশ করা উচিত নয়–	৭৩৭
কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি জুলুম করা উচিত নয়–	৭৩৮
পাপের কাজ ও পুণ্যের কাজ এক সাথে করা যায় না–	৭৩৮
কিয়ামতে হকদারদের প্রাপ্ত বেশি করা হবে–	৭৩৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
লোকেরা খারাপ আচরণ করলে তাদের সাথে খারাপ আচরণ কর না–	৭৩৮
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব কাজ করা উচিত–	৭৩৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না–	৭৩৮
পার্থিব কল্যাণের জন্য পরকাল ধ্বংস করা উচিত নয়–	৭৩৮
আল্লাহর সাথে শিরক করলে ক্ষমা পাবে না–	৭৩৯
মজলুমের বদ দোয়া কবুল হয়–	৭৩৯
জালিমের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তার সাথে থাকা উচিত নয়–	৭৩৯
জালিম ব্যক্তি নিজেরই ক্ষতি করে–	৭৩৯
দ্বাবিংশ অধ্যায়	
সৎ কাজের আদেশ প্রসঙ্গে	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
খারাপ কাজ হতে দেখলে প্রতিবাদ করতে হয়–	৭৩৯
আল্লার নির্ধারিত বিধান লঙ্ঘনকারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত–	৭৩৯
ভাল কাজের আদেশ করে আমল করতে হয়–	৭৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ভাল কাজের আদেশ করবে খারাপ কাজে নিষেধ করবে–	৭৪০
পাপের কাজ দেখলে ঘৃণা করতে হয়–	৭৪০
খারাপ কাজ দেখলে নিষেধ করতে হয়–	৭৪০
জাতির এক ব্যক্তি পাপ করলে অন্যদে রতা প্রতিরোধ করতে হয়–	৭৪০
ঈমানদারদের উচিত ভাল কাজের আদেশ করা–	৭৪০
ওয়াদা ভঙ্গের জন্য কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হবে–	৭৪১
পাপাচারে লিপ্ত হলে ধ্বং স হবে–	৭৪১
দোষী ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেন–	৭৪১
পাদীদের পাপ কাজে সাহায্য করলে দোযখে যাবে–	৭৪২
যে মুমিনগণ আমল করে না অথচ লোকদের বলে তারা দোযখী–	৭৪২
বনী ইসরাঈলদের জন্য আসমান থেকে খানা নাযিল হত–	৭৪২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মুখ, হাত ও অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হয়–	৭৪২
পাপাচার হতে দেখলে তা প্রতিরোধ করতে হয়–	৭৪২
জালেমকে ভয় পেলেও ঘৃণা করতে হয়–	৭৪৩
নেকী ও বদী মানুষের সামনে হাজির করা হবে–	৭৪৩
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	
মন গলানো উপদেশমালা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
স্বাস্থ্য ও অবসরের সদ্ব্যবহার করতে হয়–	৭৪৩
আখেরাতের কোন তুলনা করা যায় না–	৭৪৩
আল্লাহর কাছে দুনিয়া নিকৃষ্ট–	৭৪৩
দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা–	৭৪৩
আল্লাহ মুমিনের নেক কাজকে নষ্ট করেন না–	৭৪৩
বিপদ মুছিবত দিয়ে বেহেশতকে ঢেকে রাখা হয়েছে–	৭৪৩
জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকা সওয়াবের কাজ–	৭৪৩
কল্যাণ কখনো মন্দ আনে না–	৭৪৪
দুনিয়ার মোহ মানুষকে ধ্বংস করে–	৭৪৪
পরিবারের প্রয়োজনের জন্য দোয়া করতে হয়–	৭৪৪
আল্লাহ যা দেন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে–	৭৪৪
যে সম্পদ দান করা হয় তাই কাজে লাগবে–	৭৪৪
মৃত লাশের সাথে তার আমল থাকে–	৭৪৪
আল্লাহর পথে যা খরচ করবে তাই প্রকৃত সম্পদ–	৭৪৪
তিন ধরনের মালই প্রকৃত নিজের সম্পদ–	৭৪৫
যার অন্তর শক্তিশালী সেই প্রকৃত সম্পদশালী–	৭৪৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর নির্দেশিত হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে–	৭৪৫
আল্লাহর ইবাদত না করলে অভাব কাটবে না–	৭৪৫
পরহেজগারী সবচেয়ে ভাল পন্থা–	৭৪৫
পাঁচটি কাজ সঠিক সময়ে করতে হয়–	৭৪৫
ধনী হলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে–	৭৪৫
জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাড়া সবই অভিশপ্ত–	৭৪৬
দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে মাছির সমতুল্যও নয়–	৭৪৬
বাগ-বাগিচা দুনিয়ার মোহ সৃষ্টি করে–	৭৪৬
দুনিয়াকে ভালবাসলে আখেরাত নষ্ট হবে–	৭৪৬
দিনারের দাসের ওপর লানৎ করেছেন–	৭৪৬
ধন-সম্পদের মানুষকে ধর্মের দিক থেকে বিরত রাখে–	৭৪৬
মুমিন যা খরচ করবে তাতে সওয়াব আছে–	৭৪৬
প্রয়োজনীয় খরচ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সমান–	৭৪৬
প্রয়োজনীয় ঘর ছাড়া বাড়তি জিনিস রাখা নিষেধ–	৭৪৬
একজন খাদেম ও একটি উষ্ট্রিই যথেষ্ট–	৭৪৭
প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল নয়–	৭৪৭
দুনিয়া ত্যাগ করলে আল্লাহ ভালবাসেন–	৭৪৭
রাসূল (স) খালি চাটাইয়ে ঘুমাতেন –	৭৪৭
অল্পে তুষ্ট মানুষই প্রকৃত সুখি–	৭৪৭
রাসূল (স) সম্পদশালী হতে চাইলেন না–	৭৪৭
প্রাণ রক্ষার পরিমাণ রিযিক থাকা উচিত–	৭৪৭
প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্যের প্রয়োজন নেই–	৭৪৭
দুনিয়াতে পরিতৃপ্ত হলে কিয়ামতে ক্ষুধার্ত থাকবে–	৭৪৮
উম্মতের ফেতনা হল সম্পদ–	৭৪৮
আখেরাতের জন্য নেক আমল না করলে সে দোযখী–	৭৪৮
ঠাণ্ডা পানি এবং ভাল স্বাস্থ্যের জন্য জিজ্ঞেস করা হবে–	৭৪৮
বয়স ও যৌবন সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে–	৭৪৮

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাকওয়া পরহেযগারীতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়— ৭৪৮
দুনিয়ার সম্পদ পরিত্যাগ করলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়— ৭৪৮
অন্তরে সত্য কথা সংরক্ষণ করা উচিত— ৭৪৮
গোনাহ করা সত্ত্বেও সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে নয়— ৭৪৯
সম্পদ রেখে ইন্তেকাল করা উচিত নয়— ৭৪৯
মাল সঞ্চয় করা পুরো নিষেধ— ৭৪৯
কিয়ামত হল মানুষের জন্য দুর্গম পথ— ৭৪৯
দুনিয়ার ব্যক্তি গোনাহ থেকে মুক্ত নয়— ৭৪৯
মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করতে হবে— ৭৪৯
সম্পদের কারণে অহংকার করবে না— ৭৪৯
কল্যাণের দরজাই সবচেয়ে ভাল— ৭৫০
সম্পদে বরকত না হলে অযথা ব্যয় হয়— ৭৫০
বাড়ি-ঘর তৈরিতে হারাম মাল থেকে দূরে থাকতে হয়— ৭৫০
যার জ্ঞান বুদ্ধি নেই সে সম্পদ জমা করে— ৭৫০
নারী হল শয়তানের ফাঁদ স্বরূপ— ৭৫০
দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয়— ৭৫০
সব হিসেব নিকাশ হবে আখেরাতে— ৭৫০
বেহেশত সর্বপ্রকার কল্যাণে ভরা— ৭৫০
মাতার সন্তান তার অনুগত হয়ে থাকে— ৭৫১
প্রয়োজনের বেশি সম্পদ রাখা ভাল নয়— ৭৫১
পরকালের সম্পদের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে— ৭৫১
দুনিয়া হতে আখেরাত অনেক মূল্যবান— ৭৫১
সত্যভাষী ও অন্তকরণ পরিষ্কার লোক সবচেয়ে ভাল— ৭৫১
খানাপিনায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়— ৭৫১
সত্য কথা ও আমানত রক্ষায় উচ্চ মর্যাদা পাওয়া যায়— ৭৫১
প্রত্যেক ইবাদত কিয়ামতে সুপারিশ করবে— ৭৫১
ঘরে ছবিযুক্ত পর্দা রাখা উচিত নয়— ৭৫২
নামাযের মধ্যে একাগ্রতা অবশ্য করণীয়— ৭৫২
খোদাভীরু লোকই রাসূল (স)-এর সাথী— ৭৫২
হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তর প্রশস্ত হয়— ৭৫২
দুনিয়ার প্রতি অনিহা ও স্বল্পালাপী ব্যক্তি জ্ঞানী— ৭৫২

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গরিবদের ফযিলত ও মহানবীর জীবন যাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

গরীবদের শপথ আল্লাহ পূরণ করেন— ৭৫২
দুর্বলদের উসিলায় রিযিক প্রদান করা হয়— ৭৫২
নারী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই দোযখী— ৭৫৩
জান্নাতের অধিবাসীর অধিকাংশই গরীব— ৭৫৩
ধনীদের তুলনায় গরীবরা আগে বেহেশতে যাবে— ৭৫৩
মানুষ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা ভাল— ৭৫৩
নবী পরিবার একাধারে দুবেলা পেট পুরে খেতে পায়নি— ৭৫৩
খাদ্য খাওয়ার সময় একটু কম খেতে হয়— ৭৫৩
রাসূলের পরিবারে একখানা শস্যও জমা হত— ৭৫৩
গরীবদের জন্য রয়েছে আখেরাত— ৭৫৪
প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানেরা খুবই গরীব ছিল— ৭৫৪
সবসময় নিচের দিকে তাকাতে হয়— ৭৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গরীবরা ধনীদের পাঁচশত বছর আগে বেহেশতে যাবে— ৭৫৪
মিসকিনরা ধনীদের চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে যাবে— ৭৫৪
দুর্বলদের মাঝে আল্লাহ বিরাজমান— ৭৫৪
গরীবদের উসিলায় দোয়া কবুল হয়— ৭৫৪
খারাপ লোকদের ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষা করতে নেই— ৭৫৪

বিষয় পৃষ্ঠা

দুনিয়া ত্যাগ করলে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পাবে— ৭৫৫
আল্লাহকে ভালবাসলে দুনিয়া থেকে হেফাযত করেন— ৭৫৫
যার মাল কম হবে তার হিসাবও কম হবে— ৭৫৫
দ্বীনদার মানুষ সাধারণত দরিদ্র হয়— ৭৫৫
দ্বীন প্রচারের জন্য রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন— ৭৫৫
রাসূল (স) ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন— ৭৫৫
প্রচণ্ড ক্ষুধার মধ্যে একটি খেঁজুর খেতেন— ৭৫৫
ধর্মের দিকে নিজের চেয়ে উচ্চমানের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত— ৭৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবা (রা) গণ ছিলেন অশেষ ধৈর্যশীল— ৭৫৬
গরীবরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে যাবে— ৭৫৬
নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকাতে হয়— ৭৫৬
রাসূল (স) নারী, খাদ্য ও সুগন্ধি ভালবাসতেন— ৭৫৬
নামাযের দ্বারা চোখের শীতলতা আসে— ৭৫৬
বিলাসী জীবন অকল্যাণকর— ৭৫৭
অল্প রিযিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়— ৭৫৭
প্রয়োজনের কথা গোপন রাখলে আল্লাহ খুশি হন— ৭৫৭
অর্ধেক পন্থা থেকে যে বেঁচে থাকে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন— ৭৫৭
ভাল জিনিস ভোগ করা দুনিয়াতে প্রতিদান স্বরূপ— ৭৫৭
পরিতৃপ্তভাবে আহার করা উচিত নয়— ৭৫৭

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আশা ও লোভ-লালসা প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) একটি নকশা এঁকে সাহাবাদের বোঝালেন— ৭৫৭
রেখায় আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু নির্দেশ করলেন— ৭৫৭
মানুষের দুটি জিনিস বৃদ্ধি পেতে থাকে— ৭৫৭
বৃদ্ধ লোক দুটি জিনিসের কামনা করে— ৭৫৮
আল্লাহর বান্দা ওজরের অবকাশ রাখে না— ৭৫৮
মানুষের পেট মাটি ছাড়া পূর্ণ হয় না— ৭৫৮
দুনিয়াতে মুসাফিরের মত জীবনযাপন করত হয়— ৭৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যু অধিক দ্রুতগামী— ৭৫৮
প্রস্রাব করার সাথে সাথে তায়াম্মুম করতে হয়— ৭৫৮
মানুষের আকাঙ্ক্ষা সর্বোচ্চ— ৭৫৮
মানুষ মোহের সাগরে ডুবে যাবে— ৭৫৮
মানুষ ষাট-সত্তর বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে— ৭৫৮
মানুষের বয়স একমাত্র আল্লাহ অবগত— ৭৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোভ ও লালসা অনিষ্টের মূল কারণ— ৭৫৯
দুনিয়ার প্রতি মোহকে খাট করা প্রকৃত পরহেযগারী— ৭৫৯
হালাল উপার্জন পরহেজগারির লক্ষণ— ৭৫৯

ষড়বিংশ অধ্যায়

এবাদতের জন্য হায়াত ও দৌলতের আকাঙ্ক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ নির্জনে ইবাদতকারী বান্দাকে ভালবাসেন— ৭৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার আমল ভাল সেই প্রকৃত ভাল মানুষ— ৭৫৯
মানুষ জীবিত থাকলে আমল বৃদ্ধি পায়— ৭৫৯
ভিক্ষা করলে অভাব মোচন হয় না— ৭৫৯
আল্লাহ পাকের নিয়োজিত পন্থায় কল্যাণ আসে— ৭৬০
আল্লাহ পাকের ক্ষমার আশা করা উচিত নয়— ৭৬০

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ভয় করলে সম্পদে কোন দোষ নেই– ৭৬০
মাল সম্পদ মুমিনদের ঢাল স্বরূপ– ৭৬০
মানুষের বয়স সীমা সাধারণত ষাট বছর– ৭৬০
দুনিয়ায় নেক কাজে থাকলে আমল বৃদ্ধি পায়– ৭৬০
জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর ;আনুগত্য করতে হয়– ৭৬১

সপ্তবিংশ অধ্যায়
তাওয়াক্কুল ও ছবর প্রসঙ্গ
প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে সে বেহেশতে যাবে– ৭৬১
কিয়ামতে বড় জামাত হবে যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন– ৭৬১
বিপদ এলে ছবর করা কল্যাণকর– ৭৬২
কাজের মধ্যে যদি শব্দ দ্বারা শয়তানের পথ পরিষ্কার হয়– ৭৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহতে ভরসা করলে অনুরূপ রিযিক প্রাপ্ত হয়– ৭৬২
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আদেশ নিষেধ মানতে হবে– ৭৬২
আল্লাহর কুদরতী হাতের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত– ৭৬২
আল্লাহর হক আদায় করলে আল্লাহ সাথে থাকেন– ৭৬২
মানুষের উচিত আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা– ৭৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক বেদুঈন রাসূল (স)-এর প্রতি তরবারি উত্তোলন করল– ৭৬৩
আল্লাহকে ভয় করলে মুক্তি পথ বের হয়– ৭৬৩
আল্লাহ পাকই ক্ষমতার আঁধার– ৭৬৩
একজনের উসিলায় অন্যজনের রিযিক বরাদ্দ হয়– ৭৬৩
আল্লাহর ওপর বরসা করলে নিরাপদ থাকা যায়– ৭৬৩
আল্লাহর আনুগত্য করলে রহমত বর্ষিত হয়– ৭৬৪
আল্লাহর তরফ অফুরন্ত সাহায্য– ৭৬৪
রিযিক তার মালিককে খুঁজতে থাকে– ৭৬৪
নবীজী তাঁর জাতির জন্য বদদোয়া করতেন না– ৭৬৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
রিয়া ও সুমআ সম্পর্কে বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পাক মানুষের অন্তর দেখেন– ৭৬৪
আল্লাহ পাক অংশীদার হতে মুক্ত– ৭৬৪
সুনাম অর্জনের জন্য কোন কাজ করা উচিত নয়– ৭৬৪
মুমিনের নগদ সুসংবাদ হল লোক তাকে ভালবাসে– ৭৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা যাবে না– ৭৬৫
নিজের আমলের কথা বলা উচিত নয়– ৭৬৫
পরকালের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তার কাজকর্ম গোপন হয়ে যায়– ৭৬৫
ইবাদত ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়– ৭৬৫
এক দল লোকের মুখের ভাষা হবে মিষ্টি– ৭৬৫
এক ধরনের প্রাণী আছে যাদের মুখের ভাষা চিনির চেয়েও মিষ্টি– ৭৬৫
যে কোন কাজের মধ্যম পন্থা উত্তম– ৭৬৬
আল্লাহ পাক হেফাযত করলে তার কোন ক্ষতি হয় না– ৭৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের আমলের কথা প্রকাশ করলে কিয়ামতের অপমানিত হবে– ৭৬৬
আত্মগোপনকারী ব্যক্তিই প্রকৃত মুমিন– ৭৬৬
গোপনে ইবাদত করা সবচেয়ে উত্তম– ৭৬৬
শেষ যমানায় প্রকৃত বন্ধু পাওয়া যাবে না– ৭৬৬
লোক দেখানো ইবাদত শিরক সমতুল্য– ৭৬৬
শেষ যমানার মানুষের ঈমান কমজোরি হবে– ৭৬৭
লোক দেখানো ইবাদত কবুল হয় না– ৭৬৭

বিষয় পৃষ্ঠা

রিয়া হল শিরকের মধ্যে ছোট– ৭৬৭
যত গোপনেই ইবাদত করুক না কেন প্রকাশ হবেই– ৭৬৭
আল্লাহ পাক গোপন ইবাদতের চিহ্ন প্রকাশ করেন– ৭৬৭
মুনাফিকের কথা ও কাজ এক হয় না– ৭৬৭
আল্লাহ পাক নিয়ত ও প্রেরনাকে গ্রহণ করবেন– ৭৬৭

উনত্রিশতম অধ্যায়
কান্না ও ভীতির প্রতি গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

পাপ বেশি হলে নেককারগণও মুক্তি পায় না– ৭৬৮
পরবর্তী উম্মতগণ রেশমী কাপড় পরিধান করবে– ৭৬৮
আখেরাতে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উত্থিত হবে– ৭৬৮
কিয়ামতের দিন মৃত্যুবরণ করার সময়ের অবস্থায় ওঠান হবে– ৭৬৮
মানুষ সবকিছু জানলে সবসময় কাঁদতে থাকত– ৭৬৮
কিয়ামতে আল্লাহ কি ব্যবহার করবেন তা রাসূল (স) অবগত নয়– ৭৬৮
বিড়ালের কারণে মহিলার আযাব– ৭৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশতের চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই– ৭৬৯
আসমানের সর্বত্রই ফেরেশতাগণ সিজদা দিয়েছেন– ৭৬৯
আল্লাহর পণ্যদ্রব্য হল বেহেশত– ৭৬৯
শস্যের পরিমাণ ঈমান থাকলে ও বেহেশতী– ৭৬৯
ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে– ৭৬৯
কিয়ামত আগত প্রায়– ৭৬৯
মৃত্যুকে স্মরণ করলে মানুষ হাসতে পারে না– ৭৬৯
সূরা হুদে ভয়াবহ সংকটের কথা বর্ণিত আছে– ৭৭০
কুরআনের কিছু সূরায় মানুষের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে– ৭৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম জিনিসও গোনাহ হতে পারে– ৭৭০
ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে– ৭৭০
রাসূল (স) জীবিত থাকাকালীন আমলই যথেষ্ট– ৭৭০
আল্লাহ পাক নয়টি আদেশ দিয়েছেন– ৭৭০
আল্লাহর ভয়ের অশ্রু যতই কমই হোক তা উত্তম– ৭৭১

ত্রিশতম অধ্যায়
মানুষের পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাল ও নেকবান্দারা ইন্তেকাল করবে– ৭৭১
মানুষ উটের সওয়ার বিশিষ্ট– ৭৭১
পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে হবে– ৭৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অধমদের সন্তান হবে সৌভাগ্যশালী– ৭৭১
মন্দ লোকেরা ভাল লোকদের উপর শাসক হয়– ৭৭১
খলিফা বা বাদশাহকে হত্যা না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না– ৭৭১
পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ সম্পদশালী হবে– ৭৭২
শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত লোক খুব কম হবে– ৭৭২
নারীরা প্রধান হলে দুনিয়ার জীবনে মুসিবত আসবে– ৭৭২
ইসলাম বিরোধী সবাই একত্রিত হবে– ৭৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমানতের খেয়ানত করলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়– ৭৭২

একত্রিশতম অধ্যায়
দাওয়াত ও সতর্কতার প্রতি গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নিজের গোত্রের লোকেদের দাওয়াত দিলেন– ৭৭৩
রাসূল (স) পরিবারকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন– ৭৭৩
মানুষ সত্য ও ন্যায়ের উপর সৃষ্টি হয়েছে– ৭৭৩

বিষয় — পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরবর্তীতে মদকে হালাল মনে করা হবে— ৭৭৪
রহমতপ্রাপ্ত উম্মতদের আযাব হবে না— ৭৭৪
নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে দ্বীনের সূচনা হয়েছে— ৭৭৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবুয়ত আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী বহাল থাকবে— ৭৭৪

দশম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ফিতনার রূপ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের অন্তরে ফিতনা প্রবেশ করে— ৭৭৫
আমানত মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকে— ৭৭৫
দীর্ঘদিন পরে দেখলেও চেনা যায়— ৭৭৫
কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে— ৭৭৬
নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে— ৭৭৬
যে দিন গত হয়েছে তা ভাল গেছে— ৭৭৬
বড় ফিতনা আগমনের সময় হয়ে গেছে— ৭৭৬
মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী— ৭৭৭
ফিতনা বৃষ্টির মত পতিত হয়— ৭৭৭
কুরাইশদের হাতে উম্মতের ধ্বংস— ৭৭৭
হত্যাকাণ্ড আরো বৃদ্ধি পাবে— ৭৭৭
বিনা কারণে মানুষকে হত্যা করা হবে— ৭৭৭
ফিতনায় লিপ্ত না হয়ে হিজরত করা ভাল— ৭৭৭
সামনের যমানা আগের চেয়ে ভয়াবহ— ৭৭৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সব রকমের ফিতনার বিবরণ দিয়েছেন— ৭৭৮
পথভ্রষ্ট নেতারা মুসলমানদের ক্ষতি করে— ৭৭৮
খেলাফত ত্রিশ বছর স্থায়ী থাকার ভবিষ্যদ্বাণী— ৭৭৮
সব ফেতনার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে— ৭৭৮
হারাম মাল ভক্ষণ করবে না— ৭৭৮
যেটা সত্য সেটাই মানতে হবে— ৭৭৯
ফিতনার সময় সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফের হবে— ৭৭৯
ফিতনার সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে হবে— ৭৭৯
ফিতনার যুগে মুখের ভাষা খুব কঠিন হয়— ৭৭৯
ফিতনার দিকে তাকাতে নেই— ৭৭৯
ফিতনায়ে আহলাস হল পলায়ন ও ছিনতাই— ৭৮০
ফিতনার সময় নিজের হাত গুটিয়ে রাখতে হবে— ৭৮০
ফিতনায় পতিত হলে ধৈর্যধারণ করবে— ৭৮০
ত্রিশজন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব হবে— ৭৮০
ইসলামের চাকা সাইত্রিশ বছর থাকবে— ৭৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুশরিকরা তরবারী গাছে ঝুলিয়ে রাখত— ৭৮০
ইসলামে হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার মাধ্যমে ফিতনা শুরু— ৭৮১

দ্বিতীয় অধ্যায়

খুন ও যুদ্ধের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে কিয়ামতের আলামত— ৭৮১
খুয ও কিরমান জাতির সাথে যুদ্ধের পর কিয়ামত হবে— ৭৮১
খুন খারাবী বৃদ্ধি পাবে ভূমিকম্প হবে— ৭৮১
মুসলমানগণ ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না— ৭৮২
কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির আবির্ভাবের পর কিয়ামত হবে— ৭৮২
জাহজাহ নামক শাসকের সময় কিয়ামত হবে— ৭৮২
মুসলমানরা কিসরার গোপন সম্পদ হস্তগত করবে— ৭৮২
কিসরা ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী— ৭৮২
মুসলমানরা সর্বশেষ দাজ্জালের সাথে লড়বে— ৭৮২
কিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শন দেখা যাবে— ৭৮২
কিয়ামত কায়েমের আগের ঘটনাবলি— ৭৮২
যখন গণিমতের মালে মানুষ আনন্দিত হবে না তখন কিয়ামত— ৭৮৩
কালেমার ধ্বনিতে প্রাসাদ ভেঙ্গে যাবে— ৭৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মদীনা শরীফ ধ্বংস হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস উন্নত হবে— ৭৮৪
মহাযুদ্ধ ও দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে হবে— ৭৮৪
বিশ্বযুদ্ধের সাত বছর পর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে— ৭৮৪
মুসলমানরা মদীনায় আবদ্ধ হবে— ৭৮৪
একদল মুসলমান শহীদ হবে— ৭৮৪
এক হাবশী কা'বার গুপ্ত সম্পদ বের করবে— ৭৮৪
আক্রমণ না করা পর্যন্ত হাবসীদের ছেড়ে রাখ— ৭৮৫
তৃতীয় বারে তুর্কীদের হত্যা করা হবে— ৭৮৫
বসরা মুসলমানদের অন্যতম শহর হবে— ৭৮৫
বসরা এক সময় ধ্বংস হবে— ৭৮৫
এর সওয়াব আবু হুরায়রা (রা) এর জন্যে— ৭৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হবে— ৭৮৫
কিয়ামত সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী— ৭৮৬

তৃতীয় অধ্যায়

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমানত যখন নষ্ট হবে তখন কিয়ামত হবে— ৭৮৬
ধন সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে কিয়ামত— ৭৮৬
কিয়ামতের আগে ইলম উঠে যাবে— ৭৮৬
কিয়ামতের আগে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে— ৭৮৬
শেষ যমানায় একজন ভাল শাসক হবেন— ৭৮৭
ফোরাত নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণ বের হবে— ৭৮৭
ফোরাত নদীর স্বর্ণ নিয়ে মানুষ খুনাখুনি করবে— ৭৮৭
কিয়ামতের আগে যমিনের স্বর্ণ বের করে দিবে— ৭৮৭
মানুষ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে— ৭৮৭
হেযায থেকে আগুন প্রকাশিত হবে— ৭৮৭
কিয়ামতের আলামত হিসেবে আগুন প্রকাশ পাবে— ৭৮৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যমিন সংকুচিত হলে কিয়ামত হবে— ৭৮৭
খেলাফত সিরিয়ায় যাবে— ৭৮৭
পিতাকে দূরে রেখে বন্ধুকে কাছে বসাবে— ৭৮৮
পনেরটি কাজে লিপ্ত হলে কিয়ামত হবে— ৭৮৮
মুহাম্মদ নামে একজন শাসক হবে— ৭৮৮
নবী বংশে মাহদীর জন্ম হবে— ৭৮৮
মাহদী ন্যায় বিচারক হবেন— ৭৮৮
অঞ্জলি ভরে মাল বিতরণ করা হবে— ৭৮৮
সিরিয়ার সেনাবাহিনী মাটিতে ধ্বসে যাবে— ৭৮৯
আকাশে এক ফোটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না— ৭৮৯
ঈমানদারদের উচিত আমীরের সাহায্য করা— ৭৮৯
পশু মানুষের সাথে কথা বলবে— ৭৮৯
কিয়ামতে নিদর্শন প্রকাশ পাবে— ৭৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খোরাসান থেকে পতাকাবাহী আসবে– ৭৮৯
রাসূল (স)-এর নামানুসারে একজন শাসক হবেন– ৭৮৯
টিড্ডি প্রাণী প্রথম ধ্বংস হবে– ৭৯০

চতুর্থ অধ্যায়
কিয়ামতের নিদর্শণের প্রতি গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের প্রথম আলামত সূর্য পশ্চিমে উঠা– ৭৯০
কিয়ামতের আগে দশটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে– ৭৯০
দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাবে– ৭৯০
তিনটি আলামত প্রকাশ পেলে ঈমান আমল কার্যকরী হবে না– ৭৯১
সূর্য আরশের নিচে সিজদা দেয়– ৭৯১
সবচেয়ে বড় ফিতনা দাজ্জালের– ৭৯১
দাজ্জালের এক চোখ কানা থাকবে– ৭৯১
দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা থাকবে– ৭৯১
রাসূল (স) সাবধান করে দিয়েছেন– ৭৯১
দাজ্জাল পানি ও আগুন নিয়ে আসবে– ৭৯১
দাজ্জালের মাথার চুল বেশি থাকবে– ৭৯১
দাজ্জালের আবির্ভাব হলে সূরা কাহাফের প্রথম অংশ পড়বে– ৭৯২
দাজ্জালের হত্যাকারী হবে বড় শহীদ– ৭৯৩
দাজ্জালের ভয়ে মানুষ পাহাড়ে আশ্রয় নিবে– ৭৯৪
সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে– ৭৯৪
দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না– ৭৯৪
দাজ্জাল সিরিয়ায় নিহত হবে– ৭৯৪
মদীনার দরজা ফেরেশতা পাহারা দিবে– ৭৯৪
দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে আসবে– ৭৯৪
দাজ্জালের চেহারা ইবনে কাতানের মত– ৭৯৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাজ্জাল সমুদ্রের কোনো দ্বীপে বাঁধা আছে– ৭৯৬
দাজ্জালের এক চোখ সামনে থাকবে– ৭৯৬
প্রত্যেক নবী দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন– ৭৯৬
চেপ্টা ধরনের লোক দাজ্জালের আনুগত্য করবে– ৭৯৬
দাজ্জালের কাছে গেলে ঈমান থাকবে না– ৭৯৬
দাজ্জাল চল্লিশ বছর যমীনে অবস্থান করবে– ৭৯৬
সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের আনুগত্য করবে– ৭৯৬
দাজ্জালের আবির্ভাবের আগে গরু ছাগল ধ্বংস হবে– ৭৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাজ্জালের কাছে রুটির পাহাড় থাকবে– ৭৯৭
দাজ্জাল সাদা গাধায় সওয়ার হয়ে আসবে– ৭৯৭

পঞ্চম অধ্যায়
ইবনে সাইয়্যাদের ঘটনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাইয়্যাদ ছিল কাফের– ৭৯৭
ইবনে সাইয়্যাদ শয়তানের সিংহাসন দেখত– ৭৯৮
বেহেশতের মাটি হবে সাদা– ৭৯৮
দাজ্জাল ক্রোধান্বিত হয়ে বের হবে– ৭৯৮
ইবনে সাইয়্যাদকে দাজ্জাল বলা হত– ৭৯৯
ইবনে সাইয়্যাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে গাধার ন্যায় আওয়াজ হত– ৭৯৯
ইবনে সাইয়্যাদের চেহারা ছিল দাজ্জালের মত– ৭৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবনে ওমর (রা) ইবনে সাইয়্যাদকে সম্মান করতেন– ৭৯৯
ইবনে সাইয়্যাদ হারিয়ে গেল– ৭৯৯
ইবনে সাইয়্যাদের চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না– ৭৯৯
রাসূল (স) ইবনে সাইয়্যাদকে দেখতে গেলেন– ৮০০

ষষ্ঠ অধ্যায়
হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত ঈসা (আ) হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক– ৮০০
একদল লোক সত্যের সংগ্রাম করবে– ৮০০
হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করলে সবাই ঈমান আনবে– ৮০০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ঈসা (আ) পয়তাল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন– ৮০১

সপ্তম অধ্যায়
কিয়ামত নিকটবর্তী ও তা সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীর আগমনেই কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার ইঙ্গিত– ৮০১
সাহাবীদের বেঁচে থাকার সময়– ৮০১
একশত বছরের মাথায় কেউ জীবিত থাকবে না– ৮০১
কিয়ামতের সময় সম্পর্কে রাসূলের বাণী– ৮০১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামত খুব নিকটবর্তী– ৮০১
অর্ধদিনের সময়ের পরিমাণ হবে পাঁচশত বছর– ৮০১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুনিয়ায় স্থায়িত্ব খুব অল্প হবে– ৮০১

অষ্টম অধ্যায়
কিয়ামতের ফল ভোগ করবে নিকৃষ্ট লোকেরা
প্রথম পরিচ্ছেদ

নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত আসবে– ৮০২
যুলখালাসা একটি মূর্তির নাম– ৮০২
মানুষ আগের গোড়ামিতে ফিরে যাবে– ৮০২
কিয়ামত হবে যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করবে না– ৮০২
দাজ্জালের আবির্ভাবে মানুষের সংকটময় অবস্থা হবে– ৮০২

নবম অধ্যায়
সিঙ্গায় ফুৎকারের প্রতি গুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমান-যমিনকে দুহাতে ধরবেন– ৮০৩
একজন ইহুদী পাদ্রীর কিয়ামতের বর্ণনা– ৮০৩
মাটি মানুষকে খেয়ে ফেলবে– ৮০৩
আল্লাহ কিয়ামতের দিন যমিনকে মুঠোয় ভরবেন– ৮০৩
কিয়ামতের দিন মানুষ থাকবে পুলসিরাতের উপর– ৮০৪
সূর্য-চন্দ্রকে একত্রে পেঁচিয়ে নেয়া হবে– ৮০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্রাফিল (আ) শিঙ্গা মুখে রেখেছেন– ৮০৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্রাফিলের শিঙ্গা দেখতে শিং-এর মত– ৮০৪
দুবার শিঙ্গা ফুঁক দেয়া হবে– ৮০৪
আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন– ৮০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

হাশরের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

লাল-সাদা মিশ্রিত যমিনে মানুষকে একত্রিত করা হবে- ৮০৪
বেহেশতে প্রথম খানার বর্ণনা- ৮০৫
তিন প্রকার লোকের হাশর হবে- ৮০৫
বেদআতী লোকদের শাস্তি- ৮০৫
মানুষ নগ্ন শরীরে হাশরের ময়দানে উঠবে- ৮০৫
কিয়ামত দিন মানুষ মুখের উপর ভর দিয়ে চলবে- ৮০৫
কাফেরদের জন্য বেহেশত হারাম- ৮০৫
কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হবে- ৮০৬
কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে- ৮০৬
উম্মতের অর্ধেক বেহেশতে যাবে- ৮০৬
রিয়াকারী বেহেশতে যাবে না- ৮০৬
কিয়ামতের দিন কাফেরদের কোনো সম্মান থাকবে না- ৮০৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যমিন কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে- ৮০৬
মানুষ মৃত্যুতে অনুতপ্ত হয়- ৮০৭
কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে- ৮০৭
কেয়ামত চোখের সামনে- ৮০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সওয়ারীর উপর বিপদ আসবে- ৮০৭

একাদশ অধ্যায়

হিসাব-নিকাশ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতে হিসাব নিলে সে ধ্বংস হবে- ৮০৭
আল্লাহ প্রত্যেকের সাথে কথা বলবেন- ৮০৭
আল্লাহর কুদরতী বাজুতে মুমিনরা ঢাকা থাকবে- ৮০৮
মুসলমানেরা একটি নাসারা পাবে- ৮০৮
মুসলমানরা কিয়ামতে সাক্ষী দিবে- ৮০৮
অঙ্গ-প্রতঙ্গ সাক্ষ্য দেবে- ৮০৮
কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখা যাবে- ৮০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্তর হাজার বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে- ৮০৯
কিয়ামতের দিন তিনবার আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে- ৮০৯
ফেরেশতারা মানুষের প্রতি জুলুম করবে না- ৮০৯
আমল নামা পড়া যাবে- ৮১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাধ ও পুণ্য সমান হলে সাওয়াব যাবে না- ৮১০
কিয়ামতে সহজ হিসাব নেয়ার প্রার্থনা করবে- ৮১০
কিয়ামতে হিসেব সহজ করা হবে- ৮১০
মুমিনের কাছে সময় কম মনে হবে- ৮১১
অল্প কিছু লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে- ৮১১

দ্বাদশ অধ্যায়

হাউযে কাওসার ও শাফা'আতের বর্ণনা

প্র… পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউসারের পানি মিশকের ন্যায় সুগন্ধি- ৮১১
পান পাত্র আকাশের তারকার মত- ৮১১
হাউজে কাউসারের পানি দুধের চেয়ে সাদা- ৮১১
ধর্মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই- ৮১১
কিয়ামতের দিন রাসূল (স) ছাড়া আর কেউ সুপারিশ করতে পারবে না- ৮১২
অণু পরিমাণ ঈমান থাকলে সে বেহেশতী- ৮১৩
শুধু কালেমা পড়লেও বেহেশতে যাবে- ৮১৩
বেহেশতের দরজার উভয়পাটের দূরত্ব হবে মক্কা থেকে হিজর পর্যন্ত- ৮১৪
আত্মীয়তা রক্ষা করা খুবই জরুরী বিষয়- ৮১৪
মুমিনদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে- ৮১৪
সর্বশেষ দল হবে আগুনে পোড়া কয়লার মত- ৮১৪
দোযখের আগুনে পোড়া মানুষকে নহরে গোসল করান হবে- ৮১৫
আল্লাহ পরিমাণের চেয়ে বেশি দিবেন- ৮১৬
মানুষের আকাঙ্খার শেষ নেই- ৮১৬
দোযখের শাস্তির পর বেহেশতে যাবে- ৮১৮
একদল বেহেশতীকে জাহান্নামী ডাকা হবে- ৮১৮
দোযখ থেকে সর্বশেষ পবিত্রাণ পাওয়া দলের মর্যাদা ভিন্ন হবে- ৮১৮
বড় গোনাহ সরিয়ে ফেলা হবে- ৮১৮
দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া হবে- ৮১৮
বেহেশতের স্থান চিনতে পারবে- ৮১৮
দোযখীদের বেহেশত দেখানো হয়- ৮১৮
মুমিনগণ অনন্তকাল বেহেশতে অবস্থান করবে- ৮১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউসারের পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে- ৮১৯
অগণিত লোক হাউজে কাউছারের পানি পান করবে- ৮১৯
প্রত্যেক নবীর হাউজ থাকবে- ৮১৯
কিয়ামতের দিন রাসূল (স) তিন জায়গায় অবস্থান করবেন- ৮১৯
বেহেশতে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে ইব্রাহীম (আ)-কে- ৮১৯
যারা কবীরা গোনাহ করবে তারা শাফায়াত পাবে- ৮২০
যারা শিরক করবে তারা শাফায়াত পাবে না- ৮২০
সুপারিশের কারণে অনেক লোক বেহেশতে যাবে- ৮২০
সকল উম্মতে মুহাম্মদী বেহেশতে প্রবেশ করবে- ৮২০
চার লক্ষ লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে- ৮২০
অযূর পানির বিনিময়ে সুপারিশ পাবে- ৮২০
বিশেষ অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ- ৮২০
বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হবে- ৮২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউছারের পানি পান করলে তৃষ্ণার্ত হবে না- ৮২১
বেহেশতের গভীরতা সত্তর বছর রাস্তার দূরত্বের সমান- ৮২১
কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফায়াত করবে- ৮২২
জাহান্নাম থেকে বের হবে সা'আরীরের মত- ৮২২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেহেশতে প্রবেশকারীদের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর সর্বোপরি- ৮২২
পুণ্যবানদের জন্য অফুরন্ত নেয়ামত- ৮২২
বেহেশত গোটা দুনিয়া থেকে উত্তম- ৮২২
বেহেশতে প্রকাণ্ড একটি গাছ আছে- ৮২২
ষাট মাইল লম্বা একটি তাঁবু থাকবে- ৮২২

বিষয়	পৃষ্ঠা

বেহেশতে রূপ সৌন্দয্য বৃদ্ধি পাবে— ৮২৩
বেহেশতের প্রথম দল হবে পূর্ণিমার চাদের মত— ৮২৩
বেহেশতীগণ মল-মূত্র ত্যাগ করবে না— ৮২৩
বেহেশতে আরাম আয়েশে থাকবে— ৮২৩
বেহেশতীগণ রোগাক্রান্ত হবে না— ৮২৩
যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে তারা বেহেশতী— ৮২৩
পাখীদের অন্তরের ন্যায় একদল লোক বেহেশতে যাবে— ৮২৩
আল্লাহ বেহেশতীদের প্রতি সন্তুষ্ট— ৮২৩
বেহেশতে বান্দার আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বিগুণ দেয়া হবে— ৮২৪
ফোরাত ও নীল নদ বেহেশতের নহর— ৮২৪
বেহেশত পরিপূর্ণ হয়ে যাবে— ৮২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশতীদের পোশাক ময়লা হবে না— ৮২৪
বেহেশতের সব গাছ স্বর্ণের তৈরি— ৮২৪
বেহেশতের একশতটি স্তর আছে— ৮২৪
সারা বিশ্বের লোক বেহেশতের এক স্তর হবে— ৮২৪
বেহেশতের বিছানার উচ্চতা আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান— ৮২৪
বেহেশতের প্রথম দল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত— ৮২৪
বেহেশতে প্রত্যেক ব্যক্তির একশ পুরুষের সমান শক্তি হবে— ৮২৫
জান্নাতীদের নখের জ্যোতি সূর্যের থেকে আলোকিত হবে— ৮২৫
জান্নাতীগণ কেশ ও দাড়ি বিহীন হবেন— ৮২৫
জান্নাতে যুবকবেশে প্রবেশ করবে— ৮২৫
বেহেশতের গাছের ফল হবে মটকার মত— ৮২৫
বেহেশতে পাখি থাকবে যাদের গর্দান উটের গর্দানের মত— ৮২৫
বেহেশতে সবকিছু চাওয়া মাত্র পাওয়া যাবে— ৮২৫
বেহেশতে মুক্তার তৈরি ঘোড়া থাকবে— ৮২৬
উম্মতে মুহাম্মদী হবে আশি কাতার— ৮২৬
বেহেশতের দরজা তিন বছর পথের দূরত্বের সমান প্রশস্ত হবে— ৮২৬
বেহেশতে ক্রয়-বিক্রয় নেই— ৮২৬
আল্লাহ বেহেশতের কাননে আত্মপ্রকাশ করবেন— ৮২৬
বেহেশতীগণের বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে— ৮২৭
বেহেশতীগণ দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না— ৮২৭
বেহেশতে মধু ও দুধের নহর থাকবে— ৮২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশীগণ সত্তরটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে— ৮২৭
বেহেশতীগণ কৃষিকাজ করবে— ৮২৮
বেহেশতীগণ নিদ্রা যাবে না— ৮২৮

চতুর্দশ অধ্যায়

আল্লাহ্ তায়ালার দর্শনলাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামায যথাসময়ে পড়তে হবে— ৮২৮
অতিরিক্ত পুরস্কার দীদারে এলাহী— ৮২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে— ৮২৮
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্কে পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে— ৮২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পাক একটি বিরাট জ্যোতি— ৮২৯
রাসূল (স) আল্লাহ্কে দুবার দেখেছেন— ৮২৯
রাসূল (স) আল্লাহকে দেখেছেন কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে— ৮২৯
ঈমানদারগণ কিয়ামতে আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখবে— ৮৩০

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাহান্নামবাসীদের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাহান্নামের সত্তরটি লাগাম থাকবে— ৮৩০
জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি উত্তাপ— ৮৩০
আগুনের জুতা হবে সবচেয়ে কম শাস্তি— ৮৩১
দোযখে কম শাস্তি হবে আবু তালিবের— ৮৩১
মালদার ব্যক্তিকে দোযখে প্রবেশ করিয়ে বের করা হবে— ৮৩১
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না— ৮৩১
দোযখের আযাব হবে আমলের কম-বেশির ভিত্তিতে— ৮৩১
কাফেরের দাঁত হবে পাহাড়ের মত— ৮৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোযখের আগুনকে তিন হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হয়েছে— ৮৩১
কাফেরদের রান হবে বাইযা পাহাড়ের মত— ৮৩১
কাফেরদের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা— ৮৩২
কাফেরদের জিহ্বা হবে দুক্রোশ লম্বা— ৮৩২
কাফের ব্যক্তি দোযখের মধ্যে পাহাড়ে আরোহণ করতে থাকবে— ৮৩২
দোযখে জয়তুন তেলের উত্তাপে মুখের চামড়া উঠে যাবে— ৮৩২
দোযখীদের মাথায় গরম পানি ঢালা হবে— ৮৩২
পুঁজ, রক্ত জাহান্নামীদের পান করানো হবে— ৮৩২
দোযখ চারটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকবে— ৮৩২
দোযখীদের পানীয় পুঁজ অতি দুর্গন্ধযুক্ত হবে— ৮৩২
যাক্কুম ফল দোযখীদের খাদ্য হবে— ৮৩২
দোযখীদের ওপরের ঠোঁট মাথার তালুতে গিয়ে ঠেকবে— ৮৩৩
দোযখীদের চোখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে— ৮৩৩
দোযখে কাফেরদের কোন কথাই আল্লাহ্ শুনবেন না— ৮৩৩
রাসূল (স) উম্মতকে দোযখ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন— ৮৩৩
আসমান যমীনের দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা— ৮৩৪
হাবহাব্ নামে দোযখে একটি গর্ত আছে— ৮৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোযখীদের দেহ হবে বিরাট আকৃতির— ৮৩৪
দোযখের সাপ হবে খোরাশানী উটের ন্যায়— ৮৩৪
চন্দ্র ও সূর্য পনিরের আকৃতিতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে— ৮৩৪
হতভাগ্য ছাড়া কেউই দোযখে যাবে না— ৮৩৪

ষোড়শ অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করবেন না— ৮৩৪
আল্লাহ পাক পা রাখলে দোযখ পূর্ণ হবে— ৮৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশত ও দোযখ জিবরাঈল (আ) ঢুকে ঘুরে দেখলেন— ৮৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাযে বেহেশত ও দোযখ দেখলেন— ৮৩৫

সপ্তদশ অধ্যায়

সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বনু তামীম গোত্র শুভ সংবাদ গ্রহণ করল না— ৮৩৫
রাসূল (স) সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করলেন— ৮৩৬
আল্লাহর রহমত আযাবের ওপর অগ্রগামী— ৮৩৬

বিষয় | পৃষ্ঠা

ফেরেশতা নূরের তৈরি– ৮৩৬
আদমের আকৃতির মধ্যে শয়তান প্রবেশ করেছিল– ৮৩৬
হযরত ইব্রাহীম নিজ হাতে নিজের খতনা করেছেন– ৮৩৬
হযরত ইব্রাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন– ৮৩৬
হযরত ইউসুফ (আ) ধৈর্যশীল ছিলেন– ৮৩৭
হযরত মূসা (আ) দোষ মুক্ত হলেন– ৮৩৭
হযরত আইয়ুব (আ) নগ্ন অবস্থায় গোসল করেছেন– ৮৩৭
নবীদের মর্যাদা কমবেশি করা যাবে না– ৮৩৮
কোন নবীকে অন্য নবীর উপর প্রধান্য দেয়া যাবে না– ৮৩৮
হযরত খিযির (আ) কাফের বালককে হত্যা করেছিলেন– ৮৩৮
খিযির নাম হওয়ার কারণ– ৮৩৮
হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকাল– ৮৩৮
হযরত জিব্রাইল (আ) দেহইয়া কালবির সদৃশ– ৮৩৯
মে'রাজে রাসূল (স) যাদের সদৃশ্য দেখেছেন– ৮৩৯
রাসূল (স) মেরাজে দুধ পান করেছিলেন– ৮৩৯
রাসূল (স) উপত্যকায় মূসা (আ)-কে দেখলেন– ৮৩৯
হযরত দাউদ (আ)-কে যাবুর কিতাব দেয়া হয়েছিল– ৮৩৯
অপূর্ব বিচার পদ্ধতি– ৮৩৯
হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইনশাআল্লাহ না বলার ফল– ৮৪০
হযরত যাকারিয়া (আ) সুতার মিস্ত্রি ছিলেন– ৮৪০
নবীগণ পরস্পর আল্লাতি ভাই– ৮৪০
শয়তান শিশু সন্তানকে খোচা দেয়– ৮৪০
হযরত আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা– ৮৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পানির মধ্যে ছিলেন– ৮৪০
আল্লাহ কোথায় থাকেন তার বর্ণনা– ৮৪০
আল্লাহর মর্যাদা অতি মহান– ৮৪১
ফেরেশতার অবস্থা– ৮৪১
কেঁপে ওঠলেন জিব্রাঈল– ৮৪১
ইসরাফিল ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে– ৮৪১
মানুষ আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি– ৮৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কামেল মুমিন ফেরেশতার চেয়ে মর্যাদাবান– ৮৪২
আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবারে– ৮৪২
আসমান সাতটি– ৮৪২
আদম (আ)-এর উচ্চতা ষাট হাত ছিল– ৮৪২
প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আ)– ৮৪২
শোনা খবর চোখে দেখার মত স্পষ্ট নয়– ৮৪৩

অষ্টাদশ অধ্যায়

নবীকুল শিরোমণি (স)-এর মর্যাদাসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল কিয়ামতে নেতা হবেন– ৮৪৩
উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা বেশি হবে– ৮৪৩
সবার আগে বেহেশতের দরজা খোলা হবে রাসূল (স)-এর জন্য– ৮৪৩
রাসূল (স)-এর উম্মত হবে সবচেয়ে বড়– ৮৪৩
রাসূল (স) নবুয়ত প্রাসাদের শেষ ইঁট– ৮৪৩
হযরত মুহাম্মদ (স) প্রতিশ্রুতি নবী– ৮৪৩
বনু হাশেম থেকে নবী মনোনীত– ৮৪৩
রাসূল (স)-এর অনুসারী হবেন সর্বাধিক– ৮৪৪
রাসূল (স)-এর পাঁচটি বিশেষত্ব– ৮৪৪
রাসূল (স) সকল মানব জাতির জন্য– ৮৪৪
ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের যোগ্যতাপ্রাপ্ত– ৮৪৪
রাসূল (স)-এর জন্য ভূপৃষ্ঠকে সংকুচিত করা হয়েছে– ৮৪৪
রাসূল (স)-এর উম্মত দুর্ভিক্ষ ও পানিতে ডুবে শেষ হবে না– ৮৪৪
তাওরাতে রাসূল (স)-এর গুণাবলি– ৮৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) তিনটি জিনিস চেয়েছিলেন– ৮৪৫
রাসূল (স)-এর উম্মত গোমরাহির ওপর একত্রিত হবে না– ৮৪৫
আল্লাহ তায়ালা দুই তলোয়ার একত্রিত করবেন না– ৮৪৫
আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (স)– ৮৪৫
রাসূল (স)-এর নবুয়ত নির্ধারিত– ৮৪৬
খাতামুন নাবীয়্যিন– ৮৪৬
সকল নবীই রাসূল (স)-এর পতাকার নিচে থাকবেন– ৮৪৬
আল্লাহর রাসূল সবচেয়ে সম্মানিত হবেন– ৮৪৬
সকল মুসলমান কখনো পথভ্রান্ত হবে না– ৮৪৬
রাসূল (স) হবেন নবীদের অগ্রগামী– ৮৪৬
রাসূল (স)-হবেন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি– ৮৪৭
রাসূল আরশে এলাহীর ডান পাশে থাকবেন– ৮৪৭
বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান রাসূল (স)-এর– ৮৪৭
রাসূল (স) হবেন নবীদের ইমাম– ৮৪৭
ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র বন্ধু– ৮৪৭
রাসূল (স) উত্তম কার্যাবলীর পরিপূরক– ৮৪৭
রাসূল (স) আল্লাহ্‌র সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা– ৮৪৭
তাওরাতে রাসূল (স)-এর গুণাবলি লিপিবদ্ধ আছে– ৮৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর মর্যাদা সকল নবী ও ফেরেশতাদের উপরে– ৮৪৮
রাসূল (স) ওজনে সবার চেয়ে ভারি হবেন– ৮৪৮
রাসূল (স)-এর উপর কুরবানি ফরজ রা হয়েছে– ৮৪৮

উনবিংশ অধ্যায়

রাসূল (স)-এর নামের গুণাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর পরে আর নবী নেই– ৮৪৯
সবাই রাসূল (স)-এর পরে থাকবে– ৮৪৯
রাসূল (স) মহাপ্রশংসিত– ৮৪৯
রাসূল (স)-এর চেহারা ছিল অত্যন্ত ধারালো– ৮৪৯
মোহরে নবুয়্যত– ৮৪৯
রাসূল (স)-এর মোহরে নবুয়ত দেখা গেল– ৮৪৯
রাসূল (স)-এর চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর– ৮৫০
রাসূল (স) মধ্যম গড়নের ছিলেন– ৮৫০
মানহুমুল আকেবাইন– ৮৫০
রাসূল (স) অত্যন্ত লাবণ্যময়ী ছিলেন– ৮৫০
রাসূল (স)-এর চুল-দাড়ি খুব বেশি পাকেনি– ৮৫০
রাসূল (স)-এর ঘাম ছিল মুক্তর মত– ৮৫০
রাসূল (স)-এর ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত– ৮৫০
রাসূল (স) শিশুদের বড়ই ভালবাসতেন– ৮৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন মধ্যমাকৃতির– ৮৫১
রাসূল (স) ছিলেন মধ্যম গড়নের– ৮৫১
রাসূল (স) চললে বুঝা যেত– ৮৫১
রাসূল (স) সূর্যের ন্যায় আলোকিত ছিলেন– ৮৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) উচ্চঃস্বরে হাসতেন না–	৮৫২
রাসূল (স) লাল বর্ণের পোশাক পরেছেন–	৮৫২
রাসূল (স)-এর চেয়ে সুন্দর ও দ্রুতগতি কেউ নেই–	৮৫২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ইহুদী বালক সাক্ষ্য দিল তিনি নবী–	৮৫২
রাসূল (স) আল্লাহ্র প্রেরিত রহমত–	৮৫২
রাসূল (স)-এর দাঁত দিয়ে আলো বিচ্ছুরিত হত–	৮৫২
হাসলে তাঁর চেহারা আলোকিত হয়ে ওঠত–	৮৫২
বিংশ অধ্যায়	
রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) বড়ই সহিষ্ণু ও হৃদয়বান–	৮৫২
রাসূল (স) চাইলে কখনো না বলেন নি–	৮৫৩
রাসূল (স) ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন–	৮৫৩
রাসূল (স) কৃপণ স্বভাবের নন–	৮৫৩
রাসূল (স) ছিলেন সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ–	৮৫৩
রাসূল (স) রেগে কিছু দিতে বললেন–	৮৫৩
রাসূল (স) ছিলেন সবচেয়ে সাহসী ও দানশীল–	৮৫৩
দাস-দাসীরা তাঁর সাক্ষাৎ পেত–	৮৫৪
রাসূল (স)-এর হাত ধরে ইচ্ছেমত নিয়ে যেত–	৮৫৪
রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হল মহিলা–	৮৫৪
রাসূল অশ্লীল কথা বলতেন না–	৮৫৪
রাসূল (স) অভিসম্পাতকারী নন–	৮৫৪
রাসূল (স) বড়ই লাজুক ছিলেন–	৮৫৪
রাসূল (স) দাঁত খুলে হাসতেন না–	৮৫৪
রাসূল (স) অনর্গল কথা বলতেন না–	৮৫৪
রাসূল (স) গৃহকর্মাদী করতেন–	৮৫৪
রাসূল (স) ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতেন না–	৮৫৪
রাসূল (স) কখনো কাউকে প্রহার করেননি–	৮৫৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) কাউকে তিরস্কার করেননি–	৮৫৫
রাসূল (স) ক্ষমাশীল ছিলেন–	৮৫৫
রাসূল (স) রোগীর সেবা করতেন–	৮৫৫
রাসূল (স) সমস্ত কাজই করতেন–	৮৫৫
রাসূল (স) আলোচনায় অংশ নিতেন–	৮৫৫
রাসূল (স)-এর শিষ্টতার তুলনা হয় না–	৮৫৫
রাসূল (স) জমা করতেন না–	৮৫৫
রাসূল (স) অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন–	৮৫৬
রাসূল (স)-এর ভাষা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট–	৮৫৬
রাসূল (স) পৃথক উচ্চারণে কথা বলতেন–	৮৫৬
রাসূল (স) মুচকি হাসতেন–	৮৫৬
রাসূল (স) আকাশের দিকে তাকাতেন–	৮৫৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) অধিক স্নেহময় ছিলেন–	৮৫৬
ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করল–	৮৫৬
রাসূল (স) বিনয় গ্রহণ করলেন–	৮৫৭
রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি জিকিরকারী ছিলেন–	৮৫৭
সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার করে–	৮৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
একবিংশ অধ্যায়	
রাসূল (স)-এর প্রতি অহীর গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর ওফাত–	৮৫৭
অহী থেকে হিজরত–	৮৫৭
রাসূল (স) ফেরেশতার আওয়াজ পেতেন–	৮৫৭
রাসূল (স) আবু বকর ও ওমর (রা) একই বয়স পেয়েছিলেন–	৮৫৮
প্রথম অহী–	৮৫৮
অহী কিছু দিন বন্ধ থাকল–	৮৫৮
কঠিন অহী–	৮৫৯
অহীর সময়ে চেহারা বিবর্ণ হয়ে পড়ত–	৮৫৯
আবু লাহাব অভিশপ্ত হল–	৮৫৯
রাসূল (স)-এর অভিশাপে জড়িত হল–	৮৫৯
রাসূল (স) অভিশাপ দিলেন না–	৮৬০
ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (স)-এর একটা দাঁত শহীদ হয়েছিল–	৮৬০
রাসূল (স)-কে আঘাতকারী আল্লাহ্র রোষানলে নিপতিত–	৮৬০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) অহী লাভ করলেন–	৮৬০
দ্বাবিংশ অধ্যায়	
নবুয়্যত প্রাপ্তির নিদর্শন ও গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ছিন্নভিন্ন হত আবু জাহল–	৮৬১
বালক নবী (স)-এর বক্ষ বিদারক–	৮৬১
পাথর রাসূল (স)-কে সালাম দিত–	৮৬১
রাসূল (স)-এর ইশরায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হল–	৮৬১
খণ্ডিত চাঁদ পাহাড়ের উপর এবং নিচের দিকে ছিল–	৮৬১
হীরা থেকে কাবা একটি নিশ্চিন্ত পৌছানোর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল–	৮৬১
আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না–	৮৬২
স্বপ্নে রাসূল (স)-এর সমুদ্র যাত্রার ভবিষ্যদ্বাণী–	৮৬২
যিমাদ রাসূল (স)-এর হাতে বায়আত হল–	৮৬৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হিরাক্লিয়াসের দরবারে আবু সুফিয়ান–	৮৬৩
একাদশ খণ্ড	
প্রথম অধ্যায়	
মি'রাজ এর প্রেক্ষিতে রাসূল (স)-এর গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর জীবনে মি'রাজ–	৮৬৫
মিরাজের পথে–	৮৬৭
জারাতে গম্বুজ মুক্তার মাটি মেশকের–	৮৬৮
মি'রাজ নিয়ে কোরাইশদের জিজ্ঞাসাবাদ–	৮৬৯
সিদরাতুল মুনতাহা–	৮৬৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
বায়তুল মুক্কাদ্দাস রাসূল (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত–	৮৬৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
মোজেযায় গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
স্বয়ং আল্লাহ মহান–	৮৬৯
হিজরতের পথে–	৮৭০
আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ–	৮৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
বদর যুদ্ধের কথা-	৮৭১
বদর যুদ্ধে রাসূল (স)-এর দোয়া-	৮৭১
বদর যুদ্ধে জিব্রাঈল-	৮৭১
জিব্রাঈলের ঘোড়া-	৮৭১
বদর যুদ্ধে জিব্রাঈল ও মিকাঈল-	৮৭১
আম্মারের প্রতি রাসূল (স)-এর দুশ্চিন্তা প্রকাশ-	৮৭২
রাসূল (স)-এর মোজেযা-	৮৭২
আবু রাফে'র হত্যা কাণ্ড-	৮৭২
খন্দক যুদ্ধে মুসলমানরাই আক্রমণকারী-	৮৭৩
বনু কুরায়জা অভিযান-	৮৭৩
হোদায়বিয়ার রাসূল (স)-এর মো'জেজা-	৮৭৩
হোদায়বিয়ার কূপের পানি-	৮৭৩
পানির সন্ধানে-	৮৭৩
গাছ রাসূল (স)-এর অনুগত হয়ে গেল-	৮৭৪
খায়বার যুদ্ধের আঘাত-	৮৭৪
আল্লাহ মুসলমানদের বিজয়ী করেছেন-	৮৭৪
হোনাইনের যুদ্ধে আসহাবে সামুরাকে আহ্বান-	৮৭৪
হোনাইনের যুদ্ধে রাসূল (স)-এর প্রার্থনা-	৮৭৫
সাহাতিল উজুহ-	৮৭৫
জেহাদী হয়েও জাহান্নামী-	৮৭৫
রাসূল (স) যাদু মুক্ত হলেন-	৮৭৫
নবীর ইনসাফ অস্বীকারকারীর ধ্বংস-	৮৭৬
আবু হোরায়রার মায়ের ইসলাম গ্রহণ-	৮৭৭
আবু হোরায়রা (রা) অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী-	৮৭৭
ইয়ামামার মন্দির ধ্বংসের ঘটনা-	৮৭৭
যমীন মুরতাদকে গ্রহণ করে না-	৮৭৭
কবরে ইহুদিদের আওয়াজ-	৮৭৭
মুনাফেকের মৃত্যুতে ধূলি-ঝড়-	৮৭৮
মদীনায় মুনাফেকদের আক্রমণ-	৮৭৮
রাসূল (স)-এর দোয়ায় বৃষ্টি নামল-	৮৭৮
খেজুর কাণ্ড কেঁদে ওঠল-	৮৭৮
রাসূলের বদদোয়ায় ডান হাত ধ্বংস হল-	৮৭৯
সমুদ্র-স্রোতের মত দ্রুতগামী ঘোড়া-	৮৭৯
রাসূল (স)-এর হাতে ঋণ পরিশোধ-	৮৭৯
পাত্র নিংড়ে ফেলাতে বরকত চলে গেল-	৮৭৯
সামান্য খানা আশিজন খেলেন তবুও রয়ে গেল-	৮৭৯
আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানির ফোয়ারা বয়ে গেল-	৮৮০
কুরআনের আয়াত বড়ই বরকতপূর্ণ-	৮৮০
রাসূল (স)-এর আর এক মোজেজা-	৮৮০
সবাই তৃপ্তিসহকারে খেল-	৮৮১
রাসূল (স)-এর দাওয়াতে বহু লোক খেলেন-	৮৮১
রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে ঘোড়া খুব বেশি শক্তি পেল-	৮৮২
তাবুকের পথে-	৮৮২
মিসর জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী-	৮৮২
মুনাফেক বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না-	৮৮২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বুহাইরা পাদ্রী নবীকে চিনে নিলেন-	৮৮৩
রাসূল (স)-কে সালাম-	৮৮৩
বোরাক ঘর্মাক্ত হয়ে গেল-	৮৮৩
বোরাক বাঁধা হল-	৮৮৩
রাসূল (স)-এর তিন অলৌকিক বস্তু-	৮৮৩
রাসূল (স)-এর দোয়ায় জিন পালাল-	৮৮৪
জিব্রাঈলের মোজেজা-	৮৮৪
গাছ সাক্ষ্য দিল তিনি নবী-	৮৮৪
বেদুঈনের ইসলাম গ্রহণ-	৮৮৪
বাঘ কথা বলল-	৮৮৪
খাদ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার-	৮৮৫
বদরে রাসূল (স)-এর দোয়া কবুল হল-	৮৮৫
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি-	৮৮৫
ইহুদিনী রাসূল (স)-কে বিষ খাওয়াল-	৮৮৫
হোনাইন মুসলমানদের পদনত হল-	৮৮৫
রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকত-	৮৮৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
কাফিররা বিভ্রান্ত হল-	৮৮৬
রাসূল (স) এর সততা প্রতিষ্ঠিত হল-	৮৮৭
রাসূল (স)-এর ভাষণে কিয়ামতের প্রসঙ্গ-	৮৮৭
জিনেদের কথা বৃক্ষ জানিয়েছিল-	৮৮৭
বদর যুদ্ধে রাসূল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী-	৮৮৭
সবরকারীর জন্য জান্নাত-	৮৮৮
রাসূলের নামে মিথ্যা রচনাকারী জাহান্নামী-	৮৮৮
মাপার ফলে বরকত শেষ হয়ে গেল-	৮৮৮
রাসূল গোশত খেলেন না-	৮৮৮
রাসূল (স) হাত দিতেই দুধের ফোয়ারা বইতে লাগল-	৮৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	
কারামত সম্পর্কে বর্ণনা-	৮৮৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ওহুদ যুদ্ধের প্রথম শহীদ-	৮৮৯
লাঠি আলোকিত হয়ে পথ দেখাল-	৮৮৯
একটি মুজেযা-	৮৮৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
নাজ্জাসির কবরে আলো-	৮৯০
রাসূল করীম (স)-এর গোসল-	৮৯০
সিংহ সাফিনার সঙ্গী হল-	৮৯০
'আমাল ফতক'-	৮৯০
নবীর মসজিদে সময় নির্ধারণ-	৮৯১
রাসূল করীম (স) আনাস (রা)-এর জন্য দোয়া করেছেন-	৮৯১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জমি আত্মসাৎকারীর পরিণাম ভয়ানক হবে-	৮৯১
ইয়া সারিয়া আল-জাবাল-	৮৯১
রওযা শরীফে ফেরেশতা দরূদ পড়ে-	৮৯১
চতুর্থ অধ্যায়	
রাসূল (স)-এর ওফাতের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আট বছর পর ওহুদের শহীদদের জানাজা পড়ানো হয়-	৮৯২
প্রথম হিজরতকারী দল-	৮৯২
আল্লাহর এখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা ছিলেন রাসূল (স)-	৮৯২
আল্লাহর অনুগ্রহ আয়েশা (রা)-এর প্রতি -	৮৯২
রাসূল (স) আখিরাত গ্রহণ করলেন-	৮৯৩
প্রভুর আহ্বানে রাসূল (স) চলে গেলেন-	৮৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর আগমনে হাবশিরা আনন্দ করল–	৮৯৩
রূহ কবরের স্থলে দাফনের ইঙ্গিত–	৮৯৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর রাসূল (স)-কে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখানো হল–	৮৯৩
খায়বারের বিষ তাকে কষ্ট দিয়েছিল–	৮৯৪
অন্তিমকালে রাসূল (স)-এর নির্দেশ–	৮৯৪
রাসূল (স)-এর ওফাতে অহি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল–	৮৯৪
রাসূল (স) হাউযে কাউসার দেখলেন–	৮৯৪
অন্তিম রোগে রাসূল (স)–	৮৯৫
রাসূল (স)-এর মৃত্যু সংবাদ এসে গেল–	৮৯৫
প্রথম খিলাফত আবু বকরের–	৮৯৫
ফেরেশতা নবীর সাক্ষ্য চাইল–	৮৯৫
পঞ্চম অধ্যায়	
রাসূল (স)- এর সম্পদের গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর সম্পদ সদকা–	৮৯৬
রাসূল কিছুই রেখে যাননি–	৮৯৬
রাসূল তাঁর পরিবারে ভাগ বণ্টন রাখেননি–	৮৯৭
নবী-রাসূলগণ ওয়ারিস রেখে যান না–	৮৯৭
আল্লাহ যে জাতির ধ্বংস চান–	৮৯৭
রাসূল সবচেয়ে প্রিয় হবেন–	৮৯৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	
কোরাইশ ও অন্যান্য গোত্রসমূহের গুণাবলী	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
দ্বীনের ব্যাপারে লোকজন কোরাইশদের অনুসারী–	৮৯৭
ভাল-মন্দ উভয়ই কোরাইশদের মধ্যে আছে–	৮৯৭
শাসন কর্তৃত্ব কুরাইশদের থাকবে–	৮৯৭
দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকলে কোরাইশদের বিরোধিতা নিষেধ–	৮৯৭
খলীফাদের কালে ইসলাম শক্তিশালী থাকবে–	৮৯৭
উমাইয়্যা গোত্র নাফরমানী করেছে–	৮৯৮
কয়েক গোত্র রাসূল (স)-এর বন্ধু–	৮৯৮
কয়েক গোত্র খুবই উত্তম–	৮৯৮
বনু তামীম রাসূলের ভালবাসার পাত্র–	৮৯৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
কুরাইশদের অপমান করা উচিত নয়–	৮৯৮
কুরাইশদের জন্য রাসূলের দোয়া–	৮৯৮
আসাদ ও আশআর বড়ই উত্তম গোত্র–	৮৯৮
আসাদ গোত্র দ্বীনের সাহায্যকারী–	৮৯৮
রাসূল (স) তিনটি গোত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন–	৮৯৮
সাকীফ গোত্র মিথ্যাবাদী–	৮৯৮
সাকীফ গোত্রের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া–	৮৯৯
হিমিয়ার গোত্রের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া–	৮৯৯
দাউস গোত্রের কথা–	৮৯৯
রাসূল (স)-এর প্রতি হিংসা নয়–	৮৯৯
আরবের সাথে প্রতারণা নয়–	৮৯৯
কিয়ামতের একটি আলামত–	৮৯৯
কয়েকটি গোত্রের বিশেষত্ব–	৮৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
কোন কুরাইশীদের বন্দী অবস্থায় হত্যা করা যাবে না–	৯০০
রক্ত পিপাসু হাজ্জাজ–	৯০০
লড়াই ফেতনা নির্মূলের জন্য–	৯০০
দাউস গোত্রের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া–	৯০১
আরবী জান্নাতের ভাষা হবে–	৯০১
সপ্তম অধ্যায়	
সাহাবীদের ফযীলত	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সাহাবীদের মর্যাদা গগনচুম্বী–	৯০১
সাহাবীরা নক্ষত্রের মত–	৯০১
তাবেয়ীদের বরকতে বিজয় লাভ হবে–	৯০১
তাবেয়ী পরবর্তী যুগের লোকেরা নিকৃষ্ট হবে–	৯০২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
দল ছাড়া হয়ো না–	৯০২
রাসূল দর্শনকারীকে আগুন স্পর্শ করবে না–	৯০২
সাহাবীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ নয়–	৯০২
সাহাবিরা খাদ্যের লবণের মত–	৯০২
সাহাবী হবেন আলো স্বরূপ–	৯০৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সাহাবীরা তারাকারাজির মত–	৯০৩
সাহাবীদের গালিদাতা অভিশপ্ত–	৯০৩
অষ্টম অধ্যায়	
রাসূল (স)-এর বন্ধু রূপে আবু বকর (রা)	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আবু বকর (রা) খিলাফতের যোগ্য–	৯০৩
একমাত্র আবু বকরই রাসূল (স)-এর বন্ধু–	৯০৩
আবু বকর (রা)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ–	৯০৩
রাসূল (স)-এর অবর্তমানে আবু বকর–	৯০৪
রাসূলের সর্বাধিক প্রিয় আয়েশা (রা)–	৯০৪
আবু বকর ও ওমর (রা)–	৯০৪
কয়েকজন মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি–	৯০৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতেন–	৯০৪
আবু বকর (রা) রাসূল (স)-এর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন–	৯০৪
আবু বকর (রা) হাউজে কাউসারে রাসূল (স) এর সাথী হবেন–	৯০৪
ইমামতের যোগ্য আবু বকর–	৯০৪
জয়লাভ করলেন আবু বকর (রা)–	৯০৫
আল্লাহর আতীক–	৯০৫
রাসূল (স) প্রথম উত্থিত হবেন–	৯০৫
রাসূল (স) বেহেশতের দরজা দেখলেন–	৯০৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হেরা গুহায় আবু বকর ও ওমর (রা)–	৯০৫
নবম অধ্যায়	
হযরত ওমর (রা)-এর গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ওমর (রা) দ্বীনকে টেনে নিলেন–	৯০৬
ওমর হবেন উম্মতের মুহাদ্দাস–	৯০৬
ওমর (রা)-এর পথ ছেড়ে দেয় শয়তান–	৯০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

বেহেশতে বেলালের পদধ্বনি– ৯০৬
রাসূল (স) ওমরকে স্বপ্নে দুধ পান করালেন– ৯০৬
ওমরের শক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব– ৯০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ওমর (রা)-এর অন্তরে হক রেখেছেন– ৯০৭
ফেরেশতা ওমরের মুখে কথা বলে– ৯০৭
ওমর (রা)-এর ইসলামের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া– ৯০৭
ওমর (রা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি– ৯০৭
ওমর (রা)-ই নবী হতেন– ৯০৭
শয়তান ওমর (রা)-কে ভয় করে– ৯০৭
ওমরের বয়ে জ্বিন ও মানুষ শয়তান পালিয়ে গেল– ৯০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ওমর (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা পুরো করলেন– ৯০৮
হযরত ওমর (রা) বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত– ৯০৮
মৃত্যু শয্যায় হযরত ওমর (রা)– ৯০৯
ওমর (রা)-এর মর্যাদা– ৯০৯
অবিচল ও কর্তব্যনিষ্ঠ ওমর (রা)– ৯০৯

দশম অধ্যায়

হযরত আবু বকর (রা) এবং ওমর (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

গাভী ও নেকড়ে কথা বলল– ৯০৯
ওমর (রা)-এর জন্য দোয়া– ৯১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবু বকর ও ওমর (রা) উচ্চে অবস্থান করবেন– ৯১০
আবু বকর ও ওমর (রা) নেতা হবেন– ৯১০
আবু বকর ও ওমর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব– ৯১০
মসজিদে আবু বকর ও ওমর (রা) মাথা তুললেন– ৯১০
ডানে-বামে আবু বকর ও ওমর (রা)– ৯১০
আবু বকর ও ওমর (রা) রাসূল (স)-এর কান ও চোখ সমতুল্য– ৯১০
যমীনবাসীর উযীর আবু বকর ও ওমর (রা)– ৯১০
নবুওত প্রকৃতির খেলাফত– ৯১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবু বকর ও ওমর (রা)– ৯১১
আবু বকর ও ওমরের নেকী– ৯১১

একাদশ অধ্যায়

হযরত ওসমান (রা)-এর ফযীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওসমানকে ফেরেশতারা লজ্জা করেন– ৯১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওসমান (রা) জান্নাতের রফিক হবেন– ৯১১
দানী ও গনি ওসমান– ৯১১
ওসমান (রা) স্বর্ণমুদ্রা এনে দিলেন– ৯১২
ওসমান (রা) রাসূল (স)-এর দূত হয়েছিলেন– ৯১২
বন্দিদশায় ওসমান (রা)– ৯১২
ওসমান (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী– ৯১২
আল্লাহ তায়ালা ওসমান (রা)-কে শহীদের জামা পরাবেন– ৯১৩
ওসমান (রা) ফেতনায় পতিত হবে– ৯১৩
ওসমান (রা) ফেতনায় পতিত হবে– ৯১৩
ওসমান (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ধৈর্যধারণের অসিয়ত– ৯১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওসমান বিদ্বেষী এক লোকের প্রশ্ন– ৯১৩
ওসমানের ধৈর্য্য ধারণের অসিয়ত– ৯১৪
বন্দি দশায় ওসমান (রা)– ৯১৪

দ্বাদশ অধ্যায়

আবু বকর(রা), ওমর (রা) ও ওসমান (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওহুদ পাহাড়ের প্রতি রাসূল (স)-এর নির্দেশ– ৯১৪
কয়েক সাহাবী (রা)-কে বেহেশতের সুসংবাদ– ৯১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি– ৯১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বয়ং রাসূল (স) পুণ্যবান ব্যক্তি – ৯১৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলী (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার পরে আর নবী নেই– ৯১৫
নবীর প্রতি মুমিনের ভালবাসা– ৯১৫
আলী (রা)-এর হাতে খায়বর বিজয় হল– ৯১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলী (রা) মুমিনদের বন্ধু– ৯১৫
আলী (রা)-এর বন্ধু– ৯১৫
আমি আলীর থেকে আর আলী আমার থেকে– ৯১৬
আলী উভয় জগতে রাসূল (স)-এর ভাই– ৯১৬
এক পাখি দু'জনে খেলেন– ৯১৬
আলী (রা)-এর প্রতি ভালবাসা– ৯১৬
আলী (রা) হলেন জ্ঞান প্রসাদের দরজা– ৯১৬
আলী (রা)-এর সাথে চুপে চুপে কথা– ৯১৬
রাসূল (স) ও আলী (রা) ছাড়া– ৯১৬
আলী (রা)-এর জন্যে রাসূল (স)-এর দোয়া– ৯১৬
কোন মুনাফেক আলী (রা)-কে ভালবাসে না– ৯১৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর কাছে আলী (রা)-এর মর্যাদা– ৯১৭
আলী (রা)-এর দোয়া– ৯১৭
অত্যাধিক আলী (রা) প্রেমী ও বিদ্বেষীরা ধ্বংস হবে– ৯১৭
মুমিনদের কাছে রাসূল (স) প্রাণাধিক প্রিয়– ৯১৭
আলী (রা)-এর ছাড়া সব দরজা বন্ধ– ৯১৭

চতুর্দশ অধ্যায়

আশারায়ে মুবাশ্শারা (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু তালহা (রা)-এর হাত– ৯১৭
খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তিগণ– ৯১৭
প্রত্যেক নবীর হাওয়ারি থাকে– ৯১৮
রাসূল (স)-এর সংবাদদাতা– ৯১৮
ওহুদের দিন সা'দের প্রতি রাসূল (স)-এর নির্দেশ– ৯১৮
আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপকারী– ৯১৮
রাসূল (স)-এর নৈশরক্ষী– ৯১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
উম্মতের আমীন–	৯১৮
রাসূল (স)-এর খলিফা কে হতেন–	৯১৮
পাহাড়কে স্থির হওয়ার নির্দেশ–	৯১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
দশজন জান্নাতী–	৯১৮
কয়েকজন সাহাবীর বিশেষত্ব–	৯১৯
তালহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে গেল–	৯১৯
তালহা জীবন্ত শহীদ–	৯১৯
বেহেশতে দুজন প্রতিবেশী হবেন–	৯১৯
সাদ (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া–	৯১৯
সাদ (রা)-এর দোয়া কবুলের জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ–	৯১৯
সাদ (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর কৃতজ্ঞতা–	৯১৯
সাদ (রা) রাসূল (স)-এর মামা–	৯১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর পক্ষে তীর নিক্ষেপকারী–	৯১৯
সাদ হলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি–	৯২০
সবরের পরিচয় দেবেন সিদ্দিকরাই–	৯২০
আবদুর রহমানের জন্যে রাসূলের দোয়া–	৯২০
আমানতদার শাসক–	৯২০
খলিফা নির্বাচনে রাসূল (স)-এর অসিয়ত–	৯২০
চার আসহাবের প্রতি রাসূল (স)-এর দোয়া–	৯২০
পঞ্চদশ অধ্যায়	
রাসূল (স)-এর পরিবার-পরিজনদের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ফাতিমা (রা)-কে কষ্টদাতা আমাকেও কষ্ট দেয়–	৯২১
জান্নাতে রাসূল পুত্রের ধাত্রী রয়েছে–	৯২১
আহলে বায়ত–	৯২১
আল্লাহ তোমাদের পরিচ্ছন্ন রাখতে চান–	৯২১
ফাতিমা সবার আগে মিলিত হবেন রাসূল (স)-এর সাথে–	৯২১
আল্লাহর রজ্জু থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না–	৯২২
জাফর পুত্রকে রাসূলের সালাম–	৯২২
হাসান (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা–	৯২২
আল্লাহ তুমি হাসানকে ভালবাসিও–	৯২২
হাসানের মাধ্যমে রাসূল (স)-এর সমঝোতার আভাস–	৯২২
হাসান-হুসাইন সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ–	৯২২
আল্লাহ একে জ্ঞান দান করুন–	৯২২
ইবনে আব্বাসের জন্য রাসূলের দোয়া–	৯২২
হাসান ও উসামা (রা)-এর জন্য রাসূলের দোয়া–	৯২৩
যোগ্যতমের নেতৃত্ব গ্রহণে রাসূলের নির্দেশ–	৯২৩
জন্মদাতা পিতাই প্রকৃত পিতা–	৯২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর কিতাবের অনুসারীরা বিপদগামী হবে না–	৯২৩
আল্লাহর কিতাবের রজ্জু আসমান থেকে যমিন অবধি বিস্তৃত–	৯২৩
আলী ও তাঁর পরিজনদের প্রতি রাসূলের নির্দেশ–	৯২৩
আল্লাহর রাসূল (স)-এর প্রিয়জন কে কে–	৯২৩
রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা–	৯২৪
আব্বাস (রা) ও রাসূল (স)-এর বন্ধন অবিচ্ছেদ্য–	৯২৪
আব্বাস (রা)-এর জন্যে রাসূলের দোয়া–	৯২৪
আবদুল্লাহ (রা)-এর জন্য রাসূলের দোয়া–	৯২৪
ইবনে আব্বাসের জন্য রাসূলের দোয়া–	৯২৪
জাফর গরীবের পিতা–	৯২৪
রাসূল (স) বেহেশতে জাফরকে দেখেছেন–	৯২৪
হাসান-হুসাইন জান্নাতিদের নেতা–	৯২৪
হাসান-হোসাইন ফুলের মত–	৯২৪
হাসান-হুসাইনের প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা–	৯২৪
স্বপ্নে রাসূল (স)-এর কান্না–	৯২৫
রাসূল (স)-এর সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র–	৯২৫
সন্তান-সন্ততি ফিৎনা স্বরূপ–	৯২৫
হুসাইন একটি বংশ–	৯২৫
হাসান-হোসাইনের চেহারা রাসূলের সদৃশ–	৯২৫
ফাতিমা জান্নাতি মহিলাদের সরদার–	৯২৫
উত্তম সওয়ারি ও উত্তম আরোহী–	৯২৬
উসামা রাসূলের একজন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন–	৯২৬
রাসূলের কাছে জাবালের নিবেদন–	৯২৬
উসামা (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া–	৯২৬
রাসূল উসামাকে অত্যধিক ভালবাসতেন–	৯২৬
রাসূলের অনুগ্রহ উসামার প্রতি–	৯২৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হাসান (রা) রাসূল করীম (স)-এর সদৃশ–	৯২৬
হুসাইন (রা)-এর দাড়িতে খেযাব লাগনো ছিল–	৯২৭
রাসূল (স) হুসাইনের শাহাদতের খবরে কাঁদলেন–	৯২৭
শিশিতে হুসাইন (রা)-এর রক্ত–	৯২৭
তোমরা আল্লাহকে ভালবাস–	৯২৭
আমার আহলে বায়ত নূহ (আ)-এ নৌকার মত–	৯২৭
ষোড়শ অধ্যায়	
রাসূল (স)-এর পত্নীদের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) জান্নাতে আয়েশা (রা)-কে দেখলেন–	৯২৮
আয়েশা (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা–	৯২৮
মারইয়াম ও খাদিজা (রা) শ্রেষ্ঠ নারী–	৯২৮
খাদিজা (রা)-এর জন্যে সুসংবাদ–	৯২৮
খাদিজা (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা–	৯২৮
আমি যা দেখি না তিনি তা দেখেন–	৯২৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ফাতিমা (রা)-এর হাসি-কান্না–	৯২৯
চার মহিলার ফযীলত–	৯২৯
দুনিয়া-আখিরাতে রাসূল (স)-এর স্ত্রী–	৯২৯
সাফিয়্যা নবীর কন্যা ও নবীর স্ত্রী–	৯২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সমাধান দিতেন আয়েশা (রা)–	৯২৯
আয়েশা (রা) নির্ভুল ভাষী ছিলেন–	৯২৯
সপ্তদশ অধ্যায়	
বিবিধ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মাসউদ তনয়ের গাম্ভীর্য ছিল রাসূল (স)-এর মত–	৯২৯
আবদুল্লাহ নেককার ব্যক্তি ছিলেন–	৯২৯
আবদুল্লাহ নবী পরিবারের সদস্যের মত–	৯৩০
চার ব্যক্তির কাছে কোরআন অধ্যয়ন–	৯৩০
নেককার সাথী–	৯৩০
জান্নাতে বেলালের পদধ্বনি–	৯৩০
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা নিয়োজিত থাকে–	৯৩০
আবু মূসাকে দান করা হয়েছে দাউদের কণ্ঠস্বর–	৯৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স)-এর যমানার চার হাফিজ–	৯৩০
ওহুদ যুদ্ধের শহীদ–	৯৩০
সাদ (রা)-এর মৃত্যুতে আরশ কেঁপেছিল–	৯৩১
সাদ (রা)-এর রুমাল কত উত্তম–	৯৩১
আব্বাস (রা)-এর জন্যে রাসূল (স)-এর দোয়া–	৯৩১
ভূ-পৃষ্ঠ বিচরণকারীকে জান্নাতবাসী বলেননি–	৯৩১
জান্নাতে ইসলামের স্তম্ভ–	৯৩১
সাবিত তো জান্নাতী–	৯৩১
ঈমানদাররা ঈমান হাসিল করবেন–	৯৩২
হুরায়রা (রা) পরিবারের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া–	৯৩২
পরস্পরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা–	৯৩২
আনসারদের ভালবাসতে হবে–	৯৩২
আনসারদেরকে ভালবাসা আল্লাহকে ভালবাসা–	৯৩২
রাসূল (স) এর কথায় আনসাররা খুশি হল–	৯৩২
রাসূল (স) পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা করলেন–	৯৩৩
রাসূল (স) সবাইকে নিরাপত্তা দিলেন–	৯৩৩
আনসাররা রাসূলের বড়ই প্রিয়–	৯৩৩
আনসাররা রাসূলে অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত–	৯৩৩
আনসারদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান–	৯৩৩
আনসারদের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া–	৯৩৪
আনসারদের জন্য কল্যাণ রয়েছে–	৯৩৪
বদরীদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত–	৯৩৪
বদরী সাহাবিরা সর্বোত্তম মুসলমান–	৯৩৪
হোদায়বিয়ার সাহাবীরা আগুন থেকে নিরাপদ–	৯৩৫
হোদায়বিয়ার সাহাবীরা শ্রেষ্ঠ–	৯৩৫
উবাই ছাড়া সবাই ক্ষমা পেলেন–	৯৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুই সাহাবীদের অনুনয়ের নির্দেশ–	৯৩৫
উম্মে আবদ আমীর হত–	৯৩৫
নেককার সাথী কামনা–	৯৩৫
উত্তম ব্যক্তিদের কথা–	৯৩৬
তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশত উদগ্রীব–	৯৩৬
পূত-পবিত্র ব্যক্তি–	৯৩৬
আম্মারের জন্য এখতিয়ার–	৯৩৬
ফেরেশতারা সাদ (রা)-এর লাশের বাহক ছিলেন–	৯৩৬
আবু যর বড়ই সত্যবাদী–	৯৩৬
আবু যর বড়ই ওয়াদা পুরণকারী–	৯৩৬
আবদুল্লাহ জান্নাতে দশম ব্যক্তি–	৯৩৬
হোযায়ফা ও আবদুল্লাহর মর্যাদা নির্দিষ্ট হল–	৯৩৬
ফেতনা থেকে সাবধান!–	৯৩৬
আসমা (রা)-এর পুত্রের নাম রাখা হল আবদুল্লাহ–	৯৩৭
হযরত মুআবিয়া (রা)-এর জন্য দোয়া–	৯৩৭
আমরের ইসলাম গ্রহণ–	৯৩৭
জাবেরের পিতার পুনরায় দুনিয়ার আসার আকাঙ্ক্ষা–	৯৩৭
জাবেরের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া–	৯৩৭
আল্লাহনির্ভর বান্দার শপথ পূরণ করা হয়–	৯৩৭
রাসূল (স)-এর প্রিয়ভাজন–	৯৩৭
ঈমানদাররা বিদ্বেষ পোষণ করে না–	৯৩৭
রাসূল (স)-এর সালাম–	৯৩৭
হাতেব দোযখে যাবে না–	৯৩৮
ধ্রুবতারা হতেও ঈমান নিয়ে আসবে–	৯৩৮
রাসূল (স)-এর কাছে নির্ভরযোগ্য–	৯৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স)-কে ১৪ সাথী দেয়া হয়েছে–	৯৩৮
আম্মারের দুশজন আল্লাহও দুশমন–	৯৩৮
খালিদ আল্লাহর তরবারি–	৯৩৮
চার ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর ভালবাসা–	৯৩৮
আবু বকর আমাদের সরদার–	৯৩৯
সম্পদ ব্যয় আল্লাহ অথবা নিজের জন্য–	৯৩৯
আবু তালহার মেহেমানদারি–	৯৩৯
খালিদ ভাল লোক–	৯৩৯
আনসারদের জন্য দোয়া–	৯৩৯
আনসার শহীদদের সহযোদ্ধা অধিক হবে–	৯৩৯
দরিদ্রদের ভাতা–	৯৩৯

অষ্টাদশ অধ্যায়
ইয়ামন ও সিরিয়ার এবং ওয়াইস করনীর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিরিয়ার জন্য দোয়া–	৯৪০
তাবেয়ীদের সর্বোত্তম ব্যক্তি ওয়াইস করনী–	৯৪০
ইয়ামনিরা শান্ত-শিষ্ট–	৯৪০
বকরি চালকরা বিনয়ী ও শান্ত–	৯৪০
ফিতনা-ফাসাদ পূর্ব দিক থেকে আসবে–	৯৪০
ঈমান রয়েছে হিজরতকারীদের মধ্যে–	৯৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইয়ামনের জন্য দোয়া–	৯৪১
শামের জন্য মোবারকবাদ–	৯৪১
হাজারামাউত থেকে আগুন বের হবে–	৯৪১
হিজরতের পরে হিজরত–	৯৪১
সিরিয়া আল্লাহর পছন্দনীয় যমিন–	৯৪১
আবদাল সিরিয়াতেই হন–	৯৪১
সিরিয়া জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী–	৯৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
একজন বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে–	৯৪২
খিলাফত মদীনায় বাদশাহী সিরিয়ায়–	৯৪২
আলোর স্তম্ভ সিরিয়ায় স্থির হয়েছে–	৯৪২
মুসলমানদের স্থান হবে গোতা–	৯৪২

উনবিংশ অধ্যায়
উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স)-এর জন্য ভালবাসা–	৯৪২
একটি দল আল্লাহর হুকুমের ওপর কায়েম থাকবে–	৯৪২
মুসলমানদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ–	৯৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স)-এর উম্মতের উদাহরণ বৃষ্টির মত–	৯৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
উম্মত দুশমনের ওপর বিজয়ী হবে–	৯৪৩
উম্মতের ভুল-ভ্রান্তি মাফ–	৯৪৩
সত্তরতম উম্মত পূরণকারী–	৯৪৩
রাসূল (স)-এর উম্মতের দৃষ্টান্ত মুষল ধারায় বৃষ্টির মত–	৯৪৩
রাসূল (স)-এর কাছে পছন্দনীয় সম্প্রদায়–	৯৪৩
উম্মতের একাংশ ফেতনাবাজদের সাথে লড়াই করবে–	৯৪৪
সাতবার সুসংবাদ–	৯৪৪
না দেখে রাসূল (স)-কে প্রতি ঈমান আনা–	৯৪৪

মিশকাত শরীফ

॥ প্রথম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

নিয়ত ও তার গুরুত্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِاِمْرِئٍ
مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى
اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ
يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ۔ متفق عليه

প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল

হাদীস : ১ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিয়তের উপরই সব কাজ নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই আছে, যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে যে ব্যক্তি হিজরত করে, তার হিজরত হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের নিয়তে। আর যে হিজরত করে দুনিয়াদারি অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার নিয়তে, তার হিজরত হয় ঐ নারীর নিয়তে, যে নারীর নিয়তে সে হিজরত করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

তাৎপর্য : মুসলমানদেরকে নিয়তের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াই হচ্ছে হাদীসটির উদ্দেশ্য। শরীয়তে নিয়তের গুরুত্ব অত্যধিক। নেক নিয়তে কাজ করে বিফল হলেও তার জন্য পুরস্কার আছে। আর বদনিয়তে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও তার জন্য শাস্তি রয়েছে। নিরপরাধীকে হত্যার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলেও তার জন্য কঠিন শাস্তি সে পাবে। শুধু নেকনিয়ত বা নেক পরিকল্পনারও একটা পুরস্কার আছে। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণে অক্ষম কিছুসংখ্যক সাহাবীর প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল (স) যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের বলেছেন, 'তাঁরা মদিনায় বসেও তোমাদের সওয়াবের অংশীদার।'

আল্লাহর কাছে কোনো কার্যের পুরস্কার পেতে হলে তা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। অন্য কারও উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হাছিলের পুরস্কার আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না। এক হাদীসে এটাও বর্ণিত আছে, এরূপ কার্যের পুরস্কার আল্লাহর কাছে চাওয়া হলে তিনি বলবেন, 'যার উদ্দেশ্যে তুমি এ কাজ করেছিলে তারই কাছে এর পুরস্কার খোঁজ কর।'

আল্লাহর উদ্দেশ্যে সকল কাজ করার জন্য কুরআন পাকেও তাকিদ আছে। ইহুদী ও খৃস্টানদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে-

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۔ حُنَفَاۤءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ * البينة : ٥

"তারা শুধু এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর এবাদত করবে, দ্বীনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম করে একনিষ্ঠভাবে, আর নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর এটাই সেই সঠিক বিষয়সমূহের পন্থা... ।" –(সূরা বাইয়্যেনা, আয়াত–৫)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۞ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ ۞ نساء : ١٤٥

"মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্নস্তরে রবে এবং তাদের জন্য আপনি কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। কিন্তু যারা অনুতাপ করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে এবং নিজেদের জীবনকে সংশোধন করেছে, আর আল্লাহকে আঁকড়ে ধরেছে এবং তাদের দ্বীনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম করেছে।"–(সূরা নিসা, আয়াত–১৪৫)

রাসূল (স)-কে উদ্দেশ্যে করে আল্লাহ পাক বলেছেন–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ لَاشَرِيْكَ لَهٗ
وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۔ انعام : ١٦٢-١٦٣

"আপনি বলুন, আমার নামায এবং আমার কোরবানী; বরং আমার জীবন ও মরণ সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি ইহার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ-কারীদের প্রথম।" –(সূরা আন'আম ১৬২-১৬৩)

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল, মানুষের সব ধর্ম-কর্ম এবং গোটা জীবন ও মরণ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। নিয়তের হাদীস এবং এই জাতীয় হাদীস প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর আয়াতসমূহেরই ব্যাখ্যা।

মাসায়েল :

(১) নিয়ত হচ্ছে অন্তরের সংকল্প। সুতরাং কোনো বিষয়ে নিয়ত করার সময় অন্তরে সংকল্প না করে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে চলবে না; বরং অন্তরে সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ না করলেও চলবে।

(২) নামাযের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নয়। কেননা, রাসূলাল্লাহ (স) এরূপ করেছিলেন বলে প্রমাণ নেই। সুতরাং মুখে উচ্চারণ না করার মধ্যেই রাসূলাল্লাহ (স)-এর এত্তেবা রয়েছে। অবশ্য স্মরণের উদ্দেশ্যে মুখে উচ্চারণ করাকে কোনো কোনো ফকীহ উত্তম বলেছেন। –(আশি আতুল লুমআত)

টীকা ....

হাদীস নং ১ ॥ 'নিয়ত শব্দের সাধারণ অর্থ দৃঢ় সংকল্প। শরীয়তের পরিভাষায় অর্থ হচ্ছে,

(১) কোনো কাজকে কোনো কাজ থেকে পৃথক করা বা নির্দিষ্ট করে নেয়া। এই অর্থেই বলা হয়, 'যোহরের নিয়ত করা' অর্থাৎ 'যোহরকেই নির্দিষ্ট করে নিয়ত, অপর নামাযকে নয়। ফরযের নিয়ত করা অর্থাৎ ফরযকেই নির্দিষ্ট করা, সুন্নত বা নফলকে নয়।

(২) কাজ সম্পাদনের সংকল্প করা। যথা, 'হজ্জের নিয়ত করা' অর্থাৎ হজ্জ সম্পাদনের ইচ্ছ পোষণ করা। (৩) কোনো কাজ সম্পাদনে আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করা এবং

(৪) কাজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এটা শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। 'কাজ নির্ভর করে' অর্থাৎ, কাজের পুরস্কার (সওয়াব) নির্ভর করে।

'হিজরত' এর অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। শরীয়তে এর দুটি অর্থ আছে।

(১) আল্লাহর সন্তুষ্টি বা ধর্মের নিরাপত্তার জন্য বাসভূমি ত্যাগ করে জায়গা পরিবর্তন করা। রাসূলাল্লাহ (স) ও কিছুসংখ্যক সাহাবী এ উদ্দেশ্যেই জন্মস্থান 'মক্কা' ত্যাগ করে 'মদিনা' গমন করেছিলেন, তাই এটা হিজরত নামে প্রসিদ্ধ।

(২) শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। রাসূল (স) বলেছেন, সেই মুহাজির, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে। 'নারীকে বিবাহ করার নিয়ত' এটাতে একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবগণ অনারব ও দাসদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করত এবং তাদের প্রতি কন্যাদানে বিরত থাকত। ইসলাম সকলকে সমান মর্যাদা দান করায় আরবগণ এটা ত্যাগ করে এবং দাস ও অনারবদের প্রতি কন্যাদান শুরু করে। এটা দেখে কোনো কোনো অনারব ও দাস আরব মহিলা বিবাহ করার উদ্দেশ্যে মদিনায় হিজরত করে। হাদীসে এর প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। এটাও উল্লেখ আছে, উম্মে কায়স নামক-রী এক সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করার জন্য এক ব্যক্তি মদীনায় হিজরত করেছিল। কিন্তু এর সূত্র বিশ্বস্ত ছিল না।

(৩) কোনো কোনো কাজ একাধিক নিয়ত বা উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে। যেমন, দরিদ্র আত্মীয়কে দান করা। এতে তার দারিদ্র মোচন এবং আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করা উভয় উদ্দেশ্যই থাকতে পারে। এরূপ কাজের জন্য আল্লাহর কাছে একাধিক পুরস্কারও পাওয়া যেতে পারে যদি কাজ হাছিলের সময় একাধিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং সবের মূলে আল্লাহর সন্তোষ লাভের পরিকল্পনা থাকে।

(৪) মোবাহ কাজের জন্যও আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়া যেতে পারে, যদি তা নেক নিয়তে করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, শ্রম ইত্যাদিও যদি পরিবারের বেরোজগার লোকদের ভরণপোষণ, তাদের সৎশিক্ষার ব্যবস্থা, কোনো অভাবী লোকের অভাব দূর করা অথবা অন্য কোনো নেক কাজ করার নিয়তে, এক কথায় আল্লাহর হুকুম পালন ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়, তাহলে এ সকল কাজের জন্যও আল্লাহর পুরস্কার রয়েছে।

(৫) মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের আবশ্যকতা না থাকলেও দ্বীন ও ঈমানের অশান্তির স্থান থেকে দ্বীন-ঈমানের শান্তির স্থানে হিজরত করার আবশ্যকতা আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

–(আশে'অ্যা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমানের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-কে জিব্রাঈল (আ) নানা ধরনের প্রশ্ন করতেন

হাদীস : ২ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় সাদা ধবধবে ও মিছমিছে কাল চুলওয়ালা একজন লোক আমাদের কাছে এসে বসলেন। তাঁর মধ্যে ভ্রমণের কোনো চিহ্ন ছিল না, অথচ আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতে পারল না। তিনি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বসলেন। তারপর দু জানুর সাথে নিজের দু জানু মিশিয়ে এবং নিজের দু হাত তাঁর দু উরুর উপর রেখে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! আমাকে বলুন, ইসলাম সম্পর্কে (ইসলাম কি?) রাসূল (স) উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত রাসূল। এ ঘোষণা করবে যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে পারো, এটাই হল ইসলাম। তিনি বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন! তাঁর আচরণে আমরা আশ্চর্যবোধ করলাম। প্রশ্নও করছেন আবার বিজ্ঞের মতো তাঁর সমর্থনও করছেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর নবী রাসূলগণকে ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং তাকদীরের ভালো ও মন্দে বিশ্বাস করবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এখন আমাকে বলুন! এহসান কাকে বলে? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন, কিয়ামত সম্পর্কে। রাসূল (স) বললেন, এ বিষয় যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি তাঁর চেয়ে অধিক জানেন না, যিনি জিজ্ঞেস করছেন। তিনি বললেন, তবে তার নিদর্শনসমূহ আম কে বলুন। রাসূল (স) বললেন, বাঁদী আপন মনিব প্রসব করবে এবং নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর, দরিদ্র এবং মেষ চালকদের দালানকোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে!

হযরত ওমর (রা) বলেন, তারপর লোকটি চলে গেলেন। আমি সেখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর রাসূল (স) আমাকে বললেন, ওমর! চিনলে, প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল (স) বললেন, তিনি হচ্ছেন হযরত জিব্রাঈল (আ)। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন। –ইমাম মুসলিম এটা হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে এটা হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে এবং তাতে রয়েছে যখন নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর ও মুক-বধিরগণকে দেশের রাজা বা শাসক হতে দেখবে। সে পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন–

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ .... الآيَة

অর্থাৎ, আল্লাহই কিয়ামত সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

সূরা বাকারার ২৮৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

أٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ أٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ البقرة ٢٨٥

"রাসূল ঈমান এনেছেন ঐসব জিনিসের প্রতি যা তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি।" –(সূরা বাকারা, আয়াত–২৮৫)

সূরা নিসার ১৩৬ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۔

"বস্তুত যে অবিশ্বাস করেছে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলদেরকে এবং পরকালে, সে নিশ্চিত সঠিক পথ থেকে দূরে সরে গেছে।"–(সূরা নিসা, আয়াত–১৩৬)

তাকদীর সম্পর্কে সূরা হাদীদ-এর ২২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا - حديد ٢٢

"দুনিয়ায় এবং এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে কোনো বিপদ পৌঁছে থাকুক না কেন, তা তোমাদের সৃস্টি করার আগেই একটি কিতাবে নির্ধারিত করা আছে।" –(সূরা হাদীদ, আয়াত–২২)

পুনরুত্থান সম্পর্কে সূরা হজ্জের ৭ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ - الحج ٧

"নিশ্চয় আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন, তাদের যারা কবরে আছে।" –(সূরা হজ্জ, আয়াত–৭)

এসব বিষয়ের কোনটির সাথে কেন ঈমান আনতে হবে নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো।

সপ্ত ঈমান : ....

আল্লাহর রাসূল (স) আল্লাহর তরফ থেকে যা বলেছেন অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে যা রয়েছে, তার প্রত্যেকটির প্রতিই ঈমান আনা আমাদের জন্যে ফরয। কিন্তু এগুলোর মধ্যে সাতটি বিষয় প্রধান। যথা–

(১) আল্লাহ, (২) ফেরেশতা, (৩) কিতাব, (৪) রাসূল, (৫) পরকাল, (৬) তাকদীর ও (৭) পুনরুত্থান। এ সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমানই হলো 'সপ্ত ঈমান' নামে প্রসিদ্ধ।

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান :

আল্লাহর প্রতি এমন ঈমান আনবে, তিনি চির বিদ্যমান, তিনি একক, তিনি অনন্য নিরপেক্ষ ও তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর মুখাপেক্ষী সকলেই। তিনি কারও মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেননি এবং কাউকে তিনি জন্ম দান করেননি। কেউ তাঁর সমকক্ষ ও শরীক নন। তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি স্থান ও কালের গণ্ডিভুক্ত নন। তিনি সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী, তিনি দয়াশীল ও দয়াবান। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। জগতের সবকিছুই তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত। তিনি সবকিছু জানেন, দেখেন ও শুনেন। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর পরমাণু ও গুপ্ত থেকে গুপ্ততর কল্পনা এবং ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর শব্দ সবকিছুই তাঁর দেখা, শুনা ও জানার বাইরে নয়। তিনি কথা বলেন, কুরআন তাঁর বাণী বা কালাম। কিন্তু এ সকল গুণ প্রকাশের জন্য তিনি আমাদের মতো দেহ বা কোনো ইন্দ্রিয়ের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তার সকল গুণ কিভাবে প্রকাশ করেন। তা আমাদের জ্ঞানসীমার বহির্ভূত। তিনি সব সৎগুণালিতে গুণান্বিতএবং যাবতীয় অসৎ গুণাবলি থেকে পবিত্র।

তিনি সব জগতকে, মানুষ ও মানুষের কার্যাবলীকে, বস্তু ও বস্তুর গুণাবলিকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর সৃষ্ট বান্দা। সুতরাং আমাদের ওপর তাঁর যা ইচ্ছে হুকুম জারি করার অধিকার রয়েছে এবং এ অধিকার বলেই তিনি আমাদের জীবনযাপনের জন্য যাবতীয় আবশ্যক নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর এ সকল নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করে চলতে বাধ্য। তাঁর কোনো হুকুম বা কার্যই অন্যায়-অবিচারপ্রসূত নয়। তিনি যা করেন সবই ন্যায়। সবই সৃষ্টির মঙ্গলের জন্যে করেন। অন্যায়-অবিচার তখনই হয় যখন কেউ অন্যের রাজ্যে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, আর তিনি যা করেন তাঁর নিজের রাজ্যে ও নিজের অধিকারেই করেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট যে বস্তু বা যাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, তাই তার উপযোগী, তাই তার জন্যে মঙ্গল। তিনি যাকে যা দান করেন, অনুগ্রহই করেন, কিছুই তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। তিনি পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, কিন্তু কোনটিতেই তিনি বাধ্য নন।

এরূপ বিশ্বাসের ফল এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তির পূর্ণ জীবন আল্লাহর হুকুমের অধীন হয়ে যায়, সে কখনও আল্লাহর হুকুমের খেলাপ কিছু করতে পারে না। যার ঈমান এ ফল দান করে নি, তার ঈমানের শক্তি সম্পর্কে তার শংকিত হওয়া উচিত। সম্ভবত এটার প্রতি লক্ষ্য করেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ঈমানকে একটি মুয়াহাদা বা প্রতিজ্ঞা বলেছেন। তাঁর মতে, আল্লাহর রাসূলের হাতে 'বায়আত' করার অর্থই হল আল্লাহর তরফ হতে তিনি আমাদের যা পৌঁছিয়েছেন, জীবনের প্রত্যেক স্তরে তার পালন করার প্রতিজ্ঞা করা। সুতরাং তা পালন না করা প্রতিজ্ঞা ভংগের শামিল।

(২) ফেরেশতার প্রতি ঈমান :

ফেরেশতাদের প্রতি এরূপ ঈমান আনবে যে, তাঁরা আল্লাহর সৃষ্টি জগতসমূহের মধ্যে একটি জগত। তাঁরা নূরের তৈরি। তাঁরা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁরা নারীও নন, পুরুষও নন। তাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি পরিচালনার নানাবিধ কাজে নিয়োগ করে রেখেছেন। তাঁরা কখনও আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন না।

তাঁদের আমরা দেখি না বলে তাঁদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ, আমাদের কোনো জিনিসকে না দেখা বা না জানা তা না হওয়ার কারণ হতে পারে না। এই পানি ও বাতাসের মধ্যে অনেক জীব ও জীবাণু রয়েছে, আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে দেখি। যখন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি, তখন কি তারা ছিল না? দুইশত-আড়াইশত বছর পূর্ব পর্যন্ত আমরা কোনো গ্যাসের সন্ধান পাইনি, তাই বলে কি গ্যাস ছিল না? সুতরাং কুরআন-হাদীসে যখন তাঁদের উল্লেখ রয়েছে, কুরআন-হাদীস মানার পর তাঁদের প্রতি অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই ওঠতে পারে না।

(৩) কিতাবের প্রতি ঈমান :

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে তাঁর নবীদের দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর অনুমোদিত জীবন-বিধারে প্রতি হেদায়েত করার জন্য যে হেদায়েতনামা পাঠিয়েছেন তার নাম কিতাব। কিতাবের প্রতি এভাবে ঈমান আনবে যে, এসব কিতাব যা কিছু ছিল তা সত্য এবং আপন যুগের জন্য পুরো উপযোগী ছিল। অতপর কিতাবধারীগণ কর্তৃক তা বিকৃত হয়েছে অথবা কোনো দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হয়ে গেছে অথবা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে তার যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তায়ালা তার স্থলে নতুন কিতাব প্রেরণ করেছেন।

এরূপ কিতাবের সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে চারটি কিতাব প্রধান। হযরত মূসা (আ)-এর তাওরাত, হযরত দাউদ (আ)-এর যাবুর, হযরত ঈসা (আ)-এর ইঞ্জিল এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কুরআন। কুরআন সকল কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব। এর পর আর কোন কিতাব আসবে না। এতে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যসমূহ এবং ভবিষ্যতে মানব জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের পক্ষে আবশ্যক সূত্রসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। অতএব, কুরআন তার আগেকার সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। অতপর কুরআনের অনুসরণ করা ছাড়া কারও পক্ষে আল্লাহর মনোনীত পন্থা লাভ করা সম্ভব নয়।

কুরআনের আগেকার কিতাবসমূহের মধ্যে কোনটি কোনো বিশেষ গোত্রের, কোনটি কোনো বিশেষ স্থানের এবং কোনটি কোনো বিশেষ যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছিল। আর কুরআন প্রেরিত হয়েছে বিশ্ব-সভ্যতা গড়ে ওঠার শুরু সারা বিশ্বের জন্য, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য। কুরআন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)-এর উপর যেভাবে যে পরিমাণ নাযিল হয়েছে তা হুবহু আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এতে বিন্দুমাত্রও রদবদল হয়নি।

(৪) নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান :

রাসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত। শরীয়াতে এর অর্থ-যিনি আল্লাহর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর তরফ হতে ওহী ও কিতাব সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। নবী অর্থ সংবাদদাতা। শরীয়াতে এর অর্থ-যিনি আল্লাহর তরফ হতে এতে আল্লাহর বান্দাদেরকে ওহীর মাধ্যমে হেদায়েত করেছেন।

নবী-রাসূলগণের প্রতি এরূপ ঈমান আনবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের অর্থাৎ, তাদের জীবনযাপনের ব্যাপারে আল্লাহর মনোনীত পন্থা বলে দেওয়া এবং হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পর আর কোনো নবী বা রাসূল আসবে না। এমনকি ছায়া নবীও নয়, সকল নবীই গোনাহ হতে পবিত্র ছিলেন এবং আদর্শ জীবনযাপন করেছেন।

নবী-রাসূলগণের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। কুরআনে মাত্র ২৫ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। এক হাদীসে নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বলা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩১৫ ছিলেন রাসূল। -(তালীকুস সাবীহ)

(৫) পরকালের প্রতি ঈমান :

পরকাল অর্থ এখানে মৃত্যুর পর হতে যে কাল শুরু হয় সে কালকেই বুঝান হয়েছে। পরকালে বিশ্বাস এরূপ করবে যে, সেকাল সম্পর্কে কুরআন-হাদীস আমাদেরকে যেসকল সংবাদ দিয়েছে তা সত্য। যথা-কবরে মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন হবে, সেখানে মানুষ শান্তি বা অশান্তি ভোগ করবে। অতপর কিয়ামত কায়েম হবে, হাশরের মাঠে মানুষকে একত্র করা হবে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবেন, বিচার শেষে কাউকে বেহেশতে আর কাউকে দোযখে প্রেরণ করবেন ইত্যাদি। যদিও এসকল বিষয়ে এখন আমরা সঠিক কোনো ধারণা করতে পারছি না।

বলা বাহুল্য যে, এ পরকালের বিশ্বাসই মানব চরিত্রের বুনিয়াদ। এর ওপরই মানুষের চরিত্র গড়ে উঠে। মানুষ যখন এ বিশ্বাস করে যে, সে দুনিয়াতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় যা কিছু করছে, তার জন্য একদিন তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তখন তার চরিত্র না শোধরে পারে না। পক্ষান্তরে যখন মানুষ একথা মনে করতে পারবে যে, সে যা করছে এজন্য তাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তখন তার জীবন হয়ে পড়ে বেসামাল ও দায়িত্বহীন। তার পক্ষে যে কোনো অন্যায় কাজ করতে আর বাধা থাকে না। বিবেক কয়জনকে বাধা দিতে পারে? আর এরূপ বিবেক নিয়ে কয়জনই বা জন্মগ্রহণ করেছে? কুরআন ও হাদীসে শেষ দিনের বিশ্বাসের প্রতি যে এত অধিক জোর দেয়া হয়েছে এটুকুই তার একটি বিশেষ কারণ। কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাথে সাথে শেষ দিনের বিশ্বাসকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

(৬) কিয়ামতের আলামত :

যে সকল নিদর্শন দেখে কিয়ামত কাছাকাছি হয়েছে বলে মনে করা যায়, সে সকল নিদর্শনকেই কিয়ামতের আলামত বলা হয়। ছোট-বড় বহু আলামতে কিয়ামতের কথা রাসুল (স) এতে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিতাবের শেষের দিকে একটি পৃথক অধ্যায়ে সে সকল হাদীস একত্রে সন্নাবেশ করা হয়েছে। এ হাদীসে কেবল কিছুসংখ্যক আলামতের কথাই বলা হয়েছে।

বাঁদী আপন মনিবকে প্রসব করবে, এর অর্থ এ যে, মনিব তার বাঁদীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করে, সন্তানেরা তাদের মাতাদের সাথে সেরূপ ব্যবহার করবে, মাতার বাধ্য থাকবে না। যেভাবে অপর এক হাদীসে আছে-সন্তান মাতার অবাধ্য হবে অথবা এর অর্থ এই যে, বড় লোকেরা অধিক বাঁদী-দাসী রাখতে শুরু করবে, বাঁদীদের প্রসবিত সন্তানরা বাপের সন্তান পাবে বলে মাতারা তাদের বাঁদীস্বরূপ এবং তারা মায়েদের মনিবস্বরূপ হবে।

ছোট লোক বড় হয়ে যাবে, অর্থাৎ দুনিয়ার রীতি-নীতি বা অবস্থা-ব্যবস্থা বদলিয়ে যাবে, বড় ছোট হয়ে যাবে, মানী ব্যক্তি অপমানিত হবে, অমানী ব্যক্তি মানের দাবি করবে। যারা যে কাজের উপযুক্ত নয় তারা সে কাজের মালিক হয়ে বসবে। যেমন, অপর এক হাদীসে আছে, অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে। এক কথায়, দুনিয়ায় অরাজকতার সৃষ্টি হবে, শান্তি ও শৃঙ্খলা বলতে কিছুই থাকবে না। যখন দুনিয়ার এ অবস্থা হবে, অর্থাৎ ভালর ওপর মন্দ পুরোভাবে প্রভাব বিস্তার করবে, তখন দুনিয়াকে ধ্বংস করে দেয়াই হবে আল্লাহর অভিপ্রায়।

(৭) বিশ্বাস বা আকীদা : এ হাদীসে দ্বীনের তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১. বিশ্বাস বা আকীদা। আর একটি হল ইলমে কালামের আলোচ্য বিষয়। ২. আল্লাহর ইবাদতে, যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি। এটা হল ইলমে ফিকাহর বুনিয়াদ। ৩. ইবাদতে এখলাস বা একগ্রতা। এটা হল ইলমে তাসাউফের মূল। এটা হতে একথাও বুঝা গেল যে, একজন মুসলমানের পক্ষে তিনটিরই প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শরীয়াত বাদ দিয়ে শুদু তরীকত ধরেছে, সে হচ্ছে যিন্দীক। আর যে ব্যক্তি তরীকত বাদ দিয়ে অর্থাৎ এখলাস ছাড়া কেবল শরীয়াত ধরেছে সে হচ্ছে ফাসেক এবং যে ব্যক্তি শরীয়াত তরীকত উভয়টি ধরেছে, একমাত্র সেই হল মোহাক্কেক কামেল মুমিন।

ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি

হাদীস : ৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। (১) 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল' এ কথা ঘোষণা করা, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ পালন করা ও (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঈমানের স্বাদ তিনটি বিষয়ের মধ্যে

হাদীস : ৪ ॥ হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-কে না মানলে দোযখী

হাদীস : ৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন রয়েছে তার কসম, এ উম্মতের যে কেউ ইহুদী হোক বা নাসারী হোক আমার কথা শুনবে, অথচ যা সহকারে আমি প্রেরিত হয়েছি তাঁর প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই দোযখের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। -(মুসলিম)

দ্বিগুণ পুরস্কার তিন ব্যক্তির জন্য

হাদীস : ৬ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। (১) যে আহলে কিতাব তার নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারপর মুহাম্মদের প্রতিও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস যথানিয়মে আল্লাহর হক আদায় করেছে এবং সাথে সাথে মনিবের হকও আদায় করেছে এবং (৩) যে ব্যক্তি তার অধীনে একটি ক্রীতদাসী ছিল, যার সাথে সে সহবাস করত, সে তাকে দ্বীনী আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়েছে। তারপর দ্বীনের আহকাম শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়েছে। তারপর তাকে আজাদ করে বিবাহ করেছে, তাঁর জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঈমানের শাখা সত্তরটিরও বেশি

হাদীস : ৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তার শ্রেষ্ঠটি হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এ কথা ঘোষণা করা এবং নিম্নতমটি হলো, পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। -(বোখারী ও মুসলিম)

সে মুমিন, যার যবান দ্বারা কেউ কষ্ট পায় না

হাদীস : ৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমান সে, যার যবান ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদে রয়েছে এবং মুহাজির সে, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে। -(বোখারী এরূপ বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! মুসলমানদের মধ্যে কে উত্তম? রাসূল (স) বললেন, যার যবান ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদে আছে।)

রাসূল (স) অধিক প্রিয়তম হতে হবে

হাদীস : ৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছ তার পিতামাতা, তার সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয়তম না হই। -(মুসলিম)

ঈমানের স্বাদ পাবে তিনটি কারণে

হাদীস : ১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি জিনিস এমন, যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলি আছে, সে-ই সেগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (১) যার কাছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল অন্য সকল ও সবকিছু হতে প্রিয়তম। (২) যে ব্যক্তি কাউকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসে এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ তাকে কুফর হতে নাজাত দেয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করে, যেভাবে যে আগুনে নিক্ষেপ হওয়াকে অপছন্দ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি ঈমান

হাদীস : ১১ ॥ হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রা) বলেন, একবার আমি হযরত রাসূল (স)-এর কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি চূড়ান্ত কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনার পর অন্য বর্ণনায় 'আপনি ব্যতীত' আমার আর কাউকেও যেন জিজ্ঞেস করতে না হয়। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছি এ কথা বলো এবং তার উপর অটল থাক। -(মুসলিম)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায

হাদীস : ১২ ॥ হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, একজন নজদবাসী লোক এলোমেলো কেশে হযরত রাসূল (স)-এর কাছে এসে পৌঁছল। আমরা তার ফিসফিস শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এমন কি সে রাসূল (স)-এর খুব কাছে এসে পৌঁছল। সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে? রাসূল (স) উত্তরে বললেন, (১) দিনে-রাতে পাঁচবার নামায পড়া। সে বলল, এছাড়া আর কোনো নামায আমার উপর ফরয আছে কিনা? রাসূল (স) বললেন, না, অবশ্য যদি তুমি স্বেচ্ছায় নফল নামায পড়তে চাও। তারপর রাসূল (স) বললেন, (২) রমযান মাসের রোযা রাখা। সে বলল, এছাড়া আমার উপর আর কোনো রোযা ফরয আছে কিনা? রাসূল (স) বললেন, না, তবে যদি স্বেচ্ছায় নফল রোযা রাখ। হযরত তালহা বলেন, এভাবে রাসূল তাকে যাকাতের কথাও বললেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, এটা ছাড়া আমার উপর আর কোনো যাকাত আছে কিনা? রাসূল (স) বললেন, না, কিন্তু যদি ইচ্ছা কর দান করতে পার। হযরত তালহা (রা) বলেন, তারপর সে এ কথা বলতে বলতে চলে গেল। আল্লাহর কসম, এটার উপর আমি কিছু বেশিও করব না এবং এটার চেয়ে কমও করব না। রাসূল (স) বললেন, লোকটি সাফল্য লাভ করল, যদি সে সত্য বলে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

জিহাদ তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানে না

হাদীস : ১৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি মানুষের সাথে যুদ্ধতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। যখন তারা এরূপ করবে, আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোনো অপরাধ করে, তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে এবং তাদের বিচারের ভার আখেরাতে আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রইল। -(হাদীসটি বোখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তবে মুসলিম ইসলামের বিধান অনুযায়ী বাক্যটির উল্লেখ করেন নি।)

রাসূল (স)-এর সুপারিশ রয়েছে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য

হাদীস : ১৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের মতো নামায পড়ে, আমাদের কিবলাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায়, সে অবশ্যই মুসলিম। তার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ওয়াদা ভঙ্গ কর না। -(বোখারী)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নিয়মের কম বেশি করা যাবে না

হাদীস : ১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর কাছে একজন বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন যা সম্পাদন করলে আমি বেহেশতে যেতে পারি। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর ইবাদত করতে থাকবে। তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। এ কথা শুনে বেদুঈন বলল, আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, আমি এর চেয়ে কিছু বেশিও করব না এবং কমও করব না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন সে ব্যক্তি চলে গেল, রাসূল (রা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী দেখে খুশী হতে চায়, সে যেন এ লোককে দেখে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সাহাবাদের প্রতি নির্দেশ

হাদীস : ১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধিদল যখন হযরত রাসূল (স)-এর কাছে এসে পৌঁছল, তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোনো কাওমের লোক? অথবা কোনো গোত্রের প্রতিনিধিদল? তারা জবাব দিলেন, আমরা 'রবীআ' গোত্রের লোক। রাসূল (স) বললেন, তোমাদের গোত্রকে মোবারকবাদ। তারপর প্রতিনিধিদল রাসূল (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাহে হারাম ছাড়া অন্য মাসে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। কেননা, আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তীস্থলে কাফের মুযার গোত্র অন্তরায়স্বরূপ রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে এমন একটি পরিষ্কার নির্দেশ দান করুন যা আমরা আমাদের অপর-

লোকদেরকে গিয়ে বলতে পারি এবং যা দিয়ে আমরা সোজা জান্নাতে চলে যেতে পারি। তারা রাসূল (স)-কে পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূল (স) তাদেরকে চারটি ব্যাপারে আদেশ করলেন এবং চারটি হতে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে আদেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা জান কি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কি? তারা উত্তর করল, আল্লাহ ও তার রাসূল ভাল অবগত। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল এ ঘোষণা করা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযানের রোযা রাখা। এছাড়া গণীমতের 'খুমুস' এক পঞ্চমাংশ জমা দেয়া। তারপর রাসূল (স) তাদেরকে চারটি শরাবপাত্রের ব্যবহার নিষেধ করলেন। হান্তম, দুব্বা, নকীব ও মোযাফ্‌ফাত এবং বললেন, এ সকল কথা মনে রাখবে এবং তোমাদের অপর লোকদের বলবে।। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ মানুষের উচিত নয়

হাদীস : ১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা তার পক্ষে উচিত ছিল না এবং সে আমার মন্দ বলেছে, অথচ এটাও তার পক্ষে উচিত ছিল না। আমাকে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হল যে, সে বলে, আল্লাহ আমাকে কখনও পুনরায় সৃষ্টি করবেন না, যেভাবে আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। অথচ আমার পক্ষে প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের অপেক্ষা সহজ ছিল আর আমাকে তার মন্দ বলা হল যে, সে বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক, অদ্বিতীয়, সকলের আশ্রয় স্থান, সকলেই আমার মুখাপেক্ষী, আমি কোনো সন্তান জন্ম দেই নি, আমি কারও জাতও নাই এবং কেউ আমার সমকক্ষও নয়। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে-আমাকে আদম সন্তানের মন্দ বলা হল, সে বলে, আমার সন্তান আছে। অথচ আমি স্ত্রী বা পুত্র হতে পবিত্র। -(বোখারী)

বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের বায়আত করলেন

হাদীস : ১৮ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, একদল সাহাবী রাসূল (স)-কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার হাতে বায়আত কর তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেও শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো মারূফ বিষয়ে অবাধ্য হবে না। যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহর নেক পুরস্কার রয়েছে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি এ সকল অপরাধের কোনো একটি করবে এবং এ জন্য দুনিয়াতে তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে সে শাস্তি তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সকলের মধ্যে কোনো একটি অপরাধ করেছে, অথচ আল্লাহ তায়ালা তা ঢেকে রেখেছেন। তাহলে সেটা আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভর করে, তিনি ইচ্ছা করলে তার অপরাধ ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে এ জন্য তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। হযরত উবাদা (রা) বলেন, আমরা এসকল একথা উপর তার হাতে বায়আত করলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

মহিলাদের প্রতি দান খয়রাত করার নির্দেশ

হাদীস : ১৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার বকরা ঈদ অথবা ঈদুল ফিতরের দিন (রাবীর সন্দেহ) হযরত রাসূল (স) ঈদগাহে গেলেন এবং মহিলাদের কাছে পৌঁছলেন। তারপর বললেন, হে নারী সমাজ! দান খয়রাত কর। কেননা, আমাকে অবগত করানো হয়েছে যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী তোমাদের নারী সমাজ। তারা বলল, কোনো অপরাধে ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত রাসূল (স) বললেন, তোমরা অন্যের প্রতি বেশিমাত্রায় লানত করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। যারা বুদ্ধি ও দ্বীনদারীতে অপূর্ণ, এমন কেউ যে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি তোমাদের কোনো একজন অপেক্ষা অধিক হরণ করতে পারে, তা আমি দেখি নি। তারা বলল, আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? হযরত রাসূল (স) বললেন, নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নহে? তারা উত্তর করল, জি হ্যাঁ! তখন রাসূল (স) বললেন, এটা নারী-বুদ্ধির অপূর্ণতা। তারপর রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কারও যখন মাসিক ঋতুস্রাব হয়, তখন যে সে নামায রোযা করে না, এটা কি সত্য নয়? তারা উত্তর করল, জ্বী হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা তাদের দ্বীনের অপূর্ণতা। -(বোখারী ও মুসলিম)

কালকে গালি দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তারা দাহর কালকে গালি দিয়ে থাকে, অথচ আমিই দাহর আমার হাতেই ক্ষমতা, দিন-রাতের পরিবর্তন বা ওলট-পালট আমিই করে থাকি। -(বোখারী ও মুসলিম)

ধৈর্য্য মানুষের একটি বড় গুণ

হাদীস : ২১ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, কষ্টদায়ক বিষয় শুনেও ধৈর্যধারণ করার ব্যাপারে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেউ কেউ। মানুষ তার প্রতি সন্তান আরোপ করে থাকে, অথচ তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং জীবিকা দিয়ে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না

হাদীস : ২২ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি একই গাধার উপর রাসূল (স)-এর পিছনে আরোহণ করলাম। আমার ও তার মধ্যে হাওদার হেলান কাঠ ব্যতীত অপর কিছুই ব্যবধান ছিল না। তিনি বললেন, হে মুয়ায! তুমি কি জান যে, আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক এবং আল্লাহর কাছেই বা তার বান্দাদের কি হক রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)ই এ বিষয় অধিক জ্ঞাত। তখন রাসূল (স) বললেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর এ হক রয়েছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর কাছে বান্দাদের এ হক রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, তাহলে কি আমি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিব না? রাসূল (স) বললেন, না, এ সংবাদ দিও না। তাহলে তারা এটার উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে সত্য জানলে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন মুয়ায ইবনে জাবাল একই হাওদার উপর রাসূল (স)-এর পিছনে আরোহন করেছিলেন। এ অবস্থায় রাসূল (স) তাকে ডাকলেন, হে মুয়ায! মুয়ায উত্তর করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! বলুন, আমি হাজির আছি এ শুনতে প্রস্তুত আছি। আবার রাসূল (স) ডাকলেন, হে মুয়ায! মুয়ায উত্তর করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত আছি। পুনরায় রাসূল (স) ডাকলেন, হে মুয়ায! মুয়ায উত্তর করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত আছি। এভাবে রাসূল (স) তিনবার ডাকলেন এবং মুয়ায তিনবারই উত্তর দিলেন। তারপর রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি অন্তরের সাথে সত্য জেনে এ ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাকে হারাম করে দিবেন দোযখের জন্য। তখন মুয়ায আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ খোশখবরী দিব না যাতে তারা খুশী হয়? রাসূল (স) বললেন, না, তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। মুয়ায কেবল হাদীস গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবার ভয়েই তার মৃত্যুকালে এ সংবাদ দিয়ে যান। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঈমানদার ব্যক্তি বেহেশতে যাবে

হাদীস : ২৪ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত রাসূল (স)-এর খেদমতে পৌঁছলাম, তিনি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘুমিয়ে আছেন। তারপর তাঁর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি জাগ্রত হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর যে কোন বান্দা এ কথা বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং এ অবস্থায় ইন্তেকাল করবে, সে বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? রাসূল (স) বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। আমি পুনঃ বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? রাসূল (স) বললেন, যদিও ব্যভিচার করে ও চুরি করে। আমি আবার বললাম, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? এবার তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। আবু যরের নাক কাটা গেলেও। হযরত আবু যর যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন বলতেন, আবু যরের নাক কাটা গেলেও। -(বোখারী ও মুসলিম)

কয়েক বিষয়ে সত্য জানলে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৫ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথা ঘোষণা করবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল; হযরত ঈসাও ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তাঁর বাদীর সন্তান ও আল্লাহর কালেমা বিশেষ যা তিনি মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তার পক্ষ হতে প্রেরিত রূহ; বেহেশত দোযখ সত্য আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশত দান করবেন। তার আমল যাই থাকুক না কেন? -(বোখারী ও মুসলিম)

ইসলাম পূর্বেকার সব গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে

হাদীস : ২৬ ॥ হযরত আমর ইবনে আস (রা) বলেন, আমি হযরত রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দিকে আপনার ডান হাত প্রসারিত করে দিন। তিনি তাঁর ডান হাত প্রসারিত করে দিলেন, কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। রাসূল (স) বললেন, কি হল, আমার? আমি বললাম, আমি একটি শর্ত করতে চাই। রাসূল (স) বললেন, কী শর্ত করবে? আমি বললাম, আমাকে যেন ক্ষমা করা হয়। তখন রাসূল (স) বললেন, আমর! তুমি কি জান না যে, ইসলাম তার পূর্বেকার সব গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছে এবং হিজরত পূর্বেকার সব গোনাহ নষ্ট করে দেয়। এরূপে হজ্জ ও তার আগের সব গোনাহকে ধ্বংস করে দেয়। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইবাদত করলে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৭ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে এবং দোযখ হতে দূরে রাখবে। রাসূল (স) বললেন, তুমি একটি বড় বিষয়ের প্রশ্ন করলে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যার পক্ষে এটা সহজ করে দিয়েছেন তার পক্ষে অবশ্য এটা সহজ। তা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকেও শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। তারপর রাসূল (স) বললেন, মুয়ায, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ কি তা বলে দিব না? জেনে রাখ রোযা হচ্ছে ঢালস্বরূপ। দান খয়রাত গোনাহকে শীতল করে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে শীতল করে। মানুষের মধ্য রাতের নামায। তারপর রাসূল (স) পাঠ করলেন−তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা হতে পৃথক থাকে এমন কি তিনি 'ইয়ামালুন' পর্যন্ত পৌঁছলেন। তারপর বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দিব না যে, কাজের আসল ও স্তম্ভ কি এবং তার উচ্চশিখরই বা কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহর রাসূল (স)! তখন রাসূল বললেন, দ্বীনের আসল হচ্ছে ইসলাম আর তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উচ্চশিখর হচ্ছে জিহাদ।

তারপর হযরত রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দিব না যে, এ সকলের গোড়া কি? আমি উত্তর করলাম, হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহর নবী (স)! তখন রাসূল (স) নিজের জিহ্বা ধরে বললেন; এটাকে সংযত রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা এ জিহ্বা দিয়ে যা বলি, এ সম্পর্কেও কি আমাদেরকে ধরা হবে? রাসূল (স) বললেন, কি বললে মুয়ায! কিয়ামতের দিন যা মানুষকে তার মুখের উপর অথবা নাকের উপর উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবে, তা মুখের অসংযত কথা ছাড়া আর কি? −(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মানুষকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসতে হবে

হাদীস : ২৮ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কারও সাথে শত্রুতা রাখবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করবে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তেই দান খয়রাত হতে বিরত থাকবে, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিল। −(আবু দাউদ কিন্তু তিরমিযী এটাকে মুয়ায ইবনে আনাস হতে শব্দের একটু আগ পিছ করে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে বর্ণিত আছে 'সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিয়েছে।')

আল্লাহর ওয়াস্তে মিত্রতা করা সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ২৯ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, সব কাজের শ্রেষ্ঠ কাজ হল আল্লাহর ওয়াস্তে মিত্রতা স্থাপন করা আর আল্লাহর ওয়াস্তেই শত্রুতা স্থাপন করা। −(আবু দাউদ)

যার হাত থেকে মুসলমান নিরাপদ সে মুসলমান

হাদীস : ৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমান সে, যার জবান ও হাত হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। এভাবে মুমিন সে-ই, যাকে লোক তাদের জান ও মাল সম্পর্কে নিরাপদ বলে মনে করে। −(তিরমিযী ও নাসাঈ)

যার আমানত নেই তার ঈমান নেই

হাদীস : ৩১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) আমাদেরকে এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথাগুলো বলেন, নি যে, যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীনও নেই। −(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে মান্য করলে বেহেশতী

হাদীস : ৩২ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, আমি হযরত রাসূল (স)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, তার জন্য আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। -(মুসলিম)

আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে মারা গেলে বেহেশতী

হাদীস : ৩৩ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যে এ বিশ্বাস নিয়ে মরবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। -(মুসলিম)

যে আল্লাহর সাথে শরীক করে মরেছে সে জাহান্নামী

হাদীস : ৩৪ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, দুটি বিষয় অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সে দুটি বিষয় কি? রাসূল (স) বললেন; যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে ইন্তেকাল করেছে সে অবশ্যই দোযখে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইন্তেকাল করেছে সে অবশ্যই দোযখে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইন্তেকাল করেছে সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। -(মুসলিম)

প্রত্যেকের আমলের ওপর নির্ভর করতে হবে

হাদীস : ৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন একদল লোক রাসূল (স)-কে ঘিরে বসেছিলাম এবং আমাদের সাথে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা) ছিলেন। হঠাৎ রাসূল (স) আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং এত দেরী করলেন যাতে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, না জানি তিনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কিনা। এতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলাম এবং বের হয়ে পড়লাম। অবশ্য সকলের মধ্যে আমিই প্রথমে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং রাসূল (স)-এর তালাশে বের হয়ে পড়েছিলাম। এমন কি তালাশ করতে করতে আমি বনী নাজ্জাস গোত্রের জনৈক আনসারীর এক প্রাচীরবেষ্টিত বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। তার চারদিক দেখলাম, কোথাও কোনো দরজা পাওয়া যায় কিনা; কিন্তু তা পাওয়া গেল না। হঠাৎ দেখি, বাইরে একটি কূপ হতে একটি ছোট নালা এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, আমি খুব সরু হয়ে নালাতে প্রবেশ করলাম এবং রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

হযরত রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা নাকি? আমি বললাম, জি আমি! তখন রাসূল (স) বললেন; ব্যাপার কি? আমি বললাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, হঠাৎ উঠে চলে আসলেন এবং এত দেরি করলেন যাতে আমাদের ভয় হতে লাগল না জানি আপনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কিনা। এজন্য আমরা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সকলের মধ্যে আমিই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আর এ লোকসকল আমার পিছনে আছে।

তারপর তাঁর জুতা দুটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমার এ জুতী দুটি নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে এরূপ যে ব্যক্তিরই তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়, যে অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়, তাকে তুমি বেহেশতের খোশখবরী দাও। প্রথমেই হযরত ওমরের সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! এ জুতা দুটি কেন? আমি বললাম, এটা রাসূল (স)-এর জুতা। এটা সহকারে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, এরূপ কোনো ব্যক্তির দেখ পেলে, যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়, আমি যেন তাকে বেহেশতের খোশখবরী দেই। একথা শুনে ওমর আমার বুকের উপর এমন ঘুষি মারলেন, যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম, তারপর তিনি বললেন, ফিরে যাও আবু হুরায়রা! আমি আঘাতের জন্য কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখি ওমরও আমার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছেন। তিনিও আমার পিছনে পিছনে এসে পৌঁছেছেন। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হল আবু হুরায়রা! আমি বললাম, আমি প্রথমেই ওমরকে পাই এবং যখনই আমি তাকে এ সুসংবাদ দিই, যার জন্য আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমার বুকে এমন জোরে ঘুষি মারলেন যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর তিনি ওমর আমাকে বললেন, ফিরে যাও? রাসূল (স) বললেন, কেন এরূপ করলে হে ওমর? ওমর বললেন, হে আল্লাহর

রাসূল! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, আপনি আপনার জুতা সহকারে আবু হুরায়রাকে এজন্য পাঠিয়েছিলেন যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই তাকে সে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, এরূপ করবেন না। আমার ভয় হয়, পিছনে লোকে এর উপর ভরসা করে বসবে। সুতরাং তাদেরকে আমল করতে দিন। রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তাদেরকে আমল করতে দাও। -(মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বললে জান্নাতী

হাদীস : ৩৬ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের কুঞ্জি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়া। -(আহমদ)

নাযাতের একমাত্র পথ হল খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস করা

হাদীস : ৩৭ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেন, হযরত রাসূল (স) যখন ইন্তেকাল করলেন, তাঁর সাহাবাদের মধ্যে কতক সাহাবা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমন কি তাদের কারো কারো মনে নানারূপ খটকা উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হল। হযরত ওসমান (রা) বলেন আমিও তাদের অন্যতম ছিলাম, এমন সময় হযরত ওমর আমার কাছ দিয়ে গেলেন এবং আমাকে সালামও করলেন; অথচ আমি তা বুঝতেই পারলাম না। ওমর গিয়ে আমার বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে অভিযোগ করলেন। তারপর উভয়েআমার কাছে আসলেন এবং উভয়ে আমাকে সালাম করলেন। তারপর আবু বকর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছিল ওসমান! আপনি যে আপনার ভাই ওমরের সালামের জবাব দিলেন না? আমি বললাম, কৈ আমি তো এরূপ করিনি। ওমর বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আপনি এরূপ করেছেন। হযরত ওসমান বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি টেরও পাই নি যে, আপনি কখনও এখান দিয়ে গেছেন বা আমাকে সালাম করেছেন। হযরত আবু বকর বললেন, ওসমান সত্য বলছেন।

নিশ্চয়ই আপনাকে কোনো দুশ্চিন্তাই এটা হতে বিরত রেখেছিল। আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি? আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (স)-কে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন, অথচ আমরা তাঁকে এ বিষয়টি হতে বাঁচার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। তখন আবু বকর বললেন, আমি তাঁকে এটা জিজ্ঞেস করেছি। আমি তাঁর প্রতি অগ্রসর হলাম এবং বললাম, আমার মা-বাপ আপনার উপর কুরআন হোক; আপনিই এরূপ কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি। তারপর আবু বকর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়টি হতে নাজাতের উপায় কি? রাসূল (স) বললেন; যে ব্যক্তি ঐ কালেমা গ্রহণ করল, যা আমি আমার চাচা (আবু তালেব)-কে পেশ করেছিলাম, আর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন, সে কালেমাই হল এর জন্য নাজাত। -(আহমদ)

বিশ্বের আনাচে কানাচে ইসলামের বাণী পৌঁছাবে

হাদীস : ৩৮ ॥ হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, তিনি রাসূল (স)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, যমীনের উপর কোনো মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর বাকী থাকবে না যাতে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অপমানিতের ঘরে অপমানের সাথে। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের উপযুক্ত করে দিবেন, পক্ষান্তরে যাদেরকে অপমানিত করবেন তারা ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আমি বললাম, তখন তো সব দ্বীনই আল্লাহর হবে। -(আহমদ)

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এ কালেমা বেহেশতের চাবি

হাদীস : ৩৯ ॥ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (র.) হতে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এ কালেমা কি বেহেশতের কুঞ্জি নয়? উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয়! কিন্তু প্রত্যেক কুঞ্জিরই দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁতওয়ালা কুঞ্জি নিয়ে যাও তবেই তো তোমার জন্য খোলা হবে। অন্যথায় তোমার জন্য খোলা হবে না। -(বোখারী তরজুমাতুল বাবে)

মুসলমানের সৎকাজ দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়

হাদীস : ৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে মুসলমান হয়, তখন তার জন্য তাঁর প্রত্যেক সৎ কাজ যা সে করে থাকে দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে লেখা হয়ে থাকে। আর তার অসৎ কাজ যা সে করে থাকে, অনুরূপই লেখা হয়, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর দরবারে গিয়ে পৌঁছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা : ....

হাদীস নং : ৩৩ ॥ অর্থাৎ, গোনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর অথবা কারও সুপারিশ দ্বারা এর পূর্বে। মোটকথা সে দোযখে থাকবে না।

ইসলাম হচ্ছে, মার্জিত কথা ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান

হাদীস : ৪১ ॥ হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনার সাথে কারা আছেন? রাসূল (স) বললেন, আজাদ ও গোলাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ইসলাম কি? রাসূল (স) বললেন, মার্জিত কথা ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! ঈমান কি? রাসূল (স) বললেন, গোনাহর কাজ থেকে ধৈর্য ধারণ ও দান করা। আমর (রা) বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! কোন ইসলাম উত্তম? রাসূল (স) বললেন, যার হাত ও যবান থেকে মুসলমানরা নিরাপদ। আমর (রা) বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! কোন ঈমান উত্তম? রাসূল (স) বললেন, কুনূত কে দীর্ঘ করা। আমর (রা) বলেন, আমি পুনঃ জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! কোন হিজরত উত্তম? রাসূল (স) বললেন, তোমার প্রভু যা না পছন্দ করেন তা বর্জন করা। আমর (রা) বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! কোন জিহাদ উত্তম? রাসূল (স) বললেন, যার ঘোড়ার হাত-পা কর্তিত এবং নিজের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে তার জিহাদ। আমর (রা) বলেন, আমি আবার বললাম, কোন সময় উত্তম? রাসূল (স) বললেন, শেষ রাতের মধ্যভাগ সময় উত্তম। –(আহমদ)

প্রকৃত মুমিনের পরিচয় সৎ কাজে আনন্দ পাওয়া

হাদীস : ৪২ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ঈমান কি? রাসূল (স) বললেন, যখন তোমার সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎ কাজ তোমাকে পীড়া দিবে, তখন তুমি মুমিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)? অসৎ কাজ কি? রাসূল (স) বললেন, যখন কোনো কাজ করতে গেলে তোমার অন্তরে বাঁধা আসবে, তখন মনে করবে, এটা অসৎ কাজ এবং তা বর্জন করবে। –(আহমদ)

আল্লাহর হুকুম মান্য করলে ক্ষমা পাবে

হাদীস : ৪৩ ॥ মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে ও রমযানের রোযা রেখে আল্লাহর কাছে পৌঁছেছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স) তাদেরকে কি এ সুসংবাদ দিব না? রাসূল (স) বললেন, না, তাদেরকে আমল করতে দাও। –(আহমদ)

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধু অথবা শত্রু ভাবা সবচেয়ে ভাল ঈমান

হাদীস : ৪৪ ॥ হযরত মুয়ায (রা) বলেন, তিনি একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন ঈমান শ্রেষ্ঠ? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, কাউকে মিত্র ভাববে, তবে আল্লাহর ওয়াস্তেই মিত্র ভাববে। পক্ষান্তরে কাউকে শত্রু ভাবলে, তাও আল্লাহর ওয়াস্তেই শত্রু ভাববে এবং নিজের যবানকে আল্লাহর যিকিরে মশগুল রাখবে। মুয়ায (রা) বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তারপর আমি কি করব? রাসূল বললেন, অন্যের জন্যে তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করো। –(আহমদ) যঈফ - ৪

তৃতীয় অধ্যায়

কবিরা গুনাহ ও মুনাফেকির পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা কবিরা গুনাহ

হাদীস : ৪৫ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আল্লাহর কাছে সর্বাধিক বড় গোনাহ কোনটা? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর কোনো সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে পুনঃ জিজ্ঞেস করল, তারপর কোনটা? রাসূল (স) বললেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে সন্তান হত্যা করা। সে আবার প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তারপরে কোনটা? রাসূল (স) বললেন, তোমার পড়শীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এরই সমর্থনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ স্বীকার করে না, আল্লাহ যার হত্যা হারাম করে দিয়েছেন আইনের বিধান ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর সাথে শরীক করা কবীরা গোনাহ

হাদীস : ৪৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, বড় বড় কবীরা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকেও হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা। বোখারী, কিন্তু আনাসের বর্ণনার মিথ্যা হলফের পরিবর্তে মিথ্যা সাক্ষ্য শব্দ রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

চারটি স্বভাব থাকলে সে মুনাফিক

হাদীস : ৪৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে পাক্কা মুনাফিক এবং যার মধ্যে তার একটি থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে- (১) যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় তাতে সে খিয়ানত করে, (২) সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে (৩) যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন কারও সাথে কলহ করে, তখন সে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুনাফিক বানডাকা ছাগীর মতো

হাদীস : ৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে সেই বানডাক ছাগীর মতো, যে দু ছাগপালের মধ্যে থেকে একবার এ পালের দিকে দৌড়ায় আবার ঐ পালের দিকে দৌড়ায়। -(মুসলিম)

সুদ খাওয়া হারাম

হাদীস : ৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে দূরে থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! সে অনুমতি ছাড়া কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং নির্দোষ ও ব্যভিচার সম্পর্কে বে-খবর মুসলমান মহিলাদের নামে ব্যভিচারের দুর্নাম রটনা করা। -(বোখারী ও মুসলি)

ঈমানদার ব্যভিচার করতে পারে না

হাদীস : ৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করতে পারে না যখন সে ঈমানদার থাকে, চোর চুরি করতে পারে না যখন সে ঈমানদার থাকে, শরাবখোর শরাব শরাব পান করতে পার না যখন সে ঈমানদার থাকে, ডাকাত এরূপে ডাকাতি করতে পারে না যে, লোক তার প্রতি নজর করে দেখে যখন সে ঈমানদার থাকে তোমাদের কেউ গণীমতের মালে খিয়ানত করতে পারে না যখন সে ঈমানদার থাকে। অতএব, সাবধান! সাবধান! -(বোখারী ও মুসলিম)

মুনাফিকের আলামত তিনটি

হাদীস : ৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মুনাফিকের আলামত হচ্ছে তিনটা। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখা হয়, তাতে সে খিয়ানত করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, যদিও সে নামায পড়ে, রোযাও রাখে এবং মনে করে যে সে মুসলমান।

টীকা : ....

হাদীস নং : ৪৬ ॥

(ক) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। পিতা-মাতা কাফের হলেও তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করার হুকুম রয়েছে। শুধুমাত্র পিতামাতার কুফরী আদেশকে অমান্য করা যাবে। মনে রাখতে হবে, অবশ্যই মুসলমান পিতা-মাতার আদেশ পালন করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা শরীয়ত পরীপন্থি আদেশ না করেন।

(খ) কবীরা গোনাহকারী ব্যক্তি মুমিন থাকে না। আমরা সুন্নত জামায়াতের লোকেরা কুরআন-হাদীসে এ জাতীয় 'ন' বা স্পষ্ট উক্তির এরূপ অর্থ এজন্য করে থাকি যে, অপর 'নস' এর বিপরীত রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহতায়ালা বলেন, যখন মুমিনরা দুই দলে বিবাদ করতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। এর ফলে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, মুমিনদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করা কবীরা গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও বিবাদ অবস্থায় মুমিন মুমিনই থাকে, কাফের হয়ে যায় না, কিন্তু হাদীসের এ জাতীয় 'ন' কেবলমাত্র গোনাহর গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছে।

এভাবে আমরা যেখানে কোনো 'নসের' বাহ্যিক বা সাধারণ অর্থে সামান্য ব্যতিক্রম করেছি, সেখানেই মনে করতে হবে, অন্য নসের পরিপ্রেক্ষিতে এমন করা হয়েছে, মনগড়াভাবে করা হয়নি। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে, কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া দুনিয়ার সব মুসলমান সুন্নত জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমরা উম্মতের সকল লোককে আল্লাহতায়ালা গোমরাহীর ওপর একমত করবেন না। সুতরাং সুন্নত জামায়াতের মতই যথেষ্ঠ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মূসা (আ)-এর নয়টি নিদর্শন

হাদীস : ৫২ ॥ হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (র.) বলেন, একদিন এক ইহুদী তার সঙ্গীকে বলল, এ নবী লোকটার কাছে আমাকে নিয়ে চল। সঙ্গী বলল, নবী বলবে না, তোমার মুখে এ কথা শুনলে আহলাদে সে আটখানা হয়ে যাবে। তারপর তারা উভয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এলো এবং তাঁকে হযরত মূসার নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রাসূল (স) বললেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) ব্যভিচার করবে না, (৪) আইনের অনুমোদন ছাড়া কাউকেও হত্যা করবে না যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, (৫) কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে কোনো ক্ষমতাবান হাকিমের কাছে নিয়ে যাবে না, যাতে তিনি তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, (৬) জাদু করবে না, (৭) সুদ খাবে না, (৮) কোনো সতী সাধ্বীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে না, (৯) জিহাদকালে পলায়ন উদ্দেশ্যে পশ্চাদপদ হবে না এবং (১০) বিশেষ করে তোমরা ইহুদীরা শনিবারের নিয়ম লঙ্ঘন করবে না। হযরত সাফওয়ান বলেন, তারা উভয়ে রাসূল (স)-এর হস্তপদ চুম্বন করল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্য নবী রাসূল (স) বললেন, তবে আমার অনুসরণের পথে তোমার অন্তরায় কি? তারা বলল, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে, নবী যেন বরাবর তার বংশের মধ্যেই হন। সুতরাং আমাদের আশংকা হয়, আমরা আপনার তাবেদারী করলে ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

ঈমানের বুনিয়াদী বিষয় তিনটি

হাদীস : ৫৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি বিষয় হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াদী বিষয়সমূহের অন্তর্গত- (১) যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা পড়েছে, তার প্রতি আক্রমণ করা হতে বিরত থাকা; কোনো গোনাহর দরুণই তাকে কাফের বলে মনে করবে না এবং কোনো আমলের দরুণই তাকে ইসলাম হতে খারিজ করে দিবে না। (২) জিহাদ-যেদিন হতে আল্লাহ আমাদের জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সেদিন হতে এ উম্মতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সাথে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সেদিন হতে এ উম্মতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সাথে জিহাদ করা পর্যন্ত চলতে থাকবে, কোনো অবিচারী শাসকের অবিচার বা কোনো সুবিচারী হাকিমের সুবিচার জিহাদকে বাতিল করতে পারবে না এবং (৩) তাকদীরে বিশ্বাস। -(আবু দাউদ)

ব্যভিচার করলে ঈমান থাকে না

হাদীস : ৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোনো বান্দা ব্যভিচার করতে থাকে, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে যায় এবং তার মাথার উপর ছত্রের মতো অবস্থিত থাকে; তারপর যখন সে এ অপকাজ হতে বিরত হয়, তখন ঈমান তার কাছে ফিরে আসে।-(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর দশটি উপদেশ

হাদীস : ৫৫ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)বলেন, হযরত রাসূল (স) আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, যদিও তোমাকে নিহত করা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। (২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি তারা তোমাকে তোমার পরিবার পরিজন ও তোমার মাল-মাত্তা ছেড়ে যেতে বলেন। (৩) ইচ্ছা করে কখনও ফরয নামায তরক করবে না। কেননা, যে ইচ্ছা করে ফরয নামায তরক করবে, তার পক্ষে আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব উঠে যাবে। (৪) কখনও শরাব পান করবে না। কেননা, শরাব অশ্লীলতার সেরা মূল। (৫) সাবধান! গোনাহ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, গোনাহর দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ পৌঁছে থাকে। (৬) খবরদার! জিহাদ হতে পলায়ন করবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। (৭) যখন লোকের মধ্যে মহামারী দেখা দিবে আর তুমি সেখানে থাকবে, তখন সেখানে অবস্থান করবে (৮) তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে (৯) তাদের পরিবারের লোকদের আদব কায়দা শিক্ষা দান ব্যাপারে শাসন হতে কখনও বিরত থাকবে না। (১০) এবং আল্লাহর সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে। -(আহমদ)

রাসূল (স)-এর আমলে নিফাক ছিল

হাদীস : ৫৬ ॥ হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) বলেন, 'নিফাক' রাসূল (স)-এর যমানায়ই ছিল। এখন হয় কুফরী, না হয় ঈমান। -(বোখারী)

চতুর্থ অধ্যায়
মনের খটকার প্রতি গুরত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ
শয়তান মানুষের মনের মধ্যে রক্তের মতো মিশে আছে

হাদীস : ৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান মানুষের মনের মধ্যে তার রক্তের মতো বিচরণ করে থাকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

মারইয়াম ও ঈসা (আ)-কে শয়তান স্পর্শ করেনি

হাদীস : ৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন সন্তান প্রসব করে, তখন যে শয়তান তাকে স্পর্শ করে নি এবং সে চীৎকার দিয়ে ওঠেনি, হযরত মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ছাড়া এমন আদম সন্তানই প্রসূত হয়নি। –(বোখারী ও মুসলিম)

শিশু প্রসবের সময় শয়তান খোঁচা দেয়

হাদীস : ৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রসবকালে শিশুর চীৎকার শয়তানের খোঁচার দরুণই হয়ে থাকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

পাপ কাজ মুখে প্রকাশ করলেও ক্ষমা পাবে

হাদীস : ৬০ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের অন্তরে যে খটকার উদয় হয়, আল্লাহতায়ালা তা মাফ করে দিবেন, যে পর্যন্ত না তারা সে কাজে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে।

–(বোখারী ও মুসলিম)

স্পষ্ট ঈমানের পরিচয়

হাদীস : ৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সাহাবা রাসূল (স)-এর কাছে আসলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (স)! আমাদের মধ্যে কেউ তার অন্তরে এমন কোনো কথা অনুভব করে যা ব্যক্ত করাকে সে বড় গুরুতর বলে মনে করে। রাসূল (স) বললেন, এটা তোমাদের স্পষ্ট ঈমান। –(মুসলিম)

শয়তানের সাথে বিতর্ক করবে না

হাদীস : ৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান তোমাদের মধ্যে কারও কাছে এসে প্রশ্ন করতে থাকে এটা কে সৃষ্টি করেছেন? এটা কে সৃষ্টি করেছেন? এমন কি অবশেষে এটাও বলে বসে যে, তোমার আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? যখন শয়তান এ পর্যন্ত পৌঁছে, তখন যেন সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং এখানেই ক্ষান্ত হয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা

হাদীস : ৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ পরস্পর আলোচনা করতে থাকে। অবশেষে এ পর্যন্ত বলে বসে যে, আল্লাহতায়ালা তো সব মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টি করলেন কে? রাসূল (স) বললেন, যখনই কেউ এরূপ কিছু অনুভব করবে, তখনই যেন বলে উঠে, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমি তাঁর রাসূলদের প্রতিও ঈমান এনেছি। –(বোখারী ও মুসলিম)

জ্বিন জাতীয় সহচর বা ফেরেশতা নিযুক্ত

হাদীস : ৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার জ্বিন জাতীয় সহচরকে অথবা ফেরেশতা জাতীয় সহচরকে নিযুক্ত করে দেয়া হয়নি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আপনার সাথেও কি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও তবে আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। অতপর, সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, সে কখনও আমাকে ভাল ছাড়া খারাপ পরামর্শ দেয় না। –(মুসলিম)

শয়তানের সিংহাসন পানির ওপর

হাদীস : ৬৫ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চারদিকে তার সৈন্য বাহিনী প্রেরণ

করে। এদের মধ্যে তার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত সে-ই, যে সর্বাধিক বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ এসে বলে, আমি এরূপ সাধন করেছি। সে তখন বলে, তুমি কিছু করনি। রাসূল (স) বলেন, তারপর অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছাড়িনি, এমন কি তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। রাসূল (স) বলেন, শয়তান তাকে নৈকট্য দান করে এবং বলে, বেশ তুমিই উত্তম। রাবী আমাশ বলেন, আমি মনে করি, জাবের এটাও বলেছেন যে, তারপর শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে। -(মুসলিম)

শয়তান মানুষের পিছনে লেগেই আছে

হাদীস : ৬৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান একথা হতে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে নামাযীরা তাকে পূজা করবে, কিন্তু সে তাদের একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোনো বিষয়ে প্রকাশ করা ক্ষতি হলে গোপন রাখাই ভাল

হাদীস : ৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমি মনে মনে এমন কথা ভাবি, যা মুখে প্রকাশ আমার পক্ষে জ্বলে অংগার হয়ে যাবার চেয়ে শ্রেয়। রাসুল (স) বললেন, আল্লাহর শোকর, তিনি যে তার এ বিষয়কে তোমার কল্পনা পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন। -(আবু দাউদ)

শয়তান পরামর্শ দেয় দান করলে সম্পদ কমে যায়

হাদীস : ৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের সাথে শয়তানের একটি লাম্মা (ছোঁয়া) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি লাম্মা (ছোঁয়া) রয়েছে। শয়তানের লাম্মা হল অকল্যাণের ভীতি প্রদর্শন এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। পক্ষান্তরে ফেরেশতার লাম্মা হল কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দ্বিতীয় অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন মনে করে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে, আর এর জন্য যেন আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপর অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন শয়তান হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। তারপর রাসূল (স) এ কথার সমর্থনে কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন,-"শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখিয়ে থাকে এবং অশ্লীলতার আদেশ করে থাকে।" -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব)- যঈফ-৭

শয়তান কুমন্ত্রনা দিলে বাম দিকে থুথু ফেলবে

হাদীস : ৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ সর্বদা একে অন্যকে প্রশ্ন করতে থাকবে, এমন কি একসময় এ প্রশ্নও করা হবে যে, আল্লাহ তো সব মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহকে সৃষ্টি করলেন কে? যখন তারা এরূপ বলে উঠবে, তখন তোমরা বলবে, আল্লাহ এক, তিনি সকলের আশ্রয়স্থল, তিনি কাউকে জন্ম দান করেন নি। তিনি কার জাতও নন এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নয়। তারপর নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবান্তর প্রশ্ন থেকে বিরত থাকবে

হাদীস : ৭০ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ পরস্পরে সর্বদা প্রশ্ন করতে থাকবে, এমন কি একসময় এ প্রশ্নও করবে যে, আল্লাহ তো সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? -(বোখারী)

শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে

হাদীস : ৭১ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! শয়তান আমার এবং আমার নামায ও কেরায়াতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং এতে প্যাঁচ লেগে যায়। রাসূল (স) বললেন, সে একটা শয়তান, তাকে 'খিলজাব' বলা হয়, যখন তুমি তাকে উপস্থিত অনুভব করবে, তা হতে তখন আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবে। হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস বলেন, তারপর আমি এরূপ করলে আল্লাহ তায়ালা আমা হতে তাকে দূর করে দেন। -(মুসলিম)

নামাযে ভুল হলে শয়তানের কাজ মনে করবে

হাদীস : ৭২ ॥ তাবেঈ হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, নামায়ের মধ্যে আমার সন্দেহ হয়। এটা আমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। হযরত আবুল কাসেম (স) উত্তরে বললেন, তুমি তোমার নামায পূর্ণ করতে থাকবে। কেননা, এটা তোমা হতে দূর হবে না। যে পর্যন্ত না নামায পূর্ণ কর এবং বল যে, আমি নামায পূর্ণ করি নি। -(মালিক) যঈফ-৮

পঞ্চম অধ্যায়
তাকদিরে বিশ্বাস
প্রথম পরিচ্ছেদ
আল্লাহর সিংহাসন ছিল পানির উপর

হাদীস : ৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাখলুকাতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ আরশ ছিল পানির উপর -(মুসলিম)

সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে

হাদীস : ৭৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহর 'কদর' অনুযায়ী রয়েছে, এমন কি বুদ্ধির দুর্বলতা ও বুদ্ধিমত্তাও। -(মুসলিম)

বিতর্কে আদম (আ) মূসা হতে শ্রেষ্ঠ হলেন

হাদীস : ৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ) পরস্পরে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু তর্কে হযরত আদম হযরত মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন। হযরত মূসা (আ) বললেন, আপনি আদম তো সে-ই যাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তার রূহ সঞ্চার করেছেন, তার ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে তার জান্নাতে থাকার স্থান দিয়েছেন। তারপর আপনি আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য মানব জাতিকে যমীনে নামিয়ে আনলেন। হযরত আদম বললেন, তুমিও তো সে মূসা, যাকে আল্লাহ তায়ালা 'রেসালাত' ও প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে এমন 'আলওয়াহ' দান করেছেন, যাতে সব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে; অধিকন্তু তোমাকে তিনি গোপন আলোচনা দ্বারাও নৈকট্য দান করেছিরেন। আমার সৃষ্টির কতকাল আগে আল্লাহ তাওরাত কিতাব লিখেছেন বলে তুমি জান? হযরত মূসা (আ) বললেন, চল্লিশ বছর আগে। তখন হযরত আদম (আ) বললেন, তুমি কি এতে আল্লাহর এ বাণী পেয়েছো, আদম তার প্রভুর কাছে অপরাধ করল এবং পথ হারাল? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। তখন হযরত আদম (আ) বললেন, তবে কি তুমি আমায় এমন একটি কাজ করেছি বলে তিরস্কার করছ, যা আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর আগে আমি তা করব বলে আল্লাহ লিখে রেখেছেন? তারপর রাসূল (স) বললেন, সুতরাং হযরত আদম মূসার উপর জয়ী হলেন। -(মুসলিম)

মায়ের গর্ভেই সন্তানের ভাগ্য লিখা হয়

হাদীস : ৭৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) আমাদের বলেছেন, আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি চল্লিশ দিন তার মাতার গর্ভে শুক্ররূপে থাকে, তারপর চল্লিশ দিন লাল জমাট রক্তপিণ্ডরূপে বিরাজ করে, তারপর চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডরূপে ধারণ করে। তারপর আল্লাহ তায়ালা চারটি বিষয়সহ জনৈক ফেরেশতাকে তার কাছে প্রেরণ করেন। ফেরেশতা লিখে দেন- (১) তার আমল, (২) তার মৃত্যু, (৩) তার রিযক এবং (৪) সে নেক কি বদ লোক হবে। তারপর তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করানো হয়। তারপর রাসূল (স) বলেন, কসম সেই পাক জাতের, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; তোমাদের মধ্যে কেউ বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে, এমন কি তার ও বেহেশতের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার প্রতি তার সে তাকদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে দোযখীদের কাজ করতে শুরু করে, ফলে সে দোযখে চলে যায়। এভাবে তোমাদের কেউ দোযখীদের কাজ করতে থাকে, এমন কি তার ও দোযখের মধ্যে মাত্র একহাত বাকী থাকে, এমন সময় তার প্রতি তাকদীরের সে লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে বেহেশতীদের কাজ করতে শুরু করে, ফলে সে বেহেশতে চলে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের আমল পরিণামের উপর নির্ভর করে

হাদীস : ৭৭ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, কোনো বান্দা দোযখীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে বেহেশতের অধিবাসী, এভাবে কোনো বান্দা বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে দোযখের অধিবাসী। বস্তুত মানুষের আমল তার খাতেম বা পরিণামের উপরই নির্ভর করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের ভাল মন্দ আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন

হাদীস : ৭৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) এক আনসারী বালকের জানাযায় আহূত হলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)-এর কি ভাল নসীব, বেহেশতের চড়ুইদের মধ্যে সেও একটি চড়ুই। কেননা, সে কোন গোনাহ করে নি বা গোনাহ করার বয়সও পায়নি। তখন রাসূল (স) বললেন, আর এর বিপরীত হতে পারে না আয়েশা? আল্লাহ পাক একদল লোককে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, অথচ তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল। এরূপে দোযখের জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করে রেখেছেন অথচ তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল। -(মুসলিম)

প্রত্যেকের বেহেশত ও দোযখের ঠিকানা লেখা আছে

হাদীস : ৭৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার দোযখের বা বেহেশতের ঠিকানা লিখে রাখা হয়নি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের সে লেখার উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিব না? রাসূল (স) বললেন না, আমল করতে থাক। কেননা, প্রত্যেকের জন্য তা সহজ করা হয়, আর যে বদবখত তার জন্য বদীর কাজ সহজ হয়। তারপর রাসূল (স) এর প্রমাণে কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, "যে ব্যক্তি দান করেছে (অন্যায় হতে) পরহেয করেছে এবং ভাল কথায় (ইসলামে) সমর্থন জানিয়েছে, আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষ বিভিন্নভাবে যিনা করে থাকে

হাদীস : ৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করে রেখেছেন, সে তা নিশ্চয় করবে, চোখের ব্যভিচার দেখা, জিহ্বায় ব্যভিচার কথা বলা, আর মন চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং গুপ্ত অঙ্গ তাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করা আছে, সে তা অবশ্যই করবে। দু চোখ তাদের ব্যভিচার দেখা, দু কান-তাদের ব্যভিচার শুনা, জিহ্বা-তার ব্যভিচার কথা বলা, হাত-তার ব্যভিচার ধরা, পা-তার ব্যভিচার চলা এবং মন-তা চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে আর গুপ্ত অঙ্গ সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

তাকদীর আগেই লেখা হয়েছে

হাদীস : ৮১ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, একদিন মুযাইনা গোত্রের দুজন লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! বলুন, মানুষ এখন দুনিয়াতে ভাল-মন্দ যা করছে বা করার চেষ্টায় আছে, তা কি আগেই তাকদীরে তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে ও ঠিক করা হয়েছে, নাকি পরে যখন তাদের নবী তাদের কাছে শরীয়ত নিয়ে এসছে এবং তাদের কাছে তার দলীল-প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে, তখন তারা তা করছে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, না, বরং আগেই তাকদীরে তাদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে ও ঠিক করা হয়েছে। আল্লাহর কিতাব এর সমর্থনে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .

"মানুষের প্রাণের কসম এবং যে শক্তি তাকে সুডৌলভাবে গঠন করেছে এবং আগেই তাকে ভাল ও মন্দের ইলহাম করেছেন। -(মুসলিম)

আল্লাহর নির্ধারিত বিষয় ঘটবেই

হাদীস : ৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি একদিন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন যুবক পুরুষ। অতএব, আমি আমার সম্পর্কে ব্যভিচারের আশংকা করছি, অথচ কোনো নারীকে বিবাহ করার সংগতিও আমার নেই। এর দ্বারা আবু হুরায়রা যেন খোজা বা খাসী হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। আবু হুরায়রা বলেন, কিন্তু তিনি আমাকে উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। আমি পুনঃ ঐ প্রশ্ন করলাম, তবু তিনি চুপ করে রইলেন। আমি তৃতীয়বার সেভাবে প্রশ্ন করলাম, এতেও তিনি চুপ করে রইলেন, আমি চতুর্থবার সেরূপ প্রশ্ন করলে, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আবু হুরায়রা! যা তোমার পক্ষে ঘটার আছে তা আগেই লেখা হয়ে গেছে। এটা জেনে তুমি খোজা হতেও পার বা তার ইচ্ছা ত্যাগও করতে পার। -(বোখারী)

মানুষ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অধীন

হাদীস : ৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী আদমের অন্তরসমূহ সবই আল্লাহর (কুদরতের) আঙ্গুলিসমূহের দু আঙ্গুলির মধ্যে মাত্র একটি অন্তরের মতো অবস্থিত। তিনি যা ইচ্ছা তাকে ঘুরিয়ে থাকেন। অতপর রাসূল (স) বলেন, হে অন্তরসমূহের আবর্তনকারী খোদা! আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও। –(মুসলিম)

প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে

হাদীস : ৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতপর তার মাতা-পিতা নিজেদের সংস্রব দ্বারা তাকে ইহুদী করে দেয় বা নাসারা করে দেয় অথবা অগ্নি উপাসক করে দেয়। যেভাবে পশু পূর্ণাঙ্গ পশুই প্রসব করে, তাতে তোমরা কোনো কানকাটা দেখ কি? দেখ না অতপর মানুষ তার কান কাটে, নাক ছেদা বিকলাঙ্গ করে দেয়। অতপর এর প্রমাণে এই আয়াত পাঠ করলেন–

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ـ

"আল্লাহর ফিতরাত যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর তোমার ঠিক থাকবে। আল্লহর ফিতরাত যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর তোমরা ঠিক থাকবে। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই সরল সোজা মজবুত দ্বীন।" –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পাক কখনো ঘুমান না

হাদীস : ৮৫ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) পাঁচটি কথা নিয়ে আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, (১) আল্লাহ তায়ালা কখনও ঘুমান না, (২) ঘুমানো তাঁর পক্ষে সাজেও না, (৩) তিনি দাঁড়ি-পাল্লা উঁচু-নীচু করেন (সৃষ্টির রিযিক ও আমল প্রভৃতি নির্ধারণ করে থাকেন) (৪) বান্দাদের রাতের আমল দিনের আমলের আগেই এবং দিনের আমল রাতের আমলের আগেই তাঁর কাছে পৌঁছান হয় এবং (৫) তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পর্দা হচ্ছে নূর বা জ্যোতি। যদি তিনি এ পর্দা সরিয়ে দিতেন, তাহলে তাঁর চেহারার নূর তাঁর সৃষ্টির যে পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছত, সবকিছু জ্বালিয়ে দিত। –(মুসলিম)

আল্লাহর হাত সব সময় পূর্ণ থাকে

হাদীস : ৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার হাত সব সময় পূর্ণ, রাত-দিন অবিরাম মুষলধারে বর্ষণকারী দান কখনও তা কমাতে পারে না। বল দেখি, যখন হতে তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছে, কত না দান করে আসতেছে, অথচ তা তাঁর হাতে যা আছে তার কিছু কমাতে পারেনি। তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে দাড়ি-পাল্লা তিনি তা উঁচু বা নীচু করে থাকেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত সদা পূর্ণ। ইবনে নামায়র বলেন, পরিপূর্ণ, সর্বদা দানকারী, রাত ও দিনের মধ্যে কোনো কিছুই এটা কমাতে পারে না।

মুশরিক শিশু সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ অবগত

হাদীস : ৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে কাফের মুশরিকদের শিশু-সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, উত্তরে, রাসূল (স) বললেন, আল্লাহই অধিক অবগত, তারা কি আমল করত। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি হল কলম

হাদীস : ৮৮ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। অতপর তিনি কলমকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কি লিখব? আল্লাহ বললেন, কদর (তাকদীর) লিখ; সুতরাং কলম যা ছিল এবং যা অনন্তকাল পর্যন্ত হবে, সবকিছুই লিখল। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সনদ হিসেবে গরীব)

দোযখীদের আল্লাহ পাক আগেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন

হাদীস : ৮৯ ॥ হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে কুরআনের এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ـ

"হে মুহাম্মদ! যখন তোমার পরওয়ারদেগার আদম সন্তানদের পিঠ হতে তাদের সব সন্তানকে বের করলেন। হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহ্ তায়ালা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। অতপর নিজের কুদরতের হাত দ্বারা তাঁর পিঠ বুলালেন এবং সেখান থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করলেন। অতপর বললেন, এ সকলকে আমি বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছি, বেহেশতীদের কাজই তারা করবে। পুনঃ আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করলেন, ও বললেন, এদেরকে পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করলেন, ও বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং দোযখীদের কাজই তারা করবে। এক সাহাবা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! তাহলে আমল কেন? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা বেহেশতীদের কাজই করান, অবশেষে সে বেহেশতীদের কোনো কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। আর আল্লাহ এর দ্বারা তাকে বেহেশতে দাখিল করেন। এভাবে যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন, তাকে দিয়ে দোযখীদের কাজই করান। অবশেষে সে দোযখীদের কোনো কাজ করেই মৃত্যুবরণ করেন, আর এতে আল্লাহ তাকে দোযখে দাখিল করেন। –(মালিক, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

কিতাবে দোযখী ও বেহেশতীর নাম ঠিকানা লেখা আছে

যঈফ-৯

হাদীস : ৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) দু হাতে দুটি কিতাব নিয়ে বের হলেন এবং বললেন, তোমরা জান এ দুটি কিতাব কি? আমরা বললাম, জিনা। কিন্তু আপনি যদি আমাদেরকে বলে দেন। তখন রাসূল (স) আপন ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি কিতাব, এতে সব বেহেশতীর নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম ও বংশ পরিচয় লিখিত রয়েছে এবং তাদের শেষ ব্যক্তির নামের পর সর্বমোট এখন (যোগ) করা হয়েছে। সুতরাং এতে কখনও বেশিও করা যাবে না এবং কমও করা যাবে না। অতপর তাঁর বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সব দোযখীদের নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম ও বংশ পরিচয় রয়েছে। এদের শেষ ব্যক্তির নামের পরও সর্বমোট এখন করা হয়েছে। সুতরাং এতেও কখনও বেশি করা যাবে না এবং কমও করা যাবে না।

তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, যদি ব্যাপার এমন চূড়ান্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমলের কি দরকার? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তোমরা সত্য পথে থেকে ঠিকভাবে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের চেষ্টা কর। কেননা, বেহেশতী ব্যক্তির অন্তিম কাজ বেহেশতীদের কাজই হবে, সে যে আমল করতে থাকুক না কেন। এভাবে দোযখী ব্যক্তির অন্তিম আমল দোযখীদের আমলই হবে, আগে সে যে আমল করেই থাকুন না কেন। অতপর রাসূল (স) নিজের দু হাতের দ্বারা ইশারা করলেন এবং কিতাব দুটিকে ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার আপন বান্দাদের কাজ সম্পূর্ণ নিষ্পন্ন করে ফেলেছেন। একদল বেহেশতে যাবে আর অপর দল দোযখে যাবে। –(তিরমিযী)

সব প্রচেষ্টা আল্লাহর তকদীরের অন্তর্গত

হাদীস : ৯১ ॥ হযরত আবু খোযামা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি বা কোনো ওষধি দিয়ে ওষধ করে থাকি অথবা কোনো উপায়ে আমরা যে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করি, তা কি তকদীরের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে? রাসূল (স) বললেন, তোমাদের এসকল চেষ্টাও আল্লাহর তকদীরের অন্তর্গত। –(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যঈফ-১০

তকদীর নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়

হাদীস : ৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছিলাম। এটা দেখে রাসূল (স) আমাদের উপর এত রাগ করলেন যে, রাগে রাসুল (স)-এর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল, যেন তাতে আনারের দানা নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতপর রাসূল (স) বললেন, তোমাদের কি এটা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা আমি কি এটা নিয়ে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, তোমাদের পূর্বকালে লোকেরা তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তারা এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। আমি তোমাদের কসম দিয়ে বলছি, পুনঃ কসম দিয়ে বলছি, সাবধান! এ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করো না। –(তিরমিযী, ইবনে মাজাহও এ অর্থের একটি হাদীস আমর ইবনে শোআয়ব হতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তাঁর দাদার মাধ্যমে স্বীয় পিতা হতে)

আদম মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে

হাদীস : ৯৩ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমকে এক মুঠা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ হতে নিয়েছেন। অতএব, আদম সন্তানও মাটির অনুসারে হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কাল এবং কেউ এসকলের মধ্যবর্তী বর্ণের হয়েছে। এভাবে কেউ কোমল, কেউ কঠোর এবং কেউ অসৎ ও কেউ সৎ প্রকৃতির হয়েছে। −(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

সব মাখলুকাত অন্ধকারে সৃষ্টি হয়েছে

হাদীস : ৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা নিজ মাখলুকাতকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি তাদের প্রতি নিজের নূর নিক্ষেপ করেন। সুতরাং যার প্রতি তাঁর এ নূর পৌঁছেছে সে সৎপথ লাভ করেছে, আর যার প্রতি তা পৌঁছেনি সে গোমরাহ হয়েছে। এজন্য আমি বলি; আল্লাহর রহম ও ইচ্ছা অনুসারে যা হওয়ার ছিল হয়ে গেছে। −(আহমদ ও তিরমিযী)

আল্লাহর ইচ্ছায়ই মানুষের ভাল-মন্দ

হাদীস : ৯৫ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, প্রায়ই রাসূল (স) এ দোয়া করতেন−হে অন্তর পরিবর্তনকারী খোদা! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর মজবুত রাখ। একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাকে এবং আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, কেননা, সব অন্তরই আল্লাহ তায়ালার আংগুলিসমূহের দুটি আংগুলির মধ্যে রয়েছে। তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা ঘুরিয়ে থাকেন। −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর হাতে অন্তর শূন্য মাঠে পালকের মত

হাদীস : ৯৬ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর হাতে মানুষের অন্তর যেমন তৃণশূন্য মাঠে একটি পালক, যাকে প্রবল বায়ু বুকে-পিঠে ঘুরিয়ে থাকে। −(আহমদ)

চারটি কথায় বিশ্বাস না করলে সে মুমিন নয়

হাদীস : ৯৭ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো বান্দাই মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে এ চারটি কথায় বিশ্বাস করে, ১. আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, এবং আমি আল্লাহর রাসূল। সত্যের সাথে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এই বিশ্বাস করে, ২. মৃতুতে বিশ্বাস করে, ৩. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে এবং ৪. তাকদীরে বিশ্বাস করে। −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মুর্জিয়া ও কাদরিয়াগণ মুসলমান নয়

হাদীস : ৯৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের দু রকমের লোক, তাদের জন্য ইসলামের কোনো অংশ নেই, মুর্জিয়া ও কাদারিয়া। −(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

তাকদীরে অবিশ্বাসীদের শাস্তি হবে

হাদীস : ৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যেও 'খাসফ' ও 'মাসখ'-রূপ শাস্তি হবে, তবে এটা তাকদীরে অবিশ্বাসীদের মধ্যেই হবে। −(আবু দাউদ, তিরমিযীও এ অর্থের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

মাজুসীদের দেখতে যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাদরিয়াগণ হচ্ছে এ উম্মতের মাজুসী। সুতরাং যদি তারা পীড়িত হয়, তাদের দেখতে যাবে না, আর যদি তারা মরে, তাদের জানাযায় হাজির হবে না। −(আহমদ ও আবু দাউদ)

টীকা : ....

হাদীস নং : ৯৪ ॥ এখানে 'অন্ধকার' অর্থ কুপ্রবৃত্তি, যা গোমরাহীর কারণ হয়ে থাকে। আর নূর অর্থ সুপ্রবৃত্তি, যা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে মানুষকে সত্যের দিকে নিয়ে যায়। এটাই অনেকের মত।

কাদরিয়াদের সাথে সব সম্পর্ক ত্যাগ করবে

হাদীস : ১০১ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাদরিয়াদের সাথে উঠা বসা করবে না এবং তাদেরকে হাকিম বা সালিস নিযুক্ত করবে না। –(আবু দাউদ)

প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে

হাদীস : ১০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ছয় ব্যক্তি, তাদের প্রতি আমি লা'নত করি এবং আল্লাহও তাদের প্রতি লা'নত করেন। আর প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে। ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত কিছু যোগ করে, ২. যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকদীর অবিশ্বাস করে, ৩. যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে জোর-জবরে ক্ষমতা দখল করে যে, আল্লাহ যাকে অপমানিত করেছেন যথা– কাফের, মুশরিক ও ফাসেক তাকে যেন সে সম্মান দান করতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মান দান করেছেন তাকে যেন অপমান করতে পারে। যথা মুসলমান ও দীনদার লোক, ৪. যে ব্যক্তির আল্লাহর হরম মক্কায় এমন কাজ করে, যা সেখানে করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, ৫. আমার বংশের যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো হারাম করা কাজকে হালাল করে এবং ৬. যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরক করে। –(বায়হাকী ও রযীন)

মৃত্যুর স্থান নির্দিষ্ট করা আছে

হাদীস : ১০৩ ॥ হযরত মাতার ইবনে উকামেস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দার কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মৃত্যু অবধারিত করেন, তখন সে স্থানে যাওয়ার প্রতি তার কোনো আবশ্যকতা সৃষ্টি করে দেন। –(আহমদ ও তিরমিযী)

মুমিনের সন্তানেরা পিতার উপর প্রতিষ্ঠিত

হাদীস : ১০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুমিনদের শিশু সন্তানদের কি হবে? রাসূল (স) জবাব দিলেন, তারা তাদের পিতাদেরই অন্তর্গত। আমি বললাম, কোনো নেক আমল ছাড়াই? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ অধিক জানেন, তারা বেঁচে থাকলে যে কি আমল করত। আমি পুনঃ জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কাফের-মুশরিকদের সন্তানদের কি হবে? রাসূল (স) বললেন, তারাও তাদের পিতাদেরই অন্তর্গত। আমি বললাম, কোনো আমল ছাড়াই রাসূল (স) বললেন, আল্লাহই অধিক জানেন, তারা বেঁচে থাকলে যে কি আমল করত। –(আবু দাউদ)

যে মেয়েকে জীবন্ত কবর দেয় সে দোযখী

হাদীস : ১০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নারী নিজের মেয়ে-সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয় এবং যে মেয়েকে কবর দেওয়া হয়, উভয়ই দোযখী। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের পাঁচটি বিষয় চূড়ান্ত হয়ে আছে

হাদীস : ১০৬ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, ১. তার জীবনকাল, ২. তার কাজ, ৩. তার অবস্থান বা মৃত্যুস্থান, ৪. তার চলাফেরা এবং ৫. তার রিযক। –(আহমদ)

তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়

হাদীস : ১০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে তাকদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবে, কিয়ামতে তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সে সম্পর্কে আলোচনা করবে না তা তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্নও করা হবে না। –(ইবনে মাজাহ)

তকদীরে বিশ্বাস না করলে ইবাদত কবুল হয় না

হাদীস : ১০৮ ॥ তাবেঈ হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে দায়লামী (র.) বলেন, আমি একবার হযরত উবাই ইবনে কাব সাহাবীর (রা) কাছে পৌঁছলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! তাকদীর সম্পর্কে আমার মনে একটা খটকা উদিত হয়েছে। আমাকে কিছু বলুন, আশা করি আল্লাহ তায়ালা আমার মনের সে খটকা দূর করে দিবেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁর আসমানবাসী ও যমীনবাসী সব মাখলুককে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, শাস্তি দিতে পারেন, এতে তিনি তাদের প্রতি অন্যায়কারী সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাদের সকলের প্রতিই রহমত করেন, তাহলে তার রহমত তাদের পক্ষে তাদের আমল হতে উৎকৃষ্ট হবে। সুতরাং যদি তুমি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর রাস্তায় দান কর, তোমার থেকে তিনি তা গ্রহন করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরে বিশ্বাস কর

আদমের বাম দিকের দল দোযখে যাবে

হাদীস : ১১২ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সৃষ্টির সময় আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন, তাঁর ডান কাঁধের উপর হাত মারলেন এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকা দলের মতো সুন্দর চকচকে একদল আদম সন্তান বের করলেন। এভাবে তাঁর বাম কাঁধের উপর নিজের হাত মারলেন এবং কয়লার মত কাল অপর একদল সন্তান বের করলেন। অতপর ডান দিকের দলকে নির্দেশ করে বললেন, এরা বেহেশতে যাবে। তাতে আমি কারও পরোয়া করি না। অতপর বাম দিকের দলকে নির্দেশ করে বললেন, এরা দোযখ যাবে। এতেও আমি কারও পরোয়া করি না। কারণ, সবই আমার স্বত্বাধিকারীভুক্ত সুতরাং আমার যা ইচ্ছা তা করার মতো সঙ্গত অধিকার রয়েছে। –(আহমদ)

আল্লাহ দু মুঠো মাটি নিয়ে বললেন এরা বেহেশতী ও দোযখী

হাদীস : ১১৩ ॥ তাবেঈ হযরত আবু নাযরা (র.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে আবু আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু শয্যায় তাঁর সহচরগণ তাঁকে দেখতে আসলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন কাঁদছেন? আপনাকে কি রাসূল (স) এ কথা বলেন নি যে, তোমার গোফকে খাটো করবে, অতপর সর্বদা এভাবে খাটো রাখবে যতক্ষণ না তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি রাসূল (স)-কে একথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপন ডান হাতের এক মুঠা মাটি এবং অপর হাতের আর এক মুঠা মাটি বলেছেন, এরা বেহেশতের জন্য। আর এরা হবে দোযখের জন্য। আর আমি কারও পরোয়া করি না। অথচ আমি জানি না যে, এ দু মুঠোর মধ্যে আমি কোনো মুঠার ছিলাম। –(আহমদ)

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষ হতে অঙ্গীকার নিয়েছেন

হাদীস : ১১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক রাসূল হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নামান নামক স্থানে অর্থাৎ, আরাফাতে হযরত আদমের পিঠ হতে তাঁর সন্তানদের বের করে তাদের কাছ থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেছেন। তিনি হযরত আদম (আ)-এর মেরুদণ্ড হতে তাঁর প্রত্যেক সন্তান-যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন–বের করেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকার মতো হযরত আদম (আ)-এর সামনে ছড়িয়ে দেন। অতপর মুখোমুখি হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাদের পরওয়ারদেগার নই? তারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, আমরা এতে সাক্ষী রইলাম। যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন একথা বলতে না পার যে, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আগেই মুশরিক হয়ে গিয়েছিল। আর আমরা তাদের পরবর্তী সন্তান ছিলাম। আমাদের বাতিলধর্মী পূর্বপুরুষরা যা করেছেন, তার জন্য কি তুমি আমার সর্বনাশ করবে? –(আহমদ)

প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর কাছে ওয়াদায় আবদ্ধ

হাদীস : ১১৫ ॥ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) আল্লাহ তায়ালার এ আয়াত–

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ -

"যখন তোমার পরওয়ারদেগার আদম সন্তানদের পিঠ হতে তাদের সন্তানদের বের করবেন"। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তায়ালা একত্রিত করলেন এবং তাদের বিভিন্ন রকম করে গড়তে ইচ্ছা করলেন, অতপর তাদের সেভাবে আকৃতি দান করলেন এবং তাদের কথা বলার শক্তি দিলেন। সুতরাং তারা কথা বলতে পারল, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ হতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন, এবং তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী করলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তাঁরা বলল, হ্যাঁ, অতপর আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমাদের একথার উপর সাত আসমান ও সাত যমীনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী করছি, তোমরা যেন কাল কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার, এটা আমরা জানতাম না। তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, এবং আমি ছাড়া তোমদের অন্য কোনো প্রতিপালক নেই। সুতরাং তোমরা আমার সাথে কাউকে শরীক করবেন না। অতপর আমি তোমাদের প্রতি আমার রাসূলগণকে পাঠাব, তারা তোমাদেরকে আমার এ ওয়াদা-অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিবেন। এছাড়া আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাবসমূহ নাযিল করব। তখন তাঁরা বলল, আমরা ঘোষণা করছি যে, নিশ্চয়ই তুমিই আমাদের প্রভু ও আমাদের মাবুদ, তুমি ছাড়া আমাদের কোনো প্রভু নেই এবং তুমি ছাড়া আমাদের কোনো মাবুদ নেই, তারা এটা স্বীকার করল। অতপর হযরত আদম (আ)-কে তাদের

উপর উঠিয়ে ধরা হল, তিনি সকলকে দেখতে লাগলেন, তিনি দেখলেন, তাদের মধ্যে ধনী দরিদ্র, সুন্দর-অসুন্দর সকল রকমই রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এ রকম ভেদ দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! যদি তুমি এদের সকলকে সমান করতে? আল্লাহ বললেন, সকলের মধ্যে তাঁরা যেন বাতির মত–তাঁদের উপর আলো। তাঁরা রিসালাত ও নবুয়ত-এর কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ অংগীকারেও আবদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার কালামে এরূপ রয়েছে–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ -

"অর্থাৎ, আমি যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অংগীকার গ্রহণ করলাম......ঈসা ইবনে মরিয়মের কাছে হতেও" পর্যন্ত।

অতপর হযরত উবাই বলেন, সে সকল রূহের মধ্যে হযরত ঈসার রূহও ছিল। আল্লাহ তায়ালা তা হযরত মারইয়াম (আ)-এর প্রতি প্রেরণ করেছেন। হযরত উবাই হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, সে রূহ হযরত মারইয়াম (আ)-এর মুখ দিয়ে প্রবেশ করছিল। –(আহমদ)

তকদীরে যা লেখা আছে তা হবেই

হাদীস : ১১৬ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম এবং দুনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা যখন শুনবে যে, কোনো পাহাড় তার জায়গা হতে টলে গেছে তাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার, কিন্তু যখন শুনবে যে, কোনো লোক তার স্বভাব হতে টলে গেছে, তাতে বিশ্বাস করবে না। কারণ, সে সেই দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে যার উপর তার সৃষ্টি হয়েছে। –(আহমদ)

তাকদীরের নির্দিষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হবে

হাদীস : ১১৭ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি রাসূল (স)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনি যে বিষ মিশানো বকরীর গোশত খেয়েছিলেন বরাবর প্রত্যেক বছরই আপনাতে তার যন্ত্রণা পৌঁছে থাকে। রাসূল (স) বললেন, আমাতে তার কোনো কষ্টই পৌঁছে না। কিন্তু কেবল এটাই যা আমার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে, অথচ হযরত আদম (আ) তখন তাঁর মৃত্তিকাতে ছিলেন। –(ইবনে মাজাহ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবর আযাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক মানুষকে কবরে প্রশ্ন করা হবে

হাদীস : ১১৮ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, মুসলমান যখন করবে তাকে প্রশ্ন করা হয় তখন সে এ সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। এটাই আল্লাহর এই কালামের অর্থ–

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -

"যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে কাওলে সাবিত'-এর উপর অটল রাখেন।"

অপর এক সূত্রে রয়েছে–রাসূল (স) বলেছেন–

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

এ আয়াত আযাবে কবর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। মুর্দাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার প্রভু কে? সে উত্তর করেন, আমার প্রভু আল্লাহ আর নবী হযরত মুহাম্মদ (স)। –(বোখারী ও মুসলিম)

টিকা : ....

হাদীস নং : ১১৮ ॥ 'কাওলে সাবিত'-এর আভিধানিক অর্থ 'অটল কথা'। কুরআন মাজীদে এর অর্থ হচ্ছে কালেমা শাহাদাত। রাসূল (স) বলেছেন, এ আয়াত আযাবে-কবর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, 'আখেরাত' এখানে 'বরযখ' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অবশ্যই কবরে প্রশ্ন করা হবে

হাদীস : ১১৯ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন বান্দাকে তার কবরে রাখা হবে এবং তার সঙ্গীরা সেখান হতে ফিরতে থাকে, আর তখনও সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তার কাছে দুজন ফেরেশতা এসে পৌঁছেন এবং তাকে উঠিয়ে বসায়। অতপর রাসূল (স)-এর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করেন, তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা করতে? মুমিন বান্দা তখন বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, এই দেখে নাও, দোযখে তোমার স্থান কেমন জঘন্য ছিল। আল্লাহ তায়ালা তোমার সে স্থানকে বেহেশতের স্থানের সাথে বদলিয়ে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থানই দেখে কিন্তু মুনাফিক ও কাফের যখন তাদের প্রত্যেককে বলা হয়, দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে? তখন সে বলে, আমি বলতে পারি না। মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হয়, তুমি তোমার বিবেক দিয়েও বুঝতে চেষ্টা করনি এবং পড়েও জানতে চেষ্টা করোনি। অতপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে কঠিনভাবে পিটান হতে থাকবে, এতে সে বিকটভাবে চীৎকার করতে থাকবে, যা জিন ও ইনসান ছাড়া তার নিকটস্থ সকলেই শুনতে পায়। −(বোখারী ও মুসলিম কিন্তু এখানে বোখারীর পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে)

প্রত্যেককের তার নির্দিষ্ট স্থান দেখান হয়

হাদীস : ১২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মারা যায় প্রতি সকল-সন্ধ্যায় তার স্থান তার কাছে প্রকাশ করা হয়। সে যদি বেহেশতীদের অন্তর্গত হয়, তাহলে বেহেশতীদের স্থান, আর দোযখীদের অন্তর্গত হলে দোযখীদের স্থান এবং বলা হয় যে, এটা তোমার আসল স্থান। অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কিয়ামতের দিন সেখান পাঠাবেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

কবর আযাব হতে পানাহ চাবে

হাদীস : ১২১ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন এক ইহুদী স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এলো এবং কবর আযাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল, হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে কবর আযাব হতে পানাহ দিন। অতপর হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-কে কবর আযাব সত্য কিনা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে রাসূল (র.) বললেন, হ্যাঁ, কবর আযাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি কখনও এভাবে দেখি নি যে, রাসূল (স) কোনো নামায পড়ছেন অথচ কবর আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছেন না।

রাসূল (স) অনেক বিষয় অবগত ছিলেন যা মানুষ জানত না

হাদীস : ১২২ ॥ হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, রাসূল (স) এক সময় নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল এবং রাসূল (স)-কে প্রায় মাটিতে ফেলে দেয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, সেখানে ৫টি/৬টি কবর রয়েছে। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এ কবরবাসীদের কে চিনে? এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি চিনি! রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এরা কবে মারা গেছে? সে উত্তর করল, শিরকের যমানায়। তখন রাসূল (স) বললেন, এই উম্মত তথা মানুষ তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষায় পড়ে। ভয়ে তোমরা মানুষকে কবর দেয়া ত্যাগ করবে, তা না হলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবর আযাব শুনান, যা আমি শুনতে পাই। অতপর রাসূল (স) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা সকলে দোযখের আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। সকলে বলে উঠল, আমরা দোযখের আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই? রাসূল (স) বললেন, তোমরা কবর আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। তারা বলল, আমরা কবর আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। যা প্রকাশ্যে আছে ও যা গোপন রয়েছে। পুনঃ রাসূল (স) বললেন, এবার তোমরা দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। সকলে বলল, আমরা দাজ্জালের ফিতনা হতেও আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃতকে কবরে রাখলে ফেরেশতা প্রশ্ন করে

হাদীস : ১২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেচেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তার কাছে নীল চক্ষুবিশিষ্ট দু জন কাল রংয়ের ফেরেশতা এসে হাজির হন। তাঁদরে একজনকে বলা হয়, মুনকার আর অপরজনকে নাকীর তারা মৃতকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাঁরা বলেন, আমরা আগেই জানতাম তুমি এ কথাই বলবে। অতপর তার কবরকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সত্তর (৭০ X ৭০) হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং সেখানে তার জন্য আলো ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তাকে বলা হয়, ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলবে, না, আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চাই এবং তাদের সুসংবাদ দিতে চাই। ফেরেশতাগণ বলেন, তুমি

এখানে বাসরঘরের দুলার মতো ঘুমাতে থাক, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ ঘুম ভাঙ্গাতে পারে না। যতক্ষণ না তাকে আল্লাহ তাকে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার এ শয্যাস্থান হতে উঠাবেন।

যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলে, লোক তাঁর সম্পর্কে একটা কথা বলত শুনতাম, আমিও তাই বলতাম, কিন্তু আমি জানি না। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। অতপর যমীনকে বলা হয়, মিলিয়ে যাও তার উপর। সুতরাং যমীন তার উপর এমনভাবে মিলে যাবে, যাতে তার একদিনের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, যতক্ষণ না কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ স্থান হতে উঠাবেন। –(তিরমিযী)

কবরে মুমিনের কাছে দুজন ফেরেশতা আসে

হাদীস : ১২৪ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? সে উত্তর করে, আমার প্রভু আল্লাহ! অতপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। পুনঃ জিজ্ঞেস করেন, এ যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তর করে, তিনি আল্লাহর রাসূল (স)। আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি ও তাকে সমর্থন করেছি। রাসূল (স) বলেন, এটাই হল আল্লাহর এ কালামের অর্থ–

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে কাওলে সাবিত-এর উপর অটল রাখেন।"

রাসূল (স) বলেন, অতপর আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, আমার বান্দা যথাযথ বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার জন্য একটি দরজা খোলা হয়। রাসূল (স) বলেন, ফলে তার দিকে বেহেশতের স্নিগ্ধকর হাওয়া ও তার সুগন্ধি বইতে থাকে এবং ঐ দরজা তার সৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

অতপর রাসূল (স) কাফেরদের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং বলেন, তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দুজন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? তখন সে উত্তর করে হায়! হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। পুনঃ জিজ্ঞেস করেন, এ যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। অতপর আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে, সুতরাং তার জন্য দোযখ হতে একটি বিছানা এনে দাও এবং তাকে দোযখের লেবাস পরিয়ে দাও। তদুপরি তার জন্য দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। রাসূল (স) বলেন, সুতরাং তার প্রতি দোযখের উত্তাপ ও লু হাওয়া আসতে থাকে। রাসূল (স) বলেন, এছাড়া তার প্রতি তার কবরকে এত সঙ্কীর্ণ করে দেয়া হয়, যাতে তার একদিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ী থাকে, যদি এ হাতুড়ী দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করা হয়, পাহাড়ও নিশ্চয় ধুলামাটি হয়ে যাবে, অথচ সে ফেরেশতা তাকে এ হাতুড়ী দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকেন, আর সে আওয়াজ পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সব মাখলুকই শুনতে পায়। –সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে মিশে যায়; অতপর পুনঃ তাতে রূহ ফেরত দেয়া হয়। –(আহমদ ও আবু দাউদ)

আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর প্রথম মঞ্জিল

হাদীস : ১২৫ ॥ হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি যখন কোনো কবরের কাছে দাঁড়াতেন, কেঁদে ফেলতেন, যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হযরত! আপনি বেহেশত ও দোযখের কথা স্মরণ করেন, অথচ তাতে কাঁদেন না; আর এখন এ কবর দেখে কাঁদছেন? তিনি উত্তর করলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ তা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে, পরের মঞ্জিলসমূহ তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আর যদি তা হতে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরের মঞ্জিলগুলি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। অতপর তিনি বলেন, রাসূল (স) এও বলেছেন যে, আমি এমন কোনো জঘন্য স্থান দেখি নি যা হতে কবর জঘন্যতর নয়। –(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

মৃতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১২৬ ॥ হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূল (স) যখন মৃতের দাফন করে অবসর গ্রহণ করতেন, সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত সকলকে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাও এবং দোয়া কর, যেন আল্লাহ এখন তাকে ঈমানের উপর দৃঢ় রাখেন। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। –(আবু দাউদ)

কবরে নিরানব্বইটি সাপ হাজির হবে

হাদীস : ১২৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, হযরত রাসূল (র.) বলেছেন, কাফেরদের জন্য তার কবরে নিরানব্বইটি সাপ নির্ধারণ করা হয়, যেগুলো তাকে কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত কামড়াতে ও দংশন করতে থাকবে। যদি সে সকলের একটা সাপ যমীনে নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে যমীনে কখনও তৃণ জন্মাবে না। −(দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক ব্যক্তির জন্যও কবর সংকীর্ণ হয়

হাদীস : ১২৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, হযরত সাদ ইবনে মুআয যখন ইন্তেকাল করেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে তাঁর জানাযায় হাজির হলাম। রাসূল (স) কর্তৃক জানাযা পড়ার পর তাকে যখন কবরে রাখা হল ও মাটি সমান করে দেয়া হল, তখন রাসূল (রা) সেখানে দীর্ঘ সময় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করলাম। অতপর তিনি তাকবীর বললেন। আমরা তাকবীর বললাম। এসময় রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন আপনি এমন তাসবীহ ও তাকবীর বললেন? রাসূল (স) বলেন, এ নেক ব্যক্তির পক্ষে তার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এতে আল্লাহ তায়ালা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন। −(আহমদ)

হযরত সাদ (রা)-এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁদেছিল

হাদীস : ১২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, এ সাদ সে ব্যক্তি, যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল। যার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা হাজির হয়েছিল, কিন্তু তার কবরও অতিশয় সংকীর্ণ করা হয়েছিল, অবশ্য পরে প্রশস্ত হয়। −(নাসাঈ)

মানুষ কবরে ফিতনায় পতিত হবে

হাদীস : ১৩০ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং মানুষ যে কবরে ফিতনায় পড়ে থাকে, সে সম্পর্কে রাসূল (স) যখন অবস্থা বর্ণনা করলেন, মুসলমানগণ ভয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। বুখারী এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নাসাঈ এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন। অতপর হযরত আসমা বলেন, তাদের চীৎকার আমার পক্ষে রাসূল (স)-এর কথা বুঝতে বাঁধা দিচ্ছিল। যখন তাদের চীৎকার থেমে গেল, আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, ওহে! আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। রাসূল (স) শেষের দিকে কি বলেছেন? সে উত্তরে বলল, তিনি বলেছেন, আমার উপর আল্লাহর ওহী এসেছে যে, তোমরা কবরে ফিতনায় পড়বে, প্রায় দাজ্জালের ফিতনার মতো।

নামাযী ব্যক্তি কবরে নামায পড়তে চাবে

হাদীস : ১৩১ ॥ হযরত জাবের (রা) হযরত রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তার কাছে মনে হয় যেন সূর্য অস্তাচলে। তখন সে তার চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে উঠে বসে এবং বলে যে, আমাকে ছাড়, আমি নামায পড়ব। −(ইবনে মাজাহ)

মৃত মুমিন ব্যক্তি কবরে ভয় পায় না

হাদীস : ১৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত কবরে পৌঁছে নেক ব্যক্তি ভয়-ভীতিহীন ও মন্দের ভাবনামুক্ত হয়ে উঠে বসে। অতপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোনো দ্বীনে ছিলে? তখন সে বলে, আমি দ্বীন ইসলামে ছিলাম। অতপর জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? সে বলে, ইনি হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহকারে তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরাও তাকে সত্যবাদী বলে মেনেছিলাম। পুনঃ তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি আল্লাহকে দেখেছ কি? সে উত্তর করে, দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অতপর তার জন্য দোযখের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়। সে তার দিকে নজর করে এবং দেখে যে, আগুনের ফুলকিসমূহ একে অন্যকে দলিত-মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়, দেখ! তোমাকে কেমন বিপদ হতে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। অতপর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হবে। তখন সে তার সৌন্দর্য এবং তাতে যা রয়েছে, তার প্রতি নজর করে। তারপর তাকে বলা হয়, এটা তোমার স্থান। কেননা, তুমি দুনিয়ায় ঈমানের সাথে ছিলে এবং ঈমানের সাথেই মরেছ। ইনশাআল্লাহ, এ ঈমানের সাথেই তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে, পক্ষান্তরে বদ ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে উঠে বসে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিব্রত হয়ে অতপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন দ্বীনে ছিলে? সে উত্তর করে, আমি কিছুই জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? সে উত্তর করে, তার সম্পর্কে মানুষকে যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলেছি। এরপর তার জন্য দোযখের দিকে একটা পথ করে দেয়া হয়, সে তার প্রতি নজর করে এবং দেখে যে, আগুনের ফুলকিসমূহ এসে অন্যকে দলতি মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়, এটাই তোমার স্থান। তুমি সন্দেহের উপর ছিলে। সন্দেহের উপরই মরেছ। এ সন্দেহের উপরই কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠান হবে। −(ইবনে মাজাহ)

সপ্তম অধ্যায়
কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা
প্রথম পরিচ্ছেদ
ঘুমের মাঝেও রাসূল (স)-এর অন্তর জাগ্রত থাকত

হাদীস : ১৩৩ ॥ জাবির (রা) বলেন, একদিন একদল ফেরেশতা রাসূল (স)-এর কাছে আসলেন। রাসূল (স) তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বললেন, তোমাদের এই যে দোস্ত, তাঁর একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁকে উদাহরণটি বলো। তখন একজন বললেন, তিনি তো এখন নিদ্রিত! অন্যজন বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত। তখন তাঁদের আরেকজন বললেন, তাঁর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি একটি ঘর প্রস্তুত ক,ছে এবং তাতে যেয়াফত তৈরি করে রেখেছেন। অতপর একজন আহবায়ক পাঠালেন। এখন যে আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল এবং খেতেও পেল। আর যে আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল না, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল না এবং খেতেও পেল না। অতপর তাঁরা পরস্পরে বললেন, তাঁকে এ উদাহরণের তাৎপর্য বলে দাও। যাতে তিনি তা বুঝতে পারেন। এবারেও একজন বললেন, তিনি তো নিদ্রিত। অপরজন বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত। তাঁরা বললেন, ঘরটি হচ্ছে বেহেশত আর আহ্বায়ক হচ্ছেন মুহাম্মদ (স)। সুতরাং যে মুহাম্মদের বাধ্যতা স্বীকার করল, সে আল্লাহর বাধ্যতা স্বীকার করল। আর যে মুহাম্মদের অবাধ্য হলো সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। এক কথায় মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে

হাদীস : ১৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তিন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর স্ত্রীদের কাছে আসলেন। যখন রাসূল (স)-এর ইবাদতের অবস্থা তাদের বলা হলো, তারা যেন তাকে কম মনে করল এবং বলল, রাসূল (স)-এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? যার সকল গোনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন? অতপর তাদের একজন বলল, আমি কিন্তু সবসময় সারারাত নামায পড়ি। অপরজন বলল, আমি সবসময় রোযা রাখি, কখনও বিয়ে করব না। এমন সময় রাসূল (স) তাঁদের কাছে এসে পৌঁছলেন এবং বললেন, তোমরাই নাকি সেসব লোক, যারা এ সকল কথা বলেছ? আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের অপেক্ষা বেশি পরহেযগারী। এ সত্ত্বেও আমি কোনোদিন রোযা রাখি আর কোনদিন রোযা ছেড়ে দেই এবং নামাযও পড়ি, ঘুমিয়েও থাকি। আমি বিবাহও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ সে আমার অনুসারী নয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

ধর্মে নতুন কথা অগ্রহণযোগ্য

হাদীস : ১৩৫ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন সম্পর্কে কোনো নতুন কথা সৃষ্টি করেছে যা ধর্মে নেই, তার সে কথা অগ্রহণযোগ্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর বাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী

হাদীস : ১৩৬ ॥ জাবির (রা) বলেন, রাসূল (রা) বলেছেন, নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মদ (স)-এর পন্থা। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা দ্বীন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই গোমরাহী। -(মুসলিম)

আল্লাহর কাছে তিন ব্যক্তি ঘৃণিত

হাদীস : ১৩৭ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। (১) যে ব্যক্তি মক্কার হেরমে নিষিদ্ধ বা গোনাহর কাজ করে। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াত যুগের পথ অনুসরণ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে নিছক রক্তপাতের মানসেই বিচারকের কাছে কোনো মুসলমানের রক্ত চায়। -(বোখারী)

সকল উম্মত বেহেশতে যাবে

হাদীস : ১৩৮ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সকল উম্মতই বেহেশতে যাবে, যে বেহেশতে যেতে অসম্মত সে ছাড়া। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অসম্মত? তিনি বললেন, যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে সে বেহেশতে যাবে এবং অবাধ্য হয়েছে সে বেহেশতে যেতে অসম্মত। -(বোখারী)

রাসূল (স) যা করতেন মানুষের তা করা উচিত

হাদীস : ১৩৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) একটি কাজ করলেন এবং তা করার জন্য অন্যদেরও অনুমতি দিলেন। এতদসত্ত্বেও কতক লোক তা হতে বিরত রইল। এ সংবাদ রাসূল (স)-এর কানে পৌঁছলে তিনি খোতবা দিলেন এবং প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন অতপর বললেন, সে সকল লোকের কি হল, যারা আমি যে কাজ করি তা হতে বিরত থাকে? আল্লাহর কসম! তাদের হতে আমি আল্লাহ তায়ালাকে অধিক জানি এবং তাদের হতে আমি তাঁকে অধিক ভয় করি। সুতরাং যে কাজ করতে আমি দ্বিধাবোধ করি না, তারা তা করতে দ্বিধাবোধ করবে কেন? –(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনার লোকের খেজুর গাছে তাবীর করত

হাদীস : ১৪০ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) যখন মদীনায় আসলেন, তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তাবীর করছিল। রাসূল (স) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন কেন করছ? তারা উত্তরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা বরাবরই এমন করে আসছি। রাসূল (স) বললেন, মনে হয় তোমরা এমন না করলেই উত্তম হত। সুতরাং তারা তা ত্যাগ করল। কিন্তু তাতে ফলন কম হল। সুতরাং তারা তা ত্যাগ করল। কিন্তু তাতে ফলন কম হল। লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে বললেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি একজন মানুষই। আমি যখন তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে, আর আমি যখন আমার নিজের মত অনুসারে তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন মনে করো যে, আমিও একজন মানুষ। –(মুসলিম)

নবী রাসূলদেরকে সত্য সহকারে প্রেরণ করা হয়

হাদীস : ১৪১ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার এবং যে বিষয় নিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ যেমন এক ব্যক্তি তার জাতির কাছে এসে বলল, হে আমার জাতি! আমি আমার এ দু চোখে শত্রু-সৈন্য দেখে এসেছি এবং আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য একজন উলঙ্গ সতর্ককারী; শীঘ্র কর! এটা শুনে তার জাতির একদল তার কথা মানল এবং রাতারাতিই চলে গেল। তাতে তারা ধীর-সুস্থে যেতে পারল এবং মুক্তি পেল। আর অপর দল তাকে মিথ্যুক ঠাওরাল এবং ভোর পর্যন্ত নিজেদের স্থানে রয়ে গেল। ভোরে হঠাৎ শত্রু-সৈন্য তাদের উপর আপতিত হল এবং তাদেরকে ধ্বংস ও সমূলে বিনষ্ট করে দিল। এটা হল সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে ও আমি যা এনেছি তার অনুসরণ করেছে এবং সে ব্যক্তির উদাহরণ, যে আমার অবাধ্য হয়েছে ও আমি যে সত্য তাদের কাছে এনেছি, তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) মানুষকে আগুন হতে বাঁচাবেন

হাদীস : ১৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উদাহরণ সে ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালাল এবং যখন আগুন তার চারদিক আলোকিত করল, পতঙ্গসমূহ ও ঐ সকল কীট, যারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দলে দলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আর সে তাদের বাঁধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা তাকে পরাস্ত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন হতে টানছি আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। ইমাম বোখারী এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে এ পর্যন্ত একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শেষের দিকে কিছু বাড়িয়ে এরূপ বলেছেন, অতপর রাসূল (স) বলেন, এটাই আমার ও তোমাদের উদাহরণ। আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন হতে টানছি এবং বলছি, এসো আমার দিকে এবং দূরে থাক আগুন হতে, এসো আমার দিকে এবং দূরে থাক আগুন হতে। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়েছ। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ রাসূল (স)-কে হেদায়েত ও ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন

হাদীস : ১৪৩ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হচ্ছে মুষলধারায় বৃষ্টি, যা কোনো ভূখণ্ডে পরছে। সে ভূখণ্ডের এক অংশ ছিল কঠিন ও গভীর, যা পানি আটকিয়ে রেখেছে, যা দিয়ে আল্লাহ লোকের উপকার সাধন করেছেন–লোক তা পান করেছে, পান করিয়েছে এবং তা দিয়ে খেত-কৃষি করেছে। আর কতক বৃষ্টি ভূমির এমন অংশে পড়েছে, যা সমতল কঠিন, পানি আটকিয়েও রাখে না অথবা ঘাস-পাতাও জন্মায় না। এ সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং যা সহকারে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তা তার উপকার সাধন করেছে সে তা শিক্ষা করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে এবং সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে তার দিকে মাথা তুলে দেখে নি এবং আল্লাহর যে হেদায়েত আমার প্রতি পাঠানো হয়েছে তা কবুলও করেনি। –(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআনের মোতাশাবে আয়াত অনুসরণ করা উচিত নয়

হাদীস : ১৪৪ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন–তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত মোহকাম কিন্তু জ্ঞানীগণ ব্যতীত কেউ তা হতে উপদেশ গ্রহণ করে না পর্যন্ত।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতপর রাসূল (স) বলেন, যখন তুমি দেখবে মুসলিমের বর্ণনায় তোমরা দেখবে সে সকল লোককে, যারা কুরআনের মোতাশাবেহ আয়াতের অনুসরণ করছে এরাই সে সকল লোক আল্লাহ যাদের নাম করেছেন, সুতরাং তাদের হতে সতর্ক থাকবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর দফতর নিয়ে তর্ক করতে নেই

হাদীস : ১৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন দুপুর বেলায় আমি হযরত রাসূল (স)-এর দরবারে পৌঁছলাম। তখন রাসূল (স) দুজন লোকের স্বর শুনলেন, তারা একটি আয়াত সম্পর্কে বাদানুবাদ করছে। একথা শুনে রাসূল (স) আমাদের কাছে বের হয়ে আসছেন, তখন তাঁর চেহারায় ক্রোধের ভাব। তিনি বললেন, তোমাদের আগে যে সকল লোক ধ্বংস হয়েছে, তারা আল্লাহর কিতাবে এভাবে বাদানুবাদ করার দরুনই ধ্বংস হয়েছে। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-কে আজে বাজে প্রশ্ন করা জায়েয নেই

হাদীস : ১৪৬ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী হল সেই যে এমন বিষয়ে নবীকে প্রশ্ন করেছ, যা মানুষের জন্য আগে হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্নের দরুন হারাম করা হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

শেষ যমনায় অনেক মিথ্যুক দাজ্জাল হবে

হাদীস : ১৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানায় কতক মিথ্যুক দাজ্জাল হবে, তারা তোমাদের কাছে এমন সব কথা উপস্থিত করবে, যা না কখনও তোমরা শুনেছ, না তোমাদের বাপ-দাদারা শুনেছে। খবরদার! তাদের হতে দূরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদের গোমরাহ করতে বা বিপদে ফেলতে না পারে। -(মুসলিম)

আহলে কিতাবদের সত্য ও মিথ্যা কোনটাই বলা যাবে না

হাদীস : ১৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আহলে কিতাবগণ তাওরাত কিতাব হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদের তা আরবী ভাষায় বুঝাত। রাসূল (রা) বলেছেন, আহলে কিতাবদের সমর্থনও করবে না এবং তাদেরকে মিথ্যুকও মনে করবে না। এতে যা অবিকৃত রয়েছে তা সত্য ও সমর্থনযোগ্য, আর যা তারা নিজেরা সংযোজন করেছে তা মিথ্যা ও অসমর্থনযোগ্য। সুতরাং তোমরা তাদের বল, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করেছি। আর যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আয়াতের শেষ পর্যন্ত। -(বোখারী)

শোনা কথা যাচাই না করে বলা মিথ্যার সমতুল্য

হাদীস : ১৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে বলবে। -(মুসলিম)

প্রত্যেক নবীর সাহাবী ছিলেন

হাদীস : ১৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার আগে আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো নবীকে তাঁর উম্মতের মধ্যে পাঠাননি, যার উম্মতের মধ্যে তাঁর কোনো 'হাওয়ারী" বা সাহাবী দল ছিলেন না, তাঁরা সুন্নতের সাথে আমল করতেন ও তাঁর হুকুমের অনুসরণ করতেন। অতপর এমন লোকেরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হল, যারা অন্যদের তাই বলত যা নিজেরা করত না আর করত তাই যার আদেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। অতএব, যে নিজের হাতের দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করবে, সে পূর্ণ মুমিন আর যে মুখ দিয়ে তাদের সাথে জিহাদ করবে সেও মুমিন। আর সে অন্তর দিয়ে জেহাদ করবে সেও মুমিন। আর এরপর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই। -(মুসলিম)

মানুষকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করতে হয়

হাদীস : ১৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে ডাকে, তার জন্যও সে পরিমাণ সওয়াব রয়েছে যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ তা তাদের সওয়াবের কোনো অংশকেই কমাবে না, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে গোমরাহীর দিকে ডাকে তার জন্যও সে পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এতে তাদের গোনাহর একটুও কমাবে না। -(মুসলিম)

ইসলাম প্রবাসীর মতো প্রকাশ পাচ্ছে

হাদীস : ১৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইসলাম প্রবাসীর মতো শুরু হয়েছে এবং এটা সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে শুরু হয়েছে। সুতরাং প্রবাসীদের জন্য সুসংবাদ। -(মুসলিম)

ইসলাম মদীনার দিকে ফিরে যাবে

হাদীস : ১৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (স) বলেছেন, ইসলাম মদীনার দিকে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-কে ফেরেশতাগণ স্বপ্ন দেখালেন

হাদীস : ১৫৪ ॥ হযরত রবীয়া জোরশী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কতক ফেরেশতা আসলেন এবং

তাঁকে বললেন, আপনার চোখ ঘুমাতে থাকুক, আপনার কান শুনতে থাকুক এবং আপনার অন্তর বুঝতে থাকুক। রাসূল (স) বলেন, অতপর আমার চোখ দুটি ঘুমাল, আমার কান দুটি শুনল এবং আমার অন্তর বুঝল। অতপর রাসূল (স) বলেন, তখন আমাকে বলা হল–একজন মহৎ ব্যক্তি একটি ঘর তৈরি করলেন এবং তাতে যেয়াফতের আয়োজন করলেন। অতপর লোকদেরকে একজন আহ্বানকারী পাঠালেন। তখন যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল, খেতেও পেল। আর গৃহস্বামীও তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল না, সে ঘরে প্রবেশ করতেও পারল না, খেতেও পেল না এবং গৃহস্বামীও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। অতপর ফেরেশতাগণ বললেন, গৃহস্বামী হলেন আল্লাহ, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ (স), ঘর হল ইসলাম এবং যেয়াফত হল বেহেশত। যঈফ — ২৭

আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স)-এর হাদীস অনুসরণ করতে হবে

হাদীস : ১৫৫ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের কাউকেও যেন এভাবে না দেখি সে তার গদিতে ঠেস দিয় বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার আদেশাবালীর কোনো একটি আদেশ পৌঁছবে যাতে আমি কোনো বিষয় আদেশ করেছি অথবা কোনো বিষয় নিষেধ করেছি, তখন সে বলবে, আমি এসব কিছু জানি না, আল্লাহর কিতাবে যা পাব তারই অনুসরণ করব। –(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দালায়েলুন নবুওয়তে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানতে হবে

হাদীস : ১৫৬ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মাদীকারাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপও। জেনে রাখ! এমন এক সময় এসে পৌঁছবে, যখন কোনো উদারপূর্ণ বড় লোক তার গদিতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ করবে, তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল জানবে এবং তাতে যা হারাম পাবে তাকেই হারাম মনে করবে। অথচ রাসূল (স) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারই অনুসরূপ। জেনে রাখ! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয়। এবং ছেদন দাঁতওয়ালা কোনো হিংস্র পশুও হালাল নয়। এরূপে সন্ধিতে আবদ্ধ অমুসলমানদের হারান বস্তুও তোমাদের পক্ষে হালাল নয়, অবশ্য সে যদি তা ধারই না ধারে। যখন কোনো লোক কোনো জাতির কাছে আগন্তুক হিসেবে পৌঁছে, তখন তাদের উচিত তার আতিথ্য করা। যদি তারা না করে তাহলে তাদের কষ্ট দিয়ে হলেও তার আতিথ্য পরিমাণ জিনিস আদায় করার অধিকার তার রয়েছে। –(আবু দাউদ। দারেমী ও এ অর্থের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এভাবে ইবনে মাজাহও যা আল্লাহ হারাম করেছেন তার অনুরূপ শব্দ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)

হাদীস মূলত আল্লাহর বাণী

হাদীস : ১৫৭ ॥ হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার গদিতে ঠেস দিয়ে একথা মনে করে যে, আল্লাহ যা এ কুরআনে হারাম করেছেন তা ব্যতীত তিনি আর কিছুই হারাম করেন নি? তোমরা জেনে রাখ, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয় আমি তোমাদের অনেক বিষয় আদেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয় নিষেধ করেছি, আমার এরূপ বিষয়ও নিশ্চয়ই কুরআনের বিষয়ের সমান; বরং তা হতেও অধিক হবে। তোমরা মনে রাখবে যে, অনুমতি ব্যতীত তাহলে কিতাব যিম্মীদরে বসতঘরে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের প্রহার করা এবং তাদের ফল-শস্য খাওয়াকে আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেন নি, যদি তারা তাদের উপর নির্ধারিত কর আদায় করে দেয়। –(হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, এর সনদে আশ আছ ইবনে শোবা মাছীছী সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে)

নেতার আদেশ পালন করতে হবে যঈফ —২২, [illegible]

হাদীস : ১৫৮ ॥ হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূল (স) আমাদের নামায পড়ালেন। অতপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নসীহত করলেন, যাতে চোখসমূহ অশ্রু বর্ষণকারী এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হল। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। আমাদের আরও কিছু উপদেশ দিন! তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদেরকে আমি আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি এবং শুনতেও অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অল্পদিনের মধ্যেই অনেক মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা আমার সুন্নতকে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরবে এবং তাকে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে থাকবে। অতএব, সাবধান! তোমরা নতুন কথা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বেদয়াত এবং প্রত্যেক বেদয়াতই গোমরাহী। –(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু শেষোক্ত দুজন হাদীসের প্রথমাংশে বর্ণিত রাসূল (স) কর্তৃক নামায পড়ানের কথা বর্ণনা করেননি।

মানুষের চলার পথে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে

হাদীস : ১৫৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমাদের বুঝাবার জন্য রাসূল (স) একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহর রাস্তা, অতপর তার ডানে-বামে আরও কতক রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলোও রাস্তা, তবে এর প্রত্যেক রাস্তার উপরই একটা করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে, সে লোকদেরকে এর দিকে আহ্বান করে। অতপর রাসূল (স) এ আয়াত পাঠ করলেন–

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ الاية -

"নিশ্চয়ই এটাই আমার সরল-সঠিক পথ তোমরা এটাই অনুসরণ করবে।" –(আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী)

রাসূল (স)-এর পূর্ণ অনুসারী হতে হবে

হাদীস : ১৬০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অধীন হয়। –(মুহীউস সুন্নাহ বাগাবী এটা শরহে সুন্নাহয় বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নববী তাঁর আরবাঈনে বলেছেন, এটা একটি সহীহ হাদীস, এসে আমি কিতাবুল হুজ্জাতে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছি।) যঈফ - ২৬

রাসূল (স)-এর সুন্নতসমূহ জারি রাখা উচিত

হাদীস : ১৬১ ॥ হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতসমূহের এমন কোনো সুন্নতকে যিন্দা করেছে, যা আমার পর পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে, তার জন্য সে সকল লোকের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, যারা এর সাথে আমল করবে, অথচ এটা তাদের সওয়াবের কোনো অংশ হ্রাস করবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর নতুন পথ সৃষ্টি করেছে, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাজী নহেন, তার জন্য সে সকল লোকের গোনাহের পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যারা তার সাথে আমল করবে, অথচ তা তাদের গোনাহর কোনো অংশ হ্রাস করবে না। –(তিরমিযী। কিন্তু ইবনে মাজাহ এটা সাহাবী কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার দাদার মাধ্যমে স্বীয় পিতা হতে।) যঈফ ২৪

ধর্ম প্রবাসীর মত যাত্রা শুরু করেছে

হাদীস : ১৬২ ॥ হযরত হযরত আমর ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দ্বীন হেজাযের দিকে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে এবং দ্বীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর মতো যাত্রা শুরু করেছে, আবার প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব, সেসকল প্রবাসীর জন্য খোশখবরী রয়েছে, তারা সে সকল লোক, যারা আমার পর মানুষ যেসকল সুন্নতকে নষ্ট করে দিয়েছে সে সকলকে পুনঃ ঠিক করে নেয়। –(তিরমিযী) যঈফ ২৫

বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত

হাদীস : ১৬৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উম্মতেরও ঠিক তাই হবে, যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়। এমন কি, যদি তাদের মধ্যে এরূপ কেউ হতে থাকে যে নিজের মায়ের সাথে কুকাজ করেছিল, তারা হল আমার উম্মতের মধ্যেও সে লোক হবে, যে এমন কাজ করবে। এছাড়া বনী ইসরাঈল বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর দলে, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে, তিয়াত্তর দলে। এদের সকল দলই দোযখে যাবে একদল ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সেটি কোন দল? রাসূল (স) বললেন, যে দল আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি তার উপর থাকবে। –(তিরমিযী এরূপ বর্ণনা করেছেন)

কিন্তু আহমদ ও আবু দাউদ হযরত মুয়াবিয়া (রা) হতে সমান পরিবর্তনের সাথে বর্ণনা করেন যে, বাহাত্তর দল দোযখে যাবে, আর একদল বেহেশতে যাবে, সে দল হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। ব্যাপার হল, আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকসকল বাহির হবে, যাদের সর্বশরীরে সে সকল প্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করবে যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চার করে। তার কোনো শিরা বা গ্রন্থি বাকী থাকে না, যাতে তা সঞ্চার করে না।

দল ত্যাগকারী জাহান্নামে যাবে

হাদীস : ১৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতকে, অপর বর্ণনা মতে–মুহাম্মদের উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা কখনও গোমরাহীর উপর জমায়েত করবেন না। আল্লাহর হাত জামায়াতের উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে দোযখে যাবে।

বড় দলের অনুসরণ করতে হয়

হাদীস : ১৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বৃহত্তম দলের অনুসরণ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আলাদা হয়ে গেছে সে তা হতে আলাদা হয়ে দোযখে যাবে। –(ইবনে আবু আসিম কিতাবুস সুন্নাহতে বর্ণনা করেছেন)। কিন্তু ইবনে মাজাহ এটাকে হযরত আনাস হতে বর্ণনা করেছেন।

কারো সাথে হিংসা বিদ্বেষ রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ১৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, বাবা! তুমি যদি এভাবে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে পার যে, তোমার অন্তরে কারও জন্য হিংসা বিদ্বেষ নেই, তবে তাই কর। অতপর রাসূল (স) বললেন, বাবা! এটা আমার সুন্নতের অন্তর্গত এবং যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে যে আমাকেই ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসবে সে বেহেশতে আমার সাথে থাকবে। -(তিরমিযী)

সুন্নতকে আকড়িয়ে ধরে রাখতে হবে

হাদীস : ১৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মত বিগড়িয়ে যাওয়ার কালে আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে, তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রয়েছে। -(বায়হাকী এটাকে কিতাবুজ জেহাদে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস হতে আবু হুরায়রা হতে নয়)

হযরত মূসা (আ)-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে

হাদীস : ১৬৮ ॥ হযরত হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ওমর (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহুদীদের কাছে তাদের অনেক ধর্মীয় কাহিনী শুয়ে থাকি, যা আমাদের কাছে অতি চমৎকার বোধ হয়, তা কিছু লিখে রাখার জন্য আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেন কি? রাসূল (স) বললেন, তোমরাও কি দ্বিধাগ্রস্থ রয়েছে, যেভাবে ইহুদী-নাসরাগণ দ্বিধাগ্রস্থ রয়েছে? খোদার কসম! আমি তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দ্বীন এনেছি। হযরত মূসাও যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। -(আহমদ। বায়হাকী ও তাঁর শোআবুল ঈমানে এটা বর্ণনা করেছেন)

হালাল দ্রব্য ভক্ষণ করতে হয়

হাদীস : ১৬৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালার দ্রব্য খাবে এবং সুন্নতের সাথে আমল করবে এবং যার অনিষ্ট হতে লোক নিরাপদ থাকবে, সে বেহেশতে দাখিল হবে। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ লোক তো আজকাল অনেক। রাসূল (স) বললেন, আমার পরবর্তী যুগসমূহেও এরূপ লোক থাকবে। -(তিরমিযী)

নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ পালন করলে বেহেশতী

হাদীস : ১৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা এমন যমানায় আছ, যে যমানায় তোমাদের কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশও তরক করে, সে ধ্বংস হবে। অতপর এমন এক যমানা আসবে, যখন কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশের সাথেও আমল করে সে নাযাত পাবে। -(তিরমিযী)

কোন জাতি হেদায়েত লাভের পর গোমরাহ হয়নি

হাদীস : ১৭১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন জাতিই হেদায়েত লাভের পর গোমরাহ হয়নি, কিন্তু যখন তারা ধর্মীয় বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে। অতপর রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন-

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ـ

"তারা বিতণ্ডা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছাড়া আপনার সাথে তা উত্থাপন করে না। বস্তুত তারা হচ্ছে বিতণ্ডাকারী লোক।"
-(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

দ্বীনের ওপর কিছু আবিষ্কার করতে নেই

হাদীস : ১৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আমাদের এরূপ বলে থাকতেন, নিজেদের উপর কঠোরতা আনবে না, পাছে আল্লাহও তোমাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দেন। অতীতে একটি জাতি নিজেদের জন্য কঠোরতা এখতিয়ার করেছিল, ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিলেন, গির্জায় ও পাদ্রীদের ধর্মালয় এ যে লোকগুলো আছে, এরা তাদেরই উত্তরাধিকারী। তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য রাহবানিয়াতকে আবিষ্কার করছিল, যা আমি তাদের উপর বিধান করিনি। -(আবু দাউদ)

কুরআন পাঁচ রকমে নাযিল হয়েছে

হাদীস : ১৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পাঁচ রকমের নাযিল হয়েছে- ১. হালাল সম্বলিত, ২. হারাম সম্বলিত, ৩. মোহকাম. ৪. মোতাশাবেহ, এবং ৫. আমছাল (উপদেশপূর্ণ কাহিনী) সুতরাং তোমরা হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম মনে করবে। মোহকামের সাথে আমল করবে। মোতাশাবেহের সাথে ঈমান আনবে এবং আমছাল দিয়ে উপদেশ গ্রহণ করবে।

মাসাবীহে এরূপ রয়েছে, কিন্তু বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমানে সামান্য পার্থক্যের সাথে এরূপ বর্ণনা করেছেন, তোমরা হালালের সাথে আমল করবে, হারাম হতে বেঁচে থাকবে এবং মোহকামের অনুসরণ করবে।

শরীয়তের বিষয় তিন প্রকার

হাদীস : ১৭৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শরীয়াতের বিষয় তিন প্রকার- (১) এমন বিষয় যার হেদায়েত সম্পূর্ণ পরিষ্কার, সুতরাং তার অনুসরণ করবে। (২) এমন বিষয়-যার গোমরাহী সম্পূর্ণ পরিষ্কার, সুতরাং তা পরিহার করবে। এবং (৩) এমন বিষয়-যাতে এখতেলাফ রয়েছে। তাকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করবে অর্থাৎ তার পরিষ্কার বিধানের আলোকে এতে হেদায়েতের দিক প্রবল না গোমরাহীর দিক প্রবল তা বুঝবার চেষ্টা করবে। -(আহমদ) ✱

তৃতীয় পরিচ্ছেদ যঈফ-৩২

একটি বিদআত সৃষ্টি করলে একটি সুন্নত কমে যায়

হাদীস : ১৭৫ ॥ হযরত গোযাইফ ইবনুল হারিস সুমালী (রা.) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই কোন গোত্র একটি বিদআত সৃষ্টি করেছে, তখনই একটি সুন্নত কমে গেছে। সুতরাং একটি সুন্নতের সাথে আমল করা যদিও তা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর। একটি বিদআত সৃষ্টি করা হতে উত্তম। যদিও তা বিদআতে হাসানা হয়। -(আহমদ) যঈফ-৩৪

বিদআত সৃষ্টি জায়েজ নয়

হাদীস : ১৭৬ ॥ হযরত হাসসান ইবনে সাবেম (রা) বলেন, যখনই কোনো কাওম দ্বীন সম্পর্কে কোন বিদআত সৃষ্টি করেছে, তখনই আল্লাহতাআলা তাদের মধ্য থেকে সে পরিমাণ সুন্নত উঠিয়ে নিয়েছেন। অতপর কিয়ামত পর্যন্ত এটা আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন না। -(দারেমী)

বিদআতী ব্যক্তিকে সম্মান করা যাবে না

হাদীস : ১৭৭ ॥ তাবেঈ হযরত ইব্রাহিম ইবনে মায়সারা বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিদআতী ব্যক্তিকে সম্মান দেখিয়েছে, সে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করেছে। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে এটা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন) যঈফ-৩৫, যি.হা-১৮৬২

শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ স্বরূপ

হাদীস : ১৭৮ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ- মেষপালের নেকড়ে বাঘের মতো, সে মেষপালের মধ্যে যেটি দল হতে পৃথক থাকে বা যেটি খাদ্যের অন্বেষণে দূরে সরে যায় অথবা যেটি অলসতাবশত এক কিনারায় পড়ে থাকে, সেটিকেই নিয়ে যায়। সুতরাং সাবধান! তোমরা কখনও গিরিপথে যাবে না, আর জামায়াত অর্থাৎ, মুসলমান সাধারণের সাথে থাকবে। -(আহমদ) যঈফ-৩৬

জামায়াত পরিত্যাগ করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৯ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত হতে এক বিগত পরিমাণও দূরে সরে গেছে, সে ইসলামের রশি আপন ঘাড় হতে খুলে ফেলেছে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

মানুষের দুটি বিধান আল্লাহর কিতাব ও নবীর হাদীস

হাদীস : ১৮০ ॥ হযরত মালিক ইবনে আনাস (রা) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে জিনিস দুটি আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে, গোমরাহ হবে না। আল্লাহর কিতাবও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। -(ইমাম মালিক এটাকে বোখারী মুসলিমে বর্ণনা করেছেন)

আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ কারী গোমরাহ হবে না

হাদীস : ১৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করেছে, অতপর তাতে যা আছে তার অনুসরণ করেছে, আল্লাহতাআলা তাকে দুনিয়াতে গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং আখিরাতে তাকে হিসাবের কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াতে গোমরাহ হবে না এবং আখিরাতেও হতভাগ্য হবে না। অতপর তিনি এর প্রমানে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, (আ=পৃ.১২৯) فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

অর্থাৎ যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াতে গোমরাহ হবে না এবং আখিরাতেও হতভাগ্য হবে না। -(রাযীন) যঈফ-৩৮, যি.হা-৪৫৭৩

দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষ বোঝান যায়

হাদীস : ১৮২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহতাআলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি সরল সঠিক রাস্তা, তার দুপাশে দুটি দেয়াল, যাতে বহু খোলা দরজা রয়েছে এবং সে সকল দরজায় পর্দা ঝুলান রয়েছে। আর রাস্তার মাথায় একজন আহ্বায়ক, যে লোকদেরকে আহ্বান করছে, এসো এ রাস্তায় সোজা চলে যাও। আঁকা-বাঁকা হয়ে চলো না। আর এর একটু আগে আর একজন আহ্বায়ক লোকদেরকে ডাকছে। যখনই কোনো বান্দা সে সকল দরজার কোনো একটি দরজা খুলতে চায়, তখনই সে তাকে বলে, সর্বনাশ! ওটা খুলো না, খুললেই ওটাতে তুমি ঢুকে পড়বে।

✱ লেখক মুসনাদে আহমাদের উদ্ধৃতি দিলেও তা পাওয়া যায়নি। তাহকীক মিশকাত-১৮৮ দিবে।

রাসূল (স) এর ব্যাখ্যা এভাবে করলেন, ইসলাম হচ্ছে সেই সঠিক সরল রাস্তা, আর খোলা দরজাসমূহ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা বিষয়সমূহ এবং ঝুলান পর্দাসমূহ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমানাসমূহ, কুরআন হচ্ছে রাস্তার মাথার আহ্বায়ক। আর সামনের আহ্বায়ক হচ্ছে এক উপদেষ্টা লাম্মায়ে মালাক বা ফেরেশতার ছোঁয়া, যা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিদ্যমান। সে তাকে কুরআনের নসিহত শুনার জন্য উপদেশ দেয়। -(রাযীন)

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে ও বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমানে নওয়াস ইবনে সামআন থেকে এটা বর্ণিত। ইমাম তিরমিযীও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে নাওয়াস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসকে কুরআন মানসুখ করে

হাদীস : ১৮৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হাদীস কুরআনকে মানসুখ করে না; বরং কুরআন হাদীসকে মানসুখ করে। কিন্তু আল্লাহর একটি কালাম তাঁর অপর কালামকে মানসুখ করে।

কুরআনের একটি বাণী অপর বাণীকে নসূখ বা রহিত করে

হাদীস : ১৮৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কালামসমূহের একটি অপরটিকে নস্‌খ করে দেয়, যেভাবে কুরআনের একটি বাণী অপর একটি বাণীকে নস্‌খ করে।

আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয় বর্জন করবে

হাদীস : ১৮৫ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিছু জিনিসকে আল্লাহতাআলা ফরয করে দিয়েছেন, সেগুলোকে ছাড়বে না। এভাবে কিছু বিষয়কে হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোকে করবে না। আর কতকগুলো সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ঐগুলো লঙ্ঘন করবে না। আর কিছু বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি নীরব রয়েছেন, সে সকল বিষয় ঘাটতে যাবে না। -(উপরের হাদীস তিনটি দারা কুতনীর বর্ণনা)

জীবিত ব্যক্তি ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে নিরাপদ নয়

হাদীস : ১৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কারও তরীকা অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের তরীকা অনুসরণ করে, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কারণ, জীবিত ব্যক্তি ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে নিরাপদ নয়। তাঁরা হচ্ছেন, মুহাম্মদ (স)-এর সাহাবীগণ, যাঁরা এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম লোক ছিলেন। পরিচ্ছন্ন অন্তকরণ হিসেবেও পরিপূর্ণ জ্ঞান হিসেবে এবং কমসংখ্যক ছিলেন কৃত্রিমতার দিক থেকে। আল্লাহতাআলা তাঁদেরকে তাঁর রাসূলের সাহচর্য এবং আপন দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের ফযীলত ও মর্যাদা উপলব্ধি কর, তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ কর এবং যথাসাধ্য তাঁদের আখলাক ও চরিত্রের অধিকারী হতে চেষ্টা কর। কেননা, তাঁরা সরল-সঠিক পথের অনুসারী। -(রাযীন)

ইসলাম ধর্ম সর্বশেষ ধর্ম

হাদীস : ১৮৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা) তাওরাত কিতাবের একটি কপি এনে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তাওরাতের একটি কপি। রাসূল (স) চুপ রইলেন। ওমর (রা) তা পড়তে শুরু করলেন, আর এদিকে রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। এটা দেখে হযরত আবুবকর (রা) বললেন, ওমর! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি দেখছ না, রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে? তখন ওমর (রা) রাসূল (স)-এর চেহারা মোবারকের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর ক্রোধ ও তাঁর রাসুলের ক্রোধ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি এবং আমরা আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসেবে পেয়ে খুশী হয়েছি। রাসূল (স) বললেন, তাঁর কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, এ সময় যদি তোমাদের কাছে স্বয়ং মুসাও হাজির হতেন, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে, তাহলেও তোমরা নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যেতে। এমনকি তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন, আর আমার নবুয়ত যমানা পেতেন, তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই আমাকে অনুসরণ করতেন। -(দারেমী)

মিশকাত শরীফ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

ইলমের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের কাছে ইলম পৌছতে হবে

হাদীস : ১৮৮ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে মানুষকে ইলম পৌছতে থাকো, যদি একটি মাত্র আয়াতও হয়। বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে শুনা কথা বলতে পার, এতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা বলবে, সে যেন দোযখে তার বাসস্থান তৈরি করে নেয়। –(বোখারী)

রাসূল (স) যা বলেননি তা বলা ঠিক নয়

হাদীস : ১৮৯ ॥ সামুরা ইবনে জুনদুব ও মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কথা বলে, যে কথা সম্পর্কে সে মনে করে, এটা মিথ্যা, সে মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত। –(মুসলিম)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে জ্ঞান দান করেন

হাদীস : ১৯০ ॥ মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহপাক যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন এবং আমি শুধুমাত্র বন্টনকারী, আর আল্লাহই দান করেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

জাহেলিয়াতের উত্তম ব্যক্তি ইসলামী যুগেও উত্তম

হাদীস : ১৯১ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সোনা-রূপার খনির মতো মানবজাতিও খনি। যারা জাহেলিয়াত যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম, যখন তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করেন। –(মুসলিম)

দু ব্যক্তির ওপর ঈর্ষা করা যায়

হাদীস : ১৯২ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু ব্যক্তি ছাড়া কেউ হাসাদের (ঈর্ষার) পাত্র হবে না। প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সাথে তাকে সে সম্পদ সত্যের খাতিরে বা সৎ কাজে ব্যয় করার জন্য প্রচুর মনোবল দান করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে আল্লাহপাক হিকমত দান করেছেন, আর সে তা কাজে লাগায় এবং তা শিক্ষা দেয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

মৃত্যুর পরও তিনটি আমল চালু থাকে

হাদীস : ১৯৩ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনিটি আমল : (১.) সদকায়ে জারিয়া, (২) ইলম, যার দ্বারা মানুষের উপকার হয়, (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দোআ করে (সন্তানকে সুশিক্ষা দেয়াই হল তার আমল)। –(মুসলিম)

মুমিনের কষ্ট লাঘব করলে তার কিয়ামতের কষ্ট লাঘব হবে

হাদীস : ১৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ার কষ্টসমূহ থেকে কোনো সামান্য একটি কষ্টও দূর করে দিবে, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের মধ্য থেকে অধিকতর কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব লাঘব করে দিবে, আল্লাহপাক দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব লাঘব করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে তার দোষ বা দেহকে ঢেকে রাখবে, আল্লাহপাক দুনিয়া ও আখিরাতে পাপসমূহ ঢেকে দিবেন। আল্লাহপাক তার বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে তাকে। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহপাক তার বেহেশতের পথ সহজ করে দিবেন এবং যখনই কোনো একটি দল আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো

একটি ঘরে সমাবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে থাকবে এবং পরস্পর তা আলোচনা করবে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করে এবং আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে। ফেরেশতারা তাদের ঘিরে নেয় এবং আল্লাহর কাছে যারা আছেন তাদের কাছে তাদের উল্লেখ করেন। আর যার আমল তাকে পেছনে ফেলে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। -(মুসলিম)

শেষ যমানায় ইলম থাকবে না

হাদীস : ১৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহপাক ইলম উঠিয়ে দিবেন না বরং তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে টেনে বের করে। বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার দ্বারা ইলম উঠিয়ে দিবেন, অবশেষে যখন তিনি কোনো আলেমকে বাকী রাখবেন না, তখন লোকজন অজ্ঞা জাহেলদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। তারপর তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে। আর তারা বিনা ইলমেই ফতোয়া দিবে, ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বৃহস্পতিবারে ওয়াজ করা ভালো

হাদীস : ১৯৬ ॥ হযরত শাকীক (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে লোকদের ওয়াজ শুনাতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আমি চাই, আপনি প্রত্যহ আমাদের ওয়াজ শোনান। তখন তিনি বললেন, এরূপ করতে আমাকে একথাই বাঁধা দিয়ে থাকে যে, আমি তোমাদের বিরক্ত উৎপান করাকে অপছন্দ করি। এ কারণে আমি তোমাদেরকে মাঝে মাঝে ওয়াজ শুনিয়ে থাকি, যেভাবে রাসূল (স) আমাদের বিরক্তির ভয়ে মাঝে মাঝে ওয়াজ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) কোনো কথা তিবনার বলতেন

হাদীস : ১৯৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোনো কথা বলতেন পুনঃ পুনঃ তিনবার বলতেন, যাতে তাঁর কথা বুঝা যায়। এভাবে যখন তিনি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে গমন করতেন আর তাদের সালাম করতেন, তখন সালাম করতেন তিনবার করে। -(বুখারী)

রিয়াকার বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ১৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এবং আল্লাহপাক তাকে নিজ নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন আর সেও তা স্মরণ করবে। অতপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নিয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কি কাজ করেছো? সে উত্তরে বলবে, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার পথে আমি লড়াই করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহপাক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছ, যাতে তোমাকে বীরপুরুষ বলা হয়, আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। অতপর তার সম্পর্কে আদেশ দেয়া হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, এমন এক ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পড়েছে। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহপাক প্রথমে তাকে আপন নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ সকল নিয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে কি করেছ? সে জবাব দিবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার খুশির জন্য কুরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছ, যাতে তোমাকে বলা হয় যে, তুমি ক্বারী। আর তা তোমাকে দুনিয়াতে বলা হয়েছে। তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে দোযকে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার রিযিক আল্লাহ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং দান করেছিলেন তাকে সমস্ত রকমের ধন-সম্পদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহপাক তাকে প্রথমে নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব দানের বিনিময়ে কি করেছ? জবাবে সে বলবে, এমন কোনো রাস্তা বাকী ছিল না, যাতে দান করলে তুমি খুশী হবে, আর আমি তাতে দান করিনি। তখন আল্লাহতাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছো। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে বলা হয়, তুমি একজন দানবীর। আর তা বলা হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে হুকুম করা হবে, সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। -(মুসলিম)

সৎ কাজের পথ প্রদর্শন সৎ কাজের সমান

হাদীস : ১৯৯ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সওয়ারী অচল হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিন। রাসূল (স) বললেন, এ সময় তো আমার কাছে সওয়ারী নেই। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি যে তাকে সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিবে। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি কোনো সৎ কাজের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। -(মুসলিম)

রাসূল (স) মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না

হাদীস : ২০০ ॥ হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, একদা দিনের প্রথম বেলায় আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে একদল লোক রাসূল (স)-এর কাছে এসে পৌছল, প্রায় নাঙ্গা শরীর, একটি কালো ডোরা চাদর অথবা আবা দ্বারা কোনো রকমে শরীর ঢাকা অবস্থায়। তাদের অধিকাংশ বরং সকলেই মোযার গোত্রের লোক ছিল। তাদের মধ্যে অনাহারের চিহ্ন দর্শনে রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর বের হয়ে এলেন এবং বেলালকে আযান দিতে হুকুম করলেন। বেলাল আযান ও একামত দিল এবং রাসূল (স) নামায পড়লেন। অবশেষে রাসূল (স) ওয়াজ করলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন, "হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতপর উভয় থেকে বহু পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন এবং ভয় কর আল্লাহকে, যার নামে তোমরা পরস্পরে নিজেদের হক দাবী করে থাক এবং ভয় কর আত্মীয়তার বন্ধনকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সুরা নিসা, আয়াত-১)

তারপর রাসূল সুরা হাশরের এ আয়াত পাঠ করলেন, *"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের প্রত্যেকেরই দেখা উচিত, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুত করেছে?"*

তারপর রাসূল (স) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই তার দীনার, তার দেরহাম, তার কাপড়, তার গমের ভাণ্ড ও খেজুরের ভাণ্ড থেকে দান করা উচিত। অবশেষে তিনি বললেন, যদি খেজুর এক টুকরাও হয়। জারির বলেন, একথা শুনে আনসারীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে আসলেন, যা উঠাতে তার হাত প্রায় অসমর্থ হয়ে পড়ছিল, তারপর লোক একে অন্যের অনুসরণ কতে লাগল, এমনকি আমি দেখলাম অন্ন ও বস্ত্রের দুটি স্তুপ জমে গিয়েছে এবং দেখলাম, খুশীতে রাসূল (স)-এর চেহারা মোবারক চকচক করছে, যেন তা স্বর্ণে মন্ডিত। তারপর রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো উত্তম রীতির প্রচলন করবে তার জন্য তার কাজের সওয়াব রয়েছে এবং তার পর যারা এ কাজ করবে তাদের সওয়াবও রয়েছে। অথচ এতে তাদের সওয়াবের কিছু কম করা হবে না। এরূপে যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো মন্দ কাজের রীতির প্রচলন করবে, তার জন্যও তার কাজের গুনাহ এবং পরে যারা এ কাজ করবে তাদের গুনাহ রয়েছে। অথচ এর দ্বারা তাদের গুনাহের কিছু কম করা হবে না। -(মুসলিম)

খুনের একটি অংশ প্রথম হত্যাকারীর উপর পড়বে

হাদীস : ২০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মানুষকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হোক না কেন তার খুনে গুনাহর একটি অংশ প্রথম হত্যাকারী আদম সন্তানের উপর বর্তাবে, কেননা, সেই প্রথম হত্যার প্রচলন করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলেমদের অফুরন্ত ফযিলত রয়েছে

হাদীস : ২০২ ॥ তাবেঈ হযরত কাসীর ইবনে কায়েস (র.) বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে হযরত আবু দারদা (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তাঁর কাছে একজন লোক এসে পৌছল এবং বলল, হে আবু দারদা! আমি সুদূর মদীনায় রাসূল (স) থেকে আপনার কাছে শুধু একটি হাদীসের জন্য এসেছি, এছাড়া অন্য কোনো কারণে আসিনি। শুনেছি, আপনি নাকি তা রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করে থাকেন। হযরত আবু দারদা (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এলেম তলব করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহপাক তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথসমূহের একটি পথে পৌছে দিবেন এবং ফেরেশতারা এলেম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। এছাড়া যারা আলেম তাদের জন্য আসমানে ও যমিনে যারা আছেন সকলেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করতে থাকেন। এমনকি মাছসমূহ পানির মধ্যে থেকেও। আলেমগণের ফযিলত

আবেদদের উপর, যথা– পূর্ণচন্দ্রের ফযিলত সমস্ত তারকারাজির উপর এবং আলেমগণ হচ্ছে রাসূলগণের ওয়ারিশ। রাসূলগণ কোনো দীনার বা দেরহাম মীরাস রেখে যান না; তাঁরা মীরাস রূপে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। –(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

আবেদদের চেয়ে আলেমদের ফযিলত বেশি

হাদীস : ২০৩ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে দুজন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তাদের একজন আবেদ আর অপরজন আলেম। রাসূল (স) আবেদের উপর আলেমের ফযিলতের যথা আমার ফযিলত তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। তারপর রাসূল (স) বললেন, আল্লাহপাক তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও যমিনের অধিবাসীরা, এমনকি পিপীলিকা তার গর্তে আর মাছ, যে ব্যক্তি মানুষকে ভালো শিক্ষা দিয়ে থাকে, তার জন্য দুআ করে। –(তিরমিযী)

লোকদের সৎ উপদেশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

হাদীস : ২০৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের বললেন, লোক তোমাদের অনুসরনকারী হবে। আর দিকদিগন্ত থেকে লোক তোমাদের কাছে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। সুতরাং যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাদের সদুপদেশ দিবে। –(তিরমিযী) যঈফ–৪১

জ্ঞানের কথা হারানো সম্পদের মতো

হাদীস : ২০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো ধন। সুতরাং যেখানে বা যার কাছেই তা পাবে সে-ই উহার অধিকারী। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এছাড়া রাবী ইব্রাহিম ইবনে ফযলকে যয়ীফ বলা হয়েছে। যঈফ–৪২

একজন জ্ঞানী শয়তানের কাছে হাজার আবেদের চেয়ে মারাত্মক

হাদীস : ২০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একজন ফকীহ শয়তানের পক্ষে হাজার আবেদ অপেক্ষাও মারাত্মক। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) জাল–৪৩

প্রত্যেক মুসলমানের ইলম অর্জন করা ফরয

হাদীস : ২০৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ফরজ এবং অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শুকরের গলায় জহরত, মুক্তা বা স্বর্ণ স্থাপনকারী। –(ইবনে মাজাহ) যঈফ–৪৪

কিন্তু বায়হাকী তার শোআবুল ঈমানে এলেম তলব করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ফরয পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, যে এ হাদীসের মতন তো মশহুর কিন্তু এর সনদ যয়ীফ। অবশ্য তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবে সকল সূত্রই যয়ীফ।

নৈতিকতা ও দ্বীনের জ্ঞান মুনাফিকের থাকে না

হাদীস : ২০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুটি স্বভাব মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না, নৈতিকতা ও দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান। –(তিরমিযী)

যে জ্ঞান অন্বেষণে বের হয় সে আল্লাহর সাথেই থাকে

হাদীস : ২০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অনুসন্ধানে বের হয়েছে, সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করবে। –(তিরমিযী ও দারেমী)

ইলম অর্জনকারীর পূর্বের ছগিরা গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ২১০ ॥ হযরত সাখবারা আযদী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করবে তার জন্য তা তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে। –(তিরমিযী ও দারেমী) জাল–৪৫

ইলম অর্জনের পরিণাম বেহেশত

হাদীস : ২১১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিন কখনও এলেম শুনে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার পরিণাম বেহেশত হয়। –(তিরমিযী) যঈফ–৪৬

ইলম গোপন করা উচিত নয়

হাদীস : ২১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জানা ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।

–(আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

লোক দেখানো এলেম কোনো কাজে আসবে না

হাদীস : ২১৩ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক-বহাস করা বা জাহেল-মুর্খদের সাথে বাকবিতণ্ডা করা অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করেছে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে তা বর্ণনা করেছেন।)

দুনিয়ার সামগ্রীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ঠিক নয়

হাদীস : ২১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইলম যা দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায়, দুনিয়ার কোনো সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে, সে কিয়ামতের দিন বেহেশতের আরফ অর্থাৎ উহার গন্ধও লাভ করতে পারবে না। -(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

তিনটি বিষয়ে মুসলমান বিশ্বাসঘাতকতা করে না

হাদীস : ২১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহতাআলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, তারপর তাকে যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষা করেছে, আবার তা যথাযথভাবে অন্যের কাছে পৌছে দিয়েছে। কেননা, জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নন এবং অনেকে এমন রয়েছে যারা নিজের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। তিনটি বিষয় এমন, যে সম্পর্কে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। (১) আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করা, (২) মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) অদের জামায়াতকে আঁকড়ে থাকা। কেননা, তাদের দুআ তাদের পরবর্তী মুসলমানদেরও শামিল করে নেয়। সুতরাং পরস্পরের সব মুসলমানদেরই একই জামাতে দলবদ্ধ হয়ে থাকা উচিত।-(শাফেয়ী এবং বায়হাকী)

নবীর সুন্নত অবিকল পৌছান দরকার

হাদীস : ২১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহপাক সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোনো কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অপরকে পৌছে দিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যাকে পৌছান হয় সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষাকারী বা জ্ঞানী হয়। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু দারেমী এটা হযরত আবু দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত

হাদীস ॥ ২১৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্ক হবে, যে পর্যন্ত না তোমরা তা আমার বলে জানবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি জেনে শুনে মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার বাসস্থান দোযখে তৈরি করে নিবে। -(তিরমিযী) হাদীস ২০ — ৪৭

কুরআনের ব্যাপারে নিজস্ব মত প্রকাশ জায়িয নয়

হাদীস : ২১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে নিজের মত খাটিয়ে কোনো কথা বলেছে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরি করে নিল। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি করআনে নিশ্চিত ইলম ছাড়া কোনো কথা বলেছে, সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরি করে নিল। -(তিরমিযী)

ভুল পন্থায় কাজও ভুল হয় হাদীস ২০ — ৪৮

হাদীস : ২১৯ ॥ হযরত জুন্দুর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া মতে কোনো কথা বলেছে, আর তাতে সে সত্যেও উপনীত হয়েছে, তথাপি সে নিশ্চয়ই ভুল করেছে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরি হাদীস ২০ — ৪৯

হাদীস : ২২০ ॥ হুরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরি। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিতণ্ডা করা ঠিক নয়

হাদীস : ২২১ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদল লোককে কুরআনের বিষয় নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করেছিল। অথচ কিতাবুল্লাহ নাযিল হয়েছে তার এক অংশ অপর অংশের সমর্থক হিসেবে। সুতরাং তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশ দিয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না, বরং যা তোমরা অবগত আছো মুধু তাই বলবে, আর যা তোমরা অবগত নও তা যে অবগত আছে তার প্রতি সোপর্দ করবে। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

কুরআন সাত হরফ এর সাথে নাযিল হয়েছে

হাদীস : ২২২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন সাত হরফ এর সাথে নাযিল হয়েছে। তার প্রত্যেক আয়াতের একটি বাহির ও একটি ভেতর দিক রয়েছে এবং প্রত্যেক দিকেরই একটি হদ্দ আর প্রত্যেক হদ্দেরই একটি অবগতি স্থান রয়েছে। -(শরহে সুন্নাহ)

ইলিম তিন ধরনের

হাদীস : ২২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইলম তিন ধরনের, (১) আয়াতে মোহকামের ইলম, সুন্নতে কায়েমার ইলম এবং (৩) ফরিযায়ে আদেলার ইলম। এর বাইরে যা রয়েছে তা অতিরিক্ত। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আমীরের প্রতিনিধিই ওয়াজ করবে

হাদীস : ২২৪ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজাঈ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বয়ং আমরি অথবা আমীরের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা কোনো অহংকারী ছাড়া অপর কেউ ওয়ায-বক্তৃতা করে না।-(আবু দাউদ)

দারেমী এটি আমর ইবনে শোআয়ব থেকে তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর অন্য এক রেওয়াতে (আ-) مختال শব্দের পরিবর্তে (আ=) مراء শব্দ রয়েছে।

মিথ্যা ফতোয়ার গোনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর ওপর পড়বে

হাদীস : ২২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে ইলম ছাড়া ফতওয়া দেয়া হয়েছে। গুনাহ যে তাকে ফতওয়া দিয়েছে তার উপর বর্তিবে এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন পরামর্শ দিয়েছে যে সম্পর্কে সে জানে যে, কল্যাণ উহার অপর দিকেই রয়েছে, সে নিশ্চয়ই, তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। -(আবু দাউদ)

বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী কথা বলা নিষেধ

হাদীস : ২২৬ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

ফারায়েজ ও কুরআন শিক্ষা করা উচিত

হাদীস : ২২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ফারায়েয ও কুরআন শিক্ষা করে নাও এবং লোকদের এটা শিক্ষা দিতে থাক। কেননা, আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। -(তিরমিযী)

পরবর্তী সময়ে ইলিম উঠে যাবে

হাদীস : ২২৮ ॥ হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে একদা আমরা তার সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, তারপর বললেন, এটা এমন এক সময় যে ইলমকে মানুষের মধ্য থেকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি তারা ইলম থেকে কিছুই রাখতে পারবে না। -(তিরমিযী)

মদীনার আলেম অধিক জ্ঞানী

হাদীস : ২২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এমন সময় সমাগত প্রায় যখন মানুষ ইলমের খোঁজে দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু কোথাও মদীনার আলেমের অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ আলেম পাবে না। -(তিরমিযী)

প্রত্যেক শতাব্দীতে আল্লাহর মনোনীত বান্দার আগমন

হাদীস : ২৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) থেকে এ কথা জানি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদেরকে দ্বীনের তাজদীদ করবেন। -(আবু দাউদ)

ভাল লোকেরা ইলম গ্রহণ করবে

হাদীস : ২৩১ ॥ তাবেঈ হযরত ইব্রাহিম ইবনে আবদুর রহমান উযরী বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভাল লোকেরাই এ ইলমকে গ্রহণ করবে, যারা এ থেকে সীমালংঘনকারীদের রদবদল, বাতিল লোকদের মিথ্যা আরোপ ও জাহেল মূর্খদের তাবীলকে দূর করবেন। -(বায়হাকী তাঁর মাদখালে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইলিম অর্জন করা অবস্থায় ইন্তেকাল করলে বেহেশতী

হাদীস : ২৩২ ॥ হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যার মৃত্যু এসে পৌছেছে এমন অবস্থায়, যখন সে ইলমকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনে মশগুল আছে, বেহেশতে তার ও নবীদের মধ্যে একমাত্র এক ধাপের পার্থক্য থাকবে। -(দারেমী)

ইলম শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা অনেক বেশি

হাদীস : ২৩৩ ॥ হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স)-কে দুজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যারা বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে ছিলেন। এদের একজন ছিলেন আলেম, যিনি শুধু ফরয নামায আদায় করতেন, অতপর বসে লোকদেরকে ইলম শিক্ষা দিতেন। অপর ব্যক্তি সারা দিন রোযা রেখে কাটাতেন এবং সারারাত্রি নামাযে থাকতেন, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, যে আবেদ সারাদিন রোযা রাখে আর সারারাত্রি নামাযে কাটায়, তার অপেক্ষা সে আলেমের ফযিলত, যিনি শুধু ফরয নামায আদায় করেন, অতপর বসে লোকদেরকে ইলম শিক্ষা দেন, এরূপ, যেমন আমার ন্যায় রাসুলের ফযিলত তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর। −(দারেমী)

দ্বীন প্রচারে আলেম ব্যক্তি উত্তম

হাদীস : ২৩৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দ্বীনের আলেম কি উত্তম লোক? যদি তাঁর প্রতি লোক আকৃষ্ট হয় তিনি তাদের উপকার সাধন করেন, আর যখন তার প্রতি লোকের কোনো আবশ্যতা থাকে না তখন তিনি নিজেকে নিরপেক্ষ করে রাখেন। −(রাযীন)

সপ্তাহে একবার মানুষকে ওয়াজ নসিহত করা উচিত

হাদীস : ২৩৫ ॥ তাবেঈ ইকরিমা (র.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ইকরিমা! প্রত্যেক শুক্রবারে একবার মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করবে, যদি এটা অস্বীকার করে, তবে দুবার। আর যদি এটা থেকে অধিক করতে চাও, তবে তিনবার। এই কুরআনকে মানুষের কাছে বিরক্তিকর তুলো করে না। এছাড়া আমি যেন কখনও তোমাকে না দেখি যে, তুমি লোকদের কাছে পৌছবে, তখন তারা নিজেদের কোনো আলোচনায় মশগুল থাকবে আর তুমি তাদের কাছে ওয়াজ শুরু করে দিবে এবং তাদের আলোচনা নষ্ট করে দিবে এবং তাদের বিরক্তি উৎপাদন করবে। এ সময় তুমি চুপ করে থাকবে। যখন তারা তোমাকে অনুরোধ করবে তখনই বলবে, যতক্ষণ তারা তোমার কথার আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। ইনিয়ে বিনিয়ে দুয়া করা ত্যাগ করবে এবং তা থেকে সতর্ক থাকবে। কেননা, আমি রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীদেরকে দেখেছি, তাঁরা এরূপ করতেন না। −(বুখারী)

যে ইলম অর্জন করেছে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব

হাদীস : ২৩৬ ॥ হযরত ওয়াসেল ইবনে আসকা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করেছে এবং তা লাভ করতে পেরেছে, তার জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক রয়েছে। আর যদি তা লাভ করতে না পেরেও থাকে, তাহলেও তার জন্য একগুণ পারিশ্রমিক রয়েছে। −(দারেমী)

মৃত্যুর পর মুমিনের কতক আমল জারী থাকে

হাদীস : ২৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পরও তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যা সওয়াব তার কাছে বরাবর পৌছতে থাকবে, তা হচ্ছে, (১) ইলম, যা সে শিক্ষা করেছে, এবং তা বিস্তার করেছে, (২) নেক সন্তান, যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে, (৩) কুরআন, যা মীরাস রূপে রেখে গিয়েছে, (৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গিয়েছে, (৫) মুসাফিরখানা, যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য তৈরি করে গিয়েছে, (৬) খাল, কূপ, পুকুর প্রভৃতি যা সে খনন করে গিয়েছে, (৭) দান, যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল থেকে দান করে গিয়েছে। এসবের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌছতে থাকবে।

−(ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী)

ইলম শিক্ষার জন্য বের হলে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহপাক আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দিব এবং যে ব্যক্তির দুই চক্ষু আমি নিয়ে গিয়েছি, তাকে তার পরিবর্তে আমি জান্নাত দান করব। ইবাদত অধিক হওয়া অপেক্ষা ইলম অধিক হওয়া উত্তম। দ্বীনের আসল হচ্ছে শোবা-সন্দেহের জিনিস থেকে বেঁচে থাকা। −(বায়হাকী)

রাতে কিছু সময় ইলমের আলোচনা সারারাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম

হাদীস : ২৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাতের কিছু সময় ইলমের আলোচনা করা পূর্ণ রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা উত্তম। −(দারেমী)

দুআর চেয়ে দ্বীনের আলোচনা উত্তম

হাদীস : ২৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর মসজিদে দুটি মজলিসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে আছে, তবে এক মজলিস অন্য মজলিস অপেক্ষা উত্তম। এই যে দলটি এরা অবশ্য আল্লাহপাককে ডাকছে এবং আল্লাহর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন আর ইচ্ছা করলে তা বারণও রাখতে পারেন। কিন্তু এই যে দলটি এরা যে ফেকাহ বা ইলম শিক্ষা করছে এবং যারা জানে না তাদের শিক্ষা দিচ্ছে, এরাই উত্তম আর আমিও মুআল্লেম রূপে প্রেরিত হয়েছি। তারপর রাসূল (স) এ দলটির সাথেই বসে গেলেন। -(দারেমী)

চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করলে সে একজন আলেম

হাদীস : ২৪১ ॥ হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল এবং বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! ইলমের কোনো সীমায় পৌছলে এক ব্যক্তি ফকিহ হতে পারে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ৪০টি হাদীস মুখস্ত করেছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ফকিহরূপে কবর থেকে উঠাবেন। এছাড়া কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। -(বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইমাম আহমদ (র.) আবু দারদার হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, হাদীসটির মতন লোকের মধ্যে মশহুর, তবে এটার কোনো সহীহ সনদ নেই।

ইলম শিক্ষা করা ও প্রচার করা বড় দান

হাদীস : ২৪২ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পার কি দানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? সাহাবীগণ উত্তর করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। রাসূল (স) বললেন, দানের দিক দিয়ে আল্লাহই হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বড়। তারপর বনী আদমের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হচ্ছে, সেই ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করবে এবং তা বিস্তার করতে থাকবে, কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর অথবা একটি উম্মত হয়ে উঠবে। -(বায়হাকী)

দুই পিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করবে না

হাদীস : ২৪৩ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই পিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করে না। ১। ইলমের পিপাসু-সে এ থেকে কখনও তৃপ্তি লাভ করে না। এবং দুনিয়ার পিপাসু-সেও দুনিয়ার ব্যাপারে কখনও তৃপ্তি লাভ করে না। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

আলেমের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ২৪৪ ॥ তাবেয়ী হযরত আওন (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, দুই পিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্ত লাভ করে না। আমেল ও দুনিয়ার। কিন্তু এ দুজন আবার সমান নয়, আলেম, তার প্রতি তো আল্লাহর সন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর দুনিয়াদার সে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) দুনিয়াদার সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, "কখনও না, নিশ্চয়ই মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখে বলে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকে। বর্ণনাকারী আওন (র.) বলেন, এবং অপর ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি এ আয়াত পড়লেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করেন"। ফলে তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করেন। -(দারেমী)

দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে অর্থ গ্রহণ সঠিক নয়

হাদীস : ২৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেদিন বেশি দূরে নয় যখন আমার উম্মতের কতক লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভে তৎপর হবে ও কুরআন শিক্ষা করবে এবং বলবে যে, আমরা আমীর-ওমরাদের কাছে যাব এবং তাদের দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করে পরে আমরা আমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের কাছ থেকে সরে পড়ব। কিন্তু তা কখনও হবার নয়, যথা- কণ্টকময় কানাদ গাছ। তা থেকে যেমন কাঁটা ছাড়া কোনো ফল লাভ করা যায় না, তেমনি তাদের কাছ থেকেও কোনো ফল লাভ করা যায় না; কিন্তু-। পরবর্তী রাবী মুহাম্মদ ইবনে ছাব্বাহ (র.) বলেন, কিন্তু শব্দ দ্বারা রাসূল (স) যেন গুনাহর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। -(ইবনে মাজাহ)

যে আখিরাতের চিন্তা করে তার জন্য আল্লাহ দুনিয়ার চিন্তা করেন

হাদীস : ২৪৬ ॥ হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, যদি আলেমগণ ইলমের মর্যাদা রক্ষা করতেন এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে তা সোপর্দ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা তা দিয়ে নিজেদের যুগের লোকদের নেতৃত্ব

করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা দুনিয়াদারদের বিলিয়েছেন যাতে তাঁরা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু লাভ করতে পারেন, ফলে তাঁরা দুনিয়াদারের কাছে মর্যাদাহীন হয়ে গিয়েছে। আমি তোমাদের রাসূল (স)-কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের সব চিন্তাকে এক চিন্তায় অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় পরিণত করবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার সমস্ত চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। অপরপক্ষে যাকে দুনিয়ার নানা চিন্তা নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তার জন্য আল্লাহ কোনো পরওয়াই করবেন না, সে দুনিয়ার যে কোনো ময়দানে ধ্বংস হয়ে যাক না কেন। -(ইবনে মাজাহ কিন্তু বায়হাকী শোআবুল ঈমানে হযরত ইবনে ওমর থেকে এ বাক্য থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)

ইলম ভুলে যাওয়া ঠিক নয়

হাদীস : ২৪৭ ॥ তাবেঈ হযরত আমাশ (র.) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ভুলে যাওয়া হচ্ছে ইলমের পক্ষে আপদস্বরূপ। আর ইলমকে নষ্ট করা হচ্ছে তা গায়রে আহলকে বলা। -(দারেমী) জাল-৬৪

ইলম অনুযায়ী আমলকারীই প্রকৃত আলেম

হাদীস : ২৪৮ ॥ হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একদিন হযরত কাবে আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, আলেম কারা? তিনি উত্তর করলেন, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন তাঁরাই। হযরত ওমর (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আলেমদের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয় কিসে? তিনি বললেন, সম্মান ও সম্পদের লোভ। -(দারেমী) মু'যাল বা যইফ-৬৫

লোক সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতে নেই

হাদীস : ২৪৯ ॥ হযরত আহ্ওয়াস ইবনে হাকীম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞস করলেন, বললেন, মন্দ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না, বরং আমাকে ভাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, একথা তিনি তিনবার বললেন, তারপর বললেন, জেনে রাখ, সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হচ্ছে আলেমদের মধ্যে যারা মন্দ তারা। এভাবে সর্বাপেক্ষা ভাল হচ্ছে আলেমদের মধ্যে যারা ভাল তারাই। -(দারেমী) যঈফ-৬৬

ইলম দ্বারা উপকৃত না হলে সে অকৃতকার্য ব্যক্তি মু'যাল

হাদীস : ২৫০ ॥ হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মন্দ সে ব্যক্তি হবে, যে তার ইলম দিয়ে উপকৃত হতে পারেনি। -(দারেমী) নিতান্ত যঈফ-৬৭

আলেমদের ভুলের জন্য ইসলাম ধ্বংস হবে

হাদীস : ২৫১ ॥ তাবেঈ হযরত যিয়াদ ইবনে হোদাইর (র.) বলেন, একদা আমাকে হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বলতে পার কি? ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে? যিয়াদ বলেন, আমি বললাম না। তখন তিনি বললেন, আলেমদের পদস্খলন, মুনাফিকদের আল্লাহর কিতাব নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ লিপ্ত হওয়া এবং গোমরাহ শাসকদের শাসন-ই ইসলামকে ধ্বংস করবে। -(দারেমী)

ইলম দুই প্রকার

হাদীস : ২৫২ ॥ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, ইলম দুই প্রকার। এক প্রকার ইলম হচ্ছে অন্তরে, আর এটা হল উপকারী ইলম। আর এক প্রকার ইলম হচ্ছে মুখে, আর এটা হচ্ছে মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহর দলীল। -(দারেমী)

আবু হুরায়রা (রা) দুই পাত্র ইলম সংগ্রহ করেছিলেন যঈফ-৬৮

হাদীস : ২৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) থেকে দুই পাত্র ইলম মুখস্থ করেছি। এর মধ্যে এক পাত্র তোমাদের মধ্যে বিস্তার করেছি, কিন্তু অপর পাত্র, তা যদি আমি বিস্তার করি তাহলে আমার এ হলকুম অর্থাৎ গলা কাটা যাবে। -(বোখারী)

জানার চেয়ে বেশি বলা উচিত নয়

হাদীস : ২৫৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হে লোক সকল! যে যা জানে সে যেন তাই বলে, আর যে জানে না সে যেন বলে, আল্লাহাই অধিক জ্ঞাত। কেননা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত আছেন। একথা বলাই তোমার জ্ঞান। আল্লাহপাক তাঁর রাসূল (স)-কে বলেছেন, "আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আর কষ্ট কল্পনা করে যারা কথা বলে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" -(বোখারী ও মুসলিম)

ভাল লোকের কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে হয়

হাদীস : ২৫৫ ॥ তাবেঈ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) বলেন, নিশ্চয় এ ইলম হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং লক্ষ্য রাখবে যে, তোমাদের দ্বীন কার কাছ থেকে গ্রহণ করছ। -(মুসলিম)

সঠিক পথে থাকার নির্দেশ

হাদীস : ২৫৬ ॥ হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) বলেন, রাসূল (স) বললেন, হে কুরআন ধারীগণ! তোমরা সরল-সোজা পথে ঠিক হয়ে চল। কারণ, তোমরা অনেক অগ্রসর হয়েছো। পক্ষান্তরে তোমরা যদি ডানে-বামের পথ অবলম্বন কর, তাহলে গোমরাহীর পথেও তোমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যাবে। -(বোখারী)

প্রার্থনা হবে জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়

হাদীস : ২৫৭ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বললেন, তোমরা 'জুব্বুল হোযন' থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'জুব্বুল হোযন' কি? রাসূল (স) বললেন, জাহান্নামের মধ্যে একটি গর্ত, যা থেকে জাহান্নামবাসী তো দূরের কথা, স্বয়ং জাহান্নামও দৈনিক চারশত বার পানাহ চেয়ে থাকে। সাহাবীগণ পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তাতে কারা যাবে? রাসূল (স) বললেন, সে সকল কুরআন অধ্যায়নকারী, যারা নিজেদের কাজ অন্যকে দেখিয়ে থাকে। অর্থাৎ দেখাবার উদ্দেশ্যেই অধ্যয়ন করে থাকে, আল্লাহকে রাযী করার উদ্দেশ্যে নয়। -(তিরমিয। ইবনে মাজাহও এরূপ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তিনি কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূল (স) একথাও বলেছেন, কুরআন অধ্যায়নকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত, যারা আমীর-ওমরাদের সাথে সাক্ষাৎ বা মেলামেশা করবে।) নিতান্ত যইফ-৬৯

এক সময় নামেমাত্র ইসলাম থাকবে

হাদীস : ২৫৮ ॥ আলী মুরতাযা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের পক্ষে এমন এক যমানা আসবে, যখন নাম ছাড়া ইসলামের কিছুই থাকবে না, অক্ষর ছাড়া কুরআনেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মসজিদসমূহ হবে আবাদ অথচ তাদের ভিতর হবে আমল শূন্য। সে সময়ের আলেমরা হবে এই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক, তাদের কাছ থেকেই ফিতনা প্রচার হবে, অতপর সে ফিতনা নিজেদের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করবে। -(বায়হাকী) মওযু যইফ-70

প্রকাশ পাবে শুধুই ফিতনা

হাদীস : ২৫৯ ॥ জিয়াদ ইবনে লবীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) একটা বিষয়ের উল্লেখ করলেব এবং বললেন, এটা ইলম উঠে যাওয়ার সময়ই সংঘটিত হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ইলম কি করে উঠে যাবে, অথচ আমরা নিজেরা কুরআন শিক্ষা করছি এবং আমাদের সন্তানদেরও শিক্ষা দিয়েছি, অতপর আমাদের সন্তানগণ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সন্তানদের কোরআন শিক্ষা দিতে থাকবে। তখন রাসূল (স) বললেন, জিয়াদ! তোমার জননী তোমাকে হারাক! এতদিন তো আমি তোমাকে মদীনার একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে মনে করতাম। এই ইয়াহুদী খৃস্টানরাও তো তাওরাত ইঞ্জিল পড়ছে? কিন্তু তাতে যা আছে তার উপর তারা আমল করছে না। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযীও এরূপ অর্থে জিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারেমী তা সাহাবী আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।)

একদিন ফরজ নিয়েও মতভেদ দেখা দিবে

হাদীস : ২৬০ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাক। তোমরা ফারায়েয শিক্ষা কর এবং লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা, আমি এমন এক ব্যক্তি, যাকে উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ইলমকে সত্বর উঠিয়ে নেয়া হবে। আর ফিতনা ও গোলযোগ সৃষ্টি হবে। এমনকি ফরয নিয়ে দু ব্যক্তি মতভেদ করবে, অথচ এমন কাউকে পাবে না যে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। -(দারেমী ও দারা কুতনী) যইফ-71

ইলমের মাধ্যমে অন্যের উপকার করা উচিত

হাদীস : ২৬১ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ইলম দিয়ে কাউকে উপকার করা যায় না, তা এমন এক ধন-ভাণ্ডারের ন্যায়, যা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয় না। -(আহমদ ও দারেমী)
যইফ-72

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্রতার গুরুত্ব : ওযুর বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন হবে পক্ষ ও বিপক্ষের দলীল

হাদীস : ২৬২ ॥ হযরত মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'তাহারাত' হল ঈমানের অর্ধেক। 'আল হামদুলিল্লাহ' পাল্লা পূর্ণ করে এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি' সওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেয় অথবা

আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে যা আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। নামায হল আলোক। দান হল দলীল। সবর হল জ্যোতি। কুরআন হল তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উঠে আপনার আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে মুক্ত করে, না হয় তাকে ধ্বংস করে। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর ওযূর ন্যায় ওযূ করতে হবে

হাদীস : ২৬৭ ॥ হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার তিনি এইরূপ ওযূ করলেন, তিনবার তাঁর হাতের কব্জির উপর উত্তমরূপে পানি ঢাললেন, তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন, তারপর নিজের মুখমণ্ডল তিনবার ধুলেন, তারপর তিনবার ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, তারপর তিনবার আপন বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। তারপর আপন মাথা মাসেহ করলেন, তারপর তিনবার আপন ডান পা ধুলেন এবং এভাবে তিনবার বাম পা ধুলেন। অতপর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করলেন, তারপর বললেন, যে আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করবে, অতপর দু রাকাত নামায পড়বে, যাতে সে আপন মনে কোনো বিষয় ভাববে না, এতে তার সেই সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে যা সে আগে করেছে।

-(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু বর্ণনা বোখারী শরীফ এর)

ওযূর পর দু রাকাত নামায পড়তে হয়

হাদীস : ২৬৮ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মুসলমান ওযূ করে এবং আপন ওযূ উত্তমরূপে সম্পন্ন করে, তারপর উঠে দু রাকআত নামায পড়ে আপন অন্তর ও আপন চেহারাকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে রুজু করে, তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যাবে। -(মুসলিম)

ভালভাবে ওযূ করে মসজিদে প্রবেশ করলে গোনাহ থাকে না

হাদীস : ২৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে, আল্লাহ কিসের দ্বারা মানুষের গোনাহ মুছে দেন এবং তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন? তাঁরা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ করা এবং এক নামায শেষ করার পর অপর নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হল রেবাত বা প্রস্তুতি কিন্তু মালিক ইবনে আনাসের বর্ণনায় রয়েছে এটা রেবাত এটাই রেবাত, দুইবার। -(মুসলিম এবং তিরমিযীতে এটা তিনবার রয়েছে)

উত্তম রূপে ওযূ করলে গোনাহ থাকে না

হাদীস : ২৬৪ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ওযূ করে এবং উত্তম রূপে ওযূ করে, তার গোনাহসমূহ তার শরীর থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

ওযূর অঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথে গোনাহ চলে যায়

হাদীস : ২৬৫ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং চেহারা ধোয়, তখন তার চেহারা থেকে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় তার সে সমস্ত গোনাহ যার দিকে তার দুচোখ দৃষ্টি করেছে। এবং যখন সে হাত ধোয় তখন তার হাত থেকে বেরিয়ে যায় সে সকল গুনাহ, যা তার দুই হাত সম্পাদন করেছে, পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে। এরূপে যখন সে পা ধোয় তখন বের হয়ে যায় সে সমস্ত গোনাহ, যা করতে তার পা অগ্রসর হয়েছে। পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে। ফলে সে ওযূর স্থান থেকে বের হয় সমস্ত গোনাহ থেকে পাক সাফ হয়ে যায়। -(মুসলিম)

নামাযের সময় ওযূ করলে আগের গোনাহ মাফ হয়ে যায়

হাদীস : ২৬৬ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই কোনো মুসলমানের কাছে উপস্থিত হয় কোনো ফরয নামাযের সময়; আর সে উত্তমরূপে সম্পন্ন করে তার ওযূ তার বিনয় ও তার রুকু ও সিজদা তার সে নামায তার পূর্বেকার সমস্ত গোনাহর জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষন না সে কবীরা গোনাহ করে। আর এটা সর্বদাই হতে থাকে। -(মুসলিম)

ওযূ করে দোয়া করলে বেহেশতের আটটি দরজা খোলা থাকে

হাদীস : ২৬৯ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ওযূ করবে এবং উত্তমরূপে অথবা বলেছেন ওযূকে পরিপূর্ণ করবে অতপর বলবে, (আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল) অপর বর্ণনা মতে, (আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল)। তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলে যাবে, সে তাদের যে কোনোটির ভেতর দিয়ে ইচ্ছা ঢুকতে পারবে। -(ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন)

ওযূর দ্বারা উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ২৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন ডাকা হবে পঞ্চ কল্যাণ ঘোড়ার ন্যায় উজ্জ্বল অবস্থায় ওযূর চিহ্নের কারণে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে পারবে, সে যেন তা করে। -(বোখারী মুসলিম)

মুমিনের অলংকার হল ওযূ

হাদীস : ২৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের অলঙ্কার সে পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত তার ওযূর পানি পৌছবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুমিনগণ ওযূর নিয়ম রক্ষা করে

হাদীস : ২৭২ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যথাযথভাবে ঠিক থাকবে। অবশ্য তোমরা যথাযথভাবে ঠিক থাকতে পারবে না, তবে মনে রেখ যে, তোমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে নামায হচ্ছে সর্বোত্তম। কিন্তু ওযূর যাবতীয় নিয়ম রক্ষা করে না মুমিন ছাড়া অন্য কেউ। -(মালিক, আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ওযূ থাকতে ওযূ করলে সওয়াব বেশি

হাদীস : ২৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযূ থাকতে ওযূ করবে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে। -(তিরমিযী) যইফ-৭৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামায বেহেশতে প্রবেশের চাবি

হাদীস : ২৭৪ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের কুঞ্জি হল নামায। আর নামের কুঞ্জি হল তাহারাত। -(আহমদ) যঈফ-৭৪

নামাযের আগে উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়

হাদীস : ২৭৫ ॥ তাবেঈ হযরত শাবীব ইবনে আবু রাওহা রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) একবার ফজরের নামায পড়লেন এবং নামাযে সুরা রূম পড়লেন, কিন্তু পড়ায় কিছু গোলমাল হয়ে গেল। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন বললেন, তাদের কি হয়েছে যারা আমাদের সাথে নামায পড়ে, অথচ উত্তমরূপে তাহারাত লাভ করে না? এরাই আমাদের কুরআন পাঠে গোলযোগ ঘটায়।-(নাসাঈ) যঈফ-৭৫

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক

হাদীস : ২৭৬ ॥ বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, একবার রাসূল (স) এ পাঁচটি কথা আমার হাত অথবা তাঁর নিজের হাত গুণে গুণে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ' বলা হল পাল্লার অর্ধেক আর 'আলহামদুল্লিাহ' বলা পূর্ণ করে থাকে এবং 'আল্লাহু আকবার' আসমান ও যমীনের মধ্যখানে যা আছে তাকে পূর্ণ করে। রোযা হল ধৈর্যের অর্ধেক এবং তাহারাত হল ঈমানের অর্ধেক। -(তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান) যঈফ-৭৬

ওযূর সময় যখন কুলি করে তখন গোনাহ বের হয়ে যায়

হাদীস : ২৭৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ সুনাবেহী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোনো মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং কুলি করে, তখন তাঁর মুখ থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে নাক ঝেড়ে ফেলে, তখন তার নাক থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে তার মুখমণ্ডল ধোয় তখন তার মুখমণ্ডল থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুচোখের পাতার নীচ থেকেও গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুহাতের নখসমূহের নীচ থেকেও গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়, অতপর যখন সে তার মাথা মাসেহ করে তখন তার মাথা থেকে গোনাহসমূহ

বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু কান দিয়েও তা বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে তার দু পা ধোয়, তখন তার দু পা দিয়ে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই পায়ের নখসমূহের নীচ দিয়েও গোনাহ বের হয়ে যায়। অতপর তার মসজিদের দিকে গমন এবং নামায হয় তার জন্য অতিরিক্ত। –(মালিক ও নাসাঈ)

নাবালেগ সন্তানেরা কিয়ামতের দিন দৌড়াদৌড়ি করবে

হাদীস : ২৭৮ ॥ আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে কিয়ামতের দিন সিজদা করার অনুমতি দেয়া হবে এবং আমি প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদা থেকে মাথা উঠাবার জন্য অনুমতি দেয়া হবে। অতপর আমি আমার সামনে তাকাব এবং সমস্ত উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতকে চিনে নেব। অতপর আমার পিছন দিকেও সেরূপ, ডান দিকেও সেরূপ ও বাম দিকেও সেরূপ চোখ ফেরাব এবং আমার উম্মতকে চিনে নেব। এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিরূপে নূহ (আ) থেকে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্যে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেন? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তারা ওযূর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও ধবধবে হাত-পা-ওয়ালা হবে, অন্য কেউ এরূপ হবে না। এছাড়া আমি তাদেরকে এভাবেও চিনব, তারা তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে, আরও তাদেরকে আমি এভাবে চিনব যে, তাদের নাবালেগ সন্তানগণ তাদের সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে। –(আহমদ)

হাশরের ময়দানে ওযূ মানুষকে মর্যাদা দান করে

হাদীস : ২৭৯ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) গোরস্তানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম, হে মুমিন অধিবাসীগণ! আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি।' আমার আকাঙ্খা আমরা যেন আমাদের ভাইদের দেখতে পাই। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আপনারা আমার সহচর। তারাই আমার ভাই যারা এখনও দুনিয়াতে আসেনি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিরূপে আপনি আপনার উম্মতদের চিনবেন যারা এখনও দুনিয়াতেই আসেনি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, বলুন দেখি, যদি কোনো এক ব্যক্তির নিছক কাল এক রঙা ঘোড়াসমূহের মধ্যে একদল ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা পা-ওয়ালা ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়াসমূহ চিনতে পারে না? তারা বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূল (স) বললেন, আমার ওযূর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্ত-পদ অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং আমি হাউজে কাউসারের কাছে তাদের অগ্রগামী হিসেবে উপস্থিত থাকব। –(মুসলিম)

তৃতীয় অধ্যায়

ওযূর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওযূ করে নামায পড়তে হবে

হাদীস : ২৮০ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, যতক্ষণ সে ওযূ ভঙ্গের পর ওযূ না করে। –(বোখারী ও মুসলিম)

কবুল হবে না হারাম মালের দান

হাদীস : ২৮১ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তাহারাত ছাড়া নামায এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না। –(মুসলিম)

মযি বের হলে অবশ্যই ওযূ করতে হয়

হাদীস : ২৮২ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন ব্যক্তি ছিলাম যার অত্যধিক 'মযি' বের হত, কিন্তু রাসূল (স)-এর কন্যা আমার ঘরে থাকার কারণে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা বোধ করতাম। অতএব, আমি মেকদাদ (রা)-কে বললাম, সে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, রাসূল (স) বললেন, সে ব্যক্তি প্রথমে তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে এবং ওযূ করে ফেলবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

আগুনে পাকান খাদ্য গ্রহণের পর ওযূ করতে হয়

হাদীস : ২৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আগুনে পাকান খাদ্য গ্রহণের পর তোমরা ওযূ করবে। –(মুসলিম)

উটের গোশত খাওয়ার পর ওযূ করতে হয়

হাদীস : ২৮৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বকরীর গোশত খেয়েও ওযূ করব? তিনি উত্তর করলেন, যদি তোমার মনে চায় করতে পার, আর যদি মনে না চায়, নাও করতে পার। সে আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা কি উটের গোশত খেয়ে ওযূ করব? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে ওযূ করবে। অতপর সে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ভেড়া পালের থাকার স্থানে নামায পড়তে পারব? রাসূল (সদ.) বললেন, হ্যাঁ, পার। পুনঃ সে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি উটের বাথানে নামায পড়তে পারব? রাসূল (স) বললেন, না। –(মুসলিম)

বায়ু বের না হলে ওযূ ভাঙে না

হাদীস : ২৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নিজের পেটের মধ্যে কিছু অনুভব করে এবং সন্দেহ হয়, পেট থেকে কিছু বের হল কিনা, তখন সে যেন মসজিদ থেকে বের না হয়, যে পর্যন্ত না সে কোনো শব্দ শুনে অথবা দুর্গন্ধ পায়। –(মুসলিম)

দুধ পান করে ওযূ করতে হয় না

হাদীস : ২৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) দুধ পান করলেন। অতপর কুলি করলেন এবং বললেন, দুধের মধ্যে চর্বি থাকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

একবার ওযূ করে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়া যায়

হাদীস : ২৮৭ ॥ হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন এক ওযূ দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়লেন এবং নিজের মোজার উপর মাসেহ করলেন। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আজ এমন একটি কাজ করলেন, যা পূর্বে কখনও করেননি। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি ইচ্ছা করেই এমন করেছি, হে ওমর! –(মুসলিম)

ছাতু খেয়ে ওযূ করতে হয় না

হাদীস : ২৮৮ ॥ হযরত সুয়াইদ ইবনে নোমান (রা) বলেন, তিনি খায়বর যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সাথে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন ছাহরা পর্যন্ত পৌঁছলেন, আর এটা হল খায়বারের খুবই কাছে। রাসূল (স) তখন আসরের নামায পড়লেন। অতপর তিনি খাদ্য সামগ্রী তলব করলেন, কিন্তু ছাতু ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। তখন রাসূল (স) তাকে পানি দ্বারা তরল করতে আদেশ দিলেন, সুতরাং তা পানি দ্বারা তরল করা হল। অতপর রাসূল (স) তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং শুধু কুলি করলেন আর আমরাও কুলি করলাম। এ অবস্থায় তিনি নামায পড়লেন, অথচ ওযূ করলেন না। –(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বায়ু বের হলে গন্ধ না হলে ওযূ ভাঙে না

হাদীস : ২৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বায়ুর শব্দ অথবা গন্ধ ব্যতীত ওযূ আবশ্যক নয়। –(আহমদ ও তিরমিযী)

মযি বের হলে ওযূ করতে হবে

হাদীস : ২৯০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে মযি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, মযির কারণে ওযূ এবং মনির কারণে গোসল করতে হবে।–(তিরমিযী)

নামাযের চাবি হল পবিত্রতা

হাদীস : ২৯১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন; নামাযের কুঞ্জি হল তাহারাত, এর তাহরীম হল শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলা এবং তার তাহলীল হল শেষে সালাম বলা।–(আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী)

বাতকর্ম করলে ওযূ করতে হয়

হাদীস : ২৯২ ॥ হযরত আলী বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বাতকর্ম করবে তখন সে যেন ওযূ করে এবং তোমরা স্ত্রীলোকদের সাথে সঙ্গম করবে না তাদের পিছনদ্বার দিয়ে। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

চোখ হল গুহ্যদ্বারের ঢাকনা

হাদীস : ২৯৩ ॥ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, চক্ষুদ্বয় হল গুহ্যদ্বারের ঢাকনা সুতরাং চক্ষু যখন ঘুমায় ঢাকনা তখন খুলে যায়। -(দারেমী) যঈফ—৭৭

তবে পরের হাদীসটি সহীহ

ঘুমানোর আগে ওযু করতে হয়

হাদীস : ২৯৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পেছন দ্বারের ঢাকনা হল চক্ষুদ্বয়। সুতরাং যে ব্যক্তি গুমাবে সে যেন ওযূ করে। -(আবু দাউদ)

কাত হয়ে ঘুমালে ওযু করয হয়

হাদীস : ২৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় ওযূ সে ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে কাত হয়ে ঘুমিয়েছে। কেননা, যখন কেউ কাত হয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ শিথিল হয়ে পড়ে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) যঈফ—৭৮

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু করতে হবে

হাদীস : ২৯৬ ॥ হযরত বুসরা বিনতে ছাফওয়ান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে তখন ওযূ করবে। -(মালিক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

পুরুষাঙ্গ শরীরের অঙ্গ বিশেষ

হাদীস : ২৯৭ ॥ হযরত তালক ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোনো ব্যক্তির ওযূ করার পর নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সম্পর্কে। রাসূল (স) উত্তরে বলেছেন, তা তার শরীরের একটা অংশবিশেষ ছাড়া আর কি? -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

স্ত্রীকে চুম্বন করলে ওযু ভাঙে না

হাদীস : ২৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) কখনও তাঁর কোনো স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অতপর নামায পড়তেন, অথচ নতুন ওযূ করতেন না। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাদীসটির সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমাদের মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাছে উরওয়ার সূত্র আয়েশা থেকে অনুরূপভাবে ইব্রাহিম তাইমির সূত্র হযরত আয়েশা (রা) থেকে বিশুদ্ধ নয়। আর আবু দাউদ এই হাদীসটিকে মুরসাল করেছেন, আবু ইব্রাহিম তাইমী হাদীসটি আয়েশা (রা) থেকে শুনেননি।

ভেড়ার গোশত খেলে ওযু ভাঙে না

হাদীস : ২৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) ভেড়ার বাজুর গোশত খেলেন। অতপর আপন হাতকে আপন পায়ের তলায় চটে মুছে নিলেন, তারপর নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন, নতুন ওযূ করলেন না। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

গোশত খেলে ওযু ভাঙে না

হাদীস : ৩০০ ॥ উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে পাঁজরের ভুনা গোশত পেশ করলাম। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন। অতপর নামাযের জন্য দাঁড়ালেন, অথচ ওযূ করলেন না। -(আহমদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বকরীর কলিজা খেলে ওযু ভাঙে না

হাদীস : ৩০১ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল (স)-এর জন্য বকরীর পেটের গোশত ভুনা করে দিতাম। অতপর নামায পড়তেন, অথচ ওযূ করতেন না। -(মুসলিম)

বকরীর বাজুর গোশত খেলে ওযু ভাঙে না

হাদীস : ৩০২ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, তাঁকে একটি বকরী হাদিয়া দেয়া হল এবং তিনি তা ডেগে রাখলেন। এমন সময় রাসূল (স) তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ডেগে কি রাখা হয়েছে হে আবু রাফে? তিনি বললেন, একটি বকরী আমাদেরকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা ডেগে পাক করেছি। বললেন, আমাকে তার একটি বাজু দাও তো আবু রাফে। আমি তাঁকে একটি বাজু দিলাম। অতপর তিনি বললেন, আমাকে আর একটি বাজু দাও। সুতরাং আমি তাঁকে আরও একটি বাজু দিলাম। অতপর তিনি বললেন, আমাকে আর একটি বাজু দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বকরীর মাত্র দুটি বাজু হয়ে থাকে। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আঃ, তুমি যদি চুপ থাকতে, তাহলে আমাকে বাজুর পর বাজু দিতে থাকতে, যে পর্যন্ত তুমি চুপ থাকতে। অতপর রাসূল (স) পানি তলব

করলেন এবং কুলি করলেন, আর আপন আঙুলসমূহের মাথা ধুয়ে ফেললেন। অতপর নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন। অতপর রাসূল (স) তাঁদের কাছে পুনরায় ফিরে আসলেন এবং তাঁদের কাছে ঠাণ্ডা গোশত পেলেন। তিনি তা খেলেন, অতপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামায পড়লেন, কিন্তু পানি স্পর্শ করলেন না। –(আহমদ আবু রাফে থেকে এবং দারেমী ওবায়দা থেকে, কিন্তু দারেমী অতপর পানি তলব করলেন, থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি।)

রাসূল (স) খানা খেয়ে ওযূ করেন নি

হাদীস : ৩০৩ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি উবাই ইবনে কাব ও আবু তালহা তিনজন এক জায়গায় বসে গোশত ও রুটি খেলাম। অতপর আমি ওযূর পানি তলব করলাম, এটা দেখে তাঁরা বললেন, ওযূ করছ কেন? আমি উত্তর করলাম, এই যে খানা খেলাম তার জন্য। তাঁরা বললেন, পাক জিনিস খেয়ে কি ওযূ করবে? অথচ তোমার থেকে যিনি বহু উত্তম ছিলেন, তিনিও খানা খাওয়ার পর ওযূ করেননি। –(আহমদ)

কামনা বশত স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করলে ওযূ করতে হবে

হাদীস : ৩০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে, চুম্বন করা বা তাকে নিজের হাত দ্বারা স্পর্শ করা, লমস এর অন্তর্গত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুম্বন করবে অথবা হাতের দ্বারা স্পর্শ করবে, তার উপর ওযূ ওয়াজিব। –(মালিক ও শাফেঈ)

স্ত্রীকে চুম্বন করলে ওযূ করবে

হাদীস : ৩০৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুম্বন করার দরুন ওযূ করতে হবে। –(মালিক)

চুম্বন লমস এর অন্তর্গত

হাদীস : ২০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, চুম্বন করা লমস-এর অন্তর্গত। সুতরাং চুম্বন করে তোমরা ওযূ করবে।

শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে ওযূ করতে হবে

হাদীস : ৩০৭ ॥ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয হযরত তামীম দারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক প্রবাহমান রক্তের কারণেই ওযূ করতে হবে। –দারা কুতনী হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এটা তামীম দারী সাহাবী থেকে শুনেননি এবং তিনি তাঁকে দেখেনওনি এবং তার অপর রাবী ইয়াজিদ ইবনে খালিদ ও ইয়াজিদ ইবনে মুহাম্মদ উভয়ই মাজহুল।

চতুর্থ অধ্যায়

পায়খানা প্রস্রাবের আদব কায়দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কেবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে পায়খানায় বসবে না

হাদীস : ২০৮ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা পায়খানায় যাবে সামনে রাখবে না কেবলাকে অথবা পেছনে রাখবে না তাকে। পূর্বদিকে ফিরে বসে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।–(বোখারী ও মুসলিম)

ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ

হাদীস : ৩০৯ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন কেবলার দিকে মুখ করে পায়খানা অথবা প্রস্রাব করতে, ডান হাতে এস্তেঞ্জা করতে, এস্তেঞ্জার ঢিলা তিনটির কম নিতে এবং শুষ্ক গোবর অথবা হাড় দ্বারা ঢিলা নিতে। –(মুসলিম)

পায়খানায় যাওয়ার সময় দুআ পড়তে হয়

হাদীস : ৩১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) পায়খানায় যাওয়ার সময় বলতেন,

اللهم انى اعوذبك من الخبث والخبائث *আল্লাহ! তোমার কাছে নর ও নারী শয়তানসমূহের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।* –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) কবরের আযাব দেখতে পেতেন

হাদীস : ৩১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দুটি কবরের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। এ সময় বললেন, এদের উভয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু কোনো বিরাট ব্যাপারে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রস্রাব কালে আড়াল করত না। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, প্রস্রাব থেকে উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করত না। আর অপরজন একজনের কথা অন্যজনকে বলে দিত। অতপর রাসূল (স) একটা তাজা খেজুর শাখা নিয়ে তাকে দু ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন করলেন কেন? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দুটি না শুকায় সে পর্যন্ত তাদের শাস্তি লঘু করা হবে এ আশায়। −(বোখারী ও মুসলিম)

গাছের ছায়ায় পায়খানা করা নিষেধ

হাদীস : ৩১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু অভিসম্পাতের কারণ থেকে বেঁচে থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু অভিসম্পাতের কারণ কি জিনিস? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের চলার পথে অথবা ছায়ার স্থলে পায়খানা করে। −(মুসলিম)

পানি পান করার সময় পাত্রে নিশ্বাস ফেলবে না

হাদীস : ৩১৩ ॥ হযরত আবু কাতাদ-আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পানি পান করে, সে যেন পান-পাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ না করে এবং যখন সে পায়খানায় যায় তখন যেন নিজের ডান হাতে নিজের গুপ্তাঙ্গ না ধরে এবং নিজের ডান হাত দিয়ে এস্তেঞ্জা না করে। −(বোখারী ও মুসলিম)

বিজোড় সংখ্যক ঢিলা দিয়ে কুলুখ করতে হয়

হাদীস : ৩১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কেউ ওযূ করে সে যেন পানি দিয়ে নাক ঝাড়ে, আর যে কেউ ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করে সে যেন তাকে বিজোড় করে। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা করতেন

হাদীস : ৩১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পায়খানায় যেতেন, আর আমি ও অপর একটি বালক পানির পাত্র এবং মাথায় বর্ষাধারী একটি ছাড় নিয়ে যেতাম, তিনি সে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করতেন।−(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) পায়খানায় গেলে আংটি খুলে রাখতেন

হাদীস : ৩১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পায়খানায় যেতেন করতেন নিজের আংটিটি খুলে রাখতেন। −(আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী)

কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ তবে গরীব। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি মুনকার, অধিকন্তু তিনি খুলে রাখতেন এর পরিবর্তে রেখে দিতেন বলেছেন। মুনকার হিসেবে যঈফ—৮১

পায়খানা দূরে করা উচিত

হাদীস : ৩১৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মাঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন এতদূর যেতেন যে, শেষ পর্যন্ত কেউ তাকে দেখতে পেত না। −(আবু দাউদ)

প্রস্রাব করতে দেয়ালের আড়াল করতে হয়

হাদীস : ৩১৮ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম, তিনি যখন পেশাব করার ইচ্ছা করলেন, তখন একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম জায়গায় গেলেন এবং পেশাব করলেন। অতপর বললেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব করতে ইচ্ছা করে, তখন যেন এইরূপ স্থান তালাশ করে যাতে শরীরে পেশাবের ছিটা না পড়ে। −(আবু দাউদ) যঈফ—৮২

পায়খানায় বসে তারপর কাপড় উঠাতে হয়

হাদীস : ৩১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পায়খানার ইচ্ছা করতেন, নিজের কাপড় উঠাতেন না যতক্ষণ না মাটির নিকটবর্তী হতেন। −(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

হাড় গোবর দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ

হাদীস : ৩২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য, যেমন পিতা পুত্রের জন্য। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকি। তোমরা যখন পায়খানায় যাবে কেবলাকে সামনেও রাখবে না পেছনেও রাখবে না। এছাড়া তিনি তিনটি ঢিলা নিতে আদেশ করেছেন এবং শুকনা গোবর ও মাটিতে খাওয়া হাড় নিতে নিষেধ করেছেন এবং ডান হাতে এস্তেঞ্জা করতেও নিষেধ করেছেন। −(ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ডান হাত খাওয়ার জন্য বাম হাত এস্তেঞ্জার জন্য

হাদীস : ৩২১ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর ডান হাত ছিল তাঁর তাহারাত ও খাওয়ার জন্য এবং তাঁর বাম হাত ছিল তাঁর পায়খানা ও অপর অপছন্দনীয় কাজের জন্য। -(আবু দাউদ)

তিনটি ঢিলা দিয়ে এস্তেঞ্জা করলে পানি লাগে না

হাদীস : ৩২২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যকন তোমাদের কেউ পায়খানায় যায় তখন সে যেন সাথে তিনটি ঢিলা নিয়ে যায়, যা দিয়ে সে পবিত্রতা লাভ করবে। আর এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

-(আহমদ, আবু দাউ, দারেমী ও নাসাঈ)

গোবর ও হাড় জ্বিনদের খাদ্য

হাদীস : ৩২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা শুকনো গোবর এবং হাড় দিয়ে এস্তেঞ্জা করো না। কেননা, এটা তোমাদের ভাই জ্বিনদের খোরাক। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

কিন্তু ইমাম নাসায়ী বাক্যের উল্লেখ করেননি।

দাড়িতে জট পাকালে উম্মত বলে বিবেচিত হবে না

হাদীস : ৩২৪ ॥ হযরত রুয়াইফ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে রুয়াইফ! হয়ত আমার পরে তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তখন মানুষকে এ সংবাদ দিবে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়ি জট পাকাবে অথবা ঘোড়ার গলায় কবচ সুতা বাঁধবে অথবা পশুর গোবর বা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে, মুহাম্মদ (স) তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। -(আবু দাউদ)

খাদ্য খাওয়ার পর খিলাল করতে হয়

হাদীস : ৩২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরমা লাগায় সে যেন বিজোড় সংখ্যায় লাগায়। যে এমন করল সে যেন ভাল করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না। আর যে এস্তেঞ্জা করে সে যেন ঢিলা বিজোড় করে। যে এরূপ করল সে ভাল করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না। যে ব্যক্তি খানা খেল এবং খিলাল দ্বারা দাঁত থেকে কিছু বের করল, সে যেন তা বাইরে ফেলে দেয় এবং যারা জিহ্বা দ্বারা মথিত করে তা যেন গিলে ফেলে। যে এমন করল সে ভাল করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না এবং যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় সে যেন পরদা করে, যদি সে পরদা করতে বালি স্তুপীকৃত ছাড়া কিছু না পায়, তাহলে স্তুপকে যেন পিঠ দিয়ে বসে। কেননা, শয়তান মানুষের বসার স্থান নিয়ে খেলা করে, যে এরূপ করল ভাল করল, আর যে না করল মন্দ করল না।

-(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

গোসল খানায় প্রস্রাব করা ঠিক নয়

হাদীস : ৩২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আপন গোসলখানায় পেশাব না করে; অতঃপর সেখানে গোসল করে বা ওযূ করে। কেননা, অধিকাংশ ওয়াসওয়াসা এটা থেকে উৎপন্ন হয়। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

কিন্তু শেষোক্ত দুজন অতপর তথায় গোসল করে ও ওযূ করে, বাক্যের উল্লেখ করেনি।

গর্তে প্রস্রাব করা ঠিক নয়

হাদীস : ৩২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজেস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে কেননা, তাতে কোনো প্রাণী বা বিষাক্ত প্রানী থাকতে পারে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ)

চলাচলের পথে পায়খানা করা নিষেধ

হাদীস : ৩২৮ ॥ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি অভিশাপের যোগ্য কাজ, পানি ঘাটে, চলাচলের পথে ও ছায়ায় পায়খানা করা থেকে বেঁচে থাকবে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

দুজন একই সাথে একই পায়খানায় বসা ঠিক নয়

হাদীস : ৩২৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুজন এক সাথে যেন তাদের লজ্জাস্থান খুলে পরস্পরে কথা বলতে বলতে পায়খানা না করে। কেননা, আল্লাহতাআলা এতে ক্ষুব্ধ হন।

-(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

পায়খানা হলো জ্বিনদের আবাসস্থল

হাদীস : ৩৩০ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ পায়খানার স্থানসমূহই হচ্ছে জ্বিনদের উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে তখন সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নর ও নারী শয়তান সকল থেকে পানাহ চাচ্ছি। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

পায়খানায় বসে মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়

হাদীস : ৩৩১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তানের চোখ এবং মানুষের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা হচ্ছে যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যাবে তখন বিসমিল্লাহ বলা। −(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব এবং এর সনদ সবল নয়)

পায়খানা থেকে বের হয়ে দুআ পড়তে হয়

হাদীস : ৩৩২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। −(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

রাসূল (স) পায়খানা শেষে ওযু করতেন

হাদীস : ৩৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পাযখানায় যেতেন, আমি তাঁর জন্য কখনও তাওরে করে অথবা রাকাওয়ায় ভরে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি এস্তেঞ্জা করতেন, অতপর মাটিতে আপন হাত মুছতেন। অতপর আমি আরেক ভান্ড পানি আনতাম, তিনি তা দ্বারা ওযূ করতেন। −(আবু দাউদ, দারেমী ও নাসাঈ এর সমঅর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন)

প্রস্রাব করে ওযু করতে হয়

হাদীস : ৩৩৪ ॥ হযরত হাকাম ইবনে সুফিয়ান (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পেশাব করতেন, ওযূ করতেন এবং নিজের পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটিয়ে দিতেন। −(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ওজর বশত পাত্রে প্রস্রাব করা যায়

হাদীস : ৩৩৫ ॥ হযরত উমাইয়া বিনতে রুকাইকাহ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর খাটের নীচে একটি কাঠের গামলা ছিল, যাতে তিনি রাতে পেশাব করতেন। −(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

দাঁড়িয়ে প্রসাব করা জায়েয নয়

হাদীস : ৩৩৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে দেখলেন, আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করছি। তখন তিনি বললেন, হে ওমর, দাঁড়িয়ে পেশাব করো না, অতপর আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।
যঈফ−৮৫ −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

শায়খ মুহিউসসুন্নাহ বাগাবী (র.) বলেন, হযরত হুজায়ফা (রা) থেকে সহীহ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, নবী করীম (স) কোনো এক গোত্রের আবর্জনা স্থানে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বসে প্রস্রাব করতেন

হাদীস : ৩৩৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যে বলে রাসূল (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তোমরা তার সমর্থন করো না। তিনি সর্বদা বসে পেশাব করতেন। −(আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

হযরত জিব্রাইল (আ) ওযু ও নামায শিখিয়ে দিলেন

হাদীস : ৩৩৮ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, প্রথম যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করা হচ্ছিল, তখন হযরত জিব্রাইল (আ) তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে ওযূ ও নামায শিক্ষা দিলেন এবং যখন তিনি ওযূ সমাপ্ত করলেন, এক কোষ পানি নিলেন এবং তা আপন পুরুষাঙ্গের উপর ছিটিয়ে দিলেন।
−(আহমদ ও দারে কুতনী)

ওযুর সময় পুরুষাঙ্গে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়

হাদীস : ৩৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে হযরত জিব্রাইল (রা) এলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! যখন ওযূ করবেন তখন পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটাবেন। −(তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, হাসান ইবনে আলী হাশেমী মুনকার রাবী) যঈফ মুনকার−৮৬

প্রস্রাব করে সব সময় ওযু না করলেও চলে

হাদীস : ৩৪০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) পেশাব করলেন এবং হযরত ওমর তাঁর পেছনে পানির একটি ভাণ্ড নিয়ে দাঁড়ালেন। রাসূল (স) বললেন, ওমর এটা কি? ওমর বললেন, পানি, আপনার ওযূ করার জন্য। রাসূল (স) বললেন, আমি এ জন্য আদিষ্ট হইনি, যখনই পেশাব করব তখনই ওযূ করব, যদি আমি সর্বদা এমন করি তাহলে এটা সুন্নত হয়ে যাবে। −(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ−৮৭

পবিত্রতাকে আল্লাহ ভালবাসেন

হাদীস : ৩৪১ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, হযরত জাবির ও হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين

সেখানে এমন লোকেরা রয়েছে, যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ পাবিত্রতা লাভকারীদের ভালবাসেন। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আনসারগণ! আয়াত দ্বারা আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করলেন, পবিত্রতার ব্যাপারে। তোমাদের পবিত্রতা কী? তাঁরা বললেন, আমরা নামাযের জন্য ওযূ করে থাকি, নাপাক থেকে গোসল করে থাকি এবং পানি দ্বারা শুচি লাভ করে তাকি। রাসূল (স) বললেন, এরা তারা, যাদের জন্য আল্লাহ প্রশংসা করলেন, সুতরাং তোমরা সর্বদা এ কাজ করতে থাকবে। –(ইবনে মাজাহ)

আড়াল থাকলে কিবলার দিকেও মুখ করে প্রস্রাব করা যায়

হাদীস : ৩৪২ ॥ তাবেঈ হযরত মারওয়ান আসফার বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে দেখলাম তিনি কিবলার দিকে নিজের সওয়ারীর উটকে বসালেন, অতপর বসে তার দিকে পেশব করতে লাগলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! এটা থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন, না তো; বরং খোলা জায়গায় এরূপ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার আর কিবলার মধ্যে কোনো এমন জিনিস হয় যা তোমাকে আড়াল করবে, তখন তা থেকে কোনো ক্ষতি নেই। –(আবু দাউদ)

পায়খানা থেকে বের হবার পর দুআ

হাদীস : ৩৪৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, 'সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করলেন এবং আমাকে নিরাপদ করলেন।" –(ইবনে মাজাহ)

জ্বিনদের অনুরোধেই গোবর কয়লা হাড় দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ করা হল

হাদীস : ৩৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যখন জ্বিনের প্রতিনিধি দল রাসূল (স)-এর কাছে পৌছলেন, বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতকে নিষেধ করে দিন তারা যেন হাড়, শুষ্ক গোবর ও কয়লার দ্বারা ঢিলা না নেয়। কেননা, আল্লাহপাক এতে আমাদের রিযিক রেখেছেন। অতএব, সে মতে রাসূল (স) এগুলো থেকে আমাদের নিষেধ করে দিলেন। –(আবু দাউদ)

ডান হাত দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৪৫ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, মুশরিকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে বিদ্রূপ করে বলল, দেখছি তোমাদের বন্ধু তোমাদেরকে পায়খানায় বসার নিয়ম পর্যন্ত বলে দিচ্ছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন কেবলার দিকে মুখ না করি, ডান হাতে আবদস্ত না করি এবং শুচিকালে তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার না করি এবং এতে যেন গোবর ও হাড় না থাকে। –(মুসলিম ও আহমদ)

প্রস্রাবের সময় আড়াল করতে হয়

হাদীস : ৩৪৬ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাসান (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সামনে বের হলেন, আর হাতে তাঁর একটি চামড়ার ঢাল বর্ম ছিল। তিনি তা মাটিতে রাখলেন। অতপর বসলেন এবং তার দিকে ফিরে পেশাব করলেন। তখন তাদের কেউ একজন বলে উঠল, দেখ এ লোকটি স্ত্রী লোকের ন্যায় পেশাব করছে। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ধ্বংস হও! তুমি কি জান না, বনী ইস্রাঈলের এক ব্যক্তি কি ঘটিয়েছিল। তাদের গায়ে যখন পেশাব লাগত তখন তারা তা কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলত। সে ব্যক্তি তাদেরকে এ কাজ করা থেকে নিষেধ করল, ফলে তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হল। –(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং নাসায়ী তা থেকে এবং আবু মুসা বর্ণনা করেছেন)

পঞ্চম অধ্যায়

মিসওয়াক করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) মিসওয়াকের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন

হাদীস : ৩৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি না আমার উম্মতের কষ্টে ফেলব মনে করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে হুকুম করতাম এশার নামায বিলম্বে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে মিসওয়াক করতেন

হাদীস : ৩৪৮ ‖ তাবেঈ হযরত শুরাইহ ইবন হানী (র.) বলেন, একবার আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন কোন কাজ প্রথমে করতেন? তিনি বললেন, মিসওয়াক। –(মুসলিম)

তাহাজ্জুদের আগে মিসওয়াক করতে হয়

হাদীস : ৩৪৯ ‖ হযরত হুজাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, প্রথমে মিসওয়াক দ্বারা নিজের মুখ পরিষ্কার করতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

গোঁফ ছোট এবং দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

হাদীস : ৩৫০ ‖ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দশটি বিষয় হল সনাতন স্বভাবের অন্তর্গত, গোঁফ ছোট করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, গুপ্তস্থানের লোম কাটা ও এস্তেঞ্জা করা। রাবী বলেন, দশমটি আমি ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত ওটা কুলিকরা হবে। –(মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় দাড়ি লম্বা করার স্থলে খতনা করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, আমি তা বুখারী, মুসলিম ও হুদাইদীর কিতাবে তালাশ করে পাইনি। অবশ্য জযরী উহাকে জামেউল উসূলে এবং খাত্তাবী মাআলেমুস সুনানে আবু দাউদ থেকে সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসার প্রমুক বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ হাদীস প্রথম পরিচ্ছেদে আনা ঠিক হয়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিসওয়াক করলে আল্লাহ খুশী হন

হাদীস : ৩৫১ ‖ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মিসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়। –(শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী ও নাসায়ী এবং বুখারী বিনা সনদে)

চারটি জিনিস রাসূলগণের সুন্নতের অন্তর্গত

হাদীস : ৩৫২ ‖ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, চারটি বিষয় নল রাসূলগণের সুন্নতের অন্তর্গত, (১) লজ্জা করা, অন্য বর্ণনায় এর স্থলে খতনা করা রয়েছে। (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা। (৩) মিসওয়াক করা ও (৪) বিবাহ করা। –(তিরমিযী)

নিদ্রা থেকে জেগে মিসওয়াক করে ওযু করতে হয়

হাদীস : ৩৫৩ ‖ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই নিদ্রা যেতেন রাতে কিংবা দিনে, অতপর জাগার পর তখনই মিসওয়াক করতেন ওযু করার আগেই। –(আহমদ ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) নিয়মিত মিসওয়াক করতেন

হাদীস : ৩৫৪ ‖ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) মিসওয়াক করতেন, অতপর ধোয়ার জন্য তা আমাকে দিতেন। আমি তা দিয়ে নিজে মিসওয়াক করতাম, অতপর ধুয়ে ফেলতাম এবং তাঁকে প্রদান করতাম। –(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বয়োজ্যেষ্ঠকে মান্য করতে হয়

হাদীস : ৩৫৫ ‖ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করছি। এ সময় আমার কাছে দুজন লোক এলো, যাদের মধ্যে একজন অপরজন থেকে বড়। আমি ছোটজনকেই আমার মিসওয়াক দিয়েছিলাম। তখন আমাকে বলা হল, বড়জনকেই দিন। অতপর আমি তাদের বড়জনকেই দিলাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

মিসওয়াকের জন্য তাগাদা দেয়া হতো

হাদীস : ৩৫৬ ‖ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই জিব্রাঈল (আ) আমার কাছে আসতেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার জন্য বলতেন, যাতে আমার ভয় হচ্ছিল, আমি আমার মুখের সামনের দিক ক্ষয় করে দিব। –(আহমদ)

মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূল (স) বেশি ওয়াজ করেছেন

হাদীস : ৩৫৭ ‖ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মিসওয়াক সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অতি বেশি বললাম। –(বোখারী)

নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করা উচিত

হাদীস : ৩৫৮ ॥ তাবেঈ হযরত আবু সালাম (র.) সাহাবী হযরত হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যদি না আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলার আশংকা করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম এবং এশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বে করে দিতাম। আবু সালামা বলেন, হযরত যায়িদ ইবনে খালিদ (রা) নামাযে উপস্থিত হতেন আর তাঁর মিসওয়াক তাঁর কানে থাকত, লেখকের কলম যেখানে থাকে সেখানে। যখনই তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করতেন। অতপর তাকে পুনরায় তার স্থানে রেখে দিতেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

আবু দাউদ এশার নামায পিছিয়ে দিতাম, বাক্য ছাড়া বাকীটুকু বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

বড়জনকে মিসওয়াক দিতে হয়

হাদীস : ৩৫৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) মিসওয়াক করছিলেন, তখন সেখানে দু ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। যাদের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে বড়। তখন তাঁর প্রতি মিসওয়াকের ফযিলত সম্পর্কে ওহী করা হল, মিসওয়াকটি তাদের বড়কে দিন। -(আবু দাউদ)

মিসওয়াক করে নামায পড়লে তার সওয়াব বেশি

হাদীস : ৩৬০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নামাযের জন্য মিসওয়াক করা হয় তার ফযিলত ঐ নামাযের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি. যার জন্য মিসওয়াক করা হয় না। -(বায়হাকী শোবাআবুল ঈমানে)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওযূর নিয়ম ও সুন্নতের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে রাখবে না

হাদীস : ৩৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে ওঠে। তখন সে যেন আপন হাত পানির পাত্রে ডুবায় যে পর্যন্ত না তা তিনবার ধুয়ে নেয়। কেননা, সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষ ঘুমালে শয়তান নাকের বাশীর উপর রাত কাটায়

হাদীস : ৩৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে এবং ওযূ করবে, তখন সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে। কেননা, শয়তান তার নাকের বাঁশীতে রাত কাটিয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেমকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) কিভাবে ওযূ করতেন? এ কথা শুনে তিনি ওযূর পানি আনালেন, অতপর দু হাতের উপর তা ঢাললেন এবং দু হাত কব্জি পর্যন্ত দু বার করে ধুলেন, অতপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, তিন বার করে। অতপর মুখমণ্ডল ধুলেন তিনবার করে, অতপর দু হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন দুবার করে, অতপর মাথা মাসেহ করলেন দু হাত দিয়ে, সম্মুখের দিক থেকে ও পেছনের দিক থেকে, মাতার সামনের দিক থেকে শুরু করে, দু হাত ঘাড়ের দিকে নিলেন, অতপর দু হাতকে পুনরায় ফিরালেন সামনের দিকে, এমন কি পৌছলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে, অতপর দু পা ধুলেন। -(মালিক, নাসাঈ এবং আবু দাউদও এরূপ বর্ণনা করেছেন। জামেউল উসূল প্রণেতা এটা বর্ণনা করেছেন।)

কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেমকে বলা হল, আপনি আমাদেরকে ওযূর ন্যায় ওযূ করে দেখান। তিনি একটি পানির পাত্র আনালেন, অতপর তা কাত করে পাত্র থেকে কিছু পানি হাত দুটির উপর ঢাললেন এবং হাত দুটিকে তিন বার করে ধুলেন। অতপর হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং পানি নিলেন হাত বের করলেন এবং সেই এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি ঝাড়লেন, আর এরূপ তিন বার মুখমন্ডল ধুলেন, আবার তিনি পাত্রে হাত প্রবেশ করালেন এবং পানি বের করলেন এবং দু হাত কনুই পর্যন্ত দু দু বার করে ধুলেন। আবার তিনি হাত প্রবেশ করালেন এবং বের করে এরূপে নিজের মাথা মাসেহ করলেন। সামনের দিক থেকে শুরু করে হাত পেছনের দিকে টানলেন, আবার পেছন দিক থেকে শুরু করে সামনের দিকে আনলেন। তারপর দু পা ছোট গিরা পর্যন্ত ধুলেন। তারপর বললেন, এরূপই ছিল রাসূল (স)-এর ওযূ।

অপর এক বর্ণনায় আছে, দু হাতকে সামনে থেকে পেছন দিকে এবং পেছন দিক থেকে সামনের দিকে টানলেন মাথার সামনের দিক থেকে আরম্ভ করলেন এবং পেছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, পুনরায় দু হাতকে সামনের দিকে ফিরালেন, এমন কি যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন, সে স্থানে পৌছলেন, অতপর দু পা ধুলেন।

অপর বর্ণনায় আছে, তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও ঝাড়লেন। তিন বার তিন কোষ পানি দিয়ে।

অন্য বর্ণনায় আছে, কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, সেই এক কোষ পানি দিয়ে।

অন্য বর্ণনায় আছে, কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন সেই এক কোষ পানি দিয়ে, এরূপই তিন বার করলেন।

বোখারীর এক বর্ণনায় আছে, মাথা মাসেহ করলেন, দু হাতকে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে এবং পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে টানলেন একবার। অতপর দু পা ধুলেন ছোট গিরা পর্যন্ত।

বোখারীর অপর বর্ণনায় আছে, কুলি করলেন ও নাক ঝাড়লেন তিন বার। এক কোষ পানি দিয়েই।

ওযূর সময় পায়ের গোড়ালী ভালভাবে ধুতে হবে

হাদীস : ৩৬৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এর সাথে মক্কা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পথে যখন রাস্তায় একটি পানির কুয়ার কাছে পৌছলাম, আমাদের মধ্যকার কতক লোক আসরের সময় তাড়াতাড়ি ওযূ করতে গেলেন এবং তাড়াহুড়া করে ওযূ করলেন। অতপর আমরা তাদের কাছে পৌছলাম, দেখলাম, তাদের পায়ের গোড়ালী শুষ্ক, চক্ চক্ করছে। সেখানে পানি পৌছেনি, এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, সর্বনাশ গোড়ালীসমূহের ৬ অংশ দোযখে যাবে, পূর্ণভাবে ওযূ করবে। −(মুসলিম)

ওযূ করলে পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা যায়

হাদীস : ৩৬৪ ॥ হযরত মুগিরা এবনে শোবা (রা) বলেন, রাসূল (স) ওযূ করলেন এবং মাসেহ করলেন, নাসিয়ার উপর এবং পাগড়ীর উপর ও মোজাদ্বয়ের উপর। −(মুসলিম)

প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত

হাদীস : ৩৬৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যথাসম্ভব তাঁর প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করাকে ভালবাসতেন, তাহারাতে মাথা আঁচড়ানো ও জুতা পরনে। −(বোখারী ও মুসলিম)

প্রয়োজনে রাসূল (স) ওযূর অঙ্গ একবার ধুয়েছেন

হাদীস : ৩৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ওযূ করলেন। এক এক বার করে। এক বারের বেশি ধুলেন না। −(বোখারী)

রাসূল (স) কোনো সময় ওযূর অঙ্গ দু বার ধুয়েছেন

হাদীস : ৩৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) ওযূ করলেন, দু বার করে।−(বোখারী)

ওযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার ধুতে হয়

হাদীস : ৩৬৮ ॥ হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি একদিন মাকায়েদ নামক স্থানে ওযূ করতে বসলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (স)-এর ওযূ দেখাব না? অতপর তিনি ওযূ করলেন তিন বার করে। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিছু পরার সময় ডান দিক থেকে শুরু করবে

হাদীস : ৩৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কিছু পরবে, যখন ওযূ করবে, ডান দিক থেকে শুরু করবে। −(আহমদ ও আবু দাউদ)

ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়

হাদীস : ৩৭০ ॥ হযরত সাঈদ এবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ওযূর শুরুতে যে বিসমিল্লাহ পড়েনি তার ওযূ হয়নি।−(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু আহমদ ও আবু দাউদ এটা আবু হুরায়রা থেকে এবং দারেমী আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ তাঁদের বর্ণনায় তার প্রথমে এ কথা বৃদ্ধি করেছেন, যার ওযূ নেই তার নামাযও নেই।

ওযূতে পূর্ণভাবে অঙ্গগুলো ধুতে হয়

হাদীস : ৩৭১ ॥ হযরত লকিত ইবনে সাবেরাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ওযূর কথা বলুন, রাসূল (স) বললেন, ওযূতে সকল স্থান পূর্ণভাবে ধুতে হবে। আঙুলসমূহের মধ্যে খিলাল করবে এবং নাকে ভালভাবে পানি পৌছবে, যদি না তুমি রোযাদার হও। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ। ইবনে মাজাহ ও দারেমী আঙুলসমূহের মধ্যে পর্যন্ত বর্ণনা করেনে।)

ওযূর সময় হাত ও পায়ের আঙুলসমূহ খিলাল করতে হয়

হাদীস : ৩৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি ওযূ করবে তখন তোমার দু হাতের ও দু পায়ের আঙুলসমূহ খিলাল করবে। -(তিরমিযী। ইবনে মাজাহও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, ইমাম তিরমিযী হাদিসটি গরীব বলেছেন।)

ওযূর করলে পায়ের আঙুল খিলাল করতে হয়

হাদীস : ৩৭৩ ॥ হযরত মুসতাওরিদ ইবন শাদ্দাদ (রা) বলেন, আমি দেখেছি, রাসূল (স) যখন ওযূ করতেন, বাম হাতের ছোট আঙুল দিয়ে দু পায়ের আঙুলসমূহকে মলতেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ওযূ করতে দাড়িও খিলাল করতে হয়

হাদীস : ৩৭৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ওযূ করতেন এক কোষ পানি নিতেন। অতপর তা চিবুকের নীচ দিয়ে দাড়িতে প্রবেশ করাতেন এবং তা দিয়ে দাড়িকে খিলাল করতেন এবং বলতেন, পরওয়ারদিগার আমাকে এমন করতে আদেশ করেছেন। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) ওযূর সময় দাড়ি খিলাল করতেন

হাদীস : ৩৭৫ ॥ হযরত ওসমান (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) ওযূর সময় নিজের দাড়ি খিলাল করতেন।
-(তিরমিযী ও দারেমী)

রাসূল (স)-এর নিয়মে ওযূ করতে হয়

হাদীস : ৩৭৬ ॥ তাবেঈ হযরত আবু হায়্যাহ্ (র.) বলেন, আমি হযরত আলী মুরতাযাকে ওযূ করতে দেখেছি, তিনি প্রথমে কব্জিদ্বয় ধুলেন এবং পরিষ্কার করে নিলেন, অতপর তিন বার কুলি করলেন ও তিন বার নাকে পানি দিলেন, তারপর তিন বার মুখমণ্ডল ও তিন বার করে দু হাত কনুই পর্যন্ত দুলেন। অতপর একবার নিজের মাথা মাসেহ করলেন, অতপর দু পা ছোট গিরা পর্যন্ত দুলেন। অতপর তিনি দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট পানি নিয়ে তা পান করলেন দাঁড়ান অবস্থায়। অতপর বললেন, আমি এটা পছন্দ করলাম, তোমাদেরকে দেখাই রাসূল (স)-এর ওযূ কেমন ছিল।
-(তিরমিযী ও নাসাঈ)

সাহাবাগণ রাসূল (স)-এর মতো ওযূ করতেন

হাদীস : ৩৭৭ ॥ তাবেঈ হযরত আবদে খায়ের (র.) বলেন, আমরা বসে হযরত আলীর দিকে তাকিয়েছিলাম যখন তিনি ওযূ করছিলেন। তিনি ডান হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং পানি দিয়ে মুখ ভরে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, অতপর বাম হাত দিয়ে তা ঝাড়লেন। এরূপ তিনি তিন বার করলেন। অতপর বললেন, কেউ যদি রাসূল (স)-এর ওযূ দেখে আনন্দ লাভ করতে চায়, তবে দেখুক, এটাই ছিল তাঁর ওযূ। -(দারেমী)

ওযূর সময় তিন বার কুলি করতে হয়

হাদীস : ৩৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি কুলি করছেন ও নাকে পানি দিয়েছেন একই কোষ দিয়ে। তিনি এমন তিন বার করেছেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ওযূতে দু কান মাসেহ করতে হয়

হাদীস : ৩৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ওযূতে মাসেহ করেছেন মাথা এবং দু কাজ দুই কানের ভেতর দিক, দু শাহাদত আঙুল দিয়ে তাদের বাইরের দিক দু বৃদ্ধা আঙুল দিয়ে। -(নাসাঈ)

রাসূল (স) ওযূর সময় দু আঙুল কানে ঢুকাতেন

হাদীস : ৩৮০ ॥ হযরত রুবাইয়ে বিনতে মুআব্বেয (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে ওযূ করতে দেখেছেন। তিনি বললেন, মাতা মাসেহ করলে তা সামনের দিক ও পেছন দিক এবং দু কানপট্টি ও দু কান এক বার করে। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) ওযূ করলেন এবং দু আঙুল দু কানের ছিদ্রে ঢুকালেন। -(আবু দাউদ। তিরমিযী প্রথম অংশ এবং আহমদ ও ইবনে মাজাহ দ্বিতীয় অংশ বর্ণনা করেছেন।)

ওযুতে মাথা মাসেহ করতে হয়

হাদীস : ৩৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে ওযূ করতে দেখেছেন এবং এটাও শুনেছেন যে, রাসূল (স) মাথা মাসেহ করলেন এমন পানি দিয়ে, যা তার হস্তদ্বয়ের পানি উদ্বৃত্ত নয়। -তিরমিযী এবং মুসলিম কিছু অধিকসহ বর্ণনা করেছেন।)

ওযুতে দু চোখের কোণ মলতে হয়

হাদীস : ৩৮২ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) একবার রাসূল (স)-এর ওযূর কথা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ওযুতে তিনি দু চোখের কোণ মললেন এবং বললেন, কান দুটি মাথারই অংশ। -(ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও তিরমিযী।)

কিন্তু আবু দাউদ ও মিরমিযী এটাও বর্ণনা করেছেন, এ হাদীসের অপর রাবী হাম্মাদ বলেন, আমি জানি না কান দুটি মাথারই অংশ কথাটি কার। আবু উমামার না রাসূল (স)-এর। যঈফ — ৯২

রাসূল (স)-এর নিয়ম বহির্ভূত কোনো কাজ করা ঠিক নয়

হাদীস : ৩৮৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন, রাসূল (স)-এর কাছে এক বেদুঈন এসে তাঁকে ওযূ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাকে তিনি তিনবার করে দেখালেন। অতপর বললেন, ওযূ এরূপ, যে এর উপর বাড়াল সে মন্দ কাজ করল, সীমালঙ্ঘন করল ও যুলুম করল। -(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আবু দাউদ অনুরূপ অর্থে।)

ওযুতে সীমালঙ্ঘন করা ঠিক নয়

হাদীস : ৩৮৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পুত্রকে এরূপ বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বেহেশতের ডান দিকের সাদা বালাখানাটি চাই। এ কথা শুনে তিনি বললেন, বাবা! আল্লাহর কাছে শুধু বেহেশত ভিক্ষা কর এবং দোযখ থেকে পানাহ চাও। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সহসাই এ উম্মতের মধ্যে এমন সব লোক আসবে, যারা ওযূ এবং দোআতে সীমালঙ্ঘন করবে। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

শয়তান ওযুতে ওয়াসওয়াসা দেয়

হাদীস : ৩৮৫ ॥ হযরত উবাই ইবন কাব (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ওযূর মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয়ার জন্য একটি শয়তান রয়েছে, যাকে বলা হয় 'ওলাহান'। সুতরাং পানির ওয়াসওয়াসা থেকে সতর্ক থাকবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব, এর সনদ সবল নয়। কারণ রাবী খারেজা ইবনে মোসহাব মুহাদ্দেসীনের কাছে সবল নয়। অথচ তিনি ছাড়া এ হাদীস কেউ মারূফ সূত্রে বর্ণনা করেননি। নিতান্তই যইফ-৯৩

পরণের কাপড় দিয়ে ওযূর পানি মুছা যায়

হাদীস : ৩৮৬ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, যখন তিনি ওযূ করতেন, আপন কাপড়ের কিনারা দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন। -(তিরমিযী) যঈফ — ৯৪

ওযূ করে অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতে হয়

হাদীস : ৩৮৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর একটি পৃথক কাপড় খণ্ড ছিল, যা দিয়ে তিনি ওযূর পরে তাঁর ওযূর অঙ্গসমূহ মুছে নিতেন। -(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি সবল নয়। এর রাবী আবু মুআয মুহাদ্দেসীনের কাছে দুর্বল।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যঈফ — ৯৫

ওযূর অঙ্গসমূহ এক বার দু বার, তিন বার ধোয়া যায়

হাদীস : ৩৮৮ ॥ হযরত সাবিত ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বকরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কি হযরত জাবির (রা) বলেছেন, রাসূল (স) ওযূ করেছেন, কখনও এক বার কখনও দু বার, আবার কখনও তিন তিন বার করে। তিনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যঈফ — ৯৬

রাসূল (স) দু বার করে ওযূর অঙ্গ ধুতেন

হাদীস : ৩৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন ওযূ করলেন, দু দু বার করে এবং বললেন, এটা এক নূরের উপর আর এক নূর। হাদীসটি জাল, ভিত্তিহীন-৯৭

হযরত ইব্রাহীম (আ) ওযুতে অঙ্গগুলো তিন বার ধুতেন

হাদীস : ৩৯০ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন ওযূ করলেন, তিন তিন বার করে এবং বললেন, এটা আমার ওযূ এবং আমার পূর্বেকার নবীগণের ওযূ। বিশেষ করে হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর ওযূ। (রাযীন হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন। নববী শরহে মুসলিমে দ্বিতীয়টিকে যঈফ বলেছেন।)

প্রতি নামাযের জন নতুন ওযূ করা উচিত

হাদীস : ৩৯১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্যই নতুন ওযূ করতেন এবং আমাদের কোনো ব্যক্তির জন্য এক ওযূই যথেষ্ট, যে পর্যন্ত না সে ওযূ ভঙ্গ হয়। –(দারেমী)

ওযূ করলে শরীর পবিত্র হয়

হাদীস : ২৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউদ ও ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ওযূ করল এবং বিসমিল্লাহ পড়ল, সে তার সমস্ত শরীর পবিত্র করল। আর যে ওযূ করল অথচ বিসমিল্লাহ পড়ল না, সে কেবল তাঁর ওযূর স্থানসমূহকেই পবিত্র করল।

ওযূর সময় হাতে আংটির নীচে পানি পৌঁছতে হবে

হাদীস : ৩৯৩ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামাযের ওযূ করতেন, আপন আঙুলের আংটি নাড়া দিতেন। –(দারা কুতনী উপরোক্ত হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজাহ শুধু দ্বিতীয়টি বর্ণনা করেছেন।)

ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করতে হয়

হাদীস : ৩৯৪ ॥ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান (র.) বলেন, একদিন আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো আপনার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রত্যেক নামাযের জন্যই নতুন ওযূ করতেন, তিনি ওযূর সাথে থাকেন বা বিনা ওযূতে, তা তিনি কার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন? ওবায়দুল্লাহ উত্তর করলেন, হযরত আসমা বিনতে যায়েদ ইবনে কাত্তাব তাঁকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা আলগাসীল সাহাবী তাঁকে বর্ণনা করেছেন, প্রথমে রাসূল (স)-কে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্যই নতুন ওযূ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি ওযূর সাথে থাকুন বা বিনা ওযূতে। যখন এটা রাসূল (স)-এর উপর কঠিন হল, তখন প্রত্যেক নামাযের জন্য মিসওয়াক করতে নির্দেশ দেয়া হল এবং ওযূ ভঙ্গ ছাড়া ওযূ করা তাঁর জন্য মওকুফ করা হল। ওবায়দুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ মনে করতেন, এ ব্যাপারে তাঁর শক্তি রয়েছে, অতএব, তিনি তা করে গেছেন, নিজের মৃত্যু পর্যন্ত। –(আহমদ)

ওযূতে পানি অপচয় করা ভাল নয়

হাদীস : ৩৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে পৌঁছলেন, সাদ তখন ওযূ করছিলেন। রাসূল (স) বললেন, এ অপচয় কেন সাদ? সাদ উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওযূতেও কি অপচয় আছে? রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়! যদিও তুমি প্রবাহমান নদীর ধারে হও। –(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

সপ্তম অধ্যায়

গোসলের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহবাসে বীর্য বের না হলে গোসল ফরয হয় না

হাদীস : ৩৯৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোসল ফরয নয় পানি (বীর্য) ছাড়া।–(মুসলিম)

উভয়ের যৌনাঙ্গ মিলিত হলে গোসল ফরয হয়

হাদীস : ৩৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের চার শাখায় (দুই হাত ও দুই পায়ের) সামনে বসে এবং (সঙ্গমে রত হয়ে বীর্যপাতের জন্য) প্রয়াস পায়, তখন নিশ্চয় গোসল ফরয হয়, যদিও সে বীর্যপাত না করে। –(বোখারী ও মুসলিম)

স্বপ্নদোষ হলে বীর্য দেখা গেলে গোসল ফরয হয়

হাদীস : ৩৯৮ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, একদিন উম্মে সুলাইম বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহপাক হক কথা বলতে লজ্জা করেন না, অতএব আমি লজ্জা করব না। স্ত্রীলোকের উপর কি গোসল ফরয হয়? যখন তার স্বপ্নদোষ হয়? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখে। এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালামা লজ্জায় নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ কি আশ্চর্য! তার সন্তান তার সাদৃশ হয় কেমন করে? –(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মে সুলাইমের বর্ণনার মাধ্যমে এ কথাগুলো অধিক বলেছেন, রাসূল (স) এ কথাও বলেছেন যে, পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা ও হলদে। উভয়ের মধ্যে যেটিই জয়ী হয় অথবা গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে, সাদৃশ্য হয় তারই।

রাসূল (স) চার সের পানি দিয়ে গোসল করতেন

হাদীস : ৩৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রায় এক সের পানি দিয়ে ওযূ করতেন এবং প্রায় চার থেকে পাঁচ সের পানি দিয়ে গোসল করতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

স্বামী-স্ত্রী এক পাত্র থেকে ফরয গোসল করা যায়

হাদীস : ৪০০ ॥ হযরত মুয়াজ বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি এবং রাসূল (স) আমার ও তাঁর মধ্যস্থলে রক্ষিত একটি মাত্র পাত্র থেকে একসাথে গোসল করতাম। তিনি তাড়াতাড়ি করে আমার আগে পানি নিতেন। আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন। মুয়াজ বলেন, তখন তাঁরা উভয়েই নাপাক অবস্থায় থাকতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

ফরয গোসলের আগে প্রথমে দু হাত ধুতে হয়

হাদীস : ৪০১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নাপাকীর গোসল করতেন, এভাবে শুরু করতেন, প্রথমে দু হাত কব্জি পর্যন্ত ধুতেন, অতপর ওযূ করতেন যেভাবে নামাযের জন্য ওযূ করতে হয়। তারপর আঙুলসমূহ পানিতে ডুবাতেন এবং তা দিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন, অতপর দু হাত দিয়ে মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন, তারপর শরীরের সর্বস্থানে পানি প্রবাহিত করতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) এরূপে শুরু করেন, পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে প্রথমে দু হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন, অতপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন এবং তা দিয়ে লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতেন, অতপর ওযূ করতেন।

ফরয গোসল করতে লজ্জাস্থান ধুতে হয়

হাদীস : ৪০২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মায়মুনা (রা) বলেছেন, এক বার আমি রাসূল (স)-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম, অতপর একটা কাপড় দিয়ে তাকে পর্দা করলাম। তিনি প্রথমে নিজের দু হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং তা ধুলেন, অতপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর কিছু পানি ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধুলেন, অতপর হাত মাটিতে মারলেন এবং তাকে মুছে নিলেন। পুন হাত ধুলেন, কুলি করলেন, নাকে পানি ঢাললেন এবং সমস্ত অঙ্গে পানি প্রবাহিত করলেন। এরপর তিনি কিছু সরে গিয়ে দু পা ধুলেন, অতপর আমি তাঁকে কাপড় দিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না, হস্তদ্বয় ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন।

–(বোখারী ও মুসলিম। কিন্তু পাঠ বোখারীর)

হায়েযের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়

হাদীস : ৪০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আনসারীদের এক স্ত্রীলোক রাসূল (স)কে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাকে বলে দিলেন, কিভাবে তা করবে। অতপর বললেন, মেশকের সুগন্ধিযুক্ত একটা কাপড়ের খণ্ড নিবে এবং তা দিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা দিয়ে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? রাসূল (স) আবার বললেন, পবিত্রতা অর্জন করবে। সে পুন বলল, আমি কিভাবে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করব? রাসূল (স) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি তাকে আমার দিকে টেনে নিলাম এবং চুপি চুপি বললাম, রক্ত ক্ষরণের পর তা দিয়ে মুছে নিবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

ফরয গোসলে মেয়েদের মাথার বেণী খুলতে হয় না

হাদীস : ৪০৪ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাথার চুলে বেণী শক্তভাবে বাঁধি। ফরয গোসলের জন্য আমি কি সেটি খুলে দেব? রাসূল (স) বললেন, না, তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালবে, এতেই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতপর তুমি তোমার শরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং পবিত্রতা লাভ করবে। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্নদোষের আলামত দেখলে গোসল করতে হবে

হাদীস : ৪০৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোনো পুরুষ আর্দ্রতা পাচ্ছে অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ছে না। সে কি করবে? তিনি বললেন, সে গোসল করবে। অপরপক্ষে কোনো পুরুষ স্মরণ করছে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, অথচ আর্দ্রতা কোথাও পাচ্ছে না। তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরয নয়। এ সময় উম্মে সুলাইম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে স্ত্রীলোক এমন দেখবে তার উপরও কি গোসল ফরয হবে? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মতো। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ, গোসল নয় পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)

স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করলে গোসল ফরয হয়

হাদীস : ৪০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন পুরুষের খতনার স্থল স্ত্রীর খতনার স্থলে প্রবেশ করবে, তখন উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। আমি ও রাসূল (স) তা করেছি। অতপর উভয়ে গোসল করেছি। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কেশের নীচে নাপাকী থাকে

হাদীস : ৪০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক কেশের নীচেই নাপাকী রয়েছে। সুতরাং কেশসমূহকে উত্তমরূপে ধুবে এবং চর্মকে ভাল করে মলে পরিষ্কার করবে। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব এবং এর রাবী হারেছ ইবনে ওজীহ তেমন গ্রহণযোগ্য রাবী নয়। যঈফ-১০০

এক বিন্দু নাপাকী থাকলে কিয়ামতে শাস্তি পেতে হবে

হাদীস : ৪০৮ ॥ হযরত আলী মুরতাযা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নাপাকীর এক চুল পরিমাণ স্থানও ছেড়ে দেবে এবং তা ধুবে না তার সাথে আগুনের দ্বারা এমন ব্যবস্থা করা হবে। হযরত আলী (রা) বলেন, সে অবধিই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা শুরু করেছি, সে থেকে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা শুরু করছি, সেই থেকেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা শুরু করছি। তিন বার বললেন। -(আবু দাউদ, আহমদ ও দারেমী)

কিন্তু আহমদ ও দারেমী সে থেকেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করছি, বাক্য বার বার বলেননি।

গোসলের পর ওযু করতে হয় না যঈফ-১০১

হাদীস : ৪০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) গোসলের পর ওযূ করতেন না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

নাপাকীর গোসলে সর্ব শরীরে পানি ঢালতে হয়

হাদীস : ৪১০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) খিতমী দিয়ে নিজের মাথা দুতেন অথচ তিনি নাপাক। একেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন এবং মাথায় পুনরায় পানি ঢালতেন না। -(আবু দাউদ) যঈফ-১০২

উলঙ্গ হয়ে গোসল করা উচিত নয়

হাদীস : ৪১১ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে মররা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে উন্মুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখলেন এবং মিম্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতপর বললেন, আল্লাহপাক বড় লজ্জাশীল ও বড় পর্দাকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দা করাকে ভালবাসেন। অতএব, যখন তোমাদের কেউ গোসল করবে সে যেন পর্দা করে। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহবাস করলে গোসল ফরয হয়

হাদীস : ৪১২ ॥ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোসল ফরয হয় শুক্রপাতের দরুনই। এ অনুমতি ইসলামের প্রথম দিকে ছিল, অতপর এটা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

এক বিন্দু পরিমাণ শুকনো থাকলে গোসল শুদ্ধ হবে না

হাদীস : ৪১৩ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এলো এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নাপাকীর গোসল করেছি ও ফজরের নামায পড়েছি, অতপর দেখি এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, রাসূল (স) বললেন, যদি তখন তুমি তার উপর তোমার ভিজা হাত মুছে দিতে, তোমার জন্য যথেষ্ট হত। -(ইবনে মাজাহ)

নাপাকীর গোসল প্রথমে ছিল সাত বার নিতান্তই যইফ - ১০৩

হাদীস : ৪১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, নামায ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত, নাপাকীর গোসল ছিল সাত বার এবং কাপড় থেকে পেশাব ধোয়া ছিল সাত বার। রাসূল (স) আল্লাহর দরবারে বার বার প্রার্থনা করতে থাকেন, ফলে নামায করা হয় পাঁচ ওয়াক্ত, নাপাকীর গোসল করা হয় এক বার পেশাব থেকে কাপড় ধোয়া হয় এক বার। -(আবু দাউদ)

যঈফ-১০৪

অষ্টম অধ্যায়

শরীয়তের নিময়ে গোসল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কমপক্ষে সাত দিনে এক বার গোসল করতে হয়

হাদীস : ৪১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আবশ্যক সে যেন, প্রত্যেক সাত দিনের মধ্যে একদিন গোসল করে, এতে সে তার মাথা ও তার শরীর ধোয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

জুমার দিনে গোসল করা প্রত্যেকের উচিত

হাদীস : ৪১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমার নামাযে যাবে, তখন সে যেন গোসল করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

জুমার দিনে গোসল ওয়াজিব

হাদীস : ৪১৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমার দিনে গোসল করা ওয়াজিব প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চার কারণে গোসল করা যায়

হাদীস : ৪১৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) চার কারণে গোসল করতেন, নাপাকীর কারণে, জুমার দিনে, শিঙ্গা লাগানোর কারণে ও মুরদাকে গোসলদানের কারণে। -(আবু দাউদ)

মৃতকে বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল দিবে

হাদীস : ৪১৯ ॥ হযরত কায়েস ইবনে আসেম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, রাসূল (স) তাঁকে হুকুম করলেন, বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল করাতে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

জুমার দিনে গোসল করা উত্তম কাজ

হাদীস : ৪২০ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে ওযূ করল, ওযূ হল তার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম। আর যে ব্যক্তি গোসল করল, গোসল হল তার জন্য উত্তমতর। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী)

মৃতকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করতে হয়

হাদীস : ৪২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুরদাকে গোসল দিবে সে যেন গোসল করে। -(ইবনে মাজাহ)

কিন্তু আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ এ বাক্যটি বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, আর যে মুরদাকে বহন করে সেও যেন ওযূ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুমার দিনে গোসল করার নিয়ম চালু হলো কখন

হাদীস : ৪২২ ॥ হযরত ইকরামা (রা) বলেন, ইরাকের কতক লোক এলো এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি জুমার দিনের গোসলকে ওয়াজিব বলে মনে করেন? উত্তরে তিনি বললেন, না, তবে গোসল যে করবে তার জন্য তার পবিত্রতার ও উত্তমতর হবে, আর যে গোসল করল না তার উপর তা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে বলছি, কিভাবে জুমার গোসল শুরু হল, লোক দরিদ্র ছিল এবং পশমের মোটা কাপড় পরত। তদুপরি পিঠে বোজা বহন করে পরিশ্রম করত, অথচ তাদের মসজিদ ছিল ছোট ও নীচু ছাদবিশিষ্ট খেজুর ডালের ছাপড়া। এমতাবস্থায় একদিন গরমের সময় রাসূল (স) মসজিদের দিকে বের হলেন, তখন মানুষ সে পশমের কাপড়ে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ চড়িয়ে পড়ছিল, যাতে একের জন্যে অন্যের কষ্ট হচ্ছিল। যখন রাসূল (স) দুর্গন্ধ অনুভব করলেন। বললেন, হে লোক সকল! যখন এদিন আসবে, তোমরা গোসল করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন উৎকৃষ্ট তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করে। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর আল্লাহপাক তাদেরকে সম্পদ দান করে, তারা পশম ছাড়া অন্য কাপড়ও পরতে থাকেন এবং তাঁদের মেহনত মজুরিরও অবসান ঘটে, আর তাদের মসজিদও সম্প্রসারিত হয় এবং ঐসব জিনিস দূর হয়ে গেল, যা একের জন্যে অন্যের কষ্টের কারণ হয়েছিল। যেমন, ঘাম ইত্যাদি। -(আবু দাউদ)

নবম অধ্যায়

নাপাকী ব্যক্তির সাথে মেলামেশার অপকারিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দু বার সহবাস করার ইচ্ছা করলে মাঝে ওযূ করতে হয়

হাদীস : ৪২৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতপর আবার তা করতে ইচ্ছা রাখে, সে যেন মাঝখানে ওযূ করে। -(মুসলিম)

রাসূল (স) এক সাথে কয়েক স্ত্রীর কাছে যাওয়ার আগে ওযূ করতেন

হাদীস : ৪২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর বিভিন্ন স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন একই গোসলে।-(মুসলিম)

রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন

হাদীস : ৪২৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) আল্লাহর ইয়াদ করেন তাঁর সকল অবস্থায়। -(মুসলিম)

মুমিন কখনো নাপাকী হয় না

হাদীস : ৪২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার আমার সাথে রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন আমি নাপাকী ছিলাম, তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম, যে পর্যন্ত না তিনি বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং ঠিকানায় এসে গোসল করলাম। অতপর পুনরায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তখনও তিনি সেখানে বসে আছেন। তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে, হে আবু হুরায়রা! আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। শুনে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! মুমিন নাপাকী হয় না। -(এটা বোখারীর বর্ণনা, এর ভাবার্থ মুসলিমও বর্ণনা করেছেন এবং বোখারীর কথার উপর একটু বাড়িয়েছেন, আমি উত্তরে রাসূল (স)-কে বললাম, যখন আমার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হল, তখন আমি নাপাক। অতএব, আপনার সাথে বসাটাকে অপছন্দ মনে করলাম, যে পর্যন্ত না গোসল করি। বোখারীর অপর বর্ণনায়ও এমন রয়েছে।)

নাপাকী অবস্থায় ওযূ করে ঘুমাতে হয়

হাদীস : ৪২৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এক বার রাসূল (স)-এর কাছে আরয করলেন, রাতে তিনি জানাবাতে পতিত হন। রাসূল (স) তাঁকে বললেন, তখন তুমি ওযূ করবে এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতপর ঘুমাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

জানাবত অবস্থায় খাওয়ার পূর্বে ওযূ করতে হয়

হাদীস : ৪২৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন জানাবাত অবস্থায় থাকতেন, আর এ অবস্থায় খাবার বা ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি নামাযের ন্যায় ওযূ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাপাকী ব্যক্তির স্পর্শে পানি নাপাক হয় না

হাদীস : ৪২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর একজন স্ত্রী একটি গামলাতে গোসল করলেন, অতপর রাসূল (স) তা থেকে ওযূ করার ইচ্ছা করলেন। স্ত্রী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নাপাকী ছিলাম। রাসূল (স) বললেন, পানি নাপাক হয় না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। দারেমীও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শরহুসসুন্নায় রয়েছে, আবদুল্লাহ এ ঘটনা তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা থেকে বর্ণনা করেছেন।)

নাপাক শরীরে অন্যকে স্পর্শ করা যায়

হাদীস : ৪৩০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নাপাকীর গোসল করতেন, অতপর আমাকে জড়িয়ে ধরে শরীর গরম করতেন। আমার গোসল করার আগেই।-(ইবনে মাজাহ) যঈফ-১০৬

রাসূল (স) পায়খানা থেকে বের হয়ে কুরআন পড়েছেন

হাদীস : ৪৩১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) পায়খানা থেকে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। তাঁকে কুরআন থেকে বাধা দিতে পারত না জানাবাত ছাড়া কিছুই।

যঈফ-১০৭ -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ঋতুবতী মহিলা কুরআন স্পর্শ করবে না

হাদীস : ৪৩২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীকে এবং নাপাকী ব্যক্তি কুরআনের কিছুই পড়বে না। -(তিরমিযী) হাদীসটি মুনকার- ১০৮

নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষেধ

হাদীস : ৪৩৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বললেন, এ সকল ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি মসজিদকে ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও নাপাকী ব্যক্তির জন্য জায়েয মনে করি না। -(আবু দাউদ) যঈফ—১০৯

নাপাকী ব্যক্তির ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না

হাদীস : ৪৩৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না সে ঘরে, যাতে কোনো ছবি রয়েছে অথবা কুকুর বা নাপাকী ব্যক্তি রয়েছে। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ—১১০

তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না

হাদীস : ৪৩৫ ॥ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির কাছে রহমতের ফেরেশতা আসে না। কাফেরের মৃতদেহ, খালুক ব্যবহারকারী ও নাপাকী ব্যক্তি, কিন্তু সে যদি ওযূ করে। -আবু দাউদ)

কুরআন পবিত্র হয়ে স্পর্শ করতে হয়

হাদীস : ৪৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আমর ইবনে হাযমের কাছে যে পত্র লিখেছেন, তাতে এ কথাও ছিল, পাক ব্যক্তি ছাড়া যেন কেউ কুরআন স্পর্শ না করে। -(মালিক ও দারা কুতনী)

পায়খানা থেকে বের হয়ে তায়াম্মুম করতে হয়

হাদীস : ৪৩৭ ॥ হযরত নাফে (র.) বলেন, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর সাথে তাঁরই কোনো কাজে গিয়েছিলাম। অতপর তিনি তাঁর কাজ সমাধা করলেন। সেদিন তাঁর কথার মধ্যে এ কথাটি ছিল, তিনি বললেন, এক ব্যক্তি কোনো এক গলিতে চলছিল এবং সেখানে রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎ পেল। তিনি তখন পায়খানা বা প্রস্রাব থেকে বের হয়েছিলেন। সে রাসূল (স)-কে সালাম করল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। এমনকি যখন লোকটি গলিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তখন রাসূল (স) দুই হাত দেয়ালের উপর মারলেন এবং তা দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন, অতপর পুনরায় হাত মারলেন এবং দু হাত মাসেহ করলেন তারপর লোকটির সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, আমি ওযূর সাথে ছিলাম না, এটাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) ওযূ না করে সালামের জবাব দেননি যঈফ—১১১

হাদীস : ৪৩৮ ॥ হযরত মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এক বার রাসূল (স) এর কাছে এলেন। রাসূল (স) তখন পেশাব করছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম করলেন, কিন্তু রাসূল (স) তাঁর সালামের উত্তর দিলেন না, যে পর্যন্ত না ওযূ করলেন। অতপর তিনি ওজরখাহী করলেন এবং বললেন, ওযূ ছাড়া আমি আল্লাহর নাম নিতে পছন্দ করি না। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় ঘুমাতেন

হাদীস : ৪৩৯ ॥ উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় হতেন, অতপর ঘুমাতেন, আবার জাগ্রত হতেন, আবার ঘুমাতেন। -(আহমদ)

গোসলের আগে ওযূ করতে হয়

হাদীস : ৪৪০ ॥ হযরত শোবা (রা) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যখন নাপাকীর গোসল করতেন, ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর সাত বার পানি ঢালতেন, অতপর গুপ্তাঙ্গ ধুতেন। এক বার তিনি ভুলে গেলেন, পানি কত বার ঢেলেছেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও। কিসে তোমাকে এটা জানতে বাধা দিল? তিনি তাঁর নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করলেন, অতপর বললেন, এমনিভাবে রাসূল (স) পবিত্রতা লাভ করতেন। -(আবু দাউদ) যঈফ—১১২

অধিক পবিত্রতার জন্য একাধিক বার গোসল করতে হয়

হাদীস : ৪৪১ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, এক রাতে রাসূল (স) তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি এর কাছে এক বার অপরজনের কাছে একবার গেলেন অতপর এক বার গোসল করলেন। আবু রাফে বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বশেষে, এক বারই মাত্র কেন গোসল করলেন না? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, এটা হচ্ছে অধিক পবিত্রতাবর্ধক, অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক পরিচ্ছন্নতাকর। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

পুরুষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে স্ত্রীলোক গোসল করতে পারবে

হাদীস : ৪৪২ ॥ তাবেঈ হযরত হুমাইদ হিমাইয়ারী বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম, তিনি চার বছর সময় রাসূল (স)-এর সাহচর্যে ছিলেন, যেভাবে হযরত আবু হুরায়রা সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, পুরুষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে স্ত্রীলোকে গোসল করে অথবা স্ত্রীলোকের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ লোকে গোসল করে। পরবর্তী রাবী মুসাদ্দাদ এ কথা বাড়িয়ে বলেছেন, বরং উভয় যেন একই সঙ্গে অঞ্জলি ভরে। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ইমাম আহমদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং প্রথম দিকে এ কথা বাড়িয়েছেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন আমাদের কারো প্রতিদিন চিরুনি করতে এবং গোসলের জায়গায় পেশাব করতে। ইবনে মাজাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস থেকে।

স্ত্রীলোকের ওযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ ওযু করবে না

হাদীস : ৪৪৩ ॥ হযরত হাকাম ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, স্ত্রীলোকের ওযূর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ লোক ওযূর করে। -(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

তিরমিযী এ কথা বাড়িয়ে বলেছেন, রাবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাসূল (স) হয়ত স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট পানি বলেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান সহীহ।

দশম অধ্যায়

পানি ব্যবহারের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৪৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে। -(মুসলিম)

বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ

হাদীস : ৪৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে যা প্রবাহমান নেই এমন পানিতে প্রস্রাব না করে, পরে সে তাতে গোসল করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে গোসল না করে যখন সে নাপাক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তখন সে কিভাবে করবে, হে আবু হুরায়রা! তিনি বললেন, সে তা থেকে উঠিয়ে নিবে। অর্থাৎ পানি উঠিয়ে গোসল করবে।

রাসূল (স)-এর ওযুর অবশিষ্ট পানি ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হত

হাদীস : ৪৪৬ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ ভগ্নী পুত্র রোগগ্রস্ত। রাসূল (স) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দোআ করলেন। অতপর তিনি ওযূ করলেন, আমি তাঁর ওযূর পানি কিছু পান করলাম। অতপর আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দু কাঁধের মধ্যে মশারির ঘুন্টির ন্যায় মোহরে নবুওত দেখলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পানি দু কোল্লা পর্যন্ত তাকলে নাপাক হয় না

হাদীস : ৪৪৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল সে পানি সম্পর্কে, যা মাঠে-বিয়াবানে থাকে, আর পর পর তাতে নানা ধরনের বন্য জীব-জন্তু ও হিংস্র পশু এসে তাকে। উত্তরে তিনি বললেন, পানি যখন দু কোল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা নাপাক হয় না। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

পানি সর্ব অবস্থায় পাক থাকে

হাদীস : ৪৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি 'বোযাআ' কূপের পানি দিয়ে ওযূ করতে পারি? অথচ তা এমন একটি কূপ, যাতে হায়েযের নেকড়া, মরা কুকুর ও পূতিগন্ধময় আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, পানি পাক, কোন জিনিসই তাকে নাপাক করতে পারে না। −(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

সাগরের লোনা পানি পাক

হাদীস : ৪৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্রে সওয়ার করি এবং সাথে সামান্য পানি নিয়ে যাই। যদি আমরা তা দিয়ে ওযূ করি, তবে পিপাসায় পতিত হই, এমতাবস্থায় আমরা সাগরের লোনা পানি দিয়ে ওযূ করতে পারি কিনা? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, সমুদ্রের পানি পাক এবং উহার মরা হালাল। −(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

খেজুর ও পানি পবিত্র

হাদীস : ৪৫০ ॥ তাবেঈ আবু যায়েদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জ্বিনের রাতে রাসূল (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মশকে কি রয়েছে? তিনি বললেন, নবীয। রাসূল (স) বললেন, খেজুর পাক এবং পানি পবিত্রকারী। −(আবু দাউদ) যঈফ−১১৬

আহমদ ও তিরমিযী শেষের দিকে এটা বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, অতপর রাসূল (স) তা দিয়ে ওযূ করলেন কিন্তু তিরমিযী এর সনদের সমালোচনা করে বলেন, আবু যায়েদ একজন মাজহুল ব্যক্তি। সহীহ সূত্রে ইবনে মাসউদ অপর শাগরেদ আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি জিনের রাতে রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম না। −(মুসলিম)

বিড়ালে মুখ দিলে পানি নাপাক হয় না

হাদীস : ৪৫১ ॥ কাবশা বিনতে কাব ইবনে মালিক যিনি আবু কাতাদার পুত্রবধু ছিলেন। তাঁর কর্তৃক বর্ণিত আছে, একদিন আবু কাতাদা তাঁর কাছে গেলেন। তিনি তাঁর জন্য ওযূর পানি ঢাললেন। তখন একটি বিড়াল এলো এবং তা থেকে পানি পান করতে লাগল আর তিনি তার জন্য পাত্রটি কাত করে ধরলেন, যে পর্যন্ত না সে পান করল। কাবশা বলেন, তখন তিনি আমাকে দেখলেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছি। তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। তা তোমাদের ঘন ঘন বিচরণকারী অথবা বিচরণকারিণী। −(মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

বিড়ালের ঝুটা নাপাক নয়

হাদীস : ৪৫২ ॥ দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার (তাবেঈ) তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতার মুক্তিদানকারিণী মনিব এক বার তাঁকে কিছু হারীসা নিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তাঁর মাতা বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম, তিনি নামায পড়ছেন। তখন তিনি আমাকে ইশারা করলেন, এটা রেখে দাও। এ সময় একটি বিড়াল এলো এবং তা থেকে কিছু খেল। অতপর হযরত আয়েশা (রা) বিড়ালের খাওয়া স্থান থেকে খেলেন এবং বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। এটা তোমাদের পাশে ঘন ঘন বিচরণকারীদের একটি জন্তু। এবং আমি রাসূল (স)-কে উহার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করতে দেখেছি। −(আবু দাউদ)

গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করা যায়

হাদীস : ৪৫৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা কি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করতে পারি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, বরং সকল অহিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্ট দ্বারাই। −(শরহুস সুন্নাহ)

হালাল খাদ্য মিশ্রিত পানিতে গোসল যঈফ−১১৪

হাদীস : ৪৫৪ ॥ হযরত উম্মে হানী বলেন, রাসূল (স) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা একটি গামলায় গোসল করেছেন, যাতে খামির করা আটার অবশিষ্ট ছিল। −(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিংস্র জন্তু পানিতে মুখ দিলে তা নাপাক

হাদীস : ৪৫৫ ॥ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান বলেন, এক বার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এক কাফেলার সাথে বের হলেন, যাদের মধ্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-ও ছিলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি

হাউযের কাছে পৌছলেন। তখন আমর ইবনুল আস বললেন, হে হাউযের মালিক! তোমার হাউযে কি হিংস্র জন্তুরাও পান করতে আসে? এ সময় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব বলেন, হে হাউজের মালিক! আমাদের এ সংবাদ দিন না। এ পানির ঘাটে কখনও আমরা আসি আর কখনও জন্তুরা আসে। -(মালিক)

রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করো না। কেননা, এটা শ্বেত-কুষ্ট সৃষ্টি করে। -(দারা কুতনী)

গৃহপালিত পশু পানি পান করলে অবশিষ্ট পানি হালাল

হাদীস : ৪৫৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মক্কা ও মদীনার মধ্যে অবস্থিত কূপসমূহ সম্পর্কে, যাতে হিংস্র জন্তু, কুকুর ও গাধাসমূহ পানি পান করতে আসে, এগুলোর পানি কি পাক? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তাদের পেটে যা উঠিয়ে নিয়েছে তা তাদের জন্য আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমাদের জন্য পাক। -(ইবনে মাজাহ)

একাদশ অধ্যায়

পবিত্রতার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মসজিদের নাপাকী পানি দিয়ে ধৌত করলে চলে

হাদীস : ৪৫৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন এলো এবং মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ বলে উঠলেন, রাখ! রাখ! তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে বাঁধা দিও না, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সুতরাং তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন, যে পর্যন্ত না সে পেশাব শেষ করল। অতপর রাসূল (স) তাকে ডাকলেন এবং বললেন, দেখ, এ মসজিদসমূহে পেশাব করা ও অপবিত্রকরণের মতো কিছু করা সঙ্গত নয়। এতে শুধু আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন পাঠ করা হয়। রাবী বলেন, রাসূল (স) ঠিক এ বাক্য বলেছেন, অথবা অনুরূপ বাক্য। হযরত আনাস (রআ.) বলেন, অতপর রাসূল (স) লোকদের মধ্যে একজনকে হুকুম করলেন। সে এক বালতি পানি আনল এবং তার উপর ঢেলে দিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

হায়েযের রক্ত আঙুল দিয়ে মর্দন করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে

হাদীস : ৪৫৯ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, একদিন এক স্ত্রীলোক রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন, আমাদের মধ্যে কারও কাপড়ে যদি হায়েযের রক্ত লাগে তখন সে কি করবে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যখন তোমাদের কারও কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগে, তখন সে যেন তাকে প্রথমে আঙুল দিয়ে খুব মর্দন করে, অতপর পানি ঢেলে ধুয়ে ফেলে। তারপর নামায পড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা সাত বার করে ধৌত করবে

হাদীস : ৪৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও পাত্রে কুকুর পান করে, সে যেন তাকে সাত বার ধোয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারও পাত্রের পবিত্রতা লাভ করা হল যখন তাতে কুকুর মুখ দেয় তাকে সাত বার ধোয় এবং প্রথম বারে মাটি দিয়ে।

মসজিদে প্রস্রাব করার পর ধৌত করলে পবিত্র হয়

হাদীস : ৪৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। লোক তাকে ঘিরে ধরল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমাদেরকে সহজ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে পাঠান হয়েছে, জটিলতা সৃষ্টিকারী রূপে নয়। -(বোখারী)

কাপড়ে বীর্য লাগলে তা ধুতে হয়

হাদীস : ৪৬২ ॥ হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে কাপড়ে যে বীর্য লেগে থাকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি তা রাসূল (স)-এর কাপড় থেকে ধুতাম। তারপর তিনি নামাযের জন্য বের হতেন, অথচ ধোয়ার চিহ্ন তাঁর কাপড়ে থাকত। -(বোখারী ও মুসলিম)

কাপড়ে শুক্র লাগলে উঠিয়ে ফেললে চলে

হাদীস : ৪৬৩ ॥ হযরত আসওয়াদ ও হাম্মাম (র.) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাপড় থেকে শুক্র খুচিয়ে ফেলতাম। -(মুসলিম)

আলকামা ও আসওয়াদের বর্ণনাতেও হযরত আয়েশা (রা) থেকে এমনই বর্ণনার পর তাতে এ কথাও রয়েছে, 'অতপর রাসূল (স) ঐ কাপড়ে নামায পড়তেন।'

বাচ্চাদের প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে সে স্থান ধুয়ে নিলেই চলে

হাদীস : ৪৬৪ ॥ হযরত উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর একটি ছোট শিশু নিয়ে রাসূল (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূল (স) তাকে নিজের কোলে বসালেন, আর সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। রাসূল (স) পানি আনালেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন, কিন্তু ধুলেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

চামড়া পাকা করলে পবিত্র হয়

হাদীস : ৪৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন কাঁচা চামড়া দাবাগত করা হয়, তখন তা পাক হয়ে যায়। -(মুসলিম)

মরা পশুর চামড়া ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার আযাদ করা বাঁদীকে একটি বকরী দান করা হল। পরে তা মারা গেল। রাসূল (স) তার কাছ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, কেন তোমরা এর চামড়া নিয়ে পাকা করলে না? অতপর তা দিয়ে ফায়দা উঠালে না? উত্তরে তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো মৃত/ রাসূল (স) বললেন, এটা তো খাওয়াই মাত্র হারাম হয়েছে। -(বোখারী)

মরা পশুর চামড়া পাকা করলে ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪৬৭ ॥ রাসূল (স)-এর স্ত্রী হযরত সাওদা (রা) বলেন, আমাদের একটি ছাগল মরে গেল এবং আমরা তার চামড়া পাকা করলাম। অতপর আমরা সর্বদা তাতে নবীয বানাতে থাকি, যাতে সেটা একটি পুরান মশকে পরিণত হয়ে গেল।-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাচ্চা মেয়ে প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে তা ধুতে হয়

হাদীস : ৪৬৮ ॥ হযরত লুবাবা বিনতে হারেস (রা) বলেন, এক সময় হুসাইন ইবনে আলী (রা) রাসূল (স)-এর কোলে ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিলেন। তখন আমি বললাম, অন্য কাপড় পরিধান করুন এবং আমাকে আপনার তহবন্দটা দিন, আমি এটা ধুয়ে নেই। তিনি বললেন, ধুতে হয় মেয়েছেলের পেশাব। পুরুষ ছেলের পেশাবে পানি ঢেলে দিলেই চলে। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

জুতার নাপাকী মাটি দিয়ে পবিত্র হয়

হাদীস : ৪৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন তোমাদের কেউ জুতা দিয়ে নাপাক জিনিস মাড়ায়, তবে মাটি উহার জন্য পবিত্রকারী। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

মাটি সর্ব অবস্থায় পবিত্র

হাদীস : ৪৭০ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, তাঁকে একটি স্ত্রীলোক বললেন, আমি আমার কাপড়ের আঁচল কাছা নীচের দিকে লম্বা করে দিই আর নাপাক জায়গায় চলি, তিনি বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, পরবর্তী পাক জায়গার মাটি এটাকে পাক করে দেয়। -(মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করা যাবে না

হাদীস : ৪৭১ ॥ হযরত মিকদাদ ইবনে মাদীকারেব (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর বসতে। -(আবু দাউদ ও নাসায়ী

রাসূল (স) হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৭২ ॥ হযরত আবু মালিহা ইবনে উসামা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে। -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হিংস্র পশুর চামড়ার মূল্য মাকরূহ

হাদীস : ৪৭৩ ॥ হযরত আবুল মালিহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হিংস্র পশুর চামড়ার মূল্য মাকরূহ মনে করতেন। -(তিরমিযী)

চামড়া পাকা করার পূর্বে ব্যবহার করা যাবে না

হাদীস : ৪৭৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা) বলেন, আমাদের কাছে রাসূল (স)-এর পত্র পৌছেছিল, মরার চামড়া বা রগ দিয়ে ফায়দা উঠিও না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) মৃত পশুর চামড়া গ্রহণ করতে বলেছেন

হাদীস : ৪৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আদেশ দিয়েছেন মৃতের চামড়াসমূহ দিয়ে ফায়দা উঠাতে, যখন তা পাকা করা হয়। -(মালিক ও আবু দাউদ)

পানি আর সলম গাছের পাতা দিয়ে চামড়া পাক করা যায়

হাদীস : ৪৭৬ ॥ হযরত মায়মুনা (রা) বলেন, কুরাইশের কতক লোক তাদের একটি গাধার ন্যায় মরা বকরী টানতে টানতে রাসূল (স) এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা এর চামড়া নিতে! তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা যে মরা! রাসূল স.) বললেন, পানি আর সলম গাছের পাতা একে পাকা করে দিবে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

চামড়া পাকা করার পর যে কোনো চামড়াই ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪৭৭ ॥ হযরত সালামা ইবনে মুহাব্বেক (রা) বলেন, তাবুকের যুদ্ধে রাসূল (স) একটি পরিবারের কাছে পৌছলেন। দেখলেন, সেখানে একটি মশক লটকান আছে। তিনি পানি চাইলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা যে মৃতের চামড়া! রাসূল (স) বললেন, এটাকে পাকা করাই হল তার পবিত্রতা। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুর্গন্ধময় রাস্তা জাল নয়

হাদীস : ৪৭৮ ॥ আশহাল বংশের জনৈক স্ত্রীলোক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মসজিদের দিকে আমাদের যাওয়ার একটি রাস্তা রয়েছে দুর্গন্ধময়। আমরা কি করব, যখন আমাদের ওখানে বৃষ্টি হয়? তিনি বললেন, তখন কি এমন কোনো রাস্তা পড়বে না যা পূর্বটির তুলনায় অধিকতর পাক। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা হল এর বদলা। -(আবু দাউদ)

ওযু করে রাস্তায় চলাফেরা করলে ওযু ভাঙে না

হাদীস : ৪৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স) এর সাথে নামায পড়তাম, অথচ রাস্তায় চলার কারণে ওযু করতাম না। -(তিরমিযী)

মসজিদে কুকুর প্রবেশ করলে ধুতে হয় না

হাদীস : ৪৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় মসজিদে নববীতে কুকুর যাতায়াত করত, কিন্তু সাহাবীগণ এর কারণে কিছু মাত্র পানি ছিটাতেন না। -(বোখারী)

যে পশু খাওয়া যায় তার প্রস্রাব ক্ষতিকর নয়

হাদীস : ৪৮১ ॥ হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার গোশত খাওয়া হয় তার পেশাব লাগাতে ক্ষতি নেই। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এক বর্ণনায়ও শব্দের আগপিছের সাথে এ কথা রয়েছে। -(আহমদ ও দারা কুতনী)

দ্বাদশ অধ্যায়

মোজার উপর মাসেহ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসাফিরগণ তিন দিন মোজার ওপর মাসেহ করতে পারে

হাদীস : ৪৮২ ॥ হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (তাবেঈ) বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালিবকে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূল (স) মুসাফিরদের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) পাগড়ীর ওপর মাসেহ করলেন

হাদীস : ৪৮৩ । হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। মুগীরা বলেন, এক দিন রাসূল (স) পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হলেন, আর আমি তার সাথে একটি পানির পাত্র বহন করে গেলাম। ফজরের আগে যখন তিনি ফিরলেন আমি পাত্র থেকে তাঁর হাত দুটির উপর পানি ঢালতে থাকলাম। আর তিনি তাঁর হাত দুটি ও চেহারা ধুলেন, তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি পশমের জুব্বা। তিনি তাঁর হাত দুটি খুলতে চাইলেন কিন্তু জুব্বার আস্তিন খুব সংকীর্ণ ছিল। সুতরাং জুব্বার নীচের দিক থেকে তাঁর হাত দুটি বের করলেন এবং জুব্বাকে নিজের দু'কাঁধের উপর রেখে দিলেন। অতপর মাথার সামনের ভাগ ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করলেন। তারপর আমি তাঁর মোজা খুলতে চাইলাম। তিনি বললেন, এগুলো এভাবে থাকতে দাও, আমি এগুলো পরেছি পা দুটি পাক থাকা অবস্থায়। এ বলে তিনি তাদের উপর মাসেহ করলেন। অতপর তিনি সওয়ার হলেন, আর আমিও সওয়ার হলাম এবং আমরা আমাদের দলের কাছে এসে পৌছলাম। তখন তাঁরা নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, আর আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাদের নামায পড়াচ্ছিলেন এবং তাদের নিয়ে এক রাকাআত পড়েও ফেলেছিলেন । যখন তিনি রাসূল (স) এর আগমন অনুভব করলেন, পেছনে সরতে চাইলেন, কিন্তু রাসূল (স) তাঁকে স্থির থাকতে ইশারা করলেন, সুতরাং রাসূল (স) তাঁর সাথে দু রাকআতের মধ্যে এক রাকআত পেলেন, যখন তিনি সালাম ফিরালেন, রাসূল (স) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর যে রাকআত আমাদের ছুটে গিয়েছিল তা আমরা আদায় করলাম। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুকিম এক দিন এক রাত মোজার ওপর মাসেহ করতে পারে

হাদীস : ৪৮৪ । হযরত আবু বাকরাহ (রা) রাসূলাল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবঙ মুকীমের জন্য একদিন এক রাত-যখন সে ওযূ করে মোজার উপর মাসেহ করতে অনুমতি দিয়েছেন।

আছরম তার সুনানে এবং ইবনে খুযাইমা ও দারা কুতনী ও হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। আলমুন্তাকা কিতাবেও এমন আছে।

তিন দিন তিন রাত মোজা না খুলে রাখা যায়

হাদীস :৪৮৫ । হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের আদেশ দিতেন যখন আমরা মুসাফির হতাম-আমরা যেন আমাদের মোজাসমূহ না খুলি তিন দিন তিন রাত, নাপাকীর গোসল ব্যতীত, এমন কি পায়খানা, প্রস্রাব ও নিদ্রার পর ওযূ করতেও না। -(তিরমিযী ও নাসায়ী)

মোজার ওপর ও নিচে মাসেহ করতে হয়

হাদীস : ৪৮৬ । হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলাল্লাহ (স)-কে ওযূ করিয়েছি। তিনি মোজার ওপর দিক ও তার নীচের দিক উভয়ই মাসেহ করেছেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যঈফ - ৩১৭

রাসূল (স) মোজার দু পিঠে মাসেহ করতেন

হাদীস : ৪৮৭ । হযরত মুগীরা (রা) বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ (স)-কে দেখেছি তিনি মোজদ্বয়ের উপর মাসেহ করেছেন উপরের দিকে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

জুতার ওপর মাসেহ করা যায়

হাদীস : ৪৮৮ । হযরত মুগীরা (রা) বলেন, রাসূল (স) ওযূ করলেন আর মাসেজ করলেন জুতাদ্বয় ও জাওরাবদ্বয়ের উপর। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোজার ওপর মাসেহ করা আল্লাহর নির্দেশ

হাদীস : ৪৮৯ । হযরত মুগীরা (রা) বলেন, রাসূল (স) মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ভুলে গিয়েছিল রাসূল (স) বললেন বরং তুমিই ভুলে গিয়েছ। এমন করার জন্যই আমার রব্ব নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি প্রতাপান্বিত ও মহান। -(আহমদ ও আবু দাউদ) যঈফ - ৩২৩

টীকা : ....

হাদীস নং ৪৮৩ । কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা হযরত মুগীরা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে অথবা বলার প্রয়োজন নেই বিদায় বাদ দিয়েছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করেছিলেন। অথবা পাগড়ী ঠিক করার জন্য হাত ব্যবহার করাকে রাবী মাসেহ বলে বর্ণনা করেছেন।

মোজাদ্বয়ের ওপর দিকেই মাসেহ করতে হয়

হাদীস : ৪৯০ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যদি দ্বীন মানুষের বুদ্ধি অনুসারেই হত, তা হল মোজার উপর দিক অপেক্ষা নীচের দিক মাসেহ করাই উত্তম হত, অথচ আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর দিকেই মাসেহ করতেন।-(আবু দাউদ ও দারেমী)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তায়াম্মুমের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

পানি না থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয

হাদীস : ৪৯১ ॥ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে এলে এবং বলল, আমি নাপাক হয়েছি, কিন্তু পানি পেলাম না। এসময় আম্মার হযরত ওমরকে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, এক সফরে আমরা আমি ও আপনি উভয়ে ছিলাম। কিন্তু আপনি নামায পড়লেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামায পড়লাম। অতপর এটা আমি রাসূল (স)-এর কাছে বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এ বলে রাসূলাল্লাহ (স) আপনা হাতের করদ্বয় যমীনের উপর মারলেন এবং উভয়তে ফুঁ দিলেন, তারপর উভয় হস্ত দ্বারা আপন চেহারা ও আপন করদ্বয় মাসেহ করলেন। -(বোখারী)

মুসলিমও এমনই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এতে রয়েছে-রাসূল (স) বললেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তোমার দু' হাত যমীনে মারবে, অতপর ফুঁ দিবে, তারপর উভয় হাত দিয়ে তোমার চেহারা ও তোমার দু কব্জি মাসেহ করবে।

রাসূল (স) তায়াম্মুম না করে সালামের জবাব দিলেন না

হাদীস : ৪৯২ ॥ হযরত আবু জুহাইম ইবনে হারেস সিম্মা (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। অবশেষে তিনি একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার নিজের ছড়ি দিয়ে খোঁচা দিলেন। অতপর নিজের হস্তদ্বয়কে দেয়ালের উপর দিলেন।

মিশকাত প্রণেতা বলেন, আমি এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের এবং হুমাইদীর গ্রন্থে পাইনি, অবশ্য মুহিউস সুন্নাহ এ হাদীসটি শরহে সুন্নায় উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এ হাদীসটি হাসান।

মানুষকে তিনটি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে

হাদীস : ৪৯৩ ॥ হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সমগ্র মানবজাতির উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তিনটি জিনিসের উপর। আমাদের ছফকে করা হয়েছে ফেরেশতাদের সফের মতো। সমস্ত ভূমণ্ডলকে করা হয়েছে আমাদের জন্য নামাযের স্থান এবং মাটিকে করা হয়েছে আমাদের জন্য পবিত্রকারী, যখন আমরা পানি না পাই। -(মুসলিম)

আগে নামায পড়ে থাকলেও জামায়াত ছাড়তে নেই

হাদীস : ৪৯৪ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলাল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম, তিনি লোকদের নামায পড়ালেন। যখন নামায শেষ করলেন, দেখলেন এক ব্যক্তি এক ধারে বসে রয়েছে, লোকদের সাতে নামায পড়েনি। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! তোমাকে কিসে বাঁধা দিল লোকদের সাথে নামায পড়তে? সে বলল, আমি নাপাক হয়েছি অথচ পানি নেই। রাসূল (স) বললেন, তোমার কর্তব্য মাটি ব্যবহার করা। কেননা, মাটিই তোমার জন্য যথেষ্ট। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাক মাটি মুসলমানদের পবিত্রতাকারী

হাদীস : ৪৯৫ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। যখন পানি পাবে তখন সে তার চর্মে পানি লাগায়, এটাই তার জন্য উত্তম। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ। নাসাঈ এরূপ দশ বছর পানি না পায় পর্যন্ত বর্ণনা করছেন)

অজানা রোগের চিকিৎসা হল জিজ্ঞেস করা

হাদীস : ৪৯৬ ॥ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন আমরা এক সফরে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের মাথায় একটা পাথরের চোট লাগল এবং তাঁর মাথা জখমী করে দিল। অতপর তার স্বপ্নদোষ হল এবং সে আপন সহচরদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে বলে মনে কর? তারা বলল, আমরা তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কেননা, তুমি পানি পাচ্ছ। সুতরাং সে গোসল করল আর এতে সে মারা গেল। অতপর আমরা যখন রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে আসলাম, তাঁকে এ সংবাদ দেয়া হল। তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। তারা যখন জানে না তখন অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করল না কেন? কেননা, অজানা রোগের চিকিৎসাই হচ্ছে জিজ্ঞেস করা। অথচ তার জন্য যথেষ্ট ছিল, সে তায়াম্মুম করে এবং তার জখমের উপর একটা পট্টি বাঁধে। অতপর তার উপর মাসেহ করে এবং তার বাকী শরীরকে ধোয়। -(আবু দাউদ)

কিন্তু ইবনে মাজাহ একে আতা ইবনে আবু রাবাহের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন।

তায়াম্মুম করার পর পানি পেলে ওযু করতে হয়

হাদীস : ৪৯৭ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন দুব্যক্তি সফরে বের হল। অতপর নামাযের সময় উপস্থিত হল, অথচ তাদের কাছে পানি ছিল না সুতরাং উভয়ে পাক মাটিতে তায়াম্মুম করল এবং নামায পড়ল। অতপর তারা নামাযের সময়ের মধ্যেই পানি পেল। এতে তাদের একজন ওযূ করে নামায পুনঃ পড়ল এবং অপরজন পুনঃ পড়ল না। অতপর উভয়ে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং তাঁর কাছে ঘটনা বলল। তিনি যে ব্যক্তি নামায পুনঃ পড়েনি তাকে বললেন, তুমি সঠিক পন্থা লাভ করেছ। তোমার সে নামাযই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি দোহরায়েছিল তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক রয়েছে। -(আবু দাউদ ও দারদী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) অপবিত্র অবস্থায় সালামের জবাব দিলেন না

হাদীস : ৪৯৮ ॥ হযরত আবু জুহাইম ইবনে হারেস সিম্মাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলাল্লাহ (স) জামাল নামক কূপের দিক হতে আসলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁকে সালাম করল, কিন্তু রাসূল (স) সালামের উত্তর দিলেন না, যে পর্যন্ত না তিনি একটি দেয়ালের কাছে আসলেন এবং চেহারা ও হাত মাসেহ করলেন। তারপর তিনি সালামের উত্তর দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

তায়াম্মুমের নিয়ম কানুন

হাসীদ : ৪৯৯ ॥ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, একবার তাঁরা রাসূল (স)-এর সাথে ছিলেন এবং ফজরের নামাযের জন্য মাটি দিয়ে মাসেহ করলেন। তাঁরা তাদের হাতকে মাটিতে মারলেন, অতপর একবার তাদের চেহারা মাসেহ করলেন এবং পূর্ণ হাত বাহুমূল পর্যন্ত এবং হাতের ভিতর দিকে বগল পর্যন্ত মাসেহ করলেন। -(আবু দাউদ)

চতুর্দশ অধ্যায়

হায়েযের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হায়েযের সময় সহবাস ব্যতীত সবকিছু করা যায়

হাদীস : ৫০০ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোনো স্ত্রীলোক হায়েযগ্রস্ত হত, তখন তারা তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং তাদেরকে এক সাথে ঘরে রাখত না। একবার রাসূলাল্লাহ (স)-এর সাহাবীরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন- *"আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে"* শেষ পর্যন্ত।

তখন রাসূল (স) বললেন, তাদের সাথে সবকিছু করতে পার সঙ্গম ব্যতীত। এ কথা ইহুদীদের কাছে পৌঁছল এবং তারা বলল, এ ব্যক্তি আমাদের কোনো বিষয়েরই বিরুদ্ধাচারণ না করে ছাড়তে চান না। অতপর উসায়দ ইবনে হুযায়র এবং আব্বাদ ইবনে বিশর (রা) আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদীরা এমন এমন বলে। তবে কি আমরা স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাস করার অনুমতি পেতে পারি না। এতে রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, তাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদর উপর রাগ করেছেন। অতপর তারা বের হয়ে গেল। তারপর তাদের সমানে দিয়ে রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে কিছু দুধ হাদিয়া আসল। অতপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন এবং তাদের তা পান করালেন। এতে তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেননি। -(মুসলিম)

হায়েয অবস্থান স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায় থাকতে পারে

হাদীস : ৫০১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, (ক) আমি আর রাসূলাল্লাহ (স) একই পাত্র হতে গোসল করতাম, অথচ তখন আমরা উভয় নাপাক এবং তিনি আমাকে হুকুম করতেন, আমি শক্ত করে তহবন্দ বাঁধতাম, আর তিনি আমার গায়ে সাগতেন অথচ তখন আমি হায়েযগ্রস্তা। এভাবে তিনি আপন মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন, অথচ তিনি থাকতেন, এতেকাফে, আর আমি তা ধৌত করতাম অথচ তখন আমি হায়েযগ্রস্তা। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় তাদের সঙ্গ দিতেন

হাদীস : ৫০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি পান করতাম যখন আমি হায়েযগ্রস্তা, অতপর তা হতে রাসূল (স)-কে দিতাম, আর তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে পান করতেন। আর কখনও আমি হাড়ের গোশত খেতাম অথচ আমি তখন হায়েযগ্রস্তা, অতপর তা আমি তাঁকে দিতাম, আর তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে খেতেন।-(মুসলিম)

হায়েয গ্রস্তা স্ত্রীর শরীরে ঠেস দিয়ে কুরআন পড়া যায়

হাদীস : ৫০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলাল্লাহ (স) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন, অথচ আমি তখন হায়েয গ্রস্তা। -(বোখারী ও মুসলিম)

হায়েয অবস্থায় অন্যান্য কাজ করা যায়

হাদীস : ৫০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূলাল্লাহ (স) আমাকে বললেন, মসজিদ হতে আমাকে মাদুরটি এনে দাও! আমি বললাম, আমি হায়যগ্রস্তা। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নয়। -(মুসলিম)

হায়েয গ্রস্তা স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শোয়া যায়

হাদীস : ৫০৫ ॥ হযরত মায়মুনা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামায পড়তেন একটি চাদরে, যা একাংশ আমার গায়ের উপর থাকত আর অপরাংশ তাঁর গায়ের উপর, অথচ তখন আমি হায়েযগ্রস্তা। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হায়েয গ্রস্তা অবস্থায় সহবাস করা হারাম

হাদীস : ৫০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হায়েযগ্রস্তার সাথে সহবাস করেছে অথবা কোনো স্ত্রীলোকের পশ্চাত-দ্বারে সঙ্গম করেছে অথবা গণক-ঠাকুরের কাছে গমন করেছে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি অবিশ্বাস করেছে। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় সংযম পালন করা উচিত

হাদীস : ৫০৭ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি করা হালাল যখন সে হায়েযগ্রস্তা থাকে? উত্তরে তিনি বললেন, তহবন্দের উপর যা করতে চাও করতে পার, কিন্তু এ থেকেও বিরত থাকা উত্তম। -(রযীন, কিন্তু মুহিউসসুন্নাহ বলেন, এর সনদ সবল নয়)

হায়েয অবস্থায় সঙ্গম করলে সদকা করতে হয়

হযরত : ৫০৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, অথচ সে হায়েযগ্রস্তা, তখন সে যেন অর্ধ দীনার খয়রাত করে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

হায়েযের প্রথম সঙ্গম করলে এক দিনার সদকা করতে হয়

হাদীস : ৫০৯ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলাল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন রক্ত লাল থাকে তখন এক দীনার আর যখন রক্ত পীত রং ধারণ করে তখন অর্ধ দীনার। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হায়েযের সময় স্বামী-স্ত্রী একত্রে শয়ন করতে পারে

হাদীস :৫১০ ॥ হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (তাবেয়ী) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি করা হালাল যখন সে হায়েযগ্রস্তা থাকে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তার শরীরে উত্তমরূপে তহবন্দ বাঁধবে, অতপর তার উপর দিকে যা ইচ্ছা করবে। -(মালিক ও দারেমী মুরসালরূপে)

রাসূল (স) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেননি

হাদীস : ৫১১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমি হায়েযগ্রস্তা হতাম, বিছানা হতে মাদুরে নেমে আসতাম। তখন রাসূল (স) আমাদের কাছে আসতেন এবং আমরাও তাঁর কাছে যেতাম না, যে পর্যন্ত না আমরা পাক হতাম। -(আবু দাউদ)

পঞ্চদশ অধ্যায়
এস্তেহাযার রোগিণী
প্রথম পরিচ্ছেদ
হায়েয হলে নামায ছেড়ে দিতে হবে

হাদীস : ৫১২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন একজন স্ত্রীলোক, যে সর্বদা এস্তেহাযা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং পাক হই না। অতএব, আমি কি নামায ছেড়ে দিব? উত্তরে তিনি বললেন না, এটা একটি শিরার রক্ত, হায়েয নয়। যখন তোমার হায়েয উপস্থিত হবে তখন নামায ছেড়ে দিবে আর যখন হায়েযের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে, তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে। অতপর নামায পড়তে থাকবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
এস্তেহাযা রোগে নামায পড়তে হবে

হাদীস : ৫১৩ ॥ হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ হতে বর্ণনা করেন যে, ফাতেমা সর্বদা এস্তেহাযায় আক্রান্ত হতেন। অতএব তাকে রাসূলাল্লাহ (স) বললেন, যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন তা কাল রক্ত হয়, যা চেনা যায়। যখন এমন রক্ত হবে নামায হতে বিরত থাকবে। যখন অন্যরকম রক্ত হবে তখন ওযূ করে নামায পড়তে থাকবে। কেননা, এটা রগ-বিশেষের রক্ত। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হায়েযের সময়ের চেয়ে বেশি সময় হলে তা এস্তেহাযা

হাদীস : ৫১৪ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় এক স্ত্রীলোকের ঋতুর রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তার জন্য উম্মে সালামা রাসূল (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, সে দেখবে এ অবস্থা ঘটবার আগে মাসে যে কয়দিন তার হায়েয হত, সে মাসে কয়দিন পরিমাণ নামায ছেড়ে দিয়েছে, যখন সে পরিমাণ দিন শেষ হয়ে যাবে, সে গোসল করবে। অতএব কাপড় খণ্ড দিয়ে লেংটি বাঁধবে তারপর নামায পড়বে। –(মালিক, আবু দাউদ, দারেমী ও নাসাঈ এই অর্থে)

হায়েয ব্যতীত নামায ছাড়া যাবে না

হাদীস : ৫১৫ ॥ হযরত আদী ইবনে সাবিত (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, আদী (রা)-এর দাদার নাম হল দীনার। রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) মোস্তাহাযা স্ত্রীলোক সম্পর্কে বলেছেন, সে নামায ছেড়ে দিবে সে সকল দিনে, যে সকল দিনে সে সর্বদা হায়েযগ্রস্তা হত, অতপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় ওযূ করবে। আর রোযা রাখবে ও নামায পড়বে। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

এস্তেহাযা হলে দু নামায একত্রে পড়া যায়

হাদীস : ৫১৬ ॥ হযরত হামনাহ বিনতে জাহশ (রা) বলেন, আমি বেশি গুরুতর রকমে এস্তেহাযাগ্রস্তা হয়ে পড়লাম এবং রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে আসলাম তাঁকে এই অবস্থা বলতে এবং এর মাসআলা জিজ্ঞেস করতে। এসে আমি তাঁকে আমার ভগ্নী উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহশের গৃহে পেলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বেশি গুরুতর রকমে। এস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, সে বিষয়ে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এটা আমাকে নামায ও রোযার বাধা দিচ্ছে। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাকে তুলা দেওয়ার উপদেশ দিচ্ছি, এটা রক্ত বন্ধ করে দিবে। তিনি বললেন, এটা তো এর চাইতেও বেশি। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি লাগাম বাঁধবে। তিনি বললেন, এটা অপেক্ষা অধিক। রাসূল (স) বললেন, তা হলে তুমি কাপড়ের পুলটিস বেঁধে দিবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আরো অধিক গুরুতর আমি জলধারার ন্যায় রক্তক্ষরণ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তবে তোমাকে আমি দুটি নির্দেশ দিচ্ছি, এদের মধ্যে যেটিই কর তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টি করতে সক্ষম হও তাহলে তুমিই অধিক জান। অতপর তিনি তাঁকে বললেন, এটা শয়তানের অনিষ্ট সাধনসমূহ হতে একটা অনিষ্ট সাধন ব্যতীত কিছুই নয়।

(প্রথম) তুমি হায়েয ধরবে ছয় দিন অথবা সাত দিনকে। আসলটি আল্লাহর ইলমে আছে, অতপর গোসল করবে, এমন কি যখন তুমি মনে করবে যে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়ে গিয়েছ, তখন তুমি নামায পড়তে থাকবে। তেইশ রাত দিন অথবা চব্বিশ রাত দিন এবং রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর এরূপ তুমি প্রত্যেক মাসেই করবে, যেভাবে অপর স্ত্রীলোকেরা হায়েয গণ্য করে ও যেভাবে তোহর গণ্য করে, তাদের হায়েযের সময় ও তাদের তোহরের সময়কে।

(দ্বিতীয়) আর যদি তুমি সক্ষম হও, যোহরকে পিছিয়ে দিতে ও আছরকে এগিয়ে আনতে, অতপর গোসল করতে এবং উভয় নামায যোহর ও আসরকে একত্রে পড়তে, এভাবে মাগিরবকে পিছিয়ে দিতে ও এশাকে এগিয়ে আনতে, অতপর গোসল করতে এবং উভয় নামাযকে এক সাথে পড়তে, তাহলে তাই করবে। আর ফজরের জন্যও গোসল করতে, তাই করবে এবং রোযাও রাখবে। যদি তুমি সক্ষম হও এভাবে করবে। রাসূল (স) বললেন, আর এ শেষটিই হল উত্তম নির্দেশের মধ্যে আমার কাছে অধিক পছন্দীয়। –(আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এস্তেহাযা হলে গোসল করে নামায পড়বে

হাদীস : ৫১৭ ॥ হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ এত এত দিন যাবৎ এস্তেহাযাগ্রস্তা রয়েছে এবং নামায পড়েনি। রাসূল (স) বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা হল শয়তানের পক্ষ হতে। সে যেন একটি গামলাতে বসে, অতপর যখন যে পানির উপর পীত রং দেখে, তখন গোসল করে, যোহর ও আসরের জন্য একটি গোসল, পরে মাগরিব ও এশার জন্য এর একটি গোসল, আর ফজরের জন্য করে আরেকটি গোসল এবং ওযূ করে এদের মধ্যখানে। –(আবু দাউদ)

ষোড়ষ অধ্যায়

নামাযের ফযিলত ও মাহাত্ম্যের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযের দ্বারা হদের কাফফারা হয়ে গেল

হাদীস : ৫১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হদ এর কাজ করেছি, সুতরাং আমার প্রতি তা প্রয়োগ করুন। রাবী বলেন, রাসূল (স) তাকে সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এ সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন সে রাসূল (স)-এর সাথে নামায পড়ল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন নামায শেষ করলেন, লোকটি দাঁড়িয়ে বলল আমি হদ-এর কাজ করেছি। আমার প্রতি আল্লাহর কিতাব নির্ধারিত হদ জারি করুন। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায পড়নি? সে বলল হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তোমার জন্য তোমার গুনাহ বা হদ মাফ করে দিয়েছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

নামায কবীরা গুনাহ ব্যতীত সব গোনাহর কাফফারা

হাদীস : ৫১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুআ হতে অপর জুমুআ পর্যন্ত ও এক রমযান হতে অপর রমযান পর্যন্ত কাফফারা হয় সে সকল গুনাহর জন্য, যা এদের মধ্যবর্তী সময়ে হয় যখন কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। –(মুসলিম)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে কোনো পাপ থাকে না

হাদীস : ৫২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আচ্ছা বলত তো, যদি তোমাদের কারও দরজায় একটি নহর থাকে, যাতে সে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে, বাকী থাকবে কি তার ময়লার কিছু? তারা উত্তর করলেন, বাকী থাকবে না, তার ময়লার কিছু। রাসূল (স) বললেন, এমনই উদাহরণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। এর সাথে আল্লাহ অপরাধসমূহ মুছে দেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

নামায পাপসমূহ দূর করে দেয়

হাদীস : ৫২১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি কোনো একটি স্ত্রীলোককে চুম্বন করেছিল। অতপর সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলো এবং তাঁকে এ সংবাদ দিল, অতপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন–

اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من الليل ، ان الحسنات يذهبن السيات .

"নামায কায়েম কর দিনের দু অংশে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়, পুণ্যসমূহ দূর করে দেয় পাপসমূহকে।"

তখন সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শুধু আমার জন্য? তিনি বললেন, আমার উম্মতের সকলের জন্যই। অপর বর্ণনায় আছে, আমর উম্মতের যে কেউ এমন আমল করবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সঠিক সময়ে নামায পড়া আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়

হাদীস : ৫২২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়? তিনি উত্তর করলেন, ঠিক সময়ে নামায পড়া। আমি বললাম তারপর কোন কাজ? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি পুন বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। ইবনে মাসউদ বলেন, রাসূল (স) আমাকে এগুলো বললেন, যদি আমি অধিক জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আমাকে অধিক বলতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামায কুফর বিতাড়িত করে দেয়

হাদীস : ৫২৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দার ও কুফরীর মধ্যে সেতু হল নামায ত্যাগ করা। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৫২৪ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাঁচটি নামায আল্লাহ তাদেরকে ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তার জন্য উত্তমরূপে ওযূ করবে এবং ঠিক সময় নামায আদায় করবে এবং নামাযের রুকনসমূহ ও খুশুকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহর উপর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তাকে মাফ করে দেবেন। আর যে না করবে, তার জন্য আল্লাহর উপর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে তিনি মাফ করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। -(আহমদ ও আবু দাউদ। মালিক এবং নাসাঈ এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

নামায রোযা যাকাত বেহেশতে দাখিল করবে

হাদীস : ৫২৫ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পড় তোমাদের প্রতি নির্ধারিত পাঁচটি নামায, রোযা কাটাও তোমাদের রমযান মাসটি, দাও তোমাদের মালের যাকাত এবং অনুগত থাক তোমাদের কর্মকর্তার-এতে প্রবেশ লাভ করবে তোমরা তোমাদের রবের বেহেশতে। -(আহমদ ও তিরমিযি)

সন্তান সাত বছরের হলে নামাযের আদেশ করতে হবে

হাদীস : ৫২৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের জন্য আদেশ করবে, যখন তারা সাত বছরে পৌঁছবে। আর এর জন্য মারবে যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে এবং তাদের শোয়ার স্থান পৃথক করে দিবে। -(আবু দাউদ। শরহে সুন্নায়ও এমনই রয়েছে, কিন্তু মাসাবীহতে সাবুরাহ ইবনে মাবদ হতে বর্ণিত হয়েছে)

নামায ত্যাগ করলে কাফের হয়ে যাবে

হাদীস : ৫২৭ ॥ হযরত বুয়ায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের ও তাদের মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তাহল নামায, সুতরাং যে নামায ত্যাগ করে সে কাফের হয়ে যাবে। -(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামায যাবতীয় গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়

হাদীস : ৫২৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মদীনার শেষ প্রান্তে একজন স্ত্রীলোকের সাথে রসালিঙ্গন করেছি এবং আমি তার সাথে আসল কাজ ব্যতীত আর সবকিছুই করেছি, এ যে আমি, অতএব আমার প্রতি যা ইচ্ছা আপনি করার হুকুম করুন। এ সময় হযরত ওমর (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার অপরাধ ঢেকে রেখেছেন। যদি তুমি নিজেও নিজকে ঢেকে রাখতে। আবদুল্লাহ বলেন, রাসূল (স) তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। অতএব, সে উঠে দাঁড়াল এবং চলে গেল। অতপর রাসূল (স) তার পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন আর তার কাছে এ আয়াত পাঠ করলেন-

اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من الليل ، ان الحسنات يذهبن السيات ، ذلك
ذكرى للذكرين - سورة هود- ١١٤

"নামায কায়েম কর দিনের দু অংশে এবং রাতের কিছু অংশে, নিশ্চয় পুণ্যসমূহ দূর করে দেয় পাপসমূহকে, এটা হল উপদেশ, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।"

এ সময় উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর নবী! এটা কি তার জন্য বিশেষভাবে? তিনি বললেন. বরং সমস্ত মানুষের জন্যই। -(মুসলিম)

নামায গাছের পাতার মত পাপসমূহকে ঝরিয়ে দেয়

হাদীস : ৫২৯ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন শীতকালে বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরছিল। এসময় তিনি একটি গাছের দুটি ডাল নাড়া দিলেন। রাবী বলেন, আর সে পাতা আরও ঝরতে লাগল। আবু যর বলেন, তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়, মুসলমান বান্দা যখন নামায পড়ে আর ইচ্ছা করে তার দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান, তখন ঝরতে থাকে তা হতে তার গুনাহসমূহ যেভাবে ঝরছে পাতাসমূহ এ গাছ থেকে। –(আহমদ)

দু রাকাআত নামায সঠিক নিয়মে পড়লে আগের গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ৫৩০ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু রাকাআত নামায পড়েছে, আর ভুল করেনি তাতে, আল্লাহ মাফ করে দিবেন তার সগীরা গুনাহ যা অতীত হয়েছে। –(আহমদ)

নামাযের হেফাযত করলে কিয়ামতে মুক্তি পাবে

হাদীস : ৫৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন নামাযের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, যে নামাযের হেফাযত করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে তার হেফাযত করবে না কিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে না। কিয়ামতের দিন সে কারুণ, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথী হবে। –(আহমদ, দারেমী ও বায়হাকী)

নামায ব্যতীত অন্য আমল বাদ দিলে কাফের হয় না

হাদীস : ৫৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শকীক বলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবীরা আমলসমূহের মধ্যে কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না। নামায ব্যতীত। –(তিরমিযী)

ইচ্ছা করে কোনো ফরয নামায ত্যাগ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৫৩৩ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, আমার দোস্ত আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, ১। তুমি আল্লাহর সাথে কিছুকে বা কাউকেও শরীক করবে না যদিও তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং ২। ইচ্ছা করে কোনো ফরয নামায তরক করবে না। যে ইচ্ছা করে তা তরক করে তার হতে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে। ৩। আর শরাব পান করবে না। কেননা, এটা হচ্ছে সব মন্দের চাবিকাঠি। –(ইবনে মাজাহ)

সপ্তদশ অধ্যায়

নামাযের সময়সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে যোহর নামাযের ওয়াক্ত হয়

হাদীস : ৫৩৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যোহরের নামাযের সময় আরম্ভ হয় যখন সূর্য ঢলে এবং যখন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, যে পর্যন্ত না আসরের সময় উপস্থিত হয়। আর আসরের সময় যে পর্যন্ত না সূর্য হলদে হয় এবং মাগরিবের নামাযের সময় যে পর্যন্ত না শফক অদৃশ্য হয়। আর এশার নামাযের সময় ঠিক মধ্যরাত পর্যন্ত এবং ফজরের সময় ঊষার উদয় হতে যে পর্যন্ত না সূর্যোদয় শুরু হয়। যখন সূর্যোদয় শুরু হবে নামায হতে বিরত থাকবে। কেননা, সেটা উদয় হয় শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যে। –(মুসলিম)

রাসূল (স) নামাযের সময় বুঝিয়ে দিলেন

হাদীস : ৫৩৫ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, আমাদের সাথে এ দু দিন নামায পড়। প্রথম দিন–যখন সূর্য ঢলল, তিনি বেলালকে হুকুম করলেন এবং বেলাল আযান দিলেন, তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন এবং বেলাল যোহরের একামত দিলেন। অতপর তাঁকে হুকুম দিলেন তিনি আসরের একামত বললেন, অথচ তখন সূর্য উচ্চে অবস্থিত এবং পরিষ্কার সাদা। অতপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি মাগরিবের একামত বললেন, যখন সূর্য অদৃশ্য হল। অতপর তাকে হুকুম করলেন আর তিনি এশার একামত বললেন, যখন মাত্র লালিমা অদৃশ্য হল। অতপর তাকে হুকুম করলেন আর তিনি ফজরের একামত বললেন,

যখন উষা উদয় হল। যখন দ্বিতীয় দিন হল, বেলালকে নির্দেশ দিলেন। যোহরকে ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে। তিনি তাতে বিলম্ব করলেন এবং যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। অতপর আসর পড়লেন সূর্য তখন উচ্চে অবস্থিত, কিন্তু এতে বিলম্ব করলেন আগের দিনের অধিক এবং মাগরিব পড়লেন লালিমা অদৃশ্য হবার সামান্য আগে। আর এশা পড়লেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতীত হওয়ার পর। তারপর ফজর পড়লেন উষা খুব পরিষ্কার হওয়ার পর। অতপর রাসূল (স) বললেন, নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যে আমি। তিনি বললেন, তোমাদের নামাযের সময় তোমরা যা প্রত্যক্ষ করলে তার মধ্যে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোনো বস্তুর ছায়া একগুণ পরিমাণ হলে আসরের নামাযের ওয়াক্ত

হাদীস : ৫৩৬ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিব্রাঈল (আ) খানায়ে কাবার কাছে দুবার আমার ইমামতি করেছেন। তিনি আমাকে যোহর পড়ালেন যখন সূর্য ঢলল, আর তা ছিল জুতার দোয়ালি পরিমাণ এবং আসর পড়ালেন যখনই প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার এক গুণ হল, আর মাগরিব পড়ালেন আমাকে যখন রোযাদার রোযা খোলে এবং এশা পড়ালেন যখন শফক অদৃশ্য হল। আর ফজর পড়ালেন যখন রোযাদারের উপর খানাপিনা হারাম হয়। যখন দ্বিতীয় দিন আসল তিনি আমায় যোহর পড়ালেন যখন বস্তুর ছায়া তার একগুণ হয়ে গেল এবং আসর পড়ালেন যখন তার ছায়া দু গুণ হয়ে গেল, আর মাগরিব পড়ালেন যখনই রোযাদার রোযা খোলে এবং এশা পড়ালেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হল। অবশেষে ফজর পড়ালেন এবং খুব ফর্সা উষার পড়ালেন। অতপর আমার প্রতি লক্ষ করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! এটাই আপনার আগেকার নবীদের নামাযের সময়। নামাযের সময় এ দু সময়ের মধ্যে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জিব্রাঈল (আ) রাসূল (স)-এর ইমামতি করেছিলেন

হাদীস : ৫৩৭ । ইবনে শেহাব যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয একদিন আসরের নামাযে বিলম্ব করলেন। হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) তাঁকে বললেন, সাবধান! জিব্রাঈল (আ) অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং রাসূল (স)-এর সামনে নামায পড়েছিলেন। ওমর বললেন, দেখ উরওয়া! তুমি কি বলছ? উরওয়া বললেন, আমি বশীর ইবনে আবু মাসউদ হতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি জিব্রাঈল (আ) অবতীর্ণ হলেন এবং আমার ইমামতি করলেন, আর আমি তার সাথে নামায পড়লাম, অতপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (আসর)। অতপর তার সাথে নামায পড়লাম (মাগরিব)। অতপর তার সাথে নামায পড়লাম (এশা)। অতপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (ফজর) এ সময় হিসেব করছিলেন রাসূল (স) নিজ আঙ্গুলীসমূহ দিয়ে পাঁচটি নামাযকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সব কাজের মধ্যে নামায অধিক গুরুত্বপূর্ণ

হাদীস : ৫৩৮ । হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নিজ প্রশাসকদের কাছে লিখেছেন, আমার কাছে আপনাদের সব কাজের মধ্যে নামাযই হল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে তার হেফাযত করেছে এবং যথাযথভাবে উহাকে রক্ষা করেছে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করেছে। আর যে তাকে বিনষ্ট করেছে সে উহা ব্যতীত অপরগুলোর পক্ষে আরও অধিক বিনষ্টকারী সাব্যস্ত হবে। অতপর তিনি লিখেছেন, যোহর পড়বে যখন ছায়া এক হাত হবে, এ পর্যন্ত যে, তোমাদের প্রত্যেকের ছায়া সমান হয়, আসর পড়বে যখন সূর্য উচ্চে পরিষ্কার হবে, এ পর্যন্ত যে, তোমাদের প্রত্যেকের ছায়া সমান হয় যাতে একজন উট সওয়ার সূর্য অদৃশ্য হবার আগেই দু বা তিন ফর্সখ অতিক্রম করতে পারে এবং মাগরিব পড়বে যখনই সূর্য অদৃশ্য হয়। এশা পড়বে যখন শফক অদৃশ্য হয়। রাতে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত । যে ঘুমাবে এর আগে তার চক্ষু না ঘুমাক। যে ঘুমাবে এর আগে তার চক্ষু না ঘুমাক!!! এবং ফজর পড়বে যখন তারকারাজি পরিষ্কার হয় এবং চমকে। -(মালিক) —— ১২৬

গরমের সময় ছায়ার পরিমাণ পাঁচ কদম হলে যোহর পড়তে হয়

হাদীস : ৫৩৯ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, গ্রীষ্মকালে রাসূল (স)-এর যোহরের নামাযের পরিমাণ ছায়ার পরিমাণ ছিল তিন হতে পাঁচ কদম পর্যন্ত এবং শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম পর্যন্ত। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

অষ্টাদশ অধ্যায়

সকাল সকাল নামায পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

যোহর নামাযের ওয়াক্তের সময় খুব গরম থাকে

হাদীস : ৫৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূল (স)-এর পিছনে যোহর পড়তাম, আমরা উত্তাপ হতে বাঁচার জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দোযখ বছরে দুটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করে

হাদীস : ৫৪১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন উত্তাপ বাড়বে শীতল করবে নামাযকে-আবু সাঈদ হতে বোখারীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যোহরকে। কেননা, উত্তাপের আধিক্য দোযখের তাপ। দোযখ আপন পরওয়াদেগারের কাছে অভিযোগ করে বলেছিল, পরওয়ারদেগার! আমার একাংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন তিনি তাকে অনুমতি দিলেন দুটি নিঃশ্বাসের। এক নিঃশ্বাস শীতের আর অপর নিঃশ্বাস গ্রীষ্মে। এতই তোমার গ্রীষ্মে তাপের আধিক্য পাও এবং শীতে শীতের আধিক্য পাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা ও গরমের আধিক্য অনুভব কর তা দোযখের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই এবং তোমরা যে শৈত্যের আধিক্য অনুভব কর তা তার শীতল নিঃশ্বাসের দরুনই।

সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আসরের নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৫৪২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আসরের নামায পড়তেন, তখন সূর্য উচ্চ ও উজ্জ্বল থাকত। অতপর কেউ আওয়ালীর দিকে যেত এবং সেখানে পৌছত, তখনও সূর্য উপরে থাকত, অথচ আওয়ালীর কোনো কোনো স্থান মদীনা হতে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূর্য শয়তানের শিংয়ের সমতুল্য

হাদীস : ৫৪৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তা মুনাফেকের নামায-যে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না সূর্য হলদে হয় এবং শয়তানের দু শিং এর মধ্যখানে আসে, তখন উঠে চার ঠোকর মারে, এতে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। -(মুসলিম)

আসরের নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ

হাদীস : ৫৪৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার আসরের নামায ফওত হল, যেন তার সমস্ত পরিবার ও ধন-সম্পদ লুট হয়ে গেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

এশার নামায দেরি করে পড়া ভাল

হাদীস : ৫৪৫ ॥ হযরত সাইয়্যাব ইবনে সালামা (রা) বলেন, আমি ও আমার পিতা (সাহাবী) হযরত আবু বারযা আসলামীর কাছে গেলাম। আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (স) ফরয নামায কিভাবে পড়তেন? তিনি বললেন, যোহর-যাকে তোমরা প্রথম নামায বল-যখন সূর্য ঢলে তখনই পড়তেন এবং আসর পড়তেন যার পর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়িতে ফিরত, অথচ তখনও পরিষ্কার থাকত। রাবী বলে, মাগরিব সম্পর্কে কি বলেছেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। আর এশা যাকে তোমরা আতামাহ বল দেরি করে পড়তেই ভালবাসতেন এবং তার আগে নিদ্রা যাওয়া বা পরে কতা বলা না অপছন্দ করতেন। তিনি ফজরের নামায হতে অবসর গ্রহণ করতেন যখন কেউ আপন সাথে বসা ব্যক্তিকে চিনিতে পারত এবং ষাট হতে এক শত আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, এশাকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে তিনি পরওয়া করতেন না এবং তার আগে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথা বলা পছন্দ করতেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত

হাদীস : ৫৪৬ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, আমরা সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূল (স) যোহর পড়তেন দ্বিপ্রহর ঢললে এবং আসর পড়তেন আর তখনও সূর্য দীপ্তিমান থাকত এবং মাগরিব পড়তেন যখন সূর্য অস্ত যেত এবং এশা-যখন লোক বেশি হত সকালে পড়তেন, আর যখন কম হত দেরী করতেন এবং ফজর পড়তেন অন্ধকারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আসর নামায না পড়লে সব আমল নষ্ট হয়ে যায়

হাদীস : ৫৪৭ । হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আসরের নামায তরক করেছে তার আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। –(বোখারী)

মাগরিবের নামাযের পরে অন্ধকার হয়ে যায়

হাদীস : ৫৪৮ । হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম। অতপর আমাদের কেউ ফেরত আর তখন দেখতে পেত তার তীর পড়বার স্থান।–(বোখারী ও মুসলিম)

রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামায পড়া যায়

হাদীস : ৫৪৯ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সাহাবীরা এশার নামায পড়তেন শফক অদৃশ হওয়ার পর হতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। –(বোখারী ও মুসলিম)

ফজরের নামাযের পর কিছুটা অন্ধকার থাকে

হাদীস : ৫৫০ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের নামায পড়তেন, অতপর স্ত্রীলোকেরা নিজেদের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে ফিরত, অথচ অন্ধকারের কারণে তাদের চিনা যেত না।–(বোখারী ও মুসলিম)

সেহরী খাওয়ার পর ফজরের নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৫৫১ । হযরত কাতাদা হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (স) ও যায়িদ ইবনে সাবিত সেহরী খেলেন। যখন তাঁরা দুজন সেহরী হতে অবসর গ্রহণ করলেন, আল্লাহর নবী (স) ফজরের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং নামায পড়ালেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সেহরী হতে অবসর গ্রহণ ও নামাযের প্রবেশের মধ্য কি পরিমাণ সময় ছিল? তিনি করলেন, কেউ পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে এ পরিমাণ। –(বোখারী)

নামায সঠিক সময়ে পড়ার জন্য নির্দেশ

হাদীস : ৫৫২ । হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে আবু যর! কি অবস্থা হবে যখন তোমার উপর এমন শাসনকর্তারা হবে যারা নামাযের প্রতি অমনযোগী হবেন অথবা তার হতে একে পিছিয়ে দিবেন? আমি বললাম, আপনি কি আদেশ দেন? তিনি বললেন, নামায তার সঠিক সময়ে পড়বে, অতপর যদি তাদের সাথে পাও, পুনরায় পড়বে, আর এটা তোমার জন্য নফল হবে। –(মুসলিম)

সূর্যোদয়ের আগে ফজরের এক রাকআত পেলে সে পূর্ণ নামায পেল

হাদীস : ৫৫৩ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ফজরের নামাযের এক রাকআত পেয়েছে সূর্যোদয়ের আগে সে ফজরের নামাযকে পেয়েছে এবং যে আসরের নামাযে এক রাকআত পেয়েছে সূর্যাস্তের আগে সে আসরের নামাযকে পেয়েছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে এক সিজদা পেলেও আসরের নামায হবে

হাদীস : ৫৫৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আসরের নামাযের এক সিজদা পায় সূর্য অদৃশ্য হবার আগে, সে যেন তার নামাযকে পূর্ণ করে নেয়। এরূপে যখন ফজরের নামাযের এক সিজদা পায় সূর্য উদয় হবার আগে, সে যেন তার নামাযকে পূর্ণ করে নেয়। –(বোখারী)

সময় হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৫৫৫ । হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ কোনো নামায ভুলে যায় অথবা তা না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তার প্রতিকার হল যখনই তা স্মরণ হবে পড়ে নিবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, এটা ছাড়া তার কোনো প্রতিকার নেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

ঘুমের মধ্যে কোনো ভুলত্রুটি নেই

হাদীস : ৫৫৬ । হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, নিদ্রায় কোনো ত্রুটি নেই, ত্রুটি হল জাগরণে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ কোনো নামায ভুলে যায় অথবা তা না পড়ে নিদ্রা যায়, যখনই সেটা স্মরণ হয় পড়ে নিবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন, নামায কায়েম কর আমার স্মরণে। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নয়

হাদীস : ৫৫৭ । হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে আলী! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করো না। নামায–যখন তার সময় আসে, জানাযা যখন তা উপস্থিত হয়, স্বামীবিহীন নারী। যখন তুমি সমগোত্র ও সমকক্ষ বর পাও। –(তিরমিযী) ১২৮০ – ৪২৭

নামাযের প্রথম সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি

হাদীস : ৫৫৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন নামাযের প্রথম সময় হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ এবং শেষ সময় হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমা। -(তিরমিযী) জাল- ১২৮

নামাযকে প্রথম সময়ে পড়া ভাল

হাদীস : ৫৫৯ ॥ হযরত উম্মে ফারওয়াহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, কোনো কাজ অধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, নামাযকে তার প্রথম সময়ে পড়া। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল-ওমরী ব্যতীত আর কারও হতে বর্ণিত নয় এবং তিনি হাদীসবিদদের কাছে সবল নয়)

নামায শেষ ওয়াক্তে পড়া নিষেধ

হাদীস : ৫৬০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) দুবার কোনো নামাযকে তার শেষ ওয়াক্তে পড়েননি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া পর্যন্ত। -(তিরমিযী)

মুসলমানরা সর্বদা কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে

হাদীস : ৫৬১ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণে থাকবে অথবা তিনি বলেছেন, ফেতরাত-এর উপর থাকবে যতক্ষণ না তারা মাগরিবের নামাযে তারকারাজি ঘন-নিবিড় হয়ে উঠা পর্যন্ত বিলম্ব না করবে। -(আবু দাউদ, আর দারেমী আব্বাস হতে)

এশার নামায দেরিতে পড়া ভাল

হাদীস : ৫৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে এশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশে অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে বলতাম। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আগের নবীর উম্মতদের উপর এশার নামাযের প্রচলন ছিল না

হাদীস : ৫৬৩ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (রা) বলেছেন, তোমরা এ নামাযকে দেরি করে পড়বে। কেননা, এ নামায দ্বারা তোমাদেরকে অন্য সমস্ত উম্মতের উপর ফযিলত দেওয়া হয়েছে। তোমাদের আগে কোনো উম্মত কখনও এ নামায পড়েনি। -(আবু দাউদ)

এশার নামায পড়ার সময়

হাদীস : ৫৬৪ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, আমি উত্তমরূপে অবগত আছি তোমাদের এ নামাযের শেষ এশার নামাযের সময় সম্পর্কে। এটা পড়তেন তৃতীয়ার চন্দ্র ডুবলে। -(আবু দাউদ দারেমী)

ফজরের নামায ফর্সা আলোতে পড়তে হয়

হাদীস : ৫৬৫ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ফজরের নামায ফর্সা আলোতে পড়বে। সওয়াবের পক্ষে এটা অতি উত্তম। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী। কিন্তু নাসাঈর বর্ণনায় সওয়াবের পক্ষে একটা অতি উত্তম-এই কথা নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসরের নামাযের পর উট যবেহ করে রান্না করে খাওয়া যায়

হাদীস : ৫৬৬ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে আসরের নামায পড়তাম, অতপর উট যবেহ করা হত এবং তা কেটে গোশত ভাগ করা হত, অতপর রান্না করা হত, আর আমরা রান্না করা গোশত খেতাম-সূর্য অদৃশ্য হবার আগেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোনো উম্মতের এশার নামায ছিল না

হাদীস : ৫৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা এক রাতে শেষ এশার নামাযের জন্য রাসূল (রা)-এর অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বের হয়ে আসলেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গিয়েছিল, অথবা এরও কিছু পরে। আমরা বলতে পারি না যে, কোনো কাজ তাঁকে তাঁর পরিবারে আবদ্ধ করে রেখেছিল অথবা এছাড়া অন্য কিছু। যখন তিনি বের হয়ে আসলেন, বললেন, তোমরা এমন একটি নামাযের প্রতীক্ষা করছ যার প্রতীক্ষা অপর কোন ধর্মাবলম্বীরা করে না। যদি আমি আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদের নিয়ে এ নামায এ সময়েই পড়তাম। অতপর তিনি মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিলেন, সে একামত বলল, আর তিনি নামায পড়ালেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) নামাযকে সংক্ষেপ করতেন

হাদীস : ৫৬৮ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, বলেন, রাসূল (স) নামায পড়তেন প্রায় তোমাদের নামাযসমূহের মতোই, কিন্তু তিনি এশার নামাযকে তোমাদের নামায অপেক্ষা কিছু পিছিয়ে পড়তেন এবং নামাযকে সহজ-সংক্ষেপে করতেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) এশার নামায দেরিতে পড়তেন

হাদিস : ৫৬৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এক রাতে আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এশার নামায পড়েছি। অর্থাৎ ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তিনি বের হলেন না, যে পর্যন্ত না প্রায় অর্ধরাত অতীত হয়ে গেল। অতপর বললেন, তোমরা তোমাদের আসন গ্রহণ কর। আমরা আমাদের আসন গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন, লোকজন নামায সম্পন্ন করেছে এবং নিজেদের শয্যা গ্রহণ করেছে, আর তোমরা নিশ্চয় নামাযেই আছ, তোমরা নামাযের অপেক্ষায় আছ। যদি দুর্বলের দুর্বলতা এবং রুগ্ন ব্যক্তির রোগ কষ্টের আশংকা না থাকত, তাহলে আমি এ নামাযকে অর্ধরাত পর্যন্ত পিছিয়ে পড়তাম। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

রাসূল (স) যোহরের নামায সকালে সকালে পড়তেন

হাদীস : ৫৭০ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) তোমাদের অপেক্ষা যোহরের নামাযকে সকালে সকালে পড়তেন আর তোমরা তাঁর অপেক্ষা আসরের নামাযকে সকালে পড়। -(আহমদ ও তিরমিযী)

নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়া ভাল

হাদীস : ৫৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন গরম কাল আসত রাসূল (স) নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়তেন। আর যখন ঠাণ্ডা পড়ত তখন সকালে পড়তেন। -(নাসাঈ)

সরকারী প্রশাসন নামাযে বাঁধা দিবে

হাদীস : ৫৭২ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সাবিত (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন আমাকে বলেছেন, আমার পর তোমাদের উপর এমন প্রশাসকরা হবে, যাদেরকে নানারূপ কাজ ঠিক সময়ে নামায আদায় করা হতে বিরত রাখবে। এমন কি তার সময় চলে যাবে। তখন তোমরা নামায পড়ে নিবে তা ঠিক সময়েই। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাদের সাথে আবার নামায পড়ব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। -(আবু দাউদ)

পরবর্তী শাসকরা নামায পিছিয়ে দিবে

হাদীস : ৫৭৩ ॥ হযরত কাবীসাহ ইবনে ওক্কাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, আমার পর তোমাদের উপর শাসকরা হবে যারা নামাযকে পিছিয়ে ফেলবে, তা তোমাদের পক্ষে হবে এবং তাদের বিপক্ষে যাবে, সুতরাং তোমরা তাদের পিছনে নামায পড়বে যতক্ষণ না তারা কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ে। -(আবু দাউদ)

সব কাজের মধ্যে নামায উত্তম

হাদীস : ৫৭৪ ॥ হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খেয়ার হতে বর্ণনা আছে, তিনি খলীফা হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন, যখন তিনি স্বীয় গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন বললেন, হযরত! আপনিই সাধারণের ইমাম, কিন্তু আপনার উপর এ বিপদ উপস্থিত, যা আপনি দেখছেন, আর বিদ্রোহী নেতা আমাদের নামায পড়াচ্ছেন, অথচ এটাকে আমরা গুনাহ বলে মনে করি। তখন তিনি বললেন, মানুষ যে সকল কাজ করে থাকে, নামায হল সে সকলের মধ্যে উত্তম কাজ। সুতরাং যখন মানুষ ভাল কাজ করবে তাদের সাথে শরীক হবে এবং যখন মন্দ কাজ করবে তাদের মন্দ কাজ হতে দূরে সরে থাকবে। -(বোখারী)

ঊনবিংশ অধ্যায়
নামাযের ফযিলত
প্রথম পরিচ্ছেদ
ফজর নামায ও আসরের নামায পড়লে সে বেহেশতী

হাদীস : ৫৭৫ ॥ হযরত ওমারাহ ইবনে রুআইবাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কখনও এমন কোনো ব্যক্তি দোযখে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নামায পড়েছে। অর্থাৎ ফজর ও আসর। -(মুসলিম)

দু ঠাণ্ডা সময়ে নামায কল্যাণময়

হাদীস : ৫৭৬ । হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু ঠাণ্ডা সময়ের নামায পড়বে সে বেহেশতে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতা একত্রে মিলিত হয়

হাদীস : ৫৭৭ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে পর পর আসে একদল ফেরেশতা রাতে, আর একদল ফেরেশতা দিনে এবং উভয়ে মিলিত হয় ফজরের নামাযে ও আসরের নামযে। অতপর উঠে যান যারা তোমাদের মধ্যে ছিল। তখন এদের পরওয়ারদেগার এদের জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত-তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে আসলে? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামায পড়তেছিল এবং আমরা তাদের কাছে পৌঁছেছি, তখনও তারা নামায পড়ছিল।-(বোখারী ও মুসলিম)

ফজরের নামায পড়লে আল্লাহর দায়িত্বে চলে যায়

হাদীস : ৫৭৮ । হযরত জুনদুব কাসরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ফজরের নামায পড়ত সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেল। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ যেন আপন দায়িত্বের কোনো বিষয় সম্পর্কে বাদী হবেন, তাকে ধরতে পারবেনই। অতপর তিনি তাকে উপুড় করে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। -(মুসলিম। আর মাসাবীহের কোনো কোনো নোসখায় কাসরীর পরিবর্তে কোশায়রী রয়েছে)

প্রথম সারিতে নামায পড়া অনেক সওয়াব

হাদীস : ৫৭৯ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি লোক জানত আযান দেওয়া এবং নামাযে প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে, অতপর লটারী দেওয়া ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। তাহলে তারা এর জন্য লটারী দিত আর যদি তারা জানত নামাযের জন্য সকালে যাওয়ার মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে তাহলে তারা এর দিকে অন্যের আগে পৌঁছবার চেষ্টা করত এবং যদি জানত এশা ও ফজরের মধ্যে কি রয়েছে, তাহলে তারা এর দিকে অন্যের আগে পৌঁছবার চেষ্টা করত এবং যদি জানত এশা ও ফজরের মধ্যে কি রয়েছে, তাহলে তারা এর জন্য আসত।

মুনাফিকরা ফজর ও এশার নামায পড়তে চায় না

হাদীস : ৫৮০ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুনাফিকদের পক্ষে ফজর ও এশা অপেক্ষা কোনো কঠিন নামায নেই। যদি তারা জানত তাদের মধ্যে কি রয়েছে, তাহলে তারা এর জন্য আসত, যদিও তাদের আসতে হত হামাগুড়ি দিয়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

এশার নামাযের অনেক ফযিলত আছে

হাদীস : ৫৮১ । হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে এশার নামায জামাআতে পড়েছে, পড়েছে, সে যেন অর্ধ রাত নামায পড়েছে, আর যে ফজরের নামায জামাআতে পড়েছে, সে যেন পূর্ণ রাত নামায পড়েছে। -(মুসলিম)

এশার নামাযকে আত্মা বলা হয়

হাদীস : ৫৮২ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে তোমাদের মাগরিবের নামাযের নামকরণে। রাবী বলেন, বেদুঈনরা তাকে এশা বলত এবং রাসূল (স) আরও বলেন, বেদুঈনরা যে তোমাদর উপর জয়ী হতে না পারে। তোমাদের এশার নামাযের নামকরণেও। তা আল্লাহর কিতাবে এশা। তা পড়া হয় আতামায়। দুধ দোহনের সময়ে। -(মুসলিম)

আসরের নামাযকে ওসতা নামায বলে

হাদীস : ৫৮৩ । হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) খন্দক-যুদ্ধের তারিখে বলেছেন, আমাদেরকে 'ওসতা' নামায আসরের নামায হতে বিরত রাখল। আল্লাহ তাদের ঘরসমূহ ও কবরসমূহকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করুক। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওসতা নামাযই আসরের নামায

হাদীস : ৫৮৪ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ওসতা নামাযই হচ্চে আসরের নামায। -(তিরমিযী)

আসরের নামাযে দিনের ও রাতের ফেরেশতারা মিলিত হয়

হাদীস : ৫৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে আল্লাহ পাকের এই বাণী–

ان قران الفجر كان مشهودا

"ফজরের কেরাআতে হাজির হয়।"–এ ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, এতে হাজির হয় রাতের ফেরেশতারা এবং দিনের ফেরেশতারা। –(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফজরের নামায হল ঈমানের পতাকা

হাদীস : ৫৮৬ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামাযের দিকে গেল, সে ঈমানের পতাকা নিয়ে গেল। আর যে ভোরে বাজারের দিকে গেল, সে শয়তানের পতাকা নিয়ে গেল। –(ইবনে মাজাহ) হাদীসটি নিতান্তই যইফ- ১৩১

হযরত আয়েশা (রা) বলেন যোহরের নামাযকে ওসতা বলে

হাদীস : ৫৮৭ ॥ হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত হতে এবং তিরমিযী উভয় হতে মুআল্লাক রূপে বর্ণনা করেছেন। যইফ – ১২১

রাসূল (স) খুব সহজ নামায পড়তেন

হাদীস : ৫৮৮ ॥ হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত বলেন, রাসূল (স) যোহরের নামায খুব সকালে পড়তেন। তিনি এমন কোনো নামায পড়তেন না যা রাসূল (স)-এর সাহাবীদের পক্ষে তা অপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, "নামাযসমূহের হেফাযত কর, বিশেষ করে ওসতা নামাযের"–যায়িদ বলেন, এর আগেও দুটি নামায রয়েছে। এবং পরেও দুটি নামায রয়েছে। (আসর ও মাগরিব) –(আহমদ ও আবু দাউদ)

ফজরের নামাযকে ওসতা নামায বলে

হাদীস : ৫৮৯ ॥ হযরত মালেকের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, ওসতা নামায। –(মোআত্তা এবং তিরমিযী ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা) হতে মুআল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যইফ – ১৩০

বিংশ অধ্যায়

আযান ও আযান শ্রবণ সম্পর্কে গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত বেলাল (রা) প্রথম আযান দিলেন

হাদীস : ৫৯০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, সাহাবীরা আগুন ও শিঙ্গার উল্লেখ করলেন। একে কেউ কেউ ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের প্রথা বললেন। অতপর বেলালকে নির্দেশ দেওয়া হল আযান জোড়া জোড়া এবং একামত বিজোড় দেওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, তবে 'কাদকামাতিস সালাত' ব্যতীত। –(বোখারী ও মুসলিম)

আযানে প্রতি শব্দ দুবার উচ্চারণ করতে হয়

হাদীস : ৫৯১ ॥ হযরত আবু মাহযুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিজে আমাকে শিক্ষা দেন এবং বলেন, তুমি বল, *"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; আশহাদুআল-লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (স) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ; হাইয়্যা আলাসসালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ; হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ; আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহু।* –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আযানের বাক্য উনিশটি

হাদীস : ৫৯২ ॥ হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁদের আযান শিক্ষা দিয়েছেন উনিশটি বাক্যে এবং একামত সতের বাক্যে। –(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

রাসূল (স)-এর সময় আযান দুবার ছিল

হাদীস : ৫৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সময় আযান দু বার এবং একামত একবার ছিল। কিন্তু 'কাদকামাতিসসালাত'-কে মুয়াজ্জিন দুবার বলতেন। –(আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

কিভাবে আযান দিতে হয়

হাদীস : ৫৯৪ ॥ হযরত আবু মাহযুরা (রা) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আযানের নিয়ম বলে দিন্ আবু মাহযুরা বলেন, অতপর রাসূল (স) আমার মাথার সম্মুখভাগের উপর হাত মুছলেন এবং বললেন, বল "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর, থেকে তোমার স্বরকে তুমি খুব উচ্চ করবে। অতপর বলবে, 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। এতে তুমি তোমার স্বরকে ছোট করবে। অতপর তুমি তোমার স্বরকে উচ্চ করে বলবে, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু,আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ। যদি ফজরের নামায হয় তাহলে বলবে, 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। -(আবু দাউদ)

ফজরের নামায ব্যতীত তাসবীব করা যাবে না

হাদীস : ৫৯৫ ॥ হযরত বেলাল (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, কোনো নামাযেই তাসবীব করবে না ফজরের নামায ব্যতীত। -(তিরমিযী ওইবনে মাজাহ) পৃষ্ঠা-১৬২

দীর্ঘস্বরে ধীরে ধীরে আযান দিতে হয়

হাদীস : ৫৯৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত বেলালকে বললেন, যখন আযান দিবে, ধীরে ধীরে দীর্ঘ স্বরে দিবে এবং যখন এক্বামত বলবে, তাড়াতাড়ি অনুচ্চ স্বরে বলবে এবং তোমার আযান ও এক্বামতের মধ্যে এ পরিমাণ সময় রাখবে যাতে খাওয়ার হাজতী তার খাওয়া হতে পানের হাজতী তার পান হতে এবং পায়খানা-প্রস্রাবের হাজতী যখন তার হাজত পূর্ণ করতে গিয়েছে, তার হাজত হতে অবসর গ্রহণ করে সারে এবং তোমার নামাযের জন্য দাঁড়াবে না যে পর্যন্ত না আমাকে দেখ। -(তিরমিযী) পৃষ্ঠা-১৬৩

যে আযান দেয় সে এক্বামত দিবে

হাদীস : ৫৯৭ ॥ হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আযান দাও-ফজরের নামাযে। সুতরাং আমি আযান দিলাম। অতপর বেলাল এক্বামত দিতে চাইলেন। তখন রাসূল (স) বলেন, সুদায়ী আযান দিয়েছে, আর যে আযান দিবে সে এক্বামতও দিবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা-১৬৪

নামায আহ্বানের ব্যাপারে আলোচনা

হাদীস : ৫৯৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, মুসলমানেরা যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা অনুমান করে নামাযের জন্য একটা সময় ঠিক করে নিতেন এবং সে সময় সকলে একত্রিত হতেন। নামাযের জন্য কেউ আহ্বান করত না। একদিন তাঁরা এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কেউ বললেন, নাসারাদের ন্যায় একটা ঘণ্টা বাজান হোক, আর কেউ বললেন, ইয়াহুদীদের ন্যায় একটা শিঙ্গা। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, তোমরা কি একজন লোককে পাঠাতেই পার না যে, নামাযের জন্য মানুষকে আহ্বান করবে? তখন রাসূল (স) বললেন, হে বেলাল! উঠ এবং নামাযের জন্য আহ্বান কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিভাবে আযানের প্রচলন হল

হাদীস : ৫৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ ইবনে আবদে রাব্বিহী (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) ঘণ্টা বাজানোর জন্য আদেশ করলেন, যাতে তা নামাযের জন্য একত্রিত হতে মানুষের উদ্দেশ্যে বাজান হয়। তখন স্বপ্নে আমার কাছে একজন লোক উপস্থিত হল, যে নিজের হাতে একটা ঘণ্টা ধারণ করছিল, তখন আমি বললাম; হে আল্লাহর বান্দা! এ ঘণ্টাটি তুমি বিক্রয় করবে কি? সে বলল, এ দিয়ে তুমি কি করবে? আমি বললাম, এ দ্বারা আমরা নামাযের জন্য আহ্বান করব। সে বলল, এ হতে যেটা উত্তম তা আমি তোমাকে বলে দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। আবদুল্লাহ্ বলেন, তখন সে আল্লাহু আকবার হতে শুরু করে আযানের শেষ পর্যন্ত সব শব্দগুলি বলল। এরূপে এক্বামতেরও। অতপর যখন আমি ভোরে উঠলাম, রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছলাম এবং তাঁকে যা দেখেছি তা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার মোবারক করুন! এটা নিশ্চয়ই সত্য স্বপ্ন। যাও বেলালের সাথে এবং তাকে বলে দাও যা তুমি দেখেছ। সে শব্দ দ্বারা বেলাল যেন আযান দেয়। কেননা, সে তোমার অপেক্ষা অধিক উচ্চ স্বরধারী। সুতরাং আমি বেলালের সাথে গেলাম এবং তাকে এটা বলতে লাগলাম, আর তিনি তা দ্বারা আযান দিতে লাগলেন। আবদুল্লাহ

বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তা শুনলেন–তখন তিনি তাঁর ঘরে ছিলেন, আর নিজের চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় আমিও দেখেছি অনুরূপ। যা তাকে দেখান হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা। –(আবু দাউ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

নামাযের জন্য আহ্বান করা উচিত

হাদীস : ৬০০ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ফজরের নামাযের জন্য বের হলাম। তখন তিনি যার কাছ দিয়ে যেতেন, তাকে নামাযের জন্য আহ্বান করতে অথবা স্বীয় পা দিয়ে তাকে নাড়িয়ে দিতেন। –(আবু দাউদ)

নামায নিদ্রা হতে উত্তম

হাদীস : ৬০১ ॥ ইমাম মালিক (র.)-এর কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, জনৈক মুয়াজ্জিন হযরত ওমরের কাছে এলো তাঁকে ফজরের নামাযের জন্য জাগাতে এবং তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় পেল। সে বলল, নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম। তখন ওমর তাকে এটা ফজরের নামাযের আযানেই সংযোগ করতে বললেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

আযানের সময় দু আঙ্গুল কানে দিতে হয়

হাদীস : ৬০২ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে আম্মার ইবনে সাদ নবী করীম (স)-এর মুয়াজ্জিন (রা) বলেন, আমার পিতা তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা সাদ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বেলালকে হুকুম দিলেন তাঁর দুই আঙ্গুল দু কানের মধ্যে সংস্থাপন করতে এবং বললেন, এটা তোমার স্বরকে উচ্চ করবে। –(ইবনে মাজাহ)

একবিংশ অধ্যায়

আযানের মাহাত্ম্য এবং মুয়াজ্জিনের উত্তর দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুয়াজ্জিনের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি

হাদীস : ৬০৩ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনরা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবেন। –(মুসলিম)

আযান শুনে শয়তান পালিয়ে যায়

হাদীস : ৬০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হতে থাকে, শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে বাতকর্ম করতে করতে, যাতে সে আযান না শুনে। অতপর যখন আযান শেষ হয়ে যায় সে ফিরে আসে। আবার যখন একামত বলা হতে থাকে, সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে এবং যখন একামত শেষ হয়ে যায়, পুনরায় ফিরে আসে এবং খটকা ঢালতে থাকে মানুষের অন্তরে। সে বলে, অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর, যেসকল বিষয় তার মনে ছিল না। অবশেষে মানুষ এরূপ হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না কত রাকআত আমায় পড়েছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

আযানের ফযিলত অনেক বেশি

হাদীস : ৬০৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেকোন মানুষ ও জ্বিন অথবা অন্য কিছু মুয়াজ্জিনের স্বরের শেষ রেশটুকুও শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। –(বোখারী)

আযানের শব্দগুলোই আযান শুনে বলতে হয়

হাদীস : ৬০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান দিতে শুনবে, তার জবাবে বলবে সে যা বলে তার অনুরূপ। অতপর আমার উপর দুরূদ পড়বে। কেননা, যে আমার উপর একবার দুরূদ পড়ে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে উসীলা চাইবে, আর তা হচ্ছে বেহেশতে একটি উচ্চ মর্যাদার স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন মাত্র বান্দা ভিন্ন অন্য কারও জন্য উপযোগী নয়। আমি আশা করি আমিই হব সে বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলা চাবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হবে। –(মুসলিম)

আযানের বাক্যগুলো মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে বললে বেহেশতী

হাদীস : ৬০৭ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন মুয়াজ্জিন বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, যদি তোমাদের কেউ বলে , আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, অতপর যখন মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" সেও বলে আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আবার যখন মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ, সেও বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ, তারপর যখন মুয়াজ্জিন বলে হাইয়্যা আলাস্‌সালাহ, সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ, পরে যখন মুয়াজ্জিন বলে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, সেও বলে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, অতপর মুয়াজ্জিন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু সেও বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অন্তর হতে, সে বেহেশতে দাখিল হবে। –(মুসলিম)

আযানের পর দোয়া করলে রাসূল (স) সুপারিশ করবেন

হাদীস : ৬০৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি বলবে, যখন আযান শুনবে –

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ـ ات محمد ن الوسيلة

والفضيلة وابعثه مقاما محمودا ن الذى وعدته ـ

হে এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মদ (স)-কে উসীলা ও মর্যাদা দান কর এবং পৌঁছাও তাকে মাকামে মাহমুদে, যার ওয়াদা তুমি করেছ) কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হবে। –(বোখারী)

আযান শুনলে আক্রমণ নিষেধ

হাদীস : ৬০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আক্রমণ চালাতেন, যখন উষার উদয় হত এবং আযাত শুনার জন্য কান পেতে থাকতেন। যদি আযান শুনতেন আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন, অন্যথায় আক্রমণ চালাতেন। একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে শুনলেন, সে বলছে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি বেঁচে গেলে দোযখ হতে। অতপর সাহাবীরা তার দিকে তাকালেন এবং দেখলেন, সে একজন ছাগল চালক। –(মুসলিম)

আযানের পরে দোয়া করতে হয়

হাদিস : ৬১০ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনে বলেন–

"আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু-প্রতিপালকরূপে, মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি, তাহলে তার গুনাহ মাফ করা হবে।" –(মুসলিম)

প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে নামায আছে

হাদীস : ৬১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক আযান ও একামতের মধ্যে নামায রয়েছে, প্রত্যেক আযান ও একামতের মধ্যে নামায রয়েছে। অতপর তৃতীয়বার বললেন, যে চায়। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম নামাযের জামিনদার

হাদীস : ৬১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমাম হল নামাযের জামিন, আর মুয়াজ্জিন হল আমানতদার। আল্লাহ! তুমি ইমামদের ঠিক পথে চালাও এবং মুয়াজ্জিনদের মাফ করে দাও। –(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও শাফেয়ী। শাফেয়ীর অপর রেওয়ায়ত মাসাবীহের শব্দের সাথে)

সাত বৎসর আযান দিলে তার জন্য দোযখের আগুন হারাম

হাদীস : ৬১৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে সাত বৎসর আযান দিবে, তার জন্য দোযখের আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ছাগল চালকের নামায আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন

হাদীস : ৬১৪ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন , তোমার রব্ব খুশী হন সেই ছাগল চালকের প্রতি, যে একা পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে নামাযের আযান দেয় এবং নামায পড়ে। তখন আল্লাহ পাক

ফেরেস্তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখ, সে আযান দেয় এবং নামায কায়েম করে–ভয় করে আমাকে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং বেহেশতে দাখিল করলাম। –(আবু দাউদ, ও নাসাঈ)

তিন ব্যক্তি মিশকের স্তুপের উপর থাকবে

হাদীস : ৬১৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মিশকের কস্তুরীর স্তুপের উপর হবে। ১. যে ক্রীতদাস আল্লাহ ও তার প্রভুর হক ঠিকমত আদায় করে। ২. যে ব্যক্তি কোনো কওমের ইমামতি করে আর তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং ৩. যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য প্রত্যেক দিন ও রাতে আযান দেয়। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব)

মুয়াজ্জিনের গোনাহ ক্ষমা করা হবে

হাদীস : ৬১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুয়াজ্জিন তাকে মাফ করে দেওয়া হবে তার আওয়াজের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত এবং তার জন্য সাক্ষ্য দিবে প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব। আর যে নামাযে উপস্থিত হবে তার জন্য পাঁচটি নামাযের সওয়াব লেখা হবে, এবং মাফ করা হবে তার উভয় নামাযের মধ্যকার গুনাহ। –(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ কিন্তু নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব পর্যন্ত অতপর বলেছেন, তার জন্য রয়েছে, যারা নামায পড়েছে তাদের সওয়াবের পরিমাণ।

নামাযের ইমামতিতে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়

হাদীস : ৬১৭ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কওমের ইমাম নিযুক্ত করুন। রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা, তুমি তাদের ইমাম। তবে ইমামতিতে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করবে, যে আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করে।
–(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

মাগরিবের আযানের পর দোয়া

হাদীস : ৬১৮ ॥ হযরত উম্মে সালাম (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি যেন মাগরিবের আযানের সময় বলি–

"হে খোদা! এটা তোমার রাতের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান এবং তোমার মুয়াজ্জিনদের আযানের সময়। আমাকে ক্ষমা কর।" –(আবু দাউদ এবং বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে)

একামতেরও জবাব দিতে হয়

হাদীস : ৬১৯ ॥ হযরত আবু উম্মা অথবা রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবী বলেন, একদিন বেলাল একামত দিতে শুরু করলেন। যখন তিনি বললেন, "কাদকামাতাসি সালাহ" রাসূল (স) বললেন, "আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা।" আল্লাহ তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং তাকে স্থায়ী করুন এবং বাকী সব একামতে ওমর বর্ণিত হাদীসের আযানের জবাবে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে সেইরূপ বললেন। –(আবু দাউদ)

আযান ও একামতের মধ্যবর্তী দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ৬২০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আযান ও একামতের মধ্যকার দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আযানের সময়ে দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ৬২১ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই সময়ে দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। অথবা কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়, আযানের সময়ে দোয়া এবং যুদ্ধের সময়ের দোয়া। যখন পরস্পর কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় আছে, বৃষ্টির নীচেকার দোয়া। –(আবু দাউদ ও দারেমী। কিন্তু দারেমী বৃষ্টির নীচেকার দোয়ার উল্লেখ করেননি)

মুয়াজ্জিনের ফযিলত নিয়ে প্রশ্ন

হাদীস : ৬২২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মুয়াজ্জিনরা আমাদের অপেক্ষা অধিক ফযিলত লাভ করতেছেন। রাসূল (স) বললেন, তুমিও বল যেমন তারা বলে থাকে এবং যখন শেষ করবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তাতে তোমাকেও দেয়া হবে। –(আবু দাউদ)

টীকা : ....

হাদীস নং : ৬১৯ ॥ 'সুবহে সাদেক' শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত রমযানের 'সাহরী' খাওয়া জায়েয। হযরত বেলালের আযান হত এর আগে। সম্ভবত তিনি তা 'সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের জাগানোর জন্য দিতেন। কেননা, অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ওয়াক্ত হবার আগে নামাযের আযান দিতে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের আযান শুনে শয়তান পালিয়ে যায়

হাদীস : ৬২৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, শয়তান যখন নামাযের আযান শুনে, ভাবতে থাকে যে পর্যন্ত না রাওহা পৌঁছে রাবী বলেন, রাওহা মদীনা হতে ছত্রিশ মাইল দূরে। –(মুসলিম)

আযানের উত্তর আযানের শব্দ দিয়ে দিতে হয়

হাদীসঃ ৬২৪ ॥ হযরত আলকামা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমি হযরত মুয়াবিয়ার কাছে ছিলাম। যখন তাঁর মুয়াজ্জিন আযান দিতে ছিলেন, তখন মুয়াবিয়া বলতে থাকেন, যেমন তার মুয়াজ্জিন বলতেছিলেন। অবশেষে যখন মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা আলাসসালাহ' বললেন, তিনি বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ!' যখন মুয়াজ্জিন বললেন, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, তিনি বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতো ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। এরপর তিনি বললেন, যা মুয়াজ্জিন বললেন। অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এমনই বলতে শুনেছি। –(আহমদ)

অন্তরের বিশ্বাসের সাথে আযানের জবাব দিলে বেহেশতী

হাদীস : ৬২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক সময় আমরা রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন বেলাল দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। বেলাল যখন চুপ করলেন, রাসূল (স) বললেন, যে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে এর অনুরূপ বলবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। –(নাসাঈ)

রাসূল (স) নামাযের আযানের জবাব দিতেন

হাদীস : ৬২৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন মুয়াজ্জিনকে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ! বলতে শুনতেন, তিনি বলতেন, আর আমিও আর আমিও। –(আবু দাউদ)

বার বছর আযান দিলে বেহেশত নির্ধারিত

হাদীস : ৬২৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, যে রাসূল (স) বলেছেন, যে বার বছর আযান দেয়, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার জন্য লেখা হয় তার আযানের বিনিময়ে প্রত্যহ ষাট নেকী, আর প্রত্যেক ওয়াক্ত এক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী –(ইবনে মাজাহ)

মাগরিবের আযানের পরে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৬২৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমাদেরকে আদেশ করা হত মাগরিবের আযানের সময় দোয়া করতে। –(বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আযান অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

উম্মে মাকতুমের আযানের পর ফজরের নামায পড়া হত

হাদীস : ৬২৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেলাল রাত থাকতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা খানাপিনা করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়। ইবনে ওমর বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম একজন অন্ধ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আযান দিতেন না যে পর্যন্ত না তাকে বলা হত যে, ভোর হয়েছে। ভোর হয়েছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

বেলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিতেন

হাদীস : ৬৩০ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদেরকে যেন সেহরী খাওয়া হতে বাঁধা না দেয় বেলালের আযান এবং সুবহে কাযেব, কিন্তু সুবহে সাদেক যা দিগন্তে প্রসারিত হয়। –(মুসলিম)

ফজরের নামাযে আযান দিতে হয়

হাদীস : ৬৩১ ॥ হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) বলেন, আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, যখন তোমরা সফরে যাবে আযান দিবে এবং এক্বামত বলবে। অতপর তোমাদের মধ্যে যে বড় যে, যেন তোমাদের ইমামতি করে। –(বোখারী)

রাসূল (স)-এর নিয়মে নামায পড়তে হবে

হাদীস : ৬৩২ ॥ হযরত মালিক ইবনে হুওয়ারিস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা নামায পড়বে, যেমন আমাকে নামায পড়তে দেখছ। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্যে একজন যেন আযান দেয়, অতপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন ইমামতি করে। −(বোখারী ও মুসলিম)

খায়বার যুদ্ধের পর সবাই ফজরের নামায দেরিতে পড়েছিলেন

হাদীস : ৬৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন খায়বার যুদ্ধ হতে ফিরতেছিলেন, রাতে চলতেছিলেন, অবশেষে যখন তাঁকে তন্দ্রায় অভিভূত করল, শেষ রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং বেলালকে বললেন, আমাদের জন্য তুমি রাতের প্রতি লক্ষ্য রেখ। অতপর বেলাল নামায পড়ল যা তার পক্ষে সম্ভব হল এবং রাসূল (স) ও তাঁর সহচররা ঘুমিয়ে রইলেন। যখন ফজর নিকটবর্তী হল, বেলাল সূর্য উদয়ের দিকে মুখ করে আপন উটের গায়ে হেলাল দিলেন। ফলে বেলালকে তার চক্ষুদ্বয় পরাভূত করে ফেলল, অথচ তিনি তাঁর উটের গায়ে হেলাল দিয়ে আছেন। অতপর না রাসূল (স) জাগরিত হলেন না বেলাল, না রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে কেউ, যে পর্যন্ত সূর্য কিরণ এসে তাঁদের গায়ে ঠেকল। অতপর রাসূল (স) হলেন তাদের প্রথম ব্যক্তি যিনি জাগরিত হলেন। ব্যস্ত হয়ে গেলেন এবং বললেন, ওহে বেলাল! বেলাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে পরাভূত করেছে যা আপনাকে পরাভূত করেছিল। তিনি বললেন, সওয়ারী আগে নিয়ে চল। সুতরাং তাঁরা তাঁদের উটসমূহকে কিছুদূর আগে নিয়ে গেলেন। অতপর রাসূল (স) ওযূ করলেন এবং বেলালকে আদেশ দিলেন। বেলাল এক্বামত দিলেন নামাযের। অতপর তিনি তাঁদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায়, সে তা পড়বে যখনই তা স্মরণ করবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, اقيموا الصلوة لذكرى। *"নামায কায়েম কর আমার স্মরণে।"* −(মুসলিম)

রাসূল (স) আসা পর্যন্ত সাহাবারা নামাযে দাঁড়াতেন না

হাদীস : ৬৩৪ ॥ হযরত আবু ক্বাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন নামাযের জন্য এক্বামত দেয়া হয়, তোমরা দাঁড়াবে না যে পর্যন্ত না দেখ যে আমি বের হয়েছি। −(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের এক্বামত দিলে দৌড়ে আসবে না

হাদীস : ৬৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যখন নামাযের জন্য এক্বামত দেয়া হয় তখন তোমরা এর জন্য দৌড়ে আসবে না; বরং তোমরা এর জন্য হেঁটে আসবে, যেন তোমাদের উপর শান্তি ও গাম্ভীর্য বিরাজ করে। অতপর তোমরা ইমামের সাথে যা পাবে পড়বে, আর যা ছুটে যাবে তা পরে পূর্ণ করে নিবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে−তোমাদের কেউ যখন নামাযের সংকল্পে বের হয়, তখন যে নামাযেই থাকে। সুতরাং দৌড়ে আসার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামায না পেয়ে অনুতপ্ত হলে বেশি ছওয়াব

হাদীস : ৬৩৬ ॥ হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, মক্কার পথে এক রাতে রাসূল (স) শেষ রাতে সওয়ারী হতে অবতরণ করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং বেলালকে নিযুক্ত করলেন তাঁদেরকে যেন নামাযের জন্য জাগিয়ে দেন, অতপর বেলাল ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁরাও ঘুমিয়ে রইলেন, অবশেষে তাঁরা জাগরিত হওয়ার পর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন রাসূল (স) তাঁদের আদেশ দিলেন সওয়ার হয়ে যেতে, যে পর্যন্ত না তাঁরা সে ময়দান হতে বের হয়ে যান। অতপর বললেন, এ ময়দান, এতে শয়তান বিদ্যমান। সুতরাং তাঁরা সওয়ার হয়ে চলতে লাগলেন যে পর্যন্ত না সে ময়দান হতে বের হয়ে গেলেন। এরপর রাসূল (স) তাঁদের নির্দেশ দিলেন অতবরণ করতে এবং ওযূ করতে এবং বেলালকে নির্দেশ দিলেন আযান দিতে অথবা একামত বলতে। অতপর তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন এবং দেখলেন তাঁদের ভীতি-বিহ্বলতাকে। তখন তিনি বললেন, "হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের প্রাণসমূহকে কবজ করে নিয়েছিলেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন এর অপর সময়ও এটা আমাদের ফেরত দিতে পারতেন। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা তা ভুলে যায়, অতপর জেগে এর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সে যেন একে সেরূপ পড়ে যেরূপ যথাসময় পড়ত। এরপর তিনি হযরত আবু বকরের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "শয়তান বেলালের কাছে আসে, তখন সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল এবং তাকে শোয়ায়ে দেয়।

অতপর তাকে চাপড়াতে থাকে যেভাবে ছেলেকে চাপড়ানো হয়, যে পর্যন্ত না সে ঘুমিয়ে পড়ে।" অতপর তিনি বেলালকে ডাকলেন, বেলাল রাসূল (স)-কে অনুরূপ সংবাদ দিলেন যা তিনি হযরত আবু বকরকে দিয়েছিলেন। তখন আবু বকর বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। -(মালিক)

রোযা ও নামায মুমিনের জিম্মায় থাকে

হাদীস : ৬৩৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের দুটি বিষয় মুয়াজ্জিনদের ঘাড়ে ঝুলে রয়েছে, তাদের রোযা এবং তাদের নামায। -(ইবনে মাজাহ) জলি— ৭৪২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মসজিদ ও নামাযের স্থানসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লাহ নামায পড়লেন

হাদীস : ৬৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) যখন কাবাগৃহে প্রবেশ করলেন, এর প্রত্যেক কোনে দোয়া করলেন। কিন্তু নামায পড়লেন না যেন পর্যন্ত না তা হতে বের হলেন। যখন বের হলেন, কাবার সামনে দুই রাকআত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটিই কেবলা। -(বোখারী ও মুসলিম)

কাবাঘর ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল

হাদীস : ৬৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) কাবায় প্রবেশ করলেন। তিনি উসামা ইবনে যায়িদ, ওসমান ইবনে তালহা হাজাবী ও বেলাল ইবনে রাবাহ। অতপর তাঁকে সহ কেউ দরজা বন্ধ করে দিল এবং তিনি কিছুক্ষন এর ভেতরে রইলেন। পরে আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম যখন তিনি বের হলেন, রাসূল (স) সেখানে কি করেছেন? বেলাল বললেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামে, দুটিকে ডানে এবং তিনটিকে পেছনে রাখলেন, তৎকালে কাবা ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল অতপর নামায পড়লেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদে নববীর নামায বেশি ফযিলতপূর্ণ

হাদীস : ৬৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায ওপর মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মসজিদে হারাম ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য দিকে সফর করা যায় না

হাদীস : ৬৪১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ তিন মসজিদ ভিন্ন অপর কোনো মসজিদের দিকে সফর করা যায় না: মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এ মসজিদ। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর হুজরা ও মিম্বরের মাঝে বেহেশতের বাগান

হাদীস : ৬৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান, আর আমার মিম্বর হচ্ছে আমার হাউজ (কাওসার)-এর উপর। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) কোবার মসজিদে গমন করতেন

হাদীস : ৬৪৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যেক শনিবারে কোবার মসজিদে গমন করতেন হেঁটে অথবা সওয়ার হয়ে এবং এতে দু রাকায়াত নামায পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদ সবচেয়ে প্রিয় স্থান

হাদীস : ৬৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)বলেছেন, স্থানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান আল্লাহর কাছে মসজিদসমূহ এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান হল বাজারসমূহ। -(মুসলিম)

মসজিদ নির্মাণ করলে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৬৪৫ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদে যে গমন করে সে আল্লাহর মেহমান

হাদীস : ৬৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সকাল-বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে তার জন্য তার প্রত্যেকবারের পরিবর্তে একটি মেহমানী প্রস্তুত করে রাখবেন। যতবার সে সকাল-বিকাল যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দূর হতে মসজিদে আসলে সওয়াব বেশি হয়

হাদীস : ৬৪৭ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের সওয়াবের ব্যাপারে যে ব্যক্তিই সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক সওয়াবের ভাগী, যে ব্যক্তি মসজিদে আগমনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক দূর হতে আগমনকারী এবং যে ব্যক্তি নামাযের জন্য অপেক্ষা করে যতক্ষণ না সে তা ইমামের সাথে আদায় করে, সে অধিক সওয়াবের ভাগী ঐ ব্যক্তি থেকে যে তা একা সম্পাদন করে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদে গমন করলে কদম গুণে সওয়াব দেয়া হয়

হাদীস : ৬৪৮ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মসজিদে নববীর পাশে কিছু স্থান খালি হল। এতে বনু সালামা গোত্র মসজিদের কাছে উঠে আসতে ইচ্ছে করল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পৌঁছল এবং তিনি তাদেরকে বললেন, খবর পেলাম তোমরা নাকি স্থান পরিবর্তন করে মসজিদের কাছে আসতে ইচ্ছা করেছ? তারা বলল, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তা ইচ্ছা করেছি। তখন রাসূল (স) বললেন, হে বনু সালামা! তোমরা তোমাদের স্থানে থাক, তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে। তোমরা তোমাদের স্থানে থাক, তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে। -(মুসলিম)

সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে

হাদীস : ৬৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ছায়া দিবেন নিজের ছায়ায়। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সেই যুবক যে বর্ধিত হয়েছে আল্লাহর ইবাদতে, ৩. সেই ব্যক্তি, যার অন্তর লেগে থাকে মসজিদের সাথে যখন সে তা হতে বের হয় যতক্ষন না তাতে ফিরে আসে, ৪. সে দু ব্যক্তি, যারা একে অন্যকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, উভয় মিলিত হয় তার জন্য এবং উভয় পৃথকও হয় এর জন্য, ৫. সে ব্যক্তি, যে নির্জনে স্মরণ করে আল্লাহকে, আর অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে তার দু চোখ, ৬. সে ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং ৭. সেই ব্যক্তি, যে দান করে কোন দান, আর গোপন করে তাকে, এমনকি তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কি দান করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদে যাতায়াতে নামায পড়ায় সওয়াব বেশি

হাদীস : ৬৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন কোনো ব্যক্তির জামায়াতে নামায তার ঘরে বা তার বাজারে নামায অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব। আর এটা তখনই হয় যখন সে ওযু করে আর উত্তমরূপে সম্পাদন করে ওযু, তারপর বের হয় মসজিদের দিকে, বের করে না তাকে নামায ব্যতীত অপর কিছু, সে যত পদক্ষেপই করে, এর দরুন তার এক একটা পদ মর্যাদা উন্নত করা হয় তা দ্বারা তার এক একটা গুনাহ মাফ করা হয়। অতপর যখন সে নামায পড়তে থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য বারবার দোয়া করতে থাকেন, যে পর্যন্ত সে তার নামাযের জায়গায় থাকে– হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ! তুমি তাকে রহম কর। তোমাদের কেউ যে পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষায় থাকে সে পর্যন্ত সে নামাযেই থাকে। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেন, যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, নামায তাকে আবদ্ধ রাখে। আর অপর বর্ণনায় ফেরেশতাদের দোয়া হতে বেশি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর। এভাবে দোয়া করতে থাকেন। যতক্ষণ সে কাউকেও কষ্ট না দেয় এবং ওযু ভঙ্গ না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদে প্রবেশ করে দোয়া পড়তে হয়

হাদীস ৬৫১ ॥ হযরত আবু উসাইদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বলে–হে আল্লাহ! তুমি তোমার করুণার দ্বার আমার জন্য খুলে দাও। আর যখন বের হয় তখন যেন বলে–হে আল্লাহ! আমি চাই তোমার দান।"–(মুসলিম)

মসজিদে প্রবেশ করে দু রাকআত নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৬৫২ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার আগে দু রাকআত নামায পড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সফর হতে ফিরে সরাসরি বাড়ি যাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৬৫৩ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) দিনের পূর্বাহ্ন ব্যতীত সফর হতে বাড়ি আগমন করতেন না। আর যখন আগমন করতেন প্রথমেই মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং এতে দু রাকআত নামায পড়তেন, তারপর সেখানে বসতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হারান বস্তু মসজিদে তালাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৬৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকেও মসজিদে এসে কোনো হারান বস্তু তালাশ করতে শুনে, সে যেন বলে, আল্লাহ তা তোমাকে ফিরিয়ে না দিন। কেননা, মসজিদসমূহ এ জন্য নির্মিত হয় না। -(মুসলিম)

দুর্গন্ধ কিছু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ নিষেধ

হাদীস : ৬৫৫ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধময় গাছের (কাঁচা পেয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা ফেরেশতারা কষ্ট পান যা দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদে থুথু ফেলা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৫৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ, আর তার প্রায়শ্চিত্ত তাকে মাটিতে পুঁতে দেয়া। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলতে হয়

হাদীস : ৬৫৭ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের ভাল-মন্দ আমলসমূহ আমার কাছে উপস্থিত করা হয়; তখন আমি তাদের ভাল কাজসমূহের মধ্যে দেখতে পেলাম, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তুকে দূর করা এবং মন্দ কাজসমূহের মধ্যে পেলাম, কফ বা নাসা-শ্লেষ্মাকে মসজিদে ফেলা, অথচ পুঁতে ফেলা হল না। -(মুসলিম)

নামাযের সামনে থুথু ফেলা নিষেধ

হাদীস : ৬৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায়, সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা, সে আল্লাহর সাথে মুনাজাতে আছে, যে পর্যন্ত যে জায়নামাযে আছে। ডানদিকেও নয়, কেননা, তার ডানদিকে রয়েছে ফেরেশতা, বরং সে যেন থুথু ফেলে তার বামদিকে অথবা তার পায়ের নিচে, তারপর মাটিতে ঢেকে দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, তার বাম পায়ের নিচে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নবীদের কবরকে মসজিদে রূপান্তর করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৫৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর যে রোগ হতে আর সেরে উঠেননি, সে রোগে বলেছেন, আল্লাহর অভিশাপ হোক ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি, তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কবরকে মসজিদ বানান সম্পূর্ণভাবে নিষেধ

হাদীস : ৬৬০ ॥ হযরত জুনদুব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তোমাদের নবীরা ও নেক ব্যক্তিগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করও না। আমি তোমাদের এটা হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি। -(মুসলিম)

ঘরেও নামায পড়া যায়

হাদীস : ৬৬১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু নামায পড়বে এবং তাকে কবরে পরিণত করবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

পূর্ব পশ্চিমের মাঝে কেবলা অবস্থিত

হাদীস : ৬৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যখানেই কেবলা। - (তিরমিযী)

গীর্যা ভেঙ্গে মসজিদ করতে হয়

হাদীস : ৬৬৩ ॥ হযরত তালক ইবনে আলী (রা) বলেন, একবার আমরা গোত্রীয় দূতরূপে রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম। তারপর তাঁর হাতে বাইয়াত করলাম ও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তারপর বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অঞ্চলে আমাদের একটি গির্জা আছে। অতপর আমরা তার কাছে তাঁর ওযূর পানি চাইলাম। সুতরাং তিনি পানি আনালেন এবং ওযূ করতে শুরু করলেন ও কুলি করলেন, তারপর তা আমাদের জন্য একটি পাত্রে ঢাললেন এবং আমাদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। যখন তোমরা তোমাদের অঞ্চলে পৌঁছবে তোমাদের গির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে এবং তার জায়গায় পানি ছিটিয়ে দিবে। তারপর তাকে মসজিদে পরিণত করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অঞ্চল অনেক দূরে এবং খরাও ভয়ানক, পানি শুকিয়ে যাবে। রাসূল (স) বললেন, আরও পানি দ্বারা তাকে বাড়িয়ে নিবে। এটা তার পবিত্রতা ও বরকত বৃদ্ধি করা ছাড়া কমাবে না। -(নাসাঈ)

মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের আদেশ আছে

হাদীস : ৬৬৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন। –(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মসজিদ চাকচিক্য করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৬৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মসজিদসমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হইনি। ইবনে আব্বাস বলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়! তোমরা তাতে স্বর্ণ-রোপ্য মণ্ডিত করে চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদী-নাসারা চাকচিক্যময় করেছে। –(আবু দাউদ)

মসজিদে গিয়ে পরস্পরে গর্ব করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ পরস্পরে মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে। –(আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

প্রতি পুণ্যের কাজের সওয়াব আছে

হাদীস : ৬৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে আমার উম্মতের সওয়াবসমূহ উপস্থিত করা হয়, এমনকি একটি খড়-কুটার সওয়াবও যা কেউ মসজিদ হতে বাইরে ফেলে। এভাবে আমার কাছে উপস্থিত করা হয় আমার উম্মতের গোনাহসমূহ, তখন আমি এ গোনাহ অপেক্ষা বড় কোনো গোনাহ দেখি নি যে, কোনো ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা অথবা একটি আয়াত দেয়া হয়েছে, অতপর সে তা ভুলে গিয়েছে। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ) যঈফ—১৪৩

অন্ধকারে মসজিদে যাওয়া সওয়াবের কাজ

হাদীস : ৬৬৮ ॥ হযরত বুয়ারদাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়। কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতি। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ সাহল ইবনে সাদ ও আনাস হতে)

নিয়মিত মসজিদে গমন করলে পূর্ণ ঈমানদার

হাদীস : ৬৬৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কাউকেও দেখবে, সে নিয়মিত মসজিদে আসে-যায় এবং তত্ত্বাবধান করে, তখন তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দিবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন– আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে সে, যে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।

–(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

পুরুষত্ব নষ্ট করা জায়েয নেই যঈফ— ১৪৪

হাদীস : ৬৭০ ॥ হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে খোজা হতে অনুমতি দিন। রাসূল (স) বললেন, সে আমার পথে নেই, যে কাউকেও খোজা হতে অনুমতি দিন। রাসূল (স) বলেছেন, সে আমার পথে নেই, যে কাউকেও খোজা করেছে অথবা নিজে খোজা হয়েছে। আমার উম্মতের খোজাত্ব হল রোযা। অতপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে ভ্রমণ করতে অনুমতি দিন; রাসূল (স) বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে যাওয়া। অতপর তিনি বললেন, আমাদেরকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে অনুমতি দিন। রাসূল (স) বললেন, আমার উম্মতের বৈরাগ্য হচ্ছে নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা। –(শরহে সুন্নাহ) হাদিসটি জাল - ১৪৫

আল্লাহ কুদরতী হাত রাসূল (স)-এর কাঁধে রাখেন

হাদীস : ৬৭১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একবার আমি আমার পরওয়ারদেগার আযযা ওয়াজাল্লাকে অতি উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মালায়ে আলা' কি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আপনিই তা অধিক অবগত। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের হাত আমার দু কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, যা শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আসমানসমূহে ও জমিনে যা আছে সবই অবগত হলাম। রাবী বলেন, অতপর রাসূল (স) এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, "এভাবে আমি দেখালাম ইব্রাহিমকে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজ্যসমূহ, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" –দারেমী এটাকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ ও ইবনে আব্বাস এবং মুআয ইবনে জাবাল হতে এবং এতে বর্ধিত করেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিতর্ক করছে। আর কাফফারাত হল (ক) অবস্থান করা নামাযের পর মসজিদসমূহে (খ) পায়ে হেঁটে জামায়াতে হাজির হওয়া। (গ) কষ্টের সময়ও উত্তমভাবে পূর্ণাঙ্গ ওযূ করা। যে এটা করবে কল্যাণের সাথে বাঁচবে ও

কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে তার গোনাহ হতে পাক হয়ে যাবে সেদিনের ন্যায়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। তারপর আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুহাম্মদ (স)! যখন নামায পড়বে এ দোয়া করবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই ভাল কাজসমূহ সম্পাদন করতে, মন্দ কাজসমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্রদের ভালবাসতে। হে আল্লাহ! যখন তুমি তোমার বান্দাদের ফিতনা-ফাসাদে ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিতনামুক্ত রেখে তোমার দিকে উঠিয়ে নিবে। রাসূল (স) আরও বললেন, দারাজাত হল সালামের প্রচলন করা, দরিদ্রকে খাদ্য পান করা এবং রাতে নামায পড়া, যখন মানুষ নিদ্রায় মগ্ন।

তিন ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে থাকে

হাদীস : ৬৭২ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি, যারা সকলেই আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে– ১. যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়েছে, সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে, যে পর্যন্ত না তাকে আল্লাহ উঠিয়ে নেন এবং বেহেশতে দাখিল করেন, অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন সে যুদ্ধে যে সওয়াব বা মালে গণীমত লাভ করেছে তার সাথে। ২. যে মসজিদে গমন করেছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে এবং ৩. যে সালাম সহকারে নিজের ঘরে প্রবেশ করেছে সেও আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। –(আবু দাউদ)

ঘর থেকে ওযু করে বের হলে অনেক সওয়াব আছে

হাদীস : ৬৭৩ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নিজের ঘর হতে ওযূ করে ফরয নামাযের জন্য বের হয়েছে, তার সওয়াব একজন এহরামধারী হাজীর সওয়াবের সমান। আর যে যোহর নামাযের জন্য বের হয়েছে আর তাকে এ নামায ব্যতীত ধাবিত করে নি অপর কিছু তার সওয়াব একজন ওমরাকারীর সওয়াবের সমান এবং এক নামাযের পর অপর নামায পড়া, যার মধ্য সময়ে কোন বেহুদা কাজ করা হয়নি, তা ইল্লিয়্যীনে লেখা হয়ে থাকে। –(আহমদ ও আবু দাউদ)

মসজিদসমূহ বেহেশতের বাগান

হাদীস : ৬৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা বেহেশতের বাগানসমূহের কাছ দিয়ে যাবে, তখন তার ফল খাবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতের বাগান কি? রাসূল (স) বললেন, মসজিদসমূহ। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তার ফল খাওয়া কি? রাসূল (স) বললেন,
سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله اكبر এই বাক্য বলা। –(তিরমিযী) যঈফ-১৪৮

মসজিদে একমাত্র ইবাদতের উদ্দেশ্যেই গমন করা উচিত

হাদীস : ৬৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের উদ্দেশ্যে আসবে তাই হবে তার প্রাপ্য। –(আবু দাউদ)

রাসূল (স) নিজেও দুরূদ পাঠ করতেন

হাদীস : ৬৭৬ ॥ হযরত ফাতেমা বিনতে হুসাইন আপন দাদী হযরত ফাতেমায়ে কুবরা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ফাতেমা কুবরা (রা) বলেছেন, যখন রাসূল (স) মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন মুহাম্মদের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার গোনাহসমূহ মাফ কর এবং তোমার রহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। এবং যখন মসজিদ হতে বের হতেন, মুহাম্মদের উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করতেন, আর বলতেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার গোনাহসমূহ মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দ্বারসমূহ খুলে দাও। –(তিরমিযী, আহমদ ও ইবনে মাজাহ) কিন্তু শেষোক্ত দু জনের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ফাতেমা কুবরা বলেছেন, যখন রাসূল (স) মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং এভাবে যখন তিনি মসজিদ হতে বের হতেন, বলতেন,
بسم الله والسلام على رسول الله আল্লাহর নামে এবং শান্তি বর্ষিত উত আল্লাহর রাসূলের উপর
صلى على محمد وسلم -এর পরিবর্তে। (ফাতেমা উক্ত দু শব্দই বর্ণনা করেছেন) তিরমিযী বলেন, হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা, ফাতেমায়ে কুবরা হযরত ফাতেমায়ে কুবরাকে দেখেন নি।

মসজিদে কবিতা পাঠ করা নিষেধ

হাদীসটির অংশবিশেষ যইফ- ১৪৭

হাদীস : ৬৭৭ ॥ হযরত আমর ইবনে শুআইব (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে কেউ মসজিদে বিক্রয় অথবা ক্রয় করছে, বলবে, আল্লাহ তোমার এ ব্যবসায়ে তোমাকে লাভবান না করুক। এভাবে যখন দেখবে, কেউ মসজিদে কোন হারিয়ে যাওয়া বস্তুর অনুসন্ধান করছে, তখন বলবে, আল্লাহ তোমাকে তা ফেরত না দিক। –(তিরমিযী ও দারেমী)

মসজিদে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৭৮ ॥ হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, মসজিদে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে এবং সেখানে কবিতা পাঠ করতে ও সেখান হদ কায়েম করতে। -(আবু দাউ ও জামেউল উসূল)

কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৬৭৯ ॥ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন এ দুটি গাছ হতে খেতে। অর্থাৎ, পিঁয়াজ ও রসুন এবং বলেছেন, যে তা খাবে সে যেন আমার মসজিদের কাছে না আসে এবং তিনি আরও বলেছেন, যদি তোমাদের সেটা একান্ত খেতে হয়, তবে তাকে পাকিয়ে দুর্গন্ধ নষ্ট করে দিবে। -(আবু দাউদ)

জমিনের সব জায়গায় নামায পড়া যায়

হাদীস : ৬৮০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জমিন সর্বত্রই মসজিদ, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী)

সাত জায়গায় নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ৬৮১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, সাত জায়গায় নামায পড়তে–আবর্জনা ফেলার স্থানে, যবহেখানায়, কবরস্থানে, পথিমধ্যে, গোসলখানায়, উটশালায় এবং বায়তুল্লাহর ছাদে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ছাগল বাঁধার স্থানে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৬৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ছাগল বাঁধার স্থানে নামায পড়তে পার, কিন্তু উট বাঁধার স্থানে নামায পড়বে না। -(তিরমিযী)

মহিলাদের কবর যিয়ারত করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) অভিশাপ করেছেন, ঐ সকল স্ত্রীলোকের প্রতি, যারা কবর যিয়ারত করতে যায় এবং ঐ সকল লোকের প্রতি, যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে বা বাতি জ্বালায়। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

দুনিয়ার উৎকৃষ্ট স্থান হল মসজিদ

হাদীস : ৬৮৪ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, ইহুদিদের একজন আলেম রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, জমিনের মধ্যে উত্তম স্থান কোনটি রাসূল (স) নীরব রইলেন এবং বললেন, তুমি নীরব থাক যে পর্যন্ত না জিব্রাঈল (আ) আসেন। অতপর সে নীরব থাকল এবং জিব্রাঈল (আ) আসলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। জিব্রাঈল (আ) উত্তরে বললেন, জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত অধিক জ্ঞাত নয়, কিন্তু আমি আমার পরওয়ারদেগারকে জিজ্ঞেস করব। অতপর হযরত জিব্রাঈল (আ) বললেন, হে মুহাম্মদ (স)! আমি আল্লাহর এত কাছে হয়েছিলাম, যত কাছে ইতিপূর্বে কখনো হইনি। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে ও কত কাছে হয়েছিলেন, হে জিব্রাঈল! তিনি বললেন, তখন আমার মধ্যে ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, জমিনের নিকৃষ্টতর স্থান তার বাজারসমূহ এবং উৎকৃষ্টতর স্থান হল মসজিদসমূহ। -(ইবনে হেব্বান)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মসজিদে ভাল কাজের জন্যই আগমন করতে হয়

হাদীস : ৬৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে আমার এই মসজিদে আসে এবং কেবল ভাল কাজের জন্যই আসে, যা সে শিক্ষা করে বা শিক্ষা দেয়, সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর মতো, আর যে এটা ছাড়া অন্য কাজে আসে সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে অন্যের জিনিসকে দেখে অথচ ভোগ করতে পারে না। -(ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

মসজিদে দুনিয়াদারীর আলোচনা নিষেধ

হাদীস : ৬৮৬ ॥ হযরত হাসান বসরী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের পক্ষে এমন এক যমানা আসবে, যখন মসজিদে তাদের আলোচনা হবে দুনিয়াদারীর বিষয় সম্পর্কে। সুতরাং তাদের সঙ্গে বসবে না, তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার কোন আবশ্যকতা নেই। -(বায়াহাকী শোআবুল ঈমানে)

মসজিদে স্বর উচ্চ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৬৮৭ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে শুয়ে আছি এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে একটি কঙ্কর মারল, দেখি তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও এই দু ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস।

সুতরাং আমি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি বললেন, তোমরা কোনো গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের লোক। তিনি বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হতে, তবে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয় কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূল (স)-এর মসজিদের মধ্যে তোমাদের স্বর উচ্চ করছো? –(বোখারী)

মসজিদের বহিরে সাংসারিক কথাবার্তা বলতে হয়

হাদীস : ৬৮৮ ॥ ইবনে মালিক (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীর পাশে একটি প্রশস্ত স্থান তৈরি করেছিলেন, যার নাম ছিল 'বুতাএটা' এবং বলেছিলেন, যে ব্যক্তি বাজে কথা বলতে অথবা কোনো কবিতা পাঠ করতে চায়, অথবা উচ্চস্বরে কথা বলতে চায়, সে যেন সে স্থানে চলে যায়। –(মালিক মুআত্তা)

মসজিদে থুথু ও শ্লেষ্মা ফেলা নিষেধ

হাদীস : ৬৮৯ ॥ হযরত আনাস বলেন, রাসূল (স) মসজিদের কিবলার দিকে কিছুটা নাক-ঝাড়া শ্লেষ্মা দেখলেন। এতে তিনি ভয়ানক কষ্ট বোধ করলেন, এমন কি তা তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেল। সুতরাং তিনি দাঁড়ালেন এবং নিজের হাতে তা খোঁচড়াইয়ে ফেললেন। অতপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন সে তার পরওয়ারদেগারের সাথে কথোপকথনে থাকে, আর তার পরওয়ারদেগার হলেন তখন তার ও তার কিবলার মধ্যখানে। অতএব, কেউ যেন তার কিবলার দিকে থু থু না ফেলে, বরং তার বামদিকে অথবা পায়ের তলায় ফেলে। অতপর রাসূল (স) নিজের চাদরের এক পাশ ধরলেন এবং তাতে থুথু ফেললেন, আরপর তার একাংশকে অপরাংশ দিয়ে মলে দিলেন এবং বললেন, অথবা সে যেন এমন করে। –(বোখারী)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে কষ্ট দেয়া হারাম

হাদীস : ৬৯০ ॥ হযরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রা) বলেন, আর তিনি হলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবীদের একজন। এক ব্যক্তি একদল লোকের ইমামতি করল, তখন ও কিবলার দিকে থুথু ফেলল এবং রাসূল (স) তা দেখলেন। যখন সে নামায শেষ করল, তখন রাসূল (স) তার দলকে বললেন, এ ব্যক্তি যে আর তোমাদের নামায না পড়ায়। এরপর একবার সে তাদের নামায পড়াতে চাইল, তখন তারা তাকে নিষেধ করল এবং রাসূল (স)-এর হুকুম তাকে জানাল। অতপর সে রাসূল (স)-এর কাছে তা উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাবী বলেন, আমি মনে করি, তিনি এটাও বলেছেন, যে, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ। –(আবু দাউদ)

রাসূল (স) -এর স্বপ্ন দেখার কারণে ফরযের নামাযে দেরী হল

হাদীস : ৬৯১ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) ভোরে ফজরের নামাযে আমাদের কাছ হতে অনুপস্থিত রইলেন, যে পর্যন্ত না আমরা সূর্যের গোলক দেখার কাছাকাছি হয়ে গেলাম। এ সময় তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসলেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাযের একামত বলা হল, আর রাসূল (স) নামায পড়ালেন এবং সংক্ষেপ করলেন নামাযকে। যখন সালাম ফিরালেন সশব্দে ডাকলেন এবং আমাদের বললেন, তোমরা সফে থাক যেভাবে আছ। অতপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, শুন আমি বলছি, আজ ভোরে তোমাদের কাছে আসতে আমার কিসে বাঁধা দিয়েছিল। আমি রাতে উঠলাম এবং ওযূ করলাম, অতপর আমার পক্ষে যা সম্ভবপর হল নামায পড়লাম। নামাযে আমার তন্দ্রা এসে গেল এবং আমি অসাড় হয়ে পড়লাম। এ সময় দেখি, আমি আমার প্রভুর কাছে উপস্থিত এবং তিনি অতি উত্তম অবস্থানে আছেন। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মদ! আমি উত্তর করলাম, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন, মালায়ে আলা বা শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতারা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আমি অবগত নয় পরওয়ারদেগার, তিনি এভাবে তিনবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। অতপর দেখি আমার দু কাঁধের মধ্যখানে আপন কুদরতের হাত রেখে দিয়েছেন, যাতে আমি আমার সিনায় তাঁর মুবারক আঙ্গুলীসমূহের শীতলতা অনুভব করতে লাগলাম, তখন সব জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল। আর আমি সব বিষয় অবগত হলাম। অতপর তিনি আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মদ! আমি উত্তর করলাম, আমি হাজির আছি হে আমার পরওয়ারদেগার! তখন তিনি বললেন, এখন বল দেখি মালায়ে আলা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, 'কাফফারাহসমূহ' নিয়ে, তিনি বললেন, সেগুলো কি? আমি উত্তর করলাম, (ক) পায়ে হেঁটে জামায়াতে যাওয়া। (খ) নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা এবং (গ) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে এবং উত্তমরূপে ওযূ করা। তিনি পুনঃ বললেন, তারপর কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি উত্তর করলাম, মর্যাদার বিষয় নিয়ে। তিনি বললেন, সেসব কি? আমি বললাম, অপরকে খাদ্য দান করা, নিজের কথাবার্তা মধুর করা ও রাতে নামায পড়া। লোক যখন নিদ্রায় থাকে। অতপর তিনি আমাকে বললেন, আমার কাছে কিছু চাও? রাসূল (স) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভাল কাজ সম্পাদন করতে ও মন্দ কাজ পরিহার করে চলতে এবং গরীবদের ভালবাসতে এবং তুমি আমাকে মাফ করতে

ও আমার প্রতি রহম করতে, আর যখন তুমি লোকদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিতনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নিবে। এ ছাড়া আমি চাই তোমার কাছে তোমাকে ভালবাসতে এবং তোমাকে সে ভালবাসে তাকে ভালবাসতে। আর যে কাজ তোমার ভালবাসার দিকে আমাকে অগ্রসর করবে সে কাজকেও ভালবাসতে। অতপর রাসূল (স) বললেন, এ ঘটনা সত্য। এটা লিখে রাখ এবং অন্যকে এটা শিক্ষা দাও। -(আহমদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী আরও বলেছেন, এ হাদীস হাসান ও সহীহ এবং আমি এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বোখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

সবচেয়ে বেশি সওয়াব মসজিদে হারামে নামায পড়া

হাদীস : ৬৯২ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারোও এক নামায নিজ ঘরে এক নামাযের সমান, আর পাঞ্জেগানা মসজিদে তার এ নামায পঁচিশ নামাযের সমান এবং তার এক নামায সে মসজিদে, যাতে জুমুয়া পড়া হয়, পাঁচশত নামাযের সমান, আর তার এক নামায (বায়তুল মাকদাসে) মসজিদে আকসায় ৫০ হাজার নামাযের সমান, আর তার এক নামায মসজিদুল হারামে এক লক্ষ নামাযের সমান। -(ইবনে মাজাহ) যঈফ-১৫৬

মসজিদুল হারাম দুনিয়ার সর্বপ্রথম মসজিদ

হাদীস : ৬৯৩ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জমিনে কোনো মসজিদই প্রথমে নির্মিত হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, অতপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, উভয়ের মধ্যে কত সময় ব্যবধান? তিনি বললেন, চল্লিশ বৎসরের। তারপর বললেন, সব জমিনই তোমার জন্য মসজিদ, যেখানেই নামাযের সময় হবে, সেখানেই নামায পড়বে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদে প্রবেশ করে দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ৬৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মসজিদে যেতেন, তখন বলতেন- اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ـ

"আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার উসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে।"

রাসূল (স) বলেন, যখন কেউ এটা বলে, শয়তান বলে, আমার হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেল। -(আবু দাউদ)

কবর পূজা হারাম করা হয়েছে

হাদীস : ৬৯৫ ॥ তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র.) বলেন, একদিন রাসূল (স) এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার কবরকে বিগ্রহ করও না, যার পূজা হতে থাকবে। আল্লাহর কঠোর রোখে পতিত হয়েছে সে জাতি, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। -(মালিক মুরসালরূপে)

রাসূল (স) হীতানে নামায পড়তে ভালবাসতেন

হাদীস : ৬৯৬ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) হীতান-এ নামায পড়তে ভালবাসতেন। রাবীদের কেউ কেউ বলেছেন, হীতান অর্থ বাগান। -(আহমদ ও তিরমিযী এবং তিরমিযী বলেছেন যে, এ হাদীসটি গরীব। তিনি আরও বলেছেন, আমরা এ হাদীস হাসান ইবনে আবু জাফর ব্যতীত অন্য কারোও হতে অবগত নই। আর তাকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও অন্যান্য মুহাদ্দেসরা যয়ীফ বলেছেন। যঈফ-১৫২

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আচ্ছাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক কাপড়ে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৬৯৭ ॥ হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি উম্মে সালামার গৃহে ইশতেমালের নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ, কাপড়ের দু দিককে দু কাঁধের উপর রেখে। -(বোখারী ও মুসলিম)

এক কাপড়ে নামায পড়লে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়

হাদীস : ৬৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এভাবে এক কাপড়ে নামায না পড়ে যার কোনো অংশ তাঁর কাঁধের উপর না থাকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

এক কাপড়ে নামায পড়লে সতর খুলে যেতে পারে

হাদীস : ৬৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে এক কাপড়ে নামায পড়বে, সে যেন তার দুই মাথাকে কাঁধের উপর বিপরীত দিক হতে জড়িয়ে নেয়। –(বোখারী)

নকাশাদার কাপড় পরিধান করে নামায পড়বে না

হাদীস : ৭০০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) একটি চাদরে নামায পড়লেন যাতে বুটা ছিল। তিনি তার বুটার দিকে একবার নজর করলেন। যখন নামায হতে অবসর লাভ করলেন, বললেন, আমার এ চাদরখানাকে এর প্রদানকারী আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার আম্বেজানীয়াটি নিয়ে আস! কেননা, এটা এখনই আমাকে আমার নামাযে একাগ্রতা হতে বিরত রেখেছিল। –(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু বোখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে, আমি এর বুটার দিকে নজর করছিলাম, অথচ তখন আমি নামাযে, সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে এটা আমাকে গোলমালে ফেলবে)

রাসূল (স) নকশাদার পর্দা সরানোর নির্দেশ দিলেন

হাদীস : ৭০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি পর্দা ছিল যা দিয়ে তিনি তাঁর ঘরে একদিক ঢেকে রেখেছিলেন। রাসূল (স) তাঁকে বললেন, তোমার এ পর্দাখানা আমাদের হতে সরিয়ে ফেল। কেননা, এর ছবিসমূহ সবসময় আমার দৃষ্টিপথে আসতে থাকে আমার নামাযে মধ্যে। –(বোখারী)

রেশমী বস্ত্র মুত্তাকীদের জন্য জায়েয নেই

হাদীস : ৭০২ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে একটি রেশমের কাবা হাদিয়া দেয়া হল। তিনি তা পরিধান করলেন এবং তাতে নামায পড়লেন। অতপর সজোরে তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তাকে খুব অপছন্দ করছেন। তারপর বললেন, এটা মুত্তাকীদের জন্য ঠিক নয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রয়োজনে শুধু বড় জামা পড়ে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৭০৩ ॥ হযরত সালাম ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন শিকারী ব্যক্তি। সুতরাং আমি তহবন্দ ব্যতীত এক জামায় নামায পড়তে পারি কিনা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হতে তার গেরেবান বন্ধ করবে, যদিও কাঁটা দিয়ে হয়। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

তহবন্দ বিলম্বিত করে নামায পড়া জায়েয নেই

হাদীস : ৭০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি নামায পড়ছিলেন, তখন তার তহবন্দ ছিল বেশি বিলম্বিত। রাসূল (স) তাকে বললেন, যাও ওযূ কর, সে গেল এবং ওযূ করল, তারপর আসল। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন তাকে ওযূ করতে বললেন? তিনি বললেন, সে নামায পড়ছিল তার তহবন্দ বিলম্বিত করে, অথচ আল্লাহ কবুল করেন না তার নামাযকে, যে আপন তহবন্দ বিলম্বিত করে দেয়। –(আবু দাউদ)

বালেগা মেয়েরা ওড়না ছাড়া নামায পড়বে না

হাদীস : ৭০৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উড়নি ছাড়া বালেগা স্ত্রীলোকের নামায কবুল হয় না। –(আবু দাউ ও তিরমিযী)

স্ত্রীলোকের কোর্তা ও ওড়না ব্যবহার করে নামায পড়তে পারে

হাদীস : ৭০৬ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীলোক কি শুধু কোর্তা ও উড়নিতে নামায পড়তে পারে তহবন্দ ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি কোর্তা বড় হয় এবং পায়ের পাতা ঢেকে দেয়। –(আবু দাউদ এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, মুহাদ্দিসগণের একদল এটাকে স্বয়ং উম্মে সালামার কথা বলেই সাব্যস্ত করেছেন, রাসূল (স)-এর কথা নয়)

মুখ ঢেকে নামায পড়া যাবে না

হাদীস : ৭০৭ ॥ হযরত বু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, নামায পড়ার কালে 'সদল' করতে এবং কারও নিজের মুখ ঢাকতে। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

মুসলমানদের প্রতিটি কাজ ইহুদীদের বিরুদ্ধে

হাদীস : ৭০৮ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধাচারণ করবে। তারা তাদের জুমা ও মোজা সহকারে নামায পড়ে না। −(আবু দাউদ)

জুতায় ময়লা থাকলে খুলে নামায পড়তে হবে

হাদীস : ৭০৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর জুতা দুখানি খুলে ফেললেন এবং তাদের বামদিকে রাখলেন। এটা যখন লোকেরা দেখল, তারাও নিজেদের জুতাসমূহ খুলে রাখল। যখন রাসূল (স) নামায শেষ করলেন, বললেন, কেন তোমরা তোমাদের জুতাসমূহ খুলে রাখলে? তারা বললেন, আমরা আপনাকে আপনার জুতা খুলে রাখতে দেখেছি, তাই আমরাও আমাদের জুতা খুলে রেখেছি। তখন রাসূল (স) বললেন, হযরত জিব্রাঈল (আ) আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে খবর দিলেন যে, আমার জুতায় ময়লা রয়েছে। যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসবে সে যেন দেখে, যদি তার জুতায় ময়লা রয়েছে তাহলে যেন তা মুছে ফেলে এবং জুতা সহকারেই নামায পড়ে। −(আবু দাউদ ও দারেমী)

নামাযের সময় জুতা ডান দিকে রাখতে হয় না

হাদীস : ৭১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তখন যেন তার জুতা তার ডান দিকে না রাখে এবং বামদিকেও না রাখে, যাতে তা অন্যের ডান দিকে হয়ে যায়। অবশ্য যদি বামদিকে কোন লোক না থাকে; বরং তাকে যেন নিজের দু পায়ের মধ্যখানে কিছু সামনে রাখে। অন্য বর্ণনায় আছে, অথবা তাদের নিয়ে নামায পড়ে। −(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহও এই মর্মে বর্ণনা করেছেন)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাদুরকে জায়নামায বানান যায়

হাদীস : ৭১১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম, দেখলাম, তিনি মাদুরের উপর নামায পড়ছেন এবং তার উপরই সিজদা দিচ্ছেন। খুদরী বলেন, আমি আরও দেখলাম যে, তিনি এক কাপড়ে নামায পড়ছেন, একে বিপরীত দিক থেকে কাঁধের উপর পরে। −(মুসলিম)

রাসূল (স) খালি পায়ে ও জুতাসহ নামায পড়েছেন

হাদীস : ৭১২ ॥ হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (স)-কে খালি পায়ে ও জুতা সহকারে নামায পড়তে দেখেছি। −(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর সময় কারও দুটি কাপড় ছিল না

হাদীস : ৭১৩ ॥ তায়েবী মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের বলেন, একদিন হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাদের সাথে নামায পড়লেন একটি মাত্র তহবন্দে, যার গিরা লাগিয়েছিলেন পিছনে ঘাড়ের উপর। অথচ তাঁর অন্যান্য কাপড় তখন খুঁটির উপর বিদ্যমান ছিল। এতে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, আপনি যে এক তহবন্দেই নামায পড়লেন? তখন তিনি উত্তর করলেন, এটা আমি এজন্য করেছি, যাতে তোমার মতো মূর্খ ব্যক্তি দেখে। রাসূল (স)-এর যামানায় আমাদের মধ্যে কারই বা দুইটি কাপড় ছিল? −(বোখারী)

কাপড়ের অভাবে এক কাপড়ে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৭১৪ ॥ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, এক কাপড়ে নামায পড়া রাসূল (স) কর্তৃক অনুমোদিত। আমরা রাসূল (স)-এর যমানায় এভাবে করেছি, অথচ এটা আমাদের দোষ ধরা হয়নি। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, হ্যাঁ, এভাবে ছিল যখন কাপড়ের অভাব ছিল, কিন্তু যখন আল্লাহ আমাদের সচ্ছলতা দান করেছেন, তখন দু কাপড়ে নামা পড়াই উত্তম, যা সাধারণ নিয়মানুসারে পূর্ণ পরিচ্ছেদ হিসেবে গণ্য হয়। −(আহমদ)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অন্তরাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বর্শা সামনে রেখে নামায পড়তেন

হাদীস : ৭১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) খুব সকালে ঈদগাহের দিকে গমন করতেন। আর তাঁর আগে আগে বর্শা বহন করা হত এবং ঈদগাহে তাঁর সামনে রেখে নামায পড়তেন। −(বোখারী)

রাসূল (স)-এর ওযূর বাড়তি পানি সবাই ব্যবহার করত

হাদীস : ৭১৬ ॥ হযরত আবু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি একবার মক্কায় রাসূল (স)-কে দেখলাম, তখন তিনি আবতাহে একটি চামড়ার লাল তাবুতে ছিলেন। বেলালকে দেখলাম, রাসূল (স)-এর ওযূর উদ্বৃত্ত পানি নিতে এবং লোকদেরকে দেখলাম তাঁর ওযূর সেই ছিটা পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে। যে তার কিছু লাভ করল সে তার শরীরে মাখল। আর যে তার লাভ করতে পারল না, সে তার সঙ্গীর হাতের তরলতা গ্রহণ করতে লাগল। তারপর আমি বেলালকে দেখলাম, একটি বর্শা নিতে এবং তা মাটিতে পুঁতে দিল। এ সময় রাসূল (স) বের হলেন একটি লাল জোড়া পরিধান করে, আঁচল সামলিয়া এবং লোকদেরকে নিয়ে দুই রাকআত নামা পড়লেন সেই বর্শা সামনে রেখে। সে সময় মানুষ এবং পশুদেরকে দেখলাম গমনাগমন করছে বর্শার বাইরে দিয়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

উট সামনে রেখে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৭১৭ ॥ তাবেঈ নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) মাঠে নামায পড়তেন নিজ উটকে আড়াআড়িভাবে সামনে বসিয়ে দিতেন, তারপর তার দিকে ফিরে নামায পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু বোখারীর বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, নাফে বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, যখন উট মাঠে চরাতে যেতেন, তখন রাসূল (স) কি করতেন? তিনি বললেন, তখন তিনি উটের হাওদা নিতেন এবং তাকে সোজা করে সামনে রাখতেন। তারপর তার পিছনের ডাণ্ডার দিকে ফিরে নামায পড়তেন।

হাওদার সামনে ডাণ্ডা রেখে দিলে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৭১৮ ॥ হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন সামনের হাওদার পিছনে ডাণ্ডার মতো কিছু রেখে দিবে, তখন তার দিকে নামায পড়বে এবং তার বাইরে দিয়ে যারা গমনাগমন করবে তাদের পরওয়া করবে না। -(মুসলিম)

নামাযের সামনে দিয়ে গমন করা জায়েয নেই

হাদীস : ৭১৯ ॥ হযরত আবু জুহাইম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানত তার কি গোনাহ হয়, তবে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত, মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমন করা অপেক্ষা। রাবী আবু নযর বলেন, আমি বলতে পারি না, যে আবু জুহাইম চল্লিশ দিন বলেছেন, না মাস, না বছর। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের আড়ালের ভিতর দিয়ে শয়তান গমন করে

হাদীস : ৭২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ কোনো জিনিসকে মানুষ হতে আড়ালরূপে দাঁড় করিয়ে নামায পড়তে থাকে, আর কেউ সে আড়ালের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তখন সে যেন তাকে বাঁধা দেয়। যদি সে অমান্য করে তাহলে সে যেন তার সাথে লড়ে। কেননা, সে শয়তান। এটা বোখারীর বর্ণনা, আর মুসলিমও এ মর্মে বর্ণনা করেছেন।

তিনটি জিনিস নামায নষ্ট করে

হাদীস : ৭২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামায নষ্ট করে স্ত্রীলোক, গাধা ও কুকুর এবং এটা হতে রক্ষা করে হাওদার পিছনের ডাণ্ডার মতো কিছু জিনিস। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর নামাযের সময় আয়েশা (রা) সামনে শুয়ে থাকতেন

হাদীস : ৭২২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাতে নামায পড়তেন, আর আমি তাঁর এবং কেবলার মধ্যখানে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম জানাযার আড়াআড়ি থাকার মতো। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) আড়াল ব্যতীত নামায পড়েছেন

হাদীস : ৭২৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি একটি গর্দভীর উপর সওয়ার হয়ে উপস্থিত হলাম-তখন আমি বালেগ হবার কাছাকাছি, আর রাসূল (স) তখন মিনায় কোনো দেয়ালের আড়াল ব্যতীত লোকদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন আমি সফের একাংশের সামনে দিয়ে গেলাম। তারপর গর্দভীকে চরতে ছেড়ে দিয়ে আমি সফে দাখিল হলাম, কিন্তু কেউ আমার এ কাজে আপত্তি করলেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাযের সময় সামনে কিছু রাখতে বলেছেন

হাদীস : ৭২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (র.) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে সে যেন তার সামনে কিছু স্থাপন করে। যদি কিছু না পায় তা হলে যেন তার ছড়ি খাড়া করে দেয়। যদি তার সাতে ছড়িও না থাকে, তাঁহলে যেন একটা রেখে টেনে দেয়। তারপর যা তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে তা তার ক্ষতি করবে না। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

সুতরা থাকলে শয়তান নামায নষ্ট করতে পারে না

হাদীস : ৭২৫ ॥ হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদর কেউ আড়ালের দিকে নামায পড়ে, তখন সে যেন তার কাছে হয়ে দাঁড়ায়। এতে শয়তান তার নামাযকে নষ্ট করতে পারবে না। -(আবু দাউদ)

সুতরা চোখের ডান অথবা বাম ভ্রূর বরাবর রাখতে হয়

হাদীস : ৭২৬ ॥ হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, আমি যখনই রাসূল (স)-কে কোন কাঠ বা স্তম্ভ অথবা কোনো গাছকে সামনে রেখে নামায পড়তে দেখেছি, তখনই দেখেছি তিনি তাকে আপন ডান ভ্রূ অথবা বাম ভ্রূর সামনেই রেখেছেন, সোজাসুজি নাক বরাবর সামনে রাখেন নি। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর সামনে দিয়ে একটি গাধা ও কুকুর চলে গেল

হাদীস : ৭২৭ ॥ হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে আসলেন, আর আমরা তখন বনে অবস্থান করছিলাম। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন আব্বাস (রা)। তখন তিনি মাঠে নামায পড়লেন, অথচ আমাদের একটি গাধা ও একটি কুকুর তাঁর সামনে খেলা করছিল, কিন্তু তিনি এর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করলেন না। -(আবু দাউদ এবং নাসাঈও এরূপ বর্ণনা করেছেন)

নামাযের সামনে দিয়ে গমনকারী হল শয়তান

হাদীস : ৭২৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো কিছুই নামায নষ্ট করতে পারে না, তথাপি বাঁধা দিবে সামনে দিয়ে গমনকারীকে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী। নিশ্চয়ই ওটা শয়তান। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর নামাযের সময় আয়েশা (রা) পা গুটিয়ে নিতেন

হাদীস : ৭২৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সামনের দিকে ঘুমাতাম। আর আমার দু পা থাকত তাঁর কিবলার দিকে। যখন তিনি সিজদা করতেন আমাকে টোকা দিতেন। আর আমি আমার পা দুটি গুটিয়ে নিতাম। তারপর যখন তিনি দাঁড়াতেন, আমি দু পা লম্বা করে দিতাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সে সময় ঘরে বাতি থাকত না। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াতে প্রচুর ক্ষতি হয়

হাদীস : ৭৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ জানত, নামাযের মধ্যে তার নামাযী ভায়ের সামনে দিয়ে এলোপাতাড়ি গমনে কি ক্ষতি রয়েছে, তাহলে সে একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত-যে পা সে বাড়িয়েছে তা অপেক্ষা। -(ইবনে মাজাহ)

নামাযের সামনে দিয়ে চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষেধ

হাদীস : ৭৩১ ॥ হযরত কাবে আহবার তাবেঈ (র.) বলেন, মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমনকারী যদি বুঝত, এতে তার কি ক্ষতি হয়, তাহলে সে তার সামনে দিয়ে গমন করা অপেক্ষা নিজে যমিনে গড়িয়ে যাওয়াকে উত্তম মনে করত। অপর বর্ণনায় আছে, সহজ মনে করত। -(মালিক)

আড়াল ব্যতীত নামায পড়লে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে

হাদীস : ৭৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আড়াল ব্যতীত নামায পড়ে, তখন তার নামায নষ্ট করে গাধা, শূকর, ইয়াহুদী, মজুসী ও স্ত্রীলোক। অবশ্য তার নামায ত্রুটিমুক্ত থাকে, যখন তারা কাঁকর নিক্ষেপ পরিমাণ দূর দিয়ে গমন করে। -(আবু দাউদ)

ষড়বিংশ অধ্যায়

নামাযের নিয়ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামায সঠিক নিয়মে পড়তে হয়

হাদীস : ৭৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং নামায পড়ল। আর রাসূল (স) তখন মসজিদের এক কোণে বসেছিলেন। তারপর সে তাঁর কাছে এলো এবং তাঁকে সালাম করল। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, 'ওয়াআলাইকাসসালাম, যাও এবং আবার নামায পড়। তোমার নামায পড়া হয় নি।' সে

পুন গেল এবং আবার নামায পড়ল। তারপর এলো এবং রাসূল (স)-কে সালাম করল। রাসূল (স) বললেন, 'ওয়াআলাইকাসসালাম আবার যাও এবং পুন নামায পড়। তোমার নামায পড়া হয়নি।' তারপর তৃতীয়বার অথবা তার পরের বার সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে, পূর্ণরূপে ওযূ করবে, তারপর কিবলার দিক হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকবীর বলবে, তারপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে। তারপর রুকু করবে এবং স্থির থাকবে রুকুতে, তারপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তারপর সিজদা করবে এবং সিজদাতে স্থির থাকবে; তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে, তারপর সিজদা করবে এবং সিজদায় স্থির থাকবে, তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে। অপর বর্ণনায় আছে, তারপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে; তারপর তোমার সব নামাযে এরূপ করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের সময় দুহাত বিছিয়ে দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৭৩৪ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামায শুরু করতেন আল্লাহু আকবর দিয়ে এবং কিরাআত শুরু করতেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দিয়ে এবং যখন রুকু করতেন, মাথা উপরেও করতেন না এবং নীচুও করতেন না; বরং মাঝামাঝি রাখতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন সিজদায় যেতেন না যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তারপর যখন সিজদা হতে মাথা উঠাতেন সিজদায় যেতেন না-যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে বসতেন এবং প্রত্যেক দু রাকআতের পরই 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়তেন এবং বসায় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের মতো কুত্তা-বসা বসতে নিষেধ করতেন এবং কেউ পশুর মতো দু হাত মাটিতে বিছিয়ে দেয় তাও নিষেধ করতেন, আর তিনি নামায শেষ করতেন সালাম দিয়ে। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর নামাযের তালিম

হাদীস : ৭৩৫ ॥ হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) রাসূল (স)-এর একদল সাহাবীর মধ্যে বললেন, আমি আপনাদের অপেক্ষা রাসূল (স)-এর নামায অধিক স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, দু হাত দু কাঁধের বরাবর উঠাতেন এবং যখন রুকু করতেন দু হাত দিয়ে দু হাঁটুতে শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠকে নত করে রাখতেন, আর যখন মাথা উঠাতেন ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যাতে প্রত্যেক গিঁট আপন স্থানে পৌঁছে যেত। তারপর যখন সিজদা করতেন, রাখতেন দু হাত যমিনে না বিছিয়ে ও পেটের সাথে না মিশিয়ে এবং দু পায়ের আঙ্গুলীসমূহের মাথাকে রাখতেন কিবলামুখী করে। তারপর যখন দু রাকআতের পরে বসতেন নিজের বাম পায়ের উপর এবং খাড়া রাখতেন ডান পা। তারপর যখন শেষ রাকআতে বসতেন বাড়িয়ে দিতেন বা পা এবং খাড়া রাখতেন অপর পা, আর বসতেন নিতম্বের উপরে। -(বোখারী)

তাকবীরের সময় দুহাত কাধ বরাবর উঠাতে হয়

হাদীস : ৭৩৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) দু হাত দু কাঁধ বরাবর উঠাতেন যখন নামায শুরু করতেন। তারপর যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপে দু হাত উঠাতেন এবং বলতেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ'-কিন্তু সিজদায় যেতে এরূপ করতেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

তাকবীরের সময় দু হাত তুলতে হয়

হাদীস : ৭৩৭ ॥ হযরত নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ যখন নামায শুরু করতেন, তাকবীরে তাহরীমা বলতেন এবং দু হাত উঠাতেন, তারপর যখন রুকুতে গমন করতেন তখনও দু হাত উঠাতেন এবং যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, তখনও দু হাত উঠাতেন, তারপর যখন দু' রাকআত পড়ে দাঁড়াতেন তখনও দু হাত উঠাতেন এবং ইবনে ওমর (রা) এটা রাসূল (স)-এর নাম করে বলেছেন। -(বোখারী)

প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠান যায়

হাদীস : ৭৩৮ ॥ হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, দু হাত উঠাতেন এমন কি উভয়কে দু কানের বরাবর করতেন এবং যখন রুকু হতে নিজ মাথা উঠাতেন তখন বলতেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ-তখনও এরূপ করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, এমন কি দু হাত দু কানের লতি বরাবর উঠাতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে পালন করতে হয়

হাদীস : ৭৩৯ ॥ হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে নামায পড়তে দেখেছেন। রাসূল (স) যখন বিজোড় রাকআতে থাকতেন সিজদা হতে উঠে দাঁড়াতেন না-যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে বসতেন। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর সঠিক নিয়মে নামায পড়তে হবে

হাদীস : ৭৪০ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (র.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে দেখেছেন, তিনি উভয় হাত উঠালেন, যখন তিনি নামায শুরু করলেন তাকবীর বলে, তারপর উভয় হাত কাপড়ে ঢাকলেন এবং ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখলেন। তারপর যখন রুকু করতে ইচ্ছে করলেন, উভয় হাত কাপড় হতে বের করলেন এবং তাদেরকে উঠালেন ও তাকবীর বললেন, তারপর রুকু করলেন। তারপর যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন, আবার উভয় হাত উঠালেন, তারপর যখন সিজদা করলেন, সিজদা করলেন দু হাতের মধ্যখানে। -(মুসলিম)

নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে হয়

হাদীস : ৭৪১ ॥ হযরত সাদ ইবনে সাহল (রা) বলেন, লোকদের নির্দেশ দেয়া হত, লোক যেন নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম হাতর পিঠের উপর রাখে। -(বোখারী)

নামাযের প্রত্যেক কাজে তাকবীর বলতে হয়

হাদীস : ৭৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন 'তাকবীর' বলতেন যখন দাঁড়াতেন; তারপর তাকবীর বলতেন যখন রুকু করতেন; তারপর বলতেন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' যখন রুকু হতে নিজের পিঠ সোজা করতেন, তারপর দাঁড়িয়ে বলতেন, 'রাব্বানা লাকাল হামদ'। তারপর তাকবীর বলতেন যখন নিচের দিকে ঝুকতেন। তারপর আবার তাকবীর বলতেন যখন মাথা উপরের দিকে উঠাতেন; তারপর তাকবীর বলতেন যখন সিজদার দিকে যেতেন, তারপর তাকবীর বলতেন যখন মাথা উপরে উঠাতেন। তারপর তিনি সমগ্র নামাযেই এরূপ করতেন, যে পর্যন্ত না শেষ করতেন এবং তাকবীর বলতেন যখন তিনি দু রাকআত শেষে বসার পর দাঁড়াতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের উত্তম হল কুনূত দীর্ঘ করা

হাদীস : ৭৪৩ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের উত্তম জিনিস হল 'কুনূত' দীর্ঘ করা। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সঠিক নামাযের বর্ণনা

হাদীস : ৭৪৪ ॥ হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) রাসূল (স)-এর দশজন সাহাবীর মধ্যে বললেন, আমি আপনাদের অপেক্ষা রাসূল (স)-এর নামায সম্পর্কে অধিক অবগত। তাঁরা বললেন, আমাদেরকে বলুন। তখন তিনি বললেন, রাসূল (স) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন দু হাত উঠাতেন, এমন কি তাদেরকে দু কাঁধের বরাবর করতেন, তারপর তাকবীর বলতেন। তারপর কিরাআত পড়তেন; তারপর তাকবীর বলতেন এবং দু হাত উঠাতেন, এমন কি তাদেরকে কাঁধের বরাবর রাখতেন, তারপর রুকু করতেন এবং দু হাতের করকে দু হাঁটুর উপর রাখতেন, এ সময় পিঠ সোজা রাখতেন, মাথা নীচের দিকেও ঝুকাতেন না এবং উপরের দিকেও উঠাতেন না। তারপর মাথা উঠাতেন এবং বলতেন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' তারপর সোজা হয়ে দু হাত উঠাতেন, এমন কি দু কাঁধের বরাবর করতেন। তারপর বলতেন, 'আল্লাহু আকবার' তারপর সিজদার জন্য যমিনের দিকে ঝুকতেন। সিজদায় দু হাতকে দু পাশ হতে পৃথক রাখতেন এবং দু পায়ের আঙুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে দিতেন। তারপর মাথা উঠাতেন এবং নিজের বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। তারপর তিনি সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর প্রত্যেক হাড় নিজ নিজ জায়গায় ঠিকভাবে বসে যায়। তারপর সিজদায় যেতেন। তারপর মাথা উঠাতে উঠাতে 'আল্লাহু আকবর' বলতেন এবং বাম পা বিছিয়ে বসতেন। এ সময় সোজা হয়ে থাকতেন যাতে তাঁর সব হাড় নিজ নিজ জায়গায় বসে যায়, তারপর দাঁড়াতেন, তখনও তাকবীর বলতেন এবং দু হাত উঠাতেন, এমন কি তাদেরকে দু কাঁধের বরাবর করতেন যেভাবে নামায শুরু করতে তাকবীর বলতেন। তারপর তিনি এরূপ করতেন তাঁর অবশিষ্ট নামাযে-অবশেষে যখন শেষ সিজদায় পৌঁছতেন, যার পরে সালাম ফিরাতে হয়, বাম পা ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর চাপিয়ে বসতেন; তারপর সালাম ফিরাতেন। তখন তাঁরা বলে উঠলেন, সত্য বলেছেন: রাসূল (স) এরূপেই নামায পড়তেন। -(আবু দাউদ, দারেমী। আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এ মর্মে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এটা হাসান সহীহ হাদীস)

আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আবু হুমাইদের হাদীসে এটাও আছে-তারপর রাসূল (স) রুকু করলেন এবং দু হাত দু জানুর উপর রাখলেন যেন জানু ধরে রেখেছেন, এসময় তিনি উভয় হাতকে ধনুকের জ্যার মতো করলেন এবং তাদেরকে দূরে রাখলেন দু পাশ হতে আবু হুমাইদ আরও বলেন, তারপর তিনি সিজদা করলেন এবং নাক ও কপালকে

ভালরূপে যমিনে ঠেকালেন এবং দু হাত দু পাঁজর হতে দূরে রাখলেন, এ সময় তিনি দু হাত যমিনে স্থাপন করলেন, দু কাঁধের বরাবর এবং দু উরুকে ফাঁক করে রাখলেন। পেটকে উরুদ্বয়ের উপরে ঠেকালেন না, এভাবে তিনি সিজদা শেষ করলেন। তারপর বসলেন বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং ডান পায়ের অগ্রভাগকে কিবলার দিকে মোড়িয়ে দিলেন এবং ডান করকে ডান জানুর উপরে এবং ডান পায়ের অগ্রভাগকে কিবলার দিকে মোড়িয়ে দিলেন এবং ডান করকে ডান জানুর উপরে এবং বাম করকে বাম জানুর উপরে স্থাপন করলেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি ইশারা করলেন।

আবু দাউদের অপর বর্ণনা আছে–যখন তিনি দু রাকআতের পর বসতেন, তখন বসতেন বাম পায়ের পেটের উপরে এবং খাড়া করে রাখতেন ডান পা। আর যখন তিনি চতুর্থ রাকআতে পৌঁছতেন বাম নিতম্বকে যমিনে ঠেকিয়ে এবং উভয় পা একদিন দিয়ে বের করে দিতেন।

রাসূল (স) তাকাবীরের সময় দু হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন

হাদীস : ৭৪৫ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে দেখেছেন যখন তিনি নামযের জন্য দাঁড়ালেন, দু হাত উঠালেন যাতে উভয় হাত কাঁধ বরাবর হয়ে গেল এবং বৃদ্ধা আঙুলদ্বয় কান বরাবর করলেন, তারপর তাকবীর বললেন। –(আবু দাউদ। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে, বৃদ্ধা আঙুলদ্বয়কে দু কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন।)

নামাযের সময় বাম হাত ডান হাত দিয়ে ধরতে হয় যঈফ–৭৬২

হাদীস : ৭৪৬ ॥ হযরত কাবীসাহ ইবনে হুলব (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা বলেন, রাসূল (স) আমাদের ইমামতি করতেন এবং বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরতেন। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

এক সাহাবা পুনরায় নামায পড়লেন

হাদীস : ৭৪৭ ॥ হযরত রিফাআহ ইবনে রাফে (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে মসজিদে নামায পড়ল, তারপর অগ্রসর হয়ে রাসূল (স)-কে সালাম করল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার নামায পুন পড়, তুমি নামায পড়নি। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন আমি কিরূপে নামায পড়ব। রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি কিবলামুখী ফিরবে, প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর সূরা ফাতেহা পড়বে এবং তার সাথে আর যা পড়ার তৌফিক আল্লাহ তোমাকে দেন তা পড়বে। তারপর যখন রুকু করবে দু হাতের কর দু জানুর উপর রাখবে এবং রুকুতে স্থির থাকবে এবং পিঠ সটান রাখবে। তারপর যখন উঠবে পিঠ সোজা করবে এবং মাথাকে এভাবে উঠাবে যাতে হাড়সমূহ নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে যায়। তারপর যখন সিজদা করবে স্থির থাকবে সিজদাতে। আবার যখন উঠবে, বসবে বাম উরুর উপরে। তারপর এরূপ করতে থাকবে প্রত্যেক রুকু ও সিজদাতে ধীরস্থিরভাবে। –এটা মাসাবীহর শব্দ। এ হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন অল্প পরিবর্তনের সাথে। তিরমিযী ও নাসাঈ এটার অর্থের অনুরূপ।

নফল নামায দু রাকআত পড়তে হয়

হাদীস : ৭৪৮ ॥ হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামায দু দু রাকআত এবং প্রত্যেক দু রাকআতেই তাশাহুদ, ভয়, বিনয় ও দীনতার ভাব রয়েছে। তারপর তুমি তোমার দু হাত উঠাবে। ফযল বলেন, তুমি তোমার দু হাত তোমার রবের কাছে উঠাবে হাতের বুকের দিককে তোমার চেহারার দিকে করবে এবং বলবে, "হে আল্লাহ! আর যে এরূপ করবে না তার নামায এরূপ এরূপ"। অপর বর্ণনায় আছে, তার নামায অসম্পূর্ণ। –(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ যঈফ–৭৬৩

নামাযের তাকবীর উচ্চস্বরে দিতে হয়

হাদীস : ৭৪৯ ॥ তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে হারেস ইবনে মোয়াল্লা বলেন, একদিন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) আমাদের নামায পড়লেন এবং উচ্চ স্বরে তাকবীর বললেন, যখন সিজদা হতে মাথা উঠালেন এবং যখন সিজদা করলেন এবং দু রাকআতের পর মাথা উঠালেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এরূপ করতে দেখেছি। –(বোখারী)

নামাযে বাইশ বার তাকবীর দিবে

হাদীস : ৭৫০ ॥ তাবেঈ হযরত ইকরামা (রা) বলেন, আমি মক্কায় এক শায়খের পিছনে নামায পড়লাম তিনি মোট বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে বললাম, লোকটি বড় আহমক! এটা শুনে তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাক। এটা তো আবুল কাসেম (স)-এর সুন্নত। –(বোখারী)

নামাযে তাকবীর বলতে হবে

হাদীস : ৭৫১ ॥ হযরত আলী ইবনে হুসাইন মুরসাল সূত্রে বলেন, রাসূল (স) তাকবীর বলতেন, যখন তিনি মাথা নীচু করতেন এবং উপরে উঠাতেন। আর এরূপই ছিল তাঁর নামায, যে পর্যন্ত না তিনি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেন। –(মালিক)

নামাযের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে

হাদীস : ৭৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার আমাদের যোহরের নামায পড়লেন, তখন এক ব্যক্তি সর্ব পিছনের সফে ছিল এবং নামায খারাপ ভাবে পড়ছিল। যখন সে নামাযের সালাম ফিরাল রাসূল (স) তাকে ডাকলেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না, তুমি দেখ না কিরূপে নামায পড়? তোমরা মনে কর যে, তোমরা যা কর তা আমার কাছে অজ্ঞাত থাকে। খোদার কসম! নিশ্চয় আমি দেখি আমার পিছন দিকে, যেভাবে দেখি আমার সামনে দিকে। –(আহমদ)

রাসূল (স)-এর নামায পড়িয়ে দেখান হল

হাদীস : ৭৫৩ ॥ তাবেঈ হযরত আলকামা (র) বলেন, একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (স)-এর নামায পড়ে দেখাব না? তারপর তিনি নামায পড়লেন, অথচ হাত উঠালেন না কেবল একবার তাকবীরে তাহরীমার সময় ব্যতীত। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি এ অর্থে সহীহ নহে) ইঃফাঃ — ১৬৪ *

নামাযে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ৭৫৪ ॥ হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী (র.) বলেন, রাসূল (স) যখন নাযামের জন্য দাঁড়াতেন কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং হাত উঠিয়ে বলতেন, আল্লাহু আকবার। –(ইবনে মাজাহ)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

তাকবীরে তাহরীমার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাকবীর ও কিরায়াতের মাঝেও পার্থক্য লক্ষ্যনীয়

হাদীস : ৭৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাকবীরে তাহরীমা এবং কিরায়াতের মধ্যবর্তী সময়ে খানিকটা চুপ থাকতেন। আমি একবার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক, আপনি যে তাকবীর ও কিরায়াতের মধ্যখানে চুপ থাকেন, তাতে কি বলেন? তিনি বললেন, আমি বলি 'হে আল্লাহ! আমি ও আমার গোনাহসমূহের মধ্যে ব্যবধান করে দাও, যেভাবে তুমি ব্যবধান করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে। আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও মুষলধারার বৃষ্টি দিয়ে। –(বোখারী ও মুসলিম)

জায়নামাযে দাঁড়ানোর পর দোয়া

হাদীস : ৭৫৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, অপর বর্ণনায় আছে, যখন নামায শুরু করতেন– তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। তারপর বলতেন, 'আমি সব দিক হতে বিমুখ হয়ে আমার মুখ ফিরাচ্ছি তার দিকে, যিনি আসমানসমূহ ও যমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নয়। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর এর জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। আল্লাহ, তুমিই বাদশাহ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি ছাড়া অপর কেউ অপরাধসমূহ মাফ করতে পারে না এবং চালিত কর আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে, তুমি ছাড়া চালিত করতে পারে না উত্তম চরিত্রের পথে অপর কেউ এবং দূরে রাখ আমার হতে মন্দ আচরণকে তুমি ছাড়া আমার হতে ওটা দূর রাখতে পারে না অপর কেউ। হে আল্লাহ! হাজির আমি তোমার দরবারে, আর প্রস্তুত আছি তোমার আদেশ পালনে, কল্যাণ সবই তোমার হাতে এবং কোনো অকল্যাণই তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি উচ্চ। আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং তোমার দিকে ফিরছি।

আর যখন তিনি রুকু করতেন, বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম এবং তোমাকেই বিশ্বাস করলাম এবং তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তোমার কাছে অবনত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা-উপশিরা।' তারপর যখন মাথা উঠাতেন, বলতেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক। তোমারই প্রশংসায় সব আসমান যমিন এবং এর মধ্যখানে যা কিছু আছে সে সকল পরিপূর্ণ এবং তারপর তুমি যা কিছু সৃষ্টি করবে তাও পরিপূর্ণ এবং যখন সিজদা করতেন, বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে সিজদা করলাম এবং তোমাকেই

বিশ্বাস রাখি, আর তোমারই প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম। আমার চেহারা তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা করল, যিনি সৃষ্টি করেছেন ও আকৃতি দান করেছেন এবং কান ও চোখ খুলেছেন। মঙ্গলময় আল্লাহ-শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।' তারপর সর্বশেষে আত্তাহিয়্যাতু ও সালামের মধ্যখানে যা বলতেন তাহল 'হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, যা আমি আগে করেছি এবং যা আমি পরে করব এবং যা আমি গোপনে করেছি, আর যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি সীমাতিরিক্ত করেছি, আর যা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক অবগত। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।-(মুসলিম)

নামাযে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়

হাদীস : ৭৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এসে নামাযের সফে প্রবেশ করল, অথচ তখন তার শ্বাস দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল, আর বলল, 'আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহি' আল্লাহ তুমি মহান, আল্লাহর জন্য প্রচুর প্রশংসা, তিনি পবিত্র ও মঙ্গলময়! তারপর যখন রাসূল (স) নামায শেষ করলেন তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথাগুলো বলেছে? লোক ভয়ে চুপ রইল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে ঐ কথাগুলো বলেছে? সে খারাপ কিছু বলেনি। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি বলেছি তিনি বললেন, আমি বার জন ফেরেশতাদের দেখেছি, তারা তাড়াহুড়া করছে, কে কার আগে সেগুলো নিয়ে যাবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামায শুরু করে দোয়া পড়তেন

হাদীস : ৭৫৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামায শুরু করতেন, বলতেন, 'তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। তোমার নাম মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' -তিরমিযী, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ্ আবু সাঈদ (র.) আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটা শুধু হারেসার সূত্রে বর্ণিত এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে।

রাসূল (স) যেমন নামাযই পড়েছেন তাই সঠিক

হাদীস : ৭৫৯ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতইম (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল (স)-কে এক নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ অতি মহান, অতি মহান, আল্লাহর জন্য বহু প্রশংসা, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকাল-সন্ধ্যায়, তিনবার। আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান হতে। তার নফখ, তার নফছ ও তার হাময হতে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) পৃষ্ঠা - ১৬৫

নামাযে রাসূল (স)-কে অনুসরণ করতে হবে

হাদীস : ৭৬০ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-এর দুটি চুপ থাকা স্মরণ রেখেছেন। একটি চুপ থাকা হল যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলে সারতেন তখন, আর অপর চুপ থাকাটি হল যখন তিনি-(আরবী হবে) পড়ে সারতেন তখন। সামুরার এ হাদীস যখন উবাই ইবনে কাবের কাছে পৌঁছল, উবাই ইবনে কাব এটার সত্যতা স্বীকার করলেন। -(আবু দাউদ। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং দারেমীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

কিরাআত শুরু করে চুপ থাকা জায়েয নেই পৃষ্ঠা - ১৬৬

হাদীস : ৭৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন দ্বিতীয় রাকআতের পর দাঁড়াতেন, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে কিরাআত শুরু করতেন এবং চুপ থাকতেন না। -(মুসলিম। হুমাইদী বর্ণনা করেছেন, তার একা নামাযের সময়, জামে প্রণেতা মুসলিম হতে তদ্রূপ একা নামায পড়ার বেলার কথা বলেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা দিতে হয়

হাদীস : ৭৬২ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামায শুরু করতেন, তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। তারপর বলতেন, 'আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং এটার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমিই হলাম এটার প্রতি প্রথম আনুগত্য স্বীকারকারী। হে আল্লাহ! আমাকে চালিত কর উত্তম কাজ ও উত্তম চরিত্রের পথে, উত্তম পথে চালিত করতে পারে না তুমি ছাড়া কেউ আমাকে, বাঁচিয়ে রাখ মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র হতে; মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র হতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না তুমি ব্যতীত কেউ। -(নাসাঈ)

একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৭৬৩ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নফল নামায পড়তে দাঁড়াতেন,

তখন বলতেন, আল্লাহু আকবার; আমি নিজের মুখ তাঁর দিকে ফিরালাম, যিনি আসমানসমূহ ও যমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই। নাসাঈ বলেন, বাকীটা তিনি জাবেরের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি وانا اول المسلمين বাক্যের পরিবর্তে وانا من المسلمين বাক্য বলেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি বাদশাহ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে।' তারপর রাসূল কিরাআত শুরু করতেন। -(নাসাঈ)

অষ্টবিংশ অধ্যায়

নামাযের মধ্যে কিরাআত পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায হবে না

হাদীস : ৭৬৪ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সূরা ফাতেহা পড়েনি তার নামায হয়নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে- যে উম্মুল কুরআন এবং ততোধিক কিছু পড়ে নাই।

নামাযে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়

হাদীস : ৭৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ না করে নামায পড়বে, তার নামায অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ। তখন আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন, তুমি মনে মনে পড়বে। কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে ভাগ করেছি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করে। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চাবে। যখন বান্দা বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন', তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল, যখন বান্দা বলে-আর রাহমানির রাহীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ ব্যক্ত করল এবং যখন বান্দা বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল এবং যখন বান্দা বলে, 'ইয়্যাকা নাবুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈন', তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি এবং আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে চেয়েছে এবং যখন বান্দা বলে, 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইগি, ওয়ালাদদোয়াল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার জন্য রয়েছে। -(মুসলিম)

সূরা ফাতিহা নামাযের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

হাদীস : ৭৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) সকলেই সূরা ফাতেহা দিয়েই নামায শুরু করতেন। -(মুসলিম)

ইমামের সাথে আমীন বলতে হয়

হাদীস : ৭৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তোমরাও 'আমীন' বলবে। কেননা, যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হবে, তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের সময় কাতার সোজা করতে হয়

হাদীস : ৭৬৮ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা নামায পড়বে, তোমাদের সফসমূহ সোজা করবে। তারপর যেন তোমাদের একজন ইমামতি করে। যখন ইমাম তাকবীর বলবে এবং যখন 'গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়াদদোয়াল্লীন' বলবে, তোমার বলবে 'আমীন'। আল্লাহ তা কবুল করবেন। তারপর যখন তিনি তাকবীর বলবেন ও রুকু করবেন, তোমরাও তাকবীর বলবে ও রুকু করবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকুতে যাবেন, আর তোমাদের আগেই মাথা উঠাবেন। তারপর রাসূল (স) বলেন, এটা ওটার পরিবর্তে। তারপর রাসূল (স) বলেন, যখন ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবেন, তোমরা বলবে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। -(মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আবু হুরায়রা ও কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত আছে-রাসূল (স) বলেছেন, যখন ইমাম কিরআত পড়বেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।

সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়তে হয়

হাদীস : ৭৬৯ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহরের নামাযের প্রথম দু রাকআতে 'সূরা ফাতেহা' এবং অপর দুটি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু রাকআতে শুধু 'সূরা ফাতেহা' পড়তেন। তিনি কখনও কখনও আমাদেরকে আয়াত শুনিয়ে পড়তেন এবং তিনি প্রথম রাকআতকে দ্বিতীয় রাকআত অপেক্ষা দীর্ঘ করে পড়তেন, আর এরূপে আসরে এবং এরূপে ফজরেও পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন

হাদীস : ৭৭০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহর ও আসরের নামাযে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তা আমরা অনুমান করতাম। তাঁর যোহরের প্রথম দু রাকআতে দাঁড়ানোর সময় 'সূরা আলিফ লাম মীম তানযীলুস সিজদা' পড়তে যতক্ষণ লাগে আমরা ততক্ষণ সময় অনুমান করেছিলাম। অপর বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক রাকআতে অনুমান ৩০ আয়াত পড়ার সময় এবং শেষ দু রাকআত তার অর্ধেক সময় অনুমান করেছিলাম। আর আসরে প্রথম দু রাকআতে যোহরের শেষ দু রাকআতের সমান সময় এবং তার শেষ দু রাকআতে এটারও অর্ধেক সময় অনুমান করেছিলাম। -(মুসলিম)

রাসূল (স) যোহরের নামাযে সূরা লাইল পড়তেন

হাদীস : ৭৭১ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহরের নামাযে 'সূরা ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগশা' পড়তেন। আর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' পড়তেন এবং আসরেও অনুরূপ পড়তেন। কিন্তু ফজরের নামায এটা অপেক্ষা দীর্ঘ পড়তেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তেন

হাদীস : ৭৭২ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে 'সূরা তূর' পড়ছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা মুরসালাত পড়তেন

হাদীস : ৭৭৩ ॥ উম্মে ফযল বিনতে হারেস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে মাগরিবে 'সূরা মুরসালাত' পড়তে শুনেছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযে ছোট সূরা পাঠ করা ভাল

হাদীস : ৭৭৪ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (র.) বলেন, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) মদীনায় রাসূল (স)-এর সাথে জামায়াতে নামায পড়তেন, তারপর যেতেন এবং মহল্লাবাসীদের ইমামতি করতেন। একদিন রাতে তিনি রাসূল (স)-এর সাথে এশার নামায পড়লেন, তারপর নিজ মহল্লায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন এবং পূর্ণ সূরা বাকারা পড়া শুরু করলেন। এতে অসহ্য হয়ে এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে আলাদা হয়ে গেল। তারপর একা নামায পড়ে চলে গেল। এটা দেখে লোকরা তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফেক হয়ে গেলে? উত্তরে সে বলল, খোদার কসম! আমি কখনও মুনাফিক হই নি। নিশ্চয়ই আমি রাসূল (স)-এর কাছে যাব এবং এ ব্যাপার সম্পর্কে তাকে অবহিত করব। তারপর সে রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা পানি সেচকারী লোক, সারাদিন সেচের কাজ করে থাকি, এমতাবস্থায় মুয়ায আপনার সাথে এশার নামায পড়ে নিজের গোত্রে আসার পর সূরা বাকারা দিয়ে নামায শুরু করে দিলেন। এটা শুনে রাসূল (স) মুয়াযের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুয়ায! তুমি কি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী? তুমি এশার নামাযে 'সূরা ওয়াশশামসি ওয়াদ্দোহাহা, 'ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগশা' এবং 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা এর মতো সূরা পড়বে। -(বোখারী ও মুসলিম)

এশার নামাযে রাসূল (স) সূরা তীন পাঠ করতেন

হাদীস : ৭৭৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে একবার এশার নামাযে 'সূরা ওয়াত্তীনি ওয়াযযাইতুন" পড়তে শুনেছি এবং তা অপেক্ষা এমন মধুর স্বর আমি কারও শুনি নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ফজরের নামাযে সূরা ক্বাফ পড়তেন

হাদীস : ৭৭৬ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের নামাযে 'সূরা ক্বাফ ওয়াল কোরআনিল মাজীদ' ও তদনুরূপ সূরাসমূহ পাঠ করতেন এবং অন্যান্য নামায এটা অপেক্ষা সংক্ষেপ হত। -(মুসলিম)

রাসূল (স) ফজরের নামাযে সূরা লাইলি পড়তেন

হাদীস : ৭৭৭ ॥ হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে ফজরের নামাযে 'ওয়াল লাইলি ইযা আসআসা' পড়তে শুনেছেন। -(মুসলিম)

ফজরের নামাযে সূরা মুমিন পাঠ করলেন

হাদীস : ৭৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) বলেন, মক্কা শরীফে রাসূল (স) ফজরের নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন এবং 'সূরা আল মুমিনুন পাঠ শুরু করলেন। যখন তিনি হযরত মূসা ও হারূনের অথবা হযরত ঈসার বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তাঁর কাশি এসে গেল। অতএব, তিনি রুকু করে ফেললেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) জুমআর দিন ফজরের নামাযে মধ্যম সূরা পড়তেন

হাদীস : ৭৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) জুময়ার দিন ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে 'আলিফ লাম মীম তানযীল এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'হাল আতা আলাল ইনসানি পড়তেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) জুমআর নামাযে সূরা জুমআ পড়তেন

হাদীস : ৭৮০ ॥ হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) বলেন, একবার মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় আপন স্থলাভিষিক্ত রেখে মক্কায় গেলেন। এসময় হযরত আবু হুরায়রা (রা) জুমআর নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। তখন প্রথম রাকআতে 'সূরা জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'ইযা জাআকাল মুনাফেকুন' পড়লেন। তারপর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে জুমআর নামাযে এ দুটি সূরা পড়তে শুনেছি। -(মুসলিম)

রাসূল (স) দু ঈদে সূরা আলা পড়তেন

হাদীস : ৭৮১ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) দু ঈদে ও জুমআর নামাযে 'সূরা সাব্বিহি-সমা রাব্বিকাল আলা' ও হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' পড়তেন। আর ঈদ ও জুমআ যখন একই দিনে হত, তখন তিনি এ দুটি সূরা উভয় নামাযেই পড়তেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) ঈদের নামাযে যে সূরা পড়তেন

হাদীস : ৭৮২ ॥ হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসীকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (স) বকরা ঈদ ও ঈদুল ফিতরে কি পড়তেন? তিনি বললেন, রাসূল (স) উভয় ঈদেই 'সূরা ক্বাফ ওয়াল কোরআনিল মাজিদ এবং 'ইকতারাবাতিসসাআহ' পড়তেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) ফজরের সুন্নাতে সূরা কাফিরুন পড়তেন

হাদীস : ৭৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের সুন্নত দু রাকআতে যথাক্রমে 'সূরা কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' ও 'সূরা কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' পড়েছেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) ফজরের সুন্নতে সূরা বাকারার অংশ পড়তেন

হাদীস : ৭৮৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের সুন্নত দু রাকআত যথাক্রমে সূরা বাকারার এ আয়াত 'কু-লু আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা এবং সূরা আলে ইমরানের এ আয়াত 'কুলইয়া আহলাল কিতাবি তাআলাও ইয়া কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম' পড়তেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিসমিল্লাহির সাথে নামায শুরু করতে হয়

হাদীস : ৭৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) বিসমিল্লাহির সাথে নামায শুরু করতেন। -(ইমাম তিরমিযী এটা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, এটার সনদ দৃঢ় নহে) যঈফ — ১৬৭

রাসূল (স) সূরা ফাতেহায় আমীন পড়তেন

হাদীস : ৭৮৬ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' পড়ে তারপর 'আমীন' বলেছেন, নিজের স্বরকে উচ্চ করে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

নামাযের মধ্যে দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ৭৮৭ ॥ হযরত আবু যোহায়র নোমায়রী (রা) বলেন, একবার আমরা রাতে রাসূল (স)-এর সাথে বের হলাম এবং এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে খুব কাকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করছিল। এ সময় রাসূল (স) বললেন, সে নিজের জন্য বেহেশত নির্ধারিত করল, যদি সে এতে মোহর লাগায়। লোকের মধ্য হতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! কিসের দ্বারা মোহর লাগাবে? রাসূল (স) বললেন, 'আমীন' দিয়ে। -(আবু দাউদ) যঈফ — ৯৮

রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ ভাগ করে পড়তেন

হাদীস : ৭৮৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) মাগরিবের নামায পড়লেন 'সূরা আরাফ' দিয়ে। এ সূরা তিনি দু রাকআতে ভাগ করে পড়লেন। -(নাসাঈ)

সূরা নাস ও সূরা ফালাক উত্তম সূরা

হাদীস : ৭৮৯ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি সফরে রাসূল (স)-এর উটের নাকাশী ধরে সামনে চলতাম। একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে ওকবা! আমি কি তোমাকে উত্তম দুটি সূরা শিক্ষা দিব না, যা পড়া হয়? তারপর তিনি আমাকে 'সূরা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' এবং 'সূরা কুল আউযু বিরাব্বিননাস' শিখালেন, কিন্তু এতে আমি তেমন খুশী হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। তারপর যখন তিনি ফজরের নামাযের জন্য অবতরণ করলেন, এ দুটি সূরা দিয়েই আমাদের নামায পড়ালেন। যখন তিনি নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন, আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কেমন দেখলে হে ওকবা? -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

রাসূল (স) বৃহস্পতিবার মাগরিবে সূরা ইখলাস ও কাফেরুন পড়তেন

হাদীস : ৭৯০ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযে 'সূরা কুল-ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' ও 'সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন। -(শরহে সুন্নাহ এবং ইবনে মাজাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এতে বৃহস্পতিবারের দিবাগত সন্ধ্যার কথা নেই। নিতান্তই যইফ- ১৬৯

সূরা ইখলাস ও কাফেরুন এর মর্যাদা

হাদীস : ৭৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি অগণিতবার শুনেছি, রাসূল (স) মাগরিবের পর দু রাকআত সুন্নতে এবং ফজরের আগে দু রাকআত সুন্নতে 'সূরা কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' ও 'সূরা কুল ওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন। -(তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা হতে, কিন্তু এটাতে তিনি 'মাগরিবের পর' শব্দ বলেন নি।)

নামাযে ছোট সূরা পড়াই বিধেয়

হাদীস : ৭৯২ ॥ তাবেঈ সুলায়মান ইবনে ইয়াসার হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, অমুক অপেক্ষা রাসূল (স)-এর নামাযের মতো নামায পড়তে আমি আর কাউকে দেখিনি। সুলায়মান বলেন, আমি তাঁর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি যোহরের প্রথম দু রাকআত দীর্ঘ এবং শেষ দু রাকআত সংক্ষেপ করতেন। আর তিনি আসরে নামাযকে সংক্ষেপ করতেন এবং মাগরিবের নামাযে কেসারে মুফাসসাল পড়তেন, এশায় আওসাতে মুফাসসাল পড়তেন এবং ফজরে তেওয়ালে মুফাসসাল পড়তেন। -(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু ইবনে মাজাহ 'আসর সংক্ষেপে করতেন' এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না

হাদীস ৭৯৩ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, একদিন আমরা ফজরের নামাযে রাসূল (স)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি কিরাআত পড়ছিলেন, কিন্তু কিরাআত তাঁর কাছে ভারী বোধ হচ্ছিল। যখন নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন এবং বললেন, মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরাআত পড়। আমরা বললাম, হ্যাঁ , ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, এরূপ করবে না, অবশ্য সূরা ফাতেহা পড়বে। কেননা, যে সূরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং নাসাঈ অনুরূপ টানাটানি করছে কেন? আমি যখন বড় করে কিরাত পড়ি, তখন তোমরা সূরা ফাতেহা ব্যতীত আর কিছু পড়বে না।

জেহেরী কিরাআত পড়া যায়

হাদীস : ৭৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) এরূপ এক নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন যাতে তিনি জেহরী কিরাত পড়েছিলেন। তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এখন আমার সাথে কিরাত পড়েছ? এক ব্যক্তি উত্তর করল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা শুনে বললেন, আমি নামাযে মনে মনে বলছিলাম, আমার কি হল, কুরআন পড়তে আমি এরূপ টানা-হেচড়া অনুভব করছি কেন? আবু হুরায়রা বলেন, যখন লোক রাসূল (স)-এর মুখে একথা শুনল, তখন হতে তারা জেহরী নামাযে কিরাআত পড়া হতে বিরত হয়ে গেল। -(মালিক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ এরূপ অর্থে।

নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দীদার হয়

হাদীস : ৭৯৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযী আপন পরওয়ারদেগারের সাথে নিরালায় আলাপ করে। সুতরাং তার দেখা উচিত, সে তার সাথে কি আলাপ করছে। অতএব, একজনের কুরআন পড়ার সময় অপরে যেন বড় করে কুরআন না পড়ে। -(আহমদ)

নামাযে ইমামের অনুসরণ করতে হয়

হাদীস : ৭৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমাম এজন্যই নির্ধারিত হয়েছেন, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং যখন ইমাম 'আল্লাহু আকবর' বলবে, তোমরাও আল্লাহু আকবর বলবে এবং যখন তিনি কুরআন পড়বেন তোমরা চুপ থাকবে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

নামাযে সূরা পড়তে না পারলে যে কোন দোয়া পড়া যায়

হাদীস : ৭৯৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কুরআনের কিছু শিখতে অক্ষম। অতএব, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট হয়। রাসূল (স) বললেন, তুমি বলবে–'আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং সব প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ অতি মহান এবং আল্লাহর উপায় শক্তি ছাড়া কারও কোনো উপায় বা শক্তি নেই।' একথা শুনে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাতো আল্লাহর জন্যই হল, আমার জন্য কি হল? রাসূল (স) বললেন, বল–'হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে স্বস্তি দান কর, আমাকে হেদায়েত কর এবং আমাকে রিযিক দান কর।' তখন সে স্বীয় উভয় হাত দিয়ে ইশারা করল এবং তাদেরকে বন্ধ করল। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, এ ব্যক্তি কল্যাণ দ্বারা উভয় হাত পূর্ণ করল। –(আবু দাউদ, কিন্তু নাসাঈ তার বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন)

সূরা আলা খুব মর্যাদাবান

হাদীস : ৭৯৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা পড়তেন তখন বলতেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' –'আমি আমার উচ্চ মর্যাদাবান পরওয়ারদেগারের পবিত্রতা বর্ণনা করি।' –(আহমদ ও আবু দাউদ)

সূরা তীন পড়ার নিয়ম

হাদীস : ৭৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ 'সূরা ওয়াত্তীনি ওয়াযযায়তুন' পড়ে এবং এ পর্যন্ত পৌঁছে–আলাইসা ল্লাহু বিআহকামিল হাকিম 'আল্লাহ কি আহকামুল হাকিমীন নহেন?' তখন সে যেন বলে, 'নিশ্চয়ই আমিও এটার সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে আছি।' এবং যখন 'সূরা লা উকসিমু বিইয়াওমিল কিয়ামাহ' পড়ে আর এ পর্যন্ত পৌঁছে 'তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নহেন?' তখন সে যেন বলে, 'নিশ্চয়' আর যখন সে 'সূরা ওয়ালা মুরসালা' পড়ে এবং এ পর্যন্ত পৌঁছে 'ফাবিয়্যায়ি হাদিসুম বায়াদাহু ইয়ুমিনুন' তখন সে যেন বলে 'আমান্না বিল্লাহি' 'আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।–(আবু দাউদ ও তিরমিযী) যঈফ–১৭০

সূরা আর রহমান জিনেরা পড়ে

হাদীস : ৮০০ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁদের কাছে 'সূরা আররাহমান' শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। সাহাবীরা চুপ রইলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি এটা 'লাইলাতুল জিন্নে' জিনদের কাছে পড়েছি, জিনরা তোমাদের অপেক্ষা এটার ভাল উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই 'তোমাদের প্রভুর কোনো নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পার' পর্যন্ত পৌঁছেছি তখনই তারা বলে উঠেছে, 'প্রভু হে! আমরা তোমার কোনো নেয়ামতকেই অস্বীকার করি না। তোমারই জন্য সব প্রশংসা।' –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ফজর নামাযে উভয় রাকআতে একই সূরা পড়েছিলেন

হাদীস : ৮০১ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে আবদুল্লাহ জুহানী (রা) বলেন, জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছেন যে, তিনি রাসূল (স)-কে ফজরের নামাযের উভয় রাকআতেই 'সূরা ইযা যুলযিলাত' পড়তে শুনেছেন। আমি বলতে পারি না যে, রাসূল (স) ভুলে গিয়েছিলেন অথবা ইচ্ছা করে এরূপ পড়েছিলেন। –(আবু দাউদ)

বড় সূরা নামাযে ভাগ করে পড়া যায়

হাদীস : ৮০২ ॥ হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) একবার ফজরের নামায পড়লেন এবং তার উভয় রাকআতেই 'সূরা বাকারা' পড়লেন। –(মালিক) যঈফ–১৭১

হযরত ওসমান (রা) সূরা ইউসুফ বার বার পড়তেন

হাদীস : ৮০৩ ॥ হযরত ফারাফেসা ইবনে ওমায়র হানাফা (রা) বলেন, আমি সূরা ইউসুফ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) কর্তৃক ফজরের নামাযে পুন পুন পড়া হতেই ইয়াদ করেছি। –(মালিক)

প্রতি রাকআতে পূর্ণ সূরা পড়া যায়

হাদীস: ৮০৪ ॥ হরযত আমের ইবনে রবীয়া (রা) বলেন, একদিন আমরা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি দু রাকআতে ধীরভাবে পাঠ করলেন, 'সূরা ইউসুফ' ও 'সূরা হজ্জ'। তখন তাকে বলা হল যে, তাহলে তিনি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হতেই নামায শুরু করেছিলেন। আমের উত্তর করলেন, হ্যাঁ। –(মালিক)

নামাযে যে কোনো সূরা পড়া যায়

হাদীস : ৮০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে 'সূরা হা-মীম আদ্দুখান' পাঠ করেছেন। -(নাসাঈ)

ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৮০৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুফাসসাল সূরার ছোট বা বড় সব কয়টি দিয়েই ফরয নামাযের ইমামতি করতে রাসূল (স)-কে দেখেছি। -(মালিক)

উনত্রিশতম অধ্যায়

রুকুর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রুকু সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে না

হাদীস : ৮০৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! আমাকে রুকু এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকুতে স্বীয় পরওয়ারদেগারের মহত্ব ঘোষণা করবে এবং সিজদাতে অতি মনোনিবেশের সাথে দোয়া করবে। আশা করা যায়, তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে। -(মুসলিম)

মুক্তাদীরা 'রাব্বান লাকাল হামদ' বলবে

হাদীস : ৮০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তোমরা বলবে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' নিশ্চয় যার কথা ফেরেশতাদের কথা অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রুকু হতে পিঠ উঠানোর পর দোয়া

হাদীস : ৮০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রুকু হতে পিঠ উঠাতেন, তখন বলতেন, 'আল্লাহ শুনেন যে তাঁর প্রশংসা করে, প্রভু হে! তোমারই প্রশংসা আকাশ ওপৃথিবীর পরিপূর্ণতার সমান, অতপর তুমি যা চাও তা পরিপূর্ণ।'

নামাযে রুকু সিজদা ঠিকমত আদায় করতে হয়

হাদীস : ৮১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রুকু ও সিজদা ঠিকভাব আদায় করবে। আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয় তোমাদেরকে দেখি আমার পিছন দিক হতেও। -(বোখারী ও মুসলিম)

রুকু সিজদায় সমান সময় নেয়া উচিত

হাদীস : ৮১১ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর রুকু সিজদা, দু সিজদার মধ্যকার বসা এবং রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পরিমাণ প্রায় সমান ছিল-কেয়াম ও কুউদের পরিমাণ ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

রুকু করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ৮১২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন; সোজা হয়ে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি নিশ্চয় ভুল গেছেন। তার সিজদা করতেন এবং দু সিজদার মধ্যখানে এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি নিশ্চয় ভুলে গেছেন। -(মুসলিম)

রুকু সিজদায় নিচের দোয়া পড়া যায়

হাদীস : ৮১৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর রুকু ও সিজদায় এটা অনেক বলতেন, 'হে আল্লাহ! হে প্রভু! আমি আমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।! কুরআনের নির্দেশানুযায়ী তিনি এ আমল করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রুকু সিজদায় নিচের দোয়াও পড়া যায়

হাদীস : ৮১৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর রুকু এবং সিজদায় বলতেন-"আল্লাহু অতি পবিত্র, অতি পাক, তিনি ফেরেশতা এবং রূহের প্রভু।" -(মুসলিম)

রাসূল (স) রুকু হতে পিঠ উঠিয়ে নিচের দোয়া পড়তেন

হাদীস : ৮১৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন বলতেন, "হে আল্লাহ, হে প্রভু! তোমারই প্রশংসায় আসমান পরিপূর্ণ ও যমিন পরিপূর্ণ এবং তারপর তুমি যা চাও তাও পরিপূর্ণ। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী! মানুষ যা বলে, তুমি তা অপেক্ষা অধিক উপযোগী। আমরা সকলেই তোমার দাস। হে আল্লাহ! তুমি যা দিবে তাতে বাধা দিবার কেউই নেই, তুমি যাতে বাধা দিবে তা দিবারও কেউই নেই এবং কোনো সম্পাদশালীকেই তার সম্পদ তোমার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না; সম্পদও তোমা হতেই প্রাপ্ত।' -(মুসলিম)

দোয়ার পর ফেরেশতাদের প্রতিযোগীতা হয়

হাদীস : ৮১৬ ॥ হযরত রেফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। যখন তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন, বললেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'। এ সময় তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি বলল, 'প্রভু হে! তোমারই প্রশংসা; বহু প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা।' তারপর রাসূল (স) নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন এবং বললেন, এখন কে এ সকল শব্দ বলল, তখন সে উত্তর করল, হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি। তিনি বললেন, 'আমি ত্রিশের উপর ফেরেশতাকে দেখেছি, তাঁরা তাড়াহুড়া করছে কার আগে কে এগুলো লিখবে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রুকু সিজদায় পিঠ সোজা না করলে নামায সঠিক হয় না

হাদীস : ৮১৭ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও নামায যথেষ্ট হয় না, যে পর্যন্ত না সে রুকু এবং সিজদাতে তার পিঠ স্থিরভাবে সোজা করে। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ)

রুকুও সিজদায় নির্দিষ্ট দোয়া পড়বে

হাদীস : ৮১৮ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, যখন নাযিল হল 'ফাসাব্বিহ বিসমি রাব্বিকাল আযীম' ' তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।' তখন রাসূল (স) বললেন, এটাকে তোমাদের রুকুর মধ্যে স্থান দাও। এরূপে যখন নাযিল হল, 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' " তোমার উচ্চ মর্যাদাবান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।" তখন রাসূল (স) বললেন, এটাকে তোমার সিজদার মধ্যে স্থান দাও। -(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারমী)

রুকুতে তিন বার সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম বলতে হয়

হাদীস : ৮১৯ ॥ আওন ইবনে আবদুল্লাহ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রুকু করে এবং রুকুতে তিন বার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম' বলে তখন তার রুকু পূর্ণ হয়; আর এটা হল তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। এরূপে যখন সিজদা করে এবং সিজদায় বলে, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা তিন বার, তখন তার সিজদা পূর্ণ হয়, আর এটা হল তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ; আর তিরমিযী বলেন, হাদীসটি মুনকাতে। কেননা ইবনে মাসউদের সাথে আওনের সাক্ষাত হয়নি)

সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতে হয়

হাদীস : ৮২০ ॥ হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-এর সাথে নামায পড়েছেন। রাসূল (স) রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম' এবং সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতেন এবং যখনই তিনি আল্লাহর রহমত সূচক কোনো আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই অগ্রসর না হয়ে রহমত প্রার্থনা করতেন। এরূপে যখন তিনি কোন আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই তিনি পড়া মওকুফ করে আযাব হতে পানাহ চেয়ে প্রার্থনা করতেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী। আর নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ এটা 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও হাদীসকে হাসান সহীহ বলেছেন।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) রুকুতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন

হাদীস : ৮২১ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছিলাম, যখন তিনি রুকু করলেন, সূরা বাকারা পড়া পরিমাণ দীর্ঘ সময় থামালেন এবং রুকুতে বলতে লাগলেন, 'ক্ষমতা, রাজ্য, বিরাটত্ব ও মহত্বের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি।" -(নাসাঈ)

রুকু সঠিকভাবে না করলে নামায হয় না

হাদীস : ৮২২ ॥ তাবেঈ সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি,

রাসূল (স)-এর পর আমি ও যুবক অর্থাৎ, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ অপেক্ষা-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায পড়তে আর কাউকেও দেখিনি। ইবনে জুবায়র বলেন, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, আমি তাঁর রুকুর অনুমান করেছি দশ তাসবীহ পরিমাণ সময় এবং তাঁর সিজদার অনুমানও দশ তাসবীহ পরিমাণ সময়। −(আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

রুকু সিজদা ঠিকমত না দিলে নামায আবার পড়তে হয়

হাদীস : ৮২৩ ॥ হযরত শকীক (রা) বলেন, হযরত হুযায়ফা এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার রুকু ও সিজদা পূর্ণ করছে না। যখন সে তার নামায শেষ করল, তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি নামায পড়নি। শকীক বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এটাও বলেছিলেন যে, যদি তুমি এ অবস্থায় মর, তাহলে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যে ফেতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন তার বাইরে মরবে। −(বোখারী)

নামায চুরি করা উচিত নয়

হাদীস : ৮২৪ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, চুরি করা হিসেবে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ঐ ব্যক্তি যে তার নামাযে চুরি করে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নামাযে কিভাবে চুরি করবে? রাসূল (স) বললেন, সে নামাযের রুকু এবং নামাযের সিজদা পূর্ণ করে না। −(আহমদ)

নামায চুরি করলে গুরুতর অপরাধ হয়

হাদীস : ৮২৫ ॥ হযরত নোমান ইবনে মুররা (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা শরাবখোর, যেনাকার ও চোরের শাস্তি সম্পর্কে কি ধারণা কর? এটা হল এদের সম্পর্কে শাস্তির বিধান নাযিল হবার আগের কথা। সাহাবীরা উত্তর করলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই এ সম্পর্কে অধিক জানেন। রাসূল (স) বললেন, এগুলি হল জঘন্য অনাচার আর এগুলি সম্পর্কে শাস্তিরও বিধান রয়েছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা জঘন্য চুরি তার চুরি, যে তার নামাযে চুরি করে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, নামাযে কিভাবে চুরি করবে ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, সে নামাযের রুকু ও সিজদা পূর্ণ করে না। −(মালিক ও দারেমী)

ত্রিশতম অধ্যায়

সিজদা ও তার মাহাত্ম্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিজদায় সাতটি হাড়ের ব্যবহার থাকে

হাদীস : ৮২৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন সাতটি হাড় দিয়ে সিজদা করি। কপাল, দু হাত, হাঁটু এবং দু পায়ের মাথা এবং কাপড় ও চুল যেন না গোছাই। −(বোখারী ও মুসলিম)

সিজদায় হাত বিছিয়ে দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৮২৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সিজদা ঠিকমত করবে এবং তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মতো যমিনে হাত বিছিয়ে না দেয়। −(বোখারী ও মুসলিম)

সিজদায় উভয় কনুই উঠিয়ে রাখতে হয়

হাদীস : ৮২৮ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি সিজদা করবে তোমার উভয় হাতলী যমিনে রাখবে এবং উভয় কনুই উঠিয়ে রাখবে। −(মুসলিম)

সিজদায় উভয় হাত ও পেট যমিন হতে দূরে রাখতে হয়

হাদীস : ৮২৯ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সিজদা করতেন, উভয় হাত যমিন ও পেট হতে পৃথক রাখতেন এমন কি যদি বকরীর বাচ্চা তার হাতের নীচ দিয়ে অতিক্রম করতে চাইত, অতিক্রম করতে পারত। এটা আবু দাউদের শব্দ। যেমন, ইমাম বাগাবী শরহে সুন্নাহয় সনদ সহকারে ব্যক্ত করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় তার অর্থ রয়েছে, হযরত মায়মুনা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সিজদা করতেন, তখন যদি বকরীর বাচ্চা তাঁর উভয় হাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে চাইত, অতিক্রম করতে পারত।

রাসূল (স) সিজদায় হাত পেট হতে আলাদা রাখতেন

হাদীস : ৮৩০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহায়না (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সিজদা করতেন, হাত পেট হতে আলাদা রাখতেন, যাতে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা পর্যন্ত প্রকাশ পেত। −(বোখারী ও মুসলিম)

সিজদায় দোয়া করা যায়

হাদীস : ৮৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) সিজদায় বলতেন, 'হে আল্লাহ! মাফ কর তুমি আমার সব গুনাহ, ছোট গোনাহ, বড় গোনাহ, প্রথমের গোনাহ, শেষের গোনাহ, প্রকাশ গোনাহ ও গুপ্ত গোনাহ। –(মুসলিম)

গভীর রাতে রাসূল (স) নামায পড়তেন

হাদীস : ৮৩২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূল (স)-কে বিছানায় পেলাম না। তারপর তাকে খুঁজতে লাগলাম, আমার হাত তার পায়ের তলাতে ঠেকল। তখন তিনি মসজিদে নামাযে রত এবং উভয় পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায়। তিনি বলছিলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তোষের আশ্রয়ে তোমার অসন্তোষ হতে, তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে তোমার শাস্তি হতে এবং তোমারই আশ্রয়ে তোমার কোপ হতে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! তুমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করছ, তোমার সেরূপ প্রশংসা করার সাধ্য আমি রাখি না।' –(মুসলিম)

সিজদা দিলে প্রভুর নিকটবর্তী হওয়া যায়

হাদীস : ৮৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সিজদাতেই বান্দা আপন প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তখন খুব বেশি করে দোয়া করবে। –(মুসলিম)

নামাযে সিজদা করলে শয়তান কাঁদতে থাকে

হাদীস : ৮৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী আদম যখন সিজদার আয়াত পড়ে এবং সিজদা করে, শয়তান তখন কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় এবং বলে, হায় আমার পোড়া কপাল, বনী আদমকে সিজদার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য রয়েছে দোযখ। –(মুসলিম)

সিজদা বেশি দিলে বেহেশত লাভ হবে

হাদীস : ৮৩৫ ॥ হযরত রবীয়া ইবনে কাব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে রাতযাপন করতাম। একদিন তাঁর ওযূ ও তাঁর এস্তেঞ্জার পানি উপস্থিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাইবার থাকলে চাইতে পার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বেহেশতে আপনার সঙ্গ চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, তাহাও এটাই। রাসূল (স) বললেন, তাহলে বেশি বেশি সিজদা দিয়ে তোমার এ ব্যাপারে আমায় সাহায্য কর। –(মুসলিম)

আল্লাহকে বেশি বেশি সিজদা করলে বেহেশত অবধারিত

হাদীস : ৮৩৬ ॥ হযরত মাদান ইবনে তালহা বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর আজাদ করা ক্রীতদাস হযরত সওবান (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে বেহেশতে দাখিল করবেন। তিনি চুপ রইলেন। আমি পুন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি চুপ রইলেন, তৃতীয়বার তাঁকে এ প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহকে বেশি বেশি সিজদা করতে থাকবে। কেননা, তুমি আল্লাহকে যত সিজদা করতে থাকবে, আল্লাহ যা দিয়ে তোমার মরতবা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তোমার ততটা গুনাহ কমাবেন। মাদান বলেন, তারপর আমি হযরত আবু দারদা সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে এ প্রশ্ন করি। তিনিও আমাকে হযরত সওবান যা বলেছেন তার অনুরূপই বললেন। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর নিয়মে সিজদা দিতে হবে

হাদীস : ৮৩৭ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি তিনি যখন সিজদা করতেন, হাতের আগে হাঁটু জমিনে রাখতেন এবং যখন উঠতেন তখন হাঁটুর আগে হাত উঠাতেন। –(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) যঈফ — ৭৭৫

সিজদার সময় নিয়ম অনুসারে করতে হয়

হাদীস : ৮৩৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদা করে, তখন উটের বসার মতো যেন না বসে; বরং যেন দু হাতকে হাঁটুর আগে যমিনে রাখে। –(আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

আবু সুলায়মান খাত্তাবী বলেন, এটা অপেক্ষা প্রথমোক্ত ওয়ায়েলের হাদীসটিই অধিক সহীহ। কারও কারও মতে এ হাদীসটি মনসুখ হয়ে গেছে।

দু সিজদার মধ্যে দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ৮৩৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) দু সিজদার মধ্য সময়ে বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমায় রহম কর, আমায় হেদায়েত কর, আমায় শান্তি ও স্বস্তি দান কর এবং আমায় রিযিক বৃদ্ধি করে দাও।' –(আবু দাউদও তিরমিযী)

দু সিজদার মাঝে যা বলতে হয়

হাদীস : ৮৪০ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) দু সিজদার মধ্যখানে বলতেন, 'আল্লাহ, তুমি আমাকে মাফ কর।' -(নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করছেন

হাদীস : ৮৪১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) বলেন, রাসূল (স) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সিজদায় কাকের মতো ঠোকর মারা, হিংস্র প্রাণীর মতো জমিনে হাত বিছিয়ে দেয়া এবং উটের মতো মসজিদের মধ্যে নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে লওয়া হতে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

সিজদায় নিতম্বের উপর বাসা উচিত নয়

হাদীস : ৮৪২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন,, হে আলী! আমি তোমার জন্য ভালবাসি যা আমার জন্য ভালবাসি এবং তোমার জন্য অপছন্দ করি যা আমার জন্য অপছন্দ করি। তুমি দু সিজদার মধ্যখানে হাত খাড়া করে নিতম্বের উপরে বসবে না। -(তিরমিযী)

রুকু সিজদায় পিঠ সোজা রাখতে হবে

হাদীস : ৮৪৩ ॥ হযরত তালক ইবনে আলী হানাফী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সে বান্দার নামাযের প্রতি সুনজর করেন না, যে নামাযের রুকু এবং তার সিজদায় পিঠ সোজা রাখে না। -(আহমদ)

সিজদার সময় কপালে হাত বরাবর রাখতে হয়

হাদীস : ৮৪৪ ॥ হযরত নাফে হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি কপাল যমিনে রাখে, সে যেন উভয় হাতলীও তথায় রাখে, যথায় কপাল রেখেছে। কেননা, উভয় হাত ও সিজদা করে যেরূপ কপাল সিজদা করে। -(মালিক)

একত্রিশতম অধ্যায়

তাশাহহুদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাশাহহুদে তর্জনী আঙুলী দিয়ে ইশারা করতে হয়

হাদীস : ৮৪৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন, বাম হাতকে বাম জানুর উপর এবং ডান হাতকে ডান জানুর উপর রাখতেন। এ সময় তিনি তিপ্পান্নের জন্য আঙুল বন্ধ করার মতো আঙুল বন্ধ করতেন এবং তর্জনী (শাহাদাত) দিয়ে ইশারা করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, দু হাত দু জানুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধার কাছে যে আঙুল রয়েছে, তাকে উঠাতেন এবং তা দিয়ে দোয়া করতেন। আর তাঁর বাম হাত জানুর উপর বিছানো থাকত। -(মুসলিম)

তাশাহহুদে ডান হাত ডান উরুতে বাম হাত বাম উরুতে রাখবে

হাদীস : ৮৪৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বসে তাশাহহুদ পড়তেন, ডান হাতকে ডান উরুর উপর এবং বাম হাতকে বাম উরুর উপর রাখতেন, আর তর্জনী দিয়ে ইশারা করতেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধা আঙুলকে মধ্যমা আঙুলের উপর রাখতেন এবং বাম হাতের কর দিয়ে বাম হাঁটুকে জড়িয়ে ধরতেন। -(মুসলিম)

নামাযের মধ্যে আল্লাহর কাঁছে প্রার্থনা করতে হয়

হাদীস : ৮৪৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূল (স)-এর সাথে নামায পড়তাম, বলতাম-'আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের পূর্বে, জিব্রাঈলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মীকাঈলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং অমুকের অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' একদা রাসূল (স) নামায শেষ করে বললেন, তোমরা 'আল্লাহর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক' বলবে না।' কেননা, আল্লাহ স্বয়ং শান্তিদাতা। যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে বসে তখন সে যেন বলে, "সমস্ত সম্মান, সমস্ত উপাসনা এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, অনুগ্রহ ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের প্রতি আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত

হোক।' যখন সে এরূপ বলবে, আসমান ও জমিনের প্রত্যেক নেক বান্দার প্রতি তা পৌছবে। তারপর সে যেন বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল।" তারপর দোয়াসমূহের মধ্যে যে দোয়া সে পছন্দ করে তা করবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযে তাশাহুদ অবশ্যই পড়তে হবে

হাদীস : ৮৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন যেভাবে তিনি আমাদের কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন– "সমস্ত বরকতময় সম্মান, সমস্ত ইবাদত, সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, তাঁর রহমত, বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের প্রতি ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তার বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাশাহুদ পড়তে তর্জনীর ইশারা করতে হয়

হাদীস : ৮৪৯ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) রাসূল (স) থেকে তাশাহুদ পড়তেন। তারপর তিনি বাঁ পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাঁ হাতকে বাঁ উরুর উপর রাখলেন, এভাবে তিনি ডান কনুইকে ডান উরুর উপর বিছিয়ে রাখলেন। তারপর ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ করলেন এবং একটি বৃত্ত করলেন এবং তর্জনী উঠালেন, এ সময় আমি তাকে দেখলাম তিনি তাশাহুদ পড়তে পড়তে তর্জনী নাড়তেছেন। –(আবু দাউদ ও দারেমী)

রাসূল (স) তর্জনী দিয়ে ইশারা করতেন

হাদীস : ৮৫০ ॥ হযরত আদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) বলেন, রাসূল (স) তর্জনী দিয়ে ইশারা করতেন, যখন তাশাহুদ পড়তেন, কিন্তু উহাকে নাড়াতেন না। –(আবু দাউদ ও নাসায়ী

কিন্তু দাউদ এটাও বলেছেন যে, এ সময় তার দৃষ্টি তাঁর ইশারার দিক ছেড়ে অন্য দিকে যেত না। যঈফ-৭৭৭

এক আঙ্গুলী দিয়ে তাশাহুদে ইশারা করতে হয়

হাদীস : ৮৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দু' অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করত। একদা রাসূল (স) তাঁকে বললেন, আরে! একটি একটি। –(তিরমিযী ও নাসায়ী আর বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে)

নামাযে হাতে ঠেস দিয়ে বসা উচিত নয়

হাদীস : ৮৫২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযে হাতে ঠেস দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন কেউ যেন হাতে ভর না দেয়, যখন সে নামাযে বসা হতে উঠে। যঈফ-৭৭৮

নামাযে দু' রাকআতের বৈঠক থেকে দ্রুত উঠতে হয়

হাদীস : ৮৫৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রথম দু' রাকআতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেন যেন তিনি উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ যঈফ-৭৭৯

তাশাহুদ না পড়লে নামায হবে না

হাদীস : ৮৫৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের 'তাশাহুদ' শিখাতেন যেভাবে তিনি আমাদের কোরআন পাকের কোন সূরা শিখাতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে, সমস্ত সম্মান, সমস্ত বন্দেগী, সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত আপনার প্রতি বর্ষিক হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আপনাদের নেক বান্দাদের উপর। আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। আমি আল্লাহর কাছে বেহেশত প্রার্থনা করছি এবং দোযখ হতে পানাহ চাইতেছি। – (নাসাঈ) যঈফ-৭৮০

তর্জনী দিয়ে ইশারা করার অর্থ শয়তানকে তীর মারা

হাদীস : ৮৫৫ ॥ হযরত নাফে তাবেয়ী (র.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, উভয় হাত উভয় জানুর উপরে রাখতেন এবং শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন। এ সময় তিনি দৃষ্টি অঙ্গুলীর প্রতি নিবদ্ধ রাখতেন। তারপর হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়, এটা শয়তানের উপর লোহার তীর অপেক্ষাও অধিক কঠিন। –(আহমদ) যঈফ-৭৮২

তাশাহুদ আস্তে আস্তে পড়তে হয়

হাদীস : ৮৫৬ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, তাশাহুদ চুপে চুপে পড়াই সুন্নত। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব)।

বত্রিশতম অধ্যায়

রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠানোর নিয়ম

হাদীস : ৮৫৭ ॥ হযরত আবু হুমায়দ সায়েদী (রা) বলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি কিরূপে দরূদ পাঠ করব? রাসূল (স) বললেন, তোমরা বল! "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স) ও তাঁর বিবিগণ এবং বংশধরগণের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি এবং তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ (স) ও তার বিবিগণের প্রতি যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। – (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর প্রতি একবার দরূদ পাঠে আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন

হাদীস : ৮৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। –(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম প্রেরণের নিয়ম

হাদীস : ৮৫৯ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা তাবেয়ী (র.) বলেন, সাহাবী হযরত কাব ইবনে উজরার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে একটি কথা হাদিয়া দিব না, যা আমি রাসূল (স) হতে শুনেছি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমাকে উহা হাদিয়া দিন। তখন তিনি বললেন, একবার আমরা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম কীভাবে পাঠ করব তা আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। বলুন, আমরা আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি 'সালাত' কীভাবে পাঠ করব? রাসূল (স) বললেন, তোমরা এরূপ বলবে–

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। –(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় দু জায়গায় 'আলা ইবরাহীমা' শব্দ নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একবার সালাম পেশ করলে আল্লাহ দশবার পেশ করেন

হাদীস : ৮৬০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। এ ছাড়া তার দশটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং দশটি মরতবা বাড়িয়ে দেয়া হবে। –(নাসাঈ)

যে বেশি দরূদ পড়বে সে কিয়ামতে রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী হবে

হাদীস : ৮৬১ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতে আমার নিকটতম ব্যক্তি সে হবে, যে আমার উপর অধিক দরূদ পাঠ করবে– (তিরমিযী)

ফেরেশতাগণ সালাম পৌছিয়ে দেন

হাদীস : ৮৬২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কতক ফেরেশতা রয়েছে, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌছিয়ে দেন। –(নাসাঈ ও দারেমী)

রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম প্রেরণ করলে তিনি শুনতে পান

হাদীস : ৮৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার রূহ আমার প্রতি ফিরিয়ে দিবেন, যাতে আমি তার সালামের জওয়াব দিতে পারি। –(আবু দাউদ ও বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে)

রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠানোর নির্দেশ

হাদীস : ৮৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরস্থান বানাবে না এবং আমার কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করবে না। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছবে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। -(নাসাঈ)

রাসূল (স)-এর নাম বললে দরূদ পড়তে হয়

হাদীস : ৮৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অপমানিত হোক সে, যার কাছে আমার নাম লওয়া হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না, অপমানিত হোক সে, যার কাছে রমযানের মাস এসে গুনাহ মাফের পূর্বেই চলে যায় এবং অপমানিত হোক সে, যার কাছে তার মা-বাপ অথবা তাঁদের একজন বার্ধক্যে উপনীত, অথচ তাকে তাঁরা বেহেশতে পৌছায় না। -(তিরমিযী)

একবার সালাম পাঠালে দশবার রহমত বর্ষিত হবে

হাদীস : ৮৬৬ ॥ হযরত আবু তালহা আনসারী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলে খুশীর ভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং বললেন, আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনার রব বলেছেন, এটা কি আপনার সন্তোষ বিধান করবে না যে, আপনার উম্মতের যে কেউ আপনার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, নিশ্চয় আমি তার উপর দশবার রহমত নাযিল করব। এরূপে আমার উম্মতের কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম পাঠ করবে, আমি তার প্রতি দশবার শান্তি বর্ষণ করব।-(নাসাঈ ও দারেমী)

রাসূল (স)-এর প্রতি কি পরিমাণ দরূদ পাঠাতে হবে

হাদীস : ৮৬৭ ॥ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উপর বহু দরূদ পাঠ করি, বলুন, উহার কি পরিমাণ আপনার উপর দরূদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করব? রাসূল (স) বললেন, যে পরিমাণ তুমি চাও। আমি বললাম, চার ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তুমি যা চাও, তবে যদি আরও বেশি কর তা তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে কি অর্ধেক? রাসূল (স) বললেন, তুমি যা পছন্দ কর, তবে যদি আরও বেশী কর তা তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে কি তিন ভাগের দু ভাগ? রাসূল (স) বললেন, যা তুমি পছন্দ কর, তাহলে সম্পূর্ণই আপনার জন্য নির্দিষ্ট করব। রাসূল (স) বললেন, তবে এখন তোমার মকসুদ পূর্ণ হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে। -(তিরমিযী)

দোয়া ধীরস্থিরভাবে করতে হয়

হাদীস : ৮৬৮ ॥ হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবাইদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এল এবং নামায পড়ল। তারপর সে বলল, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর। তখন বললেন, হে মুসল্লী! দোয়াতে বড় তাড়াতাড়ি করলে। যখন তুমি নামায পড়বে, তারপর দোয়ার জন্য বসবে, প্রথমে আল্লাহর গুণগান করবে, যার যোগ্য তিনি। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, তারপর দোয়া করবে। ফাযালাহ বলেন, এরপর আর এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। তারপর আল্লাহর গুণগান করল এবং রাসূল (স)-এর উপর দরূদ পাঠ করল। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, হে মুসল্লী! আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা কর, তা কবুল করা হবে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ এবং নাসাঈ ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

দোয়া করার পুর্বে দরূদ পাঠ করতে হয়

হাদীস : ৮৬৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদিন আমি নামায পড়ছিলাম। আর রাসূল (স) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আবু বকর ও ওমর তাঁর সাথে ছিলেন। আমি যখন বললাম, প্রথমে আল্লাহ তায়ালার গুণগান করলাম। তারপর রাসূল (স)-এর উপর দরূদ পাঠ করলাম। তারপর আমার নিজের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, প্রার্থনা কর, তোমাকে দেয়া হবে, প্রার্থনা কর তোমাকে দেয়া হবে। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ণ দরূদ পড়লে পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়

হাদীস : ৮৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ মাপে পেতে ভালবাসে, সে যখন আমার উপর আহলে বায়াতের উপর দরূদ পাঠ করে, তখন যেন বলে- "হে আল্লাহ! উম্মী নবী মুহাম্মদ, তাঁর স্ত্রীগণ, যাঁরা মুমিনগণের মাতা, তাঁর বংশধর ও পরিজনবর্গের উপর রহমত নাযিল কর, যেভাবে তুমি ইবরাহীমের পরিজনের উপর রহমত নাযিল করেছ। -(আবু দাউদ) পৃষ্ঠা — ২৮৭

কৃপণ ব্যক্তি রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পড়ে না

হাদীস : ৮৭১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সকলের অপেক্ষা বড় বখীল সেই, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়, অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না। -(তিরমিযী)

কিন্তু ইমাম আহমদ এটাকে হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব।

রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করলে সে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৮৭২ ॥ হযরত রুওয়াইফে ইবনে সাবেত আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদের উপর দরূদ পাঠ করবে এবং বলবে-'হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তাঁকে তুমি তোমার কাছে সম্মানিত স্থান দান কর। তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে।' -(আহমদ) যঈফ-৭৮৫

রাসূল (স)-এর প্রতি দরূদ পড়লে আল্লাহ রহমত বর্ষিত হয়

হাদীস : ৮৭৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) শহর হতে বের হয়ে গেলেন। অবশেষে একটি খেজুর বাগানে গিয়ে সিজদায় রত হলেন এবং দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে রইলেন, যাতে আমার ভয় হলো যে, না জানি আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আব্দুর রহমান বলেন, অতএব, আমি নিকটে এসে তাঁকে দেখতে লাগলাম, এসময় তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কি হে, কেন এসেছ? আমি তাঁকে এটা বললাম। আবদুর রহমান বলেন, তখন তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ) আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে এ সুসংবাদ দিব না যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার ব্যাপারে বলেন, যে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবে আমি তার প্রতি রহমত নাযিল করব এবং যে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করব। (আহমদ)

রাসূল (স) দরূদ পাঠ শুনতে পান

হাদীস : ৮৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমার কবরের কাছে এসে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে দূরে থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে তা আমার কাছে পৌছান হবে। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) জাল- ১৮৩

একবার দরূদ পাঠের প্রতিদান ৭০ বার দরূদ

হাদীস : ৮৭৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল (স)-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ তার উপর ৭০ বার দরূদ পাঠ করবে। -(আহমদ) মুনকার- ১৮৪

তেত্রিশতম অধ্যায়

তাশাহুদের মধ্যে দোয়ার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়

হাদীস : ৮৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ শেষ রাকআতের তাশাহুদ হতে অবসর হবে, তখন সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে চার বিষয় হতে, দোযখের শাস্তি হতে, গোর আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে এবং কানা দাজ্জালের মন্দ প্রভাব হতে। -(মুসলিম)

নামাযের সালাম ফিরানোর পর দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৮৭৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযের মধ্যে দোয়া করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব হতে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কানা দাজ্জালের পরীক্ষা হতে এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাইতেছি গুনাহ ও দেনার বোঝা হতে। এক ব্যক্তি বলে উঠল, আপনি দেনার বোঝা হতে বড় বেশী পানাহ চেয়ে থাকেন। রাসূল (স) বললেন. কেননা কেউ যখন দেনাদার হয় তখন কথা বলে তো মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করে তো তা ভঙ্গ করে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

কবরের আযাব হতে পরিত্রাণের দোয়া করবে

হাদীস : ৮৭৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাদের এ দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তাদের কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বল, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দোযখের শাস্তি হতে, তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি হতে, তোমার কাছে আশ্রয় চাইতেছি কানা দাজ্জালের পরীক্ষা হতে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাইতেছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে। -(মুসলিম)

আবু বকর (রা)-কে দোয়া শিক্ষা দিলেন

হাদীস : ৮৭৯ ॥ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি দোয়া শিক্ষা দিন, যা আমি আমার নামাযের মধ্যে করতে পারি। রাসূল (স) বললেন, বল-"হে আল্লাহ! আমি আমার উপর অসংখ্য অন্যায় করেছি এবং তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করবার আর কেউ নেই। সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমার গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমায় দয়া কর। কেননা, তুমি ক্ষমাশীল, দয়াবান। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযে দুদিকেই সালাম ফিরাতে হয়

হাদীস : ৮৮০ ॥ হযরত আমের ইবনে সাদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে ডানদিকে এবং বাঁ দিকে সালাম ফিরাতে দেখেছি এমন কি আমি তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতাও দেখেছি। -(মুসলিম)

নামায শেষ করে ইমাম পেছনের দিকে মুখ করে বসবে

হাদীস : ৮৮১ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন নামায শেষ করতেন, আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) সালামের পর ডান দিকে ফিরে বসতেন

হাদীস : ৮৮২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সালামের পর ডান দিকে ফিরে বসতেন। -(মুসলিম)

নামাযের পর উভয় দিকে ফিরা যায়

হাদীস : ৮৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য নিজের নামাযের কোন অংশ নির্ধারণ না করে এটা মনে করে যে, শুধু ডান দিকে ফিরাই তার জন্য অবধারিত। নিশ্চয় আমি রাসূল (স)-কে বহুবার বাঁ দিকে ফিরতে দেখেছি।-(বোখারী ও মুসলিম)

সাহাবাগণ রাসূল (স)-এর ডান দিকে থাকতে ভালবাসেন

হাদীস : ৮৮৪ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূল (স)-এর পেছনে নামায পড়তাম, তখন ভালোবাসতাম তার ডান দিকে থাকতে, যাতে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসেন। ব্যরা (রা) বলেন, একদিন আমি শুনলাম তিনি বলতেছেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে বাঁচাও, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের হাশরে উঠাবে অথবা বললেন একত্রিত করবে। -(মুসলিম)

মহিলাগণ জামায়াত থেকে আগে বের হবে

হাদীস : ৮৮৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় স্ত্রীলোকগণ যখন ফযরের সালাম ফিরাত, তখনই উঠে পড়ত এবং রাসূল (স) তার সাথে যেসকল পুরুষ নামায পড়তেন, তারা কিছু সময় বসে থাকতেন। তারপর যখন রাসূল (স) উঠে দাঁড়াতেন, পুরুষরাও উঠে দাঁড়াতেন। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযে আল্লাহর স্মরণ করতে হয়

হাদীস : ৮৮৬ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমার হাত ধরে বললেন, হে মুআয! আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও আপনাকে ভালবাসি। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এ কথাগুলি বলতে ছাড়বে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ করতে, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং তোমার এবাদত উত্তমরূপে সম্পাদন করতে সাহায্য কর। -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

রাসূল (স)-এর আদর্শ সর্বাপেক্ষা উত্তম

হাদীস : ৮৮৭ ॥ জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর নামাযে আত্তাহিয়্যাতুর পড়ার পর বলতেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা আল্লাহর কথা এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ। –(নাসাঈ)

নামাযে ডানে বাঁয়ে সালাম ফিরাতে হবে

হাদীস : ৮৮৮ ॥ আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযের মধ্যে এক সালাম ফিরাতেন সামনের দিকে, তারপর ডানদিকে সামান্য ঘুড়তেন। –(তিরমিযী)

রাসূল (স) সালামের নির্দেশ দিয়েছেন

হাদীস : ৮৮৯ ॥ সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের ইমামের সালামের উত্তর দিতে এবং একে অন্যকে ভালবাসতে ও সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। –(আবু দাউদ) যঈফ–১৮৭

ঘাড় ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতে হয়

হাদীস : ৮৯০ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রথমে ডান দিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' যার ফলে তার ডান গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত। অনুরূপভাবে বাঁ দিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ', যার ফলে তাঁর বাঁ গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত। –(আবু দাঊদ, নাসাঈ ও তিরমিযী)

নামায শেষে বাঁ দিক দিয়ে বের হতে হয়

হাদীস : ৮৯১ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর নামায শেষে বাইরে বেরুবার অধিকাংশ সময় বাঁ দিক দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতেন। –(শরহে সুন্নাহ)

ফরয নামায পড়ার পর সরে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ৮৯২ ॥ আতায়ে খোরাসানী হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মুগীরা বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমাম যে জায়গায় ফরয নামায পড়েছেন, সে জায়গায় যেন অন্য কেউ নামায না পড়ে, যতক্ষণ না সরে দাঁড়ায়। (আবু দাউদ। কিন্তু বলেছেন, মুগীরা (রা)-এর সাথে আতার সাক্ষাৎ হয়নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের জন্য উৎসাহ দান

হাদীস : ৮৯৩ ॥ আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁদের নামাযের প্রতি উৎসাহ দান করেছেন এবং নামায থেকে তাঁর বাইরে যাবার আগে তাদের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। –(আবু দাউদ)

নামাযে দোয়া-দরূদ পড়তে হয়

হাদীস : ৮৯৪ ॥ শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর নামাযের মধ্যে এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, কাজে স্থায়িত্ব ও সৎ পথের দৃঢ়তা। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তোমার এবাদত উত্তমরূপে করার শক্তি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি সরল অন্তর ও সত্য বাক। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যা তুমি ভাল বলে জান এবং আমি তোমার কাছে উহা হতে পানাহ চাই, যা তুমি মন্দ বলে জান। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আমার সেসকল অপরাধের জন্য, যা তুমি অবগত আছ। –(নাসায়ী, আহমদ ও এটার অনুরূপ) যঈফ–১৮৮

মিশকাত শরীফ

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

নামায শেষে প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাকবীর দ্বারা নামায শেষ হয়

হাদীস : ৮৯৫ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর নামাযের সমাপ্তি বুঝতে পারতাম তাকবীরের মাধ্যমে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামায শেষ করে দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ৮৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) সালাম ফিরাবার পর এ দোয়া পড়া পরিমাণ সময়ের অধিক বসতেন না, 'হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার কাছেই শান্তি। তুমি বরকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।' -(মুসলিম)

নামায শেষে ইস্তেগফার পড়তে হয়

হাদীস : ৮৯৭ ॥ সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন নামায শেষ করে বিশ্রাম নিতেন, তিনবার ইস্তেগফার করতেন, তারপর বলতেন, "হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার কাছেই শান্তি। তুমি রবকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।" -(মুসলিম)

ফরজ নামায শেষে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়

হাদীস : ৮৯৮ ॥ মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর বলতেন, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, এই বিশ্ব রাজত তাঁরই, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না এবং তুমি যা রোধ করতে চাও তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমা হতে তাকে রক্ষা করতে পারে না।" -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই

হাদীস : ৮৯৯ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেন , রাসূল (স) যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন, উচ্চৈস্বরে বলতেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই প্রশংসা। তিনি সর্বশক্তিমান। অন্য কারো কোনো উপায় বা শক্তি নেই, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও পূজি না। তাঁরই নেয়ামত, তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। দ্বীনকে আমরা একমাত্র তাঁরই জন্য মনে করি যদিও কাফেরগণ না পছন্দ করে। -(মুসলিম)

আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়

হাদীস : ৯০০ ॥ সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে এ কয়টি বাক্য শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, রাসূল (স) নামাযের পর এই সকল বাক্য দ্বারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কাপুরুষতা, কৃপণতা, অকর্মণ্য বয়স থেকে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের শাস্তি থেকে। -(বোখারী)।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন

হাদীস : ৯০১ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন নিঃস্ব মুহাজিরগণ রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐশ্বর্যশালী লোকেরাই বড় বড় মর্যাদার সওয়াব ও স্থায়ী নিয়ামত নিয়ে গেলেন। রাসূল (স) বললেন, এটা কেমন কথা? তাঁরা বললেন, ঐশ্বর্যশালী লোকেরাও নামায পড়েন যেমন আমরা নামায পড়ি, তাঁরাও রোযা রাখেন যেমন আমরা রোযা রাখি, কিন্তু তাঁরা দান-খয়রাত করেন আর আমরা দান-খয়রাত করতে পারি না, তাঁরা দাস-দাসী আযাদ করেন আর আমরা দাস-দাসী আযাদ করতে পারি না। এটা শুনে রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদের একটি বিষয় বলে দিব না, যা দ্বারা তোমাদের হতে এগিয়ে গেছে তাদের মর্তবা লাভ করবে এবং যাদ্বারা তোমরা তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে এগিয়ে যাবে; আর তোমাদের হতে শ্রেষ্ঠতর কেহ হবে না, কিন্তু তোমরা যা করবে যদি তারা উহার অনুরূপ করে। তারা বললেন, হাঁ, বাতলাইয়া দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সোবহানাল্লাহ' 'আল্লাহু আকবর' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। রাবী আবু সালেহ বলেন, অতপর দ্বিতীয়বার গরীব মুহাজিরগণ রাসূল (স)-এর খেদমতে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ধনী ভাইগণও এটা শুনেছেন এবং তাঁরাও আমাদের অনুরূপ করছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা আল্লাহর দান, যাকে ইচ্ছা করেন তিনি তা দান করেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু আবু সালেহ্ থেকে পরবর্তী কথাগুলো শুধু মুসলিমই বর্ণনা করেছেন। বোখারীর অপর বর্ণনায় তেত্রিশ বারের পরিবর্তে দশবার 'সোবাহানাল্লাহ' দশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও দশবার 'আল্লাহু আকবর' বলার কথাই রয়েছে।

নামায শেষে তাসবীহ পড়া

হাদীস : ৯০২ ॥ হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে কতিপয় বাক্য আছে, সেগুলি যারা বলবে বা করবে তারা কখনও নিরাশ হবে না- তেত্রিশ বার 'সোবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং চৌত্রিশ বার 'আল্লাহ আকবর'। -(মুসলিম)

ফরজ নামায শেষে একশ' বার তাসবীহ পড়তে হয়

হাদীস : ৯০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সোবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং তেত্রিশ বার 'আল্লাহ আকবর' বলেছে, এ হল মোট নিরানব্বই বার, অতপর শত পূর্ণ করার জন্য বলেছে, 'আল্লাহ ভিন্ন কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির ন্যায় (অধিকও) হয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শেষ রাতের প্রার্থনা কবুল হয়

হাদীস : ৯০৪ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া দ্রুত কবুল হয়? তিনি বললেন, শেষ রাতের এবং ফরয নামাযের পরের দোয়া। -(তিরমিয)

নামাযে সূরা নাস ও ফালাক পড়া

হাদীস : ৯০৫ ॥ হযরত উকবা আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর 'মুআব্বায়াত' পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। -(আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকী)

আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করা

হাদীস : ৯০৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যারা ফজরের নামাযের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় বসে আল্লাহর স্মরণ করে তাদের সাথে যোগদান করাকে আমি ইসমাঈল বংশীয় চারজন (লোক) আযাদ করা হতেও উত্তম মনে করি। এরূপে যারা আসরের নামাযের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বসে আল্লাহর স্মরণ করে তাদের সাথে যোগদান করাকে চারজন (গোলাম) আযাদ করা হতে উত্তম মনে করি। -(আবু দাঊদ)

হজ্জ ও ওমরার সওয়াব

হাদীস : ৯০৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়েছে, অতপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করেছে, অতপর দু' রাকআত নফল নামায পড়ছে, তার জন্য হজ্জ ও ওমরার সওয়াবের ন্যায় সওয়াব রয়েছে।

আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এটাও বলেছেন- পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ, (অর্থাৎ, পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার)-(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা)-এর জন্য দোয়া

হাদীস : ৯০৮ ॥ হযরত আযরাক ইবনে কায়স তাবেয়ী বলেন, আমাদের এক ইমাম, যার উপ নাম আবু রেমসাহ, একদিন আমাদের নামায পড়ালেন, অতপর বললেন, একদা আমি এ নামায অথবা এর ন্যায় এক নামায রাসূল (স)-এর সাথে পড়লাম। অতপর তিনি (আবু রেমসাহ) বললেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) প্রথম সারিতে তাঁর ডান দিকেই দাঁড়াতেন। নামাযে অপর এ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন, যিনি প্রথম রাক্আতেই শামিল হয়েছিলেন। রাসূল (স) আমাদের নামায পড়ালেন এবং নিজের ডান দিকে ও নিজের বাঁ দিকে সালাম ফিরালেন, যাতে আমরা তাঁর মুখমণ্ডলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতপর রাসূল (স) আবু রেমসার ন্যায় অর্থাৎ, আমার ন্যায় একদিকে সরে বসলেন। এ সময় সে ব্যক্তি, যিনি প্রথম রাকআতও পেয়েছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি সুন্নত পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) ঝট করে দাঁড়ালেন এবং তার বাহুমূলে নাড়া দিয়ে বললেন, বস! আহলে কিতাবগণ এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের ফরয নামাযের ও সুন্নত নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। এটা দেখে রাসূল (স) মাথা উঠালেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সদা সত্যের সন্ধান দান করুন (তুমি ঠিকই বলেছ) -(আবু দাউদ)

নামাযের শেষে পঞ্চাশবার আল্লাহু আকবার বলতে হয়

হাদীস : ৯০৯ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবেদ (রা) বলেন, আমাদের বলা হয়েছিল- প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সোবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহ আকবর' বলতে। এক রাতে এক আনসারীকে স্বপ্নে দেখান হলো এবং জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনাদের কি রাসূল (স) এত এতবার তাসবীহ ইত্যাদি করতে বলেছেন? আনসারী স্বপ্নেই উত্তর করলেন, হ্যাঁ। তখন স্বপ্নের ব্যক্তি বলল, সে তিনটিকে ৩৩ ও ৩৪ এর স্থলে পঁচিশ পঁচিশ বারে পরিণত করবেন এবং পঁচিশবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাড়িয়ে দিবেন (তাতে একশত বার হইবে)। যখন ভোর হলো, সে আনসারী রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন এবং ঘটনা প্রকাশ করলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, তাই কর। - (আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী)

প্রত্যেক নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়লে বেহেশতী

হাদীস : ৯১০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এ মিম্বরের কাঠে দাঁড়িয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে, তার বেহেশতে প্রবেশ করতে মউত ছাড়া আর কিছুই বাধা জন্মাতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি শয়নকালে পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার ঘর, তার প্রতিবেশীর ঘর এবং আশেপাশের আরও কতক ঘরকে নিরাপদে রাখবেন। -(বায়হাকী , শুআবুল ঈমানে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি যয়ীফ।) যঈফ — ৭৮৫ * প্রথম অংশ সহীহ (নাসায়ী)। আর অপর অংশ জাল। সি. যঈ/৬০১২

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই দশবার বলতে হয়

হাদীস : ৯১১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানম (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন যে, মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর সালাম ফিরাবার পরও পা প্রসারিত করার পূর্বে দশবার বলবে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশী নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তাঁরই সমস্ত কল্যাণ, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।" এ কথার জন্য প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি গুনাহ মুছে দেয়া হবে, তার দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে। এ ছাড়া এটা তার জন্য প্রত্যেক মন্দ কাজ হতে রক্ষাকবচস্বরূপ হবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতেও রক্ষাকবচ হবে। অধিকন্তু এটার বদৌলতে তাকে কোনো গুনাহ স্পর্শ করতে পারবে না শিরক ছাড়া এবং সে হবে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম আমলকারী। কিন্তু যে তার কথা হতেও উত্তম কথা বলবে, সে অবশ্য তা অপেক্ষাও উত্তম। -(আহমদ)

তিরমিযী এটার অনুরূপ হাদীস সাহাবী হযরত আবু যর প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তাতে 'শিরক ব্যতীত' শব্দ পর্যন্ত ই রয়েছে। এ ছাড়া 'মাগরিবের নামায' এবং 'তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ' বাক্যদ্বয়ের বর্ণনা নেই। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্ ও গরীব। যঈফ — ৭৮৬

ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করা

হাদীস : ৯১২ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার নজদের দিকে একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। তারা বহু গনীমতের মাল লাভ করল এবং দ্রুত ফিরে এল। এটা দেখে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি যে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি বলল, এ অভিযান অপেক্ষা এত দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী এবং শ্রেষ্ঠ গনীমত লাভকারী

আর কোনো অভিযান আমরা দেখিনি। এটা শুনে রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদের এমন এক দলের কথা বলব না, যারা এদের অপেক্ষাও গনীমতলাভে শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যাবর্তনে দ্রুত? তারা সে দল, যারা ফজরের জামাআতে শামিল হয়েছে। অতপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর স্মরণ করেছে, এটাই হলো প্রত্যাবর্তনের দ্রুত এবং গনীমতলাভে শ্রেষ্ঠ। তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাসীদটি গরীব। যঈফ - ৭৯০

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামাযের মধ্যে জায়েয এবং নাজায়েয

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক নবী ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৯১৩ ॥ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম, হঠাৎ লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হাচি দিল। আমি বললাম, ইয়ারহামুকাল্লাহ। এতে লোক আমার দিকে তীর দৃষ্টি করতে লাগলো। আমি বললাম, কি হলো! তোমরা আমার দিকে এরূপ দৃষ্টি করছ কেন? এটা শুনে তারা তাদের উরুর উপর নিজেদের হাত মারতে লাগল। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। কিন্তু চুপ করলাম। অতপর যখন রাসূল (স) নামায শেষ করলেন, তাঁর উপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। তাঁর অপেক্ষা উত্তম কোন মুআল্লেম (শিক্ষক) আমি তাঁর পূর্বেও দেখিনি এবং পরেও দেখিনি। খোদার কসম! তখন তিনি আমাকে না কোনরূপ তিরস্কার করলেন, না আমাকে মারলেন, আর না আমাকে গালি দিলেন; বরং বললেন, দেখ, এ নামায, এতে মানুষের কথার ন্যায় কোনো কথা বলা উচিত নয়। এটা শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও আল্লাহর কুরআন পাঠেরই নাম। অথবা রাসূল (স) এটার অনুরূপ বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ সে দিন পর্যন্ত (অনৈসলামী) জাহেলিয়াতের (অভিজ্ঞতার) সাথে জড়িত ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ আমাদের ইসলাম দান করেছেন। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে কোনো লোক গণক ঠাকুরের কাছে যায় রাসূল (স) বললেন, তাদের কাছে যাবে না। আমি বললাম, আর আমাদের মধ্যে কতক লোক আছে, যারা যাত্রা ইত্যাদিতে শুভাশুভ বিচার করে থাকে। তিনি বললেন, এটা একটি বিষয় বটে, যা মানুষ নিজেদের অন্তরে অনুভব করে থাকে, তবে এটা যেন তাদের সংকল্প হতে বিচ্যুত না করে। তিনি বলেন, আমি পুন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর আমাদের মধ্যে কতক লোক মাটিতে রেখা টেনে ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি করে থাকে। রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, নবীগণের মধ্যে একজন নবী এরূপ করতেন, যদি এটার রেখা সে নবীর রেখার অনুরূপ হয় তবে তো ঠিক। −(মুসলিম)

প্রথম দিকে নামাযের সালামে জবাব দেয়া হত

হাদীস : ৯১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযে আছেন এমন অবস্থায় আমরা তাঁকে সালাম করতাম এবং তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। কিন্তু যখন আমরা নাজ্জাশীর কাছে হতে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তাঁকে নামায অবস্থায় সালাম করলাম, তিনি তার উত্তর দিলেন না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগে আমরা আপনাকে নামাযের মধ্যে সালাম করতাম আর আপনি আমাদের উত্তর দিতেন? রাসূল (স) বললেন, নামাযের মধ্যে একটি মহৎ কাজ রয়েছে। −(বোখারী ও মুসলিম)

সিজদার জায়গার মাটি বা কঙ্কর সরান যাবে

হাদীস : ৯১৫ ॥ হযরত মুআইকের (রা) রাসূল (স) হতে সে ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে নামাযের মধ্যে সিজদার স্থানের মাটি সমান করে। তিনি বললেন, যদি তা তোমার করতেই হয় তবে শুধু একবার করবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা যাবে না

হাদীস : ৯১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াতে। −(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো যাবে না

হাদীস : ৯১৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-কে নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর করলেন, এটা হচ্ছে শয়তানের ছোঁ মারা। শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার নামাযের কিছু পূর্ণতা নিয়ে যায়। −(বোখারী ও মুসলিম)

দোয়া করার সময় উপরের দিকে তাকানো নিষেধ

হাদীস : ৯১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যারা নামাযের মধ্যে দোয়ায় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠায়, তারা হয়ত তাদের এ কাজ হতে বিরত থাকবে, না হয় তাদের চোখের জ্যোতি কেড়ে নেয়া হবে। -(মুসলিম)

নামাযের সময় সন্তান কাঁধে রাখা যায়

হাদীস : ৯১৯ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে লোকের ইমামতি করতে দেখেছি, অথচ তখন আবুল আসের কন্যা উমামা তাঁর কাঁধের উপর ছিল। তিনি যখন রুকু করতেন তাকে নামিয়ে দিতেন, আর যখন সিজদা হতে মাথা তুলতেন পুনরায় উঠিয়ে নিতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের মধ্যে হাই তোলা নিষেধ

হাদীস : ৯২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে হাই আসে তকন সে যেন যথাসাধ্য চেপে রাকে। কেননা, শয়তান তখন তার মুখে প্রবেশ করে। -(মুসলিম)

বোখারীর এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে হাই আসে, তখন সে যেন আপন শক্তি অনুযায়ী রোধ করতে চেষ্টা করে এবং 'হা করে মুখ খুলে না দেয়। নিশ্চয়, এটা শয়তানের পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, শয়তান তখন হাসে।

দুষ্ট জিন রাসূল (স)-এর নামায নষ্ট করেছিল

হাদীস : ৯২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একটি দুষ্ট জিন গত রাতে আমার কাছে আসে যাতে আমার নামায নষ্ট করে দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেন এবং আমি তাকে ধরে ফেলি। অতপর আমি তাকে ধরে মসজিদের একটি খামের সাথে বেঁধে রাখতে ইচ্ছা করি যাতে তোমরা সকলেই তাকে দেখতে পাও কিন্তু তখন আমি আমার ভাই সুলায়মান নবীর দো'আ স্মরণ করি। তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন একটি রাজ্য (ক্ষমতা) দান কর, যা আমার পর আর কারও জন্য না হয়!' অতপর আমি তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় ছেড়ে দিই। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযে কিছু ঘটলে স্ত্রীলোকেরা হাত মারবে

হাদীস : ৯২২ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কারও নামাযের মধ্যে কিছু ঘটে তখন সে যেন 'সোবহানাল্লাহ' বলে। কেননা, হাতের উপর হাত মারা স্ত্রীলোরে জন্যই। অপর এক বর্ণনায় আছে-'সোবহানাল্লাহ' বলা পুরুষের জন্য এবং হাতের উপর হাতমারা স্ত্রীলোকের জন্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ

হাদীস : ৯২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, হাবশা গমনের পূর্বে আমরা রাসূল (স)-কে তাঁর নামাযে থাকা অবস্থায় সালাম করতাম, আর তিনি আমাদের উত্তর দিতেন। যখন আমরা হাবশা হতে প্রত্যাবর্তন করলাম, তাঁর কাছে আসলাম এবং তাঁকে নামাযে পেলাম। আমি তখন তাঁকে সালাম করিলাম; কিন্তু তিনি আমার উত্তর দিলেন না, যাবৎ না নামায শেষ করলেন। অতপর বললেন আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছানুসারে নতুন হুকুম করেন। এবার তিনি যে সকল নতুন হুকুম করেছেন তার মধ্যে একটি হল, 'তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলবে না।' এটা বলার পর আমার সালামের উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, নামায শুধু কোরআন পাঠ ও শুধু আল্লাহর যিকিরের জন্যই। সুতরাং যখন তুমি নামাযে থাকবে তখন তোমার কাজ যেন এটাই হয়। -(আবু দাউদ)

হাতের ইশারায় সালামের জবাব দেওয়া যায়

হাদীস : ৯২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত বেলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, (পূর্বে) তাঁরা যখন নামাযে রত থাকা অবস্থায় রাসূল (স)-কে সালাম দিতেন তিনি কিরূপে তাঁদের উত্তর দিতেন? বেলাল বলেন, রাসূল (স) হাতের দ্বারা ইশারা করতেন। -(তিরমিযী)

নাসায়ীও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন; কিন্তু বেলালের স্থলে হযরত সুহায়বকে জিজ্ঞেস করার কথাই রয়েছে।

টীকা :...

হাদীস নং : ৯১৮ ॥ সুবহানাল্লাহ বা হাতে তালি দেয়া হয় এজন্য যে, যাতে অন্যেরা বুঝতে পারে যে, সে নামাযে আছে। ডান হানের বুক বাঁ হাতের পিঠের ওপর মারবে।

নামাযের মধ্যে হাঁচি দেওয়া যায়

হাদীস : ৯২৫ ॥ হযরত রেফাআ ইবনে রাফে' (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর পেছনে নামায পড়ছিলাম হঠাৎ আমার হাঁচি আসল। তখন আমি বললাম, "আল্লাহর প্রশংসা-বহু প্রশংসা, পবিত্র প্রশংসা, বরকতময় প্রশংসা, বরকতজনক প্রশংসা, যে প্রশংসাকে আমাদের প্রভু ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।' রাসূল (স) যখন নামায শেষ করলেন জিজ্ঞেস করলেন, নামাযের মধ্যে কে এ কথাগুলো বলল? কেহ উত্তর করিলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু কেউ উত্তর করিলেন না। তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন। রেফাআ বলেন, তখন আমি (ভয়ে ভয়ে) উত্তর করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। রাসূল (স) বললেন, খোদার কসম, আমি দেখিয়াছি-ত্রিশের উপর ফেরেশতা তাড়াহুড়া করছে কে কার পূর্বে এটা নিয়ে উপরে উঠবেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়

হাদীস : ৯২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেনে, নামাযের মধ্যে হাই শয়তানের পক্ষ হতেই। সুতরাং যখন তোমাদের কারও হাই আসে তখন সে যেন সাধ্যানুযায়ী রোধ করতে চেষ্টা করে। -(তিরমিযী)

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহর অপর এক বর্ণনায় আছে- সে যেন হাত আপন মুখের উপর রাখে।

মসজিদে গমন করলেই নামাযের মধ্যে গণ্য হয়

হাদীস : ৯২৭ ॥ হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ অযূ করে এবং আপন অযুকে উত্তমরূপে সমাধা করেন, অতপর নামাযের সংকল্প সহকারে মসজিদের দিকে যেতে থাকে, তখন সে যেন আপন অঙ্গুলীসমূহের মধ্যে 'তশবীক' না করে। কেননা, সে তখন নামাযের মধ্যেই আছে। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো উচিত নয়

হাদীস : ৯২৮ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার দিতে (রহমতের) দৃষ্টি করিতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নামাযে রত থাকে এবং এদিক সেদিক না দেখে। যখন সে এদিক সেদিক দেখতে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে লন। -(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় যঈফ-১৭১*

হাদীস : ৯২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, হে আনাস! তোমার দৃষ্টিকে তথায় নিবদ্ধ রাখবে যেথায় তুমি সিজদা দাও। -(বায়হাকী) যঈফ-১৭২ + এই বিষয়ে সহীহ হাদীছ রয়েছে।

নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা ধ্বংসের কারণ

হাদীস : ৯৩০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বললেন- বাবা, নামাযের মধ্যে কখনও এদিক সেদিক দেখিবে না। নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা ধ্বংসের কারণ। একান্তই যদি দেখতে হয় তাহলে নফলে, ফরযে নহে। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) নামাযে ডানে বাঁ দেখতেন যঈফ-১৭৩

হাদীস : ৯৩১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযের মধ্যে ডানে-বাঁ দেখতেন; কিন্তু ঘাড় পিঠের দিকে মোড়াতেন না। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

নামাযের মধ্যে হাই, তন্দ্রা আসা শয়তানের কাজ

হাদীস : ৯৩২ ॥ হযরত আদী ইবনে সাবেত আপন পিতার মাধ্যমে আপন দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই তোলা নামাযের মধ্যে আর হায়েয ও বমি আসা এবং নাক হতে রক্ত পড়া শয়তানের পক্ষ হতে। -তিরমিযী)

রাসূল (স) নামাযের মধ্যে কাঁদতেন যঈফ-১৭৪

হাদীস : ৯৩৩ ॥ তাবেয়ী হযরত মুতাররেফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একবার রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন আর তার ছিনায় ডেগের ফুটন শব্দের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল অর্থাৎ, তিনি কাঁদছিলেন। অপর বর্ণনায় আছে- তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে নামায পড়তে দেখলাম, তখন তাঁর ছিনায় ক্রন্দনের দরুন জাঁতা পেষার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল! -(আহমদ)*

এছাড়া পৃথকভাবে নাসাঈ প্রথমটি এবং আবু দাউদ দ্বিতীয়টি বর্ণনা করেছেন।

নামাযের সময় আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ৯৩৪ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার সামনের কাঁকর মুছার চেষ্টা না করে। কেননা, তখন আল্লাহর রহমত তার সম্মুখীন রয়েছে। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ-১৭৫

*এর সনদে 'আবুল আহওয়াছ' নামে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে।

নামাযের মধ্যে মুখ মণ্ডলে ধুলাবালি লাগতে পারে

হাদীস : ৯৩৫ ॥ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) আফলাহ নামীয় আমাদের এক যুবক (ক্রীতদাস)-কে দেখলেন, সে যখন সিজদা করতে যায় (ধুলাবালি সরানোর জন্য) ফুঁ দেয়, তখন রাসূল (স) বললেন, হে আফলাহ! তোমার মুখমণ্ডলে ধুলাবালি লাগতে দাও। -(তিরমিযী) যঈফ-১৯৬

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত দিলে দোযখী

হাদীস : ৯৩৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামাযের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ান দোযখীদের শান্তিলাভের চেষ্টাতুল্য। -(শরহে সুন্নাহ) যঈফ-১৯৭

নামাযের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু মারা যায়

হাদীস : ৯৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু'ধরনের কালো শত্রুকে নামাযের মধ্যেও মারতে পার সাপ ও বিচ্ছু। -(আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং নাসাঈ অনুরূপ অর্থে।)

প্রয়োজনে নামাযের স্থান পরিবর্তন করা যায়

হাদীস : ৯৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) নফল নামায পড়ছিলেন; আর দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খুলতে চাইলাম। তখন তিনি কিছু হেঁটে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতপর আপন নামাযের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অবশ্য দরজাটি কেবলার দিকে ছিল। -(আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী নাসঈও অনুরূপ)

বায়ু নিঃসরণের পর অযু করতে হয়

হাদীস : ৯৩৯ ॥ হযরত তালক ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে বায়ু নির্গত করে, সে যেন সরে যায় এবং অযু করে নেয়। অতপর নামায পুনরায় পড়ে। -(আবু দাউদ। আর তিরমিযী কম বেশীর সহিত) যঈফ-১৯৮

নামাযের মধ্যে বায়ু বের হলে নামায ছেড়ে দিবে

হাদীস : ৯৪০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন নামাযের মধ্যে বাতকর্ম করবে, তখন সে যেন আপন নাক ধরে বের হয়ে যায়। -(আবু দাউদ)

সালামের পর বায়ু বের হলে নামায হয়ে যায়

হাদীস : ৯৪১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন নামাযের শেষ দিকে সালামের পূর্বক্ষণে বসে আছে এমন সময় বাতকর্ম করে, তাহলে তার নামায হয়ে গেছে। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সনদ দৃঢ় নহে; বরং মুজতারাব। যঈফ-১৯৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুনুব অবস্থায় নামায জায়েয নেই

হাদীস : ৯৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) নামাযের জন্য বের হলেন। যখন নামাযের তাকবীর বললেন নামায ছেড়ে দিলেন এবং তাদের ইশারা করলেন, তোমরা যেমন আছ থাক! অতপর বের হয়ে গেলেন এবং গোসল করলেন। তারপর তাঁর মাথার পানি ঝরছে এ অবস্থায় আসলেন এবং তাদের নামায পড়ালেন। যখন নামায শেষ করলেন, বললেন, আমি অশৌচ (জুনুব) অবস্থায় ছিলাম, অথচ গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম। -(আহমদ, মালিক আতা ইবনে ইয়াসার হতে মুরসালরূপে)

গরমের কারণে সিজদার সময় কপালের নীচে কিছু দেওয়া

হাদীস : ৯৪৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে যোহরের নামায পড়তাম। খুব বেশি গরমের কারণে আমি এক মুষ্টি কাঁকর নিতাম যাতে আমার হাত শীতল হয়ে যায় এবং কপালের নীচে রেখে চাঁদরের উপর আমি সিজদা দিতে পারি! -(আবু দাউদ, নাসায়ী এটার অনুরূপ।

টীকা : ....

হাদীস নং : ৯৩৭ ॥ সম্ভবত ঃ এটা এক কিংবা দু'বার চেষ্টা করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। দু'বারের বেশি লে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে বলে ফকীহগণ মনে করেন।

শয়তান নামাযের আগুনের ফুলকি দিয়ে আসে

হাদীস : ৯৪৪ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, এমতাবস্থায় শুনলাম তিনি বলেছেন, "আমি তোমা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।" অতপর বললেন, "আল্লাহর অভিশাপ দ্বারা আমি তোমায় অভিশাপ করি" তিনবার করে এবং আপন হস্ত প্রসারিত করলেন যেন তিনি কি জিনিস ধরছেন। যখন তিনি নামায হতে অবসর গ্রহণ করলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ নামাযে আমরা আপনাকে এমন কতক কথা বলতে শুনলাম যা ইতঃপূর্বে কখনও বলতে শুনি নাই এবং আমরা দেখলাম যে, আপনি আপনার হস্তও প্রসারিত করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলীস আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ নিয়ে এসেছিল যাতে আমার চেহারায় নিক্ষেপ করে। তাই আমি তিনবার বললাম, আমি তোমা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, অতপর আমি তিনবার বললাম, আমি আল্লাহর পূর্ণ লা'নত দ্বারা তোমাকে লানত করি। কিন্তু সে হটল না। তারপর আমি তাকে ধরতে ইচ্ছা করি। খোদার কসম, যদি আমার ভাই সুলায়মান নবীর দোয়া না হত, তাহলে সকাল পর্যন্ত সে এখানে বাঁধা থাকিত এবং মদীনার ছেলেরা তাকে নিয়ে খেলা করত। -(মুসলিম)

নামাযের মধ্যে ইশারা করে সালামের জবাব দেওয়া যায়

হাদীস : ৯৪৫ ॥ তাবেয়ী হযরত নাফে বলেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এক ব্যক্তির কাছে দিয়ে গেলেন, তখন সে নামায পড়ছিল এবং তাকে সালাম করলেন। সে বাক্যের দ্বারা উত্তর দিল। অতপর তিনি তার কাছে আসলেন এবং বললেন, যখন তোমাদের কাউকেও নামায অবস্থায় সালাম করা হয় তখন সে যেন বাক্যের দ্বারা সালামের উত্তর না দেয়; বরং আপন হাতের দ্বারা ইশারা করে। -(মালিক)

তৃতীয় অধ্যায়

সিজদায়ে সহু

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে সন্দেহ হলে সিজদায়ে সাহু করতে হয়

হাদীস : ৯৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার কাছে এসে তার নামাযের মধ্যে গোলযোগ ঘটায়। এমন কি সে বলতে পারে না যে, নামায কয় রাক্আত পড়েছে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থা দেখবে সে যেন বসা থাকতে দু'টি সিজদা করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযে সন্দেহ হলে দু'টি সিজদা করবে

হাদীস : ৯৪৭ ॥ তাবেয় আতা ইয়াসার (রা) হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয় এবং সে বলতে না পারে, সে কয় রাকআত পড়ছে-তিন কি চার, তখন সে যেন সন্দেহ (যুক্ত রাকআত)-কে পরিত্যাগ করে এবং নিশ্চিত (তিন) রাকআতের উপরই ভিত্তি স্থাপন করে। অতপর সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজদা করে। যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাকআতই পড়ে থাকে, তাহলে এ দু' সিজদা তার নামাযকে (বিজোড় হতে) জোড়ে পরিণত করবে। যদি সে বাস্তবে চার রাকআতই পড়ে থাকে, তাহলে এ দু' সিজদা শয়তানের ধিক্কাস্বরূপ হবে। -(মুসলিম)

কিন্তু ইমাম মালিক আতা হতে এটা মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। মালেকের অপর বর্ণনায় আছে, যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাকআতই পড়ে থাকে তাহলে এ দু' সিজদা দ্বারা জোড় (ছয় রাকআত) করে নিবে।

রাসূল (স) যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়েছিলেন

হাদীস : ৯৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়লেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! যোহরের নামায কি এক রাকআত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, সে আবার কি? তাঁরা বললেন, রাসূল (স) নামায যে পাঁচ রাকআত পড়লেন। তিনি বললেন, সে আবার কি? তাঁরা বললেন, নামায যে পাঁচ রাকআত পড়লেন। এটা শুনে তিনি সালাম ফিরাবার পর দু'টি সিজদা করলেন। অপর বর্ণনায় আছে-তিনি বললেন, আমিও তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই। আমিও ভুল করে থাকি তোমারা যেরূপ ভুল করে থাক। সুতরাং আমি যখন কিছু ভুলে যাই তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। অতপর রাসূল (স) বললেন, যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয়, তখন সে যেন সত্যে উপনীত হবার জন্য চেষ্টা (তাহাররী) করে এবং চেষ্টার ফলের উপর ভিত্তি করে বাকী নামায সমাপ্ত করে। অতপর সালাম ফিরায়, তারপর দুটি সিজদা করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর জোহর অথবা আসর নামায ভুল হয়েছিল

হাদীস : ৯৪৯ ॥ তাবেয়ী হযরত ইবনে সীরীন হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (স) আমাদের নিয়ে অপরাহ্নের দু'টি নামাযের মধ্যে (যোহর ও আসর) একটি নামায পড়লেন। ইবনে সীরীন বলেন, আবু হুরায়রা (রা) সে নামাযের নাম বলেছিলেন; কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে দু' রাকআত পড়লেন, তারপর সালাম ফিরিয়ে দিলেন। অতপর মসজিদে এলোপাতাড়ি রাখা একটি কাঠের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন– যেন তিনি খুব রাগান্বিত এবং নিজের ডান হাতকে বাঁ হাতের উপর রেখে নিজের অঙ্গুলীসমূহকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং আপন ডান মুখমণ্ডলকে আপন বাঁ হাতের পিঠের উপর রাখলেন। ইত্যবসরে ত্বরান্বিতকারী লোকেরা মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়ল এবং লোক মনে করতে লাগল, নামায বুঝি আল্লাহর পক্ষ হতেই সংক্ষেপ করা হলো। অথচ লোকদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং ওমর (রা) ছিলেন; কিন্তু তারাও তাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলেন। লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যার হস্তদ্বয় ছিল লম্বা এবং যাকে বলা হত 'যুল ইয়াদাইন'। সে সাহস করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন, না নামাযই সংক্ষেপ হয়ে গেল? রাসূল (স) বললেন, আমি ভুলে যাইনি এবং নামায সংক্ষেপও হয়নি। অতপর তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, যুল ইয়াদাইন যাহা বলতেছে ব্যাপার কি তাই? তাঁরা উত্তর করলেন, হ্যাঁ তাই। এটা শুনে তিনি সামনে গেলেন এবং যা ছুটে গিয়েছিল তা পূর্ণ করলেন। অতপর সালাম ফিরালেন। তারপর পুনরায় তাকবীর বললেন এবং সিজদা করলেন পূর্বের সিজদার ন্যায় কিংবা তদপেক্ষাও কিছু দীর্ঘ। অতপর আপন মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। পুনরায় তাকবীর বললেন ও সিজদা করলেন পূর্বের সিজদার ন্যায় কিংবা তদপেক্ষাও কিছু দীর্ঘ। অতপর আপন মাথা উঠালেন এবং তকবীর বললেন। পুনরায় তকবীর বললেন ও সিজদা করলেন পূর্বের সিজদার ন্যায় কিংবা তদপেক্ষাও কিছু দীর্ঘ। অতপর আপন মাথা উঠালেন এবং তকবীর বললেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর লোক ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা (রা) কি এটাও বলেছিলেন যে, অতপর রাসূল (স) সালাম ফিরালেন? উত্তরে ইবনে সীরীন বলেন, আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন বলেছেন, অতপর রাসূল (স) সালাম ফিরালেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু তাঁদের অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) আমি ভুলিও নি এবং নামায সংক্ষেপও হয়নি বাক্যের পরিবর্তে বলেছেন, 'এতদভয়ের কোনটাই হয়নি।' তখন যুল ইয়াদাইন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দুয়ের একটা নিশ্চয় হয়েছে।

নামায ভুল হলে সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করতে হয়

হাদীস : ৯৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) বলেন, রাসূল (স) তাদের যোহরের নামায পড়ালেন। কিন্তু প্রথম দু'রাকআতের পর না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকও তার সাথে দাঁড়িয়ে গেল। এমনকি যখন তিনি নামায প্রায় পূর্ণ করলেন আর লোক শেষ সালামের অপেক্ষা করতে লাগল, তখন তিনি বসা অবস্থায়ই তকবীর বললেন, অতপর সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামায ভুল হলে সিজদায়ে সাহু হলো সমাধান

হাদীস : ৯৫১ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) তাদের ইমামতি করলেন এবং ভুল করলেন, অতপর দু'টি সিজদা করলেন, তারপর তাশাহুদ পড়লেন এবং এর পর সালাম ফিরালেন। –(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, কিন্তু গরীব)

সিজদায়ে সাহু না দিলে নামায শুদ্ধ হবে না

হাদীস : ৯৫২ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন ইমাম প্রথম দু' রাকআতের পর না বসে দাঁড়িয়ে যায়, তখন যদি সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার পূর্বে স্মরণ করে, তাহলে যেন পুনরায় বসে পড়বে। হ্যাঁ, যদি সে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যায় তাহলে সে যেন না বসে; বরং সাহুর জন্য দু'টি সিজদা করে। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) আসরের নামাযে তিন রাকআতে সালাম ফিরালেন

হাদীস : ৯৫৩ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আসরের নামায পড়ালেন এবং তিন রাকআতে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। অতপর আপন ঘরে প্রবেশ করলেন। এটা দেখে এক ব্যক্তি তার কাছে গেল যার নাম ছিল খেরবাক এবং যার হস্তদ্বয় ছিল কিছুটা দীর্ঘ এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতপর তাকে তার নামাযের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিল। রাসূল (স) রাগান্বিত হয়ে আপন চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং যখন মানুষের কাছে পৌছলেন,

বললেন, এ সত্য বলছে কি? তারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বাকী এক রাকআত পড়ে নিলেন অতপর সালাম ফিরালেন। তারপর সাহুর জন্য দু'টি সিজদা করলেন এবং পুনরায় সালাম ফিরালেন। -(মুসলিম)

নামাযে রাকআত কম হলে পুনরায় কম রাকআত পড়তে হয়

হাদীস : ৯৫৪ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়তে (রাকআত) কম হয়েছে বলে সন্দেহ করে, সে যেন আর এক রাকআত পড়ে লয়। যাতে সন্দেহ হয় যে, সে এক রাকআত বেশী পড়ল। -(আহমদ)

চতুর্থ অধ্যায়

তিলাওয়াতে সিজদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সূরা আন-নাজমে সিজদা করলেন

হাদীস : ৯৫৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সূরা আন নাজমে সিজদা করেছেন এবং তার সাথে মুসলমানগণ ও মুশরিকগণ এবং জিন ও ইনসান সকলেই সিজদা করেছে। -(বোখারী)

রাসূল (স) সূরা আলাকে সিজদা করেছেন

হাদীস : ৯৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে সূরা ইযাসসামাউন শাক্কাত এবং সূরা ইকরা-বিসমি রাব্বিকাতে সিজদা করেছি। -(মুসলিম)

সিজদার আয়াত পাঠ করলে সিজদা দিতে হয়

হাদীস : ৯৫৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) সিজদার আয়াত পাঠ করতেন আর আমরা তার কাছে থাকতাম, তখন তিনি সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম। তখন এমন ভীড় হত, যার কারণে আমাদের কেউ কেউ আপন কপাল রাখার জন্য কোন স্থান পেত না, যাতে সে সিজদা করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআনের সিজদার আয়াতসমূহে সিজদাহ দিতে হয়

হাদীস : ৯৫৮ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবিত আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে সূরা ওয়াননাজম পাঠ করলাম, কিন্তু তিনি তাতে সিজদা করলেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূরা সোয়াদে সিজদার আয়াত আছে

হাদীস : ৯৫৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূরা ছোয়াদ-এর সিজদা জরুরী সিজদাসমূহের অন্তর্গত নয়, তবে আমি রাসূল (স)-কে তাতে সিজদা করতে দেখেছি। অপর এক বর্ণনায় আছে, মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি সূরা ছোয়াদ-এ সিজদা করব? উত্তরে তিনি এ আয়াত; 'তাঁর (ইব্রাহীমের) বংশধরগণের মধ্যে হচ্ছে দাউদ ও সুলায়মান' পাঠ করতে করতে এ বাক্য পর্যন্ত পৌঁছলেন-"সুতরাং তাদের আদর্শের অনুসরণ কর।" অতপর বললেন, তোমাদের নবী (স) ও তাদেরই একজন যাদের আদর্শের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূরা হজ্জে দুটি তেলাওয়াতে সিজদা আছে

হাদীস : ৯৬০ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে কুরআনে পনেরটি সিজদা পড়িয়েছেন। তার মধ্যে তিনটি 'মুফাসসাল' সূরাসমূহে এবং সূরা হজ্জে দুটি সিজদা। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

যদি সিজদা না করে তবে তেলাওয়াতে সিজদা পড়বে না

যঈফ-২০৭

হাদীস : ৯৬৩ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরা হজ্জের মর্যাদা সমধিক-যেহেতু উহাতে দুটি সিজদা রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সে দুটি সিজদা না করে, সে যেন সে দুটি (আয়াতই) না পড়ে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

যদি সিজদা না করে তবে তেলাওয়াতে সিজদা পড়বে না

হাদীস : ৯৬১ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরা হজ্জের মর্যাদা সমাধিক- যেহেতু উহাতে দু'টি সিজদা রয়েছে। তিনি বললেন হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সে দু'টি সিজদা না করে, সে যেন সে দু'টি (আয়াতই) না পড়ে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী) যঈফ-২০২

রাসূল (স) রুকুর পূর্বে সিজদা করলেন

হাদীস : ৯৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) যোহরের নামাযে (রুকুর পূর্বে) একটি সিজদা করলেন। অতপর দাঁড়ালেন; তারপর (নিয়মিত) রুকু করলেন। এতে সকলে মনে করল, রাসূল (স) সূরা তানযীলুস সিজদা পাঠ করেছেন, যাতে একটি সিজদার আয়াত রয়েছে। -(আবু দাউদ) পৃষ্ঠা—২০৩

সিজদার আয়াত পাঠ করলে সিজদা ওয়াজিব হয়

হাদীস : ৯৬৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের কোরআন পড়ে শুনাতেন। যখন তিনি সিজদার আয়াতের কাছে পৌছতেন, তখন তকবীর বলতেন এবং সিজদা করতেন, আর আমরাও তার সাথে সিজদা করতাম। -(আবু দাউদ) পৃষ্ঠা—২০৪

সিজদার আয়াত পাঠ করার সাথে সাথে সিজদা করতে হয়

হাদীস : ৯৬৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের বছর একটি সিজদার আয়াত পাঠ করলেন, তখন সমস্ত লোক সিজদা করল। তাদের মধ্যে কেউ সওয়ারীর উপরই সিজদা করল আর কেউ যমীনে সিজদা করল। এমনকি কোন কোন সওয়ার ব্যক্তি আপন হাতের উপরই সিজদা করল। -(আবু দাউদ) পৃষ্ঠা—২০৫

ইসলামের প্রথম দিকে সিজদার প্রচলন ছিল না

হাদীস : ৯৬৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় আগমনের পর 'মুফাসসাল'সমূহের কোন সূরায় সিজদা করেননি। -(আবু দাউদ) পৃষ্ঠা—২০৬

তেলাওয়াতে সিজদার দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ৯৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাতে সিজদায়ে তেলাওয়াতে এ দোয়া পড়তেন, 'আমার চেহারা সিজদা করল তারই জন্য, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন তারই প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য বলে।" -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

স্বপ্নে তেলাওয়াতের সিজদা করা

হাদীস : ৯৬৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এলো এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ রাতে নিদ্রিতাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি বৃক্ষের পেছনে নামায পড়ছি। তখন আমি তেলাওয়াতের সিজদা করলাম আর আমার সিজদার সাথে সে বৃক্ষটিও সিজদা করল। তখন আমি শুনলাম বৃক্ষটি বলছে, হে খোদা! এ সিজদার বিনিময়ে তুমি আমার জন্য তোমার কাছে সওয়াব নির্ধারণ করে রাখ, এটার বিনিময়ে আমার একটা গুনাহর বোঝা নামিয়ে দাও, আমার জন্য তোমার কাছে পুজিস্বরূপ জমা রাখ এবং এটা আমার পক্ষ হতে কবুল কর, যেভাবে এটা তুমি তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ হতে কবুল করেছ।"

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতপর একদা রাসূল (স) একটি সিজদার আয়াত পাঠ করলেন তারপর সিজদা করলেন। তখন আমি তাকে শুনলাম, তিনি উহার ন্যায়ই বলছেন, যার সংবাদ সে ব্যক্তি তাকে দিয়েছিল। অর্থাৎ বৃক্ষের কথা। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইবনে মাজাহ– 'হে খোদা! আমার পক্ষ হতে উহা কবুল কর, যেভাবে উহা তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ হতে কবুল করেছ" বাক্য বর্ণনা করেননি। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক কুরাইশ তেলাওয়াতে সিজদা করল না

হাদীস : ৯৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা (মক্কায়) রাসূল (স) সূরা নাজম পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন, আর তার কাছে যারা ছিল তারাও সিজদা করল; কিন্তু কুরাইশের এক বৃদ্ধ এক মুষ্টি কাঁকর অথবা মাটি নিল এবং উহাকে নিজ কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, 'আমার পক্ষে এটাই যথেষ্ট।" হযরত আবদুল্লাহ বলেন, পরে আমি এ বৃদ্ধকে যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে– সে বৃদ্ধটি হল উমাইয়া ইবনে খালাফ।

সূরা সোয়াদে তেলাওয়াতে সিজদা আছে

হাদীস : ৯৬৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) ছোয়াদ সূরায় সিজদা করলেন এবং বললেন, দাউদ (আ) এ সিজদা করেছিলেন তওবাস্বরূপ আর আমি এটা করছি (তওবা কবুলের) শুকরিয়া স্বরূপ। -(নাসাঈ)

পঞ্চম অধ্যায়

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া যাবে না

হাদীস : ৯৭০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়ার চেষ্টা না করে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ও না করে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, সূর্যের কিনারা যখন দেখা দেয় তখন নামায মওকুফ করবে যাবৎ না উহার পরিষ্কারভাবে যাহির হয়ে যায়। এরূপে সূর্যের কিনারা যখন অস্ত যেতে আরম্ভ করে, তখনও নামাযও মওকুফ করবে যাবৎ না উহা পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তোমরা তোমাদের নামায পিছিও না সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কেননা, সূর্য শয়তানের দু' শিঙ্গের মধ্যে উদয় হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিদিন নির্দিষ্ট তিনটি সময় নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ৯৭১ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, তিনটি সময় নামায পড়তে অথবা তাতে আমাদের 'মুর্দা' দাফন করতে রাসূল (স) আমাদের নিষেধ করেছেন। (১) যখন সূর্য কিরণময় হয়ে উদিত হতে থাকে- যাবৎ না উহা কিছু উপরে উঠে যায়। (২) যখন সূর্য দ্বিপ্রহরে স্থির হয়ে দাঁড়ায়- যাবৎ না উহা কিছু পশ্চিমে ঢলে যায় এবং (৩) যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে- যাবৎ না উহা সম্পূর্ণ ডুবে যায়। -(মুসলিম)

ফজর ও আসর নামাযের পর কোন নামায নেই

হাদীস : ৯৭২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ফজরের নামাযের পরও কোন নামায নেই- যাবৎ না সূর্য কিছু উপরে উঠে যায় এবং আসরের নামাযের পরও কোন নামায নেই-যাবৎ না সূর্য সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূর্যোদয়ের পরেও ফজরের নামায পড়া যায়

হাদীস : ৯৭৩ ॥ হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় আগমন করলেন, অতপর আমিও মদীনায় আসলাম এবং তার কাছে উপস্থিত হলাম। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে নামায সম্পর্কে কিছু বাতলান! তিনি বললেন, ফজরের নামায পড়বে, অতপর সূর্য উদিত হওয়াকালে নামায পড়া হতে বিরত থাকবে- যাবৎ না কিছু দূর উপরে উঠে। কেননা, যখন সূর্য উদিত হয়, উদিত হয় শয়তানের দু' শিঙ্গের মধ্যে এবং তখন সিজদা করে উহাকে কাফেরগণ। অতপর কিছু (নফল) নামায পড়বে যাবৎ না ছায়া বর্শার সমপরিমাণ খাট হয়ে যায়। কেননা, তখনকার নামাযে হাযির হন ফেরেশতাগণ এবং সাক্ষ্য দেন উহার। তারপর নামায হতে বিরত থাকবে। কেননা, তখন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। যখন ছায়া বাড়তে আরম্ভ করবে তখন নামায পড়বে। যাবৎ না আসর পড়া হয়। কেননা, তখনকার নামাযে হাযির হন ফেরেশতাগণ এবং সাক্ষ্য দেন উহার।

অতপর নামায হতে বিরত থাকবে-যাবৎ না সূর্য ডুবে যায়। কেননা, সূর্য ডুবে শয়তানের দু শিঙ্গের মধ্যে; আর তখন সিজদা করে উহাকে কাফেরগণ। আমর বলেন, আমি পুনঃ বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এবার অযু, এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, যে অযুর পানি জোগাড় করে অতপর কুল্লি করে এবং নাকে পানি দেয়, তারপর উহা ঝেড়ে ফেলে, নিশ্চয় তার মুখমণ্ডলের, মুখগহ্বরের ও তার নাকের ভেতরের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতপর যখন সে চেহারা ধোয় যেরূপ আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় তার মুখমণ্ডলের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরে যায় তার দাড়ির কিনার দিয়ে।

অতপর যখন সে দুই হাত ধোয় কনুই পর্যন্ত, নিশ্চয় তখন তার দুই হাতের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরিয়ে যায় তার অঙ্গুলীসমূহের ধার দিয়া। তারপর যখন সে মাথা মাসেহ করে তখন নিশ্চয় তার মাথার গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরিয়া যায় তার চুলের পাশ দিয়ে। অবশেষে যখন সে আপন পা ধোয় ছোট গিরা পর্যন্ত, নিশ্চয় তখন তার পায়ের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরে যায় তার অঙ্গুলীসমূহের কিনার দিয়ে। অতপর যদি সে নামাযের জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহর হামদ ও ছানা করে ও তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে, যার তিনি অধিকারী, সাথে সাথে আপন অন্তরকেও আল্লাহর জন্য নিবিষ্ট করে দেয়, তাহলে সে নিশ্চয় তার গুনাহ হতে পাক হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন। সেদিনের ন্যায়। -(মুসলিম)

আসর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নেই

হাদীস : ৯৭৪ ॥ তাবেয়ী হযরত কুরাইব বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ ও আবদুর রহমান ইবনে আযহাব (রা) আমাকে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে পাঠালেন এবং বললেন, তাকে আমাদের সালাম বলবে এবং আসরের পর দু' রাকআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। কুরাইব বলেন, অতপর আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম এবং যা লয়ে আমাকে তাঁরা পাঠিয়েছেন তা তাকে জানালাম। তিনি বললেন, যাও, উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস কর। এটা শুনে আমি তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলাম। তারা পুনরায় আমাকে হযরত উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে নিষেধ করতে শুনেছি। কিন্তু অতপর একদিন তাকে দেখলাম তিনি পড়লেন, তারপর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমি আমার খাদেমকে তাঁর কাছে পাঠালাম এবং বললাম তুমি গিয়ে তাকে বল, উম্মে সালামা বলছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে এ দু'রাকআত সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছি, অথচ আপনাকে এ দু' রাকআত পড়তেও দেখলাম; তখন তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়ার মেয়ে (উম্মে সালামা)! তুমি আমাকে আসরের পর দু' রাকআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে। ব্যাপার হল, আমার কাছে আবদুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক এসেছিল এবং আমাকে যোহরের পরের দুই রাকআত হতে আটকিয়ে রেখেছিল। এ দু' রাকআত সে দু' রাকআতই। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফজর নামাযের পরে দু' রাকআত সুন্নাত পড়া যায়

হাদীস : ৯৭৫ ॥ তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম সাহাবী হযরত কায়স ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে ফজরের পর দু' রাকআত নামায পড়তে দেখে বললেন, ফজরের নামায কি (ফরয) দু'রাকআতের পর আরও দু'রাকআত পড়িতেছ? সে ব্যক্তি উত্তর করল, রাসূল (স)! আমি ফরযের পূর্বেই দু' রাকআত (সুন্নত) পড়ি নি, তাই এখন পড়ে নিলাম। (কায়স বলেন, এটা শুনে) রাসূল (স) চুপ রইলেন।

-(আবু দাউদ)

কিন্তু তিরমিযী এটার অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম স্বয়ং কায়স ইবনে আমর হতে এটা শুনেন নি। অর্থাৎ, হাদীসটি 'মুনকাতে'। এতদ্ব্যতীত শরহে সুন্নাহ ও মাসাবীর বিভিন্ন কপিতে কায়স ইবনে আমরের পরিবর্তে 'কায়স ইবনে কাহ্‌দ' শব্দ রয়েছে।

রাত দিনে সব নামায পড়া যায়

হাদীস : ৯৭৬ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়েম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে বনী আবদে মনাফ! তোমরা বাধা দিও না যে ব্যক্তি এ ঘরের তাওয়াফ করতে এবং রাত দিনের যে কোন সময় নামায পড়তে চায় তাকে।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ঠিক দুপুরে নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ৯৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) মধ্যাহ্নে সূর্য স্থির হওয়ার সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, যাবৎ না সূর্য ঢলে যায়, জুমুআর দিন ব্যতীত। -(শাফেঈ) যঈফ– ২০৭

সূর্য ঢলে না পড়লে নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ৯৭৮ ॥ তাবেয়ী আবুল খলীল (রা) সাহাবী হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) মধ্যাহ্ন নামায পড়াকে নাপছন্দ করতেন, যাবৎ না সূর্য ঢলে যায়, তবে জুমুআর দিনে নয় এবং তিনি আরও বলেন, মধ্যাহ্ন দোযখ উত্তপ্ত করা হয় জুমুআর দিন ব্যতীত। আবু দাউদ এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, আবুল খলীল হযরত আবু কাতাদার সাক্ষাৎ লাভ করেননি। যঈফ– ২০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য শয়তানের শিং-এর মধ্যে দিয়ে উদয় হয়

হাদীস : ৯৭৯ ॥ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ সুনাবেহী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সূর্য উদয় হতে থাকে আর শয়তানের শিং তার সাথে যুক্ত থাকে। যখন সূর্য কিছু উপরে উঠে শয়তান উহা হতে পৃথক হয়ে যায়। অতপর যখন সূর্য স্থির হয় শয়তান এসে উহার সাথে যোগ দেয়। যখন উহা ঢলে যায় শয়তান পৃথক হয়ে পড়ে। আবার যখন সূর্য ডুবিতে বসে শয়তান এসে তার সাথে যোগ দেয়। যখন সূর্য ডুবে যায় পুনরায় সে পৃথক হয়ে যায়। রাসূল (স) এসকল সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। -(মালিক, আহমদ ও নাসাঈ)

আসরের নামাযের প্রতি যত্ন নিতে হয়

হাদীস : ৯৮০ ॥ হযরত আবু বাসরাহ গেফারী (রা) বলেন, মুখাম্মাস নামক স্থানে রাসূল (স) আমাদের আসরের নামায পড়ালেন। অতপর বললেন, এ আসরের নামায এমন একটি নামায যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছেও উপস্থিত করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং যে উত্তমরূপে রক্ষা করবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। কিন্তু উহার পর কোন নামায নেই যাবৎ না 'শাহেদ' উদিত হয়। আর শাহেদ হইল নক্ষত্র। –(মুসলিম)

আসরের নামাযের পর সুন্নত নামায নেই

হাদীস : ৯৮১ ॥ হযরত মুয়াবিয়া আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, তোমরা এমন দু' রাকআত নামায পড়ে থাক– আমরা রাসূল (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছি অথচ আমরা তাকে এ দু'রাকআত নামায পড়তে দেখিনি; বরং তিনি এটা হতে নিষেধই করেছেন, অর্থাৎ আসরের পর দুই রাকআত। –(বোখারী)

আসর নামাযের পর সুন্নত পড়া গোনাহের কাজ

হাদীস : ৯৮২ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, তখন তিনি খানায়ে কাবার সিঁড়িতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে যে আমাকে চিনে সে তো চিনে আর যে আমাকে না চিনে সে যেন জেনে রাখে, আমি জুনদুব আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ফজরের নামাযের পর কোন নামায নেই– যাবৎ না সূর্য উদিত হয়, এরূপে আসরের নামাযের পরও কোন নামায নেই– যাবৎ না সূর্য ডুবে যায়; কিন্তু মক্কা ব্যতীত, মক্কা ব্যতীত, মক্কা ব্যতীত। –(আহমদ ও রযীন)

ষষ্ঠ অধ্যায়

জামাআত ও তার ফাজিলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

জামাআতে নামায পড়ার সওয়াব বেশি

হাদীস : ৯৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জামাআতের সাথে নামায একা নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। –(বোখারী ও মুসলিম)

জামায়াতে নামায পড়ার জন্য বিশেষ তাগিদ আছে

হাদীস : ৯৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খোদার কসম! আমি ইচ্ছা করেছি কিছু লাকড়ি একত্র করার নির্দেশ দিতে এবং উহা একত্র করা হবে, অতপর আমি নামাযের আযান দিতে আদেশ করব আর আযান দেওয়া হবে; তারপর আমি কাহাকেও হুকুম দিব লোকের ইমামতি করতে, সে লোকের ইমামতি করিবে আর আমি লোকের বাড়ী বাড়ী যাব– অন্য এক বর্ণনায় – যারা জামাআতে হাযির হয়নি এবং তাদের সহ তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব। সে খোদার কসম! যার হাতে আমার জীবন রয়েছে- যদি তাদের কেউ একটা গোশতওয়ালা হাড়ের অথবা দু'টা ভাল খুরের খবর পেত, তাহলে নিশ্চয় এশার নামায হাযির হত। –(বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনাও প্রায় এইরূপ)

রাসূল (স) মসজিদে নামায পড়ার তাগিদ দিয়েছেন

হাদীস : ৯৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এমন কোন লোক নেই যে আমাকে হাত ধরে মসজিদের দিকে নিয়ে যায় (অর্থাৎ) লোকটি রাসূল (স)-এর কাছে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি চাহিল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু সে যখন উঠে গেল তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুন? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তবে মসজিদে উপস্থিত হইও! –(মুসলিম)

শীত ও বৃষ্টির রাতে ঘরে নামায পড়া যায়

হাদীস : ৯৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক শীত ও বাতাসের রাতে তিনি আযান দিলেন। অতপর বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়। তারপর বললেন, রাসূল (স) মুআযযিনকে আদেশ করতেন– যখন শীত ও বৃষ্টির রাত্রি হত– সে যেন বলে, ওহে! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়।–(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযের পূর্বে খানা খেয়ে নিতে হয়

হাদীস : ৯৮৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও রাতের খানা উপস্থিত করা হয়, অপর দিকে (এশার) নামাযের একামত বলা হয়, তখন প্রথমে খানা খাবে এবং সে যেন তাড়াতাড়ি না করে যাবৎ না খাওয়া হতে ঠিকভাবে অবসর গ্রহণ করে। হযরত ইবনে ওমরের এ নিয়ম ছিল যে, যখন তার জন্য খাওয়া উপস্থিত করা হত, অপর দিকে তাকবীর বলা হত, তিনি নামাযে উপস্থিত হতেন না যাবৎ না খাওয়া ঠিকভাবে শেষ করতেন, অথচ তিনি ইমামের কেরাআত শুনতে পেতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ৯৮৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আহার্যের উপস্থিতিতে নামায (উত্তম) নহে। অদ্রূপ যখন সে প্রসাব-পায়খানার বেগ ধারণ করতে থাকে। –(মুসলিম)

নামাযের একামত হলে অন্য নামায পড়া উচিত

হাদীস : ৯৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন (জামাআতের) নামাযের একামত বলা হয়, তখন ফরয ছাড়া আর কোন নামায নেই। –(মুসলিম)

মেয়েরা মসজিদে যেতে পারে

হাদীস : ৯৯০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও স্ত্রী মসজিদে উপস্থিত হতে অনুমতি চায়, সে যেন তাকে বাধা না দেয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

সুগন্ধি ব্যবহার করে মেয়েরা মসজিদে যাবে না

হাদীস : ৯৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে উপস্থিত হয় তখন সে যেন সুগন্ধি জি স্পর্শ না করে। –(মুসলিম)

সুগন্ধি ব্যবহার করে নামায পড়া নিষেধ

হাদীস : ৯৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে স্ত্রীলোক কোন রকমের সুগন্ধী ব্যবহার করবে সে যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে হাযির না হয়। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়েদের ঘরে নামায পড়া উচিত

হাদীস : ৯৯৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের স্ত্রীলোকদের মসজিদে উপস্থিত হতে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম। –(আবু দাউদ)

মহিলাদের বাহিরের নামায অপেক্ষা ঘরের নামায ভাল

হাদীস : ৯৯৪ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীলোকের ঘরের নামায তার বাহিরে নামায অপেক্ষা উত্তম এবং তার প্রকোষ্ঠের নামায তার ঘরের নামায অপেক্ষাও উত্তম। –(আবু দাউদ)

মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করলে নামায হবে না

হাদীস : ৯৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম (স)-কে বলতে শুনেছি, সে স্ত্রীলোকের নামায কবুল হবে না যে মসজিদে যেতে খোশবু ব্যবহার করেছে, যাবৎ না সে না-পাকীর গোসলের ন্যায় গোসল করে। –(আবু দাউদ আহমদ এবং নাসঈ ও উহার অনুরূপ)

সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলা যেনাকার

হাদীস : ৯৯৬ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন. রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক চক্ষুই যেনাকার। সুতরাং স্ত্রীলোক যখন খোশবু ব্যবহার করে, অতপর জনসমক্ষে যায় তখন সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ যেনাকারিণী।
–(তিরমিযী আবু দাউদ ও নাসায়ী উহার অনুরূপ)

দু'টি নামায মুনাফিকদের জন্য ভারী

হাদীস : ৯৯৭ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। যখন সালাম ফিরালেন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি উপস্থিত আছে? সাহাবীগণ উত্তর করলেন, না। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুক আছে? তারা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, এ দুটি নামায মুনাফিকদের পক্ষে অতি ভারী। যদি তোমরা জানতে এ দু' নামাযের মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে, তাহলে জানুর উপর হামাগুঁড়ি দিয়াও তোমরা উপস্থিত হতে! জেনে রাখ, প্রথম ছফ হচ্ছে ফেরেশতাদের ছফের ন্যায়। যদি তোমরা জানতে প্রথম ছফে কি ফযীলত রয়েছে তাহলে উহার জন্য তাড়াতাড়ি করতে। জেনে রাখবে, কোন ব্যক্তির নামায– যা অপর এক ব্যক্তির সহিত একত্রে পড়া হয়, তা উত্তম তার একা নামায হতে। আর তার দু' ব্যক্তির সাথে পড়া নামায উত্তম হচ্ছে এক ব্যক্তির সাথে পড়া নামায হতে। এরূপে যতই লোক অধিক হবে ততই উহা আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয়তর হবে। –(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

টীকা :

হাদীস নং : ৯৯৭ ॥ প্রথম কাতার লাভের জন্য আসতে হবে। পরে এসে মানুষকে ঠেলে প্রথম কাতারে যাওয়া গোনাহের কাজ।

জামায়াত কায়েম করার নির্দেশ

হাদীস : ৯৯৮ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন তিন ব্যক্তি যাদের মধ্যে নামাযের জামাআত কায়েম করা হয় না, তারা গ্রামে থাকুক অথবা জনবিরল অঞ্চলে– নিশ্চয় তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং অবশ্যই তুমি জামাআত কায়েম করবে। কেননা, নেকড়ে বাঘ সে ছাগল ভেড়াকেই খায়, যে দল ছেড়ে একা থাকে। –(আহমদ আবু দাউদ ও নাসাঈ)

একা নামায পড়লে কবুল হয় না

হাদীস : ৯৯৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনেছে, আর উহার অনুসরণ করতে যাকে কোন ওযর বাধা দেয় না তথাপি সে জামাআতে হাযির হয় না, তার সে নামায কবুল করা হবে না। যা সে একা পড়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (স) ওযর কি? তিনি বললেন, ভয় অথবা রাগ।

–(আবু দাউদ ও দারা কুতনী)

পায়খানা-প্রস্রাব করার পর নামায পড়তে হয়

হাদীস : ১০০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন নামাযের তাকবীর বলা হয় আর তোমাদের কেউ পায়খানা-প্রস্রাবের হাজত অনুভব কর, তখন সে যেন প্রথমে পায়খানা-প্রসাবের হাজত সেরে নেয়। –(তিরমিযী, মালিক আবু দাউদ ও নাসাঈ উহার অনুরূপ)

অযরের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১০০১ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি কাজ কারও জন্য জায়েয নয়। (ক) কোন ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করতে অথচ তাদের বাদ দিয়ে সে শুধু নিজের জন্য দোয়া করবে। যদি সে এটা করে তাহলে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। (খ) কেহ কারও ভিতর ঘরের প্রতি দৃষ্টি করবে তাদের কাছে হতে অনুমতি গ্রহণের পূর্বে। যদি সে এটা করে তাহলে সে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং (গ) কোন ব্যক্তি নামায পড়বে অথচ সে প্রসাব-পায়খানার বেগ ধারণ করেছে যাবৎ না সে উহা হতে হাল্কা হয়। –(আবু দাউ। তিরমিযীও এটার অনুরূপ।)

নামাজ দেরীতে পড়া জায়েজ নেই

যঈফ – ২০৭*

হাদীস : ১০০২ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নামায পিছাবে না খাওয়ার জন্য হোক অথবা অপর কোন (মানবীয়) আবশ্যকে। –শরহে সুন্নাহ যঈফ – ২২৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুনাফিকরা নামাযের জামাত বরখেলাপ করে

হাদীস : ১০০৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি আমাদের সাহাবী দলকে জানি তারা (কখনও) জামাআত বরখেলাপ করেন না। নামাযের জামাআত বরখেলাপ করে কেবল প্রকাশ্য মুনাফিক অথবা রোগী। আর আমি এটাও দেখেছি যে, রোগী দু'ব্যক্তির মধ্যখানে পথ চলছে যাতে মসজিদে নামায লাভ করতে পারে। অতপর তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাদের 'সুনানে হুদা' শিক্ষা দিয়েছেন, আর আযান হয় এমন মসজিদে জামাআতের সাথে নামায পড়া 'সুনানে হুদা'রই অন্তর্গত। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে মাসউদ বলেছেন, যে আগামীকাল কেয়মতে পূর্ণ মসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে। সে যেন এই পাঞ্জেগানা নামাযের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যেখানে উহার আযান দেওয়া হয়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবীর জন্য 'সুনানে হুদা' নির্ধারণ করেছেন। আর এ পাঞ্জেগানা নামায জামাআতে পড়াও 'সুনানে হুদা'র অন্তর্গত। যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড় যেভাবে এ জামাআত বরখেলাফকারী তার ঘরে পড়ে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ করলে, আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ কর তাহলে নিশ্চয় গোমরাহ হয়ে যাবে। অতপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে এবং উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, অতপর ঐ মসজিদসমূহের মধ্যে কোন মসজিদের দিকে গমন করে, সে যে সকল কদম বাড়ায় উহার প্রত্যেক কদমেই তার জন্য আল্লাহ একটি নেকী নির্ধারণ করেন এবং উহা দ্বারা তার একটি পদ উন্নত করেন, এ ছাড়া উহা দ্বারা তার একটি নেকী নির্ধারণ করেন এবং উহা দ্বারা তার একটি পদ উন্নত করেন, এ ছাড়া উহা দ্বারা তার একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন। খোদার কসম, আমি তাদের দেখেছি তারা (কখনও) জামআত ছাড়তেন না জামাআত ছাড়ে কেবল প্রকাশ্য মুনাফেক। নিশ্চয় পূর্বে এরূপ ব্যক্তিও দেখা গেছে যাকে দু'ব্যক্তির মধ্যখানে তাদের গায়ে ভর দিয়ে মসজিদে আনা হয়েছে যাতে তাকে ছফে দাঁড় করান যায়। –(মুসলিম)

*হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। বরং ছ'ওবা সংক্রান্ত অংশটুকু জাল। ইবনু খুযায়মাহ বলেন, এং প্রথম অংশটুকু জাল। আলবানী বলেন: "এই হাদীসের সনদে বিশৃংখলা ও বর্বরতা রয়েছে। ইবনু তাইমিয়াহ ও ইবনুল কায়্যিম যঈফ বলেছেন।

জামায়াতে নামায না পড়লে তার ঘরে আগুন লাগানোর নির্দেশ

হাদীস : ১০০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যদি ঘরসমূহে স্ত্রীলোক সকল ও বালক-বালিকারা না থাকত, তাহলে আমি এশার নামাযের জামাআত কায়েম করে আমরা যুবকদের আদেশ দিতাম তারা যেন ঘরে যা আছে সবকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। -(আহমদ)

আযান হলে মসজিদ থেকে আসা নিষেধ

হাদীস : ১০০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তোমরা মসজিদে থাকবে আর তথায় আযান দেয়া হবে, তোমাদের কেহ যেন তথা হতে চলে না যায় যাবৎ না, নামায আদায় করে। -(আহমদ)

আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া গুনাহের কাজ

হাদীস : ১০০৬ ॥ হযরত তাবেয়ী আবুশ্‌শা'ছা বলেন, একদা এক ব্যক্তি মসজিদে আযান দেওয়ার পর বের হয়ে গেল। এটা দেখে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এ ব্যক্তি আবুল কাসেম মুহাম্মদ (স)- এর নাফরমানী করল। -(মুসলিম)

আযানের পর বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাহির হওয়া মুনাফেকী

হাদীস : ১০০৭ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে আযান পেয়েছে, অতরর সে বের হয়ে গিয়েছে, অথচ সে কোন জরুরী কাজেও বের হয়নি এবং পুনরায় মসজিদে প্রত্যাবর্তনেরও ইচ্ছা রাখে না, সে হল মুনাফিক। -(ইবনে মাজাহ)

ওযর ব্যতীত জামাআত তরক করা না জায়েয

হাদীস : ১০০৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনেছে অথচ জামাআতে হাযির হয়নি, তার নামায নেই; কিন্তু যদি তার কোন গ্রহণীয় ওযর থাকে। -(দারা কুতনী)

অন্ধ লোকেরও জামায়াতে হাজির হতে হবে

হাদীস : ১০০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনা হচ্ছে সরীসৃপ ও হিংস্র জন্তুবহুল স্থান; আর আমি একজন অন্ধ মানুষ। অতএব, আমার জামাআতে হাযির না হওয়ার পক্ষে রুখসত (অনুমতি) আছে বলে আপনি কি মনে করেন? তিনি বললেন, তুমি 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাই আলাল ফালাহ' শুনে থাক কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তবে জামাআতে হাযির হবে এবং তাকে 'রুখসত' দিলেন না। -(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয় জামায়াতে নামায পড়া

হাদীস : ১০১০ ॥ হযরত উম্মুদ্দারদা (রা) বলেন, একদা (আমার স্বামী) আবুদ্দারদা অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এ রাগ হবার কারণ কি? তিনি বললেন, খোদার কসম, আমি উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয় এ ছাড়া আর কিছুই জানি না যে, তারা সকলে মিলে একত্রে নামায পড়ে। -(বোখারী)

ফযর নামাযের জামায়াত নফল নামাযের চেয়ে উত্তম

হাদীস : ১০১১ ॥ হযরত আবু বকর ইবনে সুলায়মান ইবনে হাসমাহ (রা) বলেন, একদা আমার বাবা সুলায়মান ইবনে আবু হাসমাহকে ফজরের নামাযে গেলেন না। অতপর হযরত ওমর (রা) বাজারের দিকে চললেন। সুলায়মান ঘর তখন মসজিদে নববী ও বাজারের মধ্যবর্তী জায়গায় ছিল। হযরত ওমর (রা) পথ চলতে সুলায়মানের মা বিবি শাফার সাক্ষাৎ পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ফজরের নামাযে সুলায়মানকে যে দেখলাম না। তিনি উত্তর করলেন, সে সার-রারাত্রি (নফল) নামায পড়েছে। অতপর তার চক্ষুদ্বয় ঘুমে অভিভূত হয়ে গেছে। এটা শুনে হযরত ওমর (রা) বললেন, আমি ফজরের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হই- এটা আমার কাছে সারারাত্রি নফল পড়া অপেক্ষা পছন্দীয়। -(মালিক)

দু'জন লোক হলেই নামাযের জামাআত হয়

হাদীস : ১০১২ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু'ব্যক্তি বা তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক হলেই জামাআত হয়। -(ইবনে মাজাহ)

মহিলারা জামাআতে নামায পড়তে পারে

হাদীস : ১০১৩ ॥ বেলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীলোকদের মসজিদে আপন আপন অংশ গ্রহণ করতে বাধা দিও না যখন তারা তোমাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন বেলাল বললেন, খোদার কসম, আমি তাদের নিশ্চয় বাধা দিব। এ শুনে হযরত আবদুল্লাহ বললেন, (পামর!) আমি বলছি রাসূল (স) বলেছেন, (তাহাদের বাধা দিও না) আর তুই বলছিস 'আমি নিশ্চয় তাদের বাধা দিব।'

সালেমের বর্ণনায় আছে, সালেম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমার ভাই বেলালের উত্তর শুনে আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ তার প্রতি লক্ষ করে তাকে এরূপ ভর্ৎসনা করলেন যেরূপ ভর্ৎসনা তিনি তাকে করতে আমি আর কখনও শুনি নাই এবং বলেন, আমি তোকে রাসূল (স)-এর কথা শুনিয়েছি আর তুই বলিস খোদার কসম আমি নিশ্চয় তাদের বাধা দিব। -(মুসলিম)

মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ নেই

হাদীস : ১০১৪ ॥ তাবেয়ী মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার পরিবারকে মসজিদে আসতে বাধা না দেয়। এটা শুনে হযরত আবদুল্লাহ বললেন, (পাজি) আমি তোকে রাসূল (স)-এর বাণী শুনিয়েছি আর তুই বলিস এটা! বর্ণনাকারী বলেন, অতপর হযরত আবদুল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেন নি। -(আহমদ)

সপ্তম অধ্যায়

ছফের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযের কাতার সোজা না হলে চেহারা বিকৃত হবে

হাদীস : ১০১৫ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের ছফ সোজা করতেন যেন উহার সাথে তিনি তীর সোজা করছেন। যাবৎ না তিনি বুঝতে পারতেন যে, আমরা এটা তার কাছে হতে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারছি। পরে একদিন তিনি ঘর হতে বের হলেন এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে উদ্যত হলেন, এ সময় দেখলেন, এক ব্যক্তির বুক ছফ হতে সামনে বেড়ে গেছে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর বান্দাগণ! হয় তোমরা ঠিকমত তোমাদের ছফ সোজা করবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের চেহারাসমূহের (মধ্যে) বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দিবেন। -(মুসলিম)

নামাযে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নামাযের তকবীর বলা হল, অতপর রাসূল (স) আমাদের প্রতি মুখ ফিরালেন এবং বললেন, তোমাদের ছফ সোজা কর এবং পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি তোমাদের আমার পিছন দিক হতে দেখে থাকি। -(বোখারী)

নামায পূর্ণ করতে হলে ছফ ঠিক করতে হবে

হাদীস : ১০১৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ছফ টিক করবে। কেননা, ছফ টিক করা নামায প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাযে কাতার আকা-বাঁকা করা

হাদীস : ১০১৮ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) নামাযে আমাদের বাহুমূলসমূহকে পরস্পরে মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়াইও না, তাতে তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে থাকে। অতপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী তারা। তারপর যারা উভয় ব্যাপারে এদের নিকটবর্তী তারা। অতপর আবু মাসউদ বলেন, দুঃখের বিষয়, তোমরা আজ অত্যন্ত ভিন্নমুখী। -(মুসলিম)

মসজিদে হৈচৈ করা যাবে না

হাদীস : ১০১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারাই যেন আমার কাছে দাঁড়ায়, অতপর যারা এদের নিকটবর্তী। এরূপ তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, সাবধান! মসজিদে বাজারের ন্যায় হৈ চৈ করা হতে বেঁচে থাকবে। -(মুসলিম)

সামনের কাতারে দাঁড়ানোতে সওয়াব বেশি

হাদীস : ১০২০ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার আপন সাহাবীদের মধ্যে কারও কারও নামাযে পিছনে থাকার ভাব লক্ষ্য করে বললেন, সামনে অগ্রসর হও এবং আমার অনুসরণ কর যাতে পশ্চাতে লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। কতক লোক সর্বদা এইরূপ পিছনে থাকতে চাবে, ফলে আল্লাহ তাআলাও তাদের পিছনে রাখবেন। -(মুসলিম)

নামাযে ফেরেশতাদের ন্যায় সারি বাঁধতে হয়

হাদীস : ১০২১ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে আসলেন এবং দেখলেন, আমরা বৃত্তাকারে দলে দলে বিভক্ত। তখন তিনি বললেন, তোমাদের আমি বিচ্ছিন্নভাবে কেন দেখছি? অতপর আর একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, কেন তোমরা ফেরেশতাদের ন্যায় সারি বেঁধে দাঁড়াচ্ছ না, যেমন তাঁরা তাঁদের প্রভুর কাছে সারি বেঁধে দাঁড়ায়? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর কাছে কিরূপে সারি বেঁধে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, প্রথম প্রথম সারিসমূহ পূর্ণ করে এবং সারিতে পরস্পরে মিলিয়ে দাঁড়ায়। −(মুসলিম)

স্ত্রীলোকদের জন্য নামাযের শেষের কাতার ভাল

হাদীস : ১০২২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পুরুষ লোকের ছফসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ছফ হল প্রথম ছফ এবং সর্বনিকৃষ্ট ছফ হল শেষ ছফ, আর স্ত্রীলোকের ছফসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ছফ হল শেষ ছফ এবং নিকৃষ্ট ছফ হল প্রথম ছফ।−(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাতারের ফাঁকে শয়তান প্রবেশ করে

হাদীস : ১০২৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল করীম (সা) বলেছেন, তোমরা ছফসমূহে পরস্পরে মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং উহাদের কাছে কাছে রাখবে আর তোমাদের ঘাড়সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখবে। সেই খোদার কসম, যার হাতে আমার জান রয়েছে। নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি, সে ছফের ফাঁকসমূহে প্রবেশ করে, যেন কালো ভেড়ার বাচ্চা।−(আবু দাউদ)

নামাজে প্রথম কাতার আগে পূরণ করবে

হাদীস : ১০২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রথম ছফকে প্রথমে পূর্ণ করবে অতপর তার সংলগ্ন পেছনে ছফকে, যা কমতি থাকে তা যেন সর্বশেষ ছফে থাকে।−(আবু দাউদ)

নামাজে প্রথম রাকাতে সওয়াব বেশি

হাদীস : ১০২৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ 'সালাত' পাঠান সেসব লোকের প্রতি, যারা প্রথম ছফসমূহের নিকটবর্তী এবং আল্লাহর কাছে সেই পা বাড়ানোর ন্যায় কোনো পা বাড়ানোই এত অধিক প্রিয় নহে, যা ছফ ঠিক করার নিমিত্তে বাড়ানো হয়ে থাকে।−(আবু দাউদ) যঈফ-২২৪

নামাজে ডানদিক থেকে বরকত বর্ষিত হয়

হাদীস : ১০২৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ 'সালাত' পাঠান ছফের ডানদিকসমূহের প্রতি।−(আবু দাউদ) যঈফ — ২২৫

কাতার সোজা হলে তাকবীর দিতে হয়

হাদীস : ১০২৭ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, যখন আমরা নামাজের জন্য দাঁড়াতাম রাসূল (স) আমাদের ছফ ঠিক করতেন। যখন আমরা ঠিক হয়ে যেতাম, তিনি তাকবীরে তাহরিমা বলতেন।−(আবু দাউদ)

নামাজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১০২৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আপন ডানদিকের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, 'সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমাদের ছফ ঠিক কর।' এরূপে বাঁ দিকের প্রতি লক্ষ করে বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমাদের ছফ টিক কর।−(আবু দাউদ) যঈফ — ২২৬ * তবে এই বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে।

নামাজে বাহুমূল নরম রাখতে হয়

হাদীস : ১০২৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা নামাজের মধ্যে নিজেদের বাহুমূলসমূহকে নরম রাখে।−(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাজের পেছনে দেখতেন

হাদীস : ১০৩০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, সোজা হও! সোজা হও! খোদার কসম, আমি তোমাদের দেখে থাকি আমার পেছন দিক হতে, যেভাবে তোমাদেরকে দেখে থাকি আমার সামনে।−(আবু দাউদ)

নামাজের প্রথম কাতারে বরকত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ১০৩১ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বললেন, প্রথম ছফের প্রতি আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণের 'সালাত' হোক। এটা শুনে সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বিতীয় ছফের প্রতিও। তিনি বললেন, প্রথম ছফের প্রতি আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণের 'সালাত' হোক। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বিতীয় ছফের প্রতিও। তিনি বললেন, প্রথম ছফের প্রতি আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণের 'সালাত' হোক। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বিতীয় ছফের প্রতিও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, দ্বিতীয় ছফের প্রতিও। রাসূল (স) আরো বললেন, তোমরা তোমাদের ছফ সোজা করবে, তোমাদের বাহুমূলসমূহকে একে অন্যের সাথে সমপর্যায়ে রাখবে এবং তোমাদের ভাইদের হাতে উহাদের নরম রাখবে অর্থাৎ তারা মিলাতে চাইলে মিলে যাবে, আর তোমাদের মধ্যকার ফাঁকসমূহকে পূর্ণ করবে। কেননা, শয়তান তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে ছোট কাল ভেড়ার বাচ্চার ন্যায়।-(আহমদ)

ছফ মিলিয়ে দাঁড়ালে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১০৩২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ছফ সোজা করবে, বাহুমূলসমূহকে সমপর্যায়ে রাখবে, ফাঁকসমূহ পূর্ণ করবে এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম থাকবে মধ্যখানে শয়তানের (জন্য) ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি ছফকে মেলায়, আল্লাহও তাকে মেলান। আর যে ব্যক্তি ছফকে পৃথক করে, আল্লাহও তাকে পৃথক করেন।-(আবু দাউদ)

নাসায়ী শুধু যে ব্যক্তি ছফকে মিলায় হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

নামাজে ইমাম মধ্যস্থলে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমামকে মধ্যস্থলে রাখবে এবং পরস্পরের মধ্যকার ফাঁক পূর্ণ করবে।-(আবু দাউদ)

নামাজে পেছনে দাঁড়ানো উচিত নয়

হাদীস : ১০৩৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেন, লোক সর্বদা প্রথম ছফ হতে পেছনে থাকতে চাহে, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পিছাইতে পিছাইতে দোযখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেবেন। -(আবু দাউদ)

নামাজের পেছনে দাঁড়ালে নামাজ আবার পড়তে হয়

হাদীস : ১০৩৫ ॥ হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে ছফের পেছনে একা নামাজ পড়তে দেখলেন এবং তাকে নামাজ পুনরায় পড়তে নির্দেশ দিলেন।-(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

অষ্টম অধ্যায়

ইমাম ও মোক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজী দুজন হলে ইমাম বাঁ দিকে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার আমি আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করছিলাম। দেখলাম তথায় রাসূল (স) তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছেন। আমি গিয়ে তার বাঁ দিকে দাঁড়ালাম। এটা দেখে তিনি আপন পিঠের পেছন দিয়ে আমার হাত ধরলেন এবং এইরূপে আপন পিঠের পেছন দিয়েই আমাকে তার ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজী তিনজন হলে ইমাম সামনে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৩৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন আর আমি এসে তাঁর বাঁ দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে ঘুরাইয়া তাঁর ডানদিকে দাঁড় করালেন। অতপর জাব্বার ইবনে সাখর এসে রাসূল (স)-এর বাঁদিকে দাঁড়াল। এ সময় তিনি আমাদের উভয়ের হাত ধরলেন এবং ঠেলে আমাদের তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।-(মুসলিম)

মহিলাগণ নামাজের পেছনে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৩৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি ও একজন ইয়াতীম আমাদের ঘরে রাসূল (স)-এর পেছনে নামাজ পড়লাম। আর (আমার মা) উম্মে সুলাইম আমাদের পেছনে।-(মুসলিম)

নামাজে দুজন পুরুষ একজন মহিলা দাঁড়ানোর নিয়ম

হাদীস : ১০৩৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে এবং আমার মাকে অথবা আমার খালাকে (রাবীর সন্দেহ আনাস কী বলেছেন) নিয়ে নামাজ পড়লেন। অতপর আনাস বলেন, তখন তিনি আমাকে ডানদিকে এবং স্ত্রী লোকটিকে আমার পেছনে দাঁড় করালেন।-(মুসলিম)

দ্রুত নামাজে শরীক হতে হয়

হাদীস : ১০৪০ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছলেন। তখন তিনি রুকুতে ছিলেন। এটা দেখে তিনি ছফে পৌঁছবার পূর্বেই (তাকবীরে তাহরীমা বলে) রুকুতে গেলেন। অতপর এক কদম হেঁটে ছফে পৌঁছলেন। তিনি এটা রাসূল (স)-কে জানালেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার (এবাদতের) লোভ বাড়িয়ে দিন। পুনরায় এরূপ করিও না।-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে তিনজন হলে একজন সামনে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৪১ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যখন তিনজন হই, তখন আমাদের মধ্য হতে একজন যেন আগে বাড়িয়ে যায়।-(তিরমিযী

ইমাম উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে নামাজ হবে না

হাদীস : ১০৪২ ॥ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন মাদায়েনে লোকের ইমামত করছিলেন এবং নিজে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন আর লোকসকল তা অপেক্ষা নিচে দাঁড়িয়েছিল। এটা দেখে হযরত হুজায়ফা (রা) আগে বাড়লেন এবং তার হাত ধরলেন। আম্মার তার অনুসরণ করলেম এবং হুজায়ফা (রা) তাকে নিচে নামিয়ে দিলেন। অতপর হযরত আম্মার নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করলে হযরত হুজায়ফা (রা) তাকে বললেন, আপনি শুনেননি যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ লোকের ইমামত করে, তখন সে যেন তাদের অপেক্ষা উঁচু জায়গায় না দাঁড়ায়। হুজুর এটা অথবা এটার অনুরূপ বলেছেন। তখন হযরত আম্মার বললেন, এ কারণেই তো আমি আপনার অনুসরণ করলাম। যখন আপনি আমার হাত ধরলেন।-(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর মিম্বর ছিল ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি

হাদীস : ১০৪৩ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, যে রাসূল (স)-এর মিম্বর কিসের তৈরি ছিল? তিনি বললেন, উহা জঙ্গলের ঝাউগাছের ছিল। অমুক স্ত্রী লোকের গোলাম রাসূল (স)-এর জন্য উহা তৈরি করেছিলেন। রাসূল (স) উহার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন, যখন উহা তৈরি করা হয়েছিল এবং মসজিদে রাখা হয়েছিল। তিনি উহার ওপর উঠে কেবলার দিকে ফিরলেন এবং তকবীরে তাহরিমা বললেন, আর লোকসকল তার পেছনে দাঁড়াল। তিনি কেরাত পড়লেন এবং রুকু করলেন, লোকও তার পেছনে রুকু করলেন। অতপর তিনি মাথা উঠালেন, অতপর পেছনে সরে এলেন এবং জমিনের ওপর সিজদা দিলেন। পুনরায় তিনি মিম্বরে উঠলেন অতপর কিরআত পড়লেন, রুকু করলেন, রুকু হতে মাথা উঠালেন, অতপর পেছনে সরলেন এবং জমিনের ওপর সিজদা দিলেন।-বোখারী মোত্তাফাক আলাইহির বর্ণনায়ও প্রায় এরূপ রয়েছে। তবে উহার শেষের দিকে রয়েছে, যখন তিনি নামাজ সমাপ্ত করলেন লোকের প্রতি লক্ষ করে বললেন, লোকসকল! আমি এটা এজন্য করলাম, যাতে তোমরা সঠিকভাবে আমার নামাজ অবগত হতে পার এবং আমার অনুসরণ করতে পার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বালকেরা নামাজের শেষে দাঁড়াবে

হাদীস : ১০৪৪ ॥ হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) একদা লোকদের বললেন, আমি কি আপনাদের রাসূল (স)-এর নামাজ কেমন ছিল তা বাতলাইব না? পরবর্তী রাবী বলেন, অতপর তিনি নামাজ কায়েম করলেন। প্রথমে পুরুষের সারি দাঁড় করালেন এবং তার পেছনে ছেলেদের সারি। অতপর তিনি তাদের নামাজ পড়ালেন এবং তারপর তিনি রাসূল (স)-এর নামাজের বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, তিনি বলেছেন, এরূপই আমার উম্মতের নামাজ।-(আবু দাউদ)

বয়স্ক লোক প্রথম কাতারে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১০৪৫ ॥ হযরত কায়স ইবনে ওবাদ তাবেয়ী বলেন, একদিন আমি মসজিদে প্রথম ছফে নামাজ পড়ছিলাম, হঠাৎ আমার পেছন হতে এক ব্যক্তি আমাকে সজোরে টানল এবং আমার স্থান হতে সরিয়ে দিল। অতপর সে নিজে আমার স্থানে দাঁড়াল। খোদার কসম, রাগে আমার নামাজ পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। কিন্তু যখন সে

(আমাদের সাথে) নামাজ শেষ করল, দেখি তিনি যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব সাহাবী। তখন তিনি আমায় বললেন, হে যুবক! আল্লাহ তোমায় দুঃখিত না করুন! এটা আমাদের প্রতি রাসূল (স)-এর উপদেশ। আমরা যেন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। অতপর তিনি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনবার করে বললেন, খানায়ে কাবার রবের কসম, 'আহলে আকদ' ধ্বংস হয়েছে। অতপর বললেন, আমি তাদের ওপর দুঃখিত নই, দুঃখ তাদের ওপর, যারা তাদের গুমরা করে। কায়স বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু ইয়াকুব! আপনি 'আহলে আকদ' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন। তিনি বললেন, আমির অর্থাৎ শাসকমণ্ডলীকে। −(নাসায়ী)

নবম অধ্যায়

ইমামত করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে কুরআন ভালো পড়ে সে ইমাম হবে

হাদীস : ১০৪৬ ॥ হযরত আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের ইমামত করবে সে-ই, যে কোরআন ভালো পড়ে। যদি কোরআন পড়ায় সকলের সমান হয়, তবে যে সুন্নাহ বেশি জানে। যদি সুন্নাহও সকলের সমান হয়, তবে যে হিজরত করেছে সে। যদি হিযরতেরও সকলের সমান হয়, তবে যে বয়সে বেশি। কেউ যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামত না করে এবং তার বাড়িতে তার সম্মানের স্থলে না বসে তার অনুমতি ব্যতীত।−(মুসলিম)

তিন ব্যক্তির মধ্যে ভালো কোরআন পাঠকারী ইমাম হবে

হাদীস : ১০৪৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তিন ব্যক্তি হবে, তখন যেন তাদের মধ্য হতে একজন ইমামত করে এবং ইমামতের অধিকারী সে-ই, যে কোরআন অধিক ভালো পড়ে।−(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তম লোকেরা আজান দেবে

হাদীস : ১০৪৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের আজান যেন তোমাদের উত্তম লোকগণই দেয় এবং তোমাদের ইমামত যেন তোমাদের কারী লোকগণই করে।−(আবু দাউদ) যঈফ—২১৭

মুসাফির ব্যক্তি নামাজের ইমাম হবে না

হাদীস : ১০৪৯ ॥ তাবেয়ী হযরত আবু আতিয়্যা উকায়লী (রা) বলেন, সাহাবী হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরেস (রা) হাদীস প্রভৃতি আলোচনার জন্য আমাদের মসজিদে আসতেন। এমতাবস্থায় একদিন নামাজের সময় হয়ে গেল, আবু আতিয়্যা বলেন, তখন আমরা তাকে বললাম, হুজুর! আগে যান এবং নামাজ পড়িয়ে দিন। এটা শুনে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কাউকে আগে বাড়িয়ে দাও। সে যেন তোমাদের নামাজ পড়ায়। তবে আমি বলছি, আমি কেন তোমাদের নামাজ পড়াব না—আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো লোকসমাজে যাবে, সে যেন তাদের ইমামত না করে; বরং তাদের মধ্য হতেই কেউ যেন তাদের ইমামত করে।−(আবু দাউদ, তিরমীজি, ও নাসায়ী; কিন্তু নাসায়ী আপন বর্ণনা রাসূল (স)-এর বাণীতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।)

উম্মে মাকতুম নামাজে ইমামতি করেছেন

হাদীস : ১০৫০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাজে লোকের ইমামতি করার জন্য আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ।−(আবু দাউদ)

পলাতক দাসের নামাজ কবুল হয় না

হাদীস : ১০৫১ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না। (ক) পালাতক দাস, যাবৎ না সে ফিরে আসে, (খ) যে নারী রাত্রি যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট এবং (গ) মানুষের ইমাম, যাহাকে তারা নাপছন্দ করে। −(তিরমিযী)

লোকে যাকে পছন্দ করে না সে ইমাম হবে না

হাদীস : ১০৫২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি তাহাদের নামজ কবুল হবে না— (১) যে লোকদের ইমাম হয়েছে অথচ তারা তাকে নাপছন্দ করে, (২) যে নামাজ পড়তে আসে 'দেবারে', আর দেবার বলে (উত্তম) সময় চলিয়া যাওয়ার পর নামাজে আসাকে, (৩) যেকোনো স্বাধীনা নারীকে দাসীতে পরিণত করে।

−(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

যঈফ—২২০ * তবে অত্র হাদীসের প্রথম অংশ সহীহ।

কিয়ামতের পূর্বে ইমাম পাওয়া যাবে না

হাদীস : ১০৫৩ । হযরত সালামা বিনতে হুর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে এটাও একটি। মসজিদে সমবেত নামাজীগণ একে অন্যকে ঠেলিবে, কিন্তু তাদের নামাজ পড়িয়ে দিতে পারে এমন কোনো উপযুক্ত ইমাম পাবে না।—(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ–২২১

মৃতের জানাযা নামাজ পড়া ফরজ

হাদীস : ১০৫৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ প্রত্যেক ইমাম বা নেতার সহযোগে, সে ভালো লোক হোক বা খারাপ, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে। এরূপে নামাজ তোমাদের উপর ফরজ প্রত্যেক মুসলমানের পেছনে, চাই সে ভালো হোক কি মন্দ–যদিও সে কবীরা গুনাহ করে এবং প্রত্যেক মুসলমান মৃতের জানাজার নামাজ পড়া ফরজ– সে ভালো কি মন্দ, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে থাকে।—(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ যঈফ– ২২২

মক্কা বিজয়ের পর সকল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল

হাদীস : ১০৫৫ । হযরত আমর ইবনে সালেমা (রা) বলেন, আমরা লোক চলাচলের পথে একটি কূপের নিকটে বাস করতাম, যেথা দিয়ে পথারোহীরা চলাচল করত। আমরা তাদের জিজ্ঞেস করতাম, মানুষের কি হলো, মানুষের কি হলো? লোকটি কে? তারা উত্তর করত, লোকটি মনে করে তাকে আল্লাহ নবী করে পাঠিয়েছেন এবং তার প্রতি এরূপ এরূপ অহী নাজিল করেছেন। তখন আমি সে অহী বাণীটি এমনভাবে মুখস্থ করে নিতাম, যেন আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। কিন্তু আরবগণ তখন তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, তাকে তার গোত্রের সাথে বুঝতে দাও, যদি সে তাদের ওপর জয় লাভ করে তখন মনে করবে যে, সে সত্য নবী। যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল, প্রত্যেক গোত্রই ইসলাম গ্রহণে তাড়াতাড়ি করল এবং আমার পিতা আমাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করলেন। যখন তিনি গোত্রে প্রত্যাবর্তন করলেন, বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কাছে এক সত্য নবীর কাছে থেকে এলাম। তিনি বলে থাকেন এ নামাজ এ সময় পড়বে, ওই নামাজ ওই সময় পড়বে। যখন নামাজের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য হতে যেন কেউ আজান দেয় এবং যেন তোমাদের ইমামত সে ব্যক্তি করে, যে কোরআন অধিক জানে। তখন লোকেরা দেখল, আমা অপেক্ষা অধিক কোরআন জানে আর কেউ নেই। কেননা, আমি পথিকদের কাছে থেকে পূর্বেই মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। তখন তারা আমাকেই তাদের আগে বাড়িয়ে দিল, অথচ তখন আমি ছয় কি সাত বছরের ছেলে মাত্র। তখন আমার গায়ে একটি চাদর ছিল। যখন আমি সিজদা করতাম, উহা আমার পায়ে আটকে যেত, তখন গোত্রের এক স্ত্রী লোক বলল, তোমরা কি আমাদের হতে তোমাদের ইমামের লজ্জাস্থান ঢাকবে না? তখন তারা কাপড় খরিদ করল এবং আমার জন্য একটি জামা প্রস্তুত করল। আমি এ জামা পেয়ে এতই আনন্দিত হলাম যে, এর আগে কোনো জিনিস পেয়েও এত আনন্দিত হইনি।—(বোখারী)

মদীনায় একজন গোলাম ইমামতি করত

হাদীস : ১০৫৬ । হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর হিজরতের পূর্বে যখন প্রথম মুহাজির দল মদীনা পৌঁছলেন, তখন আমি হুজায়ফার গোলাম সালেম (রা) তাদের ইমামত করতেন। অথচ তাদের মধ্যে তখন হযরত ওমর ও আবু সালাম ইবনে আব্দুল আসাদের ন্যায় লোকও বিদ্যমান ছিলেন।—(বোখারী)

পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই ভাইয়ের নামাজ কবুল হয় না

হাদীস : ১০৫৭ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি তাদের নামাজ তাদের মাথার ওপর এক বিঘতও উঠানো হয় না। (১) যে ব্যক্তি লোকের ইমামত করে অথচ তারা তার ওপর নারাজ, (২) সেই স্ত্রী লোক, যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার ওপর নাখোশ এবং (৩) সে দুই ভাই, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।—(ইবনে মাজাহ)

যঈফ– ২২৩ (প্রথম অংশ সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত)

দশম অধ্যায়

ইমামের কর্তব্য কী

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু কাঁদলে নামাজ সংক্ষেপ করা যায়

হাদীস : ১০৫৮ । হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) অপেক্ষা কোনো ইমামের পেছনে এত সংক্ষেপ অথচ এত পূর্ণ নামাজ পড়ি নাই, এমনকি যখন তিনি কোনো শিশুর ক্রন্দন শুনতেন, তখন তার মা উদ্বিগ্ন হওয়ার আশঙ্কায় নামাজ সংক্ষেপ করতেন।—(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে হয়

হাদীস : ১০৫৯ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি অনেক সময় নামাজ শুরু করি, আর আমার ইচ্ছা থাকে উহাকে দীর্ঘ করার, কিন্তু যখন আমি কোনো শিশুর ক্রন্দন শুনি, তখন আমি আমার নামাজকে সংক্ষেপ করি। কেননা, আর ক্রন্দনে তার মাতার মনের উদ্বেগ যে বেড়ে যায়, তা আমি জানি।–(বোখারী)

নামাজে অনেক দুর্বল লোক থাকে

হাদীস : ১০৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ লোকের নামাজ পড়ায়, তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছে। অবশ্য যখন তোমাদের কেউ নিজে নিজে নামাজ পড়ে তখন সে যে পরিমাণ ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারে।–(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজ দীর্ঘায়িত করলে রাসূল (স) রাগান্বিত হতেন

হাদীস : ১০৬১ ॥ তাবেয়ী কায়স ইবনে আবু হাজেম বলেন, সাহাবী হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) আমাকে বলেছেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খোদার কসম, আমি ফজরের নামাজে বিলম্বে হাজির হই অমুকের কারণে। সে আমাকে দীর্ঘ নামাজ পড়ায়। আবু মাসউদ বলেন, সেই দিন ওয়াজে রাসূল (স)-কে আমি এমন রাগ করতে দেখেছি, যেরূপ তাকে আর কখনো দেখিনি। অতপর হুজুর বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ লোকদের (জামায়াত হবে) বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তোমাদের যে কেউ লোকদের যেকোনো নামাজ পড়াক না কেন, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কাজের চিন্তাগ্রস্ত লোক রয়েছে।–(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজ সঠিক নিয়মে পড়ার নির্দেশ

হাদীস : ১০৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের নামাজ পড়াবে, যদি তারা ঠিকমতো পড়ায় তা হলে তো উহা তোমাদের সকলের পক্ষেই আর বেঠিক পড়ালে উহা তোমাদের পক্ষে, কিন্তু তাদের বিপক্ষে।–(বোখারী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমামের উচিত নামাজ সংক্ষিপ্ত করা

হাদীস : ১০৬৩ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে শেষ যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো, যখন তুমি লোকদের ইমামত করবে, সংক্ষেপ করে তাদের নামাজ পড়াবে।–মুসলিম

তার অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) তাকে বললেন, তুমি তোমার লোকদের নামাজ পড়াবে। ওসমান বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! এ ব্যাপারে আমি আমার অন্তরে ভয় অনুভব করি। রাসূল (স) বললেন, নিকটে আস। অতপর তিনি আমাকে তার সামনে বসালেন এবং আমার বক্ষস্থলে আমার দুস্তনের মধ্যখানে হাত রাখলেন, তারপর বললেন, ফির, (আমি ফিরলাম) এবং তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন আমার দুই বাহুমূলের মধ্যস্থলে। অতপর বললেন, যাও। এবার তুমি তোমার লোকদের ইমামত করতে থাক। কিন্তু মনে রেখ যে ব্যক্তি লোকদের ।মত করবে সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ রয়েছে, তাদের মধ্যে রুগ্‌ণ ব্যক্তি রয়েছে, ঢাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কর্মব্যস্ত লোকও রয়েছে। হ্যাঁ, যখন তেমাদের কেউ একা নামাজ পড়বে তখন যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ পড়বে।

রাসূল (স) সূরা সাফফাত দিয়ে নামাজ পড়াতেন

হাদীস : ১০৬৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সংক্ষেপ করে নামাজ পড়াতে বলতেন, কিন্তু তিনি নিজে সূরা সাফফাত দ্বারা আমাদের ইমামত করতেন।–(নাসায়ী)

একাদশ অধ্যায়

মোকতাদীর কর্তব্য ও মাসবুকের করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজের মধ্যে কোনো অঙ্গ ইমামের পূর্বে চালনা করবে না

হাদীস : ১০৬৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর পেছনে নামাজ পড়তাম। যখন তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন আমাদের কেউ আপন পিঠ কুঁজ করত না, যে পর্যন্ত না রাসূল (স) আপন কপাল মাটিতে রাখতেন।–(বোখারী ও মুসলিম)

ইমামের পূর্বে রুকু-সিজদা জায়েজ নেই

হাদীস : ১০৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের নামাজ পড়ালেন। যখন তিনি নামাজ সম্পন্ন করলেন, আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা রুকু, সিজদা, কেয়াম ও সালাম আমার পূর্বে সামাধা করিও না। আমি নিশ্চয় তোমাদের দেখে থাকি আমার সামনের দিক হতে এবং আমার পশ্চাৎ দিক হতে।-(মুসলিম)

নামাজে সমস্ত বিষয় ইমামের পরে করতে হয়

হাদীস : ১০৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ইমামের আগে যাবে না। ইমাম যখন তাকবীর বলবেন, তোমরা তাকবীর বলবে। ইমাম যখন ওয়ালাদ্দাল্লীন বলবেন, তোমরা আমীন বলবে। ইমাম যখন রুকু করবেন তোমরা সাথে সাথে রুকু করবে এবং ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলবেন তোমরা সাথে সাথে বলবে আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকালহামদ।-(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজে সম্পূর্ণভাবে ইমামের অনুসরণ করতে হয়

হাদীস : ১০৬৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একদা ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তথা হতে পড়ে গেলেন, যাতে তার ডান পাশ আহত হলো। অতপর তিনি (ফরজ) নামাজসমূহের একটি নামাজ বসে পড়লেন, আর আমরাও তার পেছনে বসেই পড়লাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, বললেন, ইমাম এ জন্যই করা হয়, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বেন, তোমরাও দাঁড়িয়ে পড়বে এবং ইমাম যখন রুকু করবেন তোমরাও সাথে সাথে রুকু করবে। ইমাম যখন মাথা উঠাবেন তোমরাও সাথে সাথে মাথা উঠাবে। আর ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবেন, তখন তোমরা বলবে রাব্বানা লাকাল হামদ এবং ইমাম যখন বসে নামাজ পড়বেন তোমরা সকলে বসে পড়বে।

হুমাইদী বলেছেন, রাসূল (স)-এর বাণী-'ইমাম যখন বসে পড়বেন তোমরাও বসে পড়বে'-এটা তার পূর্ব রোগকালীন বাণী। অতপর রাসূল (স) বসে নামাজ পড়েছেন আর লোক তার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, অথচ তিনি তাদের বসে পড়তে নির্দেশ দেননি। নিয়িম হলো যে, রাসূল (স)-এর পর পর কার্যসমূহের শেষেরটিরই অনুসরণ করতে হয়।

বোখারীর বর্ণনা। ইমাম মুসলিম 'সকলে বসে পড়বে' শব্দ পর্যন্ত তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অপর এক বর্ণনা অনুসারে তিনি শেষের দিকে এ বাক্যটি বাড়িয়ে বলেছেন, আর ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করবে না এবং যখন ইমাম সিজদা করেন তোমরাও সিজদা করবে।'

রাসূল (স) বসে নামাজের ইমামতি করেছেন

হাদীস : ১০৬৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর রোগ বেড়ে গেল, একবার বেলাল তাকে নামাজের সংবাদ দিতে এল। তিনি বললেন, আবু বকরকে বলো মানুষের নামাজ পড়িয়ে দিতে। সুতরাং আবু বকর সে কয়েকদিন নামাজ পড়ালেন। অতপর একদিন রাসূল (স) কিছুটা সুস্থবোধ করলেন এবং দু ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন হযরত আবু বকর রাসূল (স)-এর পদধ্বনি শুনতে পেলেন, নিজে পেছনের সারিতে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাসূল (স) তাকে না সরতেই ইঙ্গিত করলেন। অতপর তিনি অগ্রসর হয়ে আবু বকরের বাঁ দিকে বসে গেলেন। তখন হযরত আবু বকর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। আর রাসূল (স) বসে (ইমামরূপে) নামাজ পড়তে রইলেন। (অর্থাৎ) হযরত আবু বকর রাসূল (স)-এর নামাজের একতেদা করলেন এবং লোক আবু বকরের নামাজের অনুসরণ করল।-(বোখারী ও মুসলিম)

ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে কঠিন শাস্তি

হাদীস : ১০৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, তার মাথাকে আল্লাহ তাআলা গাধার মাথায় রূপান্তর করে দেবেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে ইমামের এক্তেদা করতে হয়

হাদীস : ১০৭১ ॥ হযরত আলী ও মোয়াজ ইবনে যাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাজে উপস্থিত হবে, তখন ইমাম যে অবস্থায় যা করতে থাকবে সেও যেন তাই করে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরিব)

যদি ইমাম সিজদায় থাকেন তবে নতুন আগতরা সিজদায় যাবে

হাদীস : ১০৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যখন নামাজে উপস্থিত হও, আর আমরা যখন সিজদায় থাকি, তোমরাও সিজদা করবে। কিন্তু উহাকে কিছু গণ্য করবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি পূর্ণ এক রাকআত পেয়েছে, সে পূর্ণ নামাজই পেয়েছে।-(আবু দাউদ

যে একাধারে চল্লিশ দিন জামায়াতে নামাজ পড়ে সে বেহেশতি

হাদীস : ১০৭৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমায় শামিল হয়ে চল্লিশ দিন যাবৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে জামায়াতে নামাজ পড়েছে, তার জন্য দুটি মুক্তি নির্ধারিত রয়েছে–এক মুক্তি দোযখের আগুন হতে, আর অপর মুক্তি কপটতা হতে।–(তিরমিযী)

মসজিদে জামায়াত না পেলেও সমানসংখ্যক সওয়াব

হাদীস : ১০৭৪ ॥ হযরত হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অজু করেছে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করেছে অতপর মসজিদে গিয়েছে, কিন্তু গিয়ে দেখল যে, লোক নামাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে। আল্লাহপাক তাকে সে ব্যক্তির পরিমাণ সওয়াব দান করবেন, যে ব্যক্তি জামায়াতে হাজির হয়ে নামাজ সম্পন্ন করেছে, অথচ এটা তাদের সওয়াবেরও কোনো অংশ হ্রাস করবে না।–(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াত সওয়াব

হাদীস : ১০৭৫ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি (মসজিদে) এল অথচ রাসূল (স) নামাজ সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এটা দেখে তিনি বললেন, কেউ কি নেই যে, একে (জামায়াতের) সওয়াব দান করে। অর্থাৎ এর সাথে নামাজ পড়ে? অতপর এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং তার সাথে নামাজ পড়ল। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর জীবিতকালে আবু বকর (রা) নামাজ পড়ালেন

হাদীস : ১০৭৬ ॥ তাবেয়ী হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম (আম্মা), আপনি কি আমাকে রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের রোগ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা দান করবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূল (স)-এর রোগ যখন গুরুতর আকার ধারণ করল, তিনি একবার বললেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি ঢাল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তা করলাম। তিনি গোসল করলেন এবং খুব কষ্টে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পুনরায় জ্ঞান লাভ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি ঢাল। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূল (স) উঠে বসলেন এবং পুনরায় গোসল করলেন, অতপর দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পুনরায় জ্ঞান লাভ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষায় আছে। রাসূল (স) আবার বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি ঢাল। তিনি উঠে বসলেন এবং তৃতীয়বার গোসল করলেন, অতপর দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এবারও অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অতপর জ্ঞান লাভ করলেন এবং আবার জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষায় আছে।

(হযরত আয়েশা (রা) বলেন) লোকেরা তখন দ্বিতীয় এশার নামাজের জন্য রাসূল (স)-এর অপেক্ষায় মসজিদে অবস্থান করছিল। রাসূল (স) হযরত আবু বকরের কাছে লোক পাঠালেন, তিনি যেন লোকদের নামাজ পড়িয়ে দেন। বার্তাবাহক আবু বকরের কাছে পৌছে বলল, রাসূল (স) আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি যেন লোকদের নামাজ পড়িয়ে দেন। (হযরত আয়েশা বলেন) হযরত আবু বকর (রা) একজন কোমল হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন, হে ওমর! আপনি লোকদের নামাজ পড়িয়ে দিন। হযরত ওমর (রা) বললেন, আপনি এর জন্য অধিকতর যোগ্য। (হযরত আয়েশা (রা) বলেন) সুতরাং হযরত আবু বকরই সে কয়েকদিনের (১৭ দিনের) নামাজ পড়ালেন। অতপর একদিন রাসূল (স) কিছুটা উপসোম বোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির সাহায্যে, যাদের মধ্যে একজন হযরত আব্বাস ছিলেন। জোহরের নামাজের জন্য বের হলেন, আর তখন হযরত আবু বকর লোকদের নামাজ পড়াচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) যখন রাসূল (স)-কে দেখলেন, পেছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। তখন রাসূল (স) তাকে ইশারা করলেন, যেন পেছনে না সড়েন এবং সাথীদ্বয়কে বললেন, আমাকে আবু বকরের পাশে বসাও। সুতরাং তারা তাকে তার পাশে বসালেন এবং রাসূল (স) বসে রইলেন (অর্থাৎ দাঁড়াতে পারলেন না)।

রাবী ওবায়দুল্লাহ বলেন, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের রোগ সম্পর্কে আমাকে যে বিবরণ দান করেছেন, তা কি আপনার কাছে পেশ করব না? তিনি বললেন, করুন। অতপর আমি তার কাছে হযরত আয়েশা (রা)-এর বিবৃত বিবরণ পেশ করলাম। তিনি উহার কোনো অংশই অস্বীকার করলেন না। শুধুমাত্র এ কথাই জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি হযরত আব্বাসের সাথে ছিলেন, হযরত আয়েশা কি আপনাকে তার নাম বলেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি ছিলেন হযরত আলী (রা)।–(বোখারী ও মুসলিম)

জামায়াতে যে রুকু পায় সে পুরা নামাজ পায়

হাদীস : ১০৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, যে রুকু পেয়েছে সে পূর্ণ রাকআতই পেয়েছে, আর যার সূরা ফাতেহা ছুটে গেছে তার বহু কল্যাণই ছুটে গেছে।-(মালিক) যঈফ-২২৪

ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে শয়তানের হাত

হাদীস : ১০৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় বা নামায়, নিশ্চয় তার মাথা শয়তানের হাতে রয়েছে।-(মালিক) যঈফ-২২৫

দ্বাদশ অধ্যায়

এক নামাজ দুবার পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাসূল (স)-এর পেছনে নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১০৭৯ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, মুআজ ইবনে জাবাল রাসূল (স)-এর সাথে নামাজ পড়তেন, অতপর আপন লোকদের কাছে গিয়ে তাদের নামাজ পড়াতেন।-বোখারী ও মুসলিম)

মুয়াজ ইবনে জাবালের নামাজ ছিল নফল

হাদীস : ১০৮০ ॥ হযরত জাবেল (রা) বলেন, মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে এশার নামাজ পড়তেন। অতপর নিজের লোকদের কাছে গিয়ে তাদের এশার সেই নামাজ পড়াতেন, অথচ তার নামাজ ছিল নফল।-(বায়হাকী ও বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়িতে নামাজ পড়ার পর মসজিদের জামায়াতে নামাজের হুকুম

হাদীস : ১০৮১ ॥ হযরত ইয়াজিদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে তার বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি তার সাথে (মিনার) মসজিদে খায়ফে ফজরের নামাজ পড়লাম। যখন তিনি তার নামাজ সম্পন্ন করে পেছনে ফিরলেন, দেখলেন দুটি লোক জনমণ্ডলীর শেষ প্রান্তে রয়েছে, যারা তার সাথে নামাজ পড়েনি। রাসূল (স) বললেন, তাদের আমার কাছে আন। তখন তাদের আনা হলো, অথচ (ভয়ে) তাদের শরীর কাঁপছিল। রাসূল (স) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সাথে নামাজ পড়তে তোমাদের কিসে বাধা দিল? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের আবাসে নামাজ পড়ে এসেছি। তিনি বললেন, এরূপ করবে না। তোমরা যখন তোমাদের আবাসে নামাজ পড়বে, অতপর জামাআত হচ্ছে এরূপ মসজিদে উপস্থিত হবে, তখন তাদের সাথে নামাজ পড়বে। এটা তোমাদের জন্য নফল হবে।-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জামায়াতে নামাজ না পড়ার কারণে তিরস্কার

হাদীস : ১০৮২ ॥ তাবেয়ী হযরত বুসর ইবনে মেহজান তার পিতা মেহজান হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা একদা রাসূল (স)-এর সাথে এক মজলিসে ছিলেন। তখন নামাজের আজান হলো এবং রাসূল (স) দাঁড়ালেন। অতপর নামাজ পড়লেন ও প্রত্যাবর্তন করলেন, অথচ মেহজান তখনো নিজ জায়গায়ই আছেন। এটা দেখে রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে লোকের সাথে নামাজ পড়তে কিসে বাধা দিল, তুমি কি একজন মুসলমান নও? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়। তবে আমি আমার ঘরে নামাজ পড়ে নিয়েছি। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, যখন তুমি নামাজ পড়ে মসজিদে আসবে আর মসজিদে তখন নামাজ শুরু হবে, তুমিও লোকের সাথে নামাজে শরিক হয়ে যাবে, যদিও তুমি (ঘরে) নামাজ পড়ে থাক। -(মালিক ও নাসায়ী)

জামাআত না পেলেও সওয়াব পাওয়া যায়

হাদীস : ১০৮৩ ॥ আসাদ ইবনে খোযায়মা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে, সে সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, আমাদের মধ্যে কেউ ঘরে নামাজ পড়ে মসজিদে আসে এবং তথায় নামাজ শুরু হয়েছে দেখে তাদের সাথে নামাজ পড়ে অর্থাৎ, আমিই এরূপ করি, কিন্তু এতে মনে যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করি। তখন হযরত আবু আইয়ুব (রা) বললেন, আমরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এটা তার জন্য জামাআতের (সওয়াবের) অংশবিশেষ। -(মালিক ও আবু দাউদ) যঈফ-২২৬

নামাজের জামাআত হলেই নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১০৮৪ ॥ হযরত ইয়াজীদ ইবনে আমের (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর কাছে এলাম তখন তিনি নামাজে ছিলেন। আমি বসে রইলাম এবং তাদের সাথে নামাজে শামিল হলাম না। যখন রাসূল (স) নামাজ শেষ করে আমাদের দিকে ফিরলেন, আমাকে বসা দেখলেন এবং বললেন, হে ইয়াজিদ! তুমি কি মুসলমান হওনি? আমি উত্তর করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি মুসলমান হয়েছি। রাসূল (স) বললেন, তা হলে তুমি তাদের সাথে নামাজে শমিল হলে না কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার আবাসে নামাজ পড়ে নিয়েছি। আমি মনে করেছি আপনারা নামাজ পড়ে নিয়েছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি কোনো নামাজের স্থানে পৌঁছাবে আর লোকদের নামাজে দেখবে তখন তাদের সাথে নামাজে শামির হয়ে যাবে যদিও তুমি নামাজ পড়ে ফেলেছ। তোমার এ নামাজ নফল হবে এবং ঐ নামাজ ফরজ হবে।–(আবু দাউদ) পৃষ্ঠা–২২৭

নামাজের সওয়াবের অধিকার একমাত্র আল্লাহর

হাদীস : ১০৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কখনো ঘরে নামাজ পড়ি, অতপর মসজিদে এসে ইমামের সাথে জামাআতের নামাজও পাই। আমি কি তার সাথে পুনরায় নামাজ পড়ব? তিনি তাকে উত্তর করলেন, হ্যাঁ। অতপর সে ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি আমার কোন নামাজকে ফরজ গণ্য করব? তখন হযরত ইবনে ওমর বললেন, এ অধিকার কি তোমার আছে? এ অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তিনি উভয়ের মধ্যে যেটিকে ইচ্ছা ফরজরূপে গণ্য করবেন।–(মালিক)

যেকোনো নামাজ একদিনে দুবার পড়া যাবে কি না

হাদীস : ১০৮৬ ॥ হযরত মায়মুনার (আযাদকৃত) গোলাম তাবেয়ী হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেন, একদা আমরা বালাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে এলাম। তখন তারা নামাজ পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে শামিল ছিলেন না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাদের সাথে নামাজ পড়ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি নামাজ পড়েছি এবং আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কোনো নামাজ একদিনে দুবার পড়বে না।–(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ফজর ও মাগরিব নামাজ দুবার পড়া যায় না

হাদীস : ১০৮৭ ॥ হযরত নাফে (রা) বলেন, হযরহ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি মাগরিব অথবা ফজরের নামাজ প্রথমে একবার পড়েছে, অতপর ইমামের সাথে পেয়েছে সে যেন ঐ দু নামাজ পুনরায় না পড়ে।–(মালিক)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুন্নত নামাজ ও উহার ফযীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

বার রাকআত নামাজ পড়লে বেহেশতে ঘর নির্মিত হয়

হাদীস : ১০৮৮ ॥ হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে এক দিন রাতে বার রাকআত নামাজ পড়বে, তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার রাকআত যোহরের (ফরজের) পূর্বে, দু রাকআত উহার পরে, দু রাকআত (ফরজের) পরে, দু আকআত এশার (ফরজের) পরে এবং দু রাকআত ফজরের (ফরজের) পূর্বে।–(তিরমিযী)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে, উম্মে হাবীবা বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যেকোনো মুসলমান বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরজ ব্যতীত প্রত্যহ বার রাকআত নফল নামাজ পড়বে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

সোবহে সাদেকের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়া ভালো

হাদীস : ১০৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাথে তার ঘরে যোহরের পূর্বে দুই রাকআত, পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত এবং এশার পরে দুই রাকআত নামাজ পড়েছি। অতপর তিনি বলেন, হযরত হাফসা (রা) আমাকে বলেছেন, সোহবে সাদেক (উষা) প্রকাশিত হওয়ার পরে রাসূল (স) দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়তেন।–(বোখারী ও মুসলিম)

জুমআর নামাজের পর ঘরে না আসা পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই

হাদীস : ১০৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) জুমুআর পরে যে পর্যন্ত না আপন ঘরে ফিরতেন কোনো নামাজ পড়তেন না। অতপর আপন ঘরেই তিনি দুই রাকআত নামাজ পড়তেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১০৯১ ॥ তাবেয়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রা) বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূল (স)-এর নফল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঘরে যোহরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন, অতঃপর বের হতেন এবং লোকদের নামাজ পড়াতেন। পুনরায় আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকআত নামাজ পড়তেন। এরূপে তিনি লোকদের মাগরিবের নামাজ পড়াতেন। তারপর আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকআত নামাজ পড়তেন, অতপর লোকদের এশার নামাজ পড়াতেন। তারপর আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামাজ পড়তেন। এ ছাড়া তিনি রাতে নয় রাকআত নামাজ পড়তেন, বিতরও যার অন্তর্গত ছিল। তিনি কোনো কোনো সময় দীর্ঘ রাত ধরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন, আবার রাতে অনেকক্ষণ ধরে বসেও নামাজ পড়তেন। কিন্তু যখন কেরাআত দাঁড়িয়ে পড়তেন রুকু এবং সিজদাও দাঁড়িয়েই করতেন এবং যখন কেরাআত বসে পড়তেন রুকু সিজদাও বসেই করতেন। যখন সোবহে সাদেক আরম্ভ হতো, দুই রাকআত (সুন্নত) নামাজ পড়তেন। -(মুসলিম)

ফজরের দুই রাকআত নামাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ

হাদীস : ১০৯২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নফল নামাজসমূহের মধ্যে কোনো নামাজের প্রতিই এত অধিক লক্ষ্য রাখতেন না, যত না অধিক লক্ষ্য রাখতেন ফজরের দুই রাকআতের প্রতি।-(বোখারী ও মুসলিম)

ফজরের দুই রাকআত নামাজ দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের চেয়ে উত্তম

হাদীস : ১০৯৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ফজরের (পূর্বের) দুই রাকআত নামাজ দুনিয়া ও উহার সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম।-(মুসলিম)

মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নত পড়া যায়

হাদীস : ১০৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নফল নামাজ পড়ে নিও। তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নফল নামাজ পড়িও। কিন্তু তৃতীয়বার বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে। এটা আমি এ আশঙ্কায় বললাম, যাতে মানুষ এ নামাজকে সুন্নত (মোআক্কাদা) না করে ফেলে।-বোখারী ও মুসলিম

জুমুআর পরে চার রাকআত সুন্নত নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১০৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জুমুআর পর নামাজ পড়তে চায়, সে যেন চার রাকআত পড়ে।-(মুসলিম)

কিন্তু তার অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমুআর নামাজ পড়বে, সে যেন উহার পর চার রাকআত নামাজ পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জোহরের পূর্বে ও পরে ছয় রাকআত নামাজ পড়ার ফজিলত

হাদীস : ১০৯৬ ॥ হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার এবং উহার পর চার রাকআত নামাজ পড়েছে তাকে আল্লাহ পাক দোযখের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।-(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

জোহরের চার রাকআত সুন্নাত নামাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ

হাদীস : ১০৯৭ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জোহরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ, যার মধ্যখানে সালাম থাকবে না, উহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে।

-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আসমানের দরজা খোলা হয়

হাদীস : ১০৯৮ ॥ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) বলেন, রাসূল (স) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জোহরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন এবং বলতেন যে, এ এমন একটি সময়, যাতে আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়ে তাকে। অতপর আমি ভালোবাসি যে, সে সময় আমার একটা নেক আমল তথায় উঠুক।-(তিরমিযী)

আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়লে কল্যাণ হয়

হাদীস : ১০৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন তার প্রতি, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়েছে।-আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ

রাসূল (স) আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১০০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন এবং মধ্যখানে ফেরেশতাগণ ও তাদের অনুসারী মুমিন মুসলমানগণের প্রতি সালাম ফিরানোর দ্বারা উহাদের পৃথক করতেন।-(তিরমিযী)

আসরের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১০১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আসরের পূর্বে দুই রাকআত (নফল) নামাজ পড়তেন। যঈফ — ২২৮ -(আবু দাউদ)

মাগরিবের পর ছয় রাকআত আওয়াবীন নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (র) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামাজ পড়ছে, ঐ সময়ে উহাদের মধ্যে সে কোনো মন্দ বাক্য উচ্চারণ করেনি, তার সে নামাজ বার বছরের ইবাদতের সমান গণ্য করা হবে।-(তিরমিযী)

এবং তিরমিযী হাদীসটি হাসান ও গরীব বর্ণনা করে বলেন, ওমর ইবনে আবী খাসআম রাবীর সূত্র ব্যতীত অপর কোনো সূত্রে আমরা হাদীসটি অবগত নই। ইমাম বোখারী তাকে মোনকার অভিহিত করেছেন বলে শুনেছি এবং নেহায়েত যয়ীফ বলেছেন। যঈফ — ২২৯

মাগরিবের পর বিশ রাকআত নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১১০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকআত নামাজ পড়েছে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একখানা ঘর তৈরি করবেন।-তিরমিযী জাল — ২৩০

এশার পর চার রাকআত নামাজ সুন্নত

হাদীস : ১১০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই এশার নামাজ পড়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি চার রাকআত অথবা ছয় রাকআত নামাজ পড়তেন।-আবু দাউদ যঈফ — ২৩১

ফজরের পূর্বে দুই রাকআত মাগরিবের পর দুই রাকআত সুন্নত

হাদীস : ১১০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, (কোরআন পাকের সূরা তূরে) তারকারাজির অস্ত যাওয়ার কালে যে নামাজের কথা বলা হয়েছে, তা হলো ফজরের পূর্বেই দুই রাকআত এবং (সূরা কাফে) নামাজের পরে যে নামাজের কথা বলা হয়েছে তা হলো মাগরিবের ফরজ নামাজের পরের দুই রাকআত।-(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ যঈফ — ২৩২

শেষ রাতের চার রাকআত নামাজে অনেক সওয়াব

হাদীস : ১১০৬ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জোহরের পূর্বে চার রাকআত (নামাজ) সওয়াবে শেষ রাতের চার রাকআত নামাজের সমান গণ্য করা হয়। সে সময় কোনো বস্তুই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা ছাড়া থাকে না। অতপর রাসূল (স) এই আয়াত পাঠ করলেন, (তারা কি আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি করে না?) যার ছায়াসমূহ ডানে ও বাঁয়ে ঢলে তাকে আল্লাহর সিজদায়, তার (বিধানের) প্রতি নতি স্বীকার করে।-(তিমমিজী, আর বায়হাকী শুআবুল ঈমানে) যঈফ — ২৩৩

আসরের পর দুই রাকআত নামাজ নিয়মিত পড়তে হয়

হাদীস : ১১০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) আসরের পর আমার ঘরে দুই রাকআত নামাজ পড়া কখনো ত্যাগ করেননি।-(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কসম তার, যিনি তাকে নিয়ে গেছেন, তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা পর্যন্ত কখনো এ দুই রাকআত নামাজ ত্যাগ করেননি।

টীকা ....

১১০৮ নং হাদীসের ॥ অনেক হাদীসে আছে রাসূল (স) আসরের পর নফল নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আসরের পর দুই রাকআত নামাজ পড়া শুধু রাসূল (স)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল।

মাগরিবের পর দুই রাকআত নামাজ সুন্নত

হাদীস : ১১০৮ ॥ হযরত মুখতার ইবনে ফুলফুল তাবেয়ী বলেন, আমি একবার হযরত আনাস (রা)-কে আসরের পর দুই রাকআত নফল পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হযরত ওমর (রা) আসরের পর যারা নামাজে হাত বাঁধতেন তাদের হাতে আঘাত করতেন। অবশ্য আমরা রাসূল (স)-এর যমানায় সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়াতাম। (মুখতার বলেন,) তখন আমি হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) আমাদের পড়তে দেখতেন, তবে আদেশ করতেন না এবং নিষেধ করতেন না।-(মুসলিম)

মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১০৯ ॥ হযরত আনাস ((রা) বলেন, আমরা মদীনায় এরূপ ছিলাম, যখন মুআজ্জিন মাগরিবের নামাজের আজান দিতেন, আমরা তাড়াতাড়ি করে মসজিদের খুঁটিসমূহের দিকে যেতাম এবং দুই রাকআত নামাজ পড়তে থাকতাম, যাতে কোনো আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করে অধিক লোককে নামাজ পড়তে দেখে মনে করত যে, (জামায়াতের) নামাজ বুঝি শেষ হয়ে গেল।-(মুসলিম)

মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১১১০ ॥ তাবেয়ী হযরত মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা আমি সাহাবী হযরত ওকবা জুহানীর কাছে পৌছে বললাম, আমি আপনাকে তাবেয়ী আবু তামীম সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর কথা শুনাব কি? তিনি মাগরিবের ফরজের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়ে থাকেন। তখন হযরত ওকবা বললেন, আমরাও রাসূল (স)-এর যমানায় তা পড়তাম। আমি বললাম, তাহলে এখন আপনাকে তা পড়তে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, কাজের ব্যস্ততা।-(বোখারী)

নফল নামাজ কোথায় পড়তে হয়

হাদীস : ১১১১ ॥ হযরত কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বনী আবদুল আশহাল গোত্রে মসজিদে উপস্থিত হলেন এবং তথায় মাগরিবের নামাজ পড়লেন। তারা যখন ফরজ নামাজ শেষ করল, রাসূল (স) দেখলেন, তারা সকলেই উহার পর কিছু নফল নামাজ পড়তে ব্যাপৃত হয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা ঘরের নামাজ।-(আবু দাউদ)

রাসূল (স) দীর্ঘ কেরআতে কোন নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১১২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মাগরিবের পর দুই রাকআত সুন্নতে কেরাআত এত দীর্ঘ করতেন যে, ততক্ষণে সমস্ত লোক মসজিদ হতে বিদায় হয়ে যেত।-(আবু দাউদ যঈফ-২৩৪

মাগরিবের নামাজের পর কথা না বলে নামাজ পড়া

হাদীস : ১১১৩ ॥ তাবেয়ী মাকহুল (রা) রাসূল (স)-এর নাম করে বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের (ফরজ পড়ার) পর কথা বলার পূর্বে দুই রাকআত অপর বর্ণায় চার রাকআত নামাজ পড়েছে তার সে নামাজ ইল্লিয়্যীনে উঠানো হবে। যঈফ—২৩৫

মাগরিবের সুন্নত দুই রাকআত তাড়াতাড়ি পড়বে

হাদীস : ১১১৪ ॥ হযরত হুয়ায়ফা (রা)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি এটাও বাড়িয়ে বলেছেন, রাসূল (স) বলতেন, মাগরিবের পর দুই রাকআত তাড়াতাড়ি পড়বে। কেননা, এটা ফরজের সাথে উপরে উঠানো হয়। উক্ত হাদীস দুটি ইমাম রযীন বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাকী অতিরিক্ত অংশ হুযায়ফা হতে অনুরূপ শুআবুল ঈমানে। যঈফ-২৩৬

জুমআর ফরজের সাথে অন্য নামাজ নিষেধ

হাদীস : ১১১৫ ॥ তাবেয়ী হযরত আমর ইবনে আতা বলেন, একদা তাবেয়ী হযরত নাফে ইবনে জুবায়র তাকে (আমরকে) সাহাবী হযরত সায়েব (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, তার (সায়েবের) নামাজের ব্যাপারে হযরত আমীরে মোআবিয়া (রা) যা দেখেছিলেন (বলিয়া কথিত) তা সত্য কি না? উত্তরে হযরত সায়েব বললেন, হ্যাঁ, আমি একবার হযরত মোআবিয়া (রা)-এর সাথে মাকসুরায় জুমুআর নামাজ পড়লাম। যখন হযরত মোআবিয়া (রা) ঘরে চলে গেলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আপনি যা করেছেন তা পুনঃ করবেন না। যখন আপনি জুমুআর ফরজ পড়বেন, উহার সাথে মিলিয়ে অপর কোনো নামাজ পড়বেন না, যাবৎ না কোনো কথা বলেন, অথবা সেখান হতে বের হয়ে যান। কেননা, রাসূল (স) আমাদের এরূপ করতে বলেছেন। অর্থাৎ, আমরা যেন এক নামাজকে অপর নামাজের সাথে মিলিয়ে না পড়ি, যাবৎ না কোনো কথা বলি অথবা সে স্থান হতে বের হয়ে যাই।-(মুসলিম)

ঘরে গিয়ে জুমআর সুন্নত পড়া যায়

হাদীস : ১১১৬ ॥ তাবেয়ী হযরত আতা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) যখন মক্কায় জুমুআর ফরজ পড়তেন, সামান্য আগে বেড়ে যেতেন অতপর দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন। তারপর আরো সামান্য আগে বেড়ে

যেতেন তারপর চার রাকআত সুন্নত পড়তেন। কিন্তু যখন (আপন স্থায়ী নিবাস) মদীনায় জুমুআর ফরজ পড়তেন, প্রথমে আপন ঘরে প্রত্যাবর্তন করতেন তারপর দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন, কখনো মসজিদে পড়তেন না। একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি সুন্নত মসজিদে না পড়ে ঘরে পড়েন কেন? তিনি বললেন, রাসূল (স) এরূপই করতেন।–(আবু দাউদ)

তিরমিযীর এক বর্ণনায় রয়েছে, আতা বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জুমুআর ফরজের পর প্রথমে দুই রাকআত তারপর চার রাকআত নামাজ পড়তে দেখেছি।

চতুর্দশ অধ্যায়

রাতের নামাজ তাহাজ্জুদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

এশার পর বেতের নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১১৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এশার নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করার পর ফজর পর্যন্ত এগার রাকআত নামাজ পড়তেন। প্রত্যেক দুই রাকআতের পরই সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকআত দ্বারা উহাকে বিজোড় করতেন (অর্থাৎ বিতির এক রাকআত পড়তেন) এ নামাজের এক একটি সিজদা তিনি তোমাদের কেউ পঞ্চাশটি আয়াত পড়া পরিমাণ দীর্ঘ করতেন। যখন মুয়াজ্জিন ফজরের আজান শেষ করতেন এবং সোবহে সাদিক (ঊষা) পরিষ্কার হয়ে যেত, তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং সংক্ষিপ্ত দুই রাকআত নামাজ পড়তেন। অতপর তিনি ডান পাশের উপর ভর করে বিশ্রাম করতে থাকতেন যাবৎ না একামত বলার জন্য তার কাছে মুয়াজ্জিন এসে পৌছতেন, তখন তিনি ফরজ পড়ার জন্য বের হতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

ফজরের সুন্নতের পর কথা বলা যায়

হাদীস : ১১১৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন, আমি সজাগ থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।–(মুসলিম)

ফজরের সুন্নত পড়ে বিশ্রাম নেওয়া যায়

হাদীস : ১১১৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন, ডান পাশের উপর বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।–(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) রাতে তের রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাতে ১৩ রাকআত নামাজ পড়তেন, যার অন্তর্গত বিতর এবং ফজরের দুই রাকআত সুন্নতও ছিল।–(মুসলিম)

রাসূল (স) রাতে কত রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১২১ ॥ তাবেয়ী হযরত মাসরূক (রা) বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূল (স)-এর রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দুই রাকআত ব্যতীত উহা ৭, ৯ ও ১১ রাকআত ছিল।–(বোখারী)

রাতে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে হয়

হাদীস : ১১২২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে নামাজ পড়তে উঠতেন, দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা উহা আরম্ভ করতেন।–(মুসলিম)

রাতে নামাজ দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করে পড়তে হয়

হাদীস : ১১২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠে, তখন সে যেন দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা (নামাজ) আরম্ভ করে।–(মুসলিম)

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়তে হয়

হাদীস : ১১২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার আমি আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার গৃহে রাত যাপন করলাম, আর রাসূল (স) সে রাতে তার গৃহেই ছিলেন। তিনি (এশার পর) তার পরিবারের সাথে কিছু সময় [illegible]াপ করলেন, অতপর নিদ্রা গেলেন। যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অথবা উহার কিয়দংশ অবশিষ্ট রহিল, তিনি উঠে বসলেন, অতপর আকাশের দিকে দৃষ্টি করে এ আয়াত পাঠ করতে লাগলেন।

'নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমীনের সৃষ্টি এবং রাত দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।' এমনকি তিনি সূরা (আলে ইমরান) শেষ করে ফেললেন। অতপর তিনি মশকের দিকে গেলেন এবং উহার মুখের রশি খুলে দিলেন। তারপর একটি বড় পেয়ালায় পানি ঢাললেন এবং পানি কম ও বেশি ব্যয় না করে উত্তমরূপে অজু করলেন। অর্থাৎ পানি অতিরিক্ত ব্যয় করলেন না, অথচ অজুর সর্বাঙ্গে পানি পৌছালেন। এরপর দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়তে আরম্ভ করলেন। এ সময় আমি উঠলাম এবং অজু করে তার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম, তার নামাজ (বিতরসহ) তের রাকআত সমাপ্ত হলো। তারপর (ডান) পাশে শয়ন করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন, যাতে তার নাক ডাকা আরম্ভ হলো। তিনি যখন ঘুমাতেন তার নাক ডাকত। তারপর হযরত বেলাল এসে তাকে ফজরের নামাজের কথা স্মরণ করিয় দিলেন। তখন তিনি উঠে নামাজ পড়লেন, অথচ অজু করলেন না। এ সময় ফজরের সুন্নত ও ফরজের মধ্যবর্তীকালে তার দোয়া ছিল এরূপ–'আল্লাহ, তুমি সৃষ্টি কর আমার অন্তরে নূর (আলো), আমার চোখে নূর, আমার কানে নূর, আমার ডান দিকে নূর, আমার বাঁ দিকে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পেছনে নূর। আল্লাহ তুমি আমার জন্য সৃষ্টি কর নূর।'

কোনো কোনো রাবী এটা অধিক বলেছেন, 'আর আমার জিহ্বায় নূর' এবং আলো অধিক বলেছেন, 'আমার শিরা উপশিরায়, আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে ও আমার চর্মে (নূর)।' এ পর্যন্ত বোখারী ও মুসলিম এক রাবী হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের অপর বর্ণনায় অপর রাবীর বর্ণনায় রয়েছে, (আল্লাহ) সৃষ্টি কর তুমি আমার প্রাণে নূর এবং মহান কর আমার নূর। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, (আল্লাহ) আমাকে দান কর নূর।

নামাজের পূর্বে অজু করতে হয়

হাদীস : ১১২৫ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার রাসূল (স)-এর কাছে শয়ন করলেন। তিনি জাগরিত হলেন এবং মেসওয়াক ও অজু করলেন, আর এ আয়াত পাঠ করলেন, 'আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে' এমনকি সূরা শেষ করলেন। তারপর নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং দুই রাকআত নামাজ পড়লেন, যাতে কেয়াম, রুকু ও সিজদা দীর্ঘ করলেন। নামাজ শেষ করে তিনি পুনঃ নিদ্রা গেলেন, যাতে তার নাক ডাকতে লাগল। এরূপ তিনি তিনবার করলেন, যাতে নামাজ ছয় রাকআত হলো। প্রত্যেকবারই তিনি মেসওয়াক করলেন, অজু করলেন এবং সে আয়াতসমূহ পাঠ করলেন। অতপর তিন রাকআত দ্বারা বিতর সমাপ্ত করলেন।–(মুসলিম)

রাসূল (স) নামাজ দীর্ঘায়িত করতেন

হাদীস : ১১২৬ । হযরত যায়দ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি বললেন, অদ্য রাতে নিশ্চয় আমি রাসূল (স)-এর নামাজ পড়ার নিয়ম লক্ষ করব। দেখলেন, তিনি দুই রাকআত নামাজ পড়লেন সংক্ষিপ্ত, অতপর দুই রাকআত পড়লেন দীর্ঘ, দীর্ঘ, দীর্ঘ। অতপর দুই রাকআত পড়লেন এটা অপেক্ষা খাটো। আবার দুই রাকআত পড়লেন এটা অপেক্ষা খাটো। অতপর দুই রাকআত পতড়লেন এটা অপেক্ষাও খাটো। তারপর বিতর পড়লেন, যাতে নামাজ মোট তের রাকআত হলো।–(মুসিলিম)

রাসূল (স) বৃদ্ধ বয়সে নামাজ বসে পড়তেন

হাদীস : ১১২৭ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূল (স)-এর বয়স বেশি হলো এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি তার অধিকাংশ (নফল) নামাজই বসে পড়তেন।–(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) নামাজে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরা পাঠ করতেন

হাদীস : ১১২৮ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) যে সকল সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরাকে (তাহাজ্জুদে) এক সাথে পাঠ করতেন, সে সকল সূরা আমার জানা আছে।

পরবর্তী রাবী বলেন, অতপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নিজের সন্নিবেশিত কোরআন হতে মোফাসসাল সূরাসমূহের প্রথম হতে আরম্ভ করে বিশটি সূরার নাম উল্লেখ করলেন, যাদের দু-দুটি রাসূল (স) একসঙ্গে পাঠ করতেন। এ বিশটি সূরা শেষ দু সূরা হলো সূরা হামীমুদ্দুখান ও সূরা আম্মা ইয়াতাসাআলুন।–(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়

হাদীস : ১১২৯ । হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার রাসূল (স) -কে রাতে নামাজ পড়তে দেখলেন। তিনি বলছেন, আল্লাহ অতি মহান (তিনবার), সর্বস্বত্বের অধিকারী, প্রভাবশালী, মহোত্তম ও সম্মানিত। অতপর (তকবীরে তাহরীমা বলে) প্রারম্ভিক দোআ পাঠ করলেন এবং সূরা বাকারা পড়লেন। অতপর রুকু করলেন

প্রায় কেয়ামের সমপরিমাণ সময় এবং রুকুতে বললেন, সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন এবং প্রায় রুকুর সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে লি রাব্বিয়াল হামদ পড়তে রইলেন। অতপর সিজদাতে গেলেন, প্রায় কেয়ামের সমপরিমাণ সময় সিজদাতে থেকে সোবহানা রাব্বিয়াল আলা বলতে রইলেন। তারপর সিজদা হতে মাথা উঠালেন এবং দুই সিজদার মধ্যখানে প্রায় সিজদা পরিমাণ সময় বসে রাব্বিগফির-লী রাব্বিগফির-লী (পরওয়ারদিগার আমায় ক্ষমা কর। পরওয়ারদিগার আমায় ক্ষমা কর।) বলতে লাগলেন। এরূপে তিনি চার রাকআত নামাজ পড়লেন যাতে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা বা আনআম পাঠ করলেন।–(আবু দাউদ)

তাহাজ্জুদ নামাজে কেরআতে আয়াতের পরিমাণ

হাদীস : ১১৩০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে নামাজে দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করবে, তাকে অলসদেয় মধ্যে গণ্য করা হবে না এবং যে ব্যক্তি একশত আয়াত পাঠ করবে তাকে বিনয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হবে, আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত পাঠ করবে, তাকে অধিক কার্যকারদের মধ্যে গণ্য করা হবে।–(আবু দাউদ)

তাহাজ্জুদ নামাজের কেরআত আওয়াজ করে পড়া যায়

হাদীস : ১১৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স)-এর রাতের নামাজের কেরাআত ছিল, তিনি কখনো বড় আওয়াজে পড়তেন আর কখনো ছোট আওয়াজে পড়তেন।–(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর রাতের নামাজের কেরাআত সম্পর্কে

হাদীস : ১১৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর রাতের নামাজের কেরাআত এ পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে হতো যখন তিনি ঘরে নামাজ পড়তেন বারান্দায় যারা থাকতেন তারা তা শুনতে পেতেন।–(আবু দাউদ)

নামাজ মধ্যম আওয়াজে পড়তে হয়

হাদীস : ১১৩৩ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, একদা রাতে রাসূল (স) আপন ঘর হতে বের হলেন, হযরত আবু বকর নামাজ পড়ছেন, অথচ তিনি তার স্বরকে খুব নিচু করেছেন। এরূপে তিনি হযরত ওমরের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি তার স্বরকে খুব উঁচু করেছেন।

হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, অতপর যখন তারা উভয়ে রাসূলুল্লঅহ (স)-এর কাছে একত্র হলেন, তিনি বললেন, আবু বকর! আমি আপনার কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, আপনি নামাজ পড়ছেন আর আপনার স্বরকে খুব নিচু করেছেন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটা তাকে শুনাচ্ছিলাম, যিনি আমার কনে কানের কথাও শুনতে পান। অতপর রাসূল (স) হযরত ওমরকে বললেন, ওমর! আমি আপনার কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম আপনি নামাজ পড়ছেন আর আপনার স্বরকে বেশ উঁচু করেছেন। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটা দ্বারা অলস নিদ্রিতদের জাগিয়ে ছিলাম এবং শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আবু বকর! আপনি আপনার স্বরকে আরো কিছু উঁচু করবেন এবং ওমরকে বললেন, ওমর! আপনি আপনার স্বরকে আরো কিছু নিচু করবেন। –(আবু দাউদ, তিরমিযী উহার অনুরূপ)

রাসূল (স) রাতের নামাজে একটি আয়াত পাঠ করতেন

হাদীস : ১১৩৪ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) রাতে (নামাজ পড়তে) দাঁড়ালেন এবং একটি মাত্র আয়াত পড়তে পড়তে সোবেহ সাদেক করে ফেললেন। আয়াতটি হলো এই–

আল্লাহ, যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও (তাহা তুমি করতে পার। কেননা) তারা তোমার দাস, আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর (তা তুমি করতে পার। কেননা) তুমি হচ্ছো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।–(নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

ফজরের সুন্নত পড়ে ডান কাতে শয়ন করতে হয়

হাদীস : ১১৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দুই রাকআত সুন্নত নামাজ পড়ে, তখন সে যেন আপন ডান পাশে ভর করে শুয়ে পড়ে।–(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিয়মিত আমল করা রাসূল (স) পছন্দ করতেন

হাদীস : ১১৩৬ ॥ হযরত মাসরূক তাবেয়ী বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল রাসূল (স)-এর কাছে অধিকতর পছন্দনীয় ছিল? তিনি বললেন, যা সর্বদা করা হয়। অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি রাতে কখন (ইবাদতের জন্য) উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের আওয়াজ শুনতেন।–(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) যথাসময়ে নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাতে যখন রাসূল (স)-কে নামাজে দেখতে ইচ্ছা করতাম তখন তাকে নামাজেই দেখতাম, আর যখন নিদ্রায় দেখতে ইচ্ছা করতাম তখন নিদ্রায়ই দেখতাম। -(নাসাঈ)

এশার নামাজের পর ঘুমাতে হয়

হাদীস : ১১৩৮ ॥ তাবেয়ী হুমাইদ ইবনে আবদুল রহমান ইবনে আওফ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন, আমি মনে মনে বললাম, তখন আমি রাসূল (স)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম, খোদার কসম! অদ্য আমি রাসূল (স)-এর নামাজের অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করব, যাতে তার কার্যধারা দেখতে পারি। (দেখলাম), তিনি যখন রাতে এশার নামাজ পড়লেন যাকে আতামাও বলা হয়ে তাকে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে রইলেন। অতপর জাগরিত হলেন এবং দিগন্তের (আকাশের) দিকে চেয়ে কোরআনের এ আয়াত পাঠ করতে লাগলেন–

'হে আমাদের রব! তুমি এসবকে অনর্থক সৃষ্টি করনি' হতে 'এবং তুমি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ কর না' পর্যন্ত পৌঁছলেন। অতপর রাসূল (স) বিছানার দিকে ফিরলেন এবং তথা হতে মেসওয়াক বের করলেন। তারপর নিজের কাছে রক্ষিত একটি পাত্র হতে পেয়ালায় পানি ঢাললেন এবং মেওয়াক করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়তে লাগলেন, যাতে আমি মনে করলাম, তিনি যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়েছিলেন সে পরিমাণ সময়ই নামাজে কাটালেন। তারপর দ্বিতীয়বার শুলেন যাতে আমি মনে করি যে, তিনি যে পরিমাণ সময় নামাজে কাটিয়েছিলেন সে পরিমাণ সময়ই ঘুমিয়ে রইলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার জাগরিত হলেন এবং পূর্বে যেরূপ করেছিলেন সেরূপই করলেন, আর পূর্বে যা বলেছিলেন তাই বললেন। মোট কথা, ফজর পর্যন্ত রাসূল (স) তিনবার এরূপ করলেন।-(নাসাঈ)

রাসূল (স) নামাজ পড়তেন আবার ঘুমাতেন

হাদীস : ১১৩৯ ॥ তাবেয়ী ইয়ালা ইবনে মামলাক হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার রাসূল (স)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূল (স)-এর নামাজ ও কেরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা তার নামাজ দিয়ে কী করবে? তিনি নামাজ পড়তেন অতপর ঘুমাতেন যে পরিমাণ সময় নামাজ পড়তেন, দ্বিতীয়বার নামাজ পড়তেন যে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন, আবার ঘুমাতেন যে পরিমাণ সময় নামাজ পড়তেন, যে পর্যন্ত না সোবহে সাদেক হয়।

ইয়ালা বলেন, অতপর হযরত উম্মে সালামা রাসূল (স) যে পর্যন্ত কেরাআতের বর্ণনা দিলেন। দেখলাম, তিনি পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে পড়ার বর্ণনা দিলেন।-(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ) ঘ্ঃ৫০–২৫৭

পঞ্চদশ অধ্যায়
রাসূল (স) রাতে উঠে যে যে দোয়া পড়তেন
প্রথম পরিচ্ছেদ
তাহাজ্জুদ নামাজের দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১১৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতেন, এরূপ বলতেন, হে আল্লাহ! তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং এর মধ্যে যা আছে তাদের নূর। তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং এদের মধ্যে যা আছে তাদের বাদশাহ। তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমর ওয়াদা সত্য, পরকালে তোমার সাক্ষাৎ সত্য, তোমর বাণী সত্য এবং বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করছি, তোমারই উপর ভরসা করছি, তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি, তোমারই সাহায্যে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করছি এবং তোমারই কাছে বিচার প্রার্থনা করছি। আমায় ক্ষমা কর, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি করেছি বলে তুমি জান অথচ আমি জানি না। তুমি কাউকেও বা কিছুকেও অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাৎগামী কর। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।-(বোখারী ও মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামাজ শুরু করে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১১৪১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে উঠতেন, নামাজ শুরু করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু পরওয়ার দিগার, আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্তের জ্ঞাতা, তুমিই ফয়সালা করবে তোমার বান্দাদের মধ্যে যে ব্যাপারে তারা পরস্পর মতভেদ করছে। কেননা, তুমিই সিরাতে মুস্তাকীম সত্য পথ দেখাও যাকে তুমি ইচ্ছা কর। -(মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামাজ আল্লাহপাক কবুল করেন

হাদীস : ১১৪২ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগরিত হয়ে বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি একা, তার কোনো শরীক নেই, তার এ বিশ্বের রাজস্ব, তারই জন্য প্রশংসা, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান, আমি আল্লাহর পরিবত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ সাহায্য ছাড়া আমার কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। অতপর বলে, 'হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমায় ক্ষমা করো।' অথবা কোনো প্রার্থনা করে আল্লাহ তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং সে যদি অজু করে নামাজ পড়ে আল্লাহ তার সে নামাজ কবুল করেন।-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদ নামাজে জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১১৪৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে জাগরিত হতেন, বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমার পরিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই আমার আপরাধের জন্য এবং প্রার্থনা করি তোমার রহমত। হে আল্লাহ! বৃদ্ধি কর তুমি আমার জ্ঞান, বিপথগামী কর না আমার অন্তরকে, যখন তুমি দেখিয়েছ আমায় সৎপথ এবং দান কর আমায় তোমার পক্ষ হতে রহমত। কেননা, তুমি হলে বড় দাতা।-(আবু দাউদ) যঈফ – ২৩৮

রাতের নামাজের যেকোনো দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১১৪৪ ॥ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেকোনো মুসলমান পাক পবিত্র অবস্থায় অর্থাৎ অজুর সাথে আল্লাহর স্মরণ করে সন্ধ্যায় শয়ন করে এবং রাতে উঠে আল্লাহর কাছে কোনোরূপ কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে উহা দান করেন।-(আহমদ ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) যখন রাতে জাগতেন কি কাজ করতেন

হাদীস : ১১৪৫ ॥ তাবেয়ী শারীক হাওয়ানী (রা) বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) যখন রাতে জাগতেন কি কাজ আরম্ভ করতেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তুমি আমাকে এমন একটা বিষয় জিজ্ঞেস করলে, যা তোমার পূর্বে কেউ আমায় জিজ্ঞেস করেনি। তিনি যখন রাতে জাগতেন, দশবার আল্লাহু আকবর বলতেন, দশবার আলহামদু লিল্লাহ বলতেন, দশবার সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলতেন, দশবার সোবহানাল মালিকীল কুদ্দুস বলতেন, দশবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন। তারপর দশবার বলতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকামিন যাইকিদদুনইয়া ওয়া যাইকে ইয়াওমিল কিয়মাহ। অতপর নামাজ আরম্ভ করতেন।-(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাতে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে হয়

হাদীস : ১১৪৬ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে উঠতেন, প্রথমে আল্লাহু আকবর বলতেন। তারপর বলতেন, 'হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসার সাথে। তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহত্ত্ব সুউচ্চ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' তারপর বলতেন, আল্লাহ অতি বড় মহান। অতপর বলতেন, আমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান হতে, তার কুমন্ত্রণা, তার অহমিকা প্রদান ও তার অকল্যাণকর ফু হতে।-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কিন্তু আবু দাউদ, 'তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই', বাক্যের পর এ বাক্যটি অধিক বর্ণনা করেছেন, অতপর রাসূল (স) তিনবার বলতেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং হাদীসের শেষাংশে বৃদ্ধি করেছে, অতপর রাসূল (স) কেরাআত আরম্ভ করতেন।

রাতে জাগরিত হয়ে সুবহানা রাব্বিল আলামীন বলতে হয়

হাদীস : ১১৪৭ ॥ হযরত রবীআ ইবনে কাব আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর হুজরা মোবারকের নিকটেই রাত যাপন করতাম। অতএব, আমি শুনতাম তিনি যখন রাতে উঠতেন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বলতেন, সুবহানা রাব্বিল আলামীন আমি পবিত্রতা ঘোষণা করছি জগতসমূহের প্রতিপালক রবের। অতপর দীর্ঘ সময় বলতেন, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার প্রশংসার সাথে।

-(নাসাঈ, তিরমিযী ও এর অনুরূপ)

ষোড়ষ অধ্যায়

রাতে উঠার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে কারণে রাতে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়

হাদীস : ১১৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পেছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর মোহর মারে যে এখনো ঢের রাত আছে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। যদি সে জাগে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে অজু করে আরো একটি গিরা খুলে যায়। অতপর যদি সে নামাজ পড়ে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে প্রভাতে উঠে প্রফুল্ল মনে পবিত্র অন্তরে, অন্যথায় সে প্রভাতে উঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে।–(বোখারী ও মুমলিম)

তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পড়তে রাসূল (স)-এর পা ফুলে যেত

হাদীস : ১১৪৯ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার তাহাজ্জুদ নামাজে এত দাঁড়ালেন, যাতে তার দু পায়ের পাতা ফুলে গেল। তখন তাকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এরূপ কেন করেন? আল্লাহ তো আপনার পূর্বপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, বল কি, আমি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?–(বোখারী ও মুসলিম)

দু'কানে শয়তান প্রস্রাব করে দেয়

হাদীস : ১১৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো এবং বলা হলো, সে সারা রাত ঘুমাতে থাকল, যে পর্যন্ত না প্রভাত হলো, নামাজের জন্য উঠল না। শুনে রাসূল (স) বললেন, সে এমন ব্যক্তি, যার কানে অথবা রাসূল (স) বলেছেন, যার দু কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।–(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় রাতে

হাদীস : ১১৫১ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালাম (রা) বলেন, রাসূল (স) এক রাতে বড় সন্ত্রস্তভাবে জাগরিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ, এ রাতে কত রহমত নাজিল হলো এবং কত বিপদ এসে পৌছল। কে জাগিয়ে দেবে এ হুজরাবাসিনীদের। এটা দ্বারা তিনি তার বিবিগণের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন, যাতে তারা নামাজ পড়ে। আহা, দুনিয়াতে সুশোভিতা কত নারী আখিরাতে সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হবে।–(বোখারী)

রাতে আল্লাহপাক নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসে

হাদীস : ১১৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতেই নিকবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট তাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছ, যে আমায় ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাবে, আর আমি তাকে তা দান করব, কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব।–(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিটি রাতেই আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ১১৫৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাতের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোনো মুসলমান সেটা লাভ করে এবং আল্লাহর কাছে ইহ-পরকালের কোনো কল্যাণ চায়, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে দেন। আর এই মুহূর্তটি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে (জুমুআ প্রভৃতি কোনো বিশেষ রাতে সীমাবদ্ধ নহে)।–(মুসলিম)

দাউদ নবীর রোযা-নামায সবচেয়ে প্রিয়

হাদীস : ১১৫৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়তর নামাজ হচ্ছে দাউদ নবীর নামাজ এবং প্রিয়তর রোজা হচ্ছে দাউদ নবীর রোযা। তিনি প্রথমে অর্ধরাত ঘুমাতেন। তারপর এক-তৃতীয় ভাগ রাত নামাজে কাটাতেন, পুনরায় এক-ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতেন। এরূপে তিনি একদিন রোজা রাখতেন এবং একদিন রোজ ছাড়তেন।–(বোখারী ও মুসলিম)

রাতের প্রথম ভাগে রাসূল (স) ঘুমাতেন

হাদীস : ১১৫৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) সাধারণত রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতেন এবং শেষ ভাগে ইবাদতে জাগরিত থাকতেন। তারপর আপন পরিবারের প্রতি নিজের কোনো আকর্ষণ থাকলে তা পূর্ণ করতেন। তারপর কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। যদি আযানের প্রাক্কালেও নাপাকী অবস্থায় থাকতেন, তাড়াতাড়ি উঠে গোসল করতেন। নাপাকী অবস্থায় না থাকলে শুধু নামাজের জন্য অজু করতেন এবং ফজরের দুই রাকআত সুন্নত নামাজ পড়তেন।–(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাতের নামাজে গুনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ১১৫৬ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা রাতে নামাজ পড়বে। এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্বেকার নেক লোকদের নিয়ম, তোমাদের জন্য তোমাদের পরওয়ার দিগারের নৈকট্যলাভের পন্থা, গুনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বাধাদানকারী।-(তিরমিযী)

রাতে নামাজের জন্য উঠলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১১৫৭ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলা খুশি হন। (১) কোনো ব্যক্তি যখন সে রাতে নামাজের জন্য উঠে, (২) লোক, যখন তারা নামাজের জন্য ছফ বাঁধে, (৩) গাজীদল, যখন তারা শত্রু বধের জন্য সারিবদ্ধ হয়।-(শরহে সুন্নাহ)

আল্লাহ পাক রাতের শেষের মধ্যভাগে বান্দার নিকটবর্তী হন

হাদীস : ১১৫৮ ॥ হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আপন বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন রাতের শেষাংশের মধ্য ভাগে। অতএব, সে সময় যারা আল্লাহর স্মরণ করে, তুমি যদি তাদের অন্তর্গত হতে পার হতে চেষ্টা কর।-(তিরমিযী, হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব)

রাতে স্ত্রীকে জাগিয়ে নামাজ পড়ালে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১১৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন যে ব্যক্তি রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং আপন স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয় এবং সে নামাজ পড়তে, আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে, তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। এরূপে আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন সে স্ত্রীলোকের প্রতি যে রাতে উঠে নামাজ পড়েছে এবং আপন স্বামীকেও জাগিয়ে দিয়েছে এবং সেও নামাজ পড়েছে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করেছে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে।-(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ফজরের নামাজের শেষের দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১১৬০ ॥ হযরত উমামা বাহেলী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া ত্বরিত কবুল হয়? রাসূল (স) বললেন, রাতের শোষার্ধের মধ্য ভাগের দোয়া এবং ফরজ নামাজের পরের দোয়া।-(তিরমিযী)

বেহেশতে খুব মসৃণ হবে যার মধ্যকার সব কিছু দেখা যাবে

হাদীস : ১১৬১ ॥ হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে এমন সব (মসৃণ) বালাখানা রয়েছে যার বাইরে জিনিসসমূহ ভেতর হতে এবং ভেতরের জিনিসমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সেসব বালাখানা আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে আহার্য দান করে, পরপর রোজা রাখে এবং রাতে নামাজ পড়ে অথচ মানুষ তখন ঘুমে থাকে।

বায়হাকী শুআবুল ইমানে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও হযরত আলী হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার বর্ণনায় 'নরম কথা বলে' এর স্থলে 'মধুর কথা বলে' রয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদের জন্য রাতে নিয়মিত উঠতে হয়

হাদীস : ১১৬২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না। যে প্রথমে তাহাজ্জুদের জন্য রাতে উঠত, এখন রাতে উঠা ছেড়ে দিয়েছে।
-(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত দাউদ (আ) রাতে পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন

হাদীস : ১১৬৩ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, নবী দাউদ (আ)-এর রাতে একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল, সে সময় তিনি আপন পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, হে দাউদ পরিবারের লোকেরা! উঠ, নামাজ পড়। কেননা, এটা এমন একটি সময়, যে সময় আল্লাহ তআলা দোয়া কবুল করেন। জাদুকর ও অন্যায়ভাবে ট্যাক্স উসুলকারী ছাড়া।-(আহমদ)

রাতের নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ

হাদীস : ১১৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ফরজের পর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের নামাজ।-(আহমদ)

নামাজ খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে

হাদীস : ১১৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! অমুক ব্যক্তি রাতে নামাজ পড়ে, কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে। রাসূল (স) বললেন, শিগগিরই নামাজ তাকে চুরি হতে বিরত রাখবে।–(আহমদ ও বায়হাকী)

স্ত্রীসহ রাতের নামাজ পড়লে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১১৬৬ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ রাতে আপন স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়, তারপর উভয়ে অথবা রাসূল (স) বলেছেন, সে স্ত্রীকে নিয়ে দুই রাকআত সামাজ পড়ে, তখন তারা আল্লাহর স্মরণকারীদের ও স্মরণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়।–(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাত জাগরণকারী শ্রেষ্ঠ উম্মত

হাদীস : ১১৬৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোক তারাই, যারা কোরআনের বাহক এবং রাত জাগরণকারী। –(বায়হাকী)

ওমর (রা) রাতে পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন

হাদীস : ১১৬৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তার পিতা হযরত ওমর (রা) রাতে নামাজ পড়তেন আল্লাহ যা তৌফিক দিতেন অবশেষে রাত যখন শেষ হবার নিকটে পৌঁছত, আপন পরিবারের লোকদের নামাজের জন্য জাগিয়ে দিতেন। তাপরপর এ আয়াত পাঠ করতেন।

'আপনার পরিবারকে নামাজের জন্য আদেশ করুন এবং নামাজ আদায়ে খুব ধৈর্যধারণ করুন। আমি আপনার কাছে রিজিক প্রার্থনা করছি না, বরং আমিই আপনাকে রিজিক দিয়ে থাকি এবং পরিণাম তো পরহেযগারীর জন্যই অবধারিত।–(মালিক)

সপ্তদশ অধ্যায়

কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

একাধারে নফল রোজা রাখা

হাদীস : ১১৬৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মাসের কিছু অংশে রোজা ছেড়ে দিতেন, যাতে মনে করা হতো যে, তিনি বুঝি এ মাসের কোনো অংশে রোজা রাখবেন না, আবার যখন রোজা আরম্ভ করতেন তখন মনে হতো যে, তিনি এ মাসের কোনো অংশে রোজা ত্যাগ করবেন না। এভাবে তুমি যদি তাকে রাতে মুসল্লীরূপে দেখতে ইচ্ছা করতে, তাকে সেরূপেই দেখতে এবং যদি নিদ্রিতরূপে দেখতে ইচ্ছা করতে নিদ্রিতই দেখতে।–(বোখারী)

কম আমল নিয়মিত হলে তা উত্তম

হাদীস : ১১৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে প্রিয়তর আমল সেটাই, যা বিরতি ছাড়া বরাবর করা হয়ে তাকে যদিও তা হয় কম।–(বোখারী ও মুসলিম)

কোনো কাজই পরিমাণের বেশি করা উচিত নয়

হাদীস : ১১৭১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাজ সে পরিমাণ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমরা সর্বদা করতে সমর্থ হও। কেননা, আল্লাহ তাআলা কখনো সওয়াব দানে বিরক্তিবোধ করেন না, যে পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও।–(বোখারী ও মুসলিম)

বিরক্তিভাব নিয়ে নামাজ পড়া উচিত নয়

হাদীস : ১১৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়ে, সে যেন আপন মনের প্রফুল্লতা পর্যন্ত নামাজ পড়ে। যখন ক্লান্তিবোধ করবে তখন যেন বসে যায়।–(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজের সময় ঝিমুনি এলে শুয়ে পড়তে হয়

হাদীস : ১১৭৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ার সময় তন্দ্রাভিভূত হয়, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত না তার নিদ্রা দূর হয়। কেননা, তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাবস্থায় নামাজ পড়ে, তখন সে বলতে পারে না যে, সে কি বলছে। হয়তো সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসে।–(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বীনের কাজ খুবই সহজ

হাদীস : ১১৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি দ্বীনকে কঠোর করতে যাবে তা তার পক্ষে কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা কঠোরতা ত্যাগ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং পরিমিতভাবে কাজ করবে। নিজেকে ও অপরকে ভীতি প্রদর্শন না করে সুসংবাদ দেবে এবং সকাল সন্ধ্যা ও শেষ রাতের ভ্রমণ দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করবে।-(বোখারী)

রাতের নামাজ দিনে পূরণ করলে সওয়াব হয়

হাদীস : ১১৭৫ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রাতে নিদ্রামগ্ন থাকার কারণে তার নিয়মিত কাজ অথবা তার কিয়দংশ সম্পন্ন করতে পারেনি, তারপর ফজর ও যোহরের নামাজের মধ্য সময় তা সম্পন্ন করেছে, তার নেকি লেখা হয়। যেন তা সে রাতেই সম্পন্ন করেছে।-(মুসলিম)

সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে

হাদীস : ১১৭৬ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। যদি তাতে অসমর্থ হও বসে পড়বে, যদি তাতেও অসমর্থ হও, তবে পার্শ্বের ওপর শুয়ে পড়বে। -(বোখারী)

বসে নামাজ পড়লে সওয়াব অর্ধেক হবে

হাদীস : ১১৭৭ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রাসূল (স)-কে কোনো ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যদি দাঁড়িয়ে পড়ে তাই উত্তম। যে বসে পড়বে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে যে পড়ে তার অর্ধেক। আর যে শুয়ে পড়ে তার সওয়াব বসে যে পড়ে তার অর্ধেক।-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাতের নামাজে ইহকালীন কল্যাণ কামনা করা হয়

হাদীস : ১১৭৮ ॥ হযরত আবু উমামা (র) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে পাক পবিত্র অবস্থায় অজু সহকারে শয্যা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর নাম কালাম পড়তে থাকবে যে পর্যন্ত না তাকে তন্দ্রা আভিভূত করে এবং রাতের যে কোনো সময় ডানে বাঁয়ে ফিরতে আল্লাহর কাছে ইহ-পরকালের কল্যাণ প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই তাকে তা দান করবেন।-(নববী কিতাবুল আযকারে)

স্ত্রীর কাছ থেকে নামাজের জন্য উঠলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ১১৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের পরওয়ারদিগার দুই ব্যক্তি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন। (১) যে ব্যক্তি তার প্রিয়তমা ও আপন পরিবারের মধ্য হতে নরম বিছানা ত্যাগ করে নামাজের জন্য লাফ দিয়ে উঠে, তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, দেখ, আমার বান্দার প্রতি, সে তার প্রিয়তমা ও তার পরিবারের মধ্য হতে নরম বিছানা ত্যাগ করে নামাজের জন্য লাফ দিয়ে উঠেছে। আমার কাছে যে পুরস্কার রয়েছে তার আগ্রহে এবং আমার কাছে যে শাস্তি রয়েছে তার ভয়ে। এবং (২) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং পরাজিত হয়ে নিজ সঙ্গীদের সাথে পশ্চাদপসরণ করেছে, তারপর সে বুঝতে পেরেছে পশ্চাদপসরণের মধ্যে কী অমঙ্গল এবং প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কী মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সে পুনঃ (জেহাদে) প্রত্যাবর্তন করেছে, যাতে তার রক্তপাত হয়েছে, তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, দেখ, আমার বান্দার প্রতি। সে প্রত্যাবর্তন করেছে আমার কাছে তার যে পুরস্কার রয়েছে তার আগ্রহে এবং আমার কাছে তার জন্য যে তিরস্কার রয়েছে তার ভয়ে, যাতে তার রক্তপাত হয়ে গেছে।-(শরহে সুন্নাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সাথে কারো তুলনা হয় না

হাদীস : ১১৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমাকে বলা হলো যে, রাসূল (স) বলেছেন, কারো বসে নামাজ পড়ার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার অর্ধেক। আবদুল্লাহ বলেন, তারপর আমি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি বসে নামাজ পড়ছেন। এটা দেখে আমি আশ্চার্যান্বিত হলাম এবং তার মাথার উপর হাত রাখলাম। রাসূল (স) বললেন, কি হে আবদুল্লাহ! আবদুল্লাহ বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমাকে বলা হয়েছে, আপনি কি বলেছেন, কারো বসে নামাজ পড়া দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক, অথচ আপনি বসে নামাজ পড়ছেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ, তা সত্য, তবে আমি তোমাদের কারো মতো নই।-(মুসলিম)

নামাজের দ্বারা শান্তি লাভ হয়

হাদীস : ১১৮১ ॥ তাবেয়ী হযরত সালেম ইবনে আবুল জাদ বলেন, একদা খোযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আহা যদি আমি নামাজ পড়তে পারতাম, শান্তি লাভ করতাম। সালেম বলেন, শ্রোতাগণ যেন তার এ উক্তিকে অর্থাৎ নামাজের দ্বারা শান্তিলাভের কথাকে দূষণীয় বলে মনে করলেন। এটা দেখে সে বলল, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হে বেলাল, নামাজের আজান দাও এবং এটা দ্বারা আমাকে শান্তি দান কর।-(আবু দাউদ)

বেতের

বেতের সম্পর্কে বর্ণিত সমস্ত হাদীস পর্যালোচনা করার পর ইমাম আযম আবু হানীফা (রা) এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, এটা ওয়াজিব। অর্থাৎ ফরজ ও সুন্নতে মোআক্কাদার মধ্যস্তরে। পক্ষান্তরে অন্য ইমামগণ এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র) সুন্নত বলেন। এরূপে ইমাম আবু হানীফার মতে, বেতের তিন রাকআত। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগণের মতে, এটা এক রাকআত। আসল ব্যাপার হলো, রাসূল (স) তাহাজ্জুদের নামাজ সব সময় জোড়া জোড়া পড়েছেন দুই রাকআত, চার রাকআত, ছয় রাকআত ও আট রাকাআত ইত্যাদি। তারপর তিন রাকআত, আর কখনো এক রাকআত দ্বারা উহাকে বেতের অর্থাৎ বিজোড় করছেন। বেতের শব্দের অর্থ বিজোড়। সুতরাং সাহাবীগণের মধ্যে যিনি যা দেখেছেন তিনি তাই বর্ণনা করেছেন এবং ইমামগণের মধ্যে যার কাছে যা প্রমাণগতভাবে অধিক প্রবল বলে মনে হয়েছে, তিনি তাই বলেছেন।

বেতের নামাজের প্রকৃত সময় হলো তাহাজ্জুদের পর, কিন্তু যাদের পক্ষে শেষ রাতে জাগরিত হবার ভরসা কম, তাদের পক্ষে এশার নামাজের পর সন্ধ্যা রাতে পড়াও জায়েজ। শেষ রাতে জাগরিত হলে তাদের পুনরায় বেতের পড়তে হবে না। শুধু তাহাজ্জুদই পড়বে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বেতের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেতের নামাজ বিজোড় সংখ্যায় পড়তে হয়

হাদীস : ১১৮২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রাতের নামাজ জোড়া জোড়া। যখন তোমাদের কেউ ফজর হওয়ার ধারণা করবে শেষের দিকে এক রাকআত পড়বে, এটা তার পূর্ব পঠিত নামাজকে বেতের অর্থাৎ বিজোড় করে দেবে।-(বোখারী ও মুসলিম)

বেতের নামাজের এক রাকআত শেষ রাতে পড়তে হয়

হাদীস : ১১৮৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেতের এক রাকআত শেষ রাতে।-(মুসলিম)

রাসূল (স) রাতে তের রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১৮৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাতে কখনো তের রাকআত নামাজ পড়তেন, এর মধ্যে পাঁচ রাকআত হতো বেতের যার শেষ রাকআত ভিন্ন তিনি আর কোথাও বসতেন না।-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আখলাক ছিল কোরআন

হাদীস : ১১৮৫ ॥ হযরত সাদ ইবনে হিশাম তাবেয়ী বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূল (স)-এর আখলাক সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন পড় না? আমি উত্তর করলাম, হ্যাঁ, পড়ি। তিনি বললেন, রাসূল (স)-এর আখলাক ছিল কোরআন। তারপর আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! এবার আমাকে অবহিত করুন রাসূল (স)-এর বেতের সম্পর্কে। তিনি বললেন, আমরা তার মেসওয়াক এবং অজুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। তারপর আল্লাহ তাআলা রাতে যখন ইচ্ছা করতেন তাকে উঠিয়ে দিতেন এবং তিনি উঠে মেসওয়াক করতেন ও অজু করতেন, তৎপর নয় রাকআত নামাজ পড়তেন, যার অষ্টম রাকআত ছাড়া তিনি কোথাও বসতেন না। অষ্টম রাকআতে বসে তিনি আল্লাহর যিকির, হামদ ও সানা এবং দোয়া করতেন, তারপর দাঁড়াতেন, কিন্তু সালাম ফিরাতেন না। তারপর নবম রাকআত পড়তেন, তারপর বসতেন এবং আল্লাহর যিকির, হামদ, সানা ও দোয়া করতেন, তারপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। সালাম ফিরানোর পর বসে দুই রাকআত পড়তেন, এ হলো মোট এগার রাকআত। হে আমার প্রিয় বৎস! কিন্তু যখন রাসূল (স)-এর বয়স বেশি হলো এবং তিনি ভারী হয়ে গেলেন, তাহাজ্জুদসহ সাত রাকআত দ্বারা বেতের পড়তেন, তারপর দুই রাকআত পূর্বের ন্যায় বসে পড়তেন এ হলো নয় রাকআত। হে আমার প্রিয় বৎস! এ ছাড়া রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি

যখন কোনো নামাজ পড়তেন সর্বদা সে নামাজ অব্যাহত রাখাই ভালোবাসতেন। অতএব, যখন নিদ্রার প্রভাব অথবা কোনো পীড়ার দরুন তার রাতের নামাজ ফউত হয়ে যেত, তিনি দিনের বেলায় দ্বিপ্রহরের পূর্বে বার রাকআত নামাজ পড়ে নিতেন। এ ছাড়া আমি অবগত নই যে, রাসূল (স) কখনো এক রাতে পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত করেছেন অথবা ভোর পর্যন্ত সমস্ত রাতে নামাজে কাটিয়েছেন, না তিনি রমজান ছাড়া কোনো পূর্ণ মাস রোজা রেখেছেন।−(মুসলিম)

রাতের শেষ নামাজ বেতের হিসেবে গণ্য হয়

হাদীস : ১১৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের রাতের শেষ নামাজকে করবে বেতের (বিজোড়)।−(মুসলিম)

সোবহে সাদেকের পূর্বে বেতের নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১১৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, সোবহে সাদেকের আগে আগেই বেতের পড়ে নেবে।−(মুসলিম)

এশার নামাজের পরেও বেতের নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১১৮৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার শেষ রাতে উঠার সম্ভাবনা নেই সে যেন প্রথম রাতেই বেতের পড়ে এবং যার শেষ রাতে উঠার ভরসা আছে, সে যেন শেষ রাতেই বেতের পড়ে। কেননা, শেষ রাতে নামাজে ফেরেশতারা হাজির হন। আর এটাই হলো উত্তম।−(মুসলিম)

রাসূল (স) রাতের প্রত্যেক ভাগেই বেতের নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১১৮৯ ॥ হযরত আশেয়া (রা) বলেন, রাতের প্রত্যেক ভাগেই রাসূল (স) বেতের পড়েছেন। রাতের প্রথম ভাগে, রাতের মধ্য ভাগে এবং রাতের শেষ ভাগে। এমনকি তার শেষ জীবনের বেতের সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পৌঁছেছে। −(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখতে হয়

হাদীস : ১১৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। (১) আমি যেন প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখি। (২) দুই রাকআত চাশতের নামাজ পড়ি এবং (৩) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বেতের পড়ি।−(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জানাবাতের গোসল রাতের প্রথম অথবা শেষে করা যায়

হাদীস : ১১৯১ ॥ হযরত গোজাইফ ইবনে হারেস তাবেয়ী বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দেখেছেন, রাসূল (স) জানাবাতের গোসল প্রথম রাতে করতেন অথবা শেষ রাতে? আয়েশা (রা) উত্তর করলেন, তিনি কখনো প্রথম রাতে গোসল করতেন আর কখনো শেষ রাতে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবর। আল্লাহর শোকর, যিনি শরীঅতের ব্যাপারকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) বেতের কি প্রথম রাতে পড়তেন অথবা শেষ রাতে? তিনি বললেন, কখনো প্রথম রাতে পড়তেন, আর কখনো শেষ রাতে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবর! আল্লাহর শোকর, যিনি শরীয়তের ব্যাপারকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) তাহাজ্জুদের কেরআত শব্দ করে পড়তেন অথবা নিঃশব্দে? তিনি বললেন, কখনো শব্দ করে পড়তেন আর কখনো নিঃশব্দে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবর, আল্লাহর শোকর, যিনি শরীয়তের ব্যাপারকে প্রশস্ত করেছেন।−আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ শেষাংশ)

রাসূল (স) তিন রাকআত পড়ে নামাজ বিজোড় করতেন

হাদীস : ১১৯২ ॥ তাবেয়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়স বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) কয় রাকআত দ্বারা রাতের নামাজকে বিজোড় করতেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, কখনো চার রাকআত পড়ে তিন রাকআত দ্বারা বিজোড় করতেন, কখনো ছয় রাকআত পড়ে তিন রাকআত দ্বারা বিজোড় করতেন, কখনো আট রাকআত পড়ে তিন রাকআত দ্বারা বিজোড় করতেন, আর কখনো দশ রাকআত পড়ে তিন রাকআত দ্বারা বিজোড় করতেন। কিন্তু তিনি তাহাজ্জুদসহ মোট সাত রাকআতের কম এবং তের রাকআতের অধিক কখনো রাতের বিজোড় নামাজ পড়েননি।−(আবুদ দাউদ)

টীকা ....

১১৮৩ নং হাদীসের ॥ রাসূল (স)-এর কথা হলো রাতের নামাজ বিজোড় সংখ্যায় পড়তে হবে। কারণ আল্লাহ বিজোড় এবং তিনি বিজোড়কে ভালোবাসেন।

বেতের নামাজ প্রত্যেকের জন্য জরুরি

হাদীস : ১১৯৩ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেতের প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে জরুরি। অবশ্য যে পাঁচ রাকআত বেতের পড়তে পছন্দ করে সে তা পড়তে পারে, যে তিন রাকআত বেতের পড়তে পছন্দ করে সে তা পড়তে পারে এবং এক রাকআত বেতের পড়তে পছন্দ করে সে তাও পড়তে পারে।
–(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ বেতের নামাজ ভালোবাসেন

হাদীস : ১১৯৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ বেতেরকে ভালোবাসেন। সুতরাং হে কোরআনধারীগণ! তোমরা বেতের পড়বে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

বেতের নামাজ খুব মূল্যবান নামাজ

হাদীস : ১১৯৫ ॥ হযরত খারেজা ইবনে হুজাফা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা একটি নামাজ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন। উহা তোমাদের জন্য লাল উট অপেক্ষা উত্তম, তা হলো বেতের। আল্লাহ এটা তোমাদের জন্য এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে নির্ধারণ করেছেন।–(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

বেতের নামাজ কাজা পড়া যায়

হাদীস : ১১৯৬ ॥ তাবেয়ী হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) সাহাবীর মধ্যস্থতায় বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেতের না পড়ে ঘুমায় সে যেন ফজরে কাজা পড়ে।–(তিরমিযী মুরসাল হিসেবে)

সূরা আলা দিয়ে বেতের নামাজ পড়লে সওয়াব বেশি

হাদীস : ১১৯৭ ॥ তাবেয়ী হযরত আবদুল আজিজ ইবনে জোরাইজ (রা) বলেন, একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) কোন সূরা দ্বারা বেতের নামাজ পড়তেন? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি প্রথম রাকআতে সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পড়তেন।–(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

কিন্তু নাসায়ী এটা আবদুর রহমান ইবনে আবজা হতে ইমাম আহমদ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) হতে এবং দারেমী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে আহমদ ও দারেমী সূরা ফালাক ও নাসের উল্লেখ করেননি।

বেতের নামাজে দোয়া কুনুত পড়তে হয়

হাদীস : ১১৯৮ ॥ হযরত ইমামা হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে কতক বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বেতেরের দোয়া কুনুতে পড়ি। হে আল্লাহ! হেদায়াত করো আমায়, যাদের তুমি হেদায়েত করেছো তাদের সাথে। শান্তি-স্বস্তি দান করো আমায়, যাদের তুমি শান্তি স্বস্তি দান করেছো তাদের সাথে। অভিভাবকত্ব দান করো আমার, যাদের তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো তাদের সাথে। বরকত দান করা আমায়, যা তুমি দান করেছো তাতে এবং রক্ষা করো আমায় অকল্যাণ হতে, যা তুমি নির্ধারণ করেছো আমার জন্য। কেননা, তুমি নির্দেশ দান করো এবং তোমার উপর নির্দেশ দান করা চলে না। বস্তুত অপমানিত হয় না সে ব্যক্তি, যাকে তুমি মিত্র ভেবেছো। হে আমাদের প্রভু! বরকতময় তুমি এবং সবার ওপরে উচ্চ। –(তিরমিযী, আবুদ দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

বেতেরের সালাম ফিরিয়ে রাসূল (স) কী পড়তেন

হাদীস : ১১৯৯ ॥ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বেতের নামাজের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন, সোবহানাল মলিকিল কুদ্দুস।–(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

কিন্তু নাসায়ী অধিক বর্ণনা করেছেন, (রাসূল (স) এটা বলতেন) তিনবার দীর্ঘভাবে।

নাসায়ীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, তাবেয়ী আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা আবজা বলেছেন, রাসূল (স) যখন বেতেরের সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেন, সোবহানাল মালিকিল কুদ্দুস তিনবার এবং স্বর উচ্চ করতেন তৃতীয়বারে।

বেতের নামাজে আল্লাহর সন্তোষ কামনা করা হয়

হাদীস : ১২০০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) তার বেতেরের শেষে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার সন্তোষের কাছে তোমার অসন্তোষ হতে, তোমার স্বস্তির কাছে তোমার অস্বস্তি ও শাস্তি হতে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমা হতে, আমি তোমার গুণগান করতে অক্ষম যেরূপ তুমি তোমার গুণগান করেছ।–(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমীর মুয়াবিয়া বেতের নামাজ এক রাকআত পড়তেন

হাদীস : ১২০১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে কি? তিনি যে এক রাকআত ছাড়া বেতের পড়েন না? ইবনে আব্বাস বলেন, তিনি ঠিকই করেন। তিনি একজন ফকীহ।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তাবেয়ী ইবনে আবু মোলাইকা বলেন, একদা আমীর মুআবিয়া (রা) এশার পর এক রাকআত বেতের পড়লেন। তখন তার কাছে হযরত ইবনে আব্বাসের এক ভৃত্য উপস্থিত ছিল। সে ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাকে উক্ত সংবাদ দিল। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তার কথা ছাড়, তিনি রাসূল (স)-এর একজন সাহাবী।-(বোখারী)

যে বেতের নামাজ পড়বে না সে অভিশপ্ত

হাদীস : ১২০২ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি, বেতের এক অপরিহার্য। সুতরাং যে বেতের পড়বে না সে আমাদের দলের অন্তর্গত নয়। বেতের হক, সুতরাং যে বেতের পড়বে না সে আমাদের দলের অন্তর্গত নয়। বেতের হক, সুতরাং যে বেতের পড়বে না সে আমাদের দলের অন্তর্গত নয়।-(আবু দাউদ)

বেতের নামাজ কাযা নেই যঈফ — ২৪১

হাদীস : ১২০৩ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বেতের নামাজ না পড়ে ঘুমায় অথবা এটা ভুলে গেছে, সে যেন পড়ে নেয় যখন স্মরণ হয় অথবা যখন সে জাগরিত হয়।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

বেতের নামাজ সবার জন্য ওয়াজিব

হাদীস : ১২০৪ ॥ ইমাম মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, তার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করল, বেতের কি ওয়াজিব? তিনি বললেন, রাসূল (স) নিশ্চয় বেতের পড়েছেন এবং মুসলমানরা অর্থাৎ প্রধান সাহাবীরাও বেতের পড়েছেন। লোকটি বারবার তাকে এ প্রশ্ন করতে লাগল আর তিনি বরাবরই বলতে রইলেন। রাসূল (স) নিশ্চয় বেতের পড়েছেন এবং মুসলমানরাও পড়েছেন।-(মুয়াত্তা) ২৪২

বেতের নামাজ তিন রাকআত পড়তে হয় যঈফ-

হাদীস : ১২০৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বেতের তিন রাকআত পড়তেন, যাতে মোফাসসাল সূরাসমূহের নয়টি সূরা পড়তেন। প্রত্যেক রাকআতে তিনটি করে যার শেষ সূরা ছিল কুল হুয়াল্লাহু আহাদ।-(তিরমিযী)

হাদীসটি অত্যন্ত যইফ-২৪৩

বেতের নামাজ ফজর নামাজের পূর্বে অবশ্যই পড়তে হবে

হাদীস : ১২০৬ ॥ তাবেয়ী হযরত নাফে বলেন, আমি একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে মক্কায় ছিলাম, রাত ছিল তখন মেঘাচ্ছন্ন, তিনি ধারণা করলেন, বুঝি ভোর হয়ে গেছে। অতএব, তাহাজ্জুদ ছেড়ে তাড়াতাড়ি এক রাকআত বেতের পড়ে নিলেন। পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, তিনি দেখলেন রাত আছে। এবার তিনি আর এক রাকআত পড়ে পূর্বের বিজোড় এক রাকআতকে জোড় করে মিলেন। তারপর দুই রাকআত করে তাহাজ্জুদ পড়লেন। পুনরায় যখন ভোর হওয়ার আশঙ্কা করলেন এক রাকআত বেতের পড়লেন।-(মালিক)

নামাজ বসেও পড়া যায়

হাদীস : ১২০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) শেষকালে বসে নফল নামাজ পড়তেন এবং কেরাআতও বসে পড়তেন। যখন তার কেরাআতের ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকত, তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে কেরাআত পড়তেন। তারপর রুকু করতেন এবং সিজদায় যেতেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করতেন।-(মুসলিম)

বেতের পর দুই রাকআত নফল পড়া যায়

হাদীস : ১২০৮ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বেতেরের পর দুই রাকআত নামাজ পড়তেন।-(তিরমিযী)

কিন্তু ইবনে মাজাহ অধিক বর্ণনা করেছেন, সংক্ষিপ্ত এবং বসে পড়তেন।

রাসূল (স) এক রাকআত বেতের পড়তেন

হাদীস : ১২০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক রাকআত বেতের পড়তেন। তারপর দুই রাকআত নফল পড়তেন, যাতে কেরাআত পড়তেন বসে, কিন্তু যখন রুকুর ইচ্ছা করতেন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কিছু কেরাআত পড়ে রুকু করতেন।-(ইবনে মাজাহ)

বেতের দুই রাকআত পড়া যায়

হাদীস : ১২১০ ॥ হযরত সওবান (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এ রাত জাগরণ কষ্টসাধ্য ও ভারী ব্যাপার। অতএব, তোমাদের কেউ যখন বেতের পড়বে তখন দুই রাকআত নফল পড়ে নেবে। তারপর যদি রাতে উঠতে পারল, তবে তো ভালো কথা। অন্যথায় এ দুই রাকআত তার রাতের নামাজের পক্ষে যথেষ্ট হবে।-(দারেমী)

রাসূল (স) বেতেরের পর দুই রাকআত নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১২১১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বেতেরের নামাজ পড়তেন বসে, যাতে সূরা ইযা যুলযিলাত ও কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন পড়তেন।-(আহমদ)

উনবিংশ অধ্যায়

দোয়া কুনুত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজে দোয়া কুনুত পড়তে হয়

হাদীস : ১২১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন কারো বিপক্ষে বা কারো পক্ষে দোয়া করার ইচ্ছা করতেন, তখন রুকুর পরে দোয়া কুনুত পড়তেন। অনেক সময় যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ বলতেন, তারপর বলতেন, হে আল্লাহ! মুক্তিদান কর ওলীদ ইবনে ওলীদকে, সালামা ইবনে হেশামকে ও আয়্যাশ ইবনে আবু রবীআকে! হে আল্লাহ! কঠোর কর তোমার শাস্তি মোযার গোত্রের প্রতি, কর উহাকে তাদের জন্য ইউসুফ নবীর দুর্ভিক্ষের অনুরূপ। এটা তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলতেন, এ ছাড়া তিনি তার কোনো কোনো নামাজে আরবের কোনো কোনো গোত্রের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি অভিসম্পাত কর অমুক অমুককে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করলেন, হে নবী! এ ব্যাপারে আপনার কোনো অধিকার নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

দোয়া কুনুত রুকুর পরে পড়তে হয়

হাদীস : ১২১৩ ॥ তাবেয়ী আসেম আহওয়াল (র) বলেন, একদা আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে নামাজের দোয়া কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা রুকুর পূর্বে না পরে? তিনি বললেন, রুকুর পূর্বে। রাসূল (স) কেবল এ মাসই রুকুর পরে কুনুত পড়েছিলেন। ব্যাপার ছিল যে, একবার তিনি বীরে মাউনার দিকে ৭০ জন লোককে প্রেরণ করেছিলেন, যাদেরকে কারী কোরআনের আলেম বলা হতো, তারা তথায় নিহত হন। অতএব, রাসূল (স) এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে কুনুত পড়তেন এবং তাদের হত্যাকারীদের জন্য বদ দোয়া করতে থাকেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) এক মাস কার জন্য বদ দোয়া করতেন

হাদীস : ১২১৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এক মাস পর্যন্ত বরাবর জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাজে যখন শেষ রাকআতে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, বনী সোলাইম গোত্রের রেল, যাকওয়ান ও উসাইয়া শাখার প্রতি বদ দোয়া করতেন এবং তার পেছনে যারা থাকতেন তারা আমীন বলতেন। -(আবু দাউদ)

বেতের নামাজে দোয়া কুনুত অবশ্যই পড়তে হয়

হাদীস : ১২১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মাত্র এক মাস কুনুত পড়েছিলেন, তারপর উহা ত্যাগ করেন।-(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কেউ কেউ দোয়া কুনুত সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন

হাদীস : ১২১৬ ॥ তাবেয়ী হযরত আবু মালিক আশজায়ী (রা) বলেন, আমি একবার আমার পিতাকে বললাম, পিতা! আপনি রাসূল (স), হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং এখানে কুফায় প্রায় পাঁচ বছরকাল হযরত আলী মোরতাযার পেছনে নামাজ পড়েছেন, তারা কি কুনুত পড়েছেন? তিনি বললেন, বাবা, এটা নতুন আবিষ্কৃত।-(তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাগণ রমযানে দোয়া কুনুত পড়তেন

হাদীস : ১২১৭ ॥ হযরত হাসান বসরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকদের হযরত উবাই ইবনে কাব সাহাবীর পেছনে একত্রিত করেন। তিনি বিশ দিন যতক্ষণ তাদের নামাজ পড়াতেন। কিন্তু

রমযানের শেষার্ধে আরম্ভ হওয়া ছাড়া কোনো দিন কুনুত পড়তেন না। যখন রমযানের শেষ দশ দিন উপস্থিত হতো তিনি মসজিদে উপস্থিত হতে বিরত থাকতেন এবং নিজের ঘরে নামাজ পড়তেন। এতে লোকেরা বলত, উবাই পলায়ন করেছে।–(আবু দাউদ) শায বা যঈফ — 244

একদা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো রুকুর পূর্বে কি পরে। তিনি বললেন, রাসূল (স) রুকুর পরে কুনুত পড়েছেন। অপর বর্ণনায় আছে, রুকুর পূর্বে ও পরে উভয় রকমে পড়েছেন।–(ইবনে মাজাহ)

বিংশ অধ্যায়
তারাবীর নামাজ ও শবে বরাতের ফযীলত
প্রথম পরিচ্ছেদ
নফল নামাজ ঘরে পড়াই উত্তম

হাদীস : ১২১৮ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) একবার মসজিদে মাদুর দ্বারা একটি হুজরা প্রস্তুত করলেন এবং সেখানে কয়েক রাত নফল নামায পড়লেন, যাতে লোকসকল তার কাছে একত্রিত হতে লাগল। তারপর এক রাতে সাহাবীগণ তার কোনো সাড়া শব্দ পেলেন না এবং ধারণা করলেন যে, তিনি হয়তো ঘুমিয়ে আছেন। অতএব, তাদের কেউ কেউ গলা খাকড়াতে লাগলেন, যেন তিনি তাদের কাছে জামাআতের জন্য বের হয়ে আসেন। এটা দেখে তিনি বলে উঠলেন, আমি তোমাদের বরাবরের আগ্রহের অবস্থা দেখেছি এবং আশঙ্কা করছি যে, এটা যেন তোমাদের উপর ফরজ হয়ে না যায়। আর যদি ফরজ হয়ে যায় তা হলে তোমরা পালন করতে পারবে না। সুতরাং হে লোকসকল! তোমরা নফল নামাজ তোমদের ঘরেই পড়। কেননা, কারো উত্তম নামাজ হচ্ছে তার ঘরের নামাজ, ফরজ নামাজ ছাড়া।–(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত উমর (রা) তারাবীর নামাজ জামায়াতে পড়ার নিয়ম করলেন

হাদীস : ১২১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) রমজান মাসের নামাজ কায়েম করার জন্য উৎসাহ দান করতেন, কিন্তু তিনি এক ব্যাপারে খুব তাকীদ করতেন না; বরং এরূপ বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমজান মাসের নামাজ কায়েম করেছে, তার জন্য তার পূর্ববর্তী সগীরা গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। অবশেষে রাসূল (স) ইন্তেকাল করলেন, অথচ অবস্থা এরূপই রইল। তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালেও অবস্থা এরূপই ছিল এবং হযরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালের প্রথম দিকেও অনুরূপ ছিল।–(মুসলিম)

ফরজ নামাজ মসজিদে পড়তে হয়

হাদীস : ১২২০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ফরজ নামাজ মসজিদে পড়ে, সে যেন তার নামাজের একাংশ অর্থাৎ নফল নামাজ তার ঘরের জন্য রেখে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার এ নামাজের দরুন তার ঘরে কল্যাণ দান করবেন।–(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নফল নামাজে জামআত নেই

হাদীস : ১২২১ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে রোজা রেখেছি, কিন্তু তিনি মাসের কোনো অংশেই আমাদের নিয়ে নফল নামাজ জামআতে পড়েননি। যে পর্যন্ত না মাসের মাত্র সাত রাত অবশিষ্ট রইল। সপ্তম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন, যাতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেল। যখন ষষ্ঠ রাত এল, তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন না। তারপর যখন পঞ্চম রাত এল, তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়ালেন, যাতে অর্ধরাত গোজারিয়া গেল। আবু যর বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! এ রাতে যদি আমাদের নিয়ে আরো অধিক নামাজ পড়তেন। তখন রাসূল (স) বললেন, কেউ যখন ইমামের সাথে নামাজ পড়ে, ইমামের শেষ করা পর্যন্ত তার জন্য পূর্ণ রাতের নামাজ পড়ার সমান গণ্য করা হয়। যখন চতুর্থ রাত এল, তিনি আমাদের সহকারে নামাজ পড়লেন না, যে পর্যন্ত না রাতের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাকি রইল, আবার যখন তৃতীয় রাত এল, তিনি তার পরিবারের লোক ও আপন স্ত্রীদের একত্র করলেন এবং আমাদের নিয়ে সারা রাত নামাজ পড়লেন, যাতে আমরা আশঙ্কা করতে লাগলাম যে, আমাদের সেহরী খাওয়া পর্যন্ত না ফউত হয়ে যায়। তারপর মাসের অবশিষ্ট রাতসমূহ তিনি আর আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন না।-আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী। আর ইবনে মাজাহ এটার অনুরূপ। কিন্তু তিরমিযী তারপর মাসের অবশিষ্ট বাক্যটির উল্লেখ করেননি।

১৫ই শাবান আল্লাহ নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন

হাদীস : ১২২২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাতে আমি রাসূল (স)-কে পেলাম না। তালাশে বের হয়ে দেখি, তিনি জান্নাতুল বাকি নামক গোরস্থানে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, আয়েশা! তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ এবং তার রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করেন? আয়েশা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যিই আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি আপনার অপর কোনো স্ত্রীর ঘরে গেছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ অর্ধ শাবানের রাতে এ নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং কালব গোত্রের মেষপালের পশম সংখ্যার অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন।-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

যেকোনো অবস্থায় নফল নামাজ ঘরে পড়বে

হাদীস : ১২২৩ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারো আপন ঘরে (নফল) নামাজ পড়া আমার এ মসজিদে নামাজ পড়া অপেক্ষাও উত্তম, অবশ্য ফরজ নামাজ ছাড়া।-(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নফল নামাজ জামাআতে পড়া যায়

হাদীস : ১২২৪ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী তাবেয়ী বলেন, রমজান মাসের এক রাতে আমি খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে মসজিদে নববীতে পৌঁছলাম, দেখলাম, লোকসকল বিভিন্ন দলে বিভক্ত কেউ একা নিজের নামাজ পড়ছে, আর কারো পেছনে ক্ষুদ্র একদল নামাজ পড়তেছে। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) বললেন, যদি এদের আমি একজন ইমামের পেছনে একত্র করে দিই তা হলে অনেক ভালো হবে। তারপর এ ব্যাপারে তিনি দৃঢ় ইচ্ছা ও পূর্ণ সংকল্প গ্রহণ করেন এবং তাদের হযরত উবাই ইবনে কাব সাহাবীর পেছনে একত্রিত করে দেন।

আবদুর রহমান বলেন, তারপর আমি আরেক দিন তার সাথে মসজিদে গেলাম, দেখলাম, লোকসকল তাদের ইমামের পেছনে নামাজ পড়ছে। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) বললেন, এটা কি উত্তম বেদআত নতুন আবিষ্কার। তারপর তিনি বললেন, লোসকল! তোমরা যে সময় ঘুমিয়ে থাক সে সময়টি হচ্ছে ওই সময় হতে উত্তম, যাতে তেমরা নামাজ পড়ে থাক। আবদুর রহমান বলেন, উত্তম সময় অর্থে তিনি শেষ রাতকেই বুঝিয়েছেন। কেননা, তখন লোক প্রথম রাতেই এই তারাবীহ পড়ত।-(বোখারী)

যেকোনো নামাজে আয়াত কম পড়তে হয়

হাদীস : ১২২৫ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ (রা) বলেন, হযরত ওমর (রা) সাহাবী উবাই ইবনে কাব ও তামীম দারীকে রমজান মাসে লোকদের এগার রাকআত নামাজ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর ইমাম একশত আয়াতের অধিক সম্বলিত বড় বড় সূরাসমূহ পড়তে থাকেন, যাতে আমরা দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর দরুন ক্লান্ত হয়ে ছড়িতে ভর দিতে বাধ্য হই। তখন আমরা ফজরের কাছাকাছি সময় ছাড়া নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করতে পারতাম না।-(মালিক)

সাহাবীগণ রমজান মাসে কাফেরদের অভিসম্পাত করতেন

হাদীস : ১২২৬ ॥ তাবেয়ী হযরত আরাজ (রা) বলেন, আমরা সাহাবীদের এরূপ দেখেছি, তারা রমজান মাসে কুনুতে কাফেরদের অভিসম্পাত করতেন এবং আরো দেখেছি, ইমাম আট রাকআতে পূর্ণ সূরা বাকারা পড়তেন। যখন ইমাম বার রাকআতে এটা পড়তেন লোক মনে করত যে, তিনি নামাজকে অনেক সংক্ষেপ করলেন।-(মালিক)

সেহরীর পূর্বেই রাতের নামাজ শেষ করতে হয়

হাদীস : ১২২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর বলেন, আমি সাহাবী উবাই ইবনে কাবকে বলতে শুনেছি, আমরা রমজান মাসে নামাজ হতে ফিরতাম, আর সেহরী ফউত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় খাদেমদের তাড়াতাড়ি খানা প্রস্তুতের জন্য তাকীদ করতাম। অপর বর্ণনায় আছে, ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। -(মালিক)

আল্লাহ পাকের রহমত ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না

হাদীস : ১২২৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! তুমি জান কি এ রাতে অর্থাৎ শবে বরাতের রাতে কী কী ঘটে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাতে কী ঘটে? রাসূল (স) বললেন, এ রাতে নির্ধারিত হয় এ বছর মানুষের যত সন্তান জন্মিবে। কত মানুষ মারা যাবে। মানুষের কর্মসমূহ এবং অবতীর্ণ করা হয় মানুষের রিজিকসমূহ। তারপর হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো ব্যক্তি কি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ পাকের রহমত ছাড়া? রাসূল (স) তিনবার করে বললেন,

কোনো ব্যক্তিই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ পাকের রহমত ছাড়া। আয়েশা বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনিও পারবেন না ইয়া রাসূলাল্লাহ? তখন তিনি আপন মাথার উপর হাত রেখে বললেন, আমিও না। কিন্তু যদি আল্লাহ তাআলা আপন রহমত দ্বারা আমায় ঢেকে লন একতা তিনি তিনবার বললেন।-(বায়হাকী, দাওয়াতে কবীরে)

শাবানের পনের তারিখে আল্লাহ নিচে নেমে আসেন যঈফ-২৪৬

হাদীস : ১২২৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন। রাসূল (স) বলেছেন, অর্ধ শাবানের রাতে শবে বরাতে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ হন এবং মাফ করে দেন তার সকল সৃষ্টিকে মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া।-(ইবনে মাজাহ) যঈফ-২৪৭

কিন্তু ইমাম আহমদ এটাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার এক রেওয়াতে রয়েছে, দুই ব্যক্তি ছাড়া বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ও মানুষ হত্যাকারী ব্যক্তি।

শাবানের ১৫ তারিখের রাতে ইবাদত করতে হয়

হাদীস : ১২৩০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন অর্ধ শাবান আসবে, রাতে তোমরা নামাজ পড়বে এবং দিনে রোজা রাখবে। কেননা, সেদিন সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আল্লাহ তাআলা নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছো কি, যাকে আমি ক্ষমা করে দিই, কোনো রিজিক প্রার্থনাকারী আছ কি, যাকে আমি রিজিক দিই এবং কোনো বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্যপ্রার্থী আছ কি, যাকে আমি বিপদ মুক্ত করি। এভাবে আরো আরো ব্যক্তিকে ডাকেন যে পর্যন্ত না ফজর হয়।-(ইবনে মাজাহ) জাল -২৪৮

একবিংশ অধ্যায়

এশরাক ও চাশতের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উম্মে হানীর ঘরে রাসূল (স) সংক্ষিপ্ত নামাজ

হাদীস : ১২৩১ ॥ হযরত আলীর ভগ্নি হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (স) তার উম্মে হানীর ঘরে গেলেন এবং গোসল করলেন। তারপর আট রাকআত নামাজ পড়লেন। উম্মে হানী বলেন, আমি কখনো এরূপ সংক্ষিপ্ত নামাজ দেখিনি। তবে তিনি পূর্ণ করেছিলেন রুকু ও সিজদা দ্বারা। অপর বর্ণনায় আছে, উম্মে হানী বলেন, সেটা যোহর সময় ছিল।-(বোখারী ও মুসলিম)

যোহর নামাজ চার রাকআত ফরজ

হাদীস : ১২৩২ ॥ তাবেয়ী বিবি মুআযা বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) যোহর নামাজ কয় রাকআত পড়তেন? তিনি বললেন, চার রাকআত, আর যখন আল্লাহ তাওফীক দিতেন কিছু বেশি পড়তেন।-(মুসলিম)

নেক কাজের আদেশ সদকাস্বরূপ

হাদীস : ১২৩৩ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রভাত হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্যই একটি সদকা দান করা আবশ্যক হয়। তবে জানবে, তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহই একটি সদকা। প্রত্যেক তাহমীদ একটি সদকা, প্রাত্যেক তাহলীল একটি সদকা, প্রত্যেক তাসবীহ একটি সদকা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি সদকা, প্রত্যেক তাহলীল একটি সদকা, প্রত্যেক তাকবীর একটি সদকা এবং সৎ কাজের আদেশ একটি সদকা এবং অসৎ কাজে নিষেধও সদকা বিশেষ। অবশ্য যোহর সময়ে দুই রাকআত নামাজ পড়া এ সবের পরিবর্তে যথেষ্ট।-(মুসলিম)

কড়া রোদের সময় জোহর নামাজ পড়বে না

হাদীস : ১২৩৪ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি কতক লোককে যোহর নামাজ পড়তে দেখে বললেন, এরা জানে যে, এ সময়ের অন্য সময়েই এ নামাজ পড়া উত্তম। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, সালাতুল আওয়াবীন তখনই পড়বে, যখন উটের বাচ্চা রৌদ্রে পুড়তে আরম্ভ করে।-(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিনের প্রথমাংশে চার রাকআত নামাজ পড়ার নির্দেশ

হাদীস : ১২৩৫ ॥ হযরত আবুদ্দারদা ও আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ হতে বলেছেন,

আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য চার রাকআত নামাজ পড় দিনের প্রথমাংশে, আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব এর শেষাংশে। তিরমিযী এ হাদীসকে আবুদ্দারদা ও আবু যর (রা) হতে আবু দাউদ ও দারেমী নোআইম ইবনে হাম্মার গাতফানী হতে এবং ইমাম আহমদ উপরোক্ত তিন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন।

প্রত্যেকের শরীরে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি আছে

হাদীস : ১২৩৬ ॥ হযরত বোরায়দা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তে একটি খয়রাত আবশ্যক। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী! এ সাধ্য কার আছে? রাসূল (স) উত্তর করলেন, থুথু ইত্যাদি যাহা মসজিদে দেখবে দাফন করে দেবে এবং কষ্টদায়ক বস্তু যা রাস্তায় দেখবে সরিয়ে দেবে। যদি এটা করার সুযোগ না পাও তার যোহর সময় দুই রাকআত নামাজ তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।–(আবু দাউদ)

বার রাকআত নামায বেহেশতের চাবি

হাদীস : ১২৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্বাহ্নের বার রাকআত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতে স্বর্ণের একটি কোঠা নির্মাণ করবেন।–(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরিব। এ সনদ ছাড়া অন্য কোনো সনদ আমাদের জানা নেই। যঈফ–২৪১

ফজর নামায পড়ে যোহর নামায পর্যন্ত অপেক্ষার ফজিলত

হাদীস : ১২৩৮ ॥ হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করে যোহর নামাজ পড়া পর্যন্ত আপন মোসাল্লায় বসে থাকবে এবং ভালো কথা ছাড়া কোনো কথা বলবে না, তার সগীরা গুনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা হতেও অধিক হয়।–(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ যঈফ–২৫০

যোহর নামায পড়ার তাগাদা

হাদীস : ১২৩৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি যোহর নামাজ আট রাকআত পড়তেন, তারপর বলতেন, যদি এ সময় আমার পিতা-মাতা জিন্দা হয়েও আমার কাছে আসেন আমি তা ছাড়ব না।–(মালিক)

যোহর নামায খুব মনোযোগের সাতে পড়তে হয়

হাদীস : ১২৪০ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহর নামাজ পড়া আরম্ভ করতেন আমরা মনে করতাম তিনি আর ছাড়বেন না। আবার ছেড়ে দিতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি আর কখনও পড়বেন না।–(তিরমিযী) যইফ -২৫২

সাহাবাগণ যোহর নামায পড়তেন না

হাদীস : ১২৪১ ॥ তাবেয়ী মোআররেক ইজলী বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি যোহর নামাজ পড়ে থাকেন? তিনি বললেন, না। আমি পুনঃ জিজ্ঞেস করলাম, তবে হযরত ওমর (রা) পড়তেন কি? তিনি বললেন, তিনিও না। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তবে রাসূল (স)? তিনি উত্তর করলেন, আমি মনে করি তিনিও না।–(বোখারী)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নফল নামাযের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওযু করে তাহিয়্যাতুল অযুর নামায পড়তে হয়

হাদীস : ১২৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) ফজরের নামাযের সময় বেলালকে বললেন, বেলাল! বল দেখি, মুসলমান হয়ে তুমি এমন কোন কাজ করেছ, যার সওয়াবের আশা তুমি অধিক করতে পার? কেননা, আমি তোমার জুতার শব্দ বেহেশতে আমার সামনে শুনতে পেয়েছি। তখন বেলাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি এ ছাড়া এমন কোনো কাজ করি নাই, যা আমার কাছে অধিক সওয়াবের কারণ হতে পারে। আমি রাত্রে বা দিনের যেকোনো সময়েরই অজু করেছি, তখনই সে অজু দ্বারা নামাজ পড়েছি, যা আমাকে তৌফিক দেওয়া হয়েছে।–(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতি কাজের শুরুতে এস্তেখারা করা উচিত

হাদীস : ১২৪৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সকল কাজে আল্লাহর কাছে এস্তেখারা করার নিয়ম ও দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদের কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরজ ছাড়া দুই রাকআত নামাজ পড়ে, তারপর বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এ বিষয়ের ভালো দিক প্রার্থনা করছি এবং তোমারই ক্ষমতার সাহায্যে তোমার কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমি ক্ষমতা রাখ, আর আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমি এটার ভালোমন্দের জ্ঞান রাখ, আর আমি রাখি না। তুমি গায়বসমূহ সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞাত। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এ বিষয়টি আমার পক্ষে ভালো হবে আমার দ্বীনের ব্যাপারে, আমার জীবনধারণের ব্যাপার ও আমার পরিণামের অথবা রাসূল (স) বলেছেন, আমার ইহকালে ও পরকালে তাহা হলে তুমি এটা আমার জন্য নির্ধারণ কর এবং এটা আমার পক্ষে সহজ করে দাও। তারপর আমার জন্য বরকত দান কর। আর তুমি যদি জান যে, বিষয়টি আমার পক্ষে অকল্যাণকর হবে আমার দ্বীনের ব্যাপারে, আমার জীবনধারণের ব্যাপারে ও আমার পরিণামে, অথবা রাসূল (স) বলেছেন, আমার ইহকালে বা পরকালে তা হলে তুমি এ কাজ আমার হতে ফিরিয়ে রাখ এবং আমাকেও সে কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ, অধিকন্তু আমার জন্য ভালো নির্ধারণ কর, যেথায় তা আছে। তারপর তুমি আমাকে সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট রাখ। তারপর তিনি বলেন, এ বিষয় শব্দস্থলে যেন প্রার্থনাকারী নিজের আবশ্যক বিষয়ের নাম করে।-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুনাহ তাওবা করতে হয়

হাদীস : ১২৪৪ ॥ হযরত আলী মোরতাজা (রা) বলেন, আমাকে হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন, আর তিনি সত্য বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করবে তারপর উঠে আবশ্যক পবিত্রতা অর্জন করবে এবং কিছু নফল নামাজ পড়বে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তারপর রাসূল (স)-এর আয়াত পাঠ করলেন।

'এবং যারা যখন কোনো গুনাহের কাজ করে, অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থন করে।'-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইবনে মাজাহ আয়াতের উল্লেখ করেননি।

বিপদের সময় নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১২৪৫ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, যখন কোনো বিষয় রাসূল (স)-কে চিন্তিত করত, তখন তিনি কিছু নফল নামাজ পড়তেন এবং তার উসীলায় আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন।-(আবু দাউদ)

রাসূলের আগে বিলালের বেহেশতে গমনের কারণ

হাদীস : ১২৪৬ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) সকালে উঠে বেলালকে ডাকলেন এবং বললেন, বেলাল! কি কাজের দরুন তুমি আমার পূর্বে বেহেশতে পৌছলে? আমি যখনই বেহেশতে পৌছেছি আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। তখন বেলাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখনই আজান দিয়েছি তখনই দুই রাকআত নফল নামাজ পড়েছি এবং যখনই আমার অজু গেছে তখনই আমি অজু করেছি এবং মনে করেছি, আল্লাহর উদ্দেশ্য আমার দুই রাকআত নামাজ পড়তে হবে। রাসূল (স) বললেন, এ দুই কাজের দরুনই। -(তিরমিযী)

অজু উত্তমরূপে করতে হয়

হাদীস : ১২৪৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির আল্লাহর কাছে অথবা কোনো মানুষের কাছে কোনো হাজত রয়েছে, সে যেন প্রথমে অজু করে এবং উহা উত্তমরূপে করে, তারপর দুই রাকআত নামাজ পড়ে, তারপর আল্লাহর কিছু প্রশংসা করে এবং রাসূল (স)-এর প্রতি কিছু দরূদ পেশ করে, তারপর যেন বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি ধৈর্যশীল, মহামহিম। আমি মহান আরশের প্রভু। প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক প্রভু। হে প্রভু, আমি তোমার রহমত আকর্ষণের কারণসমূহ, তোমার ক্ষমালাভের সংকল্পরাজি, প্রত্যেক সৎ কাজের সার এবং অসৎ কাজ হতে শান্তি। হে আরহামুর রাহিমীন! তুমি আমার কোনো অপরাধকে ছেড়ে দিও না ক্ষমা করা ছাড়া, কোনো বিপদকে রাখিও না বিদূরিত করা ছাড়া এবং কোনো হাজতকে রাখিও না পূর্ণ করা ছাড়া। যে হাজত তোমার তোমার সন্তোষলাভের কারণ হয়। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু তিরমিযী হাদীসটি গরীব বলেছেন এবং মোহাদ্দেসগণও এর সনদের সমালোচনা করেছেন।

জ্ঞান - ২৫৩

হযরত আব্বাস (রা)-কে বরকতের দোয়া শিক্ষা দিলেন

হাদীস : ১২৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) আমার পিতা আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিবকে বললেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দিব না, আমি কি আপনাকে দান করব না, আমি কি আপনাকে বলব না, আমি কি করব না আপনার সাথে দশটি কাজ, যখন আপনি তা করবেন, আল্লাহ আপনার গুনাহ মাফ করে দেবেন। প্রথমের গুনাহ, শেষের গুনাহ পুরনো গুনাহ, নতুন গুনাহ, অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, ইচ্ছাকৃত গুনাহ, ছোট গুনাহ ও বড় গুনাহ এবং গুপ্ত গুনাহ ও প্রকাশ্য গুনাহ? আপনি চার রাকআত নামাজ পড়বেন। যখন আপনি প্রথম রাকআতে কোরআনের সূরা ফাতিহা এবং যেকোনো একটি সূরা পড়বেন, যখন আপনি প্রথম রাকআতের কেরআত শেষ করবেন, দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ১৫ বার। তারপর রুকু করবেন এবং রুকু অবস্থায় উহা বলবেন দশবার। তারপর রুকু হতে মাথা উঠাবেন এবং সাবিআল্লাহু-এর পর বলবেন দশবার, তারপর নিচের দিকে সিজদায় যাবেন এবং সিজদার তাশবির পর সিজদা অবস্থায় বলবেন দশবার। তারপর সিজদা হতে মাথা উঠাবেন এবং বলবেন দশবার। তারপর সিজদায় যাবেন এবং পূর্বের ন্যায় তথায় বলবেন দশবার। তারপর মাথা উঠাবেন এবং সোজা হয়ে বলবেন দশবার। সুতরাং প্রত্যেক রাকআতে এটা হলো পঁচাত্তরবার। এরূপে আপনি চার রাকআতে এটা করবেন। যদি আপনি প্রতিদিন এরূপ নামাজ পড়তে পারেন, পড়বেন। যদি তা করতে না পারেন তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার পড়বেন। যদি তাও পড়তে না পারেন, তাহলে বছরে একবার পড়বেন। আর যদি তাও পড়বে না পারেন তাহলে অন্তত জীবনে একবার পড়বেন।–(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে এবং তিরমিযী আবু রাফে হতে এটার অনুরূপ।)

কিয়ামতে নফল নামাজ যুক্ত হবে

হাদীস : ১২৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার যে আমল সম্পর্কে প্রথমে হিসাব গ্রহণ করা হবে, তা হবে তার নামাজ। নামাজ যদি ঠিক হলো সে কৃতকার্য হলো এবং বেঁচে গেল। আর নামাজ যদি বিনষ্ট হলো, সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যদি তার ফরজ নামাজের মধ্যে কোনো রকমের ত্রুটি ঘটে থাকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, দেখ ফিরেশতাগণ! আমার বান্দার নফল নামাজ আছে কি না? যদি থাকে তা দিয়ে তার ফরজের ক্ষতির পূরণ করা হবে। তারপর তা অপর সব আমল সম্পর্কেও এরূপ হবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তারপর যাকাত সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে। তারপর সব আমল একে একে এ নিয়ম অনুসারে গ্রহণ করা হবে।–(আবু দাউদ। আর আহমদ জনৈক ব্যক্তি হতে।)

নামাজের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই

হাদীস : ১২৫০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দা যে দুই রাকআত নামাজ পড়ে তারচেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই। যার প্রতি আল্লাহ তাআলা কর্ণপাত করতে পারেন। বান্দা যতক্ষণ নামাজে থাকে ততক্ষণ নেকি (আল্লাহর রহমত) তার মাথার ওপর ঝরতে থাকে। (নামাজ) বান্দার মুখ থেকে যা বের হয়, অর্থাৎ কোরআন, তার অনুরূপ কোনো জিনিস দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। –(আহমদ ও তিরমিযী)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সফরের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) জুলহোলায়ফায় আসরের দুই রাকআত নামাজ

হাদীস : ১২৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহরের নামাজ মদিনায় চার রাকআত পড়েছিলেন। আর আসরের নামাজ জুলহোলায়ফায় দুই রাকআত পড়েছিলেন।–(বোখারী ও মুসলিম)

মিনায় দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১২৫২ ॥ হযরত হারেসা ওহব খোযায়ী (রা) বলেন, রাসূল (স) মিনায় আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামাজ পড়েছেন। অথচ তখন আমরা সংখ্যায় ইতোপূর্বেকার সব সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিলাম এবং অধিক শান্তি ও নিরাপদে ছিলাম।–(বোখারী ও মুসলিম)

বিপদের সময় কছর পড়া যায়

হাদীস : ১২৫৩ ॥ সাহাবী হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে বললাম, ব্যাপার কি? আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যদি তোমরা ভয় করো, কাফেররা তোমাদের কোনো বিপদে ফেলবে, তাহলে

তোমরা কছর পড়তে পার। আর এখন তো মানুষ অর্থাৎ মুসলামানরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। তথাপি আমরা কছর পড়ি কেন? ওমর (রা) বলেন, আপনি যেরূপ আশ্চর্যবোধ করছেন, আমিও আপনার ন্যায় আশ্চর্যবোধ করতাম। একদা আমি রাসূল (স)-কে এটা জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এটা একটা দান, যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তার দান গ্রহণ করবে।-(মুসলিম)

সফরে নামাজ কছর করতে হয়

হাদীস : ১২৫৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মদীনা হতে মক্কা রওনা হয়েছিলাম, দেখলাম তিনি ফরজ নামাজ দু রাকআত দু রাকআত পড়লেন, যতক্ষণ না আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। এ সময় আনাসকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করেছিলেন? তিনি বললেন, দশ দিন করেছিলাম।-(বোখারী ও মুসলিম)

সফরের সময় নির্দিষ্ট না হলে নামাজ কছর হবে

হাদীস : ১২৫৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার এক সফর করলেন এবং সেখানে উনিশ দিন অবস্থান করলেন, অথচ নামাজ পড়লেন দু রাকআত দু রাকআত। ইবনে আব্বাস বলেন, সুতরাং আমরা আমাদের এখন মদীনা ও মক্কার পথের পরিমাণ উনিশ দিন সময় নামাজ দু রাকআত দু রাকআত পড়ে থাকি। অবশ্য যখন এটা হতে অধিক অবস্থান করি তখন চার রাকআত পড়ি।-(বোখারী)

সফরে নফল নামাজ পড়তে হয় না

হাদীস : ১২৫৬ ॥ তাবেয়ী হযরত হাবস ইবনে আসেম বলেন, আমি মক্কার পথে ইবনে ওমরের সহচর ছিলাম। একদা তিনি আমাদের যোহরের নামাজ দু রাকআত দু রাকআত পড়ালেন। অতপর নিজের আবাসে এলেন, দেখলেন, কতক লোক দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কী করছে? আমি বললাম এরা নফল পড়ছে। তিনি বললেন, যদি সফরে নফল পড়তেই পারতাম তাহলে ফরজকেই পূর্ণ করতাম। আমি রাসূল (স)-এর সহচর ছিলাম। দেখেছি তিনি সফরে দু রাকআতের অধিক কিছু পড়েননি। হযরত আবু বকর, ওমর এবং ওসমান গণিরও আমি সহচর ছিলাম, তারাও সফরে দু রাকআতের অধিক কিছু পড়েননি।-(বোখারী ও মুসলিম)

সফরের যোহর ও আসর একত্রে পড়তে হয়

হাদীস : ১২৫৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে পড়তেন। যখন তিনি সফর করতে থাকতেন, এরূপ তিনি মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে পড়তেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজ সওয়ারি থেকে পড়তেন

হাদীস : ১২৫৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) সফরে ফরজ ব্যতীত রাতের নামাজ আপন সওয়ারির ওপরে ইশারার সাথে পড়তেন। যেদিকে সওয়ারি তাকে নিয়ে চলত। এরূপে তিনি বেতেরও সওয়ারির ওপরই পড়তেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কছরও করেছেন আবার পূর্ণও করেছেন

হাদীস : ১২৫৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) সকল রকমই করেছেন। কছরও করেছেন এবং পূর্ণও পড়েছেন। -(শরহে সুন্নাহ)

মুসাফিরের নফল নামায নেই

হীদস-১২৬০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে ওমরর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধ করেছি এবং তাঁর সাথে মক্কা বিজয় অভিযানেও হাজির হয়েছি। তিনি মক্কায় আঠারো রাত অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি দু রাকআত ছাড়া ফরজ নামায পড়তেন না। তিনি মুকীমদের বলে দিতেন, হে শহরবাসীগণ! তোমরা উঠে চার রাকআত পূর্ণ কর। আমরা মুসাফির।-(আবু দাউদ)

সফরের নামাযের বিধান

হাদীস : ১২৬১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে সফরে দু রাকয়াত যোহর পড়েছি এবং তারপর দু রাকআত সুন্নত পড়েছি। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে ওমর (রা) বলেন, হযরে ও সফরে আমি রাসূল (স)-এর সাথে নামায পড়েছি। হযরে পড়েছি তাঁর সাথে যোহর চার রাকআত এবং পরে সুন্নত দু রাকআত। আসর পড়েছি দু রাকআত। তারপর নবী কীরম (স) কোনো নামায পড়েননি। মাগরিব পড়েছেন হযরে ও সফরে সমানভাবে তিন রাকআত। এটা হযর ও সফর কোনো অবস্থাতেই বেশি বা কম হয় না তা হচ্ছে দিনের বেতের; আর উহার পর পড়েছেন সুন্নত দু রাকআত।-(তিরমিযী)

সফরে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া

হাদীস : ১২৬২ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) তাবুক যুদ্ধে এরূপ করতেন, যখন তার মনযিল ত্যাগের পূর্বে সূর্য ঢলে যেত, তখন তিনি যোহর ও আসরকে একত্রে পড়তেন। যদি তিনি সূর্য ঢলার পূর্বেই প্রস্থান করতেন, যোহরকে বিলম্ব করতেন, যতক্ষণ না আসরের জন্য মঞ্জিলে অবতরণ করেন। মাগরিবেও তিনি এরূপ করতেন। অর্থাৎ যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে প্রস্থান করতেন। মাগরিবকে বিলম্ব করতেন, যে পর্যন্ত না তিনি এশার জন্য কোনো মঞ্জিলে অবতরণ করতেন। তারপর উভয় নামাজ একত্রে পড়তেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

উটে চলে রাসূল (স) নফল নামাজ পড়তেন

হাদীস : ১২৬৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সফর করতেন এবং নফল পড়ার ইচ্ছা করতেন, নিজের উটকে কেবলামুখী করে তাকবীরে তাহরিমা বলতেন, তারপর তার সওয়ারি উট তাকে যেদিকে ফিরাত তিনি সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়তেন।-(আবু দাউদ)

সওয়ারির ওপর নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১২৬৪ ॥ হযরত যাবের (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে কোনো কাজে পাঠালেন। আমি এসে দেখি তিনি তার সওয়ারির ওপরে পূর্বদিকে ফিরে নামাজ পড়ছেন এবং সিজদাকে রুকু অপেক্ষা কিছু অধিক নিচু করছেন।-(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিনায় দুই রাকআত নামাজ পড়া

হাদীস : ১২৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, রাসূল (স) মিনায় নামাজ দুই রাকআত পড়েছেন। তারপর হযরত আবু বকর, তারপর হযরত ওমর, তারপর হযরত ওসমনা (রা) ও আপন খিলাফতের প্রথমদিকে দুই রাকআতই পড়েছেন। তারপর হযরত ওসমান চার রাকআত পড়েন। পরবর্তী রাবী বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) যখন ইমামের সাথে ওসমানের সাথে পড়তেন, চার রাকআতই পড়তেন এবং যখন একা পড়তেন তখন দু রাকআত পড়তেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজ দুই রাকআত করে ফরয হয়েছিল

হাদীস : ১২৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নামাজ দুই রাকআত করেই ফরয হয়েছিল। তারপর রাসূল (স) মদীনায় হিজরত করেন। আর নামাজ চার রাকআত করে ফরয হয়, তবে সফরের নামাজ প্রথম নিয়মে দুই রাকআতই থেকে যায়।

তাবেঈ ইবনে শেহাব যুহরী (রা) বলেন, আমি আমার শায়খ ও আয়েশার ভগ্নিপুত্র ওরওয়াকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে হযরত আয়েশা (রা) কেন সফরে চার রাকআত পড়তেন? উত্তরে ওরওয়া বলেন, তিনি এটার একটা তাবীল করতেন, যেভাবে হযরত ওসমান তাবীল কবতেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

সফরের সময় এক রাকআত পড়তে হয়

হাদীস : ১২৬৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের রাসূল (স)-এর মাধ্যমে হাজরে নামাজ চার রাকআতই ফরয করেছেন এবং সফরে দুই রাকআত। আর সন্ত্রাসের সময় এক এক রাকআত।-(মুসলিম)

সফরে বেতের নামাজ পড়া যায়

হাদীস : ১২৬৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) সফরের নামায দু রাকআত পড়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন এবং এ দু রাকআত হইল সফরের পূর্ব নামায কসর নহে। এ ছাড়া সফরে বেতের পড়াও রাসূল (স)-এর নিয়ম।-(ইবনে মাজাহ) যঈফ — ২৫৯

৪৮ মাইল দূরত্বে নামাজ কছর হয়

হাদীস : ১২৬৯ ॥ ইমাম মালেকের কাছে এ কথা পৌছেছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মক্কা ও তায়েফের মধ্যকার ব্যবধানে, মক্কা ও উসফানের ব্যবধানে এবং মক্কা ও জিদ্দার ব্যবধানে নামাজ কছর পড়তেন। ইমাম মালিক বলেন, এটা চার ডাক পরিমাণ প্রায় ৪৮ মাইল।-(মুয়াত্তা) যঈফ — ২৬০

সফরে নফল নামাজ পড়তে হয় না

হাদীস : ১২৭০ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, আমি ১৮টি সফরে রাসূল (স)-এর সঙ্গী ছিলাম। কোনো সফরেই আমি তাকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর এবং যোহরের পূর্বে দু রাকআত নফল নামাজ ছেড়ে দিতে দেখিনি।-(আবু দাউদ ও তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরিব) যঈফ — ২৬১

সফরে নফল নামাজ পড়া নিষেধ নেই

হাদীস : ১২৭১ ॥ তাবেয়ী নাফে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তার পুত্র ওবায়দুল্লাহকে সফরে নফল নামাজ পড়তে দেখতেন, কিন্তু তাকে বাধা দিতেন না।-(মালিক) পৃষ্ঠা – ২৬২

চতুর্বিংশ অধ্যায়

জুমআবারের ফজিলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইহুদীরা শনিবার পবিত্র মনে করে

হাদীস : ১২৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমরা দুনিয়াতে আগমনের পরবর্তীরাই আখিরাতে অগ্রবর্তী। পার্থক্য হলো, তারা আমাদের পূর্বে আল্লাহর কিতাব লাভ করেছে, আর আমরা তাদের পরে লাভ করেছি। তারপর জেনে রাখবে যে, এটাই তাদের ইহুদী নাসারাদের বার, যা তাদের প্রতি নির্ধারিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ জুমুআবার কিন্তু তারা সে সম্পর্কে মতভেদ করল আর আল্লাহ আমাদের সঠিক সন্ধান দিলেন। অতএব এ ব্যাপারে লোক আমাদের পেছনে হলো। ইহুদীরা পরের দিন শনিবারকে এবং নাসারারা তার পরের দিন রবিবারকেই গ্রহণ করল।-(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এরূপ বলেছিলেন। কিয়ামতের দিন আমরা পরবর্তীরাই প্রথম হব। অর্থাৎ যারা বেহেশতে গমন করবে তাদের মধ্যে আমরাই প্রথম হব। তারপর আবু হুরায়রা পার্থক্য হলো, বাক্য হতে শেষ পর্যন্ত পূর্ববৎ বর্ণনা করেন।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আবু হুরায়রা ও হুজায়ফা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তারা বলেছেন, হাদিসের শেষ দিকে রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে আমরা পরবর্তী আর কেয়ামতের দিনে প্রথম যাদের জন্য হিসাব-কিতাব ও বেহেশতে প্রবেশের আদেশ সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে দেওয়া হবে।

জুমুয়ার দিন হলো উত্তম দিন

হাদীস : ১২৭৩ ॥ হযরত হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন সকল দিন অপেক্ষা যাতে সূর্য উদিত হয়। জুমুয়ার দিনই হলো উত্তম দিন। জুমুয়ার দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। উহাতে তাকে বেহেশতে দাখিল করা হয়েছে। এবং ওই দিনই তাকে সেখান থেকে বের করা হয়েছে। আর জুমুয়ার দিন ব্যতীত কিয়ামত কায়েম হবে না।-(মুসলিম)

জুমআর দিনে দোআ কবুল হয়

হাদীস : ১২৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বনী করীম (স) বলেছেন, জুমুয়ার দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোনো মুমিন বান্দা তা পায় এবং তখন আল্লাহর কাছে কোনো মঙ্গল প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে তা দান করেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিম এটা অধিক বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) এটাও বলেছেন, এটা অতি অল্প সময়। বোখারী ও মুসলিম উভয়ের অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, জুমুয়ার দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোনো মুসলমান নামাজ পড়া অবস্থায় সে সময় পায় এবং আল্লাহর কাছে কোনো মঙ্গল প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে নিশ্চয় তা দান করেন।

জুময়ার দিনে একটি মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১২৭৫ ॥ হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আবু মূসাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স) জুমআর দিনের সে সময়টি সম্পর্কে বলেছেন, ইমামের (মিম্বরে) বসা হতে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়।-(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জুময়ার দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টির কারণ

হাদীস : ১২৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি একবার (শামের) সিনাই পর্বতের দিকে সফরে বের হলাম। সেখানে তাবেয়ী কাব আহবার-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি তার কাছে বসলাম। তিনি আমাকে তাওরাত গ্রন্থ হতে কিছু বলতে লাগলেন। আর আমি তাকে রাসূল (স)-এর কিছু হাদীস শোনালাম। আমি তাকে যা

শুনিয়েছিলাম তার মধ্যে এটাও ছিল যে, আমি বললাম, রাসূল (স) বলেছেন, এমন সকল দিন অপেক্ষা রাতে সূর্য উদিত হয়, জুময়ার দিনই উত্তম। সেই দিনই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই দিনই অবতীর্ণ করা হয়েছে। সেই দিন তার তওবা কবুল করা হয়েছে, আর সেই দিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেই দিনই কিয়ামত কায়েম হবে। কিয়ামত কায়েম হওয়ার ভয়ে জুময়ার বারে উষার প্রারম্ভ হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সকল প্রাণীই চিৎকার করতে থাকে, জিন ও মানুষ ছাড়া। জুময়ার দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যদি তাকে কোনো মুসলমান বান্দা পায় নামাজ পড়া অবস্থায় এবং আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই উহা তাকে দান করেন। এটা শুনে কাব বললেন, এ সময়টা বছরে এক জুময়া মাত্র। আমি বললাম, রাসূল (স) সত্য বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তারপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকে কাব আহবারের সাথে আমার বৈঠক এবং তাকে জুময়ার দিন সম্পর্কে যা বলেছে তা বললাম। আমি বললাম, কাব বলেছেন এটা বছরে একবার মাত্র। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, কাব মিথ্যা বলেছেন। আমি বললাম, কাব তাওরাত পাঠ করে বললেন, হ্যাঁ, উহা প্রত্যেক জুমআবারেই। এবার আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, কাব সত্য বলেছেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (র) বললেন, আমি নিশ্চয় করে জানি সেটা কোন সময়। আবু হুরায়রা বলেন, আমি বললাম, মেহেরবানী করে আমাকে উহা বলুন এবং আমার সাথে কার্পণ্য করবেন না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, তাহলো জুমআবারের সর্বশেষ সময়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, জুমআ বারের শেষ সময় কি করে হতে পারে? কারণ রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোনো মুসলমান বান্দা তা পায় নামাজ পড়া অবস্থায় অথচ আসরের পর নামাজ পড়া মাকরূহ। এটা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন,, রাসূল (স) কি এ কথাও বলেননি যে, যে ব্যক্তি নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে সে নামাজেই তাকে, যতক্ষণ না সে ওই নামাজ পড়ে? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। পড়তে থাকা অর্থে নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে সে নামাজেই থাকে, যে পর্যন্ত না সে ওই নামাজ পড়ে? আবদুল্লাহ বললেন, এখানে নামাজ পড়তে থাকা অর্থে নামাজের অপেক্ষায় থাকাকেই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আসর পড়ে মাগরিবের অপেক্ষায় বসে থাকা।-(মালিক, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

কিন্তু আহমদ কাব সত্য বলেছেন পর্যন্ত।

আসরের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১২৭৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমুআবারের সে সমসয়টিকে, যাতে দোয়া কবুলের আশা করা যায়, আসরের পর হতে সূর্যাস্তের মধ্যে তালাশ কর।-(তিরমিযী)

জুমআর দিনেই হযরত আদম (আ)-এর মৃত্যু হয়েছে

হাদীস : ১২৭৮ ॥ হযরত আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের সকল দিন অপেক্ষা জুমুআর দিনটিই হলো শ্রেষ্ঠ। এ দিন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনই পুনর্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। সুতরাং ওই দিন আমার উপর বেশি করে দরূপ পাঠ করবে। কেননা, তোমাদের দরূদ নিশ্চয় আমার কাছে উপস্থিত করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দরূদ আপনার কাছে কেমন করে উপস্থিত করা হবে, অথচ আপনি তখন মাটি হয়ে যাবেন? রাসূল (স) উত্তর করলেন, নবীদের শরীর আল্লাহ তাআলা জমিদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন, জমিন উহা ক্ষয় করতে পারে না।-(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী এবং বায়হাকী দাআওয়াতে কবীরে।)

জুমুআর দিনে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন

হাদীস : ১২৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতিশ্রুত দিবস, মাসহুদ দিবস ও সাহেদ দিবস যথাক্রমে কিয়ামতের দিবস, আরাফার দিবস এবং জুমুআর দিবস। সূর্য উদিত হয় না এবং অস্ত যায় না জুমুআর দিবস অপেক্ষা কোনো উত্তম দিবসে। এ দিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি ঠিক সেই মুহূর্তকে কোনো মুমিন পায় এবং আল্লাহর কাছে কোনো কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাকে নিশ্চয়ই পানাহ দেন। -(আহমদ ও তিরমিযী)

কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাসিদটি গরিব। মূসা ইবনে আবায়দা ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর তাকে জয়ীফ বলা হয়ে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুমুআর দিন সকল দিনের সর্দার

হাদীস : ১২৮০ ॥ হযরত আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুঞ্জের (রা) বলেন, রাসূল (স) ব[illegible]ছেন, জুমুআর দিন সকল দিনের সর্দার দিন এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত দিন। এ দিন কুরবানীর দিন ও ঈদুল

ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত। এ দিনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এ দিন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে জমিনে প্রেরণ করেছেন এবং তাকে মৃত্যু দান করা হয়েছে। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোনো বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কিছু যাঞ্ঝা করে তিনি তাকে নিশ্চয়ই তা দান কনের, যে পর্যন্ত না সে হারাম কিছু যাঞ্ঝা করে এ সেদিনই কিয়ামত কায়েম হবে। এমন কোনো সম্মানিত ফেরেশতা নেই, আসমান নেই, জমিন নেই, বাতাস নেই, পাহাড় নেই ও সমুদ্র নেই, যে জুমুআর দিন সম্পর্কে ভীত নহে।-(ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইমাম আহমদ সাদ ইবনে মুয়াজ এরূপ বর্ণনা করেছেন। একদা আনসারীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এসে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! জুমুআর দিন সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। এ দিন কী কল্যাণ রয়েছে? উত্তরে রাসূল (স) বলেছেন, এ দিনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত। যঈফ-২৬৩

জুমুআর অর্থ একত্রে সমাবেশ

হাদীস : ১২৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জুমুআর দিনকে জুমুআর দিন কেন বলা হয়? উত্তর করলেন, কেননা, সে দিন তোমার পিতা আদম (আ)-এর কাদামাটি একত্র করা হয়েছে। এদিন বিশ্বের ধ্বংস সাধন ও জীবকূলকে পুনরায় ওঠানো হবে। এ দিনেই কাফেরদের কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে এবং এ দিনের শেষ তিন মুহূর্তের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কেউ তখন আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন।-(আহমদ) যঈফ-২৬৪

জুমুআর দিন বেশি করে দরূদ পাঠ করবে

হাদীস : ১২৮২ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমুআর দিন আমার প্রতি বেশি করে দরূপ পাঠ করবে। কেননা, জুমুআর দিন হাজিরার দিন, এ দিনে ফেরেশতারা আল্লাহর বিশেষ রহমত নিয়ে হাজির হয়ে থাকেন। তোমাদের যে কেউ যেকোনো দিন আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, নিশ্চয় সে দরূদ আমার কাছে পেশ করা হবে, যে পর্যন্ত না সে অবসর গ্রহণ করবে। রাবী বলেন, আমি বললাম মৃত্যুর পরেও কী? রাসূল (স) বললেন, মৃত্যুর পরেও। কেননা, আল্লাহ তাআলা নবীদের শরীর খাওয়াকে মাটির প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং সেখানে আল্লাহর নবী জিন্দা, তাকে রিজিক দেওয়া হচ্ছে।-(ইবনে মাজাহ)

জুমুআর রাতে মারা গেলে বেহেশতী

হাদীস : ১২৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি জুমুআর দিনে অথবা জুমুআর রাতে রার যায়, আল্লাহ তআলার নিশ্চয়ই তাকে কবরের ফেতনা হতে রক্ষা করেন।-(আহমদ ও তিরমিযী)

কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব, উপরন্তু তার সনদও মোত্তাসিল নয়; রবং মোনাকাতে।

জুমুআর দিনের অনেক ফযিলত

হাদীস : ১২৮৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি একদিন 'অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম' এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন, তখন তার কাছে এক ইহুদী ছিল, সে বলে উঠল, যদি এ আয়াত আমাদের উপর অবতীর্ণ হতো আমরা এ আয়াতের অবতীর্ণের দিনকে ঈদ বলে ঘোষণা করতাম। এটা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটা আমাদের উপর সেই দিন অবতীর্ণ হয়েছে, যে দিন এক সঙ্গে দুই ঈদ হয়েছিল জুমুআর দিন এবং আরাফার অর্থাৎ হজ্জের দিন।-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান গরীব)

জুমুআর দিন একটি উত্তম দিন

হাদীস : ১২৮৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন রজব আসত, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। রাবী বলেন, তিনি আরো বলতেন, জুমুআর রাত একটি উজ্জ্বল রাত এবং জুমুআর দিন একটি উজ্জ্বল দিন। -(বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে)

যঈফ-২৬৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জুমুআর নামাজ ফরয

প্রথম পরিচ্ছেদ

যারা জুমুআর নামাজ পড়ে না তারা অভিশপ্ত

হাদীস : ১২৬৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি মিম্বরে কাঠের উপর দাঁড়িয়ে ব[illegible], লোক হয়তো জুমআর নামাজ তরক করা হতে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের উপর মোহর অংকিত করে দেবেন। তারপর তারা নিশ্চয় গাফেলদের অন্তর্গত হয়ে যাবে।-(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরপর তিন জুমুআ ছেড়ে দিলে অন্তরে মোহর মারা হয়

হাদীস : ১২৮৭ ॥ হযরত আবুল জাদ যুমায়রী বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলাবশত পরপর তিন জুমুআর নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের উপর মোহর অংকিত করে দিয়েছেন।-(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

কিন্তু মালিক এটা সাহাবী সাফওয়ান ইবনে সুলাইম এবং ইমাম আহমদ তাবেয়ী আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

জুমার নামাজ ছাড়লে সাদকা দিতে হয়

হাদীস : ১২৮৮ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বিনা ওজরে জুমুআর নামাজ ছেড়েছে, সে যেন এক দীনার দান করে। যদি তাতে সমর্থ না হয় তবে অর্ধ দীনার।-(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আজান শুনলে জুমার নামাজ পড়তে হবে যঈফ-২৬৬

হাদীস : ১২৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে আজান শুনেছে তার প্রতি জুমাআ ফরয।-(আবু দাউদ) যঈফ-২৬৭

জুমুআর নামাজ প্রত্যেকের প্রতি ফরয

হাদীস : ১২৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জুমুআর নামাজ তার উপর ফরয, যে রাতে আপন বাড়িতে পৌঁছুতে পারে অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসাফির নয়।

যঈফ-২৬৮ -(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এটার সনদ যয়ীফ)

স্ত্রী লোক, ক্রীতদাসের প্রতি জুমুআ ফরয নয়

হাদীস : ১২৯১ ॥ হযরত তারেক ইবনে শেহাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমুআর নামাজ ফরয প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাআতের সাথে। কিন্তু চার ব্যক্তি বাদ। ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, নাবালেগ ছেলে এবং রোগী। আবু দাউদ, কিন্তু শহরহে সুন্নাহর মাসাবীহের শব্দে তারেকের স্থলে বনী ওয়ায়েলের এক ব্যক্তি রয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুমুআর নামাজ না পড়লে কি করা উচিত

হাদীস : ১২৯২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) একদল লোক সম্পর্কে বলেছেন, যারা জুমুআর নামাজ হতে সরে থাকত আমি নিশ্চিতরূপে ইচ্ছা করেছি যে, আমি কাউকে আদেশ করি, সে আমার স্থলে লোকদের ইমামতি করবে আর আমি গিয়ে সে সব লোকের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিব, যারা জুমুআর নামাজ হতে সরে থাকে।-(মুসলিম)

জুমআর নামাজ না পড়লে সে মুনাফিক

হাদীস : ১২৯৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জুমুআর নামাজ তরক করেছে, যে আল্লাহর কাছে মুনাফিক বলে লেখা হয়েছে এমন কিতাবে, যার লিখা মুছে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তন করাও হয় না। অপর বর্ণনায় আছে, তিনবার তরক করেছে। -(শাফেঈ) যঈফ-২৬৯

পরকালে বিশ্বাস করলে জুমুআর নামাজ পড়তে হবে

হাদীস : ১২৯৪ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার ওপর জুমুআর দিনে জুমুআর নামাজ ফরয। রোগী, মুসাফির, স্ত্রী লোক, বালক, উন্মাদ ও কৃতদাস ছাড়া। যে ব্যক্তি খেলাধুলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে জুমুআর নামাজ হতে বিমুখ থাকবে আল্লাহ তাআলাও তার দিক হতে বিমুখ থাকবেন। আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। -(দারা কুতনী)

যঈফ-২৭০

ষড়বিংশ অধ্যায়

পরিচ্ছন্নতা লাভ করা এবং সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুমুআর দিনে গোসল করতে হয়

হাদীস : ১২৯৫ ॥ হযরত সালমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে, তারপর নিজের সঞ্চিত তৈল হতে নিজের শরীরে কিছু তৈল

মাখবে অথবা ঘরে খোশবু থাকলে খোশবু ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে রওনা হবে এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না, তারপর যা তার পক্ষে সম্ভব নফল সুন্নত নামাজ পড়বে, তারপর ইমাম যখন খোতবা দিতে থাকেন চুপ করে শুনবে, নিশ্চয় তার জুমআ ও পূর্ববর্তী জুমআর মধ্যকার সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।-(বোখারী)

গোসল করে জুমার নামাজ পড়লে গোনাহ মাফ হয়

হাদীস : ১২৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গোসল করবে, তারপর জুমআয় যাবে এবং তার পক্ষে যা সম্ভব নফল নামাজ পড়বে, তারপর যখন ইমাম খোতবা আরম্ভ করবেন চুপ করে থাকবে যে পর্যন্ত না ইমাম খোতবা শেষ করেন। তারপর ইমামের সাথে জুমআর নামাজ পড়বে। তার এ জুমআ ও পূর্ববর্তী জুমআর মধ্যকার গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের। -(মুসলিম)

জুমআর নামাজের খোতবা চুপ করে শুনতে হয়

হাদীস : ১২৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অযু করবে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করবে, তারপর জুমআতে যাবে এবং চুপ করে খোতবা শুনবে, তার এ জুমআ হতে ঐ জুমআ পর্যন্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে, অধিকন্তু আরও তিন দিনের। যে ব্যক্তি খোতবার সময় কঙ্কর বালি নাড়ল সে অনর্থক কাজ করল চুপ রইল না। -(মুসলিম)

জুমআর দিনে ফেরেশতাগণ আগমন করেন

হাদীস : ১২৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন জুমআর দিন আসে, ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং যার পূর্বে যে আসে তা লিখতে থাকেন। যে ব্যক্তি খুব সকালে আসে তার উদাহরণ হচ্ছে, যে মক্কায় কোরবানী করার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে আসে তার উদাহরণ, যে একটি গরু পাঠায়। তারপর আগমনকারী একটি দুম্বা, তারপর আগমনকারী একটি মুরগি, তারপর আগমনকারী যেমন একটি ডিম পাঠাল। যখন ইমাম খোতবার জন্য বের হন, ফেরেশতাগণ তাদের কাগজ ভাঁজ করে লন এবং খোতবা শুনতে আরম্ভ করেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

জুমআর খুতবায় কথা বলতে নেই

হাদীস : ১২৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমআর দিন ইমামের খোতবা দানকালে যখন তুমি তোমার সঙ্গীকে বললে চুপ কর, তখন তুমি অনর্থ কথাই বললে। কারণ, এটা তোমার চুপ থাকার বিপরীত হলো।-(বোখারী ও মুসলিম)

মসজিদে গিয়ে একজনকে উঠিয়ে সেখানে বসা উচিত নয়

হাদীস : ১৩০০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আপন কোন মুসলমান ভাইকে জুমআর দিন তার জায়গা হতে উঠিয়ে না দেয়। তারপর সেখানে নিজে বসে। বরং বলবে, একটু সরুন।-(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জুমআর দিনে উত্তম পোশাক পড়তে হয়

হাদীস : ১৩০১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে এবং নিজের উত্তম পোশাক পরিধান করে এবং সুগন্ধি লাগায় যদি তার কাছে থাকে, তারপর জুমআয় যায় এবং সামনে যাবার জন্য মানুষের ঘাড়ের উপর লাফ দেয় না। তারপর তার পক্ষে যা সম্ভব নফল পড়ে এবং যখন ইমাম খোতবার জন্য বের হন, নীরব বসে থাকে যতক্ষণ না তিনি আপন নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করেন। এটা তার জুমআ ও পূর্ব জুমআর মধ্যে যা ছিল উহার জন্য কাফফারাস্বরূপ হবে। -(আবু দাউদ)

নিয়মমতো জুমার নামাজ আদায় করলে অফুরন্ত সওয়াব আছে

হাদীস : ১৩০২ ॥ হযরত আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে জামা কাপড় ধুবে ও গোসল করবে, তারপর সকাল সকাল প্রস্তুত হবে ও সকালে মসজিদে যাবে এবং সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে যাবে আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে, তারপর চুপ করে তার খোতবা শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে না, তার প্রত্যেক কদমে তার এক বছরের আমলের সওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনে রোজা ও রাতে নামাজের সওয়াব হবে।-(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

জুমার নামাজের জন্য পৃথক কাপড় রাখতে হয়

হাদীস : ১৩০৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে এটা আপত্তির বিষয় নয় যে, যদি তার সামর্থ্য থাকে জুমআর দিনের জন্য এক জোড়া পৃথক কাপড় রাখবে কাজের কাপড় ছাড়া।-(ইবনে মাজাহ। ইমাম মালিক ইয়াহয়া ইবনে সায়ী আনসারী তাবেয়ী হতে)

জুমআর নামাজে ইমামের কাছে থাকা ভালো

হাদীস : ১৩০৪ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রথম হতেই খোতবায় উপস্থিত হবে এবং ইমামের নিকটে বসবে। কেননা, মানুষ বরাবর উত্তম কাজ হতে পেছনে সরতে থাকে, ফলে বেহেশত দানেও তাকে পেছনে করা হয়, যদিও সে বেহেশতে যাবে।-(আবু দাউদ)

মসজিদে যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে বসবে

হাদীস : ১৩০৫ ॥ হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমআর দিনে যে ব্যক্তি লোকের ঘাড়ে লাফিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্ট করে, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের পুলস্বরূপ করা হবে। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, এবং বলেছেন যে এটা গরীব।

খোতবার সময় দুই পায়ের নালা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৩০৬ ॥ হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন জুমআর দিনে ইমামের কোতবাকালে দুই হাত দ্বারা নালা জড়িয়ে ধরে বসতে।-(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

জুমআর নামাজে ঝিমুনী এলে সরে যেতে হয়

হাদীস : ১৩০৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জুমআর সময় তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রায় অভিভূত হয়, তখন সে যেন নিজের স্থান হতে সরে যায়।-(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মসজিদে কেউ বসলে তাকে উঠানোর হুকুম কী

হাদীস : ১৩০৮ ॥ তাবেয়ী হযরত নাফে (রা) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে বলতে শুনেছি, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন কেউ যেন অপর কাউকে তার স্থান হতে উঠিয়ে না দেয় এবং নিজে সেখানে বসে। নাফেকে প্রশ্ন করা হলো, এটা কি শুধু জুমআর দিনের জন্যই? তিনি উত্তর করলেন, জুমআর দিন এবং তদ্ব্যতীতও।-(বোখারী ও মুসলিম)

সঠিকভাবে জুমআর নামাজ পড়লে তার সগীরা গুনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ১৩০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন রকমের লোক জুমায় হাজির হয়। এক রকমের লোক যারা অনর্থের সাথে হাজির হয়, জুমআর দ্বারা তাদের এটাই লাভ হয়। দ্বিতীয় প্রকারের লোক যারা কিছু প্রার্থনার সাথে হাজির হয়। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের মাকসুদ প্রার্থনা করে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের তা দান করতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে নাও করতে পারেন। তৃতীয় প্রকার লোক যারা সম্পূর্ণ খামুশী ও নীরবতার সাথে জুমআতে হাজির হয় এবং সামনে যাওয়ার জন্য কোনো মুসলমানের ঘাড়ে লাফ দেয় না এবং কাউকেও কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না। এদের জুমআই এই জুমআ হতে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সময়ের সমস্ত সগীরা গুনাহের জন্য কাফফারা হবে এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের, আর এটা এ কারণেই যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে তার

জন্য দশ গুণ প্রতিফল রয়েছে।-(আবু দাউদ)

খোতবার সময় কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ১৩১০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে ইমামের খোতবা দানকালে কথা বলে, সে হলো গাধার ন্যায়, যে বোঝা উঠায় অথচ এর কোনো ফল ভোগ করতে পারে না এবং যে তাকে বলে চুপ কর তার জন্যও জুমআ নেই।-(আহমদ) যঈফ—২৭৯

জুমআর দিন ঈদস্বরূপ

হাদীস : ১৩১১ ॥ তাবেয়ী ওবায়েই ইবনে সাব্বাক (রা) বলেন, রাসূল (স) এক জুমআর দিনে বলেছেন, হে মুসলমানগণ! এটা এমন একটি দিন, যাকে আল্লাহ তাআলা ঈদস্বরূপ করেছেন। সুতরাং তোমরা এদিন গোসল করবে এবং যার কাছে কোনো সুগন্ধি আছে সে এটা গ্রহণ করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না অর্থাৎ করা উচিত। আর তোমরা নিশ্চয়ই মেসওয়াক করবে।-(মালিক মেরসালরূপে, ইবনে মাজাহ ওবায়দা হতে এবং তিনি ইবনে আব্বাস হতে মোত্তাসিলরূপে।)

জুমার দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়

হাদীস : ১৩১২ ॥ হযরত বারা ইবনে আয়েব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানের কর্তব্য, তারা যেন জুমআর দিনে গোসল করে এবং তাদের প্রত্যেকে যেন আপন পরিবারে কোনো সুগন্ধি থাকলে তা গ্রহণ করে। অবশ্য সুগন্ধি না পেলে তার পক্ষে গোসলের পানিই সুগন্ধি।-(আহমদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

খোতবা ও নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্য ঢলে পড়লে জুমআর নামাজ পড়তে হয়

হাদীস : ১৩১৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) জুমআর নামাজ পড়তেন যখন সূর্য ঢলে পড়ত।-(বোখারী)

জুমআর পুর্বে বিশ্রাম নেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৩১৪ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমরা দুপুরের খানা খেতাম না এবং বিশ্রামও গ্রহণ করতাম না জুমআর পরে ব্যতীত ।-(বোখারী ও মুসলিম)

শীতের দিনে জুমআর নামায সকাল সকাল পড়তে হয়

হাদীস : ১৩১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন শীতের প্রকোপ বাড়ত, রাসূল (স) জুমআর নামায সকালে সকালে পড়তেন আর যখন গরমের প্রকোপ বৃদ্ধি পেত বিলম্ব করে পড়তেন।-(বোখারী)

হযরত ওসমান (রা) জুমআয় তৃতীয় আযান দিতেন

হাদীস : ১৩১৬ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) এবং আবু বকর ও ওমরের যমানায় জুমআর দিনে প্রথম আজান হতো, যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন। হযরত ওসমান (রা) যখন খলীফা হলেন এবং লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন তিনি যাওয়ার উপর তৃতীয় আজান বাড়িয়ে দিলেন।-(বোখারী)

দুই খোতবার মধ্যে বসতে হয়

হাদীস : ১৩১৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) দুটি খোতবা দান করতেন এবং উভয় খোতবার মধ্যস্থলে বসতেন। তিনি কিছু কোরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন। সুতরাং তার নামাজ ছিল মধ্যম এবং খোতবাও ছিল মধ্যম।-(মুসলিম)

খোতবা সংক্ষিপ্ত করতে হয়

হাদীস : ১৩১৮ ॥ হযরত আম্মার (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তির নামাজের দীর্ঘতা এবং খোতবার সংক্ষিপ্ততা তার শরীয়তে সূক্ষ্ম জ্ঞানেরই পরিচায়ক। সুতরাং তোমরা নামাজকে দীর্ঘ করবে এবং খোতবাকে সংক্ষেপ করবে। নিশ্চয়ই কোনো কোনো বক্তৃতা, খোতবা জাদুস্বরূপ। -(মুসলিম)

রাসূল (স) খোতবার সময় রাগান্বিত হতেন

হাদীস : ১৩১৯ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন খোতবা দান করতেন, তার দুচোখ লাল হয়ে যেত, স্বর উচ্চ হয়ে যেত এবং রাগ চরমে পৌছত, যাতে মনে হতো যে, তিনি যেন শত্রু সৈন্যের আকস্মিক আক্রমণ হতে নিজের জাতিকে সতর্ক করছেন এবং বলছেন, এ ভোরে শত্রু সৈন্য তোমাদের আক্রমণ করল। এ সন্ধ্যায় তোমাদের আক্রমণ করল! সাবধান! তিনি আরো বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামতের অতি নিকটে, যথা এ দুই আঙুলি। এ সময় তিনি তর্জনী ও মাধ্যমাকে একত্র করে দেখালেন। -(মুসলিম)

খোতবায় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা যায়

হাদীস : ১৩২০ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) কে মিম্বরে উঠে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি, দোযখীরা দোযখের দারোগাকে ডেকে বলবে, হে মালিক! তুমি বল তোমার আল্লাহ যেন আমাদের মউত করে দেন। অর্থাৎ এ খোতবায় দোযখের বিপদের কথা বললেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর খোতবা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী

হাদীস : ১৩২১ ॥ হযরত উম্মে হেশাম বিনতে হারেসা ইবনে নোমান (রা) বলেন, আমি কোরআনের সূরা কাফ ওয়াল কোরআনুল মাজীদ কেবল রাসূল (স)-এর মুখ হতে শুনেই ইয়াদ করেছি। তিনি এটা প্রত্যেক জুমআয় মিম্বরে দাঁড়িয়ে পড়তেন, যখন লোকের প্রতি খোতবা দান করতেন।-(মুসলিম)

পাগড়ি পরিধান করে খোতবা দিতে হয়

হাদীস : ১৩২২ ॥ হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) জুমআর দিনে খোতবা দিলেন আর তখন তার মাথায় ছিল কাল পাগড়ি, যার দুই দিক তার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।-(মুসলিম)

খোতবার সময় নামাজ পড়া উচিত নয়

হাদীস : ১৩২৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) খোতবা দেওয়ার সময় বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমআর দিনে আসে আর ইমাম তখন খোতবা দিচ্ছেন, সে যেন দুই রাকআত নফল নামাজ পড়ে লয় এবং সূরা কেরাআত সংক্ষেপ করে।-(মুসলিম)

ইমামের সাথে এক রাকআত পেলে পূর্ণ সওয়াব

হাদীস : ১৩২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজের এক রাকআত পেল, সে পূর্ণ নামাজ পেল।-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জুমআয় দুটি খোতবা দিতে হয়

হাদীস : ১৩২৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) দুটি খোতবা দান করতেন এবং যখন তিনি মিম্বরে উঠতেন, বসে থাকতেন যে পর্যন্ত না মোআজ্জিন আযান দিয়ে অবসর গ্রহণ করতেন। অতপর তিনি দাঁড়াতেন এবং খোতবা দান করতেন। তারপর বসতেন এবং কোনো কথা বলতেন না। পুনরায় দাঁড়াতেন এবং খোতবা দান করতেন।-(আবু দাউদ)

ইমামের মুখোমুখি বসতে হয়

হাদীস : ১৩২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মিম্বরে দাঁড়াতেন আমরা তার মুখোমুখি হয়ে বসতাম।

তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা শুধু মোহাম্মদ ইবনে ফযলের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, অথচ তিনি ছিলেন যয়ীফ। তার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাঁড়িয়ে খোতবা দিতে হয়

হাদীস : ১৩২৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামরু (রা) বলেন, রাসূল (স) দাঁড়িয়ে খোতবা দান করতেন, তারপর বসতেন, পুনঃ দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোতবা দান করতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, তিনি বসে খোতবা দান করতেন সে নিশ্চয় মিথ্যুক। আল্লাহর কসম, আমি তার সাথে দুই হাজারেরও অধিক অর্থাৎ বহু নামাজ পড়েছি। কখনো তাকে বসে খোতবা দান করতে দেখিনি।-(মুসলিম)

বসে খোতবা দেওয়া জায়েজ নেই

হাদীস : ১৩২৮ ॥ হযরত কাব ইবনে উজরা সাহাবী একদিন মসজিদে উপস্থিত হলেন, আর তখন শাসনকর্তা আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম বসে খোতবা দিচ্ছিলেন। এটা দেখে হযরত কাব (রা) বলেন, দেখ এ খবীসকে, কলুষিত অন্তরকে, বসে খোতবা দিচ্ছে অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন তারা বাণিজ্য কাফেলা অথবা খেলাধুলা দেখে সে দিকে ধাবিত হয় এবং আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় ত্যাগ করে।-(মুসলিম)

হাত নেড়ে খোতবা দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৩২৯ ॥ সাহাবী হযরত উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) একদিন বেশর ইবনে মারওয়ানকে মিম্বরের উপরে দু হাত উঠিয়ে অর্থাৎ নাড়িয়ে খোতবা দান রকতে দেখে বললেন, আল্লাহ এ দুই হাতকে শ্রীহীন করুন। আমি নিশ্চিতরূপে রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি আপন হাত দ্বারা এটা অধিক কিছু করতেন না। এ বলে ওমারা আপন তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।-(মুসলিম)

খোতবার সময় বসতে হয়

হাদীস : ১৩৩০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একবার জুমআর দিনে রাসূল (স) যখন মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন বললেন, তোমরা বস। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এটা শুনলেন এবং সাথে সাথে মসজিদের দরজায় বসে পড়লেন। রাসূল (স) এটা দেখলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ! এগিয়ে আস। -(আবু দাউদ)

জুমআর এক রাকআত পেলে দ্বিতীয় রাকআত কী করবে

হাদীস : ১৩৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে জুমআর এক রাকআত পেয়েছে সে যেন উহার সাথে দ্বিতীয় রাকআত যোগ করে এবং যার দু রাকআতই ফউত হয়ে গেছে সে যেন চার রাকআত পড়ে অথবা বলেছেন, সে যেন যোহর পড়ে অর্থাৎ রাবীর সন্দেহ, চার রাকআত শব্দ বলেছেন, না যোহর শব্দ বলেছেন। –(দারা কুতনী)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভয়কালীন নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের মায়দানেও নামাজ পড়তে হবে

হাদীস : ১৩৩২ ॥ তাবেয়ী সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর সাথে নজদের দিকে যুদ্ধ করতে গেলাম। আমরা শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হলাম এবং তাদের সাথে লড়ার জন্য কাতারবন্দি হলাম। এ সময় রাসূল (স) আমাদের নামাজ পড়াতে দাঁড়ালেন আর আমাদের একদল তার সাথে নামাজ পড়তে দাঁড়াল এবং অপর দল শত্রুর সম্মুখীন হয়ে রইল। রাসূল (স) তার সাথে যারা ছিল তাদের নিয়ে একটি রুকু এবং দুটি সিজদা করলেন। তারপর এরা যারা নামাজ পড়েনি তাদের স্থলে চলে গেল এবং তারা রাসূল (স)-এর পেছনে এসে দাঁড়াল। এদের নিয়ে রাসূল (স) একটি রুকু করলেন এবং দুটি সিজদা দিলেন। তারপর তিনি একাই সালাম ফিরালেন এবং তাদের প্রত্যেক দল একের পর এক উঠে নিজেদের জন্য একটি রুকু ও দুটি সিজদা দিল এবং এরূপে সকলে নামাজ সমাপ্ত করল।

হযরত আব্দুল্লাহ অপর শাগরেদ নাফেও এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি অধিক বর্ণনা করেছেন, ভয় যদি এটা অপেক্ষাও অধিক হয়, তবে তারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে অথবা সওয়ারি অবস্থায় সওয়ারির উপর বসে নামাজ পড়বে কেবলার দিকে ফিরে অথবা কেবলার অপর দিকে ফিরে, যে দিকেই সমর্থ হয়। তারপর নাফে বলেন, আমার ধারণা, এটাও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন। –(বোখারী)

যুদ্ধের ময়দানে সালাতুল খাওফ পড়া যায়

হাদীস : ১৩৩৩ ॥ তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে রুমান তাবেয়ী সালেহ ইবনে খাওয়্যাত হতে এবং তিনি এমন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, যিনি 'যাতুর রেকা' যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সাথে নামাজের কাতার বেঁধে ছিল এবং অপর দল শত্রুদের সম্মুখীন ছিল। রাসূল (স) তার সাথে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের নিয়ে এক রাকআত পড়লেন। তারপর দাঁড়িয়ে রইলেন আর এরা তাদের নিজেদের নামাজ পূর্ণ করল এবং ফিরে গিয়ে শত্রুর সামনে কাতারবন্দি হলো। তারপর দ্বিতীয় দল এলো এবং রাসূল (স) তাদের নিয়ে নিজের নামাজের যে রাকআত বাকি ছিল তা পড়লেন। তারপর বসে রইলেন আর এ দল তাদের বাকি রাকআত পূর্ণ করল। তারপর রাসূল (স) এদের নিয়ে সালাম ফিরালেন।–(বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু বোখারী হাদীসটি অন্য সূত্রে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে, তিনি সালেহ ইবনে খাওয়াত হতে, তিনি সাহল ইবনে আবু হাসমা হতে এবং তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন।

এক বেদুঈন রাসূল (স)কে হত্যা করতে উদ্যত হলো

হাদীস : ১৩৩৪ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে অগ্রসর হতে হতে যখন 'যাতুর রেকা' পর্যন্ত পৌছলাম এবং সেখানে যখন একটি ছায়াদার গাছের কাছে উপস্থিত হলাম এবং রাসূল (স)-এর বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দিলাম। তিনি বলেন, এ সময় মুশরিকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এল এবং দেখল, রাসূল (স)-এর তরবারি গাছের সাথে ঝুলান রয়েছে, তখন সে রাসূল (স)-এর তরবারি খানা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি কোষমুক্ত করল এবং রাসূল (স)-কে বলল, তুমি কি আমায় ভয় কর না? রাসূল (স) বললেন, কখনো না। সে বলল, এখন তোমাকে আমার হতে কে বাধা দেবে? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ আমাকে তোমার হতে বাধা দেবেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ তাকে ভয় দেখালেন, ফলে সে তরবারি কোষবদ্ধ করল এবং পুনঃ ঝুলিয়ে রাখল। পুনরায় জাবির (রা) বলেন, এ সময় নামাজের আজান দেওয়া হলো এবং রাসূল (স) এক দলকে নিযে দুই রাকআত নামাজ পড়লেন। তারপর এই দল পেছনে সরে গেল, অপর দলকে নিয়ে দুই রাকআত পড়লেন। জাবির (রা) বলেন, এতে রাসূল (স)-এর নামাজ চার রাকআত হলো এবং লোকের হলো দুই রাকআত।–(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) সালাতুল খাওফ নামাজ পড়ালেন

হাদীস : ১৩৩৫ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নিয়ে সালাতুল খওফ পড়লেন। আমরা তার পেছনে দুটি কাতার করলাম। শত্রুরা তখন আমাদের এবং কেবলার মধ্যস্থলে ছিল। সুতরাং রাসূল (স) তাকবীরে তাহরীমা বললেন এবং আমরাও সকলে তাকবীর বললাম। তারপর রাসূল (স) রুকু করলেন এবং আমরাও সকলে অর্থাৎ উভয় ছফ রুকু করলাম। তারপর রুকু হতে তিনি তার শির উঠালেন এবং আমরাও সকলে উঠালাম, তারপর তিনি এবং যে কাতার তার নিকটে ছিল সিজদায় গেলেন আর পেছনের কাতার সামনের কাতার পেছনে সরে গেল। তারপর রাসূল (স) রুকু করলেন এবং আমরাও সকলে অর্থাৎ উভয় কাতার রুকু করলাম। তিনি রুকু হতে শির উঠালেন এবং আমরাও সকলে উঠালাম। তারপর তিনি এবং তাঁর নিকটে যে ছফ ছিল অর্থাৎ প্রথম রাকআতে যারা পেছনে ছিল সিজদায় নত হলেন আর পরবর্তী কাতার শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইল। যখন রাসূল (স) এবং যে কাতার তাঁর নিকটে ছিল সিজদা সম্পন্ন করলেন, পরবর্তী ছফ সিজদায় নত হল এবং সিজদা করল, তারপর রাসূল (স) সালাম ফিরালেন এবং আমরাও সকলে সালাম ফিরালাম।-(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভয়ের মধ্যে নামাজ সংক্ষিপ্ত অত্যধিক

হাদীস : ১৩৩৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) 'বতনে নখল' যুদ্ধে লোকদের নিয়ে যোহরের নামাজ ভয়ের অবস্থায় পড়ছিলেন। তিনি এক দলকে নিয়ে দু রাকআত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর দ্বিতীয় দল এল এবং তিনি তাদের নিয়ে দু রাকআত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন।-(শরহে সুন্নাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসরের নামাজের গুরুত্ব অত্যধিক

হাদীস : ১৩৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) জেহাদ উদ্দেশ্যে যাজনান ও উসফান নামক স্থানের মধ্যবর্তী জায়গায় উপস্থিত হলেন। তখন মুশরিকরা বলল, এ মুসলমানদের একটা নামাজ আছে, যা তাদের কাছে তাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তর, আর তা হলো আসরের নামাজ। সুতরাং তোমরা দলবদ্ধ হও এবং তারা আসর পড়তে থাকাকালে হঠাৎ তাদের উপর আপতিত হও। এ সময় রাসূল (স)-এর কাছে হযরত জিব্রাঈল (আ) উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন তার সহচরগণকে দু দলে বিভক্ত করেন এবং এক দলকে নিয়ে নামাজ পড়েন আর অপর দল তাঁদের অপর দিকে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকে; কিন্তু সব সময় এমনকি নামাজেও যেন তাদের পক্ষে সম্ভাব্য সতর্কতা এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করেন। এতে তাদের নামাজ এক এক রাকআত হবে আর রাসূল (স)-এর হবে দু রাকআত।-(তিরমিযী ও নাসাঈ)

উনত্রিংশতম অধ্যায়

দুই ঈদের নামাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈদের নামাজ ঈদগাহে পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৩৮ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হয়ে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে প্রথমে যা করতেন তা হলো নামাজ। তারপর ফিরে জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন আর জনতা তখন নিজেদের কাতারে বসা থাকত। তিনি তাদের উপদেশ দিতেন, নসীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। আর যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা রাখতেন তাদের বাছাই করতে অথবা যদি কাউকে কোনো নির্দেশ দেওয়ার থাকত নির্দেশ দিতেন। এটাই হলো রাসূল (স)-এর খোতবা। তারপর বাড়ি ফিরতেন।-(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদের নামাজে আজান একামত নেই

হাদীস :১৩৩৯ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে দুই ঈদের নামাজ পড়েছি এক বা দুবার নয়, বহুবার আজান ও একামত ছাড়া।-(মুসলিম)

ঈদের নামাজ খোতবার পূর্বেই পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৪০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এবং আবু বকর ও ওমর (রা) দু ঈদের নামাজ খোতবার পূর্বেই পড়তেন আর এটাই সুন্নত।—(বোখারী ও মুসলিম)

মহিলাগণ ঈদগাহে যেতে পারে

হাদীস : ১৩৪১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি রাসূল (স)-এর সাথে কখনো ঈদের নামাজে উপস্থিত ছিলেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ছিলাম। দেখেছি রাসূল (স) ঈদগাহে বের হলেন এবং প্রথমে নামাজ পড়লেন তারপর খোতবা দান করলেন। পরের রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আজান বা একামতের কথা উল্লেখ করেননি। তারপর রাসূল (স) মহিলাদের নিকটে এলেন, তাদের ওয়াজ ও নসীহত করলেন এবং সদকা খয়রাত করার জন্য উপদেশ দিলেন। তারপর আমি দেখলাম, মহিলারা নিজেদের কান ও গলার দিকে হাত বাড়ালেন এবং গহনা খুলে খুলে বেলালের কাছে দিতে লাগলেন। তারপর রাসূল (স) ও বেলাল ঘরের দিকে রওনা হলেন।
—(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদুল ফিতরের নামাজ দুই রাকআত

হাদীস : ১৩৪২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ঈদুল ফিতরের দিন মাত্র দুই রাকআত নামাজ পড়েছেন। এর পূর্বে কোনো নামাজ পড়েননি এবং পরেও পড়েননি।—(বোখারী ও মুসলিম)

ঋতুবতী মহিলাগণ নামাজ পড়বে না

হাদীস : ১৩৪৩ ॥ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন, আমাদের নির্দেশ দেওয়া হলো, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরও দুই ঈদের দিনে ঈদগাহে বের করি, যাতে তারা মুসলমানদের জামায়াতে এবং তাদের দোয়ায় শামিল হতে পারে। কিন্তু ঋতুবতীগণ যেন তাদের নামাজের স্থান হতে একদিকে সরে বসে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কারো কারো শরীর ঢাকবার বড় চাদর নেই। রাসূল (স) বললেন, তার সহচরী তাকে আপন চাদর পরাবে।—(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদের দিন আনন্দ করা যায়

হাদীস : ১৩৪৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বিদায় হজ্জে মিনায় অবস্থানকালে হযরত আবু বকর (রা) তার কাছে উপস্থিত হলেন, অথচ তখন আনসারদের দুটি বালিকা সেখানে গান ও দফ বাজাচ্ছিল। অপর বর্ণনায় আছে, তারা সেসব গান গাচ্ছিল, যেসব দ্বারা 'বুআস' যুদ্ধে আনসার গোত্রের লোকেরা গর্ব করেছিল আর রাসূল (স) তখন শুয়ে নিজের কাপড়ে আবৃত করে রেখেছিলেন। এটা দেখে হযরত আবু বকর (রা) বালিকাদের ধমক দিলেন। এ সময় রাসূল (স) কাপড় হতে আপন চেহারা মোবারক উন্মুক্ত করলেন এবং বললেন, এদের ছাড় আবু বকর, এটা ঈদের দিন। অপর বর্ণনায় আছে, হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির একটি আনন্দ রয়েছে, আর এটা হলো আমাদের আনন্দের দিন।—(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদুল ফিতরে কিছু খেয়ে ঈদগাহে যেতে হয়

হাদীস : ১৩৪৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) রোজার ঈদে বের হতেন না যতক্ষণ না কয়েকটি খেজুর খেতেন। আর খেজুর তিনি বিজোড় খেতেন।—(বোখারী)

ঈদের ময়দানে যাওয়া-আসার রাস্তা পরিবর্তন করতে হয়

হাদীস : ১৩৪৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) ঈদের দিনে যাতায়াতে রাস্তা পরিবর্তন করতেন।
—(বোখারী)

ঈদের নামাজের পূর্বে কোরবানী জায়েজ নেই

হাদীস : ১৩৪৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযের (রা) বলেন, রাসূল (স) এক কোরবানীর ঈদের দিনে আমাদের খোতবা দান করলেন এবং বললেন, এ ঈদের দিনে আমাদের প্রথমে যা করতে হবে তা হলো নামায। তারপর আমরা বাড়ি ফিরব এবং কোরবানী করব। যে ব্যক্তি এরূপ করল সে আমাদের পথে চলল, আর যে ব্যক্তি আমাদের নামাজ পড়ার পূর্বে কোরবানী করল নিশ্চয়ই এটা তার গোশত খাবার বকরি হলো, যা সে তার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে যবেহ করল। এটা কোরবানীর কিছুই নয়।—(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজের পূর্বে জবেহ করলে কোরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৪৮ ॥ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নামাজের পূর্বে যবেহ করেছে সে যেন নামাজের পর অপর একটি যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি যতক্ষণ না আমার নামাজ পড়েছি, সে যেন আল্লাহর নামে যবেহ করে তার এটা হবে কোরবানী।–(বোখারী ও মুসলিম)

নামাজের পূর্বে জবেহ করলে তার গোশত খাওয়া যায়

হাদীস : ১৩৪৯ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নামাজের পূর্বে যবেহ করল সে নিশ্চয় নিজের খাওয়ার জন্যই যবেহ করল এবং যে নামাজের পরে যবেহ করল তার কোরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের নীতির পাবন্দী করল।–(বোখারী ও মুসলিম)

পশু জবেহের সময় রক্ত প্রবাহিত করতে হয়

হাদীস : ১৩৫০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যবেহ করতেন এবং নরহ করতেন ঈদগাহে।
–(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই ঈদের দিন হলো সবচেয়ে উত্তম দিন

হাদীস : ১৩৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় আগমন করলেন, আর তখন তাঁদের এমন দুটি দিন ছিল, যাতে তারা খেলাধুলা করত। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ দুটি দিন কী? তারা বলল, ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াত যুগে এতে আমরা খেলাধুলা করতাম। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তাআলা সে দু দিনের পরিবর্তে সে দুই দিন অপেক্ষা উত্তম দুটি দিন তোমাদের দান করেছেন। আযহার দিন এবং ফিতরের দিন। সুতরাং তোমরা ওই দুই দিন ত্যাগ কর।–(আবু দাউদ)

ঈদুল ফিতরের দিন সকালে কিছু খাওয়া সুন্নত

হাদীস : ১৩৫২ ॥ হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, রাসূল (স) রোজার ঈদের দিনে নামাজে বের হতেন না যতক্ষণ না কিছু খেতেন এবং কোরবানীর ঈদে কিছু খেতেন না যতক্ষণ না নামাজ পড়তেন। –(তিরমিযী)

ঈদের নামাজ ছয় তাকবীরে পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৫৩ ॥ হযরত কাসীর তার পিতা আবদুল্লাহ হতে, তিনি তার পিতা সাহাবী আমর ইবনে আওফ মুযানী হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) দু ঈদে প্রথম রাকআতে কেরাআতের পূর্বে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকআতে কেরাতের পূর্বে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন।–(তিরমিযী ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ঈদের ও এস্তেস্কার নামাজে তাকবীরের বর্ণনা

হাদীস : ১৩৫৪ ॥ হযরত ইমাম জাফর সাদেক ইবনে মুহাম্মদ (স) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) দুই ঈদ এবং এস্তেস্কা এর সামাজে সাতবার ও পাঁচবার তাকবীর বলেছেন এবং নামাজ পড়েছেন খোতবার পূর্বে আর কেরাআত পড়েছেন বড় করে।–(ইমাম শাফেয়ী) যঈফ – ২৭৩

ঈদের নামাজের তাকবীর সম্পর্কে দ্বিমত আছে

হাদীস : ১৩৫৫ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে আস (রা) বলেন, আমি একবার আবু মূসা আশআরী ও হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) কোরবনীর ঈদে ও রোজার ঈদে কিরূপ কত তাকবীর বলতেন? আবু মূসা (রা) বললেন, চার তাকবীর বলতেন যেরূপে তিনি জানাযায় তাকবীর বলতেন। এটা শুনে হুযায়ফা (রা) বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।–(আবু দাউদ) যঈফ – ২৭৪ ঈদের তাকবীর – বই – ৯৯-১০

লাঠিতে ভর দিয়ে খোতবা দেওয়া সুন্নত

হাদীস : ১৩৫৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স)-কে এক ঈদের দিনে একটি ধনুক দেওয়া হলো আর তিনি উহার ওপর ভর দিয়ে খোতবা দান করলেন।–(আবু দাউদ)

বল্লমের ওপর ভর দিয়ে খোতবা দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৫৭ ॥ তাবেয়ী হযরত আতা হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন খোতবা দান করতেন, আপন বল্লমতুল্য লাঠির ওপর ভর দিতেন।–(ইমাম শাফেয়ী) যঈফ – ২৭৫

টীকা ....

১৩৪৮ নং হাদীসের ॥ ঈদের দিন সম্ভব হলে এক রাস্তা দিয়ে গমন করবে এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। এটা মোস্তাহাব।

মহিলাগণ ঈদের নামাজের পর দান খয়রাত করেন

হাদীস : ১৩৫৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি ঈদের দিনে রাসূল (স)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তিনি খোতবার পূর্বে নামাজ আরম্ভ করলেন আজান ও একামত ছাড়া এবং যখন নামাজ শেষ করলেন বেলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আল্লাহর মহিমা ও তার প্রশস্তি বর্ণনা করলেন। তারপর লোকদের উদেশ দিলেন। তাদের পরকালের কথা স্মরণ করালেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করালেন। তারপর মহিলাদের দিকে অগ্রসর হলেন আর যখন তার সাথে ছিলেন বেলাল, তাদের তিনি আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন। কিছু নসীহত করলেন এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করলেন।−(নাসাঈ)

ঈদগাহে নামাজের জন্য যাওয়ার নিয়ম

হাদীস : ১৩৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ঈদের দিনে এক রাস্তায় বের হতেন অপর রাস্তায় ফিরতেন।−(তিরমিযী ও দারেমী)

ঈদের নামাজ মসজিদে পড়া যায়

হাদীস : ১৩৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক ঈদের দিনে তাদের সেখানে বৃষ্টি হলো। অতএব রাসূল (স) তাদের নিয়ে ঈদের নামাজ মসজিদে পড়লেন।−(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

কোরবানীর ঈদের নামাজ দ্রুত পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৬১ ॥ হযরত আবুল হুওয়াইরস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) নাজরানে অবস্থিত তার কর্মচারী আমর ইবনে হাযমের কাছে লিখেছিলেন, কোরবানীর ঈদ তাড়াতাড়ি করবে আর রোজার ঈদ গৌণে করবে এবং লোকদের ওয়াজ নসীহত করবে।−(শাফেঈ)

চাঁদ দেখে রোজা ভাঙতে হয়

হাদীস : ১৩৬২ ॥ হযরত আবু ওমায়র ইবনে আনাস (রা) তার এক চাচা হতে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূল (স)-এর সাহবীদের অন্তর্গত ছিলেন। একবার রাসূল (স)-এর কাছে একদল আরোহী এসে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গত দিন শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখেছে। রাসূল (স) তাদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন রোজা ভেঙে ফেলে এবং পরের দিন যখন সকাল হবে, ইদগাহের দিকে রওনা হয়।−(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ঈদের নামাজে আজান একামত নেই

হাদীস : ১৩৬৩ ॥ ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, তাবেয়ী আতা আমার কাছে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে বলেছেন, না রোজার ঈদে আজান দেওয়া হতো, না কোরবানীর ঈদে। ইবনে জুরাইজ বলেন, এর কিছুদিন পর আমি আতাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম। তখন আতা বললেন, আমাকে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রোজার ঈদের নামাজের জন্য আযান নেই যখন ইমাম নামাজের জন্য বের হয় আর না যখন এর পর খোতবার জন্য বের হয় এবং না আছে একামত, আর না অন্যকিছু। মোট কথা সে দিন আজান আকামত কিছুই নেই।−(মুসলিম)

রাসূল (স) দান করার নির্দেশ দিতেন

হাদীস : ১৩৬৪ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে রাসূল (স) কোরবানীর ঈদের দিন এবং রোজার দিন বের হতেন এবং প্রথমে নামাজ আরম্ভ করতেন। যখন নামাজ সম্পন্ন করতেন উঠে দাঁড়াতেন এবং জনতার দিকে ফিরতেন। আর লোক তখন নিজ নিজ নামাজের স্থানে বসা থাকত। তখন যদি তার কোথাও সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক থাকত লোকদের তা বলতেন, আর এটা ছাড়া অন্য কোনো আবশ্যক থাকলেও তাদের সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন। তিনি এটাও বলতেন যে, দান কর। দান কর। দান কর। আর দানকারীদের অধিকাংশই হতো মহিলা। তারপর তিনি বাড়ি ফিরতেন।

অবস্থা এরূপই ছিল, যতক্ষণ না হযরত মুআবিয়ার পক্ষ হতে মারওয়ান ইবনে হাকাম মদীনার শাসক হয়। এ সময় এক ঈদে আমি মারওয়ান হাত ধরাধরি করে বের হলাম এবং আমরা ঈদগাহে পৌছলাম। দেখি কি কাসীর ইবনে সালত মাটি ও কাঁচা ইট দ্বারা একটি মিম্বর তৈরি করছেন। এমন সময় মারওয়ান আমার সাথে টানাটানি আরম্ভ করল। সে তার হাত দ্বারা আমাকে খোতবাদানের জন্য মিম্বরের দিকে টানতে লাগল আর আমি তাকে নামাজের দিকে টানতে লাগলাম। আমি যখন তার এ অবস্থা দেখলাম, বললাম, নামাজ প্রথমে আরম্ভ করার কথা কোথায় গেল? সে বলল, না আবু সায়ীদ, আপনি যা জানেন তা এখন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। আমি বললাম, কখনো না, আমার প্রাণ যার হাতে সেই আল্লাহর কসম। আমি যা জানি তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তোমরা কখনো করতে পারবে না। পরবর্তী রাবী বলেন, এটা তিনবার বললেন এবং ঈদগাহ হতে চলে গেলেন।−(মুসলিম)

ত্রিশতম অধ্যায়
কোরবানী
প্রথম পরিচ্ছেদ

কোরবানী করতে গিয়ে রাসূল (স) কী বলতেন

হাদীস : ১৩৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ঈদে ধূসর রঙের শিংদার দুটি দুম্বা কোরবানী করলেন। তিনি আপন হাতে যবেহ করলেন এবং যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বললেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তাকে যবেহের সময় উহাদের পাঁজরের উপর নিজের পা রাখতে এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলতে দেখেছি।-(বোখারী ও মুসলিম)

কোরবানীর জন্য দুম্বা উৎকৃষ্ট পশু

হাদীস : ১৩৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) আদেশ করলেন এমন একটি শিংদার দুম্বা আনতে, যা কালোতে হাঁটে কালোতে শোয় ও কালোতে দেখে অর্থাৎ যার পা, পেট ও চোখ কালো, যাতে তিনি কোরবানী করতে পারেন। সুতরাং তার জন্য এরূপ একটি দুম্বা আনা হলো। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! ছুরিটি দাও, তারপর বললেন, পাথরে উহাকে ধারালো কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর তিনি উহা গ্রহণ করলেন এবং দুম্বাকে ধরলেন, তারপর দুম্বাটিকে পার্শ্বের উপর শোয়ালেন এবং যবেহ করতে গিয়ে বললেন, বিসমিল্লাহ্। হে আল্লাহ! তুমি এটা মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উম্মতদের পক্ষ হতে কবুল কর। তারপর উহা দ্বারা তিনি লোকদের সকালের খানা খাওয়ালেন।-(মুসলিম)

যবেহ করার হুকুম

হাদীস : ১৩৬৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসিন্না ছাড়া যবেহ করবে না, কিন্তু যদি মুসিন্না জোগাড় করা তোমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়, তবে মেষের 'জাযআ' যবেহ করতে পার।-(মুসলিম)

কোরবানী পশু বন্টন করা হলো

হাদীস : ১৩৬৮ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) তার সাহাবীদের মধ্যে কোরবানীর নিমিত্ত বন্টনের জন্য তাকে উকবাকে কতকগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছরের বাচ্চা ছাগল বাকি রইল। তিনি তা রাসূল (স)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। রাসূল (স) বললেন, এটা দ্বারা তুমি নিজে কোরবানী কর। অপর বর্ণনা মতে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা ছাগল রইল। রাসূল (স) বললেন, তুমি এটাই কোরবানী কর।-(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদগাহে কোরবানী করা ভালো

হাদীস : ১৩৬৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) ঈদগাহেই যবেহ করতেন বা নহর করতেন।-(বোখারী)

একটি গরু সাতজন কোরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৭০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করা যেতে পারে।-(মুসলিম ও আবু দাউদ)

কুরবানীদাতার মাথার চুল কাটা উচিত নয়

হাদীস : ১৩৭১ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোনো কিছু স্পর্শ না করে, না কাটে। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোনো কেশ না ছাঁটে এবং কোনো নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাটে। -(মুসলিম)

প্রতিদিনই আল্লাহর কল্যাণ বর্ষিত হয়

হাদীস : ১৩৭২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই, যাতে কোনো আমল আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয়তম এ দশ দিন অপেক্ষা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অপর দিনে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও নয়? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আপন জান ও মাল নিয়ে বের হয়েছে আর তার মধ্য থেকে কিছুই নিয়ে ফিরে নাই। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিবলার দিকে মুখ করে কুরবানীর পশু যবেহ করবে

হাদীস : ১৩৭৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) এক কুরবানীর দিনে দুটি ধূসর রঙের শিংওয়ালা খাসি-দুম্বা যবেহ করলেন এবং যখন তাদের কিবলামুখী করলেন, বললেন, আমি আমার চেহারাকে ফিরালাম তার দিকে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন, সকল দীন হতে বিমুখ হয়ে এবং নিজকে ইব্রাহীমের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে; আর আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই, যারা দেব-দেবীর নামে যবেহ করে থাকে। উপরন্তু আমার নামায, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই বিশ্বমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তার কোনো শরীক নেই। আমি এটার জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ হতেই প্রাপ্ত এবং তোমারই জন্য উৎসর্গিত। তুমি কবুল কর মুহাম্মদের পক্ষ হতে এবং তার উম্মতগণের পক্ষ হতে। তারপর রাসূল (স) বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করলেন। -(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, আপন হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন, বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার। হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষে এবং আমার উম্মতগণের মধ্যে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষে কবুল কর। যঈফ — 278 তবে শেষ অংশ সহীহ।

রাসূল (স) দুটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন

হাদীস : ১৩৭৪ ॥ তাবেঈ হানাশ (র.) বলেন, আমি হযরত আলীকে দুটি লম্বা কুরবানী করতে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? দুটি কেন? তিনি উত্তর করলেন, রাসূল (স) আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করি? সুতরাং আমি তাঁর পক্ষ হতে একটি কুরবানী করছি। -(আবু দাউদ, তিরমিযীও অনুরূপ)

মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করার কোন সহীহ হাদীস নাই।

কান কাটা পশু কুরবানী হবে না যঈফ — 279

হাদীস : ১৩৭৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নিই এবং আমরা যেন কুরবানী না করি যে পশুর কানের অগ্রভাগ কাটা গেছে, যার কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পাশের দিকে ফিরে গেছে তার দ্বারা। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী। ইবনে মাজাহ 'কান দেখে লই' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন) যঈফ — 280

শিং ভাঙা পশু কুরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৭৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি। -(ইবনে মাজাহ) যঈফ — 281

চার রকমের পশু কুরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৭৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কুরবানীতে কোন রকমের পশু হতে বাঁচা উচিত? রাসূল (স) আপন হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু হতে। খোঁড়া, যার খোঁড়ামি সুস্পষ্ট, কানা, যার কানামি সুস্পষ্ট, রুগ্ণ যার রোগ সুস্পষ্ট এবং দুর্বল, যার হাড়ের মজ্জা নেই। অর্থাৎ শুকিয়ে গেছে। -(মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

শক্তিশালী পশু কুরবানী দিতে হবে

হাদীস : ১৩৭৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) শিংওয়ালা খুব বলবান দুম্বা দ্বারা কুরবানী করতেন, যার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো। আরবে এরূপ দুম্বাকে খুব সুন্দর বলে মনে করা হয়। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ছয় মাস বয়সী ছাগল কুরবানী দেওয়া হয়

হাদীস : ১৩৭৯ ॥ বনী সুলাইম গোত্রীয় সাহাবী হযরত মুজাশে (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া এক বছরী ছাগলের স্থান পূর্ণ করে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ছয় মাস বয়সী ভেড়ার কুরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া কি উত্তম কুরবানী। অর্থাৎ তা দ্বারা কুরবানী জায়েয। -(তিরমিযী)

যঈফ — 282

ত্রিশতম অধ্যায়

কোরবানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কোরবানী করতে গিয়ে রাসূল (স) কী বলতেন

হাদীস : ১৩৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ঈদে ধূসর রঙের শিংদার দুটি দুম্বা কোরবানী করলেন। তিনি আপন হাতে যবেহ করলেন এবং যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বললেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তাকে যবেহের সময় উহাদের পাঁজরের উপর নিজের পা রাখতে এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলতে দেখেছি।-(বোখারী ও মুসলিম)

কোরবানীর জন্য দুম্বা উৎকৃষ্ট পশু

হাদীস : ১৩৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) আদেশ করলেন এমন একটি শিংদার দুম্বা আনতে, যা কালোতে হাঁটে কালোতে শোয় ও কালোতে দেখে অর্থাৎ যার পা, পেট ও চোখ কালো, যাতে তিনি কোরবানী করতে পারেন। সুতরাং তার জন্য এরূপ একটি দুম্বা আনা হলো। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! ছুরিটি দাও, তারপর বললেন, পাথরে উহাকে ধারালো কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। তারপর তিনি উহা গ্রহণ করলেন এবং দুম্বাকে ধরলেন, তারপর দুম্বাটিকে পার্শ্বের উপর শোয়ালেন এবং যবেহ করতে গিয়ে বললেন, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! তুমি এটা মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উম্মতদের পক্ষ হতে কবুল কর। তারপর উহা দ্বারা তিনি লোকদের সকালের খানা খাওয়ালেন।-(মুসলিম)

যবেহ করার হুকুম

হাদীস : ১৩৬৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসিন্না ছাড়া যবেহ করবে না, কিন্তু যদি মুসিন্না জোগাড় করা তোমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়, তবে মেষের 'জাযআ' যবেহ করতে পার।-(মুসলিম)

কোরবানী পশু বন্টন করা হলো

হাদীস : ১৩৬৮ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) তার সাহাবীদের মধ্যে কোরবানীর নিমিত্ত বন্টনের জন্য তাকে উকবাকে কতকগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছরের বাচ্চা ছাগল বাকি রইল। তিনি তা রাসূল (স)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। রাসূল (স) বললেন, এটা দ্বারা তুমি নিজে কোরবানী কর। অপর বর্ণনা মতে, আমি বললুম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা ছাগল রইল। রাসূল (স) বললেন, তুমি এটাই কোরবানী কর।-(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদগাহে কোরবানী করা ভালো

হাদীস : ১৩৬৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) ঈদগাহেই যবেহ করতেন বা নহর করতেন।-(বোখারী)

একটি গরু সাতজন কোরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৭০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করা যেতে পারে।-(মুসলিম ও আবু দাউদ)

কুরবানীদাতার মাথার চুল কাটা উচিত নয়

হাদীস : ১৩৭১ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোনো কিছু স্পর্শ না করে, না কাটে। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোনো কেশ না ছাঁটে এবং কোনো নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাটে। -(মুসলিম)

প্রতিদিনই আল্লাহর কল্যাণ বর্ষিত হয়

হাদীস : ১৩৭২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই, যাতে কোনো আমল আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয়তম এ দশ দিন অপেক্ষা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অপর দিনে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও নয়? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আপন জান ও মাল নিয়ে বের হয়েছে আর তার মধ্য থেকে কিছুই নিয়ে ফিরে নাই। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিবলার দিকে মুখ করে কুরবানীর পশু যবেহ করবে

হাদীস : ১৩৭৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) এক কুরবানীর দিনে দুটি ধূসর রঙের শিংওয়ালা খাসি-দুম্বা যবেহ করলেন এবং যখন তাদের কিবলামুখী করলেন, বললেন, আমি আমার চেহারাকে ফিরালাম তার দিকে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন, সকল দীন হতে বিমুখ হয়ে এবং নিজকে ইব্রাহীমের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে; আর আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই, যারা দেব-দেবীর নামে যবেহ করে থাকে। উপরন্তু আমার নামায, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই বিশ্বমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তার কোনো শরীক নেই। আমি এটার জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ হতেই প্রাপ্ত এবং তোমারই জন্য উৎসর্গিত। তুমি কবুল কর মুহাম্মদের পক্ষ হতে এবং তার উম্মতগণের পক্ষ হতে। তারপর রাসূল (স) বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করলেন। -(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, আপন হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার। হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষে এবং আমার উম্মতগণের মধ্যে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষে কবুল কর।

রাসূল (স) দুটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন

হাদীস : ১৩৭৪ ॥ তাবেঈ হানাশ (র.) বলেন, আমি হযরত আলীকে দুটি দুম্বা কুরবানী করতে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? দুটি কেন? তিনি উত্তর করলেন, রাসূল (স) আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করি? সুতরাং আমি তাঁর পক্ষ হতে একটি কুরবানী করছি। -(আবু দাউদ, তিরমিযীও অনুরূপ)

কান কাটা পশু কুরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৭৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নিই এবং আমরা যেন কুরবানী না করি যে পশুর কানের অগ্রভাগ কাটা গেছে, যার কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পাশের দিকে ফিরে গেছে তার দ্বারা। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী। ইবনে মাজাহ 'কান দেখে লই' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)

শিং ভাঙা পশু কুরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৭৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি। -(ইবনে মাজাহ)

চার রকমের পশু কুরবানী হবে না

হাদীস : ১৩৭৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কুরবানীতে কোন রকমের পশু হতে বাঁচা উচিত? রাসূল (স) আপন হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু হতে। খোঁড়া, যার খোঁড়ামি সুস্পষ্ট, কানা, যার কানামি সুস্পষ্ট, রুগ্ণ যার রোগ সুস্পষ্ট এবং দুর্বল, যার হাড়ের মজ্জা নেই। অর্থাৎ শুকিয়ে গেছে। -(মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

শক্তিশালী পশু কুরবানী দিতে হবে

হাদীস : ১৩৭৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) শিংওয়ালা খুব বলবান দুম্বা দ্বারা কুরবানী করতেন, যার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো। আরবে এরূপ দুম্বাকে খুব সুন্দর বলে মনে করা হয়। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ছয় মাস বয়সী ছাগল কুরবানী দেওয়া হয়

হাদীস : ১৩৭৯ ॥ বনী সুলাইম গোত্রীয় সাহাবী হযরত মুজাশে (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া এক বছরী ছাগলের স্থান পূর্ণ করে। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ছয় মাস বয়সী ভেড়ার কুরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া কি উত্তম কুরবানী। অর্থাৎ তা দ্বারা কুরবানী জায়েয। -(তিরমিযী)

একটি উটে দশজন কুরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ১৩৮১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন কুরবানী উপস্থিত হল আর আমরা একটি গরুতে সাতজন এবং একটি উটে দশজন করে শরীক হলাম। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)

কুরবানীর দিন কুরবানীর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই

হাদীস : ১৩৮২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরবানীর দিনে বনী আদম এমন কোন কাজ করতে পারে না, যা আল্লাহর কাছে রক্ত প্রবাহিত করা অর্থাৎ কুরবানী করা অপেক্ষা প্রিয়তম হতে পারে। কুরবানীর পশুসকল তাদের শিং, পশম ও খুরসহ কিয়ামতের দিন কুরবানীকারীর পাল্লায় এসে হাজির হবে। এবং কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর কাছে সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা প্রফুল্লচিত্তে কুরবানী করবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যঈফ–২৮৩

প্রতিদিনই আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট

হাদীস : ১৩৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই, যাতে আল্লাহর ইবাদত করা তার প্রিয়তম হতে পারে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা। তার প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং তার প্রত্যেক রাতের নামায কদরের রাতের নামাযের সমান। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটির সনদ যয়ীফ) যঈফ–২৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈদের নামাযের আগে পশু যবেহ করার হুকুম

হাদীস : ১৩৮৪ ॥ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক কুরবানীর ঈদে কুরবানীর তারিখে আমি রাসূল (রা)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তিনি অধিক কিছু করলেন না নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরিয়ে নামায থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। এমন সময় কতক কুরবানীর গোশত দেখলেন, যা তাঁর নামায হতে অবসর গ্রহণ করার আগেই যবেহ করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে নামায পড়ার আগে অথবা 'আমরা নামায পড়ার আগে' রাবীর সন্দেহ কুরবানীর পশু যবেহ করেছে সে যেন তার স্থলে অপর একটি যবেহ করে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, জুনদুব বলেন, রাসূল (স) কুরবানীর তারিখে নামায পড়লেন, তারপর খোতবা দান করলেন, তারপর কুরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং বললেন, যে নামায পড়ার আগে কুরবানীর পশু যবেহ করেছে, সে যেন তার স্থলে অপর একটি যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি সে যেন আল্লাহর নামে যবেহ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দশই জিলহজ্জ কুরবানীর দিন

হাদীস : ১৩৮৫ ॥ তাবেঈ নাফে (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, কুরবানী কুরবানীর দিনের অর্থাৎ, দশই যিলহজ্জের পরেও দুই দিন। ইমাম মালিক এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হযরত আলী (রা) হতেও এরূপ একটি উক্তি রয়েছে।

রাসূল (স) প্রতি বছর কুরবানী দিয়েছেন

হাদীস : ১৩৮৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন আর প্রতি বছর কুরবানী করেছেন। -(তিরমিযী) যঈফ–২৮৫

কুরবানী হল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নত

হাদীস : ১৩৮৭ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কুরবানী কী? রাসূল (স) উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নত নিয়ম। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কী সওয়াব রয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ? রাসূল (স) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি নেকী রয়েছে। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নত নিয়ম। তঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কী সওয়াব রয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ? রাসূল (স) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি নেকী রয়েছে। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কী হবে? এদের পশম তো অনেক বেশি। রাসূল (স) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তেও একটি নেকী রয়েছে। আল্লাহর দানের ভাণ্ডারকে কি তোমরা সংকীর্ণ মনে করছ? -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ–২৮৬

একত্রিশতম অধ্যায়

রজব মাসের কুরবানীর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করা হারাম

হাদীস : ১৩৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এখন আর 'ফারা' নাই এবং 'আতীরাও' নাই। রাবী বলেন, 'ফারা' হল উট বা ছাগল ভেড়ার প্রথম বাচ্চা, যা তারা তাদের ঠাকুর দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। আর আতীরা হল রজব মাসে যা করত। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিটি পরিবারেই কুরবানী আছে

হাদীস : ১৩৮৯ ॥ হযরত মেখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূল (স)-এর সাথে আরাফাতে ছিলাম। তাঁকে বলতে শুনলাম–হে লোকসকল! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই একটি কুরবানী ও একটি আতীরা রয়েছে। তোমরা জান 'আতীরা' কী? তা হল যাকে তোমরা 'রজবিয়া' বল। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরবানীর দিন মানে ঈদের দিন

হাদীস : ১৩৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি ওহী প্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহতায়ালা কুরবানীর দিনকে এ উম্মতের জন্য ঈদরূপে পরিণত করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি মাদী 'মানীহা' ছাড়া অপর কোন পশু না পাই, তবে কি তা দ্বারা কুরবানী করব? রাসূল (স) বললেন না, কিন্তু তুমি তোমার চুল ও নখ কাটবে, তোমার গোঁফ খাটো করবে এবং নাভির নিচেকার কেশ ক্ষৌরী করবে এটাই আল্লাহর কাছে তোমার পূর্ণ কুরবানী। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ – হা ২৬৭

বত্রিশতম অধ্যায়

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্য গ্রহণের কারণে নামায পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৯১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন তিনি 'আসসালাতু জামেআতুন' নামাযের জামায়াত তৈয়ার, নামাযের জামায়াত তৈয়ার রবে লোকদের আহ্বান করার জন্য একজন আহ্বায়ক পাঠালেন। তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং দু' রাকআত নামায পড়লেন চার রুকু ও চার সিজদা দিয়ে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনও এমন কোন রুকু করি নি, কখনও এমন কোনো সিজদা দেইনি যা এটা অপেক্ষা দীর্ঘতর ছিল। –(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিবার গ্রহণের পর নামায আছে

হাদীস : ১৩৯২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) গ্রহণের নামাযে তাঁর কেরাআতকে বড় করেছিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

সূর্য গ্রহণের সময় দু রাকআত নামায পড়তে হয়

হাদীস : ১৩৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল। রাসূল (স) নামায পড়লেন, আর লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়ল। কেরাআতে তিনি প্রায় সূরা বাকারা পড়ার পরিমাণ দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন, তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন প্রথম রুকু। তারপর রুকু করলেন দীর্ঘ রুকু, তবে প্রথম রুকু অপেক্ষা কম। তারপর মাথা উঠালেন তারপর সিজদা করলেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন, তবে প্রথম রুকু অপেক্ষা কম। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং নামায হতে অবসরগ্রহণ করলেন, আর ততক্ষণে সূর্য দীপ্তিমান হয়ে গেছে।

তখন রাসূল (স) বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারও মৃত্যুর কারণে বা জন্মের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে, আল্লাহর স্মরণ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনাকে দেখলাম আপনি যেন আপনার এ স্থানে কিছু গ্রহণ করছেন, তারপর দেখলাম পিছনে সরে গেলেন। তিনি বললেন, তখন আমি বেহেশতকে দেখতে পেলাম এবং তথা হতে একটি আঙ্গুরের ছড়া গ্রহণ করতে উদ্যত হলাম। যদি আমি তা গ্রহণ করতাম তাহলে দুনিয়া বাকি থাকা পর্যন্ত তোমরা তা খেতে পারতে; আর তখন আমি দোযখকেও দেখতে পেলাম, যার মতো বীভৎস দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি, আর আমি এটাও দেখলাম যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে থাকে? রাসূল (স) বলেন না; বরং স্বামীর সাথে কুফরী করে থাকে এবং তারা এহসান ভুলে যায়। যদি তুমি তাদের কারও সাথে আজীবন এহসান কর, তারপর সে যদি তোমার পক্ষ হতে সামান্য মন্দ দেখে, বলে উঠে, আমি কখনও তোমার কাছে হতে সদ্ব্যবহার পেলাম না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূর্য গ্রহণের নামাযে সিজদা রুকু দীর্ঘ করতে হয়

হাদীস : ১৩৯৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে হযরত ইবনে আব্বাসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা বলেছেন, রাসূল (স) সিজদা করলেন এবং দীর্ঘ করলেন সিজদা, তারপর নামায হতে অবসরগ্রহণ করলেন আর তখন সূর্য আলোকময় হয়ে গেছে। তারপর তিনি লোকদের খোতবা দান করলেন এবং প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও প্রশস্তি বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নির্দেশনাবলীর মধ্যে দুটি নিদর্শন। তারা কারও মউত বা হায়াতের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে, আল্লাহর কাছে দোয়া করবে এবং তার মহিমা ঘোষণা করবে, নামায পড়বে এবং দান-খয়রাত করবে। তারপর রাসূল (স) বললেন, হে মুহাম্মদের উম্মতীগণ! আল্লাহর কসম, আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ঘৃণাকারী আর কেউই নাই। তিনি ঘৃণা করেন যে, তাঁর কোনো বান্দা যেনা করবে অথবা তাঁর কোনো বাদী যেনা করবে। যে মুহাম্মদের উম্মতীগণ! আল্লাহর কসম, যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা নিশ্চয় কম হাসতে এবং নিশ্চয় অধিক কাঁদতে।

সূর্য গ্রহণ বিপদের লক্ষণ

হাদীস : ১৩৯৫ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল। এতে রাসূল (স) ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং আশঙ্কা করতে লাগলেন, না জানি কিয়ামত হয়ে যায়। তখন তিনি মসজিদে আসলেন এবং নামায পড়লেন বহু দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সিজদা সহকারে, যা আমি তাকে কখনও করতে দেখেনি। তারপর বললেন, এ সকল হচ্ছে আল্লাহর নির্দশন, যা তিনি কোনো কোনো সময় দেখিয়ে থাকেন। এরা কারও মউত বা হায়াতের কারণ হয় না, এটা দ্বারা তিনি তার বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা যখন এর কোনটি দেখবে, আল্লাহর স্মরণ করবে, তার কাছে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যস্ত থাকবে -(বোখারী ও মুসলিম)

কারও মৃত্যুর সাথে সূর্য গ্রহণের নির্ভর নয়

হাদীস : ১৩৯৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল, যেদিন রাসূল (স)-এর পুত্র ইব্রাহীম মৃত্যুবরণ করলেন। তখন রাসূল (স) লোকদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন ছয় রুকু এবং চার সিজদা দ্বারা অর্থাৎ, প্রত্যেক রাকআতে তিন রুকু ও দু সিজদা দ্বারা। -(মুসলিম)

সূর্য গ্রহণের নামায দু রাকআত

হাদীস : ১৩৯৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) দু রাকআত নামায পড়লেন, যখন সূর্যগ্রহণ হল আট রুকু ও চার সিজদা দ্বারা অর্থাৎ, প্রত্যেক রাকআতে চার রুকু ও দু সিজদা দ্বারা। হযরত আলী (রা) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। -(মুসলিম)

সূর্য গ্রহণে রাসূল (স) ভীত হয়ে পড়তেন

হাদীস : ১৩৯৮ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় মদীনায় আমি আমার তীরসমূহ চালনা করছিলাম। হঠাৎ সূর্যগ্রহণ হল। আমি তীরসমূহ ছুড়ে ফেললাম এবং মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, আমি লক্ষ্য করব এ সূর্যগ্রহণে রাসূল (স)-এর কী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আমি তার কাছে আসলাম, তখন তিনি নামাযে দাঁড়ান আছেন এবং আপন দুই হাত উঠিয়ে আল্লাহর তাসবীহ, তাহলীল, তকবীর ও হামদ করছেন এবং তার কাছে দোয়ায় রত আছেন, যতক্ষণ না সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেল। যখন গ্রহণ ছেড়ে গেল, তিনি দুটি সূরা পড়লেন এবং আরও দু রাকআত নামায পূর্ণ করলেন। -(মুসলিম)

সূর্য গ্রহণ হলে গোলাম আজাদ করার নিয়ম আছে

হাদীস : ১৩৯৯ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) সূর্যগ্রহণে গোলাম আজাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। –(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রহণের নামাযে শব্দ করতে হয় না

হাদীস : ১৪০০ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে নিয়ে এক গ্রহণে নামায পড়লেন, অথচ আমরা তার কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবুনে মাজাহ)

নবী (স)-এর স্ত্রীগণের মৃত্যুই বড় নিদর্শন

যঈফ -২৮৯

হাদীস : ১৪০১ ॥ তাবেঈ ইকরামা (রা) বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সংবাদ বলা হল রাসূল (স)-এর অমুক স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন। শোনামাত্র তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি এ সময় সিজদা করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন তোমরা কোনো নিদর্শন দেখবে আল্লাহর সমীপে সিজদা করবে। আর রাসূল (স)-এর কোনো স্ত্রীর তিরোধান অপেক্ষা বড় নিদর্শন কী হতে পারে?

–(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৪০২ ॥ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল। রাসূল (স) তাদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং তেওয়ালে মোফাসসাল দ্বারা কেরাআত পড়লেন, তারপর প্রথম রাকআতে পাঁচটি রুকু করলেন এবং দুটি সিজদা করলেন, তারপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ালেন এবং তেওয়ালে মোফাস-সালের একটি সূরা দ্বারা কেরাআত পড়লেন। তারপর পাঁচটি রুকু করলেন এবং দুটি সিজদা দিলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে বসে রইলেন এবং দোয়া করতে থাকলেন যতক্ষণ না সূর্যের গ্রহণ ছেড়ে গেল। –(আবু দাউদ)

গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত নামায পড়া যায়

যঈফ-২৯০

হাদীস : ১৪০৩ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তিনি দুই দুই রাকআত করে নামায পড়তে রইলেন এবং গ্রহণের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে রইলেন, যতক্ষণ না সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। –(আবু দাউদ)

নাসাঈর বর্ণনায় আছে, যখন সূর্যগ্রহণ হল, রাসূল (স) নামায পড়লেন আমাদের নিয়মিত নামাযের মতো রুকু সিজদা দিয়ে। নাসাঈর অপর বর্ণনায় আছে, নোমান বলেন, রাসূল (স) একদিন তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে বের হলেন আর তখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি নামায পড়তে রইলেন যতক্ষণ না সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর বললেন, জাহেলী যুগের লোকেরা বলত, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণগ্রস্ত হয় না পৃথিবীর মহান ব্যক্তিদের মধ্য হতে কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ছাড়া। অথচ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণগ্রস্ত হয় না কারও মরণ বা জীবনের কারণে। তারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের দুটি সৃষ্টি। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। সুতরাং তাদের যেটি গ্রহণগ্রস্ত হয় তোমরা নামায পড়তে থাকবে, যতক্ষণ না তা আলোকময় হয় অথবা তিনি অন্য কোনো ব্যাপার সৃষ্টি করেন।

হাদীসটি মুনকার হিসেবে যঈফ -২৯১

তেত্রিশতম অধ্যায়

কৃতজ্ঞতার সিজদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করতে হয়

হাদীস : ১৪০৪ ॥ হযরত আবু বকর (রা) বলেন, যখন রাসূল (স)-এর কাছে কোনো আনন্দ সংবাদ বা এমন কিছু পৌঁছত যা দিয়ে তিনি খুশি হতেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যেতেন। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)

বামনকে দেখে সিজদায় গেলেন

হাদীস : ১৪০৫ ॥ হযরত আবু জাফর বলেন, রাসূল (স) একদিন এক বামনকে দেখলেন এবং সাথে সাথে পড়ে গেলেন। -(দারা কুতনী)

প্রতি-পালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করতে হয়

হাদীস : ১৪০৬ ॥ হযরত হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মক্কা হতে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। যখন আমরা গাযওয়াযা নামক স্থানের কাছে পৌঁছলাম, রাসূল (স) সওয়ারী হতে অবতরণ করলেন। তারপর দু হাত উঠালেন এবং আল্লাহর কাছে কিছু সময় আপন হস্তদ্বয় উঠিয়ে রাখলেন। তারপর সিজদায় পড়লেন। বললেন, আমি আমার প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মতের এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন। তাই আমি আমার প্রভুর শোকর আদায়ের জন্য সিজদায় পড়লাম। তারপর আমি আমার মাথা উঠালাম এবং আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মতের জন্য পুনঃ প্রার্থনা করলাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মতের আরেক তৃতীয়াংশ দান করলেন। তাই আমি আমার প্রভুর শোকর আদায়ের জন্য দ্বিতীয়বার সিজদায় পড়লাম। তারপর আমি পুনরায় আমার মাথা উঠালাম এবং আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করলাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মতের শেষ তৃতীয়াংশ দান করলেন। তাই আমি আমার প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদায় পড়লাম। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

চৌত্রিশতম অধ্যায়

বৃষ্টি প্রার্থনার নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি প্রার্থনা করে নামায পড়া যায়

হাদীস : ১৪০৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং তাদের নিয়ে দু রাকআত নামায পড়লেন, যাতে কেরাআত পড়লেন বড় করে। এ সময় তিনি নিজের হস্তদ্বয় উঠালেন এবং কেবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন। আর যখন কিবলামুখী হলেন আপন চাদর ঘুরিয়ে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দোয়ার সময় বুকের উপরে হাত উঠানো উচিত নয়

হাদীস : ১৪০৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর কোনো দোয়াতেই (বক্ষস্থলের উপরে) হাত উঠাতেন না ইস্তেস্কা ছাড়া। তাতে তিনি এত উপরে হাত উঠাতেন যাতে তার বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেত। -(বোখারী ও মুসলিম)

বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দোয়া করা

হাদীস : ১৪০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) একবার আল্লাহর কাছে পানি তলব করলেন এবং হাতলীদ্বয়ের পিঠ আসমানের দিকে রাখলেন। -(মুসলিম)

উপকারী বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া

হাদীস : ১৪১০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বৃষ্টি দেখতেন, বলতেন, হে আল্লাহ! প্রচুর ও উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও। -(বোখারী)

বৃষ্টির সময় রাসূল (স) গায়ের চাদর খুলে ফেলতেন

হাদীস : ১৪১১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার আমাদের উপর বৃষ্টি পড়তে লাগল, তখন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তখন আপন গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন যাতে বৃষ্টি তার গায়ে পড়ে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ করলেন কেন? রাসূল (স) বললেন, এ বৃষ্টি এমনই প্রভুর কাছ থেকে আসল। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্তেস্কার নামাযে চাদর উল্টায়ে দিতে হয়

হাদীস : ১৪১২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার ইস্তেস্কার উদ্দেশ্যে ঈদগাহের

দিকে বের হলেন এবং চাদর ঘুরিয়ে দিলেন যখন তিনি কিবলামুখী হলেন। তিনি চাদরের ডান দিককে বাম কাঁধের উপরে এবং তার বাম দিককে ডান কাঁধের উপরে রাখলেন। তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) কাঁধের উপর চাদর ঘুরিয়ে দিলেন

হাদীস : ১৪১৩ । হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন আর তখন তার গায়ে ছিল একটি চতুষ্কোণ কাল চাদর। তিনি ইচ্ছা করলেন এটার নিচের দিক ধরে উপরে করে দিত। কিন্তু যখন তা ভারী বোধ হল, দু কাঁধের উপর ঘুরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ ডান কাঁধের দিক বাম কাঁধে এবং বাম কাঁধের দিক ডান কাঁধে দিলেন। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৪১৪ । হযরত ওমায়র মাওলা আবিললাহম (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে আহজারুযযায়ত নামক স্থানের কাছে যাবার কাছাকাছি বৃষ্টি প্রার্থনা করতে দেখেছেন। রাসূল (স) তখন দাঁড়িয়ে হস্ত দ্বয় চেহারার দিকে উঠিয়ে দোয়া করছিলেন এবং বৃষ্টি প্রার্থনা করছিলেন; কিন্তু তার হস্ত তার মাথা অতিক্রম করেনি। -(আবু দাউদ এবং তিরমিযী ও নাসাঈ তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

নম্রতা ও বিনয় সহকারে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে

হাদীস : ১৪১৫ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার ইস্তেস্কায় বের হলেন, সাধারণ বেশে কাজকর্মের কাপড় পরে নম্রতা ও বিনয় সহকারে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে করতে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন

হাদীস : ১৪১৬ । আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন, রাসূল (স) যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদের ও তোমার পশুদের পানি দান কর এবং তাদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ কর এবং তোমার মৃত যমীনকে জীবিত কর। -(মালিক ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) প্রার্থনা করার সাথে বৃষ্টি হত

হাদীস : ১৪১৭ । হযরত জাবির বলেন, আমি রাসূল (স)-কে ইস্তেস্কায় হস্ত প্রসারিত করতে এবং এ বলতে দেখেছি, আল্লাহ! আমাদের পানি দান কর যা সুপাচ্য, ফসল উৎপাদনকারী, উপকারী, ক্ষতিকর নয়, সহসা আগমনকারী ও বিলম্বকারী নয়। তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিতে লাগল। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইবাদত করলে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে

হাদীস : ১৪১৮ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। তিনি একটি মিম্বর স্থাপন করতে বললেন, সে মতে তার জন্য ঈদগাহে একটি মিম্বর স্থাপন করা হল। তিনি এক নির্দিষ্ট তারিখে ঈদগাহে বের হবেন বলে লোকদেরকে কথা দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সে মতে রাসূল (স) ঈদগাহের দিকে বের হলেন যখন সূর্যের কিনারা দেখা দিল এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। তারপর আল্লাহর মহত্ত ঘোষণা করলেন ও তার প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের শহরে অনাবৃষ্টি এবং বৃষ্টির নির্দিষ্ট মৌসুম অতিক্রম করার অভিযোগ করেছ। আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা যেন তাঁকে ডাক এবং তিনি ওয়াদা দিয়েছেন তোমাদের ডাকে তিনি সাড়া দিবেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহরই সব প্রশংসা যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, প্রভু, দয়াময় ও দয়ালু, প্রতিফল দিবসের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি যা ইচ্ছে তা করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি বেনিয়ায, কারও মুখাপেক্ষী নও আর আমরা তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর। আর যা বর্ষণ করবে তাকে আমাদের শক্তির কারণ এবং দীর্ঘ সময়ের পাথেয় কর।" তারপর আপন হস্তদ্বয় উঠালেন এবং এত উঠালেন, যাতে তার বগলের সাদা অংশ প্রকাশিত হয়ে গেল। তারপর জনতার দিকে পিঠ দিলেন এবং আপন চাদর ঘুরিয়ে নিলেন, অথচ তখনও তার হস্তদ্বয় উঠান ছিল। তারপর লোকের দিকে মুখ করলেন এবং নেমে পড়লেন এবং দু রাকআত নামায পড়লেন। তখন আল্লাহ পাক এক মেঘের সৃষ্টি করলেন, মেঘ গর্জন করল এবং বিদ্যুৎ চমকাল। তারপর আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং তিনি তার

মসজিদে পর্যন্ত না পৌঁছতেই ঢল নেমে গেল। এ সময় যখন তিনি লোকদেরকে আশ্রয়ের দিকে দৌড়াতে দেখলেন, হাসলেন যাতে তার সামনের দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়ে গেল অথচ তিনি কখনও দাঁত খুলে হাসতেন না। তখন তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান এবং এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। -(আবু দাউদ)

বৃষ্টির জন্য আব্বাস (রা) প্রার্থনা করেছেন

হাদীস : ১৪১৯ ॥ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, লোক যখন অনাবৃষ্টির কষ্টে পতিত হত, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূল (স)-এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব-এর উসিলায় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রথমে আমাদের নবীর উসিলা পেশ করতাম আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দান করতে, এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচার উসিলা পেশ করছি। তুমি আমাদের বৃষ্টি দান কর। আনাস (রা) বলেন, এর ফলে তাদেরকে বৃষ্টি দান করা হত। -(বোখারী)

পিপিলিকা প্রার্থনা করে

হাদীস : ১৪২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, নবীগণের মধ্যে এক নবী লোকদের নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনায় বের হলেন। দেখলেন, একটি পিঁপড়া নিজের সামনের পা দুটি আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনা করছেন। এটা দেখে নবী (স) বললেন, তোমরা ফিরে যাও। এ পিঁপড়াটির কারণে তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেয়া হয়েছে। -(দারা কুতনী) যঈফ-২৭৪

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

ঝড়-তুফান ও মেঘ বৃষ্টির সময় করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদ জাতি পশ্চিমা হাওয়ায় ধ্বংস হয়েছে

হাদীস : ১৪২১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি পুরবী হাওয়া দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি এবং আদ জাতি পশ্চিমা হাওয়া দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বাতাস প্রবাহিত হলে ভালো মন্দ দুটিই হতে পারে

হাদীস : ১৪২২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন ঝঞ্ঝা বইতে শুরু করত, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এটার ভালো দিক, এতে যা ভালো রয়েছে তা এবং এটা যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে তার ভালো দিক এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এটার মন্দ দিক থেকে, এতে যা মন্দ রয়েছে তা থেকে এবং এটা যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে তার মন্দ দিক থেকে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হত তার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং তিনি বিপদের আশঙ্কায় একবার বাইরে যেতেন একবার ভিতরে প্রবেশ করতেন এবং একবার সামনে অগ্রসর হতেন একবার পিছনে সরে আসতেন। তারপর যখন স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি হত, তার চেহারা পরিষ্কার হয়ে উঠত। রাবী বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রা) তা বুঝতে পারলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! এটা এমনও তো হতে পারে, যেমন আদ জাতি ভেবেছিলেন। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন, 'তারা যখন তাকে তাদের মাঠের দিকে আসতে দেখল, বলল এটা তো মেঘ, আমাদের প্রতি পানি বর্ষাবে।"

অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স) যখন স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখতেন, বলতেন আল্লাহর রহমত।

-(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের খবর সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত

হাদীস : ১৪২৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, গায়েবের অদৃশ্য বস্তুর কুঞ্জি পাঁচটি। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তার কাছে রয়েছে কিয়ামতের এলম আর তিনিই প্রেরণ করেন মেঘ ও বৃষ্টি। -(বোখারী)

বৃষ্টি নামলে ফসল বুনতে হয়

হাদীস : ১৪২৪ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুর্ভিক্ষ এটা নহে, তোমরা বৃষ্টি লাভ করবে না; বরং দুর্ভিক্ষ এটা যে, তোমরা বৃষ্টির পর বৃষ্টি লাভ করবে, অথচ যমীন কিছু উৎপাদন করবে না। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাতাসের খারাবি হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা

হাদীস : ১৪২৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, বাতাস আল্লাহর পক্ষ হতে আগমনকারী। রহমত নিয়েও আসে আবার আযাব নিয়েও আসে। সুতরাং বাতাসকে গালি দিও না; বরং আল্লাহর কাছে বাতাসের কল্যাণ প্রার্থনা কর এবং তার মন্দ হতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাও। -(শাফেঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে)

বাতাস আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হয়

হাদীস : ১৪২৬ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর সামনে বাতাসকে অভিশাপ দিল। তিনি বললেন, বাতাসকে অভিশাপ দিও না। কেননা, বাতাস নির্দেশপ্রাপ্ত, আর যে এমন কোনো বস্তুকে অভিশাপ দেয় বা অভিশাপের উপযুক্ত নয়, অভিশাপ তার নিজের দিকেই ফিরে আসে। (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

বাতাসকে গালি দেয়া জায়েয নেই

হাদীস : ১৪২৭ । হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বাতাসকে গালি দিও না; বরং যখন তোমরা মন্দ কিছু দেখবে, বলবে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই এ বাতাসের ভাল দিক, তাতে যা ভাল নিহিত রয়েছে তা এবং যে জন্য নির্দেশিত হয়েছে তার ভাল দিক। আমরা আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে এ বাতাসের মন্দ দিক থেকে, যা মন্দ রয়েছে তা থেকে এবং যে জন্য নির্দেশিত হয়েছে তার মন্দ দিক থেকে। -(তিরমিযী)

ঝড়ের সময় আল্লাহর সাহায্য কামনা

হাদীস : ১৪২৮ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করত, রাসূল (স) জানু ঠ্যাস দিয়ে বসতেন এবং বলতেন, আল্লাহ! এটাকে রহমতস্বরূপ কর, আযাবস্বরূপ কর না। আল্লাহ! এটাকে বাতাসে পরিণত কর এবং ঝড়ে পরিণত কর না। যঈফ — ২০৫

মেঘের গর্জন শুনে রাসূল (স) যা করতেন

হাদীস : ১৪২৯ । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, কাজকর্ম ত্যাগ করে তার দিকেই নিবিষ্ট হয়ে যেতেন এবং বলতেন হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এতে যা মন্দ রয়েছে তা হতে। এতে যদি আল্লাহ মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন তিনি আল্লাহর শোকর করতেন; আর যদি বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হত, বলতেন, হে আল্লাহ! উপকারী পানি দান কর। -(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও শাফেঈ)

মেঘের গর্জনের সময় রাসূল (স) কী করতেন

হাদীস : ১৪৩০ । হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ শুনতেন তখন বলতেন, আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার রোষের দ্বারা হত্যা করো না এবং তোমার আযাবের দ্বারা আমাদের ধ্বংস করো না; বরং এর আগেই আমাদের শান্তি দান করো। -(আহমদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যঈফ — ২০৬

মেঘের গর্জন শুনে কী করা উচিত

হাদীস : ১৪৩১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন মেঘের গর্জন শুনতেন, কথাবার্তা ত্যাগ করতেন এবং কুরআনের এ আয়াত পড়তেন।

"আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে সত্তার, যা পবিত্রতা বর্ণনা করে মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসার সাথে এবং ফেরেশতাগণ বর্ণনা করেন তাঁর ভয়ে।" -(মালিক)

মিশকাত শরীফ

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

রোগী দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান ইবাদত স্বরূপ

হাদীস : ১৪৩২ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (র) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখাশোনা কর এবং বন্দিকে মুক্ত কর। −(বোখারী)

মুসলমানদের পাঁচটি হক

হাদীস : ১৪৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে− (১) তার সালামের উত্তর দেয়া, (২) রোগীকে দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় যোগদান করা, (৪) দাওয়াত কবুল করা এবং (৫) হাঁচির জবাব দেয়া। −(বোখারী ও মুসলিম)

দাওয়াত গ্রহণ করা মুসলমানের হক

হাদীস : ১৪৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি হক। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী? রাসূল (স) বললেন, যখন তার দেখা পাবে, সালাম করবে, যখন সে তোমাকে দাওয়াত করবে, দাওয়াত গ্রহণ করবে, যখন সে তোমার কাছে হিতকামনা করবে, হিতসাধন করবে, যখন সে হাঁচি দিবে অতপর আলহামদুলিল্লাহ বলে তার উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে, যখন সে রোগে পড়ে, তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে ইন্তেকাল করে, তার জানাযায় ও দাফনে যোগ দিবে। −(মুসলিম)

রাসূল (স) সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন

হাদীস : ১৪৩৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন− রোগীর খোঁজ-খবর নিতে, জানাযার অনুগমন করতে, হাঁচি দিয়ে যে আলহামদুলিল্লাহ বলে, তার উত্তর দিতে, ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে জবাব দিতে, আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে, কসমদাতার কসম পূরণ করতে এবং উৎপীড়িতের সাহায্য করতে এবং নিষেধ করেছেন− স্বর্ণের আংটি, রেশম, ইস্তেবরাক ও দীবাজ পরিধান করতে, লালগছি। কাচ্ছি ও রুপার পাত্র ব্যবহার করতে। অপর বর্ণনায় আছে, রুপার পাত্রে পান করতে, কেননা, যে দুনিয়াতে তাতে পান করবে, সে আখিরাতে তাতে পান করতে পারবে না। −(বোখারী ও মুসলিম)

রোগীর সেবা করা ইসলামের বিধান

হাদীস : ১৪৩৬ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো মুসলমানের যখন তার কোনো রোগী মুসলমান ভাইকে দেখতে যেতে থাকে, তখন সে বেহেশতের ফল আহরণ করতে থাকে। যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে। −(মুসলিম)

কাউকে আহার করালে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন

হাদীস : ১৪৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম, আর তুমি আমাকে দেখতে আস নি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি কীভাবে তোমাকে দেখতে আসতাম, অথচ তুমিই সব জগতের প্রতিপালক প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিল, আর তুমি তাকে দেখতে যাও নি, তুমি কি জানতে না যে তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, নিশ্চয় আমাকে তার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খানা চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খানা দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি তোমাকে কীরূপে খানা দিব। অথচ তুমিই সব জগতের প্রতিপালক প্রভু? তিনি বলবেন, তুমি জান না যে আমার বান্দা অমুক তোমার কাছে খানা চেয়েছিল, আর তুমি তাকে খানা দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে নিশ্চয়ই তা আমার কাছে পেতে?

আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, আর তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি তোমাকে কীরূপে পানি পান করাব, অথচ তুমিই সব জগতের প্রতিপালক প্রভু? তিনি বলবেন, আমার বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, আর তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তুমি তা আমার কাছে পেতে? –(মুসলিম)

বেদুঈন আল্লাহর প্রতি ভরসা করল না

হাদীস : ১৪৩৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) একজন বেদুঈনকে দেখতে গেলেন, আর তাঁর নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোনো বিমারীকে দেখতে যেতেন, বলতেন–ভয় নেই ইনশাআল্লাহ এটা তোমার পবিত্রতার কারণ হবে। সে মতে তিনি তাকে বললেন, ভয় নেই আল্লাহ চাহেন তো এটা তোমার পবিত্রতার কারণ হবে। বেদুঈন বলল, কখনও নহে, বরং এটা এমন জ্বর যা একজন বৃদ্ধ লোকের শরীরে ফুটছে। এটা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। তখন বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার জন্য তাই হবে। –(বোখারী)

অসুস্থ লোকের শরীরে হাত বুলাতে হয়

হাদীস : ১৪৩৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কারও যখন অসুখ হত রাসূল (স) ডান হাত তার গায়ে বুলাতেন এবং বলতেন, হে মানুষের প্রভু পরওয়ারদেগার! এ রোগ দূর কর এবং আরোগ্য দান কর তাকে, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরাগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য যা বাকি রাখে না কোনো বিমারকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

ফোঁড়া বা বাঘী হলে থুথু ও মাটি মিশিয়ে প্রলেপ দিবে

হাদীস : ১৪৪০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন কোনো মানুষ তার কোনো অঙ্গে বেদনা অনুভব করে অথবা কোথাও ফোঁড়া বা বাঘী বা জখম দেখা দিত, রাসূল (স) তার উপর নিজের আঙ্গুলী বুলাতে বুলাতে বলতেন, আল্লাহর নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারও থুথুর সাথে মিশে আমাদের রোগীকে ভালো করবে, আমাদের প্রভু পরওয়াদেগারের নির্দেশ। –(বোখারী ও মুসলিম)

সুরা নাস ও সুরা ফালাক পড়ে ফুঁক দিতে হয়

হাদীস : ১৪৪১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন পীড়িত হতেন, মুআব্বাযাত দ্বারা নিজের শরীরের উপর ফুঁক দিতেন এবং নিজের হাত দিয়ে শরীর মুছে ফেলতেন। যখন তিনি সে রোগে আক্রান্ত হলেন, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন, আমি তখন সে সকল মুআব্বাযাত পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁক দিতাম, যে সকল মুআব্বাযাত পড়ে তিনি নিজে ফুঁক দিতেন, তবে রাসূল (স)-এর পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রা) বলেছেন, যখন তাঁর পরিবারের কেউ রোগে আক্রান্ত হত, তখন তিনি মুআব্বাযাত পড়ে তার উপর ফুঁক দিতেন।

রাসূল (স) একজনের ব্যথা সারিয়ে দিলেন

হাদীস : ১৪৪২ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল (স)-এর কাছে একজন বেদনার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তাঁর শরীরে অনুভব করছিলেন। রাসূল (স) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার শরীরের সে জায়গায় হাত রাখ যে জায়গায় বেদনা হচ্ছে এবং তিনবার বল 'বিসমিল্লাহ' আর সাতবার বল, আমি আল্লাহর প্রতাপ ও তাঁর ক্ষমতার স্মরণ করছি, যা আমি অনুভব করছি ও আশঙ্কা করছি তার মন্দ হতে। ওসমান বলেন, আমি তা করলাম, ফলে আল্লাহ আমার শরীরে যা ছিল তা দূর করে দিলেন। –(মুসলিম)

ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয আছে

হাদীস : ১৪৪৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত জিব্রাঈল (আ) রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। জিব্রাঈল (আ) বললেন, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝেড়ে দিচ্ছি এমন প্রত্যেক বিষয় হতে যা আপনাকে কষ্ট দেয়–প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ থেকে অথবা বলেছেন, প্রত্যেক বিদ্বেষী চক্ষুর অকল্যাণ হতে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি। –(মুসলিম)

ক্ষতিকর বস্তু হতে সাবধানে থাকতে হয়

হাদীস : ১৪৪৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হযরত হাসান ও হোসাইন (রা)-কে এরূপ আল্লাহর স্মরণে নিতেন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের শরণে নিচ্ছি-প্রত্যেক শয়তান হতে, প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চোখ হতে এবং বলতেন, তোমাদের পিতা (ইব্রাহীম) এটার দ্বারা সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাককে স্মরণে নিতেন।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বিপদে পড়েন

হাদীস : ১৪৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যাকে আল্লাহ ভালো করতে চাহেন তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। -(বোখারী)

বিপদে মুমিনের গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ১৪৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুসলমানদের প্রতি পৌঁছে না কোনো বিপদ, কোনো রোগ, কোনো ভাবনা, কোনো চিন্তা, কোনো কষ্ট বা কোনো দুঃখ, এমনকি ফুটে না তার শরীরে কোনো কাঁটা, যা দিয়ে মাফ করেন না আল্লাহ তার গোনাহসমূহ। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর অসুখ অন্য মানুষের হতে বেশি হত

হাদীস : ১৪৪৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি আমার হাত দিয়ে তাঁর শরীর স্পর্শ করলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে প্রবল জ্বরে ভুগছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের দুজনে যা ভোগে তা ভুগছি। ইবনে মাসউদ বলেন, আমি বললাম, এটা এ কারণে যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। অতপর রাসূল (স) বললেন, কোনো মুসলমানদের প্রতি যে কোনো কষ্ট পৌঁছে থাকুক না কেন, চাই রোগ হউক বা অপর কিছু আল্লাহ তায়ালা তা দ্বারা তার গোনাহসমূহ ঝেড়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতা ঝেড়ে ফেলে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) রোগ যন্ত্রণা বেশি তীব্র হত

হাদীস : ১৪৪৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কাউকেও দেখিনি যার রোগ-যন্ত্রণা অধিক হয়েছিল রাসূল (স) অপেক্ষা। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) আয়েশা (রা)-এর কোলে ইন্তেকাল করেন

হাদীস : ১৪৪৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমার বুক ও চিবুকের মধ্যস্থলে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন। অতএব, রাসূল (স)-এর পর কারও মৃত্যু কষ্টকে আর আমি খারাপ মনে করি না। -(বোখারী)

মুমিনের উদাহরণ কোমল তৃণের মতো

হাদীস : ১৪৫০ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, মুমিনদের উদাহরণ সেই কোমল তৃণের মতো, যাকে বাতাস এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে থাকে, একবার তাকে নিচে ফেলে দেয় এবং একবার সোজা করে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু আসে। আর মুনাফিকের উদাহরণ সেই শক্তভাবে দাঁড়ান পিপল গাছের মত, যার প্রতি কোনো বিপদ পৌঁছে না যে পর্যন্ত তা একবারে ভূমিতে কাত হয়ে পড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুমিনের উপর সর্বদা মুছিবত আসে

হাদীস : ১৪৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের উদাহরণ তৃণের মত, বাতাস তাকে সর্বদা এদিক-ওদিক দোলায়, আর মুমিনের উপর সর্বদা মছিবত পৌঁছে এবং মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে পিপল গাছের মতো, যা দোলায় না, যে পর্যন্ত না তাকে কাটিয়া ফেলা হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

অসুস্থতাকে গালি দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৪৫২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) উম্মে সায়েবের কাছে পৌঁছলেন এবং বললেন, তোমার কী হল কাঁদছ কেন? সে বলল, জ্বর। আল্লাহর ভালো না করুন। রাসূল (স) বলেন, জ্বরকে গালি দিও না। কেননা, তা আদম সন্তানের গোনাহসমূহকে দূর করে যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে। -(মুসলিম)

সফরে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না

হাদীস : ১৪৫৩ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যখন বান্দা রোগে আক্রান্ত হয়, অথবা সফর করে তার জন্য তাই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়িতে করত। -(বোখারী)

মহামারীতে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পায়

হাদীস : ১৪৫৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, মহামারী প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে শাহাদাতস্বরূপ। -(বোখারী ও মুসলিম)

পাঁচ ধরনের মৃত্যু শহীদের সমতুল্য

হাদীস : ১৪৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, শহীদ পাঁচ ব্যক্তি– ১. যে মহামারীতে মারা যায়, ২. যে পেটের অসুখে মারা যায়, ৩. যে পানিতে ডুবে মারা যায়, ৪. যে দেওয়াল চাপা পড়ে নিহত হয় এবং ৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে নিহত হয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

মহামারী শাস্তি ডেকে আনে

হাদীস : ১৪৫৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার রাসূল (স)-কে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন রাসূল (স) আমাকে বললেন, মহামারী হল শাস্তি। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছে করেন তা প্রেরণ করেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য মহামারীকে রহমতস্বরূপ করেছেন। যে কোনো ব্যক্তি মহামারী প্রপীড়িত অঞ্চলে সওয়াবের নিয়তে সবুর করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যা তার জন্য নির্ধারিত করেছেন, তা ছাড়া তার প্রতি কিছুই হবে না, তার জন্য শহীদের অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে। –(বোখারী)

মহামারী পরীক্ষা স্বরূপ

হাদীস : ১৪৫৭ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, 'তাউন' হল আযাববিশেষ, যা বনী ইসরাঈলের কোনো একটি দলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল অথবা তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল। অতএব, তোমরা যখন কোন স্থানে মহামারী শুরু হয়েছে বলে শুনবে, সেখানে যাবে না, কিন্তু যখন কোনো স্থানে তা শুরু হয়, আর তোমারা সেখানে থাক, তখন পলায়নের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বের হবে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

ধৈর্যশীলরা জান্নাতী হবে

হাদীস : ১৪৫৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যখন আমার কোনো বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তু সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করি, আর সে তাতে সবুর করে, আমি তাকে সে বিপদের পরিবর্তে জান্নাত দান করি। প্রিয়া বস্তুদ্বয় অর্থে তিনি চোখ দুটিকেই বুঝিয়েছেন। –(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে দেখতে গেলে ফেরেশতাগণ দোয়া করেন

হাদীস : ১৪৫৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে কোনো মুসলমান সকালবেলায় কোনো মুসলমানকে দেখতে যায়, তার জন্য তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে, যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা হয়। যদি সে তাকে দেখতে যায় সন্ধ্যা বেলায় তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ না সকাল হয় এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান তৈরি হয়। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ

হাদীস : ১৪৬০ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকামা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার আমাকে দেখতে আসলেন আমার চোখের বেদনায়। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

প্রকৃত মুসলমানকে দেখতে গেলে ওযু করতে হবে

হাদীস : ১৪৬১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যে উত্তমরূপে ওযু করে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তার কোনো মুসলমান ভাইকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম হতে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে। –(আবু দাউদ) যঈফ-২৯৭

অসুস্থ মুসলমান রোগীকে দেখলে সাতবার প্রার্থনা করতে হয়

হাদীস : ১৪৬২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যে কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে দেখতে যায় এবং সাতবার বলে আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যেন আপনাকে আরোগ্য দান করেন। এর দ্বারা নিশ্চয় তাকে আরোগ্য দান করা, যদি না তার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যথার কারণে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হয়

হাদীস : ১৪৬৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জ্বর এবং যাবতীয় বেদনার জন্য এরূপ বলতে শিক্ষা দিয়েছেন, মহান আল্লাহর নামে–মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই সব রক্তপূর্ণ শিরার অপকার হতে এবং দোযখের উত্তাপের অপকার হতে। –(তিরমিযী) যঈফ – ২০১৮

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। ইব্রাহীম ইবনে ইসমাঈল ছাড়া এটা কেউ বর্ণনা করেননি, অথচ ইব্রাহীম হলেন যঈফ রাবী।

রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে ব্যথা আরোগ্য হয়

হাদীস : ১৪৬৪ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো বেদনা অনুভব করে অথবা তার কোনো মুসলমান ভাই তার কাছে বেদনার অভিযোগ করে, তখন সে যেন বলে, আমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমানে আছেন। হে রব! তোমার নাম পবিত্র। তোমার নির্দেশ আসমান-যমীন উভয়ে প্রযোজ্য–যেভাবে আসমানে তোমার অশেষ রহমত রয়েছে, সেভাবে তুমি যমীনেও অশেষ রহমত বিস্তার কর। হে প্রভু! তুমি ক্ষমা কর আমাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধসমূহ। তুমি পবিত্র লোকদের প্রতিপালক। প্রেরণ কর তুমি তোমার রহমতসমূহ হতে বিশেষ রহমত এবং তামার আরোগ্যসমূহ হতে বিশেষ আরোগ্য এ বেদনার প্রতি, এভাবে দোয়া করলে তার বেদনা সেরে যাবে। –(আবু দাউদ)

রোগীকে আরোগ্যের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৪৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যখন কেউ কোনো পীড়িতকে দেখতে যায়, তখন সে যেন বলে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে আরোগ্য দান কর, যাতে সে তোমার উদ্দেশ্যে শত্রু আঘাত করতে পারে অথবা তোমার সন্তুষ্টির জন্য জানাযায় যেতে পারে। –(আবু দাউদ)

মুমিনের সাজা হল জ্বর-দুঃখ ইত্যাদি

হাদীস : ১৪৬৬ ॥ তাবেঈ আলী ইবনে যায়দ, তাবেঈ উমাইয়া হতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ আয়াত সম্পর্কে–যদি তোমরা প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে আছে (অন্যায় বিষয়) অথবা গোপন রাখ তাকে, আল্লাহ সে সম্পর্কে তোমাদের হিসাব নিবেন। এবং এ আয়াত সম্পর্কে–যে অন্যায় কাজ করবে, সে সাজা ভোগ করবে। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করার পর এ পর্যন্ত কেউ আমাকে এটা জিজ্ঞেস করেনি। রাসূল (স) বলেছেন, এ দু আয়াতে যে সাজার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে দুনিয়াতে বান্দার প্রতি যে জ্বর ও দুঃখ প্রভৃতি পৌঁছে, তার দ্বারা আল্লাহ যে সাজা দেন তা–এমনকি বান্দা তার জামার পকেটে যে মাল রাখে, অতপর তা হারিয়ে ফেলে এবং তার জন্যে অস্থির হয়ে যায়। এটাও তার শাস্তির অন্তর্গত। অবশেষে বান্দা তার গোনাহসমূহ হতে বের হয়, যেভাবে স্বর্ণ হাপরের আগুনে পরিষ্কার হয়ে বের হয়। –(তিরমিযী)

বান্দার দুঃখের দ্বারা গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ১৪৬৭ ॥ হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেন, বান্দার প্রতি যে দুঃখ পৌঁছে থাকে তা বড় হোক কিংবা ছোট হোক, তা নিশ্চয় অপরাধের কারণে এবং যা আল্লাহ ক্ষমা করে দেন তা এটা অপেক্ষা অধিক। এটার সমর্থনে রাসূল (স) এ আয়াত পাঠ করলেন–তোমাদের প্রতি যে বিপদ পৌঁছে তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন, আর আল্লাহ ক্ষমা করে দেন অনেক। –(তিরমিযী)

অসুস্থবস্থায় ভাগ্য পরিবর্তন হয় না

হাদীস : ১৪৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, বান্দা যখন ইবাদতের কোনো ভালো নিয়ম পালন করতে থাকে, অতপর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন তার প্রতি নিযুক্ত ফেরেশতাকে বলা হয়, সে মুক্ত অবস্থায় যা করত অনুরূপ তার জন্য বরাবর লিখতে থাক, যতক্ষণ না তাকে মুক্ত করে দেই অথবা আমার দিকে তাকে ডেকে নেই।

অসুস্থ অবস্থায় নেক কাজ লেখা হয়

হাদীস : ১৪৬৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো মুসলমানকে যখন শারীরিক বিপদে ফেলা হয়, তখন ফেরেশতাকে বলা হয়, তার জন্য লিখতে থাক, সে যে নেককাজ বরাবর করত। অতপর যদি আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, ধুইয়ে পাক করে লন, আর যদি তাকে উঠিয়ে নেন, তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন। –উক্ত হাদীস দুটি শরহে সুন্নাহ রেওয়ায়ত করেছেন।

সাত প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পায়

হাদীস : ১৪৭০ ॥ হযরত জাবের ইবনে আতীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে, এরূপ ব্যক্তি ব্যতীতও সাতজন শহীদ রয়েছে– ১. মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ২. পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে, এরূপ ব্যক্তি শহীদ, ৩. যাতুল জানব রোগে যে মারা গেছে সে শহীদ, ৪. যে পেটের রোগে মৃত্যুবরণ করেছে সে শহীদ এবং ৫. যে আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে শহীদ, ৬. যে কিছু চাপা পড়ে মারা গেছে সে শহীদ এবং ৭. প্রসব কষ্টে যে স্ত্রীলোক মারা যায় সে শহীদ। –(মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

বিপদ দিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি পরীক্ষা করা হয় নবীদের

হাদীস : ১৪৭১ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, বিপদ দিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক পরীক্ষা করা হয় কাদের? রাসূল (স) বললেন, নবীদের, অতপর তাঁদের তুলনায় যারা উত্তম তাদের। মানুষ তার দ্বীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয়। তার এরূপ বিপদ হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে, অথচ তার কোনো গোনাহ থাকে না। –(তিরমিযী, ইবনে মাযাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ)

আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মৃত্যু কষ্ট দেখেছেন

হাদীস : ১৪৭২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কারও সহজে মউত হওয়ার কারণে ঈর্ষা করি না, যখন হতে আমি রাসূল (স)-এর মৃত্যু কষ্ট দেখেছি। –(তিরমিযী ও নাসাঈ)

মৃত্যুর চেয়ে কঠিন কোনো বস্তু নেই

হাদীস : ১৪৭৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার কাছে একটি পানিভর্তি বাটি ছিল, তিনি সে বাটিতে বারবার হাত ডুবাতেন, অতপর তা দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতেন, এবং বলতেন, আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য কর মউতের কষ্টে। –(তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ) যঈফ — ৩০২

দুনিয়ার শাস্তি পরকালীন মুক্তির কারণ

হাদীস : ১৪৭৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা রাখেন, তার পাপের শাস্তি দানে বিরত থাকেন; অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে তার পূর্ণ শাস্তি প্রদান করবেন। –(তিরমিযী)

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন

হাদীস : ১৪৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বড় প্রতিফল বড় বিপদের বিনিময়েই। আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তাদেরকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য আল্লাহর সন্তোষ রয়েছেন এবং যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য অসন্তোষই রয়েছেন। –(তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)

মুমিন নর ও নারীর বিপদ লেগেই থাকে

হাদীস : ১৪৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মুমিন নর বা নারীর প্রতি বিপদ লেগেই থাকে–তার নিজের শরীরে, তার মাল-সম্পদে অথবা তার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে, যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে। তখন তার উপর কোনো গোনাহর বোঝা থাকে না। –(তিরমিযী। মালিক তার অনুরূপ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান বরং সহীহ)

মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত হয়

হাদীস : ১৪৭৭ ॥ হযরত ইবনে খালেদ সুলামী তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো বান্দার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো মর্যাদা নির্ধারিত হয়, যা সে আমর দিয়ে লাভ করতে পারে না, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে শরীর সম্পর্কে অথবা তার সন্তান-সন্ততির সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করেন। অতপর তাকে তাতে ধৈর্যধারণের শক্তি দেন, যাতে সে ঐ মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করা হয়েছে। –(আহমদ ও আবু দাউদ)

প্রতিটি মানুষের নিরানব্বইটি বিপদ আছে

হাদীস : ১৪৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আদম সন্তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ তার সাথে নিরানব্বইটি বিপদ রয়েছে। যদি তার সকলেই তার ব্যাপারে লক্ষ্যচ্যুত হয়, অন্তত সে বার্ধক্যরূপ বিপদে পতিত হয় এবং অবশেষে মৃত্যুবরণ করে। –(তিরমিযী: আর তিনি বলেছেন এই হাদীসটি গরীব)

দুনিয়ায় বিপদগ্রস্ত আখেরাতে সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৪৭৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সুখ-শান্তিভোগী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন যখন দেখবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সওয়াব দেওয়া হচ্ছে, তখন আক্ষেপ করবে–আহা, যদি তাদের চামড়া দুনিয়াতে কাঁচি দিয়ে কাটা হত! –(তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন এ হাদীসটি গরীব)

মুমিনের রোগ গোনাহের কাফফারা স্বরূপ

হাদীস : ১৪৮০ ॥ হযরত আমের রাম (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার রোগ সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, মুমিনের যখন রোগ হয়, অতপর আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, তা তার অতীতের গোনাহর জন্য কাফফারা

এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়; কিন্তু মুনাফিক যখন রোগাক্রান্ত হয়, অতপর তাকে আরোগ্য দান করা হয়, সে সেই উটের মতো হয় যাকে তার মালিক বেঁধে রেখেছে অতপর ছেড়ে দিল। সে বুঝল না যে, কেন তাকে বেঁধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। তখন এক ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোগ আবার কী? আল্লাহর কসম, আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হইনি। রাসূল (স) বললেন, আমাদের কাছ হতে উঠে যাও। তবে তুমি আমাদের অন্তর্গত নও। -(আবু দাউদ)

রোগীকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে হয়

হাদীস : ১৪৮১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, তোমরা যখন কোনো রোগীর কাছে যাবে, তার জীবন সম্পর্কে তাকে সান্ত্বনা দান করবে। এটা নিয়তির কোনো কিছু উল্টাতে পারবে না, কিন্তু তার মন সান্ত্বনা লাভ করবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

পেটের অসুখে মৃত্যুবরণকারীকে কবরে শাস্তি দিবে না

হাদীস : ১৪৮২ ॥ হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে তার পেটের রোগ হত্যা করেছে, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে না। -(আহমদ ও তিরমিযী; কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসুস্থ অবস্থায় একটি বালক মুসলমান হল

হাদীস : ১৪৮৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ইহুদী যুবক রাসূল (স)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল (স) তাকে দেখতে গেলেন এবং তার শিয়রে বসে বললেন, হে অমুক, মুসলমান হয়ে যাও! সে তার পিতার দিকে তাকাল। তার পিতা তখন তার কাছে ছিল। তার পিতা বলল, আবুল কাসেমের কথা মেনে লও। সুতরাং সে মুসলমান হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তার কাছ হতে বের হয়ে বললেন, আল্লাহর শোকর তিনি তাকে দোযখ হতে মুক্তি দিলেন। -(বোখারী)

অসুস্থকে দেখতে গেলে ফেরেশতা দোয়া করে

হাদীস : ১৪৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে পীড়িতকে দেখতে যায়, আসমান হতে একজন ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে বলেন, মোবারক হও তুমি এবং মোবারক হোক তোমার এ পথ চলা। তুমি বেহেশতে একটি স্থান নির্ধারিত করলে। -(ইবনে মাজাহ)

মৃত্যুর আগে রাসূল (স) ভাল হয়েছিলেন

হাদীস : ১৪৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) যে রোগে ইন্তেকাল করেছেন, সে রোগের সময় একদিন হযরত আলী (রা) তার কাছে হতে বের হয়ে আসলেন। লোকে জিজ্ঞেস করল, রাসূল (স)-এর অবস্থা কেমন আছে? তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, সকালে ভালোই দেখা যাচ্ছে। -(বোখারী)

মৃগী রোগে ইন্তেকাল করলে জান্নাতী

হাদীস : ১৪৮৬ ॥ তাবেঈ হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ বলেন, আমাকে একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আতা! আমি কি তোমাকে একটি বেহেশতী মেয়ে লোক দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এক কালো মেয়ে লোকটি। সে একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ হয়ে যাই। আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করুন। রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর সবর করতে পার, তখন তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি ইচ্ছা কর আমি দোয়া করব, আল্লাহ যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন। সে বলল, সবর করব। অতপর বলল, রাসূল (স)! আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। দোয়া করুন আমি যেন উলঙ্গ না হই। রাসূল (স) তার জন্য সেই দোয়া করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রোগের কারণ গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ১৪৮৭ ॥ তাবেঈ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হল, অপর এক ব্যক্তি বলল, সে বড় খোশনসিব, মরে গেল, অথচ কোনো রোগে ভুগল না। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আহ! তোমাকে কে বলল, সে বড় খোশনসিব? যদি আল্লাহ পাক তাকে কোন রোগে ফেলতেন, আর তার গোনাহ মাফ করে দিতেন কত না ভালো হত। -(মালিক মুরসালরূপে)

অসুস্থ অবস্থায় আমলনামা চালু থাকে

হাদীস : ১৪৮৮ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস ও হযরত সুনাবেহী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়ে এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ সকাল কেমন যাচ্ছে? সে বলল, আল্লাহর মেহেরবাণীতে ভালোই যাচ্ছে। এ কথা শুনে সাদ্দাদ বললেন, তোমার প্রতি গোনাহ মাফ এবং অপরাধ মার্জনার সুসংবাদ হোক! কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ পাক বলেন, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যে

কোনো মুমিন বান্দাকে রোগগ্রস্ত করি আর আমার এ রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও সে আমার শোকর করে সে তার এ রোগশয্যা হতে উঠবে সব গোনাহ হতে পাক সাফ হয়ে সে দিনের মতো যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন। রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বলেন, আমি আমার বান্দাকে বন্ধ করে রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করে রেখেছি। অতএব, তোমরা তার সুস্থ অবস্থায় তার জন্য যা লিখতে তা-ই লিখতে থাক। -(আহমদ)

বিপদ দিয়ে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়

হাদীস : ১৪৮৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন বান্দার গোনাহ অধিক হয়ে যায় এবং সে সকলের প্রায়শ্চিত্তের মত তার কোনো নেক আমল না থাকে, আল্লাহ পাক তাকে বিপদ দ্বারা চিন্তাগ্রস্ত করেন, যাতে তার সে সকল গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে দিতে পারেন। -(আহমদ) যঈফ — ৩০৫

রোগীকে দেখতে গেলে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ১৪৯০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রুগ্ণ ব্যক্তিকে দেখতে রওয়ানা হল, সে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় সাঁতার কাটতে রইল, যতক্ষণ না সে সেখানে গিয়ে বসে। যখন সে গিয়ে বসল, তখন দরিয়ায় ডুব দিল। -(মালিক ও আহমদ)

জ্বর আসলে পানি ঢালতে হয়

হাদীস : ১৪৯১ ॥ হযরত সওবান (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও জ্বর হয়, নিশ্চয় জ্বর আগুনের একটা অংশ। সুতরাং জ্বরকে যেন পানি দিয়ে নিভান হয়। সে যেন ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের আগে প্রবহমান নদীতে ঝাঁপ দেয় এবং ভাটার দিকে অগ্রসর হয়। অতপর যেন বলে, হে আল্লাহ! আরোগ্য দান কর তোমার বান্দাকে এবং সত্যবাদী প্রমাণ কর তোমার রাসূলকে। সে যেন নদীতে তিন দিন তিনটি করে ডুব দেয়। এতে যদি না সারে, তবে পাঁচ দিন। তাতেও যদি না সারে, তবে সাত দিন। সাত দিনেও যদি না সারে, তবে নয় দিন। আল্লাহর হুকুমে জ্বর আর অধিক অগ্রসর হবে না। -(তিরমিযী, আর তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলে উল্লেখ করেছেন)

জ্বরকে গালি দেয়া উচিত নয় যঈফ — ৩০৬

হাদীস : ১৪৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে জ্বরের কথা বলা হল। তখন এক ব্যক্তি জ্বরকে মন্দ বলল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, জ্বরকে মন্দ বলতে না। জ্বর গোনাহসমূহকে দূর করে যেভাবে কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে। -(ইবনে মাজাহ)

জ্বর দুনিয়ার আগুন কিন্তু আখেরাতে মুক্তির পাথের

হাদীস : ১৪৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) একবার রাসূল (স) এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর! আল্লাহ পাক বলেন, জ্বর আমার আগুন। দুনিয়াতে আমি আমার মুমিন বান্দার প্রতি পাঠাই, যাতে কিয়ামতে তার দোযখের আগুনের বিকল্প হয়ে যায়। -(আহমদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

রিযিকের কমতি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়

হাদীস : ১৪৯৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার মহিমা ও প্রতাপের কসম, আমি দুনিয়া হতে কাউকে বের করব না, যাকে আমি ক্ষমা করে দেয়ার ইচ্ছা রাখি, যে পর্যন্ত না তার ঘাড়ে অবস্থিত প্রত্যেক অপরাধকে তার শরীর কোনো রোগ অথবা রিযিকের কমতি দিয়ে বিনিময়রূপে করি। -(রযীন)

রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের সওয়াব লেখা হয় যঈফ — ৩০৭

হাদীস : ১৪৯৫ ॥ তাবেঈ শাকীক বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আর আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি কাঁদতে লাগলেন। এতে কেহ তাঁকে ভর্ৎসনা করল। তখন তিনি বললেন, আমি রোগের কারণে কাঁদছি না। কেননা, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, রোগ হচ্ছে গোনাহের কাফফারা। আমি এ জন্য কাঁদিছি যে, এটা আমার বৃদ্ধকালে আমাতে পৌঁছল এবং আমার শক্তির যুগে পৌঁছল না। কেননা, বান্দা যখন রোগগ্রস্ত হয়, তার জন্য সে সওয়াব লেখা হয়, যা তার রোগগ্রস্ত হবার আগে তার জন্য লেখা হত, আর রোগ তাতে তা করতে বাঁধা দিয়েছে। -(রযীন) যঈফ — ৩০৮

রোগীকে তিন দিন পরে দেখতে যেতে হয়

হাদীস : ১৪৯৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তিন দিনের আগে কোনো পীড়িতকে দেখতে যেতেন না। -(ইবনে মাজাহ, আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) জাল — ৩০৯

রোগীর দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ১৪৯৭ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি কোন রোগীর কাছে যাবে, তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে বলবে। কেননা, তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো। -(ইবনে মাজাহ)

যঈফ — ৩১০

রোগীকে বিব্রত করা ঠিক নয়

হাদীস : ১৪৯৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বিমারী দেখার ব্যাপারে সুন্নত নিয়ম হচ্ছে বিমারীর কাছে অল্পক্ষণ বসা এবং সেখানে শোরগোল না করা। অতপর তিনি এটার সমর্থন বলেন, মৃত্যু শয্যায় যখন রাসূল (স)-এর কাছে লোকের কথাবার্তা ও মতভেদ বেশি হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, আমার কাছ হতে উঠে যাও। -(রযীন)

যথাসম্ভব রোগীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে

হাদীস : ১৪৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিমারী দেখা অল্পক্ষণ। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের বর্ণনায়, উত্তম বিমারী দেখা হল ত্বড়িত উঠে যাওয়া। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

রোগীর ইচ্ছানুযায়ী খাওয়ানো উচিত

হাদীস : ১৫০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক বিমারীকে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী খেতে ইচ্ছে হয়? সে বলল, গমের রুটি খেতে ইচ্ছে হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যার কাছে গমের রুটি আছে, সে যেন তার এ ভাইয়ের জন্য পাঠায়। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যখন তোমাদের কোনো রোগী কিছু খেতে ইচ্ছে করে, তাকে তা খাওয়াবে। -(ইবনে মাজাহ)

জন্মস্থান থেকে দূরের মৃত্যু ভালো

হাদীস : ১৫০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একবার মদীনায় এক ব্যক্তি মারা গেল, সে মদীনায়ই জন্মগ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (স)! তার জানাযা পড়ালেন, অতপর বললেন, আহা! লোকটি যদি তার জন্মস্থান ছাড়া অপর কোথাও মারা যেত! সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, যখন কোনো ব্যক্তি আপন জন্মস্থান ছাড়া অপর কোথাও মারা যায়, তার জন্য জান্নাতে তার জন্মস্থান হতে তার শেষ পদক্ষেপ পর্যন্ত মাপা হয়। -(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

সফরকারীর মৃত্যু শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে

হাদীস : ১৫০২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সফরের মৃত্যু শাহাদত। -(ইবনে মাজাহ)

অসুস্থতার কারণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি কবরে বেহেশতী খাবার পায়

হাদীস : ১৫০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রুগ্ণাবস্থায় মারা গেছে, সে শহীদ হয়ে মারা গেছে, তাকে কবর আযাব হতে রক্ষা করা হবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাকে বেহেশতের রিযিক দেওয়া হবে। -(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

ঘা-এর কারণে মৃত্যুবরণকারী শহীদের মর্যাদা পাবে

হাদীস : ১৫০৪ ॥ হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যুদ্ধে শহীদগণ ও ঘরে বিছানায় মৃত ব্যক্তিগণ তাউনে মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের কাছে দাবি পেশ করবেন। শহীদগণ বলবেন, এরা আমাদের ভাই। এরা ঘায়ে নিহত হয়েছে, যেরূপে আমরা নিহত হয়েছি। আর ঘরে বিছানায় মরা ব্যক্তিগণ বলবেন, এরা আমাদের ভাই। এরা তাদের ঘরে মরেছে, যেভাবে আমরা মরেছি। তখন আল্লাহ পাক বলবেন, এদের ঘায়ের দিকে দেখ, ঘা যদি শহীদগণের ঘায়ের অনুরূপ হয়, তাহলে তারা শহীদগণের অন্তর্গত এবং শহীদগণের সাথেই থাকবে। পরে দেখা যাবে যে, তাদের ঘা শহীদগণের ঘায়েরই অনুরূপ। -(আহমদ ও নাসাঈ)

মহামারী দেখে পলায়নকারী পাপী হবে

হাদীস : ১৫০৫ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তাউন হতে পলায়নকারী জেহাদ হতে পলায়নকারীর অনুরূপ এবং মহামারীতে সবরকারী তার জন্য শহীদের সওয়াব রয়েছে। -(আহমদ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যুর কথা চিন্তা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু কামনা নাযায়েজ

হাদীস : ১৫০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ, সে নেককার হলে হয়তো অধিক নেকি অর্জন করবে এবং বদকার হলে সম্ভবত তওবা করে আল্লাহর সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে। -(বোখারী)

মৃত্যু কামনার ফলে নেক কাজ থেমে যায়

হাদীস : ১৫০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে যেন মৃত্যুকে আহ্বান না জানায়। কারণ, সে যখন মরে যাবে, তার নেক কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে, অথচ মুমিনের জীবন নেকিই বৃদ্ধি করে। –(মুসলিম)

বিপদের আশঙ্কায় মৃত্যু কামনা করা যায়েজ নয়

হাদীস : ১৫০৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে তার প্রতি যে বিপদ পৌঁছে তার কারণে অগত্যা সে যদি তা করতেই চাই, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ যে পর্যন্ত জীবন আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

প্রকৃত মুমিনের মৃত্যু হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর

হাদীস : ১৫০৯ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসেন এবং যে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসে না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসে না। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) অথবা রাসূল (স)-এর অপর কোনো স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দই করি। রাসূল (স) বললেন, এটার অর্থ তা নয়; বরং এটার অর্থ হল, মুমিনের কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তোষ ও সম্মান দানের সুসংবাদ দেয়া হয়, ফলে তার কাছে তার সামনে যা রয়েছে তা অপেক্ষা কোনো জিনিসই প্রিয়তম হয় না। সুতরাং সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবাসেন। পক্ষান্তরে কাফেরের কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আযাব ও তার শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়, ফলে তার কাছে তার সামনে যা রয়েছে তা অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় আর কিছুই থাকে না। সুতরাং সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু হযরত আয়েশা (রা)-এর এক বর্ণনায় আছে, মৃত্যু আল্লাহর সাক্ষাতের আগে।

কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে ভালো মানুষ শান্তি পায়

হাদীস : ১৫১০ ॥ হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করতেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হল। তখন রাসূল (স) বললেন, সে শান্তি লাভ করল অথবা তা হতে শান্তি লাভ করা গেল। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে শান্তি লাভ করে আর কার কাছ হতে শান্তি লাভ করা হয়? রাসূল (স) বললেন, মুমিন বান্দা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট হতে আল্লাহর রহমতের আশ্রয়ে শান্তি লাভ করে। আর কাফের বান্দা হতে আল্লাহর বান্দারা, দেশ, বৃক্ষরাজি ও পশুপক্ষীরা শান্তি লাভ করে। –(বোখারী ও মুসলিম)

দুনিয়াকে হচ্ছে মুসাফিরের আসা-যাওয়ার মত

হাদীস : ১৫১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার দু কাঁধ ধরে বললেন, দুনিয়াতে বসবাস করবে যেন তুমি একজন মুসাফির অথবা পথ অতিক্রমকারী। রাবী বলেন, অতপর আবদুল্লাহ আমাদের বলতেন, যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, আশা রাখবে না সকালের এবং যখন তুমি সকালে উঠবে আশা রাখবে না সন্ধ্যার আর তোমার সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ কর তোমার অসুস্থতার পূর্বে এবং তোমার জীবনের সুযোগ গ্রহণ কর তোমার মরণের আগে। –(বোখারী)

অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে হবে

হাদীস : ১৫১২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে তাঁর ইন্তেকালের তিন দিন আগে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেহ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে ইন্তেকাল না করে। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ কিয়ামতের দিন মুমিনদের ক্ষমা মঞ্জুর করবেন

হাদীস : ১৫১৩ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন বললেন, তোমরা যদি চাও আমি তোমাদেরকে বলব যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে প্রথমে কী বলবেন এবং মুমিনগণ আল্লাহ পাককে প্রথমে কী বলবে। আমরা বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ পাক মুমিনদের বলবেন, তোমরা কি আমার সাক্ষাৎ লাভকে ভালোবেসেছিলে? তারা উত্তর করবে, হ্যাঁ, নিশ্চয় হে প্রভু! তখন আল্লাহ পাক বলবেন, গোনাহ করা সত্ত্বেও কেন ভালোবেসেছিলে? তারা বলবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও মার্জনার আশা রেখেছিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, তবে আমার ক্ষমা তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে গেল। –(বগবী শরহে সুন্নাহতে এবং আবু নোআইম হিলইয়ায়)

—যঈফ — ৩১৬

মৃত্যুর কথা বেশি বেশি ভাবতে হবে

হাদীস : ১৫১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়ার সব সুখ-স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুর স্মরণ বেশি বেশি করে করবে। এটা তোমাদেরকে গোনাহ হতে বাঁচিয়ে রাখবে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করলে আখিরাতে শান্তি পাবে

হাদীস : ১৫১৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, আল্লাহকে লজ্জা করার মত লজ্জা করবে। তারা বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' আমরা আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি, হে আল্লাহর নবী! রাসূল (স) বললেন, তা নয়; বরং যে ব্যক্তি আল্লাহকে লজ্জা করার মত লজ্জা করে, সে যেন হেফাযত করে আপন শিরকে এবং শির যাকে রক্ষা করেছে তাকে তাকে হেফাযত করে আপন পেটকে এবং পেট যাকে ধারণ করেছে তাকে। অধিকন্তু স্মরণ করে মৃত্যুকে এবং মৃত্যুর পর মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়াকে। আর যে আখেরাতকে চায়, সে যেন ত্যাগ করে দুনিয়ার বিলাস-ব্যসনকে। যে এ সকল করেছে সেই আল্লাহকে লজ্জা করার মত লজ্জা করেছে। -(আহমদ ও তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরীব)

মৃত্যুর ফলে মুমিন ব্যক্তির তোহফা

হাদীস : ১৫১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত্যু হল মুমিনের তোহফা।
-(বায়হাকী শোআ'বুল ঈমানে)

প্রকৃত মুমিনের মৃত্যুর সময় কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়বে

হাদীস : ১৫১৭ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিন ইন্তেকাল করে তার কপালের ঘামের সাথে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

কিছু কিছু মৃত্যু আল্লাহর গযবস্বরূপ

হাদীস : ১৫১৮ ॥ হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আকস্মিক মৃত্যু আল্লাহর গযবের তুল্য। -(আবু দাউদ) কিন্তু বায়হাকী ও রযীনের বর্ণনায় অধিক রয়েছে, আকস্মিক মৃত্যু গযবের ধরা কাফেরের পক্ষে এবং রহমত মুমিনের পক্ষে।

আল্লাহ পাকের ভরসা করা

হাদীস : ১৫১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) একটি যুবকের কাছে পৌঁছলেন, যুবকটির তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নিজকে কীরূপ বোধ করছ? সে উত্তর করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহর রহমতের আশা রাখি; কিন্তু সাথে সাতে আমার গোনাহসমূহের দরুন ভয়ও করি। তখন রাসূল (স) বললেন, এরূপ স্থলে মৃত্যুকালে কোনো বান্দার অন্তরে এ দুটি বিষয় একত্র হতে পারে না; কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে দান করেন, যার আশা সে রাখে এবং নিরাপদে রাখেন তাকে যা হতে সে ভয় করে।
-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ; কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর অবশ্যই সকলের জন্য কঠিন

হাদীস : ১৫২০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, মৃত্যুর ভয়াবহতা বড় শক্ত। এ ছাড়া বান্দার হায়াত দীর্ঘ হওয়া এবং আল্লাহ পাক তাকে তওবার তাওফিক দেয়া সৌভাগ্যের বিষয়। -(আহমদ)

বেশি আয়ুর ফলে আমল বেশি হয়

হাদীস : ১৫২১ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে স্মরণ করালেন এবং আমাদের অন্তরকে গলিয়ে দিলেন। এতে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস কাঁদতে লাগল এবং বহু কাঁদল। অতপর বলল, আহা, যদি মরে যেতাম! এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সাদ তুমি আমার সামনে থেকেও মৃত্যু কামনা করছ? এ কথা রাসূল (স) তিনবার বললেন। অতপর বললেন, হে সাদ! যদি তুমি বেহেশতের জন্য সৃষ্ট হয়ে থাক, তাহলে তোমার হায়াত যত দীর্ঘ হবে এবং তোমার আমল যত নেক হবে, ততই তা তোমার জন্য কল্যাণকর। -(আহমদ)

রাসূল (স) মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ১৫২২ ॥ হযরত তাবেঈ হারেসা ইবনে মুযাররাব বলেন, আমি একবার হযরত খাব্বার এর কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম, তিনি তার শরীরের সাত জায়গায় দাগ দিয়েছেন। এ সময় তিনি বললেন, আমি যদি রাসূল (স)-কে বলতে না শুনতাম তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে, তাহলে নিশ্চয় আমি মৃত্যু কামনা করতাম। আমি নিজেকে রাসূল (স)-এর সাথে এরূপ পেয়েছি যে, আমি এক দিরহামেরও অধিকারী ছিলাম না, আর এখন আমার ঘরের কোণে চল্লিশ হাজার দিরহাম রয়েছে। রাবী হারেসা বলেন, অতপর তার কাছে তার কাফনের কাপড় আনা হল। যখন তিনি তা দেখলেন, কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হায় হযরত হামযা! তাঁর জন্য কাফন পাওয়া যায় নি একটি পুরান চাঁদর ছাড়া। যখন তা তার মাথার উপর দেয়া হত তার পা খুলে যেত, আর যখন পায়ের উপর দেয়া হত, মাথা খুলে যেত, অবশেষে কাপড় খানা তার মাথার দিকে টেনে দেয়া হল এবং পায়ের উপর ইযখার ঘাস ছড়িয়ে দেয়া হল। -(আহমদ ও তিরমিযী, কিন্তু মিরমিযী তার কাফনের কাপড়ওয়ালা অংশ বর্ণনা করেন নি।)

তৃতীয় অধ্যায়

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যা বলা আবশ্যক

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুমূর্ষু রোগীকে কালেমা শিক্ষা দিতে হবে

হাদীস : ১৫২৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দিবে। -(মুসলিম)

রোগীরকে ভালো কথা শোনাতে হবে

হাদীস : ১৫২৪ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোনো রোগীর কাছে অথবা মৃত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হবে, উত্তম কথা বলবে। কেননা তোমরা যা বল, যে কথার উপর ফেরেশতাগণ আমিন বলেন। -(মুসলিম)

আল্লাহ অবশ্যই উত্তম পুরস্কার দান করবেন

হাদীস : ১৫২৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোনো মুসলমানের প্রতি কোনো বিপদ আসে, আর সে বলে, যা বলতে আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই প্রতি আমাদের প্রত্যাবর্তন। অতপর বলে হে আল্লাহ! প্রতিফল দাও আমাকে আমার এ বিপদে এবং উত্তম বিনিময় দাও আমাকে এ বিপদ অপেক্ষা। তাহলে আল্লাহ তাকে সে বিপদ অপেক্ষা উত্তম বিনিময় দান করেন। উম্মে সালামা বলেন, যিনি আবু সালামা অপেক্ষা উত্তম হতে পারেন? কেননা আবু সালামার পরিবারই তো প্রথম পরিবার, যারা রাসূল (স)-এর কাছে হিজরত করে এসেছিলেন। উম্মে সালামা বলেন, তথাপি আমি সে কথা বললাম, আর আল্লাহ আমাকে আবু সালামার পরিবর্তে রাসূল (স)-কে দান করলেন। -(মুসলিম)

আবু সালামার জন্য রাসূল (স) প্রার্থনা করলেন

হাদীস : ১৫২৬ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) আবু সালামার কাছে পৌঁছলেন, আর তখন তার চক্ষু খোলা ছিল। তিনি চোখ বন্ধ করে দিলেন। অতপর বললেন, রূহ যখন কবজ করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে। তখন আবু সালামার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে কেঁদে উঠল। এ সময় রাসূল (স) বললেন, নিজেদের জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া অযথা কিছু করবে না। কেননা, তোমরা যা বলবে, তার উপর ফেরেশতাগণ আমিন বলবেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও এবং তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হও। ইয়া রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাতে তার জন্য আলোকের ব্যবস্থা কর। -(মুসলিম)

কেউ মৃত্যু বরণ করলে তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে

হাদীস : ১৫২ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ইন্তেকাল করলেন, তাঁকে একটি ডোরাদার ইয়ামেনী চাদরে ঢেকে দেয়া হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে সে বেহেশতী

হাদীস : ১৫২৮ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার শেষ বাক্য হবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে বেহেশতে যাবে। -(আবু দাউদ)

মুমূর্ষু লোকের কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে হয়

হাদীস : ১৫২৯ ॥ হযরত মাকেল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কাছে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ – ৬২০

মৃতকে চুম্বন দেয়া যায়

হাদীস : ১৫৩০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ওসমান ইবনে মাযউনকে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছেন, আর তখন তিনি কাঁদছিলেন যাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অশ্রু ওসমানের চেহরার উপর পড়েছিল।
-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আবু বকর (রা)-কে মৃত্যুর পর চুম্বন করেছিলেন

হাদীস : ১৫৩১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতা আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছিলেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়

হাদীস : ১৫৩২ ॥ হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত তালহা ইবনে বারা রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে দেখতে আসলেন এবং বললেন, আমি দেখছি তালহার মৃত্যু আসন্ন। সুতরাং তোমরা আমাকে সংবাদ দিও এবং দাফনে তাড়াতাড়ি করিও! কেননা কোন মুসলমানের লাশ তার পরিবারের মধ্যে আটক রাখা উচিত নয়। -(আবু দাউদ) যঈফ – ৬২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই প্রত্যেকেরই বলা উচিত

হাদীস : ১৫৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিদেরকে তালকীন করবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি বড় সহিষ্ণু ও মহানুভব। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহরই সব প্রশংসা যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক প্রভু। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (স) এটা জিন্দাদের জন্য কেমন? রাসূল (স) বললেন, বহুত উত্তম, বহুত উত্তম। -(ইবনে মাজাহ)

মুমূর্ষু লোকের কাছে ফেরেশতা হাজির হয় যঈফ – ৬২২

হাদীস : ১৫৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। যদি সে ব্যক্তি নেককার হয় ফেরেশতাগণ বলেন, বের হয়ে আস, হে পবিত্র প্রাণ! যা পবিত্র দেহে ছিলে। বের হয়ে আস প্রশংসার সাথে এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সুখ-শান্তি ও সুখাদ্যের এবং তোমার প্রতি প্রভু পরওয়ারদেগার যে রোষহীন তার। এভাবে রূহকে বলা হতে থাকবে, যে পর্যন্ত না রূহ বের হয়ে আসে। অতপর তাকে আসমানের দিকে উঠান হয়, তখন খুলে দেয়া হয় তার জন্য আসমান এবং জিজ্ঞেস করা হয়, এ কে? ফেরেশতাগণ বলেন, অমুক। তখন বলা হয়, মারহাবা! হে পবিত্র প্রাণ! যা পবিত্র দেহে অবস্থান করছিল। প্রবেশ কর প্রশংসার সাথে এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সুখ-শান্তি, সুখাদ্য ও তোমার প্রতি প্রভু পরওয়ারদেগার যে রোষহীন তার। এভাবে বলা হতে থাকে, যে পর্যন্ত না সে সেই আসমানে উপনীত হয়, যাতে আল্লাহ রয়েছেন। আর যদি সে ব্যক্তি বদকার হয়, ফেরেশতাগণ বলেন, বের হয়ে আস, হে নোংরা প্রাণ! যা নোংরা দেহে ছিলে, তিরস্কৃত অবস্থায় বের হয়ে আস এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর, গরম পানি ও দুর্গন্ধযুক্ত পানির, আরও অনুরূপ জিনিসের। বদকার রূহকে এরূপ বলা হতে থাকবে, যে পর্যন্ত না বের হয়ে আসে। অতপর রূহকে আসমানের দিকে উঠান হয় এবং ঐ রূহের জন্য আসমান খুলে দিতে বলা হয়। তখন জিজ্ঞেস করা হয়, এ কে? বলা হয় অমুক। তখন বলা হয়, এ খবীস প্রাণের জন্য কোনো স্বাগতম নেই যা খবীস দেহে ছিল। ফিরে যাও তিরস্কারের সাথে! কেননা, তোমার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। সুতরাং তাকে নিচে পাঠান হয় আসমান হতে, অতপর সে কবরের দিকে চলে যায়। -(ইবনে মাজাহ)

মুমিনের রূহ দুজন ফেরেশতা নিয়ে যায়

হাদীস : ১৫৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন মুমিনের রূহ বের হয়, দুজন ফেরেশতা তাকে লুফে নেয় এবং তাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। পরবর্তী রাবী হাম্মাদ বলেন, অতপর তিনি

তার সুগন্ধির কথা উল্লেখ করলেন এবং মেশকের কথা উল্লেখ করলেন। অতপর বললেন, তখন আসমানবাসীরা বলেন, পবিত্র রূহ যমীনের দিক হতে এসেছে। তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক এবং সে শরীরের প্রতি যাকে তুমি আবাদ রেখেছিলে। অতপর তাকে তার প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন বলা হয়, তাকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাও, শেষ সময় অবধির জন্য অর্থাৎ কিয়ামত অবধির জন্য।

অতপর রাসূল (স) বললেন–কাফের, যখন তার রূহ বের হয়। হাম্মাদ বলেন, অতপর তিনি তার দুর্গন্ধের কথা উল্লেখ করলেন এবং তার প্রতি আল্লাহর লানতের কথা বললেন এবং তারপর বললেন, তখন আসমানবাসীরা বলেন, খবীস রূহ যমীনের দিক হতে এসেছে। তখন বলা হয়, তাকে নিয়ে যাও কিয়ামত অবধির জন্য। আবু হুরায়রা বলেন, তখন রাসূল (স) তার গায়েল চাদর নাকের উপর টেনে দিলেন। –(মুসলিম)

মুমিনের রূহ মেশকের সুগন্ধির মত

হাদীস : ১৫৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের যখন মৃত্যু আসন্ন হয়, রহমতের ফেরেশতাগণ সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে তার কাছে আসেন এবং বলেন, হে রূহ! বের হয়ে আস আল্লাহর নির্ধারিত সুখ-শান্তি, সুখাদ্য এবং রোষহীন প্রতিপালকের দিকে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। যখন রূহ বের হয়ে আসে মেশকের সুগন্ধি অপেক্ষাও উত্তম সুগন্ধি সহকারে, আর ফেরেশতাগণ তাকে হাত বেহাত গ্রহণ করতে থাকেন, যতক্ষণ না তাকে নিয়ে আসমানের দরজায় পৌঁছেন। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, লও কি উত্তম সুগন্ধি তোমাদের কাছে পৌঁছে। মুমিনগণ তাদের পেয়ে আনন্দিত হন, তোমাদের কারও দূর দেশে অবস্থানকারী আত্মীয়ের আগমনের আনন্দ অপেক্ষাও অধিক। তখন মুমিনগণ তাকে জিজ্ঞেস করেন, অমুকের কী অবস্থা আর অমুকের কী অবস্থা? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তাকে প্রশ্ন করো না। সে দুনিয়ার কষ্টে ছিল এখন তাকে শান্তি দাও! প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে, অমুক তো মরে গেছে। তোমাদের কাছে কি আসে নি? তখন মুমিনরা বলবেন, নিশ্চয় তাকে তার মাতা হাবিয়া দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আর কাফের, যখন তার মৃত্যু আসন্ন হয়, তার কাছে আযাবের ফেরেশতাগণ আসেন শক্ত চট নিয়ে এবং বলেন, বের হয়ে আয় আল্লাহর আযাবের দিকে। তুমি আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলে, তিনিও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তখন রূহ বের হয়ে আসে সর্বাধিক দুর্গন্ধযুক্ত শবদেহের দুর্গন্ধ সহকারে এবং সে রূহকে নিয়ে যান ফেরেশতাগণ যমীনের দরজার দিকে। তখন তারা বলেন, কী দুর্গন্ধ এটা! অবশেষে ঐ রূহকে ফেরেশতাগণ নিয়ে যান কাফেরদের রূহের কাছে সিজ্জীনে। –(আহমদ ও নাসাঈ)

মুমিনের রূহ নিরাপদে বের হয়

হাদীস : ১৫৩৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আনসারীদের মধ্যে এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম। আমরা কবরের কাছে গেলাম; কিন্তু তখনও কবর খোঁড়া হয়নি। তখন রাসূল (স) বসে গেলেন এবং আমরাও তার আশপাশে বসে গেলাম, যেমন আমাদের মাথায় পাখি বসে রয়েছে, তখন রাসূল (স)-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, যা দিয়ে তিনি চিন্তিত ব্যক্তিদের মতো মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, আল্লাহর কাছে কবর আযাব হতে পানাহ চাও। তিনি এ কথা দুই কি তিন বার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার কাছে আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন, তাদের চেহারা যেন সূর্য। তাদের সাথে বেহেশতের কাফনসমূহের একটি কাফন কাপড় থাকে এবং বেহেশতের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তারা তার কাছ হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতপর মালাকুল মউত আযরাঈল (আ) তার কাছে আসেন এবং তার মাথার কাছে বসে বলেন, হে পবিত্র রূহ! বের হয়ে আস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে। রাসূল (স) বলেন, তখন তার রূহ বের হয়ে আসে যেমন, মোশক হতে পানি বের হয়ে আসে অর্থাৎ অতি সহজে। তখন মালাকুল মউত রূহকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না; বরং ঐ সকল অপেক্ষমাণ ফেরেশতা এসে রূহকে গ্রহণ করেন এবং তাকে ঐ কাফন ও ঐ খোশবুতে রাখেন। তখন পৃথিবীতে প্রাপ্ত সব খোশবু অপেক্ষা উত্তম মেশকের খোশবু বের হতে থাকে।

রাসূল (স) বলেন, যে রূহ নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাদের মধ্যে কোন ফেরেশতাদলের কাছে পৌঁছেন তারা জিজ্ঞেস করেন, এ পবিত্র রূহ কার? তখন ফেরেশতারা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দিয়ে ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তমটি দিয়ে ভূষিত করে বলেন, এটা অমুকের পুত্র অমুকের

রূহ, যতক্ষণ না তারা তাকে নিয়ে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। অতপর তারা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদের পশ্চাৎগামী হন উপরের আসমান পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীনে' লিখ এবং তাকে তার কবরে ফিরিয়া নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতপর যমীন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের কবর হাশরের মাঠে। রাসূল (স) বলেন, সুতরাং তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

অতপর তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান, তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর করে, আমার রব আল্লাহ। অতপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন সে বলে, আমার দ্বীন হল ইসলাম। আবার তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তর করে, তিনি আল্লাহর রাসূল। পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটা কী করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। অতপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশতের একটি ফরশ বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশতের একটি লেবাস পরিধান করিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। রাসূল (স) বলেন, তখন তার প্রতি বেহেশতের সুখ-শান্তি ও বেহেশতের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। রাসূল (স) বলেন, অতপর তার কাছে এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশি ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে সন্তুষ্টি দান করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখার মত চেহারা! কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম কর! হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে যেতে পারি অর্থাৎ, হূর, গিলমান ও বেহেশতী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি।

কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তার কাছে আসমান হতে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত চট থাকে। তারা তার কাছে হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতপর মালাকুল মউত আসেন এবং তার মাথার কাছে বসেন, তারপর বলেন, হে খবীস রূহ! বের হয়ে আস আল্লাহর রোষের দিকে। রাসূল (স) বলেন, এ সময় রূহ ভয়ে তার শরীরের এদিক সেদিক পলাতে থাকে। তখন মালাকুল মউত তাকে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম হতে টেনে বের করা হয়। তখন তিনি রূহকে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্ত কালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না; বরং অপেক্ষমাণ ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটে জড়িয়ে লন। তখন তা হতে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সব গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ। রূহকে নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন; কিন্তু যখনই তারা ফেরেশতাদের কোনো দলের কাছে পৌঁছেন, তরা জিজ্ঞেস করেন এই খবীস রূহ কার? তখন তারা তাকে দুনিয়াতে যে সকল খারাপ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের, যতক্ষণ না তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেয়া হয় না। এ সময় রাসূল (স)-এর সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। তখন আল্লাহ পাক বলেন, তার ঠিকানা সিজ্জীনে লেখ, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং তার রূহকে যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় রূহ আকাশ হতে পড়েছে, অতপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করেছে। সুতরাং তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তখন তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? সে বলে হায় হায় আমি জানি না। অতপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, হায়, হায় আমি জানি না। অতপর জিজ্ঞেস করেন তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছেন, তিনি কে? সে বলে হায়, হায় আমি জানি না। এ সময় আকাশের দিক হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলছে, সুতরাং তার দিকে দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও! সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু হাওয়া আসিতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায় যাতে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার কাছে একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশি দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে,

তোমাকে দুঃখিত করবে, এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর! এ দিবস সম্পর্কেই দুনিয়াতে তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কী কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে! সে বলে, আমি তোমার বদ আমল। তখন সে বলে, হে খোদা! কিয়ামত কায়েম করিও না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কিন্তু সে বর্ণনায় অধিক রয়েছে যখন মুমিন বান্দার রূহ বের হয়, তার জন্য দোয়া করতে থাকেন আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে যত ফেরেশতা আছেন তাদের প্রত্যেকেই এবং খুলে দেয়া হয় আসমানের দরজাসমূহ, আর প্রত্যেক দরজার দারোয়ান ফেরেশতাই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন, তার রূহ যেন তাদের দরজা দিয়ে উঠান হয়। পক্ষান্তরে কাফেরের রূহ টেনে বের করা হয় তার রগসহ এবং অভিশাপ করতে থাকেন তাকে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে যত ফেরেশতা আছেন তাদের প্রত্যেকেই এবং তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর প্রত্যেক দরজার দারোয়ান ফেরেশতাগণই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন তার রূহ যেন তাদের দরজা দিয়া না উঠান হয়। -(আহমদ)

রূহের সাথে রূহের সাক্ষাৎ হয়

হাদীস : ১৫৩৮ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাব তাঁর পিতা হযরত কাব সম্পর্কে বলেন, যখন কাব ইবনে মালেকের মৃত্যু আসন্ন হল, তখন তাঁর কাছে উম্মে বিশর ইবনে বারা ইবনে মারূর এসে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! যদি তথায় অমুকের সাক্ষাৎ পাও তাকে আমার সালাম বলিও। তখন তিনি বললেন, হে উম্মে বিশর, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তখন আমাদের ব্যস্ততা তোমার এ কাজ অপেক্ষা অধিক থাকবে। এ সময় উম্মে বিশর বললেন, আবু আবদুর রহমান! আপনি কি শোনেন নি যে, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনগণের রূহ সবুজ পাখির মধ্যে হবে এবং বেহেশতের ফল খাবে। অর্থাৎ তাঁরা তথায় শান্তিতে থাকবে, ব্যস্ততা কোথায়? তিনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ। তখন উম্মে বিশর বললেন, আমি তো তা-ই বলছি। -(ইবনে মাজাহ; আর বায়হাকী কিতাবুল বাসে ওয়াননুশুরে) যঈফ-৩২৫

মুমিনের রূহ বেহেশতে পাখির আকৃতি ধরে আসবে

হাদীস : ১৫৩৯ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাব (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করতেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের রূহ পাখি হবে এবং বেহেশতের গাছের ফল খেতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার শরীরে ফিরিয়ে দিবেন। -(মালিক ও নাসাঈ; আর বায়হাকী কিতাবুল বাসে ওয়াননুশুরে)

মৃত্যুর আগে রাসূল (স)-কে সালাম বলা

হাদীস : ১৫৪০ ॥ তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রা) বলেন, আমি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছলাম, তখন তিনি মৃত্যুবরণ করছিলেন এবং বললাম, তথায় রাসূল (স)-এর কাছে আমার সালাম বলবেন।

যঈফ-৩২৪ -(ইবনে মাজাহ)

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যুর পর গোসল ও কাফন দিয়ে ঢেকে দেয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিন থেকে পাঁচবার পর্যন্ত গোসল দিতে হয়

হাদীস : ১৫৪১ ॥ হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের কাছে পৌঁছলেন, আমরা তখন তার কন্যা জয়নবকে গোসল দান করছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, তাকে তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা ইহা অপেক্ষা অধিকবার গোসল দান কর যদি তোমরা আবশ্যক মনে কর, বরই পাতার জোশ দেওয়া পানি দ্বারা; কিন্তু শেষবারে কাফুর দিবে। অথবা তিনি বলেছেন, কিছু কাফুর দিবে। যখন তোমরা গোসল দিয়ে সারিবে আমাকে খবর দিবে। উম্মে আতিয়া বলেন, আমরা যখন গোসল দিয়ে সারলাম, রাসূল (স)-কে খবর দিলাম। রাসূল (স) তখন আমাদেরকে তার একটি তহবন্দ ছুড়ে দিলেন এবং বললেন, এটা তাকে কামীসরূপে পরিয়ে দাও।

অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) আমাদের বললেন, বিজোড় গোসল দান করবে। তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার এবং গোসল ডান দিক হতে শুরু করবে ও ওযুর স্থানসমূহ হতে শুরু করবে। উম্মে আতিয়া বলেন, আমরা তার চুলকে তিনটি বেণীতে ভাগ করলাম এবং তার পিছনে দিকে ছাড়িয়ে দিলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসুল (স)-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল

হাদীস : ১৫৪২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে কাফন দেওয়া হয়েছিল তিনটি ইয়ামেনী সহুলী সাদা সুতি কাপড়ে। যাতে কামীস ও পাগড়ি ছিল না। -(বোখারী ও মুসলিম)

মৃতকে ভালো কাফন দিতে হবে

হাদীস : ১৫৪৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে কাফন দান করে, যেন উত্তমরূপে কাফন দান করে তাকে। -(মুসলিম)

মৃতকে বরই পাতার পানি দিয়ে গোসল দিতে হয়

হাদীস : ১৫৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিল। তার উটনী তাকে ফেলে দিয়ে ঘাড় ভেঙে দিল, ফলে সে এহরাম অবস্থান মারা গেল। তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে বরই পাতার জোশ দেয়া পানিতে গোসল দাও এবং তার এহরামের কাপড় দুটি দ্বারাই তাকে কাফন দাও। তার গায়ে খোশবু লাগিও না এবং তার মাথা ঢাকিও না। কেননা, সে কিয়ামতের দিনে এভাবে 'লাব্বাইকা' বলতে বলতেই উঠবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চোখে সুরমা ব্যবহার করা সুন্নত

হাদীস : ১৫৪৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সাদা কাপড় পরিধান করবে! কেননা, এটাই তোমাদের কাপড়সমূহের মধ্যে উত্তম এবং এটা দিয়েই তোমাদের মুর্দারের কাফন দিবে। আর তোমাদের সুর্মা জাতীয় জিনিসসমূহের মধ্যে উত্তম এবং এটা দিয়েই তোমাদের মুর্দারের কাফন দিবে। আর তোমাদের সুর্মা জাতীয় জিনিসমূহের মধ্যে 'ইসমিদ'ই হল উত্তম। কেননা, তা কেশ জন্মায় এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী; কিন্তু ইবনে মাজাহ মুর্দারের পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)

মৃতকে বেশি দামি কাপড়ে কাফন দিবে না

হাদীস : ১৫৪৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাফনে বেশি দামি াপড় ব্যবহার করিও না। কেননা, ওটা অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। -(আবু দাউদ) যঈফ — ৩২৫

মৃত্যুর আগে কাফনের কাপড় আনা যায়

হাদীস : ১৫৪৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, যখন তার মৃত্যু নিকটবর্তী হল, তিনি নতুন কাপড় আনিয়ে নিলেন এবং তা পরিধান করে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন উঠান হবে যে কাপড়ে সে মারা যায় সে কাপড়ে। -(আবু দাউদ)

উত্তম পশু শিংওয়ালা পশু

হাদীস : ১৫৪৮ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উত্তম কাফন হচ্ছে হোল্লাহ এবং উত্তম কোরবানীর পশু হচ্ছে শিংওয়ালা দুম্বা। -(আবু দাউদ। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবু উমামাহ হতে) যঈফ - ৩২৬

ওহুদের যুদ্ধে শহীদদের সাথে রক্তাক্ত জামা-কাপড় দাফন হয়েছিল

হাদীস : ১৫৪৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণের শরীর হতে সামরিক লৌহ বস্ত্র ও চর্ম বস্ত্র খুলে ফেলতে এবং তাদেরকে তাঁদের রক্তের সাথে ও তাঁদের পরিধেয় বস্ত্রে দাফন করতে বলেছিলেন। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ - ৩২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত হামজা (রা)-এর কাফনের কাপড় কম পড়েছিল

হাদীস : ১৫৫০ ॥ সাদ তাঁর পিতা ইব্রাহীম হতে এবং ইব্রাহীম আপন পিতা হতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি রোযাদার ছিলেন, সন্ধ্যায় তাঁর কাছে খাদ্য আনা হলে তিনি বললেন, মুসআব ইবনে উমাইর ওহুদ যুদ্ধে নিহত হলেন, অথচ তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, আর তাকে কাফন দেওয়া হল শুধু একটি চাদরে। তাঁর মাথা ঢেকে দিলে পা উলঙ্গ হয়ে যেত এবং পা ঢেকে দিলে মাথা উলঙ্গ হয়ে যেত। ইব্রাহীম বলেন, আমি মনে করি, তিনি এ কথাও বলেছেন যে, রাসূল (স)-এর চাচা হামযা শহীদ হলেন, অথচ তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, আর তার কাফনেরও এ অবস্থা ছিল। অতপর দুনিয়া আমাদের জন্য প্রশস্ত হয়ে গেল কত প্রশস্ত! অথবা তিনি বলেছেন, আমরা

পেয়েছি দুনিয়ার যা পাবার। অতএব, আমি ভয় করছি যে, আমাদের নেক আমলের প্রতিফল আমাদেরকে আগেভাগে দুনিয়াতেই দেয়া হয়ে গেল না কি? তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত খানাই ত্যাগ করলেন। -(বোখারী)

মুনাফিক সরদার হযরত আব্বাস (রা)-কে জামা দিয়েছিল

হাদীস : ১৫৫১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর তার কাছে আসলেন এবং তাকে কবর হতে উঠিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। অতপর তিনি তাকে আপন দুই হাঁটুর মধ্যে রাখলেন এবং আপন থুথু তাতে তার কাফনে নিক্ষেপ করলেন। এ ছাড়া তিনি আপন পিরহানও তাকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, সে আমার চাচা আব্বাসকে নিজের পিরহান দিয়াছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

পঞ্চম অধ্যায়

লাশের অনুগমন ও জানাযার নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়

হাদীস : ১৫৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুর্দার দাফন ব্যাপারে ত্বরান্বিত করবে। কেননা, সে যদি নেককার হয়, তবে তো ভালো। ভালোকে তোমরা তাড়াতাড়ি তার ভাল ফলের দিকে পৌঁছিয়ে দিলে। আর যদি এটার অন্যথা হয়, তা হলে সে খারাব। খারাবকে তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে রেখে দিলে।-(বোখারী ও মুসলিম)

মৃত ব্যক্তি দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায়

হাদীস : ১৫৫৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন লাশ খাটিয়ায় রাখা হয় এবং লোক তাকে তাদের কাঁধে উঠিয়ে নেয়, তখন যদি নেককার হয়, বলে আমাকে সামনে নিয়ে চল। আর যদি বদকার হয়, নিজের পরিবারের লোকদেরকে বলে হায়! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তার এ কথা মানব ছাড়া সকলেই শুনে। যদি মানব শুনত, তাহলে ভয়ে তারা হালাক হয়ে যেত। -(বোখারী)

মৃত লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৫৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা লাশ দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে যেন লাশ রাখার আগে না বসে। -(বোখারী ও মুসলিম)

যে কোনো লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৫৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার আমাদের কাছে দিয়ে এক জানাযা অতিক্রম করল। এটার জন্য রাসূল দাঁড়িয়ে গেলেন, আর তাঁর সাথে আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। অতপর তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো ইহুদীর লাশ। রাসূল (স) বললেন, মউত একটি ভয়াবহ ব্যাপার। সুতরাং যখন কোনো লাশ দেখবে উঠে দাঁড়াবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) লাশ দেখে দাঁড়াতেন

হাদীস : ১৫৫৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, লাশ দেখে আমরা রাসূল (স)-কে দাঁড়াতে দেখেছি। অতএব, আমরাও দাঁড়িয়েছি এবং তাকে বসতে দেখেছি, অতএব, আমরাও বসেছি। -(মুসলিম) ইমাম মালিক ও আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স) লাশ দেখে প্রথমে দাঁড়াতেন, অতপর বসে থাকতেন।

লাশের সাথে কবর পর্যন্ত গমন করলে দু কীরাত পাওয়া যায়

হাদীস : ১৫৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে কোনো মুসলমানের লাশের অনুগমন করেছে এবং তার সাথে রয়েছে, যে পর্যন্ত না তার জানাযা পড়েছে এবং তাকে দাফন করেছে। সে দুই 'কীরাত' সওয়াব নিয়ে প্রবত্যাবর্তন করেছে, অথচ প্রত্যেক কীরাত হচ্ছে ওহুদ পাহাড় বরাবর। এবং যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়েছে, অতপর দাফন করার আগে প্রত্যাবর্তন করেছে, সে এক কীরাত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বাদশাহ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়লেন

হাদীস : ১৫৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) লোকদের নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন যে দিন তিনি মারা গেলেন। অতপর তাদের নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং তাদের সফ বেঁধে চারটি তকবীর বললেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

চার তাকবীরে জানাযা পড়তে হয়

হাদীস : ১৫৫৭ ॥ তাবেঈ আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেন, সাহাবী যায়দ ইবনে আরকাম (রা) আমাদের জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলতেন; কিন্তু একবার তিনি একটি জানাযায় পাঁচ তাকবীর বললেন। আমরা তাকে এটার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূল (স) এরূপও করতেন। -(মুসলিম)

জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়া যায়

হাদীস : ১৫৬০ ॥ তাবেঈ তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পিছনে একটি জানাযার নামায পড়েছি। তিনি তাতে সূরা ফাতেহা পড়লেন এবং বললেন, আমি এটা এজন্য পড়লাম, যাতে তোমরা জান যে, এটা সুন্নত। -(বোখারী)

মৃতের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৬১ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার এক জানাযার নামায পড়লেন। আমি তার দোয়ার কিছু অংশ মনে রেখেছি। তিনি তাতে এরূপ বললেন- 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান কর, তার স্থানকে প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টির দ্বারা ধুয়ে লও, যেভাবে তুমি পরিষ্কার করে লও সাদা কাপড়কে ময়লা হতে, তাকে দান কর তুমি তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী, দান কর তাকে জান্নাত এবং নিরাপদে রাখ তাকে কবর আযাব হতে ও দোযখের আযাব হতে।' অপর বর্ণনায় আছে, "বাঁচিয়ে রাখ তাকে কবরের বিপদ হতে এবং দোযখের আযাব হতে।"

আওফ বলেন, যাতে আমি বাসনা করতে লাগলাম যে, আহা যদি আমি এই মৃত ব্যক্তি হতাম! -(মুসলিম)

মসজিদে জানাযা পড়া যায়

হাদীস : ১৫৬২ ॥ তাবেঈ আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবী হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) ইন্তেকাল করলেন, হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাঁকে মসজিদে নিয়ে আস, যাতে আমিও তার জানাযা পড়তে পারি। কিন্তু তাঁর এ বাসনাকে অপছন্দ করা হল। এতে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম স্বয়ং রাসূল (স) বায়যার দুই ছেলে সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই পড়েছেন। -(মুসলিম)

স্ত্রীলোকের জানাযা কোমর বরাবর দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৬৩ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর পিছনে একটি স্ত্রীলোকের জানাযার নামায পড়েছি, যে নেফাসের মুদ্দতে মারা গিয়েছিল। রাসূল (স) তার কোমর বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দাফনের পরেও জানাযা পড়া যায়

হাদীস : ১৫৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) একটি কবরের কাছে পৌঁছলেন, যাতে রাতে একটি লোককে দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তিকে কবে দাফন করা হয়েছে? সাহাবীগণ বললেন, গতরাতে। রাসূল (স) বললেন, আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা তাকে রাতের অন্ধকারে দাফন করেছি, আর তখন রাসূল (স)-কে জাগান পছন্দ করি নাই। এ কথা শুনে রাসূল (স) দাঁড়ালেন, আমরা তার পিছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালাম। অতপর তিনি তার জানাযা পড়লেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) পুনরায় জানাযা পড়লেন

হাদীস : ১৫৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একটি কালো স্ত্রীলোক অথবা একটি যুবক মসজিদে নব্বী ঝাড়ু দিত। একবার রাসূল (স) তাকে দেখতে পেলেন না। অতএব, তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ উত্তর করলেন, সে মরে গেছে। রাসূল (স) বললেন, তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? আবু হুরায়রা বলেন, সাহাবীগণ যেন তার ব্যাপারকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন। রাসূল (স) বললেন, এখন আমাকে তার কবর কোথায় দেখিয়ে দাও। সুতরাং তাঁরা তাকে কবর দেখিয়ে দিলেন, আর রাসূল (স) তার কবরের উপর জানাযা পড়লেন। অতপর বললেন, এ কবরসমূহ কবরবাসীদের জন্য অন্ধকারে পূর্ণ আর আল্লাহ পাক তাদেরকে আলোকিত করে দেন তাদের জন্য আমার জানাযা পড়ার দরুন। -(বোখারী ও মুসলিম; কিন্তু পাঠ মুসলিমের)

জানাযায় চল্লিশ জন লোক হলে সুপারিশ পেতে পারি

হাদীস : ১৫৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের গোলাম কুরায়ব (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, কুদাইদ অথবা ওসফান নামক স্থানে ইবনে আব্বাসের এক পুত্র মারা গেল। তখন তিনি বললেন, কুরায়ব! দেখ তার জানাযার জন্য কী পরিমাণ লোক একত্র হয়েছে। কুরায়ব বলেন, আমি বের হলাম এবং দেখলাম যে, বেশ লোক একত্র হয়েছে এবং তা তাকে বললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ জন হবে বলে তুমি মনে কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাকে বের করে আন। অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলমান মারা যায় আর তার জানাযায় এমন চল্লিশ জন লোক দাঁড়ায় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না, নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্পর্কে তাদের সুপারিশ কবুল করেন। -(মুসলিম)

জানাযা পড়ে দোয়া করলে কবুল হয়

হাদীস : ১৫৬৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে একদল মুসলমান যাদের সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌঁছে এবং প্রত্যেক সুপারিশ করে তার জন্য, নিশ্চয় তাদের সুপারিশ কবুল করা হয় তার সম্পর্কে। -(মুসলিম)

মৃতের লাশ দেখে খারাপ মন্তব্য করা উচিত নয়

হাদীস : ১৫৬৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, লোকেরা একটি লাশের কাছে দিয়ে অতিক্রম করল এবং সে ভালো লোক বলে প্রশংসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। অতপর লোকের অপর একটি লাশের কাছে দিয়ে অতিক্রম করল এবং সে মন্দ লোক বলে তার কুৎসা করল। রাসূল (স) বললেন, এর জন্যও নির্ধারিত হয়ে গেল। এটা শুনে হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! কি নির্ধারিত হয়ে গেল? রাসূল (স) বললেন, ঐ ব্যক্তি যার তোমরা কুৎসা করলে, সুতরাং এর জন্য দোযখ নির্ধারিত হয়ে গেল। তোমরা মুমিনরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। -(বোখারী ও মুসলিম অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, মুমিনরা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী)

চারজন মুসলমান ভালো বলে সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ কবুল করেন

হাদীস : ১৫৬৯ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মুসলমানের পক্ষে চারজন মুসলমান ভালো বলে সাক্ষ্য দিবে, তাকে আল্লাহ পাক বেহেশত দান করবেন। ওমর বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ তিনজনে সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনজনে সাক্ষ্য দিলেও। পুনঃ আমরা জিজ্ঞেস করলাম, দুজনে সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দুজনে সাক্ষ্য দিলেও। ওমর বলেন, অতপর আমরা একজনের সাক্ষ্যের কথা জিজ্ঞেস করলাম না। -(বোখারী)

রাসূল (স) বলেছেন মৃত ব্যক্তিকে খারাপ বলবে না

হাদীস : ১৫৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বল না! কেননা, তারা যা করেছে তার প্রতিফল তারা পেয়েছে। -(বোখারী)

ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণকে এক কাপড়ে দুজনকে কবরে রাখলেন

হাদীস : ১৫৭১ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দুই ব্যক্তি ব্যক্তিকে একই কাপড়ে কবরে রাখতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করতে থাকলেন, এদের মধ্যে কে কুরআন অধিক শিখেছে? যখন তাদের কোনো ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত কর হত তাকেই তিনি প্রথমে কবরে রাখতেন। অতপর তিনি বললেন, আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষী হব। রাবী বলেন, তিনি তাদেরকে তাদের রক্তের সাথে দাফন করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদের জানাযা পড়লেন না। এমনকি তাদের গোসলও দেওয়া হল না। -(বোখারী)

প্রত্যেকেরই জানাযায় শরিক হওয়া উচিত

হাদীস : ১৫৭২ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিন ছাড়া একটি ঘোড়া আনা হল এবং তিনি ইবনে দাহদাহ-এর জানাযা হতে ফিরার সময় ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং আমরা তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়ায় সওয়ার ব্যক্তি লাশের পিছনে থাকবে

হাদীস : ১৫৭৩ ॥ [illegible]ত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সওয়ার ব্যক্তি লাশের পিছনে চলবে। আর পায়ে হাঁটা ব্যক্তি লাশের পিছনে, সামনে, ডানে, বামে এবং কাছে দিয়েও চলতে পারে।

তিনি আরও বলেছেন, অপূর্ণ প্রসবিত বাচ্চারও জানাযা পড়বে এবং তার পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও দোয়া প্রার্থনা করবে। -(আবু দাউদ)

কিন্তু আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর বর্ণনায় রয়েছে, সওয়ার ব্যক্তি পিছনে চলবে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি যথা ইচ্ছা তথা দিয়ে চলবে এবং শিশুরও জানাযা পড়বে। মাসাবী হতে হাদীসটি মুগীরা ইবনে যিয়াদ হতে বর্ণিত হয়েছে।

লাশের আগে চলা সওয়াবের কাজ

হাদীস : ১৫৭৪ ॥ তাবেঈ যুহরী তাবেঈ সালেম হতে, তিনি তার পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বলেছেন, আমি রাসূল (স) এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে দেখেছি, তারা লাশের আগে আগে চলতেন। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

লাশ কারো পিছনে চলে না

হাদীস : ১৫৭৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লাশের অনুগমন করা হয়। লাশ কারও অনুগমন করে না। যে ব্যক্তি লাশের আগে চলেছে, সে তার সাথে নয়। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আর তিরমিযী বলেছেন, রাবী আবু মাজেদ মাজহুল) যঈফ—৩২৮

তিনজন জানাযা পড়লে কর্তব্য শেষ হয়

হাদীস : ১৫৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমন করেছে এবং জীবনে তিনবার জানাযার লাশ বহন করেছে, সে এ ব্যাপারে তার প্রতি আরোপিত কর্তব্য সমাধা করেছে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) যঈফ—৩২৯

বগবীর শরহে সুন্নাহতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত সাদ ইবনে মুআয সাহাবীর লাশ বহন করেছিলেন, সামনের দুটি দণ্ডের মধ্যখানে হয়ে।

অসুবিধা ছাড়া পশুর পিঠে চড়ে লাশের পিছনে যাওয়া যাবে না

হাদীস : ১৫৭৭ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে এক জানাযায় বের হলাম। তিনি কতক লোককে আরোহীরূপে দেখে বললেন, তোমরা কি লজ্জাবোধ কর না যে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেছেন আর তোমরা পশুর পিঠে আরোহন করেছ? -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আবু দাউদ এর অনুরূপ। তিরমিযী বলেছেন, সওবানের এই রেওয়ায়তটি মওকুফ হিসাবে বর্ণিত) যঈফ—৩৩০

রাসূল (স) জানাযা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন

হাদীস : ১৫৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

জানাযা পড়ে অন্তরের সাথে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়বে, তখন তার জন্য অন্তরের সাথে খালেস দোয়া করবে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন জানাযার নামায পড়তেন, বলতেন হে আল্লাহ! ক্ষমা কর তুমি আমাদের জীবিতদেরকে ও আমাদের মুর্দাদেরকে, আমাদের উপস্থিতদেরকে ও আমাদের অনুপস্থিতদেরকে, আমাদের ছোটদেরকে ও আমাদের বড়দেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে ও আমাদের নারীদেরকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জিন্দা রাখবে, জিন্দা রাখ তাকে ইসলামের সাথে এবং আমাদের মধ্য যাকে মৃত্যু দান করবে, মৃত্যু দান কর তাকে ঈমানের সাথে। হে আল্লাহ! বঞ্চিত করো না আমাদেরকে তার সওয়াব হতে এবং বিপদে ফেলো না আমাদেরকে তার মৃত্যুর পরে। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু নাসাঈ এটাকে ইব্রাহীম আশাহালী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নাসাঈর বর্ণনা 'আমাদের নারীদেরকে' পর্যন্ত শেষ।

অপরদিকে আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, যাকে জিন্দা রাখবে, জিন্দা রাখ তাকে ঈমানের সাথে এবং যাকে মৃত্যু দান করবে, মৃত্যু দান কর তাকে ইসলামের সাথে। অর্থাৎ ঈমানের স্থলে ইসলাম এবং ইসলামের স্থলে ঈমান শব্দ রয়েছে। এ ছাড়া আবু দাউদের বর্ণনায় বেশি রয়েছে, তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। আমাদেরকে বিপদে ফেলো ও না-এর স্থলে।

মৃতকে কবরে আল্লাহর দায়িত্বে রাখতে হয়

হাদীস : ১৫৮১ ॥ হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের নিয়ে মুসলমানদের এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন। তখন শুনলাম, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার প্রতিবেশিত্বের আশ্রয়ে রইল। অতএব, তুমি তাকে কবরের বিপদ এবং দোযখের আযাব হতে রক্ষা করো। তুমি হলে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার প্রতি দয়া কর। কেননা, নিশ্চয় তুমি হচ্ছো অতি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

মৃতদের ভালো কাজগুলোর বর্ণনা দিতে হয়

হাদীস : ১৫৮২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভালো কার্যসমূহের উল্লেখ করবে এবং তাদের মন্দ কার্যসমূহের উল্লেখ হতে বিরত থাকবে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

জানাযায় নারীর কোমর বরাবর দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৮৩ ॥ তাবেঈ নাফে আবু গালেব বলেন, আমি সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেকের পিছনে একটি পুরুষের জানাযার নামায পড়লাম দেখলাম তিনি তার বরাবর দাঁড়ালেন। অতপর লোক কুরাইশ বংশের একটি নারীর লাশ আনল এবং বলল, হে আবু হামযা আনাস এ লাশের জানাযা পড়ুন! দেখলাম, তিনি লাশের খাটিয়ার মধ্যে বরাবর দাঁড়ালেন। তখন তাকে আলা ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নারীর খাঁটিয়ার যে বরাবর এবং পুরুষের খাঁটিয়ার যথায় দাঁড়ালেন তথায় দাঁড়াতে কি আপনি রাসূল (স)-কে দেখেছিলেন? তিনি উত্তরে করলেন হ্যাঁ।

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আবু দাউদ এ কথার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু কিছু বেশি বর্ণনা করেছেন। ওটাতে রয়েছে, তিনি নারীর কোমর বরাবর দাঁড়ালেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে কোনো লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়

হাদীস : ১৫৮৪ ॥ তাবেঈ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা বলেন, সাহাবী হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও সাহাবী হযরত কায়স ইবনে সাদ কুফার কাদেসিয়া নামক স্থানে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তাদের কাছ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হল এবং তারা উভয়ে উঠে দাঁড়াল। তখন তাদেরকে বলা হয়, এটা তো স্থানীয় এক অমুসলিম জিম্মির লাশ। উত্তরে তারা বললেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে দিয়ে এক লাশ অতিক্রম করল এবং তিনি তার জন্য দাঁড়ালেন। তখন তাকে বলা হল, এটা তো একজন ইহুদীর লাশ। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তা কি প্রাণী নহে?

-(বোখারী ও মুসলিম)

লাশ কবরে না রাখা পর্যন্ত বসা নিষেধ

হাদীস : ১৫৮৫ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোনো লাশের অনুগমন করতেন, বসতেন না যতক্ষণ না লাশ কবরে রাখা হত। একবার এক ইহুদী আলেম তার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আমরাও এরূপ করে থাকি। রাবী বলেন, অতপর রাসূল (স) দাঁড়ান ছেড়ে দিয়ে বসতে লাগলেন এবং বললেন, তোমরা তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ; কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। রাবী বিশর ইবনে রাফে কবী সবল নহে)

ইসলামের প্রথম যুগে জানাযার লাশ দেখে দাঁড়ানোর নিয়ম ছিল

হাদীস : ১৫৮৬ ॥ হযরত আলী মোরতযা (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রথমে আমাদেরকে জানাযা দেখে দাঁড়াতে বলতেন। অতপর তিনি বসতে শুরু করেন এবং আমাদেরকে বসতে নির্দেশ দেন। -(আহমদ)

রাসূল (স) পরে জানাযার লাশ দেখে দাঁড়াতেন না

হাদীস : ১৫৮৭ ॥ হযরত তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রা) বলেন, একবার একটি লাশ হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে দিয়ে অতিক্রম করল। এ সময় হযরত হাসান দাঁড়ালেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস দাঁড়ালেন না। তখন হযরত হাসান বললেন, রাসূল (স) কি একটি ইহুদী লাশের জন্য দাঁড়াননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু পরে তিনি বসে থাকতেন। -(নাসাঈ)

লাশ দেখে দাঁড়ান সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়

হাদীস : ১৫৮৮ ॥ ইমাম জাফর সাদেক তার পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের হতে বর্ণনা করেন যে, ইমাম হাসান ইবনে আলী এক জায়গায় বসেছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হল। লোক লাশের জন্য দাঁড়িয়ে রইল, যে পর্যন্ত না উহা স্থান অতিক্রম করল। ইমাম হাসান বললেন, শুন! একবার একটি ইহুদীর লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল; আর রাসূল (স) তখন সে রাস্তায় বসেছিলেন। তখন তিনি অপছন্দ করলেন যে, একটি ইহুদীর লাশ তাঁর মাথার উপর থাকবে। অতএব, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। -(নাসাঈ)

লাশের সাথে সাথে ফেরেশতা গমন করে

হাদীস : ১৫৮৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কাছ দিয়ে কোনো লাশ অতিক্রম করবে, ইহুদীর হোক বা নাসারার বা মুসলমানের, তোমরা দাঁড়াবে। কেননা, তোমরা সে লাশের সম্মানে দাঁড়াবে না, তোমরা দাঁড়িয়েছ লাশের সাথে যে সকল ফেরেশতা রয়েছে তাদের সম্মানার্থে।

যঈফ — ৩৭২

-(আহমদ)

রাসূল (স) ফেরেশতাদের সম্মানে দাঁড়ালেন

হাদীস : ১৫৯০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার একটি লাশ রাসূল (স)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁকে বলা হল যে, এটা তো একটি ইহুদীর লাশ! তিনি বললেন, আমি ফেরেশতাদের জন্য দাঁড়িয়েছি। -(নাসাঈ)

জানাযার নামাযে তিন কাতার লোক হলে সে বেহেশতী

হাদীস : ১৫৯১ ॥ হযরত মালিক ইবনে হুবায়রাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কোনো মুসলমান ইন্তেকাল করে, আর মুসলমানের তিন ছফ লোক তার জানাযা পড়ে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত করেন। পরবর্তী রাবী বলেন, সুতরাং মালিক ইবনে হুবায়রাহ যখন জানাযায় লোক কম দেখতেন, তাদেরকে তিন ছফে ভাগ করে দিতেন এই হাদীসের কারণে। -(আবু দাউদ)

তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, রাবী বলেন, মালিক ইবনে হুবায়রাহ যখন কারও জানাযা পড়তে ইচ্ছা করতেন এবং জানাযায় লোক কম বলে মনে করতেন, তাদের তিন ভাগ করে দিতেন। অতপর বলতেন, রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তির উপর তিন ছফ লোক নামায পড়েছে, আল্লাহ তার জন্য নির্ধারিত করেছেন বেহেশত। ইবনে মাজাহও তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

জানাযার পর মৃতের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে জানাযার নামায সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতিপালক প্রভু, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ, তুমি তাকে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছ এবং তুমি তার প্রাণ সংহার করেছ। তুমি তার গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল কিছু অবগত। আমরা সুপারিশকারীরূপে এসেছি, তুমি তাকে ক্ষমা কর। -(আবু দাউদ) যঈফ — ৩৭৩

মুমিন ব্যক্তির জানাযায় দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৯৩ ॥ তাবেঈ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) -এর পিছনে একটি বালকের জানাযার নামায পড়েছি যে কখনও গোনাহ করে নি এবং আমি শুনেছি তাকে এরূপ দোয়া করতে হে আল্লাহ! তুমি তাকে আযাবে কবর হতে রক্ষা কর। -(মালিক)

শিশুদের জানাযায়ও দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৫৯৪ ॥ ইমাম বোখারী তালীকরূপে বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসান বসরী (রা) শিশুর জানাযায় সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন এবং এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামীরূপে, ব্যবস্থাপকরূপে, রক্ষিত ভাণ্ডাররূপে এবং শ্রমের প্রতিফলরূপে কর।

জীবিত শিশুর মৃত্যু হলে জানাযা দিতে হয়

হাদীস : ১৫৯৫ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, শিশুর জানাযা পড়া হবে না, সে কারও উত্তরাধিকারী হবে না এবং তারও কেহ উত্তরাধিকারী হবে না যদি সে জন্মগ্রহণ করে চিৎকার করে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিন্তু ইবনে মাজাহ তারও কেহ উত্তরাধিকারী হবে না এবং উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম এবং মোকতাদীর মতই সমান্তরালে দাঁড়াবে

হাদীস : ১৫৯৬ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) ইমামকে উপরে এবং মোকতাদীগণকে নিচে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। -(দারা কুতনী তাঁর মোজতাবায় জানাযা অধ্যায়)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের ব্যবস্থা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কবরের মধ্যে কাঁচা ইট দেওয়া যায়

হাদীস : ১৫৯৭ ॥ তাবেঈ আমের ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস যে রোগে ইন্তেকাল করেছেন সে রোগে বলেছেন, আমার জন্য লহদে দেয়া হয়েছে। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর কবরে লাল চাদর বিছানো হয়েছিল

হাদীস : ১৫৯৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কবর শরিফে একটি লাল চাদর দেয়া হয়েছিল। -(মুসলিম)

উটের পিঠের মতো কবর উঁচু করতে হয়

হাদীস : ১৫৯৯ ॥ তাবে তাবেঈ সুফিয়ান তামমার হতে বর্ণিত আছে যে. তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবর শরিফকে উটের পিঠের মতো কুজ দেখেছেন। -(বোখারী)

কবর বেশি উঁচু করলে ভাঙ্গার নির্দেশ আছে

হাদীস : ১৬০০ ॥ তাবেঈ আবুল হাইয়্যাজ আসাদী বলেন, একবার হযরত আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সে কাজে পাঠাব না, যে কাজে আমাকে রাসূল (স) পাঠিয়েছিলেন? তা হল, কোনো মূর্তি পেলে সেটা নষ্ট না করে ছাড়বে না এবং উঁচু কবর দেখলে সেটা সমান না করে রাখবে না। -(মুসলিম)

কবরের উপর ঘর তোলা যায় না

হাদীস : ১৬০১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন-কবরে চুনকাম করতে, তার উপর ঘর তুলতে এবং তার উপর বসতে। -(মুসলিম)

কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া যায় না

হাদীস : ১৬০২ ॥ হযরত আবু মারসাদ গানাবী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কবরের উপর বসবে না এবং তার দিকে ফিরে নামায পড়িও না। -(মুসলিম)

কবরের উপর বসলে পাপী হবে

হাদীস : ১৬০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কারও অঙ্গারের উপর বসা এবং অঙ্গারে তার বস্ত্রকে জ্বালিয়ে দেয়া, অতপর তার চর্ম পর্যন্ত ভেদ করা তার পক্ষে শ্রেয়তর, কবরের উপর বসা অপেক্ষা। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর লহদ কবর খোঁড়া হয়েছিল

হাদীস : ১৬০৪ ॥ হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়র (রা) বলেন, মদীনায় দুই ব্যক্তি ছিল। এক ব্যক্তি লহদী কবর খুঁড়িত আর অপর ব্যক্তি লহদী কবর খুঁড়িত না। সাহাবীগণ রাসূল (স)-এর কবর সম্পর্কে একমত হতে না পেরে বললেন, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে প্রথমে আসবে সেই তার কাজ করবে। ঘটনাক্রমে যে লহদ করত, সেই প্রথমে আসল। সুতরাং রাসূল (স)-এর জন্য লহদ করা হল। -(বগবী শরহে সুন্নাহয়) যাইফ-৩৩৪

মুসলমানদের জন্য লহদ কবর

হাদীস : ১৬০৫ ‖ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লহদ আমাদের জন্য এবং শক আমাদের অপরদের জন্য। −(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। আহমদ জরীর ইবনে আবদুল্লাহ হতে।)

ওহুদের যুদ্ধের শহীদগণকে এক কবরে দুই তিনজনকে রাখা হয়

হাদীস : ১৬০৬ ‖ হযরত হেশাম ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ওহুদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, তোমরা কবর খুঁড়, তাকে প্রশস্ত কর, খুব গভীর কর এবং খুব সুন্দর কর। অতপর দুই কি তিন ব্যক্তি করে এক এক কবরে রাখ এবং যিনি কুরআন অধিক জানতেন, তাকেই প্রথমে কিবলার দিকে রাখ! −(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। ইবনে মাজাহ ইহাকে সুন্দর কর পর্যন্ত রেওয়ায়ত করেছেন)

ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের ওহুদের ময়দানে দাফন করা হল

হাদীস : ১৬০৭ ‖ হযরত জাবের (রা) বলেন, যখন ওহুদের ঘটনা ঘটল, আমার ফুফু আমার পিতাকে আমাদের কবরস্থানে দাফন করার জন্য মদীনায় নিয়ে আসলেন। অতপর রাসূল (স)-এর পক্ষ হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল! ওহে, তোমরা নিহতদেরকে তাঁদের শয়নস্থলে ওহুদে ফিরিয়ে আন। −(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী; কিন্তু পাঠ তিরমিযীর)

লাশের মাথার দিক হতে কবরে নামাতে হয়

হাদীস : ১৬০৮ ‖ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে তাঁর মাথার দিক হতে কবরে নামান হয়েছিল। −(ইমাম শাফেয়ী) যঈফ —৩৩৫

রাসূল (স) রাতে কবর যিয়ারত করলেন

হাদীস : ১৬০৯ ‖ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) একটি কবরে প্রবেশ করলেন রাতে। অতএব, তাঁর জন্য বাতি জ্বালান হল, অতপর তিনি মুর্দাকে কিবলার দিক ডানদিক হতে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমায় রহম করুন! তুমি ছিলে বড় কোমল প্রাণ, বড় কুরআন তেলাওয়াতকারী। −(তিরমিযী)

মৃতকে আল্লাহ ও রাসূলের তরিকায় সোপর্দ করতে হয় যঈফ-৩৩৬

হাদীস : ১৬১০ ‖ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, যখন কোনো মৃতকে কবরে রাখা হত রাসূল (স) বলতেন, বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি। অপর বর্ণনায় রয়েছে, ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি। অর্থাৎ আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে, রাসূলুল্লাহ দ্বীনের উপরে বা রাসূলুল্লাহর তরীকের উপরে। −(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আবু দাউদের বর্ণনায় দ্বিতীয়টি)

কবরের উপর পানি ছিটাতে হয়

হাদীস : ১৬১১ ‖ হযরত ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রা) হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) এক মুর্দানের কবরের উপরে আপন দু হাত একত্র করে তিন কোষ মাটি দিয়েছেন এবং তিনি তার পুত্র ইব্রাহীমের কবরের উপরে পানি ছিটিয়েছেন এবং তার উপর কাঁকর স্থাপন করেছেন। −(বগবী শরহে সুন্নাহয়। ইমাম শাফেয়ী শুধু শেষ বাক্য বর্ণনা করেছেন)

কবরে নামফলক দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ১৬১২ ‖ হযরত হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। কবর চুনকাম করতে, লিখতে এবং কবরকে পায়ে মাড়াতে। −(তিরমিযী)

কবরের উপর মাথার দিক হতে পানি ছিটাতে হয়

হাদীস : ১৬১৩ ‖ হযরত জাবের বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবরের উপর পানি ছিটিয়েছিলেন আর যিনি পানি ছিটিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বেলাল ইবনে রাবাহ। তিনি একটি মশক দিকে পানি ছিটিয়েছিলেন এবং মাথার দিক হতে শুরু করে তার পা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। −(বায়হাকী দালায়েলে নবুওতে)

কবরের চিহ্ন দেওয়া যায়

হাদীস : ১৬১৪ ‖ হযরত মোত্তালেব ইবনে আবু ওদাআহ (রা) বলেন, যখন ওসমান ইবনে মাযউন ইন্তেকাল করলেন, তাঁর লাশ বের করে আনা হল, অতপর দাফন করা হল। রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে হুকুম হুকুম দিলেন,

তাঁর কাছে একটি পাথর আনতে; কিন্তু সে তা উঠাতে পারল না। রাসূল (স) স্বয়ং পাথরের দিকে গেলেন এবং দুই হাতের আস্তিন গুটালেন। মোত্তালেব বলেন, যে ব্যক্তি নিজে রাসূল (স)-এর এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি যেমন এখনও রাসূল (স)-এর বাহুদ্বয়ের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি, যখন তিনি হাতের আস্তিন গুটিয়েছিলেন। অতপর রাসূল (স) তা উঠালেন এবং নিজে নিয়ে তার কবরের শিরানায় স্থাপন করলেন, অতপর বললেন, এতে আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারব এবং আমার পরিবারের কেহ মারা গেলে তার কাছে দাফন করতে পারব। -(আবু দাউদ)

কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করার বিধান আছে

হাদীস : ১৬১৫ ॥ তাবেঈ কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আমি একবার আমার ফুফু হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, আম্মা! আমাকে রাসূল (স) এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের কবর দেখান! তখন তিনি পর্দা সরিয়ে আমাকে তিনটি কবর দেখালেন, যা অধিক উঁচুও নহে এবং যমীনের সাথে সমানও নহে বিঘত পরিমাণ উঁচু যাতে আরসার লাল কাকর ঢালা হয়েছিল। -(আবু দাউদ) যঈফ -৩৩৭

কবর খোঁড়ার আগে জানাযায় হাজির হতে হয়

হাদীস : ১৬১৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে আনসারীদের এক ব্যক্তির জানাযাতে গেলাম। আমরা কবরের কাছে পৌঁছলাম; কিন্তু তখনও কবর প্রস্তুত হয় নি। অতএব, রাসূলুল্লাহ (স) কিবলামুখী হয়ে বসে গেলেন, আর আমরা তার সাতে বসে গেলাম। -(আবু দাউদ এরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর বর্ণনায় শেষের দিকে অতিরিক্ত এ বাক্য রয়েছে, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসেছে। অর্থাৎ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম।

মৃতব্যক্তি জীবিতদের মত কষ্ট অনুভব করে

হাদীস : ১৬১৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত ব্যক্তির হাড়ভাঙা তার জীবনকাল হাড় ভাঙার অনুরূপ। -(মালিক, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় চোখের পানি ফেলা যায়

হাদীস : ১৬১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম এর দাফনে হাজির হলাম। রাসূল (স) তখন কবরের পাড়ে বসা আছেন, আমি দেখলাম, তখন তাঁর দুচোখ অশ্রু বিসর্জন করছিল। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেহ এমন আছে, যে, এ রাতে স্ত্রী-সহবাস করে নি? তখন আবু তালহা বললেন, আমি আছি। রাসূল (স) বললেন, তুমি তার কবরে প্রবেশ কর। তখন আবু তালহা তার কবরে প্রবেশ করলেন। -(বোখারী)

দাফনের সময় ধীরে ধীরে মাটি চাপা দিতে হয়

হাদীস : ১৬১৯ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) মরণকালে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে বলেছিলেন, যখন আমি মরে যাব, তখন যেন আমার সাথে কোনো বিলাপকারিণী স্ত্রীলোক এবং আগুন না থাকে। যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি ঢালবে। অতপর তোমরা আমার কবরের পার্শ্বে অবস্থান করবে, যতক্ষণ সময় একটি উট যবেহ করে তার গোশত বন্টন করতে লাগে যাতে আমি তোমাদের কারণে স্বস্তি লাভ করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফেরেশতাগণকে কি উত্তর দিয়ে বিদায় করব তা বুঝতে পারি। -(মুসলিম)

মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়

হাদীস : ১৬২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মরবে, তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখবে না এবং তাড়াতাড়ি তাকে তার কবরে পৌঁছে দিবে। অতপর তার মাথার কাছে সূরা বাকারার প্রথম দিক এবং পায়ের দিকে বাকারার শেষের অংশ পাঠ করবে। -(বায়হাকী ইহা তাঁর শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইহা মওকুফ হাদীস অর্থাৎ, হুজুরের বাণী নহে, আবদুল্লাহর বাণী।)

মৃত্যু মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় যঈফ -৩৩৮

হাদীস : ১৬২১ ॥ তাবেঈ ইবনে আবি মুলাইকা (রা) বলেন, যখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) মক্কার নিকটবর্তী 'হুবশিয়া' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন, তখন তাকে মক্কায় আনা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়। অতপর তার ভগ্নী হযরত আয়েশা (রা) যখন মক্কা গমন করেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের কবরের কাছে যান

এবং কবি তামীম ইবনে নুওয়ায়রার এ দুটি পংক্তি আবৃত্তি করেন, 'দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা দু ভাইবোন জাযীমার দু সহচরের মতো কাল যাপন করছিলাম, যাতে বলা হয়েছিল যে, তারা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না কিন্তু আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলাম, দীর্ঘদিন এক সাথে থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে যে, আমরা এক রাতও এক সাথে বাস করি নি।" অতপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! যদি আমি আপনার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকতাম, তাহলে আপনি যেখানে ইন্তেকাল করেছেন, সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও আপনাকে দাফন করতাম না এবং যদি আমি দাফনে উপস্থিত থাকতাম, তবে এখন আপনার যিয়ারতেও আসতাম না। -(তিরমিযী) যঈফ — ৬৩৯

কবরের ওপর পানি ছিটাতে হয়

হাদীস : ১৬২২ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত সাদ ইবনে মুয়াযকে কবরে নামিয়েছিলেন এবং তাঁর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে ছিলেন। -(ইবনে মাজাহ) যঈফ — ৩৪০

কবরে তিন মুষ্টি মাটি নিতে হয়

হাদীস : ১৬২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) একটি মুর্দা জানাযা পড়লেন, অতপর তার কবরের কাছে গেলেন এবং তার মাথার দিকে তিন কোষ মাটি দিলেন। -(ইবনে মাজাহ)

কবরে হেলান দিয়ে বসা উচিত নয়

হাদীস : ১৬২৪ ॥ হযরত আমর ইবনে হাযম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে একটি কবরের প্রতি হেলান দিয়ে বসতে দেখে বললেন, কবরবাসীকে কষ্ট দিও না অথবা তিনি বললেন, তাকে কষ্ট দিও না। -(আহমদ)

সপ্তম অধ্যায়

মৃতের জন্য রোদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশুদের চুম্বন করা রাসূল (স)-এর নির্দেশ

হাদীস : ১৬২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে পৌছলাম। সে রাসূল (স)-এর পুত্র ইব্রাহীমের ধাত্রীর স্বামী ছিল। রাসূল (স) ইব্রাহীমকে গ্রহণ করলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন ও তার ঘ্রাণ শুঁকলেন। এরপর আর একবার আমরা তার কাছে গেলাম। তখন ইব্রাহীম প্রাণত্যাগ করছিলেন। এ সময় রাসূল (স)-এর চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল। এটা দেখে আবদুর রহমান ইবনে আওফ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও? তখন রাসূল (স) বললেন, হে ইবনে আওফ! এটা হল দয়া। অতপর রাসূল (স) আবার অশ্রু বিসর্জন দিলেন এবং বললেন, চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে, তথাপি আমি প্রকাশ করছি তাই যাতে আমার প্রভু খুশি থাকেন। হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকার্ত। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক দুনিয়ায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে

হাদীস : ১৬২৬ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা আবুল আসের স্ত্রী হযরত যয়নব তার কাছে একটি লোক মারফত বলে পাঠালেন যে, আব্বাজান! আমার একটি শিশু ওষ্ঠাগত প্রাণ, আপনি আমাদের এখানে আসুন! উত্তরে রাসূল (স) লোক মারফত সালাম পাঠিয়ে বললেন, আল্লাহ যা গ্রহণ করেন, তা তারই আর যা দান করেন, তাও তারই এবং প্রত্যেকেই দুনিয়াতে থাকবে তার কাছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। সুতরাং সবর করবে এবং তাঁর কাছে সওয়াবের আশা রাখবে। অতপর যয়নব তাকে কসম দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই তাদের সেখানে যান। এবার রাসূল (স) চললেন এবং তাঁর সাথে সাদ ইবনে উবাদা, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, যায়দ ইবনে সাবিত এবং আরও কতক লোক চললেন। শিশুটিকে রাসূল (স)-এর কাছে উঠিয়ে আনা হল। তখন তার প্রাণ ছটফট। রাসূল (স)-এর দু চোখ অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। এ সময় সাদ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কী? রাসূল (স) বললেন, এটা দয়া, আল্লাহ পাক এটা তার বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়, আল্লাহ দয়া করেন তার বান্দাদের মধ্যে দয়াবানদেরকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মৃতের জন্য অশ্রু বিসর্জন দেওয়া যায়

হাদীস : ১৬২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, সাদ ইবনে উবাদা কোনো এক রোগে ভুগছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে সাথে নিয়ে

তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি যখন তাঁর কাছে পৌছলেন, তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মারা গেছে? নিকটের লোকেরা বলল, না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূলাল্লাহ কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে কাঁদতে দেখল তারাও কাঁদতে লাগল। এ সময় রাসূল (স) বললেন, ওহে! তোমরা শুনে রাখ, আল্লাহ পাক চোখের অশ্রু বিসর্জন দ্বারা জাতিকে শাস্তি দেন না এবং অন্তরের শোক দ্বারাও নয়। কিন্তু শাস্তি দেন অথবা রহম করেন পুরস্কার দেন এটার দ্বারা 'এটার' বলতে তিনি নিজের জিহ্বার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। অতপর বললেন, মৃত ব্যক্তিকে নিশ্চয় শাস্তি দেওয়া হয় তার জন্য তার পরিবারের লোকদের রোদন করার দরুন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মৃতের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হয়

হাদীস : ১৬২৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে আমাদের দলভুক্ত নহে, যে মৃতের শোকে আপন মুখমণ্ডলে করাঘাত করে, জামার গলা ফাঁড়ে এবং জাহেলিয়াত যুগের হা-হুতাশের মতো হা-হুতাশ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মৃত্যের জন্য বিলাপ করা উচিত নয়

হাদীস : ১৬২৯ ॥ তাবেঈ আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (রা) বলেন, একবার আমার পিতা আবু মূসা আশআরী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমার বিমাতা তাঁর স্ত্রী আবদুল্লাহর মা সুর ধরে বিলাপ করতে লাগল। অতপর তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন এবং আবদুল্লাহর মাকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন যে মাথার চুল ছিঁড়ে, উচ্চস্বরে বিলাপ করে এবং জামার গলা ফাঁড়ে। -(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু পাঠ মুসলিমের)

অন্যের বংশের নিন্দা করা উচিত নয়

হাদীস : ১৬৩০ ॥ হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের চারটি বিষয় রয়ে গেছে যা তারা ছাড়তে না। (১) নিজের গুণের গর্ব, (২) কারও বংশের নিন্দা, (৩) গ্রহ-নক্ষত্র যোগে বৃষ্টি চাওয়া এবং (৪) বিলাপ করা। অতপর তিনি বলেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর আগে তওবা না করে, কিয়ামতের দিন তাকে উঠান হবে, তখন তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা ও ক্ষতের পিরান। -(মুসলিম)

বিপদের সময় প্রকৃত ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়

হাদীস : ১৬৩১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) পথ চলতে চলতে এমন এ স্ত্রীলোকের কাছে পৌছলেন, যে একটি কবরের কাছে কাঁদছিল। রাসূল (স) বললেন, দেখ, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধর! সে বলল, আমার কাছ হতে সরে যাও, তুমি আমার এ বিপদে পড়নি। তখনও সে তাঁকে চিনতে পারে নাই। অতপর তাকে বলা হল যে, ইনি তো রাসূলুল্লাহ (স)। একথা শুনে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরজায় এলো এবং তার কাছে কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। অতপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি আপনাকে তখন চিনতে পারি নি। রাসূল (স) বললেন, প্রকৃত ধৈর্য তো বিপদের প্রথম সময়। -(বোখারী ও মুসলিম)

কারও তিনটি সন্তান মারা গেলে সে বেহেশতী

হাদীস : ১৬৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না; কিন্তু শুধু আল্লাহর শপথ পূরণ করার জন্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুজন সন্তান মারা গেলেও সে বেহেশতী

হাদীস : ১৬৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) কতক আনসারী স্ত্রীলোককে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে, আর সে সওয়াবের আশা রাখবে, নিশ্চয় সে বেহেশতে যাবে। এ সময় তাদের মধ্যে হতে একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি দুটি মারা যায়? রাসূল (স) বললেন, অথবা দুটি মারা যায়। -(মুসলিম)

কিন্তু বোখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, তিনটি সন্তান যারা গোনাহের বয়সে পৌঁছেনি।

মৃতের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করলে বেহেশতী

হাদীস : ১৬৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার কাছে জান্নাত ছাড়া কোনো পুরস্কার নেই। যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়ভাজনকে উঠিয়ে লই আর সে সওয়াবের আশা রাখে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বিলাপকারী নারীকে অভিশম্পাত করেছেন

হাদীস : ১৬৩৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) অভিশাপ দিয়েছেন বিলাপকারিণীকে ও তা শ্রবণকারিণীকে। -(আবু দাউদ) যঈফ - ৩৪১

মুমিন ব্যক্তি প্রত্যেক কাজেই সওয়াব পায়

হাদীস : ১৬৩৬ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আশ্চর্য ব্যাপার মুমিনের যদি তার প্রতি কোনো কল্যাণ বর্তায়, সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর যদি বিপদ বর্তায়, তাহলেও সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং সবর করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই সওয়াব লাভ করে, এমনকি সে নিজের স্ত্রীর মুখে যে খাদ্য লোকমাটি দিয়ে থাকে তাতেও। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

মুমিনের দুটি দরজা আছে

হাদীস : ১৬৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দুটি দরজা রয়েছে, একটি দরজা যা দিয়ে তার আমল উপরের দিকে যায়। দ্বিতীয় দরজা যা দিয়ে তার রিযিক অবতীর্ণ হয়। যখন সে মৃত্যুবরণ করে দরজা দুটি তার জন্য রোদন করে। এটা হচ্ছে আল্লাহর এ বাণীর অর্থ 'তাদের কাফেরদের প্রতি আসমান ও যমীন রোদন করে না। -(তিরমিযী) যঈফ — ৩৪২

যার দুটি মৃত সন্তান থাকবে তার জন্য বেহেশত অবধারিত

হাদীস : ১৬৩৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির দুটি মৃত সন্তান থাকবে, এ সন্তানের দ্বারা আল্লাহ্ পাক তাকে বেহেশত দান করবেন। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) আপনার উম্মতের যার একটি মৃত সন্তান থাকবে? রাসূল (স) বললেন, যার একটি সন্তানও থাকবে, হে আয়েশা! আয়েশা (রা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি মৃত সন্তানও থাকবে না তার কী হবে? রাসূল (স) বললেন, আমিই আমার উম্মতের মৃত সন্তান, হে আয়েশা! আমার মৃত্যুর মসিবত তুল্য মসিবতে তারা কখনও পড়বে না। -(তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব)

সন্তান মারা গেলে ধৈর্য ধারণ করতে হয় যঈফ - ৩৪৩

হাদীস : ১৬৩৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ্ পাক তার ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে লইলে? তারা উত্তর করবে, হ্যাঁ খোদা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ধনকে কাড়িয়ে লইলে? তারা বলেন, হ্যাঁ খোদা। তিনি পুনঃজিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দা কী বলল? তারা উত্তর করে, তখন সে তোমার হামদ করল এবং 'ইন্না লিল্লাহ' বলল। তখন আল্লাহ্ পাক বলেন, আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি কর এবং তার নাম কর 'বয়তুল হামদ'। -(আহমদ ও তিরমিযী)

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতে হয়

হাদীস : ১৬৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করে, তার জন্যও বিপদগ্রস্তের মতো সওয়াব রয়েছে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যঈফ -৩৪৪

কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। আলী ইবনে আসেম ছাড়া কেউ একে রাসূল (স)-এর নাম করে বর্ণনা করেন নি। অথচ সে যঈফ ব্যক্তি। তিনি ইহাও বলেছেন যে, কোনো কোনো মুহাদ্দেস এ হাদীসকে মুহাম্মদ ইবনে সূকা প্রমুখাৎ 'মওকুফ হাদীস' হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ উক্তিটি রাসূল (স)-এর নহে, বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদেরই।

সন্তান হারা স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দান সওয়াবের কাজ

হাদীস : ১৬৪১ ॥ হযরত আবু বারযা (রা) বরেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সন্তানহারা স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দান করবে, তাকে বেহেশতে একটি মূল্যবান ডোরাদার কাপড় পরান হবে। -(তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ইহা গরীব) যঈফ — ৩৪৫

টীকা : ....

হাদীস নং : ১৬৩৫ ॥ সাধারণত নারীরাই বিলাপ করে থাকে ও বিলাপ শুনে থাকে, তাই তাদের কথা বলা হয়েছে, অন্যথায় পুরুষ বিলাপ করলে বা শুনলে তার জন্যও অভিশাপই রয়েছে।

যে বাড়িতে মারা যায় অন্য বাড়ি থেকে খানা দেওয়া হয়

হাদীস : ১৬৪২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, যখন মুতা হতে আমার পিতা জাফর এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, জাফরের পরিবারের জন্য খানা তৈয়ার কর। কেননা, তাদের কাছে এমন দুঃসংবাদ পৌঁছেছে যা তাদেরকে খানা তৈয়ার করা হতে বিরত রাখবে। -(তিরমিযী, আদু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাপের বাক্য দিয়ে কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হবে

হাদীস : ১৬৪৩ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হবে, কিয়ামতের দিন তাকে বিলাপে যা বলা হয়েছে তা দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে।-(বোখারী ও মুসলিম)

মৃতের জন্য রোদন করা জায়েয নেই

হাদীস : ১৬৪৪ ॥ সাহাবিয়া হযরত আমরাহ বিনতে আদুর রহমান ইবনে সাদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তাঁর কাছে বলা হয়েছিল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলে থাকেন, মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়, তার জন্য জীবিত ব্যক্তিদের রোদনের কারণে। আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন। তিনি মিথ্যা কথা বলছেন না, তবে তিনি ভুলে গেছেন অথবা ভুল বুঝেছেন। আসল ঘটনা হল এই যে, একবার রাসূল (স) একটি ইহুদী স্ত্রীলোকের কবরের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন, যার জন্য রোদন করা হচ্ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তার জন্য তার গুণ গেয়ে রোদন করছে, অথচ তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মৃতের জন্য উচ্চস্বরে রোদন করলে কবরে শাস্তি দেয়া হয়

হাদীস : ১৬৪৫ ॥ তাবেঈ আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা বলেন, মক্কায় হযরত ওসমান ইবনে আফফানের একটি মেয়ে মারা গেল এবং আমরা তার জানাযায় শরিক হওয়ার জন্য গেলাম। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা) ও তার জানাযায় হাজির হয়েছিলেন, আর আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে বসে ছিলাম; তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আমর ইবনে ওসমানকে বললেন, আমর ইবনে ওসমান তখন তাঁর সামনে ছিল। তুমি কি স্ত্রীলোকদেরকে রোদন হতে বারণ করবে না? কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে, তার পরিবারের লোকদের রোদন করার দরুন। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, আপনার পিতা হযরত ওমরও এ ধরনের কিছু বলতেন। অতপর ইবনে আব্বাস একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমি ওমরের সাথে মক্কা হতে মদীনায় ফিরছিলাম; যখন আমরা বায়দা নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন সামুরা গাছের ছায়ায় একদল আরোহীর সাথে হযরত ওমরের সাক্ষাৎ হল। এ সময় তিনি আমাকে বললেন, দেখ! এ আরোহী দল কারা? আমি গিয়ে দেখি তারা সাহাবী সুহায়ব রুমীর দল। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি গিয়ে তাঁকে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তাঁকে ডাক। সুতরাং আমি সুহায়বের কাছে পুনঃ গেলাম এবং বললাম, উঠুন! আমীরুল মুমিনীনদের সাথে মিলিত হন। অতপর যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম এবং হযরত ওমর বিপদগ্রস্ত হলেন, হযরত সুহায়ব কাঁদতে কাঁদতে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার সাথী! তখন হযরত ওমর বললেন, হে সুহায়ব, তুমি কাঁদছ? অথচ রাসূল (স) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তার পরিবারের লোকের তার জন্য রোদনের কারণে। ইবনে আব্বাস বলেন, যখন ওমর ইন্তেকাল করলেন, আমি হযরত আয়েশাকে এ ঘটনা বললাম। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ ওমরকে রহম করুন। কখনও না; আল্লাহর কসম, রাসূল (স) এই কথা বলেন নি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার প্রতি তার পরিবারের লোকের রোদনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কাফেরের প্রতি তার জন্য তার পরিবারের লোকের রোদনের দরুন শাস্তি বৃদ্ধি করেন। আয়েশা বলেন, তোমাদের পক্ষে আল্লাহর কুরআনই যথেষ্ট, তাতে রয়েছে 'কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারও গোনাহর বোঝা বহন করবে না।' ইবনে আব্বাস এ সময় বললেন, আল্লাহই মানুষকে হাসিয়ে থাকেন এবং কাঁদিয়ে থাকেন। ইবনে আবু মুলায়কা বলেন, এটা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কিছুই বললেন, না। -(বোখারী ও মুসলিম)

রোদন করার প্রতি রাসূল (স)-এর কঠিন নিষেধ করা আছে

হাদীস : ১৬৪৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যখন হযরত যায়দ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবু তালেব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল, তিনি বসলেন, তখন চেহারায় শোকের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং আমি তা দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে

এসে বলল, জাফরের ঘরের মহিলারা রোদন করতেছে। ইহা শুনে রাসূল (স) তাকে তাদের বারণ করতে বললেন। সুতরাং সে গেল। অতপর দ্বিতীয়বার এসে বলল, তারা তার কথা মানল না। রাসূল (স) বললেন, তাদের বারণ কর। অতপর সে তৃতীয়বার এলো এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, তারা আমাকে পরাজিত করে ফেলেছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার ধারণা রাসূল (স) শেষবার বলেছেন, তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। হযরত আয়েশা বলেন, আমি মনে মনে বললাম, তোমার মুখে ছাই পড়ুক রাসূল (স) তোমাকে যা করতে বলেছিলেন, তা করতে পারলে না, অথচ বারবার এসে রাসূল (স)-কে বিরক্ত করতেও ছাড়লেন না। −(বোখারী ও মুসলিম)

মৃতের জন্য রোদন করলে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে

হাদীস : ১৬৪৭ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামা মারা গেলেন, আমি বললাম, আহা একজন পরদেশী মুসাফির পরদেশে মারা গেলেন। আমি তার জন্য এমন সময় রাসূল (স) তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, তুমি কি এমন ঘরে শয়তান প্রবেশ করাতে চাও, যা হতে আল্লাহ তাকে বের করে দিয়েছেন। দুইবার এ কথা বললেন। সুতরাং আমি কাঁদা হতে বিরত রইলাম, আর কাঁদলাম না। −(মুসলিম)

প্রশংসা কীর্তন করে রোদন করা জায়েয নেই

হাদীস : ১৬৪৮ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর বলেন, একবার সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) রোগে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এ সময় তার ভগিনী আমরাহ কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল হে আমার পর্বততুল্য ভ্রাতা, হে আমার এরূপ ভ্রাতা। এরূপ ভ্রাতা! অর্থাৎ এক এক করে তার গুণাবলী উল্লেখ করতে লাগল। পরে যখন আবদুল্লাহ হুঁশে আসলেন, বললেন, যখনই তুমি আমাকে লক্ষ্য করে যা বলতে, তখনই আমাকে তদনুরূপ বলা হত। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যখন তিনি দশম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে মারা গেলেন, আমরাহ কাঁদলেন না। −(বোখারী)

প্রশংসা করে রোদন করলে ফেরেশতাগণ কবরে প্রশ্ন করেন

হাদীস : ১৬৪৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি মারা যায়, আর তার খান্দানের রোদনকারীরা তার জন্য রোদন শুরু করে এবং বলে যে, হে আমার পর্বততুল্য অমুক! হে আমার মুরব্বী অমুক! অথবা এর অনুরূপ কিছু, তখন আল্লাহ পাক তার জন্য দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা তার বুকে ঘুষি মারে এবং বলে যে, তুমি এরূপ ছিলে নাকি? −(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এটা গরীব। কিন্তু হাসান)

মৃতের জন্য বিলাপ ছাড়া রোদন করা যায়

হাদীস : ১৬৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর পরিবারের এক ব্যক্তি মারা গেলেন, আর তার জন্য স্ত্রীলোকেরা একত্র হয়ে কাঁদতে লাগল। হযরত ওমর তাদেরকে বাঁধা দিতে লাগলেন এবং তাড়াতে লাগলেন। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, হে ওমর! ছাড় এদেরকে। কেননা, তাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে অন্তর বিপদগ্রস্ত এবং বিপদও সদ্যাগত। −(আহমদ ও নাসাঈ) যঈফ — ৩৪৬

মৃত্যের জন্য চোখের পানি ফেলা যায়

হাদীস : ১৬৫১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কন্যা যয়নব মারা গেল, আর মেয়েলোকেরা তার জন্য কাঁদতে লাগল এবং হযরত ওমর তাদেরকে আপন চাবুক দিয়ে মারতে লাগলেন। তখন রাসূল (স) তাঁকে আপন হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আস্তে হে ওমর! অতপর মেয়েলোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, খবরদার তোমরা শয়তানের মতো চিৎকার করো না। পুনরায় বললেন, দেখ যা চোখ হতে বের হয় এবং যা অন্তর অনুভব করে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত, আর যা হাত ও মুখ হতে প্রকাশিত হয়, তা শয়তানের পক্ষ হতে।

যঈফ — ৩৪৭ −(আহমদ)

মানুষ মৃত্যুর পর আর ফিরে আসে না

হাদীস : ১৬৫২ ॥ বোখারী হতে তালীক রূপে বর্ণিত আছে, যখন হযরত হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইন্তেকাল করলেন, তাঁর স্ত্রী তার কবরের উপর একটি তাঁবু খাটালেন এবং এক বছরকাল সেখানে শোক প্রকাশ করলেন। অতপর তাঁবু উঠিয়ে ফেললেন। তখন তিনি এক অদৃশ্য শব্দকারীকে বলতে শুনলেন, তারা কি পেয়েছে যা তারা হারিয়েছে? অপর কেহ তার উত্তরে বলল, না; বরং তারা নিরাশ হয়েছে এবং প্রত্যাবর্তন করেছে।

মৃতের জন্য শোক প্রকাশের বিধান আছে

হাদীস : ১৬৫৩ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন ও আবু বারযা (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক ব্যক্তির জানাযাতে গেলাম। রাসূল (স) একদল লোককে দেখলেন, তারা নিজেদের গায়ের চাদরসমূহ ফেলে দিয়েছে এবং শুধু একটি পিরহান পরে চলাফেরা করছে, এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, তোমরা কি জাহেলিয়াতের অনুরূপ করছে? নিশ্চয়, আমি ইচ্ছা করেছি তোমাদের জন্য এমন বদ দোয়া করব, যাতে তোমরা তোমাদের অন্য অবয়বে পরিবর্তিত হয়ে যাও। রাবী বলেন, এটা শুনে তারা নিজেদের চাদর গায়ে দিল এবং আর কখনও এর পুনরাবৃত্তি করল না। –(ইবনে মাজাহ)

লাশের সাথে বিলাপকারীর যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৬৫৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) সে লাশের সাথে গমন করতে নিষেধ করেছেন, যার সাথে কোনো বিলাপকারিণী থাকে। –(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

ছোট সন্তানরা তাদের পিতা-মাতাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে

হাদীস : ১৬৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে যার জন্য আমি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েছি। আপনি কি আপনার দোস্ত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে এমন কিছু শুনেছেন, যা আমাদের মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারে? তিনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মুসলমানদের ছোট সন্তানরা বেহেশতের কার্যকারক হবে। তাদের কেউ আপন পিতাকে পাবে, আর তার কাপড় পাশ ধরে টানতে থাকবে এবং তা হতে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না তাকে বেহেশতে নিয়ে পৌঁছায়। –(মুসলিম ও আহমদ, কিন্তু পাঠ আহমদেরই)

দুটি সন্তান মারা গেলে সে বেহেশতী

হাদীস : ১৬৫৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন একটি স্ত্রীলোক রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা আপনার হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করছে। অতএব, আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ হতে একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যাতে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি এবং আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। যা আপনাকে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়াছেন তার কিছু। তখন তিনি বললেন, তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে সমবেত হও। সুতরাং তারা সমবেত হলেন। অতপর রাসূল (স) তাদের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, যা তাঁকে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছু। তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কোনো নারী নিজের সন্তানদের মধ্য হতে তিনটি সন্তানকে পাঠিয়েছে, নিশ্চয় তারা তার জন্য দোযখে প্রবেশে বাঁধাস্বরূপ হবে। এ সময় তাদের মধ্যে একজন নারী বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুটি সন্তানকে পাঠায়? দুইটিকে পাঠায়। (বোখারী)

মৃত সন্তান প্রসবকালীন বেহেশতী

হাদীস : ১৬৫৭ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো মুসলমান পিতা-মাতার তিনটি সন্তান মারা যাবে নিশ্চয় তাদেরকে আল্লাহ পাক নিজ অনুগ্রহ ও রহমতের দ্বারা বেহেশতে পৌঁছাবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দুটি সন্তান মরে যায়? রাসূল (স) বললেন, যদিও দুটি সন্তান মরে যায়। অতপর তারা জিজ্ঞেস করলেন, যদি একটি মরে যায়? তিনি বললেন, যদিও একটি মরে যায়। অতপর রাসূল (স) বললেন, খোদার কসম, একটি মৃত প্রসবিত সন্তানও তার মাকে নিজের নাভী-লতা দিয়ে বেহেশতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে যদি সে সওয়াবের আশা রাখে। –(আহমদ; কিন্তু ইবনে মাজাহ খোদার কসম হতে শেষ পর্যন্ত)

তিনটি সন্তানের ইন্তেকাল বেহেশতী হবে

হাদীস : ১৬৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি নাবলেগ সন্তান আল্লাহর কাছে পাঠিয়েছে তারা তার জন্য মজবুত কেল্লাস্বরূপ হবে, তাকে দোযখ হতে রক্ষা করার জন্য। এ সময় হযরত আবু যর গেফারী বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি আমার দুটি সন্তান পাঠিয়েছি। রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, যে একটি সন্তানও পাঠিয়েছে। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এটা গরীব)

সন্তানেরা বেহেশতের দরজায় অপেক্ষা করে

হাদীস : ১৬৫৯ ॥ কোররা মুযানী হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসত এবং তার সাথে তার একটি ছেলেও থাকত। একদিন নবী রাসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে ভালবাস? উত্তরে সে

বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে আল্লাহ ভালোবাসুন। যেভাবে আমি তাকে ভালোবাসি। অতপর একদিন রাসূলুল্লাহ (স) ছেলেটিকে দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের ছেলেটি কোথায় গেল? সাহাবীগণ উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে মারা গেছে। তখন রাসূল (স) বললেন, হে অমুক, তুমি কি এ কথা ভালোবাস না যে, তুমি বেহেশতের যে কোনো দরজা দিয়ে যাও না কেন তাকে সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখবে? এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শুধু তার জন্যই বিশেষ করে, না আমাদের সকলের জন্যও? রাসূল (স) বললেন, না এটা তোমাদের সকলের জন্যই। –(আহমদ)

পিতা-মাতার জন্য সন্তান সুপারিশ করবে

হাদীস : ১৬৬০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত প্রসবিত সন্তানও আপন পরওয়ারদেগারের কাছে আবদার করবে, যখন দেখবে, তার মা-বাপকে তিনি দোযখে দিচ্ছেন, তখন তাকে বলা হবে; হে আবদারকারী ছেলে, তুমি তোমার মা-বাপকে বেহেশতে নিয়ে যাও! অতপর সে তাদেরকে আপন নাভী-লতা দিয়ে টানতে থাকবে এবং বেহেশতে নিয়ে যাবে। –(ইবনে মাজাহ) যঈফ – ৩৫১

বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত

হাদীস : ১৬৬১ ॥ হযরত আবু উমাম বাহেলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথম সময় সবর কর এবং সওয়াবের আশা রাখ, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ছাড়া কোনো সওয়াবে সন্তুষ্ট হব না। –(ইবনে মাজাহ)

বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করলে সওয়াব হয়

হাদীস : ১৬৬২ ॥ হযরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে কোনো মুসলমান পুরুষ বা নারী কোনো বিপদে পড়বে, অতপর বিপদের কথা স্মরণ করবে যদিও দীর্ঘদিন পরে হয় এবং তার জন্য ইন্না লিল্লাহ পড়বে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাকে তখন নতুন করে সওয়াব দিবেন, যেদিন সে বিপদে পড়েছিল সে দিনের পরিণাম সওয়াব। –(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) যঈফ – ৩৫২

জুতা ছিঁড়ে যাওয়া বিপদের অন্তর্গত

হাদীস : ১৬৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও জুতার দোয়াল ছিঁড়ে যায় তখন সে যেন ইন্না লিল্লাহি পড়ে। কেননা, এটাও বিপদের অন্তর্গত। যঈফ – ৩৫৩

বিপদে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করতে হয়

হাদীস : ১৬৬৪ ॥ সাহাবিয়া হযরত উম্মুদ্দারদা (রা) বলেন, আমি আমার স্বামী আবুদ্দারদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আবুল কাসেম (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা নবী (আ)-কে বলেছেন, হে ঈসা! আমি তোমার পর এমন একটি উম্মতের সৃষ্টি করব, যাদের কাছে যখন সুখবর কিছু পৌঁছবে, তারা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করবে এবং যখন তাদের প্রতি দুঃখকর কিছু ঘটবে, সবর করবে এবং সওয়াবের আশা রাখবে, অথচ তখন তাদের সহ্যশক্তি ও বুদ্ধি থাকবে না। ঈসা (আ) বললেন, হে আমার প্রভু! এটা তাদের পক্ষে কী করে সম্ভবপর হবে, যখন তাদের না সহ্যশক্তি থাকবে, না থাকবে বুদ্ধি। তখন আল্লাহ পাক বললেন, আমি তাদেরকে আমার সহ্যশক্তি ও আমার বুদ্ধি হতে কিছু দান করব। –(হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন)

যঈফ – ৩৫৪

অষ্টম অধ্যায়

কবর যিয়ারত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের প্রথম যুগে কবর যিয়ারত নিষেধ ছিল

হাদীস : ১৬৬৫ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। এভাবে আমি তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা রাখতে পার যত দিন তোমাদের ইচ্ছা। এ ছাড়া আমি তোমাদের

নিষেধ করেছিলাম মশক ছাড়া অন্য পাত্রে 'নবীয' প্রস্তুত করতে, এখন তোমরা সকল রকমের পাত্রে পান করতে পার। কিন্তু কখনও মাদকদ্রব্য পান করবে না। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর মায়ের জন্য দোয়া ক্ষমার অনুমতি পেলেন না

হাদীস : ১৬৬৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) তাঁর আম্মার কবর দেখতে গেলেন। তখন তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর চারপাশের লোকেরাও কাঁদালেন। অতপর বললেন, আমি আমার প্রভুর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি দিলেন না। অতপর আমি তাঁর কবর যিয়ারত দর্শন করার অনুমতি চাইলাম, । আর আমাকে কবর দর্শন অনুমতি দেওয়া হল। সুতরাং তোমরা কবরসমূহের যিয়ারত করবে। কেননা, কবর যিয়ারত করলে মৃত্যুকে স্মরণ করে দেয়। -(মুসলিম)

কবরে পৌঁছে সালাম দিতে হয়

হাদীস : ১৬৬৭ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁদেরকে এ শিক্ষা দিতেন, যখন তাঁরা কবর যিয়ারতে বের হতেন, তোমাদের প্রতি সালাম হোক হে মুর্দারের নগরবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ! আমরাও ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের সাথে যুক্ত হব, আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি প্রার্থনা করছি। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কবরবাসীদের জন্য দোয়া করলেন

হাদীস : ১৬৬৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার কতক কবরের কাছে পৌঁছলেন, অতপর তাদের দিকে ফিরে বললেন, "সালাম হোক তোমাদের প্রতি হে কবরবাসীগণ! আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী।"

-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) রাতে কবরস্থানে গমন করতেন

হাদীস : ১৬৬৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যে যে রাতে রাসূল (স) তাঁর কাছে থাকার পালা আসত, সে সে রাতে রাসূল (স) শেষ রাতে বকীয়ে গারকাদের দিকে বের হয়ে যেতেন এবং কবরবাসীকে এরূপ সালাম করতেন, 'সালাম হোক তোমাদের প্রতি হে মুমিন দলের বাসস্থানের অধিবাসীগণ! অল্প সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমরা লাভ করবে, যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আর আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে শীঘ্রই মিলিত হব। হে আল্লাহ! তুমি বকীয়ে গারকাদের অধিবাসীদের ক্ষমা কর।' -(মুসলিম)

কবর যিয়ারত প্রথমে সালাম দিতে হয়

হাদীস : ১৬৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবর যিয়ারতকালে আমি কী বলব? রাসূল (স) বললেন, এরূপ বলবে, 'সালাম হোক মুমিন ও মুসলিমদের বাসস্থানের অধিবাসীদের প্রতি এবং দয়া করুন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে গেছে তাদের এবং যারা পরে আসবে তাদের প্রতি। আমরাও ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের সাথে যুক্ত হব।' -(মুসলিম)

টীকা : ....

হাদীস নং : ১৬৬৫ ॥ জাহেলিয়াত যুগে কবরস্থান গিয়ে মানুষ যা করত, তা হতে বেঁচে থাকার জন্যই হুযুর প্রথমে কবর যিয়ারত করেছিলেন। অতপর যখন ইসলামের বিধানাবলী মুসলমানদের অন্তরে সুদৃঢ় হয়ে যায়, তখন তিনি তার অনুমতি দেন। এ অনুমতিতে স্ত্রীলোকেরা শামিল আছে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে তারাও এতে শামিল আছে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে তারাও এতে শামিল আছে। প্রতমে মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অধিক ছিল। হিজরতের কারণে তাঁরা সকলেই দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে হুযুর সক্ষম ব্যক্তিদেরকে তিন দিনের অধিক গোশত না রেখে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে বলেছিলেন। পরে কর্মসংস্থান ও ছোটখাটো ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে হুযুর এ বাধা ওঠিয়ে দেন।

খেজুর, গম ও চাউল প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যকে জ্বাল দেয়া ছাড়া অল্প সময় (১০/১২ ঘণ্টা) পানিতে ভিজিয়ে রাখলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাকে 'নবীয' বলে, মাদকতার সীমায় পৌঁছে না, অথচ শক্তিবর্ধক। অতএব, এ পানে হুযুরের অনুমতি ছিল, তবে মশক ছাড়া অন্য পাত্রে ভিজানোর অনুমতি ছিল না। কারণ অন্য পাত্রে সহজে গরম হয়ে পানীয় মাদকতার সীমায় পৌঁছে যাবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলমানগণ মাদকতা পরিহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে হুযুর অন্য পাত্র সম্পর্কীয় নিষেধ ওঠিয়ে নেন। (মাদকদ্রব্য পান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ কিতাবের শেষের দিকে পানীয় অধ্যায়ে আসবে।

জুময়াবারে পিতামাতার কবর যিয়ারত করতে হয়

হাদীস : ১৬৭১ ॥ তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে নোমান (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুময়াবারে নিজের মা-বাপের অথবা তাদের মধ্যে একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে মাফ করে দেয়া হবে এবং মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহারকারী বলে লেখা হবে। -(বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমানে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন) জাল —৩৫৬

কবর যিয়ারত আখেরাতের চিন্তা আসে

হাদীস : ১৬৭২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা, ওটা দুনিয়ার আসক্তিকে কমায় এবং আখেরাতকে স্মরণ করায়। -(ইবনে মাজাহ) যঈফ—৩৫৭

মহিলাগণ কবর যিয়ারত করতে পারবে না

হাদীস : ১৬৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর লানত হোক কবর যিয়ারতকারিণী নারীদের প্রতি। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান; বরং সহীহ। তিনি এটাও বলেছেন যে, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো আহলে ইলম ব্যক্তি মনে করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) কর্তৃক কবর যিয়ারতের অনুমতি দানের আগের কথা। যখন তিনি এর অনুমতি দিয়াছেন পুরুষ ও স্ত্রী উভয় এতে শামিল রয়েছে। আর কেউ মনে করেন যে, রাসূল (স) নারীদের পক্ষে কবর যিয়ারত করাকে অপছন্দই করেছেন। তাদের ধৈর্যের স্বল্পতা এবং অস্থিরতার আধিক্যের কারণে।

মৃতদের হতেও পর্দা করতে হয়

হাদীস : ১৬৭৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার সে ঘরে প্রবেশ করতাম যাতে রাসূল (স) শায়িত আছেন, অথচ তখন আমি আমার উপরের বড় চাদর রেখে দিতাম এবং বলতাম যে, ইনি হলেন আমার স্বামী, আর অপরজন হলেন আমার পিতা; কিন্তু যখন হযরত ওমরকেও এ ঘরে দাফন করা হল খোদার কসম তখন হতে আমি কখনও আমার শরীর বস্ত্রে না ঢেকে সেখানে প্রবেশ করিনি ওমর হতে লজ্জার কারণে। -(আহমদ)

নবম অধ্যায়

যাকাত পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাকাত ইসলামের একটি রোকন

হাদীস : ১৬৭৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা করে পাঠালেন এবং বললেন, মুয়ায! তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ। প্রথমে তাদেরকে এ ঘোষণা করতে আহ্বান করবে-'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।' যদি তারা তোমার এ কথা মেনে লয়, তাহলে তাদেরকে বলতে যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর এক দিন-রাতে পাঁচটি নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এটাও মেনে লয়, তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ পাক তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছে হতে গ্রহণ করা হবে, অতপর তাদের দরিদ্রদের প্রতি ফেরত দেওয়া হবে। এ ব্যাপারেও যদি তারা তোমার কথা মেনে লয়, তবে সাবধান! যাকাতে তুমি বেছে বেছে তাদের উত্তম জিনিসসমূহ নিবে না এবং বেঁচে থাকবে উৎপীড়িতের বদ দোয়া হতে। কেননা, উৎপীড়তদের বদ দোয়া এবং আল্লাহর মধ্য কোনো আড়াল নেই। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক বস্তুর যাকাত দিতে হয়

হাদীস : ১৬৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক সোনা রুপার অধিকারী ব্যক্তিই যে সোনা রুপার হক যাকাত আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে নিশ্চয় তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে এবং সে সমুদয়কে দোযখের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে, যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, পুনরায় গরম করা হবে সেই দিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। যে পর্যন্ত না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি শেষ করা হবে। অতপর সে তার পথ ধরবে, হয় বেহেশতের দিকে, না হয় দোযখের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! উট সম্পর্কে কি হবে? রাসূল (স) বললেন, কোন উটের অধিকারী যে তার হক আদায় করবে না আর হকসমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে দুধ দোহন করা এক হক। যখন কিয়ামতের দিন আসবে, নিশ্চয় তাকে এক ধু-ধু ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল উট যার একটি বাচ্চাও যে সে দিন হারাবে না, বরং সকলকে পূর্ণভাবে পাবে, তাকে তার ক্ষুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দিয়ে কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই উহাদের মেষ দল অতিক্রম করবে পুনঃ প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এরূপ করা হবে যে দিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, যে পর্যন্ত না আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা শেষ হয়। অতপর সে তার পথ ধরবে, হয় বেহেশতের দিকে, না হয় দোযখের দিকে।

তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! গরু-ছাগল সম্পর্কে কী হবে? রাসূল (স) বললেন, প্রত্যেক গরু ও ছাগলের অধিকারী যে তার পক্ষ হতে হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, নিশ্চয় তাকে এক ধু-ধু মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল গরু-ছাগল তাকে শিং মারতে থাকবে এবং ক্ষুর ধার দিয়ে মাড়াতে থাকবে, অথচ সে দিন তার কোনো একটি গরু বা ছাগলই শিং বাঁকা, শিং হীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং একটি মাত্র গরু-ছাগলকেও সে হারাবে না। যখনই প্রথম দল অতিক্রম করবে, শেষ দল এসে পৌঁছবে। সে দিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, যে পর্যন্ত না আল্লাহর বান্দাদের বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। অতপর সে তার পথ ধরবে হয় বেহেশতের দিকে, না হয় দোযখের দিকে।

অতপর জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! ঘোড়া সম্পর্কে কী হবে? রাসূল (স) বললেন, ঘোড়া তিন প্রকারের। ঘোড়া কারও জন্য গোনাহের কারণ, কারও জন্য আবরণস্বরূপ, আবার কারও জন্য সওয়ারের বিষয়। (ক) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে গোনাহর কারণ, তা হলো সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে পালন করেছে লোক দেখানো, গর্ব এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে। এ ঘোড়া হলো তার গোনাহর কারণ। আর (খ) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণস্বরূপ, তা হলো সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে উহাকে পালন করেছে আল্লাহর রাস্তায়, অতপর ভুলেনি উহার সম্পর্কে ও উহার পিঠ সম্পর্কে আল্লাহর হক। এ ঘোড়া হলো তার ইজ্জত সম্মানের জন্য আবরণস্বরূপ। আর (গ) যে ঘোড়া হলো মালিকের পক্ষে সওয়ারের কারণ, তা হলো সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে পালন করেছে কোনো চারণভূমিতে বা ঘাসের বাগানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের দেশ রক্ষার জন্য। তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানের যা কিছু খাবে, তার পরিমাণ তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং লেখা হবে গোবর ও প্রস্রাব পরিমাণ নেকী। আর যদি সে গোড়া রশি ছিড়ে একটি অথবা দুটি মাঠও বিচরণ করে, তাহলে নিশ্চয়ই উহার পদচিহ্ন ও গোবরসমূহ পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে। এছাড়া ঘোড়ার মালিক যদি ঘোড়াকে কোনো নদীর কিনারে নিয়ে যায়, আর নদী হতে পানি পান করে, অথচ মালিকের ইচ্ছা ছিল না পানি পান করান, তথাপি লেখা হবে ঘোড়ার পানি পান পরিমাণ তার জন্য নেকী।

অতপর জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! গাধা সম্পর্কে কি হবে? রাসূল (স) বললেন, গাধার বিষয়ে আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়নি। এ স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক আয়াতটি ছাড়া, 'যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তার ফল পাবে, আর যে এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তার ফল ভোগ করবে। অর্থাৎ গাধার যাকাত দিলে উহারও সওয়াব পাওয়া যাবে।-(মুসলিম)

যাদের সম্পদ আছে তাদের যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৬৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে আল্লাহ পাক মাল দান করেছেন, আর সে উহার যাকাত দান করে নি, কিয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্য একটি মাথার টাক পড়া সাপস্বরূপ করা হবে, যার চোখের উপর দুটি দাগ থাকবে তা তার গলার বেড়ীস্বরূপ করা হবে। উক্ত সাপ আপন মুখের দুই দিক দিয়ে তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার মাল আমি তোমার সংরক্ষিত অর্থ। অতপর রাসূল (স) এটা সমর্থনে এ আয়াত পাঠ করলেন, "যারা কৃপণতা করে থাকে, আল্লাহ পাক তাদেরকে যে মাল দান করেছেন, তা নিয়ে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য উত্তম; বরং এটা তাদের জন্য মন্দ। অতি শীঘ্র কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ীস্বরূপ করা হ[illegible] নিয়ে তারা কৃপণতা করছে। -(বোখারী)

কিয়ামতের দিন পশুগুলো মালিককে অপদস্ত করবে

হাদীস : ১৬৭৮ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল, ভেড়া থাকবে, অথচ সে গুলোর হক আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন নিশ্চয় সেগুলোকে আনা হবে তার কাছে অতি বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়, পশুগুলো দিয়ে দলে দলে তাকে মাড়তে থাকবে নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং মাড়তে থাকবে তাদের শিং দিয়ে। যখনই সম্পদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা শেষ হয়ে যায়।—(বোখারী ও মুসলিম)

নিয়মিত যাকাত আদায় করতে হয়

হাদীস : ১৬৭৯ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে যাকাত উসূলকারী আসবে, তখন সে যেন তোমাদের কাছে হতে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। —(মুসলিম)

যাকাত আদায়কারীকে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১৬৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, কোন পরিবারের লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে তাদের যাকাত নিয়ে আসত, তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি অমুক পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ কর। আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমার পিতা তাঁর কাছে যাকাত নিয়ে আসলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, 'আল্লাহ! তুমি দয়া কর আবু আওফার পরিবারের প্রতি।' —(বোখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় রয়েছে যখন কোন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে নিজের যাকাত নিয়ে আসত, তিনি বলতেন, আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর।

চাচা পিতার সমতুল্য বলে গণ্য

হাদীস : ১৬৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার হযরত ওমরকে যাকাত উসূল করতে পাঠালেন। অতপর রাসূল (স)-কে বলা হল, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওলীদ ও আব্বাস যাকাত দেননি। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ইবনে জামীল এ কারণেই যাকাত দিতে অপছন্দ করছে যে, সে দরিদ্র ছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁকে ধনী করে দিয়েছেন। আর খালিদ ইবনে ওলীদ, তোমরা তার প্রতি অবিচার করেছ। কেননা, সে তার বর্ম এবং সমস্ত মাল আসবাব আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে রেখেছে। বাকি রইল আমার চাচা আব্বাস। তাঁর এ বছরের যাকাত এবং তার সমান আরও আমার জিম্মায়। অতপর রাসূল (স) বললেন, হে ওমর! তুমি কি বুঝলে না যে, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমমূল্য। —(বোখারী ও মুসলিম)

যাকাত আদায়ের কর্মচারী নিয়োগ করা যায়

হাদীস : ১৬৮২ ॥ হযরত আবু হুমায়দ সায়েদী (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) ইবনে লুতবিয়্যা নামক আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। যখন সে যাকাত নিয়ে মদীনায় ফিরল তখন সে বলল, এ অংশ আপনাদের প্রাপ্য যাকাত, আর এ অংশ আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূল (স) ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর গুণগান করলেন অতপর বললেন, ব্যাপার হল, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে সে সকল কাজের কোন একটির জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি, যে সকল কাজের দায়িত্ব আল্লাহ আমার প্রতি সোপর্দ করেছেন। অতপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে যে, এটা আপনাদের প্রাপ্য যাকাত এবং এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে কেন তার বাপ বা মায়ের ঘরে বসে দেখল না যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? খোদার কসম, যে ব্যক্তি যাকাতের কোন কিছুর তছরুপ করবে, সে নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সেগুলো আপন ঘাড়ে বহন করে হাজির হবে। যদি তা উট হয়, উটের ন্যায় চিঁ চিঁ রব করবে। যদি গরু হয়, হাম্বা হাম্বা করবে, আর যদি ছাগল/ভেড়া হয়, ম্যা ম্যা করবে। অতপর রাসূল (স) খুব দীর্ঘ করে আপন হস্তদ্বয় উঠালেন যাতে আমরা তার উভয় বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখলাম এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় তোমার নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিলাম, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় পৌঁছিয়ে দিলাম। —বোখারী ও মুসলিম খাত্তাবী বলেন, 'সে কেন তার বাপ মায়ের ঘরে বসে দেখে না যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা।' রাসূল (স)-এর এ কথায় প্রমাণ রয়েছে যে, যে বস্তুকে হারামের উসীলা বানান হয়, তাও হারাম। আর যে আকদ কয়েকটি আকদের মধ্যে থাকে, দেখতে হবে, তার পৃথক থাকার সময় ঐ হুকুমই থাকে কিনা যা উহার একত্র হওয়ার সময় রয়েছে। —(শরহে সুন্নাহ)

আমানতে খিয়ানতকারী কিয়ামতের দিন কি নিয়ে হাজির হবে

হাদীস : ১৬৮৩ ॥ হযরত আদী ইবনে আমীরাহ্ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমি যাকে কোন কর্মে কর্মচারী নিযুক্ত করি, আর সে আমাদের কাছে হতে একটি সুঁচ অথবা তদপেক্ষা ছোট কিছুও গোপন করে, নিশ্চয় আমানতের খেয়ানত হবে, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। —(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধন-সম্পদ যাকাতের মাধ্যমে পবিত্র হয়

হাদীস : ১৬৮৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল, 'যারা সোনা ও রুপা সংরক্ষণ করে' (শেষ পর্যন্ত) মুসলমানদের এটা ভারী বোধ হল। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) বললেন, আমি আপনাদের এ কষ্ট দূর করব। অতপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী! এই আয়াতটি আপনার সহচরগণের ভারী বোধ হচ্ছে, রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ পাক এ জন্যই যাকাত ফরয করেছেন, যাতে তোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করেন অর্থাৎ, যাকাত প্রদানের পর বাকি মাল সমস্তই পবিত্র ও সংরক্ষণযোগ্য। আল্লাহ পাক মীরাসকে ফরয করেছেন, যাতে উহা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য হয়। যদি মাল মোটেই সংরক্ষণ করা না হল, তবে মীরাস আসবে কোথা হতে? রাবী বলেন, মীরাসের পর রাসূল (স) আর একটি কথা বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। পুনরায় রাবী বলেন, এটা শুনে হযরত ওমর খুশীতে আল্লাহ আকবর বলে উঠলেন। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দিব না যে, মানুষ যা সংরক্ষণ করে, তার মধ্যে উত্তম জিনিস কি? উত্তম জিনিস হল নেক স্ত্রী। যখন সে তার দিকে দৃষ্টি করে, সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন সে তাকে কোন নির্দেশ করে, সে তা পালন করে এবং যখন সে তার কাছে হতে দূরে থাকে, সে তার হক সংরক্ষণ করে। -(আবু দাউদ) যঈফ — ৩৫৮

ইনছাফের সাথে যাকাত আদায় করতে হবে

হাদীস : ১৬৮৫ ॥ হযরত জাবের ইবনে আতীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শীঘ্র তোমাদের কাছে যাকাত উসূলের জন্য কতক সওয়ারী আসবে, যাদেরকে তোমরা পছন্দ করবে না। কিন্তু যখন তারা আসবে, তাদেরকে স্বাগতম জানাবে এবং তারা যা চাবে, তা তাদেরকে দিবে। যদি তারা তোমাদের সাথে ইনসাফ করে, তাদের কল্যাণ হবে, আর যদি যুলুম করে, তা তাদের অকল্যাণের কারণ হবে। কিন্তু তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে। কেননা, তাদের সন্তুষ্টির মধ্যেই তোমাদের যাকাতের পূর্ণতা রয়েছে এবং তারাও যেন তোমাদের জন্য দোআ করে।-(আবু দাউদ)

যাকাত আদায়কারীদের প্রতি খুশি থাকতে হবে যঈফ — ৩৫৯

হাদীস : ১৬৮৬ ॥ হযরত জারীর আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার গ্রাম্য আরবদের কতক লোক রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! যাকাত উসূলকারী লোকেরা আমাদের কাছে গিয়ে আমাদের প্রতি অবিচার করেন। রাসূল (স) বললেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি তারা আমাদের প্রতি অবিচার করে? বললেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে যদিও তোমাদের উপর অবিচার করা হয়।

যাকাতের মাল গোপন করা যাবে না

হাদীস : ১৬৮৭ ॥ হযরত বশীর খাছাছিয়া (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যাকাত উসূলকারীগণ আমাদের প্রতি অবিচার করে থাকেন। সুতরাং আমরা কি অবিচার পরিমাণ আমাদের মাল গোপন করে রাখতে পারি? রাসূল (স) বললেন, না। -(আবু দাউদ) যঈফ — ৩৬০

যাকাত আদায়কারী আল্লাহ রাস্তায় জিহাদকারীর সমান

হাদীস : ১৬৮৮ ॥ হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত উসূলকারী কর্মী বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাজীর ন্যায়। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

বাড়িতে যাকাত উসূল করতে হবে

হাদীস : ১৬৮৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আনান ও সরান কোনটিই সিদ্ধ নহে। যাকাত তাদের বাড়িতে ছাড়া উসূল করা যাবে না। -(আবু দাউদ)

সম্পদ এক বছর অতিক্রম করলেই যাকাত দিতে হয়

হাদীস : ১৬৯০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মাল লাভ করেছে, তার সে মালে যাকাত দেয়া হবে না যতক্ষণ না তার প্রতি বর্ষ গোজারিয়ে যায়। -তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছে এবং এরূপ একদল বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা হাদিসটিকে 'মওকুফ' বা ইবনে ওমরের কথা বলে সাব্যস্ত করেছেন।

পূর্ণ এক বছর পর যাকাত দিতে হয়

হাদীস : ১৬৯১ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আব্বাস (রা) নিজের যাকাত বর্ষ পূর্ণ হবার পূর্বে দেওয়া সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনি তাঁকে এর অনুমতি দিলেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ইয়াতীমের মাল দিয়ে ব্যবসা করতে হয়

হাদীস : ১৬৯২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলাল্লাহ (স) একদিন খোতবা দান করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি এমন কোন ইয়াতীমের অভিভাবক হয়েছে যার মাল রয়েছে, সে যেন উহাকে ব্যবসায় লাগায় এবং ফেলে না রাখে, যাতে যাকাত উহাকে শেষ করে দেয়। –(তিরমিযী ইহা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদে গোলমাল রয়েছে। কেননা, এটার রাবী মুসান্না ইবনে সাব্বাহ যঈফ।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যঈফ-৩৬০

নামায ও যাকাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

হাদীস : ১৬৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) ইন্তেকাল করলেন, অতপর হযরত আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হলেন এবং আরবদের মধ্যে যারা কাফের হবার কাফের হয়ে গেল, তখন হযরত ওমর (রা) খলীফা আবু বকর (রা)-কে বললেন, কিরূপে আপনি লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূল (স) বলেছেন, আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, যখন কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল, আমার হতে তার জান ও মাল রক্ষা করল। তার হিসাব আল্লাহর কাছে। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয় তাদের সাথে যুদ্ধ করব যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বকরীর বাচ্চা উসূল করতেও আমাকে বাধা দান করে, তা তারা রাসূল (স)-কে প্রদান করত, তা হলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। হযরত ওমর বললেন, এখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ পাক যুদ্ধের জন্য আবু বকরের অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অতপর আমিও উপলব্ধি করলাম যে, ওটা সত্য। –(বোখারী ও মুসলিম)

যাকাত বিহীন মাল কিয়ামতে সাপের আকার ধারণ করবে

হাদীস : ১৬৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কারও সংরক্ষিত মাল কিয়ামতের দিন কেশহীন বিষাক্ত সাপ হবে এবং সাপ দেখে সম্পদের অধিকারী পলায়ন করতে চাবে; কিন্তু মাল তাকে অনুসন্ধান করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না সে খাদ্যরূপে তার মুখে আপন আঙ্গুলীসমূহ দেয়। –(আহমদ)

যাকাত অনাদায়ীর কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদ হবে

হাদীস : ১৬৯৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সে মাল তার ঘাড়ে সাপস্বরূপ করবেন। অতপর তিনি আল্লাহর কিতাব হতে এ কথার সমর্থন পেশ করলেন, 'যারা কৃপণতা করে, আল্লাহ তাদেরকে যে মাল দান করেছেন তা নিয়ে, তারা যেন মনে না করে যে, সে মালে তাদের জন্য কল্যাণ হয়েছে।' শেষ পর্যন্ত।–(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।)

যাকাত না দিলে মাল ধ্বংস হয়ে যায়

হাদীস : ১৬৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে মালে যাকাত মিশবে নিশ্চয় উহাকে ধ্বংস করে দিবে। –শাফেয়ী। বোখারী তাঁর তারিখে ও হুমায়দী। কিন্তু হুমায়দী এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অধিক বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার উপর যাকাত ফরয হল, আর তুমি উহা তোমার মাল হতে বের করলে না অর্থাৎ যাকাতরূপে আদায় করলে না, তখন এ হারাম তোমার হালাল মালকে ধ্বংস করবে। এ হাদীস দিয়ে ঐ সকল লোক দলীল গ্রহণ করেন যারা বলে যে, যাকাতের সম্পর্কে আসর বস্তুর সাথে মুনতাকা, বায়হাকী শোআবুল ঈমানে আহমদ ইবনে হাম্বল হতে বর্ণনা করেন, যার সনদ তিনি হযরত আয়েশা (রা) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। আর আহমদ 'যে মালে যাকাত মিশবে' এর অর্থ করেন, মালদার হয়েও যাকাত গ্রহণ করা। অথচ যাকাত হল নিঃসম্বল লোকদের জন্য।

দশম অধ্যায়

যঈফ-৩৬২

যাতে যাকাত ফরজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রূপা পাঁচ উকিয়াতে যাকাত আছে

হাদীস : ১৬৯৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাঁচ ওসকের কম খেজুরে যাকাত নেই। পাঁচ উকিয়ার কম রূপাতে যাকাত নেই এবং পাঁচ যাওদের কম উটেও যাকাত নেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

কৃতদাসের উপর যাকাত নেই

হাদীস : ১৬৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানের উপর তার প্রয়োজনের কৃতদাসের যাকাত নেই এবং তার ঘোড়ায় যাকাত নেই। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার কৃতদাসে সদকায়ে ফিতর ছাড়া কোন সদকা নেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

যাকাত আদায়ের কিছু বিধান

হাদীস : ১৬৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তাকে যখন খলীফা হযরত আবু বকর বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন, তখন তাকে তিনি এ নির্দেশনামাটি লিখে দিয়েছিলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা হল যাকাতের ফিরিস্তি যা আল্লাহর রাসূল (স) মুসলমানদের প্রতি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং যার নির্দেশ আল্লাহ পাক রাসূলকে দিয়েছেন। যে কোন মুসলমানের কাছে এটা নির্ধারিত নিয়মে চাওয়া হবে, সে যেন তা দেয়, আর যার কাছে এর অধিক চাওয়া হবে, সে যেন না দেয়। চব্বিশ বা তার চেয়ে কম সংখ্যা উটে ছাগল ভেড়া দিয়ে যাকাত দিতে হবে। প্রত্যেক পাঁচ উটে এক ভেড়া। যখন উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশে পৌঁছিয়ে তখন যাকাতে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এমন একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন ছয়ত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশে পৌঁছবে, তখন তৃতীয় বছরে পড়েছে এমন একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন ছয়চল্লিশ হতে ষাটে পৌঁছবে, তখন গর্ভধারণ উপযোগী চতুর্থ বছরে পড়েছে এমন একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন একষট্টি হতে পচাত্তরে পৌঁছিবে, তখন পঞ্চম বছরে পড়েছে একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন ছিয়াত্তর হতে নব্বইতে পৌছবে, তৃতীয় বছরে পড়েছে এমন দুইটি মাদী উট দিতে হবে। যখন একানব্বই হতে একশত বিশে পৌছবে, গর্ভধারণ উপযোগী চার বছরে পড়েছে এমন দুটি মাদী উট দিতে হবে এবং প্রত্যেক পঞ্চাশ উটে চার বছরে পড়েছে এমন একটি মাদী উট। আর যার কাছে শুধু চারটি উট রয়েছে, তার উপর যাকাত নেই; কিন্তু যদি তার মালিক ইচ্ছে করে দিতে পারে, তাতে বহু সওয়াব রয়েছে। অবশ্য যখন পাঁচ সংখ্যায় পৌঁছবে, তখন একটি ছাগল বা ভেড়া দিবে।

(১) যার উটের সংখ্যা পাঁচ বছরী মাদী দানের পরিমাণে (৬১-৭৫) পৌছেছে, অথচ তাঁর কাছে পাঁচ বছরী মাদী নেই কিন্তু চার বছরী মাদী আছে, তার কাছে হতে চার বছরী মাদীই গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে দাতা দুটি ছাগল দিবে, যদি তার পক্ষে তা সহজ হয়, অন্যথায় ছাগলের পরিবর্তে বিশটি দিরহাম। (৫ টাকা) দিবে। (২) যার উটের সংখ্যা চার বছরী মাদী দানের পরিমাণে (৪৬-৬০) পৌছেছে, অথচ তার কাছে চার বছরী মাদী নেই; বরং পাঁচ বছরী মাদী আছে, তার কাছে হতে তাই গ্রহণ করা হবে; কিন্তু যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে। (৩) যার উটের সংখ্যা চার বছরী মাদী দানের পরিমাণে পৌছেছে অথচ তার কাছে তিন বছরী মাদী ছাড়া নেই; উহা তার কাছে হতে গ্রহণ করা হবে এবং উহার সাথে দুটি ছাগল অথবা বিশটি দিরহাম। (৪) যার উটের সংখ্যা তিন বছরী মাদী দানের পরিমাণে পৌছেছে, অথচ তার কাছে আছে চার বছরী মাদী, উহা তার কাছে হতে গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে। (৫) যার যাকাত তিন বছরী মাদী দানের পরিমাণে পৌছেছে, অথচ তার কাছে উহা নেই; কিন্তু তার কাছে আছে দু' বছরী মাদী। তার কাছে হতে উহা গ্রহণ করা হবে এবং সে উহার সাথে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে। (৬) যার যাকাত দু' বছরী উটে পৌছেছে, অথচ তার কাছে উহা নেই; বরং তিন বছরী নর থাকে, তা হলে তার কাছে হতে তাহাই গ্রহণ করা হবে এবং তাকে কিছু ফেরত দেয়া হবে না। কেননা, নর উটের মূল্য কম।

ছাগল-ভেড়ার যাকাতে-চারণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া ছাগল ভেড়ায় (ক) যখন উহার সংখ্যা চল্লিশ হতে একশত বিশে পৌছবে একটি ছাগল দিতে হবে, (খ) যখন উহার সংখ্যা একশত বিশ হতে দুই শতে পৌছবে, উহাতে দু'টি ছাগল দিতে হবে, (গ) যখন উহার সংখ্যা দুই শত হতে তিন শতে পৌছবে, উহাতে তিনটি ছাগল দিতে হবে, (ঘ) যখন তিন শতের অধিক হবে, প্রত্যেক শতে একটি করে ছাগল দিতে হবে। আর যখন কারও ছেড়ে দেওয়া ছাগল ভেড়ার সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হবে, তাতে যাকাত নেই; কিন্তু যদি উহার মালিক দিতে চাহে। যাকাতে বৃদ্ধা পশু দেয়া চলবে না, আর না যার কোন দোষ রয়েছে তা। এরূপে নর পশুও দেওয়া চলবে না, কিন্তু যদি যাকাত উসূলকারী গ্রহণ করতে চাহে।

যাকাত দানের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্র করা এবং একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। দু' শরীকের মধ্যে যা হবে, তা তারা পরস্পরে সমানভাবে দিবে। রূপাতে যাকাত ওশরের চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ চল্লিশ ভাগে অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যদি কাহারও কাছে একশত নব্বই দিরহামের অধিক না থাকে, তাতে যাকাত নেই; কিন্তু যদি উহার মালিক দিতে চাহে। -(বোখারী)

কূপের ওশর দিতে হয়

হাদীস : ১৭০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূলাল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যাতে আকাশ অথবা প্রবহমান কূপ পানি দান অথবা যা নালা দিয়ে সিক্ত হয়, তাতে 'ওশর' অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ। আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে অর্ধ ওশর অর্থাৎ, বিশ ভাগের এক ভাগ। -(বোখারী)

পশু আঘাত করলে তার দণ্ড নেই

হাদীস : ১৭০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, কূপে পড়াতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং রেকাযে খুমুস রয়েছে অর্থাৎ, এক পঞ্চমাংশ যাকাত রয়েছে। −(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়ার উপর যাকাত নেই

হাদীস : ১৭০২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘোড়ায় এবং কৃতদাসে আমি যাকাত মাফ করে দিলাম। অতপর তোমরা রূপার যাকাত দিও, প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম। একশত নব্বইতেও যাকাত নেই; কিন্তু রূপা যখন দুইশত দিরহামে পৌঁছে, তখন উহাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

কিন্তু আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় হারেস আওয়ার হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। উহাতে যুহায়র বলেন, আমি মনে করি, হারেস হযরত আলী হতে এবং আলী রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, ওশরের চার ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রত্যেক চল্লিশ হিরহামে এক দিরহাম দিবে। তোমাদের প্রতি কিছুই নেই যে পর্যন্ত উহা পূর্ণ দু'শত দিরহাম হয়। যখন পূর্ণ দু'শত দিরহাম হবে, উহাতে পাঁচ দিরহাম। অতপর এটার উপর এক ছাগলও অধিক হয়, তবে তিনশত পর্যন্ত তিন ভেড়া। যদি তিন শতের অধিক হয়, তবে প্রত্যেক এক শতে এক ছাগল। যদি ঊনচল্লিশটিও হয়, তবে উহাতে তোমার প্রতি কিছুই নেই।

গরুতে, প্রত্যেক ত্রিশ গরুতে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এমন একটি বাচ্চা এবং চল্লিশ গরুতে দু বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে এমন একটি বাচ্চা। কাজের উট গরুতে কিছুই নেই।

ত্রিশটি গরুতে একটি গরু যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৭০৩ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলাল্লাহ (স) যখন তাকে ইয়ামেনের দিকে শাসনকর্তা করে পাঠালেন, নির্দেশ দিলেন, গরুর যাকাতে প্রত্যেক ত্রিশ গরুতে একটি পূর্ণ এক বছরী নর অথবা মাদী বাচ্চা এবং প্রত্যেক চল্লিশ গরুতে একটি পূর্ণ দুই বছরী বাচ্চা গ্রহণ করবে। −(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী।)

যাকাতের নির্ধারিত সীমারেখা আছে

হাদীস : ১৭০৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসুল (স) বলেছেন, যাকাত উসূলে সীমালঙ্ঘনকারী যাকাতে বাধাদানকারীর সমতুল্য। −(আবু দাউদও তিরমিযী)

কোন রকম শস্যে কোন যাকাত নেই

হাদীস : ১৭০৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, কোন রকমের শস্যে যাকাত নেই এবং খেজুরেও নেই, যে পর্যন্ত না উহা পাঁচ ওসকে পৌঁছে। −(নাসারী)

গম, খেজুরে যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৭০৬ ॥ হযরত তাবেঈ মূসা ইবনে তালহা (রা) বলেন, আমাদের কাছে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-এর একখানা লিপি আছে, যা তাকে রাসূলাল্লাহ (স)-এর পক্ষ হতে দেয়া হয়েছিল। মূসা ইবনে তালহা বলেন, রাসূলাল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়েছিলেন গম, যব, আঙ্গুর ও খেজুর হতে যাকাত উসূল করতে। −(শরহে সুন্নাহয় মুরসাল হিসাবে।)

আঙ্গুরের উপর যাকাত আছে

হাদীস : ১৭০৭ ॥ হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলাল্লাহ (স) আঙ্গুরের যাকাত সম্পর্কে বলেছেন, উহা অনুমান করা হবে যেভাবে খেজুর অনুমান করা হয় গাছে। অতপর উহার যাকাত দেয়া হবে 'যবীর' অবস্থায় যেভাবে খেজুরের যাকাত দেয়া হয়, 'তমর' অবস্থায়। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ।) যঈফ — ৩৬৩

যাকাতে একচতুর্থাংশ ছেড়ে দিতে হয়

হাদীস : ১৭০৮ ॥ হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলতেন, যখন তোমরা অনুমান করবে, দু' তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবে এবং এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিবে। যদি এক তৃতীয়াংশ না ছাড়, অন্তভ এক চতুর্থাংশ ছাড়বে। −(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ — ৩৬৪

যখন খেজুর মিষ্টি হবে তখন যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৭০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) খয়বরের ইহুদীদের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে পাঠাতেন। তিনি তাদের খেজুর অনুমান করতেন, যখন খেজুরে মিষ্টি আরম্ভ হত খাওয়ার যোগ্য হবার পূর্বে। −(আবু দাউদ)

মধুতে যাকাত দিতে হবে যঈফ — ৩৬৫

হাদীস : ১৭১০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মধুতে প্রত্যেক দশ মশকে এক মশক যাকাত। তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদে কথা রয়েছে। মধুর যাকাতের ব্যাপারে রাসূল (স) হতে সহীহ সূত্রে বেশি কিছু প্রমাণিত হয়নি।

নারীদের প্রতি সদকা দেওয়ার নির্দেশ

হাদীস : ১৭১১ ॥ হযরত যয়নব আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের উপদেশ দিলেন এবং বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা কর যাকাত দাও যদিও তোমাদের গহনা পত্রের হয়। কেননা কিয়ামতের দিন তোমারই জাহান্নামের অধিক অধিবাসী হবে। -(তিরমিযী)

অবশ্যই স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে

হাদীস : ১৭১২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, দুটি স্ত্রীলোক রাসূল (স)-এর কাছে আসল, তখন তাদের হাতে দুটি স্বর্ণের বালা ছিল। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এর যাকাত আদায় করে থাক? তারা বলল, জ্বী না। রাসূল (স) বললেন, তোমরা কি ভালবাস যে, আল্লাহ পাক কিয়ামতে তোমাদেরকে দুটি আগুনের বালা পরাবেন? তারা উত্তর করল কখনও না। রাসূল (স) বললেন, তাহলে তোমরা এর যাকাত আদায় করবে। -তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, যে এটা এমন একটি হাদীস যার অনুরূপ হাদীস মোসান্না ইবনে সাব্বাহ্ ও ইবনে লাহিআও আমর ইবনে মোআয়ব হতে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে এরাও উভয়েই যঈফ। এ ব্যাপারে রাসূলাল্লাহ (স) হতে সহীহ্ সূত্রে কিছু প্রমাণিত হয় নি।

যাকাতের সমপরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত দিকে হবে

হাদীস : ১৭১৩ ॥ হযরত উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, আমি স্বর্ণের আওযাহ পরতাম। একদিন আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটা কি সেই কানযের অন্তর্গত। যার বিষয় কোরআনে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে? রাসূল (স) বললেন, যা যাকাত দানের পরিমাণে পৌছে এবং যার যাকাত দেয়া হয়, তা সে কানয নহে। -(মালিক ও আবু দাউদ। এতে গহনায় যাকাত আছে বলে বুঝা যায়।)

বিক্রিত জিনিসের যাকাত হবে

হাদীস : ১৭১৪ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আমাদের আদেশ দিতেন আমরা যা বিক্রির জন্য প্রস্তুত রাখি তার যেন যাকাত দান করি। -(আবু দাউদ) যঈফ — ৩৬৬

খনিজ দ্রব্যে যাকাতের বিধান আছে

হাদীস : ১৭১৫ ॥ তাবেঈ হযরত রবীয়া ইবনে আবু আবদুর রহমান একাধিক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বেলাল ইবনে হারেস মুযানীকে 'ফুর' এর দিকের কাবালিয়া নামক স্থানের খনিসমূহ জায়গীররূপে দান করেছিলেন। সে সকল খনির যাকাত ছাড়া আজ পর্যন্ত কিছুই উসূল করা হয় না। -(আবু দাউদ) যঈফ — ৩৬৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাক-সবজিতে যাকাতের বিধান নেই

হাদীস : ১৭১৬ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, শাক্ সবজিতে যাকাত নেই, আরিয়ায় যাকাত নেই, পাঁচ ওসকের কমে শস্যে যাকাত নেই, কাজের উট-গরুতে যাকাত নেই এবং ঘোড়া, খচ্চর ও কৃতদাসে যাকাত নেই। -(দারা কুতনী)। যঈফ — ৩৬৮

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) গরুর যাকাত গ্রহণ করেননি

হাদীস : ১৭১৭ ॥ তাবেঈ হযরত তাউস হতে বর্ণিত আছে, একবার ইয়ামেনের শাসনকর্তা হযরত মুআয ইবনে জাবালের কাছে একদল গরু আনা হল। তিনি বললেন রাসূলাল্লাহ (স) এ হতে কিছু গ্রহণ করতে আমাকে আদেশ দেননি। -(দারা কুতনী ও শাফেয়ী)

শাফেয়ী বলেন, ওয়াক্স বলা হয় ঐ পরিমাণকে যা যাকাতের পরিমাণ পর্যন্ত না পৌছে।

একাদশ অধ্যায়
ফিতরার মর্মকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সকলকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে

হাদীস : ১৭১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) মুসলমান কৃতদাস ও আযাদ, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের উপর সদকায়ে ফিতর এক সাআ খেজুর বা যব নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষ ঈদগাহে রওয়ানা হবার পূর্বে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। -(বোকারী ও মুসলিম)

জনপ্রতি এক শা পরিমাণ সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব

হাদীস : ১৭১৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ কুদরী (রা) বলেন, আমরা সদকায়ে ফিতর এক সাআ খাদ্য, এক সাআ খেজুর, এক সাআ পনির অথবা সাআ আঙ্গুর দিতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতি বছর একবার সদকায়ে ফিতর দিতে হবে

হাদীস : ১৭২০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রমযানের শেষের দিকে বললেন, তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত আদায় কর। রাসূল (স) প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি ও কৃতদাস, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের উপরে এই যাকাত এক সাআ খেজুর ও যব অথবা গম নির্ধারণ করেছেন। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সদকায়ে ফিতর রোযার কাফফারাস্বরূপ

হাদীস : ১৭২১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন রোযাকে অনর্থক কথা ও অশ্লীল ব্যবহার হতে পবিত্র করার এবং গরীবদের মুখে অন্ন দেয়ার জন্য। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিটি নর-নারীর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব

হাদীস : ১৭২২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব কর্তৃক তার পিতা ও তার দাদা পরম্পরায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলাল্লাহ (স) একবার মক্কায় গলিসমূহে ঘোষণাকারী পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন, জেনে রাখ! সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারী, আযাদ ও গোলাম এবং ছোট ও বড় সকলের উপর দু' 'মুদ' গম বা উহা ছাড়া অন্য কিছু বা এক সাআ খাদ্য। -(তিরমিযী)

সদকায়ে ফিতর হিসেবে এক শা গম দিতে হবে

হাদীস : ১৭২৩ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা অথবা সাআলাবা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু সুআইর তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, এক সাআ গম প্রত্যেক দু' ব্যক্তির পক্ষ হতে ছোট হোক বড় হোক; আযাদ বা গোলাম এবং পুরুষ হোক বা নারী। তোমাদের মধ্যে যে ধনী তাকে আল্লাহ এটা দিয়ে পবিত্র করবেন; কিন্তু যে দরিদ্র তাকে আল্লাহ ফেরত দিবেন যা সে দিয়েছি তা হতে অধিক। -(আবু দাউদ)

দ্বাদশতম অধ্যায়

যাকাত যাদের জন্যে ফরয নয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সদকার মাল খাওয়া যাবে

হাদীস : ১৭২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলাল্লাহ (স) রাস্তায় পড়া একটি খেজুরের কাছে দিয়ে যাওয়া কালে বললেন, সদকার খেজুর বলে যদি আমার সন্দেহ না হত, নিশ্চয় আমি এটা খেতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

নবী পরিবারের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষেধ

হাদীস : ১৭২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) যাকাতের একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। রাসূলাল্লাহ (স) বললেন, ক্ষ, ক্ষ, যাতে খেজুর সে ফেলে দেয়। অতপর বললেন, নানু, তুমি জান না! যে যাকাত খাই না। -(বোখারী ও মুসলিম)

যাকাত দানের ফলে মানুষের পাপ মুক্তি হয়

হাদীস : ১৭২৬ ॥ হযরত আবদুল মোত্তালিব ইবনে রবীয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ যাকাত মানুষের মালের ময়লা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং এটা মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের জন্য হালাল নয়। -(মুসলিম)

রাসূল (স) সদকার দ্রব্য আহার করতেন না

হাদীস : ১৭২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে যখন কোন খাদ্য আনা হত, তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এটা হাদিয়া না সদকা? যখন বলা হত, এটা সদকা, তখন তিনি তার সহচরদেরকে বলতেন, তোমরা খাও এবং নিজে খেতেন না। আর যখন বলা হত, হাদিয়া, তখন তিনি হাত দিতেন এবং তাদের সাথে খেতেন।
–(বোখারী ও মুসলিম)

হাদীয়া গ্রহণ করা জায়েয আছে

হাদীস : ১৭২৮ ॥ হযরত আয়শা (রা) বলেন, বরীরাতে শরীয়তের তিনটি কথা রয়েছে। প্রথম কথা হল যে, বরীরাতে আযাদ করা হয় অতপর তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়। দ্বিতীয় কথা হল তার ঘটনায় রাসূল (স) বলেছেন, মীরাস যিনি আযাদ করেন, তার প্রাপ্য। তৃতীয় কথা হল, একবার রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করলেন ডেকচিতে গোশত টগবগ করছে। অতপর খাওয়ার জন্য তার কাছে রুটি ও ঘরের তরকারী উপস্থিত করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি না দেখলাম একটি ডেকচিতে গোশত রয়েছে? তাঁরা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, কিন্তু উহা বরীরাকে সদকারূপে দেয়া হয়েছে অথচ আপনি সদকার জিনিস খান না। রাসূল (স) বললেন, তাহার জন্য সদকা অতপর আমাদের জন্য হাদিয়া।–(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) হাদীয়া গ্রহণ করতেন

হাদীস : ১৭২৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) হাদিয়া কবুল করতেন এবং হাদীয়ার প্রতিদান করতেন।
–(বোখারী)

দাওয়াত দিলে কবুল করতে হয়

হাদীস : ১৭৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আমাকে গরু ছাগলের একটি খুর খেতে দাওয়াত করা হয়, নিশ্চয় আমি উহা গ্রহণ করি এবং যদি আমাকে একটি ছাগলের বাহুও হাদিয়া দেওয়া হয়, নিশ্চয় তা আমি কবুল করি। –(বোখারী)

যে ভিক্ষা করে সে মিসকীন নহে

হাদীস : ১৭৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি মিসকীন নহে, যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে এবং এক দু' লোকমা খাদ্য বা এক দুটি খেজুর পেলে ঘরে ফিরে। প্রকৃত মিসকীন সে-ই যার এমন কোন সংস্থান নেই যা তার জন্য যথেষ্ট হয়, সে নিজে উঠে কারও কাছে যাচ্ঞাও করে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বনু হাশেম গোত্রের জন্য যাকাত হালাল নয়

হাদীস : ১৭৩২ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বনী মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। তিনি আবু রাফেকে বললেন, আমার সাথে চল যাতে তুমিও কিছু পেতে পার। তিনি বললেন, না যে পর্যন্ত না আমি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি। অতপর তিনি রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে এটা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (স) উত্তরে বললেন, আমাদের জন্য যাকাত হালাল নহে আর কোন গোত্রের দাস তাদের মধ্যেই গণ্য। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সম্পদশালী লোকে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে না

হাদীস : ১৭৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকাত হালাল নয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য আর না শক্তিবান পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির জন্য। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী, আহমদ ও নাসাঈ। কিন্তু ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা হতে।)

কর্মক্ষম লোকের যাকাত নেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১৭৩৪ ॥ উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার তাবেঈ বলেন, আমাকে দু' ব্যক্তি এটা জ্ঞাপন করেছেন যে, বিদায় হজ্জকালে তারা উভয়ে রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি যাকাত বণ্টন করছেন এবং তাঁর কাছে তারা যাকাতের কিছু চাইলেন। তাঁরা বলেন, তখন রাসূল (স) আমাদের প্রতি দৃষ্টি উঠালেন অতপর দৃষ্টি নীচু করলেন এবং দেখলেন যে, আমরা কর্মক্ষম। তখন বললেন, যদি তোমরা চাও আমি তোমাদের দিতে পারি; কিন্তু মনে রাখ যে, এতে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অথবা শক্তিবান রোযগারক্ষম ব্যক্তির কোন অংশ নেই। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

টীকা ....

হাদীস নং : ১৭২৬ ॥ 'পরিবার'–মূলে 'আল' শব্দ রয়েছে। এ যেভাবে পরিবারকে বুঝায় সেভাবে কাছে আত্মীয়কেও বুঝায়। বনী হাশেম হল হুযুরের কাছের আত্মীয়। সুতরাং তাহাদের জন্যও যাকাত হালাল নয়।

অবস্থাপন্ন লোকের জন্য যাকাত হালাল নয়

হাদীস : ১৭৩৫ ॥ হযরত তাবেঈ আতা ইবনে ইয়াসরে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যাকাত হালাল নয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য, পাঁচ ব্যক্তি ব্যতীত আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী গাযী, যাকাত উসূলের কর্মচারী, সাময়িক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি আপন মালের দ্বারা যাকাতের জিনিস খরিদ করেছে অথবা সে ব্যক্তি যার কোন গরীব প্রতিবেশী আছে এবং তাকে কেউ যাকাত দিয়েছে আর সে তাকে হাদিয়ারূপে দিয়েছে। –(মালিক ও আবু দাউদ। কিন্তু আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করা হয়েছে, অথবা মুসাফির।)

আট প্রকারের লোকেরা যাকাত গ্রহণ করতে পারে

হাদীস : ১৭৩৬ ॥ হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে এসে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করলাম। পরবর্তী রাবী বলেন, অতপর যিয়াদ এক দীর্ঘ বর্ণনা দান করেন অতপর বলেন যে, রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু যাকাতের মাল দিন! তখন রাসূল (স) বললেন, যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক নবী বা অপর কারও নির্দেশের অপেক্ষা করেন নি; বরং তিনি স্বয়ং সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন এবং উহাকে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। দেখ, যদি তুমি ঐ আট রকমের কোন এক রকমে পড়ে থাক, তা হলে আমি তোমাকে দিতে পারি। –(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা) যাকাতের মাল খেতেন না

হাদীস : ১৭৩৭ ॥ তাবেঈ যায়দ ইবনে আসলাম বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কিছু দুধ পান করলেন যা তাঁর কাছে খুব ভাল হল। অতপর তিনি যে তাকে দুধ পান করিয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথায় পেলে? সে তাঁকে একটি কূপের নাম করে জানাল যে, সে তথা পৌছলে কিছু যাকাতের উট দেখতে পেল, যাদেরকে রক্ষকরা সেখানে পানি পান করাচ্ছে এবং দুধ দোহন করছে। অতপর সে বলল, আমি সে দুধ আপন মশকে পুরেছি, এগুলো সে দুধ। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা) আপন হাত গলায় প্রবেশ করলেন এবং জোরপূর্বক বমি করে উহা বের করে দিলেন। –(মালিক, আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

তেরতম অধ্যায়

যার পক্ষে সওয়াল করা হালাল যায় এবং যার পক্ষে হালাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঋণের জন্য সওয়াল করা যায়

হাদীস : ১৭৩৮ ॥ হযরত কাবীসা ইবনে মুখারেক (রা) বলেন, একবার আমি কিছু দেনার জামিন হয়েছিলাম। অতএব ঋণের ব্যাপারে কিছু চাওয়ার জন্য আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, অবস্থান কর যে পর্যন্ত না আমার কাছে যাকাতের মাল আসে। তখন আমি তা হতে তোমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দান করব। অতপর রাসূল (স) বললেন, তবে মনে রাখও হে কাবীসা! সওয়াল করা এই তিন ব্যক্তির কোন ব্যক্তির ছাড়া কারও পক্ষে হালাল নহে। (১) যে ব্যক্তি কোন দেনার জামিন হয়েছে তার জন্য সওয়াল করা হালাল যে পর্যন্ত না সে ঋণ পরিশোধ করে। অতপর সে নিজকে ঋণ হতে বিরত রাখবে। (২) যে ব্যক্তির উপর কোন বিপদ পৌঁছেছে এবং তার সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে তার জন্য সওয়াল করা হালাল যে পর্যন্ত না তার আবশ্যক পূর্ণ করার মত অথবা তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়েছে এমন কি, যাতে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন তিন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যই অমুক অভাবে পড়েছে, তার জন্য সওয়াল করা হালাল যে পর্যন্ত না সে তার জীবিকা নির্বাহের মত অথবা তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে। এ তিন অবস্থায় সওয়াল ছাড়া অপর সওয়াল হল হারাম। সওয়ালকারী উহা দিয়ে হারাম খায়, হে কাবীসা! –(মুসলিম)

মানুষের কাছে হাত পাতা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নিজের মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে তাদের মাল যাচনা করে, সে নিশ্চয় অঙ্গার যাচনা করে। চাই সে যাচনা কম করুক বা অধিক। –(মুসলিম)

যারা সবসময় সওয়াল করবে তারা দোযখী

হাদীস : ১৭৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ সর্বদা লোকের কাছে সওয়াল করতে থাকবে। পরিণামে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন তার মুখমন্ডলে গোশত থাকবে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

সওয়াল করলে কিছু দিতে হয়

হাদীস : ১৭৪১ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বাড়াবাড়ি করো না সওয়ালে। খোদার কসম! তোমাদের কেউ আমার কাছে কিছু সওয়াল করবে আর তার সওয়াল আমার কাছে হতে তার জন্য কিছু বের করে নিবে অথচ আমি তাতে নাখোশ, এমন হতে পারে না যে, আমি যা তাকে দিয়েছি তাতে বরকত দেওয়া হবে। −(মুসলিম)

নিজের হাতের উপার্জন সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ১৭৪২ ॥ হযরত যুবায়ক ইবনে আওয়্যাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ তার রশি হাতে নিবে এবং উহা দিয়ে নিজের পিঠে করে বহন করে বোঝা আনবে। অতপর বিক্রয় করবে এবং তা দিয়ে আল্লাহ তার আব্রু রক্ষা করবেন এটা তার পক্ষে শ্রেয়তর, লোকের কাছে সওয়াল করা হতে, লোক তাকে কিছু দিবে অথবা মানা করবে। −(বোখারী)

সওয়াল করা থেকে বিরত থাকা উচিত

হাদীস : ১৭৪৩ ॥ হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে কিছু চাইলাম এবং তিনি আমাকে কিছু দিলেন। আমি আবার চাইলাম, তিনি আবার আমাকে কিছু দিলেন। অতপর বললেন, হাকীম, মনে রেখ! এ মাল হল সবুজ মিষ্টি ঘাসের ন্যায়। যে বিনা লোভে গ্রহণ করবে তার জন্য বরকত দেয়া হবে। আর যে লোভের সাথে গ্রহণ করবে, তাতে তার জন্য বরকত দেয়া হবে না এবং সে হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খায় অথচ তৃপ্তি লাভ করে না। উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হাকীম বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! তাঁর কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনার পর আর আমি কারও কাছে চাব না যে পর্যন্ত না আমি দুনিয়া ত্যাগ করি।

−(বোখারী ও মুসলিম)

উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম

হাদীস : ১৭৪৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে সদকা এবং সওয়াল হতে বিরত থাকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, উপরের হাত হল নীচের হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উপরের হাত হল দাতার হাত এবং নীচের হাত হল গ্রহীতার হাত। −(বোখারী ও মুসলিম)

যে লোক হাত পাততে চায়না আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন

হাদীস : ১৭৪৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আনসারীদের কতক লোক রাসূল (স)- এর কাছে কিছু চাইল এবং রাসূল (স) তাদেরকে কিছু দিলেন যাতে তার কাছে যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেল। এ সময় রাসূল (স) বললেন, আমার কাছে যে মাল থাকে তা তোমাদেরকে না দিয়ে কখনও জমা করে রেখ না। যে যাচনা হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ পাক তাকে বেঁচে থাকার উপায় করে দেন এবং যে কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে কারও মুখাপেক্ষী না করেই রাখেন। আর যে ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দেন। মনে রেখ। ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ততর কোন দান কেহ লাভ করতে পারে না। −(বোখারী ও মুসলিম)

সম্পদের পিছনে দৌঁড়ান উচিত নয়

হাদীস : ১৭৪৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলাল্লাহ (স) আমাকে কিছু দিতে চাইতেন আর আমি বলতাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অপেক্ষা যে অধিক গরীব তাকে দিন। রাসূল (স) বলতেন, এটা গ্রহণ কর এবং নিজের অধিকারে আন। অতপর তুমি নিজে দান কর। শুন! তোমার আগ্রহ ও যাচনা ছাড়া এই ধন-সম্পদের যা তোমার কাছে আসে, তা গ্রহণ করবে এবং যা এরূপে আসবে না তার পিছনেও নিজের মনকে লাগিয়ে রাখবে না।

−(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সওয়াল করলে মুখমণ্ডলে ক্ষত হয়

হাদীস : ১৭৪৭ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সওয়াল হল ক্ষতস্বরূপ যা দিয়ে সওয়ালকারী নিজের মুখমণ্ডলকে ক্ষত করছে। এখন যে চাহে আপন মুখমণ্ডলকে অক্ষত রাখতে পারে আর যে চাহে উহাকে ক্ষত করতে পারে; কিন্তু কারও পক্ষে দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারীর কাছে সওয়াল করা যার কাছে জনসাধারণের প্রাপ্য রয়েছে, অথবা যার সওয়াল ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই তার পক্ষে সওয়াল ঐরূপ নহে।

−(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

সওয়ালকারীর মুখমণ্ডল কিয়ামতের দিন ক্ষত সৃষ্টি হবে

হাদীস : ১৭৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মানুষের কাছে সওয়াল

করে অথচ ওটা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মত সম্বল তার আছে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে হাজির হবে তখন তার সওয়াল তার মুখমণ্ডলে ক্ষতস্বরূপ হবে। এ সময় রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি পরিমাণ মাল তাকে সওয়াল হতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে? রাসূল (স) বললেন পঞ্চাশ দিরহাম (১২.৫০) অথবা উহার পরিমাণ স্বর্ণ। −(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

দুবেলার খানা থাকলে সওয়াল করা যাবে না

হাদীস : ১৭৪৯ ॥ হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সওয়াল করে অথচ তার কাছে এমন সম্বল রয়েছে, যা তাকে সওয়াল হতে বাঁচাতে পারে, নিশ্চয় সে আগুন অধিক সংগ্রহ করছে। এ হাদীসের রাবী নোফায়লী অন্যত্র বলেছেন, সে কি পরিমাণ সম্বল যা থাকলে কারও পক্ষে সওয়াল করা উচিত হয় না? রাসূল (স) বললেন, সকাল বিকাল পরিমাণ খানা থাকলে। অপর জায়গায় নোফায়লী বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার কাছে এক দিনের অথবা এক রাত-দিনের খাদ্য থাকে। −(আবু দাউদ)

চল্লিশ দিরহাম থাকলে সওয়াল করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৫০ ॥ তাবেঈ আতা ইবনে ইয়াসার (রা) বনী আসাদ গোত্রের এক সাহাবী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কারও কাছে কিছু সওয়াল করেছে অথচ তার কাছে এক উকিয়া অর্থাৎ ৪০ দিরহাম অথবা সে পরিমাণ সম্বল আছে, সে নিশ্চয় জোর করে সওয়াল করেছে। −(মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সওয়াল করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৫১ ॥ হযরত হুবশী ইবনে জুনাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সওয়াল হালাল নয় অভাবহীন গনী ব্যক্তির জন্য আর না অবিকলাঙ্গ সক্ষম পুরুষের জন্য। দু' ব্যক্তি ছাড়া। (১) সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি ও (২) অপমানকর দেনায় আবদ্ধ লোক। যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে সওয়াল করবে কিয়ামতের দিন সওয়াল তার মুখমণ্ডলে ক্ষতস্বরূপ হবে এবং দোযখের উত্তপ্ত-প্রস্তর খণ্ডরূপ হবে যা সে খেতে থাকবে। এটা জানার পর যে চায় সওয়াল কম করুক আর যে চায় বেশি করুক। −(তিরমিযী) যঈফ-৩৭৪

রাসূল (স) ভিক্ষা পছন্দ করতেন না

হাদীস : ১৭৫২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, আনসারীদের এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে সওয়াল করতে আসল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কিছু নেই? সে বলল, একটি কম দামী কম্বল আছে যার দিক আমরা গায়ে দেই আর অপর দিক বিছিয়ে থাকি এবং একটি কাঠের পেয়ালা আছে যাতে করে আমরা পানি পান করি। রাসূল (স) বললেন, উভয়টি আমার কাছে নিয়ে আস। সে উভয়টি তার কাছে নিয়ে আসল। রাসূল (স) উভয়টিকে নিজের হাতে গ্রহণ করে বললেন, এ দুটি জিনিস কে খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টি এক দিরহামে নিতে পারি। রাসূল (স) দু'বার অথবা তিনবার বললেন, এক দিরহামের উপর কে বেশি দিতে পার? এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি দু' দিরহামের নিতে পারি। তিনি উভয়টি তাকেই দিলেন। রাসূল (স) দিরহাম দুটি নিলেন এবং আনসারীকে দিয়ে বললেন, যাও এক দিরহাম দিয়া খাদ্য খরিদ কর এবং সেখানে নিজের পরিবারকে দাও, আর অপর দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল খরিদ কর এবং আমার কাছে নিয়ে আস। কথা মতে সে কুড়াল ক্রয় করে নিয়ে আসল। রাসূল (স) আপন হাতে কুড়ালে কাঠের বাট লাগালেন। অতপর বললেন, যাও, কাঠ কাটতে থাক এবং বিক্রয় করতে থাক। খবরদার, আমি যেন পনের দিন তোমাকে এখানে না দেখি। সে ব্যক্তি গেল এবং সে মতে কাঠ কাটতে ও বিক্রয় করতে লাগল। সে রাসূল (স)-এর কাছে আসল তখন সে দশ দিরহামের মালিক। অতপর সে কিছু দিয়ে বস্ত্র খরিদ করল এবং কিছু দিয়ে খাদ্য। এ সময় রাসূলাল্লাহ (স) বললেন, এটা তোমার জন্য সওয়াল করা অপেক্ষা উত্তম অথচ সওয়াল কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় দাগস্বরূপ হবে। মনে রেখ, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারও পক্ষে সওয়াল করা সঙ্গত নহে। সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি, অপমানকর দেনার দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তি এবং পীড়াদায়ক রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তি। −(আবু দাউদ। ইবনে মাজাহ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।) যঈফ-৩৭৫

অভাবে পড়লে তা প্রকাশ করতে নেই

হাদীস : ১৭৫৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অভাবে পতিত হয়েছে এবং তার সওয়াবের কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করেছে তার অভাব দূরীভূত হবে না। আর যে আল্লাহর কাছে নিবেদন করেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন। হয় শীঘ্র তার মৃত্যু ঘটান দ্বারা অথবা গৌণে তাকে সম্পদ দানের মাধ্যমে। −(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক লোকের কাছে সওয়াল করতে হয়

হাদীস : ১৭৫৪ ॥ তাবেঈ ইবনে ফেরাসী হতে বর্ণিত আছে, তার পিতা ফেরাসী বলেছেন, আমি একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি কারও কাছে কিছু চাইতে পারি? রাসূলাল্লাহ (স) বললেন, না। যদি অগত্যা তোমার তা চাহিতেই হয়, তবে নেক ব্যক্তিদের কাছে চাহিবে। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আল্লাহর জন্যে কাজ করলে তার বিনিময় আল্লাহ দিবেন

হাদীস : ১৭৫৫ ॥ সাহাবী হযরত ইবনে সায়েদী (রা) বলেন, একবার খলীফা ওমর আমাকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। যখন আমি কাজ সমাধা করলাম এবং উসূলকৃত অর্থ তার কাছে দিলাম, তিনি আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিলেন। আমি বললাম, আমি এ কাজ শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে করেছি। সুতরাং আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকটই। উত্তরে তিনি বললেন, যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করুন। আমিও একবার রাসূলাল্লাহ (স)-এর যমানায় তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তিনি আমাকে পারিশ্রমিকরূপে কিছু দিয়েছিলেন। তখন আমিও আপনার কথার ন্যায় কথা বলেছিলাম। তখন রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, সওয়াল করা ছাড়া যখন জিনিস লাভ করবে, তা খাবে ও অপরকে দান করবে। –(আবু দাউদ)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সওয়াল করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৫৬ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আরাফাতের দিনে এক ব্যক্তিকে সওয়াল করতে শুনে বললেন, এ দিনে এবং এ স্থানে তুমি আল্লাহ ছাড়া অপরের কাছে সওয়াল করছ? অতপর তিনি তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন। –(রযীন)

আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে হবে

হাদীস : ১৭৫৭ ॥ হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি বলছেন, জেনে রাখ, হে লোক সকল! লালসা হচ্ছে অভাব এবং নিরাশা হচ্ছে তাওয়াঙ্গারী। যখন মানুষ কোন বিষয়ে নিরাশ হয়ে যায় তখন সে সম্পর্কে সে বেনিরায হয়ে যায়। –(রযীন)

মানুষের কাছে কিছু না চাওয়ার ওয়াদা করলে বেহেশতী

হাদীস : ১৭৫৮ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বলেন, যে আমার কাছে অঙ্গীকার করতে পারে যে, সে মানুষের কাছে কিছু চাবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের অঙ্গীকার করতে পারি। এ কথা শুনে সওবান বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি এ অঙ্গীকার করতে পারি। রাবী বলেন, অতপর হযরত সওবান কারও কাছে কিছু চাননি। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজেই করতে হয়

হাদীস : ১৭৫৯ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে ডেকে এ অঙ্গীকার করালেন, তুমি মানুষের কাছে সওয়াল করবে না। এমন কি তিনি এটা বললেন যে, তোমার চাবুক সম্পর্কেও না, যদি তা পড়ে যায়, যে পর্যন্ত না তুমি নিজে বাহন হতে অবতরণ করে তা উঠিয়ে লও। –(আহমদ)

চতুর্দশ অধ্যায়

দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিন দিনের বেশি মাল রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ১৭৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আমার কাছে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবে আমি তখনই সন্তুষ্ট হব, যখন তিন দিন গোজারিতে না গোজারিতেই সে স্বর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়; সামান্য পরিমাণ ছাড়া যা আমি আমার দেনার জন্য রাখি। –(বোখারী)

ফেরেশতাগণ দাতাকে সাহায্য করতে দোআ করেন

হাদীস : ১৭৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই আল্লাহর বান্দাগণ ভোরে জাগ্রত হয় তখন আকাশ হতে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাও তুমি দাতাকে প্রতিদান এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! দাও তুমি কৃপণকে সর্বনাশ। –(বোখারী ও মুসলিম)

হিসাব করে দান করবে না

হাদীস : ১৭৬২ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, দান করতে থাকবে এবং হিসাব করবে না, যাতে হিসাব করেন আল্লাহ তোমাকে দান করতে এবং ধরে রাখবে না যাতে আল্লাহ ধরে রাখেন তোমার ব্যাপার। তোমার সামর্থ্য অনুসারে সামান্য হলেও দান করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দান করলে আল্লাহ সাহায্য করবেন

হাদীস : ১৭৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! দান কর তুমি, দান করব আমি তোমাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৬৪ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার আবশ্যকের অতিরিক্ত যা আছে, তা দান করবে এটা তোমার পক্ষে মঙ্গল এবং ধরে রাখবে এটা তোমার পক্ষে অমঙ্গল। তবে নিন্দার যোগ্য হবে না তুমি তোমার জীবন ধারণ পরিমাণ ধরে রাখায় এবং প্রথমে দান করবে তোমার পোষ্যদেরকে। -(মুসলিম)

কৃপণতা ইসলামে জায়েম নেই

হাদীস : ১৭৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কৃপণ এবং দাতার উদাহরণ সেই দু' ব্যক্তির, যাদের গায়ে রয়েছে দুটি লোহার বর্ম যার দরুন তাদের দুই হাত তাদের বুকের ও গলার হাসুলির সাথে লেগে গিয়েছে, অতপর দাতা ব্যক্তি যখন দান করতে চায়, তখন তা সম্প্রসারিত হয় এবং কৃপণ যখন দান করতে ইচ্ছা করে, আরও কমে যায় এবং উহার প্রত্যেক কড়া নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কৃপণতা করলে ধ্বংস হবে

হাদীস : ১৭৬৬ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যুলুম হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, যুলুম হবে কিয়ামতের দিন অন্ধকারস্বরূপ এবং বেঁচে থাকবে কৃপণতা হতে। কেননা, কৃপণতা ধ্বংস করেছে তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে। কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়লোকে ধ্বংস হয়েছে। -(মুসলিম)

দ্রুত দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৬৭ ॥ হযরত হারেসা ইবনে ওহব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তাড়াতাড়ি দান কর! কেননা, তোমাদের প্রতি এমন সময় আগমন করছে, যে সময় মানুষ আপন দান নিয়ে ফিরবে; কিন্তু দান গ্রহণ করতাম; কিন্তু আজ আমার কোন প্রয়োজন নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

সুস্থ অবস্থায় দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দান সওয়াবের দিক দিয়ে বড়? রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি সুস্থ থাক, ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর; অপর দিকে ভয় কর তুমি দারিদ্রের এবং আশা রাখ ধনী হবার তখনকার দান। সুতরাং তুমি অপেক্ষা করবে না দান করতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় পর্যন্ত, তখন তুমি বলবে এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য, অথচ মাল অমুকের হয়েই গেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দান করার জন্য রাসূল (স) উৎসাহ দিয়েছেন

হাদীস : ১৭৬৯ ॥ হযরত হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে পৌঁছলাম। তখন তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় সমাসীন। যখন তিনি আমাকে দেখলেন, বললেন, কাবার খোদার কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক! তারা কারা? রাসূল (স) উত্তর করলেন, যাদের ধন বেশি তারা কিন্তু সে ব্যক্তি যে এরূপ করে, এরূপ কর, এরূপ করে, আপন সামনের দিকে পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে আর এইরূপ লোক খুব কমই। -(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা :

হাদীস নং : ১৭৬৫ ॥ অর্থাৎ, দাতা দান করতে চাইলে তার অন্তর প্রসারিত হয় আর কৃপণ দান করতে ইচ্ছা করলে তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাতা ব্যক্তি আল্লাহর নিকটতম হতে পারে

হাদীস : ১৭৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাতা ব্যক্তি আল্লাহর কাছে, বেহেশতেরও কাছে, মানুষেরও কাছে অথচ দোযখ হতে অনেক দূরে এবং কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হতে দূরে, বেহেশত হতেও দূরে, মানুষ হতেও দূরে অথচ দোযখের অতি কাছে। নিশ্চয় মূর্খ দাতা কৃপণ সাধক অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। -(তিরমিযী)

দান জীবিত কালেই করতে হয়

হাদীস : ১৭৭১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও জীবনকালে এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম। -(আবু দাউদ)

মৃত্যুর পূর্বে দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৭২ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মৃত্যুকালে দান করে অথবা দাসদাসী আযাদ করে, তার উদাহরণ সে ব্যক্তির মত যে পেট ভরে খাওয়ার পর হাদিয়া দেয়। -(আহমদ, নাসাঈ, দারেমী ও তিরমিযী। তবে তিরমিযী উহাকে সহীহ বলেছেন।)

কৃপণতা ও দুর্ব্যবহার মুমিনের মধ্যে থাকে না

হাদীস : ১৭৭৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ দুটি স্বভাব কোন মুমিনের মধ্যে একত্র হতে পারে না। কৃপণতা ও দুর্ব্যবহার। -(তিরমিযী)

কৃপণ লোক বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ১৭৭৪ ॥ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশ করবে না প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়। (তিরমিযী)

কৃপণতা খারাপ স্বভাব

হাদীস : ১৭৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও মধ্যে যে সকল মন্দ স্বভাব হতে পারে তার মধ্যে এ দুটি হল অতি মন্দ। অন্তর অস্থিরকারী কৃপণতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী কাপুরুষতা। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দানের হাত সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ১৭৭৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলাল্লাহ (স)-এর কোন কোন স্ত্রী রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে প্রথমে আপনার সাথে মিলিত হবেন? রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত বড় সে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন তারা কাঠ খণ্ড নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। দেখা গেল, হযরত সওদাই সকলের অপেক্ষা দীর্ঘ হাত বিশিষ্টা। কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে, 'হাত বড়' অর্থে এখানে বড় দাতাকেই বুঝান হয়েছে। আমাদের মধ্যে হযরত যয়নবই প্রথমে তার সাথে মিলিত হলেন আর তিনি দানকে ভালবাসতেন। -(বোখারী)

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় আছে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে আমার সাথে প্রথমে মিলিত হবে সে যার হাত বড়। আয়েশা বলেন, এতে স্ত্রীগণ পরস্পরে হাত মাপতে লাগলেন তাদের মধ্যে কার হাত বড়? আয়েশা বলেন, আমাদের মধ্যে হযরত যয়নবই ছিলেন বড় হাত বিশিষ্টা। কেননা, তিনি নিজের হাত দিয়ে কাজ করতেন এবং দান করতেন।

যে কোন লোককে দান করা যায়

হাদীস : ১৭৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, পূর্ব যমানার লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, নিশ্চয় আমি একটি দান করব। অতপর সে নিজের দান নিয়ে বের হল এবং তার দান এক চোরের হাতে দিল। সকালে লোক বলাবলি করতে লাগল, এ রাতে একজন চোরকে দান করা হয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শোকর আমি যে, চোরকেও দান করতে পেরেছি। সে বলল, নিশ্চয় আমি আর একটি দান করব। অতপর সে দান নিয়ে বের হল এবং একটি বেশ্যার হাতে দিল। সকালে লোক বলাবলি করতে লাগল, এই রাতে একটি বেশ্যাকে দান করা হয়েছে। তখন সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শোকর আমি যে বেশ্যাকেও দান করতে পেরেছি। পুনরায় সে বলল, নিশ্চয় আমি আর একটি দান করব। অতপর সে দান নিয়ে বের হল এবং একজন মালদার লোকের হাতে দিল। সকালে লোক বলাবলি করতে লাগল, আজ রাতে একজন মালদারের প্রতি দান করা হয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শোকর আমি যে, চোর, বেশ্যা ও মালদারকেও দান করতে পেরেছি। অতপর তাকে স্বপ্নে দেখান হল

এবং বলা হল যে, তোমার চোরকে দান করাতে সম্ভবত সে তোমার দানের কারণে চুরি হতে বিরত থাকবে এবং বেশ্যা তার বেশ্যাবৃত্তি হতে বাঁচতে চেষ্টা করবে, বাকি রইল মালদার, সে এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং নিজেও দান করবে যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন তা হতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলাল্লাহ (স) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি এক মাঠে অবস্থান করছিল এমন সময় মেঘের মধ্যে এক শব্দ শুনতে পেল, অমুকের বাগানে পানি দাও। অতপর মেঘমালা সে দিকে সরে গেল এবং প্রস্তরময় স্থানে বর্ষিত হল। তখন দেখা গেল, তথাকার নালাসমূহের এক নালা সমস্ত পানি নিজের মধ্যে পুরে নিল। তখন সে ব্যক্তি পানির অনুসরণ করল এবং দেখল যে, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে সেচুনী দিয়ে পানি সেচছে। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক। যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছিল। তখন এ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কেন আমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করলে? সে বলল, যে মেঘের এ পানি সেই মেঘের মধ্যে আমি একটি শব্দ শুনেছি। তোমার নাম করে বলা হয়েছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও! তুমি উহা দ্বারা কি কি কাজ কর? সে উত্তর করল, যখন তুমি এটা বললে তখন শুন, উহাতে যা ফলে তার প্রতি আমি দৃষ্টি করি এবং ভাগ করি। এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি ও আমার পরিবার খাই এবং অপর ভাগ বপন করি। -(মুসলিম)

আল্লাহর সম্পদের শোকরগুজারী হতে হয়

হাদীস : ১৭৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, বনি ইসরাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি। এক শ্বেত-কুষ্ঠ রোগী, এক মাথায় টাক পড়া ব্যক্তি ও এক অন্ধ, এ তিন জনকে আল্লাহ পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন এবং এক ফেরেশতাকে তাদের কাছে পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, উত্তম রং ও উত্তম চর্ম এবং লোক আমাকে যার কারণে ঘৃণা করে, আমার হতে তা দূর হয়ে যাওয়া। রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলালেন আর তার ঘৃণার জিনিস দূর হয়ে গেল এবং তাকে ভাল রং ও ভাল চর্ম দেয়া হল। অতপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন মাল তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বলল, উট অথবা গরু। বর্ণনাকারী রাবী ইসহাক সন্দেহ করে বলেন যে, কুষ্ঠ রোগী অথবা মাথায় টাক পড়া ব্যক্তি। এ দুয়ের মধ্যে একজন উট এবং অপরজন গরু চেয়েছিলেন। রাসূল (স) বলেন, সুতরাং তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী মাদী উট দেয়া হল এবং ফেরেশতা দোআ করলেন, আল্লাহ তোমাকে যেন বরকত দেন।

রাসূল (স) বলেন, অতপর ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, উত্তম চুল এবং যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা আমা হতে দূর হয়ে যাওয়া। রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলালেন, যাতে তার টাক দূর হয়ে গেল এবং তাকে উত্তম চুল দান করা হল। অতপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন মাল অধিক প্রিয়? সে বলল, গরু। সুতরাং তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করা হল এবং ফেরেশতা দোআ করলেন, আল্লাহ যেন তোমার মালে বরকত দেন।

রাসূল (স) বলেন, অতপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কি? সে উত্তর করল, আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন যাতে আমি লোকদেরকে দেখতে পাই। রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত ফিরালেন আর আল্লাহ পাক তার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিলেন। অতপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন মাল অধিক প্রিয়? সে বলল, ছাগল ভেড়া। সুতরাং তাকে একটি আসন্ন প্রসবা ছাগল দেয়া হল। অতপর উট, গরু বাচ্চা জন্ম দিল এবং ছাগল ছানা প্রসব করল যাতে এক মাঠ উট, এক মাঠ গরু আর এই ব্যক্তির এক মাঠ ছাগল হয়ে গেল।

রাসূল (স) বলেন, অতপর সেই ফেরেশতা আপন পূর্ব অবয়ব ও পূর্ব বেশে সে শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, আমি একজন দরিদ্র মিসকীন ব্যক্তি, সফরে আমার সমস্ত সামর্থ্য শেষ হয়ে গেছে। এখন আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া ঘরে পৌছার আমার কোন উপায় নেই। অতপর আপনার সাহায্য। আমি আপনার কাছে আল্লাহর নামে যিনি আপনাকে এ সুন্দর রং, এ সুন্দর চর্ম এবং এত সকল উট দান করেছেন একটি উট ভিক্ষা চাই যা দিয়ে আমি আমার সফর হতে ঘরে পৌছতে পারি। সে উত্তর করল, আমার অনেক দেয় রয়েছে। ফেরেশতা বললেন, মনে হয় যেন আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি দরিদ্র কুষ্ঠী ছিলে না, যাতে লোক তোমায় ঘৃণা করত। অতপর আল্লাহ তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন? তখন সে বলল, এ সকল মাল তো আমি বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যুক হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার সে অবস্থায় ফিরিয়ে নিন, যে অবস্থায় তুমি পূর্বে ছিলে।

রাসূল (স) বলেন, অতপর ফেরেশতা আপন পূর্ণ অবয়বে টাকওয়ালার কাছে আসলেন এবং তার কাছে জ্ঞাপন করলেন যা কুষ্ঠের কাছে জ্ঞাপন করেছিলেন, তার মতই এবং তার উত্তরে সে বলল, যা কুষ্ঠ উত্তর করেছিল তার মতই। অতপর বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার সে অবস্থায় ফিরিয়ে দিন, যে অবস্থায় তুমি পূর্বে ছিলে।

রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা আপন পূর্ব বেশে অন্ধ ব্যক্তির কাছে এসে বললেন, আমি একজন দরিদ্র ও মুসাফির। সফরে আমার সামর্থ্য ফুরিয়ে গেছে, এখন আল্লাহ ছাড়া ঘরে পৌছার আমার কোন উপায় নেই, অতপর আপনার সাহায্য। আমি আল্লাহর নামে যিনি আপনাকের আপনার জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে একটি ছাগল ভিক্ষা চাই যা দিয়ে আমি আমার সফর হতে ঘরে পৌছতে পারি। তখন সে বলল, সত্যই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমাকে চক্ষু দান করেছেন, তুমি যা ইচ্ছা গ্রহণ কর আর যা ইচ্ছা রেখে যাও! খোদার কসম আল্লাহর নামে আজ তুমি যা নিতে চাবে, আমি অস্বীকার করব না এবং তোমাকে কষ্টে নিক্ষেপ করব না। তখন ফেরেশতা বললেন, তুমি তোমার মাল রেখে দাও! তোমাদের পরীক্ষা করা হল এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন আর তোমার সাথীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট।

−(বোখারী ও মুসলিম)

সওয়াল করলে কিছু না কিছু দিতে হয়

হাদীস : ১৭৮০ ॥ হযরত উম্মে বুজায়দ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! কখনও মিসকীন আমার দ্বারে দাঁড়ায় যাকে আমি লজ্জাবোধ করি অথচ আমার ঘরে এমন কিছু থাকে না যা আমি তার হাতে দিতে পারি। রাসূল (স) বললেন, তার হাতে দিতে চেষ্টা কর যদিও একটা পোড়া খুরও হয়। −(আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

ভিক্ষুককে গোশত না দেওয়ায় পাথর হয়ে গেল

হাদীস : ১৭৮১ ॥ হযরত ওসমান গণীর এক ভৃত্য হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাকে কিছু গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আর রাসূল (স) গোশত পছন্দ করতেন। অতএব, উম্মে সালামা আপন খাদেমাকে বললেন, গোশত ঘরে রেখে দাও! রাসূল (স) তা খেতে পারেন। সুতরাং খাদেমা উহা ঘরের একটি তাকে রেখে দিল। এ সময় একটি ভিক্ষুক এসে দরজায় দাঁড়াল এবং বলল, আমাকে কিছু দিন! আল্লাহ আপনাদের বরকত দিবেন! ঘরওয়ালা উত্তর দিলেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন! সুতরাং ভিক্ষুকটি চলে গেল। অতপর রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে উম্মে সালামা! তোমাদের কাছে কিছু আছে যা আমি খেতে পারি? উত্তরে উম্মে সালামা বললেন, হ্যাঁ আছে। অতপর উম্মে সালামা আপন খাদেমাকে বললেন, যাও সেই গোশতগুলি রাসূল (স)-কে এনে দাও। সুতরাং খাদেমা গেল; কিন্তু তাকে এক খণ্ড পাথর ছাড়া কিছুই পেল না। দেখে রাসূল (স) বললেন, সে গোশত খন্ডই পাথর খন্ড হয়ে গেছে, যেহেতু তোমরা উহা ভিক্ষুককে দাও নি। −(বায়হাকী দালায়েলে নবুওতে)

মন্দন্তরের লোকের পরিচয়

হাদীস : ১৭৮২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন বললেন, আমি কি তোমাদের বলব না সর্বাপেক্ষা মন্দন্তরের ব্যক্তি কে? উত্তরে বলা হল, হ্যাঁ, বলুন! রাসূল (স) বললেন, সে ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয় আর সে তাঁর নামে কিছু দেয় না। −(আহমদ)

সম্পদে আল্লাহর হক আদায় করলে বেহেশতী

হাদীস : ১৭৮৩ ॥ হযরত আবু যর গেফারী হতে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি খলিফা হযরত ওসমানের দরবারে প্রবেশ করতে অনুমতি চাইলেন। খলিফা তাকে অনুমতি দিলেন আর তিনি প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। এ সময় হযরত ওসমান হযরত কাবে আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, আবদুর রহমান মারা গেছেন এবং অনেক ধন সম্পত্তি রেখে গেছেন, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কাব উত্তরে বললেন, যদি তিনি আল্লাহর হক আদায় করে থাকেন, তাহলে কোন ভয় নেই। এ কথা শুনে হযরত আবু যর ছড়ি উঠালেন এবং কাবের গায়ে মারলেন আর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি এ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আমার হয় অতপর আমি উহা দান করতে থাকি আর আমার হতে উহা কবুলও করা হয় তাহলেও আমি পছন্দ করি না যে, উহার মাত্র ছয় উকিয়া সোনাও আমি ছেড়ে যাই। হে ওসমান! আমি আপনাকে খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি শুনেন নি? তিনি এটা তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। হযরত ওসমান বললেন, হ্যাঁ। −(আহমদ) যঈফ — ৮৫২

কোন সম্পদই জমা করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৮৪ ॥ হযরত উকবা ইবনে হারেস (রা) বলেন, আমি মদীনায় রাসূল (স)-এর পিছনে আসরের নাম

পড়লাম। তিনি সালাম ফিরালেন। অতপর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন এবং মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে তার কোন এক স্ত্রীর হুজরার দিকে গেলেন। তাঁর এই তাড়াতাড়ি প্রস্থানে লোকগণ বিস্মিত হল অতপর তিনি তাদের কাছে আসলেন এবং দেখলেন যে, তার এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কারণে তারাও বিস্মিত হয়েছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আমাদের ঘরে কিছু স্বর্ণ আছে, যার কথা এখন আমার মনে পড়ল। আমি অপছন্দ করলাম যে, এটা আমাকে বাধা দিবে। তাই আমি তা বন্টন করে দিতে বলে আসলাম। -(বোখারী)

তাঁর অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বললেন, আমি ঘরে কিছু যাকাতের স্বর্ণ রেখে এসেছিলাম, কিন্তু আমি অপছন্দ করলাম যে, রাতে তা আমার কাছে রাখি।

রাসূল (স) মৃত্যুর পূর্বেও দান করেছেন

হাদীস : ১৭৮৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স)-এর শেষ রোগে আমার কাছে তাঁর ছয় কি সাতটি দীনার ছিল এবং সে দিনার বন্টন করে দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (স)-এর রোগ আমাকে উহা বন্টন করা হতে বিরত রেখেছিল। অতপর তিনি আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, সে ছয় বা সাতটি দীনারের কি হল? আয়েশা বললেন, বন্টন করা হয়নি। খোদার কসম! আপনার রোগই আমাকে বন্টন করা হতে বিরত রেখেছে। এ কথা শুনে রাসূল (স) সে দিনার আনালেন, অতপর নিজের পবিত্র হাতে রেখে বললেন, বল দেখি! আল্লাহর নবীর কি অবস্থা হবে, যদি তিন এখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন আর তাঁর কাছে দীনারগুলি থেকে যায়। -(আহমদ)

খাদ্য জমা করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ১৭৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) একদিন বেলালের কাছে পৌঁছলে, তখন তার কাছে খেজুরের একটি স্তুপ ছিল। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল! এটি কি? বেলাল বললেন, সামান্য জিনিস, আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করেছি। রাসূল (স) বললেন, তুমি কি ভয় কর না যে, কাল কিয়ামতের দিন দোযখের আগুনে তুমি এর ধোয়া দেখতে পাবে? বেলাল, এটা দান করে ফেল এবং আরশের মালিকের পক্ষ হতে তোমাকে অভাবগ্রস্ত করে দেয়ার ভয় করিও না।

দানশীলতা বেহেশতে গাছস্বরূপ

হাদীস : ১৭৮৭ ॥ হযরত হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দানশীলতা বেহেশতের একটি বৃক্ষস্বরূপ। যে ব্যক্তি দানশীল সে যেন গাছের একটি শাখা ধরে আর শাখা তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেয় এবং কৃপণতা হচ্ছে দোযখের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি কৃপণ সে যেন একটি শাখা ধরেছে আর শাখা তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে দোযখে পৌঁছিয়ে দেয়।

যঈফ—৩৮৩ -(বায়হাকী এই হাদীস দুইটি শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

দান দ্রুত করতে হয়

হাদীস : ১৭৮৮ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে। কেননা, বিপদাপদ উহাকে অতিক্রম করতে পারে না। -(রযীন) যঈফ—৩৮৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

দানের মাহাত্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

হালাল সম্পদ দান করতে হয়

হাদীস : ১৭৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে আর আল্লাহ গ্রহণ করেন না হালাল ব্যতীত আল্লাহ পাক উহা আপন ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতপর পালেন উহাকে দাতার জন্য যেভাবে তোমাদের কেহ পালে আপন ঘোড়ার বাচ্চাকে যাতে সে ঘোড়া পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশ করলে আল্লাহ উন্নত করেন

হাদীস : ১৭৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দান ধন কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তাঁকে উন্নত করেন। -(মুসলিম)

দানের পরিমাণের চেয়ে বেশি প্রতিদান পাওয়া যায়

হাদীস : ১৭৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের এক জোড়া আল্লাহর রাস্তার দান করবে, তাকে বেহেশতের সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে অথচ বেহেশতের দরজা রয়েছে অনেক। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্গত হবে, তাকে নামাযের দরজা হতে আহ্বান করা হবে, আর যে ব্যক্তি দাতাদের অন্তর্গত হবে, তাকে দানের দরজা হতে আহ্বান করা হবে। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, যে ব্যক্তিকে বেহেশতের দিকে আহ্বান করা হবে, তার পক্ষে দরজা হতে আহূত হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই। তবে কি কেউ সকল দরজা হতে আহূত হবে? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, আর আমি আশা করি, আপনি তাদের মধ্যে একজন হবেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

সদগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বেহেশতী

হাদীস : ১৭৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযাদার হিসেবে ভোরে উঠেছ? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স) এ অধীন। অতপর রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন জানাযার নামাযে শরীক হয়েছে? হযরত আবু বকর (লা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) এ অধীন। আবার রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন দরিদ্রকে খানা খাওয়ায়েছ? হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) এ অধীনে। পুনরায় রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন রোগীকে দেখতে গিয়াছে? এবারও হযরত আবু বকর (রা) বললেন, এ অধীন। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, এতগুলি সদগুণ যার মধ্যে একত্র হবে, সে নিশ্চয় বেহেশতে যাবে।
−(মুসলিম)

প্রতিবেশীকে সাহায্য করা ইসলামের বিধান

হাদীস : ১৭৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশীনী যেন আপন প্রতিবেশীনীকে উট বা ছাগলের একটি খুব দান করাকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করে।
−(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিটি ভাল কাজ দান স্বরূপ

হাদীস : ১৭৯৪ ॥ হযরত জাবের ও হোযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক ভাল কাজই একটি দান।
−(বোখারী ও মুসলিম)

কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা করাও ভাল কাজ

হাদীস : ১৭৯৫ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ভাল কাজকেই তুচ্ছ মনে করবে না, যদিও হয় উহা তোমার ভাইয়ের সাথে প্রসন্ন মুখে সাক্ষাৎ করা। −(মুসলিম)

খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা দানের সমতুল্য

হাদীস : ১৭৯৬ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানেরই দান করা উচিত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি দান করার কিছু না পায়? রাসূল (স) বললেন, তখন সে যেন আপন হাতে কাজ করে, অতপর তা দিয়ে নিজেও উপকৃত হয় এবং অন্যকেও দান করে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে অথবা এটা করতে না পারে? রাসূল (স) বললেন, তখন সে উৎপীড়ত অভাবগ্রস্তের সাহায্য করবে। তাঁরা বললেন, যদি সে এরূপও করতে না পারে? রাসূল (স) বললেন, তখন সে যেন ভাল কাজে উপদেশ হলেও দেয়। তাঁরা বললেন, যদি সে এটাও না করে? রাসূল (স) বললেন, তখন সে যেন অন্তত মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে। এটাই তার পক্ষে দান। −(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের প্রতি মুহূর্তে দান করা উচিত

হাদীস : ১৭৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তেই প্রত্যেক দিবসে যাতে সূর্য উদিত হয় একটি দান হওয়া উচিত। দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় বিচার করাও একটি দান এবং কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠিতে সাহায্য করা। তাকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে দেয়া অথবা তার কোন আসবাব সওয়ারীর উপর উঠিয়ে দেয়াও একটি দান। কারও সাথে উত্তম কথা বলাও একটি দান। নামাযের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপও একটি দান এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও একটি দান। −(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের তিনশত ষাটটি গ্রন্থি আছে

হাদীস : ১৭৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানকেই তিনশত ষাটটি গ্রন্থি সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, যে ঐ তিনশত ষাট সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহ আকবর বলল, আলহামদু লিল্লাহ বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, আস্তাগফিরুল্লাহ বলল অথবা মানুষের চলার পথ হতে একটি পাথর বা কাঁটা বা হাড় সরিয়ে দিল, অথবা কাকেও কোন ভাল কাজের উপদেশ দিল, অথবা কোন খারাপ কাজ হতে নিষেধ করল, ঐ ৩৬০ সংখ্যা পরিমাণ সে দিন সে চলতে রইল নিজকে দোযখ হতে দূরে রেখে। -(মুসলিম)

ভাল কাজের উপদেশ দেওয়া সদকার সমতুল্য

হাদীস : ১৭৯৯ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ বলাই' একটি সদকা, প্রত্যেক 'আল্লাহ আকবার' বলাই একটি সদকা, প্রত্যেক 'আলহামদু লিল্লাহ' বলাই একটি সদকা, প্রত্যেক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'বলাই একটি সদকা এবং ভাল কাজের উপদেশ দেওয়াও একটি সদকা এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি সদকা। এমন কি স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেহ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর উহাতেও কি তার সওয়াব হবে? রাসূল (স) বললেন তোমরা বল দেখি! যদি তোমাদের কেউ তা হারামে স্থাপন করত, তবে তার পক্ষে গোনাহ কত কিনা? এরূপে যখন সে হালালে স্থাপন করল তাতেও তার সওয়াব হবে। -(মুসলিম)

উত্তম দান হল দুধাল উট এবং বকরী

হাদীস : ১৮০০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিন্তু উত্তম দান দুধেল উটনী ও দুধেল ছাগী যা দুধ পানের জন্য কাকেও ধারে দেওয়া হয় যা সকালে এক বাণ্ড দুধ দেয় ও বিকালে এক ভাণ্ড। -(বোখারী ও মসলিম)

গাছ লাগান দানের সমতুল্য

হাদীস : ১৮০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমাই একটি বৃক্ষ রোপণ করবে অথবা কোন শস্য বপন করবে অতপর তা হতে মানুষ অথবা পক্ষী অথবা পশু কিছু খাবে, নিশ্চয় এটা তার জন্য দানরূপে পরিগণিত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত জাবের (রা) হতে মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যা চুরি হয়ে যায় তাও তার জন্য দানরূপে পরিগণিত হয়।

কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে বেশ্যা মুক্তি পেল

হাদীস : ১৮০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একটি বেশ্যা স্ত্রীলোককে মাফ করে দেয়া হয়-যে একটি কূপের পাড়ে অবস্থিত একটি কুকুরের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল, কুকুরটি হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় মারা যাবার উপক্রম হয়েছে। এটা দেখে সে নিজের মোজা খুলে মাথার উড়নীতে বাঁধল, অতপর কুকুরটির জন্য পানি উঠাল। এর ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হল। এ সময় রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ রাসূল (স)! পশুর সেবায়ও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর সেবায়ই সওয়াব রয়েছে।-(বোখারী ও মুসলিম)

বিড়ালকে আটক রাখার কারণে এক মহিলা শাস্তি পেল

হাদীস : ১৮০৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। সে বিড়ালটিকে আটকিয়ে রেখেছিল, যাতে সে না খেয়ে মারা গেল। সে উহাকে খাদ্যও দিত না এবং ছেড়েও দিত না যাতে সে যমীনের কীট পতঙ্গ ধরে খায়। -(বোকারী ও মুসলিম)

রাস্তা থেকে কাটা সরানোর ফলে বেহেশতী

হাদীস : ১৮০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি গাছের ডালের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, অবশ্যই আমি এটা মুসলমানদের পথ হতে সরিয়ে ফেলব যাতে এটা তাদেরকে কষ্ট না দেয়। ফলে তাকে বেহেশতে দাখিল হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

গাছ লাগানোর কারণে বেহেশতী হন

হাদীস : ১৮০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি গাছের কারণে বেহেশতে বেড়াতে দেখেছি, সে গাছটিকে কেটে রাস্তার উপর হতে সরিয়ে ছিল যা মানুষকে কষ্ট দিত। -(মুসলিম)

রাস্তা থেকে কাটা দূর করা একটি সৎকাজ

হাদীস : ১৮০৬ ॥ হযরত আবু বারযা আসলানী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন যা দিয়ে আমি উপকৃত হতে পারি! রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি মুসলমানদের পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সওয়াবের কাজ

হাদীস : ১৮০৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স) হিজরত করে মদীনা আগমন করলেন, আমি তাঁর কাছে আসলাম। যখন আমি তাঁর চেহারা নিরীক্ষণ করলাম বুঝতে পারলাম যে, তার চেহারা কোন মিথ্যুকের চেহারা নহে। তখন তিনি প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, হে লোক সকল! তোমরা সালামের বহুল প্রচলন করবে, অন্ন দান করবে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে এবং রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়বে। লোক যখন ঘুমে থাকে, তাতে তোমরা স্বচ্ছন্দে বেহেশতে প্রবেশ করবে। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

মানুষের মধ্যে সালামের প্রচলন করা একটি ভাল কাজ

হাদীস : ১৮০৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা দয়াময়ের ইবাদত করবে, অন্ন দান করবে এবং সালামের প্রচলন করবে, এর কারণে তোমরা স্বচ্ছন্দে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

দান করলে আল্লাহ পাক খুশি হন

হাদীস : ১৮০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দান আল্লাহ পাকের রোষ প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে। -(তিরমিযী) যঈফ — ৬৮৫

প্রত্যেক ভাল কাজ দানের সমতুল্য

হাদীস : ১৮১০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক সৎ কাজই একটা দান, আর তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমার ভাইয়ের পানির পাত্রে তোমার বালতি হতে ঢেলে দিবে এটাও সৎকাজ। -(আহমদ ও তিরমিযী)

ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে দেখা করাও দানের সমতুল্য

হাদীস : ১৮১১ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার হাস্যমুখ করাও একটি দান, কাকেও সৎ কাজের উপদেশ দেওয়াও একটি দান, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি দান, পথ হারাবার জায়গায় কাকেও পথ দেখানও তোমার একটি দান, কোন চোখহীন ব্যক্তিকে সাহায্য করাও তোমার একটি দান, পথ হতে পাথর, কাঁটা বা হাড় সরানও তোমার একটি দান এবং তোমার বালতি হতে তোমার ভাইয়ের বালতি ভরে দেওয়াও একটি দান। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

পানি হল উত্তম দান

হাদীস : ১৮১২ ॥ হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সা'দের মা মারা গেছেন, তার জন্য কোন দান উত্তম হবে? রাসূল (স) বললেন, পানি। রাবী বলেন, সুতরাং সা'দ একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন, এটা সাদের মার জন্য। -(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

যার পরনে কাপড় নেই তাকে কাপড় দেওয়া উচিত

হাদীস : ১৮১৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে তার উলঙ্গতার কাপড় পরাবে, আল্লাহ তাকে বেহেশতের সবুজ জোড়া পরাবেন। আর যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে তার মুখে অন্ন দান করবে, আল্লাহ্ তাকে বেহেশতের ফল খাদ্যরূপে দান করবেন এবং যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে তার পিপাসায় পানি পান করাবে। আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতে মুখ বন্ধ করা বোতলের স্বচ্ছ পানি পান করাবেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী) যঈফ — ৬৮৬

যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে মানুষের হক আছে

হাদীস : ১৮১৪ ॥ হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে মানুষের হক রয়েছে, অতপর রাসূল (স) এই আয়াতটি পাঠ করলেন 'তোমরা নামাযে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এটাই নেক কাজ নয়।' -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) যঈফ — ৬৮৭

কেউ পানি চাইলে তা দেওয়া উচিত

হাদীস : ১৮১৫ ॥ সাহাবীয়া হযরত বুহায়সা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কোন জিনিস যা যাঞ্চাকারীকে না দেয়া হালাল নহে? রাসূল (স) বললেন, পানি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আর কোন জিনিস যা না দেওয়া হালাল নহে? রাসূল (স) বললেন, নমক। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যে কোন ভাল কাজ করাই তোমার পক্ষে ভাল। -(আবু দাউদ) যঈফ — ৬৮৮

পতিত জমিতে আবাদ করা সওয়াবের কাজ

হাদীস : ১৮১৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন পতিত জমি কৃষি উপযোগী করবে, তার জন্য সওয়াব রয়েছে। উহা হতে কোন খাদ্য অন্বেষণকারী প্রাণী যা কিছু খাবে, উহা তার পক্ষে দান হবে।

–(দারেমী)

পথভ্রষ্টকে পথ দেখিয়ে দেওয়া পুণ্যের কাজ

হাদীস : ১৮১৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে একটি দুধের গাভী বা ছাগী দুধ খাওয়ার জন্য ধার দিবে অথবা কিছু চান্দি ধার দিবে অথবা কোন পথভ্রষ্টকে পথ দেখাবে, উহা তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান হবে। –(তিরমিযী)

কাউকেও মন্দ বলবে না তাতে পাপ হবে

হাদীস : ১৮১৮ ॥ হযরত আবু জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম (রা) বলেন, আমি একবার মদীনায় আসলাম। দেখলাম, একটি লোকের মতামত নিয়ে মানুষ বাড়ি ফিরে। সে যাই বলুক না কেন তা অনুসারেই মানুষ কাজ করে। এটা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে?লোকেরা বলল, ইনি আল্লাহর রাসূল। আবু জুরাই বলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং দুবার বললাম, আলাইকাস্‌সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, 'আলাইকাস্‌সালাম' বলবে না, এটা মৃতের অভিবাদন। বলবে 'আসসালামু আলাইকা'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি সেই আল্লাহর রাসূল যিনি যদি তোমাতে কোন বিপদ পৌঁছে আর তুমি তাকে ডাক, তিনি উহা তোমার হতে দূর করেন এবং যদি তোমাকে দুর্ভিক্ষ আক্রমণ করে আর তুমি তাকে ডাক, তিনি তোমার জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন। আর যখন তুমি কোন তৃণ পানি শূন্য মরু প্রান্তরে অথবা ময়দানে থাক এবং তোমার বাহন হারিয়ে যায় এবং তুমি তাকে ডাক, তিনি উহা তোমার কাছে ফিরিয়ে দেন।

এ সময় আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন! তিনি বললেন, কখনও কাউকে মন্দ বলবে না। আবু জুরাই বলেন, আমি না কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা কোন দাস আর না কোন উট বা ছাগলকে মন্দ বলেছি। অতপর রাসূল (স) বললেন, কোন ভাল কাজকে সামান্য মনে করবে না। তুমি তোমার অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলবে, এটাও একটি ভাল কাজ। তোমার তহবন্দকে নলার অর্ধ পর্যন্ত উঠাবে। যদি তুমি এটা না মান, তবে তুমি তোমার ছোট গিরা পর্যন্ত নামাতে পার। খবরদার তুমি সতর্ক থাকবে তহবন্দ নীচের দিকে ছাড়িয়ে দেয়া হতে। কেননা, এটা দাম্ভিকতার অন্তর্গত। আর আল্লাহ ভালবাসেন না দাম্ভিকতাকে। যদি কেউ তোমাকে মন্দ বলে এবং তোমার প্রতি দোষারোপ করে, যা তোমার মধ্যে দেখে তার কারণে, তবু তুমি দোষারোপ করলে তাকে, যা তার মধ্যে দেখা তার কারণে। কেননা, এটার ক্ষতি তার প্রতিই বর্তাবে। –(আবু দাউদ। তিরমিযী শুধু সালাম পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে, তোমাকে এটার সওয়াব মিলবে এবং তার প্রতি এটার ক্ষতি বর্তাবে।)

একটি বকরী জবাই করলেন

হাদীস : ১৮১৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তারা একটি বকরী জবাই করলেন। অতপর রাসুল (স) জিজ্ঞেস করলেন, বকরীর কতটুকু আছে? আয়েশা (রা) বললেন, একটি বাহু ছাড়া কিছু বাকি নেই। রাসূল (স) বললেন, উহার সবই বাকি আছে ঐ বাহুটি ছাড়া। –(তিরমিযী এবং তিনি ইহাকে সহীহ বলেছেন)

মুসলমানকে কাপড় দান করা উচিত

হাদীস : ১৮২০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে একটি কাপড় পরাবে, সে আল্লাহর হেফাযতে থাকবে, যে পর্যন্ত উহার একটি টুকরাও তার গায়ে থাকবে। –(আহমদ ও তিরমিযী)

ডান হাতে দান করলে বাম হাত জানবে না

হাদীস : ১৮২১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (স)-এর নাম করে বলেন যে, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন। (১) যে ব্যক্তি রাতে উঠে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, (২) যে ব্যক্তি ডান হাতে কিছু দান করে এবং গুপ্ত রাখে। –রাবী বলেন, আমি মনে করি, তিনি বলেছেন, নিজের বাম হাত হতে এবং (৩) যে ব্যক্তি কোন সৈন্য দলে ছিল আর তার সহচরগণ পরাজিত হল; কিন্তু সে শত্রুর দিকে অগ্রসর হল এবং তাদেরকে পরাজিত করল অথবা শহীদ হল। –(তিরমিযী। আর তিনি ইহাকে গায়বে মাহফুয বা শায বলেছেন।)

পৃষ্ঠা — ৩৪১

জিহাদে পিছনে ফিরা নিষেধ

হাদীস : ১৮২২ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন, আর তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহর পাক ক্রুদ্ধ হন। যাদেরকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন, তারা হলেন, (ক) কোন ব্যক্তি এক দল লোকের কাছে আসল এবং তাদের কাছে আল্লাহর নামে কিছু চাইল, তার ও তাদের মধ্যে যে আত্মীয়তা রয়েছে, উহার নামে নহে; কিন্তু তারা তাকে কিছু দিল না। অতপর তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তাদের পিছনে সরে আসল এবং চুপে চুপে তাকে কিছু দিল যা সম্পর্কে আল্লাহ পাক এবং যাকে সে দিল সে ছাড়া অপর কেহই কিছু জানে না। (খ) একদল লোক রাতে সফর করল। এমন কি যখন নিদ্রা উহা অপেক্ষা সমস্ত জিনিসের মাথা যমীনে রাখল; কিন্তু তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আমার কাছে অনুনয় বিনয় করতে লাগল, আর আমার আয়াত পাঠ করতে লাগল এবং (গ) যে ব্যক্তি কোন সৈন্য দলে ছিল এবং শত্রুর সম্মুখীন হল অতপর তার সঙ্গীগণ পরাজিত হল কিন্তু সে সামনে বুক পেতে দিল যে পর্যন্ত না নিহত হল অথবা জয়লাভ করল।

যে তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন, তারা হল (ক) বুড়া অথচ যেনাকার, (খ) ফকীর অথচ দাম্ভিক এবং (গ) ধনবান অথচ যালিম। -(তিরমিযী ও নাসাঈ।) হাদীস — ৩৩১০

ডান হাতে দান করলে বাম হাত জানবে না

হাদীস : ১৮২৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাখন আল্লাহ পাক যমীন সৃষ্টি করলেন, যমীন কাঁপতে লাগল, অতপর আল্লাহ পাহাড় সৃষ্টি করলেন এবং উহার উপর শলাকাস্বরূপ মারলেন। যমীন স্থির হল। ফেরেশতাগণ পাহাড়ের এ শক্তি দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বললেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড় অপেক্ষা শক্তিশালী কোন জিনিস আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, লোহা। অতপর তারা জিজ্ঞেস করল, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে লোহা অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আগুন। আগুন লোহাকেও গলিয়ে দেয়। অতপর তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু তোমার সৃষ্টিতে আগুন অপেক্ষাও কোন শক্তিশালী জিনিস আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পানি। অতপর তারা জিজ্ঞেস করলে, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পানি অপেক্ষাও শক্তিশালী কোন জিনিস আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে হাওয়া। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে হাওয়া অপেক্ষাও শক্তিশালী কোন জিনিস আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, বনি আদম, যে আপন ডান হাতে দান করে আর বাম হাত হতেও উহাকে গুপ্ত রাখে। -(তিরমিযী। আর তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।) হাদীস — ৩৩১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে কোন জিনিস দু'টো করে দান করার ফল

হাদীস : ১৮২৪ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল বলেছেন, যে কোন মুসলমান বন্দা তার প্রত্যেক রকম মালের এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করবে, নিশ্চয় তাকে বেহেশতের দ্বাররক্ষীগণ স্বাগত জানাবেন এবং প্রত্যেকেই তাকে নিজের কাছে যা আছে তার দিকে ডাকবেন। আবু যর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেমন করে ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, যদি তার উট থাকে দুটি উট দান করবে আর গরু থাকলে দুটি গরু। -(নাসাঈ)

মুমিনের ছায়াও দান স্বরূপ

হাদীস : ১৮২৫ ॥ হযরত তাবেঈ হযরত মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাকে রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবী বলেছেন, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান। - (আহমদ)

পরিবারে প্রশস্তভাবে খরচ করা উচিত

হাদীস : ১৮২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আশুরার তারিখে নিজের পরিবারের প্রতি প্রশস্ততার সাথে খরচ করবে, আল্লাহ পাক সারা বছর তার প্রতি আপন দান প্রশস্ত রাখবেন। তাবেঈ হযরত সুফইয়ান সওরী বলেন, আমরা এটার পরীক্ষা করেছি এবং ব্যাপারটিকে এরূপ পেয়েছি। -(রযীন)

কিন্তু বায়হাকী এটাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটার সনদ যঈফ। হাদীস — ৩৩১২

দানের অনেক গুণ আছে

হাদীস : ১৮২৭ ॥ হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, একদিন হযরত আবু যর গেফারী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! বলুন, দান কি? রাসূল (স) উত্তরে বললেন, দানের অনেক গুণ এবং আল্লাহর কাছে এর চেয়েও অধিক রয়েছে। -(আহমদ) হাদীস — ৩৩১৩

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রেষ্ঠ দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

দান করতে হলে নিজেকে স্বচ্ছল হতে হবে

হাদীস : ১৮২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা ও হাকীম ইবনে হেযাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম দান হল যা স্বচ্ছলতার সাথে দেয়া হয় এবং তুমি দান শুরু করবে তোমার পোষ্যদের ধরে। −(বোখারী)

নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে দানের সমতুল্য হবে

হাদীস : ১৮২৯ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন মুসলমান আপন পরিবারের প্রতি কোন খরচ করে আর উহার সওয়াবের আশা রাখে উহা তার পক্ষে দানস্বরূপ হয়। −(বোখারী ও মুসলিম)

নিজ পরিবারের জন্য খরচ করা উত্তম দান

হাদীস : ১৮৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একটি দীনার তুমি আল্লাহ'রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার তুমি গোলাম আযাদ করায় খরচ করেছ, একটি দীনার তুমি একজন দরিদ্রকে দান করেছ এবং একটি দীনার তুমি তোমার পরিজনের প্রতি ব্যয় করেছ এদের মধ্যে যেটি তোমার পরিবারের প্রতি ব্যয় করেছ, সেটি হল সওয়াবের দিক দিয়ে অধিক বড়। −(মুসলিম)

নিজ পরিবারের জন্য খরচ জিহাদের দান অপেক্ষাও বড়

হাদীস : ১৮৩১ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেউ যত দীনার খরচ, করে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দীনার হল ঐ দীনার যা সে আপন পরিবারের প্রতি খরচ করে; ঐ দীনার যা সে জেহাদের জন্য পোষিত বাহনের প্রতি খরচ করে এবং ঐ দীনার যা আপন জেহাদী সহচরদের প্রতি খরচ করে। −(মুসলিম)

যে পরিমাণ দান করবে সে পরিমাণ সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৮৩২ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আবু সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করায় আমার সওয়াব হবে কি? তারা তো আমারই সন্তান। রাসূল (স) বললেন, খরচ কর তাদের জন্য। এতে তোমার সওয়াব হবে যে পরিমাণ তুমি তাদের জন্য খরচ করবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

নারীরা তাদের গহনা দান করতে পারে

হাদীস : ১৮৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী হযরত যয়নব (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা দান কর যদিও তোমাদের গহনা হতেও হয়! যয়নব বলেন, আমি আবদুল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বললাম, আপনি একজন খালি হাত দরিদ্র ব্যক্তি অথচ রাসূল (স) আমাদেরকে দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আপনি গিয়ে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি আপনাদের প্রতি খরচ করলে উহা আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে কিনা; অন্যথায় উহা আমি আপনাদের ছাড়া অপরদের প্রতি খরচ করব। যয়নব বলেন, আবদুল্লাহ আমাকে বললেন, তুমি নিজেই তাঁর কাছে যাও! যয়নব বলে, আমি গেলাম। দেখি কি, রাসূল (স)-এর দরজায় আনসারীদের একজন স্ত্রীলোকও উপস্থিত। আমার প্রয়োজনই তার প্রয়োজন। যয়নব বলেন, রাসূল (স)-কে ভয়ভীতিব্যঞ্জক চেহারা দান করা হয়েছিল। যয়নব বলেন, এ সময় আমাদের কাছে বেলাল এসে পৌঁছলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বলুন যে, দুটি স্ত্রীলোক দরজায় অপেক্ষায় আছে এবং জিজ্ঞেস করছে যে, তাদের স্বামীদের প্রতি এবং স্বামীদের পোষ্য এতিমদের প্রতি দান করলে এটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে কিনা; কিন্তু আমরা কে কে তা বলবেন না। যয়নব বলেন, সুতরাং বেলাল রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন এবং তাকে এটা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে কে? তখন বেলাল বললেন, এক আনসারী স্ত্রীলোক আর যয়নব। রাসূল (স) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন যয়নব? বেলাল বললেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী। তখন রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দু গুণ সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার সওয়াব এবং দানের সওয়াব। −(বোখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়কে দান করা বেশি সওয়াব

হাদীস : ১৮৩৪ ॥ হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (স)-এর যমানায় একটি দাসী আযাদ করলেন, অতপর রাসূল (স)-কে জানালেন। তিনি বললেন, যদি তুমি তোমার মামুদের দান করতে, তবে তোমার বেশি সওয়াব হত। -(বোখারী ও মুসলিম)

নিকটতম প্রতিবেশীর হক বেশি

হাদীস : ১৮৩৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুটি প্রতিবেশী রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি বললেন, যার ঘরের দরজা তোমার অধিক কাছে। -(বোখারী)

খাদ্য দ্রব্য প্রতিবেশীকে দিয়ে তারপর খেতে হয়

হাদীস : ১৮৩৬ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি শুরুয়া পাক করবে উহাতে পানি বেশি দিবে, অতপর তা দিয়ে তুমি তোমার প্রতিবেশীদের খবরগিরি করবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গরীবের কষ্টের দান সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ১৮৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দান শ্রেষ্ঠ? রাসূল (স) বলেন, গরীবের কষ্টের দান এবং তুমি তোমার দান আরম্ভ করিবে তোমার পোষ্যদের ধরে। -(আবু দাউদ)

আত্মীয়তা রক্ষা করাও একটি দান

হাদীস : ১৮৩৮ ॥ হযরত সুলায়মান ইবনে আমের বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গরীবের প্রতি দান করা হল শুধু দান, আর আত্মীয়ের প্রতি দান করা হল দান ও আত্মীয়তা রক্ষা উভয়ই। -(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করতে হয়

হাদীস : ১৮৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমার কাছে একটি দীনার আছে, কিসে ব্যয় করব? রাসূল (স) বললেন, এটা তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। রাসূল (স) বললেন, ওটা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে আরও একটি আছে। রাসূল (স) বললেন, ওটা তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর। অতপর সে বলল, আমার আরও একটি আছে। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি অধিক জান। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

জিহাদ করার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকা উত্তম কাজ

হাদীস : ১৮৪০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের মধ্যে সর্বপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? উত্তম ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্য নিজের ঘোড়ার বাগ ধরে রয়েছে। পুনরায় বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে, মর্তবায় এর কাছাকাছি কে? কাছাকাছি সেই, যে আপন ছাগল ভেড়া নিয়ে লোকালয় হতে পৃথক হয়ে রয়েছে; কিন্তু সেগুলোতে সে আল্লাহর হক আদায় করে। অতপর রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে, সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি কে? সেই যার কাছে আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয়, আর সে তার নামে কিছু দেয় না। -(তিরমিযী, নাসায়ী ও দারেমী)

সওয়ালকারীকে কিছু কিছু দিয়ে বিদায় করবে

হাদীস : ১৮৪১ ॥ হযরত উম্মে বুজায়দ সাহাবীয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাজ্ঞাকারীকে কিছু দিব যদিও একটি পোড়া খুর হয়। -(মালিক ও নাসাঈ)

বিপদে মানুষকে আশ্রয় দেওয়া পূণ্যের কাজ

হাদীস : ১৮৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় চাবে, তাকে আশ্রয় দিবে। যে আল্লাহর নামে কিছু চাবে, তাকে নিশ্চয় কিছু দিবে, যে তোমাদেরকে আহ্বান করবে, তার আহ্বানে সাড়া দিবে। যে তোমাদের প্রতি কোন ভাল কাজ করবে, তোমরা তার প্রতিদানের চেষ্টা করবে প্রতিদানের জন্য যদি কিছু না পাও, অন্ততঃ তার জন্য দোআ করবে, যাতে তোমরা মনে করতে পার যে, তোমরা তার প্রতিদান করেছ। -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আল্লাহর কাছে জান্নাত ছাড়া আর কিছু চাবে না

হাদীস : ১৮৪৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া যায় না জান্নাত ছাড়া। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয় জিনিস দান করতে হয়

হাদীস : ১৮৪৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা আনসারী মদীনাতে খেজুর বাগান ওয়ালা বড় সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল 'বায়রাহা' কূপ। সেটা ছিল মসজিদে নববীর সামনে। রাসূল (স) সেখানে যেতেন এবং কূপের মিঠা পানি পান করতেন। আনাস বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল, 'তোমরা কখনও নেকী লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা দান কর যা তোমরা ভালবাস।' আবু তালহা রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা কখনও নেকী লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা দান কর যা তোমরা ভালবাস।' আর আমার কাছে আমার সর্বাপেক্ষা ভালবাসার বস্তু হল এ 'বায়রাহা' কূপ। অতএব, আমি কূপটি আল্লাহর নামে দান করলাম নেকী লাভ ও পরকালে আল্লাহর কাছে উহাকে সঞ্চিত ধনরূপে পাবার আশায়। ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনি এ কূপ যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দিন! রাসূল (স) বললেন, বেশ, বেশ, এটা একটি লাভজনক মাল। আমি শুনলাম যা তুমি বললে, তবে আমি পছন্দ করি তুমি নিজেই তোমার আত্মীয়দের মধ্যে দান করে দিবে। এটা শুনে আবু তালহা বললেন, আচ্ছা, তবে আমি তা করব। অতপর তিনি সে কূপ আপন আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে ভাগে দান করে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান উত্তম কাজ

হাদীস : ১৮৪৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ভুখা প্রাণীকে আসুদা করাই হল শ্রেষ্ঠ দান। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

সপ্তদশ অধ্যায়

স্বামীর মাল হতে স্ত্রীর দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্ত্রী ঘর থেকে কিছু দান করলে সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৮৪৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন স্ত্রী তার ঘরের খাদ্য হতে কিছু দান করে অপচয় না করে তার সওয়াব হয়, সে যে দান করল তার কারণে এবং স্বামীর সওয়াব হয়, সে যে উপার্জন করল উহার কারণে। মাল রক্ষক খাজাঞ্চীর জন্যও রয়েছে উহার অনুরূপ। এতে একে অন্যের সওয়াবের পরিমাণ কিছুই কম করা হবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

স্ত্রী দান করলে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৮৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন স্ত্রী দান করে নিজ স্বামীর উপার্জন হতে তার অনুমতি ছাড়া, তার সওয়াব হয় স্বামীর অর্ধেক। -(বোখারী ও মুসলিম)

আমানতদার মুসলমানও দানের সওয়াব পায়

হাদীস : ১৮৪৮ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমানতদার মুসলমান খাজাঞ্চী যাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা সে প্রদান করে মনের খুশীর সাথে পুরাপুরিভাবে এবং পৌঁছিয়ে দেয় যাকে দিতে বলা হয়েছে তাকে সেও দানকারীদেরই একজন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মৃত পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানের দান উত্তম

হাদীস : ১৮৪৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমার মা হঠাৎ মারা গেছে। আমার ধারণা, তিনি যদি কিছু বলার সুযোগ পেতেন কিছু দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ হতে দান করি, তিনি উহার সওয়াব পাবে কি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী দান করতে পারবে না

হাদীস : ১৮৫০ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বিদায় হজ্জের বৎসর তার ভাষণে বলেছেন, স্ত্রী যেন তার স্বামীর ঘর হতে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কিছুই দান না করে। এ সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদ্যও নহে? রাসূল (স) বললেন, খাদ্য তো হল আমাদের উত্তম সম্পদ।

–(তিরমিযী)

পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্ত্রী দান করতে পারবে

হাদীস : ১৮৫১ ॥ হযরত সা'দ (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) স্ত্রীলোকদের বায়আত গ্রহণ করছিলেন, একজন ভদ্র মহিলা দাঁড়িয়ে গেলেন, দেখতে যেন মোযার গোত্রের মহিলা এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমরা মহিলা সমাজ আমাদের পিতাদের ও স্বামীদের পক্ষে বোঝাস্বরূপ। সুতরাং মাল হতে আমাদের পক্ষে কি মাল গ্রহণ করা হালাল হবে? রাসুল (স) বললেন, সহজে পঁচনশীল মাল তা তোমরা খেতে পার এবং অপরকে হাদিয়াও দিতে পার। –(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যার সম্পদ সে সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৮৫২ ॥ আবিউল লাহমের দাস হযরত উমায়র (রা) বলেন, একবার আমার মনিব আমাকে গোশত শুকাতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় আমার কাছে একটা মিসকীন আসল এবং আমি সেখান থেকে তাকে কিছু খাওয়ালাম। আমার মনিব এটা অবগত হলেন এবং আমাকে মারলেন। অতপর আমি রাসূল (স)-এর কাছে আসলাম এবং তাকে এ কথা বললাম। তিনি তাকে ডাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে মারলে কেন? তিনি বললেন, তাকে নির্দেশ দেওয়া ছাড়া সে আমার খাদ্য অন্যকে খাওয়ায়েছে। রাসূল (স) বললেন, এটার সওয়াব তোমাদের উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, উমায়র বলেন, আমি দাস ছিলাম। অতএব, আমি রাসূলাল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি আমার মনিবের মাল হতে কিছু দান করতে পারি কিনা? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ পার, তবে সওয়াব তোমাদের উভয়ের মধ্যে আধাআধি হবে। –(মুসলিম)

অষ্টাদশ অধ্যায়

আপন দান ফেরত নেওয়া যায় না

প্রথম পরিচ্ছেদ

দান ফেরত নেওয়া যায়েজ নয়

হাদীস : ১৮৫৩ ॥ হযরত ওমর ইবনুল কাত্তাব (রা) বলেন, আমি জিহাদে এক গাযীকে বাহনরূপে একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। সে উহাকে নষ্ট করে ফেলল। আমি সেটা খরিদ করতে ইচ্ছা করলাম এবং ভাবলাম যে, সে ঘোড়াটি সস্তা দরে দিবে। অতপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলাল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললে, ওটা খরিদ করবে না এবং তোমার দান তুমি ফেরৎ নিও না যদিও সে ওটা তোমাকে এক দিরহামেও দেয়। কেননা, আপন দান ফেরৎ গ্রহণকারী হল সে কুকুরের ন্যায় দেয বমি করে আবার ফেরৎ খায়! অপর বর্ণনায় আছে, তুমি তোমার দান ফেরৎ নিও না। কেননা, যে আপন দান ফেরৎ লয়, সে যেন বমি করে পুনরায় তা খায়। –(বোখারী ও মুসলিম)

দান করা বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না

হাদীস : ১৮৫৪ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে বসেছিলাম, এমন সময় তার কাছে একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) আমি আমার মাকে একটি বাঁদী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। রাসূল (স) বললেন, তোমার সওয়াব নির্ধারিত হয়ে গেছে, আর উত্তরাধিকার ওটা তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

অতপর স্ত্রীলোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! তাঁর একমাসের রোযা বাকি রয়েছে। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে ঐ রোযা রাখতে পারি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ তার পক্ষ হতে রোযা রাখতে পার। পুনরায় স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, তিনি কখনও হজ্জ করেন নি। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পার। –(মুসলিম)

উনবিংশ অধ্যায়

রোযার মর্মকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযার মাসে বেহেশতের দরজা খোলা থাকে

হাদীস : ১৮৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন রমযান মাস আসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, আর শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছে, রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।
–(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতের আটটি দরজা

হাদীস : ১৮৫৬ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে আটটি দরজা রয়েছে। তার মধ্যে একটি দরজার নাম রায়্যান। রোযাদারেরা ছাড়া ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।
–(বোখারী ও মুসলিম)

রোযা রাখলে সকল সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়

হাদীস : ১৮৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখবে তার পূর্বে সগীরা গোনাহসমূহ মাফ করা হবে এবং যে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে রমযানের রাত ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, আর যে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বকৃত গোনাহসমূহ মাফ করা হবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

নেক আমল দশগুণ বেড়ে যায়

হাদীস : ১৮৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানব সন্তানের নেক আমল বাড়ান হয়ে থাকে; প্রত্যেক নেক আমল দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ পাক বলেন, রোযা ছাড়া। কেননা, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই উহার প্রতিফল দান করব কারণ, সে আমারই জন্য আপন প্রবৃত্তি ও খানা-পিনার জিনিস ত্যাগ করে।

রোযাদারদের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশতে আপন পরওয়ারদেগার সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। রোযা হচ্ছে মানুষের জন্য দোযখের আগুন হতে রক্ষার ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারও রোযার দিন আসে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থ শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমযান মাসে শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ রাখা হয়

হাদীস : ১৮৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন রযমান মাসের প্রথম রাত আসে, শয়তান ও অবাধ্য জ্বিন সকলকে শৃংখলে আবদ্ধ করা হয়। দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, অতপর উহার কোন দরজাই খোলা হয় না এবং বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা হয়, অতপর উহার কোন দরজাই বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, হে ভালোর অন্বেষণকারী অগ্রসর হও, হে মন্দের অন্বেষণকারী থাম। আল্লাহ পাক এ মাসে বহু ব্যক্তিকে দোযখ হতে মুক্তি দেন, আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর আহমদ হাদীসটি এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন, আর তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরীব।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রমযান মাস সর্বাপেক্ষা বরকতময়

হাদীস : ১৮৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের কাছে রমযান মাস বরকতময় মাস আগমন করেছে। রমযানের রোযা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। রমযানে আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়। অবাধ্য শয়তান সকলকে শৃংখলিত করা হয়। আল্লাহর বিশেষ রহমতের জন্য উহাতে এমন একাট রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে সে রাত হতে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার মঙ্গল হতে বঞ্চিত হয়েছে। –(আহমদ ও নাসাঈ)

রোযা এবং কোরআন কিয়ামতে সুপারিশ করবে

হাদীস : ১৮৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, রোযা এবং কোরআন আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনে তার খানা ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন এবং কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা হতে বাঁধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব, উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে। —(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।)

রমযানে এক রাত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম

হাদীস : ১৮৬২ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, একবার রমযান মাস আসল। রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, এ মাস তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে সে রাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে, সে সর্ব প্রকার কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হয়েছে, আর সে রাত হতে বঞ্চিত হয় না চির বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া কেহই। —(ইবনে মাজাহ)

রমযান মাস মোবারক মাস

হাদীস : ১৮৬৩ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমাদেরকে শাবান মাসের শেষ তারিখে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলো! তোমাদের প্রতি ছায়া বিস্তার করেছে একটি মহান মাস, মোবারক মাস, এমন মাস যাতে একটি রাত রয়েছে হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ রমযানের রোযাসমূহকে করেছে তোমাদের উপর ফরয এবং রমযানের রাতে নামায পড়াকে করেছেন তোমাদের জন্য নফল। যে ব্যক্তি সে মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করল, সে ঐ ব্যক্তির সমান হল, যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল। আর যে ব্যক্তি সে মাসে একটি ফরয আদায় করল। সে ঐ ব্যক্তির সমান হল, যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল। রমযান সবরের মাস আর সবরের সওয়াব হল বেহেশত। রমযান সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস। এটা সেই মাস যাতে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ঐ মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার জন্য তার গোনাহসমূহের ক্ষমাস্বরূপ হবে এবং দোযখের আগুন হতে মুক্তির কারণ হবে। এছাড়া তার সওয়াব হবে সেই রোযাদার ব্যক্তির সমান অথচ রোযাদারের সওয়াবও কম হবে না। সাহাবীগণ বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তো এমন সামর্থ্য রাখে না যা দিয়ে রোযাদারকে ইফতার করাতে পারে? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ পাক এ সওয়াব দান করবেন যে, রোযাদারকে ইফতার করায় এক চুমুক দুধ দিয়ে অথবা একটি খেজুর দিয়ে অথবা এক চুমুক পানি দিয়ে। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে তৃপ্তির সাথে খাওয়ায়, আল্লাহ পাক তাকে আমার হাওযে কাওসার হতে পানীয় পান করাবেন যার পর পুনরায় সে তৃষ্ণার্ত হবে না জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত। রমযান এমন মাস যার প্রথম দিক রহমত, মধ্যম দিক মাগফিরাত আর শেষ দিক হচ্ছে দোযখ হতে মুক্তি। আর যে এ মাসে নিজের দাসদাসীদের প্রতি কার্যভার লাঘব করে দিবে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিবেন এবং তাকে দোযখ হতে মুক্তি দান করবেন। — যইফ ৬০৭

রমযান মাসে কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হত

হাদীস : ১৮৬৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন রমযান মাস উপস্থিত হত, রাসূল (স) সমস্ত কয়েদীকে মুক্তি দিতেন এবং প্রত্যেক যাঞ্চাকারীকে দান করতেন। — যইফ — ৩৭৮

রমযান মাসের জন্য বেহেশত সজ্জিত করা হয়

হাদীস : ১৮৬৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, রমযানের জন্য বেহেশত সাজান হয়ে থাকে বছরের প্রথম হতে পরবর্তী বছর পর্যন্ত। তিনি বলেন, যখন রমযানের মাসের প্রথম দিন উপস্থিত হয়, বেহেশতের গাছের পাতা হতে আরশের নীচে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরদের প্রতি এক হাওয়া প্রবাহিত হয়। তখন তাঁরা বলেন, হে প্রভু! আপনার বান্দাদের মধ্য হতে আমাদের জন্য এমন স্বামীসকল নির্দিষ্ট করুন, যাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়াবে এবং আমাদের দেখে তাদের চোখ জুড়াবে। উক্ত হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। — মুনকার — ৩০৯১

রমযান মাসের শেষ রাতে গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ১৮৬৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলাল্লাহ (স), বলেছেন, তাঁর উম্মতকে মাফ করা হয় রমযান মাসের শেষ রাতে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা কি শবে কদর? রাসূল (স) বললেন না; বরং এই কারণে যে, কর্মচারীর বেতন দেয়া হয় যখন সে তার কর্ম শেষ করে। —(আহমদ) — যইফ — ৪০০

বিংশ অধ্যায়

চাঁদ দেখার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

চাঁদ না দেখে রমযানের রোযা রাখা যাবে না

হাদীস : ১৮৬৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোযা রাখবে না তোমরা যে পর্যন্ত না চাঁদ দেখ। এরূপে রোযা খুলবে না তোমরা যে পর্যন্ত না দেখ শাওয়ালের চাদ। যদি গোপন থাকে উহা তোমাদের প্রতি মেঘের কারণে, তবে পূর্ণ করবে শাবান। অপর বর্ণনায় আছে, মাস কখনও উনত্রিশ রাতেও হয়। সুতরাং তোমরা রোযা রাখবে না যে পর্যন্ত না চাঁদ দেখ। যদি গোপন থাকে চাঁদ তোমাদের প্রতি মেঘের কারণে, তবে পূর্ণ করবে শাবান ত্রিশ দিনে। −(বোখারী ও মুসলিম)

নতুন চাঁদ দেখে রোযা ভাঙতে হবে

হাদীস : ১৮৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসুল (স) বলেছেন, রোযা রাখ তোমরা চাঁদ দেখে এবং রোযা খুলবে চাঁদ দেখে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ গোপন থাকে তোমাদের প্রতি, তবে পূর্ণ করবে শাবান ত্রিশ দিনে।

−(বোখারী ও মুসলিম)

পূর্ণ ত্রিশ দিনে একমাস

হাদীস : ১৮৬৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমরা উম্মি জাতি। লিখতেও পারি না, হিসাবও রাখতে জানি না। মাস হয় এই, এই, এইতে এবং তৃতীয় বারে বুড়া আঙ্গুল বন্ধ রাখলেন অতপর বললেন, মাস হয় এই, ও এইতে অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিনে। অর্থাৎ একবার উনত্রিশ দিনে আরেকবার ত্রিশ দিনে। −(বোখারী ও মুসলিম)

ঈদের মাস হচ্ছে রমযান ও জিলহজ্জ

হাদীস : ১৮৭০ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈদের দুই মাস রমযান ও জিলহজ্জ প্রায়ই কম হয না। −(বোখারী ও মুসলিম)

রমযানে একদিন আগে থেকে রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৮৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেহ রোযা না রাখে রমযানের একদিন কি দ দিন আগে, সে ব্যক্তি ছাড়া যে নির্দিষ্ট দিনের রোযা রেখে থাকে, সে ঐ দিনের রোযা রাখতে পারে।

−(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাবান মাস অর্ধেক হলে নফল রোযা রাখা ঠিক নয়

হাদীস : ১৮৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন শাবান মাস অর্ধেক হয়ে যায় তোমরা আর রোযা রাখবে না। −(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

শাবান ও রমযান মাসের রোযা একসাথে রাখা যায়

হাদীস : ১৮৭৩ ॥ হযরত উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, আমি কখনও রাসূলাল্লাহ (স)-কে দু' মাসের রোযা এক সাথে রাখতে দেখি নি শাবান ও রমযান ছাড়া। −(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।)

সন্দেহের দিনে রোযা রাখা যাবে না

হাদীস : ১৮৭৪ ॥ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা রেখেছে সে আবুল কাসেম (স)-এর নাফরমানী করেছে। −(আব দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

বিশ্বাসীরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে

হাদীস : ১৮৭৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে এক বেদুইন এসে বলল, আমি চাঁদ অর্থাৎ রমযানের চাঁদ দেখেছি। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই? সে বলল, হ্যাঁ। পুনরায় রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, হে বেলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন কাল রোযা রাখে।

(৪২) যঈফ, এর সনদ সাম্মাক ইবনু হারব রাবি যঈফ –(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

বিশ্বাসী লোকেদের চাঁদ দেখতে হবে

হাদীস : ১৮৭৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার বহু লোক মিলে চাঁদ দেখতে ও দেখাতে লাগল, আমি গিয়ে রাসূল (স)-কে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। এ সংবাদ শুনে রাসূল (স) নিজেও রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন। –(আবু দাউদ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চাঁদ না দেখে রোযা শুরু করা যাবে না

হাদীস : ১৮৭৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) শা'বান মাসের এত অধিক হিসাব রাখতেন যা অপর মাসের রাখতেন না, অতপর রোযা রাখতেন রমযানের চাঁদ দেখে। যদি চাঁদ তাঁর প্রতি অপ্রকাশিত থাকত, তিনি শা'বান মাস ত্রিশ দিনে হিসাব করতেন অতপর রোযা রাখতেন। –(আবু দাউদ)

যে রাতে চাঁদ দেখবে সে রাতেই রোযা শুরু করবে

হাদীস : ১৮৭৮ ॥ তাবেঈ আবুদল বাখতারী (রা) বলেন, একবার আমরা ওমরা করার জন্য বের হলাম। যখন আমরা বাতনে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছলাম সকলে মিলে চাঁদ দেখতে লাগলাম। লোকের মধ্যে কেউ বলল, এটা তিন দিনের চাঁদ আর কেউ বলল, দু দিনের। পরে আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমরা রমযানের চাঁদ দেখেছি! কিন্তু লোকের মধ্যে কেউ বলে, ওটা তিন দিনের চাঁদ আর কেউ বলে দুই দিনের। তিনি বললেন, তোমরা কোন রাতে দেখেছ? আমরা বললাম, অমুক রাতে। তখন তিনি বললেন, রাসূল (স) তারিখ ধরতেন যে রাতে চাঁদ দেখতেন। সুতরাং ওটা সেই রাতেরই চাঁদ যে রাতে তোমরা দেখেছ।

অপর এক বর্ণনায় তাহা হতে বর্ণিত আছে, আমরা রমযানের চাঁদ দেখলাম, তখন আমরা বাতনে নাখলার কাছে ইরক নামক স্থানে পৌঁছলাম। অতপর আমরা এক ব্যক্তিকে হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পাঠালাম এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য। ইবনে আব্বাস বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক মাস নির্ধারিত করেছেন চাঁদ দেখার সাথে। যদি তোমাদের প্রতি চাঁদ অপ্রকাশিত থাকে, তবে তোমরা শা'বানকে পূর্ণ করবে। –(মুসলিম)

একবিংশ অধ্যায়

সেহরী ও ইফতারের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযা রাখতে হলে সেহরী খেতে হবে

হাদীস : ১৮৭৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সেহরী খাবে। কেননা, সেহরীতে বরকত রয়েছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

আহলে কিতাবধারীরা সেহরী না খেয়ে রোযা রাখে

হাদীস : ১৮৮০ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হল সেহরী খাওয়া। –(মুসলিম)

দ্রুত ইফতার করতে হবে

হাদীস : ১৮৮১ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে যতকাল তারা শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

ইফতারের সময় হলে ইফতার করবে

হাদীস : ১৮৮২ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন এ দিক হতে রাত আগমন করবে আর এ দিক হতে দিন প্রস্থান করবে এবং সূর্য অস্ত যাবে, তখনই রোযাদার ইফতার করবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

একাধারে রোযা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৮৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, রোযায় 'বেসাল' করতে। একদিন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে কখনও বেসাল করেন? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার মত? আমি রাত যাপন করি আর তখন আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান এবং আমাকে পান করান। −(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোযার নিয়ত ফজর হওয়ার সাথে সাথে করতে হয়

হাদীস : ১৮৮৪ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) বলেন, রাসূল. (স) বলেছেন, যে ফজর হওয়ার পূর্বে নিয়ত করে নি তার রোযা হয় নি। −(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)

কিন্তু আবু দাউদ বলেন, তাবেঈ মামার যুবায়দী ইবনে উয়াইনা ও ইউনুস আয়লী হাদীসটিকে মাওকুফ অর্থাৎ হযরত হাফসার উক্তি হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। এদের প্রত্যেকেই হাদীসটি যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন।

আযান দিলেও খানা শেষ করবে

হাদীস : ১৮৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আযান শুনে আর খাওয়ার বাসন তার হাতে থাকে তখন সে যেন খানা রেখে না দেয় যতক্ষণ না উহা হতে আপন আবশ্যক পূর্ণ করে। −(আবু দাউদ)

যারা শীঘ্র ইফতার করে তারা আল্লাহর প্রিয়

হাদীস : ১৮৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় তারাই যারা শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করে। −(তিরমিযী)

খেজুর দ্বারা ইফতার করা যায়

হাদীস : ১৮৮৭ ॥ হযরত সালমান ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, কেননা, খেজুরে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পায়, তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা, পানি হল পবিত্রকারী। −(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।)

তাজা খেজুর দিয়েও ইফতার করা যায়

হাদীস : ১৮৮৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলাল্লাহ (স) মাগরিবের নামায পড়ার পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, শুকনা খেজুর দিয়েই ইফতার করতেন। যদি শুকনো খেজুর না থাকত, তবে কয়েক কোশ পানিই পান করতেন।

−(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি হাসান ও গরীব)

রোযাদারকে ইফতার করালে রোযার সওয়াব পাওয়া যায়

হাদীস : ১৮৮৯ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালিদ (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করিয়েছে অথবা কোন গাযীকে জিহাদের সামগ্রী দান করেছে, তার জন্যও তার অনুরূপ সওয়াব রয়েছে। −(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে; বগবী শরহে সুন্নাহয়। বগী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।)

ইফতার করে দোআ করতে হয়

হাদীস : ১৮৯০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলাল্লাহ সে) যখন ইফতার করতেন বলতেন, তৃষ্ণা দূর হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহেন তো সওয়াব নির্ধারিত হল। −(আবু দাউদ)

ইফতারের দোআ পড়ে ইফতার করবে

হাদীস : ১৮৯১ ॥ তাবেঈ হযরত মুআয ইবনে যোহরা বলেন, রাসূল (স) যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন, আল্লাহ আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমরাই দেওয়া রিযিকে রোযা খুলেছি। −(আবু দাউদ মুরসাল হিসাবে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যতদিন লোক দ্রুত ইফতার করবে ততদিন দ্বীন কায়েম থাকবে

হাদীস : ১৮৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দ্বীন জয়ী থাকবে যতকাল লোক শীঘ্র ইফতার করবে। কেননা, ইহুদী ও নাসারাগণ ইফতার করে দেরীতে। −(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) দ্রুত ইফতার করতেন

হাদীস : ১৮৯৩ ॥ তাবেঈ হযরত আবু আতিয়্যা বলেন, একদিন আমি ও মাসরূক হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি এদের একজন ইফতার শীঘ্র শীঘ্র করেন এবং নামাযও শীঘ্র শীঘ্র পড়েন, আর অপর ব্যক্তি ইফতার দেরীতে করেন এবং নামাযও দেরীতে পড়েন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কে ইফতার শীঘ্র করেন এবং নামাযও শীগ্র পড়েন? আমরা বললাম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। তিনি বললেন, রাসূল (স) এরূপই করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত আবু মূসা আশআরী। -(মুসলিম)

সেহরী হল মোবারক খানা

হাদীস : ১৮৯৪ ॥ হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, একদিন রমযানে রাসূল (স) আমাকে সেহরী খেতে ডাকলেন এবং বললেন, এসো এ মোবারক খানার দিকে। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

উত্তম সেহরী হল খেজুর দিয়ে

হাদীস : ১৮৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনদের উত্তম সেহরী হল খেজুর। -(আবু দাউদ)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযা থেকে মিথ্যা বললে রোযা হবে না

হাদীস : ১৮৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আচার ছাড়ে নি, তার খানাপিনা ছেড়ে দেওয়াতে আল্লাহর কোন কাজ নেই। -(বোখারী)

রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা যায়

হাদীস : ১৮৯৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রোযা অবস্থায় আমাদের চুম্বন করতেন ও আমাদের দেহে দেহ মিলাতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সংযমী ছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রোযা রেখেও ফরয গোসল করা যায়

হাদীস : ১৮৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রমযান মাসে কখনও ফজর হয়ে যেত অথচ তখন রাসূল (স) স্বপ্নদোষ ছাড়াই নাপাক থাকতেন অতপর গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। -(বোখারী ও মুসরিম)

রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো যায়

হাদীস : ১৮৯৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলাল্লাহ (স) হজ্জের এহরাম অবস্থায় শিঙ্গা নিয়েছিলেন এবং রোযা অবস্থাও শিঙ্গা নিয়েছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

ভুলে পান করলে রোযা পূর্ণ করতে হয়

হাদীস : ১৯০০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহই তাকে খাওয়াছে ও পান করিয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রোযার মধ্যে স্ত্রী সহবাস করলে কাফফারা দিতে হয়

হাদীস : ১৯০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়েছি। রাসূল (স) বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি, তখন আমি রোযাদার ছিলাম। রাসূল (স) বললেন, তোমার কোন গোলাম আছে যা আযাদ করে দিতে পার? সে বলল, না। তারপর রাসূল (স) বললেন, তোমার কি শক্তি আছে এক সাথে দু মাস রোযা রাখতে পার? সে বলল, না। অতপর রাসূল (স) বললেন, তোমার কি সঙ্গতি আছে যে, তুমি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে পার? সে বলল না। রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তুমি বস! রাবী বলেন, রাসূল (স) অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় রাসূল (স)-কে খেজুরপূর্ণ একটি ঝুড়ি হাদিয়া দেওয়া হল। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এই যে, আমি। রাসূল (স) বললেন, এটি লও এবং দান করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর মিসকীন কে? খোদার কসম মদীনার এ প্রস্তরময় দু'প্রান্তের মধ্যে আমাদের পরিবার অপেক্ষা অধিকতর মিসকীন পরিবার আর নেই। এ কথা শুনে রাসূল (স) হেসে দিলেন যাতে তার সামনের দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়ে গেল। অতপর বললেন, আচ্ছা তবে তুমি তোমার পরিবারকেই খাওয়াও। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা যায়

হাদীস : ১৯০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) রোযা অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তার জিহ্বা চুসতেন। –(আবু দাউদ) - যঈফ (৪০৫)

রোযা থেকে স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করা যায়

হাদীস : ১৯০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করল, রোযাদার ব্যক্তির নিজের স্ত্রীর গায়ে গা লাগান সম্পর্কে। রাসূল (স) তাকে অনুমতি দিলেন। অতপর আর এক ব্যক্তি আসল এবং তাঁকে সে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। পরে দেখা গেল যে, যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সে একজন বৃদ্ধ আর যাকে নিষেধ করেছেন, সে একজন যুবক। –(আবু দাউদ)

ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়

হাদীস : ১৯০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোযা অবস্থায় যার বমি হয়েছে তার উহা কাযা করতে হবে না আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করেছে, সে যেন উহা কাযা করে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। ঈসা ইবনে ইউনুস ছাড়া অপর কোন সূত্রে জানা যায় নি। ইমাম বোখারী বলেছেন, হাদীসটি গায়রে মাহফুয অর্থাৎ সায়।)

রাসূল (স) বমি করে রোযা ভাঙ্গলেন

হাদীস : ১৯০৫ ॥ তাবেঈ মা'দান ইবনে তালহা হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবুদ্দারদা (রা) তাঁকে বলেছেন, একদিন রাসূল (স) বমি করলেন এবং রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। মা'দান বলেন, একদিন আমি দেমাশকের মসজিদে রাসূল (স)-এর খাদেম সওবান (রা)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আবুদ্দারদা আমাকে বলেছেন যে, রাসূল (স) একবার বমি করেছিলেন এবং রোযা ভেঙে ফেলেছিলেন। সওবান বললেন, হ্যাঁ, তিনি সত্য বলেছেন। আমি তাঁর জন্য তাঁর অযুর পানি ঢেলেছিলাম। –(আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী)

রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করা যায়

হাদীস : ১৯০৬ ॥ হযরত আমের ইবনে রবীয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ (স)-কে রোযা অবস্থায় অসংখ্যবার মেসওয়াক করতে দেখেছি। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ) - যঈফ (৪০৬)

রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা লাগান যায়

হাদীস : ১৯০৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমার চোখে ব্যাথা করে, আমি কি উহাতে সুরমা ব্যবহার করতে পারি রোযাদার অবস্থায়? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, পার। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন যে, এটার সনদ সবল নয়। এটার রাবী আবু আতেকাকে যঈফ বলা হয়। – যঈফ (৪০৭)

রোযা অবস্থায় মাথায় পানি ঢালা যায়

হাদীস : ১৯০৮ ॥ রাসূলাল্লাহ (স)-এর কোন এক সাহাবী বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ (স)-কে আরজ নামক স্থানে দেখেছি, পিপাসা অথবা গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালছেন রোযাদার অবস্থায়। –(মালিক ও আবু দাউদ)

রোযা থেকে শিঙ্গা লাগান উচিত নয়

হাদীস : ১৯০৯ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) বলেন, একবার রমযানের আঠার তারিখ অন্তে রাসূল (স) আমার হাত ধরে বকীতে এক ব্যক্তির কাছে গেলেন, তখন সে শিঙ্গা লাগচ্ছিল। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, যে শিঙ্গা লাগিয়েছে এবং যে শিঙ্গা বসিয়েছে উভয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলল। –(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। রাবী বলেন, যারা রোযাতে শিঙ্গা লওয়াকে আপত্তি কর বলে মনে করে না, তাদের মতে রোযা ভেঙ্গে ফেলল অর্থ রোযা ভাঙ্গার পথে অগ্রসর হল। শিঙ্গা গ্রহণকারী দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে আর শিঙ্গাদাতা এ কারণে যে শিঙ্গা টানার সময় রক্ত তার পেটে প্রবেশ হতে সে নিরাপদে নহে।

রোযা ভাঙ্গলে কাযা করতে হবে

হাদীস : ১৯১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যে রমযানের একটি রোযা ভেঙ্গেছে ওযর ও রোগ ছাড়া, তার উহা পূরণ করবে না সারা জীবনের রোযা। যদিও সে সারা ;জীবন রোযা রাখে। –(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী এবং বোখারী তার 'তরজমাতুল বাবে।' কিন্তু তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বোখারীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, এ হাদীসের রাবী আবুল মুতাব্বেস এর এটা ছাড়া আর কোন হাদীস আছে বলে আমার জানা নেই।) - যঈফ - (৪০৮)

কিছু কিছু রোযায় সওয়াব হয় না

হাদীস : ১৯১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কত রোযাদার এরূপ আছে যার রোযা দিয়ে পিপাসা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না এবং কত রাতে উঠে এমন নামায আদায়কারী আছে যাদের রাতে উঠার দ্বারা জাগরণ ছাড়া কিছুই হয় না। –(দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ তিনটি জিনিস রোযা নষ্ট করে না

হাদীস : ১৯১২ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন জিনিস রোযাদারের রোযা নষ্ট করে না শিঙ্গা লওয়া, বমি করা এবং স্বপ্নদোষ। –(তিরমিযী, কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গায়রে মাহফুয অর্থাৎ শায।) যঈফ-৪০৭

রোযা রেখে শিঙ্গা লাগান যাবে না

হাদীস : ১৯১৩ ॥ তাবেঈ সাবেত বুনানী (রা) বলেন, একদিন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স)-এর যমানায় কি আপনারা রোযাদারের পক্ষে শিঙ্গা লওয়াকে মাকরূহ মনে করতেন? তিনি বললেন না, তবে দুর্বলতা আসার কারণে নাপছন্দ করতাম। –(বোখারী)

প্রথম দিকে রোযা রেখে শিঙ্গা লাগানোর নিয়ম ছিল

হাদীস : ১৯১৪ ॥ ইমাম বোখারী তা'লীকরূপে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর প্রথমে রোযা অবস্থায় শিঙ্গা নিতেন অতপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং রাতেই তিনি শিঙ্গা নিতেন।

থুথু গিলে ফেললে রোযা ভাঙবে না

হাদীস : ১৯১৫ ॥ তাবেঈ হযরত আতা (রা) বলেন, যদি কেউ রোযাতে কুল্লি করে অতপর মুখের পানি সম্পূর্ণ ফেলে দেয়, থুথু এবং মুখে যা অবশিষ্ট আছে তা গিলে ফেললে তার ক্ষতি হবে না। কিন্তু ইলককে যেন না চিবায়, তবে ইলকযুক্ত থুথুকে যদি গিলে ফেলে তাতে আমি বলি না যে, তার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে; কিন্তু এরূপ করা নিষেধ বা মাকরূহ। –(বোখারী তরজমায়ে বাবে।)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সফরকারীর রোযা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সফরের সময় রোযা ভাঙা যায়

হাদীস : ১৯১৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হামযা ইবনে আমর আসলামী বেশি রোযা রাখত। একদিন সে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি কি সফরে রোযা রাখতে পারি? রাসূল (স) বললেন, যদি চাও রাখতে পার আর যদি না চাও রাখতে পার। –(বোখারী ও মুসলিম)

জিহাদের ময়দানে রোযা ভাঙা যায়

হাদীস : ১৯১৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ কুদরী (রা) বলেন, একবার রোযার ষোল তারিখে আমরা রাসূল (স) সহকারে জিহাদ করছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেউ রোযা রেখেছিলেন আর কেউ ভেঙ্গেছিলেন। কিন্তু না দোষ ধরেছে রোযাদার বে-রোযাদারের আর না বে-রোযাদার রোযাদারদের। –(মুসলিম)

সফরে রোযা রাখা ঠিক নয়

হাদীস : ১৯১৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) এক সফরে ছিলেন। লোকের ভীড় দেখলেন এবং দেখলেন, এক ব্যক্তির উপর ছায়া দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? লোকেরা বলল, এক রোযাদার। রাসূল (স) বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

রোযাদারদের খেদমত করলেও সওয়াব পাবে

হাদীস : ১৯১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ রোযাদার ছিল আর কেউ বে-রোযা। এ সময় আমরা এক গরমের দিনে এক মঞ্জিলে অতবরণ করলাম। তখন রোযাদারগণ পড়ে রইলেন আর বে রোযাদারগণ উঠে দাঁড়ালেন, তারা তাঁবু খাটালেন এবং বাহনদেরকে পানি খাওয়ালেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আজ বে-রোযাদাররাই সওয়াব লুটিল। –(বোখারী ও মুসলিম)

সফরে রাসূল (স) রোযা ভাঙ্গলেন

হাদীস : ১৯২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) রমযান মাসে মদীনা হতে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন এবং রোযা রাখলেন যতক্ষণ উসফান নামক মঞ্জিলে পৌঁছলেন। তথায় তিনি পানি আনালেন এবং আপন হাতের সীমা পর্যন্ত উহা উপরে উঠালেন যাতে লোকেরা দেখে অতপর পান করলেন। এর পর রোযা ভাঙ্গতে লাগলেন যে পর্যন্ত না তিনি মক্কায় পৌঁছলেন। আর ওটা ছিল রমযান মাসে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সফরে রোযা রেখেছিলেন এবং ভেঙ্গেও ছিলেন। অতএব, যে চায় রোযা রাখতে পারে এবং যে চায় ভাঙ্গিতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) সে দিন আছরের পরে পানি পান করেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোকের বিশেষ সময় রোযা মাফ

হাদীস : ১৯২১ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক কা'বী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক মুসাফির হতে চিরতরে অর্ধেক নামায এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে আপাতত রোযা উঠিয়ে দিয়েছেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।)

বাহন ভাল হলে সফরে রোযা রাখবে

হাদীস : ১৯২২ ॥ হযরত সালামা ইবনে মুহাব্বাক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার এমন বাহন রয়েছে যা তাকে আরামের সাথে ঘরে পৌঁছিয়া দিবে, সে যেন রোযা রাখে যেখানেই সে রোযা পায়। - যঈফ -(৪১০)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সফরে রোযা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৯২৩ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন এবং পথে রোযা রাখলেন তিনি এবং লোকেরাও যে পর্যন্ত না কুরাউল গামীম নামক স্থানে পৌঁছলেন। অতপর তিনি এক পেয়ালা পানি আনালেন এবং উপরে উঠিয়ে ধরলেন যাতে লোক দেখতে পায়, অতপর উহা পান করলেন। এর পর তাঁকে বলা হল যে, কোন কোন লোক রোযা রেখেছে। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, এরা হল নাফরমান, এরা হল নাফরমান। -(মুসলিম)

সফরে রমযানের রোযাও রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৯২৪ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সফরে রমযানের রোযাদার হলে বে-রোযাদারের সমান। -(ইবনে মাজাহ) - যঈফ (৪১১)

সফরে রোযা না রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে

হাদীস : ১৯২৫ ॥ হযরত হামযা ইবনে আমর (আসলামী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমাতে সফরে রোযা রাখার মত ক্ষমতা পাই। এতে কি আমার প্রতি কোন গোনাহ বর্তাবে? রাসূল (স) বললেন, রোযা না রাখা আল্লাহর পক্ষ হতে রোখসত। যে তা গ্রহণ করল তার পক্ষে উহা ভাল হল, আর যে রোযা রাখতে ভালবাসল তার প্রতি কোন গোনাহ বর্তাবে না। -(মুসলিম)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

রোযার কাযা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযা ভাঙ্গলে পুনরায় আদায় করতে হবে

হাদীস : ১৯২৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার রমযানের রোযা বাকি থাকত, আমি উহা পরবর্তী শাবান ছাড়া পূর্ণ করতে পারতাম না। রাবী ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ বলেন, হযরত আয়েশা এখানে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তার সাথে রাসূল (স)-এর কাজ থাকার কারণে অথবা রাসূল (স)-এর সাথে তার কাজ থাকার কারণে।-(বোখারী ও মুসলিম)

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না

হাদীস : ১৯২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রী পক্ষে বৈধ নহে স্বামী বাড়ীতে থাকাকালে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা এবং তার ঘরে কাউকেও প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া। -(মুসলিম)

হায়েজগ্রস্ত মহিলার রোযার কাযা করতে হবে

হাদীস : ১৯২৮ ॥ মহিলা তাবেঈ হযরত মুআযা আদভিয়া হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কি হেতু যে হায়েজ গ্রস্ত স্ত্রীলোক রোযা কাযা করে আর নামায কাযা করে না? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, যখন আমাদের এ অবস্থা হত তখন আমাদেরকে রোযার কাযা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হত আর নামাযের কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না। –(মুসলিম)

ওয়ারিশগণ রোযার কাফফারা আদায় করবে

হাদীস : ১৯২৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মরে গেছে আর ফরয রোযা তার মাথায় রয়েছে তার ওলী তার পক্ষে রোযা রাখবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমযানের রোযার কাফফারা মৃত্যুর পরেও করতে হয়

হাদীস : ১৯৩০ ॥ তাবেঈ নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, যে রমযানের রোযা মাথায় রেখে ইন্তেকাল করে, তার পক্ষ হতে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে যেন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ান হয়। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, সহীহ কথা হল, হাদীসটি মওকূফ অর্থাৎ ইবনে ওমরেরই কথা, রাসূল (স)-এর নয়।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৯৩১ ॥ ইমাম মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, তার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করা হত, কেউই কারও পক্ষ হতে রোযা রাখতে পারে কিনা অথবা কেউ কারও পক্ষ হতে নামায আদায় করতে পারে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, কেউ কারও পক্ষ হতে রোযা রাখতে পারে না এবং কেউ কারও পক্ষ হতে নামাযও আদায় করতে পারে না। –(মালিক)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নফল রোযা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা করা ঠিক নয়

হাদীস : ১৯৩২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রোযা রাখতে থাকতেন যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। এভাবে তিনি রোযা ছাড়তে আরম্ভ করতেন, যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। আমি রাসূল (স)-কে কখনও রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখি নি এবং শাবান অপেক্ষা কোন মাসে অধিক রোযা রাখতেও দেখি নি।

অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) পূর্ণ শাবান মাসেই রোযা রাখতেন কয়েক দিন ছাড়া পূর্ণ শা'বান রোযা রাখতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কারও পক্ষে রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৯৩৩ ॥ তাবেঈ আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) বলেন, আমি একবার হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলাল্লাহ (স) কি কোন পূর্ণ মাস নফল রোযা রাখতেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাকে জানি না যে, তিনি রমযান ছাড়া কোন পূর্ণ মাস রোযা রেখেছেন এবং কিছু রোযা না রেখে কোন মাস রোযা ছেড়েছেন যে পর্যন্ত না তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। –(মুসলিম)

শাবানের শেষের রোযা রাখতে হবে

হাদীস : ১৯৩৪ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) ইমরানকে জিজ্ঞেস করলেন অথবা অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আর ইমরান শুনেছিলেন। হে অমুকের বাপ, তুমি কি এবার শাবানের শেষের দিকে রোযা রাখ নি? তিনি বললেন না। রাসূল (স) বললেন, তবে যখন তুমি রমযানের রোযা শেষ করবে দুই দিন রোযা রাখবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

রমযানের পর মহররমের রোযাই শ্রেষ্ঠ

হাদীস : ১৯৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রমযানের রোযার পর আল্লাহর মাস মহররমের রোযাই হল শ্রেষ্ঠ রোযা এবং ফরয নামাযের পর রাতের নামাযই হল শ্রেষ্ঠ নামায। –(মুসলিম)

আশুরার রোযা রাখার ব্যাপারে তাগিদ আছে

হাদীস : ১৯৩৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ (স)-কে এ দিন আশুরার দিন এবং এই মাস রমযান মাস ছাড়া কোন দিনের রোযা রাখার জন্য এত অধিক খেয়াল রাখতে এবং উহাকে অপর দিনসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে দেখি নি। −(বোখারী ও মুসলিম)

আশুরার রোযা রাখায় সওয়াব আছে

হাদীস : ১৯৩৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আশুরার দিনে রোযা রাখলেন এবং আশুরার রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! এ দিনকে তো ইহুদী ও নাসারাগণ সম্মান করে! তখন রাসূল (স) বললেন, যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি নিশ্চয় আমি নবম তারিখেও রোযা রাখব। −(মুসলিম)

রাসূল (স) রমযানে রোযা ভেঙ্গেছেন

হাদীস : ১৯৩৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাসের মা উম্মুল ফযল বিনতে হারেস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, আরাফার তারিখে কতক লোক তার কাছে রাসূল (স)-এর রোযা সম্পর্কে বিতর্ক করতে লাগল। কেউ বলল, তিনি রোযা রেখেছেন আর কেউ বলল, রাখেন নি। উম্মুল ফযল বলেন, আমি তার কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম। তখন তিনি আরাফার ময়দানে নিজের উটের উপর ছিলেন। তিনি উহা পান করলেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

জিলহজ্জের প্রথম দিকে রোযা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৯৩৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনও রাসূল (স)-কে জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের মধ্যে রোযা রাখতে দেখি নি। −(মুসলিম)

প্রত্যেক মাসের তিনদিন রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৯৪০ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনি কিরূপে রোযা রাখেন? রাসূল (স) তার উপর বড় রাগ করলেন। হযরত ওমর (রা) যখন তাঁর রাগ দেখলেন বললেন, আল্লাহকে প্রভুরূপে, ইসলামকে দ্বীনরূপে এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবীরূপে পেয়ে আমরা খুশী হয়েছি। আমরা আল্লাহর কাছে পানা চাই আল্লাহর ক্রোধ এবং তার রাসূল (স)-এর ক্রোধ হতে। হযরত ওমর (রা) এ বাক্যগুলো বারবার বলতে লাগলেন যাতে তার ক্রোধ থেমে গেল। অতপর হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! তার কাজ কেমন, যে সারা বছর রোযা রাখে? রাসূল (স) বললেন, সে রোযাও রাখে না এবং বে-রোযাও থাকে না; অথবা তিনি বললেন, সে রোযা রাখেন নি এবং রোযা ছাড়েন নি। পুনঃ হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! তার কাজ কেমন, যে দু দিন রোযা রাখে এবং এক দিন রোযা ছাড়ে? রাসূল (স) বললেন, এরূপ রাখতে সক্ষম হয় কি কেউ? অতপর হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তার কাজ কেমন, যে এক দিন রোযা রাখে আর এক দিন রোযা ছাড়ে? রাসূল (স) বললেন, এটা দাউদ নবীর রোযা। পুনরায় হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তার কাজ কেমন, যে এক দিন রোযা রাখে এবং দুই ছাড়ে? তিনি বললেন, আমি কামনা করি যে, আমাকে এরূপ শক্তি দেওয়া হোক। অতপর রাসূল (স) বললেন, প্রত্যেক মাসের তিন দিন এবং এ রমযান হতে ঐ রমযান এটা হল বছরের রোযা আর আরাফার দিনের রোযা আমি আশা করি, আল্লাহর কাছে ওটা মুছে দিবে উহার পূর্বের বছরের ও পরের বছরের গোনাহ এবং আশুরার রোযা আমি আশা করি, আল্লাহর কাছে ওটা মুছে দিবে উহার পূর্বেকার বছরের গোনাহ। −(মুসলিম)

সোমবারে রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৯৪১ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, সোমবারেই আমি দুনিয়াতে এসেছি এবং সোমবারেই প্রথম আমার উপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে। −(মুসলিম)

মাসের যে কোন তিন দিন রোযা রাখা যায়

হাদীস : ১৯৪২ ॥ হযরত মুআযা আদাভিয়া হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (স) কি প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোযা রাখতেন? আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। মুআযা বলেন, অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন তিন দিনে তিনি রোযা রাখতেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) মাসের যে কোন দিনে রোযা রাখতে দ্বিধাবোধ করতেন না। −(মুসলিম)

রমযানের পরে সওয়ালের ছয়টি রোযা রাখতে হয়

হাদীস : ১৯৪৩ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে রমযানের রোযা রেখেছে এবং পরে রেখেছে সওয়ালের ছয় দিন, এটা তার পূর্ণ বৎসরের রোযার সমান হবে। −(মুসলিম)

দু' ঈদে রোযা রাখা হারাম

হাদীস : ১৯৪৪ ॥ আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) দু'দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। রোযার ঈদের দিনে ও কোরবানীর ঈদের দিনে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বছরে দু'দিন কোন রোযা নেই

হাদীস : ১৯৪৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু'দিন কোন রোযা নেই। রোযার ঈদের দিন ও কোরবানীর ঈদের দিন। -(বোখারী ও মুসলিম)

আইয়ামে তাশরিকে রোযা রাখা নিষেধ

হাদীস : ১৯৪৬ ॥ হযরত নুরাইশা হুযালী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আইয়ামে তশরীক হল পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন। -(মুসলিম)

জুমআবারের পূর্বে অথবা পরে রোযা রাখতে হয়

হাদীস : ১৯৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমআবারে রোযা না রাখে, জুমআবারের পূর্বে অথবা পরে রোযা রাখা ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

রোযার জন্য জুমআর দিনকে নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়

হাদীস : ১৯৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রাত সমূহের মধ্যে শুধু জুমআর রাতকে নামায পড়ার জন্য খাস করে নিবে না এবং দিনসমূহের মধ্যেও কেবল জুমআর দিনকেই রোযার জন্য খাস করে নিবে না, যদি না এটা তোমাদের কারও রোযা রাখার তারিখে পড়ে। -(মুসলিম)

আল্লাহর রাস্তায় একটি রোযা রাখলে দোযখ মাফ

হাদীস : ১৯৪৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর রাস্তায় একটি রোযা রাখবে, আল্লাহ পাক তার চেহারাকে দোযখের আগুন হতে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

পরিমাণমত রোযা রাখতে হয়

হাদীস : ১৯৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ! আমাকে কি সংবাদ দেওয়া হয়নি যে, তুমি সারাদিন রোযা রাখ এবং সারারাত নামায পড়? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল (স) বললেন, এরূপ করবে না। রোযা রাখ আর বে-রোযাও কাটাবে। নামাযও পড় এবং ঘুম যাও। কেননা, তোমার উপর তোমার শরীরেরও হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার চোখেরও হক রয়েছে, তোমার উপর স্ত্রীরও হক রয়েছে এবং তোমার উপর তোমার সাক্ষাৎকারীদেরও হক রয়েছে। সে রোযা রাখে নি, যে রোযা রেখেছে সারা বৎসর। প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযাই সারা বছরের রোযা। অতএব, প্রত্যেক মাসে রোযা রাখ তিন দিন এবং প্রত্যেক মাসে কুরআন পড় একবার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি এটা অপেক্ষা অধিক পারি। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি শ্রেষ্ঠ নিয়মের রোযা রাখবে হযরত দাউদ নবীর রোযা, একদিন রোযা আর একদিন বে-রোযা এবং কোরআন খতম করবে সপ্তাহে একবার, এর অধিক করবে না। -(বোখারী, মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন

হাদীস : ১৯৫১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতেন।
-(তিরমিযী ও নাসাঈ)

সোমবার, বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর কাছে পাঠান হয়

হাদীস : ১৯৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। অতএব, আমি চাই যে, আমার আমল পেশ করা হোক আমার রোযার অবস্থায়। -(তিরমিযী)

মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখলে সওয়াব বেশি

হাদীস : ১৯৫৩ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন আমাকে বললেন, হে আবু যর! যখন তুমি মসের তিন দিন রোযা রাখবে তখন উহার ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রাখবে। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

রাসূল (স) জুমার দিনে রোযা রাখতেন

হাদীস : ১৯৫৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক মাসের প্রথম দিকে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং জুমআর দিনের রোযা খুব কমই ছাড়তেন। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

রাসূল (স) একেক মাসে একেক তারিখে রোযা রাখতেন

হাদীস : ১৯৫৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক মাসের শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন আর অপর মাসের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার। -(তিরমিযী)

সোমবারে রোযা রাখা বরকতের

হাদীস : ১৯৫৬ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখতে যার প্রথম দিন সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

প্রত্যেকের উপর পরিবারের হক আছে

হাদীস : ১৯৫৭ ॥ হযরত মুসলিম কুরাইশী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম অথবা কারও কর্তৃক তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে। উত্তরে তিনি বললেন, তোমার উপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে। সুতরাং তুমি রোযা রাখবে রমযান মাস এবং তার সাথে যে মাস রয়েছে তাতে, এছাড়া প্রত্যেক বুধবার ও বৃহস্পতিবার। তখন তুমি সারা বছর রোযা রাখবে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আরাফার ময়দানে রোযা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ১৯৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

শনিবার রোযা রাখা ঠিক নয়

হাদীস : ১৯৫৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর তাঁর ভগিনী সালমা হতে বর্ণনা করেন যে রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা শনিবারে রোযা রাখবে না তোমাদের প্রতি কোন নির্ধারিত রোযা ছাড়া। যদি তোমাদের কেহ আঙ্গুর লতার ছাল অথবা গাছের কাঠ ছাড়া আর কিছু না পায়, তাহলে যেন তা চিবিয়ে রোযা ভঙ্গ করে। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

একদিন রোযা রাখলে তার জন্য দোযখ হারাম

হাদীস : ১৯৬০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার মধ্যেও দোযখের মধ্যে একটি পরিখা সৃষ্টি করেন, যার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্ব সমান হবে। -(তিরমিযী)

শীতকালের রোযায় পরিশ্রম হয় না

হাদীস : ১৯৬১ ॥ হযরত আমের ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শীতকালের রোযা একটি বিনা কষ্টের নেয়ামত। -(আহমদ ও তিরমিযী এবং তিরমিযী বলেছেন যে, হাদীসটি মোরসাল। তার মতে আমের সাহাবী ছিলেন না, তাবেঈ ছিলেন।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানগণই হযরত মূসার বেশি হকদার

হাদীস : ১৯৬২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মদীনায় আগমন করলেন, ইহুদীগণকে দেখলেন, তারা আশুরার তারিখে রোযা রাখে। রাসূল (স) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই যে দিন যাতে তোমরা রোযা রাখ এটা কি? তারা বলল, এটা একটি মহান দিন। এ দিনেই আল্লাহ পাক হযরত মূসা ও তার জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে নিমজ্জিত করেছেন। অতএব, হযরত মূসা (আ)-এর শোকরিয়াস্বরূপ রোযা রেখেছিলেন অতপর আমরাও রাখি। রাসূল (স) বললেন, আমরাই তোমাদের অপেক্ষা হযরত মূসার অধিকতর আপন ও অধিকতর হকদার। অতপর রাসূল (স) একদিন রোযা রাখলেন এবং আমাদেরকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

শনিবার রবিবার মুশরিকদের পর্বদিন

হাদীস : ১৯৬৩ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) অপর দিনসমূহে রোযা রাখা অপেক্ষা শনি-রবিবারেই অধিক রোযা রাখতেন এবং বলতেন, এ দুই দিন মুশরিকদের পর্বের দিন। অতএব, এ ব্যাপারে আমি তাদের খেলাফ করাকে পছন্দ করি। -(আহমদ)

আশুরার রোযা ফরয রোযার মত নয়

হাদীস : ১৯৬৪ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে আশুরার তারিখে রোযা রাখতে নির্দেশ দিতেন এবং তার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন। এছাড়া ঐ তারিখ উপস্থিতিকালে তিনি আমাদের খোঁজ রাখতেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয করা হল, তিনি আমাদেরকে আশুরার জন্য আর নির্দেশ দিতেন না এবং তা থেকে নিষেধও করতেন না এবং উহার উপস্থিতিকালে আমাদের ঐরূপ খোঁজও রাখতেন না। -(মুসলিম)

আশুরার রোযা অধিক বরকতের

হাদীস : ১৯৬৫ ॥ হযরত হাফসা (রা) বলেন, চারটি বিষয় এমন যেগুলোকে রাসূল (স) কখনও ছাড়তেন না। আশুরার রোযা, জিলহজ্জের প্রথম দশকের রোযা, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকাত সুন্নত। -(নাসাঈ)

আইয়্যাম বীযের রোযা

হাদীস : ১৯৬৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আইয়ামে বীযের রোযা সফরে ও হযরে কোথাও ছাড়তেন না। -(নাসাঈ)

রোযা হচ্ছে শরীরের যাকাত

হাদীস : ১৯৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের যাকাত রয়েছে এবং শরীরের যাকাত হল রোযা। -(ইবনে মাজাহ)

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সওয়াবের

হাদীস : ১৯৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখেন দেখি? রাসূল (স) বললেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ মাফ করেন প্রত্যেক মুসলমানকে পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তিদ্বয় ব্যতীত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ছেড়ে দাও তাদেরকে যে পর্যন্ত তারা পরস্পরে আপোষ করে। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

একদিন রোযা রাখলে আল্লাহ দোযখ মাফ করবেন

হাদীস : ১৯৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ পাক তাকে দোযখ হতে দূরে রাখবেন এবং কাক বাচ্চা কাল হতে অতি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যতদূর উড়তে পারে ততদূরে। -(আহমদ)

আর বায়হাকী সালামা ইবনে কায়স হতে শোআবুল ঈমানে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

নফল রোযার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সেহরী না খেয়ে রোযা রাখতেন

হাদীস : ১৯৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার কাছে এসে বললেন, তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তবে আমি রোযা রাখলাম। অতপর আরেক দিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে 'হায়স' হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে দেখাও। আমি তো রোযার নিয়ত করেছি। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর তিনি তা খেলেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) উম্মে সুলাইমের জন্য দোয়া করতেন

হাদীস ঃ ১৯৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) উম্মে সুলাইমের কাছে পৌছলেন। উম্মে সুলাইম তাঁর কাছে কিছু খেজুর ও ঘি উপস্থিত করলেন। রাসূল (স) বললেন, তোমাদরে ঘি উহার মশকে এবং খেজুরও উহার ঝুড়িতে রেখে দাও। আমি রোযা রেখেছি। অতপর তিনি ঘরের এক কোণে গিয়ে কিছু নফল নামায পড়লেন আর উম্মে সুলাইম ও তার ঘরবাসীদের জন্য দোয়া করলেন। -(বোখারী)

নফল রোযা ভাঙা যায়

হাদীস ঃ ১৯৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানার দিকে আহুত হয় রোযার অবস্থায় সে যেন বলে, আমি রোযা। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানার জন্য আহুত হয়, তখন সে যেন তা কবুল করে। অতপর রোযা থাকলে তাদের জন্য দোয়া করে বে-রোযা হলে খানা খায়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নফল রোযা ভাঙলে ক্ষতি হবে না

হাদীস ঃ ১৯৭৩ ॥ হযরত উম্মে হানী (রা) বলেন, যখন মক্কা বিজয়ের দিন হল ফাতেমা এসে রাসূল (স)-এর বাম দিকে বসল এবং উম্মে হানী অর্থাৎ আমি তাঁর ডান দিকে। এ সময় একটি বালিকা একটি পাত্র নিয়ে এসে রাসূল (স)-এর হাতে দিল, যাতে পানীয় ছিল। তিনি পাত্র হতে কিছু পান করলেন অতপর উম্মে হানীকে দিলেন। উম্মে হানী কিছু পান করলেন। অতপর উম্মে হানী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পান করলাম অথচ আমি রোযা রেখেছিলাম। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, কোন কাযা রোযা রেখেছিলে কি? তিনি বললেন, না, রাসূল (স) বললেন, তোমার ক্ষতি হবে না যদি নফল রোযা হয়। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী)

নফল রোযা প্রয়োজনে ভাঙা যায়

হাদীস ঃ ১৯৭৪ ॥ যুহরী উরওয়া হতে, উরওয়া হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন আমি ও হযরত হাফসা রোযা রেখেছিলাম। এ অবস্থায় আমাদের কাছে কিছু খানা উপস্থিত করা হল, যা আমরা পছন্দ করি। সুতরাং আমরা তা খেলাম। অতপর হাফসা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রোযা ছিলাম এ অবস্থায় আমাদের কাছে কিছু খানা উপস্থিত করা হল, যা আমরা পছন্দ করি। অতএব, আমরা খেয়েছি। রাসূল (স) বললেন, অপর একদিন রোযা রাখিয়া দিও। -(তিরমিযী)

তিরমিযী এখানে হাদীস বিশেষজ্ঞদের এমন এক দলের নাম উল্লেখ করেছে যারা হাদীসটি যুহরী হতে এবং যুহরী আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মধ্যস্থ রাবী উরওয়ার নাম উল্লেখ করেন নি। আর এটাই সহীহ বর্ণনা। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ এটাকে উরওয়ার আযাদকৃত দাস জুমাইলে হতে তিনি উরওয়া হতে এবং উরওয়া আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এ বর্ণনা অনুসারে এটা মুত্তাসিল হাদীস।

রোযাদারের সামনে খানা খাওয়া উচিত নয়

হাদীস ঃ ১৯৭৫ ॥ হযরত উম্মে উমারা বিনতে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) তার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূল (স)-এর জন্য খানা আনালেন। রাসূল (স) বললেন, তুমিও খাও। তিনি বললেন, আমি রোযা। রাসূল (স) বললেন, যখন রোযাদারের কাছে খানা খাওয়া হয় ফেরেশতাগণ তার জন্য দোআ করতে থাকেন। যতক্ষণ না তারা খানা হতে অবসরগ্রহণ করে। -(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোযাদারের হাড় আল্লাহর তাসবীহ করে

হাদীস ঃ ১৯৭৬ ॥ সাহাবী হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, একবার হযরত বেলাল (রা) রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছলেন, তখন রাসূল (স) দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, বেলাল খানায় শরিক হয়ে যাও। বেলাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রোযা রেখেছি। রাসূল (স) বললেন, আমরা আমাদের রিযিক খেয়ে ফেলেছি আর বেলালের রিযিক বেহেশতে উদ্বৃত্ত থাকছে। বেলাল! তুমি কি জান রোযাদারের হাড়সমূহ আল্লাহর তাসবীহ করে থাকে এবং তার জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা চাইতে থাকেন যাবৎ তার কাছে খানা খাওয়া হয়ে থাকে। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শবে কদর

প্রথম পরিচ্ছেদ

শবে ক্বদর রমযানের শেষে

হাদীস ঃ ১৯৭৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা শবে ক্বদর তালাশ করবে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে। -(বোখারী)

শবে ক্বদর রমযানের শেষ দিকে

হাদীস ঃ ১৯৭৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের কতজনকে স্বপ্নে দেখান হল, শবে ক্বদর শেষের সাত রাত্রির মধ্যে। রাসূল (স) বললেন, আমি দেখেছি তোমাদের সকলের স্বপ্নই একইরূপ শেষ সাত রাত্রিতে সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে তা অন্বেষণ করে, সে যেন শেষ সাত রাত্রিতে অন্বেষণ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রমযানের শেষ দশ দশকে শবে ক্বদর

হাদীস ঃ ১৯৭৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তালাশ করবে তোমরা তাবে শবে ক্বদরকে রমযানের শেষ দশকে। মাসের নয় দিন বাকি থাকতে, সাত দিন বাকি থাকতে, পাঁচ দিন বাকি থাকতে। –(বোখারী)

রমযানের শেষ দিকে এতেকাফ করতে হয়

হাদীস ঃ ১৯৮০ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) রমযানের প্রথম দশক এতেকাফ করলেন, অতপর মধ্যম দশক করলেন একটি তুর্কী তাঁবুতে। এ সময় একবার মাথা বের করে বললেন, আমি এ রাত্রিতে তালাশ করতে গিয়ে প্রথম দশকে এতেকাফ করেছি, অতপর মধ্যম দশকেও এতেকাফ করেছি, অতপর স্বপ্নে আমার কাছে কেউ এসে বলল, এটা শেষ দশকে। এতএব যে ব্যক্তি আমার সাথে প্রথমে এতেকাফ করেছে সে যেন শেষ দশকেও এতেকাফ করে। নিশ্চয়ই তা আমার স্বপ্নের দেখান হয়েছিল কিন্তু পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে মনে পড়ে আমি ঐ রাত্রির ফজরে নিজেকে পানি আর কাদার মধ্যে সেজদা করতে দেখেছি। অতএব, তোমরা এটা শেষ দশ রাত্রির মধ্যেই তালাশ করবে এবং বিজোড় রাত্রিই তালাশ করবে। আবু সায়ীদ বলেন, সে রাত্রিতেই আকাশ ভারী বর্ষণ করল, মসজিদ তখন ছাপরা ছিল, অতএব, ছাদ থেকে পানি পড়ল। তখন আমরা এই দুই চক্ষু রাসূল (স)-কে দেখল তাঁর কপালে পানি ও কাদার দাগ লেগেছে আর তা ছিল একুশ তারিখের সকাল।

–(বোখারী ও মুসলিম; কিন্তু উহা শেষ দশ দিনের মধ্যে পর্যন্ত পাঠ মুসলিমের এবং বাকিটা বুখারীর।)

রমযানের ২৭ তারিখেই শবে ক্বদর

হাদীস ঃ ১৯৮১ ॥ তাবেয়ী যিরা ইবনে হুবাইশ (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত উবাই ইবনে কা'বকে রাত্রি জাগরণ করে, সে শবে ক্বদর লাভ করবে। হযরত উবাই বললেন, আল্লাহ তাঁকে রহম করুন! তার এই কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তা রমযানে এবং রমযানের শেষ দশ রাত্রিতেই এবং তা সাতাইশে রাত্রিতেই। অতপর হযরত উবাই দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলেন, যে ক্বদর নিশ্চয় সাতাইশে রাত্রিতেই। যির বলেন, আমি বললাম হে আবু মুনযির! আপনি কোন সূত্রে এ কথা বললেন। তিনি বললেন, কদরের রাত্রির পর সকালে সূর্য উঠবে অথচ তার কিরণ থাকবে না।

–((মুসলিম)

রাসূল (স) রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন

হাদীস ঃ ১৯৮২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রমযানের শেষ দশকে ইবাদতে অধিক পরিশ্রম করতেন। যা অপর সময় করতেন না। –(মুসলিম)

রমযানের শেষ দশকে রাসূল (স) রাত জেগে ইবাদত করতেন

হাদীস ঃ ১৯৮৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসত, রাসূল (স) ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে ফেলতেন। তিনি সারা রাত্রি জাগতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শবে কদরে আল্লাহর কাছে দোআ করতে হয়

হাদীস ঃ ১৯৮৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন, যদি আমি বুঝতে পারি শবে ক্বদর কোন রাত্রিতে, তবে তখন আমি কি বলব? তিনি বললেন, তুমি বলবে, আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালোবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। –(আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

রমযানের নয় রাত বাকি থাকতে শবে ক্বদর তালাশ করবে

হাদীস ঃ ১৯৮৫ ॥ হযরত আবু বাক্রা (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) তালাশ করবে শবে ক্বদরকে অর্থাৎ শবে কদরকে রমযানের নয় রাত্রি বাকি থাকতে, অথবা সাত রাত্রি বাকি থাকতে, অথবা পাঁচ রাত্রি বাকি থাকতে অথবা তিন রাত্রি বাকি থাকতে অথবা শেষ রাত্রিতে (অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ রাত্রিতে)। – (তিরমিযী)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে শবে ক্বদর পূর্ণ রমযান মাসে আছে

হাদীস ঃ ১৯৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে শবে ক্বদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, তা পূর্ণ রমযানেই রয়েছে। –(আবু দাউদ এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, সুফিয়ান সাওরী ও শোবা এটা প্রবীণ তাবেয়ী আবু ইসহাক হতে মওকুফ রূপে অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমরের বাণীরূপেই বর্ণনা করেছেন।) – যঈফ (৪২৫)

রমযানের শেষের দিকে শবে কদরের খোঁজ করতে হবে

হাদীস ঃ ১৯৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একবার আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! পল্লী গ্রামে আমার বাড়ি। আমি সেখানে বাস করি এবং আলহামদুলিল্লাহ সেখানে নামাযও পড়ি। সুতরাং আমাকে রমযানের একটি নির্দিষ্ট রাত্রির কথা বলেন দিন, যাতে আমি শবে কদরের তালাশে আপনার এ মসজিদে আসতে পারি? তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তবে তুমি তেইশে রাত্রিতেই আস। সে উত্তর করল, তিনি যখন আছরের নামায পড়তেন, মসজিদে প্রবেশ করতেন অতপর কোন কাজে বের হতেন না; যে পর্যন্ত না ফজর পড়তেন। যখন ফজর পড়তেন, মসজিদের দরজায় আপন বাহনটি প্রস্তুত পেতেন এবং তাতে চড়ে আপন পল্লীতে চলে যেতেন। –(আবু দাঊদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ ভুলানো হয়েছে

হাদীস ঃ ১৯৮৮ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমাদেরকে শবে কদরের সংবাদ দেওয়ার জন্য বের হলেন। এ সময় মুসলমানদের দু'ব্যক্তি কলহ আরম্ভ করল। রাসূল (স) বললেন, আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক কলহে লিপ্ত হল, ফলে তা উঠিয়ে নেওয়া হল। সম্ভবত এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলই হয়েছে। সুতরাং তোমরা উহা ২৯ শে রাত্রি, ২৭ শে রাত্রি, ২৫ শে রাত্রিতে তালাশ করবে। –(বোখারী)

হযরত জিব্রাইল (আ) শবে কদর রাতে দুনিয়াতে আসেন

হাদীস ঃ ১৯৮৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শবে কদর আরম্ভ হয়, তখন জিব্রাঈল (আ) ফেরেশতাদের দলসহ অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহর এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য দো'আ করতে থাকেন, যারা দাঁড়িয়ে বা বসে আল্লাহর স্মরণ করতে থাকে। অতপর যখন বান্দাদের ঈদের দিন হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের কাছে ফখর করেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, হে আমার ফেরেশতাগণ! বল দেখি, সে শ্রমিকের প্রতিদান কী হতে পারে, যে নিজের কার্য সম্পন্ন করেছে? তারা উত্তর করেন, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তার পারিশ্রমিক পূর্ণরূপে দেওয়াই হল তার প্রতিদান। তখন আল্লাহ বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমরা বান্দা ও বান্দীগণ তাদের প্রতি আমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। অতপর আজ আমার কাছে দো'আর প্রার্থনা করতে করতে ঈদগাহে বের হয়েছে। আমার ইজ্জত সম্মানের কসম, জেনে রাখ, আমি তাদের দো'আ দিলাম এবং তোমাদের গোনাহ্সমূহকে নেকিতে পরিবর্তন করলাম। রাসূল (স) বলেন, অতপর তারা বাড়ি ফিরে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে। –(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

– হাদীসটি জাল। উক্ত বর্ণনার সনদে আব্দুর রহমান বিন হাওয়াব নামে এক মিথ্যুক রাবী আছে। সে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করত। (৪২৬)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

এতেকাফের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল (স) এতেকাফ করেছেন

হাদীস ঃ ১৯৯০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বরাবর রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করেছেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তারপর তাঁর স্ত্রীগণও এতেকাফ করেছেন।
–(বোখারী ও মুসলিম)

জিব্রাঈল (আ) রমযানের প্রতিটি রাতে রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন

হাদীস ঃ ১৯৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দানের ব্যাপারে রাসূল (স) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরাজদিল। আর তাঁর এ দরাজদিল বৃদ্ধি পেত সর্বাপেক্ষা অধিক রমযানে। রমযানে প্রত্যেক রাতেই হযরত জিব্রাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন পাক শুনাতেন। যখন তাঁর সাথে জিব্রাঈল (আ) সাক্ষাৎ করতেন, তাঁর দান বর্ষণকারী বাতাস অপেক্ষাও বেড়ে যেত। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-কে কুরআন পড়ে শোনান হত

হাদীস ঃ ১৯৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে কুরআন আবৃত্তি করা হত প্রত্যেক বৎসর (রমযানে) একবার কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করলেন, সে বৎসর আবৃত্তি করা হল দু'বার। তিনি প্রত্যেক বছর এতেকাফ করতেন দশ দিন, কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করলেন সে বছর এতেকাফ করলেন বিশ দিন। –(বোখারী)

এতেকাফের সময় মসজিদের বাইরে যাওয়া নিষেধ

হাদীস ঃ ১৯৯৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন এতেকাফ করতেন, মসজিদ থেকে আপন শির মোবারক আমার দিকে এগিয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম; কিন্তু তিনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘরে আসতেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

এতেকাফের মানত পূর্ণ কর

হাদীস ঃ ১৯৯৪ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ওমর (র) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলিয়াত যুগে আমি এক রাত্রি মসজিদে হারামে এতেকাফ করব বলে মানত করেছিলাম। রাসূল (স) বললেন, তোমার মানত পূর্ণ কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বিশদিন এতেকাফ করেন

হাদীস ঃ ১৯৯৫ ॥ আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক রমযানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন; কিন্তু এক বছর তিনি তা করতে পারলেন না। অতপর যখন পরবর্তী বছর এলো, তিনি বিশ দিন এতেকাফ করলেন।

-(তিরমিযী। আবু দাঊদ ও ইবনে মাজাহ উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে।)

এতেকাফের আগে ফজরের নামায আদায় করতে হয়

হাদীস ঃ ১৯৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এতেকাফের ইচ্ছা পোষণ করতেন, ফজরের নামায পড়তেন। অতপর এতেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। -(আবু দাঊদ ও ইবনে মাজাহ)

এতেকাফ অবস্থায় রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করা যায়

হাদীস ঃ ১৯৯৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এতেকাফ অবস্থায় হাঁটতে পথের এদিক সেদিক না গিয়ে ও না দাঁড়িয়ে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। -(আবু দাঊদ ও ইবনে মাজাহ)

জামে মসজিদ ছাড়া এতেকাফ হবে না

হাদীস ঃ ১৯৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এতেকাফকারীর পক্ষে এ নিয়ম পালন করা আবশ্যক -(১) সে যেন কোন রোগিকে দেখতে না যায়, (২) কোন জানাজানি উপস্থিত না হয়, (৩) স্ত্রী সহবাস না করে এবং (৪) তার সাথে ঘেঁষাঘেঁষি না করে এবং (৫) কোন আবশ্যকে বের না হয়, যদি না উহার জন্য নাচার হয়ে পড়ে। এ ছাড়া (৬) রোযা ছাড়া এতেকাফ হয় না এবং (৭) আর জামে মসজিদ ছাড়া এতেকাফ হবে না। -(আবু দাঊদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এতেকাফের সময় মসজিদে বিছানা পাতা যায়

হাদীস ঃ ১৮৯৯ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রমুখ রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন এতেকাফ করতেন, তাঁর জন্য মসজিদে তাঁর বিছানা পাতা হত এবং সেখানে তাঁর জন্য খাঁটিয়া স্থাপন করা হত উস্তওয়ানায়ে তওবা বা অনুতাপের খাঁটিয়া পিছনে। -(ইবনে মাজাহ)

এতেকাফকারী গোনাহ্ থেকে বাঁচা যায়

হাদীস ঃ ২০০০ ॥ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এতেকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, সে গোনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকে এবং তার জন্য নেকিসমূহ লেখা হয় ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে যাবতীয় নেক কাজ করে।

-(ইবনে মাজাহ)

মিশকাত শরীফ

॥ পঞ্চম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের মহিমা পর্ব :

কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের মহিমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন শিক্ষা কারী মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

হাদীস : ২০০১ ॥ হযরত ওসমান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়। -(বোখারী)

কুরআনের নির্দিষ্ট দুটি আয়াতের মধ্যে অনেক ফযিলত আছে

হাদীস : ২০০২ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমরা মসজিদের চত্বরে বসেছিলাম, এমন সময় রাসূল (স) বের হয়ে এলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, প্রত্যেক সকালে বুত্হান অথবা আকীক বাজারে যাক, আর বড় কুঁজের দুটি উটনী নিয়ে আসুক বিনা অপরাধ সংগঠনে ও বিনা আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকেই তা চায়। রাসূল (স) বললেন, তবে কেন তোমাদের কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শিক্ষা দেয় না বা শিক্ষা গ্রহণ করে না, অথচ এটা তার জন্য দুটি উটনী অপেক্ষা উত্তম, তিন তিনটি অপেক্ষা উত্তম এবং চার চারটি অপেক্ষা উত্তম। -(মুসলিম)

কুরআনে এমন তিনটি আয়াত আছে যা তিনটি উটের চেয়ে মূল্যবান

হাদীস : ২০০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ভালোবাসে যে, যখন সে বাড়ি ফিরে এবং তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বড় গর্ভিনী উটনী পায়? আমরা বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, তবে জানবে তিনটি আয়াত– যা তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে পড়ে, তাও তার পক্ষে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বড় গর্ভিনী উটনী অপেক্ষা মূল্যবান। -(মুসলিম)

ফেরেশতা কুরআন পাঠকারীর সাথে থাকবে

হাদীস : ২০০৪ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে ও তাতে আটকায় এবং কুরআন তার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়, তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুই ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়

হাদীস : ২০০৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষর পাত্র নয়। সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন আর সে তা পড়ে রাত-দিন। অপর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন আর সে তা হতে দান করে রাত-দিন। -(বোখারী ও মুসলিম)

যে কুরআন পড়ে না সে প্রকৃত মু'মিন

হাদীস : ২০০৬ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে মু'মিনের উপমা হল, যে কুরআন পড়ে, যেন তুরঞ্জ ফল, যার গন্ধ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম; আর সে মু'মিনের উপমা হল, যে কুরআন পড়ে না, যেন খেজুর, যার কোন গন্ধ নেই। তবে স্বাদ উত্তম। আর সে মুনাফেকির উপমা হল, যে কুরআন পড়ে না, যেন তিতফল, যার কোন গন্ধ নেই অথচ তার স্বাদও কটু এবং সে মুনাফেকির উপমা হল, যে কুরআন পড়ে, যেন সে ফুল, যার গন্ধ আছে অথচ তার স্বাদ কটু। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআন দিয়ে কোন কোন জাতি উন্নত

হাদীস : ২০০৭ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ কিতাব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা উন্নত করেন কোন কোন জাতিকে এবং অবনত করেন অপরদিগকে। –(মুসলিম)

সূরা বাকারার আছরে ঘোড়া লাফাতে লাগল

হাদীস : ২০০৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, সাহাবী উসাইদ ইবনে হুযাইরা এক রাতে সূরা বাকারা পড়ছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়া বাঁধা ছিল তাঁর কাছে। হঠাৎ ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। তিনি চুপ করলে ঘোড়া শান্ত হল। আবার তিনি পড়তে লাগলেন, আবার ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। তিনি চুপ করলেন, ঘোড়া শান্ত হল। পুনরায় তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন, পুনরায় ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। এবার তিনি ক্ষান্ত দিলেন। কেননা, তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া তাঁর কাছে শায়িত ছিল। তিনি আশঙ্কা করলেন পাছে তার কোন বিপদ না হয়। যখন তিনি তাকে দূরে সরিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঠালেন, তখন দেখলেন – সামিয়ানার মত তাতে বাতিসমূহের মত রয়েছে। যখন তিনি ভোরে উঠলেন, রাসূল (স)-কে তা জানালেন। শুনে তিনি বললেন, পড়তে থাকলে না কেন ইবনে হুযাইর! পড়তে থাকলে না কেন ইবনে হুযাইর! ইবনে হুযাইর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আশঙ্কা করলাম পাছে ঘোড়া ইয়াহইয়াকে না মাড়ায়, আর সে ছিল ঘোড়ার নিকটে, –অতএব, আমি ক্ষান্ত দিয়ে তার কাছে গেলাম এবং আকাশের দিকে মাথা উঠালাম, দেখি -সামিয়ানার মত, তাতে বাতিসমূহের মত রয়েছে।

অতপর আমি তা থেকে বের হলাম আর দেখতে দেখতে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। শুনে রাসূল (স) বললেন, এটা কী ছিল জান? আবু সাঈদ বললেন, জ্বি না। রাসূল (স) বললেন, এটা ছিল ফেরেশতাদের দল, তোমার স্বর শুনে তারা এসেছিল। যদি তুমি পড়তে থাকতে তাহলে ভোর পর্যন্ত তারা থাকতেন, আর মানুষ তাঁদের দেখতে পেত, তারা মানুষ হতে লুকাতেন না। –(বুখারী ও মুসলিম, তবে পাঠ বুখারীর। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, সামিয়ানা শূন্যে উঠে গেল'– আমি বের হলাম-এর স্থলে।)

কুরআন তেলাওয়াত করার কারণে রহমত নাযিল হয়

হাদীস : ২০০৯ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফ পড়ছিল, আর তার পার্শ্বে তার ঘোড়া বাঁধা ছিল দু'টি রশি দিয়ে। এ সময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার কাছে থেকে নিকটতর হতে লাগল আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন ভোরে উঠল, তখন রাসূল (স)-এর কাছে এসে তা বর্ণনা করল। তিনি বললেন, তা ছিল রহমত নেমে এসেছিল কুরআনের কারণে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সূরা ফাতিহা হল শ্রেষ্ঠতর সূরা

হাদীস : ২০১০ ॥ হযরত আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা (রা) বলেন, আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম, এমন সময় রাসূল (স) আমাকে ডাকলেন, আমি জবাব দিলাম না, যতক্ষণ না নামায শেষ করলাম। অতপর তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামায পড়ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেন নি যে, আল্লাহ এবং রাসূলের জবাব দাও যখন তারা ডাকেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাকে শিখাব না কুরআনের শ্রেষ্ঠতর সূরা তোমার মসজিদ হতে বের হবার পূর্বে? অতপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর যখন আমরা বের হতে ইচ্ছা করলাম, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি না বলেছিলেন, আমি তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতর সূরা শিখাব? তখন তিনি বললেন, তা হল সূরা "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" সেই সাতটি পুনরাবৃত্ত আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে।

–(বোখারী)

সূরা বাকারা শুনে শয়তান পালায়

হাদীস : ২০১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের ঘরসমূহকে গোরস্তানে পরিণত করবে না। (তাতে কুরআন পাঠ করবে) কেননা, শয়তান সে ঘর হইতে পালায় যাতে সূরা বাকারা পড়া হয়। –(মুসলিম)

কুরআন কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হাদীস : ২০১২ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন পড়বে। কেননা, তা কিয়ামতের দিন পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি উজ্জ্বল সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পড়বে। কেননা, কিয়ামতের দিন এরা দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি সামিয়ানা অথবা দুটি পক্ষ প্রসারিত পক্ষী ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের জন্য আল্লাহর কাছে অনুযোগ করবে। বিশেষ করে পড়বে সূরা বাকারা, কারণ, উহার অর্জন হচ্ছে বরকত এবং বর্জন হচ্ছে আক্ষেপ। সূরা বাকারা পড়তে পারবে না অলসেরা। –(মুসলিম)

কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা ও আলে ইমরান ছায়া দান করবে

হাদীস : ২০১৩ ॥ হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে কুরান এবং তার পাঠকদের, যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করত। তাদের আগে থাকবে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান, যেন তারা দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি কালো ছায়া, যার মধ্যস্থলে থাকবে দীপ্তি। অথবা দু'টি পক্ষ প্রসারিত পাখির ঝাঁক। যারা অনুযোগ করবে আল্লাহর কাছে তাদের পাঠকদের পক্ষে। -(মুসলিম)

শ্রেষ্ঠতর আয়াত কোনটি

হাদীস : ২০১৪ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, আবুল মুনযের, বলতে পার কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-ই ভালো জানেন। তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযের! তুমি বলতে পার কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? এবার আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।" উবাই বলেন, এ সময় রাসূল (স) আমার সিনায় হাত মেরে বললেন, জ্ঞান তোমাকে মোবারক হোক হে আবুল মুনযের। -(মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা) এক রাতে শয়তানের সাথে কথা বলেছেন

হাদীস : ২০১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক রাত্রে রাসূল (স) আমাকে ফিত্‌রার মাল পাহারায় নিযুক্ত করেন। এ সময় আমার কাছে এক ব্যক্তি আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য-শস্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, তোমাকে আমি রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আমার বহু পোষ্য রয়েছে এবং আমার অভাবও নিদারুণ। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোরে গেলাম রাসূল (স) আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দির কী হল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নিদারুণ অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল, তাই আমি তার প্রতি দয়া করলাম, এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূল (স) বললেন, শুন, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। আমি নিশ্চিতরূপে বুঝলাম যে সে আবার আসবে। রাসূল (স)-এর বলার কারণে সে আবার আসবে। অতএব, আমি তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য-শস্য নিতে লাগল। এ সময় আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, এবারও আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বড় অভাবগ্রস্ত এবং আমার বহু পোষ্য রয়েছে। আমি আর আসব না। এবারও আমি তার প্রতি দয়া করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন আমি ভোরে উঠলাম, রাসূল (স) আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! তোমার বন্দির কী হল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নিদারুণ অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল, তাই আমি তার প্রতি দয়া করে ছেড়ে দিলাম। রাসূল (স) বললেন, যে সে আবার আসবে। কারণ, রাসূল (স) বলেছেন -সে আবার আসবে। সুতরাং আমি তার প্রতীক্ষায় রইলাম।

সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য-শস্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে যাবই, এটা তিনবারের শেষবার, তুমি ওয়াদা করেছিলে তুমি আর আসবে না, অথচ তুমি এসেছ। সে বলল, এবারও আমাকে ছাড়, আমি তোমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখিয়ে দিব, যাতে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তা হল, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, আয়াতুল কুরসী পড়বে, 'আল্লাহু লা ইলাহা ইলালা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম'- আয়াতের শেষ পর্যন্ত, তা হলে আল্লাহর তরফ থেকে সব সময় তোমার জন্য একজন নেগাহ্‌বান থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। যে পর্যন্ত না তুমি ভোরে ওঠ। এবারও আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোরে উঠলাম, রাসূল (স) আমাকে বললেন, তোমার বন্দির কী হল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বলল, সে আমাকে এমন কয়টি কথা শিখাব, যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। রাসূল (স) বললেন, শুন, সে এবার তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে ডাহা মিথ্যুক। তুমি কি জান- তুমি তিন রাত্রি পর্যন্ত কার সাথে কথা বলেছ? আমি বললাম, জ্বি না। তিনি বললেন, সে ছিল একটা শয়তান। -(বোখারী)

সূরা বাকারা এবং সূরা ফাতিহা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি

হাদীস : ২০১৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক সময় হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় উপর দিক হতে একটি দরজা খোলার শব্দ শুনলেন। তিনি উপর দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এ দরজাটি আজ খোলা হল, এটা আজকের পূর্বে আর কখনও খোলা হয়নি। ওটা হতে একজন ফেরেশতা নামলেন। তখন জিবরাঈল বললেন, ফেরেশতা যমীনে নামলেন, আজকের এ দিন ছাড়া ইতিপূর্বে আর কখনও যমীনে নামে নি। তিনি সালাম করলেন, অতঃপর আমাকে বললেন, দুটি নূরের (জ্যোতির) সসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয় নি। সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনি তাদের যেকোন বাক্যই পড়েন না কেন, নিশ্চয় আপনাকে উহা দেয়া হবে। -(মুসলিম)

সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত দাজ্জাল থেকে রক্ষা করবে

হাদীস : ২০১৭ ॥ হযরত আবুদ্দারাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দিকের দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদ রাখা হবে। -(মুসলিম)

সূরা এখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ

হাদীস : ২০১৮ ॥ হযরত আবুদ্দারাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিরাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? সাহাবাগণ উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি করে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ব? তিনি বললেন, সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। -(মুসলিম। কিন্তু বোখারী আবু সাঈদ হতে।)

সূরা এখলাস ভালোবাসলে আল্লাহ ভালবাসেন

হাদীস : ২০১৯ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের নামায পড়াত এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' দিয়ে কেরাআত শেষ করত। যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, রাসূল (স)-এর কাছে তা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি কারণে এরূপ করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, কেননা, এটাতে আল্লাহর গুণাবলী রয়েছে, আর আমি আল্লাহর গুণাবলী পাঠ করতে ভালোবাসি। তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

সূরা এখলাস ভালোবাসলে বেহেশত পাওয়া যাবে

হাদীস : ২০২০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'কে ভালোবাসি। রাসূল (স) বললেন, তোমার ভালোবাসা তোমাকে বেহেশতে পৌছে দিবে। -(তিরমিযী। আর বোখারী এটার সামর্থ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

সূরা নাস ও ফালাক অবতীর্ণ হল

হাদীস : ২০২১ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, আশ্চর্য, আজ রাতে এমন কতক আয়াত নাযিল হয়েছে, যার পূর্বে অনুরূপ কোন আয়াত দেখা যায় নি- 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস'। -(মুসলিম)

রাতে শোয়ার সময় সূরা নাস, ফালাক, এখলাস পাঠ করতে হয়

হাদীস : ২০২২ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, দু'হাতের তালু একত্র করতেন, তারপর তাতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' পড়ে ফুঁ দিতেন। তাপর তা দিয়ে নিজের শরীরের যা সম্ভবপর হত মুছে ফেলতেন। আরম্ভ করতেন মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সামনের ভাগ থেকে। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন জিনিস আল্লাহর আরশের নিচে থাকে

হাদীস : ২০২৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তিন জিনিস কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে থাকবে। ১. কুরআন, তা বান্দাদের (পক্ষে বা বিপক্ষে) আর্জি করবে তার বাইরে ভিতরে দুইই রয়েছে। ২. আমানত এবং ৩. আত্মীয়তা বন্ধন। (তাদের প্রত্যেকে) ফরিয়াদ করবে ওহে! যে আমাকে রক্ষা করছে আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন এবং যে আমাকে ছিন্ন করেছে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করুক। - যঈফ-৪৩০

-(বাগাবী -শরহুস সুন্নাহ)

কুরআন পাঠকারী সবচেয়ে উন্নত

হাদীস : ২০২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভবে পাঠ করতে থাক। যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতে। কেননা, তোমার স্থান শেষ আয়াতের নিকটে, যা তুমি পাঠ করবে।

-(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

যে কুরআন জানে না সে শূন্য ঘরের তুল্য

হাদীস : ২০২৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে পেটে কুরআনের কিছু নেই, তা খালি ঘর তুল্য। -(তিরমিযী ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ) -যঈফ। উক্ত হাদীসের সনদে কাবূস ইবন আবু যুবইয়ান নামে যঈফ রাবী আছে। এছাড়া জরীর নামেও যে রাবী আছে সেও ক্রটি পূর্ণ।

আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব সবচেয়ে বেশি

হাদীস : ২০২৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেন, কুরআন যাকে আমরা যিক্র ও আমার কাছে যাঞ্চা করা হতে বিরত রেখেছেন, আমি তাকে দান করব যাঞ্চাকারীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। কেননা, আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব অপর সকল কালামের উপর। যেমন, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তার সৃষ্টির উপর। –(তিরমিযী ও দারেমী। আর বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

কুরআনের প্রতি আয়াতে দশটি নেকী

হাদীস : ২০২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাবের কোন একটি অক্ষর পাঠ করেছে, তার কারণে তার নেকী মিলবে আর নেকী হচ্ছে আমলের দশ গুণ। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম এক-একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। (সুতরাং আলিফ, লাম, মীম বললে ত্রিশটি নেকী পাবে।) –(তিরমিযী ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীস; কিন্তু সনদের দিক থেকে গরীব।)

কুরআনের বাহিরে হেদায়েত তালাশ করবে না

হাদীস : ২০২৮ ॥ তাবেঈ হারসে আ'ওয়ার (র) বলেন, আমি (কুফার) মসজিদে পৌছলাম, দেখলাম লোকেরা বাজে কথায় মশগুল। আমি হযরত আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তাঁরা কি এরূপ করছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, শুন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি সাবধান! শীঘ্রই দুনিয়াতে ফ্যাসাদ (বিপর্যয়) আরম্ভ হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা থেকে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব তাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের খবর রয়েছে এবং তোমাদের মধ্যকার বিতর্কের মীমাংসা। এটা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী এবং নিরর্থক নয়। যে অহংকারী তাকে ত্যাগ করবে, আল্লাহ তার অহংকার চূর্ণ করবেন, যে কুরআনের বাইরে হেদায়েত তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে গোমরাহ করবেন। এটা হল আল্লাহর মজবুত রজ্জু, প্রজ্ঞাময় যিক্র এবং সত্য সরল পথ। এটার অবলম্বনে বিপথগামী হয় না প্রবৃত্তি, কষ্ট হয় না জবানের। বিতৃষ্ণ হয় না জ্ঞানীগণ। পুরাতন হয় না বারবার পাঠে। অন্ত নেই তার বিস্ময়কর তথ্যসমূহের। তা শুনে স্থির থাকতে পারেনি জিন্নরা, এমন কি বলে উঠেছে তার "শুনেছি আমরা এমন এক বিস্ময়কর কুরআন যা সন্ধান দেয় সৎ পথের। অতএব ঈমান এনেছি আমরা তার উপর।" যে তা বলে - সত্য বলে, যে তার সাথে আমল করে -পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়, যে ওটার সাথে বিচার করে– ন্যায় করে এবং ওটার দিকে ডাকে – সত্য সরল পথের দিকে ডাকে। –(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এটার সনদ মজহুল। আর হারেস আ'ওর সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে।)

কুরআন পাঠের ফলে কিয়ামতের দিন চেহারা উজ্জ্বল হবে

হাদীস : ২০২৯ ॥ হযরত মুআয জুহানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা আছে তার সাথে আমল করেছে, তার মাতা-পিতাকে কেয়ামতের দিন এমন একটি তাজ পরানো হবে, যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল হবে, যদি সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে তোমাদের মধ্যে থাকত। এখন তার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যে কুরআনের আমল করেছে? –(আহমদ ও আবু দাউদ)

কুরআন আগুনে পোড়ে না

হাদীস : ২০৩০ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কুরআন যদি চামড়ায় রাখা হয়, তারপর তাকে আগুনে ঢালা হয়, তাহলে তা পোড়া যাবে না। –(দারেমী)

কুরআনের নিয়ম পালন করলে বেহেশতে গমন করবে

হাদীস : ২০৩১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কুরআন পড়েছে এবং তাকে মুখস্থ রেখেছে, তারপর তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনেছে, তাকে আল্লাহ বেহেশতে দাখিল করবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত হয়েছিল। –(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব এবং রাবী হাফস ইবনে সুলায়মান হাদীসটি বর্ণনায় সবল নয়; বরং দুর্বল।)

সূরা ফাতেহা সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা

হাদীস : ২০৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞাস করলেন, তুমি কিরূপে নামাযে কুরআন পড়? তিনি সূরা ফাতেহা পড়ে শুনালেন। তখন রাসূল (স) বললেন, কসম সেই আল্লাহর, যার হাতে আমার জীবন– তার ন্যায় কোন সূরা না তওরাতে নাযিল হয়েছে, না ইঞ্জিলে, না যাবুরে আর না এ কুরআনে। –(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটা হাসান সহীহ। আর দারেমী বর্ণনা করেছেন, এটার ন্যায় কোন সূরা নাযিল হয়নি। –পর্যন্ত। উহাতে শেষের দিক এবং উবাইর ঘটনা বর্ণনা করেননি।)

কুরআন মেশকে পূর্ণ থলির ন্যায়

হাদীস : ২০৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়তে থাক। কুরআনের উপমা (অর্থাৎ) যে ওটা শিক্ষা করে, পড়ে এবং রাতে নামাযে দাঁড়ায় তার উপমা মেশকে পূর্ণ থলির ন্যায়, যা সুগন্ধ ছড়ায় চারদিকে। আর যে কুরআন শিক্ষা করে এবং পেটে নিয়ে রাত্রিতে ঘুমায়, তার উপমা ঐ মেশকে পূর্ণ থলির ন্যায়-যার মুখ বন্ধ করা হয়েছে ঢাকনি দিয়ে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

আয়তুল কুরসী পাঠ করলে হেফাজতে থাকা যায়

হাদীস : ২০৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সুরা হামীম আল-মু'মিন- ইলাইহল মাছীর পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে হেফাযতে রাখা হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর যে সন্ধ্যায় পড়বে, তাকে হেফাযতে রাখা হবে সকাল পর্যন্ত। -(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত ফজিলতপূর্ণ

হাদীস : ২০৩৫ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, যা হতে দুটি আয়াত নাযিল করে তা দিয়ে সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। এমন হতে পারে না যে, কোন ঘরে সে আয়াত তিন রাত্রি পড়া হবে আর তারপরও শয়তান তার কাছে যাবে।

-(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

যে আয়াত দিয়ে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়

হাদীস : ২০৩৬ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পড়বে, তাকে দাজ্জারের ফেতনা থেকে নিরাপদে রাখা হবে। -(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

সূরা ইয়াসীন কুরআনের অন্তর

হাদীস : ২০৩৭ ॥ হযরত আবুদ্দারাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি কলব (হৃদয়) আছে, আর কুরআনের কলব হল সূরা ইয়াসীন। যে তা একবার পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার দরুণ তার জন্য দশ বার কুরআন পড়ার সওয়াব নির্ধারণ করবেন। -(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।) যঈফ (৪৩৯)

আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরা ইয়াসীন পড়লেন

হাদীস : ২০৩৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীন সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরা 'ত্বা-হা' ও 'ইয়াসীন' পাঠ করলেন। যখন ফেরেশতাগণ তা শুনলেন- বললেন, ধন্য সে জাতি, যাদের উপর এটা নাযিল হবে, ধন্য সে পেট যে তা ধারণ করবে এবং ধন্য সে মুখ যে উচ্চারণ করবে। -(দারেমী)

সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করলে ফেরেশতারা দোয়া করে

হাদীস : ২০৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়ে, সে সকালে উঠে আর তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। -(তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব। তা ছাড়া এটার রাবী আমর ইবনে আবুল খাসআম যয়ীফ। ইমাম বোখারী বলেছেন, আমর একজন মুনকার রাবী।)

জুমআর রাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করলে ক্ষমা পাবে

হাদীস : ২০৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে জুমুআর রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়বে, তাকে মাফ করা হবে। -(তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটা গরীব। কেননা, এটা রাবী আবুল মেকদাম হেশামকে যয়ীফ বলা হয়ে থাকে।)

সূরা নাস ও ফালাকের মধ্যে উত্তম একটি আয়াত আছে

হাদীস : ২০৪১ ॥ হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) শয়নের পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' পাঠ করতেন এবং বলতেন, ঐ আয়াতসমূহের মধ্যে এমন কোন একটি আয়াত রয়েছে, যার হাজার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম।

-(তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব কিন্তু হাসান।)

সূরা মুলক খুব ফযিলতপূর্ণ

হাদীস : ২০৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, কুরআন পাকে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে, ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক।' -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

কবরের ভিতর সূরা মুলক পড়ার শব্দ পাওয়া যায়

হাদীস : ২০৪৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন এক সাহাবী একটি কবরের উপর আপন তাঁবু খাটালেন। তিনি জানতেন না যে, তা একটি কবর। হঠাৎ তিনি দেখেন– তাতে একটি লোক সূরা তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মূলক' পড়ছে, এমন কি তা শেষ করে ফেলেছে। অতপর তিনি কাছে আসলেন এবং তাকে এই সংবাদ জানালেন। রাসূল (স) বললেন, এটা [illegible] বাধাদানকারী এবং মুক্তিদানকারী, যা পাঠকারীকে আল্লাহ আযাব হতে মুক্তি দিয়ে থাকে। –(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, হাদীসটি গরীব)–

সূরা মুলক পাঠ করা খুবই ফযিলতের কাজ

হাদীস : ২০৪৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) যে পর্যন্ত না 'সূরা আলিফ লাম মীম তানযীল' ও 'সূরা তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মূলক' পড়তেন, নিদ্রা যেতেন না। –(আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। শরহুস সুন্নায়ও এরূপ রয়েছে। 'মাসাবীহ' কিতাবে এটাকে গরীব বলা হয়েছে।)

সূরা যুলযিলাত কুরআনের অর্ধেক

হাদীস : ২০৪৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সূরা ইযা যুলযিলাত (সওয়াবে) কুরআনের অর্ধেকের সমান, 'কুল হুওয়াল্লাহু' এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এক-চতুর্থাংশের সমান। –(তিরমিযী)

সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত খুব ফযিলতপূর্ণ

হাদীস : ২০৪৬ ॥ হযরত মা'কেল (মা'কাল নহে) ইবনে ইয়াসার (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিনবার বলবে – 'আউযু বিল্লাহিস সামীয়িল আলীমি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' অতপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। আর যদি সে এ দিনে মারা যায়, মারা গেলে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে এবং যে ব্যক্তি তা সন্ধ্যায় পড়বে, সেও হবে অনুরূপ মর্তবার অধিকারী। –(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরীব।)–

সূলা এখলাস দু'শবার পাঠ করলে পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মাফ

হাদীস : ২০৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দুশতবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে, তার পঞ্চাশ বছরের গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে যদি তার উপর ঋণের বোঝা না থাকে। –(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু দারেমীর বর্ণনায় (দুশতবারের স্থলে) পঞ্চাশবারের কথা রয়েছে এবং তিনি ঋণের কথা উল্লেখ করে নি। (কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে দু শতবারের বর্ণনাই ঠিক।)–

ডান দিকে শয়ন করতে হয়

হাদীস : ২০৪৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ঘুমাবার ইচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করবে এবং ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করবে, অতপর একশতবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে – যখন কিয়ামতের দিন আসবে, পরওয়ারদেগারে আলম তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিকের বেহেশতে প্রবেশ কর। –(তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছে এবং বলেছেন, এটা হাসান তবে গরীব।)

সূরা এখলাস পাঠ করলে বেহেশত অবধারিত

হাদীস : ২০৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনে বললেন, অবধারিত হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি অবধারিত হয়ে গিয়েছে? তিনি বললেন, বেহেশত। –(মালিক, তিরমিযী ও নাসাঈ)

সূরা কাফিরূন পাঠ করলে শিরক থেকে বাঁচা যায়

হাদীস : ২০৫০ ॥ (তাবেঈ) ফরওয়া ইবনে নওফেল তাঁর পিতা নওফেল থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন নওফেল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন যা আমি শয্যা গ্রহণকালে পড়তে পারি। রাসূল (স) বললেন, সূরা কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূপ পড়বে। কেননা, এটাতে শিরক হতে বিরাগ রয়েছে।

–(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

সূরা নাস ও ফালাক পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হয়

হাদীস : ২০৫১ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)- এর সাথে জুহ্ফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম, এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেলল। তখন রাসূল (স) সূরা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও সূরা কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে ওকবা! এ সূরা দিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা, এর ন্যায় কোন সূরা দিয়ে কোন প্রার্থনাকারীই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে নি। –(আবু দাউদ)

সূরা নাস, ফালাক ও এখলাস প্রত্যেকের জন্য উপকারী

হাদীস : ২০৫২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবায়ব (রা) বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারময় এক রাতে রাসূল (স) – এর তালাশে বের হলাম, এবং তাঁকে পেলাম। তখন তিনি বললেন, পড়িও! আমি বললাম কি পড়ব? তিনি বললেন, তিনবার পড়বে, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' যখন তুমি সকাল করবে এবং যখন সন্ধ্যা করবে। এটা প্রত্যেক বস্তুর (বিপদাপদের) মোকাবেলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

–(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সূরা ফালাক পড়ার নির্দেশ দিলেন রাসূল (স)

হাদীস : ২০৫৩ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, একবার আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি সূরা হুদ পড়ব, না সূরা ইউসুফ? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে সূরা 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' অপেক্ষা আল্লাহর কাছে উত্তম কোন সূরা তুমি কখনও পড়তে পারবে না। –(আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে

হাদীস : ২০৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পড় কুরআন এবং অনুসরণ কর তার গারায়েব- এর আর 'গারায়েব' হল ফারায়েয ও হুদুদ।

দান করা রোযা রাখা অপেক্ষা উত্তম

হাদীস : ২০৫৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, নামাযে কুরআন পড়া নামাযের বাইরে কুরআন পড়া অপেক্ষা উত্তম, নামাযের বাইরে কুরআন পড়া তাসবীহ্ ও তাকবীর পড়া অপেক্ষা উত্তম; তাসবীহ্ ও তাকবীর পড়া দান করার অপেক্ষা উত্তম; দান করা (নফল) রোযা রাখা অপেক্ষা উত্তম এবং রোযা হচ্ছে দোযখের আগুনের পক্ষে ঢালস্বরূপ।

কুরআন মাসহাফে পড়া উত্তম

হাদীস : ২০৫৬ ॥ (তাবেঈ) হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওস সাকাফী তাঁর দাদা সাহাবী হযরত আওস (রা) হতে বর্ণনা করেন, যে রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মাসহাফ ব্যতীত মুখস্থ কুরআন পড়া এক হাজার মর্যাদা রাখে, আর মাসহাফে পড়া মুখস্থ পড়ার দু গুণ– দু হাজার পর্যন্ত মর্যাদা রাখে।

বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ করলে অন্তর পরিষ্কার হয়

হাদীস : ২০৫৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বলেন, এ অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় মরিচা ধরে, যখন তাতে পানি লাগে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা পরিষ্কার করার উপায় কী? রাসূল (স) বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন তেলাওয়াত।

–(উপরোক্ত হাদীস চারটি বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

সূরা এখলাস সবচেয়ে মর্যাদাবান

হাদীস : ২০৫৮ ॥ হযরত আইফা ইবনে আবদ কালায়ী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআনের কোন সূরা অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কুরআনের কোন আয়াত অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী –'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।' সে আবার জিজ্ঞেস করল, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! কুরআনের কোন আয়াত এমন, যার বরকত আপনার এবং আপনার উম্মতের প্রতি পৌছতে আপনি ভালোবাসেন? তিনি বললেন, সূরা বাকারার শেষের দিক। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আরশের নিচের ভাণ্ডার হতে এই উম্মতকে তা দান করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোন কল্যাণ নেই যা তাতে নেই। –(দারেমী)

সূরা ফাতেহা সকল রোগের ঔষধ

হাদীস : ২০৫৯ ॥ তাবেঈ আবদুল মালিক ইবনে ওমায়র (রা) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, সূরা ফাতেহায় সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। –(দারেমী। আর বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক পড়া ভালো

হাদীস : ২০৬০ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক পড়বে, তার জন্য পূর্ণ রাত্রি নামাযে কাটানোর সওয়াব লেখা হবে।

জুমআর দিন সূরা আলে ইমরান পড়লে নিরাপদ থাকবে

হাদীস : ২০৬১ ॥ হযরত মাকহুল (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে সূরা আলে ইমরান পড়বে, ফেরেশতাগণ তার জন্য রাত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। –(উক্ত হাদীস দুইটি দারেমী বর্ণনা করেছেন।)

সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়

হাদীস : ২০৬২ ॥ তাবেঈ জুবায়র ইবনে নুফয়র (র) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারাকে এমন দুটি আয়াত দিয়ে সমাপ্ত করেছেন, যা আমাকে আল্লাহর আরশের নিচের ভাণ্ডার হতে দান করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা শিক্ষা করবে এবং তোমাদের নারীদেরকেও তা শিক্ষা দিবে। কেননা, এতে রয়েছে ক্ষমা-প্রার্থনা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় ও দোয়া। –(দারেমী, মুরসালরূপে।)

রাসূল (স) জুমুআর রাতে সূরা হুদ পড়তে বলেছেন

হাদীস : ২০৬৩ ॥ হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআবারে সূরা কাহফ পড়বে। –(দারেমী)

সূরা কাহফ পাঠ করাও খুব ফযিলত

হাদীস : ২০৬৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআবারে সূরা কাহ্‌ফ পড়বে, তার নুর এ জুমুআ হতে ঐ জুমুআ পর্যন্ত চমকিতে থাকবে। –(বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

সূরা সাজদা পাঠ করলে মুক্তি পাওয়া যায়

হাদীস : ২০৬৫ ॥ (তাবেঈ) খালেদ ইবনে মা'দান (রা) বলেন, পড় তোমরা মুক্তিদানকারী সূরা। তা হল 'সূরা আলিফ-লাম-মীম তান্‌যীল' কেননা, বিশ্বস্ত সূত্রে আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি এ সূরা পড়ত এবং তা ছাড়া অপর কিছু পড়ত না। আর সে ছিল বড় গোনাহগার ব্যক্তি। উক্ত সূরা তার উপর ডানা বিস্তার করে এবং বলতে থাকে যে, হে পরওয়ারদেগার! তাকে ক্ষমা কর। কেননা, সে আমাকে বেশি বেশি পড়ত। সুতরাং পরওয়ারদেগারে আলম তার সম্পর্কে এ সূরায় শাফাআত কবুল করেন এবং বলেন যে, তার প্রত্যেক গোনাহর স্থলে এক একটি নেকী লেখ এবং তার মর্যাদা বলুন্দ কর।

তিনি এটাও বলেন যে, উক্ত সূরা কেবল পাঠকের জন্য আল্লাহর কাছে আর্জি করে বলবে, হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি, তা হলে তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফাআত কবুল কর, আর যদি আমি তোমার কিতাবের অংশ না হয়ে থাকি, তবে আমাকে তা হতে মুছে ফেল। তিনি বলেন, উহা পক্ষীর ন্যায় তার উপর আপন পাখা বিস্তার করবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে তাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করবে।

তিনি 'সূরা তাবারাকাল্লাযী' সম্পর্কেও এরূপ বলেছেন। (পরবর্তী রাবী বলেন) খালেদ এ সূরা দুটি না পড়ে শুতেন না। তাবেঈ তাঊস বলেন, এ দুসূরাকে কুরআনের প্রত্যেক সূরা অপেক্ষা ষাট গুণ অধিক নেকী লাভের মর্যাদা দান করা হয়েছে। –(দারেমী মুরসালরূপে)

সূরা ইয়াসিন পাঠ করলে সমস্ত আশা পূর্ণ হয়

হাদীস : ২০৬৬ ॥ (তাবেঈ) হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ্ (রা) বলেন, আমার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে এ কথা পৌঁছেছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম দিকে সূরা ইয়াসীন পড়বে তার সমস্ত হাজত পূর্ণ হবে। –(দারেমী –মুরসালরূপে)

সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে পূর্ববর্তী গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ২০৬৭ ॥ (সাহাবী) হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (মুযানী) (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে শুধু আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন পড়বে তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, সুতরাং তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাছে তা পড়বে। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে)

সূরা বাকারা কুরআনের শীর্ষস্থান

হাদীস : ২০৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি শীর্ষস্থান রয়েছে, আর কুরআনের শীর্ষস্থান হলো সূরা বাকারা এবং প্রত্যেক জিনিসের একটি সার রয়েছে, আর কুরআনের সার হল 'মুফাসসাল' সূরাসমূহ। –(দারেমী)

সূরা আর রাহমান কুরআনের শোভা

হাদীস : ২০৬৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক জিনিসের একটি শোভা রয়েছে, আর কুরআনের শোভা হল, 'সূরা আর রাহমান।'

সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করলে অনেক সওয়াব আছে

হাদীস : ২০৭০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাড়বে, কখনও সে দারিদ্র্যে পতিত হবে না। (পরবর্তী রাবী বলেন) হযরত ইবনে মাসউদ তাঁর মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে তা পড়তে বলতেন। –(উক্ত হাদীসটি বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

রাসূল (স) সূরা আ'লা ভালোবাসতেন

হাদীস : ২০৭১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) এ সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লাকে ভালোবাসতেন। (আহমদ)

সূরা যুলযিলাত খুবই তাৎপর্য পূর্ণ

হাদীস : ২০৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, 'আলিফ-লাম-রা' ওয়ালা সূরাসমূহের মধ্যে খেকে তিনটি সূরা পড়বে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং আমার অন্তর কঠিন ও জিহ্বা শক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তবে তুমি 'হা-মীম' ওয়ালা সূরাসমূহ থেকে তিনটি পড়বে। সে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। অতপর বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ব্যাপক তাৎপর্য পূর্ণ একটি সূরা শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (স) তাকে সূরা 'ইযা যুল যিলাত' শেষ পর্যন্ত পড়ালেন। এবার সে বলল, তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন– আমি এর উপর কখনও কিছু বাড়াব না। অতপর সে প্রস্থান করল, আর রাসূল (স) দুবার বললেন, লোকটি কৃতকার্য হল, লোকটি কৃতকার্য হল। –(আহমদ ও আবু দাউদ)

সূরা তাকাছুর হাজার আয়াত পাঠ করার সমান

হাদীস : ২০৭৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারে না? সাহাবীগণ বললেন, কে প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারবে? তখন তিনি বললেন, তবে কি তোমাদের কেউ প্রত্যহ সূরা 'আলহা কুমুততাকাছুর' পড়তে পারে না। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে)

সূরা এখলাস পাঠের বিনিময়ে বেহেশতে একটি বাগান হবে

হাদীস : ২০৭৪ ॥ (তাবেঈ) হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব মুরসালরূপে রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে দশবার 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে তার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা তৈরি করা হবে, যে বিশবার পড়বে তার জন্য দুইটি বালাখানা তৈরি করা হবে, আর যে ত্রিশবার পড়বে তার জন্য বেহেশতে তিনটি বালাখানা তৈরি করা হবে। এ কথা শুনে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, খোদার কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে তো আমরা বহু বালাখানা লাভ করব। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর রহমত এটা অপেক্ষাও অধিক প্রশস্ত। –(দারেমী)

প্রতি রাতে একশ আয়াত কুরআন পাঠ করা উচিত

হাদীস : ২০৭৫ ॥ তাবেঈ হযরত হাসান বসরী মুরসালরূপে বর্ণনা করেন, রাসূল (স), যে ব্যক্তি রাতে একশতটি আয়াত পড়বে, কুরআন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না ঐ রাতে। আর যে ব্যক্তি রাতে দুশত আয়াত পড়বে তার জন্য লেখা হবে এক রাত্রির ইবাদত। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঁচশত থেকে হাজার আয়াত পর্যন্ত পড়বে, সে ভোরে উঠে এক কিন্তার সওয়াব দেখবে। তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'কিন্তার' কী? তিনি বললেন, ১২ হাজার দীনার পরিমাণ ওজন। –(দারেমী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন নিয়মিত পাঠ করা উচিত

হাদীস : ২০৭৬ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কুরানের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখবে। তাঁর কসম, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, নিশ্চয় কুরআন রশিতে বাঁধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর। –(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআন মানুষের অন্তর থেকে পালিয়ে যায়

হাদীস : ২০৭৭ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও এরূপ বলা কি জঘন্য কথা যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি; বরং সে যেন বলে তাকে ভুলানো হয়েছে। তোমরা পুনঃ পুনঃ কুরআন ইয়াদ করবে। কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর। –(বোখারী ও মুসলিম। কিন্তু মুসলিম বাড়িয়ে বলেছেন, রশিতে বাঁধা চতুষ্পদ জন্তু।)

কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে

হাদীস : ২০৭৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, স্মৃতিতে কুরআনের রক্ষকদের উদাহরণ হচ্ছে রশিতে বাঁধা উট রক্ষকের ন্যায়। যদি উটের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখে তাকে আবদ্ধ রাখতে পারে, আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে তা পলায়ন করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মনের সন্তুষ্টি পরিমাণ সময় কুরআন পড়বে

হাদীস : ২০৭৯ ॥ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পড়, যতক্ষণ তোমাদের মন পড়তে চায়। আর যখন মনের ভাব অন্যরূপ দেখ, তখন উঠে যাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর কুরআন পড়া হল টানা পদ্ধতি

হাদীস : ২০৮০ ॥ (তাবেঈ) হযরত কাতাদা (রা) বলেন, একদিন হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) কুরআন পাঠ কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তা ছিল টানা টানা। অতপর আনাস 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়লেন; টানলেন 'বিসমিল্লাহ'তে, টানলেন 'রাহমানে'তে এবং টানলেন 'রাহিমে'তে। -(বোখারী)

আল্লাহ পাক নবীর কুরআন পড়া শুনেন

হাদীস : ২০৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কান পেতে শুনেন না কোন কথাকে, যত না কান পেতে শুনেন কোন নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ উচ্চঃস্বর পছন্দ করেন না

হাদীস : ২০৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন স্বরকে, যত না পছন্দ করেন কোন নবীর মধুর স্বরে সরবে কুরআান পড়াকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআন স্বর করে পড়তে হবে

হাদীস : ২০৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে আমাদের দলের নহে, যে স্বর করে কুরআন পড়ে না। -(বোখারী)

রাসূল (স) অন্যের মুখে কুরআন শুনতে ভালোবাসতেন

হাদীস : ২০৮৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) মিম্বরে অধিষ্ঠিত অবস্থায় আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পড় আমি শুনব, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সামনে আমি কুরআন পড়ব, অথচ তা আপনার উপরই নাযিল হয়েছে? রাসূল (স) বললেন, আমি তা অন্যের মুখে শুনিতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। যখন আমি তা আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, 'তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে উপস্থিত করব সাক্ষীরূপে তাদের বিরুদ্ধে- তখন তিনি বললেন, এবার বন্ধ কর। এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকালাম, দেখি তাঁর দু'চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পাক উবাই ইবনে কা'বের নাম ধরে উল্লেখ করেছেন

হাদীস : ২০৮৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে বললেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাতে। উবাই জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ কি আপনাকে আমার নাম ধরে বলেছেন? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। উবাই বললেন, রাব্বুল আলামীনের কাছে কি আমি উল্লেখিত হয়েছি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। এটা শুনে তাঁর দু'চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল। অপর বর্ণনায় আছে, আল্লাহতায়ালা আমাকে তোমার কাছে 'লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারু' সূরা পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন উবাই বললেন, আল্লাহ আমার নাম করেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাতে উবাই কেঁদে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করবে না

হাদীস : ২০৮৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, কুরআন নিয়ে ভ্রমণ করবে না। কেননা, তা শত্রুর হাতে পড়া সম্পর্কে আমি নিরাপদ মনে করি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গরীবরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ২০৮৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন আমি দরিদ্র মুজাজিরদের এক দলে বসলাম,

তখন তারা একে অন্যের সাথে লেগে বসেছিল নিজের নগ্নতা ঢাকবার উদ্দেশ্যে। এ সময় একজন পাঠক আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। যখন রাসূল (স) দাঁড়ালেন, পাঠক চুপ হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের সালাম করলেন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী করছিলে? আমরা বললাম, আমরা আল্লাহর কিতাব শুনছিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর শোকর যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সাথে আমার নিজেকে শামিল রাখার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। আবু সাঈদ বলেন, অতপর তিনি আমাদের মধ্যে বসে গেলেন যাতে তাঁর নিজেকে আমাদের সাথে শামিল করে নেন। অতপর আপন হাত দিয়ে ইশারা করলেন, তোমরা বৃত্তাকার হয়ে বস। (রাবী বলেন) তারা বৃত্তাকার হয়ে বসলেন এবং তাদের চেহারা রাসূল (স)-এর দিকে হয়ে গেল। এ সময় তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমরা হে রগীব মুজাহির দল, পূর্ণ নূরের (জ্যোতির) কিয়ামতের দিনে, তোমরা ধনীদের অর্ধ দিন পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর তা হল পাঁচশত বৎসর। -(আবু দাউদ)

সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে হয়

হাদীস : ২০৮৮ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের (সমধুর) স্বর দিয়ে কুরআনকে সুন্দর কর। -(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

কুরআন শিক্ষা করে ভুলে যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২০৮৯ ॥ হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ভুলে গেছে, কিয়ামতের দিন সে অঙ্গহীনরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। -(আবু দাউদ ও দারেমী)

তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা জায়েয নেই

হাদীস : ২০৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়েছে সে কুরআন বুঝে নি। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

কুরআন প্রকাশ্যে পাঠ করা যায়

হাদীস : ২০৯১ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রকাশ করে কুরান পাঠ প্রকাশ্যে খয়রাতকারীর ন্যায়, আর চুপে কুরআন পাঠক চুপে খয়রাতকারীর ন্যায়। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

কুরআনের আদেশ নিষেধ মানতে হবে

হাদীস : ২০৯২ ॥ হযরত সুহায়ব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের হারামকে হালাল মনে করেছে, সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নি। -(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটার সনদ সবল নয়।)

উম্মে সালামা (রা) রাসূল (স)-এর কুরআন পাঠ শিখেছেন

হাদীস : ২০৯৩ ॥ (তাবেঈ) হযরত লাইস ইবনে সা'দ (তাবেঈ) ইবনে আবী মুলাইকা হতে, তিনি (তাবেঈ) ইয়া'লা ইবনে মামলাক (রা) হতে বর্ণনা করেন, যে ইয়া'লা একদিন হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূল (স)-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। দেখা গেল, তিনি উহা প্রকাশ করেছেন অক্ষর অক্ষর পৃথক করে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কুরআন বাক্যে বিরতি দিয়ে পড়তে হয়

হাদীস : ২০৯৪ ॥ (তাবেঈ) হযরত ইবনে জুরাইজ (তাবেঈ) ইবনে আবী মুলাইকা হতে, তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বাক্যে পূর্ণ ছেদ দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' অতপর বিরতি দিতেন। তারপর বলতেন, 'আর রাহমানির রাহীম' অতপর বিরতি দিতেন। -তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটার সনদ মুত্তাসিল নহে। কেননা, (উপরের হাদীসে) লাইস এটাকে ইবনে আবি মুলাইকা হতে এবং তিনি ইয়া'লা ইবনে মামলাক হতে, আর ইয়া'লা হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং উপরের লাইসের বর্ণনাটিই অধিকতর বিশ্বস্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের বিনিময় দুনিয়াতে চাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২০৯৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে পৌছলেন, তখন আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের মধ্যে আরবও ছিল এবং অনারবও ছিল। রাসূল (স) বললেন, পড়তে থাক, প্রত্যেকটি ভালো। শীঘ্রই এমন কিছু সম্প্রদায় আসবে যারা কুরআনের পাঠ ঠিক করবে, যেভাবে তীর ঠিক করা হয়। তারা দুনিয়াতেই শীঘ্র শীঘ্র কুরআনের ফল চাবে এবং আখেরাতের অপেক্ষা করবে না। -(আবু দাউদ আর বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

কুরআনের সুর একদিন পরিবর্তন হবে

হাদীস : ২০৯৬ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পড় আরবদের সুরে এবং দূরে থাক আহলে এশ্‌ক ও আহ্‌লে কিতাবদের স্বর হতে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আগমন করবে যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর হতে দুনিয়ায় মোহগ্রস্ত এবং অনুরূপভাবে তাদের অন্তরও যারা তাদের পদ্ধতিকে পছন্দ করবে। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে এবং রযীন তাঁর কিতাবে।)

কোরআন পাঠ করবে সুমধুর স্বরে

হাদীস : ২০৯৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি তোমরা তোমাদের স্বরের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা, সমধুর স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। –(দারেমী)

কুরআন পাঠের সময় অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে

হাদীস : ২০৯৮ ॥ (তাবেঈ) হযরত তাউস (ইয়ামানী) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআনের স্বর প্রয়োগ ও ভালো তেলাওয়াতের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল (স) বললেন, যার কুরআন পাঠ শুনে তোমার কাছে মনে হয় যে, সে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করছে। তাউস বলেন, তাবেঈ তালক্ এরূপ ছিলেন। –(দারেমী)

কুরআন সম্পর্কে গবেষণা বা ইজতেহাদ করার নির্দেশ আছে

হাদীস : ২০৯৯ ॥ হযরত উবায়দা মুলাইকী (রা) বলেন, আর তিনি ছিলেন রাসূল (স) এর সহচর। রাসূল (স) বলেন, হে কুরআনধারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানাবে না; বরং তেলাওয়াত করার মত তাকে তেলাওয়াত করবে- রাত ও দিনে এবং প্রকাশ করবে ও সুর করে পড়বে; অধিকন্তু কুরআনে যা আছে সেসব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার এবং শীঘ্র শীঘ্র এটার প্রতিফল পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবে না। কেননা, কুরআনের প্রতিফল রয়েছে। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন পাঠ ও কুরআন সংকলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন সাতটি মূল নীতিতে অবতীর্ণ

হাদীস : ২১০০ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি হেশাম ইবনে হাকীম ইবনে হেযামকে সূরা ফোরকান পড়তে শুনলাম, আমি যেভাবে উহা পড়ি তা হতে ভিন্নরূপে, অথচ স্বয়ং রাসূল (স) আমাকে তা পড়িয়েছেন। অতএব আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম কিন্তু নামায শেষ করা পর্যন্ত তাকে সময় দিলাম। অতপর আমি তাকে তার চাদর গলায় পেঁচিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেরূপে আমাকে পড়িয়েছেন তা হতে ভিন্নতর রূপে আমি তাকে সূরা ফোরকান পড়তে শুনেছি। তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং হেশামকে বললেন, হেশাম তুমি পড় তো দেখি। সে উহা আমি তাকে যেরূপ পড়তে শুনেছিলাম সেরূপই পড়ল। শুনে রাসূল (স) বললেন, এরূপেও কুরআন নাযিল হয়েছে। অতপর আমাকে বললেন, তুমি পড় দেখি। সুতরাং আমি পড়লাম। শুনে বললেন, এটা এরূপে নাযিল হয়েছে। বস্তুত এ কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমাদের (যার জন্য) যা সহজ হয় তাই পড়বে। –(বোখারী ও মুসলিম কিন্তু পাঠ মুসলিমের।)

পদ্ধতি পরিবর্তন করে কুরআন পড়া যায়

হাদীস : ২১০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন পড়তে শুনলাম অথচ আমি রাসূল (স)-কে তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনছিলাম। সুতরাং আমি তাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং তা জানালাম। তখন আমি তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের উভয়ই শুদ্ধ। সুত[illegible] তোমরা এ নিয়ে বিবাদ করিও না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা বিবাদ-বিস্বাদে লিপ্ত হয়েছে, যার ফলে ধ্বংস হয়েছে। –(বোখারী)

কুরআন সাত রীতিতে পড়া আল্লাহর আদেশ

হাদীস : ২১০২ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, আমি মসজিদে বসে আছি এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামায পড়তে লাগল। সে এমন এক পাঠে কুরআন পড়ল যা আমার অজানা ছিল। অতপর এক ব্যক্তি আসল এবং প্রথম ব্যক্তি হতে ভিন্নতর পাঠে কেরআত পড়ল। যখন আমরা নামায শেষ করলাম সকলেই। রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম এবং আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি এমন কেরাআতে কুরআন পড়েছে যা আমার জানা নেই। অতপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে এটার ভিন্নতার পাঠে কেরাআত পড়ল। রাসূল (স) তাদেরকে হুকুম করলেন, তারা কুরআন পড়ল আর তিনি উভয়ের পড়াকেই শুদ্ধ বললেন। তাতে আমার মনে রাসূল (স)-এর প্রতি এমন এক সন্দেহের সৃষ্টি হল যা জাহেলিয়াত যুগেও হয় নি। যখন রাসূল (স) আমাকে যা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা লক্ষ্য করলেন, আমার সিনার উপর হাত মারলেন। তাতে আমি ঘামে ভেসে গেলাম এবং এতই ভীত হলাম যেন আমি আল্লাহকে দেখছি। এ সময় রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে উবাই! আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছিল যে, কুরআন এক পাঠে পড়। কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে আরজ করলাম যে, আপনি আমার উম্মতের প্রতি সহজ করে দিন। আল্লাহ দ্বিতীয়বারে উত্তর দিলেন, তবে দুই রীতিতে পড়। আমি পুনরায় আরজ করলাম আপনি আমার উম্মতের প্রতি আরও সহজ করে দিন। তিনি তৃতীয়বারে আমাকে বললেন, তবে সাত নিয়মে পড়। কিন্তু তোমরা প্রত্যেক আরজের পরিবর্তে যা তোমাকে আমি দিয়েছি তা ছাড়াও এক একটি যাজ্ঞার অধিকার রইল, তা তুমি করত পার। রাসূল (স) বললেন, আপনি আমার উম্মতকে মাফ করে দিন। আর তৃতীয়টি আমি এমন দিনের জন্য পিছিয়ে রাখলাম, যে দিন সমগ্র সৃষ্টি আমার সুপরিশের দিকে চেয়ে থাকবে, এমন কি হযরত ইব্রাহীম (আ)ও। -(মুসলিম)

কুরআন সাত নিয়মে পড়াই হল বিশুদ্ধ আদেশ

হাদীস : ২১০৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জিব্রাইল (আ) আমাকে এক নিয়মে কুরআন পড়ালেন, আর আমি তাকে ফেরত পাঠালাম এবং আল্লাহর কাছে তার (সংখ্যা) বৃদ্ধি চাইতে লাগলাম। তিনি আমার জন্য তা বৃদ্ধি করতে লাগলেন, অবশেষে তা সাত নিয়মে পৌছল। রাবী ইবনে শিহাব (যুহরী) বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমার কাছে এটাও পৌছেছে যে, এই সাত রীতি অর্থের দিক দিয়ে একই, হালাল-হারামে ভিন্ন নহে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর অনুরোধে কুরআন সাত নিয়মে নাযিল হয়েছে

হাদীস : ২১০৪ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) হযরত জিব্রাঈলের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। বললেন, হে জিব্রাঈল! আমি একটি নিরক্ষর উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, তাদের মধ্যে রয়েছে প্রবীণ, বৃদ্ধ, কিশোর ও শিশু এবং এমন ব্যক্তি যে কখনও কোন লেখাপড়া করেনি। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! কুরআন সাত নিয়মে নাযিল হরা হল। -(তিরমিযী। আহ্‌মদ ও আবু দাউদের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, তাদের প্রত্যেক নিয়মই আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।

কিন্তু নাসাঈ এক বর্ণনায় তার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে রয়েছে, রাসূল (স) বলেন, জিব্রাঈল (আ) ও মিকাঈল (আ) আমার কাছে এলেন এবং জিব্রাঈল আমার ডান দিকে এবং মিকাঈল আমার বাম দিকে বসলেন। জিব্রাঈল বললেন, আপনি আমার কাছে হতে কুরআন পড়ে নেন এক নিয়মে। তখন মিকাঈল বললেন, আপনি তাঁর কাছে বৃদ্ধির আবেদন করুন। আমি তা করলাম, অবশেষে তা সাত পর্যন্ত পৌছল। সুতরাং তার প্রত্যেক নিয়মই আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।

কুরআন পড়ে আল্লাহর দরবারে সওয়াল করতে হয়

হাদীস : ২১০৫ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হওসাইন (রা) হতে বর্ণিত, একবার তিনি এক ওয়ায়েয বা গল্পকথকের কাছে পৌছলেন, দেখলেন, সে কুরআন পড়ছে আর মানুষের কাছে সওয়াল করছে। তিনি দুঃখে 'ইন্না লিল্লাহি' পড়লেন, অতপর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পড়ে সে যেন তার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে সওয়াল করে। শীঘ্রই এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআন পড়ে তার বিনিময়ে মানুষের কাছে সওয়াল করবে।

-(আহমদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন পড়ে মানুষের কাছে সওয়াল করা উচিত নয়

হাদীস : ২১০৬ ॥ হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কুরআন পড়ে মানুষের কাছে খাবার চাবে, কিয়ামতে সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার চেহারায় হাড় থাকবে, তবে তার উপর গোশত থাকবে না। -(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে) - যয়ীফ।

৪৭৩

বিসমিল্লাহ সূরাসমূহকে পার্থক্য করে দিয়েছে

হাদীস : ২১০৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সূরাসমূহের মধ্যে পার্থক্য বুঝে উঠতে পারতেন না, যতক্ষণ না 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' নাযিল হত। -(আবু দাউদ)

নেশা জাতীয় কিছু খেয়ে কুরআন পড়া নিষেধ

হাদীস : ২১০৮ ॥ তাবেঈ হযরত আলকামা (রা) বলেন, আমরা হেমস শহরে ছিলাম। এ সময় একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূরা ইউসুফ পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এটা এভাবে নাযিল হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, খোদার কসম! আমি এটা রাসূল (স)-এর আমলে পড়েছি আর তিনি বলেছেন, বেশ পড়েছ। আলকামা বলেন, সে তাঁর সাথে কথা বলতেছিল এমন সময় তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া গেল। তখন হযরত আবদুল্লাহ বললেন, দুষ্ট মদ খাও আর আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর? অতপর তিনি তাকে শাস্তি দিলেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন

হাদীস : ২১০৯ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, ইয়ামামা যুদ্ধের সময় খলীফা আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে দেখি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর কাছে বসা। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছে, আমার আশঙ্কা হয়, যদি বিভিন্ন স্থানে এভাবে হাফেযে কুরআন শহীদ হতে থাকেন, তা হলে কুরআনের অনেকাংশ লোপ পাবে। অতএব, আমি সঙ্গত মনে করি যে, আপনি কুরআনকে একত্র করতে নির্দেশ দেন। আমি ওমরকে বললাম, আপনি এমন কাজ কেমন করে করবেন, যা রাসূল (স) করেন নি? ওমর (রা) বললেন, খোদার কসম এটা অতি উত্তম হবে। এরূপ ওমর আমাকে এটা বারবার বলতে লাগলেন। অবশেষে তার জন্য আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং আমিও সঙ্গত মনে করলাম যা ওমর সঙ্গত মনে করেছেন।

যায়দ বলেন, হযরত আবু বকর আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী জোয়ান, যার প্রতি আমরা কোন সন্দেহ পোষণ করি না, তুমি রাসূল (স)-এর ওহীও লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতসমূহ অনুসন্ধান কর এবং মাসহাফ আকারে একত্র কর। যায়দ বলেন, যদি তারা আমাকে পাহাড়সমূহের একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব অর্পণ করতেন, তবে তা আমার পক্ষে কুরআন একত্র করার যে গুরুদায়িত্ব তাঁরা আমার উপর অর্পণ করলেন, তা অপেক্ষা অধিকতর দুঃসাধ্য হত না। যায়দ বলেন, আমি বললাম, আপনারা কেমন করে এমন কাজ করবেন যা রাসূল (স) করেন নি? তিনি বললেন, খোদার কসম, এটা বড় উত্তম কাজ।

মোটকথা, হযরত আবু বকর এভবে আমাকে পুনঃ পুন বলতে লাগলেন, অবশেষে আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিলেন, যার জন্য হযরত আবু বকর ও ওমরের অন্তরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি তা সংগ্রহ করলাম খেজুর ডালা, সাদা পাথর, পশুর হাড় ও মানুষের (হেফাযতের) অন্তর বা স্মৃতি হতে। অবশেষে সূরা তাওবার শেষাংশ- 'লাকাদ জা-আকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম' – হতে সূরার শেষ পর্যন্ত পেলাম আবু খুযাইমা আনসারীর নিকট। তা আমি তিনি ছাড়া অপর কারও কাছে পাইনি। (যায়দ বলেন) এ লিখিত সহীফাগুলো খলীফা হযরত আবু বকরের কাছে ছিল, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উঠিয়ে নেন। অতপর খলীফা হযরত ওমর ফারুকের কাছে তাঁর জীবনাবধি, অতপর তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার নিকট। -(বোখারী)

ওসমান (রা)-এর সময়কালে লিপিবদ্ধ করে হরকত লাগানো হল

হাদীস : ২১১০ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান খলীফা ওসমান (রা)-এর কাছে মদীনায় আগমন করলেন, আর তখন তিনি (হুযায়ফা) ইরাকীদের সাথে থেকে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান জয় করার জন্য শাসবাসীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। লোকদের বিভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠ হুযায়ফাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। হুযায়ফা হযরত ওসমান (রা)-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহুদী ও নাসারাদের ন্যায় আল্লাহর কিতাবে বিভিন্নতা সৃষ্টির পূর্বে আপনি এ জাতিকে রক্ষা করুন। সুতরাং হযরত ওসমান (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে বলে পাঠিয়ে দেন। আমরা উহা বিভিন্ন মাসহাফে (কিতাবে) অনুলিপি করে অতপর আপনাকে ফিরিয়ে দিব। হযরত হাফসা হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে কুরআনের অনুলিপি পাঠিয়ে দিলেন, আর হযরত ওসমান (রা) সাহাবী যায়দ ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র, সাঈদ ইবনে আ'স ও আবদুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে হেশামকে অনুলিপি করতে নির্দেশ দিলেন। সে মতে তাঁরা বিভিন্ন মাসহাফে তার অনুলিপি করলেন। সে সময় হযরত ওসমান কুরাইশী তিনজনকে বলে দিয়েছিলেন, যখন কুরআনের কোন স্থানে যায়েদের সাথে আপনাদের মতভেদ হবে, তখন আপনারা তা

কুরাইশদের রীতিতেই লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা, কুরআন মূলত তাদের রীতিতেই নাযিল হয়েছে। তাঁরা সে মতে কাজ করলেন। অবশেষে যখন তাঁরা সমস্ত সহীফা বিভিন্ন মাসহাফে অনুলিপি করলেন, হযরত ওসমান উক্ত সহীফাসমূহ হযরত হাফসার কাছে ফেরত পাঠালেন এবং তাঁর যা অনুলিপি করেছিলেন তার এক এক কপি রাজ্যের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং আর তা ছাড়া যে কোন সহীফায় বা মাসহাফে লেখা কুরআনকে জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

ইবনে শেহাব যুহরী বলেন, যায়দ ইবনে সাবেত পুত্র খারেজা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর পিতা যায়দ ইবনে সাবেতকে বলতে শুনেছেন, আমরা যখন কুরআন নকল করি, তখন সূরা আহ্যাবের একটি আয়াত পেলাম না, যা আমি রাসূল (স)-কে পড়তে শুনেছি। অতএব, আমরা তা তালাশ করলাম এবং খুযাইমা ইবনে সাবেত আনসারীর কাছে তা পেলাম। অতপর আমরা তাকে সূরায়ে মাসহাফে সংযোজন করলাম। তা হচ্ছে –'মিনাল মু'মিনীনা রিজালুনা সাদাকু মা আহাদুল্লাহা আলাইহি।' –(বোখারী)

কুরআন আয়াত আকারে অবতীর্ণ হত

হাদীস : ২১১১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি একবার খলীফা হযরত ওসমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিসে আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করল যে, আপনারা সূরা আনফাল যা মাসানির অন্তর্গত ও সূরা বারাআত যা মেয়ীনের অন্তর্গত, উভয়কে এক জায়গায় করে দিলেন, আবার তাদের মধ্যখানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লাইনও লিখলেন না আর তাদেরকে স্থান করে দিলেন সাবয়ে তেলাওয়াতের মধ্যে? কিসে আপনাদের এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করল? হযরত ওসমান (রা) বললেন, রাসূল (স)-এর অবস্থা এ ছিল যে, দীর্ঘ দিন এমনি অতিবাহিত হতো। আবার কখনও তাঁর উপর বিভিন্ন সূরা নাযিল হত, যখন তাঁর উপর কুরআনের কোন কিছু নাযিল হত, তিনি তাঁর কোন লেখক সাহাবীকে ডেকে বলতেন, এ সকল আয়াতকে অমুক সূরায় রাখ, যাতে অমুক অমুক বর্ণনা রয়েছে। অতপর যখন অপর কোন আয়াত নাযিল হত, বলতেন, এ আয়াতকে অমুক সূরায় রাখ যাতে অমুক অমুক বর্ণনায় রয়েছে। সূরা আনফাল হল মদীনার প্রথম অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্তর্গত। আর বারাআত হল অবতীর্ণের দিক দিয়ে শেষ, অথচ তার বিবরণ উহার বিবরণেরই অনুরূপ। অতপর রাসূল (স)-কে উঠিয়ে নেয়া হল, অথচ তিনি আমাদেরকে বলে যেতে পারলেন না তা আনফালের অন্তর্গত কি না। এ কারণেই আমি পরস্পরকে মিলিয়ে দিয়েছি এবং বিসমিল্লাহর ছতরও লেখি নি এবং তাকে সাবয়ে তেলাওয়াতের মধ্যে স্থান দিয়েছি। –(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

চতুর্থ অধ্যায়

দোয়া পর্ব : দোয়ার মহাত্ম ও নিয়ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক নবীকে একটি দোয়ার অধিকার দিয়েছেন

হাদীস : ২১১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে যা কবুল করা হয়। প্রত্যেক নবী শীঘ্র দুনিয়াতেই তাঁর দোয়া চেয়েছেন, আর আমি আমার দোয়া কিয়ামত পর্যন্ত মুলতবী রেখেছি আমার উম্মতের শাফাআতরূপে। 'ইনশাআল্লাহ' তা আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি পৌছবে, যে আল্লাহর সাথে কিছুকে শরিক না করে ইন্তেকার। –(মুসলিম। তবে বোখারীর বর্ণনা অপেক্ষা কম।)

রাসূল (স)-এর দোয়া করার পদ্ধতি

হাদীস : ২১১৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, হে খোদা! আমি তোমার কাছে একটি অঙ্গীকার প্রার্থনা করছি যা তুমি কখনও বরখেলাফ করবে না। আমি তো মানুষ, সুতরাং আমি যে কোন মুমিনকে কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি, বা মেরেছি, তাকে তুমি তার জন্য আশীর্বাদ, পবিত্রতা ও তোমার নৈকট্য লাভের কারণস্বরূপ কর, যা দিয়ে তুমি কিয়ামতের দিন তাকে আপন কাছে করবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

কীভাবে দোয়া করতে হবে

হাদীস : ২১১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যখন তোমাদের কেউ দোয়া করে, সে যেন না বলে যে, হে খোদা! আমাকে মাফ কর যদি তুমি চাও, আমায় দয়া কর যদি চাও, আমাকে রিযিক দাও যদি তুমি চাও, বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে পেশ করে প্রার্থনা। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, তাঁকে বাধা দেবার কেউ নেই। –(বোখারী)

কোন জিনিস দান করতে আল্লাহর অসুবিধা হয় না

হাদীস : ২১.৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যখন তোমাদের কেউ দোয়া করে, সে যেন

না বলে হে খোদা! আমাকে ক্ষমা কর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে চাই এবং গভীর আগ্রহের সাথে চাই। কেননা, আল্লাহর কষ্ট হয় না কোন জিনিস দান করতে। -(মুসলিম)

দোয়া করে তাড়াতাড়ি করবে না

হাদীস : ২১১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দার দোয়া কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে গোনাহ্‌র কাজের অথবা আত্মীয়তা বন্ধন ছেদের দোয়া করে এবং যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাড়াতাড়ি করা কি? তিনি বললেন, এরূপ বলা, আমি (এই) দোয়া করছি, আমি ঐ দোয়া করেছি, কৈ আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখলাম না। অতপর সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া ছেড়ে দেয়। -(মুসলিম)

মুসলমানদের জন্য দোয়া করলে কবুল হয়

হাদীস : ২১১৭ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার পিছনে যে দোয়া করে, তা কবুল করা হয়। তার শিয়রে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন, যখন যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দোয়া করে, নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, আমিন এবং আমার জন্যও ঐরূপ হোক। -(মুসলিম)

কারো প্রতি বদদোয়া করা জায়েয নেই

হাদীস : ২১১৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা বদ দোয়া করবে না তোমাদের নিজেদের জন্য, বদ দোয়া করবে না নিজের আওলাদের জন্য এবং বদ দোয়া করবে না নিজেদের মালের জন্য, যাতে তোমরা এমন একসময়ে না পৌঁছ, যে সময় দোয়া করা হলে তা তোমাদের জন্য কবুল করা হয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবাদতের মূল হল দোয়া করা

হাদীস : ২১১৯ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, দোয়া হল আসল ইবাদত। অতপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পড়লেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার বলেছেন, আমার কাছে দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব।" -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

দোয়া ইবাদতের মজগ স্বরূপ

হাদীস : ২১২০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোয়া হল ইবাদতের মগজ। -(তিরমিযী)-ঘঈফ ৪৭৪

আল্লাহর কাছে দোয়াই সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ২১২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে দোয়া অপেক্ষা কোন জিনিসই সম্মানিত নয়। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

তাকদীর ফিরানো যায় না

হাদীস : ২১২২ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তাকদীর ফিরাতে পারে না দোয়া ছাড়া অপর কিছু এবং বয়স বাড়াতে পারে না নেকী ছাড়া অপর কিছু। -(তিরমিযী)

দোয়া করলে বিপদ মুক্ত হওয়া যায়

হাদীস : ২১২৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোয়া উপকার করে যে বিপদ নাযিল হয়েছে এ সম্পর্কে এবং যা নাযিল হয়নি সে সম্পর্কে। সুতরাং আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দোয়া করবে। -(তিরমিযী। আর আহমদ মুআয ইবনে জাবাল হতে। -তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তা কবুল হয়

হাদীস : ২১২৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন দোয়া করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সে যা চায় তা দেন অথবা তার অনুরূপ কোন বিপদকে তার হতে দূরে রাখেন, যে পর্যন্ত না সে দোয়া করে কোন গোনাহর কাজের অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছেদের। -(তিরমিযী)

আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন

হাদীস : ২১২৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। কেননা, তিনি ভালোবাসেন তাঁর কাছে কিছু চাওয়াকে। আর বিপদ হতে মুক্তির অপেক্ষা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।) -ঘঈফ (৪৭৫)

আল্লাহর কাছে সবকিছু চাইতে হয়

হাদীস : ২১২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর কাছে কিছু চাবে না, আল্লাহ তার উপর রাগ করেন। -(তিরমিযী)

দোয়ার দরজা খোলা থাকলে রহমতের দরজা খোলা হয়

হাদীস : ২১২৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার জন্য দোয়ার দরজা খোলা, তার জন্য রহমতের দরজা খোলা হয়েছে এবং আল্লাহর কাছে কুশল বা নিরাপত্তা অপেক্ষা প্রিয়তর কোন জিনিসই চাওয়া হয় না। –(তিরমিযী)

সুখে থাকা অবস্থায় দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালোবাসে যে, দুঃখের সময় আল্লাহ তার দোয়া শুনবেন, সে যেন সুখের সময় অধিকহারে দোয়া করে। –(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কবুলের বিশ্বাসের সাথে দোয়া কর তোমরা এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ আমনোযী, অবহেলাকারী অন্তরের দোয়া কবুল করেন না।

–(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।)

হাতের ভিতর পিঠ দিয়ে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১৩০ ॥ হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করবে, তোমাদের করের ভিতর দিক দিয়ে করবে এবং বাইর দিক দিয়ে করবে না। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কিনট প্রার্থনা তোমরা তোমাদের করের পেট দিয়ে এবং প্রার্থনা করবে না তাঁর কাছে তার পিঠ দিয়ে, অতপর যখন তোমরা দোয়া শেষ করবে, কর দিয়ে তোমাদের চেহারা মুছিবে। –(আবু দাউদ)

আল্লাহ খুব লজ্জাশীল

হাদীস : ২১৩১ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার লজ্জাশীল ও দাতা; লজ্জাবোধ করেন তাঁর কোন বান্দা তাঁর কাছে দুই হাত উঠালে খালি ফিরায়ে দিতে। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ। আর বায়হাকী – দা'ওয়াতুল কবীরে।)

দোয়া করে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতে হয়

হাদীস : ২১৩২ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন দোয়ায় হাত উঠাতেন হাত দিয়ে আপন মুখমণ্ডল মাসেহ করা ছাড়া নামাতেন না। –(তিরমিযী)

অর্থবোধক দোয়া করা উচিত

হাদীস : ২১৩৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) অল্প কথায় বেশি অর্থবোধক দোয়াকে পছন্দ করতেন এবং উহা ছাড়া অপর দোয়া (কোন সময়) ছেড়ে দিতেন। –(আবু দাউদ)

উপস্থিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ২১৩৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়াই সত্বর কবুল হয়। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

অন্যের জন্য দোয়া করার বিধান আছে

হাদীস : ২১৩৫ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে ওমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, ভাই তোমার দোয়াতে আমাকেও শামিল কর এবং আমায় ভুলিও না। ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যার পরিবর্তে আমাকে সমগ্র দুনিয়া দেওয়া হলেও আমি এত খুশি হতাম না।

–(আবু দাউদ ও তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা আমাকে ভুলবে না পর্যন্তই শেষ।)

ন্যায় বিচারক শাসকের দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ২১৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রোযাদারের দোয়া, যখন সে ইফতার করে, ন্যায়বিচারক শাসকের দোয়া এবং অত্যাচারিতের দোয়া। তার দোয়াকে আল্লাহ মেঘের উপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং পরওয়ারদেগারে আলম বলেন, আমার ইজ্জত সম্মানের কসম– আমি নিশ্চিত তোমার সাহায্য করব, যদিও কিছু সময় পাছে হয়। –(তিরমিযী)

পিতা-মাতার দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ২১৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, তিনটি দোয়া কবুল হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও উৎপীড়িতের দোয়া। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হয়

হাদীস : ২১৩৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেককেই যেন আপন পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের যাবতীয় আবশ্যক প্রার্থনা করে, এমন কি যখন তার জুতার দোয়ালী ছিঁড়ে যায় তাও প্রার্থনা করে। সাবেত বুনানীর মুরসাল বর্ণনায় অধিক রয়েছে, এমন কি তাঁর কাছে নিমকও প্রার্থনা করে, এমনকি আপন জুতার দোয়ালীও প্রার্থনা করে, যখন ছিঁড়ে যায়। −(তিরমিযী)

রাসূল (স) হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন

হাদীস : ২১৩৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) দোয়াতে হাত উঠাতেন, এমন কি তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখা যেত।

হাত উপরে উঠিয়ে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১৪০ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) আপন আঙ্গুলী কাঁধ বরাবর করে দোয়া করতেন।

দোয়া করা হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতে হয়

হাদীস : ২১৪১ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ তার পিতা ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) যখন হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন তখন হাত দিয়ে চেহারা মাসেহ করতেন। −(উপরোক্ত হাদীস তিনটি বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে বর্ণনা করেছেন।)

দোয়ার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হয়

হাদীস : ২১৪২ ॥ হযরত ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে সওয়াল বা কিছু চাওয়ার নিয়ম হল, তুমি তোমার দু হাত তোমার কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাছাকাছি উঠাবে। এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার নিয়ম হল, তুমি তোমার একটি আঙ্গুলী (শাহাদাত আঙ্গুলী) দিয়ে ইশারা করবে এবং ফরিয়াদ করার নিয়ম হল, তুমি তোমার পূর্ণ হাত প্রসারিত করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, ফরিয়াদ করার নিয়ম হল এরূপ, অতপর তিনি আপন দুই হাত উপরের দিকে উঠালেন এবং হাতের ভিতর দিককে আপন চেহারার দিকে রাখলেন।

−(আবু দাউদ)

দোয়ায় হাত বুক পর্যন্ত উঠাতে হয়

হাদীস : ২১৪৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তোমাদের হাত উঠানো বেদআত। রাসূল (স) কখনও সিনা বরাবরের অধিক উঠাননি। −(আহমদ)

প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১৪৪ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কাউকেও স্মরণ করে দোয়া করতেন, প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতেন। −(তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।)

যে দোয়ার মধ্যে গোনাহ নেই তা কবুল হয়

হাদীস : ২১৪৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান যে কোন দোয়া করে যাতে কোন গোনাহর কাজ অথবা আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্নের কথা নেই, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে এ তিনটির একটি দান করেন। তাকে চাওয়া বস্তু দুনিয়াতে দান করেন অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন অথবা তা তার অনুরূপ কোন অমঙ্গলকে তার থেকে দূরে রাখেন। সাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক লাভ করব। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ এটা অপেক্ষাও অধিক দেন। −(আহমদ)

পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ২১৪৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়, উৎপীড়িতের দোয়া যে পর্যন্ত না সে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, হাজীর দোয়া যে পর্যন্ত না সে বাড়ি ফিরে, জেহাদকারীর দোয়া যে যাবৎ না সে বসে পড়ে, রোগীর দোয়া যে পর্যন্ত না সে ভাল হয় এবং মুসলমান ভাইয়ের দোয়া মুসলমান ভাইয়ের জন্য অনুপস্থিতিতে। অতপর রাসূল (স) বললেন, এ সকল দোয়ার মধ্যে সত্বর কবুল হয় ভাইয়ের দোয়া ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। −(বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহর নৈকট্য লাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যিকিরকারীকে আল্লাহর রহমত ঢেকে রাখে

হাদীস : ২১৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মানব দল আল্লাহর যিকির করতে বসে, নিশ্চয় আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে নেয়। তাঁর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। অধিকন্তু আল্লাহ ইয়াদ করেন তাদেরকে আপন পার্শ্বচরদের কাছে। -(মুসলিম)

আল্লাহর যিকিরকারী মুফাররিদ

হাদীস : ২১৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) মক্কার পথে সফরে এক পাহাড়ের কাছে পৌঁছলেন, যার নাম হল জুমদান। তখন বললেন, চল, চল এটা জুমদান। আগে চলে গেল মুফাররিদরা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, মুফাররিদ কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলেন, যে পুরুষ বা নারী আল্লাহর বেশি বেশি যিকির করে তারা। -(মুসলিম)

নিজ প্রভুর স্মরণকারী জীবিত

হাদীস : ২১৪৯ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না, তাদের উদাহরণ যথাক্রমে জীবিত ও মৃত্যুর ন্যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ স্মরণকারীর সাথে থাকেন

হাদীস : ২১৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে সেরূপ যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে স্মরণ করে আমাকে তার মনে, স্মরণ করি আমি তাকে আমার মনে, আর যদি সে স্মরণ করে আমাকে মানুষ দলে, স্মরণ করি আমি তাকে তাদের অপেক্ষা উত্তম দলে। -(বোখারী ও মুসলিম)

একটি ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দশগুণ রয়েছে

হাদীস : ২১৫১ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আমার কাছে একটি ভাল কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তার দশগুণ পুরস্কার রয়েছে। আর আমি বেশিও দিব। আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার প্রতিফল তার অনুরূপ একগুণই রয়েছে। অথবা আমি মাফ করে দিব। যে আমার এক বিঘত কাছে আসে, আমি তার এক হাত কাছে যাই। আর যে আমার এক হাত কাছে আসে, আমি তার এক হাত কাছে হই। যে আমার কাছে হাঁটিয়া আসে, আমি তার কাছে দৌড়িয়ে যাই এবং আমার কাছে পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়ে আসে আমার সাথে কাউকে শরিক না করে। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে। -(মুসলিম)

আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে ভালবাসতে হবে

হাদীস : ২১৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আমার কোন দোস্তকে দুশমন ভাবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না এমন কোন জিনিস দিয়ে, যা আমার কাছে প্রিয়তর হতে পারে, আমি যা তার প্রতি ফরয করেছি তা অপেক্ষা এবং আমার বান্দা সর্বদা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল এবাদত দিয়ে। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি, আর আমি যখন তাকে ভালবাসি, আমি হই তার কান যা দিয়ে সে শোনে, আমি হই তার চোখ যা দিয়ে সে দেখে, আমি হই তার হাত যা দিয়ে সে ধরে এবং আমি হই তার পা যা দিয়ে সে চলে এবং যখন সে আমার কাছে চায়, আমি তাকে দেই এবং যদি সে আমার আশ্রয় চায়, আমি তাকে নিশ্চয় আশ্রয় দেই। আর আমি ইতস্তত করি যা আমি করতে চাই। মু'মিনের রূহ কব্য করার ন্যায় ইতস্তত। সে মউতকে না পছন্দ করে আর আমি না পছন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করাকে, কিন্তু মৃত্যু তার জন্য আবশ্যক। -(বোখারী)

আল্লাহর স্মরণকারীকে ফেরেশতাগণ খোঁজ করেন

হাদীস : ২১৫[illegible] ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা রয়েছে যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আল্লাহর স্মরণকারীদের তালাশ করেন। যখন তারা কোন দলকে আল্লাহর স্মরণ করতে দেখতে পান তখন একে অন্যকে বলেন, আস! তোমাদের কাম্য বস্তু এখানেই। রাসূল (স) বলেন, অতপর তারা তাদের ডানা

দিয়ে ঘিরে নেয় এ নিকটতম আসমান পর্যন্ত। রাসূল (স) বলেন, তখন তাদেরকে প্রভু পরওয়াদেগার জিজ্ঞেস করেন– অথচ তিনি তাদের অবস্থা অধিক অবগত আছেন। আমার বান্দারা কী বলছে? রাসূল (স) বলেন, তখন তারা বলেন, তারা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ব ঘোষণা, প্রশংসাবাদ ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখছে? রাসূল (স) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, কসম তোমার তারা কখনও তোমাকে দেখেনি। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা আমাকে দেখতে কেমন হত? রাসূল (স) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে খোদা! যদি তারা তোমাকে দেখত তবে তারা তোমার আরও বেশি ইবাদত করত এবং আরও বেশি মর্যাদা বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কী চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, তোমার কাছে তারা বেহেশত চায়। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি তা দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! তোমার কসম, তারা কখনও দেখেনি। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হত যদি তারা তা দেখত? রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন, যদি তারা তা দেখত নিশ্চয় তারা তার প্রচণ্ড লোভ করত, তার প্রার্থনা জানাত অধিক এবং তার আগ্রহ বেশি প্রকাশ করত। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায়? রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন, দোযখ হতে। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি তা দেখেছে? রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন হে রব! তোমার কসম, তারা কখনও তা দেখেনি। রাসূল (ষ) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কেমন হত যদি তারা দোযখ দেখত? রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর করেন, যদি তারা দোযখ দেখত, তবে তা হতে বেশি দূরে যেত এবং তা হতে বেশি ভয় করত। রাসূল (স) বলেন, তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। রাসূল (স) বলেন, তখন ফেরেশতাদের একজন বলে ওঠেন, তাদের অমুক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো শুধু তার কোন কাজেই এসেছে। তখন আল্লাহ বলেন, তার এমন সভাসদ যাদের কোন সদস্যই হতভাগ্য হয় না। –(বোখারী)

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে –আল্লাহ তায়ালা একদল অতিরিক্ত পর্যটক ফেরেশতা রয়েছে, যারা যিকিরের মজলিস তালাশ করে বেড়ায়। যখন এমন কোন মজলিস পান যাতে আল্লাহর যিকির হচ্ছে তারা তাদের সাথে বসে যান এবং একে অন্যের সাথে পাখা মিলিয়ে যিকিরকারীদের হতে এ নিকটতম আসমান পর্যন্ত সমস্ত স্থানকে ঘিরে নেন। যখন যিকিরকারীগণ মজলিস ত্যাগ করে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে অতপর আরও উপরের দিকে উঠে যান। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ আল্লাহ অধিক অবগত আছেন, তোমরা কোথা থেকে আসলে? তারা বলেন, আমরা তোমার এমন বান্দাদের কাছে হতে এসেছি, যারা যমীনে আছে এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, মহত্ব ও একত্ব ঘোষণা করছে, প্রশংসাবাদ করছে ও তোমার কাছে প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কী প্রার্থনা করছে? ফেরেশতারা বলেন, তোমার জান্নাত প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তারা বলেন, না হে পরওয়ারদেগার! তখন তিনি বলেন, কেমন হত যদি তারা আমার জান্নাত দেখত? অতপর ফেরেশতারা বলেন, তারা তোমার কাছে পানাহও চাচ্ছে। তাখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কোন জিনিস হতে পানাহ্ চাচ্ছে? তারা বলেন, দোযখ হতে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেমন হত যদি তারা আমার দোযখ দেখত? অতপর তারা বলেন, তারা তোমার কাছে ক্ষমাও প্রার্থনা করছে। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং দান করলাম যা তারা আমার কাছে প্রার্থনা করছে। আর পানাহ দিলাম যা হতে তারা পানাহ চাচ্ছে। রাসূল (স) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, প্রভু হে, তাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গোনাহগার বান্দা, সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল আর তাদের সাথে বসে গিয়েছে।" রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তাকেও মাফ করে দিলাম। তারা এমন দল যাদের সাথী হতভাগ্য হয় না।

যিকিরকারীর সঙ্গে ফেরেশতাগণ করমর্দন করেন

হাদীস : ২১৫৪ ॥ হযরত হানযালা ইবনে রাবাইয়্যে উসাইদী (রা) বলেন, আমার সাথে হযরত আবু বকরের সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, কেমন আছ হানাযালা? আমি বললাম, হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, সোবহানাল্লাহ! এ কী বল হানযালা? আমি বললাম, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে থাকি, তিনি আমাদের বেহেশত-দোযখ স্মরণ করিয়ে দেন যেন আমরা তাদের চোখে দেখি, কিন্তু আমরা যখন রাসূল (স)-এর কাছ থেকে বের হয়ে আসি এবং বিবি-বাচ্চা ও খেত-খামারে লিপ্ত হই, তখন তা অনেকটা ভুলে যান। তখন আবু বকর বললেন, আমরাও এরূপ অনুভব করি। অতপর আমি ও আবু বকর রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম এবং আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে থাকি, আর আপনি আমাদেরকে বেহেশত-দোযখের কথা স্মরণ করে দেন যেন তা আমরা আমাদের চোখে দেখি, কিন্তু যখন আমরা আপনার কাছ থেকে বের হই এবং বিবি-বাচ্চা ও খেত-খামারে লিপ্ত হই, তখন তা অনেকটা ভুলে যায়। তখন রাসূল (স) বললেন, তার কসম যার হাতে আমার জান রয়েছে যদি তোমরা সর্বদা ঐরূপ থাকতে, যেরূপ আমার কাছে থাক এবং সর্বদা যিকির-ফিকিরে থাকতে, নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করতেন, কিন্তু কখনও এরূপ আর কখনও এরূপ হবে হানযালা! এটা তিনি তিনবার বললেন। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর যিকির করা সবচেয়ে ভাল ইবাদত

হাদীস : ২১৫৫ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদের বলব না যে, তোমাদের কার্যসমূহের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, তোমাদের প্রভুর কাছে অধিক পবিত্রও তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অধিক কার্যকর, সর্বোপরি তোমাদের পক্ষে সোনা-রূপা দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং এ কথা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ করবে এবং তাদের গর্দান কাটবে, আর তারা তোমাদের গর্দান কাটবে। তারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, আল্লাহর যিকির বা স্মরণ। মালিক, আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা। কিন্তু মালিক এটাকে মওকুফ হাদীস অর্থাৎ আবুদ্দারদার কথা বলে মনে করেন।

সে ভাল যার আয়ু দীর্ঘ এবং নেক আমল করেছে

হাদীস : ২১৫৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বলেন, একদিন এক বেদুঈন রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল (স) বললেন, তার পক্ষেই খুশি যার হায়াত দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল নেক হয়েছে। অতপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন আমল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? রাসূল (স) বললেন, তুমি দুনিয়া ত্যাগ করবে, আর তখন তোমার মুখে আল্লাহর যিকির থাকবে। –(আহমদ ও তিরমিযী)

যিকিরের মজলিশ হল বেহেশতের বাগান

হাদীস : ২১৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে পৌছবে তার ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতের বাগান কী? তিনি বললেন, যিকিরের মজলিশ। –(তিরমিযী)

শোয়া অবস্থায়ও আল্লাহর যিকির করতে হয়

হাদীস : ২১৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসেছে আর সেখানে আল্লাহর স্মরণ করে নি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সে বৈঠক তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়েছে। এরূপে যে ব্যক্তি কোন শয়ন স্থলে শুয়েছে, অথচ তথা আল্লাহর স্মরণ করে নি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তা তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে। –(আবু দাউদ)

প্রত্যেক মজলিশেই আল্লাহর যিকির করতে হয়

হাদীস : ২১৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন দল আল্লাহর স্মরণ না করে কোন মজলিস হতে উঠল, তারা নিশ্চয় মরা গাধা খেয়ে উঠল। সে মজলিস তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। –(আহমদ ও আবু দাউদ)

আল্লাহর নবী (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠাতে হয়

হাদীস : ২১৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন দল কোন মজলিসে বসল, অথচ আল্লাহর স্মরণ করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দরুদ পাঠাল না, নিশ্চয় তা তাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হল। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তাদের শাস্তিও দিতে পারেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, মাফও করে দিতে পারেন। –(তিরমিযী)

আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার জন্য ক্ষতিকর

হাদীস : ২১৬১ ॥ হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার পক্ষে ক্ষতিকর, কল্যাণকর নয়। সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ হতে নিষেধ অথবা আল্লাহর যিকির ব্যতীত। (৪৮৫) –যঈফ –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ২১৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা বলবে না। কেননা, আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা দিল শক্ত হওয়ার কারণ, আর শক্ত দিল ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ হতে সর্বাপেক্ষা দূরে। –(তিরমিযী) –যঈফ (৪৮৬)

আল্লাহর যিকিরকারীর অন্তর শ্রেষ্ঠ সম্পদ

হাদীস : ২১৬৩ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল– 'আর যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে'– (শেষ পর্যন্ত) আমরা রাসূল (স)- এর সাথে তাঁর কোন এক সফরে ছিলাম, তখন তাঁর কোন সাহাবী বললেন, এটা সোনা-রূপা সম্পর্কে নাযিল হল, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা সঞ্চয় করতাম। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের কারও শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহর যিকিরকারী রসনা, কৃতজ্ঞ অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী যে তার ঈমানের (দ্বীনের) ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে। –(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যিকিরকারীকে নিয়ে আল্লাহ গর্ব করেন

হাদীস : ২১৬৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন আমীর মুআবিয়া (রা) মসজিদের এক বৃত্তাকার মজলিসে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে বললেন, আপনারা কি কাজে এখানে বসে আছেন? তারা বলল, আমরা আল্লাহর যিকির করছি। তিনি বললেন, খোদার শপথ করে বলুন– আপনার এখানে এ ছাড়া অন্য কাজে বসে নাই তো? তারা বলল, খোদার শপথ করে বলছি– আমরা এখানে অন্য কোন কাজে বসিনি। অতপর তিনি বললেন, জেনে রাখুন– আমি আপনাদের প্রতি অবিশ্বাস করে আপনাদেরকে শপথ করাই নি। রাসূল (স)-এর কাছে আমার মত মর্যাদাবান কোন সাহাবী আমার ন্যায় এত কম হাদীস আর কেউ বর্ণনা করেন নি। একদিন রাসূল (স) ঘর হতে বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌঁছলেন এবং বললেন, আপনারা এখানে কি কাজে বসে আছেন? তারা বলল, আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকির করছি এবং তিনি যে আমাদেরকে ইসলামের প্রতি হেদায়েত করেছেন ও আমাদের প্রতি এহসান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তখন রাসূল (স) বললেন, আপনারা খোদার শপথ করে বলতে পারেন কী আপনারা এখানে এ ছাড়া অন্য কাজে বসে নেই। তখন রাসূল (স) বললেন, শুনুন, আপনাদের প্রতি অবিশ্বাসবশত আমি আপনাদেরকে শপথ করাইনি, বরং ব্যাপার হল, এখন হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন, আপনাদের নিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করছেন। –(মুসলিম)

সব সময় জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর যিকির করবে

হাদীস : ২১৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূল (স)! ইসলামের (নফলী) বিধি-বিধান আমার উপর অনেক। আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলে দিন, যা আমি সর্বদা ধরে থাকতে পারি। রাসূল (স) বললেন, তবে তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরের সাথে থাকে। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

কিয়ামতে আল্লাহর যিকিরকারী মর্যাদাবান হবে

হাদীস : ২১৬৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে বান্দাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাবান হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী। আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী অপেক্ষাও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি সে আপন তরবারি দিয়ে কাফের ও মুশরিকদেরকে কাটে এমন কি তার তরবারি ভেঙে যায় আর সে নিজে রক্তাক্ত হয়, তা হতেও আল্লাহর যিকিরকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। –(আহমদ ও তিরমিযী। তিনি বলে হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হলে শয়তান ধোঁকা দেয়

হাদীস : ২১৬৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের দিলের উপর জেঁকে বসে থাকে, যখন সে আল্লাহর স্মরণ করে সরে যায় আর যখন সে গাফেল হয়, তার দিলে ওয়াসওয়াসা ঢালতে থাকে। –(বোখারী তা'লীকরূপে)

গাফেলদের যিকির খুব উপকারী

হাদীস : ২১৬৮ ॥ হযরত ইমাম মালিক (রা) বলেন, আমার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, রাসূল (স) বলতেন, গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী যেমন যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারীদের মধ্যে যুদ্ধকারী, আর গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী যেমন শুষ্ক গাছের মধ্যে কাঁচা ডাল। অপর বর্ণনায় আছে, যেমন শুষ্ক তরুরাজির মধ্যখানে সবুজ তরু। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী যেমন অন্ধকার ঘরে বাতি। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীকে জীবদ্দশায়ই তার বেহেশতের স্থান দেখানো হবে এবং গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীর গোনাহ মানুষ ও পশুর সংখ্যা পরিমাণ মাফ করে দেয়া হবে। –(রযীন)

যিকিরে আল্লাহ আযাব থেকে রক্ষা করবে

হাদীস : ২১৬৯ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, কোন বান্দা এমন কোন আমল করতে পারে না যা তাকে আল্লাহর যিকির অপেক্ষা আল্লাহর আযাব হতে অধিক রক্ষা করতে পারে। –(মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

যিকির করলে আল্লাহর কাছেই থাকেন

হাদীস : ২১৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে থাকি, যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার তরে তার ওষ্ঠ নড়ে। –(বোখারী)

আল্লাহর যিকির করলে অন্তর পরিষ্কার থাকে

হাদীস : ২১৭১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা মাজন রয়েছে, আর অন্তরের মাজন হল আল্লাহর যিকির। আল্লাহর যিকির অপেক্ষা আল্লাহর আযাব হতে অধিক ত্রাণদাতা আর কোন জিনিস নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করাও কি নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় তরবারির মালিকও নহে এমন কি যদি ভেঙ্গেও যায়। -(বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে)

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লাহকে স্মরণ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিরানব্বইটি নামে আল্লাহর ফযিলত আছে

হাদীস : ২১৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই- এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে বেহেশতে যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বিজোড়, বিজোড়কে ভালবাসেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নিরানব্বটি নাম মনে রাখাতে ফযিলত আছে

হাদীস : ২১৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহতায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে তা মুখস্থ করবে বেহেশতে যাবে। তা হচ্ছে – আল্লাহ – যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আর রাহমান – দয়াময়, যার দয়া সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছে। আর রাহীম – দয়াবান বা বিশেষ দয়ার অধিকারী, যা শুধু মু'মিনদের প্রতি করা হয়। আল মালিক - রাজা, বাদশাহ। আলকুদ্দুস – অতি পাক ও পবিত্র। নশ্বরতা বা কোন অপগুণ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আস্‌সালাম – শান্তিময় ও নিরাপদ। কোনরূপ অশান্তি তাকে ছুঁতে পারে না। আল মু-মিন – নিরাপত্তাদাতা, নিরাপদকারী। আল মুহাইমিন –নেগাহবান রক্ষক। 'আল আযীয - প্রভাবশালী, অন্যের উপর বিজয়ী। আল জাব্বার – শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংশোধনকারী। আল মুতাকাব্বির – অহঙ্কারের অধিকারী – যার অহঙ্কার করা শোভা পায়। আল খালেক – প্রকল্পক, স্রষ্টা। আলবারী – ক্রটিহীন স্রষ্টা। আল মুসাব্বির – প্রকল্পক ও নকশা অঙ্কনকারী, ডিজাইনার। আলগাফফার - বড় ক্ষমাশীল – যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অসংখ্য অপরাধ মার্জনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। আল কহ্‌হার – সকল বস্তু যার ক্ষমতার অধীন। ক্ষমতা প্রয়োগে যার কোন বাধা নেই। আলওয়হ্‌হাব - বড় দাতা, যার দান অবারিত। আররাযযাক – রিযিকদাতা। আলফাত্তাহ্‌ – যিনি গুপ্ত- ব্যক্ত সবকিছু জানেন। আলকাবেয – রিযিক ইত্যাদির সংকোচনকারী। আলবাসেত – উহার সম্প্রসারণকারী। আল খাফেযু – যিনি নিচে নামান। আররাফিউ – যিনি উপরে উঠান। আল মুইযযু – সম্মান ও পূর্ণতা দাতা। আলমুযিল্লু– অপমান ও অপূর্ণদানকারী। আসসামীউ – শ্রোতা (ছোট-বড় সকল স্বরের)। আলবাছীর – দর্শক (ছোট বড় সকল জিনিসের)। আলহাকামু – নির্দেশ দানকারী, বিধানকর্তা। আলআদলু – ন্যায়বিচারক – যিনি যা উচিত তাই করেন। আললাতীফু – যিনি সৃষ্টির যখন যা আবশ্যক তা করে দেন; অগ্রকারী। সূক্ষ্মদর্শী বা যিনি অতি সূক্ষ্ম বিষয়ও অবগত। আলখাবীর – যিনি গুপ্ত ভেদ, অবগত, ভিতরের বিষয় জ্ঞাতা। আলহালীম – ধৈর্যীল– যিনি অপরাধ দেখে সহজে শাস্তি দেন না। আলআযীমু – বিরাট, বহু সম্মানী। আলগাফুর – যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অতি জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করেন। আশ্‌শাকুরু – কৃতজ্ঞ, যিনি অল্পে বেশী পুরস্কার দেন। আল আলিয়্যু – সর্বোচ্চ সমাসীন, সর্বোপরি। আলকাবীরু – বিরাট, মহান, ধারণার উর্ধ্বে বড়। আল হাফীযু – বড় রক্ষাকারী। যিনি বান্দাদের সব বিষয় লক্ষ্য রাখেন। আলমুকীতু – যার জন্য যা যথেষ্ট তা দান করেন। আলজালীলু – গৌরাবান্বিত মহিমান্বিত – যার মহিমার তুলনা নেই। আলকারীমু – বড় দাতা, আশার অতিরিক্ত দাতা, যিনি বিনা সওয়ালে দান করেন। আররাকীবু – যিনি সকলের সকল বিষয় লক্ষ্য রাখেন এবং সর্বদা লক্ষ্য রাখেন। আলমুজীবু – উত্তর দাতা, ডাকে সাড়া দাতা। আলওয়াসেউ – সম্প্রসারণকারী, অথবা যার দান, জ্ঞান, দয়া ও রাজ্য সম্প্রারিত ও বিপুল। আলহাকীমু – প্রজ্ঞাবান তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি সকল কাজ উত্তমরূপে ও নিখুঁতভাবে করেন। আলওয়াদুদু – যিনি বান্দার কল্যাণকে ভালবাসেন। আলমাজীদু – অসীম অনুগ্রহকারী। আরবাএসু – প্রেক, রাসূল প্রেরণকারী, রিযিক প্রেরণকারী, কবর হতে হাশরে প্রেরণকারী। আশশাহীদু – বান্দাদের কাজের সাক্ষী। যিনি ব্যক্ত বিষয় অবগত। খাবীর – যিনি গুপ্ত বিষয় কার্যকারক, যিনি বান্দাদের কাজের যোগান দেন। আলকাবিয়্যু – শক্তিবান, শক্তির আধার। আলমাতীনু – বড় ক্ষমতাবান, যার উপর কারও

ক্ষমতা নেই। আলওলিয়্যু – যিনি মু'মিনদের ভালবাসেন ও সাহায্য করেন। অভিভাবক। আলহামীদু – প্রশংসিত, প্রশংসার যোগ্য। আলমুহ্সী – হিসাব রক্ষক, বান্দারা যা করে তিনি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন। আলমুবদিউ বিনা নমুনায় স্রষ্ঠ, যিনি মডেল না দেখে সৃষ্টি করেন। আলমুঈদু – মৃত্যুর পর পুনঃ সৃষ্টিকারী। যান পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। আলমুহয়ী – জীবনদাতা। আলমুমীতু – মৃত্যুদানকারী। আলহাইয়্যু – চিরঞ্জীব। আলকাইয়্যুম – স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা। আলওয়াজিদু – যিনি যা চান তা পান। আলমাজিদু – বড় দাতা। আলওয়াহিদুল আহাদু – এক ও একক, যার কোন অংশ বা অংশী নাই। আস্সামাদু – প্রধান প্রভু। যিনি কারও মোহতাজ নহেন এবং সকলেই তার মোহতাজ। আলকাদেরু – ক্ষমতাবান, যিনি ক্ষমতা প্রয়োগে কারও মুখাপেক্ষী নহেন। আলমুকতাদেরু – সকলের উপর যার ক্ষমতা রয়েছে। সার্বভৌম। যার বিধান চরমে। আলমুকাদ্দিমু – যিনি কাছে করেন এবং আগে বাড়ান যাকে চান। আলমুআখখিরু – যিনি দূরে রাখেন বা পিছনে করেন যাকে চান। আলআউয়ালু – প্রথম, অনাদি। আলআখিরু – সর্বশেষ, অনন্ত। আযযাহেরু – যিনি ব্যক্ত, প্রকট গুণে নিদর্শনে। আলবাতিনু – যিনি গুপ্ত সত্তাতে। আলওয়ালী – অভিভাবক, মুরব্বী। আলমুতাআলী – সর্বোপরি। আলবাররু – মুহসিন, অনুগ্রহকারী। আত্তাওয়্যাবু – তওবা গ্রহণকারী। যিনি অপরাধে অনুশোচনাকারীর প্রতি পুনঃ অনুগ্রহকারী। আলমুনতাকিমু – প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আলআফুব্বু – বড় ক্ষমাশীল। আররাউফু – বড় দয়ালু। মালিকুল মুলক – রাজ্যাধিপতি। যার রাজ্যে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। যুলজালালি ওয়াল ইকরাম – মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। আলমুকসিতু – অত্যাচার দমনকারী, উৎপীড়ক হতে উৎপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আলজামিউ – কিয়ামতে বান্দাদের একত্রকারী, অথবা সর্বগুণের অধিকারী। আলগানিয়্যু – বেনিয়াজ, যিনি কারও মুখাপেক্ষী নহেন। আলমুগনিয়ু – যিনি কাউকেও কারও মুখাপেক্ষী হতে বাঁচিয়ে রাখেন। আলমানিউ – বিপদে বাধাদানকারী। আয্যাররু – যিনি ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন। আননাফিউ – যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন। উপকারী। আননূর – আলোক, প্রভা, প্রভাকর। আলহাদিয়ু – পথপ্রদর্শক (যারা তার দিকে যেতে চায় তাদেরকে) আলবাদীউ – অদ্বিতীয়, অনুপম অথবা যিনি বিনা আদর্শে গড়েন। আলবাকী – যিনি সর্বদা থাকবেন। সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও যিনি থাকবেন। আলওয়ারিসু – উত্তরাধিকারী, সকল শেষ হবে আর তিনি সকলের উত্তরাধিকারী হবেন। আররাশীদু – কারও পরামর্শ বা বাতলানো ব্যতীত যার কাজ উত্তম ও ভাল হয়। আস্সাবুরু – বড় ধৈর্যশীল। –(তিরমিযী। আর বায়হাকী' দাওয়াতুল কবীরে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহর উত্তম নাম ধরে ডাকতে হয়

হাদীস : ২১৭৪ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে (আবু মুসাকে) এমন বলতে শুনলেন, হে খোদা! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং জানি যে, তুমিই আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তুমি এক, অনন্য, নিরপেক্ষ ও অন্যদের নির্ভরস্থল – যিনি জনকও নহেন, জাতও নহেন এবং যার কোন সমকক্ষ নেই। তখন রাসূল (স) বললেন, সে আল্লাহকে তার ইসমে আ'যম বা সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নামের সাথে ডাকল, যা দিয়ে যখন কেউ তাঁর কাছে কিছু চাই তিনি তাকে তা দান করে এবং যা দিয়ে যখন কেউ তাকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।

–(তিরমিযী ও আবু দাঊদ)

আল্লাহকে ইসমে আযমের সাথে ডাকতে হয়

হাদীস : ২১৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি নামায পড়তেছিল এবং বলতেছিল, হে খোদা! আমি তোমার কাছে সওয়াল করি এবং জানি যে, তোমারই প্রশংসা, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তুমি বড় দয়ালু, বড় দাতা, আসমান ও যমীনের বিনা নমুনায় স্রষ্টা হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব হে প্রতিষ্ঠাতা – আমি তোমার কাছে সওয়াল করি। তখন রাসূল (স) বললেন, সে আল্লাহকে তাঁর ইসমে আযমের সাথে ডাকল – এ দিয়ে যখন তাকে ডাকা হয় তাতে তিনি সাড়া দেন এবং যখন তার কাছে সওয়াল করা হয় তা তিনি দান করেন। –(তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ইসমে আযমের পরিচয়

হাদীস : ২১৭৬ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, যে রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর ইসমে আযম-এ দু আয়াতের মধ্যে আছে, ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ লা ইলাহা ইল্লাহ হুয়াররাহমানুর রাহীম' এবং সূরা আলে ইমরানের শুরু আলিফ লাম মীম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেম।)

হযরত ইউনুস (আ)- এর দোয়া

হাদীস : ২১৭৭ ॥ হযরত সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মাছওয়ালা নবী ইউনুস (আ)-এর দোয়া হল,

যখন তিনি মাছের পেটে থেকে দোয়া করেছিলেন, "লা ইলাহা ইল্লাহ আন্তা সুব্হানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাযযালিমীন– তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র আর আমি হচ্ছি অত্যাচারী অপরাধী" – যে কোন মুসলমানই কোন ব্যাপারে এ দোয়া করবে নিশ্চয় তার দোয়া কবুল হবে। –(আহমদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে নামে আল্লাহকে ডাকা হয় সাড়া দেন

হাদীস : ২১৭৮ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সাথে এশার সময় মসজিদে পৌছলাম। দেখি এক ব্যক্তি কুরআন পড়ছে। আর তাতে আপন স্বর উচ্চ করছে আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! একে কি আপনি রিয়াকার বলবেন? রাসূল (স) বললেন, না বরং সে একজন ভক্ত মু'মিন। বুরায়দা বলেন, হযরত আবু মুসা আশআরীই কুরআন পড়ছিলেন এবং উচ্চ স্বরে পড়তেছিলেন, আর রাসূল (স) তার কেরাআত শুনছিলেন। অতপর বসে আবু মুসা এরূপ দোয়া করতে লাগলেন। হে খোদা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি এক ও সকলের নির্ভরস্থলে, যিনি জনকও নহেন, জাতও নহেন এবং যার কোন সমকক্ষ নেই। তখন রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয় সে আল্লাহর ঐ নামের সাথে তাঁর কাছে প্রার্থনা করল, যার সাথে যখন প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি দান করে এবং যার সাথে যখন তাকে ডাকা হয়, তখন তিনি তাতে সাড়া দেন। বুরায়দা বলেন, তখন আমি বললাম গিয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাঁকে বলব, যা আপনার কাছে শুনলাম? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। অতপর তাকে রাসূল (স)-এর কথা বিবৃত করলাম, তখন আবু মূসা আশআরী আমাকে বললেন, আজ হতে আপনি আমার প্রিয় ভাই, আপনি আমাকে রাসূল (স)-এর কথা জানালেন। –(রযীন)

সপ্তম অধ্যায়

চার তাছ্বীহ্র সওয়াব

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি

হাদীস : ২১৭৯ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি, সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার – আল্লাহ পবিত্র, সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার – আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহর জন্য প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই ও আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান। অপর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য চাটি সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার– এর যে কোনটি তুমি প্রথম বল তাতে তোমার ক্ষতি হবে না।

–(মুসলিম)

সমস্ত দুনিয়া থেকে প্রিয় দোয়া

হাদীস : ২১৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার– বলা সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও আমার কাছে প্রিয়তর। –(মুসলিম)

নিয়মিত যিকির করতে হয়

হাদীস : ২১৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার বলবে, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহাম্দিহী – অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তার প্রশংসার সাথে – তার গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্র–ফেনা রশির ন্যায় বেশী হয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

সকাল-সন্ধ্যার যিকির

হাদীস : ২১৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার বলবে, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহাকমদিহী –কিয়ামতের দিন তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, কেবল সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে এর মত বা এর অপেক্ষা অধিকবার বলবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সবচেয়ে ওজনদার বাক্য

হাদীস : ২১৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, যা বলতে সহজ, অথচ পাল্লাতে ভারী ও আল্লাহর কাছে প্রিয়, তা হল সুবহান্নাল্লাহি ও ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

–(বোখারী ও মুসলিম)

এক হাজার নেকী লাভের উপায়

হাদীস : ২১৮৪ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম। এ সময়ে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি দৈনিক এক হাজার নেকী অর্জন করতে অক্ষম? তারা সাথে বসা কেউ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কীভাবে আমাদের মধ্যে কেউ এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারবে? তখন তিনি বললেন, সে দৈনিক একশত বার সুবহানাল্লাহ বলবে। তাতে তার জন্য (এক দশ করিয়া) এক হাজার নেকী লেখা হবে অথবা তার এক হাজার গোনাহ মাফ করা হবে। –মুসলিম আর মুসলিম শরিফে মুসা জুহানীর সমস্ত বর্ণনায় او يحط শব্দ আছে অর্থাৎ তাতে عنه শব্দ নেই। তবে আবু বকর বারকানী বলেন, শো'বা, আবু আওয়ানা এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান মুসা জুহানী হতে যেসব রেওয়ায়ত করেছেন তাতে তারা ويحط অর্থাৎ الف। ছাড়া বর্ণনা করেছেন। হুমাইদীর কিতাবেও অনুরূপ রয়েছে।

ফেরেশতাদের পছন্দনীয় বাক্য সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ২১৮৫ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন বাক্য শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, যা আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের জন্য পছন্দ করেছেন তা, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী। –(মুসলিম)

রাসূল (স) সবচেয়ে ওজনদার বাক্য বলতেন

হাদীস : ২১৮৬ ॥ উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন খুব ভোরে রাসূল (স) তাঁর কাছে হতে বের হলেন যখন ফজরের নামায পড়লেন, হযরত জওয়াইরিয়া তখন আপন নামাযের জায়গায় বসা। অতপর রাসূল (স) প্রত্যাবর্তন করলেন সূর্য যখন খুব উপরে উঠল, আর তখনও জুওয়ারাইরিয়া তায় বসে আছেন। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর থেকে তুমি তো এ অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার পরে আমি মাত্র চারটি বাক্য তিনবার বলেছি যদি তাকে তুমি এ অবধি যা বলেছ তার সাথে ওজন দেওয়া হয়, তা হলে তার ওজনই অধিক হবে, সুবহানাল্লাহি, ওয়াবিহামদিহী আদাদা খালকিহী, ওয়া বেযা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী – অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে – তার সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ, তার সন্তোষ পরিমাণ, তার আরশের ওজন পরিমাণ ও তার বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ। –(মুসলিম)

সব সময় দোয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে

হাদীস : ২১৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই, তারই রাজত্ব, তারই প্রশংসা এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান– তার দশটি গোলাম আযাদ করার পরিমাণ সওয়াব হবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, তার একশতটি গোনাহ মাফ করা হবে এবং তার পক্ষে তার ঐ দিনের জন্য শয়তান হতে রক্ষাকবচ হবে, যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা হয় এবং সে যা করছে তা অপেক্ষা উত্তম কেউ কিছু করতে পারবে না, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তা অপেক্ষা অধিক বলবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ সবচেয়ে কাছে অবস্থান করেন

হাদীস : ২১৮৮ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (স)– এর সাথে ছিলাম। লোকেরা তখন উচ্চৈঃস্বরে তকবীর বলছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, ও মিঞারা! তোমরা নিজেদের প্রতি রহম কর, তোমরা বধিরকে ডাকছ না, আর না অনুপস্থিতকে, তোমরা ডাকছ শ্রোতা ও দর্শক-সামী ও বাছীরকে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন আর যাকে তোমরা ডাকতেছ, তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের অধিক কাছে আছেন। আবু মুসা বলেন, আমি তখন রাসূল (স)- এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থাৎ আমার কোন উপায় নাই, শক্তি নাই, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। তখন রাসূল (স) বললেন, ও আবদুল্লাহ ইবনে কায়স! আমি কি তোমাকে বেহেশতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল– লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর প্রশংসাকারীর জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়

হাদীস : ২১৮৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে, সুবহানাল্লাহিল আযীম, ওয়াবিহামদিহী –অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে – তার জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে। –(তিরমিযী)

ফেরেশতারা ঘোষণা করে যে আল্লাহর প্রশংসা কর

হাদীস : ২১৯০ ॥ হযরত যুবায়র (র) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন ভোর নেই যাতে আল্লাহর বান্দারা ওঠেন, আর একজন ঘোষণাকারী এরূপ ঘোষণা না করেন, পবিত্র বাদশাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর। –(তিরমিযী)

শ্রেষ্ঠ দোয়া আলহামদুলিল্লাহ

হাদীস : ২১৯১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, শ্রেষ্ঠ যিকির হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' আর শ্রেষ্ঠ দোয়া হল, আলহামদুলিল্লাহ।" –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

প্রশংসা করা সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

হাদীস : ২১৯২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রশংসা করা হল সেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যে বান্দা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, সে তাঁর প্রশংসা করে নি।

সুখে-দুঃখে প্রশংসাকারীরা প্রথমে বেহেশতেয যাবে

হাদীস : ২১৯৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেয়ামতের দিন প্রথমে যাদেরকে ডাকা হবে, তারা হবেন, যারা সুখে-দুঃখে সকল সময় আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন। –(উক্ত হাদীস দুইটি বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লা ভারী হবে

হাদীস : ২১৯৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদিন মুসা (আ) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন একটি বাক্য বলে যাও যা দিয়ে তোমার যিকির করতে পারি অথবা বলেছেন, তোমার কাছে দোয়া করতে পারি। আল্লাহ বললেন, তুমি বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন মুসা বললেন, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সকল বান্দাই তো এটা বলে থাকে। আমি তো তোমার কাছে একটি বিশেষ বাক্য চাচ্ছি। তখন আল্লাহ বললেন, মুসা! যদি সপ্ত আকাশ আর আমি ভিন্ন উহার সমস্ত অধিবাসী এবং সপ্ত পৃথিবী এক পাল্লায় রাখা হয়, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে নিশ্চয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর পাল্লা ভারী হবে। –(শরহুস সুন্নাহ)

আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই

হাদীস : ২১৯৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বলে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বার– অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ অতি মহান– আল্লাহর তার সমর্থন করে বলেন, হ্যঁ, আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি অতি মহান। আর যখন সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু– অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি একক, আমার কোন শরিক নেই। আর যখন সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু – অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তারই রাজ্য ও তারই প্রশংসা। আর যখন সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ– অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও কোন উপায় ও শক্তি নেই – আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আমার সাহায্য ছাড়া কারও কোন উপায় ও শক্তি নেই। আর রাসূল (স) এটাও বলতেন, এটা যে আপন রোগে বললে, অতপর মরে যাবে, তাকে দোযখের আগুন খাবে না। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

সুবহানাল্লাহর যিকির সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ২১৯৬ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন রাসূল (স)–এর সাথে একটি স্ত্রীলোকের কাছে পৌছলেন। তখন স্ত্রীলোকটির সামনে কতক খেজুর বিচি অথবা বলেছে কাঁকর ছিল, যা দিয়ে সে তসবীহ গুনছিল। রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাকে বলব না যা এটা অপেক্ষা তোমার পক্ষে সহজ অথবা বলেছেন, উত্তম? তা হচ্ছে এরূপ বলা, সুবহানাল্লাহু অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা– যে পরিমাণ তিনি আসমানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, সুবহানাল্লাহ– যে পরিমাণ তিনি যমীনে মখলুক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহানাল্লাহ'– যে পরিমাণ তাদের মধ্যখানে রয়েছে এবং সুবহানাল্লাহ – যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন যে পরিমাণ। 'আল্লাহু আক্‌বার' তার অনুরূপ, আলহামদুলিল্লাহ– তার অনুরূপ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– তার অনুরূপ এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'ও তার অনুরূপ।

–(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

সকাল-বিকাল একশতবার সোবহানাল্লাহ বলা একশত হজ্জের সমতুল্য

হাদীস : ২১৯৭ ॥ আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেন, রাসূল (স) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার সুবহানাল্লাহ বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে, যে

একশত হজ্জ করেছে। যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার আলহামদু লিল্লাহ বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে, যে একশত ঘোড়ায় একশত মুহাজিদ রওয়ানা করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে তাঁর ন্যায় হবে, যে ইসমাঈল বংশীয় একশত দাস মুক্ত করেছে এবং যে সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার আল্লাহু আকবার বলবে, সে দিন তার অপেক্ষা অধিক সওয়াবের কাজ আর কেউ করতে পারবে না– অবশ্য সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে এরূপ বলেছে বা এ অপেক্ষা বেশি বলেছে। –(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

সুবহানাল্লাহ যিকির পাল্লার অর্ধেক

হাদীস : ২১৯৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ' হল পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদু লিল্লাহ' তাকে পূর্ণ করে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সামনে কোন পর্দা নেই, যে পর্যন্ত তা আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌঁছে। –(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব, এটা সনদ সবল নহে।)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়লে তার জন্যে বেহেশত ওয়াজিব

হাদীস : ২১৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন বান্দা খালেস দিলে 'লা ইলাহা ইল্লাহু বলবে, নিশ্চয় তার জন্য বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা হবে, যে পর্যন্ত না তা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে, যদি সে কবীরা গোনাহ্ হতে বেঁচে থাকে। –(তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।)

বেহেশত হল সুগন্ধ মাটি ও সুপেয় পানিতে পূর্ণ

হাদীস : ২২০০ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মে'রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম (আ)- এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলবেন এবং সংবাদ দিবেন যে, বেহেশত হল সুগন্ধ মৃত্তিকা ও সুপেয় পানি বিশিষ্ট কিন্তু তাতে কোন গাছপালা নেই। আর তার গাছ হল সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। –(তিরমিযী তিনি বলেন, সনদের বিচারে হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

গাফেল হলে আল্লাহর রহমত হতে বিস্মৃত হবে

হাদীস : ২২০১ ॥ হযরত ইয়াসায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি ছিলেন মুহাজির নারীদের অন্তর্গত– তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, তোমরা 'সুবাহানাল্লাহ' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' বলবে এবং আঙ্গুলী গুনবে। কেননা তাদেরকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে ও বলার শক্তি দেয়া হবে এবং তোমরা গাফেল হবে না– যাতে তোমরা আল্লাহর রহমত হতে বিস্মৃত হও। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়

হাদীস : ২২০২ ॥ হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) বলেন, এক বেদুঈন এসে রাসূল (স)-এর কাছে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে দোয়া-কালাম সম্পর্কে একটি কথা শিখিয়ে দিন যা আমি পড়তে পারি। তিনি বললেন, বল তুমি, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তার কোন শরিক নাই, আল্লাহ বহু বড়, আল্লাহর জন্য বহু প্রশংসা, আমি পবিত্রতা ঘোষণা করি আল্লাহর যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, কারও কোন উপায় বা শক্তি নাই আল্লাহ ভিন্ন, যিনি প্রতাপন্বিত ও প্রজ্ঞাবান।" সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা হল আমার প্রভুর জন্য প্রশংসা আমার জন্য কি? তখন তিনি বললেন, বল তুমি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, হেদায়েত কর, আমাকে রিযিক দাও ও আমাকে শান্তিতে রাখ।' রাবী সন্দেহ করেছেন, শেষ শব্দ রাসূল (স)- এর কথার মধ্যে আছে কিনা। –(মুসলিম)

গাছের ঝরা পাতার মত গোনাহ্ ঝরে যায়

হাদীস : ২২০৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) একটি পাতা শুষ্ক গাছের পৌঁছলেন এবং লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন। তাতে তার পাতা ঝরতে লাগল। তখন তিনি বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'– বান্দার গোনাহকে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে ঐ গাছের পাতা ঝরছে। –(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।)

দারিদ্র্য দূর হওয়ার দোয়া

হাদীস : ২২০৪ ॥ (তাবেঈ) মাকহুল হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) একবার আমাকে বলেন, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ' বেশি বেশি বলবে, কেননা তা জান্নাতের ভাণ্ডারের বাক্যবিশেষ। মাকহুল বলেন, যে বলবে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়ালা মানজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি' আল্লাহ তার সত্তরটি কষ্ট দূর করে দিবেন, যার তুচ্ছটা হল দারিদ্র্য। –(তিরমিযী এটা বর্ণনা করে বলেন, এর সনদ মুত্তাসিল নহে। মাকহুল হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে হাদীসটি শুনেন নি।)

নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ

হাদীস : ২২০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি' নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ, যাদের সহজটা হল চিন্তা। -বয়হাকী ৪৯৭

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা

হাদীস : ২২০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার আমাকে বললেন, আরশের নিচের ও বেহেশতের ভাণ্ডারের একটি বাক্য কি তোমাকে জানিয়ে দিব না- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা সম্পূর্ণভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ করল। উক্ত হাদীস দুটি বায়হাবী দা'ওয়াতুল কবীরে বর্ণনা করেছেন।

ইবাদত পূর্ণ করতে হলে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে

হাদীস : ২২০৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, 'সুবহানাল্লাহ' হল বান্দাদের ইবাদত, 'আলহামদুলিল্লাহ' হল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাক্য, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হল তাওহীদের কালেমা এবং 'আল্লাহ আকবার' পূর্ণ করে আসমান ও যমীনের মধ্যে যা আছে তাকে। বান্দা যখন বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' আল্লাহ তায়ালা বলেন, সে সম্পূর্ণভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ করল। -(রযীন)

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষমা চাওয়া বা তওবা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক তওবা করতেন

হাদীস : ২২০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খোদার কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তওবা করি। -(বোখারী)

প্রতিদিন একশতবার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়া

হাদীস : ২২০৯ ॥ হযরত আগার মুযানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর কাছে তওবা কর, আর আমিও দৈনিক একশত বার তার কাছে তওবা করি। -(মুসলিম)

রাসূল (স) নিজের জন্য হারাম করেছিলেন জুলুমকে

হাদীস : ২২১০ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) আল্লাহর নাম করে বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে জুলুম করবে না। আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই পথহারা; কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পথের সন্ধান চাও। আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু আমি যাকে আহার করাই। অতএব তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও আমি তোমাদেরকে খাওয়াব। আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই নাঙ্গা; কিন্তু আমি যাকে পরাই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরিচ্ছদ চাও। আমি তোমাদেরকে পরাব।

আমার বান্দাগণ! তোমরা অপরাধ করে থাক রাত-দিন, আর আমি সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেব। আমার বান্দাগণ! তোমার আমার ক্ষতি-করার সাধ্য রাখ না যে, আমার ক্ষতি করবে এবং আমার উপকার করারও সাধ্য রাখ না যে, আমার কোন উপকার করবে। অতএব আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরহেযগার ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তর দিয়ে পরহেযগার হয়ে যায়, তা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে পারবে না। আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনাচারী ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তর নিয়ে অনাচার করে-এটা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র লোকসান করতে পারবে না। আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একই মাঠে দাঁড়িয়ে একত্রে আমার কাছে চাও, আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তার চাওয়া জিনিস দেই, তা আমার কাছে যা আছে তার কিছুই কমাতে পারবে না, অতখানি ব্যতীত যতখানি কমায় একটি সুঁই যখন সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হয়। আমার বান্দাগণ! বাকি রইল তোমাদের ভাল-মন্দ আমল-তা আমি যথাযথভাবে রক্ষা করি, সে যেন আল্লাহর শোকর করে, আর যে মন্দ লাভ করে, সে যেন নিজেকে ব্যতীত কাউকেও তিরস্কার না করে। -(মুসলিম)

ইলম বিস্তারের জন্য গমন করে মৃত্যু হলে আল্লাহ পছন্দ করেন

হাদীস : ২২১১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতপর সে ফতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য বের হল এবং একজন দরবেশের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এমন ব্যক্তির জন্য তওবা আছে কিনা? তিনি বললেন, নাই। সে তাকেও হত্যা করল এবং বরাবর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। এক ব্যক্তি বলল, অমুক গ্রামে গিয়ে অমুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর। এ সময় তার মউত এসে গেল এবং মৃত্যুকালে সে নিজের সিনাকে ঐ গ্রামের দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতপর রহমতের ফেরেশতারা ও আযাবের ফেরেশতারা পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল, কারা তার রূহ নিয়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ তায়ালা ঐ গ্রামকে বলল, তুমি মৃতের কাছে আস আর তার নিজ গ্রামকে বলল, তুমি দূরে সরে যাও। অতপর ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা উভয় দিকের দূর মেপে দেখ। মাপে তাকে এ গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকেট পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

গোনাহ করে ক্ষমা চাইতে হয়

হাদীস : ২২১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন তাঁর শপথ যার হাতে আমার জান রয়েছে- যদি তোমরা গোনাহ না করতে, আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গোনাহ করে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিতেন। -(মুসলিম)

তওবার জন্য আল্লাহপাক হাত প্রসারিত করেন

হাদীস : ২২১৩ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা রাতে আপন হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের গোনাহগার তওবা করে, আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন, যাতে রাতের গোনাহগার তওবা করে। এভাবে তিনি করতে থাকবেন, যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হয়। -(মুসলিম)

ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন

হাদীস : ২২১৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যখন বান্দাহ গোনাহ স্বীকার করে এবং মাফ চায়, আল্লাহ তা কবুল করেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

ফজরের পর তওবা করতে হয়

হাদীস : ২২১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। -(মুসলিম)

তওবা করলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ২২১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় আনন্দিত হন, যখন সে তাঁর কাছে তওবা করে, তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক, যার বাহন একটি মরুপ্রান্তের তার কাছে হতে ছুটে পালায়, আর তার উপর থাকে তার খাদ্য ও পানীয়। তাতে সে হতাশ হয়ে যায়। অতপর সে একটি গাছের কাছে এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে- সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ। এ অবস্থায় সে হঠাৎ দেখে, বাহন তার কাছে দাঁড়ান। সে তার লাগাম ধরে এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, হে খোদা! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু! সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে। -(মুসলিম)

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন

হাদীস : ২২১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা অপরাধ করলে এবং বলল প্রভু হে! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা তাতে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতপর আল্লাহ যত দিন ইচ্ছা করলেন, তত দিন সে অপরাধ না করে রইল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, প্রভু হে! আমি আবার অপরাধ করেছি, তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা তাকে শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সে যা ইচ্ছা করুক। -(বোখারী ও মুসলিম)

অমুককে ক্ষমা করবে না এ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ২২১৮ ॥ হযরত জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে মাফ করবেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, কে আছে- যে আমাকে কসম দিতে পারে। যে, আমি অমুককে মাফ করব না। আমি তাকে মাফ করলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম। রাবী বলেন, তিনি এমন অথবা এর অনুরূপ বলেছেন। -(মুসলিম)

বড় ইস্তেগফার হল এরূপ বলা হে আল্লাহ তুমি ছাড়া প্রভু নেই

হাদীস : ২২১৯ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার বা শ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার হল তোমরা এমন বলা, হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকার্যের মন্দ পরিণাম হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি স্বীকার করি আমার প্রতি তোমার দানকে এবং স্বীকার করি আমার অপরাধকে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ব্যতীত অপরাধ রাশি ক্ষমা করার আর কেউ নেই।

অতপর রাসূল (স) বলেন, যে এ বিশ্বাস করে দিনে বলবে আর সন্ধ্যার আগে মারা যাবে, সে বেহেশতীদের অন্তর্গত হবে এবং যে এ বিশ্বাস করে রাতে বলবে আর সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে বেহেশতীদের অন্তর্গত হবে।

-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষমার আশা করলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করেন

হাদীস : ২২২০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যা হোক না কেন– আমি কারও পরওয়া করি না। আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌছে, অতপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি কারও পরওয়া করি না। আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়েও আমার সাক্ষাৎ কর এবং আমার সাথে কাউকেও শরিক না করে আমার সাক্ষাৎ কর, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হব। -(তিরমিযী। আর আহমদ ও দারেমী আবু যর (রা) হতে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন

হাদীস : ২২২১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে জানে যে, আমি গোনাহ মাফ করার অধিকারী, আমি তাকে মাফ করে দিব এবং আমি কারও পরওয়া করি না। যে পর্যন্ত না সে আমার সাথে কাউকে শরিক না করে। -(শরহুস সুন্নাহ)

ক্ষমা প্রার্থনা করলে চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা যায়

হাদীস : ২২২২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সর্বদা ক্ষমা চায় আল্লাহ তায়ালা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দেন, আর তাকে রিযিক দান করে যেখান হতে সে কখনও ভাবেনি। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২২২৩ ॥ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে বাস্তবে পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে নি যে ক্ষমা চেয়েছে, যদিও সে দৈনিক সত্তরবার তা করে থাকে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী

হাদীস : ২২২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী আর উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

মু'মিন গোনাহ করলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে

হাদীস : ২২২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) মু'মিন যখন কোন গোনাহ্ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতপর যদি সে তওবা করে ও ক্ষমা চায়, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়, আর যদি গোনাহ বেশি হয় দাগও বেশি হয়, অবশেষে তা তার অন্তরের উপর ছেয়ে যায়। এটা সে মরিচা, যার উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা আপন কালামে করেছেন। 'কখনই না বরং তাদের অন্তরে মরিচাস্বরূপ লেগে গেছে যা তারা বরাবর উপার্জন করেছে।' (সূরা মুতাফিফিফীন।) -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

আল্লাহ পাক বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন

হাদীস : ২২২৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিশ্চয়, আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন, যে পর্যন্ত না তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

শয়তান মানুষদের ওয়াসওয়াসা দিতে থাকবে

হাদীস : ২২২৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল বলেছেন, (স) শয়তান বলল, প্রভু হে! তোমার

ইজ্জতের কসম– আমি তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করতে থাকব, যে পর্যন্ত তাদের প্রাণ দেহে থাকে তখন প্রভু পরওয়ারদেগার আযযা ও জাল্লা বললেন, আমার ইজ্জত ও জালাল ও উচ্চ মর্যাদার কসম– আমি তাদেরকে মাফ করতে থাকব যে পর্যন্ত তারা আমার কাছে মাফ চাইতে থাবে। –(আহমদ)

তওবার জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খোলা আছে

হাদীস : ২২২৮ ॥ হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসালা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তওবার জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছেন, যার প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ, যে পর্যন্ত না সূর্য ঐদিক হতে উদিত হবে উহা বন্ধ করা হবে না। আর এটাই হল কুরআনে আল্লাহ আয্যা ও জাল্লার কওল, 'যে দিন তোমার প্রভু কোন এক নিদর্শন পৌঁছবে, সেদিন কাউকেও তার ঈমান কাজ দিবে না, যে এর পূর্বে ঈমান আনে নি। (সূরা আনআম আয়াত–১৫৮)–(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

হিযরতের ধারা বন্ধ হবে না যতক্ষণ তওবার দরজা বন্ধ হয়

হাদীস : ২২২৯ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হিজরতের ধারা বন্ধ হবে না, যতক্ষণ না তওবার দরজা বন্ধ হয়। আর তওবার দরজা বন্ধ হবে যতক্ষণ না সূর্য আপন অস্তধাম হতে উদিত হয়। –(আহমদ, আবু দাউদ ও দারেমী)

গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হল

হাদীস : ২২৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিল। তাদের একজন বড় আবেদ ছিল, আর অপরজন বলতে আমি গোনাহগার। আবেদ তাকে বলত বিরত থাক যাতে তুমি লিপ্ত আছ তা থেকে, আর সে বলত আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের সাথে ছেড়ে দাও। অবশেষে একদিন সে তাকে এমন একটি অপরাধে লিপ্ত পেল যাকে সে কড়া গুরুতর মনে করল এবং বলল বিরত থাক। সে বলল, আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের সাথে ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর দারোগা করা হয়েছে? তখন সে বলল, খোদার কসম, তোমাকে আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না এবং বেহেশতে দাখিল করবেন না। অতপর আল্লাহ তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সে তাদের উভয়ের রূহ কবজ করল এবং তারা উভয়ে আল্লাহর সমীপে একত্র হল। তখন তিনি গোনাহগারকে বললেন, আমার রহমতের দ্বারা তুমি বেহেশতে দাখিল হও। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমাকে আমার বন্দার প্রতি রহম করতে বাধা দিতে পার? সে বলল, না প্রভু! আল্লাহ বললেন, একে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া। –(আহমদ)

আল্লাহর কাছ থেকে নিরাশ হবে না

হাদীস : ২২৩১ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কুরআনের এ আয়াত পড়তে শুনেছি, 'ওহে! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না, কেননা, আল্লাহ মাফ করেন সমস্ত গোনাহ।' (সূরা যুমার, আয়াত-৫৩)। আর তিনি কারও পরওয়া করেন না। –(আহমদ ও তিরমিযী। তিনি বলেন, এটা হাসান ও গরীব।) – ২৭৫০ (৫০০)

রাসূল (স) বড় গোনাহ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

হাদীস : ২২৩২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, (কুরআনে) আল্লাহ তায়ালার এ মহাবাণী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, 'সগীরা গোনাহ ব্যতীত' রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ! যদি তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর বড় গোনাহ। কেননা, তোমার কোন বান্দা আছে, যে ছোট গোনাহ করে নি? –(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।)

আল্লাহর কাছে পথের সন্ধান চাইতে হয়

হাদীস : ২২৩৩ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথহারা, কিন্তু আমি যাকে পথ দেখিয়েছি, সুতরাং আমার কাছে পথের সন্ধান চাও, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। তোমাদের প্রত্যেকেই অভাবী, কিন্তু আমি যাকে অভাবমুক্ত করেছি, সুতরাং আমার কাছে চাও আমি তোমাদেরকে রিযিক দেব। তোমাদের প্রত্যেকেই অপরাধী, কিন্তু আমি যাকে নিরাপদ রেখেছি (বা বাঁচাইয়াছি), সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস করে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, অতপর সে আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তাকে ক্ষমা করি এবং আমি কারও পরওয়া করি না। যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত, কাঁচা-শুকনা (ছেলে-বুড়া) সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির অন্তরে ন্যায় এক অন্তর হয়ে যায়– এটা আমার রাজ্যে একটি মাছির পালক পরিমাণও বৃদ্ধি করতে পারে না, আর যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনা– সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় এক অন্তর হয়ে যায়–

তাও আমার রাজ্যে এক মাছির পালক পরিমাণও কমাতে পারে না। যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত এবং কাঁচা ও শুকনা– সকলেই এক প্রান্তরে একত্র হয়, অতপর তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমার কাছে চায়, আর আমি তোমাদের প্রত্যেক সওয়ালকারীকে দান করি তা আমার রাজ্যে কিছুমাত্র কমাতে পারবে না। যেমন, যদি তোমাদের কেউ সমুদ্রে পৌঁছে আর তাতে একটি সুঁই ডুবায় অতপর তা উঠায়। এটা এ জন্য যে, আমি বড় দাতা-প্রশস্ত দাতা; আমি করি যা ইচ্ছা। আমার দান হল আমার কালাম মাত্র, আমার শাস্তি হল আমার হুকুম মাত্র, আর আমার কোন বিষয়ের হুকুম হল যখন আমি ইচ্ছা করি– আমি বলি, হয়ে যাও, সাথে সাথে তা হয়ে যায়। –(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) – যঈফ (৫০১)

আল্লাহ ভয়ের ও ক্ষমার অধিকারী

হাদীস : ২২৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি এ আয়াত পাঠ করেন– "তিনি (আল্লাহ) হলেন ভয়ের অধিকারী ও ক্ষমার অধিকারী"– বললেন, তোমারদের পরওয়ারদেগার বলেন, আমি লোকের ভয় পাওয়ার অধিকারী; সুতরাং যে আমাকে ভয় করল, আমি তাকে ক্ষমা করারও অধিকারী। –(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) – যঈফ (৫০২)

রাসূল (স) একশতবার এস্তেগফার পড়তেন

হাদীস : ২২৩৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি একই মজলিসে রাসূল (স)-কে এস্তেগফার একশতবার গুনতাম– তিনি বলতেন, 'রাব্বিগ্-(ফিরলী, ওয়াতুব আলাইয়া, ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়্যাবুল গাফুর– পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে মাফ কর এবং আমার তওবা কবুল কর। কেননা, তুমি হও তওবা কবুলকরণেওয়ালা ও মাফ করণেওয়ালা। –(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করেও তওবার গুণে ক্ষমা পাবে

হাদীস : ২২৩৬ ॥ রাসূল (স)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়েদের পুত্র ইয়াসার, তার পুত্র বেলাল বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন যে, আমার দাদা যায়দ বলেছেন, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি বলল 'আসাতগফিরুল্লাহাল্লাযী' লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, ওয়া আতুবু ইলাহি'– আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই যিনি ছাড়া কোন ক্ষমা করার কোন মা'বুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তার কাছে তওবা করি– আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, যদিও সে জেহাদের ছফ হতে পলায়ন করে থাকে। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তবে আবু দাউদ বলেন, বর্ণনাকারীর নাম হল হেলাল ইবনে ইয়াসার। অর্থাৎ বেলালের পরিবর্তে হেলাল। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের নেক দোয়া মর্যাদা উচ্চ করে

হাদীস : ২২৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ আযাযা ও জাল্লা বেহেশতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বলুন্দ করবেন আর সে বলবে, প্রভু হে! আমার এ মর্যাদা বৃদ্ধি কী কারণে হল? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা চাওয়ার কারণে। –(আহমদ)

মৃত ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থী পানিতে পড়ার মত

হাদীস : ২২৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি হল সাহায্যপ্রার্থী পানিতে পড়া ব্যক্তির ন্যায়, সে তার বাপ, মা, ভাই-বন্ধুর দোয়া পৌছার অপেক্ষায় থাকে। যখন তার কাছে তা পৌছে, তখন তা তার কাছে সমগ্র দুনিয়া ও তার সামগ্রী অপেক্ষাও প্রিয়তর হয় এবং আল্লাহ তায়ালা কবরবাসীদেরকে যমীনবাসীদের দোয়ার কারণে পর্বত-সমতুল্য রহমত পৌছান, আর জীবিতদের পক্ষ হতে মৃতদের জন্য হাদিয়া তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে) মুনকার ৫০৩

যে ইস্তেগফার বেশি করবে সে আনন্দ পাবে

হাদীস : ২২৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বসুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আনন্দ তার জন্য, যার আমলনামায় ইস্তেগফার বেশি পাওয়া যাবে। –(ইবনে মাজাহ। আর নাসাঈ তাঁর কিতাব আমলু ইয়াওমিন ওয়া লায়লাতিন।)

ভালো হল তারা যারা ভাল কাজ করে খুশি হয়

হাদীস : ২২৪০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্গত কর, যারা– যখন ভাল কাজ করে খুশি হয় এবং যখন মন্দ কাজ করে ক্ষমা চায়। –(ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।) – যঈফ (৫০৪)

মু'মিন গোনাহকে ভয় পায়

হাদীস : ২২৪১ ॥ (তাবেঈ) হারেস ইবনে সুওয়াইদ বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) দুটি কথা বলেছেন– একটি রাসূল (স)-এর পক্ষ হতে, অপরটি নিজের পক্ষ হতে। তিনি বলেছেন, মু'মিন নিজের গোনাহকে এরূপ মনে করে, যেন সে কোন পাহাড়ের নিচে বসা, যা সে তার উপর ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করে। পক্ষান্তরে ফাজের ব্যক্তি আপন গোনাহকে দেখে– যেন একটি মাছি তার নাকের উপর বসল, আর সে আপন হাতের ইঙ্গিতে তাকে তাড়িয়ে দিল। অতপর তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তার মু'মিন বান্দার তওবায় সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক খুশি হন, যে কোন ধ্বংসকারী মরুভূমিতে পৌছেছে, আর তার সাথে তার বাহন রয়েছে, যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সে সেখানে যমীনে মাথা রাখল এবং সামান্য ঘুমাল। অতপর জেগে দেখল তার বাহন ভেগে গেছে। সে তা তালাশ করতে লাগল, অবশেষে তাপ ও পিপাসা এবং অপরাপর কষ্ট যা আল্লাহর মর্জিতাকে কাতর করে ফেলল। তখন সে সিদ্ধান্ত করল, আমি যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকব, যে পর্যন্ত না মরে যাই। সুতরাং সে তথায় আপন বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল যাতে সে মরে যায়। এ সময় হঠাৎ জেগে দেখে তার বাহন তার নিকেট– তার উপর তার পাথেয় পেয়ে যেরূপ খুশি হয়েছে, তার অপেক্ষাও অধিক খুশি হন। –(মুসলিম শুধু মর'ফু অংশ এবং বুখারী মওকুফ এবং মরফু' উভয় অংশ বর্ণনা করেছেন।)

গোনাহ করে তওবা করলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ২২৪২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ ভালবাসেন সে মু'মিন বান্দাকে যে গোনাহে পতিত হয়ে তওবা করে। -

আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে নিরাশ হতে নেই

হাদীস : ২২৪৩ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি এ আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র দুনিয়া লাভ হওয়াকে আমি ভালবাসি না, 'আমার বান্দাগণ' যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।' এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, যে শিরক করছে? রাসূল (স) কিছুক্ষণ চুপ রইলেন, অতপর তিনবার বললেন, যে শিরক করেছে সেও। -

মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে ক্ষমা পাবে না

হাদীস : ২২৪৪ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে মাফ করে দেন, যতক্ষণ না পর্দা পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পর্দা কি? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির মুশরিক অবস্থা ইন্তেকাল করা। –উক্তি হাদীসটি তিনটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। আর বায়হাকী কেবল শেষোক্ত কিতাবুল বা'সে ওয়ান্নুশূরে।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন

হাদীস : ২২৪৫ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে কাউকেও সমান না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে আর তার উপর পাহাড় পরিমাণ গোনাহর বোঝাও থাকবে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন। –(বায়হাকী কিতাবুল বা'সে ওয়ান্নুশূরে)

তওবা করলে সম্পূর্ণ পাপ মুক্ত হয়ে যায়

হাদীস : ২২৪৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোনাহ হতে তওবাকারী তার ন্যায় যার কোন গোনাহ নেই। –(ইবনে মাজাহ)

বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বলেন, নাহ্রানী এটা এক বর্ণনা করেছেন, অথব তিনি হলেন 'মাজহুল' ব্যক্তি। শরহুস্ সুন্নাহর বাগাবী এটাকে মওকুফ অর্থাৎ আবদুল্লাহর কথা হিসেবে বর্ণনা করেছে। আবদুল্লাহ বলেছেন, অনুশোচনাই হল তওবা আর তওবাকারী হল তার ন্যায় যার কোন গোনাহ নেই।

নবম অধ্যায়

আল্লাহর রহমত ও দয়ার অসীমতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর দয়া তাঁর ক্রোধের চেয়ে অনেক বেশি

হাদীস : ২২৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যখন মাখলুক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, একটি লিপি লিখলেন, যা তাঁর কাছে তাঁর আশের উপর আছে, আমার দয়া আমার ক্রোধ অতিক্রম করেছে। অন্য বর্ণনায় আছে, আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহপাকের একশত রহমত আছে

হাদীস : ২২৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর একশত রহমত রয়েছে, যা হতে একটি মাত্র রহমত তিনি জ্বিন, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে নাযিল করেছেন। আর তার দ্বারা একে অন্যকে মায়া করে। তা দিয়েই তারা একে অন্যকে দয়া করে এবং তা দিয়েই ইতর প্রাণীরা তাদের সন্তানকে ভালোবাসে। বাকি নিরানব্বইটা আল্লাহ তায়ালা পরের জন্য রেখে দিয়েছেন, যা দিয়ে তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের রহম করবেন।

−(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় হযরত সালমান ফারসী হতে এর অনুরূপ রয়েছে। তার শেষের দিকে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন হবে, আল্লাহ ঐ সকল রহমত দিয়ে তাদেরকে পূর্ণ করবেন।

আল্লাহপাকের দয়া সম্পর্কে অবগত থাকলে নিরাশ হবে না

হাদীস : ২২৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি মু'মিন জানত আল্লাহর কাছে কি শাস্তি রয়েছে, তা হলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করত না, আর যদি কাফের জানত আল্লাহর কাছে কি দয়া রয়েছে, তবে কেউ তাঁর জান্নাত হতে নিরাশ হত না। −(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশত দোযখ আমল অনুযায়ী কাছে ও দূরে

হাদীস : ২২৫০ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশত তোমাদের কারও জন্য জুতার দোয়ালী অপেক্ষাও অধিক কাছে আর দোযখও তদ্রূপ। −(বোখারী)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল ক্ষমতার অধিকারী

হাদীস : ২২৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি, যে কখনও কোন ভাল কাজ করে নি, আপন পরিজনকে বলল, অপর বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের প্রতি অবিচল করল, কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল, নিজের সন্তানদের ওসিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে তখন তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়, অতপর তার অর্ধেক ডাঙ্গায় ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটানো হয়। খোদার কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে সক্ষম হন, তবে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকেও কখনও দেন নি। যখন সে মারা গেল, তারা তার নির্দেশ অনুসারেই কাজ করল। অতপর আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, সমুদ্র যা তার মধ্যে ছিল তার একত্র করে দিল। এভাবে ডাঙ্গাকে হুকুম দিলেন, ডাঙ্গা তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করল কেন তুমি এমন করেছিলে? সে বলল, তোমার ভয়ে প্রভু! তুমি তা জান। এ কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর দয়ার কোন সীমারেখা নেই

হাদীস : ২২৫২ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে কতক যুদ্ধবন্দি আসল। দেখা গেল একটি স্ত্রীলোকের দুধ ঝরে পড়ছে, আর সে শিশুর তালাশে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দিদের মধ্যে একটি শিশু পেল এবং তাকে কোলে টেনে নিল ও দুধ পান করাল। তখন রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এই স্ত্রী লোকটি নিজের ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা আরয করলাম কখনও না ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে নিক্ষেপ না করার প্রতি শক্তি রাখে। রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বন্দার প্রতি এ স্ত্রীলোকের তার সন্তানের প্রতি দয়া অপেক্ষা অধিক দয়াবান।−(বোখারী ও মুসলিম)

কারও আমল মুক্তি দিতে পারে না

হাদীস : ২২৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) তোমাদের কাউকেও তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকেও নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমাকেও নয়। অবশ্য যদি আল্লাহ নিজ রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেন। তবে তোমরা ঠিকভাবে কাজ করতে থাকবে ও মধ্যমপন্থায় থাকবে এবং সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে কিছু কাজ করবে। সাবধান! তোমরা মধ্যমপন্থা এখতিয়ার করবে, মধ্যমপন্থা এখতিয়ার করবে− তাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না

হাদীস : ২২[illegible] ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কাউকে তার কর্ম বেহেশতে পৌছাতে পারবে না এবং তাকে দোযখ হতেও বাঁচাতে পারবে না, এমন কি আমাকেও না, আল্লাহর রহমত ছাড়া।

−(মুসলিম)

খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে মুক্তি পাবে

হাদীস : ২২৫৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ইসলাম গ্রহণ খাঁটি হয়, আল্লাহ তা দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে দেন, সে পূর্বে যা অপরাধ করেছে। অতপর তার সৎ কাজ হয় অসৎ কাজের বিনিময়– সৎ কাজ তার দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত লেখা হয়; আর অসৎ কাজ তার এক গুণমাত্র– তবে আল্লাহ যাকে তা ছেড়ে দেন। –(বোখারী)

আল্লাহর পাক পাপ-পুণ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন

হাদীস : ২২৫৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাপ-পুণ্য সম্পর্কে নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যের সংকল্প কর আর তা সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য তা নিজের একটি পূর্ণ পুণ্যরূপে লেখেন। আর যদি তার সংকল্প করে অতপর তা সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে দশ গুণ হতে সাত শত গুণ বরং বহুগুণ পর্যন্ত পুণ্যরূপে লেখেন। আর যে পাপের সংকল্প করে অতপর তা সম্পাদন না করে, আল্লাহ তার জন্য ওটাকে নিজের কাছে একটি পূর্ণ পুণ্যরূপে লেখেন। আর যদি সে উহার সংকল্প করে অতপর সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে একটি মাত্র পাপরূপে লেখেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৎ কাজের গুণের বর্ণনা

হাদীস : ২২৫৭ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অসৎ কাজ করে অতপর সৎ কাজ করে, তার উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যার গায়ে সংকীর্ণ বর্ম রয়েছে এবং তার গলা কষে ধরেছে, অতপর সে কোন সৎ কাজ করল যাতে তার একটি গিরা খসে গেল, অতপর আরেকটি সৎ কাজ করলে ফলে আরেকটি গিরা খসে গেল। অবশেষে বর্ম মাটিতে পড়ে গেল। –(শরহে সুন্নাহ)

আল্লাহর প্রতি ভয় থাকলে দু'টি জান্নাত

হাদীস : ২২৫৮ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, তিনি রাসূল (স)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ওয়ায করার সময় বলতে শুনেছেন, 'আর যে আল্লাহর সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে। (সূরা আররাহমান, আয়াত-৪৬)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি সে যেনা করে ও চুরি করে? তিনি তৃতীয়বার বললেন– 'আর যে আল্লাহর সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য দুইটি জান্নাত রয়েছে।' আমি তৃতীয়বার বললাম, যদি সে যেনা করে ও চুরি করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ আবুদ্দারদার নাক কাটা গেলেও।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার পরিচয়

হাদীস : ২২৫৯ ॥ হযরত আমের রাম (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে পৌছল, যার গায়ে একটি চাদর ছিল এবং হাতে চাদর জড়ানো একটি জিনিস। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বনের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাতে পাখি ছানার শব্দ শুনলাম। আমি তাদের নিয়ে আমার কাপড়ে রাখলাম। এ সময় তাদের মা আসল এবং আমার মাথার উপর ঘুরতে লাগল। আমি তাদের খুলে দিলাম, আর সে তাদের মধ্যে পড়ল। আমি অমনি তাদের সকলকে আমার চাদরে জড়িয়ে ফেললাম। তারা এখন আমার সাথে। রাসূল (স) বললেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তাদের মা তাদের ছেড়ে গেল না। তখন রাসূল (স) বললেন, ছানাদের মায়ের ছানাদের প্রতি দয়া দেখে তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছ? কসম তাঁর যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি ছানাদের মায়ের ছানাদের প্রতি দয়া অপেক্ষাও অধিক দয়াবান। তাদের নিয়ে যাও এবং সেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানে তাদের মায়ের সাথে রেখে দাও। সুতরাং সে তাদের নিয়ে গেল। –(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর অবাধ্য কাফের ব্যতীত শাস্তি দিবেন না

হাদীস : ২২৬০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি একদল লোকের কাছে গেলেন এবং বললেন, এরা কোন দলের লোক? তারা বলল আমরা মুসলমান। তখন একটি স্ত্রী লোক তার ডেগের নিচে আগুন ধরাচ্ছিল, আর তার সাথে ছিল তার একটি শিশু সন্তান। যখন আগুনের একটি ফুলকি উপরে উঠল অমনি সে তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে নিন। অতপর সে রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আপনার প্রতি আমার মা-বাপ কোরবান যাক। বলুন, আল্লাহ কি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু নহেন? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তখন সে বলল, মা তো কখনও আপন সন্তানকে আগুনে ফেলে না। এটা শুনে রাসূল (স) নিচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতপর মাথা উঠিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে এমন অবাধ্য সারকাশ ব্যতীত কাউকেও শাস্তি দেন না– যে আল্লাহর সাথে সারকাশী করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই বলিতে অস্বীকার করে। –(ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে চাইলে ক্ষমা অবশ্যম্ভাবী

হাদীস : ২২৬১ ॥ হযরত সওবান (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বান্দা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে চায় আর উহার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা জিবরাঈলকে বলেন, আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। জেনে রেখ, তার প্রতি আমার দয়া আছে। তখন জিবরাঈল বলেন, আল্লাহর দয়া অমুকের প্রতি, আর এরূপ বলেন, আরশ বহনকারীগণ এবং তাদের পার্শ্বের ফেরেশতাগণ– অবশেষে ঐরূপ বলে সপ্ত আসমানের অধিবাসীগণ। অতপর দয়া তার জন্য অবতীর্ণ হয় যমীনের দিকে। –(আহমদ)

মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ই আছে

হাদীস : ২২৬২ ॥ হযরত ওসমান ইবনে যায়দ (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর এ কালাম সম্পর্কে বলেছেন, "বান্দাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি অবিচার করে, তাদের মধ্যে কেউ ভাল-মন্দ উভয় করে, আর কেউ ভাল পথে অগ্রগামী হয়।" (কুরআন) এ সকলই বেহেশতে যাবে। –(বায়হাকী কিতাবুল বা'সে ওয়ান্নুশূরে)

দশম অধ্যায়

সকাল, সন্ধ্যা ও শয়নকালের দোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) দোযখের আযাব থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা

হাদীস : ২২৬৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ করতেন, বলতেন, আমার সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই শাসন, তারই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি তোমার কাছে উহার অমঙ্গল হতে, আর তাতে যা রয়েছে তার অমঙ্গল থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদ ও কবরের আযাব হতে। আর যখন তিনি ভোরে প্রবেশ করতেন, তখনও ঐরূপ বলতেন। বলতেন, আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম এবং ভোরে প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অপর এক বর্ণণায় আছে, পরওয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দোযখের আযাব ও কবরের শাস্তি হতে। –(মুসলিম)

গালের নিচে হাত দিয়ে ঘুমাতে হয়

হাদীস : ২২৬৪ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাত্রির শয্যা গ্রহণ করতেন, হাত গালের নিচে রাখতেন, অতপর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি। আবার যখন জাগতেন তখন বলতেন, আল্লাহর শোকর যিনি মরার পর আমাদেরকে জীবিত করলেন, আর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন। –(বোখারী, কিন্তু মুসলিম হযরত বারা হতে।)

শোয়ার পূর্বে বিছানা ঝেড়ে নিতে হয়

হাদীস : ২২৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় আশ্রয় নেয়, তখন যেন সে আপন তহবন্দের ভিতর দিক দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা, সে জানে না তার বিছানার উপর কি এসেছে। অতপর যেন বলে, প্রভু হে! তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও, তবে তার প্রতি দয়া কর, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও রক্ষা কর যা দিয়ে রক্ষা কর তুমি তোমার নেক বান্দাদের। অপর বর্ণনায় আছে- অতপর যেন সে আপন ডান পার্শ্বের উপর শোয়, তৎপর বলে, তোমারই নামে --- ইত্যাদি। –(বোখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে, যেন তাকে তহবন্দের ভিতর কিনারা দিয়ে তিনবার ঝেড়ে নেয় এবং যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও ক্ষমা করে দাও তাকে।

ডান পার্শ্বে শয়ন করা উচিত

হাদীস : ২২৬৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শয্যায় আশ্রয় নিতেন ডান পার্শ্বের উপর শুতেন। অতপর বলতেন– আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার সমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম আমার কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম এবং তোমার প্রতি আমি ভরসা করলাম– আগ্রহে ও ভয়ে। তোমার থেকে আশ্রয় পাওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার স্থান নেই তুমি ব্যতীত। আমি বিশ্বাস করি তোমার কিতাবে যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার নবীর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছে।

অতপর রাসূল (স) বলেন, যে তা বলবে, তারপর রাত্রির মধ্যেই মারা যাবে, সে ইসলামের উপর মারা যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, বারা বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক, যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নিবে, অযু করবে তোমার নামাযের অযুর ন্যায়, অতপর তোমার ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করবে এবং বলবে, আল্লাহ আমি নিজেকে তোমার প্রতি সমর্পণ করলাম– থেকে প্রেরণ করেছ পর্যন্ত। তারপর রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি সে রাতেই মারা যাও তুমি ইসলামের উপর মারা যাবে, আর যদি তুমি ভোরে ওঠ, তবে তুমি কল্যাণের সাথে উঠবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

শোয়ার পূর্বে আল্লাহর শোকর করতে হয়

হাদীস : ২২৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন, বলতেন, আল্লাহর শোকর যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন নির্বাহ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, অথচ এমন কত লোক রয়েছে, যাদের না আছে কেউ প্রয়োজন নির্বাহক আর না আছে কেউ আশ্রয়দাতা।"–(মুসলিম)

যা আশা করা যায় আল্লাহর তার চেয়ে বেশি দেন

হাদীস : ২২৬৮ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন ফাতেমা চাক্কি পিষতে তার হাতে যে কষ্ট হয়, তার অভিযোগ করার জন্য রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে, রাসূল (স)-এর কাছে যুদ্ধবন্দি এসেছে। কিন্তু তিনি রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎ পেলেন না, অতএব হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে তা উল্লেখ করলেন। অতপর রাসূল (স) যখন আসলেন, তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছি। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। অতপর তিনি আমার ও তার মধ্যখানে এসে বসলেন, যাতে আমি তাঁর পা বোরাকের শীতলতা আমার পেটে অনুভব করতে লাগলাম। এ সময় তিনি বললেন, আমি কি সন্ধান দিব না তোমাদেরকে তোমরা যা চেয়েছ তার অপেক্ষা উত্তম জিনিসের; যখন তোমরা তোমাদের শয্যা গ্রহণ করবে, ৩৩ বার বলবে 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার বলবে 'আল্লাহ আকবার' তা তোমাদের পক্ষে দাস-দাসীদের অপেক্ষা উত্তম হবে।
–(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) চাকর অপেক্ষা উত্তম বস্তু দিলেন

হাদীস : ২২৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন হযরত ফাতেমা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে একটা দাস চাইতে আসলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলে দিব না, যা তোমার পক্ষে চাকর হতে উত্তম হবে– প্রত্যেক নামাযের সময় ও শুবার কালে বলবে, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ও ৩৪ বার আল্লাহও আকবার। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের মরা-বাঁচা

হাদীস : ২২৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সকালে উঠতেন, বলতেন, 'আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সকালে উঠি এবং তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় পৌঁছি, তোমারই নামে আমরা বাঁচি এবং তোমারই নামে মরি, আর তোমারই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করি।' আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন, বলতেন, আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই সাহায্যে সকালে উঠি, তোমারই নামে আমরা বাঁচি এবং তোমারই নামে মরি, তোমারই দিকে আমাদের উত্থান। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) দোয়া করার নিয়ম শিখিয়ে দিলেন

হাদীস : ২২৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন, একদিন আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি দোয়ার নির্দেশ দিন যা আমি যখন সকালে উঠি এবং সন্ধ্যায় উপনীত হই তখন বলতে পারি। রাসূল (স) বললেন, তুমি বলবে, হে আল্লাহ! যিনি অদৃশ্য জ্ঞাতা, আসমান যমীনের স্রষ্টা, প্রত্যেক বস্তুর পালক ও অধিকারী- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তোমার শরণ করি আমার মনের মন্দ হতে, শয়তানের মন্দ ও তার শিরক হতে। বলবে তুমি তা যখন সকালে উঠবে, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করবে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

সকাল-সন্ধ্যায় বিপদে না পড়ার দোয়া

হাদীস : ২২৭২ ॥ হযরত আবান ইবনে ওসমান (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন; যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকালে এবং প্রত্যেক রাত্রে সন্ধ্যায় দিন বার বলবে –আল্লাহর নামে -যার নামের সাথে যমীন ও আসমানে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি হচ্ছেন শ্রোতা ও জ্ঞাতা- তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করে এমন হতে পারে না। পরবর্তী রাবী বলেন, আবানকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করেছিল, তাই শ্রোতা তার দিকে

দেখছিল। তখন আবান তাকে বললেন, আমার দিকে দেখছ কি? নিশ্চয়ই হাদীস আমি যা বর্ণনা করেছি তাই- তবে আমি সেদিন এটা বলি নি, যাতে আল্লাহ আমাকে তাঁর পূর্ব নির্ধারিত কার্যকর করেন। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ)

কিন্তু আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে, সে রাতে তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ পৌছবে না যে পর্যন্ত না সকাল হয়, আর যে তাতে সকালে বলবে তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ পৌছবে না যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা হয়।

আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান

হাদীস : ২২৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন, আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম আর রাজ্য সন্ধ্যায় উপনীত হল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব বা শাসন, তাঁরই জন্য প্রসংসা আর তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার কাছে চাই এ রাতে যা আছে তার ভাল এবং এর পরে যা আছে তার ভাল, আর তার মন্দ থেকে, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই অলসতা থেকে এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে অথবা বলেছেন, কুফরীর মন্দ হতে। আর অপর বর্ণনায় আছে, বার্ধক্যের মন্দ ও দাম্ভিকতা হতে। হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই দোযখের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে। আর যখন তিনি সকালে উপনীত হতেন তা বলতেন, আমরা সকালে উপনীত হলাম আর রাজ্যও সকালে উপনীত হল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী। তবে তিরমিযী বর্ণনাতে – শব্দটি উল্লেখ নেই।)

রাসূল (স) কন্যাদের শিক্ষা দিতেন

হাদীস : ২২৭৪ ॥ রাসূল (স)-এর কোন কন্যা হতে বর্ণিত আছে, যে রাসূল (স) তাঁকে শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, তুমি বলবে, যখন ভোরে উঠবে- আল্লাহর পবিত্রতা তার প্রশংসার সাথে, কারও কোন শক্তি নেই আল্লাহর শক্তি ছাড়া, যা আল্লাহ চান তাই হয়, আর যা তিনি চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আর আল্লাহ সমস্ত জিনিসকে জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। যে এটা বলবে, যখন সকালে উঠবে সে হেফাযতে থাকবে যে পর্যন্ত সন্ধ্যায় উপনীত হয়, আর যে এটা বলবে যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, সে হেফাযতে থাকবে যে পর্যন্ত না সকালে ওঠে। -(আবু দাউদ)

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়

হাদীস : ২২৭৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ আয়াত পড়বে যখন সকালে উঠবে, সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা সকালে উঠ এবং আসমান ও যমীনে প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য আর বিকালে এবং যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও- এমন তোমরা বের করা হবে পর্যন্ত। সে লাভ করবে ঐ দিনে যা তার ফওত হয়ে গিয়েছে আর যে পড়বে তা যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, সে লাভ করবে যা তার ঐ রাতে ফওত হয়ে গিয়েছে। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখা যায়

হাদীস : ২২৭৬ ॥ হযরত আবু আইয়্যাশ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে সকালে উঠে বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তারই রাজত্ব তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। তার জন্য এটা ইসমাঈল বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান হবে এবং তার জন্য দশটি পূর্ণ লেখা হবে ও তার দশটি পাপ খণ্ডন করা হবে, আর তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সে শয়তান হতে হেফাযত থাকবে- যে পর্যন্ত না সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়। আর যদি সে বলে যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, তার জন্য এমন হবে যে পর্যন্ত না সে সকালে ওঠে। (রাবী বলেন) এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখল এবং বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু আইয়্যাশ আপনার নাম করে এ কথা বলে। রাসূল (স) বললেন, আবু আইয়্যাশ সত্য বলেছে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

মাগরিবের নামাযের পর সাতবার পড়বে আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার

হাদীস : ২২৭৭ ॥ (তাবেঈ) হারেস ইবনে মুসলিম তামিমী তার পিতা হতে, তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি চুপে চুপে বললেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায হতে অবসর গ্রহণ করবে, কারও সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার বলবে, আল্লাহ আজিরনী মিনান্নার- আল্লাহ আমাকে দোযখ হতে বাঁচাও। যখন তুমি তা বলবে অতপর ঐ রাতে মারা যাবে, তোমার জন্য দোযখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। এরূপ যখন তুমি ফজরের নামাযের পর বলবে। অতপর যখন তুমি ঐ দিন মারা যাবে, তোমার জন্য দোযখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। -(আবু দাউদ)

আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাইতে হয়

হাদীস : ২২৭৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এ বাক্যগুলো ছাড়তেন না, যখন তিনি সন্ধ্যায় উপনীত হতেন এবং যখন তিনি সকালে উঠতেন, আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাই দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা।

আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাই আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিজন ও মাল-সম্পদ সম্পর্কে নিরাপত্তা। আল্লাহ তুমি আমার দোষসমূহ ঢেকে রাখ এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ হতে আমাকে নিরাপদ রাখ। আল্লাহ তুমি আমার হেফাযত কর আমার সামনে থেকে আমার পিছন দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপর দিক হতে, আল্লাহ আমি তোমার মর্যাদার কাছে পানাহ চাই মাটিতে ধসে যাওয়া থেকে। -(আবু দাউদ)

আল্লাহই একমাত্র গোনাহ ক্ষমাকারী

হাদীস : ২২৭৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সকালে উঠে বলবে, আল্লাহ আমি সকালে সাক্ষী করি তোমাকে এবং তোমার আরশ বহনকারীদেরকে, তোমার অপর ফেরেশতাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে, তুমিই আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক, তোমার কোন শরিক নেই এবং মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রাসূল নিশ্চয় আল্লাহ তাকে মাফ করবেন তার ঐ দিনে যে গোনাহ ঘটবে। আর যদি সে বলে তা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে, আল্লাহ মাফ করে দিবেন তার ঐ রাতে যে গোনাহ সংঘটিত হবে।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহ পাক বান্দাদের কিয়ামতে খুশি করবে কি আমল করলে

হাদীস : ২২৮০ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান বান্দা সন্ধ্যায় পৌছে এবং সকালে উঠে তিনবার বলবে- রাযীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনান ওয়া বি মুহাম্মদিন নাবিয়্যান- আমি আল্লাহকে প্রভুরূপে, ইসলামকে দ্বীনরূপে ও মুহম্মদকে নবীরূপে পেয়ে খুশি হয়েছি। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি অবধারিত হবে, তিনি কিয়ামতের দিন তাকে খুশি করেন। -(আহমদ ও তিরমিযী)

শোয়ার পরে দোয়ার পড়তে হয়

হাদীস : ২২৮১ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শুবার ইচ্ছা করতেন, হাত মাথার নিচের রাখতেন, অতপর বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রাখ যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে একত্র করবে। অথবা তিনি বলেছেন, তোমার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাইবে।"-(তিরমিযী, কিন্তু আহমদ সাহাবী বারা হতে।)

রাসূল (স) ডান গালে হাত রেখে শয়ন করতেন

হাদীস : ২২৮২ ॥ হযরত হাফসা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শুবার ইচ্ছা করতেন, ডান হাত গালের নিচে রাখতেন, অতপর তিনবার বলতেন- আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআছু ইবাদাকা- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা কর যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাবে। -(আবু দাউদ)

আল্লাহর স্মরণে গোনাহর ভার দূর করেন

হাদীস : ২২৮৩ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) শোয়ারকালে বলতেন, আল্লাহ! আমি তোমার মহান সত্তার ও তোমার পূর্ণ কালামের স্মরণ নিতেছি- যা তোমার অধীনে আছে তার মন্দ হতে। আল্লাহ! তুমিই দূরীভূত কর ঋণের চাপ ও গোনাহর ভার। হে আল্লাহ! তোমার দল পরাভূত হয় না, তোমার ওয়াদা কখনও বরখেলাফ হয় না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমার থেকে রক্ষা করতে পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে।

-(আবু দাউদ)

বিছানায় শোয়ার দোয়া

হাদীস : ২২৮৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বিছানায় আশ্রয় গ্রহণকালে তিনবার বলে- আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি- আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করি। -আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করেন যদিও হয় অপরাধ সমুদ্র ফেনার ন্যায় অথবা বালু স্তূপের ন্যায় অথবা গাছের পাতার সংখ্যা অথবা দুনিয়ার দিনসমূহের সংখ্যার ন্যায় অধিক। -(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

দোয়া পড়লে ফেরেশতাগণ পাহারা দেয়

হাদীস : ২২৮৫ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওসর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান কিতাবুল্লাহর কোন একটি সূরা পড়ে শয্যা গ্রহণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। সুতরাং কোন কষ্টদায়ক জিনিস তার কাছে আসতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে জাগরিত হয়, যখন জাগ্রিত হয়।

-(তিরমিযী)

দু'টি বিষয়ের লক্ষ্য রাখলে সে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ২২৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুটি বিষয় যে কোন মুসলমান লক্ষ্য রাখবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশতে যাবে। জেনে রেখ বিষয় দুইটি সহজ; কিন্তু করণেওয়ালা কম,

প্রত্যেক নামাযের পর দশবার 'সুব্হানাল্লাহ' দশবার আলহামদু লিল্লাহ' ও দশবার 'আল্লাহ আকবার' বলবে। আবদুল্লাহ বলেন, আমি রাসূল (স)-কে উহা হাতে গুনতে দেখেছি। রাসূল (স) বলেন, মুখে এটা (পাঁচ ওয়াক্তে) একশত পঞ্চাশ; কিন্তু কিয়ামতের মীযানের পাল্লায় এটা এক হাজার পাঁচশত। আর যখন শয্যা গ্রহণ করবে বলবে, 'সুবহানাল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' (তিনটিতে মিলিয়ে) একশত বার। এটা মুখে একশত বটে। কিন্তু মীযানের এক হাজার। অতপর রাসূল (স) বলেন, তোমাদের মধ্যেকে একদিন এক রাতে দু'হাজার পাঁচশত গোনাহ করে? (অর্থাৎ কেউ এত গোনাহ করে না) সাহাবীগণ বললেন, কেন আমরা এ দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে পারব না? তিনি বললেন, পারবে না এ জন্য যে, তোমাদের কারও কাছে তার নামায অবস্থায় শয়তান এসে বলে ঐ বিষয় স্মরণ কর, ঐ বিষয় স্মরণ কর, যে পর্যন্ত না সে নামায শেষ করে ফিরে। অতপর সে হয়তো তা না করে উঠে যায়। এভাবে শয়তান তার শয্যাকালে এসে ঘুম পাড়াতে থাকবে, যে পর্যন্ত না সে ঘুমিয়ে পড়ে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, দুটি বিষয় যে কোন মুসলমান উহার হেফাযত করবে। -এভাবে তাঁর বর্ণনায়- মীযানের পাল্লায় এক হাজার পাঁচশত-শব্দের পর রয়েছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন সে শয্যা গ্রহণ করবে, বলবে- আল্লাহ আকবার ৩৪ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, ও সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার।

আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করতে হয়

হাদীস : ২২৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সকালে উঠে বলল, আল্লাহ! সকালে আমার প্রতি এবং তোমার অপর যে কোন সৃষ্টির প্রতি যে নেয়ামত পৌঁছিয়েছ তা একা তোমারই পক্ষ হতে, এতে তোমার কোন শরিক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা এবং তোমারই শোকর- সে তার ঐ দিনের শোকর আদায় করল। আর যে এরূপ বলল সন্ধ্যায় পৌঁছে সে তার ঐ রাত্রির শোকর আদায় করল। -(আবু দাউদ)- যঈফ

পরমুখাপেক্ষীতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাবে

৫১৮

হাদীস : ২২৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন বলতেন, হে আল্লাহ! যিনি আসমানের প্রতিপালক, যমীনের প্রতিপালক তথা প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক, শস্য বীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ উৎপাদক এবং তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাযিলকারক, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যা তোমার অধিকারে আছে এমন প্রত্যেক মন্দের অধিকারী জিনিসের মন্দ হতে। তুমি প্রথম- তোমার পূর্বে কেউ ছিল না, তুমি শেষ তোমার পরে কেউ থাকবে না। তুমি প্রকাশ্য- তোমার অপেক্ষা প্রকাশ্য কোন কিছুই নেই; তুমি গোপন তোমার অপেক্ষা গোপনতর কিছু নেই, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর এবং আমাকে পরমুখাপেক্ষীতা হতে বাঁচিয়ে রাখ। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। মুসলিম সামান্য বিভিন্নতাসহ।)

রাতে শয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে

হাদীস : ২২৮৯ ॥ হযরত আবুল আযহার আনমারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, বলতেন, আল্লাহর নামে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার পার্শ্বে রাখলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার হতে শয়তান তাড়িয়ে দাও, আমার ঘাড়কে মুক্ত কর এবং আমাকে উচ্চ পরিষদে স্থান দাও। -(আবু দাউদ)

প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর শোকর করতে হয়

হাদীস : ২২৯০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, বলতেন, আল্লাহর শোকর যিনি আমার প্রয়োজন নির্বাহ করলেন, আমাকে রাতে আশ্রয় দিলেন, আমাকে খাওয়ালেন, আমাকে পান করালেন, যিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং বহু অনুগ্রহ করলেন, যিনি আমাকে দান করলেন এবং যথেষ্ট দান করলেন। সুতরাং আল্লাহর শোকর প্রত্যেক অবস্থায়। হে আল্লাহ! যিনি প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও তার অধিকারী ও প্রত্যেক বস্তুর উপাস্য, আমি তোমার কাছে দোযখের আগুন হতে পানাহ চাই।-(আবু দাউদ)

সমস্ত মন্দ প্রশান্ত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২২৯১ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদিন খালেদ ইবনে ওলীদ রাসূল (স)-এর কাছে অভিযোগ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতে আমার ঘুম আসে না। তখন আল্লাহর রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নাও বলবে, হে আল্লাহ! যিনি সপ্ত আসমানের ও তারা যাকে ছায়া দিয়েছে তার প্রতিপালক প্রভু এবং যমীনসমূহ ও তারা যাকে ধারণ করেছে তার প্রভু, শয়তান সকল ও তারা যাদের গোমরাহ করেছে তাদের প্রভু- তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর, তোমার সমস্ত সৃষ্টির মন্দ প্রভাব হতে- তাদের কেউ যেন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করবে অথবা আমার প্রতি অবিচার করবে। বিজয়ী সে যাকে তুমি নিরাপত্তা দান করেছ। মহান তোমার প্রশস্তি। তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। -(তিরমিযী। তিনি বলেন, এর সনদ সবল নয়। কোন কোন হাদীস বিশেষ এর রাবী হাকীম ইবনে যহীরকে মাত্রূক বা ত্যাজ্য বলেছেন।) - যঈফ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে

হাদীস : ২২৯২ ॥ হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠে সে যেন বলে, আমরা সকালে উপনীত হলাম আর রাজ্যও সকালে উপনীত হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই এ দিনের কল্যাণ– তার কামিয়াবী ও সাহায্য, তার জ্যোতি, তার বরকত ও তার হেদায়েত এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই তাতে যা অমঙ্গল রয়েছে তা হতে এবং তার পরে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে। অতপর যখন সে সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখনও যেন ঐরূপ বলে। –(আবু দাউদ)

সুস্থ-সবল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২২৯৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বাজান! আপনাকে প্রত্যেক সকালে বলতে শুনি, হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখ আমার শরীরগতভাবে; আল্লাহ; আমাকে কুশলে রাখ আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে, আল্লাহ আমাকে কুশলে রাখ আমার দৃষ্টিশক্তিকে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এটা সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিনবার বলবে। তখন তিনি বললেন, বাবা! আমি রাসূল (স)-কে এ বাক্যগুলো দিয়ে দোয়া করতে শুনেছি। সুতরাং আমি তাঁর নিয়ম পালন করাকে ভালবাসি। –(আবু দাউদ)

সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য

হাদীস : ২২৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (রা) যখন সকালে উপনীত হতেন, বলতেন, আমরা সকালে উপনীত হলাম আর সকালে উপনীত হলে রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আল্লাহর জন্য প্রশংসা। আল্লাহর জন্য বড়াইর অধিকার ও সম্মান। আল্লাহর জন্য সৃষ্টি ও (উহার) পরিচালন, রাত্রি ও দিন এবং তাতে যা বসতি করে। হে আল্লাহ! তুমি এ দিনের প্রথমাংশকে কর কল্যাণযুক্ত ও মধ্যমাংশকে কর কামিয়াবীর কারণ এবং শেষাংশকে কর সাফল্যময়। ইয়া আরহামার রাহেমীন। – (নবী কিতাবুল আযকারে ইবনে সুন্নীর রেওয়ায়েত।)

ঘুম থেকে উঠেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে

হাদীস : ২২৯৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) বলেন, রাসূল (স) ভোরে উঠে বলতেন, আমরা ভোরে উঠলাম ইসলামের ফেতরাত সহকারে, কালেমায়ে তাওহীদ সহকারে, আমাদের নবী মুহম্মদ (স)-এর দ্বীনের উপর এবং ইবরাহীম হানীফের মিল্লাতের উপর– তিনি মুশরিকদের অন্তর্গত ছিলেন না। –(আহমদ ও দারেমী)

একাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন সময়ের প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহবাসের সময় দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ২২৯৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে মিলতে ইচ্ছা করে। বলে, বিসমিল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দূরে রাখ শয়তান হতে এবং শয়তানকে দূরে রাখ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছ তা হতে। এতে যদি তাদের জন্য কোন সন্তান নির্ধারিত হয় তাকে কখনও শয়তান কষ্ট দিতে পারবে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই

হাদীস : ২২৯৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বিপদের সময় এরূপ বলতেন, মহান সহিষ্ণু আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের প্রভু, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই যিনি আসমানসকল ও যমীনের প্রভু এবং মহান আরশের রব। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাগ কমানোর প্রার্থনা

হাদীস : ২২৯৮ ॥ হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে দু'ব্যক্তি একে অন্যকে মন্দ বলতে লাগল– তখন আমরা তাঁর কাছে বসা। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার সহচারকে মন্দ বলছিল খুব রাগান্বিত অবস্থায়, যাতে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে এটা বলে তার রাগ চলে যাবে, তা হল, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্-শায়তানির রাজীম'– আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে। তখন সাহাবীগণ লোকটিকে বললেন, তুমি কি শুনছ না রাসূল (স) কি বলেছেন, সে বলল আমি ভূতগ্রস্ত নই। –(বোখারী ও মুসলিম)

মুরগী ফেরেশতা দেখতে পায়

হাদীস : ২২৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা মুরগার আওয়াজ শুনবে আল্লাহর আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে, কেননা, মুরগা ফেরেশতা দেখতে পায়, আর যখন গাধার চিৎকার শুনবে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে। কেননা, সে শয়তান দেখেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

পশুর পিঠে আরোহণের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩০০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) সফরে বের হবার কালে যখন উটের উপর স্থির হয়ে বসতেন, তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন, অতপর বলতেন, আল্লাহর প্রশংসা যিনি একে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ আমরা একে অধীন করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এ সফরে তোমার কাছে পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কর্ম যা তুমি পছন্দ কর। আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি আমাদের এই সফরকে সহজ কর এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। আল্লাহ তুমিই সফরে আমাদের সঙ্গী এবং পরিবার ও মাল সম্পদের আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য ও ধনে-জনে অশুভ পরিবর্তন হতে। এবং যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন তখনও তা বলতেন এবং তাতে অধিক বলতেন, আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের পরওয়ারদেগারের প্রশংসাকারীরূপে। -(মুসলিম)

সব জিনিসের খারাপ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে

হাদীস : ২৩০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজেস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সফরে চলতেন, সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের মন্দ, ভালোর পর খারাপ, অত্যাচারিতের দোয়া এবং পরিজন ও সম্পদের ব্যাপারে মন্দ দৃশ্য হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। -(মুসলিম)

আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ সাহায্য করেন

হাদীস : ২৩০২ ॥ হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে বলে, আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের শরণ করছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে। তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না সে স্থান হতে প্রস্থান করা পর্যন্ত। -(মুসলিম)

বিষাক্ত প্রাণী কামড় দিলে নির্দিষ্ট দোয়া আছে

হাদীস : ২৩০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত রাতে বৃশ্চিকের দংশনে আমি কষ্ট পেয়েছি। রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে, আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যের স্মরণ নিচ্ছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে। তবে তোমাকে তা কষ্ট দিতে পারত না। -(মুসলিম)

আল্লাহর মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল

হাদীস : ২৩০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন সফরে থাকতেন এবং উষায় উপনীত হতেন, বলতেন, শ্রবণকারী শ্রবণ করুক আমরা যে আল্লাহর প্রশংসা করতে এবং আমাদের প্রতি তাঁর মহাদানের স্বীকৃতি জানাচ্ছি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সাথী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আমরা পানাহ চাই আল্লাহর কাছে দোযখের আগুন হতে। -(মুসলিম)

আল্লাহ বিরোধীকে পরাজিত করেন

হাদীস : ২৩০৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ বা ওমরা হতে ফিরতেন, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তিনবার তাকবীর বলতেন, অতপর বলতেন, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর শরিক নেই, তারই রাজত্ব, তারই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আমরা ফিরছি তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারেরই প্রশংসাকারীরূপে। আল্লাহ সত্য পরিণত করেছেন তাঁর প্রতিশ্রুতিকে, জয়ী করেছেন তাঁর বান্দাকে এবং পরাজিত করেছেন সম্মিলিত শক্তিকে একা। -(বোখারী ও মুসলিম)

কাফের শক্তিকে পরাজিত করার জন্য দোয়া

হাদীস : ২৩০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আহ্যাব যুদ্ধের সময় রাসূল (স) মুশরিকদের প্রতি বদদোআ করে বলেছেন, হে কিতাব অবতীর্ণকারী ও সত্বর বিচারকারী খোদা! হে খোদা, তুমি পরাজিত কর সম্মিলিত শক্তিকে, হে খোদা, পরাজিত কর তাদেরকে এবং পদস্খলিত কর তাদেরকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) বরকতের জন্য দোয়া করতেন

হাদীস : ২৩০৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসরা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমার পিতার কাছে পৌছলেন। আমরা তাঁর কাছে কিছু রুটি ও মলীদা পেশ করলাম। তিনি তার কিছু খেলেন অতপর তাঁর কাছে কিছু খেজুর উপস্থিত

করা হল। তখন তিনি তা থেকে লাগলেন এবং তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী মিলিয়ে তাদের মধ্যখান দিয়ে উহার বিচি ফেলতে লাগলেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলীদ্বয়ের পিঠের দিক দিয়ে বিচি ফেলতে লাগলেন। অতপর তাঁর কাছে কিছু পানীয় আনা হল এবং তিনি তা পান করলেন। আমার পিতা তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কিছু দোয়া করুন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যা দান করেছ তাতে তুমি বরকত দাও এবং তাদেরকে মাফ কর ও দয়া কর। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন চাঁদ দেখে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩০৮ ॥ হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে উদয় কর আমাদের প্রতি নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার প্রভু ও তোমার প্রভু এক আল্লাহ। -(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

অন্যের বিপদ দেখলে ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়

হাদীস : ২৩০৯ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিয়ে বলবে, আল্লাহ শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদান দান করেছেন– তার প্রতি ঐ বিপদ কখনও পৌছবে না সে যথায় থাকুক না কেন। -(তিরমিযী। ইবনে মাজাহ ইবনে ওমর হতে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব এবং তার রাবী আমার ইবনে দীনার সবল নয়।)

আল্লাহ পাক দশ লক্ষ মর্যাদা পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন

হাদীস : ২৩১০ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলে–আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, তিনি জীবন দান করেন মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাঁর জন্য দশ লক্ষ্য পুণ্য লিখবেন, দশ লক্ষ পাপ মুছে দিবেন, অধিকন্তু তার দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং বেহেশতে তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করবেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আর শরহে সুন্নাহয় বাজার শব্দের স্থলে রয়েছে বড় বাজার যেখানে বেচা-বিক্রি হয়।)

বেহেশত আল্লাহর পূর্ণ নিয়ামত

হাদীস : ২৩১১ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দোয়া করতে এবং বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই পূর্ণ নিয়ামত। রাসূল (স) বললেন, পূর্ণ নেয়ামত কি? সে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দোয়া দিয়ে আমি মাল লাভ করার আশা রাখি। রাসূল (স) বললেন, পূর্ণ নেয়ামত তো হল বেহেশতে প্রবেশ ও দোযখ হতে মুক্তি লাভ করা। তিনি অপর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম' হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে, তুমি প্রার্থনা কর। রাসূল (স) আরেক ব্যক্তিকে শুনলেন সে বলছে, আল্লাহ! তোমার কাছে আমি সবর চাই। তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদ চাইলে। তুমি তাঁর কাছে কুশল কামনা কর। -(তিরমিযী) যঈফ – ৫২২

খারাপ কিছু করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মুক্ত হওয়া যায়

হাদীস : ২৩১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে বহু বেফায়দা কথা বলেছেন, অতপর উঠার পূর্বে বলেছে–হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকে রুজু করি। নিশ্চয় আল্লাহ তার ঐ মজলিসে যা হয়েছে তা ক্ষমা করে দিবেন। -(তিরমিযী। আর বায়হাকী ও দা'ওয়াতুল কবীরে।)

সমস্ত সৃষ্টি জীব আল্লাহর অধীনে

হাদীস : ২৩১৩ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একতা তাঁর কাছে সওয়ার হওয়ার জন্য একটি সওয়ারীর পশু আনা হল। তিনি যখন রেকাবে পা রাখলেন, বললেন, 'বিসমিল্লাহ' যখন তার পিঠে সওয়ার হলেন, বললেন, আল্লাহর প্রশংসা। অতপর বললেন, প্রশংসা আল্লাহর যিনি এটাকে আমাদের কবলে করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে কবলে করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (কুরআন) অতপর তিনবার বললেন, আলহামদু লিল্লাহ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার। তারপর বললেন, তোমার পবিত্রতা, আমি আমার প্রতি জুলুম করেছি তুমি আমাকে মাফ কর। কেননা, তুমি ব্যতীত কেহ অপরাধ মাফ করতে পারে না। অতপর তিনি হেসে দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা

হল, কি কারণে হাসিলেন হে আমিরুল মু'মিনীন। তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, আমি যেরূপ করলাম তিনি ঐরূপ করলেন, অতপর হাসলেন। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি খুশি হন যখন সে বলে, আল্লাহ আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা কর। আল্লাহ বলেন, সে বিশ্বাস করে যে, আমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) ছিলেন খুবই আন্তরিক

হাদীস : ২৩১৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন তার হাত ধরতেন, অতপর তাতে ছাড়তেন না, যে পর্যন্ত না সে ব্যক্তি নিজে রাসূল (স)-এর হাত ছেড়ে দিতেন। তখন তিনি বলতেন, তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও শেষ কার্যাবলীকে আল্লাহর সোপর্দ করলাম। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু শেষ দু জনের বর্ণনায় 'শেষ কার্যাবলী' শব্দের উল্লেখ নেই।)

আল্লাহর প্রতি ভরসা করে বিদায় জানাতে হয়

হাদীস : ২৩১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ খাতমী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সৈন্যদলকে বিদায় দিতেন, বলতেন, তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের শেষ কার্যাবলীকে আল্লাহর সোপর্দ করলাম। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দোয়া করলেন

হাদীস : ২৩১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফরের ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন। রাসূল (স) বললেন, তোমাকে আল্লাহ কারও কাছে সওয়াল করা হতে বাঁচাক। সে বলল, আমায় আরও কিছু দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার গোনাহ মাফ করুক। সে বলল, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান- আমাকে আরও কিছু দিন! বললেন, আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিক তুমি যেখানে থাক। -(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

উঁচু জায়গায় তাকবীর পড়তে হয়

হাদীস : ২৩১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি সফর করার ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি সর্বদা আল্লাহর ভয় মনে রাখবে এবং প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তাকবীর বলবে। সে যখন ফিরে চলল, রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তুমি তার সফরের দূরত্ব কমিয়ে দাও এবং তার প্রতি সফর সহজ কর। -(তিরমিযী)

সিংহ, বাঘ, সাপ ও বিচ্ছু থেকে আত্মরক্ষার দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩১৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সফর করতেন, আর রাত্রি উপস্থিত হত, তিনি বলতেন, হে ভূমি! আমার রব ও তোমার রব আল্লাহ! সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে তোমার মন্দ হতে তোমার যা আছে তার মন্দ হতে, তোমার যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার মন্দ হতে এবং যা তোমার উপর চলাফেরা করে তার মন্দ হতে পানাহ চাই। আমি আরও আল্লাহর কাছে পানাহ চাই সিংহ, ব্যাঘ্র, কাল সাপ ও বিচ্ছু থেকে এবং শহরের অধিবাসী ও পিতা পুত্র হতে। -(আবু দাউদ)

সমস্ত কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে

হাদীস : ২৩১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন যুদ্ধে বের হতেন, বলতেন, আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) ভয় পেলে যা বলতেন

হাদীস : ২৩২০ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন দল সম্পর্কে ভয় করতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের সম্মুখে রাখলাম। এবং তাদের মন্দ প্রভাব হতে তোমার আশ্রয় চাইলাম।
-(আহমদ ও আবু দাউদ)

ঘর থেকে বের হবার পর যা বলতে হয়

হাদীস : ২৩২১ ॥ হযরত উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন ঘর থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, বিসমিল্লাহি, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পদস্খলিত হওয়া ও বিপথগামী হওয়া, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কারও অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে। -(আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ। তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

আবু দাউদ ইবনে মাজাহ অপর বর্ণনায় রয়েছে- হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, আকাশের দিকে মাথা উঠাতেন এবং বলতেন, আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া, বিপথগামী করা, উৎপীড়ন হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতার প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে।

আল্লাহর নাম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলে শয়তান ক্ষতি করে না

হাদীস : ২৩২২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলে– বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ– আল্লাহর নামে (বের হলাম) আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আমার কোন উপায় নেই, ক্ষমা নাই আল্লাহ ব্যতীত– তখন তাকে বলা হয়, পথ পেলে, উপায় পেলে ও রক্ষিত হলে। সুতরাং শয়তান তার কাছে হতে দূর হয়ে যায়ে এবং অপর শয়তান এই শয়তানকে বলে, তুমি কি করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যাকে পথ দেখান হয়েছে, উপায় অবলম্বন দেওয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে? –(আবু দাউদ। আর তিরমিযী তখন শয়তান দূর হয়ে যায় পর্যন্ত।)

আল্লাহর কাছে আগমন ও নির্গমনের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩২৩ ॥ হযরত আবু মালে আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আগমন ও নির্গমনের কল্যাণ চাই। তোমার নামে প্রবেশ করি। আমাদের রব আল্লাহর নামে ভরসা করলাম। অতপর যেন আপন পরিবারের লোকদের প্রতি সালাম দেয়। –(আবু দাউদ)

রাসূল (স) বিবাহিত ছেলেকে দোয়া করতেন ২৭৯০–৫২৪

হাদীস : ২৩২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন ব্যক্তি অভিনন্দন জানাতেন, যখন সে বিবাহ করত, বলতেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিক, তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাযিল করুক এবং তোমাদেরকে কল্যাণের সাথে একত্র রাখুক।–(আহমদ, তিরমিযী, ও আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

খাদেম বা চাকর-চাকরানী রাখার পর দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩২৫ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারী বিবাহ করে অথবা কোন খাদেম খরিদ করে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার মঙ্গল এবং তাকে যে নেক চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে তার মঙ্গল চাই। আর আমি তোমার কাছে তার মন্দ ও তাকে যে মন্দ চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে তার হতে পানাহ চাই। এবং যখন সে উট খরিদ করে, তখন তার চোঁটে শীর্ষস্থান ধরে যেন তা বলে। অপর এক বর্ণনায় নারী ও খাদেম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তখন সে যেন তার চুলের সম্মুখ ভাগ ধরে বরকতের দোয়া করে। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

বিদপগ্রস্তদের দোয়া কামনা করার হয় নিয়ম

হাদীস : ২৩২৬ ॥ হযরত আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিপদগ্রস্তদের দোয়া হল হে আল্লাহ!, আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাতের ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপারে ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। –(আবু দাউদ)

অভাব দূরার হওয়ার জন্য দোয়া

হাদীস : ২৩২৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে চিন্তায় ধরেছে এবং ঋণ আমার ঘাড়ে চেপেছে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলব না যদি তুমি তা বল, তবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করবেন এবং ঋণ পরিশোধ করবেন। সে বলে, আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সকালে উঠবে এবং যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিন্তা–ভাবনা হতে পানাহ চাই। অপরাগতা ও অলসতা হতে পানাহ চাই। কৃপণতা ও কাপুরুষতা হতে পানাহ চাই এবং ঋণের চাপ ও মানুষের জবরদস্তি হতে পানাহ চাই। সে বলে, অতপর আমি তাই করলাম, আর আল্লাহ আমার চিন্তা দূর এবং আমার ঋণ পরিশোধ করলেন। –(আবু দাউদ) ৫২৫

ঋণ পরিশোধের দোয়া

হাদীস : ২৩২৮ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে একদিন তাঁর কাছে এক মুকাতাবা এসে বলল, আমি আমার কিতাবাতের অর্থ পরিশোধ করতে অক্ষম। আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কতক বাক্য শিখিয়ে দিব না? যা আমাকে রাসূল (স) শিখিয়েছেন? যদি তোমার প্রতি বড় পাহাড় পরিমাণ ঋণও চাপিয়া থাকে, আল্লাহ তোমার তা পরিশোধ করে দেবেন। তুমি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালালের সাহায্যে হারাম থেকে বাঁচার এবং তোমার অনুগ্রহ দিয়ে তুমি ভিন্ন অন্যের মুখাপেক্ষী হতে বেনিয়ায কর। –(তিরমিযী। বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে মজলিশে বসতে হয়

হাদীস : ২৩২৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন মজলিসে বসতেন অথবা নামায পড়তেন, কতক বাক্য বলতেন। একদিন আমি সে সকল বাক্য সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন যদি (মজলিসে)

ভাল কথা হয়ে থাকে, তবে তা তার পক্ষে মোহরস্বরূপ হবে কিয়ামত পর্যন্ত; আর যদি মন্দ কথা হয়ে থাকে, তবে তা তার কাফফারা হয়ে যাবে; বাক্য হল, হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তোমার কাছে মাফ চাই ও তওবা করি। -(নাসাঈ)

নতুন চাঁদ দেখে কল্যাণ ও হেদায়েতের দোয়া করা

হাদীস : ২৩৩০ ॥ (তাবেঈ) কাতাদা (রা) বলেন, তার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌছেছে যে, রাসূল (স) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, বলতেন, কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। এ কথা তিনি তিনবার বলতেন। অতপর বলতেন, আল্লাহর প্রশংসা যিনি অমুক মাস শেষ করলেন এবং এ মাস আনলেন। -(আবু দাউদ) হাদীস — ৫২৬

চিন্তা বৃদ্ধি পেলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৩১ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার চিন্তা বেড়ে গেছে যে যেন বলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র, আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে, তোমার হুকুম আমাকে কার্যকর এবং তোমার নির্দেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার সকল নামের উসিলায়, যা দিয়ে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছ, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছ, অথবা তুমি তোমার বান্দাদের উপর এলহাম করেছ, অথবা তুমি গায়েবের পর্দায় তা তোমার কাছে গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকালস্বরূপ এবং চিন্তা ও ধান্দা দূরীকরণের কারণস্বরূপ কর। -যে বান্দা যখনই তা বলবে, আল্লাহ তার চিন্তা দূর করবেন এবং তার পরিবর্তে নিশ্চিন্ততা দান করবেন। -(রযীন)

উপরে উঠলে ধ্বনি দিতে হয়

হাদীস : ২৩৩২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, (রাস্তায়) আমরা যখন উপরে উঠতাম, আল্লাহ আকবার বলতাম এবং যখন নিচে নামতাম, সুবহানাল্লাহ বলতাম। -(বোখারী)

আল্লাহর দয়া কামনা করতে হয়

হাদীস : ২৩৩৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন বিষয় চিন্তা করতেন, তিনি বলতেন, হে চিরঞ্জীব হে প্রতিষ্ঠাতা! তোমার দয়ার কাছে আমি ফরিয়াদ করি। -(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব ও গায়রে মাহফুয।)

দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য দোয়া

হাদীস : ২৩৩৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমাদের কি কিছু বলার আছে? প্রাণ তো ওষ্ঠাগত হয়ে গেল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দোষ ঢেকে রাখ এবং আমাদের ভয় নিরাপদ কর। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, সুতরাং আল্লাহ তাঁর শত্রুদেরকে ঝঞ্ঝা দিয়ে দমন করলেন এবং ঝঞ্ঝা দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করলেন। -(আহমদ)

বাজারে প্রবেশ করে বিসমিল্লাহ বলতে হয়

হাদীস : ২৩৩৫ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বাজারে প্রবেশ করতেন, বলতেন, বিসমিল্লাহ' হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি এ বাজারের মঙ্গল এবং এতে যা রয়েছে তার মঙ্গল চাই এবং আমি পানাহ চাই অমঙ্গল হতে এবং তাতে যা আছে তার অমঙ্গল হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই যাতে যেন কোন লোকসানজনক বেচাকেনার ফাঁদে না পড়ি। -(বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে) হাদীস — ৫২৭

দ্বাদশ অধ্যায়

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিয়তির মন্দতা থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে

হাদীস : ২৩৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা বিপদে, কষ্টে, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, নিয়তির মন্দতা ও বিপদে শত্রুর হাসা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

কৃপণতা, ঋণ, অক্ষমতা থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে

হাদীস : ২৩৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি থেকে।
–(বোখারী ও মুসলিম)

বার্ধক্য ও ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা

হাদীস : ২৩৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার স্মরণ নিচ্ছি, অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ ও পাপ হতে। আল্লাহ আমি তোমার শরণ নিচ্ছি দোযখের শাস্তি, দোযখের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা ও শাস্তি হতে এবং সচ্ছলতার পরীক্ষা মন্দতা ও দারিদ্র্যের পরীক্ষার মন্দতা হতে এবং কানা দাজ্জালের পরীক্ষার মন্দতা হতে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহ ধুইয়ে দাও বরফের পানি ও শিলার পানি দিয়ে। আমার অন্তরকে পরিষ্কার কর যেরূপে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয় এবং ব্যবধান কর আমার ও আমার গোনাহর মধ্যে, যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। –(বোখারী ও মুসলিম)

মন আল্লাহর জন্য না গললে তার জন্যে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৩৯ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূল (স) এরূপ বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে তোমার স্মরণ নিচ্ছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান কর, তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পাবক, তুমি তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ! আমি তোমার স্মরণ নিচ্ছি ঐ জ্ঞান হতে যা (আত্মার) উপকার করে না, ঐ অন্তর থেকে যা (আল্লাহর ভয়ে) গলে না, ঐ মন হতে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দোয়া হতে যা কবুল হয় না। –(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়

হাদীস : ২৩৪০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এমন বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই– যা আমি করেছি তার অপকারিতা হতে এবং যা আমি করিনি তার অপকারিতা হতে। –(মুসলিম)

সর্বকাজে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করতে হয়

হাদীস : ২৩৪১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমারই প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই প্রতি ভরসা করলাম, তোমারই দিকে রুজু করলাম এবং তোমারই সাহায্যে লড়লাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতাপের স্মরণ নিচ্ছি–তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই– আমাকে পথভ্রষ্ট করা হতে, তুমি চিরঞ্জীব, কখনও মরবে না, আর জিন ও ইনসান মরবে।
–(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চারটি বিষয় থেকে মানুষ আশ্রয় চাপে

হাদীস : ২৩৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, চারটি বিষয় থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। জ্ঞান যা উপকারে আসে না, অন্তর যা গলে না, মন যা তৃপ্তি লাভ করে এবং দোয়া যা কবুল হয় না। –(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে এবং নাসাঈ উভয় হতে।)

রাসূল (স) পাঁচটি বিষয় থেকে পানাহ চাইতেন

হাদীস : ২৩৪৩ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) পাঁচটি বিষয় হতে পানাহ্ চাইতেন– কাপুরুষতা, কৃপণতা, বয়সের মন্দতা, অন্তরের ফেত্না ও কবরের আযাব হতে। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ – ৫২৬

অত্যাচার করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে

হাদীস : ২৩৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হতে এবং তোমার কাছে পানাহ চাই পাছে আমি অত্যাচার করি বা অত্যাচারিত হই। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

চরিত্র ভাল হওয়ার জন্য দোয়া করবে

হাদীস : ২৩৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, কপটতা ও চারিত্রের অসাধুতা থেকে পানাহ চাই। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ – ৫২৭

ক্ষুধা থেকে আল্লাহর পানাহ্ চাবে

হাদীস : ২৩৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই ক্ষুধা হতে, কেননা, তা মানুষের কী মন্দ নিদ্রা-সাথী এবং তোমার কাছে পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা থেকে, কেননা, তা কত না মন্দ গোপন চরিত্র। –(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

শ্বেত, কুষ্ঠরোগ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

হাদীস : ২৩৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই ক্ষুধা হতে, কেননা, তা মানুষের কী মন্দ নিদ্রা-সাথী এবং তোমার কাছে পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা থেকে, কেননা, তা কত না মন্দ গোপন চরিত্র। –(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।)

শ্বেত, কুষ্ঠরোগ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

হাদীস : ২৩৪৮ ॥ হযরত কুত্বা ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই মন্দ চরিত্র, মন্দ কাজ ও মন্দ আকাঙ্ক্ষা থেকে। –(তিরমিযী)

কানা ও চোখের অন্ধত্ব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে

হাদীস : ২৩৪৯ ॥ (তাবেঈ) শুতাইর ইবনে শাকাল ইবনে হুমায়দ তাঁর পিতা শাকাল হতে বর্ণনা করেন– তিনি বলেছেন, আমি একদিন বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দেন যা দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে পারি। তিনি বললেন, বল– হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার অপরিকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্যের অপকারিতা থেকে।

–(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

হাদীস : ২৩৫০ ॥ হযরত আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কিছু ধসে পড়া থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই উপর হতে পড়া থেকে, পানিতে ডুবা, আগুনে পোড়া ও বার্ধক্য থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যাতে তোমার রাস্তায় পিঠ দিয়ে না মরি এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমি যেন দংশিত না হয়ে মরি।

–(আবু দাউদ ও নাসায়। নাসাঈর অপর এক বর্ণনায় অধিক রয়েছে, ও শোক হতে।)

লালসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে

হাদীস : ২৩৫১ ॥ হযরত মুআয (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাও লালসা থেকে, যা মানুষকে দোষের দিক নিয়ে যায়। –(আহমদ। আর বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

চন্দ্রের মধ্যেও অপকারিতা রয়েছে

হাদীস : ২৩৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) চন্দ্রের দিক চেয়ে বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাও এর অপকারিতা হতে, কেননা, এটা হল সেই গাসেক যখন অন্ধকার হয়ে যায়। –(তিরমিযী)

আমার অন্তরকে সৎ পথের সন্ধান দাও এ দোয়া করবে

হাদীস : ২৩৫৩ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার পিতা হুসাইনকে জিজ্ঞেস করলেন, কতজন মা'বুদকে তুমি এখন পূজা কর? আমার পিতা জবাবে বললেন, সাতজনকে– ছয়জন যমীনে একজন আসমানে। তিনি বললেন, আশা ও ভয়ে এদের মধ্যে কাকে ঠিক রাখ? আমার পিতা বললেন, যিনি আসমানে আছেন তাঁকে। রাসূল (স) বললেন, তবে শুন হুসাইন, যদি তুমি মুসলমান হও, আমি তোমারকে দুটি বাক্য শিক্ষা দিব, যা তোমার উপকার হবে। ইমরান বলেন, যখন আমার পিতা হুসাইন মুসলমান হলেন, বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সে দুটি বাক্য শিক্ষা দিন, যার ওয়াদা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। রাসূল (স) বললেন, বল, আল্লাহ্! আমার অন্তরে সৎপথের সন্ধান দাও এবং আমাকে আমার মনের অপকারিতা থেকে পানাহ্ দাও। –(তিরমিযী)

ঘুমের মধ্যে ভয় থেকে আল্লাহর সাহায্য চাবে

হাদীস : ২৩৫৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায়, তখন সে যেন বলে, আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, আল্লাহ রোষ ও তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা থেকে এবং শয়তানের খটকা থেকে আর তারা যেন আমার কাছে উপস্থিত হতে না পারে। এতে খটকা তার ক্ষতি করতে পারবে না। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমার তার সন্তানদের মধ্যে যারা বালেগ তাদেরকে এটা শিক্ষা দিতেন, আর যারা বালেগ নয় কাগজে লিখে তাদের গলায় ঝুঁলিয়ে দিতেন। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী। পাঠ তিরমিযী)

আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত কামনা করলে জান্নাতী হবে

হাদীস : ২৩৫৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে, জান্নাত বলে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে দাখিল কর, আর যে তিনবার দোযখ হতে পানাহ চায়, দোযখ বলে, আল্লাহ! তাকে দোযখ হতে পানাহ দাও। –(তিরমিযী ও নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৃষ্টির সকল অপকারিতা থেকে মুক্তি চাবে

হাদীস : ২৩৫৬ ॥ (তাবেঈ) কা'কা বলেন, হযরত কা'বে আহবার বলেছেন, যদি আমি এই বাক্যগুলো না বলতাম, তবে ইহুদীরা আমাকে নিশ্চয় গাধা বানিয়ে দিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কোনগুলো? তিনি বললেন, এগুলো আমি মহান আল্লাহর সত্তার আশ্রয় নিতেছি, যার অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই এবং আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, যেগুলো অতিক্রম করার ক্ষমতা ভাল-মন্দ কোন লোকের নেই। আরও আমি আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহর আসমায়ে হুসনা বা উত্তম নামসমূহের, যা আমি অবগত আছি, আর যা আমি অবগত নই, তাঁর সৃষ্টির অপকারিতা থেকে যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন ও জগতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। -(মালিক)

কুফরী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর প্রার্থনা করতে হবে

হাদীস : ২৩৫৭ ॥ (তাবেঈ) মুসলিম ইবনে আবু বকরা (রা) বলেন, আমার পিতা আবু বাকরা নামাযের শেষে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কুফরী, পরমুখাপেক্ষিতা ও কবর আযাব থেকে। আর আমিও তা বলতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, বাবা তুমি এটা কার কাছে থেকে গ্রহণ করলে? আমি বললাম, আপনার কাছে থেকে তো। তিনি বললেন, তবে শোন, রাসূল (স) এটা নামায শেষে বলতেন। -(তিরমিযী। নাসাঈ 'নামায শেষে' শব্দ ব্যতীত। আহমদ শুধু দোয়াটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক নামায শেষে।)

ঋণ থেকে মুক্তির লাভের আল্লাহর প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২৩৫৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার স্মরণ নিচ্ছি কুফরী ও করয থেকে। এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! করযকে আপনি কুফরীর সমান মনে করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অপর বর্ণনায় রয়েছে, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই কুফরী ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ দুটা কি সমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। -(নাসাঈ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অধিকদোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ সীমালঙ্ঘন করবে

হাদীস : ২৩৫৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কখনও এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! মাফ কর তুমি আমার অপরাধ, আমার অজ্ঞতা এবং আমার কাজে আমার সীমালঙ্ঘন, আর যা তুমি আমার অপেক্ষাও অধিক জান। হে আল্লাহ! মাফ কর তুমি আমার তত্ত্বের বিষয় ও খামখেয়ালীর বিষয়, আমার ভুলকৃত বিষয় ও ইচ্ছাকৃত বিষয় আর এর সকলটি আমার কাছে আছে। আল্লাহ মাফ কর তুমি আমার গোনাহ, আমি যা পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি যা আমি গোপনে করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জান। তুমিই আগে বাড়াও ও পিছে হটাও এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর তুমি ক্ষমতাবান। -(বোখারী ও মুসলিম)

পাপ মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে হবে

হাদীস : ২৩৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি ঠিক করে দাও আমার ধর্ম, যা পবিত্র করবে আমার কর্ম; ঠিক করে দাও আমার ইহকাল, যাতে রয়েছে আমার জীবন, ঠিক করে দাও আমার পরকাল, যা হবে আমার প্রত্যাবর্তন। এবং আমার হায়াতকে কর বৃদ্ধি প্রত্যেক কল্যাণের কাজে, আর আমার মউতক্যেকর আমার পক্ষে প্রত্যেক অকল্যাণ হতে শান্তিস্বরূপ। -(মুসলিম)

হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

হাদীস : ২৩৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি সৎপথ, সংযম হারাম হতে বেঁচে থাকার এবং অন্যের কাছে হতে বেনিয়াযী। -(মুসলিম)

সরল সোজা পথের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২৩৬২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি বল, হে আল্লাহ! আমাকে পথ দেখাও এবং আমাকে সরল-সোজা রাখ। আর পথ অর্থে মনে করবে তুমি আল্লাহর পথ এবং সোজা অর্থে খেয়াল করবে তীরের ন্যায় সোজা। -(মুসলিম)

মুসলমান হলে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতে হবে

হাদীস : ২৩৬৩ ॥ (তাবেঈ) আবু মালিক আশজায়ী (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন; যখন কোন লোক মুসলমান হত রাসূল (স) তাকে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতেন, অতপর তাকে এ বাক্যসমূহ দিয়ে দোয়া করতেন, বলতেন, আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমাকে দয়া কর, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে শান্তিতে রাখ এবং আমাকে রিযিক দাও। -(মুসলিম)

রাসূল (স) বেশি দোয়া করতেন দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির জন্য

হাদীস : ২৩৬৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর অধিকাংশ সময়ের দোয়া ছিল, হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে ভালাই দান কর এবং আখেরাতে ভালাই, আর বাঁচিয়ে রাখ আমাদেরকে দোযখের আযাব হতে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দোয়া করতেন

হাদীস : ২৩৬৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) দোয়া করতেন এবং বলতেন হে পরওয়ারদেগার! আমাকে মদদ কর, আমার বিরুদ্ধে মদদ করবে না; আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না; আমার পক্ষে উপায় উদ্ভাবন কর, আমার বিরুদ্ধে উপায় উদ্ভাবন করবে না; আমাকে পথ দেখাও আমার জন্য পথ সহজ কর এবং যে আমার প্রতি জবরদস্তি করে তার উপর আমাকে জয়ী কর। হে পরওয়ারদেগার! আমাকে তোমারই কৃতজ্ঞ কর, তোমারই স্মরণকারী কর, তোমারই ভয়ে ভীত কর, তোমারই অনুগত কর, তোমারই কাছে বিনম্র কর, (গোনাহ্র কারণে) তোমারই কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে শিখাও এবং তোমারই দিকে রুজু কর। হে প্রভু! আমার তওবা কবুল কর, আমার গোনাহ ধুয়ে দাও, আমার ডাকে সাড়া দাও, আমার প্রমাণ (ঈমান) দৃঢ় কর, আমার যবান ঠিক রাখ, আমার অন্তরকে হেদায়েত কর এবং আমার অন্তরের কলুষতা দূর কর। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ঈমান গ্রহণ করলেই শান্তি

হাদীস : ২৩৬৬ ॥ হযরত আবু বকর (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) মিম্বরে দাঁড়ালেন, অতপর কেঁদে দিলেন এবং বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর শান্তি চাও, কেননা, ঈমানের পর কাউকে শান্তি অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করা হয়নি। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান তবে সনদ হিসেবে গরীব।)

ইহ-পরকালে শান্তির দোয়া সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ২৩৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, তোমার প্রভুর কাছে ইহ-পরকালের শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া। অতপর সে দ্বিতীয় দিন এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ দোয়া শ্রেষ্ঠ? তিনি তাকে আগের ন্যায়ই উত্তর দিলেন। অতপর সে তৃতীয় দিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর তিনি ঐরূপই উত্তর দিলেন এবং বললেন, ইহ-পরকালে যখন শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলে, তখন নাজাত লাভ করলে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও তবে সনদের বিবেচনায় গরীব।) যঈফ – ৫৩৪

আল্লাহ যা ভালবাসেন তা করা উচিত

হাদীস : ২৩৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ খাতামী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আপন দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার মহব্বত এবং যার মহব্বত তোমার কাছে আমাকে কাজ দিবে তার মহব্বত দান কর। হে আল্লাহ! আমি ভালবাসি এমন যা তুমি আমাকে দান করেছ, তাকে তুমি আমার পক্ষে অবলম্বনস্বরূপ কর যা তুমি ভালবাস তার জন্য। হে আল্লাহ! আমি যা ভালবাসি তার যতখানি তুমি আমার হতে দূর রেখেছ তাকে তুমি যা আমার পক্ষে ভালবাস তা করার জন্য সুযোগস্বরূপ কর। -(তিরমিযী) যঈফ – ৫৩৫

বেহেশতে পৌঁছতে যে আমলের প্রয়োজন তার দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৬৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন মজলিস হতে খুবই কমই উঠতেন, যে পর্যন্ত না তাঁর সহচরদের জন্য এ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঐ পরিমাণ তোমার ভয় দান কর, যা দিয়ে তুমি আমাদের মধ্যে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে, তোমার ইবাদত-আনুগত্যের ঐ পরিমাণ দান করা যা দিয়ে তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাবে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাসের ঐ পরিমাণ দান কর, যা দিয়ে তুমি আমাদের প্রতি দুনিয়ার বিপদসমূহ সহজ করে দিবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার সাধিত কর আমাদের কানের দ্বারা, আমাদের চোখের দ্বারা ও আমাদের শক্তির দ্বারা, যে পর্যন্ত তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী বাকি রাখ। আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধকে সীমাবদ্ধ রাখ তাদের প্রতি, যারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে এবং

আমাদের সাহায্য কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে, হে আল্লাহ! আমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোন বিপদে ফেল না এবং দুনিয়াকে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা করো না। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি চাপিয়ে দিও না তাদেরকে যারা আমাদের প্রতি দয়া করবে না। -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব। মিরকাত অনুসারে)

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, আল্লাহ! আমাদের উপকারে লাগাও যা আমাদের শিক্ষা দিয়েছ এবং শিক্ষা দাও আমাদেরকে তা যা আমাদের উপকারে লাগবে, আর জ্ঞান বৃদ্ধি কর আমাদের। আল্লাহর শোকর প্রত্যেক অবস্থায় এবং আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই দোযখবাসীদের অবস্থা থেকে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, এটার সনদ গরীব।)

মৌমাছির গুনগুন শব্দের মত ওহী নাযিল হত

হাদীস : ২৩৭১ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, যখন রাসূল (স)-এর উপর ওহী নাযিল হত তাঁর মুখমণ্ডলের দিক হতে মৌমাছির গুনগন শব্দের ন্যায় একরকম শব্দ শোনা যেত। এরূপে একদিন তাঁর উপর ওহী নাযিল করা হল। আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন, অতপর কেবলার দিকে ফিরলেন এবং হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বেশি দাও, কম দিও না আমাদের, আমাদেরকে সম্মানিত কর, অপমানিত করো না, আমাদের প্রতি দান কর, আমাদেরকে বঞ্চিত করো না; আদেরকে গ্রহণ কর, আমাদের বিপক্ষে কাউকেও গ্রহণ করো না। আমাদের খুশি কর এবং আমাদের প্রতি খুশি থাক।

অতপর বললেন, এখন আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হল, যে তা প্রতিষ্ঠা করবে বেহেশতে দাখিল হবে। অতপর তিনি (সূরা মু'মিনুনের শুরু হতে) পাঠ করতে লাগলেন, মু'মিন কৃতকার্য হয়েছে যাতে দশটি আয়াত শেষ করলেন।

যঈফ - ৫৩৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধৈর্য্য অবলম্বনের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৭২ ॥ হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, এক দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি যেন আমাকে কুশল দান করেন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব, কিন্তু যদি চাও ছবর করতে পার, আর এটাই তোমার পক্ষে উত্তম। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন। ওসমান বলেন, রাসূল (স) তাকে উত্তমরূপে অযু করতে এবং এরূপ দোয়া করতে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ, যিনি রহমতের নবী, তার উসীলায় আমার পরওয়ারদেগারের দিকে রুজু হচ্ছি যাতে তিনি আমার এ হাজত পূর্ণ করেন। আল্লাহ তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল কর। -(তিরমিযী এটা বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব।)

নবী দাউদের দোয়া ছিল উত্তম দোয়া

হাদীস : ২৩৭৩ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, নবী দাউদের দোয়া ছিল এটা তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালবাসা চাই, আর যে তোমাকে ভালবাসে এবং ঐ কাজের শক্তি চাই, যা আমাকে তোমার ভালবাসার দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ, তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার জান, আমার মাল, আমার পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষাও অধিক প্রিয় কর। আবুদ্দারদা বলেন, রাসূল (স) যখন হযরত দাউদের স্বরণ করতেন ও তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতেন, বলতেন, দাউদ ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক ইবাদত গোযার। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

যঈফ - ৫৩৭

যত দিন জীবিত থাকা মঙ্গলকর তত দিন জীবিত থাকার প্রার্থনা করা উচিত

হাদীস : ২৩৭৪ ॥ (তাবেঈ) আতা ইবনে সায়েব তাঁর পিতা সায়েব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসির আমাদের এক নামায পড়ালেন এবং তাতে (সূরা-কেরাআত ইত্যাদি) সংক্ষেপ করলেন, তখন লোকের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি বললেন, এতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা; এতে আমি সে সকল দোয়া পড়েছি যা রাসূল (স) হতে শুনেছি। অতপর যখন তিনি বললেন, এক ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করল। আতা বলেন, তিনি হলেন, আমার পিতা সায়েবই, তবে তিনি নিজের নাম প্রকাশ না করে ইঙ্গিতে বললেন। তিনি হযরত আম্মারকে দোয়াটি কী তা জিজ্ঞেস করলেন এবং পরে এসে লোকদের জানালেন। দোয়াটি হল-হে আল্লাহ! আমি তোমার গায়েব জানার

এবং সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি– তুমি আমাকে তত দিন জীবিত রাখবে, যত দিন জীবন আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলে জানবে। আর আমাকে মৃত্যুদান করবে যখন তুমি মৃত্যুকে আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলে জানবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই তোমার ভয় গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং তোমার কাছে চাই সত্য কথা বলার সাহস সন্তোষ ও অসন্তোষ। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই মধ্যপন্থা অবলম্বন করার তওফীক অভাব ও সচ্ছলতায় এবং তোমার কাছে চাই এমন নেয়ামত যা কখনও নিঃশেষ হবে না, আর তোমার কাছে চাই চোখ জুড়াবার বিষয়, যা কখনও বন্ধ হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই তোমার হুকুমের উপর রাযী থাকার ইচ্ছা এবং তোমার কাছে চাই মৃত্যুর পর উত্তম জিন্দেগী। হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই (বেহেশত) তোমার প্রতি দৃষ্টি করার স্বাদ গ্রহণ করতে এবং চাই তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকর কষ্টে ও পথভ্রষ্টকারী ফাসাদে পড়া ব্যতীত। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের ভূষণে ভূষিত কর এবং পথ প্রাপ্ত ও পথ প্রদর্শক কর। –(নাসাঈ)

হালাল রিযিকের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৭৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ফজরের নামায শেষে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই উপকারী জ্ঞান, কবুল হওয়ার মত আমল ও হালাল রিযিক। –(আহমদ ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

সম্মানের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একটি দোয়া আমি রাসূল (স) থেকে ইয়াদ করেছি, যা আমি কখনও ছাড়ি না– হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ কর যাতে আমি সম্মানের সাথে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, বেশি করে তোমার স্মরণ করতে পারি, তোমার উপদেশ পালন করতে পারি এবং তোমার হুকুম রক্ষা করতে পারি। –(তিরমিযী)

আমানতদারী ও উত্তম চরিত্রের জন্য দোয়া করবে

হাদীস : ২৩৭৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এরূপ বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তোমার হুকুমের প্রতি রাজি থাকার তওফীক।

যবানকে মিথ্যা থেকে বাঁচানোর দোয়া করবে

হাদীস : ২৩৭৮ ॥ হযরত উম্মে মা'বাদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে কপটতা থেকে, আমার কাজকে লোক দেখানো থেকে, আমার যবানকে মিথ্যা থেকে এবং আমার চোখকে খেয়ানত করা থেকে পবিত্র কর–অবগত আছ তুমি চক্ষুর লুকোচুরি ও অন্তরের কারসাজি। –(হাদীস দুইটি বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে বর্ণনা করেছেন।)

আখেরাতের শাস্তি দুনিয়াতে পাওয়ার আশা করা উচিত নয়

হাদীস : ২৩৭৯ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) এক রুগ্‌ণ ব্যক্তি দেখতে গেলেন– যে পক্ষী ছানার ন্যায় দুর্বল হয়ে গিয়েছে। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহর কাছে কোন বিষয়ে দোয়া করেছিলে, অথবা তা তাঁর কাছে চেয়েছিলে? সে বলল, হ্যাঁ,আমি বলতাম, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি আখেরাতে যে শাস্তি দিবে তা আগে-ভাগে দুনিয়াতে দিয়া ফেল। তখন রাসূল (স) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা তুমি দুনিয়াতেও বরদাশত করতে পারবে না এবং আখেরাতেও সহ্য করতে পারবে না। তুমি এরূপ বল নি কেন– হে আল্লাহ! আমাদের দুনিয়াতেও ভালই দান কর এবং আখেরাতেও এবং বাঁচাও আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে। আনাস বলেন, পরে সে এভাবে দোয়া করল এবং আল্লাহ পাক তাকে শেফা দিলেন। –(মুসলিম)

ক্ষমতার বাইরে কোন কিছু চাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২৩৮০ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মু'মিনের উচিত নয়, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে। লোকেরা প্রশ্ন করল, সে নিজেকে কীভাবে লাঞ্ছিত করে? তিনি বললেন, সে এমন বিপদ চেয়ে বসে যা তার বরদাশ্‌ত করার সাধ্য নেই। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী ও শো'আবুল ঈমানে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

ভাল সন্তান কামনা করতে হয়

হাদীস : ২৩৮১ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, আমাকে রাসূল (স) এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন, তুমি বল, আল্লাহ তুমি আমার ভিতরকে বাহির হতে উত্তম কর এবং বাহিরকে কর নেক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই তুমি যা মানুষকে ভাল দান করেছ তা-পরিবার, মাল ও সন্তান, যারা প্রথভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্টকারী নয়। –(তিরমিযী)

চতুর্দশ অধ্যায়

হজ্জের ফযিলত, মিকাত ও ফরযিয়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ

সকল সম্পদশালী লোকের উপর হজ্জ ফরয

হাদীস : ২৩৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ করবে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি প্রত্যেক বছর? রাসূল (স) চুপ রইলেন, এমন কি সে তিনবার জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তখন তোমাদের আদায় করার সাধ্য থাকত না। অতপর তিনি বললেন, দেখ যে বিষয় আমি তোমাদের কিছু বলি নি, সে বিষয় সেরূপ থাকতে দাও। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা বেশি প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। অতএব, আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয় করার নির্দেশ দিব, তা যতখানি সাধ্যে কুলায় করবে এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করবে তা ত্যাগ করবে। -(মুসলিম)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করা শ্রেষ্ঠ আমল

হাদীস : ২৩৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করা। অতপর জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কী? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করা। অতপর জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কী? তিনি বললেন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলা, তারপর কী? তিনি বললেন, কবুল করা হজ্জ। -(বোখারী ও মুসলিম)

সঠিকভাবে হজ্জ পালন করলে তার কোন গোনাহ থাকে না

হাদীস : ২৩৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করছে এবং তাতে অশ্লীল কথা বলে নি অশ্লীল কাজ করে নি, সে হজ্জ থেকে ফিরবে সে দিনের ন্যায়, সে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জ কবুলের বিনিময়ে বেহেশত

হাদীস : ২৩৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফফারাস্বরূপ এবং কবুল করা হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন কিছুই নয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

রমযানের ওমরা হজ্জের সমান

হাদীস : ২৩৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রমযান মাসের উমরা থেকে হজ্জের সমান।
-(বোখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতা তার শিশু সন্তানের হজ্জের সওয়াব পাবে

হাদীস : ২৩৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) পথে রওহা নামক স্থানে এক উট আরোহী দলের সাক্ষাৎ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? তারা বলল, আমরা মুসলমান। অতপর তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (মুহাম্মদ) এ কথা শুনে একটি স্ত্রী লোক একটি শিশুকে উঠিয়ে ধরল এবং বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কী হজ্জে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে সওয়াব তোমার হবে। -(মুসলিম)

পিতার পক্ষ থেকে পুত্র হজ্জ করতে পারে

হাদীস : ২৩৮৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার খাসআম গোত্রের এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের উপর ফরয করা হজ্জ আমার পিতার প্রতি বর্তায়েছে অথবা তিনি অতি বৃদ্ধ, বাহনের পিছে বসে থাকার ক্ষমতা তাঁর নেই। সুতরাং আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারব? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা। -(বোখারী ও মুসলিম)

নিজের ভগ্নির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায়

হাদীস : ২৩৮৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগিনী হজ্জ করতে মানত করেছিলেন, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তিনি মারা গেছেন, রাসূল (স) বললেন, তোমার ভগিনীর উপর কারও ঋণ থাকলে তুমি তা আদায় করতে কি না? সে বলল, নিশ্চয়ই। রাসূল (স) বললেন, তবে আল্লাহর ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিকার উপযোগী। -(বোখারী ও মুসলিম)

স্ত্রী লোক একা হজ্জ করতে পারবে না

হাদীস : ২৩৯০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন পুরুষ যেন কখনও কোন স্ত্রী লোকের সাথে এক জায়গায় না হয় এবং কোন স্ত্রী লোক যেন কখনও আপন কোন মাহরাম ব্যক্তির সাথে ব্যতীত এককাকিনী ভ্রমণে বের হয় না হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে, আর আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জে রওয়ানা হয়েছে। রাসূল (স) বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

মহিলাদের জিহাদ হল হজ্জ

হাদীস : ২৩৯১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি একদিন রাসূল (স)-এর কাছে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূল (স) বললেন, তোমাদের জেহাদ হল হজ্জ ॥ -(বোখারী ও মুসলিম)

কোন মাহরাম ব্যতীত স্ত্রী লোক একা ভ্রমণ করবে না

হাদীস : ২৩৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন স্ত্রী লোক যেন এক দিন এক রাত্রির পথ ভ্রমণ না করে কোন মাহরামের সাথে ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

যুলহুলায়ফাকে মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছে

হাদীস : ২৩৯৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনাবাসীদের জন্য 'মীকাত' নির্ধারণ করেছেন, 'যুলহুলায়ফা'কে শামবাসীদের জন্য 'জহফা' (রাবেগ)-কে নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল'কে এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'কে। এক সকল স্থান এ সকল স্থানের লোকদের জন্য এবং এ সকল স্থান ব্যতীত অপর স্থানের লোক এই পথ দিয়ে যারা আসবে তাদের জন্য যারা হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা রাখে। যারা এ সকল স্থানে (সীমার) ভিতরে হবে তাদের এহরামের স্থান তাদের ঘর– এরূপে এমনকি, মক্কাবাসীরা এহ্‌রাম বাঁধবে মক্কা হতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইয়ামানবাসীদের মীকাত হল ইয়ালামলাম

হাদীস : ২৩৯৪ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, যে তিনি বলেছেন, মদীনাবাসীদের মীকাত হল 'যুলহুলায়ফা' অন্য পথে অর্থাৎ শামের পথে গমন করলে, 'জুহফা' ইরাকবাসীদের মীকাত হল 'জাতু-ইরক' নজ্‌দবাসীদের মীকাত হল 'কারনুল মানাযিল' এবং ইয়ামানবাসীদের মীকাত হল 'ইয়ালামলাম'। -(মুসলিম)

রাসূল (স) চারটি ওমরা করেছেন

হাদীস : ২৩৯৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) চারটি উমরা করেছেন, প্রত্যেকটি যিকা'দা মাসে হজ্জের সাথের উমরা ছাড়া। এক উমরা হুদায়বিয়া হতে যিকা'দা মাসে, এক উমরা পরবর্তী বৎসর যিকাদা মাসে, এক উমরা জি'রানা হতে যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধের গণীমত বন্টন করেছিলেন, যিকা'দা মাসে এবং অপর উমরা (দশম হিজরীতে) তাঁদের হজ্জের সাথে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জ জীবনে একবার ফরয করা হয়েছে

হাদীস : ২৩৯৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, এ সময় হযরত আকরা ইবনে হাবেস (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি প্রত্যেক বছরে? রাসূল (স) বললেন, যদি বলতাম হ্যাঁ, তবে ফরয করা হয়ে যেত, আর যদি ফরয হয়ে যেত তোমরা তা সম্পাদান করতে পারতে না হজ্জ একবার। যে এর অধিক করল, সে স্বেচ্ছামূলক নফল কাজ করল। -(আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী)

হজ্জ করার উপযুক্ত হলেই হজ্জ করতে হয়

হাদীস : ২৩৯৭ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বক্তি বায়তুল্লাহ পৌছার পথ খরচের মালিক হয়েছে, অথচ হজ্জ করেনি, মরুক সে ইহুদী হয়ে বা নাসারা হয়ে, এতে কিছু আসে যায় না। আর এটা কি কারণেই যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়ালা বলেন, মানুষের প্রতি বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরয, যে সে পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য লাভ করেছে। -(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব এবং এর সনদে কথা রয়েছে। ইহার এক রাবী হেলাল ইবনে আবদুল্লাহ মাজহুল, অতপর রাবী হাসের যয়ীফ।) যঈফ— ৪৪২

হজ্জ না করে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় না

হাদীস : ২৩৯৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হজ্জ না করে থাকা ইসলামে জায়েজ নেই। -(আবু দাউদ) যঈফ— ৫৪৩

হজ্জের নিয়ত করলে হজ্জ করতে হবে

হাদীস : ২৩৯৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির হজ্জের এরাদা করেছে, সে যেন তাড়াতাড়ি করে। –(আবু দাউদ ও দারেমী)

হজ্জ ও ওমরা দারিদ্র্যতা ও গোনাহ দূর করে

হাদীস : ২৪০০ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হজ্জ ও উমরা সাথে সাথে কর। কেননা, এগুলো দারিদ্র্য ও গোনাহ দূর করে, যেভাবে হাঁপর লোহা এবং সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। কবুল করা হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত কিছুই নহে। –(তিরমিযী ও নাসাঈ। কিন্তু আহমদ ও ইবনে মাজাহ হযরত ওমর হতে লোহার ময়লা পর্যন্ত।)

পাথেয় সংগ্রহ হলে হজ্জ ফরয হয়

হাদীস : ২৪০১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসে হজ্জ ফরয হয়? তিনি বললেন, পথের পাথেয় ও বাহন। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যঈফ–৫৪৪

উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে হয়

হাদীস : ২৪০২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজী কে? রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি এলোমেলো কেশ এবং দুর্গন্ধ শরীর। অতপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ হজ্জ উত্তম? তিনি বললেন, তালবিয়ার সাথে আওয়াজ উচ্চ করা এবং হাদঈর রক্ত প্রবাহিত করা। অতপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোরআনে যে বলা হয়েছে– য সাবীলের সামর্থ্য রাখে। সাবীল অর্থ কী? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন। বাগীর শরহুস সুন্নাহয় এবং ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে, কিন্তু তিনি শেষ দিক বর্ণনা করেন নি। যঈফ–৫৪৫

পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরা করার নির্দেশ

হাদীস : ২৪০৩ ॥ হযরত আবু রযীন উকাইলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, যে তিনি একদিন রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হজ্জ ও উমরা করার ক্ষমতা রাখে না এবং বাহনে বসতে পারেন না। রাসূল (স) বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা কর। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

প্রথমে নিজের হজ্জ করবে তারপর অন্যের হজ্জ

হাদীস : ২৪০৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে, আমি শুবরোমার পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করছি। রাসূল (স) বললেন, শুবরোমা কে? সে বলল, আমার এক ভাই অথবা বলল, আমার এক আত্মীয়। তখন রাসূর (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করেছ কি? সে বলল, জ্বি না। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ কর, পরে শুবরোমার হজ্জ করবে। –(শাফেয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

পূর্বের দেশবাসীর জন্য মীকাত হল আকীক

হাদীস : ২৪০৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পূর্ব দেশবাসীদের (ইরাকীদের) জন্য আকীককে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ) যঈফ–৫৪৬

ইরাকীদের মীকাত যাতু'ইরক

হাদীস : ২৪০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ইরাকীদের জন্য যাতু-ইরককে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ

বায়তুল হারামে হজ্জ করলে সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ২৪০৭ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদাস হতে (মক্কার) বায়তুল হারামের দিকে হজ্জের বা উমরার এহ্রাম বাঁধবে তার পূর্বাপর গোনাহ্ মাফ করা হবে অথবা তিনি বলেছেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। –(আবু দাউদ ইবনে মাজাহ) যঈফ–৫৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জে গমন করে ভিক্ষা করা জায়েয নেই

হাদীস : ২৪০৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইয়ামনবাসীরা হজ্জ করত, পাথেয় সঙ্গে আনত না এবং বলত, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী; কিন্তু যখন মক্কায় পৌছত মানুষের কাছে ভিক্ষা করত। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন, পাথেয় সঙ্গে লও আর উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। –(বোখারী)

হজ্জ ও ওমরা মহিলাদের জিহাদ

হাদীস : ২৪০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীলোকের উপর কি জেহাদ ফরয? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের উপর জেহাদ ফরয, তবে তাতে কাটাকাটি নেই– হজ্জ ও উমরা। –(ইবনে মাজাহ)

হজ্জের গোনাহ ক্ষমা নেই

হাদীস : ২৪১০ ॥ হযরত আবু উমাম (রা) বলেন, রাসূল (স) যাকে শক্ত অভাব অথবা অত্যাচারী শাসক গুরুতর রোগ বাধা দেয়নি, অথচ সে হজ্জ না করে মারা যায়, মরুক সে যদি চাই ইহুদী আর যদি চাই নাসারা হয়ে। –(দারেমী)

হজ্জ ও উমরাকারী আল্লাহর মেহমান যঈফ-৫৪৮

হাদীস : ২৪১১ ॥ হযরতআবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হজ্জ ও উমরাকারীরা হচ্ছে আল্লাহর দাওয়াতী যাত্রীদল। অতএব তারা যদি তাঁর কাছে দোয়া করে তিনি তা কবুল করেন এবং যদি তাঁরা তার কাছে ক্ষমা চান তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। –(ইবনে মাজাহ) যঈফ-৫৪৯

আল্লাহর যাত্রী তিন ব্যক্তি, হাজী, গাজী ও উমরাহকারী

হাদীস : ২৪১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহর যাত্রী হল তিন ব্যক্তি; গাজী, হাজী ও উমরাকারী। এ(নাসাঈ। বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

হাজীদের সাথে সাক্ষাৎ করা সওয়াবের কাজ

হাদীস : ২৪১৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি কোন হাজীর সাক্ষাৎ পাবে তাকে সালাম করবে, মুসাহাফাহা করবে ও তাকে অনুরোধ করবে যেন তোমার জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাই– তার ঘরে প্রবেশের পূর্বে। কেননা, হাজী হল গোনাহ্ মাফ করা পাক ব্যক্তি। –(আহমদ) Rvj - ৫৫০

যে লোক হজ্জের নিয়তে বের হয়ে ইন্তেকাল করে সে হজ্জের পূর্ণ সওয়াব পাবে

হাদীস : ২৪১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরা অথবা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের নিয়তে বের হয়েছে, অতপর ঐ পথে সে মারা গিয়েছে তার জন্য গাজী, হাজী বা উমরাকারীর সওয়াব লেখা হবে। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

পঞ্চদশ অধ্যায়

এহরাম ও তালবিয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাবা তওয়াফ করার পূর্বে সুগন্ধি লাগান যায়

হাদীস : ২৪১৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে তাঁর এহরামের জন্য এহরাম বাঁধার পূর্বে এহরাম খোলার জন্য (১০ তারিখ) কা'বার তওয়াফ করার পূর্বে খোশবু লাগিয়েছে এমন খোশবু, যাতে মেশ্‌ক (কস্তুরী) ছিল, যে আমি রাসূল (স)-এর সীথায় এখনও খোশবু দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি, অথচ তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) কেশ জড়ান অবস্থায় লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা বলেছেন

হাদীস : ২৪১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে মাথার কেশ জড়ান অবস্থায় বলতে শুনেছি, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা; লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইকা; আন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা, ওয়াল মুলকা; লা শারিকা লাকা' প্রভু হে! আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, সমস্ত প্রশংসা সমস্ত নেয়ামত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার; তোমার কোন শরিক নাই। –তিনি এই কয়টি কথার অধিক কিছু বলেন নাই। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) উটের পিঠে চড়ে তালবিয়া পড়েছিলেন

হাদীস : ২৪১৭ ॥ হযরতইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন আপন পা মোবারক রেকাবে রেখেছিলেন এবং তাঁর উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি তালবিয়া বলেছিলেন যুলহুলায়ফা মসজিদের নিকটে। –(বোখারী সমুসলিম)

হজ্জের তালবিয়া উচ্চস্বরে পড়তে হয়

হাদীস : ২৪১৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বের হলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে হজ্জের তালবিয়া বলতে লাগলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

এক সাথে হজ্জ ও ওমরাহ তালবিয়া পড়া যায়

হাদীস : ২৪১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি হযরত আবু তালহার সাথে একই বাহনে সওয়ার ছিলাম। আমি শুনেছি, তাঁরা এক সাথে হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া বলছিলেন। -(বোখারী)

হজ্জ ও ওমরাহর এহ্‌রাম এক সাথে বাঁধা যায়

হাদীস : ২৪২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বিদায় হজ্জের বৎসর বের হলাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, আর কেউ কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের; আবার কেউ কেউ শুধু হজ্জের; কিন্তু রাসূল (স) শুধু হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। সুতরাং যারা শুধু উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, তারা (তওয়াফ ও সায়ীর পর) এহ্‌রাম খুলে ফেললেন, আর যারা শুধু হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, অথবা হজ্জ ও উমরা উভয়ের এহ্‌রাম এক সাথে করেছিলেন, তারা এহ্‌রাম খুললেন না, যে পর্যন্ত (১০ তারিখ) কোরবানীর দিন আসল।
-(বোখারী ও মুসলিম)

হাদীস : ২৪২১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের সাথে উমরাকেও মিলিয়েছিলেন এবং এইরূপে আরম্ভ করেছিলেন, প্রথমে উমরার তালবিয়া বলেছিলেন, অতপর হজ্জের তালবিয়া। -(বোখারী ও মুসলিম) *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জের সময় সিলাইবিহীন কাপড় পরতে হয়

হাদীস : ২৪২২ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে এহ্‌রামের জন্য সিলাইবিহীন কাপড় পরতে ও গোসল করতে দেখেছেন। -(তিরমিযী ও দারেমী)

রাসূল (স) হজ্জের সময় আঠাল জিনিস দিয়ে চুল জড় করেছেন

হাদীস : ২৪২৩ ॥ হযরত ইব্‌নে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আঠাল জিনিস দ্বারা মাথার চুল জড় করেছেন। -(আবু দাউদ) যঈফ - ৫৫১

আল্লাহর নির্দেশ তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে

হাদীস : ২৪২৪ ॥ হযরত খাল্লাদ সায়েব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে বলেছেন, আমি যেন আমার আসহাবকে তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়তে বলি। -(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)।

মানুষের সাথে পাথর গাছ ও তালবিয়া পাঠ করা

হাদীস : ২৪২৫ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান তালবিয়া বলে, তার সাথে তালবিয়া বলে যার তার ডানে বামে আছে, পূর্ব পশ্চিমের সীমা পর্যন্ত পাথর, গাছ বা মাটির ঢেলা। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) যুলহুলায়ফায় দু' রাকাআত নামায পড়েছিলেন

হাদীস : ২৪২৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যুলহুলায়ফায় দু' রাকাত নামায পড়লেন। অতপর যখন মসজিদে যুলহুলায়ফার কাছে তাঁর উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তিনি এ সকল শব্দ দিয়ে তালবিয়া পড়লেন, লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাইব্বাইকা; লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা; ওয়ালখায়রু ফি ইয়াদাইকা লাব্বাইকা; ওয়াররাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু -অর্থাৎ প্রভু হে! আমি খেদমতের হাযির আছি, আমি খদমতে হাযির আছি, আমি হাযির আছি এবং তোমার খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করতেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে- আমি হাযির আছি; সমস্ত রগবত ও আকাঙ্ক্ষা তোমার দিকে এবং সকল আমল তোমার হুকুমে। -(বোখারী ও মুসলিম; কিন্তু পাঠ মুসলিমের।)

রাসূল (স) তালবিয়া পাঠ শেষে জান্নাতের জন্য দোয়া করলেন

হাদীস : ২৪২৭ ॥ হযরত উমারা তাঁর পিতা খুযায়মা ইবনে সাতেব থেকে এবং তিনি রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন তালবিয়া হতে অবসরগ্রহণ করলেন, আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তোষ প্রার্থনা করলেন ও জান্নাত প্রার্থনা করলেন, অতপর তাঁর কাছে দোযখের আগুন থেকে ক্ষমা চাইলেন, তাঁর রহমতের উসীলায়। -(শাফেয়ী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ যঈফ - ৫৫২

রাসূল (স) হজ্জের দিনে ঘোষণা করে দিলেন

হাদীস : ২৪২৮ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন হজ্জের এরাদা করলেন, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। সুতরাং লোক দলে দলে একত্র হল। যখন তিনি বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলেন, এহ্‌রাম বাঁধলেন। -(বোখারী)

মুশরিকরাও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত

হাদীস : ২৪২৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুশরিকরা তালবিয়াতে বলত, হে খোদা! হাযির আছি, তোমার কোন শরিক নেই– এই সময় রাসূল (স) বলতেন, তোমার সর্বনাশ হোক, থাম থাম অবশ্য যে শরিক তোমার আছে যা মালিক তুমি এবং সে তোমার মালিক নই। মুশরিকরা ইহা বলত এবং বায়তুল্লাহ তওয়াফ করত। –(মুসলিম)

ষোড়শ অধ্যায়

বিদায় হজ্জের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইনে বিদায় হজ্জের পূর্ণ বিবরণ

হাদীস : ২৪৩০ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় নয় বছর অতিবাহিত করলেন হজ্জ না করে, অতপর দশ বৎসর লোকের মধ্যে ঘোষণা করা হল যে, রাসূল (স) এ বছর হজ্জে যাবেন; সুতরাং মদীনায় বহু লোক আগমন করল। অতপর আমরা তাঁর সাথে হজ্জে রওয়ানা হলাম এবং যখন যুলহুলায়ফা পর্যন্ত পৌছলাম তখন আসমা বিনতে উমাইস মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে প্রসব করলেন। অতএব রাসূল (স) আসমার কাছে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, এখন আমি কী করব? রাসূল (স) বললেন, তুমি গোসল কর এবং কাপড়ের নেকড়া দিয়ে কষিয়া লেঙ্গুট পর, তৎপর এহ্‌রাম বাঁধ! জাবের বলেন, এ সময় রাসূল (স) মসজিদে নামায পড়লেন, অতপর কাসওয়া উটনীতে সওয়ার হলেন– অবশেষে যখন বায়দা নামক স্থানে উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল তিনি আল্লাহর তওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পড়লেন, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক; লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারিকা লাকা।"

জাবির (রা) বলেন, তখন আমরা হজ্জ ছাড়া কিছুর নিয়ত করি নাই, আমরা উমরার কতা জানতাম না। অবশেষে যখন আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহর হেরেমে পৌছলাম তিনি হাজারে আসওয়াদ হাতে স্পর্শ করে চুমা দিলেন অতপর সাত পাক বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করলেন, তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করলেন এবং চারি পাক স্বাভাবিকভাবে চললেন। অতপর মাকামে ইবরাহীম-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, এবং মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানের পরিণত কর। এ সময় রাসূল (স) দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বায়তুল্লাহর মধ্যখানে রেখে।

অপর বর্ণনায় আছে, ঐ দুই রাকাআত রাসূল (স) সূরা কুল হুওয়াল্লাহ আহাদ ও কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন পড়েছিলেন। অতপর হাজারে আসওয়াদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাকে স্পর্শ করে চুমা দিলেন। তৎপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হলেন এবং যখন সাফার কাছে পৌছলেন, কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন, নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। এবং বললেন, আমি তা ধরে আরম্ভ করব যা ধরে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি সাফা হতে আরম্ভ করলেন, এবং তার উপরে চড়লেন যাতে তিনি আল্লাহর ঘর দেখতে পাইলেন। তখন তিনি কেবলা অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নাই, তাঁরই শাসন এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয় তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য দান করেছেন এবং একাকী সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন। ইহা তিনি তিনবার বললেন এবং এদের মধ্যখানে কিছু দোয়া করলেন। অতপর সাফা হতে অবতরণ করলেন এবং ত্বরিতে মারওয়া অভিমুখে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না তাঁরা পা মোবারক উপত্যকা সমতলে গিয়ে ঠেকল। অতপর তিনি দৌড়িয়া চললেন, যতক্ষণ না উপত্যকা অতিক্রম করলেন, যখন চূড়াতে উঠলেন স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না মারওয়া পৌছলেন। সেখানে তিনি ঐরূপই করলেন, যেরূপ সাফার উপর করেছিলেন। এমন কি যখন মারওয়া শেষ চলা সমাপ্ত হল, মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করলেন, আর লোকেরা ছিল তখন তাঁর নিচে। তিনি বললেন, যদি আমি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝিতে পারতাম যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তা হলে কখনও আমি কোরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না এবং একে উমরার রূপ দান করতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা সঙ্গে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন এহ্‌রাম খুলে ফেলে এবং একে উমরার রূপ দান করে। এ সময় সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আমাদের এ

বৎসরের জন্যই, না চিরকালের জন্য? তখন রাসূল (স) আপন হাতের আঙ্গুলীসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকাইয়া দুইবার বললেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করল। না' বরং চিরকালের–চিরকালের জন্য।

এ সময় হযরত আলী (রা) ইয়ামান হতে রাসূল (স)-এর কোরবানীর পশু নিয়ে আসলেন। তখন রাসূল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এহ্‌রাম বাঁধছিলে কিসের এহ্‌রাম? তিনি বললেন, আমি এরূপ বলেছি হে খোদা! আমি এহ্‌রাম বাঁধতেছি যেভাবে এহ্‌রাম বেঁধেছেন তোমার রাসূল। তখন রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি এহ্‌রাম খুলো না। কেননা, আমার সাথে কোরবানীর পশু রয়েছে। হযরত জাবের (রা) বলেন, যে সকল পশু হযরত আলী (রা) ইয়ামান হতে এনেছিল তা একত্রে হল একশত। জাবের বলেন, সুতরাং রাসূল (স) এবং যাদের সাথে তাঁর ন্যায় কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সকল লোকই এহ্‌রাম খুলে ফেলল এবং মাথা ছাটল।

অতপর যখন (৮ই যিলহজ্জ) তরবিয়ার দিন আসল, সকলেই নুতনভাবে এহ্‌রাম বাঁধলেন এবং মিনার দিকে রওয়ানা এবং রাসূল (স) সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়লেন। অতপর সেখানে সামান্য সময় অপেক্ষা করলেন, যাতে সূর্য উঠল। এ সময় তিনি হুকুম করলেন, কেউ গিয়ে যেন নামেরায় তাঁর একটি পশমের তাঁবু খাটায় এবং রাসূল (স) সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন কুরাইশরা নিঃসন্দেহে ছিল যে, রাসূল (স) নিশ্চয়ই মাশাআরুল হারামের নিকটেই অবস্থান করবেন, যেমন কুরাইশরা জাহেলিয়াতে করত। কিন্তু রাসূল (স) সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন, যতক্ষণ না আরাফার কাছে গিয়ে পৌছলেন এবং দেখলেন সেখানে নামেরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটান হয়েছে। সুতরাং তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। অবশেষে যখন সূর্য ঢুলল তিনি তাঁর কাসওয়া উটনী সাজাইতে আদেশ দিলেন, আর তা সাজানো হল এবং তিনি বতনে ওয়াদী বা আরানা উপত্যকায় পৌছলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন–

"তোমাদের একের জান ও মাল তোমাদের অপরের প্রতি হারাম– যেভাবে এই দিনে, এই মাসে, এই শহরে হারাম। শুন, মূর্খতার যুগের সকল অপকাজ রহিত করা হল এবং মূর্খতার যুগের রক্তের দাবীসমূহও রহিত করা হল, আর আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম তা হল ইবনে রবীয়া ইবনে হারেসের রক্তের দাবী। সে বনী সা'দ গোত্রের দুধ পান অবস্থায় ছিল, এমন অবস্থায় হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এভাবে মূর্খতার যুগের সুদ রহিত হল, আর আমাদের সুদসমূহের যে সুদ আমি প্রথমে রহিত করলাম, তা হল (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ। উহা সমস্ত রহিত হল।

দ্বিতীয় কথা হল, তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা, তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর জামানতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের গুপ্ত অঙ্গকে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের হক হল তারা যেন তোমাদের জেনানা মহলে অপর কাউকেও যেতে না দেয়, যারা তোমরা না পছন্দ করে থাক। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে মারবে অকঠোর মার, আর তোমাদের উপর তাদের হক হল, তোমার ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে।

তৃতীয় কথা হল, আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক (মূল) জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমার তা ধরে থাক, তবে তোমরা আমার পর কখনও বিপথগামী হবে না– তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।"

হে লোকসকল! তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন তোমরা কী বলবে? তারা উত্তর করল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে আল্লাহর বাণী পৌছিয়েছেন, আপনার কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন তিনি আপন শাহাদত আঙ্গুলী আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং তা দ্বারা মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বলেন, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।

অতপর বেলাল আযান দিলেন ও একামত বললেন, এবং রাসূল (স) যোহরের নামায পড়লেন। বেলাল পুনরায় একামত বললেন এবং রাসূল (স) আসর পড়লেন এবং তাদের মধ্যখানে অপর কোন নফল পড়লেন না। তৎপর তিনি কাস্‌ওয়া উটনীতে সওয়ার হয়ে মাওকেফে পৌছলেন এবং তার পিছন দিক পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মাশাতকে আপন সম্মুখে করে কেবলার দিকে হলেন। এইভাবে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, যাবৎ না সূর্য ডুবে গে'ল এবং পিত্তাভ বর্ণ কিছুটা চলে গেল। অবশেষে সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতপর তিনি উসামাকে আপন সওয়ারীর পিছনে সওয়ার বসালেন এবং সওয়ারী চালাতে লাগলেন, যতক্ষণ না মুযদালেফায় পৌছলেন। সেখানে তিনি এক আযান ও দুই একামতের সাথে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন এবং তাদের মধ্যখানে কোন নফল পড়লেন না। অতপর শুইয়া গেলেন, যতক্ষণ না উষার উদয় হল। তৎপর যখন উষা পরিষ্কার হয়ে গেল আযান ও একামতের সাথে ফজরের নামায পড়লেন। অতপর তিনি কাসওয়ার সওয়ার হলেন, যাতে তিনি মাশ্‌আরুল হারাম নামক স্থানে পৌছলেন। সেখানে তিনি

কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করলেন, কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একাত্ব ঘোষণা করলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এরূপ করতে লাগলেন, যতক্ষণ না আকাশ খুব ফর্সা হয়ে গেল। অতপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই সওয়ারী চালিয়ে দিলেন এবং ফযল ইবনে আব্বাসকে সওয়ারীর পিছনে বসাইলেন, যাতে তিনি বতনে মুহাসসির নামক স্থানে পৌছলেন এবং সওয়ারীকে কিছু উত্তেজিত করলেন। অতপর তিনি মধ্যম পথ ধরলেন যা বড় জামরার দিকে গিয়েছে, সুতরাং তিনি ঐ জামরার কাছে পৌছলেন, যা গাছের কাছে আছে, এবং বাতনে ওয়াদী অর্থাৎ নিচের খালি জায়গা হতে তার উপর সাতটি কাঁকর মারলেন, মর্মর দানার মত কাঁকর এবং প্রত্যেক কাঁকরের সাথে আল্লাহ আকবার বললেন। অতপর সেখান থেকে ফিরলেন কোরবানগাহের দিকে এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কোরবানী করলেন, আর যা বাকি ছিল তা আলীকে দিলেন, তিনি তা কুরবানী করলেন। তিনি আপন পশুতে আলীকেও শরিক করলেন। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যাতে প্রত্যেক পশু হতে কিছু অংশ লওয়া হয় এবং একত্রে পাকানো হয়। সে মতে এটি ডেগে তা পাকানো হল এবং তাঁরা উভয়ে তার গোশত খেলেন ও শুরুয়া পান করলেন। অতপর রাসূল (স) সওয়ার হলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কা গিয়ে যোহর পড়লেন। অতপর তিনি বনী আবদুল মুত্তালিবের কাছে পৌছলেন, যারা যমযমের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকদের পানি পান করাতে ছিলেন, তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! টান, টান, যদি আমি আশঙ্কা না করতাম যে, পানি পান করানো ব্যাপারে লোক তোমাদেরকে পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের পানি টানতাম। তখন তাঁরা তাঁকে এক বালতি পানি দিলেন এবং তা হতে তিনি কিছু পানি পান করলেন। –(মুসলিম)

হজ্জ ওমরা শেষ করে এহ্‌রাম খুলতে হয়

হাদীস : ২৪৩১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বিদায়ী হজ্জে রওয়ানা হলাম, আমাদের মধ্যে কেউ উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিল, আর কেউ হজ্জের এহ্‌রাম। যখন আমরা মক্কায় পৌছলাম, রাসূল (স) বললেন, যে উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছ এবং কুরবানীর পশু সাথে আন নি, সে যেন এহ্‌রাম খুলে ফেলে। আর যে উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছে এবং সাথে কুরবানীর পশু এনেছে সে যেন হজ্জের তালবিয়া বলে উমরার সাথে এবং এহ্‌রাম না খোলে যাবৎ না পশু কোরবানী করে অবসরগ্রহণ করে, আর যে শুধু হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছে, সে যেন হজ্জের কাজ পূর্ণ করে।

হযরত আয়েশা বলেন, আমি হায়েযগ্রস্তা হয়ে গেলাম এবং (উমরার জন্য) খানায়ে কা'বার তওয়াফ করতে পারলাম না এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতে পারলাম না। আমার অবস্থা এরূপ রইল, যতক্ষণ না আরাফার দিন উপস্থিত হল, অথচ আমি উমরা ছাড়া কিছুর (অর্থাৎ হজ্জের) এহ্‌রাম বাঁদি নাই। তখন রাসূল (স) আমাকে আদেশ করলেন আমি যেন আমার মাথার চুল খুলে দিই এবং তাতে চিরুনি করি এবং হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধি আর উমরা ত্যাগ করি। সুতরাং আমি এরূপ করলাম এবং আমার হজ্জ আদায় করলাম। অতপর তিনি আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন আমার সেই উমরার পরিবর্তে তানযীম থেকে উমরা করি।

হযরত আয়েশা বলেন, যারা শুধু ওমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিল তারা খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করল এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করল, অতপর তারা হজ্জের জন্য তাওয়াফ করল, যখন মিনা হতে ১০ তারিখে প্রত্যাবর্তন করল কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরার এক সাথে এহ্‌রাম বেঁধেছিল তারা শুধু ১০ তারিখে একটি মাত্র তওয়াফ করল। তাদের উমরার প্রথম তওয়াফের আবশ্যক হয় নাই। –(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জের পর কোরবানী দিতে হয়

হাদীস : ২৪৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বিদায় হজ্জে তামাত্তু করেছিলেন হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে। তিনি যুলহুলায়ফা হতে কোরপানী পশু সাথে নিলেন এবং প্রথমে তালবিয়া বললেন, উমরার, অতপর তালবিয়া বললেন হজ্জের। সুতরাং লোকেরাও তামাত্তু করল রাসূল (স)-এর হজ্জের সাথে মিলিয়ে। তাদের মধ্যে কেউ কোরবানীর পশু সাথে নিল, আর কেউ তা সাথে নিল না। অতপর যখন রাসূল (স) মক্কায় পৌছলেন, লোকদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে এনেছ, সে যেন হালাল মনে না করে এমন কোন বিষয়কে, যা তার প্রতি হারাম হয়েছে। যতক্ষণ না সে আপন হজ্জ সম্পন্ন করে, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে আনে নাই, সে যেন বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী করে এবং মাথা ছাঁটাই হালা হয়ে যায়। অতপর হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধে এবং কোরবানীর পশু নেয়। আর যে কোরবানীর পশু নিতে পারল না, সে যেন তিন দিন রোযা রাখে হজ্জের মৌসুমে, আর সাত দিন যখন বাড়িতে ফিরে।

অতএব রাসূল (স) প্রথমে উমরার জন্য বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন, যখন মক্কায় পৌছলেন এবং হাজারে

আসওয়াদে চুমু দিলেন। তিনি তওয়াফে করলেন, যখন মক্কায় পৌছলেন এবং হাজারে আসওয়াদে চুমা দিলেন। তিনি তওয়াফে তিনবার জোরে চললেন, চারবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন। যখন তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ শেষ করলেন মাকামে ইবরাহীমের কাছে দুই রাকআত নামায পড়লেন, এবং সালাম ফিরালেন। অতপর রওয়ানা হলেন এবং সাফা মারওয়ায় গিয়ে সাতবার সাফা মারওয়ার সায়ী করলেন। কিন্তু তারপর তিনি হালাল করলেন না। যা তাঁর প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছিল; যতক্ষণ না আপন হজ্জ সমাপণ করলেন অর্থাৎ কোরবানীর তারিখে কোরবানী করলেন এবং মিনা হতে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। অতপর পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন এহ্রামের কারণে যারা তাঁর প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছিল তা হতে। আর লোকদের মধ্যে যে কোরবানীর পশু সাথে নিয়েছিল সেও সে অনুরূপ করল যা রাসূল ((স) বলেছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জের মাসে ওমরা করলে সওয়াব বেশি

হাদীস : ২৪৩৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এটা উমরা, যা দ্বারা আমরা তামাত্তু করলাম। সুতরাং যার কাছে কোরবানীর পশু নেই, সে যেন পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যায়। মনে রেখ, উমরা হজ্জের মাসে প্রবেশ করল কিয়ামত পর্যন্তের জন্য। -(মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ

হাদীস : ২৪৩৪ ॥ (তাবেঈ) আতা ইবনে আবু রাবাহ বলেন, আমি এবং আমার সাথে কতক লোক জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)- কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের এহ্রাম বেঁধেছিলাম। আতা বলেন, হযরত জাবের আরও বলেছেন, রাসূল (স) যিলহজ্জের চার তারিখে অতীতে মক্কায় পৌছলেন এবং আমাদেরকে এহ্রাম ছেড়ে হালাল হতে নির্দেশ দিলেন। আতা জাবেরের মাধ্যমে বলেন যে, রাসূল (স) এ ছাড়া বলেছেন, তোমরা হালাল হও এবং আপন স্ত্রীদের সাথে মিল। আতা পুনঃ বলেন যে, এতে রাসূল (স) তাদেরকে বাধ্য করলেন না; বরং স্ত্রীদের তাদের জন্য হালাল করে দিলেন। জাবের বলেন, আমরা পরস্পরে বলতে লাগলাম, যখন আমাদের আরাফাতে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে মাত্র পাঁচ দিন বাকি আছে, এমন সময় রাসূল (স) আমাদের স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে অনুমতি দিলেন। তবে কি আমরা আরাফাতে উপস্থিত হব, আর তখন আমাদের পুরুষাঙ্গ হতে শুক্র ঝরতে থাকবে? আতা বলেন, এ সময় জাবের আপন হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন, যেন আমি তাঁর হাত নাড়ার ইঙ্গিত এখন দেখছি। জাবের বলেন, তখন রাসূল (স) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা জান যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভাল কাজ করি এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্য বলি ও তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্য বলি ও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভাল কাজ করি। আমি যদি কোরবানীর পশু সাথে না আনতাম, আমিও তোমাদের ন্যায় হালাল হয়ে যেতাম, আর যদি আমি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতাম যা আমি পরে বুঝেছি তবে আমি কখনও কোরবানীর পশু সাথে আনতাম না। সুতরাং তোমরা হালাল হয়ে যাও। অতএব আমরা হালাল হয়ে গেলাম এবং তাঁর কথা শুনলাম ও তাঁর কথা মানলাম।

আতা বলেন, হযরত জাবের বলছেন, এ সময় আলী তাঁর কর্মস্থল হতে আগমন করলেন। তখন রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিসের এহ্রাম বেঁধেছ? উত্তরে আলী বললেন, আমি তখন বলেছি, আমি এহ্রাম বাঁধছি যে এহ্রাম বেঁধেছেন, রাসূল (স) তখন রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি (কোরবানীর জন্য) পশু কোরবানী দিও এবং এখন মুহ্রিম থেকে যাও। জাবের বলেন, আলী তাঁর জন্য কোরবানীর পশু এনেছিলেন। এ সময় সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আমাদের এ বছরের জন্য না বরাবরের জন্য? রাসূল (স) বললেন, বরাবরের জন্য। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আদেশ মানতে লোকগণ ইতস্তত করছিল

হাদীস : ২৪৩৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) মক্কায় পৌছলেন যিলহজ্জের চার কি পাঁচ তারিখে। এ সময় তিনি একবার আমার কাছে পৌছলেন খুব রাগান্বিত অবস্থায়। আমি বললাম কে আপনাকে রাগান্বিত করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি বুঝতেছ না যে, আমি লোকদেরকে এক ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি আর তারা তাতে ইতস্তত করছে। যদি আমার ব্যাপারে আমি প্রথমে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝেছি তা হলে কখনও আমার সাথে কোরবানীর পশু আনতাম না; বরং পরে তা খরিদ করতাম এবং এখন হালাল হয়ে যেতাম, যেমন তারা হালাল হচ্ছে। -(মুসলিম)

সপ্তদশ অধ্যায়

মক্কায় প্রবেশের মহিমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মক্কায় প্রবেশ করার আদব

হাদীস : ২৪৩৬ ॥ (তাবেঈ) নাফে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন যি'তুওয়াতে রাত্রি যাপন করতেন, যতক্ষণ না ভোর হত। অতপর গোসল করতেন ও নামায পড়তেন, তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন। এভাবে যখন তিনি মক্কা হতে রওয়ানা হতেন, তখন তিনি যি-তওয়া হয়ে রওয়ানা করতেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করতেন, যতক্ষণ না ভোর হত। তিনি বলতেন, রাসূল (স) এইরূপ করতেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

উঁচু দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে হয়

হাদীস : ২৪৩৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মক্কা পৌছতেন তার উঁচু দিক হতে তাতে প্রবেশ করতেন এবং নিচু দিক হতে বের হতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের পর অযু করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন

হাদীস : ২৪৩৮ ॥ হযরত ওরওয়া হতে যুবায়র বলেন, রাসূল (স) হজ্জ করেছেন। হযরত আয়েশা আমাকে বলেছেন, রাসূল (স) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন প্রথমে যে কাজ করলেন তা হল তিনি অযু করলেন, অতপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, তবে তাকে উমরায় পরিণত করলেন না। অতপর হযরত আবু বকর হজ্জ করেছেন এবং তিনি প্রথমে যে কাজ করেছেন তাও হল বায়তুল্লাহ তওয়াফ, তবে তিনিও তাকে উমরায় পরিণত করেন নাই। অতপর হযরত ওমর তারপর হযরত ওসমানও এরূপ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

তাওয়াফে তিন পাক জোরে এবং চার পাক আস্তে দিতে হয়

হাদীস : ২৪৩৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) হজ্জ বা উমরাতে প্রথমে এসে যখন তাওয়াফ করতেন, তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করতেন এবং চার পাক স্বাভাবিক চলতেন, অতপর দু'রাকাআত নামায পড়তেন। তারপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক জোরে দিতে হয়

হাদীস : ২৪৪০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) হাজারে আসওয়াদ হতে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করেছেন এবং চার পাক স্বাভাবিকভাবে চলেছেন। এরূপে তিনি যখন সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেছেন, বত্নুল মসীলে দৌড়াইয়া চলেছেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের পর হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতেন

হাদীস : ২৪৪১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মক্কায় পৌছলেন, হাজারে আসওয়াদের কাছে গমন করলেন এবং তাতে চুম্বন করলেন, অতপর তাকে ডান দিকে ঘুরে তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করলেন এবং চার পাক স্বাভাবিক গতিতে চললেন। -(মুসলিম)

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন

হাদীস : ২৪৪২ ॥ (তাবেঈ) যুবায়র ইবনে আরাবী (বসরী) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে হাজারে আসওয়াদের চুমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে তা স্পর্শ করতে ও চুমু দিতে দেখেছি। -(বোখারী)

বায়তুল্লাহর ইয়ামেনী কোণে রাসূল (স) চুম্বন দিতেন

হাদীস : ২৪৪৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বায়তুল্লাহর দু'ইয়ামানী কোণ ছাড়া অপর কোন কোণকে চুম্বন করতে দেখিনি। -(বোখারী ও মুসলিম)

উটের উপর বসে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ

হাদীস : ২৪৪৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বিদায়ী হজ্জে রাসূল (স) উটের উপর থেকে মাথা বাঁকা ছড়ি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

উটে বসে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করা যায়

হাদীস : ২৪৪৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) উটের উপর থেকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন এবং যখনই তিনি হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌছেছেন, আপন হাতের একটি জিনিস দিয়ে তার দিকে ইশারা করেছেন এবং আল্লাহু আকবার বলেছেন। -(বোখারী)

লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে তা চুম্বন করতে হয়

হাদীস : ২৪৪৬ ॥ হযরত আবু তুফায়ল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখেছি- তিনি আপন সাথের বাঁকা ছড়ি দিয়ে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করেছেন, অতপর ছড়িকে চুম্বন করেছেন। -(মুসলিম)

ঋতুবতী অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না

হাদীস : ২৪৪৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে রওয়ানা হলাম, হজ্জ ছাড়া কিছুর তালবিয়া বলতাম না। যখন আমরা সারেফ পর্যন্ত পৌছলাম, আমার ঋতুকাল উপস্থিত হয়ে গেল। এ সময় একবার রাসূল (স) আমার কাছে আসলেন। তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমার ঋতু উপস্থিত হয়েছে? আমি বললাম হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তায়ালা আদম সন্ততিদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং তুমি হাজীগণ যা করে তা করতে থাক, তবে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করো না, যতক্ষণ না তুমি পাক হও। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না

হাদীস : ২৪৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হজ্জে বেদার এক বৎসর পূর্বে যে হজ্জে রাসূল (স) হযরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ করে পাঠিয়েছেন, সে হজ্জে হযরত আবু বকর (রা) আমাকে কতক লোকের সাথে কোরবানীর দিনে মানুষের মধ্যে এ ঘোষণা করতে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, শুন! এ বছরের পর আর কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না এবং আর কেউ কখনও নাঙ্গা হয়ে উহার তওয়াফ করতে পারবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বায়তুল্লাহ শরিফ দেখে হাত তুলে দোয়া করা উচিত নয়

হাদীস : ২৪৪৯ ॥ (তাবেঈ) মুহাজের মক্কী বলেন, একদিন হযরত জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর শরিফ দেখবে সে দোয়াতে আপন হাত উঠাবে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে হজ্জ করেছি, কিন্তু আমরা এরূপ করি নাই। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

মক্কায় পৌছে হাজরে আওয়াদে চুম্বন করতে হয়

হাদীস : ২৪৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনা হতে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌছিলেন, অতপর হাজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে চুমা দিলেন, তৎপর বায়তুল্লাহ তওয়াফ করলেন। অতপর সাফার উপর চড়লেন, যাতে তিনি বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন। তৎপর হাত উঠালেন এবং আল্লাহর যিকির ও দোয়া করতে লাগলেন যা তিনি চাইলেন। -(আবু দাউদ)

বায়তুল্লাহর চার দিকে তাওয়াফ করা নামাযের অনুরূপ

হাদীস : ২৪৫১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, বায়তুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফ করা নামাযেরই অনুরূপ; তবে পার্থক্য হল, তোমরা এতে কথা বলতে পার। সুতরাং এতে ভাল কথা ছাড়া কিছু বলবে না। তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী এমন একদল মোহাদ্দেসের নাম করেছেন, যার একে হযরত ইবনে আব্বাসের কথা মওকুফ হাদীস বলে সাব্যস্ত করেছেন।

হাজারে আসওয়াদ বেহেশত থেকে আনা হয়েছে

হাদীস : ২৪৫২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ যখন বেহেশত হতে অবতীর্ণ হয়, তখন তা দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গোনাহ তাকে কালো করে দেয়। -(ইমাম আহমদ ও তিরমিযী ইহা বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন যে, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

কিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদের দুটি চোখ থাকবে

হাদীস : ২৪৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে উঠাবেন, তখন তার দুটি চক্ষু হবে, যা দিয়ে তা দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে যা দ্বারা তা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের পাথর

হাদীস : ২৪৫৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের ইয়াকূতসমূহের মধ্য হতে দুটি ইয়াকূত। আল্লাহ তাদের জ্যোতি দূর করে দিয়েছেন। যদি তাদের জ্যোতি দূর করা না হত, তবে তারা পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে যা আছে তাকে জ্যোতির্ময় করে দিত। -(তিরমিযী)

হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা গোনাহের কাফফারা

হাদীস : ২৪৫৫ ॥ (তাবেঈ) ওবায়দা ইবনে ওমায়র হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর প্রতি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, রাসূল (স) সাহাবীদের অপর কাউকেও তার প্রতি এরূপ ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেন নি। ইবনে ওমর বলেন, যদি আমি এরূপ করি। কেননা, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তাদের স্পর্শ করা গোনাহের কাফফারাস্বরূপ এবং রাসূল (স)-কে আরও বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চারদিকে সাত পাক ঘুরবে এবং তাকে পূর্ণ করবে, তার জন্য গোলাম আযাদের অনুরূপ হবে। ইবনে ওমর বলেন আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তাতে এক পা রাখবে না এবং অপর পা উঠাবে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা দিয়ে তার একটি গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার জন্য একটি নেকী নির্ধারণ করবেন। -(তিরমিযী)

হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী মাঝখানের দোয়া

হাদীস : ২৪৫৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মধ্য জায়গায় এরূপ দোয়া করতে শুনেছি, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে ভালাই ও আখেরাতে ভালাই দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। -(আবু দাউদ

সায়ী করা হজ্জের নির্ধারিত অঙ্গ

হাদীস : ২৪৫৭ ॥ সফীয়া বিনতে শায়রা বলেন, আবু তুজরাতের কন্যা আমাকে বলেছেন, আমি কুরাইশের কতক মহিলার সাথে আবু হোসাইন পরিবারের একটি ঘরে প্রবেশ করলাম, যাতে সাফা মারওয়া সায়ীকালে রাসূল (স)-কে আমরা দেখতে পাই। যখন আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি সায়ী করছেন, আর জোরে পদক্ষেপ করার কারণে তাঁর চাদর এদিক সেদিক দুলছে। তখন আমি তাঁকে এটাও বলতে শুনলাম যে, সায়ী কর! কেননা, আল্লাহ তোমাদের প্রতি এটা নির্ধারিত করেছেন। -(বাগাবী শরহে সুন্নাহয় এবং ইমাম আবহমদ তাঁর মুসনাদে কিছু বিভিন্নতার সাথে।)

উটে চড়ে সাফা মারওয়া সায়ী করা যায়

হাদীস : ২৪৫৮ ॥ হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে উটে চড়ে সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতে দেখেছি, কিন্তু কাউকেও মারতে বা হাঁকাতে দেখিনি অথবা সর সর বলতেও শুনি নি।

-(শরহে সুন্নাহ)

রাসূল (স) তাওয়াফের সময় সবুজ রংয়ের চাদর ব্যবহার করতেন

হাদীস : ২৪৫৯ ॥ হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বায়তুল্লাহ শরিফের তাওয়াফ করেছেন একটি সবুজ চাদর এয্‌তেবারূপে গায়ে দিয়ে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

বায়তুল্লাহ তাওয়াফে তিন পাক রমল করতে হয়

হাদীস : ২৪৬০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ জি'রানা হতে উমরা করেছেন এবং বায়তুল্লাহ শরিফের তাওয়াফে তিন পাক রমল করেছেন। এ সময় তাঁরা নিজেদের চাদরকে বগলের নিচে দিয়ে তাকে বাম কাঁধের উপর ফেলেছেন। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন

হাদীস : ২৪৬১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা এ দু কোণ -রোকনে ইয়ামানীর কোণ ও হাজারে আসওয়াদ কোণ-কে স্পর্শ করতে ছাড়ি নি ভীড়ে অ-ভীড়ে, যখন হতে রাসূল (স)-কে তা স্পর্শ করতে দেখেছি। -বোখারী ও মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে-নাফে বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমরকে দেখেছি হাজারে আসওয়াদকে আপন হাত দিয়ে স্পর্শ করতে অতপর হাত চুমা দিতে এবং তাঁকে এ বলতেও শুনেছি, আমি তা কখনও ত্যাগ করি নি, যখন হতে রাসূল (স) তা করতে দেখেছি।

রাসূল (স) বায়তুল্লায় দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন

হাদীস : ২৪৬২ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে এ অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, তবে তুমি সওয়ার হয়ে লোকের পিছন দিয়ে তাওয়াফ কর। উম্মে সালামা বলেন,আমি তাওয়াফ করলাম, আর রাসূল (স) তখন বায়তুল্লাহ শরিফের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন এবং তিনি সূরা তুর ওয়া কিতাব বিম্‌মাসতুর পাঠ করেছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হাজারে আসওয়াদ চুমা দেওয়া সুন্নাত

হাদীস : ২৪৬৩ ॥ হযরত আবেস ইবনে রবীআ বলেন, আমি হযরত ওমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ চুমা দিতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি- আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, তুমি এমন একটি পাথর যা কাউকে লাভ-লোকসান পৌঁছাতে পার না, যদি আমি রাসূল (স)-কে তোমাকে চুমা দিতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুমা দিতাম না।

–(বোখারী ও মুসলিম)

রোকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তরজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে

হাদীস : ২৪৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, রোকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তর জন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। যখন কোন ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও কুশল প্রার্থনা করি। হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে ভালাই ও আখেরাতে ভালাই দান কর এবং দোযখের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা কর, তখন তাঁরা বলেন, আমীন! আল্লাহ তুমি কবুল কর। –(ইবনে মাজাহ)

বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করে দোযখের দশটি মর্যাদপূর্ণ পথ

হাদীস : ২৪৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরিফের সাত পাক তাওয়াফ করেছে এবং তাতে এ ছাড়া কোন কথা বলে নি, সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার; ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ- তার দশটি গোনাহ মুছে দেয়া হবে এবং দশটি নেকী তার জন্য লেখা হবে অধিকন্তু তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফের অবস্থায় কথা বলেছে, সে আল্লাহর রহমতে আপন পা দিয়ে ঢেউ দিয়েছে, যেমন কোন ব্যক্তি আপন পা দিয়ে পানিতে ঢেউ দিয়ে থাকে। –(ইবনে মাজাহ)

অষ্টাদশ অধ্যায়

আরাফাতে অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরাফার দিন তালবিয়া পড়া যায়

হাদীস : ২৪৬৬ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সাকাফী হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তাঁরা উভয়ে ভোরে মিনা হতে আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলেন, আপনারা এ দিনে রাসূল (স)-এর সাথে কি করতেন? তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যে তালবিয়া বলতে চাইত তালবিয়া বলত, অথচ এতে তার প্রতি কোন আপত্তি করা হত না। এরূপ আমাদের মধ্যে যে তাকবীর বলতে চাইত সে তাকবীর বলত, অথচ এতে তার প্রতি কোন আপত্তি করা হত না। –(বোখারী ও মুসলিম)

মিনার সব জায়গায়ই কোরবানী দেওয়া হয়

হাদীস : ২৪৬৭ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আমি এ জায়গায় কোরবানী করেছি, আর মিনা সমস্তটাই কোরবানীর জায়গায়। সুতরাং তোমরা তোমাদের আবাসে কোরবানী কর। আমি ঐ স্থানে অবস্থান করছি, আর আরাফার সমস্তটাই অবস্থানের স্থল এবং আমি এ জায়গায় অবস্থান করছি, আর মুযদালিফা সমস্তটাই অবস্থানের জায়গায়। –(মুসলিম)

আরাফার দিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন

হাদীস : ২৪৬৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন দিন নেই যাতে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের দোযখ হতে অধিক মুক্তি দিয়ে থাকেন আরাফার দিন অপেক্ষা। তিনি সেদিন তাদের অতি কাছে হন এবং তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন যে, এরা কি চায় বল?–(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত

হাদীস : ২৪৬৯ ॥ (তাবেঈ) আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান তাঁর এক মামু হতে বর্ণনা করেন, যাকে ইয়াযীদ ইবনে শায়বান বলা হত। ইয়াযীদ বলেন, আমরা আরাফাতে আমাদের পূর্ব পুরুষদের স্থানে ছিলাম। আমর বলেন, এটা ইমামের স্থান হতে দূরে ছিল। ইয়াযীদ বলেন, এ সময় আমাদের কাছে ইবনে মিরবা আনসারী এসে বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূল (স)-এর প্রেরিত প্রতিনিধি, তিনি তোমাদেরকে বলেছেন তোমরা তোমাদের অবস্থানস্থলেই অবস্থান কর। কেননা, তোমরা তোমাদের প্রপিতা হযরত ইবরাহীমের উত্তরাধিকারের উপর আছ।

–(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

মক্কার সমস্ত রাস্তায় কোরবানী করা যায়

হাদীস : ২৪৭০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত আরাফাতেই অবস্থানস্থল এবং সমস্ত মিনাই কোরবানগাহ এবং সমস্ত মুযদালিফাই অবস্থানস্থল এবং মক্কার সমস্ত রাস্তাই রাস্তা ও কোরবানগাহ।

–(আবু দাউদ ও দারেমী)

রাসূল (স) আরাফার দিন ভাষণ দিয়েছিলেন

হাদীস : ২৪৭১ ॥ হযরত খালেদ ইবনে হাওদা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে আরাফার দিকে একটি উটের উপর থেকে ভাষণ দান করতে দেখেছি। –(আবু দাউদ)

আরাফার দিনের দোয়া শ্রেষ্ঠ দোয়া

হাদীস : ২৪৭২ ॥ হযরত আমর ইবনে শুআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত দোয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হল আরাফার দিনে দোয়া এবং সমস্ত যিকির যা আমি করেছি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন, তার শ্রেষ্ঠটি হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।'– আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা তিনি সর্বশক্তিমান। –(তিরমিযী মালিক তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ হতে লা শারিকা লাহু পর্যন্ত।)

আরাফার দিনে শয়তান বেশি রাগান্বিত হয়

হাদীস : ২৪৭৩ ॥ হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে কারীয (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তানকে কোন দিন এত অধিক অপমানিত, এত অধিক ধিকৃত, এত অধিক হীন ও এত অধিক রাগান্বিত দেখা যায় না আরাফার দিন অপেক্ষা। যেহেতু সে দেখতে থাকে যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছে এবং তাদের বড় বড় গোনাহ মাফ করা হচ্ছে। কিন্তু যা দেখা গিয়েছিল বদরের দিনে। কেউ জিজ্ঞেস করল, বদরের দিন কী দেখা গিয়েছিল ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তরে তিনি বললেন, সে দিন নিশ্চিতরূপে দেখছিল যে, হযরত জিব্রাঈল (আ) ফেরেশতাদেরকে সারিবন্দি করছেন। –(মালিক মুরসালরূপে। শরহে সুন্নাহয় মাসাবীহের শব্দে।)

আল্লাহ হাজীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন

হাদীস : ২৪৭৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আরাফার দিন হয়, তখন আল্লাহতায়ালা নিকটতম আসমানে আসেন এবং হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে ফখর করেন এবং বলেন যে, দেখ আমার বান্দাদের দিকে, তারা আমার কাছে এসেছে এলোমেলো কেশে, ধুলা-বালি গায়ে, ফরিয়াদ করতে করতে–বহু দূর দূরান্ত থেকে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে পরওয়ারদেগার! অমুককে তো বড় গোনাহ্‌গার বলা হয়, আর অমুক পুরুষ ও অমুক স্ত্রীকেও। তিনি বলেন, তখন আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। রাসূল (স) বলেন, এমন কোন দিন নেই যাতে দোযখ হতে অধিক মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে আরাফার দিন অপেক্ষা। –(শরহে সুন্নাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরাফাতের ময়দানে হাযির হওয়া আল্লাহর নির্দেশ

হাদীস : ২৪৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কুরাইশ এবং যারা তাদের রীতির অনুসরণ করত, তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং নিজেদেরকে বাহুদুর আশরাফ বলে অভিহিত করত। আর সমস্ত গোত্র আরাফাতে গিয়ে অবস্থা করত। যখন ইসলাম আসল, আল্লাহ তায়ালা আপন নবীকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন আরাফাতে গিয়ে সাধারণের সাথে অবস্থান করেন, অতপর প্রত্যাবর্তন করেন সেখান থেকে। এটাই কুরআনে আল্লাহর এ কালামে বলা হয়েছে। অতপর প্রত্যাবর্তন করুন যেখান থেকে মানুষ প্রত্যাবর্তন করে। –(বোখারী ও মুসলিম)

শয়তানের অবস্থা দেখে রাসূল (স) হেসে ছিলেন

হাদীস : ২৪৭৬ ॥ হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আরাফার দিন বিকালে উম্মত (হাজীদের) জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উত্তর দেওয়া হল, অন্যের প্রতি অত্যাচার ব্যতীত সমস্ত গোনাহ্ আমি ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু আমি অত্যাচারিতের পক্ষে তাকে পাকড়াও করব। রাসূল (স) বললেন, হে পরওয়াদেগার! যদি আপনি চান, অত্যাচারিতকে বেহেশত দিতে পারেন এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন; কিন্তু সে দিন বিকালে এটার কোন উত্তর দেওয়া হল না। রাবী বলেন, অতপর রাসূল (স) যখন মুযদালাফায় ভোরে উঠলেন, পুনরায় সে দোয়া করলেন, তখন তিনি যা চেয়েছিলেন, তা তাঁকে দেওয়া হল। আব্বাস বলেন, তখন রাসূল (স) হেসে দিলেন, অথবা তিনি বলেছেন, মুচকি হাসলেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) ও ওমর (রা) বললেন, আমাদের পিতা-মাতা আপনার প্রতি

কোরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো এমন একটি সময় যাতে আপনি কখনও হাসেন না, আজ কেন হাসলেন? আল্লাহ সর্বদা আপনাকে খোশ রাখুন! তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলীস যখন জানতে পারল যে, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মত (হাজীদের)-কে ক্ষমা করেছেন, তখন মাটি নিয়ে নিজের মাথায় মারতে লাগল এবং বলতে লাগল হায় আমার পোড়া কপাল, হায় আমার বদনসীব। তার এই অস্থিরতাই আমার হাসির কারণ হল। –ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী তাঁর কিতাবুল বা'সে ওয়াননুশূরে এই এরূপই। পৃষ্ঠা—৫৫৪

উনবিংশ অধ্যায়

আরাফাত ও মুযদালিফা থেকে ফিরে আসা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরাফাত থেকে ধীরে ধীরে ফিরতে হবে

হাদীস : ২৪৭৭ ॥ হেশাম ইবনে ওরওয়া তাঁর পিতা ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন উসামা ইবনে যায়দকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) কীভাবে চলছিলেন, যখন তিনি বিদায় হজ্জে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। ওরওয়া বলেন, তিনি স্বাভাবিক গতিতে চলছিলেন এবং যখন পরিসর পেতেন তাড়াতাড়ি করে চলতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জে শান্তির সাথে থাকতে হয়

হাদীস : ২৪৭৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আরাফার তারিখে আরাফাত হতে রাসূল (স)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ সময় রাসূল (স) আপন পিছন হতে সজোরে বাহন তাড়ানোর উট মারার শব্দ শুনলেন। তখন তিনি আপন চাবুক দিয়ে তাদের প্রতি ইশারা করে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শান্তির সাথে চলবে। শুধু উট তাড়ানোই নেকী নয়! –(বোখারী)

জুময়াতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করতে হয়

হাদীস : ২৭৮৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, উসামা ইবনে যায়দ রাসূল (স)-এর পিছনে সওয়ার ছিলেন, আরাফাত হতে মুযদালিফা প্রত্যবর্তন পর্যন্ত। অতপর রাসূল (স) মুযদালিফা হতে মিনা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। ফযল ইবনে আব্বাসকেও তাঁর পিছনে সওয়ার করালেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন যে, রাসূল (স) জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর মারা পর্যন্ত তালবিয়া বলছিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

মাগরিব ও এশা মুযদালিফায় একত্রে পড়তে হয়

হাদীস : ২৪৮০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়েছিলেন, প্রত্যেকটি এক (ভিন্ন) একামত দিয়ে এবং উভয়ের মধ্যে কোন নফল পড়েন নি। –উহাদের পরেও নই। –(বোখারী)

মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে পড়া হজ্জের বিধান

হাদীস : ২৪৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কখনও কোন নামাযকে তার সময় ছাড়া পড়তে দেখিনি দু'নামায ব্যতীত –মাগরিব ও এশা মুযদালিফায় এবং সেখানে ফজর পড়েছিলেন উহার সময়ের পূর্বে। –(বোখারী ও মুসলিম)

দুর্বলদের সময়ের আগে মিনার দিকে পাঠান যায়

হাদীস : ২৪৮২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মুযদালিফার রাত্রিতে আপন পরিবারের যে সকল দুর্বলদের সময়ের পূর্বেই মিনার দিকে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

কঙ্কর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হয়

হাদীস : ২৪৮৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর ভাই ফযল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন– আর ফযল ছিলেন রাসূল (স)-এর উটের পিছনে আরোহী। রাসূল (স) আরাফার সন্ধ্যায় ও মুযদালিফার ভোরে লোকদের বলেছেন, যখন তাঁরা প্রত্যাবর্তন করবে তোমরা অবশ্যই শান্তভাবে চলবে এবং তিনি নিজেও নিজের উটনী সংযত রেখেছিলেন যে পর্যন্ত না মুহাসসির পর্যন্ত পৌঁছছিলেন– আর মুহাস্‌সির হল মিনারই অন্তর্গত। সেখানে তিনি বললেন, তোমরা কাঁকর লও যার জামরাতে মারা হবে, আঙ্গুলী স্পর্শে মারা যায় মত ছোট কাঁকর। ফযল বলেন, রাসূল (স) জামরায় কাঁকর মারা পর্যন্ত সর্বদা তালবিয়া পড়ছিলেন। –(মুসলিম)

মুযদালিফা থেকে শান্তভাবে চলতে হয়

হাদীস : ২৪৮৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) মুযদালিফা হতে রওয়ানা হলেন শান্তভাবে এবং লোকদেরকেও শান্তভাবে চলতে নির্দেশ দিলেন; কিন্তু যখন মুহাসসিরি উপত্যকায় পৌছলেন উটকে কিছু তাড়না করলেন এবং তাদেরকে আদেশ দিলেন জামরায় আঙ্গুলী দিয়ে মারা যায় এমন কঙ্কর মারতে। এ সময় তিনি বলতেন, সম্ভবত আমার এ বছরের পর আর আমি তোমাদেরকে দেখতে পাব না। –গ্রন্থকার খতীব তাবরেযী বলেন, বোখারী বা মুসলিমে এ হাদীসটি আমি পাইনি, তবে তিরমিযী কিছু আগপিছ করে এটা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য ডুবার পর আরাফাত থেকে বিদায় নিতে হয়

হাদীস : ২৪৮৫ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে কায়স ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, জাহেলিয়াতের লোকেরা আরাফা হতে রওয়ানা হত যখন সূর্য অস্তের পূর্বে মানুষের চেহারাতে মানুষের পাগড়ির ন্যায় দেখাত এবং মুযদালিফা হতে রওয়ানা হত যখন সূর্য উদয়ের পর মানুষের চেহারায় ঐ রকম ডুবে যায় এবং মযদালিফা হতে রওয়ানা হত সূর্য উঠার পূর্বে। আমাদের নিয়ম মূর্তিপূজক ও শিরকপন্থীদের নিয়মের বিপরীত।

hBd, gimvj – ৫৫৯ –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

সূর্য উঠার আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যায়

হাদীস : ২৪৮৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুযদালিফার রাত্রিতে রাসূল (স) আমাদেরকে আবদুল মুত্তালিব বংশীয় বালকদেরকে গাধার উপর সওয়ার করে তাঁর পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা করে দিলেন এবং আমাদের রান চাপড়িয়ে বললেন, আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা সূর্য উঠার পূর্বে জামরায় কাঁকর মারবে না।

–(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

হযরত সালামা (রা) ভোরেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন

হাদীস : ২৪৮৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কোরবানীর পূর্ব রাত্রিতে রাসূল (স) উম্মে সালামাকে পাঠিয়ে দিলেন। উম্মে সালামা উষার পূর্বেই কাঁকর মারলেন। অতপর মক্কায় গিয়ে তওয়াফে ইযাফা করে আসলেন আর সে দিন ছিল যেদিন রাসূল (স) তাঁর কাছে থাকতেন। –(আবু দাউদ) যঈফ – ৫৬০

হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হয়

হাদীস : ২৪৮৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মক্কাবাসী অথবা বাইরের আগন্তুক উমরাকারী 'লাব্বাইকা' বলতে থাকবে যে পর্যন্ত না হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে। –(আবু দাউদ। তিনি বলেন, হাদীসটি মওকুফ অর্থাৎ এটা ইবনে আব্বাসের কথা। যঈফ – ৫৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) আরাফা থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়েছেন

হাদীস : ২৪৮৯ ॥ (তাবেঈ) ইয়া'কুব ইবনে আসেম ইবনে ওরওয়া হতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত শারীদকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে আরাফা হতে রওয়ানা হয়েছি দেখেছি তাঁর পা মোবারক কোথাও যমীন স্পর্শ করে নি, যে পর্যন্ত না মুযদালিফা পৌছেছে। –(আবু দাউদ)

আরাফার দিন যোহর ও আসর নামায এক সাথে পড়তে হয়

হাদীস : ২৪৯০ ॥ (তাবেঈ) ইবনে শেহাব যুহরী বলেন, আমাকে সালেম বলেছেন, যে বৎসর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে মক্কায় পৌছল তখন সে হযরত আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করল, আরাফার দিনে আরাফাতে আমরা কীরূপে কাজ সম্পাদন করব? সালেম বলেন, আমি বললাম, যদি আপনি সুন্নত মতে কাজ করতে চান; তবে আরাফার দিনে সকালে পড়বেন নামায। তখন আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, সালেম ঠিক বলেছে– সাহাবীগণ যোহর ও আসর এক সাথে পড়তেন সুন্নত অনুসারে। ইবনে শেহাব বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী করেছেন? তখন সালেম বললেন, তাঁরা কি এ ব্যাপারে রাসূল (স)-এর সুন্নত ছাড়া কিছুর অনুসরণ করতেন? –(বোখারী)

বিংশ অধ্যায়

কঙ্কর মারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় কঙ্কর মারতেন

হাদীস : ২৪৯১ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি কোরবানীর দিন তিনি আরোহণে থেকে কাঁকর মারছেন এবং বলছেন তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের আহ্‌কাম শিখে নাও। আমি জানি না, সম্ভবত আমার এ হজ্জের পর আর আমি হজ্জ করতে পারব না। -(মুসলিম)

খযফের কঙ্করের মত কঙ্কর মারতে হয়

হাদীস : ২৪৯২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি তিনি জামরায় খযফের কাঁকরের ন্যায় কাঁকর মারছেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) ঈদের দিন সকালে কঙ্কর মেরেছেন

হাদীস : ২৪৯৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) ঈদের দিনে জামরায় কঙ্কর মেরেছেন সকাল বেলায়, আর ইহার পর মেরেছেন যখন সূর্য ঢলে গিয়েছে তখন। -(বোখারী ও মুসলিম)

সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়

হাদীস : ২৪৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জামরাতুল কুবরার কাছে পৌছলেন এবং বায়তুল্লাহ শরিফের দিককে বামে আর মিনার দিককে ডানে রেখে তার উপর সাতটি কঙ্কর মারলেন। প্রত্যেক কঙ্করের সাথে আল্লাহু আকবার বললেন। তৎপর বললেন- এরূপেই কঙ্কর মেরেছেন, যার উপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জের সকল কাজ বিজোড় সংখ্যায়

হাদীস : ২৪৯৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এস্তেঞ্জার ঢেলা নিতে হয় বিজোড়, কাঁকর মারা বিজোড়, সাফা মারওয়া সায়ী করতে হয় বিজোড় ও তাওয়াফ করা বিজোড় এবং যখন তোমাদের কেউ সুগন্ধ ধোঁয়া নেয় সে যেন বিজোড় নেয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোন শব্দ ছাড়ায় কঙ্কর মারতে হয়

হাদীস : ২৪৯৬ ॥ হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি ঈদের দিনে তিনি একটি লাল সাদা মিশ্রিত উটনীর উপর থেকে জামরায় কাঁকর মারছেন- যখন কাউকেও মারেন নি, হাঁকান নি, সর সর রবও বলেন নি।-(শাফেয়ী, তিরমিযী, নাসায়, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

অন্যান্য ইবাদতের মতো সায়ী করা আল্লাহর ইবাদত

হাদীস : ২৪৯৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কাঁকর মারা ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। -(তিরমিযী ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।) যঈফ — ৫৮২

মিনায় পৌছে তাঁবু খাটাতে হয়

হাদীস : ২৪৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা সাহাবীগণ আরয করলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি বাড়ী তৈরি করব না? যা আপনাকে সর্বদা ছায়া দিবে? তিনি বললেন না। মিনায় সে-ই ডেরা গাড়তে পারবে যে প্রথমে আসবে। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) যঈফ — ৫৮৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জামরাতুল আকাবায় অবস্থান ঠিক নয়

হাদীস : ২৪৯৯ ॥ (তাবেঈ) নাফে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রথম দু জামরার কাছে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন এবং আল্লাহ আকবার, সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ বলতেন এবং দোয়া করতেন। কিন্তু জামরাতুল আকাবার কাছে অবস্থান করতেন না। -(মালিক)

একবিংশ অধ্যায়

হেরেমে কোরবানীর পশু

প্রথম পরিচ্ছেদ

উটের কুঁজ চিরলেন রাসূল (স)

হাদীস : ২৫০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যুলহুলায়ফায় জোহরের নামায পড়লেন, অতপর আপন (হাদঈ) উটনী আনালেন এবং কুঁজের ডান দিক চিরে দিলেন। তারপর তার রক্ত মুছে ফেললেন এবং গলায় দু' জুতার একটি মালা পরিয়ে দিলেন। অতপর সওয়ারীতে সওয়ার হলেন। বায়দাতে যখন সওয়ারী সোজা হয়ে দাঁড়াল, তিনি হজ্জের তালবিয়া বললেন। −(মুসলিম)

জুতার মালা পশুর গলায় পরান যায়

হাদীস : ২৫০১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার বায়তুল্লাহর হাদঈরূপে এক পাল ছাগল-ভেড়া পাঠালেন এবং তার গলায় জুতার মালা পরিয়েছিলেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে কোরবানী

হাদীস : ২৫০২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) কোরবানীর তারিখে (মিনায়) হযরত আয়েশা (রা)-এর পক্ষ হতে একটি গরু কোরবানী দিয়েছিলেন। −(মুসলিম)

স্ত্রীদের পক্ষ থেকে রাসূল (স) একটি গরু কোরবানী দিয়েছিলেন

হাদীস : ২৫০৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর হজ্জে নিজ স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কোরবানী করেছিলেন। −(মুসলিম)

আয়েশা (রা) কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়েছিলেন

হাদীস : ২৫০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কোরবানীর পশুর মালা আমি আমার নিজ হাতে তৈরি করেছি, অতপর তিনি তাদের গলায় তা পরিয়েছেন এবং তাদের কুঁজ চিরে দিয়েছেন, তারপর তাদেরকে হাদঈরূপে পাঠিয়েছেন; কিন্তু তাতে তাঁর পক্ষে কোন জিনিস হারাম হয় নি যা তার জন্য পূর্বে হালাল ছিল। −(বোখারী ও মুসলিম)

পশম দিয়ে কোরবানীর পশুর মালা তৈরি

হাদীস : ২৫০৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি হাদঈর মালা তৈরি করেছি আমার কাছে যে পশম ছিল তার রশি দিয়ে। অতপর রাসূল (স) তাকে আমার পিতার সাথে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) বললেন উটের পিঠে আরোহণ করতে

হাদীস : ২৫০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, একটি হাদঈ উটনী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (স) বললেন, তাতে চড়ে যাও। সে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা যে হাদঈ। তিনি বললেন, চড়। সে পুনরায় বললেন, এটা যে হাদঈ। রাসূল দ্বিতীয় কি তৃতীয় বারে বললেন, আরে হতভাগা চড়। −(বোখারী ও মুসলিম)

ন্যায় সঙ্গতভাবে পশুতে সওয়ার

হাদীস : ২৫০৭ ॥ তাবেঈ আবু যুবায়র বলেন, আমি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে হাদঈ'তে সওয়ার হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি এতে সওয়ার হতে পার ন্যায়সঙ্গতভাবে− যদি তুমি তার প্রতি ঠেকে পড়, যতক্ষণ না তুমি অন্য সওয়ারী পাও। −(মুসলিম)

উট অচল জবেহ করতে হবে

হাদীস : ২৫০৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) মক্কায় কোরবানীর জন্য এক ব্যক্তির সাথে ষোলটি উটনী পাঠালেন এবং তাকে এ ব্যাপারে ক্ষমতা দান করলেন। সে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তাদের কোনটি পথে অচল হয়ে যায়, তবে আমি কি করব? রাসূল (স) বললেন, জবাই করবে; অতপর মালার জুতা দুটি রক্তে রঞ্জিত করে তার পার্শ্বের উপর রেখে দিবে; কিন্তু তুমি ও তোমার সাথীদের কেউ সেটা খাবে না। −(মুসলিম)

সাতজনের পক্ষ থেকে উট ও গরু কোরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ২৫০৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, হাদায়বিয়ার বৎসর রাসূল (স)-এর সাথে আমরা সাতজনের পক্ষ হতে একটি উট, তদ্রূপ সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কোরবানী করেছি। −(মুসলিম)

উটকে পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে নহর করতে হয়

হাদীস : ২৫১০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলেন, দেখলেন সে উটকে বসিয়ে নহর করছে। এটা দেখে তিনি বললেন, তাকে দাঁড় করিয়ে পা বেঁধে নহর কর। এটা মুহাম্মদ (স)-এর সুন্নত। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোরবানীর গোশত পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যায় না

হাদীস : ২৫১১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর কোরবানীর উটসমূহের দেখাশুনা করতে এবং তার গোশত, চামড়া ও ঝুল বণ্টন করে দিতে; আর কসাইকে কিছু না দিতে এবং বলেছেন, কসাইকে আমরা আমাদের নিজের পক্ষ থেকে দিব। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খাওয়া যায়

হাদীস : ২৫১২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমরা কোরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের অধিক খেতাম না। অতপর রাসূল (স) আমাদের অনুমতি দিলেন এবং বললেন, খেতে পার এবং ভবিষ্যতের জন্য রেখেও দিতে পার। সুতরাং আমরা খেতে লাগলাম ও রেখে দিতে লাগলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোরবানীর জন্য আবু জাহেলের উট পাঠানো হল

হাদীস : ২৫১৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হুদায়বিয়ার বছর নিজের কোরবানীর পশুসমূহের মধ্যে আবু জাহেলের একটি উটকেও কোরবানীর পশুরূপে পাঠিয়েছিলেন, যার নামে ছিল একটি রূপার বলয়। অপর বর্ণনায় আছে সোনার বলয়। এটা দিয়ে রাসূল (স) মুশরিকদের মনঃকষ্ট উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন।

-(আবু দাউদ)

কোরবানীর গোশত খাওয়ার হুকুম আছে

হাদীস : ২৫১৪ ॥ হযরত নাজিয়া খোযয়ী (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে কোরবানীর পশু পথে অচল হয়ে পড়বে তাকে আমি কী করব? তিনি বললেন, তাকে নহর করে দিবে এবং তার জুতার মালায় সেটার রক্তে ডুবিয়ে পার্শ্বের উপর রেখে দিবে, অতপর মানুষের জন্য রেখে যাবে, তারা তা খাবে। -(মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর আবু দাউদ ও দারেমী নাজিয়া আসলামী হতে।)

কোরবানীর দিন একটি মহান দিন

হাদীস : ২৫১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, মহান দিনসমূহের মধ্যে কোরবানীর দিনও একটি মহান দিন, অতপর দ্বিতীয় দিন। আবদুল্লাহ বলেন, এ দিন পাঁচ কি ছয়টি উট রাসূল (স)-এর কাছে আনা হল আর উটসমূহ নিজেদেরকে তাঁর কাছে পেশ করতে লাগল। তিনি কোনটিকে আগে কোরবানী করবেন। আবদুল্লাহ বলেন, যখন উটসকল যমীনে পড়ে গেল, রাসূল (স) ছোট স্বরে কিছু কথা বললেন না যা আমি বুঝলাম না। নিকটের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম- রাসূল (স) কী বলেছেন? সে বলল, তিনি বলেছেন, যে চায় উহা কেটে নিতে পার। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন দিনের বেশি কোরবানীর গোশত রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ২৫১৬ ॥ হযরত সালাম ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কোরবানী করবে তিন দিনের পর তার ঘরে যেন কোরবানীর গোশত কিছু না থাকে। সালামা বলেন, যখন পরবর্তী বছর আসল সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত বছর আমরা যেরূপ করেছিলাম এ বৎসরও কি সেরূপ করব? রাসূল (স) বললেন, না, নিজেরা খাও অন্যদের খাওয়াও এবং কিছু জমা করে রাখ যদি চাও। গত বৎসর তো মানুষের অনটন ছিল তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তোমরা তাদের সাহায্য কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুর্ভিক্ষের কারণে কোরবানীর গোশত তিন দিন খাওয়ার হুকুম ছিল

হাদীস : ২৫১৭ ॥ হযরত নাবাইশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি গত বৎসর তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম; যাতে তাদের যথেষ্ট হয় তোমাদের জন্য। এ বৎসর আল্লাহ স্বচ্ছলতা দান করেছেন, সুতরাং এ বৎসর তোমরা খাও, জমা রাখ এবং দান কর সওয়াব হাসিল কর। জেনে রাখ! এ কয়দিন হল খাওয়া পিনা ও আল্লাহর যিকিরের দিন। -(আবু দাউদ)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মস্তক মুণ্ডন

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজ্জে মাথা মুণ্ডন করতে হয়

হাদীস : ২৫১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) ও তাঁর কতক সাহাবী বিদায় হজ্জে মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন আর কেউ ছাটিয়েছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কাঁচি দিয়ে মাথার চুল ছাঁটা যায়

হাদীস : ২৫১৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমাকে আমীরে মুআবিয়া (রা) বলেছেন, আমি কাঁচি দিয়ে রাসূল (স)-এর মাথা ছেঁটেছি মারওয়ার নিকটে। -(বোখারী ও মুসলিম)

যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ২৫২০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জে রাসূল (স) বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ কর যারা মস্তক মুণ্ডন করেছে তাদের প্রতি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা মাথা ছেঁটেছে তাদের প্রতিও। বললেন, যারা মাথা ছেঁটেছে তাদের প্রতিও। -(বোখারী ও মুসলিম)

মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করলেন

হাদীস : ২৫২১ ॥ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হুসাইন তার দাদী হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদী বলেছেন, হাজ্জাতুল বেদায় আমি রাসূল (স)-কে মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করতে শুনেছি, আর যারা ছেঁটেছে তাদের জন্য মাত্র একবার। -(মুসলিম)

মিনায় গিয়ে জামরায় যেতে হবে

হাদীস : ২৫২২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মিনায় পৌঁছে প্রথমে জামরাতে গেলেন এবং তাতে কাঁকর মারলেন, অতপর মিনায় অবস্থিত তাঁর ডেরায় গেলেন এবং কোরবানীর পশুসমূহ যবেহ করলেন, তৎপর নাপিত ডাকালেন এবং তাকে নিজের মাথা ডান দিকে বাড়িয়ে দিলেন। নাপিত মাথা মুড়াল। তিনি আবু তালহা আনসারীকে ডেকে কেশগুচ্ছ দিলেন। অতপর নাপিতকে মাথার বামদিক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মুড়াও। সে মুড়াল, আর তিনি তা সে আবু তালহাকে দিয়ে বললেন, যাও, মানুষের মধ্যে বন্টন করে দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জের সময় রাসূল (স) খুশবু ব্যবহার করতেন

হাদীস : ২৫২৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) খোশবু লাগিয়েছেন, এহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এবং কোরবানীর তারিখে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার পূর্বে— এমন খোশবু, যাতে মেশ্‌ক (কস্তুরী) ছিল।-(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কায় গিয়ে তাওয়াফুল ইফাযা করতে হয়

হাদীস : ২৫২৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) কোরবানীর দিনে মক্কায় গিয়ে তাওয়াফুল ইফাযা করলেন, অতপর মিনায় ফিরে যোহরের নামায পড়লেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোকদের মাথা মুণ্ডন করবে না

হাদীস : ২৫২৫ ॥ হযরত আলী (রা) ও আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, স্ত্রীলোক আপন মাথা মুড়াতে। -(তিরমিযী)

স্ত্রীলোকেরা মাথা ছাঁটতে পারবে

হাদীস : ২৫২৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীলোকের প্রতি মাথা মুড়ান নেই। স্ত্রীলোকের প্রতি রয়েছে মাথা ছাঁটান। -(আবু দাউদ ও দারেমী)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আগে-পিছে হজ্জের কার্যক্রম

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) মিনায় বসে সকল প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন

হাদীস : ২৫২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বিদায় হজ্জে মিনাতে লোক সমক্ষে এসে দাঁড়ালেন যাতে লোক তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারেন। সুতরাং এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি না জেনে কোরবানী করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। রাসূল (স) বললেন, তাতে তোমার কোন গোনাহ হবে না, এখন কোরবানী কর। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি না জেনে কঙ্কর মারার পূর্বে কোরবানী করে ফেলেছি। রাসূল (স) বললেন, তাতে গোনাহ হবে না; এখন কঙ্কর মার। কোন বিষয় আগে করা হয়েছে বা পরে করা হয়েছে বলে জিজ্ঞেস করা হলেই তিনি বলতেন, তাতে কোন গোনাহ্ হবে না। এখন কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে- এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কঙ্কর মারার আগে মাথা মুড়িয়েছি। তিনি বললেন, তাতে গোনাহ হবে না, এখন কঙ্কর মার। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল,আমি কঙ্কর মারার আগে তওয়াফুল ইফাযা করেছি। তিনি বললেন, তাতে তোমার কোন গোনাহ হবে না, এখন কঙ্কর মার।

মিনার সব প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (স) বলতেন অসুবিধা নেই

হাদীস : ২৫২৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) কোরবানীর দিন মিনায় কোন ব্যতিক্রমের কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, এতে কোন গোনাহ হবে না। এ সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কাঁকর মেরেছি সন্ধ্যার পর। তিনি বললেন, তাতে কোন গোনাহ হবে না। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকল প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ সূচক উত্তর

হাদীস : ২৫২৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি তাওয়াফুল ইফাযা করেছি মাথা মুড়ানোর আগে। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন গোনাহ্ হবে না, এখন মুড়াও বা ছাঁটাও। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কাঁকর মারার আগে কোরবানী করেছি। রাসূল (স) বললেন, এতে তোমার কোন গোনাহ হবে না, এখন কাঁকর মার। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানহানি করতে নেই

হাদীস : ২৫৩০ ॥ হযরত উসামা ইবনে শরীক (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে হজ্জে বের হলাম। দেখলাম লোক তাঁর কাছে এসে কেউ বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সায়ী করেছি তাওয়াফ করার আগে অথবা বলছে, আমি অমুক কাজ পিছে করেছি বা অমুক কাজ আগে করেছি আর তিনি বলছেন এতে কোন গোনাহ হবে না; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের সম্মানহানি করেছে সে বড় গোনাহের কাজ করেছে এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। -(আবু দাউদ)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কোরবানীর দিনের ভাষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হারাম মাস হচ্ছে বছরের চার মাস

হাদীস : ২৫৩১ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূল (স) দশই যিলহজ্জ কোরবানীর দিনে আমাদের এক ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, বছর ঘুরে এসেছে সে তারিখের গঠন অনুযায়ী, যে তারিখে আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন বছর বার মাসে- তাদের মধ্যে চার মাস হারাম বা সম্মানিত- তিন মাস পর পর এক সাথে যি'কদা, যিলহজ্জ ও মুহররম এবং চতুর্থ মাস মুযার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদাল উখরা ও শাবানের মধ্যখানে।

অতপর রাসূল (স) বললেন, এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। অতপর তিনি এতক্ষণ চুপ রইলেন যাতে আমরা ভাবলাম যে, সম্ভবত তিনি এর অন্য নাম করবেন। অতপর বললেন, এটা কি যিলহজ্জ নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতপর বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি এতক্ষণ চুপ রইলেন যাতে আমরা ভাবলাম যে সম্ভবত তিনি এর অন্য কোন নাম করবেন। তারপর বললেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমন তোমাদের এ মাসে এ শহরে এ দিন পবিত্র। তোমরা শীঘ্র আল্লাহর কাছে পৌছবে আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। খবরদার! আমার পর তোমরা বিপথগামী হয়ে একে অন্যের জীবননাশ করো না। বল, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নি? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। অতপর বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছে দেয়। কেননা, অনেক এমন ব্যক্তি যাকে পরে পৌছান হয় সে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এটার পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে। –(বোখারী ও মুসলিম)

ইমামের সাথে সব কাজ করতে হয়

হাদীস : ২৫৩২ ॥ (তাবেঈ) ওবারা বলেন, আমি ইবনে ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি কবে কাঁকর মারব? তিনি বললেন, যখন তোমার ইমাম মারবে তখন। আমি তাঁকে পুনরায় মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম যখন সূর্য ঢলে তখন কাঁকর মারতাম। –(বোখারী)

প্রত্যেক কঙ্করের সাথে আল্লাহু আকবার বলতে হয়

হাদীস : ২৫৩৩ ॥ হযরত সালেম ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রথম জামরায় সাতটি কাঁকর মারতেন এবং প্রত্যেক কাঁকরের পর আল্লাহ আকবার বলতেন। অতপর কিছু আগে বাড়িয়ে নরম মাটিতে যাইতেন এবং সেখানে কেবলার দিকে ফিরে দীর্ঘক্ষণ হাত তুলে দোয়া করতেন, তারর জামরায়ে উসতায় এসে সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রত্যেক কঙ্করের সাথে আল্লাহ আকবার বলতেন, তারপর বাম দিকে এগিয়ে যেতেন আর নরম মাটিতে পৌছিয়ে কেবলার দিকে হয়ে দীর্ঘক্ষণ হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। তারপর জামরাতুল আকাবা'য় গিয়ে খালি যমীনের দিকে হতে সাতটি কাঁকর মারতেন এবং প্রত্যেক কাঁকরের সাথে আল্লাহ আকবার বলতেন, কিন্তু তার কাছে দাঁড়ালেন না; বরং আপন গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হতেন এবং বলতেন, আমি রাসূল (স)-কে এরূপ করতে দেখেছি। –(বোখারী)

মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপন করার অনুমতি

হাদীস : ২৫৩৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব লোকদের পানি পিলানের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মিনার রাত্রিগুলো মক্কায় যাপনের জন্য রাসূল করীম (স)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন এবং তিনি তাঁকে তার অনুমতি দিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) পানি পান করলেন

হাদীস : ২৫৩৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) পানি পান করান বিভাগে এসে পানি পাইলেন। আমার পিতা আব্বাস (রা) আমার ভাইকে বললেন, ফযল! তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তার কাছে থেকে রাসূল (স)-কে খাবার পানি এনে দাও। রাসূল (স) বললেন, আমাকে এখান থেকে পান করান। তখন আমার পিতা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে লোকে হাত দেয়। রাসূল (স) বললেন, তবুও আমাকে এখানে থেকে পান করান। অতপর তিনি তা হতে পান করালেন। তারপর তিনি যমযমের দিকে গেলেন তখন তারা পানি পান করছিল এবং তাতে মেহনত করছিলেন। তখন তিনি বললেন, কাজ করতে থাক। তোমরা নেক কাজে আছ। তারপর বললেন, যদি লোক তোমাদেরকে পরাস্ত করার আশঙ্কা না থাকত, আমি সওয়ারী হতে নেমে উহাতে রশি লইতাম। রাবী বলেন, ওটা বলতে রাসূল (স) আপন কাঁধের দিকে ইশারা করলেন। –(বোখারী)

রাসূল (স) চার ওয়াক্ত নামায পড়লেন

হাদীস : ২৫৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (স) মুহাস্‌সাবে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। অতপর সামান্য ঘুমালেন, তারপর সওয়ারীতে বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ করলেন। –(বোখারী)

রাসূল (স) ৮ তারিখে মিনায় যোহর নামায পড়েছেন

হাদীস : ২৫৩৭ ॥ (তাবেঈ) আবদুল আযীয ইবনে রুফাই বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম- বললাম, এ সম্পর্কে আপনি রাসূল (স) থেকে যা জেনেছেন তা আমাকে বলুন। তিনি ৮ই তারিখে

যোহরের নামায কোথায় পড়েছিলেন? আনাস বললেন, মিনায়। অতপর জিজ্ঞেস করলা, মদীনায় রওয়ানা হবার দিন ১৩ তারিখে আসর কোথায় পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আবতাহে। অতপর হযরত আনাস বললেন, কিন্তু তোমরা তোমাদের আমীর বা নেতাগণ যেরূপ করেন সেরূপ করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সুন্নত হচ্ছে আবতাহে অবতরণ করা

হাদীস : ২৫৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আবতাহে অবতরণ করা সুন্নত নয়। রাসূল (স) তাতে এ জন্য অবতরণ করেছিলেন যে, তাঁতে তাঁর মদীনা রওয়ানা হওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল -যখন তিনি রওয়ানা হন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

ওমরা কাযা করা জায়েয

হাদীস : ২৫৩৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তানঈম থেকে উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিলাম, অতপর মক্কায় পৌঁছে আমার কাযা উমরা সমাধা করলাম। আর রাসূল (স) আমার আবতাহে অপেক্ষা করলেন, যতক্ষণ না আমি অবসর হলাম। অতপর তিনি লোকদেরকে মদীনা রওয়ানা হতে হুকুম দিলেন এবং নিজেও রওয়ানা হলেন এবং বায়তুল্লাহ শরিফ পৌঁছে তার বিদায়ী তাওয়াফ করলেন ফজরের নামাযের পূর্বে। তারপর মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।

বায়তুল্লাহ শরিফ না দেখে দেশে ফেরা ঠিক নয়

হাদীস : ২৫৪০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোক চারদিক হতে দেশের দিকে ফিরত। রাসূল (স) বলতেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দেশের দিকে না ফিরে যতক্ষণ না তার শেষ মোলাকাত হয় বায়তুল্লাহর শরিফের সাথে। তবে ঋতুবতীদের জন্য এটা বাদ দেয়া হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋতু অবস্থায় তাওয়াফ করা ঠিক নয়

হাদীস : ২৫৪১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, মদীনা রওয়ানা হবার রাতেই হযরত সাফিয়্যার ঋতু আরম্ভ হল। তিনি বললেন, মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকিয়ে ফেললাম। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ধ্বংস হোক; নিপাত যাক। সে কি কোরবানীর দিন তাওয়াফ করেছে? বলা হল হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তবে রওয়ানা হও।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের ওপর অপরাধ করা ঠিক নয়

হাদীস : ২৫৪২ ॥ হযরত আমর ইবনে আহ্ওয়াস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বিদায় হজ্জে বলতে শুনেছি হে লোকসকল! এটা কোন দিন? তারা বললেন, এটা হজ্জে আকবর বা বড় হজ্জের দিন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের একের জান, মাল ও ইজ্জত অন্যের পক্ষে পবিত্র। যেরূপ এ শহরে এ মাসে এ দিনে পবিত্র। সাবধান! কোন অপরাধী যেন নিজের জীবনের উপর অপরাধ না করে। সাবধান! কোন অপরাধী যেন আপন ছেলের প্রতি অপরাধ না করে এবং কোন ছেলে যেন তার পিতা-মাতার প্রতি অপরাধ না করে। সাবধান! শয়তান চিরতরে নিরাশ হয়েছে যে, এ শহরে তার পূজা হবে না; কিন্তু তার তাঁবেদারী হবে তোমাদের সে সকল কাজের মধ্যে দিয়ে। যে সকল কাজকে তোমরা তুচ্ছ বলে মনে কর, আর তাতে সে খুশি হবে। -(ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

উটের পিটে আরোহণ করে রাসূল (স) ভাষণ দিতেন

হাদীস : ২৫৪৩ ॥ হযরত রাফে ইবনে আমর মুযানী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে একটি সাদা-কালো মিশ্রিত খচ্চরের উপর থেকে মিনায় ভাষণ দান করতে দেখেছি যখন বেলা উপরে উঠেছিল এবং হযরত আলী লোকদেরকে উচ্চৈঃস্বরে পৌঁছাচ্ছিলেন, আর লোক ছিল যখন কেউ দাঁড়ানো আর কেউ বসা। -(আবু দাউদ)

টীকা ....

হাদীস নং : ২৫৪২ ॥ (১) উমরা হচ্ছে ছোট হজ্জ। এ জন্য 'হজ্জে আকবর'কে বড় হজ্জ। (২) শুক্রবারে হজ্জ হলে হজ্জে আকবর এবং তাতে ৭০ হজ্জের সওয়াব রয়েছে, শায়খ দেহলবীর মতে তা বে-আসল কথা। তাঁর মতে, ৭০ হজ্জের সওয়াবের হাদীসটি মওযু। কিন্তু শুক্রবারে হজ্জ হলে তাতে যে সওয়াব বেশি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোল্লা আলী ক্বারী (র) ব্যাপারটিকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চান নি। তিনি এ সম্পর্কে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন। (৩) কোন অপরাধী যেন নিজের প্রতি অপরাধ না করে ইত্যাদি অপরাধের পরিণাম নিজেরই ভোগ করতে হয় অথবা নিজের পরিবারের কারও এ কারণেই এরূপ বলা হয়েছে।

রাসূল (স) দশ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত পিছিয়ে দিলেন

হাদীস : ২৫৪৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) দশ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত রাত্রি পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিলেন। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) তাওয়াফে ইযাফার পাকে রমল করেননি

হাদীস : ২৫৪৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) তাওয়াফে ইযাফা সাত পাকে রমল করেন নি। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারার পর স্ত্রী সহবাস করা যায়

হাদীস : ২৫৪৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ দশ তারিখ জামরাতুল আকাবা'য় কাঁকর মারা শেষ করবে, তার জন্য সকল বিষয় হালাল হয়ে যাবে স্ত্রী সহবাস ব্যতীত। –বাগাবী এটা শরহে সুন্নাহয় রেওয়াতে করেছেন এবং বলেছেন, এটার সনদ যঈফ, কিন্তু আহমদ ও নাসাঈ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মার, তার জন্য সকল জিনিস হালাল হয়ে গেল স্ত্রী সহবাস ব্যতীত।

প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে কাঁকর মারতে হয়

হাদীস : ২৫৪৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাওয়াফে ইযাফার জন্য মক্কায় রওয়ানা হলেন, শেষ বেলায় যখন যোহর নামায পড়লেন অতপর মিনায় ফিরে আসলেন এবং আইয়ামে তাশরীকের দিনসমূহে মিনায় অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি জামরায় কাঁকর মারতেন যখন সূর্য ঢলে যেত প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে কাঁকর মারতেন, আর প্রত্যেক কাঁকরের সাথে আল্লাহ আকবার বলতেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জামরার কাছে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন এবং আল্লাহর কাছে মিনতি করতেন। কিন্তু তৃতীয়টিতে মেরে উহার কাছে অপেক্ষা করতেন না। –(আবু দাউদ)

উট চাকররা দু'দিনের কাঁকর এক দিনে মারল

হাদীস : ২৫৪৮ ॥ হযরত আবু বাদ্দাহ ইবনে আসেম ইবনে আদী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) উট চালকদেরকে অনুমতি দিয়েছেন মিনায় রাত্রি যাপন না করতে এবং কোরবানীর তারিখে ঠিকমত কাঁকর মেরে তারপর দু'দিনের কাঁকর একত্র করে দু' দিনের কাঁকর একদিন মারতে। –(মালিক, তিরমিযী উট চারণে অসুবিধা হয় বলেই রাসূল (স) তাদেরকে এই সুযোগ দিয়েছিলেন।)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মুহরিম যা হতে বেঁচে থাকবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহরিমের পোশাকের নিয়ম

হাদীস : ২৫৪৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, মুহরিম কোন্ রকমের পোশাক পরবে? তিনি বললেন, জামা পরবে না, না পাগড়ি, না পায়জামা, না টুপি, না মোজা, অবশ্য যারা জুতা না জোটে, সে মোজা পরতে পারবে কিন্তু তাকে কেটে দিবে পায়ের (পাতার) উঁচু হাড়ের নিচ হতে এবং পরবে না এমন কোন কাপড় যাতে জাফরানের রং রয়েছে, আর না ওর্সের রং। –(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু বোখারীর এক বর্ণনাতে বেশী আছে– এবং স্ত্রী মুহরিমা বোরকা পরবে না এবং দাস্তানা পরবে না।)

মুহরিম সিলাইবিহীন লুঙ্গি পরবে

হাদীস : ২৫৫০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, মুহরিম যখন জুতা না পায় মোজা পরতে পারে এবং যখন সিলাইবিহীন লুঙ্গি না পায় পায়জামা পরতে পরে। –(বোখারী ও মুসলিম)

খুশবু ব্যবহার করে হজ্জ করা যায় না

হাদীস : ২৫৫১ ॥ হযরত ইয়া'লা ইবনে উমরাইর (রা) বলেন, আমরা জি'রানাতে রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় সহসা তাঁর কাছে এক বেদুঈন এসে পৌঁছল, যার গায়ে ছিল জুব্বা আর শরীরে ছিল স্থূল খোশবু মাখান এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছি আর আমার গায়ে এসব রয়েছে। তখন তিনি বললেন, তোমার শরীরে যে খোশবু রয়েছে সে সম্পর্কে কথা হল, তুমি তা তিনবার করে ধুয়ে ফেল আর জুব্বা সম্পর্কে কথা হল, তা খুলে ফেল, অতপর তোমার উমরাতে কর যেভাবে হজ্জে কর। –(বোখারী ও মুসলিম)

এহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে জায়েয নেই

হাদীস : ২৫৫২ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করবে না, বিবাহ দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও করবে না। -(মুসলিম)

রাসূল (স) এহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে করেছেন

হাদীস : ২৫৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হযরত মায়মুনাকে বিবাহ করেছিলেন এহ্‌রাম অবস্থায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত মায়মুনা (রা)-কে রাসূল (স) বিয়ে করেন হালাল অবস্থায়

হাদীস : ২৫৫৪ ॥ হযরত মায়মুনার ভাগিনেয় ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম হযরত মায়মুনা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) মায়মুনাকে বিবাহ করেছিলেন হালাল অবস্থায়। -(মুসলিম)

শায়খ ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাফেয়ী মতে এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, অধিকাংশ ইমামের মত হল, রাসূল (স) হযরত মায়মুনাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু এটা প্রকাশ করেছেন তাঁর এহ্‌রাম অবস্থায় এবং তিনি তাঁর সাথে মধু রাত্রি যাপন করেছেন হালাল অবস্থায় মক্কা হতে মদীনা ফেরার পথে সারেফ নামক স্থানে।

এহ্‌রাম অবস্থায় মাথা ধোয়া যায়

হাদীস : ২৫৫৫ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এহ্‌রাম অবস্থায় আপন মাথা ধুতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) এহ্‌রাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন

হাদীস : ২৫৫৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এহ্‌রাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।
-(বোখারী ও মুসলিম)

এহ্‌রাম অবস্থায় চোখে যন্ত্রণার জন্য পট্টি বাধা যায়

হাদীস : ২৫৫৭ ॥ হযরত ওসমান (রা) রাসূল (স) থেকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে এহ্‌রাম অবস্থায় চোখে বেদনা অনুভব করে, সে মুসাব্বার দ্বারা পট্টি বাধতে পারে। -(মুসলিম)

একজন রাসূল (স) কাপড় দিয়ে ছায়া করে যায়

হাদীস : ২৫৫৮ ॥ সাহাবীয়া হযরত উম্মুল হুসাইন (রা) বলেন, আমি উসামা ও বেলাল (রা)-কে দেখেছি তাদের একজন উটনীর বাগ ধরেছে আর অপরজন কাপড় উপরে উঠিয়ে রৌদ্র হতে তাঁকে ছায়া দিচ্ছে, যতক্ষণ না তিনি জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারলেন। -(মুসলিম)

উকুনের কারণে এহরাম অবস্থায় মাথা মুড়ান যায়

হাদীস : ২৫৫৯ ॥ হযরত কাকা ইবনে উজারা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) কা'বের নিকট দিয়ে গেলেন আর তিনি তখন হুদায়বিয়ায় ছিলেন। মক্কা পৌঁছার পূর্বে কা'ব এহরাম অবস্থায় আছে এবং একটি ডেগের তলায় আগুন ধরাচ্ছে আর উকুন তার মুখমণ্ডলের ঝড়ে পড়ছে। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, তোমার পোকা কি তোমাকে কী কষ্ট দিচ্ছে? কা'ব বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং ছয়জন মিসকীনকে এক ফরক খানা খাওয়াও অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা একটি পশু কোরবানী কর। রাবী বলেন, ফকর তিন সাকে বলে।
-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়েরা এহ্‌রাম অবস্থায় দাস্তানা পড়বে

হাদীস : ২৫৬০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে নিষেধ করতে শুনেছেন, স্ত্রী লোকেরা তাদের এহরামে দাস্তানা, বোরকা এবং যে কাপড় ওয়ার্স বা জাফরানে রঞ্জিত তা পড়তে। তারপর তারা পড়তে পারে যে কোন রকমের কাপড় পছন্দ করে। কুসুমী হোক বা রেশমী অথবা যেকোন রকমের জেওর অথবা পায়জামা বা পিরান বা মোজা। -(আবু দাউদ)

এহরাম অবস্থায় পর্দা করতে হবে

হাদীস : ২৫৬১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এহরাম অবস্থায় ছিলাম আর আরোহীদল আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবর আসত, আমাদের প্রত্যেকেই আপন মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিত, আর যখন অতিক্রম করত আমরা কাপড় খুলে দিতাম। -(আবু দাউদ। আর ইবনে মাজাহ তার মর্মার্থ।)

এহরাম অবস্থায় অ-খুশবুদার তৈল ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ২৫৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় অখুশবুদার তৈল ব্যবহার করতেন।

হাদিস-৫৫৬ –(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুহরিম ওভার কোর্ট পড়তে পারবে না

হাদীস : ২৫৬৩ ॥ (তাবেয়ী) নাফে হতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) শীত অনুভব করলেন এবং বললেন, নাফে আমার গায়ের উপর একটি কাপড় দাও। নাফে বললেন, আমি তাঁর গায়ের উপর একটি ওভারকোট রেখে দিলাম। তখন তিনি বললেন, আমার গায়ে এটা দিলে অথচ রাসূল (স) মুহরিমকে এটা পড়তে নিষেধ করেছেন। –(আবু দাউদ)

এহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগান যায়

হাদীস : ২৫৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ মালেক ও বুহাইনার পুত্র বলেন, রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় মক্কা-মদীনার পথে লুহা-জামাল নামক স্থানে আপন মাথার মধ্যখানে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

এহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো যায়

হাদীস : ২৫৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় পায়ের পাতার উপর শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন তাতে ব্যাথার কারণে। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হযরত মায়মুনা (রা)– এর সাথে মধুরাত্রি যাপন করেন

হাদীস : ২৫৬৬ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন রাসূল (স) মায়মুনাকে বিবাহ করেছেন হালাল অবস্থায় এবং তাঁর সাথে মধুরাত্রি যাপন করেছিলেন হালাল অবস্থায়; আর আমিই ছিলাম তাদের মধ্যে দূত। –(আহমদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান।)

ষড়বিংশ অধ্যায়

মুহরিম শিকার হতে বেঁচে থাকবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহরিম অবস্থায় শিকার করা যায় না

হাদীস : ২৫৬৭ ॥ হযরত সা'ব ইবনে জাস্‌সামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবওয়া বা ওদ্দান নামক স্থানে রাসূল (স)-কে একটি বন্য গাধা শিকার হাদিয়া দিলেন এবং তিনি তাকে তা ফেরত দিলেন। যখন তিনি তার চেহারার ভাব লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, যেহেতু আমরা মুহরিম এ কারণেই তোমার ওটা ফেরৎ দিলাম।–(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) গাধার পা খেলেন

হাদীস : ২৫৬৮ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-এর সাথে বের হলেন এবং পথে তাঁর কতক সহচরের সাথে পিছনে রয়ে গেলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মুহরিম কিন্তু আবু কাতাদা তখনও এহরাম বাঁধেননি। তারা একটি বন্য গাধা দেখলেন আবু কাতাদা দেখার পূর্বে। তাঁরা যখন তা দেখলেন এভাবে থাকতে দিলেন, অবশেষে দেখে ফেললেন আবু কাতাদা। অতঃপর তিনি তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তাঁদেরকে তাঁর চাবুক দিতে বললেন, কিন্তু তাঁরা তা অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই চাবুক নিলেন, তারপর গাধার প্রতি আক্রমণ করে তাকে আহত করলেন। পরে তিনি তা খেলেন এবং তাঁরাও খেলেন; কিন্তু তাঁরা এতে অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর যখন তাঁরা রাসূল (স)-কে পেলেন, তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের সাথে তার কিছু আছে কি? তাঁরা বললেন, আমাদের সাথে তার পা আছে। রাসূর (স)-কে তা নিলেন এবং খেলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)।

কিন্তু বোখারী ও মুসলিমের ভিন্ন বর্ণনায় আছে– যখন তাঁরা রাসূল (স)-এর নিকট এলেন, তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাকে তার প্রতি আক্রমণ করতে বলেছিলে? তারা উত্তর করল, না। তখন রাসূল (স) বললেন, তবে তোমরা খেতে পার তার গোশত যা অবশিষ্ট রয়েছে।

এহরাম অবস্থায় পাঁচটি প্রাণী হত্যা করা যায়

হাদীস : ২৫৬৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে এ পাঁচটি প্রাণী হত্যা করেছে হরমে অথবা এহরামে তার কোন গোনাহ হবে না, ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।

–(বোখারী ও মুসলিম)।

পাঁচটি প্রাণী হারাম শরিফে হত্যা করা যায়

হাদীস : ২৫৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকারী জীব হত্যা করা যেতে পারে হিল ও হরম যে কোনখানে। সাপ, সাদা কালো কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।

–(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত হালাল

হাদীস : ২৫৭১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, শিকারের গোশত এহরামেও তোমাদের জন্য হালাল– যদি না তোমরা নিজেরা তা শিকার কর অথবা তোমাদের জন্য শিকার করা হয়।

যঈফ – ৫৬৭ –(আবু দাউদ তিরমিযী ও নাসাঈ)

ফড়িং খাওয়া জায়েয

হাদীস : ২৫৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ফড়িং সমুদ্রের শিকারের অন্তর্গত। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী) যঈফ – ৫৬৮

মুহরিম হিংস্র জন্তু হত্যা করতে পারে

হাদীস : ২৫৭৩ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুহরিম হিংস্র জন্তু হত্যা করতে পারে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ – ৫৬৯

যাবু খাওয়া যায়

হাদীস : ২৫৭৪ ॥ (তাবেয়ী) আবদুর রহমান ইবনে আবু আম্মার বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, যাবু সম্পর্কে উহা কি শিকার? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি তা খাওয়া যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি রাসূল (স) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। –(তিরমযী, নাসাঈ ও শাফেয়ী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

যাবু শিকার

হাদীস : ২৫৭৫ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি একদা রাসূল (স)–কে যাবু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, তা শিকার। অতএব, মুহরিম যখন তা শিকার করবে তার কাফফারাতে একটি দুম্বা দিবে।

–(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

নেকড়ে বাঘ খাওয়া হারাম

হাদীস : ২৫৭৬ ॥ হযরত খুযাইমা ইবনে জাযী (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম যাবু খাওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, নেকড়ে কি কেউ খায় যাতে বালাই রয়েছে? হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটার সনদ সবল নয়। যঈফ – ৫৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাখি খাওয়া জায়েয

হাদীস : ২৫৭৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী (রা) বলেন, একবার আমরা আমার চাচা তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহর সাথে ছিলাম এবং সকলেই মুহরিম ছিলাম। এ সময় তাঁকে পাখি হাদিয়া দেওয়া হল আর তখন তিনি ছিলেন ঘুমে। আমাদের কেউ উহার মাংস খেলেন আর কেউ তা থেকে পরহেয করলেন। যখন তিনি জাগলেন তাদেরই অনুকূলে গেলেন যারা তা খেয়েছিলেন এবং বললেন, আমরা পাখির গোশত রাসূল (স)-এর সাথে খেয়েছি। –(মুসলিম)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ওমরা কাযা করেন

হাদীস : ২৫৭৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন, রাসূল (স) বাধাপ্রাপ্ত হলেন। অতঃপর মাথা মুড়ালেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন এবং আপন কোরবানীর পশু জবাই করলেন। অবশেষে পরবর্তী বছর উহার কাযাস্বরূপ উমরা করলেন। –(বোখারী)

ওমরায় বাধা পেয়ে কোরবানী করলেন

হাদীস : ২৫৭৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে উমরা করতে বের হলাম আর কুরাইশের কাফেররা এসে তাঁর ও বায়তুল্লাহর মধ্যে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল সুতরাং রাসূল (স) সেখানে আপন কুরবানীর পশুসমূহ জবাই করলেন ও মাথা মুড়ালেন আর তাঁর সহচরগণ মাথা ছাটলেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) মাথা মুড়ানোর পূর্বে পশু কোরবানী দিয়েছেন

হাদীস : ২৫৮০ ॥ হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, রাসূল (স) পশু জবাই করেছেন। মাথা মুড়ানোর পূর্বে এবং তাঁর সহচরগণকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। -(বোখারী)

কোরবানীর পশু না পেলে রোযা রাখবে

হাদীস : ২৫৮১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, তোমাদের জন্য কি রাসূল (স)-এর সুন্নত যথেষ্ট নয়? যখন তোমাদের কাউকেও হজ্জ হতে আবদ্ধ রাখা হবে, সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী করবে, অতঃপর প্রত্যেক ব্যাপারে হালাল হয়ে যাবে যতক্ষণ না আগামী বছর হজ্জ করে। সে কোরবানীর পশু জবাই করবে অথবা রোযা রাখবে যদি কোরবানীর পশু না পায়। -(বোখারী)

হজ্জের নিয়তের পর যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানে হালাল হবে

হাদীস : ২৫৮২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যুবাই বিনতে যুবায়রের নিকট গেলেন এবং বললেন, সম্ভবতঃ তুমি হজ্জের ইচ্ছা রাখ? তিনি বললেন; আল্লাহর কসম আমি তো কখনো নিজেকে নিরোগী পাই না। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, হজ্জের নিয়ত কর এবং শর্ত করে বল যে, হে আল্লাহ! যেখানে তুমি আমাকে আবদ্ধ করবে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমরা কাযা করায় আবার কোরবানী দিতে হল

হাদীস : ২৫৮৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) তাঁর সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, হুদায়বিয়ার বছর তাঁরা যে পশু কোরবানী করেছিলেন, কাযা উমরায় তার পরিবর্তে অন্য পশু কোরবানী করতে। -(আবু দাউদ)

যার পা ভেঙে যায় সে হালাল হয়ে যায়

হাদীস : ২৫৮৪ ॥ হযরত হাজ্জাজ ইবনে আমর আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার পা ভেঙ্গে গিয়েছে অথবা খোঁড়া হয়েছে সে হালাল হয়ে গিয়েছে। তার আগামী বছর হজ্জ করতে হবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু আবু দাউদ অপর এক বর্ণনায় অধিক বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, অথবা রোগাক্রান্ত হয়েছে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান, কিন্তু বাগাবী মাসাবীহতে বলেন, এটা যঈফ।)

নয় তারিখে সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফায় পৌঁছলে হজ্জ হয়ে যায়

হাদীস : ২৫৮৫ ॥ হযরত আবদুর ইবনে ইয়া'মার দু'লী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আরাফাই হজ্জ। যে মুযদালিফার রাতে ঊষা উদয়ের পূর্বে আরাফাতে পৌছতে পেরেছে সে হজ্জ পেয়েছে। মিনায় অবস্থানের দিন হল তিন দিন। যে দু' দিনে তাড়াতাড়ি করে প্রস্থান করল তার গোনাহ হল না আর যে তিন দিন পর্যন্ত গৌণ করল তারও গোনাহ হল না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

মক্কার হেরেমে হারাম হাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সৃষ্টির প্রথমেই মক্কা নগরীকে সম্মানিত করা হয়েছে

হাদীস : ২৫৮৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, অতঃপর আর হিজরত নেই, তবে জেহাদ ও সংকল্প নিয়ত বাকী আছে। সুতরাং তোমাদের যখন জেহাদের জন্য বের হতে বলা হবে বের হয়ে পড়বে। তিনি ঐ দিন পুনরায় বললেন, এ শহরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন সেদিন হতে, যেদিন তিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এটা আল্লাহর নিকট সম্মানেই সম্মানিত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমার পূর্বে কারও জন্য এতেও যুদ্ধ চালনা করা হালাল ছিল না; আর আমার জন্য একদিনের সামান্য মাত্র সময় হালাল করা হয়েছে।

অতঃপর এটা আল্লাহ সম্মানেই সম্মানার্হ কিয়ামত পর্যন্ত। এখানকার কাটা গাছ পর্যন্ত কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়ান চলবে না এবং রাস্তায় পড়া জিনিস কেউ উঠাতে পারবে না শোহরতকারী ব্যতীত। আর ঘাসও কাটা চলবে না। এ সময় আমার পিতা হযরত আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয্খার ব্যতীত। এ খাট লোকদের কামারদের জন্য ও ঘরের ছদের জন্য দরকার। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা ইয্খার ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করা নিষেধ

হাদীস : ২৫৮৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মক্কাতে অস্ত্র বহন করা কারও পক্ষে হালাল নয়। -(মুসলিম)

মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার গিলাফে আশ্রয় নিয়েও বাঁচল না

হাদীস : ২৫৮৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। যখন তিনি তা খুললেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খতল গিলাফে কা'বার আশ্রয় নিয়ে আছে। রাসূল (স) বললেন, তাকে হত্যা কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (স) এহরাম ছাড়া প্রবেশ করেছেন

হাদীস : ২৫৮৯ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, এহরাম ব্যতীত। তাঁর মাথায় ছিল একটি কালো পাগড়ী। -(মুসলিম)

কা'বা ঘরকে ধ্বংস করতে পারবে না

হাদীস : ২৫৯০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কা'বা ধ্বংসের জন্য এক বিপুল বাহিনী রওয়ানা হবে; কিন্তু যখন তারা এক ময়দানে পৌঁছবে তখন তদের প্রথম শেষ সকলেই যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি করে তাদের প্রথম শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে, অথচ তাদের মধ্যে থাকবে সাধারণ লোক এবং যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়? বললেন, নিশ্চয়ই তাদের প্রথম শেষ সকলকেই ধসিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, তবে কিয়াতের দিন তাদেরকে নিয়ম অনুসারেই উঠান হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

এক ছোট নলাবিশিষ্ট ব্যক্তি কা'বা ঘরের ক্ষতি করবে

হাদীস : ২৫৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কা'বা ঘর ধ্বংস করবে আবিসিনিয়ার এক ছোট নলাবিশিষ্ট ব্যক্তি। -(বোখারী ও মুসলিম)

কালো একটি লোক কা'বা শরীফের পাথর খসাবে

হাদীস : ২৫৯২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যেই সেই কা'বা ধ্বংসকারী ব্যক্তিটিকে দেখছি কালো এবং ভেঙ্গুর কা'বার এক এক পাথর খসিয়ে ফেলছে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মূল্য বৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্য ধরে রাখা উচিত নয়

হাদীস : ২৫৯৩ ॥ হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইর (রা) বলেন. রাসূল (স) বলেন, মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য ধরে রাখা হল এল্হাদ।-(আবু দাউদ) ২১৫৮ - ৫৭২

মক্কা শরীফকে রাসূল (স) অত্যন্ত ভালবাসতেন

হাদীস : ২৫৯৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) মক্কার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কি উত্তম শহর তুমি! তোমাকে আমি কত ভালবাসি; যদি আমার কওম আমাকে তোমার থেকে বিতাড়িত না করত, তবে আমি কখনো তোমায় ছেড়ে অন্য কোথাও বসবাস করতাম না। -(তিরমিযী এর বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ তবে সনদের দিক থেকে গরীব।)

মক্কা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যমীন

হাদীস : ২৫৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি খাযওয়ারায় দাঁড়িয়ে বলছেন, হে মক্কা! আল্লাহর কসম তুমি হচ্ছ আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম যমীন এবং আল্লাহর যমীনের প্রিয়তর যমীন আল্লাহর নিকট। যদি আমি তোমার থেকে বের করা না হতাম কখনো বের হতাম না। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কাকে আল্লাহ পাক হারাম করেছেন

হাদীস : ২৫৯৬ ॥ হযরত আবু শুরাইহ্ আবাদী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন আমর ইবনে সায়ীদ মক্কার দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিলেন, তখন আবু শুরাইহ্ বললেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনাকে একটি কথা

বলি যা মক্কা বিজয়ের দিন সকালে রাসূল (স)-এর ভাষণ দানকালে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন এবং যা আমার এ দুই কান শুনেছে আমার অন্তর স্মরণ রেখেছে এবং আমার দুই চক্ষু দেখিয়াছে– যখন তিনি কথা বলতে শুরু করিয়াছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করে নাই। সুতরাং কোন এমন ব্যক্তির পক্ষে, যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তাতে রক্তপাত করা আর তার বৃক্ষ ছেদন করা হালাল হবে না। যদি কেউ তাতে রাসূল (স)-এর যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে জায়েয মনে করে তাকে বলবে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাকে অনুমতি দেননি; আর আমাকেও অনুমতি দিয়েছেন একদিনের সামান্য মাত্র সময়ে; অতঃপর উহার হুরমত ফিরে এসেছে যেমন পূর্বে ছিল। আমার এ কথা প্রত্যেক উপস্থিতই যেন অনুপস্থিতকে জানিয়ে দেয়। অতঃপর আবু শুরাইহ্‌কে জিজ্ঞেস করা হল, তখন আমর আপনাকে কি উত্তর দিলেন? আবু শুরাইহ্ বলেন, তখন তিনি বললেন, এটা আমি আপনার অপেক্ষা অধিক অবগত হে আবু শুরাইহ্! মক্কা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না; আর এমন লোককেও নহে যে রক্তপাত করে মক্কায় ভেগে এসেছে অথবা অপরাধ করে তথায় পালিয়েছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কার সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখলে কল্যাণের সাথে থাকবে

হাদীস : ২৫৯৭ ॥ হযরত আইয়াশ ইবনে আবু রবীয়া মাখযুমী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ উম্মত কল্যাণের সাথে থাকবে; যে পর্যন্ত না তারা মক্কার এ সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখবে। যখন তারা এটা বিনষ্ট করবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। –(ইবনে মাজাহ)

উনত্রিশতম অধ্যায়

মদীনার হেরেমে হারাম হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আইর থেকে সওর পর্যন্ত মদীনাকে হারাম করা হয়েছে

হাদীস : ২৫৯৮ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, কুরআন এবং এ কাগজে যা আছে তা ব্যতীত আমি রাসূল (স)-এর নিকট হতে আর কিছু লিখে রাখিনি। তিনি বলেন, এতে আছে– রাসূল (স) বলেছেন, মদীনা হারাম সম্মানার্হ আইর থেকে সওর পর্যন্ত। যে তাতে কোন অসৎ প্রথা বেদআত সৃষ্টি করবে অথবা অসৎ প্রথা সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবুল করা হবে না। সকল মুসলমানের প্রতিশ্রুতি এক তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তার চেষ্টা করতে পারে– অতএব যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাদের এবং মানুষ সকলেই লানত। তার ফরয বা নফল কোনটাই গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজের মালিকদের অনুমতি ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেই লানত। তার ফরয বা নফল কোনটাই গ্রহণ করা হবে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

তাদের অপর বর্ণনায় আছে–যে নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করেছে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের মনিব ছাড়া অপরকে মনিব বলে গ্রহণ করেছে তার উপর আল্লাহর ফেরেশতাগণের ও মানুষ সকলের লানত। তার ফরয বা নফল কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

মদীনার দু'প্রান্তের স্থান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে

হাদীস : ২৫৯৯ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আমি মদীনার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম করছি। ওখানকার বৃক্ষ ছেদন করা যাবে না এবং শিকার বধ করা চলবে না। তিনি আরও বলেন, মদীনা তাদের জন্য কল্যাণকর যদি তারা বুঝত। যে ব্যক্তি অনাগ্রহে মদীনা ত্যাগ করবে, তার পরিবর্তে আল্লাহ তাকে অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকে তথায় দিবেন এবং যে উহার অনটন ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যের সাথে টিকে থাকবে; কিয়ামতে আমি তার জন্য সুপারিশকারী বা সাক্ষী হব। –(মুসলিম)

মদীনায় দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করলে কিয়ামতে সুখী হবে

হাদীস : ২৬০০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উম্মতের যে ব্যক্তি মদীনার অনটন ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয় আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হব। –(মুসলিম)

রাসূল (স) মদীনার জন্য দোয়া করলেন

হাদীস : ২৬০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন লোক প্রথম ফসল লাভ করত তা রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসত। যখন তিনি তা গ্রহণ করতেন, বলতেন, আল্লাহ! আমাদের ফল শস্যে বরকত দাও, আমাদের এ শহরে বরকত দাও। আমাদের আড়িতে বরকত দাও ও আমাদের সেরিতে বরকত দাও। আল্লাহ ইবরাহীম তোমার বান্দা,

তোমার দোস্ত ও তোমার নবী এবং আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য দোয়া করেছেন আর আমি তোমার নিকট মদীনার জন্য দোয়া করছি যেরূপ দোয়া তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য করেছিলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা বলেন, তারপর রাসূল (স) আপন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ ছেলেকে ডাকতেন এবং তাকে ঐ ফল দান করতেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) মদীনাকে সম্মানিত করেছেন

হাদীস : ২৬০২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইবরাহীম (আ) মক্কাকে সম্মানিত করে উহাকে হারাম করেছেন, আর আমি মদীনাকে উহার দুই প্রান্তরে মধ্যবর্তী স্থলকে সম্মানিত করলাম যথাযোগ্য সম্মানে– উহাতে রক্তপাত করা চলবে না; যুদ্ধের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করা যাবে না এবং পশুর খাদ্যের জন্য ব্যতীত উহাতে কোন গাছের পাতা ঝাড়া যাবে না। -(মুসলিম)

মদীনার গাছ কাটা নিষেধ

হাদীস : ২৬০৩ ॥ (তাবেয়ী) হযরত আমের ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার পিতা সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস আকীকস্থ তাঁর ভবনের দিকে আরোহণে চড়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, একটি ক্রতিদাস (মদীনার) একটি গাছ কাটছে অথবা তার পাতা ঝাড়ছে। এতে তিনি তার জামা-কাপড় ও অস্ত্র কেড়ে নিলেন। অতঃপর যখন তিনি মদীনায় ফিরলেন দাসের মালিকগণ এসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই রাসূল (স) যা দান করেছেন তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং উহা তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। -(মুসলিম)

মদীনা শরীফ সবার জন্য নিরাপত্তার স্থান

হাদীস : ২৬০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) মদীনায় আগমন করলেন, আমার পিতা আবু বকর ও মুআযযিন বেলাল ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি গিয়ে রাসূল (স)-কে এ খবর দিলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য মদীনাকে প্রিয় কর যেভাবে মক্কা আমাদের নিকট প্রিয় অথবা তা অপেক্ষাও অধিক। আল্লাহ মদীনাকে আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর কর, আমাদের জন্য উহার আড়ি ও উহার সেরিতে বরকত দাও এবং উহার জ্বরকে জুহ্‌ফার স্থানান্তরিত করে দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনা থেকে মহামারী দূর হয়ে গেল

হাদীস : ২৬০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) মদীনা সম্পর্কে রাসূল (স)-এর এক স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি দেখলাম একটি এলোমেলোকেশী কালো স্ত্রীলোক মদীনা হতে বের হয়ে গেল এবং মাহ্‌ইয়াআতে গিয়ে পৌঁছল। আমি তার তাবীর করলাম, মদীনার মহামারী মাহ্‌ইয়াআয় স্থানান্তরিত হল। বারী বলেন, মাহ্‌ইয়াআ হল জুহ্‌ফা। -(বোখারী)

মদীনা সবার জন্য উত্তম স্থান

হাদীস : ২৬০৬ ॥ হযরত সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়র (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ইয়ামান বিজিত হবে এবং সেখানে মদীনার কতক লোক চলে যাবে এবং সাথে তাদের পরিবার ও অনুবর্তীদেরও নিয়ে যাবে। অথচ মদীনা তাদের জন্য উত্তম যদি তারা বুঝত। এভাবে শাম বিজিত হবে এবং সেখানে কিছু লোক চলে যাবে এবং তাদের পরিবার ও অনুবর্তীদেরও সাথে নিয়ে যাবে, অথচ মদীনা হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম যদি তারা বুঝত। অনুরূপ ইরাক বিজিত হবে এবং সেখানে একদল লোক চলে যাবে এবং সাথে তাদের আপন পরিবার ও অনুবর্তীদেরও নিয়ে যাবে; অথচ মদীনা হচ্ছে তাদের পক্ষে উত্তম যদি তারা বুঝত। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনায় হিজরতের আদেশ দিলেন রাসূল (স)

হাদীস : ২৬০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি এমন এক বস্তিতে হিজরতের জন্য আদিষ্ট হলাম যে বস্তি বস্তিসমূহকে গ্রাস করবে। লোকে বলে উহাকে ইয়াসরেব আর তা হল মদীনা। মদীনা মানুষকে বিশুদ্ধ করে যেভাবে হাপর খাদ ঝেড়ে লোহাকে বিশুদ্ধ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনা হল মানুষকে বিশুদ্ধ করার স্থান

হাদীস : ২৬০৮ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক বেদুঈন রাসূল (স) হাতে বায়আত করল। অতঃপর বেদুঈনকে মদীনায় জ্বরে ধরল। সে রাসূল (স)-এর নিকট এসে বলল, মুহাম্মদ! আমার বায়আত বাতিল করে দাও। রাসূল (স) তা অস্বীকার করলেন। আবার সে এসে বলল, মুহাম্মদ আমার বায়আত বাতিল করে দাও। এবারও তিনি তা অস্বীকার করলেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়আত বাতিল করে দাও। এবারও তিনি তা অস্বীকার করলেন। অতঃপর বেদুঈন মদীনা ছেড়ে চলে গেল। তখন রাসূল (স) বললেন, মদীনা হচ্ছে হাপরের ন্যায়, যে দূর করে দেয় তার খাদকে এবং বিশুদ্ধ করে উত্তমটাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনা থেকে খারাপ লোক বের হলে কিয়ামত হবে

হাদীস : ২৬০৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না মদীনা থেকে মন্দ লোকদেরকে দূর করে দিবে, যেভাবে দূর করে দেয় হাপর লোহার খাদকে। -(মুসলিম)

মদীনার দরজা ফেরেশতাগণ পাহারা দিচ্ছেন

হাদীস : ২৬১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মদীনার দ্বারসমূহ ফেরেশতাগণ পাহারায় রয়েছে সুতরাং তাতে প্রবেশ করতে পারবে না মহামারী ও দাজ্জাল। -(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কা ও মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করবে না

হাদীস : ২৬১১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন শহর নেই যাতে দাজ্জালের পা পড়বে না মক্কা আর মদীনা ব্যতীত। মক্কা ও মদীনার এমন কোন দরজা নেই যাতে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছে না। সুতরাং দাজ্জাল সিবখায় পৌঁছবে। তখন মদীনা তিনবার ভূমকম্পের দিয়ে উহার অধিবাসীগণকে নাড়া দিবে আর সকল কাফের ও মোনাফেক মদীনা ছেড়ে দাজ্জালের দিকে রওয়ানা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করা ধ্বংসের কারণ

হাদীস : ২৬১২ ॥ হযরত সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কেউ মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করবে সে গলে যাবে, যেভাবে নিমক পানিতে গলে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনা শরীফকে মহব্বত করা উচিত

হাদীস : ২৬১৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন সফর হতে আগমনকালে মদীনার প্রাচীর দেখতে আপন সওয়ারীর উটকে তাড়া করতেন আর যদি তিনি ঘোড়া বা খচ্চরে থাকতেন উহাকে নাড়া দিতেন মদীনার মহব্বতের কারণে। -(বোখারী)

মদীনার দু'প্রান্ত সম্মানিত স্থান

হাদীস : ২৬১৪ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা ওহুদ পাহাড় রাসূল (স)-এর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) মক্কাকে সম্মান দান করেছেন, আর আমি মদীনার দু'প্রান্তের মধ্যস্থলকে সম্মান দান করলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

ওহুদ পাহাড় মুসলমানদের ভালবাসে

হাদীস : ২৬১৫ ॥ হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ওহুদ এমন একটি পর্বত, যে আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেরেম শরীফে শিকার করা যাবে না

হাদীস : ২৬১৬ ॥ (তাবেয়ী) সুলায়মান ইবনে আবু আবদুল্লাহ বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে দেখলাম তিনি এক ব্যক্তির জামা-কাপড় লইলেন, সে মদীনার হেরেমে শিকার করছিল, যা রাসূল (স) হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের মনিবগণ এসে তাঁর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করল। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূল (স) এ হেরেমকে হারাম করেছেন এবং বলেছেন, যে এমন ব্যক্তিকে ধরবে যে উহাতে শিকার করছে, সে যেন তার জামা-কাপড় ও অস্ত্র কেড়ে নেয়, সুতরাং আমি তোমাদেরকে ঐ খাদ্য দিতে পারি না যা রাসূল (স) আমাকে খেতে দিয়েছেন। হ্যাঁ, যদি তোমরা চাও আমি তোমাদেরকে উহার মূল্য দিতে পারি। -(আবু দাউদ)

মদীনাকে হেরেমের মর্যাদা দেয়া হয়েছে

হাদীস : ২৬১৭ ॥ (তাবেয়ী) সাহেবল হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের এক মুক্ত দাস থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত সা'দ মদীনার কতক দাসকে মদীনার কোন গাছ কাটতে দেখে তাদের আসবাবপত্র কেড়ে নিলেন এবং তাদের মালিকদেরকে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে মদীনার কোন গাছ কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি এবং বলতে শুনেছি, যে মদীনার গাছের কিছু কাটবে, তাকে যে ধরতে পারবে সে তার জামা-কাপড় ছিনিয়ে নিবে। -(আবু দাউদ)

তায়েফের একটি অঞ্চলের গাছ কাটা নিষেধ

হাদীস : ২৬১৮ ॥ হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ওজ্জের শিকার করা ও উহার কাটা হারাম আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম করা। -(আবু দাউদ। মুহিউসসুন্নাহ বাগাবী বলেন, ওলামাগণ বলেছেন, ওজ্জ হল তায়েফের একটি অঞ্চল।

মদীনায় ইন্তেকাল করলে রাসূল (স) সুপারিশ করবে

হাদীস : ২৬১৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মদীনায় মরতে পারে সে যেন তাতে মরে। কেননা, যে মদীনায় মরবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব। −(আহমদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্ তবে সনদ হিসেবে গরীব।)

সকল মানুষ মরার পরে মদীনা ধ্বংস হবে

হাদীস : ২৬২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইসলামী জনপদসমূহের মধ্যে মদীনা সর্বশেষ ধ্বংস হবে। −(তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

মদীনায় হিজরত আল্লাহ পাকের আদেশেই

হাদীস : ২৬২১ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি ওহী করেছিলেন, এ তিনটির মধ্যে যেটিকে আপনি অবতরণ করবেন, সেটিই হবে আপনা হিজরতস্থল। মদীনা, বাহরাইন ও কিন্নাসরীন। −(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

হাদীস : ২৬২২ ॥ হযরত আবু বাকর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনায় কানা দাজ্জালের প্রভাব পৌছবে না। সে সময় মদীনার সাতটি দরজা হবে প্রত্যেক দরজায়ই দু'জন করে ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে। −(বোখারী)

মদীনার বরকতের জন্য দোয়া করলেন

হাদীস : ২৬২৩ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! মক্কায় যা তুমি বরকত দান করেছ মদীনায় উহার দ্বিগুণ বরকত দান কর। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)−এর মাজার শরীফে যিয়ারত করা পুণ্যের কাজ

হাদীস : ২৬২৪ ॥ হযরত খাত্তাব পরিবারের এক ব্যক্তি (সাহাবী) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে কেবল আমার যিয়ারত উদ্দেশ্যে এসে আমার যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার পার্শ্বে থাকবে, আর যে মদীনাতে বসবাস এখতিয়ার করবে এবং তার কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী বা সুপারিশকারী হবে এবং যে দুই হেরেম শরীফের কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ্ তায়ালা বিপদমুক্তদের অন্তর্গত করে উঠাবেন।

হজ্জের পর মদীনা শরীফ যিয়ারত করতে হয়

হাদীস : ২৬২৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স)-এর নাম করে বলেন যে, তিনি বলেছেন, যে হজ্জ করার পরে আমার যিয়ারত করেছে আমার মৃত্যুর পরে, সে হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আমার জীবনে আমার যিয়ারত করেছে। −(উক্ত হাদীস দুইটি বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

আল্লাহর রাস্তায় শহীদের মত ফযীলত আর নেই

হাদীস : ২৬২৬ ॥ (তাবেয়ী) হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) বসে আছেন, তখন মদীনায় একটি কবর খোঁড়া হচ্ছিল। এক ব্যক্তি কবরে উঁকি মেরে দেখল এবং বলল, মু'মীনের কী মন্দ স্থান এটা! তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কী মন্দ কথাই না বললে! লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ মর্মে এটা আমি বলিনি। আমার কথার মর্ম হল, সে আল্লাহর রাস্তায় বিদেশে কেন শহীদ হল না। তখন রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার মত কিছুই হতে পারে না, তবে মনে রেখ আল্লাহর যমীনে এমন কোন স্থান নেই যাতে আমার কবর হওয়া মদীনা অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে। এটা তিনি তিনবার বললেন।−(মালেক মুরসালরূপে।

আকীক উপত্যকায় দু'রাকাআত নামায এক উমরাহর তুল্য

হাদীস : ২৬২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র) বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি আকীক উপত্যকায় ছিলেন, এ রাতে আমার পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে আমার নিকট একটা আগমনকারী আগমন করেন এবং বলেন, আপনি এ মোবারক উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং তাকে উমরাসহ এক হজ্জ গণ্য করুন। অপর বর্ণনায় আছে, উমারা ও হজ্জ গণ্য করুন। −(বোখারী)

টীকা ....

হাদীস নং : ২৬২৬ ॥ বসবাস মক্কায় আফযল না মদীনায় এ ব্যাপারে ইমাম ও ফকীহগণ একমত না হলেও মৃত্যু যে মদীনায়ই আফযল তাতে তাঁরা সকলেই একমত।

মিশকাত শরীফ

॥ ষষ্ঠ খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্যে হারাম-হালাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করতে হবে

হাদীস : ২৬২৮ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূর (স) বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট,. আর উভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় বা বস্তু রয়েছে। যেগুলো সম্পর্কে অনেকেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহের বস্তুকে পরিহার করে চলবে, তার দ্বীন এবং মান-সম্মান পাক-সাফ থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহের কাজে লিপ্ত হবে, সে অচিরেই হারামেও লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন- যে রাখাল তার পমুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার ধারে চরাবে, খুব সম্ভব তার পশু নিষিদ্ধ এলাকার ভিতরেও মুখ ঢুকিয়ে দেবে।

তোমরা স্মরণ রেখ- প্রত্যেক বাদশাই নিজ পশুপালের চারণভূমি বানিয়ে রাখেন। তদ্রূপ সকল বাদশাহর বাদশাহ আল্লাহ তা'আলার চারণভূমি তাঁর হারাম বস্তুন সমূহকে নির্ধারিত করে রেখেছেন।

সাবধান, মানব দেহের ভিতরে একটি মাংস পিণ্ড আছে, যা সঠিক থাকলে সমগ্র দেহই সঠিক থাকবে আর তার বিকৃতি ঘটলে সারা দেহেরেই বিকৃতি ঘটবে। সাবধান সে মাংস পিণ্ডটি হল (জ্ঞানের আধার) অন্তঃকরণ।

-(বোখারী ও মুসলিম)

তিনটি উপায়ে উপার্জন ঘৃণিত

হাদীস : ২৬২৯ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য ঘৃণিত বস্তু, ব্যভিচারের বিনিময়ও অতি জঘন্য, রক্ত ব্যবসাও জঘন্য। -(মুসলিম)

নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন হালাল

হাদীস : ২৬৩০ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মা'দীকারার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও জন্য নিজের হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতের উপার্জন খেতেন।

-(বোখারী)

পাক-পবিত্র বস্তু আল্লাহর পছন্দ

হাদীস : ২৬৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পাক পবিত্র, তিনি একমাত্র পাক-পবিত্র বস্তুকেই কবুল করেন। আল্লাহ মু'দিনদেরও সে আদেশই করেছেন। রাসূলকেও সেই আদেশ করেছেন। যথা- রাসূলদের লক্ষ্য করে বলেছেন- হে রাসূলগণ! আপনারা পাক-পবিত্র হালাল খাদ্য খাবেন এবং নেক আমল করতে থাকবেন।

ঈমানদারকে লক্ষ্য করেও তদ্রূপ বলেছেন। হে ঈমানদারগণ! আমাদের দেয়া পাক-পবিত্র হালাল রিযিক হতে খাও।

অতপর রাসূল (স) উল্লেখ করলেন- এক ব্যক্তি দূর-দূরান্তের সফর করছে। মুসাফিরের দো'আ সাধারণত বেশি কবুল হয় এবং তার মাথার চুল এলোমেলো শরীর ধুলায় ধূসরিত। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হস্ত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছেন। কিন্তু খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারামই সে খেয়ে থাকে। এই ব্যক্তির দোয়া কিরূপে গৃহতি হতে পারে? -(মুসলিম)

এমন এক যুগ আসবে যখন মাল হারাম হবে

হাদীস : ২৬৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে যে, কেউ পরওয়া করবে না- কি উপায়ে মাল লাভ করল, হারাম উপায়ে না হালাল উপায়ে। -(বোখারী)

হারাম সম্পদ দান করা যায় না

হাদীস : ২৬৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন বান্দা হারাম উপার্জিত অর্থ দান-খয়রাত করল তা কবূল হবে না এবং তা নিজ কার্যে ব্যয় করলে বরকত লাভ হবে না। আর ঐ ধন তার উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে তার জন্য দোযখের পুঁজি হবে।

আল্লাহ তায়ালা মন্দের দ্বারা মন্দ কাটেন না। অর্থাৎ হারাম মাল দান করায় গোনাহ মাফ করে না। হাঁ, ভাল দ্বারা মন্দ কেটে থাকেন অর্থাৎ হালাল মাল দান করায় গোনাহ মাফ করেন, খারাপ খারাপকে বিদূরিত করতে পারে না।

-দ্বঈফ (৫২৮) —(আহমদ ও শরহে সুন্নাহ)

হারাম সম্পদ দিয়ে গঠিত শরীর দোযখে যাবে

হাদীস : ২৬৩৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য দোযখই সমীচীন।

—(আমহদ, দারেমী ও বায়হাকী শো'আবুল ঈমান)

তিনটি ব্যবসা করা নিষেধ

হাদীস : ২৬৩৫ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, নিশ্চয়ই কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে, ব্যভিচারের বিনিময় হতে এবং জ্যোতিষীদের ভেট করা হতে। —(বোখারী ও মুসলিম)

সুদ গ্রহণ, তিনটি বিক্রয় ও চিত্রকর্ম সম্পর্কে নিষেধ

হাদীস : ২৬৩৬ ॥ হযরত আবু জোহায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন–রক্ত বিক্রয়ের বিনিময় হতে, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে, ব্যভিচার বা যেনার বিনিময় হতে এবং তিনি লানত করেছেন, সুদ গ্রহীতার প্রতি ও সুদ দাতার প্রতি। তিনি আরও লানত করেছেন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে দেহের কোন অংশে নাম বা চিত্র ইত্যাদি উৎকীর্ণ করে এবং যে উৎকীর্ণ করায়। এতদ্ভিন্ন ছবি অঙ্কনকারীর প্রতিও লানত করেছেন। —(বোখারী)

কতিপয় ব্যবসা হারাম

হাদীস : ২৬৩৭ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই তিনি শুনেছেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের বৎসর মক্কায় অবস্থানকালে বলছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল হারাম করে দিয়েছেন মদ বিক্রি করা, মৃত জীব বিক্রি করা, শূকর বিক্রি করা এবং কোন প্রকার মূর্তি বিক্রি করা। রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মৃত জীবের চর্বি নৌকায় লাগানো হয়। বিভিন্ন চর্ম-বস্তুতে লাগানো হয় এবং লোকেরা তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে, তা বিক্রয় সম্পর্কে আপনার কি সিদ্ধান্ত? রাসূল (স) বললেন তাও বিক্রি করা যাবে না, তাও হারাম। সেই সঙ্গে তিনি এও বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের ধ্বংস করুন, তাদের জন্য যখন (হালাল যবাহ কৃত জীবেরও) চর্বি আল্লাহ হারাম করলেন, তখন তারা তাকে গলিয়ে বিক্রি করল এবং তার মূল্য ভোগ করল। —(বোখারী ও মুসলিম)

চর্বির ব্যবহার করা হারাম

হাদীস : ২৬৩৮ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন; চর্বি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। অতপর তারা ঐরূপ চর্বি গলিয়ে বিক্রি করেছে। —(বোখারী ও মুসলিম)

বিড়াল বিক্রয়ের মূল্য হারাম

হাদীস : ২৬৩৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন- কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে এবং বিড়াল বিক্রয়ের মূল্য হতে। —(মুসলিম)

সিংগা লাগানোর ব্যবসা হালাল

হাদীস : ২৬৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আবু তায়বা নামক এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর বদন মোবারকে সিংগা লাগালেন। রাসূল (স) পৌনে চার সের খোরমা তাকে দেওয়া জন্য আদেশ করলেন। তার আরও উপকার করলেন যে, মালিক পক্ষকে বলে দিলেন, তার উপর ধার্যকৃত জিজিয়া করের পরিমাণ কম করে দিতে।

—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের উপার্জন পিতা-মাতারই উপার্জন

হাদীস : ২৬৪১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিজ উপার্জনের আহার সর্বোত্তম আহার। অবশ্য তোমাদের সন্তানও নিজ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। —(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

মদ বিষয়ে আল্লাহর লানত

হাদীস : ২৬৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার লানত মদের উপর, মদ পানকারীর উপর, যে মদ পান করায় তার উপর, মদ বিক্রেতার উপর, মদ ক্রেতার উপর, মদ প্রস্তুতকারীর উপর, মদের ফরমায়েশ দাতার উপর, মদ বহনকারীর উপর এবং যার প্রতি বহন করা হয় তার উপর। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

সিংগা লাগানোর বিনিময় ব্যবহার করা যায় না

হাদীস : ২৬৪৩ ॥ হযরত মোহায়্যেসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন – রাসূল (স)-এর কাছে সিংগা লাগানোর কার্যের পারিশ্রমিক ভোগ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূল (স) তাকে নিষেধ করলেন, তিনি বারবার অনুমতি চাইতে লাগলেন। অবশেষে রাসূল (স) বললেন, ঐ আয় তোমার পনি বহনের উট এবং তোমার গোলামের খাদ্যের জন্য ব্যয় কর। -(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

কুকুর বিক্রি ও গানের উপার্জন অবৈধ

হাদীস : ২৬৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে এবং গানের উপার্জন হতে। -(শরহে সুন্নাহ)

মনে যেটা সন্দেহ হয় তা বাদ দেওয়া উচিত

হাদীস : ২৬৪৫ ॥ হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-এই বাণীটি আমি ভালভাবে স্মরণ রেখেছি যে, যে কাজে মনে খটকা লাগে, সেই কাজ পরিহার করে খটকাহীন কাজ অবলম্বন কর। সত্য ও শুদ্ধের ক্ষেত্রে দ্বিধা সৃষ্টি হয় না, মিথ্যা ও অশুদ্ধের ক্ষেত্রেই দ্বিধার সৃষ্টি হয়। -আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

ভাল কাজে অন্তর সঠিক থাকবে

হাদীস : ২৬৪৬ ॥ হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বদ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি এসেছ ভাল ও মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। আমি আরয করলাম হাঁ, তাই। (রাবী বলেন) তখন রাসূল (স) নিজের হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে তাঁর বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার মনকে জিজ্ঞেস কর, তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস কর। এই কথা তিনবার বলার পর বললেন, ভাল ও নেক কাজে মন স্থির থাকবে, অন্তর শান্ত ও দ্বিধামুক্ত থাকবে। মন্দ ও গোনাহের কাজে মনে খট্‌কা লাগবে, অন্তরে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি হবে। যদিও জনগণ তার পক্ষে মত প্রকাশ করে। -(আহমদ ও দারেমী)

গোনাহের কাজ থেকে এড়িয়ে চলা উচিত

হাদীস : ২৬৪৭ ॥ হযরত আতিয়্যা সাদী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা মোত্তাকী-পরহেযগারের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে গোনাহহীন কাজকেও এড়িয়ে চলে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মদ বিষয়ে দশজনের প্রতি লানত

হাদীস : ২৬৪৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মদ্য সংশ্লিষ্ট দশজনের প্রতি লানত করেছেনঃ ১. যে মদ তৈরি করে, ২. যে মদ তৈরির ফরমায়েশ দেয়, ৩. যে মদ পান করে, ৪. যে মদ বহন করে, ৫. যার প্রতি মদ বহন করা হয়, ৬. যে মদ পান করায়, ৭. যে মদন বিক্রি করে, ৮. যে উহার মূল্য ভোগ করে, ৯. যে মদ ক্রয় করে, ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

গায়িকা ও গান ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ

হাদীস : ২৬৪৯ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় করো না, উহার মূল্য হারাম। তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। এই শ্রেণীর কার্য যারা করে তাদের সম্পর্কেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে ومن الناس من يشترى لهو الحديث এক শ্রেণীর লোক আছে যারা অহেতুক কথা ক্রয় করে, তাদের জন্য লাঞ্ছনাময় আযাব রয়েছে। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হালাল রোজগার করা ফরয

হাদীস : ২৬৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অন্যান্য ফরযের ন্যায় হালাল কামাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণও একটি ফরয। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমান)

হারাম দ্বারা তৈরি দেহ বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ২৬৫১ ॥ হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে দেহ হারাম দ্বারা প্রতিপালিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমান)

হারামের দ্বারা ক্রয়কৃত কাপড় পরিধানে থাকলে ইবাদত হবে না

হাদীস : ২৬৫২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দশ মুদ্রায় একটি কাপড় ক্রয় করছে, যার মধ্যে একটি মুদ্রা হারাম ছিল। যতক্ষণ ঐ কাপড়টি তার পরনে থাকবে, ততক্ষণ তার সালাত কবূল হবে না। ইবনে ওমর (রা) এই বিবরণ দানের পর তাঁর দুই কানে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, আমার কান দুটি বধির হয়ে যাবে যদি এই বর্ণনা আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনে না থাকি। -(আহমদ, বায়হাকী শোআবুল ঈমান)

কোরআন লিখিত মজুরী নেওয়া জায়েয

হাদীস : ২৬৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণি্ত, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হল কোরআন শরীফ লেখার মজুরি বা পারিশ্রমিক নেওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, তাতে কোন দোষ নেই, তারা তো অক্ষর সমূহের নকশা অঙ্কন করে নিজ হাতের উপার্জন খেয়ে থাকে। -(রযীন)

হালাল দ্রব্যের ব্যবসা উত্তম

হাদীস : ২৬৫৪ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, একদা জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? রাসূল (স) বললেন, হাতের কাজ এবং হালাল ব্যবসার উপার্জন। -(আহমদ)

হালাল পথে সম্পদ অর্জন করতেই হবে

হাদীস : ২৬৫৫ ॥ হযরত আবু বকর ইবনে আবী মারইয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত মেকদাম ইবনে মা'দীকারেব (রা)-এর একটি দাসী ছিল। সে দুধ বিক্রি করত এবং মেকদাম (রা) তার মূল্য গ্রহণ করতেন। তাঁর কেউ বলল, সোবহানাল্লাহ! আপনি দুধ বিক্রি করে পয়সা নিয়ে থাকেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাতে কোন দোষ নেই। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি লোকদের সামনে এমন যুগ আসবে যখন টাকা-পয়সা ব্যতিরেকে কোন উপায় থাকবে না। -(আহমদ)

রোজগারের পথ পরিবর্তন করা উচিত নয়

হাদীস : ২৬৫৬ ॥ হযরত নাফে (রা) বলেন, আমি সিরিয়া এবং মিসরে ব্যবসার মাল চালান দিতাম, এবার আমি ইরাকে মাল চালান দিলাম। অতপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আমি তো সিরিয়ায় মাল চালান দিতাম, এবার ইরাকে মাল চালান দিয়েছি। তিনি বললেন, এইরূপ করবে না, তোমার পুরাতন ব্যবসাস্থলে কি হয়েছে? আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি- তোমাদের কারও রিযিক আল্লাহ তা'আলা এক সূত্রে দিতে থাকলে যতদিন না তা অচল বা অসুবিধাজনক হয়ে যায়, তাকে ত্যাগ করতে নেই। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

জ্যোতিষীদের উপার্জন হারাম

হাদীস : ২৬৫৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রা)- এর একটি গোলাম ছিল, সে তাঁর জন্য রোজগার করত এবং তিনি তার উপার্জন খেতেন। একদা সে কোন বস্তু নিয়ে এলো, আবু বকর (রা) খাইলেন। গোলাম তাঁকে বলল, আপনি জানেন– ইহা কীভাবে উপার্জিত? আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীভাবে উপার্জিত? সে বলল, ইসলাম পূর্ব সময়ে আমি এক ব্যক্তির জন্য গণনা করেছিলাম অথচ আমি গণনার কাজও জানতাম না। আমি তার ভান করে ঐ ব্যক্তিকে ঠকিয়ে ছিলাম মাত্র। ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আজ আমার সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে সেই গণনাকার্যের বিনিময়ে এই বস্তু দান করেছে। আপনি তাই খেয়েছেন।

এই কথা শোনামাত্র আবু বকর (রা) গলার ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পেটের সমুদয় বস্তু বমি করে ফেলে দিলেন। -(বোখারী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিক্রয়ের ব্যাপারে সহনশীলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাওনাদারের প্রতি সহনশীল থাকতে হবে

হাদীস : ২৬৫৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ রহমত করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে সহনশীল হয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রাপ্য ওয়াসিলের তাগাদা করার ক্ষেত্রে। -(বোখারী)

ব্যবসার মধ্যে খাতকের প্রতি সহানুভূতি থাকলে মুক্তি লাভ হয়

হাদীস : ২৬৫৯ ॥ হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তির কাছে মালাকুল মউত রূহ কবজ করার জন্য উপস্থিত হলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে কোন বিশেষ নেক আমাল করেছে কি? সে বলল, আমার স্মরণ নেই। বলা হল, চিন্তা কর। অতপর সে বলল, ঐরূপ কোন কাজই স্মরণ আসে না একটি কাজ ব্যতীত যে, দুনিয়ার জীবনে আমি লোকেদের সঙ্গে ব্যবসা করতাম। ব্যবসা ক্ষেত্রে আমি লোকেদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতাম। আমার খাতক ধনী হলেও আমি তাকে সময় দান করতাম। আর খাতক যদি গরীব হত, তবে আমি তাকে আমার প্রাপ্য মাফ করে দিতাম। এই আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে বেহেশেত দান করেছেন। -বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় সাহাবী ওকবা ইবনে আমের (রা) এবং আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে উক্ত বিবরণ বর্ণিত আছে। তাতে উল্লেখ আছে– ঐ ব্যক্তির উক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন– আমার এই বান্দার প্রতি তোমরা ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রকাশ কর।

অধিক কসম করা উচিত নয়

হাদীস : ২৬৬০ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ব্যবসার মধ্যে অধিক কসম খাওয়া হতে সতর্ক থাক। তার দ্বারা মাল বেশি বিক্রি হয়, কিন্তু বরকত বিনষ্ট হয়ে যায়। –(মুসলিম)

কসম করে মাল বিক্রি করলে বরকত কমে যায়

হাদীস : ২৬৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)- কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, অধিক কসম খাওয়া মালের কাটতি বাড়ে তবে বরকত দূর করে দেয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি উপকার করে খোটা দেয় সে দোযখী হবে

হাদীস : ২৬৬২ ॥ হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত একদা রাসূল (স) বললেন, তিন প্রকার মানুষ আছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কোন কথা বললেন না, তাদের প্রতি রহমতের (করুণার) দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পাক-সাফ করবেন না। আর তাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব নির্ধারিত রয়েছে।

আবু যর (রা) এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাদের জন্য তো অধঃপতন ও ধ্বংস, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? রাসূল (স) বললেন, (১) যে ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিটে নিচে পৌছায় (২) যে ব্যক্তি উপকারের খোঁটা দেয়, (৩) আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দিয়ে নিজের মাল চালু করার চেষ্টা করে। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমানতদার ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীগণ নবী ও সিদ্দিকগণের দলভুক্ত

হাদীস : ২৬৬৩ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন সত্যবাদী আমানতদার, বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন, নবী সিদ্দীক ও শহীদগণের দলে থাকবেন। –((তিরমিযী, দারেমী ও দারে কুতনী। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

ব্যবসার মধ্যে বেহুদা কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ২৬৬৪ ॥ হযরত কায়স ইবনে আবী গারাযা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সময়ে (প্রথম দিকে) আমাদের (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়কে সামাসেরাহ (দালাল সম্প্রদায়) বলে আখ্যায়িত করা হত। একদা রাসূল (স) আমাদের কাছে দিয়ে যাবার সময় উক্ত আখ্যা অপেক্ষা সুন্দর ও উত্তম আখ্যায় আমাদের আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন, হে তাজের সম্প্রদায় (ব্যবসায়ীগণ!) ব্যবসাকার্যে বেহুদা কথা এবং অপ্রয়োজনীয় কসম করা হয়ে থাকে। তার প্রায়শ্চিত্তে তোমরা ব্যবসা করার সঙ্গে সদকা-দান-খয়রাতও বিশেষভাবে করিও। –(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

উত্তম ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের ময়দানে উচ্চ মর্যাদা পাবে

হাদীস : ২৬৬৫ ॥ হযরত ওবায়দা ইবনে রেফাআ (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (স) বলেছেন, ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিবসে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে ফাসেক-ফাজের বদকার দলরূপে, অবশ্য যেসব ব্যবসায়ী মোত্তাকী পরহেযগার হন, নেককার হন এবং সত্যবাদী হন তাঁরা ঐরূপে হবেন না। –(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারে... বায়হাকী এই হাদীসটিকে হযরত বারা (রা) থেকে শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন এই হাদীসটি হাসান সহীহ।)

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয়ে স্বাধীনতার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রয় বিক্রয়ে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে

হাদীস : ২৬৬৬ ॥ হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তাদের একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর তথা বিক্রীত বস্তু এবং তার মূল্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে দেওয়া হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বলতে হয়, ধোঁকা দেবেন না

হাদীস : ২৬৮৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি মহানবী (স)-এর কাছে আরয করল, আমি ক্রয়-বিক্রয় করলে ঠকে যাই; নবী (স) তাকে বললেন, ক্রয়-বিক্রয়কালে তুমি বলে দেবে ধোঁকা দেবেন না। (আমার অবকাশ থাকল ক্রয় বা বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার।) সে মতে ঐ ব্যক্তি ক্রয় বা বিক্রয় করতে হলে ঐরূপ বলে দিত। -(বোখারী ও মুসলিম)

ক্রেতা যদি বলে গ্রহণ করলাম তবে ক্রয় বিক্রয় সঠিক

হাদীস : ২৬৬৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকে একজন অপরজনকে ক্রয় বা বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। অবশ্য পৃথক না হয়েও যদি একজন বলে গ্রহণ করলেন তো? তদুত্তরে অপরজন বলল, গ্রহণ করলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় আছে- ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করে, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্যই অবকাশ থাকে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ না তার একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যায়, কিম্বা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়। ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণ করার কথা বলে নিলে সে ক্ষেত্রে পৃথক হওয়ার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের অবকাশ থাকবে না।

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে- ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য অবকাশ থাকে প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ না একে অপর থেকে পৃথক হয় বা গ্রহণ করার কথা বলে নেয়। বোখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণনায় কিংবা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়, বাক্যের পরিবর্তে রয়েছে বা একজন অপরজনকে বলে, গ্রহণ কর। অপরজন বলে গ্রহণ করলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে

হাদীস : ২৬৬৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়। অবশ্য যদি গ্রহণ করার কথাও হয়ে থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতা কারও জন্য সঙ্গ নয় যে, অপরজন হতে দ্রুত পৃথক হয়ে যায় শুধু এই ভয়ে যে, সে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করে নাকি। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ক্রেতা ও বিক্রেতা সন্তুষ্ট হলে কেনা-বেচা শুদ্ধ হবে

হাদীস : ২৬৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা বা বিক্রেতা তাদের উভয়ের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে পৃথক হয়ে যাবে না। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রয় বিক্রয়ে অবকাশ দিতে হয়

হাদীস : ২৬৭১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এক বেদুঈনকে বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পরে অবকাশ দিয়েছেন। -(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ গরীব।)

চতুর্থ অধ্যায়

সুদ সম্পর্কিত বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিনিময়ে পরিমাণ সঠিক হতে হবে

হাদীস : ২৬৭২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে পরিমাণের সমতা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না, এক দিকে অপর দিকে অপেক্ষা বেশি করো না। রূপা রূপার বিনিময়ে পরিমাণের সমতা ব্যতিররেকে বিক্রি করো না; এক দিকে অপর দিক অপেক্ষা বেশি করো না। আর উল্লিখিত বস্তুদ্বয়ে উধারের বিনিময়ে নগদের সাথে করো না। -(বোখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে-স্বর্ণের এবং রূপার বিনিময়ে রূপা উভয় দিকের বস্তু ওজন করা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না।

খাদ্য বস্তুর বিনিময় পরিমাণ সমান হতে হবে

হাদীস : ২৬৭৩ ॥ হযরত মামার ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনলাম, খাদ্য-বস্তুর সাথে খাদ্য-বস্তুর বিনিময়ে পরিমাণের সমতা হতে হবে। -(মুসলিম)

নগদ লেনদেন না হলে বস্তু সুদী মালে পরিণত হবে

হাদীস : ২৬৭৪ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। রূপার বিনিময়ে রূপার সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়ত তবে তা সুদী লেনদেন হবে। যবের বিনিময় যবের সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে। খুর্মার বিনিময়ে খুর্মার সাথে যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

যে সুদ খায় এবং যে সুদ দেয় উভয়েই গোনাহগার

হাদীস : ২৬৭৫ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) লা'নত করেছেন যে সুদ খায় তার প্রতি, যে সুদ দেয় তার প্রতি, যে সুদের দলিল লেখে তার প্রতি, যে দুই জন সুদের সাক্ষী হয় তাদের প্রতি। রাসূল (স) এটাও বলেছেন যে, গোনাহগার সাব্যস্ত হওয়ায় তারা সকলেই সমান। -(মুসলিম)

স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করতে হয়

হাদীস : ২৬৭৬ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূ (স) বলেছেন, স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খুর্মা খুর্মার বিনিময়ে, নিমক নিমকের বিনিময়ে আদান-প্রদান করা হলে সমান সমান ও সমপরিমাণ হতে হবে এবং উভয় দিক থেকে উপস্থিত যখন তখন আদান প্রদান হতে হবে। অবশ্য এই সব বস্তুর বিনিময়ে যদি এক জাতীয় বস্তু অপর জাতীয় বস্তুর সাথে হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা পরিমাণ যা ইচ্ছা নির্ধারিত করতে পার। যদি উভয় পক্ষ হতে উপস্থিত আদান-প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। -(মুসলিম)

কিসে সুদ হয় আর কিসে হয় না

হাদীস : ২৬৭৭ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রূপা রূপার বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খুর্মা খুর্মার বিনিময়ে, নিমেক নিমকের বিনিময়ে লেনদেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণের সমতা এবং উপস্থিত আদান-প্রদান করতে হবে। বস্তু বিনিময়ে উভয় পক্ষ হতে উপস্থিত আদান-প্রদান ও নগদ লেনদেনের আবশ্যক শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে বিনিময়ের বস্তুদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন জাতের হয়েও শরীয়াতের দৃষ্টিতে মাপ-প্রাণালীতে শরীঅতের কাছে সবগুলোই এক শ্রেণীভুক্ত তথা ধামার মাপ শ্রেণীভুক্ত। তদ্রূপ স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু মাপ-প্রণালীতে উভয়টিই এক শ্রেণীভুক্ত, যথা-নিক্তির মাপ শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং গম যবের বা খুর্মার সাথে, যব খুর্মার সাথে এবং স্বর্ণ রৌপ্যের সাথে বিনিময় করা হলে সেই ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উভয় পক্ষ থেকে উপস্থিত আদান-প্রদান ও নগদ লেনদেন হতে হবে। নতুবা সুদী লেনদেনে পরিগণিত হয়ে হারাম সাব্যস্ত হবে। হ্যাঁ, স্বর্ণ রূপার সাথে গম যব কিংবা খুর্মার বিনিময় হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতারও প্রয়োজন নেই এবং উভয় পক্ষের নগদ লেনদেনেরও প্রয়োজন নেই। আর সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে যে ব্যক্তি বেশি দেবে বা বেশি গ্রহণ করবে সে সুদ লেনদেনকারী সাব্যস্ত হবে। -(মুসলিম)

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য সমপরিমাণ বিনিময় করতে হবে

হাদীস : ২৬৭৮ ॥ হযরত আবু সায়ীদ (রা) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে খায়বর এলাকায় চাকরি দিলেন। ঐ ব্যক্তি সেখান থেকে খুব ভাল খুর্মা নিয়ে এল। তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন খায়বরের সব খুর্মাই কি এইরূপ উত্তম হয়? ঐ ব্যক্তি বলল না ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এইরূপ এক ছা খুর্মা খারাব দুই ছা খুর্মার বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। কিংবা ভাল দুই ছা খারাব তিন ছার বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি।

রাসূল (স) বললেন, এইরূপ বিনিময় করো না, বরং খারাব খুর্মা মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি কর, অতপর ঐ মুদ্রা দ্বারা ভাল খুর্মা ক্রয় কর। রাসূলুল্লাহ এটাও বললেন, বাটখারায় ওজন করা বস্তুনিচয় সম্পর্কেও ঐ বিধানই। -(বোখারী ও মুসলিম)

একই বস্তু পরিমাপে কম বেশি করা যাবে না

হাদীস : ২৬৭৯ ॥ হযরত আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা বেলাল (রা) রাসূল (স)-এর কাছে বর্নী (এক প্রকার) খুর্মা নিয়ে এলেন। রাসূল (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এই প্রকার খুর্মা কোথা হতে পেলে? তিনি বললেন, আমার কিনট খারাব খুর্মা ছিল আমি তা দুই ছা প্রায় আট সের এই খুর্মা এক ছা প্রায় চার সের এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি।

একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ওহ! এ তো প্রকৃত সুদী লেনদেন হয়েছে। ওহ! তো সুদী লেনদেন হয়েছে। এইরূপ করো না। বরং তুমি এই মন্দ খুর্মা পরিমাণে বেশি দিয়ে কম পরিমাণে উত্তম খুর্মা লাভ করতে চাইলে মুদ্রার বিনিময়ে মন্দ খুর্মা ভিন্নভাবে বিক্রয় করবে, অতপর সেই মুদ্রায় উত্তম খুর্মা ক্রয় করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

গোলামের বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৬৮০ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, একজন ক্রীতদাস মদীনায় এসে পৌছল এবং যে হিজরত করে সব সময়ের জন্য মদীনায় অবস্থান অবলম্বন করবে- এই অঙ্গীকারের উপর রাসূল (স) হস্তেদীক্ষা গ্রহণ করল। তার ক্রীতদাস হওয়া রাসূল (স)-এর কাছে প্রকাশ পায় নাই।

ইতিমধ্যেই ঐ ক্রীতদাসের মনিব রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং তাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। রাসূল (স) অনুরোধ করলেন, ক্রীতদাসটি আমার কাছে বিক্রি করে ফেল। সে মতে তিনি তাকে দুইটি হাবশী ক্রীতদাসের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন। এই ঘটনার পর রাসূল (স) কারও ঐরূপ দীক্ষা মঞ্জুর করতেন না যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করতেন তুমি ক্রীতদাস না মুক্ত। -(মুসলিম)

ওজন কৃত মাল ওজন ছাড়া মালের সাথে বিনিময় করা যায় না

হাদীস : ২৬৮১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এইরূপ নিষেদ করেছেন যে, একদিকে খুর্মার একটি স্তুপ যা ধামা দ্বারা পরিমাণ করা হয় নাই, অপর দিকেও খুর্মা নির্দিষ্ট পরিমিত। -(মুসলিম)

স্বর্ণের মালার মধ্যে খাদ থাকলে আলাদাভাবে ধরতে হবে

হাদীস : ২৬৮২ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে আবু ওবায়দা (রা) বলেন, আমি খায়বর বিজয়ের সময় একটি মালা ক্রয় করলাম বার দীনার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে; ঐ মালায় স্বর্ণ দানাও ছিল এবং পুঁতিও ছিল। আমি স্বর্ণদানাগুলো ভিন্ন করে দেখলাম, বারো দিনার পরিমাণের চেয়ে বেশি। আমি ঐ ক্রয় সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এইরূপ ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে স্বর্ণকে লক্ষ্য করা ব্যতিরেকে ক্রয় বিক্রয় জায়েয নয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন সময় আসবে যখন প্রত্যেক লোক সুদ খাবে

হাদীস : ২৬৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, লোকদের উপর এমন যুগ আসবে যখন একটি লোকও সুদের ব্যবহার থেকে অব্যাহতি পাবে না। সে সরাসরি না খেলেও সুদের ধোঁয়া বা ধুলা তাকে স্পর্শ করবেই। -(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)- যঈফ (৫৭৪)

গমের বিনিময়ে গম ক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৬৮৪ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খুর্মার বিনিময়ে খুর্মা, নিমকের বিনিময়ে নিমক বিক্রি করো না – যতক্ষণ না উভয় দিকের বস্তু সমপরিমাণের হয়, উভয় দিক হতে নগদ লেনদেন হয় এবং উস্থিত মজলিসে হস্তগত হয়। হ্যাঁ, রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ, স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে গম, গমের বিনিময়ে যব, নিমকের বিনিময়ে খুর্মা, খুর্মার বিনিময়ে নিমক উভয়পক্ষ হতে উপস্থিত আদান-প্রদানে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে পার। -(শাফেঈ)

খেজুরের পরিবর্তে সমপরিমাণ খুর্মা ক্রয় করা যাবে না

হাদীস : ২৬৮৫ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল- পাকা খেজুরের বিনিময়ে খুর্মা ক্রয় করা সম্পর্কে। তিনি বললেন, পাকা খেজুর শুকালে নিশ্চয় ঘাটতি হয়। প্রশ্নকারী বলল হ্যাঁ, সে মতে তিনি ঐরূপ ক্রয় করতে নিষেধ করলেন। -(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

জীবের বিনিময়ে গোশত বিক্রি নিষেধ

হাদীস : ২৬৮৬ ॥ তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) নিষেধ করেছেন-জীবের বিনিময়ে গোশত বিক্রি করতে। তাবেয়ী সায়দি (রা) বলেছেন, অন্ধকার যুগে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিল, তাতে ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় হত। -(শরহে সুন্নাহ)

শিকারী জীবের দ্বারা জীব ধরে বিক্রি করা নিষেধ

হাদীস : ২৬৮৭ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) নিষেধ করেছেন – শিকারী জীবের বিনিময়ে জীব ধরে বিক্রি করতে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

যুদ্ধের জন্য উট ধার করা যায়

হাদীস : ২৬৮৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) তাঁকে একটি অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ করেছিলেন। উহা প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় উটের অভাব হয়ে পড়ল। তখন রাসূল (স) তাঁকে আদশে করলেন, সদকার উট ধরা নেওয়ার। সেমতে তিনি সদকার উট সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে এক একটি উট দুই দুইটি উটের বিনিময়ে গ্রহণ করলেন। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনের মধ্যেও অনেক সময় সুদ হয়ে যায়

হাদীস : ২৬৮৯ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, শুধু ধারের কারণেও সুদ হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে-উপস্থিত আদান-প্রদান ক্ষেত্রে সুদ হয় না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সুদ যে পরিমাণ হোক না কেন তা হারাম

হাদীস : ২৬৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ (রা) যিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসল প্রদত্ত হযরত হান্‌যালার পুত্র- তিনি বলেন রাসূল (স) বলেছেন, সুদের মাত্র একটি রৌপ্য মুদ্রাও যে ব্যক্তি জেনে শুনে খায়, তার গোনাহ্ ছত্রিশবার যেনা করা অপেক্ষা বেশি হয়। আহমদ, দারে কুতনী এবং বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে এই হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত এটাও আছে- রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তার জন্য দোযখই অধিক শ্রেয়।

–সুদের সবচেয়ে কম গোনাহ মায়ের সাথে যেনা করা

হাদীস : ২৬৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সুদের গোনাহ সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তির নিজের মাকে বিয়ে করে।

সুদের মাধ্যমে সম্পদ বেশি হলেও গরীব থাকবে

হাদীস : ২৬৯২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূর (স) বলেছেন, সুদের দ্বারা সম্পদ বেশি হলেও পরিণামে অভাব আসবে। -উক্ত হাদীস দুইটি রেওয়ায়েত করেছেন ইবনে মাজাহ্ এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে, আর ইমাম আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন শেষের হাদীসটি।

সুদখোরদের পেটে সাপ থাকে

হাদীস : ২৬৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন এক শ্রেণীর লোকদের কাছে পৌছালাম যাদের পেট ঘরের ন্যায় বড় এবং তার ভিতরে বহু সাপ রয়েছে যা বের হতে দেখা যায়। আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম -হে জিবরাঈল! এরা কোন লোক? তিনি বললেন, এরা সুদখোর।

-(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)।

সুদের সব কারবারের প্রতি রাসূল (স) অভিশাপ দিয়েছেন

হাদীস : ২৬৯৪ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে অভিমাপ দিতে শুনেছেন- সুদখোরদের প্রতি এবং সুদ প্রদানকারীর প্রতি এবং সুদের ঋণপত্র লেখকের প্রতি। আরও অভিশাপ দিয়েছেন দান-খয়রাতে বাধাদানকারীর প্রতি। আর তিনি নিষেধ করেছেন মৃতের জন্য বিলাপ করা কাঁদা থেকে। -(নাসাঈ)।

সুদের সন্দেহ হলে তা পরিত্যাগ করতে হবে

হাদীস : ২৬৯৫ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, সুদ হারাম হওয়ার আয়াতই শেষ আয়াত এবং রাসূল (স)-এর তিরোধান হয়েছে গিয়েছে অথচ সুদের পূর্ণ বিবরণ তিনি আমাদের সম্মুখে রেখে যাননি। সুতরাং তোমরা কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত সুদ এবং যে যে ক্ষেত্রে সুদের কোন প্রকার সন্দেহ হয় সবই তোমরা বর্জন করবে।

.-(ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ঋণগ্রহিতার কোন সুযোগ সুবিধা ঋণদাতা নিতে পারবে না

হাদীস : ২৬৯৬ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ধার দেয়, অতপর ধারগ্রহীতা যদি দাতাকে কোন হাদিয়া বা উপহার দেয়, তবে উহা গ্রহণ করবে না। যদি গ্রহীতা তার যানবাহনের উপর ধারদাতাকে বসাতে চায় তবে তার উপর বসবে না। অবশ্য যদি ধার নেওয়ার পূর্ব হতে তাদের মধ্যে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। -(ইবনে মাজাহ আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) -২৮৫০(৫৮৭)

ঋণদাতা উপঢৌকন দিলে সুদের মধ্যে গণ্য হয়

হাদীস : ২৬৯৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ধার দিলে ধারদাতা ধারগ্রহীতার কাছে থেকে কোন উপহার বা হাদিয়া গ্রহণ করবে না। -বোখারী)

সুদের এলাকায় বসবাস করা উচিত নয়

হাদীস : ২৬৯৮ ॥ তাবেয়ী হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা (রা) বলেন, একবার আমি মদীনায় এসে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এমন এলাকায় বাস কর যেখানে সুদের প্রচলন বেশী। অতএব কারও উপর যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে-যে যদি তোমাকে এক বোঝা খড়, এক গাটরি যব বা ঘাসের একটি বোঝাও উপঢৌকন দেয়, হা গ্রহণ কওি না, উহা সুদে পরিগণিত হবে। -(বোখারী)

পঞ্চম অধ্যায়

নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফল গাছে থাকতে বিক্রি নিষেধ

হাদীস : ২৬৯৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন- মোযাবানা রকমের ক্রয়-বিক্রয় থেকে। তা খেজুরের মধ্যে, এইরূপ-বাগানে গাছের মাথায় খেজুর রয়েছে; তাকে অনুমান করা যে, বৃক্ষ থেকে ছিন্ন করে শুকালে এতে কি পরিমাণ খুর্মা হবে। সে মতে মেপে ঐ পরিমাণ খুর্মা প্রদান করা তার বিনিময়ে বৃক্ষের খেজুর বৃক্ষে রেখে ক্রয় করা।

এটা আঙ্গুরের মধ্যে, এমন- বাগানে গাছে আঙ্গুর রয়েছে, তাকে অনুমান করা যে, শুকালে কি পরিমাণ কিশমিশ হতে পারে। সে মতে মেপে ঐ পরিমাণ কিশমিশ প্রদান করে তার বিনিময়ে গাছের আঙ্গুর ক্রয় করা।

তা শস্যের মধ্যে, এমন- খেতে শস্য আছে,তাকে অনুমান করা যে, এতে খাদ্য কি পরিমাণ হবে, মেপে সে পরিমাণে ঐ জাতীয় খাদ্য প্রদান করা খেতের শস্য ক্রয় করা। এসব হতে তিনি নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

উভয়ের অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন- মোযাবানা রকমের ক্রয়-বিক্রয় হতে। তিনি আরও বলেছেন- মোযাবানা এই যে, বৃক্ষের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা অনুমাণে বিক্রি করা এবং নির্ধারিত পরিমাণে মাপা খুর্মার বিনিময়ে। এই সাব্যস্তে যে, গাছের খেজুরের উৎপন্ন খুর্মা অনুমাণ হতে কম হওয়ায় প্রদত্ত খুর্মা তা অপেক্ষা যদি বেশি হয়, তবে তার আমার তথা বিক্রেতার লাভ গণ্য হবে। অর্থাৎ অতিরিক্তটা ফেরত দেওয়া হবে না। আর উৎপন্ন খুর্মা অনুমান হতে বেশি হওয়ায় প্রদত্ত খুর্মা তা অপেক্ষা যদি কম হয়, তবে তা আমারই ক্ষতি গণ্য হবে অর্থাৎ ক্রেতার কাছে তা পূরণের দাবী করব না।

শস্য জমিতে থাকা অবস্থায় অনুমাণে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭০০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন- মোখাবারা থেকে, মোহাকালা থেকে এব মোযাবানা থেকে।

মোহাকালা অর্থ খেতের শস্য বিশ মণ প্রস্তুত গমের বিনিময়ে বিক্রি করা। মোযাবানা অর্থ খেজুর গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা বিশ মণ খুর্মার বিনিময়ে বিক্রি করা। মোখাবারা অর্থ তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া। -(মুসলিম)

অনুমাণে শস্য বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭০১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, মোহাকালা, মোযাবানা, মোখাবারা ও মোআওয়ামা থেকে এবং নিষেধ করেছেন, কিছু অংশ বাদ দেওয়া থেকে। আর আরাওয়া'কে জায়েয বলেছেন। −(মুসলিম)

গাছের খুর্মার পরিবর্তে নিচের তৈরি খুর্মার বিনিময় নিষেধ

হাদীস : ২৭০২ ॥ হযরত সাহ্ল ইবনে আবু হাসমা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন. তৈরি খুর্মার বিনিময়ে খেজুর ফল বিক্রি করতে। অবশ্য আরিয়্যার অনুমতি দিয়েছেন। আরিয়্যা বলে ফলকে অনুমান করে বিক্রি করা। সেই অনুমাণ অনুসারে খুর্মা দেবে। আরিয়্যার ফলের ক্রেতা তা পাকা ও তাজা অবস্থায় খাবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

পাঁচ আছকের কম হলে বিক্রয় বৈধ

হাদীস : ২৭০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) অনুমতি দিয়েছেন, আরিয়্যা শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়, তাতে ফলের অনুমাণে খুর্মার বিনিময়ে, যা সাধারণত পাঁচ আছকের কমের মধ্যে হয়ে থাকে; অথবা বলা হয়েছে− পাঁচ আছকের মধ্যে হয়ে থাকে। −(বোখারী ও মুসলিম)

গাছের ফল খাওয়ার উপযোগী না হলে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন- গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে, যাবৎ না তা উপযোগী হয়। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে-রাসূল (স) নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে, যতক্ষণ না তাতে লাল বা হলুদ বর্ণন আসে এবং গম যব ইত্যাদি। শীষ জাতীয় বস্তু যতক্ষণ পূর্ণ পেকে শুষ্ক সাদা রংধারী না হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন প্রকার মড়কে বিনষ্ট হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর বিক্রি করবে।

গাছের ফল লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭০৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, ফল লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে। রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর সৃষ্ট কোন মড়কে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলমান ভাই ক্রেতা এতে কিসের বিনিময়ে টাকা আদায় করবে? −(বোখারী ও মুসলিম)

গাছের ফল অগ্রিম বিক্রি করা নিষেধ

হাদীস : ২৭০৬ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, কয়েক বৎসরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করা হতে এবং তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, আহরণের পূর্বে যা বিনষ্ট হয় তার মূল্য কর্তন করতে। −(মুসলিম)

গাছের ফল বিক্রি করলে যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে তা জায়েয নয়

হাদীস : ২৭০৭ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি যদি তোমার মুসলমান ভ্রাতার কাছে ফল বিক্রি কর, অতপর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তোমার জন্য জায়েয হবে না যে, তুমি তার কাছে হতে কোন মূল্য আদায় কর। তার প্রাপ্য তাকে না দিয়ে কিসের বিনিময়ে তুমি মূল্য গ্রহণ করবে? −(মুসলিম)

যেখানে খাদ্য বস্তু ক্রয় কর সেখানে বিক্রয় করা যাবে না

হাদীস : ২৭০৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, অনেক লোক বাজারে আগত খাদ্যদ্রব্য বাজারের অগ্রভাগে গিয়ে ক্রয় করে ফেলত। অতপর তথায় বসে বিক্রি করত। এই শ্রেণীর লোকদেরকে ঐ বস্তু সেখানে বসে বিক্রি করতে নিষেদ করেছেন−যতক্ষণ না তা সেখান থেকে তারা নিয়ে যায়। −(আবু দাউদ)

খাদ্য বস্তু হস্তগত না করে তা বিক্রয় করতে পারবে না

হাদীস : ২৭০৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খাদ্যবস্তু ক্রয় করবে, সে তা বিক্রি করতে পারবে না যতক্ষণ না তা হস্তগত করে নেয়। −(বোখারী ও মুসলিম)

খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ

হাদীস : ২৭১০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যা নিষেধ করেছেন তা হল, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এই ধারণা করি যে, প্রত্যেক বস্তুই এইরূপ।
−(বোখারী ও মুসলিম)

বাজারে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছাবার পূর্বে রাস্তা থেকে ক্রয় করা যাবে না

হাদীস : ২৭১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, ১. বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা বাইর থেকে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে- বাজারে পৌঁছাবার পূর্বে তাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। ২. ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা একজনের পক্ষ থেকে চলা অবস্থায় অপরজন তা

আলোচনা করবে না। ৩. দালালী করবে না। ৪. গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরী লোকেরা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য চাপ দেবে না। ৫. উট, ছাগী, বিক্রি করার পূর্বে তার কুচে (স্তনে) দুই-তিন দিনের দুধ জমা রেখে কুচকে (স্তনকে) ফুলিয়ে রাখবে না। যদি এমন করে তবে যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে সে তার দুধ দোহনের পর তার জন্য খেয়ারের অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে ক্রয়ের উপর রাখবে, ইচ্ছা করলে ক্রয় ভঙ্গ করে তাকে ফেরত দেবে। ফেরত দিলে দুধ পানের বিনিময়ে সঙ্গে এক ছা পরিমাণ খুর্মা দেবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাস্তায় দ্রব্য ক্রয় করে বাজারে এসে বিক্রেতা তা ফেরত নিতে পারে

হাদীস : ২৭১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসতেছে আগইয়া গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। যদি কেউ এরূপ করে এবং কোন বস্তু ক্রয় করে তবে ঐ বিক্রেতা মালিক বাজারে পৌছবার পর অবকাশ পাইবে। -(মুসলিম)

রাস্তায় ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই

হাদীস : ২৭১৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিক্রয়ের বস্তু বিপণী কেন্দ্রে উপস্থিত করার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয়ের জন্য যাবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

একজনে কোন বস্তু দাম করলে অন্যজনের দাম করা উচিত নয়

হাদীস : ২৭১৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাই ক্রয়-বিক্রয়ের কথার উপর নিজে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলতে পারবে না এবং নিজ মুসলমান ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দিতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি ঐ ভাই অনুমতি দিয়ে দেয় তবে পারবে। -(মুসলিম)

জেদাজেদি করে দাম দস্তুর করা জায়েয নেই

হাদীস : ২৭১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের কথার উপর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলবে না। -(মুসলিম)

একজন অপরজন থেকে লাভবান হতে পারে

হাদীস : ২৭১৬ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, শহরী লোক গ্রাম্য লোকেদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে দেওয়ার চাপ সৃষ্টি করবে না। লোকদের এইভাবেই থাকতে দাও, আল্লাহ তাআলা একজনকে অপরজন দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন। -(মুসলিম)

ক্রয়-বিক্রয়ে সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে হবে

হাদীস : ২৭১৭ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বস্ত্র পরনের দুইটি নিয়ম প্রণালীকে নিষেধ করেছেন এবং ক্রয়-বিক্রয়েরও দুইটি প্রণালী নিষেধ করেছেন।

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রণালীদ্বয় হল, মোলামাসা ও মোনাবাযা। মোলামাসা এই যে রাত্রে বা দিনে ক্রেতা বিক্রেতার বিক্রয়ের কাপড়টিকে হাতে স্পর্শ করলেই সে কাপড় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। তাকে দেখে বিবেচনা করার কোন সুযোগ তার থাকবে না। মোনাবাযা এই যে, পরস্পর একজনের কোন বস্ত্র অপরজনের প্রতি ছুড়ে মারলেই তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। ক্রয়ের বস্তু দেখার সুযোগও থাকবে না এবং উভয়ের সম্মতিরও ধার ধারা হবে না।

আর বস্তু পরনের প্রণালী দুইটি হল -১. লুঙ্গি ইত্যাদি পরন ব্যতিরেকে শুধু এক চাদরে সর্বশরীরে আবৃত করার স্থলে চাদরের এক দিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা। ২. লুঙ্গি শ্রেণীর কাপড় পরে হাটুদ্বয় খাড়া করে বসা, অথচ নিম্নদেশ উন্মুক্ত রয়েছে।

অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, বায়-এ হাসাত কাঁকর নিক্ষেপ করার ক্রয়-বিক্রয় থেকে এবং বায়-এ গরর অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় থেকে। -(মুসলিম)

গাভীর পেটের বাচ্চা বিক্রি করা যাবে না

হাদীস : ২৭১৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন- পেটের বাচ্চা বিক্রি করতে। এটা অন্ধকার যুগের ক্রয়-বিক্রয় ছিল। কোন উট উত্তম জাতের, তার চাহিদা বেশী। এইরূপ ক্ষেত্রে অনেকে এই উট ক্রয়-বিক্রয় করত যে, বিক্রেতার উটের পেটে যেই বাচ্চা হবে ঐ বাচ্চা বড় হলে পর তার পেটে যে বাচ্চা হবে তা ক্রয় করা হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

ষাঁড় দিয়ে পাল দেওয়ার পর পয়সা নিলে তা হারাম

হাদীস : ২৭২০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেদ করেছেন-ষাড় দ্বারা পাল দিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করতে। -(বোখারী)

উট দ্বারা পাল দিয়ে তার পয়সা নেয়া হারাম

হাদীস : ২৭২১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, উষ্ট্র দ্বারা পাল দিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করা থেকে এবং জমি ও তার সেচ-ব্যবস্থা কোন ব্যক্তিকে চাষ করতে দিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ করা থেকে। -(মুসলিম)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দান করে তার বিনিময় নেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৭২২ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি কাউকেও দান করে তার বিনিময় গ্রহণ করা থেকে। -(মুসলিম)

ঘাসের মূল্য আদায়ের জন্য প্রয়োজনের বেশি পানি দিতে পারবে না

হাদীস : ২৭২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বয়ং উৎপন্ন ঘাসের মূল্য আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানির মূল্য গ্রহণ করতে পারবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

খাদ্য বস্তুর উপরে ভাল ভিতরে খারাপ এমন জায়েয নেই

হাদীস : ২৭২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) একদা খাদ্য বস্তুর একটি স্তুপের কাছে দিয়ে গমন করা কালে তার ভিতরে হাত ঢোকালেন। স্তুপের ভিতরে হাতে ভিজা অনুভব হল। ঐ স্তুপের মালিককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? ঐ ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টির পানিতে ঐগুলো ভিজে গিয়েছিল। রাসূল (স) বললেন, ভিজাগুলোকে স্তুপের উপরে কেন রাখলে না, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করবে, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিক্রিত বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৭২৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রিত বস্তু থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু অংশ বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে। -(তিরমিযী)

আঙ্গুর কাল না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭২৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, আঙ্গুর বিক্রয় করতে, যতক্ষণ না তা কল হয়ে যায়, শস্য বিক্রয় করতে, যতক্ষণ না তা পুষ্ট হয়ে যায়। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তিরমিযী ও আবু দাউদের এক বর্ণনায় হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তা লাল বা হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। তিরমিযী বলেছেন এই হাদীসটি হাসান গরীব।

ধারের বিনিময়ে ধারে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭২৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, ধারের বিনিময়ে ধারে বিক্রয় করতে। -(দারা কুতনী)

ধারের বিনিময়ে ধারে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭২৮ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, ওরবানা রকমের ক্রয়-বিক্রয় থেকে। -(মালিক, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

জবরদস্তিমূলক ক্রয় বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭২৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয় থেকে এবং প্রতারণামূলক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় থেকে এবং পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে। -(আবু দাউদ)

ষাঁড়ের দ্বারা পাল দিয়ে সৌজন্যমূলক কিছু নেওয়া যায়

হাদীস : ২৭৩০ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, কেলাব গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল—ষাঁড়ের পাল বা প্রজননের মজুরি গ্রহণ সম্পর্কে। রাসূল (স) তাকে নিষেধ করলেন। তখন সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূললুল্লাহ! আমরা ষাঁড়ের পাল দিয়ে থাকি এবং তার খাতিরে সৌজন্যমূলক কিছু পেয়ে থাকি। রাসূল (স) এমন সৌজন্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন। -(তিরমিযী)

যে বস্তু দখলে নেই তা বিক্রয় করা নিষেধ

হাদীস : ২৭৩১ ॥ হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে নিষেধ করেছেন, ঐ বস্তু বিক্রয় করতে যা আমার দখলে নেই। -(তিরমিযী)

তিরমিযীর আর এক বর্ণনায় এবং আবু দাউদ ও নাসাঈতে আছে, হাকীম ইবনে হেযাম বলেন, আমি আরয করলাম

ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক আমার কাছে এসে কোন বস্তু ক্রয় করতে চাহে তা আমার কাছে নাই। আমি কি এক বাজার হতে তা তার জন্য ক্রয় করে আনব। –এই আমায় যে, আমি তার কাছে তা বিক্রয় করি। তিনি বললেন, তোমার দখলে যা নেই তা বিক্রি করো না।

একই মাল দু'ধরনের বিক্রি নিষেধ

হাদীস : ২৭৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, একই বিক্রির মধ্যে দুই রকমের বিক্রি করতে। –(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

দুটি জিনিসের বিক্রয় এক সাথে করা নিষেধ

হাদীস : ২৭৩৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, দুই বিক্রয়ের ব্যবস্থা এক বিক্রয়ের মধ্যে করা হতে। –(শরহে সুন্নাহ)

ঋণ এবং ক্রয়-বিক্রয় এক সাথে জায়েয নেই

হাদীস : ২৭৩৪ ॥ আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঋণ এবং ক্রয়-বিক্রয় এক সাথে জায়েয নেই। এক বিক্রয়ের সাথে দুইটি শর্ত জুড়ে দেওয়াও জায়েয নেই। যে বস্তুর খেসারতের দায়িত্ব বর্তেনি, তার লাভের অধিকার হাসিল হবে না। আর যে বস্তু তোমার হস্তগত নয়, তা বিক্রি করাও জায়েয নেই। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। তিরমিযী বলেছেন এই হাদীসটি সহীহ।)

সমমানের বদল করা জায়েয আছে

হাদীস : ২৭৩৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি নকী নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম দীনার স্বর্ণ মুদ্রায়। মূল্য গ্রহণকালে আমি ঐ স্বর্ণ মুদ্রার স্থলে ক্রেতার কাছে থেকে দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) গ্রহণ করতাম। কোন সময় রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রি করে তার স্থলে স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করতাম। আমি রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, ঐরূপ বদল গ্রহণে দোষ নেই। অবশ্য স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রার উপস্থিত বিনিময় হার অনুযায়ী সম্পূর্ণটুকু ঐ স্থানেই হস্তগত করতে হবে। কোন অংশও বাকী রেখে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পৃথক হতে পারবে না।

যঈফ (৮০১) –(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

ক্রয় বিক্রয়ের লিখিত দলিল থাকতে হবে

হাদীস : ২৭৩৬ ॥ হযরত আদ্দা ইবনে খালেদ ইবনে হাওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি লেখা বের করলেন, যাতে লেখা ছিল এটি ক্রয় করল আদ্দা ইবনে খালেদ ইবনে হাওয়া, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) থেকে। সে তাঁর কাছে একটি ক্রীতদাস বা দাসী ক্রয় করেছে। যা কোন প্রকার দোষযুক্ত নয়, বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই, বিক্রি হওয়ার অযোগ্য পাত্র নয়। দুই মুসলমানের পরস্পরের ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়। –(তিরমিযী, তিনি বলেন এই হাদীসটি গরীব।)

নিলাম ডাকে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে

হাদীস : ২৭৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) একটি পেয়ালা ও একখণ্ড কম্বল বিক্রি করতে চাইলেন। তিনি ক্রেতা আহ্বানে বলতে লাগলেন, এই পেয়ালা ও কম্বল-খণ্ড কে ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টিকে এক দেরহামে (রৌপ্য মুদ্রায়) ক্রয় করতে পারি। রাসূল (স) বললেন, এক দেরহামের বেশি কে দিবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি দুই দেরহামে ক্রয় করতে পারি। তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করে দিলেন।

যঈফ (৮০২) –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোষী বস্তুর দোষ গোপন রেখে বিক্রি নিষেধ

হাদীস : ২৭৩৮ ॥ হযরত ওয়াসেল ইবনে আসকা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন দোষী বস্তু তার দোষ জ্ঞাত না করে বিক্রি করবে, সে হামেশা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিমজ্জিত থাকবে। অথবা বলেছেন, সদা তার প্রতি ফেরেশতাগণ লা'নত ও অভিশাপ দেবেন। –(ইবনে মাজাহ) যঈফ (৮০৩)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয়ের বিবিধ মাসআলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রীতদাসের মাল বিক্রি করা যাবে

হাদীস : ২৭৩৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খেজুর বাগান ক্রয় করে

তার তাবীর করে সবার এর পর, সেই ক্ষেত্রে ঐ বাগানের বর্তমান ফল বিক্রেতার স্বত্ব হবে। অবশ্য যদি ক্রেতার জন্য হওয়া শর্ত করা হয়। যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাস ক্রয় করে, ঐ ক্রীতদাসের সংশ্লিষ্ট কোন মাল রয়েছে, সেই মাল বিক্রেতার হবে। অবশ্যই যদি ক্রেতার জন্য হওয়ার শর্ত করা হয়। -(মুসলিম আর বোখারী শুধু প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন

শর্তের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৭৪০ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি তাঁর একটি উটের উপর আরোহণ করে চলছিলেন, উটটি নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় রাসূল (স) তাঁর কাছে দিয়ে গেলেন এবং উটটিকে আঘাত করলেন। তাতে উটটি এমন দ্রুত গতিতে চলতে লাগল যে, এভাবে চলতে সে সক্ষম ছিল না। অতপর রাসূল (স) বললেন, উটটি আমার কাছে চল্লিশ দেরহামে (রৌপ্য মুদ্রায়) বিক্রি করে ফেল। তিনি বললেন, আমি তা বিক্রি করলাম, কিন্তু এই শর্ত করলাম যে, আমি বাড়ী ফেরা পর্যন্ত উহার উপর আরোহণ করব।

মদীনায় পৌছানোর পর আমি উটটি নিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হলাম, তিনি আমকে তার মূল্য আদায় করে দিলেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে-তিনি আমাকে তার মূল্য আদায় করে দিলেন এবং তারপর উটটিও আমাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বেলাল (রা)-কে বললেন, তাকে তার প্রাপ্য আদায় করে দাও এবং কিছু অতিরিক্তও প্রদান কর। সে মতে বেলাল (রা) জাবের (রা)-কে তাঁর প্রাপ্য চল্লিশ দেরহাম পরিমাণ রৌপ্য প্রদান করলেন এবং অতিরিক্ত এক কীরাত পরিমাণ দিলেন।

গোলামের মূল্য এক সাথে আদায় করে মুক্ত হতে পারে

হাদীস : ২৭৪১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বরীরা (রা) নাম্নী এক ক্রীতদাসী একদা আমার কাছে এসে বলল, প্রতি বৎসরে চল্লিশ দেরহাম হিসেবে নয় বসরের ৩৬০ দেরহাম মালিককে আদায় করে আমি মুক্ত হওয়ার লিখিত অঙ্গীকার সম্পাদন করেছি। তার জন্য আমাকে সাহায্য করুন। আয়েশা (রা) বললেন, তোমার মালিক যদি পছন্দ করে যে, সমুদয় দেরহাম একসঙ্গে আদায় করে আমি তোমাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেব তা আমি করতে পারি এবং সে মতে তোমার মুক্তিদান সূত্রীয় উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকারিণী গণ্য হব আমি।

বরীরা (রা) তার মালিকের কাছে এই কথা ব্যক্ত করলে তারা তা প্রত্যাখ্যানকরল এবং বলল, যদি উক্ত উত্তরাধিকার-স্বত্বের অধিকারী আমাদেরকে করা হয়, তবে আমরা রাযী আছি। রাসূল (স) সমুদয় বৃত্তান্ত শুনে আয়েশা (রা)-কে বললেন তুমি ক্রয় করে নাও এবং মুক্ত কর। অতপর রাসূল (স) লোকদেরকে একত্র করে ভাষণদানে দাঁড়ালেন। সে মতে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন, অতপর এক শ্রেণীর লোকের এই অভ্যাস কেন যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ প্রদত্ত শরীঅতে নেই! যথা- যে ব্যক্তি ক্রীতদাস ক্রয় করে আযাদ করবে, সেই সূত্রে উত্তরাধিকার-স্বত্বের অধিকারী সেই হবে, এমন ক্ষেত্রে উক্ত স্বত্বের অধিকার বিক্রেতার জন্য শর্ত করা শরীঅতে নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত শরীঅত বিরোধী যে কোন শর্তই করা হবে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, এমন এক শর্ত করলেও সবই বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলার বিধান অগ্রগণ্য এবং আল্লাহ তা'আলার দেওয়া শর্তই সর্বাধিক মজবুত। নিশ্চয়ই মুক্ত করা সূত্রের উত্তরাধিকার-স্বত্ব একমাত্র মুক্তকারীর জন্য সাব্যস্ত থাকবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুক্ত না করে অগ্রিম বিক্রি করা নিষেধ

হাদীস : ২৭৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, মুক্ত করা সূত্রের উত্তরাধিকার স্বত্বকে অগ্রিম বিক্রি করা থেকে এবং তা অগ্রিম দান করা থেকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাসী-গোলাম দিয়ে উপার্জন করা যায়

হাদীস : ২৭৪৩ ॥ মাখলাদ ইবনে খোফাফ (রা) বলেছেন, আমি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করেছিলাম এবং তার দ্বারা কিছু উপার্জনও করেছিলাম। অতপর তার মধ্যে একটি দোষ সম্পর্কে আমি অবগত হলাম এবং শাসনকর্তা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে আমি তার অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি বিচার করলেন যে, আমি তাকে ফেরত দিতে পারব, অবশ্য তার দ্বারা যা কিছু উপার্জন করিয়েছি তাও আমার ফেরত দিতে হবে।

টীকা ....

হাদীস নং : ২৭৩৯ ॥ মাদী খেজুর গাছে ফল বের হওয়া লগ্নে তার ফুলের সঙ্গে নর খেজুর গাছের ফুল মিশ্রিত করে দিলে ফলন বেশি হয়। এ সময় মদীনার লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, একেই 'তাবীর' বলা হয়।

আমি তাবেয়ী ওরওয়া (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে এই রায় অবগত করালাম। তিনি বললেন, আমি বিকাল বেলায়ই শাসনকর্তার কাছে যাব এবং তাঁকে অবহিত করব–আয়েশা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) এই জাতীয় ঘটনার রায় দান করেছেন যে, উপার্জিত আয় ব্যয়ে গণ্য করা হবে।

ওরওয়া (রা) বিকালেই হযরত ওমন ইবনে আবদুল আযীযের কাছে গেলেন সে মতে তিনি পুনর্বিচার করলেন যে, উক্ত উপার্জন যাকে দেওয়ার জন্য তিনি পূর্ব রায়ে আমাকে আদেশ করেছিলেন, তার কাছে থেকে তা আমি ফেরৎ নেব। –(শরহে সুন্নাহ)

বিক্রেতার কথাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

হাদীস : ২৭৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি কোন মতবিরোধ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা অগ্রগণ্য হবে এবং ক্রেতার জন্য অবকাশ থাকবে ক্রয় ভঙ্গ করে দেওয়ার। –তিরমিযী। ইবনে মাজাহ ও দারেমীর বর্ণনায় আছে-ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি বিরোধ হয় এবং বিক্রীত বস্তু হুবহু বর্তমান থাকে আর কোন পক্ষে সাক্ষী না থাকে, তবে বিক্রেতার কথা অগ্রগণ্য হবে, অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়কে ভঙ্গ করে পরস্পর বস্তু ও মূল্য ফেরত নিয়ে নেবে।

যে লোক একজন মুসলমানের অনুরোধে ক্রয়-বিক্রয় সাধন করেছে সে পুণ্যের অধিকারী

হাদীস : ২৭৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের অনুরোধক্রমে ক্রয় বা বিক্রয়কে ভঙ্গ করবে, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ্ মাফ করবেন। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্পদ মালিকদের মধ্যে সুষ্ঠভাবে বণ্টন করতে হবে

হাদীস : ২৭৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি একখণ্ড ভূমি অপর ব্যক্তি থেকে ক্রয় করল। ক্রেতা ঐ ভূমির মধ্যে একটি কলসে স্বর্ণ পেল। সে বিক্রেতাকে বলল, তোমার স্বর্ণ তুমি নিয়ে যাও, আমি তো শুধু ভূমি ক্রয় করেছি-আমি স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, ভূমি এবং ভূমির মধ্যে যা কিছু আছে সবই আমি বিক্রি করে দিয়েছি। তারা উভয়ে বিরোধী মীমাংসার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। ঐ ব্যক্তি তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সন্তান-সন্ততি আছে কি? তাদের একজন বলল আমার একটি ছেলে আছে, অপরজন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। ঐ ব্যক্তি বলল, তোমাদের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন কর এবং ঐ স্বর্ণ ঐ বিবাহে ব্যয় কর। আর দান খয়রাত করে দাও। –(বোখারী ও মুসলিম)

সপ্তম অধ্যায়

অগ্রিম বিক্রয় এবং বন্ধক রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নির্ধারিত মেয়াদে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৭৪৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বৎসরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান ক্রয়-বিক্রয় করত। রাসূল (স) বললেন, যে কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, তাকে নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওজনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করতে হবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

জিনিস বন্ধক রাখা জায়েয আছে

হাদীস : ২৭৪৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এক ইহুদীর কাছে থেকে কিছু খাদ্যবস্তু বাকী ক্রয় করেছিলেন এবং তার লৌহবর্ম ঐ ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

তিন মণ যবের পরিবর্তে রাসূল (স) বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন

হাদীস : ২৭৪৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূল (স)- এর ইহধাম ত্যাগ করা কালে তাঁর লৌহবর্ম প্রায় ত্রিশ ছা যবের মূল্যের জন্য এক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। –(বোখারী)

আরোহণের পশু বন্ধক রাখা হলে তার ওপর আরোহণ করা যায়

হাদীস : ২৭৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আরোহণের পশু বন্ধক রাখা হলে তার উপর আরোহণ করা যাবে, তবে তার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। দুগ্ধবতী পশু বন্ধক রাখা হলে তার দুগ্ধ দোহন করা যাবে, তবে তার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। আরোহণের এবং দুগ্ধপানের স্বত্ব যার তাকেই ব্যয়ভার বহন করতে হবে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওজনের ব্যাপারে অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে

হাদীস : ২৭৫১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) পরিমাপ ও ওজনকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের উপর এমন দুইটি কার্যের দায়িত্ব অর্পিত আছে, যে দুইটির ব্যাপারে পূর্ববর্তী অনেক উম্মত ও জাতি ধ্বংস হয়েছে। -(তিরমিযী) - ضعيف (১০৫)

জিনিস বন্ধক রাখলে মালিক স্বত্বহীন হয় না

হাদীস : ২৭৫২ ॥ তাবেয়ী হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, রেহেন বা বন্ধক রাখা বন্ধকী বস্তু থেকে তার মালিককে স্বত্বহীন করে না। ঐ বস্তুর আয়-উৎপন্নের অধিকারীও সে-ই হবে এবং তার উপর। - ضعيف (১০৪)

মক্কা ও মদীনায় স্ব-স্ব স্থানের পরিমাপ গণ্য হবে

হাদীস : ২৭৫৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, পরিমাপ ক্ষেত্রে মদীনায় প্রচলিত পরিমাপই গণ্য হবে এবং ওজনের ক্ষেত্রে মক্কায় প্রচলিত ওজন গণ্য হবে। আবু দাউদ ও নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্রিম ক্রয় বস্তু হস্তগত না করে হস্তান্তর করতে পারবেন না

হাদীস : ২৭৫৪ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তু বায়-এ সলম' তথা অগ্রিম ক্রয় করেছে সে ঐ বস্তু হস্তগত করার পূর্বে অপরের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না।

ضعيف (১০৬) -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

অষ্টম অধ্যায়

খাদ্য-দ্রব্য মজুদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

খাদ্য-বস্তু গুদামজাত করা যাবে না

হাদীস : ২৭৫৫ ॥ হযরত মা'মার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু গুদামজাত করে, সে বড় অপরাধী- সে গোনাহ্গার সাব্যস্ত হবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

খাদ্য আমদানীকারক লাভবান হয়

হাদীস : ২৭৫৬ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমদানিকারক লাভবান হবে। পক্ষান্তরে গুদামজাতকারী অভিশপ্ত হবে। -(ইবনে মাজাহ ও দারেমী) - ضعيف (১০৭)

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ

হাদীস : ২৭৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স)-এর আমলে এক সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল। লোকেরা অনুরোধ করল, ইয়া নবীয়াল্লাহ! দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত করে দিন। রাসূল (স) বললেন, মূল্যের গতি আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সঙ্কীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী একমাত্র তিনিই এবং তিনিই রিযিকদাতা। সদা আমার এই চেষ্টাই থাকবে, আমি যেন আল্লাহর দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হই যে, আমার উপর তোমাদের কারও প্রতি কোন যুলুম-অন্যায়ের দাবী না থাকে। জানের বা মালের। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভাব অনটন সৃষ্টির জন্য খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করলে সে দোষণী

হাদীস : ২৭৫৮ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর অভাব-অনটন সৃষ্টি করে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কুষ্ঠ রোগে এবং দারিদ্রে পতিত করবেন। -(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী শোআবুল ঈমানে ও রযীন)

দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য গুদামজাত করলে সে অভিশপ্ত

হাদীস : ২৭৫৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, সে আল্লাহর আইন ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার হেফাযতের দায়িত্ব ত্যাগ করবেন। -(রযীন)

খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকারী খুবই ঘৃণিত ব্যক্তি

হাদীস : ২৭৬০ ॥ হযরত মুআয (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, গুদামজাতকারী ব্যক্তি কতই না ঘৃণিত। আল্লাহ তা'আলা দ্রব্যমূল্য কমিয়ে দিলে সে চিন্তিত হয়। আর দ্রব্যমূল্য বেশি করে দিলে সে আনন্দিত হয়। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে ও রযীন)

চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করলে তা দান করে দিলেও গোনাহ ক্ষমা হবে না

হাদীস : ২৭৬১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, সে তার ঐ মাল দীন-খয়রাত করে দিলেও তার জন্য যথেষ্ট হবে না। -(রযীন)

নবম অধ্যায়

দেউলিয়া হওয়া ও ঋণীকে অবকাশ দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হলে যার মাল হুবহু পাওয়া যাবে তা সেই পাবে

হাদীস : ২৭৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন দেউলিয়া সাব্যস্ত হলে তার কাছে যে নিজের মাল হুবহু পাবে, অন্য পাওনাদার অপেক্ষা একমাত্র সেই ঐ মালের অধিকারী হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ব্যবসায়ে দেউলিয়া হলে ঋণ ক্ষমা করে দিতে হয়

হাদীস : ২৭৬৩ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর সময়ে এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেক ঋণের দায়ে দায়ী হয়ে পড়ল। রাসূল (স) লোকদেরকে বললেন, তাকে দান খয়রাত দ্বারা সাহায্য কর। সে মতে লোকগণ তাকে দান খয়রাত করল, কিন্তু তার ঋন পরিশোধের পরিমাণ হল না। অতপর রাসূল (স) ঐ ব্যক্তির পাওনাদারদেরকে ডেকে বললেন, যা উপস্থিত আছে তা তোমরা নিয়ে যাও, এর অতিরিক্ত আর পাবে না। -(মুসলিম)

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে হয়

হাদীস : ২৭৬৪ ॥ হযরত আবু হুরঅয়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি লোকদেরকে ধার দিয়ে থাকত। সে তার কর্মচারীকে বলত কোন খাতককে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে মুক্তি দিয়ে দিও। এই অছিলায় হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের মুক্তি দেবেন। তিনি বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে পৌছালে আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋণী অক্ষম হলে তাকে ক্ষমা করা উচিত

হাদীস : ২৭৬৫ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেন, সে যেন অক্ষম ঋণী ব্যক্তির সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ কর্তন করে দেয়। -(মুসলিম)

ঋণ ক্ষমা করলে কিয়ামতে মর্যাদা পাবে

হাদীস : ২৭৬৬ ॥ হযরত আবুল কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণীকে সময় দান করবে অথবা তার ঋণ কর্তন করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হতে তাকে মুক্তি দান করবেন।-(মুসলিম)

ঋণীকে পরিশোধের সময় দিতে হয়

হাদীস : ২৭৬৭ ॥ হযরত আবুল ইউসুর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণীকে সময় দান করবে অথবা তার ঋণ কর্তন করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে (হাশরের মাঠে) তাঁর (রহমতের) ছায়া দান করবেন। -(মুসলিম)

ধার করলে উত্তমটি পরিশোধ করতে হয়

হাদীস : ২৭৬৮ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তি থেকে একটি যুবা উট ধার নিলেন। অতপর বাইতুল মালে সদকার উট আমদানী হলে আবু রাফে বলেন, তখন আমাকে আদেশ করলেন তার ঋণ পরিশোধ করতে। আমি আরয করলাম বাইতুল মালে শুধুমাত্র সাত বৎসর বয়সের উট আছে, রাসূল (স) বললেন, ঐ বড়টিই তাকে প্রদান কর, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি লোকদের মধ্যে উত্তম যে প্রাপ্য পরিশোধ করতে ভালটি প্রদান করে।

-(মুসলিম)

পাওনাদারের তাগিদ করার অধিকার আছে

হাদীস : ২৭৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে কঠোরতার সাথে প্রাপ্যের তাগাদা করল, তাতে সাহাবীগণ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রাসূল (স) বললেন, তাকে কিছু বলো না। কারণ পাওনাদার কঠোর উক্তি প্রয়োগ করতে পারে। তার প্রাপ্য পরিশোধের জন্য একটি উট ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও। সাহাবীগণ বললেন, তার প্রাপ্য উট চেয়ে বড় উট ছাড়া অন্য উট পাওয়া যাচ্ছে না। রাসূল (স) বললেন, বড়টিই ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও; তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে উত্তম হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টালবাহনা করা উচিত নয়

হাদীস : ২৭৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য টালবাহানা করা অন্যায়। তোমাদের কারও প্রাপ্য পরিশোধে ঋণী ব্যক্তি অপর সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দিলে তা অনুমোদন করা কর্তব্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋন পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিমাণে কমিয়ে দিতে হয়

হাদীস : ২৭৭১ ॥ হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর আমলে একদা মসজিদের মধ্যে ইবনে আবী হাদরাদ (রা) নামাযী ব্যক্তির কাছে তার প্রাপ্য ঋণের তাগাদা করলেন। উভয়ের কথাবার্তায় উচ্চ আওয়ায সৃষ্টি হল। রাসূল (স) নিজ গৃহে ছিলেন, তিনি তাঁদের উচ্চ আওয়াজ শুনে বাইরের দিকে এলেন এবং দরওয়াজার পর্দা উঠিয়ে হে কা'ব বলে ডাকলেন। কা'ব (রা) উপস্থিত আছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলে ছুটে এলেন। হাতের ইশারায় তাঁকে তার প্রাপ্য ঋণের অর্ধভাগ ক্ষমা করে দিতে বললেন। কা'ব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করে দিলাম। তখন ঋণী ব্যক্তিকে বললেন, যাও অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করে দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋণী ব্যক্তির মৃত্যু হলে ওয়ারিশগণ জানাযার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করবে

হাদীস : ২৭৭২ ॥ হযরত সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসেছিলাম, এমতাবস্থায় একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। লোকেরা রাসূল (স)-কে জানাযার নামায পড়াবার অনুরোধ জানাল। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, মৃত ব্যক্তির উপর ঋন আছে কি? তারা বলল, না। রাসূল (স) ঐ জানাযার নামায পড়ে দিলেন। অতপর আরো একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তার সম্পর্কে রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তার উপর ঋণ আছে কি? বলা হল তাঁ, আছে-জিজ্ঞেস করলেন, সে কোন বস্তু রেখে গিয়েছে কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, তিনটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে গিয়েছে। তার জানাযার নামাযও পড়ালেন। অতপর তৃতীয় আর একটি জানাযা উপস্থিত করা হলো। তার সম্পর্কেও রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তার উপর ঋণ আছে কি? লোকেরা বলল তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা তার উপর ঋণ আছে। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু রেখে গিয়েছে কি? লোকেরা বলল না। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরাই তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়িয়ে নাও। সাহাবী আবু কাতাদা (রা) বললেন, এর জানাযার নামায পড়িয়ে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। তখন রাসূল (স) তার জানাযার নামাজ পড়িয়ে দিলেন। -(বোখারী)

ঋণ পরিশোধের নিয়ত থাকলে তা হয়ে যায়

হাদীস : ২৭৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অপর লোকের মাল ঋণরূপে গ্রহণ করে তার পরিশোধ করার নিয়তের সাথে, আল্লাহ তা'আলা তার ঋন পরিশোধ করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে ঋণদাতার মাল হালাক করার নিয়তে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হালাক করবেন না। -(বোখারী)

মানুষের ঋণ পরিশোধ না করলে মাফ হবে না

হাদীস : ২৭৭৪ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন তো যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই দৃঢ় পদ থেকে, সওয়াব লাভের উদ্দেশ্য করে, সম্মুখপানে অগ্রগামী থেকে পশ্চাদপদ না হয়ে, তবে আল্লাহ আমার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেবেন কি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। অতপর ঐ ব্যক্তি চলে যেতে লাগল। পিছন থেকে রাসূল (স) তাকে ডেকে বললেন, কিন্তু ঋন মাফ হবে না। জিবরাঈল (আ) এসে এই কথা বলে গেলেন। -(মুসলিম)

শহীদদেরও ঋণ পরিশোধ করতে হয়

হাদীস : ২৭৭৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, শহীদের সমস্ত গোনাহ্ই মাফ করা হয় -ঋণ ব্যতীত। -(মুসলিম)

রাসূল (স) ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়লেন না

হাদীস : ২৭৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স)-এর কাছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে কি? যদি বলা হত যে, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে, তবে তিনি তার জানাযার নামায পড়তেন। অন্যথায় মুসলমানদেরকে বলে দিতেন তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়ে নাও।

অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন তাকে বিভিন্ন জেহাদে বিজয় দান করলেন এবং তিনি গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মাল-সম্পদের দ্বারা বাইতুল মাল সরকারী ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার করলেন, তখন বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজ অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকামী। সে মতে মু'মিনদের মধ্য হতে যে কেউ ঋণ রেখে দুনিয়া ত্যাগ করবে, ঐ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বাইতুল মালের পক্ষে আমার (তথা রাষ্ট্র প্রধানের) উপর ন্যস্ত থাকবে। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদ থাকলে তার উপর বাইতুল মালের দাবী আসবে না, বরং ঋন পরিশোধের পর অবশিষ্ট থাকলে তা তার ওয়ারিশগণ পাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করতে হয়

হাদীস : ২৭৭৭ ॥ হযরত আবু খালদা যোরাকী (রা) বলেন, একদা আমরা আমাদের এক সঙ্গী ব্যক্তি, যে নিতান্তই নিঃস্ব সাব্যস্ত হয়েছিল, তার সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে গমন করলাম। তিন বললেন, এই জাতীয় ব্যাপারে রাসূল (স) ফয়সালা করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি মরে যায় বা নিঃস্ব সাব্যস্ত হয়, তার কাছে যে ব্যক্তি স্বীয় কোন বস্তু হুবহু রক্ষিত পায়, সে তার অগ্রাধিকারী হবে। -(শাফেঈ ও ইবনে মাজাহ)

ঋণী ব্যক্তির ক্ষমা নেই

হাদীস : ২৭৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার মর্যাদালাভে বাধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তার ঋণের দ্বারা। যতক্ষণ না তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়। -(শাফেঈ, আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ঋণী ব্যক্তির ঋণের দায়ে আছে, থাকবে

হাদীস : ২৭৭৯ ॥ হযরত রাবা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঋণী ব্যক্তি ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকবে। সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকার অভিযোগ করতে থাকবে তার পরওয়ারদেগারের নিকট। -(শরহে সুন্নাহ)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত মুআয (রা) কর্জ নিতেন। তাঁর পারওনাদাররা নিজ নিজ দাবী নিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হলে রাসূল (স) তাদের প্রাপ্য পরিশোধের জন্য হযরত মুআযের সমুদয় সম্পদ বিক্রয় করে দিলেন। এমন কি মুআয নিঃস্ব হয়ে পড়ল। মাসাবীহুস সুন্নায় এই হাদীস মুরসালরূপে উল্লেখ করেছে, তবে তার মূল কিতাবসমূহে এই হাদীসটি পাই নি। অবশ্য মোত্তাকা কিতাবে এটা বর্ণিত আছে।

আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মারেক (রা) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) দানবীর তরুণ ছিলেন- কোন কিছু

জমা রাখতেন না; ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এমন কি তাঁর কাছে সম্পত্তি ঋণে ঘিরে গেল। এমতাবস্থায় তিনি রাসূল (স)-এর কাছে এসে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাঁর পাওনাদারদের কাছে সুপারিশ করেন। পাওনাদারদের পক্ষে প্রাপ্যের দাবী ছেড়ে দেওয়া যদি সম্ভব হত তবে তাঁরা অবশ্যই মুআযের জন্য তা ছেড়ে দিতেন। কারণ রাসূল (স) সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাদের জন্য তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে রাসূল (স) পাওনাদারদের জন্য হযরত মুআযের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন। এমনকি মুআয (রা) নিঃস্ব হয়ে গেলেন। -(সায়ীদ তার সুনান গ্রন্থে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।)

সক্ষম ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যায়

হাদীস : ২৭৮০ ॥ হযরত শারীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করলেন তাকে লজ্জিত করা এবং শাস্তি প্রদান করা জায়েয আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রা) বলেছেন, লজ্জিত করা অর্থ তার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা আর শাস্তি প্রদান অর্থ আইনের মাধ্যমে তাকে হাজতে রাখা। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করে জানাযা পড়া উচিত নয়

হাদীস : ২৭৮১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে একটি জানাযা উপস্থিত করা হল– তার নামায পড়াবার জন্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথী মৃত ব্যক্তির উপর কোন ঋণ আছে কি? লোকেরা বলল, জি হ্যাঁ। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, ঋণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে কি? লোকেরা বলল, জি-না। রাসূল (স) বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়ে নাও।

তখন আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বললেন, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম-ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতপর রাসূল (স) তার জানাযার নামায পড়ালেন।

অপর এক বর্ণনায় আরও আছে, হযরত আলীকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করুন, যেরূপ তুমি তোমার মুসলমান ভাইকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করেছ। যে কোন মুসলমান তার ভাইকে ঋণ হতে মুক্ত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসে মুক্তি দান করবেন। -(শরহে সুন্নাহ)

যে ঋণ থেকে মুক্ত থাকবে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৭৮২ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু আসবে অথচ সে অহঙ্কার হতে মুক্ত, খেয়ানত হতে মুক্ত এবং ঋণ হতে মুক্ত অবশ্যই সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

-(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ঋণের গোনাহ সব চেয়ে বড় গোনাহ

হাদীস : ২৭৮৩ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে উপস্থিত হলে কবীরা গোনাহ সমূহের পরেই সবচেয়ে বড় গোনাহ পরিগণিত হবে এমতাবস্থায় মৃত্যু হওয়া যে, সে ঋণগ্রস্ত হয় এবং তা পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে না যায়। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

আপোস মিমাংসা ইসলামের বৈধ আছে

হাদীস : ২৭৮৪ ॥ হযরত আমর ইবনে আওফ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের পরস্পর আপোস-মীমাংসাকে ইসলাম অনুমোদন করে। কিন্তু যেই মীমাংসা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে, তা অনুমদিত হবে না।

মুসলমানরা পরস্পরে যে শর্ত ও চুক্তি করবে তা অবশ্য পালনীয় হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হরামকে হালাল করবে তা পালনীয় হবে না। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) পায়জামা ওজন করে ক্রয় করলেন

হাদীস : ২৭৮৫ ॥ হযরত সুওয়াইদ ইবনে কায়স (রা) বলেন, আমি এবং মাখরামাতুল আব্দী (রা) হাজার নামক স্থান থেকে ব্যবসার জন্য কাপড় নিয়ে মক্কায় এলাম। তখন রাসূল (স) আমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি আমাদের কাছে থেকে একটি পায়জামা ক্রয় করতে চাইলেন। আমরা তাঁর কাছে তা বিক্রি করলাম। বিনিময় নিয়ে বিভিন্ন বস্তু ওজনকারী এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল, তখন রাসূল (স) তাকে পায়জামা ওজন করে দিতে বললেন। তিনি তাকে এটাও বললেন, ওজন করার সময় প্রাপ্য অপেক্ষা একটু বেশি দেবে। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। আর তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

ঋণ পরিশোধের সময় কিছু বেশি দেওয়া উচিত

হাদীস : ২৭৮৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তা পরিশোধকালে তিনি আমাকে আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি দিলেন। –(আবু দাউদ)

যে ধার দেয় তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়

হাদীস : ২৭৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী রবীআ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমার কাছে থেকে চল্লিশ হাজার দেরহাম ধার নিয়েছিলেন। যখন অর্থ সঞ্চয় হল, তখন তিনি আমার প্রাপ্য পরিশোধ করলেন এবং দোয়া করলেন-আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ধনে-জনে বরকত দান করুন। আর বললেন, ধার দেওয়ার প্রতিদান ধারদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং ধার পরিশোধ করা। –(নাসাঈ)

ঋণ গ্রহিতাকে সময় দিলে পুণ্য হয়

হাদীস : ২৭৮৮ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রাপ্য থাকে অপর কারও উপর, সে যদি খাতককে কিছু দিনের সময় দান করে, তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে সদকা বা দান-খয়রাত করার সওয়াব তার লাভ হবে। –(আহমদ) • [illegible] (৮১৬)

ঋণ দাবী করলে তা পরিশোধ করা উচিত

হাদীস : ২৭৮৯ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আতওয়াল বলেন, আমার ভাইয়ের মৃত্যু হলে, তিনি তিনশত দীনার স্বর্ণ মুদ্রা রেখে গেলেন এবং নাবালক সন্তান রেখে গেলেন। আমার ইচ্ছা হল তাঁর দীনারগুলো তাঁর শিশুদের জন্য ব্যয় করব। রাসূল (স) আমাকে বললেন, তোমার ভাই ঋণের দায়ে আবদ্ধ হয়েছে তার ঋণ পরিশোধ কর। তিনি বলেন, সে মতে আমি গিয়ে ঋণ পরিশোধ করলাম এবং পুনরায় এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব ঋণই পরিশোধ করেছি, শুধুমাত্র একজন মহিলা অবশিষ্ট রয়েছে। সে দুই দীনার পাওয়ার দাবী করে, কিন্তু তার কোন সাক্ষী নেই। রাসূল (স) বললেন, তাকেও দিয়ে দাও, সে সত্যবাদিনী। –(আহমদ)

ঋণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন

হাদীস : ২৭৯০ ॥ হযরত মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা) বলেন, একদা আমরা মসজিদের সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় বসেছিলাম, যেখানে জানাযা রাখা হত, রাসূল (স)ও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আকাশপানে চোখ উঠালেন এবং তাকালেন, অতপর দৃষ্টিকে অবনত করে ললাটের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, সোবহানাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হল।

বর্ণনাকারী বলেন, একদিন এক রাত্র চুপই রইলাম এই সময়ের মধ্যে সব ভালই দেখলাম। মুহম্মদ বলেন, পরবর্তী দিন ভোর হলে আমি রাসূল (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, কি কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, ঋণ সম্পর্কে কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে।

ঐ খোদার কসম যার হাতে মুহম্মদের প্রাণ! কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে পুনরায় দুনিয়ার জীবন লাভ করেছে, আবার শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করেছে, আবার শহীদ হয়ে পরকালের জন্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং তার উপর ঋণ ছিল, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।

-[illegible] (৬৭) –(আহমদ ও শরহে সুন্নাহ)

দশম অধ্যায়

অংশীদারিত্ব ও ওকালত

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে প্রচুর সম্পদ লাভ

হাদীস : ২৭৯১ ॥ তাবেয়ী হযরত যুহরী ইবনে মা'বাদ থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর দাদা সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম তাঁকে নিয়ে বাজারে যেতেন এবং খাদ্যশস্য ক্রয় করতেন, অতপর তাঁর সাথে হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে যুবায়রের সাক্ষাৎ হত। তখন তাঁরা তাঁকে বলতেন, আপনি আমাদেরকে আপনার স্যাথে শরীক করুন। কেননা, রাসূল (স) আপনার বরকতের জন্য দো'আ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে নিজের সাথে শরীক করতেন। দেখা যেত, কোন সময় তিনি পূর্ণ এক উট বোঝাই মাল লাভ করতেন এবং তা নিজের বাড়ীর দিকে পাঠিয়ে দিতেন। যুহ্‌র বলেন, ব্যাপার হল এই যে, একদা আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশামকে তাঁর মাতা রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর জন্য বরকতের দো'আ করেছিলেন। –(বোখারী)

মুহাজিররা আনসারদের বাগানে পরিশ্রম করতেন

হাদীস : ২৭৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার আনসাররা রাসূল (স)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের খেজুর বাগানগুলো আমাদের ও আমাদের ভাই মুহাজেরদের মধ্যে ভাগ করে দিন। তিনি বললেন, না, আমাদের জন্য তোমাদের পক্ষ থেকে এটাই যথেষ্ট যে, তোমরা বাগানের তত্ত্বাবধানের কষ্ট স্বীকার কর, আমরা তোমাদেরকে ফলে শরীক করব। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা একথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর দোয়ায় প্রচুর বরকত নিহিত ছিল

হাদীস : ২৭৯৩ ॥ হযরত ওরওয়া ইবনে আবুল জা'দ বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁকে একটি বকরী খরিদ করতে একটি দীনার দিলেন। তিনি তা দ্বারা তাঁর জন্য দুইটি বকরী খরিদ করলেন। অতপর একটি এক দীনারে বিক্রয় করে দিলেন এবং একটি বকরী ও একটি দীনার তাঁকে এনে দিলেন। অতএব, রাসূল (স) বেচাকেনার ব্যাপারে তাঁর জন্য বরকতের দো'আ করলেন। অতপর যদি তিনি মাটিও খরিদ করতেন তাতেও লাভ হত। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নেই

হাদীস : ২৭৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স)-এর নাম করে বলতেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয় যতক্ষণ না তারা একে অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখন তাদের কেউ অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাদের মধ্যে থেকে সরে পড়ি। -(আবু দাউদ)

কিন্তু রযীন বর্ধিত করেছেন, তাদের মধ্যে শয়তান এসে পৌছায়।

আমানতের খেয়ানত করা বড় গোনাহ

হাদীস : ২৭৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তার কাছে আমানত আদায় করবে যে, তোমার কাছে আমানত রেখেছে এবং খেয়ানত করবে না। যে তোমার খেয়ানত করেছে তারও না।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

সত্যায়ন করে মাল দেওয়ার নিয়ম

হাদীস : ২৭৯৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি খায়বরের দিকে যাইতে ইচ্ছা করলাম। অতপর রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বরের দিকে যেতে ইচ্ছা করেছি। রাসূল (স) বললেন, সেখানে আমার উকিলের কাছে পৌছাবে, তার কাছে থেকে পনের ওছক খেঁজুর নেবে। সে যদি তোমার কাছে আমার কোন নিদর্শন তালাশ করে, তখন তুমি তার গলার হাসুলির উপর হাত রেখো। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অঙ্গীকারের ওপর বিক্রয় করলে বরকত হয়

হাদীস : ২৭৯৭ ॥ হযরত সুহাইব রূমী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন জিনিসে বরকত রয়েছে, অঙ্গীকারের উপর বিক্রয় করা, ভাগের বা শরীকের ব্যবসা করা এবং ঘরের কাজে গমের সাথে যব মেশান, বিক্রয়ের জন্য নয়। -(ইবনে মাজাহ)

কোরবানীর পশুর ব্যবসা করা যায়

হাদীস : ২৭৯৮ ॥ হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) একটি কোরবানীর পশু খরিদ করার জন্য একটি দীনার দিয়ে তাঁকে বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দীনার দিয়ে একটি দুম্বা খরিদ করলেন এবং তা দুই দীনারে বিক্রয় করলেন। অতপর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। আবার গিয়ে এক দীনার দিয়ে একটি কোরবানীর পশু খরিদ করে নিলেন, অতপর পশু ও অতিরিক্ত দীনার এনে রাসূল (স)-কে দিলেন। রাসূল (স) তা দান করে দিলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন যেন তাঁর ব্যবসায়ে বরকত হয়। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

একাদশ অধ্যায়

কারো সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ধার ও ক্ষতিপূরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জোর করে সম্পদ দখল করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ২৭৯৯ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কারো এক বিঘত যমীন জবর দখল করেছে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক থেকে ঐ পরিমাণ যমীন বেড়ি রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

অন্যের পশুর দুধ বিনা অনুমতিতে দোহন করা নিষেধ

হাদীস : ২৮০০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কারো বিনা অনুমতিতে তার পশুর দুধ না দোহায়। কেননা, তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে, কেউ তার দোতলায় পৌছাক, আর তার ভাণ্ডার ভেঙ্গে তার খাদ্যশস্য নিয়ে যাক। নিশ্চয় তাদের পশু স্তন তাদের জন্য খাদ্যকে (দুধকে) ভাণ্ডার করে রাখে। —(মুসলিম)

কারও কোন জিনিস ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়

হাদীস : ২৮০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) তাঁর জনৈক স্ত্রীর ঘরে ছিলেন, এমন সময় উম্মুল মু'মিনীনদের অপর একজন বড় পেয়ালায় করে রাসূল (স)-এর জন্য কিছু খাদ্য পাঠালেন। এতে রাগান্বিত হয়ে রাসূল (স) যার ঘরে ছিলেন, তিনি খাদেমের হাতে আঘাত করলেন, যাতে পেয়ালা পড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। রাসূল (স) পেয়ালার টুকরাগুলো একত্রিত করলেন, অতপর তাতে যে খাদ্য ছিল তা জমা করতে লাগলেন এবং বললেন, তোমার মাতা ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। এ সময় তিনি খাদেমকে ততক্ষণ আটকো রাখলেন, যতক্ষণ না তিনি যার ঘরে ছিলেন তাঁর ঘর থেকে একটি আস্ত পেয়ালা আনা হল। অতপর আস্ত পেয়ালাটি তিনি তাঁকে দিলেন, যার পেয়ালা ভাঙ্গা হয়েছিল এবং ভাঙ্গাটি তাঁর জন্য রাখলেন যিনি তা ভেঙ্গেছিলেন। —(বোখারী)

লুণ্ঠন করা শক্ত গোনাহের কাজ

হাদীস : ২৮০২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লুণ্ঠন করতে ও কারো নাক-কান কেটে দিতে নিষেধ করেছেন। —(বোখারী)

চুরি করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ২৮০৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স)–এর যমনায় একবার সূর্য গ্রহণ হল, যেদিন রাসূল (স)-এর পুত্র ইবরাহীম ইন্তেকাল করলেন। রাসূল (স) মানুষকে নিয়ে দুই রাকাআত নামায পড়লেন ছয় রাকাত চার সিজদা দিয়ে। তিনি নামায শেষ করলেন আর সূর্য তার অবস্থায় ফিরে গেল। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদেরকে যেসব জিনিসের ওয়াদা দেওয়া হয় আমি আমার এই নামাযে সেসব দেখেছি। এসময় আমার সম্মুখে দোযখকে আনা হয়েছিল, আর এটি তখনও হয়েছিল যখন তোমরা আমাকে দেখেছিলে, আমাতে আগুনের ফুলকি পৌছানোর ভয়ে আমি পিছনে হাটছিলাম। এমন কি বাঁকা মাথা লাঠিওয়ালাকেও দেখেছি, যে তাতে আপন নাড়ী-ভুঁড়ি টানছে। সে বাঁকা মাথা লাঠি দ্বারা হাজ্জীদের জিনিস চুরি করত। যদি লোকে টের পাইত, বলত, আমার লাঠির মাথা আটক হয়ে গিয়েছে, আর যদি টের না পেত তা নিয়ে যেত। এমন কি আমি দোযখে বিড়ালওয়ালীকেও দেখেছি, যে তাকে বেঁধে রেখেছিল, অথচ তাকে খাদ্য দিত না, আর ছেড়েও দিত না, যাতে সে মাটির জীব ইঁদুর ইত্যাদি ধরে খেতে পারে, অবশেষে সেটি ক্ষুধায় মারা যায়। অতপর আমার কাছে বেহেশতয়ার আনা হল, আর তা ঐ সময় হয়েছিল যখন তোমরা দেখলে আমি সামনে এগুলাম এমন কি আমি আমার এই অবস্থানে দাঁড়ালাম। নিশ্চয় আমি তখন এই ইচ্ছায় হাত বাড়িয়ে দিলাম যে, আমি তার ফল নই, যাতে তোমরা তা দেখতে পাও। অতপর আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমি এটা যেন না করি। —(মুসলিম)

রাসূল (স) অনুসন্ধানে বের হলেন

হাদীস : ২৮০৪ ॥ তাবেয়ী কাতাদা বলেন, আমি সাহাবী হযরত আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা মদীনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, শত্রু আসছে, তখন রাসূল (স) আবু তালহা থেকে এটি ঘোড়া ধার নিলেন, যার নাম ছিল মানদুব এবং অনুসন্ধানের জন্য তাতে সওয়ার হলেন, কিন্তু যখন ফিরলেন, বললেন, আমি তো কিছু দেখলাম না। আর আমি এই ঘোড়াকে দ্রুতগামীই পেলাম। —(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পতিত জমির মালিক তার আবাদকারী

হাদীস : ২৮০৫ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে যায়দ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে পতিত জমি আবাদ করে তা তারই। অন্যায় দখলকারীর মেহনতের কোন হক নেই। —(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ। মালিক ওরওয়া থেকে মুরসালরূপে। তিরমিযী বলেন, এটি হাসান গরীব।)

কারও প্রতি জুলুম করা বড় অন্যায় কাজ

হাদীস : ২৮০৬ ॥ হযরত আবু হুররা রাক্কাশী তাঁর চাচা সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! কেউ কারো প্রতি জুলুম করবে না। সাবধান! কারো মাল তার মনের সন্তোষ ব্যতীত কারো জন্য হালাল নয়। —(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে, দারে কুতনী মুজতাবায়)

সম্পদ লুট করলে সে মুসলমান নয়

হাদীস : ২৮০৭ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইসলামে জলব এবং জনব নেই শেগার নেই। আর যে কোন প্রকার লুট করেছে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। –(তিরমিযী)

জোর করে কিছু নিলে তা ফেরত দিতে হবে

হাদীস : ২৮০৮ ॥ হযরত সায়েব তাঁর বাপ সাহাবী ইয়াযীদের মাধ্যমে রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের লাঠি হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে রেখে দেবার উদ্দেশ্যে কেড়ে না নেয়। যে তার ভাইয়ের লাঠি কেড়ে নিয়েছে সে যেন তা তাকে ফেরত দেয় অন্যথায় গজব হবে। –(তিরমিযী আবু দাউদ)

কারও কাছে হুবহু তার মাল যাবে তা তারই

হাদীস : ২৮০৯ ॥ হযরত সামুরু ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে তার হুবহু মাল কারো কাছে পেয়েছে, সে তার হকদার। খরিদ্দার ধরবে তাকে যে তার কাছে বিক্রয় করেছে। –(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

যে যা গ্রহণ করে সে তার জন্য দায়ী

হাদীস : ২৮১০ ॥ হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে যা গ্রহণ করেছে সে তার জন্য দায়ী, যতক্ষণ না তা আদায় করে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

দিনে বাগানওয়ালা বাগান পাহারা দেবে

হাদীস : ২৮১১ ॥ তাবেয়ী হারাম ইবনে সা'দ ইবনে মুহায়্যাস হতে বর্ণিত, একবার হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর একটি উট কারো বাগানে ঢুকে তা নষ্ট করে দিল। এক্ষেত্রে রাসূল (স) বিচার করলেন, দিনে বাগান রক্ষা করার দায়িত্ব বাগানওয়ালার, আর রাত্রে পশু যার নষ্ট করবে সে জন্য দায়ী পশুওয়ালা। –(মালিক, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

আগুনে কোন কিছু ক্ষতি হলে তার দণ্ড নেই

হাদীস : ২৮১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, পা দণ্ডহীন এবং বলেছেন আগুন দণ্ডহীন। –(আবু দাউদ)

অনুমতি ছাড়া কোন কিছু খাওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২৮১৩ ॥ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী, সাহাবী হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কোন পশুপালের কাছে পৌছে, তখন যদি তাতে তাদের মালিক থাকে, তবে যেন সে তার কাছে থেকে অনুমতি নেয়, আর যদি তাতে মালিক না থাকে, তবে যেন সে তিনবার শব্দ করে। যদি কেউ তাতে সাড়া দেয়, তবে তার কাছে থেকে অনুমতি নেয়, আর যদি কেউ সাড়া না দেয়, তবে যেন সে দুধ দোহায় এবং খায়, কিন্তু কিছু যেন নিয়ে না যায়। –(আবু দাউদ)

বাগানে বসে খাওয়া যাবে কিন্তু সাথে করে নেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৮১৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বাগানে পৌছে সে যেন তা থেকে খায়, তবে আঁচলে ভরে কিছু না নিয়ে যায়। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

ধারে জিনিস লওয়া যায়

হাদীস : ২৮১৫ ॥ তাবেয়ী উমাইয়া ইবনে সাফওয়ান তাঁর বাবা সাফওয়ান থেকে বর্ণনা করেন, হুনাইন যুদ্ধের তারিখে রাসূল (স) তাঁর লৌহবর্ম সমূহ ধারে নিলেন। তখন সাফওয়ান বললেন, হে মুহম্মদ, জোর করে নিলে? রাসূল (স) বললেন, না; বরং ধার নিলাম, ফেরত দেওয়া হবে। –(আবু দাউদ)

ধারের বস্তু অবশ্যই ফেরত দিতে হবে

হাদীস : ২৮১৬ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ধারের বস্তু ফেরত দিতে হবে। মিনহা ফেরত দিতে হবে, ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং জামিনদারের দণ্ড দিতে হবে।

–(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

গাছের নিচে পড়ে থাকা ফল খাওয়া যায়

হাদীস : ২৮১৭ ॥ হযরত রাফে ইবনে আমর গেফারী (রা) বলেন, আমি ছোট ছিলাম। আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়তাম। একবার আমাকে রাসূল (স)-এর কাছে ধরে আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ছেলে তুমি কেন খেজুর গাছে ঢিল ছোঁড়? বললাম খাইতে। তিনি বললেন, ঢিল ছুড়িও না। গাছের নিচে যা পড়ে খাইও। রাবী বলেন, অতপর তিনি তার মাথার উপর হাত বুলাইয়া বললেন, আল্লাহ তুমি তার পেটকে ভরে দাও।

–(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জোর করে সম্পদ দখল করা আল্লাহর আইনের বিরোধী

হাদীস : ২৮১৮ ॥ সেই ইয়ালা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো এক বিঘত জমি দখল করে, তাকে আল্লাহ তা সাত তবকের শেষ পর্যন্ত খুড়তে বাধ্য করবেন। অতপর তার গলায় তা শিকল রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না মানুষের বিচার শেষ করা হয়। -(আহমদ)

জবর দখল ভূমি কিয়ামতে গলায় বেঁধে দেওয়া হবে

হাদীস : ২৮১৯ ॥ তাবেয়ী সালেম তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অনধিকারে কারো কিছু যমীন নিয়েছে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীন পর্যন্ত বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে। -(বোখারী)

জবর দখল জমির মাটি মাথায় করে কিয়ামতে হাজির হবে

হাদীস : ২৮২০ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে অন্যায় ভাবে কারো কোন জমি দখল করেছে, তাকে তার মাটি হাশরের মাঠে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে। -(আহমদ)

দ্বাদশ অধ্যায়

শোফার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীকে তার মাল রাখার অনুমতি দিতে হবে

হাদীস : ২৮২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার দেওয়ালে তার কোন প্রতিবেশীকে কড়িকাঠ রাখতে নিষেধ না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বাড়ীর পাশে সাত হাত পরিমাণ রাস্তা রাখবে

হাদীস : ২৮২২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোন রাস্তার পাশ সম্পর্কে মতভেদ করবে, তখন তার পাশে সাত হাত ধরা হবে। -(মুসলিম)

কোন জমি ভাগ হয়ে গেলে আর দেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৮২৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) শোফার ফয়সালা করেছেন সেসব স্থাবর সম্পত্তিতে, যা ভাগ করা হয়নি। যখন সীমানা চিহ্নিত হয় ও পথ পৃথক করা হয় তখন শোফা নেই। -(বোখারী)

রাসূল (স) অনেক সম্পদ ভাগ করে দিয়েছেন

হাদীস : ২৮২৪ ॥ সেই হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক এমন শরিকী সম্পত্তিতে শোফা অধিকার দিয়েছেন যা বিভক্ত করা হয়নি। চাই বাড়ী ভিটা হোক চাই বাগান। তার পক্ষে তার বিক্রয় করা জায়েয নহে, যতক্ষণ না তার শরীককে খবর দেয়া হয়। শরীক ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছা না করলে ছেড়ে দেবে। যখন এ খবর না দিয়ে বিক্রয় করবে, শফীই তার হকদার হবে। -(মুসলিম)

নিকটতম প্রতিবেশীই বেশি হকদার

হাদীস : ২৮২৫ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাছে প্রতিবেশীই শোফার হকদার, তার নৈকট্যের কারণে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ী ও জমি বিক্রয় করলে তাতে বরকত নেই

হাদীস : ২৮২৬ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে হুরাইস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বাড়ী অথবা জমি বিক্রয় করেছে, তার কাজে বরকত না হওয়ারই সে উপযুক্ত। তবে যদি সে তা এরূপ কাজে লাগায় তা ভিন্ন কথা। -(ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

প্রতিবেশী তার অংশীদার

হাদীস : ২৮২৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পড়শী শোফার হকদার। তার জন্য এ ব্যাপারে অপেক্ষা করা হবে যদিও সে অনুপস্থিত থাকে, যখন উভয়ের পথ এক হয়। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

প্রত্যেক জিনিসের ভাগ আছে

হাদীস : ২৮২৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, শরীক হল শফী, আর প্রত্যেক স্থাবর জিনিসেই শোফা রয়েছে। -তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি তাবেয়ী ইবনে আবুল মুলাইকা হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ কথা। - যঈফ (৮২৮)

যে বড়ই গাছ কাটে আল্লাহ তার মাথা নিচু করে দেন

হাদীস : ২৮২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুবাইশ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বড়ই গাছ কেটেছে তাঁকে আল্লাহ মাথা নীচু করে দোযখে ফেলবেন। -আবু দাউদ ইহা বর্ণনা করে বলেন যে, হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। ইহার মর্ম হল, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে তার কোন ফায়দা ব্যতীত মাঠের বড়ই গাছ কেটেছে যার নিচে মুসাফির ও পশুআদি আশ্রয় নেয়, আল্লাহ তার মাথাকে নীচু করে দোযখে ফেলবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কূপ, নর খেজুর গাছে ভাগ নেই

হাদীস : ২৮৩০ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন, যখন যমীনে সীমানা চিহ্নিত হয়, তখন তাতে শোফা নাই। কূপ ও নর খেজুর গাছেও শোফা নাই। -(মালিক)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাগান ও ভূমি বর্গা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) খায়বারের জমি ইহুদীদের দান করলেন

হাদীস : ২৮৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) খায়বার বাগান ও যমীন খায়বারের ইহুদীদেরকে বর্গা দিয়েছিলেন। তারা নিজেদের অর্থে তাতে কাজ করবে আর রাসূল (স) তার ফলের আধা পাবেন। -(মুসলিম)

বোখারীর বর্ণনায় আছে -রাসূল (স) খায়বারকে ইহুদীদের কাছে বর্গা দিয়েছিলেন, তারা তাতে মেহনত করবে ও শস্য বুনবে, আর তাদের জন্য উৎপাদনের অর্ধেক হবে।

জমি বর্গা করা ঠিক নয়

হাদীস : ২৮৩২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা বর্গার কারবার করতাম, আর এতে কোন আপত্তি আছে বলে মনে করতাম না, যতক্ষণ না রাফে ইবনে খাদীজ বললেন, রাসূল (স) তা নিষেধ করেছেন। অতপর ইহার কারণে আমরা তা ত্যাগ করলাম। -(মুসলিম)

জমি বর্গা দিলে কাউকে ঠকান যাবে না

হাদীস : ২৮৩৩ ॥ তাবেয়ী হান্‌যালা ইবনে কায়স হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার দুই চাচা আমাকে বলেছেন, তাঁরা রাসূল (স)-এর যুগে এইরূপ যমীন কেরায়া (বর্গা) দিতেন, যা খালের নিকটের যমীনে ফলবে তা তাদের। অথবা যমীনওয়ালা অপর কোন অংশ বাদ রাখত। অতপর রাসূল (স) আমাদেরকে এইরূপ করতে নিষেধ করলেন। হান্‌যালা বলেন, আমি রাফেকে জিজ্ঞেস করলাম দেরহাম ও দীনারের বিনিময়ে কেরায়া দেওয়া কেমন? তিনি বললেন, ইহা কোন আপত্তি নেই। রাফে বলেন, যা ইহাতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এই সুরতই। হালাল-হারাম অভিজ্ঞ বিবেচক ব্যক্তিরা যদি এই সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন, তবে উহার অনুমতি দেবেন না। যেহেতু তাতে বিপদের ঠকাঠকির আশঙ্কা রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

জমি বর্গা চাষ জায়েয আছে

হাদীস : ২৮৩৪ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা মদীনার সর্বাপেক্ষা অধিক জমিওয়ালা ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ তার যমীন এইভাবে বর্গা দিত, বলত, যমীনের এই টুকরা আমার আর এই টুকরা তোমার। অথচ কখনো কখনো এই টুকরায় ফসল উৎপন্নত হত আর ঐ টুকরায় হত না। অতপর রাসূল (স) তাদেরকে তা নিষেধ করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

জমি বর্গা দিলে কৃপণের উপায় হয়

হাদীস : ২৮৩৫ ॥ তাবেয়ী আমর ইবনে দীনার বলেন, আমি তাবেয়ী তঊসকে বললাম, আপনি যদি বর্গা দেওয়া ছেড়ে দিতেন। কেননা, ওলামারা মনে করেন, রাসূল (স) তা নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমর! আমি কৃষকদের দান করি এবং সাহায্যও করি। আমাদের ওলামাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তোমাদের কারও পক্ষে আপন ভাইকে বিনা বিনিময়ে ধাররূপে জমি দেওয়া তার উপর নির্দিষ্ট কর গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম। -(বোখারী ও মুসলিম)

জমি থাকলে চাষ করতে হবে

হাদীস : ২৮৩৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার কোন জমি আছে সে যেন তাতে চাষ করে অথবা তার ভাইকে মোফতে দেয়যদি সে তা না করে, তবে সে তার জমি ধরে রাখুক। -(বোখারী ও মুসলিম)

লাঙ্গল ও চাষের যন্ত্রপাতি অকল্যাণকর

হাদীস : ২৮৩৭ ॥ হযরত আবু উমামা বহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি লাঙ্গল ও কিছু চাষের যন্ত্রপাতি দেখে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে জাতির ঘরেই এইগুলো প্রবেশ করবে, সেই জাতিতেই আল্লাহ লাঞ্ছনা প্রবিষ্ট করাবেন। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি ছাড়া অন্যের জমি চাষ করা যাবে না

হাদীস : ২৮৩৮ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন লোকের অনুমতি ব্যতীত তার জমিতে কৃষি করেছে, তার জন্য কৃষিতে কোনও অংশ নেই। সে তার খরচ পাবে মাত্র।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্গা যে নেবে সে জমির ফসলের অর্ধেক পাবে

হাদীস : ২৮৩৯ ॥ তাবেয়ী কায়স ইবনে মুসলিম হযরত ইমাম আবু জাফল মুহম্মদ বাকের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মদীনার কোন মুহাজির পরিবারই ছিল না, যারা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের উপর বর্গার কারবার করেন নি। বর্গার কারবার করেছেন, হযরত আলী, সাদ ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, কাসেম ইবনে মুহম্মদ, ওরওয়া ইবনে জুবাইর এবং হযরত আবু বকরের পরিবার, ওমরের পরিবার, আলীর পরিবার ও ইবনে সীরীন। আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ বলেন, আমি বর্গায় আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের অংশীদার ছিলাম। হযরত ওমর (রা) লোকের সাথে বর্গার কারবার করেছেন নিম্নরূপে- যদি ওমর (রা) নিজ হাতে বীজ দেন, তবে তিনি অর্ধেক পাবেন আর যদি তার (কৃষকরা) বীজ দেয় তবে তারা এত পাবে। -(বোখারী)

চতুর্দশ অধ্যায়

ভাড়া ও শ্রম বিক্রয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জমি ইজারা দেওয়া যায়

হাদাস : ২৮৪০ ॥ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, সাহাবী সাবেত ইবনে যাহ্হাক মনে করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বর্গা নিষেধ করেছেন এবং ইজারার আদেশ দিয়েছেন। সাবেত বলেন, ইজারাতে কোন আপত্তি নেই। -(মুসলিম)

শিঙ্গাদাতার মজুরী হালাল

হাদীস : ২৮৪১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) শিঙ্গা নিয়েছেন এবং শিঙ্গাদাতাকে মজুরী দিয়েছেন এবং তিনি নাকে ঔষধও টেনেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক নবীই ছাগল চরাতেন

হাদীস : ২৮৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠান নি যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম। -(বোখারী)

স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করা নিষেধ

হাদীস : ২৮৪৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। ক. যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা ভঙ্গ করেছে। খ. যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছে এবং গ. যে ব্যক্তি মজুরীতে মজুর রেখে তার কাছে থেকে পূর্ণ কাজ নিয়েছে অথচ তার মজুরী পূর্ণ করেনি। -(বোখারী)

সাপে কাটলে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিতে হয়

হাদীস : ২৮৪৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে একদল এক পানির কূপওয়ালাদের কাছে পৌঁছালেন, যাদের একজনকে বিচ্ছুতে অথবা সাপে কেটেছিল। কূপওয়ালাদের এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের মধ্যে কোন মন্ত্র জানা লোক আছে কি? এই পানির ধারে একজন বিচ্ছুতে কাটা বা সাপে কাটা লোক রয়েছে। তখন তাদের মধ্যে থেকে আবু সায়ীদ খুদরী গেলেন এবং কতক ভেড়ার বিনিময়ে তার উপর সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দিলেন। এতে সে ভাল হয়ে গেল এবং সাহাবি ভেড়াগুলো নিয়ে আপন সহচরদের কাছে এলেন। এটি পছন্দ করলেন না এবং বলতে লাগলেন, আপনি কি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে উজুরা নিলেন? অবশেষে তাঁরা মদীনায় পৌঁছালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি কিতাবুল্লাহর বিনিময়ে উজুরা গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে উজুরা গ্রহণ করে থাক, তাদের মধ্যে হল কিতাবুল্লাহ অধিকতর উপযোগী। -(বোখারী)

অপর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা ঠিক করেছ, উহা ভাগ কর এবং আমার জন্যও তোমাদের সাথে এক ভাগ রাখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দেওয়ায় পাগল ভাল হল

হাদীস : ২৮৪৫ ॥ তাবেয়ী খারেজা ইবনে সালত তাঁর চাচা সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর কাছে থেকে রওয়ানা করলাম এবং একটি আরব গোত্রের কাছে পৌঁছলাম। তারা বলল, আমরা সংবাদ পেয়েছি, আপনারা ঐ ব্যক্তির কাছে থেকে কল্যাণ নিয়ে আসছেন। আপনাদের কাছে কি কোন ঔষদ বা মন্ত্র আছে? আমাদের কাছে বন্ধনে আবদ্ধ একটি পাগল আছে। আমরা বললাম হ্যাঁ আছে। তারা বন্ধন সহকারে পাগলটাকে নিয়ে আসলেন। আমি তিন দিন যাবৎ সকাল-বিকাল তার উপর এইরূপে সূরা ফাতেহা পড়লাম, আমি আমার থুথু একত্র করে তার উপর ফুকতাম। তিনি বলেন, এতে সে যেন হঠাৎ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল। অতপর তারা আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিল। আমি বললাম, না, এটা আমি খাব না। যতক্ষণ না আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, খাও! আমার জীবনের শপথ অবশ্য যে ব্যক্তি বাতেল মন্ত্র দ্বারা খায়! আর তুমি খাচ্ছো সত্য মন্ত্র দ্বারা। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

শ্রমিকের পারিশ্রমিক ঘাম শুকাবার আগেই পরিশোধ করতে হবে

হাদীস : ২৮৪৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শ্রমিককে তার পরিশ্রমিক তার ঘাম শুকাবার পূর্বেই আদায় করে দেবে। -ইবনে মাজাহ। (হাসান সনদের সাথে। আবু ইয়ালা হযরত আবু হুরায়রা থেকে, তাবরানী জাবের হতে এবং হাকীম তিরমিযী আনাস হতে বর্ণনা করেছেন।)

যদি কেউ ঘোড়ায় চড়ে এসেও কিছু চায় তবে তাকে দিতে হবে

হাদীস : ২৮৪৭ ॥ ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাঞ্ছাকারীর হক রয়েছে, যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে। -(আহমদ ও আবুদ দাউদ, আর মাসাবীহতে মুরসালরূপে।) -যঈফ (১২৭)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুসা (আ) মোহরানার বিনিময়ে মজুরী খেটেছেন

হাদীস : ২৮৪৮ ॥ হযরত ওত্বা ইবনে নুদ্দার (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি সূরা কাছাছের 'তা' 'ছীন' 'মীম' থেকে পড়তে আরম্ভ করে হযরত মুসার কাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, মুসা (আ) মহরানা ও পাহারার বিনিময়ে আট কি দশ বৎসর নিজেকে মজুরিতে খাটিয়েছিলেন। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)- যঈফ (২৫)

কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে হাদীয়ার ব্যাপারে ফয়সালা

হাদীস : ২৮৪৯ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সাবেত (রা) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি যাকে আমি লেখা এবং কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলাম, সে আমার জন্য একটি ধনুক উপহার পাঠিয়েছে, যা মূল্যবান কোন মাল নয়, সুতরাং আমি কি তা দিয়ে জেহাদে তীর মারতে পারব? তিনি বললেন, যদি তুমি দোযখের শিকল গলায় পরতে ভালবাস, তবে তা গ্রহণ করতে পার। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

পঞ্চদশ অধ্যায়

সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অতিরিক্ত পানি নেওয়াতে বাধা দেবে না

হাদীস : ২৮৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কাউকে অতিরিক্ত পানি নিতে বাধা দিও না। অথচ তোমাদের বাধা দেওয়া হবে অতিরিক্ত ঘাসে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না

হাদীস : ২৮৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি রহমতের নজরে দেখবেন না। ১. যে ব্যক্তি কোন পণ্য সম্পর্কে হলফ করেছে যে, ইহার যে মূল্য বলা হচ্ছে তা অপেক্ষা এর আগে অধিক মূল্য বলা হয়েছে, অথব সে মিথ্যুক। ২. যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের মাল গ্রহণ করতে আসরের পর মিথ্যা হলফ করেছে এবং ৩. যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি নিতে বাধা দিয়েছে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আজ আমি বাধা দেব তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহে, যেভাবে তুমি বাঁধা দিয়েছিলে যা তোমার হাত সৃষ্টি করেনি তাতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

অনাবাদী ভূমি আবাদ করলে তার মালিক আবাদকারী

হাদীস : ২৮৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে এমন যমীন আবাদ করেছে যাহা কারও মালিকানায় নহে। সেই তার হকদার। তাবেয়ী ওরওয়া ইবনে যুবায়র বলেন, হযরত ওমরও তাঁর খেলাফতকালে এই হুকুম দিয়েছিলেন। -(বোখারী)

চারণভূমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

হাদীস : ২৮৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত সা'ব ইবনে জাসসামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত চারণভূমি রক্ষা করার অধিকার কারও নেই। -(বোখারী)

নিজের হক পুরোপুরি আদায় করা যায়

হাদীস : ২৮৫৪ ॥ তাবেয়ী ওরওয়া (রা) বলেন, হাররা হতে প্রবাহিত নালার পানি বণ্টন সম্পর্কে আমার পিতা যুবায়রের এক আনসারের সাথে বিবাদ হল। তখন রাসূল (স) বললেন, যুবায়র,তুমি তোমার যমীনে পানি দাও, অতপর তোমার প্রতিবেশীর যমীনের দিকে ছাড়িয়ে দাও। আনসারী বলে উঠল, আপনার ফুফাত ভাই, তাই তো। এতে রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এবার তিনি বললেন, যুবায়র, তুমি তোমার যমীনে পানি দাও, অতপর তা আটকিয়ে রাখ যাতে পানি আইল পর্যন্ত পৌছে, অতপর তোমার প্রতিবেশীর যমীনের দিকে ছেড়ে দাও। এখন রাসূল (স) স্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা যুবায়রকে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন, যখন আনসারী তাঁকে রাগান্বিত করল, তার প্রথমে তাদেরকে এমন নির্দেশ দিয়ে ছিলেন যাতে উভয়ের সুবিধা ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়া দৌড় পরিমাণ ভূমি পেলেন

হাদীস : ২৮৫৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) হযরত যুবায়রকে তাঁর ঘোড়ার এক দৌড়ের পরিমাণ ভূমি দিতে বললেন। সুতরাং যুবায়র আপন ঘোড়া দৌড়ালেন, অবশেষে ঘোড়া থেমে গেল, অতপর তিনি আপন বেত নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, তাকে তার বেত পৌছানোর স্থান পর্যন্ত দিয়ে দাও। -(আবু দাউদ)

অনাবাদী বা খাস ভূমির দখলকারই তার মালিক

হাদীস : ২৮৫৬ ॥ হযরত হাসান বসরী (রা) হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে তিনি রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তিমালিকহীন যমীনের চারিপার্শ্বে আইল ঘেরা দিয়েছে সে যমীন তার। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) যুবায়রকে খেজুর বাগান দান করলেন

হাদীস : ২৮৫৭ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যুবায়রকে এক খণ্ড খেজুর বাগান দান করেছিলেন। -(আবু দাউদ)

রাসূল কর্তৃক হুজরাকে ভূমি দান

হাদীস : ২৮৫৮ ॥ তাবেয়ী আলকামা তাঁর পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজরা থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) তাঁকে ইয়ামানের হাযরামাওতে একখণ্ড যমীন দান করেছিলেন। ওয়ায়ের বলেন, এ জন্য আমার সাথে মুআবিয়া-কে পাঠিয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন, তাকে তা মেপে দাও। –(তিরমিযী ও দারেমী)

রাসূল (স) কর্তৃক দানকৃত ভূমি ফেরৎ নেওয়া

হাদীস : ২৮৫৯ ॥ হযরত আবইয়ায ইবনে হাম্মাল মাআরেবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-এর কাছে আপন গোত্রের প্রতিনিধি রূপে এলেন, এসময় তিনি মাআরেবস্থ নিমকের কূপটি তাঁর কাছে দান রূপে চাইলেন। তিনি তাঁকে তা দান করলেন। যখন তিনি রওয়ানা হলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাঁকে প্রস্রবণের অফুরন্ত পানি দিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, অতপর রাসূল (স) তাঁর কাছে থেকে তা ফেরত নিলেন। রাবী বলেন, আবইয়ায এটাও জিজ্ঞেস করেন যে, আরাক গাছের কোনটি রক্ষিত করা যায়? রাসূল (স) বললেন, যা উটের ক্ষুর পায় না। অর্থাৎ মানুষের নাগালের বাইরে। –(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

তিন জিনিসে সকল মুসলমানের অংশীদার

হাদীস : ২৮৬০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন জিনিসে সকল মুসলমান সমান শরীক, পানি, ঘাস ও আগুন। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

খাস ভূমি বা সম্পদ প্রথম যে পাবে তা তার

হাদীস : ২৮৬১ ॥ হযরত আসমার ইবনে মুযাররেস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে এসে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করলাম। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোন পানির কাছে প্রথম পৌছেছে যার কাছে তার আগে কোন মুসলমান পৌছেনি তা তার। –(আবু দাউদ) - যঈফ (৬৩৭)

পতিত ভূমির মালিক আল্লাহ ও তার রাসূল

হাদীস : ২৮৬২ ॥ তাবেয়ী তাউস ইবনে কায়সার মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ তা করবে তারই হবে। মালিকহীন যমীন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। অতপর আমার পক্ষ থেকে তা তোমাদের। –(শাফেঈ) - যঈফ (৬৩২)

শরহে সুন্নাহর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে মদীনায় বসতবাড়ীর জায়গা জায়গীর রূপে দান করলেন, আর তা ছিল আনসানদের খেজুর বাগান ও বাড়ীর ইমারতের মধ্যস্থলে। তখন আনসারীদের বনী আবদে যুহ্‌রা গোত্র বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মে আবদের পুত্রকে আমাদের সাথে দূরে রাখুন। তখন রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, তবে কেন আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন? আল্লাহ সেই জাতিকে পবিত্র করেন না যাদের মধ্যে দুর্বলের হক দেওয়া হয় না।

রাসূল কর্তৃক পানি বন্টনের ব্যবস্থা

হাদীস : ২৮৬৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) মাহ্‌যুরা মাঠের পানি সম্পর্কে ফয়সালা করেছেন–তা আটকিয়ে রাখা হবে, যতক্ষণ না তা পায়ের ছোট গিরা পর্যন্ত পৌছে। অতপর উপরের ব্যক্তি নিচের ব্যক্তির যমীনের দিকে ছেড়ে দেবে। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

সামুরা কর্তৃক রাসূলের নির্দেশ অমান্য

হাদীস : ২৮৬৪ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, এক আনসারীর বাগানের মধ্যে তার কতক খেজুর গাছ ছিল। তার আনসারীর সাথে তাঁর পরিবার ছিল। সামুরা সেখানে প্রবেশ করতেন এবং তাতে আনসারীর কষ্ট হত। এ কারণে আনসারী রাসূল (স)-এর কাছে এসে তাঁর কাছে তার উল্লেখ করলেন। রাসূল (স) সামুরা (রা)-কে ডেকে তা বিক্রি করতে বললেন। কিন্তু সামুরা তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, এর পরিবর্তে অন্য কোথাও গাছ নিয়ে নাও। কিন্তু সামুরা এতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, তুমি তাকে তা দান কর আর তোমার জন্য বেহেশতে এই হবে। মোটকথা, রাসূল (স) তাকে এমন কথা বললেন যাতে তাকে উৎসাহিত করা হল, কিন্তু এতেও তিনি স্বীকার করলেন না। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি প্রতিবেশীর পক্ষে ক্ষতিকর এবং আনসারীকে বললেন, যাও তুমি তার গাছ কেটে ফেল। –(আবু দাউদ) - যঈফ (৩৬৮)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল কর্তৃক আয়েশাকে উৎসাহিত করা

হাদীস : ২৮৬৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, ইয়া রাসূল (স)! কোন জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করা হালাল নই? তিনি বললেন, পানি, নিমক ও আগুন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম এই পানির কথার তাৎপর্য তো বুঝলাম কিন্তু নিমক ও আগুনের কথার তাৎপর্য কি? তখন তিনি বললেন, হে হোমায়রা (আয়েশা!) যে আগুন দান করেছেন সে যেন আগুনে যা পাক করেছে সে সমস্ত দান করেছে। আর যে নিমক দান করেছে সে যেন নিমকে যা সুস্বাদু করেছে তা সমস্ত দান করেছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানি পান করিয়েছে সেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে,সে যেন একটা দাস আযাদ করেছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানির শরবত পান করিয়েছে যেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে, সে যেন তাকে জীবন দান করেছে। -(ইবনে মাজাহ) - যঈফ (১৬৩৪)

ষোড়শ অধ্যায়

ওয়াক্ফ বিষয়ক বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর কর্তৃক অপূর্ব দান

হাদীস : ২৮৬৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা) খায়বরের গণীমতের এক খণ্ড ভূমি লাভ করলেন। অতপর তিনি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বরের এক খণ্ড ভূমি লাভ করেছি, যা অপেক্ষা উত্তম সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। এখন রাসূল (স) আমাকে এতে কি করতে বলেন? তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি যদি চাও এর মূল রক্ষা করে লভ্য দান করতে পার। সুতরাং ওমর (রা) এতে ঐরূপেই দান করলেন যে, তার মূল বিক্রয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে এবং তাতে উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হবে না। উহা দান করা হবে অভাবীদের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, দান মুক্তকরণে, আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ জেহাদে) মুসাফিরদের জন্য ও মেহমানদের জন্য। যে তার মুতওয়াল্লী হবে সে জমা না করে তা এতে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে বা আপন পরিবারকে খাওয়াতে পারবে। এতে আপত্তি নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

জীবনস্বত্ব দান প্রসঙ্গ

হাদীস : ২৮৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ওমর বা জীবনস্বত্ব দান জায়েয। -(বোখারী ও মুসলিম)

জীবনস্বত্বদানকারী ওয়ারিসরাই তার মালিক হবে

হাদীস : ২৮৬৮ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জীবনস্বত্ব যাকে দেওয়া হয়েছে, তার ওয়ারিসগণই তা মীরাস রূপে পাবে। -(মুসলিম)

জীবনস্বত্ব দানে উত্তরাধিকার নেই

হাদীস : ২৮৬৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দেওয়া হয় তার ও তার উত্তরাধিকারীদের জন্য, তা যাকে দেওয়া হয়েছে তারই হয়। যে দিয়েছে তার দিকে ফিরে আসে না। কেননা, সে এমন দান করেছে যাতে উত্তরাধিকার স্থাপিত হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

যদি জীবনস্বত্বের মধ্যে উত্তরাধিকারের কথা থাকে

হাদীস : ২৮৭০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, যে জীবনস্বত্বের অনুমতি রাসূল (স) দিয়েছেন তা হল, দাতা এইরূপ বলবে, এতে তোমার ও তোমার উত্তরাধিকারিদের জন্য, কিন্তু যে এমন বলবে, এটা তোমার জন্য যতক্ষণ না তুমি বেঁচে থাক, তখন তা তার দাতার দিকে ফিরে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দান করার একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে

হাদীস : ২৮৭১ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা রুকবা রূপে ও ওমরা রূপে দান করো না। যে ব্যক্তিকে রুকবা রূপে ও ওমরা রূপে কোন জিনিস দান করা হয়েছে, তা তার ওয়ারিসরাই পাবে। -(আবু দাউদ)

ওমরা এবং রুকবা পদ্ধতিতে দান করতে হয়

হাদীস : ২৮৭২ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ওমরা জায়েয, যাকে ওমরা দেওয়া হয়েছে, তা তারই এবং রুকবা জায়েয,যাকে রুকবা দেওয়া হয়েছে তা তারই। -(আহমদ, তিরমিযী, ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে উত্তম রূপে দান করেছে তা তারই

হাদীস : ২৮৭৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মাল তোমরা তোমাদের কাছে ধরে রাখ এবং নষ্ট করো না। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি ওমর রূপে দান করেছে তা তারই হবে, যাকে তা দান করা হয়েছে তা জীবনকালে, মৃত্যুকালে এবং পরেও তার ওয়ারিস হবে। -(মুসলিম)

সপ্তদশ অধ্যায়

দান, হেবা ও উপহার সম্পর্কিত আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দান করে ফেরত নেওয়া যায় না

হাদীস : ২৮৭৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে দান করে ফেরত নেয় সে হল কুকুরের ন্যায়। সে আপন বমি পুনরায় খেয়ে ফেলে। আমাদের পক্ষে এই মন্দ উদাহরণ সাজে না। -(বোখারী)

সকল সন্তানকে সমানভাবে দান করতে হয়

হাদীস : ২৮৭৫ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই সন্তানকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। রাসূল (স) বললেন, তুমি তোমার সকল সন্তানকেই এইরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূর (স) বললেন, তবে তুমি তা ফেরত নাও।

অপর এক বর্ণনায় আছে–তুমি কি চাও যে, তারা সকলে তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তবে তো এরূপে নয়।

অপর বর্ণনায় আছে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। তখন আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহা আমার পিতাকে বললেন, আমি এতে রাযী নই যতক্ষণ না আপনি রাসূল (স)-কে সাক্ষী করান। সুতরাং আমার পিতা রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এই সন্তানটিকে একটি কিছু দান প্রদান করেছি, কিন্তু আমরাহ আমাকে বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে যেন সাক্ষী করাই। রাসূল (স) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল (স) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সকল সন্তানের মধ্যে সমান ব্যবহার কর। নো'মান বলেন, সুতরাং তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আপন দান ফিরিয়ে নিলেন। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বললেন, আমি অন্যায়ের সাক্ষী হই না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সুগন্ধি দান করলে ফেরত দেবে না

হাদীস : ২৮৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে সুগন্ধি দান করা হয় সে যেন তা ফেরত না দেয়। কেননা, এটা হাল্‌কা বোঝা, অথচ সুগন্ধিযুক্ত। -(মুসলিম)

রাসূল (স) সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না

হাদীস : ২৮৭৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) সুগন্ধি জিনিস ফিরিয়ে দিতেন না। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দান করে ফেরত নেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২৮৭৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে দান করে অতপর তা ফেরত নেওয়া হালাল নয়। পিতা আপন পুত্রকে যা দানকরে তা ব্যতীত। যে ব্যক্তি দান করে অতপর তা ফেরৎ নেয়, তার উদাহরণ সেই কুকুরের ন্যায়, যে খায়, অবশেষে যখন পেট ভরে তখন বমি করে, অতপর আপন বমি খেয়ে নেয়। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।)

হেবা করলে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না

হাদীস : ২৮৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেউ আপন হেবার জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে না পিতা আপন পুত্রের হেবা ব্যতীত। -(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) একটি উটের পরিবর্তে ছয়টি উট দিলেন

হাদীস : ২৮৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন রাসূল (স)-কে একটি উটনি উপহার দিল। রাসূল (স) এর পতিদানে তাকে ছয়টি উটনি উপহার দিলেন, কিন্তু এতে সে নাখোশ হল। এই খবর রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করলেন। অতপর বললেন, অমুক আমাকে একটি উটনি উপহার দিয়েছে, আর আমি তার পরিবর্তে তাকে ছয়টি উটনি উপহার দিয়েছি, কিন্তু সে তাতে নাখোশ। আল্লাহর কসম! আমি সংকল্প করেছি কোন কুরাইশী অথবা আনসারী অথবা সকফী অথবা দাওসী ব্যতীত কারও উপহার গ্রহণ করব না।

—(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

দান করলে প্রতিদান করা উচিত

হাদীস : ২৮৮১ ॥ হযরত জাবের (রা) নিশ্চয়ই রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যাকে দান করা হয় তার যদি সামর্থ্য থাকে তবে সে যেন তার প্রতিদান করে, আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন তার প্রশংসা করে। কেননা, যে তার প্রশংসা করেছে সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আর যে তা গোপন করেছে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আর যে দান না পেয়ে পেয়েছে বলে, সে হল দ্বিগুণ মিথ্যুক। —(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

ভাল ব্যবহারকারীকে প্রশংসা করতে হয়

হাদীস : ২৮৮২ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার প্রতি কোন ভাল ব্যবহার করা হল, আর সে ভাল ব্যবহারকারীকে বলল, আল্লাহর আপনাকে ভাল প্রতিদান দিন। সে তার বহুল প্রশংসা করল। —(তিরমিযী)

মানুষেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত

হাদীস : ২৮৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। —(আমহদ ও তিরমিযী)

মদীনার আনছারগণ ছিলেন উত্তম সাহায্যদাতা

হাদীস : ২৮৮৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) মদীনা আগমন করলেন, তখন মুহাজিরগণ তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছি তাদের অপেক্ষা প্রচুর জিনিসের দাতা এবং অল্প জিনিস দ্বারা হলে সহানুভূতিশীল কোন সম্প্রদায় আমরা আর দেখি নি। তাঁরা আমাদের কষ্টের ভার নিয়েছেন এবং কষ্টে অর্জিত জিনিসে আমাদেরকে শরীক করেছেন, যাতে আমরা ভয় করছি যে, তারাই সমস্ত সওয়াব নিয়ে যাবেন। রাসূল (স) বললেন, তা হবে না যতক্ষণ না তোমরা তাদের জন্য দো'য়া কর ও তাদের প্রশংসা কর। —(তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন সহীহ।)

উপহার বিনিময় করা ইসলামের বিধান

হাদীস : ২৮৮৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, পরস্পরে উপহার দেবে। কেননা, উপহার হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে। - বুখারি (৮৩৫)

হাদিয়া অন্তরের কলুষতা দূর করে

হাদীস : ২৮৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, একে অন্যকে হাদিয়া দিও। হাদিয়া অন্তরের কলুষ দূর করে। এক পড়শিনী অপর পড়শিনীকে হাদিয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ হাদিয়াকে সামান্য মনে না করে। যদিও এক টুকরা ভেড়ার ক্ষুর হয়। —(তিরমিযী) - হাদীসটির প্রথম অংশ সহীহ (৮৩৬)

তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া যায় না

হাদীস : ২৮৮৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। বসবার গদি, তৈল ও দুধ। —(তিরমিযী, তিরমিযী বলেন, এই হাদীস গরবি। কেউ বলেছেন, তৈল অর্থে এখানে খোশবুকেই বুঝিয়েছেন।)

খোশবু বেহেশত থেকে বের হয়

হাদীস : ২৮৮৮ ॥ তাবেয়ী হযরত আবু ওসমান নাহদী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কাউকে খোশবুদার জিনিস দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, উহা বেহেশত থেকে বের হয়েছে।

- বুখারি (৮৩৭) —(তিরমিযী মুরসাল রূপে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক সন্তানকে সমানভাবে দান করতে হয়

হাদীস : ২৮৮৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, বশীরের স্ত্রী বশীরকে বলল, আমার ছেলেকে তোমার গোলামটি দান কর এবং এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে সাক্ষী কর। সুতরাং সে রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

অমুকের মেয়ে আমার কাছে চেয়েছে আমি যেন তার ছেলেকে আমার গোলামটি দান করি এবং বলেছেন, এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে সাক্ষী করি। তখন রাসূল (স) বললেন, তার অন্য ভাই আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাদের প্রত্যেককেই কি এর অনুরূপ দান করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তবে ইহা ঠিক নই, আর আমি সাক্ষী হই না হক বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর উপর। -(মুসলিম)

প্রথম দেখলে শেষ দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করা

হাদীস : ২৮৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, যখন তাঁর কাছে কোন নূতন ফল আনা হত, তিনি তা আপন চক্ষে ও ওষ্ঠে লাগাতেন এবং বলতেন, আয় আল্লাহ! যেভাবে তুমি আমাদেরকে এর প্রথমটি দেখিয়েছ সেভাবে এর শেষটিও দেখাও। অতপর তা তাঁর কাছে যে সকল ছেলে থাকত তাদেরকে দিতেন।

-(বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে)

অষ্টাদশ অধ্যায়

হারানো বস্তু প্রাপ্তির বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হারানো দ্রব্য পেলে এক বছর প্রহর গুণতে হবে

হাদীস : ২৮৯১ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে হারানো প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, এর থলি ও মুখ বন্ধ করবে। অতপর এক বছরকাল তার প্রচার করবে। ইতিমধ্যে যদি তার মালিক আসে, নচেৎ তোমার ইচ্ছা। আবার সে জিজ্ঞাসা করল, তবে হারানো ছাগল? তিনি বললেন, তা তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ে বাঘের। সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, তবে হারানো উট? তিনি বললেন, ওটা তোমার, মাথা ঘামানো কি আছে? এর সাথে ওটার মশক ও জুতা রয়েছে-তা পানিতে নেমে পানি এবং গাছের কাছে গিয়ে পাতা খাবে- অবশেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে- তিনি বললেন, তার প্রচার করবে এবং বছরকাল তার মুখ বেঁধে ও থলি চিনে রাখবে। অতপর যদি মালিক না আসে তুমি তা ব্যয় করবে। তারপর যদি মালিক আসে তাকে তা দিয়ে দিবে।

হারানো পশু পেলে প্রচার করতে হবে

হাদীস : ২৮৯২ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে হারানো পশুকে আশ্রয় দিয়েছে সে নিজেই পথহারা, যতক্ষণ না সে তার শোহরত করে। -(মুসলিম)

হাজীদের হারানো জিনিস ওঠানো নিষেধ

হাদীস : ২৮৯৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) হাজীদের হারানো জিনিস ওঠাতে নিষেধ করেছেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাছের ফল খাওয়া যাবে কিন্তু আঁচল করে নেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৮৯৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, গাছের লটকিয়ে আছে এমন ফল সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেসা করা হল। তিনি বললেন, যদি কোন ক্ষুধার্ত হাজতমান্দ লোক তা থেকে কিছু খায় তাতে তার উপর কিছু নেই, যদি আঁচলে ভরে কিছু না নিয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি তার কিছু নিয়ে যায়, তবে তার উপর দুই গুণ দণ্ড বর্তাবে, তদুপরি সাজাও হবে, অবশ্য হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যে তার কিছু চুরি করবে বাড়ীতে স্থান দেওয়ার পর, যার মূল্য হয় একটি ঢালের, তার হাত কাটা যাবে। এখানে দাদা হারানো উট ও ছাগলের উল্লেখ করেন যেভাবে অন্যেরা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল হারানো জিনিস সম্পর্কেও। তখন তিনি বললেন, যা আবাদ রাস্তায় অথবা আবাদ বস্তিতে পাওয়া যায়, আর তা জন্য সে এক বছর প্রচার করে, অতপর যদি উহার মালিক আসে তবে তা তাকে দিয়ে দিবে, আর তার মালিক না আসে, তবে তা তোমার হবে। আর যা বিরান জায়গায় পাওয়া যায় তাতে এবং মাটিতে প্রোথিত গুপ্তধনের এক পঞ্চমাংশ রায়তুল মালে দিতে হবে এবং বাকীটা তোমার হবে। -(নাসাঈ আবু দাউদ হারানো জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, হতে শেষ পর্যন্ত।)

হারানো বস্তু খাওয়া যায় কিন্তু মালিক আসলে ফিরিয়ে দিতে হয়

হাদীস : ২৮৯৫ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা) একটি হারানো দীনার পাইলেন এবং তা হযরত ফাতেমা (রা)-কে দিলেন। অতপর সে সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল (স) বললেন, ইহা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। সুতরাং ইহা থেকে স্বয়ং রাসূল (স) খেলেন। এইরূপ হওয়ার পর একটি স্ত্রীলোক দীনারের সন্ধানে এল। তখন রাসূল (স) বললেন আলী! তার দীনার আদায় করে দাও। -(আবু দাউদ)

হারানো জিনিস পেয়ে প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য

হাদীস : ২৮৯৬ ॥ হযরত জারূদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের হারানো জিনিস আগুনের স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। -(দারেমী)

হারানো জিনিস পেলে দুই জন সাক্ষী রাখতে হয়

হাদীস : ২৮৯৭ ॥ হযরত ইয়ায ইবনে হেমার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন হারানো বস্তু পায়, সে যেন এক কি দুই জন ন্যায়বান লোককে সে সম্পর্কে সাক্ষী রাখে এবং তা গোপন ও গায়েব না করে, অতপর যদি তার মালিককে পায় এবং তাকে তা ফিরিয়ে দেয়। নচেৎ তা আল্লাহর মাল, তিনি যাকে চান তাকে দেন।

-(আহমদ, আবু দাউদ ও দারেমী)

সাধারণ জিনিসের প্রতি কড়াকড়ি কম

হাদীস : ২৮৯৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) ছড়ি, চাবুক, রশি ও এইগুলোর ন্যায় নগণ্য জিনিস যা কোন ব্যক্তি ওঠায় তার দ্বারা নিজে উপকার লাভ করতে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। -(আবু দাউদ)-যঈফ (১৭৩৮)

উনবিংশ অধ্যায়

বণ্টন সম্পর্কীয় বয়ান

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুমিনদের ঋণ রাসূল (স) পরিশোধ করতেন

হাদীস : ২৮৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুদিনদের পক্ষে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও নিকটতর। সুতরাং যে মারা যায় ও তার উপর ঋণের বোঝা থাকে, আর যে তা পরিশোধ করার পরিমাণ সম্পত্তি রেখে না যায়, তা পরিশোধ করার ভার আমার উপর। আর সে যে মাল রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের।

অপর এক বর্ণনায় আছে-যে ঋন অথবা অসহায় পোষ্য রেখে যায়, সে যেন আমার কাছে আসে, আমিই তার অভিভাবক। অপর বর্ণনায় আছে-যে মাল রেখে যাবে তা তার ওয়ারিসদের হবে, আর যে কোন বোঝা রেখে যাবে তা আমার প্রতি বর্তাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নির্ধারিত ভাগ হকদারদের পৌঁছে দিবে

হাদীস : ২৯০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নির্ধারিত দায়ভাগসমূহ তাদের হকদারকে পৌছিয়ে দেবে। তারপর যা বাঁচবে তা নিকটতম পুরুষ ব্যক্তির। -(বোখারী ও মুসলিম)

কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হবে না

হাদীস : ২৯০১ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, না মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হবে আর না কাফের মুসলিমের। -(বোখারী ও মুসলিম)

যে গোত্রের মুক্ত ক্রীতদাস সে সেই গোত্রের

হাদীস : ২৯০২ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন গোত্রে ক্রীতদাস সেই গোত্রেরই একজন। -(বোখারী)

ভাগিনেয় বংশের একজন

হাদীস : ২৯০৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোত্রের ভাগিনেয় গোত্রেরই একজন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দু'জন ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পর ওয়ারিস হয় না

হাদীস : ২৯০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পর ওয়ারিস হয় না। –(আবু দাউদ ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী হযরত জাবের থেকে।)

হত্যাকারী মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়

হাদীস : ২৯০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হত্যাকারী নিহতের মিরাস পায় না।
–(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

দাদী ও নানীর অংশ নির্ধারিত

হাদীস : ২৯০৬ ॥ হযরত বুরায়দা ইবনে হুসাইব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) দাদী ও নানীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন– যদি এদের মোবাকিলায় মা না থাকে। –(আবু দাউদ) - যঈফ (৬৩৯)

জীবিত সন্তান প্রসব হলে তার জানাযা পড়াতে হবে

হাদীস : ২৯০৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যখন চিৎকার করবে, তার জানাযা পড়াতে হবে এবং তাকে ওয়ারিস করতে হবে। –(ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন

হাদীস : ২৯০৮ ॥ তাবেয়ী কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোত্রের ক্রীতদাস তাদেরই একজন, গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন এবং গোত্রের ভাগিনেয় তাদেরই একজন। –(দারেমী) - যঈফ (৬৪০)

মুমিন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকটতম

হাদীস : ২৯০৯ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মাদীকারেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের পক্ষে তার নিজের চেয়েও বেশি নিকটে, সুতরাং যে ঋন অথবা পোষ্য রেখে যাবে তা আমার জিম্মায় হবে, আর যে মাল রেখে যাবে তা তার ওয়ারিসদের হবে। আমিই অভিভাবক যার অভিভাবক নেই, আমি তার মালের ওয়ারিস হব এবং তার বন্দী মুক্ত করব। মামু তার ওয়ারিস হবে যার কোন ওয়ারিস নাই। সে তার মালের ওয়ারিস হবে এবং তার বন্দী মুক্ত করবে।

আর এক বর্ণনায় আছে- আমি ওয়ারিস যার ওয়ারিস নেই, আমি তার রক্তপণ দেব এবং তার ওয়ারিস হব। মামু ওয়ারিস যার ওয়ারিস নেই, সে তার রক্তপণ দেবে ও তার ওয়ারিস হবে। –(আবু দাউদ)

স্ত্রীলোক তিনটি মিরাস পেয়ে থাকে

হাদীস : ২৯১০ ॥ হযরত ওয়াসেল ইবনে আসকা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীলোক তিনটি মিরাস সম্পূর্ণ লাভ করে, তার মুক্ত ক্রীতদাসের মিরাস, তার পড়ে যাওয়া সন্তানের মিরাস এবং যে সন্তান সম্পর্কে সে লাআন করেছে তার মিরাস। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) - যঈফ (৬৪১)

যেনার সন্তান ওয়ারিশ হবে না

হাদীস : ২৯১১ ॥ আমর ইবনে শোআব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনা নারী অথবা বাঁদীর সাথে যেনা করেছে সে সন্তান হবে যেনার সন্তান। সে যেনাকারীর ওয়ারিস হবে না এবং মৌরুসও হবে না। –(তিরমিযী)

ওয়ারিস না থাকলে গ্রামবাসী কোন একজনের প্রাপ্য

হাদীস : ২৯১২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর এক মুক্ত গোলাপ মারা গেল এবং কিছু মিরাস রেখে গেল, কিন্তু কোন আত্মীয় বা সন্তান রেখে গেল না। তখন রাসূল (স) বললেন, তার মিরাস তার গ্রামবাসীদের কোন ব্যক্তিকে দাও। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

লা ওয়ারিস ব্যক্তির সম্পদ একজনকে দেওয়া হল

হাদীস : ২৯১৩ ॥ হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি মারা গেল এবং তার মিরাস রাসূল (স)-এর কাছে আ[illegible]ল। তিনি বললেন, তার কোন ওয়ারিস অথবা দূর আত্মীয় আছে কিনা তালাশ কর, কিন্তু তারা তার কোন ওয়ারিস অথবা দূর আত্মীয় পেল না। তখন রাসূল (স) বললেন, খুযাআর প্রবীণতম ব্যক্তিকে দিয়ে দাও।

- যঈফ (৬৪২) –(আবু দাউদ। তাঁর অপর বর্ণনায় আছে, খুযআর প্রবীণতম ব্যক্তিকে তালাশ করে দেখ।)

যাদের ভাই বোন ওয়ারিস হবে

হাদীস : ২৯১৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, তোমরা বণ্টন বিষয়ে এই আয়াত পড়ে থাক, তা তোমরা যে অসিয়ত কর সে অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর। অথচ রাসূল (স) ঋণ আদায়ের হুকুম দিয়েছেন অসিয়তের পূর্বে। তিনি আরও হুকুম দিয়েছেন, সহোদর ভাই বোন ওয়ারিস হবে, সৎ ভাই বোন নয়। ভাই ওয়ারিস হয় এক বাপ ও এক মায়ের ভাইয়ের, এক বাপের ও ভিন্ন মায়ের ভাইয়ের নহে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু দারেমীর বর্ণনায় রয়েছে, সহোদর ভাইরা ওয়ারিস হবে সৎ ভাইরা নয়।)

মিরাসের ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালা করলেন

হাদীস : ২৯১৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একদা সাদ ইবনে রবী'র স্ত্রী সাদের ঔরসে জন্ম তার দুই মেয়েকে নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দুইটি সাদ ইবনে রবী'র মেয়ে। এদের পিতা আপনার সাথে ওহুদের যুদ্ধে শহীদরূপে নিহত হয়েছে। তাদের চাচা তাদের সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে গেছে এবং তাদের জন্য কিছুই রাখেনি। অথচ তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না যদি তাদের মাল না থাকে। রাসূল (স) বললেন, আশা করি আল্লাহ এ ব্যাপারে কোন হুকুম জারি করবেন। তখন মিরাসের আয়াত নাযিল হল। রাসূল (স) তাদের চাচার কাছে লোক পাঠালেন, বললেন, সাদের দুই মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ দাও এবং তাদের মাকে অষ্টমাংশ, অতপর যা বাকী থাকবে তা তোমার। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।)

সম্পদে কন্যা ও ভগ্নি অর্ধেক পাবে

হাদীস : ২৯১৬ ॥ তাবেয়ী হুযাইল ইবনে শোরাহবীল (রা) বলেন, হযরত আবু মুসা আশআরীকে কন্যা, পৌত্রী ও ভগ্নী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, কার কত? তিনি বললেন, কন্যার অর্ধেক ও ভগ্নীর অর্ধেক, তবে একবার ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা কর, আশা করি তিনি আমার অনুরূপ বলবেন। ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করা হল এবং তাঁকে হযরত আবু মুসার উত্তর জ্ঞাপন করা হল। তিনি বললেন, যদি আমি এমন বলি, তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হব এবং পথপ্রাপ্তদের অন্তর্গত থাকব না। আমি এ ব্যাপারে ফয়সালা দেব যে ফয়সালা রাসূল (স) দিয়েছিলেন। কন্যার অর্ধেক এবং পৌত্রীর এক ষষ্ঠাংশ, দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। আর বাকী যা থাকবে অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ তা ভগ্নীর আসাবরূপে। রাবী বলেন, অতপর আমরা হযরত আবু মুসার কাছে গেলাম এবং তাঁকে হযরত ইবনে মাসউদের উত্তর জ্ঞাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে এই মহাপণ্ডিত আছেন। -(বোখারী)

দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ নিয়ামত হিসেবে পেল

হাদীস : ২৯১৭ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পৌত্র মারা গিয়েছে, আমার জন্য তার মীরাসের কি রয়েছে? তিনি বললেন, তোমার এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে। সে যখন চলল, তাকে ডেকে বললেন, তোমার জন্য আরেক ষষ্ঠাংশ রয়েছে। যে যখন চলল, আবার ডেকে বললেন, দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ তুমি নেয়ামত রূপে পেলে। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ) ضعيف (৬৪৩)

নানী এবং দাদী মিরাসের অংশ পাবে

হাদীস : ২৯১৮ ॥ হযরত কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে এক নানী এসে তার মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অংশ নাই এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাতেও তোমার কোন অংশ নেই। এখন যাও। আমি সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করে দেখি। অতপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা বললেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম তিনি নানীকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আপনার সাথে আপনি ছাড়া অন্য কেউ ছিল কি না? তখন মুহম্মদ ইবনে মাসলামা মুগীরার কথার অনুরূপ বললেন। সুতরাং আবু বকর (রা) তার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার হুকুম দিলেন। কাবীসা বলেন, অতপর অন্য দাদী এসে হযরত ওমর (রা)-কে তার মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, সেই ছয় ভাগের এক ভাগই। তোমরা যদি উভয়ে থাক তবে তা তোমাদের মধ্যে ভাগ হবে। আর তোমাদের দুইয়ের কেউ যদি একা থাক, তবে তা তারই হবে। -(মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ) ضعيف (৬৪৪)

দাদী ছেলের সাথে থেকেও নাতীর মিরাস পাবে

হাদীস : ২৯১৯ ॥ দাদী আপন ছেলের সাথে থাকলে নাতির মিরাস পাবে কিনা সে সম্পর্কে হযরত মাসউদ (রা) বলেছেন, সে হল প্রথম দাদী যাহাকে রাসূল (স) ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন, অথচ তার ছেলে জীবিত। -(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী হাদীসটি যয়ীফ বলেছেন। - ضعيف (৬৪৫)

ভাই পুত্র ভাইঝির ওয়ারিস হয় না

হাদীস : ২৯২০ ॥ তাবেয়ী মুহম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা আবু বকর হাযম (রা)-কে বহুবার বলতে শুনেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলতেন, কি আশ্চর্য! ফুফু মৌরুস হয় অথচ সে ওয়ারিস হয় না। –(মালিক)

ফারায়েয শিক্ষা করা ফরজ

হাদীস : ২৯২১ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেছেন, ফারায়েয শিক্ষা কর। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বাড়িয়ে বলেছেন, তালাক ও হজ্জের মাসায়েলও অতপর উভয়ে বলেছেন, কেননা তা তোমাদের দ্বীনের অঙ্গ। –(দারেমী)

রাসূল কর্তৃক যাহ্‌হাককে লিখিত নির্দেশ

হাদীস : ২৯২২ ॥ হযরত যাহ্‌হাক ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) তাঁর কাছে লিখেছিলেন, আশইয়াম যুবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর রক্তপনের অংশ দাও।

–(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

তামীমদারী কর্তৃক রাসূল (স) প্রশ্ন

হাদীস : ২৯২৩ ॥ হযরত তামীম দারী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, শরীঅতে ঐ মুশরিক ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে হুকুম কি? যে কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে? তিনি বললেন, সে মুসলমান তার নিকটতম লোক তার জীবনেও মরণেও। –(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

উত্তরাধিকারী না থাকলে যে কেউ তার সম্পদ পাবে

হাদীস : ২৯২৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মারা গেল এবং তার আযাদ করা একটি গোলাপ ব্যতীত কাউকেও উত্তরাধিকারী রেখে গেল না। রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কেউ আছে? লোকেরা বলল, তার আযাদ করা একটি গোলাপ ছাড়া কেউ নেই। তখন রাসূল (স) তার উত্তরাধিকার তাকে দিলেন।

–(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

যে মালের ওয়ারিস হয় সে ওলার ওয়ারিস হয়

হাদীস : ২৯২৫ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েরব তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে মালের ওয়ারিস হয় সে ওলারও ওয়ারিস হয়। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এটার সনদ সবল নয়।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিরাস ইসলামের নীতি অনুসারেই করতে হবে

হাদীস : ২৯২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে মিরাস জাহেলিয়াত যুগে বন্টিত হয়ে গিয়েছে তা জাহেলিয়াতের বন্টন অনুসারেই থাকবে। আর যে মিরাসকে ইসলাম পাইয়েছে তা ইসলামের বন্টন অনুসারেই হবে। –(ইবনে মাজাহ)।

বিংশ অধ্যায়

অসিয়তের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অসিয়তনামা লিখে রাখা উচিত

হাদীস : ২৯২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মুসলমানের এমন মাল আছে যাতে ওছিয়ত করা যেতে পারে, তার নিজের কাছে অসিয়তনামা লেখে না রেখে দুই রাত্র অতিবাহিত করাও তার অধিকার নেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা যায়

হাদীস : ২৯২৮ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন. মক্কা বিজয়ের বৎসর আমি এক রোগে আক্রান্ত হলাম, যাতে আমি মৃত্যুর দ্বারে পৌছালাম। ঐ সময় রাসূল (স) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রচুর মাল আছে, আর আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত ঔসজাত কোন ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার সমস্ত মাল অন্যদের জন্য অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তা হলে কি তিন ভাগেরই দুই ভাগ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম তবে কি এক তৃতয়ি ভাগ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তৃতীয় ভাগ। আর তৃতীয় ভাগও বেশী। তুমি তোমার অপর ওয়ারিসদেরকে সচ্ছল রেখে যাবে এটাই তোমার পক্ষে উত্তম। তাদেরকে দরিদ্র রেখে যাওয়া অপেক্ষা-যাতে তারা তোমার পর অন্যের কাছে হাত না পাতে। তুমি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তোমার পরিবারে প্রতি যে খরচ করবে, নিশ্চয় তাতেও তোমাকে সওয়াব দেওয়া হবে। এমন কি তুমি আদর করে তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা উঠিয়ে দাও তাতেও। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা ইসলামের বিধান

হাদীস : ২৯২৯ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমার এক রোগে রাসূল (স) আমাকে দেখতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, অসিয়ত করবার ইচ্ছা করেছো কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি পরিমাণ? আমি বললাম, আমার সমস্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় দিতে ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, তোমার সন্তানের জন্য কি রাখতে চাও? আমি বললাম, তারা বহু সম্পদের অধিকারী। তিনি বললেন, তবুও তুমি দশ ভাগের এক ভাগ অসিয়ত কর। সাদ বলেন, আমি বরাবর তাঁকে ইহা কম ইহা কম বলতে লাগলাম। অবশেষে তিনি বললেন, তবে তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত কর, তার তিন ভাগের এক ভাগও বেশী। -(তিরমিযী)

ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত নেই

হাদীস : ২৯৩০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকেই তার হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়ত নেই। - আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বাড়িয়ে বলেছেন, সন্তান, স্ত্রী আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। তারা পরকালে তাদের বিচার আল্লাহর হাতে পাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত নাই, কিন্তু যদি ওয়ারিসরা অনুমতি দেয়।

অসিয়ত দ্বারা সম্পদের ক্ষতি করলে আল্লাহ বেজার হন

হাদীস : ২৯৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষ বা নারী ষাট বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা করে, অতপর তাদের কাছে মউত পৌছে আর তারা অসিয়ত দ্বারা ওয়ারিসদের ক্ষতি করে, যাতে তাদের জন্য দোযখ আবশ্যক হয়ে যায়। অতপর আবু হুরায়রা এই আয়াত পাঠ করলেন, 'অসিয়তের পর যা অসিয়ত করা হয় এবং ঋণের পর' যদি অসিয়তকারী ক্ষতি না করে ওয়ারিসদের বাক্য হতে ইহা হল বড় সাফল্য পর্যন্ত। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসিয়াত করে মৃত্যুবরণ করা ভাল

হাদীস : ২৯৩২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অসিয়ত করে মরেছে সে সত্য পথ ও ঠিক প্রথার উপর মরেছে, মুত্তাকী ও শহীদ রূপে মরেছে এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে মরেছে। -(ইবনে মাজাহ)

মুসলমান ব্যতীত আখিরাতের কোন মূল্য নেই

হাদীস : ২৯৩৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েরব তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, আস ইবনে ওয়ায়েল মরার কালে অসিয়ত করে যান যে, তার পক্ষ থেকে যেন একশত গোলাম আযাদ করা হয়। তদনুসারে তার পুত্র হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করেন। অতপর তাঁর পুত্র আমর বাকী পঞ্চাশটি আযাদ করার ইচ্ছা করলেন, তবে বললেন, আমি আযাদ করব না যতক্ষণ না এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করব। অতপর তিনি রাসূল (স)-এর খেদমতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা তাঁর পক্ষ থেকে একশত গোলাম আযাদ করার অসিয়ত করে গিয়েছেন এবং আমার ভাই হিশাম পঞ্চাশটি আযাদও করেছেন, আর বাকী রয়েছে পঞ্চাশটি। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আযাদ করব? তখন রাসূল (স) বললেন, সে যদি মুসলমান হত আর তোমরা তার পক্ষ থেকে তা আযাদ করতে অথবা দান-খয়রাত করতে অথবা হজ্জ করতে, তার কাছে তার সওয়াব পৌছাত। -(আবু দাউদ)

মিরাসের অংশ নিয়ে গোলমাল উচিত নয়

হাদীস : ২৯৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারিসদের মিরাসের অংশ কটিয়াছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাতের মিরাসের অংশ কেটে দিবেন। -(ইবনে মাজাহ আর বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমানে আবু হুরায়রা থেকে।) - যঈফ (৮৫১)

একবিংশ অধ্যায়

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়াবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুবকের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে

হাদীস : ২৯৩৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা চক্ষুকে আনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে, আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে, রোযা হল তার জন্য খোজা হওয়া। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিয়ে করা ইসলামের একটি বিধান

হাদীস : ২৯৩৬ ॥ হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা)-এর বিবাহ না করার প্রস্তাবকে রদ করে দিয়েছেন। যদি তিনি তাকে তার অনুমতি দিতেন, নিশ্চয় আমরা খোজা হয়ে যেতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

চার কারণে নারীকে বিয়ে করা হয়

হাদীস : ২৯৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নারীকে বিবাহ করা হয় চার কারণে। তাদের ধনের কারণে, তাদের বংশ মর্যাদার কারণে, তাদের সৌন্দর্যের কারণে এবং তার ধর্মের কারণে। সুতরাং ধার্মিক নারী লাভ করতে চেষ্টা করবে, তুমি ধ্বংস হও যদি অপর নারী চাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

নারী হল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ

হাদীস : ২৯৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোটা দুনিয়াটাই হল সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল সতী-সাধ্বী নারী। -(মুসলিম)

নারীদের মধ্যে উত্তম নারী কোরাইশী নারী

হাদীস : ২৯৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উটে চড়ে এমন নারীদের মধ্যে উত্তম নারী হল কোরাইশী নারী। তারা সন্তানদের প্রতি হয় বড়ই স্নেহশীল সন্তানদের ছোটকালে, স্বামীর মালের প্রতি হয় রক্ষিকা যা তাদের হাতে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নারীরাই পুরুষের জন্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর

হাদীস : ২৯৪০ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পুরুষের জন্যে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রেখে যাচ্ছি না। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুনিয়া এবং নারী জাতি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার আবশ্যক

হাদীস : ২৯৪১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়া হচ্ছে সুস্বাদু ঘাস স্বরূপ, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করবেন, যাতে তিনি দেখেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব, তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। কেননা, বনী ইসরাঈলের প্রতি যে প্রথম বিপদ এসেছিল তা নারীদের ভিতরে দিয়েই এসেছিল। -(মুসলিম)

তিনটি বস্তুতে অকল্যাণ রয়েছে

হাদীস : ২৯৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অকল্যাণ রয়েছে নারীতে, বাসস্থানে ও ঘোড়ায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় রয়েছে- অকল্যাণ রয়েছে তিন জিনিসে। নারী, বাসস্থান ও পশুতে।

রাসূল (স) কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে বলতেন

হাদীস : ২৯৪৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। আমরা যখন মদীনার নিকটে এসে পৌছলাম, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সম্প্রতি বিবাহ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন, তুমি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম; বরং বিবাহিতা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে আমোদ করতে আর সেও তোমার সাথে আমোদ করত? অতপর যখন আমরা মদীনায় উপনীত হলাম, আপন বাসস্থানে যেতে চাইলাম। তিনি বললেন থাম, আমরা রাত্রে অর্থাৎ সন্ধ্যায় যাব, যাতে রুক্ষ কেশী নারী মাথায় চিরুনি করে নেয় এবং প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী নাভির নিচের কেশ সাফ করতে পারে।
—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আবশ্যক

হাদীস : ২৯৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ আবশ্যক মনে করেন। মুকাতাবা যে দাস তার মুক্তিপণ আদায় করতে চায়। বিবাহকারী যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায় এবং মুজাহিত যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। —(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

দ্বীনদারী ও চরিত্রকে প্রধান্য দিয়ে বিয়ে দিতে হয়

হাদীস : ২৯৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে এমন লোক বিয়ের প্রস্তাব করে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ কর, তখন বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তাহা না কর তবে যমীনে বিপদ ও বড় ফাসাদ সৃষ্টি হবে। —(তিরমিযী)

অধিক সন্তান প্রসবকারী মহিলাদের বিয়ে করা উচিত

হাদীস : ২৯৪৬ ॥ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিয়ে কর তোমরা রমণীয় ও অধিক সন্তান প্রসবিণী নারীকে। কেননা, আমি তোমাদের সংখ্যায় অন্যান্য উম্মতের উপর জয়ী হতে চাই।
—(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কুমারী মেয়ে বিয়ে করা ভাল

হাদীস : ২৯৪৭ ॥ তাবে তাবেয়ী আবদুর রহমান ইবনে সালেম ইবনে উতায়বা ইবনে উমাইয়া ইবনে সায়েদা আনসারী তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কুমারীদের বিবাহ করবে। কেননা, তাদের মুখ বেশি মিষ্টি, তাদের গর্ভাশয় অধিক গর্ভধারিণী এবং তারা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে।
—(ইবনে মাজাহ মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ হল উত্তম বন্ধন

হাদীস : ২৯৪৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রণয়ীর মধ্যে বিবাহের ন্যায় উত্তম বন্ধন আর কিছুই দেখবে না।

স্বাধীন নারী বিয়ে করা উচিত

হাদীস : ২৯৪৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিশতে চায় সে যেন স্বাধীনা নারী বিবাহ করে। — যঈফ (১৫২)

নেককার স্ত্রী একটা বিরাট সম্পদ

হাদীস : ২৯৫০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, মুমিন বান্দা আল্লাহর ভয় লাভের পর নেক স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম আর কিছু লাভ করতে পারে না। যদি তাকে আদেশ করে সে তা মেনে নেয়। যদি তার দিকে দেখে সে তাকে খুশী করে, যদি তাকে লক্ষ্য করে কোন শপথ করে সে তা পূর্ণ করে, আর যদি স্বামী তার কাছে থেকে দূরে চলে যায়, সে তার নিজের বিষয়ে ও স্বামীর মালের বিষয়ে মঙ্গল কামনা করে। —(ইবনে মাজাহ উক্ত হাদীস তিনটি বর্ণনা করেছেন।) — যঈফ (১৫৩)

বিয়ে করলে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ হয়

হাদীস : ২৯৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন বান্দা বিবাহ করল, নিশ্চয় সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল এবং বাকী অর্ধেক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে।

যে বিয়েতে কষ্ট কম তাই উত্তম বিয়ে

হাদীস : ২৯৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ শাদী (বিবাহ) হল যা সর্বাপেক্ষা কম কষ্টে নির্বাহ হয়। —(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে হাদীস দুইটি রেওয়ায়েত করেছেন।)— যঈফ (১৫৪)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পাত্র-পাত্রী দেখা ও পর্দার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহিতা নারীর সাথে এক বিছানায় শয়ন করা নিষেধ

হাদীস : ২৯৫৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খবরদার! কোন পুরুষ যেন কোন বিবাহিতা নারীর সাথে এক জায়গায় রাত্রি যাপন না করে স্বামী অথবা কোন মাহরাম ব্যক্তি হওয়া ব্যতীত। -(মুসলিম)

দেবর নারীর জন্য যমের সমতুল্য

হাদীস : ২৯৫৪ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নারীর কাছে যাবে না। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেবর সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, সে তো সাক্ষাৎ যম। -(বোখারী ও মুসলিম)

স্ত্রীলোকেরা মহারাম ব্যতীত অন্য পুরুষ দেখা হারাম

হাদীস : ২৯৫৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, হযরত উম্মে সালামা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে শিঙ্গা নিতে অনুমতি চাইলেন। রাসূল (স) আবু তায়বাকে তাঁর শিঙ্গা দিতে নির্দেশ দিলেন। জাবের বলেন, আমি মনে করি, আবু তায়বা তাঁর দুধ-ভাই অথবা না-বালেগ বালক ছিল। -(মুসলিম)

কোন মেয়ের বুকের প্রতি দৃষ্টি পড়লে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হয়

হাদীস : ২৯৫৬ ॥ হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে হঠাৎ দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে চক্ষু ফিরিয়া নিতে বললেন। -(মুসলিম)

নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়

হাদীস : ২৯৫৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়। তোমাদের কারও কাছে যখন কোন নারী ভাল লাগে এবং সে তার অন্তরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন আপন স্ত্রীর কাছে যায় এবং তার সাথে সহবাস করে। এটা তার অন্তরে যা আছে তা দূর করবে। -(মুসলিম)

আনছারী মহিলাদের চোখে একটা দোষ ছিল

হাদীস : ২৯৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আনসারীদের একটি মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেছি। রাসূল (স) বলতেন, তাদের প্রথমে দেখে নাও। কেননা, আনসারীদের চোখে একটা দোষ থাকে। -(মুসলিম)

কোন নারীর অপর নারীর সাথে বেশি মাখামাখি করা উচিত নয়

হাদীস : ২৯৫৯ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন নারী যেন অপর নারীর সাথে বেশি মাখামাখি না করে, অতপর আপন স্বামীর কাছে গিয়ে এমনভাবে তার রূপ বর্ণনা না করে, যেন তার স্বামী তাকে আপন চোখে দেখছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

এক পুরুষ অন্য পুরুষের গোপনিয় অঙ্গের দিকে নজর করবে না

হাদীস : ২৯৬০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক পুরুষ যেন অপর পুরুষের আবরণীয় অঙ্গের প্রতি নজর না দেয়। এই রূপে নারীও যেন অপর নারীর আবরণীয় অঙ্গের প্রতি নজর না দেয় এবং এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে না শোয়। এরূপ এক নারীও যেন অপর এক নারীর সাথে এক কাপড়ের নিচে না শোয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের জন্য নারীর জায়েয অঙ্গ ভালভাবে দেখতে নির্দেশ

হাদীস : ২৯৬১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারীর বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তখন যদি তার পক্ষে তার এমন কোন (জায়েয অঙ্গ) দেখা সম্ভবপর হয় যা তাকে বিবাহের দিকে ডাকে, তখন সে যেন তা দেখে। -(আবু দাউদ)

বিয়ে করার পূর্বে ভাল করে দেখা উচিত

হাদীস : ২৯৬২ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি একটি নারীর বিবাহের প্রস্তাব করলাম। রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি কি তাকে দেখে নিয়েছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা, এটা পরে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়ে দেবে। –(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

অন্য স্ত্রীকে দেখে মনসংযোগ হলে স্ত্রীর কাছে যেতে হয়

হাদীস : ২৯৬৩ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) এক স্ত্রীলোককে দেখলেন এবং সে তাঁর কাছে ভাল লাগল। অতএব তিনি নিজের স্ত্রী সওদার কাছে গেলেন, তখন তিনি একটা খোশবু তৈরি করতে ছিলেন এবং তার কাছে আরও কতিপয় স্ত্রীলোক ছিল। তারা তাঁর জন্য ঘর খালি করে দিল এবং তিনি তাঁর আবশ্যক পুরো করলেন। অতপর তিনি বললেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে দেখে আর সে তার কাছে ভাল লাগে, তখন সে যেন আপন স্ত্রীর কাছে যায়। কেননা, তার নিকটও তা রয়েছে যা তার কাছে রয়েছে। –(দারেমী)

নারীরা বের হলে শয়তান তার পেছনে চলে

হাদীস : ২৯৬৪ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নারী হল আওরত বা আবরণীয় জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে। –(তিরমিযী)

অন্য নারীকে হঠাৎ একবার দেখা যায়

হাদীস : ২৯৬৫ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) একদা হযরত আলীকে বললেন, আলী হঠাৎ একবার দেখার পর পুনর্বার দেখিও না। কেননা, তোমার প্রথমবার অনুমতি রয়েছে এবং দ্বিতীয়বার অনুমতি নাই।
–(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

দাসী অন্যে বিয়ে করলে তার অঙ্গের দিকে আর তাকানো যাবে না

হাদীস : ২৯৬৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার দাসকে তার দাসী বিবাহ করিয়ে দেয়, তখন সে যেন আর কখনো তার আবরণীয় অঙ্গের প্রতি নজর না করে। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন আর কখনো তার নাভির নিচের এবং হাটুর উপরের অঙ্গের প্রতি নজর না করে। –(আবু দাউদ)

মানুষের রাণও একটি আবরণীয় অঙ্গ

হাদীস : ২৯৬৭ ॥ হযরত জারহাদ ইবনে খুওয়াইলেদ (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) একদা আমাকে বললেন, জারহাদ, তুমি জান না যে, রাণ আবরণীয় অঙ্গ? –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাণ প্রকাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ২৯৬৮ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁকে বললেন, হে আলী! তোমার রাণ প্রকাশ করো না এবং জীবিত ও মৃত কারোও রাণের প্রতি নজরও করিও না। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) – যঈফ (৬৫৫)

রাণ বের করে রাখা গোনাহ

হাদীস : ২৯৬৯ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে জাহ্‌শ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) মা'মার ইবনে আবদুল্লাহর কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর উভয় রাণ খোলা ছিল। তিনি বললেন, মা'মর তোমার রাণ ঢাক। কেননা, রাণদ্বয় আবরণীয় অঙ্গ। –(শরহে সুন্নাহ) – যঈফ (৬৫৬)

কখনো উলঙ্গ হওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২৯৭০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কখনো উলঙ্গ হবে না। কেননা, তোমাদের সাথে কেরামান কাতেবীন ফেরেশতারা রয়েছে, যারা তোমাদের কাছে থেকে পৃথক হয় না। তোমাদের পায়খানা-প্রসাব ও স্ত্রী সহবাসের সময় ব্যতীত, সুতরাং তাদেরকে লজ্জা করবে এবং তাযীম করবে। –(তিরমিযী)– যঈফ (৬৫৭)

অন্ধ থেকেও নারীদের পর্দা করতে হবে

হাদীস : ২৯৭১ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি ও হযরত মায়মুনা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে ছিলেন। হঠাৎ ইবনে উম্মে মাকতুম তাঁর কাছে এসে পৌঁছল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা পর্দা কর! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখছে না। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা কি অন্ধ যে তাকে দেখছ না? –(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)– যঈফ। (এর সনদে নুবহান নামে একজন দুর্বল রাবী আছে। যঈফ (৬৫৮)

আল্লাহ পাককে বেশি লজ্জা করা উচিত

হাদীস : ২৯৭২ ॥ বাহয ইবনে হাকীম তাঁর পিতা ও দাদা মুআবিয়া পরম্পরায় বর্ণনা করেন, রাসূল (স) একদা বললেন, মুআবিয়া! তোমার স্ত্রী ও তোমার দাসী ছাড়া অপরের কাছে তোমার আবরণীয় অঙ্গকে রক্ষা করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন যখন কোন ব্যক্তি একা থাকে। তিনি বললেন, তখন আল্লাহকেই অধিক লজ্জা করা উচিত। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

কোন নারী এবং পুরুষ একত্র হলে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হয়

হাদীস : ২৯৭৩ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে একা হলেই শয়তান এসে তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হয়। -(তিরমিযী)

যে মহিলার স্বামী ঘরে নেই তার কাছে যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২৯৭৪ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, তাদের কাছে যেও না। কেননা, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর রক্তের ন্যায় বিচরণ করে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মধ্যেও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার মধ্যেও তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন তাই আমি তা থেকে রক্ষা পাই। -(তিরমিযী)

দাসের সাথে দেখা দেয়া যায়

হাদীস : ২৯৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) হযরত ফাতেমার কাছে একটা দাস নিয়ে গেলেন, যা তিনি তাঁকে দান করেছিলেন, আর তখন ফাতেমার গায়ে ছিল এমন একটা কাপড়, যা দ্বারা মাথা ঢাকলে তার পা পর্যন্ত পৌছাত না এবং পা ঢাকলে মাথা পর্যন্ত পৌছত না। যখন রাসূল (স) তাঁকে ঐরূপ অসুবিধা বোধ করতে দেখলেন, বললেন, কিছু না মা, এখানে তো তোমার বা ও তোমার দাসই। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নপুংসক থেকেও পর্দা করতে হবে

হাদীস : ২৯৭৬ ॥ হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁর কাছে ছিলেন। এ সময় ঘরে এক নপুংসকও ছিল। সে হযরত উম্মে সালমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াকে বলল, হে আবদুল্লাহ! আগামীতে আল্লাহ যদি তোমাদেরকে তায়েফসাবীদের উপর বিজয় দান করেন, আমি তোমাকে গায়লানের কন্যাকে দেখাইব- সে চারটি নিয়ে আগমন করে এবং আটটি নিয়ে প্রস্থান করে। ইহা শুনে রাসূল (স) বললেন, এরা যেন কখনো তোমাদের কাছে আসতে না পারে। -(বোখারী ও মুসলিম।)

উলঙ্গ হওয়া কোন ক্রমেই জায়েয নেই

হাদীস : ২৯৭৭ ॥ হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, আমি একটি ভারী পাথর উঠিয়ে নিয়ে চললাম, হঠাৎ আমার পরনের কাপড় পড়ে গেল এবং আমি তা ধরতে পারলাম না। এ সময় রাসূল (স) আমাকে দেখলেন এবং বললেন, কাপড় পরে নাও নেংটা চলো না। -(মুসলিম)

লজ্জাস্থানের দিকে নজর করা উচিত নয়

হাদীস : ২৯৭৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনো রাসূল (স)-এর লজ্জাস্থানের দিকে নজর করি নাই বা উহা দেখি নাই। -(ইবনে মাজাহ) - যঈফ (৬৫৯)

হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে অবনত হবে

হাদীস : ২৯৭৯ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে কোন মুসলমানের কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি হঠাৎ প্রথম দৃষ্টি পড়ে যায়, অতপর যে আপন চক্ষু নীচু করে, আল্লাহ তার জন্য এক এবাদতের সুযোগ সৃষ্টি করেন যাতে সে তার স্বাদ পায়। -(আহমদ) - যঈফ (৬৬০)

ইচ্ছা করে দৃষ্টিকারীর প্রতি লানত

হাদীস : ২৯৮০ ॥ হযরত হাসান বসরী মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন যে, আমার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌছেছে যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ লানত করেন দৃষ্টিকারীর এবং যার উপর দৃষ্টি পতিত হয় তার প্রতি। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) - হাসান (৬৬১)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিবাহেওলী ও কনের অনুমতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনুমতি ব্যতীত প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের বিয়ে দেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৯৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বালেগা বিবাহিতা নারীকে বিবাহ দেওয়া যাবে না যতক্ষণ না তা স্পষ্ট অনুমতি নেওয়া হয়। এইরূপ বালেগা কুমারীকেও বিবাহ দেওয়া যাবে না যতক্ষণ না তার অনুমতি গ্রহণ করা হয়। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার অনুমতি কিরূপে বোঝা যাবে? সে তো কথা বলবে না। তিনি বললেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিয়ের সময় অনুমতি নিতে হয়

হাদীস : ২৯৮২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, বালেগা বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে তার ওলী অপেক্ষা অধিক হকদার। বালেগা কুমারী হতে তার বিষয়ে তার নিজের মত গ্রহণ করা আবশ্য। তার মত দেওয়া হল তার চুপ থাকা। অপর এক বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক বেশি কমের সাথে এই কথা রয়েছে। আর এক বর্ণনায় আছে, বালেগা বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে তার ওলী অপেক্ষা অধিক হকদার। বালেগা কুমারীর ব্যাপারে তার পিতা তার অনুমতি নিবে। তার অনুমতি হল তার মৌনতা। -(মুসলিম)

বিয়ে পছন্দ না হলে ভেঙ্গে দেওয়া যায়

হাদীস : ২৯৮৩ ॥ হযরত খেনসা বিনতে খেযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বিবাহ দিল অথচ সে তখন পূর্ব বিবাহিতা; আর সে উহা না পছন্দ করল এবং রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তার অভিযোগ করল, তিনি তার বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন। -(বোখারী। ইবনে মাজাহর বর্ণনামতে, পিতার দেওয়া বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন।)

বাল্য বিবাহ ইসলামে জায়েয

হাদীস : ২৯৮৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন তাঁকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বৎসর। আর যখন তাঁকে রাসূল (স)-এর ঘরে পাঠানো হয় তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বৎসর। তখন তাঁর খেলনা ছিল তাঁর সাথে। আর যখন তাঁকে ছেড়ে যান তখন তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওলী ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২৯৮৫ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ওলী ছাড়া বিবাহ হয় না। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ওলী ব্যতীত বিবাহ করলে সে বিবাহ অশুদ্ধ হবে

হাদীস : ২৯৮৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন নারী তার ওলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করেছে, তার বিবাহ অশুদ্ধ, তার বিবাহ অশুদ্ধ, তার বিবাহ অশুদ্ধ। কিন্তু যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে, তবে সে মোহর পাওনা হবে। স্বামী যে তার লজ্জাস্থানকে হালাল করেছে সে জন্য। যদি ওলীগণ বিবাদ করে, তবে যার ওলী নেই তার ওলী হল দেশের শাসক। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

প্রমাণ ব্যতীত বিয়ে হলে যিনাকার বলে সাব্যস্ত হবে

হাদীস : ২৯৮৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, আসল ব্যভিচারিনী তারাই, যারা প্রমাণ ব্যতীত নিজেদেরকে বিবাহ দেয়। সহীহ কথা এই যে, উক্তিটি ইবনে আব্বাসের। -(তিরমিযী)

প্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম বালিকাকে বিয়ের ব্যাপারে অনুমতি চাইতে হবে

হাদীস : ২৯৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইয়াতীম বালেগাকে তার বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। যদি সে নীরব থাকে তাহলে এ তার অনুমতি হবে। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তার প্রতি অবিচার চলবে না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ এবং দারেমী আবু মুসা থেকে।)

মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন দাস বিয়ে করলে সে ব্যভিচারী

হাদীস : ২৯৮৯ ॥ হযরত জবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ক্রীতদাস তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করেছে যে আসলে ব্যভিচারী। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলে তা বাতিল করা যায়

হাদীস : ২৯৯০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক বালেগা কুমারী মেয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এসে জানাল, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছে। তখন রাসূল (স) তাকে এ স্বামীর সাথে থাকা না থাকার অধিকার দিয়ে দিলেন। -(আবু দাউদ)

একজন নারী অন্য নারীকে বিয়ে দিতে পারে না

হাদীস : ২৯৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন কোন নারী কোন নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং নিজেকেও বিবাহ দিতে পারে না। ব্যভিচারিণী সেই নারী যে নিজেকে বিবাহ দিয়েছে। -(ইবনে মাজাহ)

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উত্তম নাম রাখবে

হাদীস : ২৯৯২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যে যে তার উত্তম নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়। আর যখন সে বালেগা হবে তার বিবাহ দিবে। যদি সে বালেগা হয় আর তার বিবাহ না দেয় এবং সে কোন গোনাহের কাজ করে বসে তখন তার গোনাহ পিতার হবে। - যঈফ (৬৬৩)

তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে মেয়ের বার বছর পূর্ণ হলে বিয়ে দিতে হবে

হাদীস : ২৯৯৩ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ও আনাস ইবনে মালিক (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আসল তাওরাত কিতাবে লেখা আছে- যার মেয়ের বয়স বার বৎসরে উন্নীত হয়েছে, আর সে তার বিবাহ দেয় নাই, ফলে সে কোন অপরাধ করেছে তার গোনাহ পিতার হবে। -(উল্লিখিত হাদীসটি দুইটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে রেওয়ায়েত করেছেন।) -মুনকার (৬৬৪)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিবাহের ঘোষণা, খুতবা ও শর্ত ইত্যাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বলতেন না আগামীকাল কি হবে

হাদীস : ২৯৯৪ ॥ রুবাইয়্যা বিনতে মুআব্বেয ইবনে আফ্রা (রা) বলেন, যখন আমাকে আমার স্বামীর গৃহে পাঠান হল, তখন রাসূল (স) আমার ঘরে এলেন এবং আমার বিছানার উপর বসলেন, যেমন তুমি আমার কাছে বসে আছ। এ সময় আমাদের বালিকারা দফ বাজাতে লাগল এবং বদর যুদ্ধে নিহত আমার বাপ-দাদাদের শোকগাথা গাইতে লাগল। এমন সময় বালিকাদের একজন বলল,এবং "আমাদের মধ্যে রয়েছে এমন নবী যিনি আগামীকালের খবর জানেন।" একথা শুনে তিনি বললেন, এ ছাড় এবং পূর্বে যা বলছিলে তাই বল। -(বোখারী)

আনছাররা আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে

হাদীস : ২৯৯৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক স্ত্রীলোককে তার আনসারী স্বামীর গৃহে পাঠান হলে রাসূল (স) স্ত্রীর পক্ষকে বললেন, তোমাদের সাথে কি আমোদ-প্রমোদের কিছু নেই? আনসারদের তো আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগে। -(বোখারী)

হযরত আয়েশাকে বেশি ভালবাসতেন

হাদীস : ২৯৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছিলেন এবং শাওয়াল মাসেই আমাকে তাঁর ঘরে নিয়েছেন। তবুও আমি অপেক্ষা রাসূল (স)-এর কোন স্ত্রী তাঁর কাছে অধিক আদরণীয় ছিলেন কি? -(মুসলিম)

লজ্জাস্থান হালাল করার জন্য বিয়ে করতে হবে

হাদীস : ২৯৯৭ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেসকল শর্ত তোমাদের পূর্ণ করা উচিত, তন্মধ্যে সর্বোপযোগী শর্ত হল যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

একজনের বিয়ের প্রস্তাব দিলে সেখানে অন্যের প্রস্তাব দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২৯৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা ছেড়ে দিয়ে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোন নারীর উচিত নয় তার বোনের তালাক চাওয়া

হাদীস : ২৯৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন নারী যেন তার ভগ্নীর তালাক না চায়, যাতে সে ভগ্নীর পেয়ালা খালি করে আর নিজের পেয়ালা ভর্তি করে। কেননা, তার তাই হবে যা তার তকদীরে রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

শেগার করা ইসলামে নিষেধ

হাদীস : ৩০০০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) শেগারকে নিষেধ করেছেন, আর শেগার হল এক ব্যক্তি তার কন্যাকে অপর ব্যক্তির কাছে এই শর্তে বিয়ে দেবে যে, অপর ব্যক্তি তার কন্যাকে এর কাছে বিয়ে দেবে। অথচ তাদের মধ্যে এ ছাড়া মহর নির্ধারিত হবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় আছে, ইসলামে শেগার নেই।

মোতা বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন

হাদীস : ৩০০১ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) খায়বর যদ্ধের দিন মোতা বিবাহ করতে ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

আওতাস যুদ্ধে তিন দিনের জন্য মোতা বিয়ের অনুমতি ছিল

হাদীস : ৩০০২ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) আওতাস যুদ্ধের বৎসর দিন দিনের জন্য মোতা বিবাহ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন, অতপর তা নিষেদ করে দিয়েছেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই একথা বল বড় প্রশংসা

হাদীস : ৩০০৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে নামাযের তাশাহহুদ এবং হাজতের তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, নামাযের তাশাহহুদ হল, "সমস্ত সম্মান, উপাসনা, সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী আল্লাহর সালাম, শান্তি, রহমত বর্ষিত হোক আপনার উপর। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।"

আর হাজতের তাশাহহুদ হল, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা তাঁর কাছে পানাহ চাচ্ছি আমাদের নিজের মন্দ কাজ থেকে। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারে না। আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আরও ঘোষণা করছি, মোহম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।" অতপর তিনি এই তিনটি আয়াত পাঠ করলেন।

১. হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর, যথাযোগ্য ভয় এবং মরিও না তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০২)

২. হে মুমিনগণ, ভয় কর আল্লাহকে যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে আপন অধিকার দাবী করে থাক এবং ভয় কর আত্মীয়তার বন্ধনকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজের পর্যবেক্ষণ করেন। (সূরা নিসা, আয়াত-১)

৩. হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করবে এবং ঠিক কথা বলবে, এতে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলীকে ঠিক করবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়েছে, সে সব রকমের কর্মে কৃতকার্য হয়েছে। (সূরা আহযাব, আয়াত-৭০-৭১)। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

তিরমিযীতে আছে-এই তিন আয়াতের উল্লেখ সুফিয়ান সাওরী করেছেন। ইবনে মাজাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর বাক্যের পর বাড়িয়ে বলেছেন, আমরা তার প্রশংসা করছি, এবং নিজের মন্দ থেকে বাক্যের পর বাড়িয়েছেন, এবং আমাদের মন্দ কার্যবলী থেকে এবং দারেমী বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, বড় রকমের কৃতকার্য হয়েছে, বাক্যের পর অতপর রাসূল (স) হাজতের উল্লেখ করতেন।

বাগাবীর শরহুস সুন্নায় বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মাসউদ 'হাজত' অর্থে বিবাহ ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন।

খোতবা দিলে তাতে তাশাহহুদ থাকতে হবে

হাদীস : ৩০০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে খোতবায় তাশাহহুদ নাই, তা হল কাটা হাতের ন্যায়। -(তিমিরয়ী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা হাসান সহীহ।)

যে কোন কাজে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করবে

হাদীস : ৩০০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই আল্লাহর প্রশংসার সাথে শুরু করা না হলে তা হবে বরকতহীন। -(ইবনে মাজাহ) -মুনকার (৬৬৫)

বিবাহ মসজিদে হওয়া এবং তাতে দফ বাজানো উচিৎ

হাদীস : ৩০০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিবাহকে প্রচার করবে এবং তা মসজিদে সম্পন্ন করবে। তাছাড়া তাতে দফ পিটাবে। -(তিরমিযী ইহা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব হাদীস।) -মুনকার (৬৬৬)

বিবাহে দফ বাজানো কর্তব্য

হাদীস : ৩০০৭ ॥ হযরত মুহম্মদ ইবনে হাতের জুমাহী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, বিবাহে হালাল ও হারামের পার্থক্য হল আওয়ায ও দফ পিটান। -(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

বিবাহে গানের আয়োজন থাকা কর্তব্য

হাদীস : ৩০০৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার কাছে এক আনসারী মেয়ে ছিল। তাকে আমি বিবাহ দিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, আয়েশা তোমরা কি গানের ব্যবস্থা করনি? এ আনসারী মহল্লাবাসীরা তো গান ভালবাসেন। - মুনকার (৬৬৭)

আনসারী মহিলাগণ গান পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩০০৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আয়েশা তাঁর এক আনসারী আত্মীয়া মেয়েকে বিবাহ দিলেন। অতপর রাসূল (স) এলেন এবং বললেন, মেয়েটাকে কি স্বামীর সাথে পাঠিয়েছ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, গান করতে পারে এমন কাউকেও তার সাথে পাঠিয়েছ কি? আয়েশা বললেন, না। তখন রাসূল (স) বললেন, আনসারীরা এমন সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে গানের ঝোঁক রয়েছে। যদি তার সাথে এইরূপ বলার লোক পাঠাতে তোমাদের কাছে আমরা আসছি। আল্লাহ তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন এবং আমাদেরকেও দীর্ঘজীবী করুন।

- মুনকার (৬৬৮) -(ইবনে মাজাহ)

ওলী ও ব্যবসায়ী সম্পর্কে সাবধানতা

হাদীস : ৩০১০ ॥ হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে নারীকে সমপর্যায়ের দুই ওলী দুই ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিয়েছে সে প্রথম ব্যক্তির হবে। এইরূপে যে ব্যক্তি দুইজনের কাছে কোন মাল বিক্রয় করেছে সে মাল প্রথমজনের হবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ ও দারেমী) - মুনকার (৬৬৯)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর হালাল জিনিস হারাম করা নিষেধ

হাদীস : ৩০১১ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করতাম, আমাদের সাথে নারী থাকত না। একবার আমরা বললাম, আমরা কি খাসী হব না? তিনি আমাদের ইহা থেকে নিষেধ করলেন। অতপর আমাদেরকে মোতা বিবাহ করতে অনুমতি দিলেন। সুতরাং আমাদের কেউ কেউ একটি কাপড় দিয়ে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন নারীকে বিবাহ করত। রাবী বলেন, অতপর আবদুল্লাহ কোরআনের আয়াত পাঠ করলেন, মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর হালাল করা পবিত্র জিনিসকে হারাম মনে করিও না। (সূরা মায়েদা) -(বোখারী ও মুসলিম)

মোতা বিবাহ কার্যত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল

হাদীস : ৩০১২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মোতা বিবাহ ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। কোন ব্যক্তি যখন কোন জনপদে পৌছাত, যেখানে তার কারও সাথে কোন পরিচয় থাকত না। অতএব, সে সেখানে যতদিন অবস্থান করবে বলে মনে করত, ততদিনের জন্য কোন নারীকে বিবাহ করত। নারী তার আসবাবপত্র রক্ষা করত এবং তার খানাপিনা প্রস্তুত করত। অবশেষে যখন এই আয়াত নাযিল হল, যারা আপন লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে আপন স্ত্রী অথবা আপন দাসীদের ব্যতীত অন্য সকল লজ্জাস্থানই হারাম হয়ে গেল। -(তিরমিযী) - মুনকার (৬৭০)

প্রথম দিকে বিয়ের সময় গানের অনুমতি ছিল

হাদীস : ৩০১৩ ॥ হযরত আমের ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমি একদা এক বিবাহে হযরত কারাযা ইবনে কাব আনসারী ও আবু মাসউদ আনসারীর কাছে পৌছলাম। তখন দেখি কতক মেয়ে গান গাইছে। এটা দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)-এর সাহাবীদ্বয় এবং বদর যুদ্দে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদ্বয়! আপনাদের সম্মুখে কি এইরূপ করা হচ্ছে? তখন তাঁরা বললেন, ইচ্ছা হয় বস এবং আমাদের সাথে শোন, আর ইচ্ছা না হলে চলে যাও। কেননা, বিবাহের সময় গানের ব্যাপারে আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। -(নাসাঈ)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

যাদের সাথে বিবাহ হারাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

একবার কিংবা দুবার দুধ চুষলে হারাম হবে না

হাদীস : ৩০১৪ ॥ হযরত উম্মুল ফযল (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, এক কি দুইবার চোষণে হারাম করে না। হযরত আয়েশার বর্ণনায় আছে–একবার কি দুই চোষণে হারাম করে না। উম্মুল ফযলের অপর বর্ণনায় আছে–এক কি দুইবার খাওয়ানো হরাম করে না। –(মুসলিম)

কেউ যদি দশবার কোন নারীর দুধ খায় তবে তা হারাম

হাদীস : ৩০১৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কোরআনে যা নাযিল হয়েছিল তা ছিল নিশ্চিত জানা দশবার খাওয়া হারাম করে –অতপর নিশ্চিত জানা পাঁচবারের দ্বারা তা মনসূখ হয়ে যায়। তারপর রাসূল (স) এন্তেকাল করেন, অথচ তা কুরআনে পড়া হত। –(মুসলিম)

সবাই দুধ খেলে দুধ ভাই হবে না

হাদীস : ৩০১৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁর কাছে পৌছালেন, তখন তাঁর কাছে ছিল একটি পুরুষ। এটা যেন তিনি না পছন্দ করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, ইনি আমার দুধ ভাই। তখন তিনি বললেন, দেখ তোমার ভাই কারা? ভাই হয় দুধের বয়সে ক্ষুধায় দুধ খেলেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

দুধ ভাইয়ের বিয়ে হারাম

হাদীস : ৩০১৭ ॥ হযরত ওকবা ইবনে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু এহাব ইবনে আযীযের একটি কন্যাকে বিবাহ করলেন। অতপর একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি ওকবাকে এবং সে যাকে বিবাহ করেছে তাদের দুধ খাইয়েছেন। ওকবা তাকে বললেন, আমি জানি না যে, আপনি আমাকে দুধ খাইয়েছেন এবং কখনো আমাকে এটা বলেন নাই। অতপর ওকবা আবু এহাব পরিবারের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, আমরাও জানি না যে, সে আমাদের পাত্রীকে দুধ খাইয়েছে। অতপর ওকবা মদীনায় রাসূল (স)–এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল (স) বললেন তোমরা কিভাবে এক সাথে থাকতে পার যখন বলা হয়েছে যে, তোমরা দুধ ভাই বোন? সুতরাং ওকবা তাকে পৃথক করে দিল এবং সেই নারী অন্যকে বিয়ে করল। –(বোখারী)

কোন নারীকে তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম

হাদীস : ৩০১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে বিবাহবন্ধনে একত্র করা যাবে না। আর না কোন নারীকে তার খালার সাথে। –(বোখারী ও মুসলিম)

দুধ সম্পর্কের কারণে যা হারাম, রক্ত সম্পর্কে তা হারাম

হাদীস : ৩০১৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুধ সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয় রক্ত সম্পর্কের কারণেও তা হারাম। –(বোখারী)

নারী চাচার সাথে দেখা দিতে পারবে

হাদীস : ৩০২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমার দুধ চাচা আসলেন, এবং আমার কাছে উপস্থিত হতে অনুমতি চাইলেন। আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। অতপর রাসূল (স) এলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি তোমার চাচা। সুতরাং তাকে অনুমতি দাও। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তো নারীই দুধ পানি করিয়েছে, পুরুষ তো পান করান নাই। তখনও রাসূল (স) বললেন, তবু তিনি তোমার চাচাই। সুতরাং তিনি তোমার কাছে আসতে পারেন। আয়েশা বলেন, এটা আমাদের প্রতি পর্দা ফরয হওয়ার পরের ঘটনা। –(বোখারী ও মুসলিম)

ভাতিজীকে বিয়ে করা যায় না

হাদীস : ৩০২১ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার চাচা হামযার মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছা রাখেন? সে তো কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী যুবতী। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি জান না, হামযা আমার দুধ ভাইও? আর আল্লাহ দুধের কারণে হারাম করেছেন যা রক্তের কারণে করেছেন। –(মুসলিম)

যুদ্ধ বন্দীগণ বন্টন হওয়ার পর তাদের সাথে সহবাস বৈধ

হাদীস : ৩০২২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) হুনাইন যুদ্ধের তারিখে আওতাসের দিকে এক সৈন্যদল পাঠালেন। তারা শত্রুর সম্মুখীন হল এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করল, অবশেষে তাদের উপর জয়ী হল এবং বহু নারী তাদের অধিকারে এসে গেল। অতপর রাসূল (স) সাহাবীদের মধ্যে কিছু কিছু লোক ঐ নারীদের মুশরিক স্বামী থাকার কারণে তাদের সাথে সহবাস করাকে দুষণীয় মনে করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল করলেন এবং সধবা নারী, কিন্তু যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে। রাবী বলেন, অর্থাৎ তারা তোমাদের জন্য হালাল যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফুফু ভাইঝি একসাথে বিবাহ হারাম

হাদীস : ৩০২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন, আর ফুফুকে তার ভাইঝির সাথে, কোন মেয়েকে তার খালার সাথে, আর খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে। এইরূপ ছোট ভগ্নীকে বড় বোনের সাথে এবং বড় বোনকে ছোট বোনের সাথে।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও নাসাঈ। তবে নাসাঈর বর্ণনা বোনের মেয়ে পর্যন্ত।)

মাকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম

হাদীস : ৩০২৪ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, একদা আমার মামু আবু বোরাদা ইবনে নেয়ার আমার কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল একটি পতাকা। আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমাকে রাসূল (স) এক ব্যক্তির কাছে তার মাথা কেটে আনতে পাঠিয়েছেন, যে তার বাপের পত্নীকে বিবাহ করেছে। -তিরমিযী ও আবু দাউদ। কিন্তু আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমীর অপর এক বর্ণনায় আছে-আমাকে তিনি তার গর্দান কেটে ও তার মাল ছিনিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ বর্ণনায় মামু শব্দের স্থলে চাচা শব্দ রয়েছে।

দুধ খাওয়ার পর পেটে যেতে হবে তবে হারাম

হাদীস : ৩০২৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুধ পান হারাম করে না যাহা বোটা হতে অন্ত্রে যায় তা ব্যতীত এবং যা দুধ ছড়ানোর আগে খাওয়া হয়। -(তিরমিযী)

একটি দাস অথবা দাসী মুক্ত করলে দুধের হক আদায় হবে

হাদীস : ৩০২৬ ॥ তাবেয়ী হাজ্জাজ ইবনে হাজ্জাজ আসলামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তাঁর পিতা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসে দুধ পানের হক আদায় করা যায়? তিনি বললেন, একটি দাস অথবা একটি দাসী মুক্ত করা হলে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

দুধ মাতাকে আপন মাতার সম্মান করতে হয়

হাদীস : ৩০২৭ ॥ হযরত আবুত্তুফাইল গানাবী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে বসে আছি, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক এলেন। রাসূল (স) তাঁর জন্য আপন চাদর বিছিয়ে দিলেন আর তিনি তার উপর বসে গেলেন। যখন তিনি চলে গেলেন তখন লোকেরা বলল, ইনিই রাসূল (স)-কে দুধ পানি করেছিলেন। -(আবু দাউদ)

চারজন স্ত্রী একসাথে বিবাহে রাখা যায়

হাদীস : ৩০২৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, গায়লান ইবনে সালামা সাকাফী মুসলমান হল, আর জাহেলিয়াত যুগের তার দশ স্ত্রী ছিল। তারা সকলেই তার সাথে মুসলমান হল। রাসূল (স) বললেন, চারটি রাখ এবং বাকী সকলকে পৃথক করে দাও। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

চারজন স্ত্রী একসাথে রাখা জায়েয আছে

হাদীস : ৩০২৯ ॥ হযরত নওফেল ইবনে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন আমার অধীনে পাঁচটি নারী ছিল। অতপর আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, একটি পৃথক করে দাও, আর চারটি রাখ। সুতরাং আমি আমার সর্বপ্রথম সহচারীকে বেছে নিলাম। যে ৬০ বছর যাবৎ বাঝা ছিল এবং তাকেই পৃথক করে দিলাম। -(শরহে সুন্নাহ)

দুই আপন বোন এক সাথে বিবাহে বন্ধনে থাকতে পারবে না

হাদীস : ৩০৩০ ॥ তাবেয়ী যাহ্হাক ইবনে ফায়রুয দায়লামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, অথচ আমার অধীনে দুই বোন এক সাথে আছে, তিনি বললেন, দুইটির মধ্যে একটি রাখ যাকে চাও। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

মুসলমানের স্ত্রী মুসলমান হতে হবে

হাদীস : ৩০৩১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একটি স্ত্রীলোক মুসলমান হল এবং স্বামী গ্রহণ করল। অতপর তার প্রথম স্বামী রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও মুসলমান হয়েছি এবং আমার ইসলামের খবর আমার স্ত্রী জানে। রাসূল (স) তাকে তার দ্বিতীয় স্বামী হতে ছিনিয়ে প্রথম স্বামীকে দিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, সে বলল, আমার স্ত্রী আমার সাথেই মুসলমান হয়েছে। সুতরাং তিনি তাকে তার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীর কন্যাকে বিয়ে করা হারাম

হাদীস : ৩০৩২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েরব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করেছে এবং তার সাথে সহবাস করেছে, সে ব্যক্তির জন্য ঐ নারীর কন্যা বিবাহ করা হালাল নয়। আর যদি সহবাস না করে থাকে, তবে সে তার কন্যাকে বিবাহ করতে পারে এবং যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করেছে, তার জন্য তার মাকে বিবাহ করা হালাল নয়। চাই সে তার সাথে সহবাস করে থাকুক বা না থাকুক। -(তিরমিযী। কিন্তু তিনি বলেছেন, হাদীসটি সনদগত সহীহ নয়। কেননা, ইবনে লাহিয়া ও মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ ইহা আমর ইবনে শোআয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তারা উভয়ের যঈফ রাবী।)

সৎ মাকে বিবাহ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম

হাদীস : ৩০৩৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রক্ত সম্পর্কের কারণে সাত জন এবং বিবাহ বন্ধনের কারণে সাত জন নারী হারাম করা হয়েছে। অতপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা .... থেকে শেষ পর্যন্ত। -(বোখারী)

ষড়বিংশ অধ্যায়

মিলন বা আযল সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আযল করার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর অনুমতি নেই

হাদীস : ৩০৩৪ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে বের হলাম এবং তথায় বহু আরবীয় নারী বন্দিনী রূপে আমাদের অধিকারে এসে গেল। এ সময় আমাদের নারী সঙ্গমের আকাঙ্খা জাগল এবং নারীবিহীন থাকা আমদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ল, কিন্তু আমরা আযল করাকেই পছন্দ করলাম। তাই আযল করার ইচ্ছা করলাম এবং বললাম, রাসূল (স) জিজ্ঞাসা না করেই কি আমরা আযল করব, অথচ তিনি আমাদের মধ্যে আছেন? সুতরাং আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, না করলেও তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল লোক হবার আছে তারা হবেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

স্ত্রী সহবাসে কোন বাধা নিষেধ নেই

হাদীস : ৩০৩৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, ইহুদীরা বলে, যখন কোন ব্যক্তি পিছন দিক থেকে আপন স্ত্রীর লজ্জাস্থান উপভোগ করে, তখন সন্তান টেরা চক্ষুবিশিষ্ট হয়। এর প্রতিবাদে এই আয়াত নাযিল হয়, "তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের কৃষিক্ষেত্র। সুতরাং উহাতে তোমরা প্রবেশ করতে পার যেমন ইচ্ছা।" (সূরা বাকারা আয়াত-২২৩) -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আমলে আযল করা হত

হাদীস : ৩০৩৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমরা আযল করতাম কোরআন নাযিল হবার সময়কালে। -বোখারী ও মুসলিম কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, এ খবর রাসূল (স) কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু আমাদেরকে নিষেধ করেন নাই।

আল্লাহ নির্ধারিত যা তা আসবেই

হাদীস : ৩০৩৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূল (স)! আমার একটি দাসী আছে, সে আমার খেদমত করে। আমি তাকে উপভোগ করি, অথচ তার গর্ভধারণ করাকে আমি পছন্দ করি না। রাসূল (স) বললেন, ইচ্ছা করলে আযল করতে পার। তবে তার জন্য যা নির্ধারিত আছে তা হবেই। রাবী বলেন, কিছুদিন অপেক্ষার পর সে ব্যক্তি পুনরায় তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। রাসূল (স) বললেন, আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি, তার যা হবার মোকদ্দার আছে তা হবেই। -(মুসলিম)

আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন তা সৃষ্টি করেন

হাদীস : ৩০৩৮ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, প্রত্যেক পানি দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হয় না, আল্লাহ যখন কোন জিনিস সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, কোন কিছুই তাকে রোধ করতে পারে না। −(মুসলিম)

আযল করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৩৯ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে আযল করি। রাসূল (স) বললেন, কেন তা কর? সে বলল, আমি তার সন্তান সম্পর্কে ভয় করি। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, যদি এ ক্ষতিকর হত, তবে ইরানী ও রোমানদের তা ক্ষতি করত। −(মুসলিম)

আযল হল জীবন্ত সন্তান প্রোথিত রাখা

হাদীস : ৩০৪০ ॥ হযরত জুদামা বিনতে ওহাব (রা) বলেন, একদা আমি আরও কতক লোক সহকারে রাসূল (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম, তখন তিনি বলছিলেন, আমি গীলা নিষেধ করতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আমি রোমান ও ইরানীদের দিকে দেখলাম। দেখি তাহারা গীলা করে অথচ ইহা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। অতপর লোকেরা তাঁকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূল (স) বললেন, ইহা হল জীবন্ত কন্যা পুঁতে ফেলা; তবে প্রচ্ছন্নভাবে এ আল্লাহর এই কালামের অন্তর্গত-যখন জীবন্ত পোঁতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। −(মুসলিম)

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৪১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আমানত, অপর বর্ণনায় আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি সেই, যে নিজের স্ত্রীর কাছে যায় এবং স্ত্রী তার কাছে আসে আর সে এই গুপ্ত কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীগণ পুরুষের ক্ষেতস্বরূপ

হাদীস : ৩০৪২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হল, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে প্রবেশ করতে পার যেভাবে চাও।" সম্মুখের দিক হতে বা পশ্চাৎ দিক হতে, তবে বেঁচে থাক গুহ্যদ্বার ও হায়য অবস্থা থেকে। −(তিরমিযী)

আল্লাহ যা সত্য তা বলতে লজ্জা করেন না

হাদীস : ৩০৪৩ ॥ হযরত খুযাইমা ইবনে সাবেত (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করিও না। −(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

স্ত্রীর পিছনের রাস্তায় সহবাস করা হারাম

হাদীস : ৩০৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অভিশপ্ত যে আপন স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করে। −(আহমদ ও আবু দাউদ)

স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন

হাদীস : ৩০৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আপন স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করবে, আল্লাহ তার প্রতি রহমতের নজর করবেন না। −(শরহে সুন্নাহ)

পুরুষের সাথে সহবাস করলে দোযখী হবে

হাদীস : ৩০৪৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি করবেন না, যে কোন পুরুষ বা নারীর মলদ্বার ব্যবহার করেছে। −(তিরমিযী)

আযল করা গুপ্তভাবে সন্তান হত্যা করার সমান

হাদীস : ৩০৪৭ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, তোমরা গুপ্তভাবে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। কেননা, গীলা আরোহীর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়। −(আবু দাউদ) − যঈফ (৬৭৫)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারীর অনুমতি নিয়ে আযল করতে পারে

হাদীস : ৩০৪৮ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) স্বাধীনা নারীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে আযল করতে নিষেধ করেছেন। −(ইবনে মাজাহ) − যঈফ (৬৭৬)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দাসত্ব থেকে মুক্তি ও বিচ্ছেদ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বারীরাকে বললেন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে

হাদীস : ৩০৪৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বারীরার স্বামী মুগীস নামীয় এক হাবশী ক্রীতদাস ছিল। আমি যেন দেখছি, সে বারীরার পিছনে পিছনে মদীনার গলিতে গলিতে কেঁদে ফিরছে আর তার অশ্রু গড়িয়ে তার দাড়ি বেয়ে পড়ছে। এটা দেখে রাসূল (স) আমার পিতা হযরত আব্বাসকে বললেন, চাচা, আপনি নিশ্চয় আশ্চর্যবোধ করছেন, বারীরার প্রতি মুগীসের প্রেম ও মুগীসের প্রতি বারীরার বিতৃষ্ণা? এ সময় রাসূল (স) বারীরাকে বললেন, তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে বড় ভাল হত। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহু! আপনি কি আমাকে এর নির্দেশ দিচ্ছেন? রাসূল (স) বললেন, না আমি সুপারিশ করছি। তখন বারীরা বলল, তবে আমার তাতে কোন আবশ্যক নাই। -(বোখারী)

স্বাধীনা মহিলা দাসদের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে

হাদীস : ৩০৫০ ॥ তাবেয়ী হযরত ওরওয়া হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বারীরা সম্পর্কে তাঁকে বললেন, তুমি তাকে খরিদ কর এবং আযাদ করে দাও। তখন তার স্বামী ক্রীতদাস ছিল। সুতরাং রাসূল (স) তাকে অধিকার দিলেন আর সে মতে সে তার স্বামী থেকে নিজেকে মুক্ত করল। যদি তার স্বামী স্বাধীন হত তাকে এ অধিকার দিতেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীর আগে স্বামীর স্বাধীন হতে হবে

হাদীস : ৩০৫১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক দাস-দম্পতিকে আযাদ করতে ইচ্ছা করলেন, এবং এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে স্ত্রীর আগে স্বামীকে আযাদ করতে নির্দেশ দিলেন।

২৫৯২০ (৩৭৭) -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

স্বাধীনা স্ত্রীর ইচ্ছায় বিবাহ ছিন্ন করতে পারে

হাদীস : ৩০৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, বারীরাকে মুক্তি দেওয়া হল, অথচ তখন সে মুগীসের অধীনে। তখন রাসূল (স) তাকে এখতিয়ার দিলেন এবং বললেন, যদি সে তোমার মুক্তির পথ তোমার সাথে সহবাস করে থাকে, তবে তোমার এখতিয়ার নেই। -(আবু দাউদ) - ২৫৯২০ (৩৭৮)

অষ্টবিংশ অধ্যায়

বিবাহের মোহরানার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের বদলে বিবাহ জায়েয আছে

হাদীস : ৩০৫৩ ॥ হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, একটি স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার জন্য হেবা করলাম। এই বলে সে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিন, যদি তাতে আপনার কোন আবশ্যক না থাকে। রাসূল (স) বললেন, তোমার কাছে তাকে মহর দেওয়ার মত কিছু আছে কি? সে বলল, আমার কাছে আমার একটি তহবন্দ ছাড়া কিছুই নেই। রাসূল (স) বললেন, একটি লোহার আংটি হলেও তালাশ করে দেখ। সে তালাশ করল কিন্তু পেল না। রাসূল (স) বললেন, তোমার কিছু কুরআন জানা আছে কি? সে বলল হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা জানা আছে। রাসূল (স) বললেন, যাও তোমার কুরআনের যা জানা আছে তার বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিয়ে দিলাম। অপর বর্ণনা মতে, যাও তোমার সাথে তার বিয়ে দিলাম, তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর স্ত্রীদের মোহর ছিল পাঁচশত দেরহাম

হাদীস : ৩০৫৪ ॥ হযরত আবু সালামা (রা) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল (স)-এর বিবাহের মহর কত ছিল? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীদের মহর সাড়ে বার উকিয়া ছিল। যার পরিমাণ হল পাঁচশত দেরহাম। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারীদের মোহর বৃদ্ধি করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৫৫ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মহর বাড়িয়ো না। কেননা, তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের এবং আখেরাতে আল্লাহর কাছে তাকওয়ার বিষয় হত তবে তোমাদের অপেক্ষা সেই ব্যাপারে রাসূল (স) অধিক উপযোগী ছিলেন, কিন্তু রাসূল (স) বার উকিয়ার বেশি দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ দারেমী)

এক অঞ্জলি ছাতু হলেও মহার আদায় করতে হবে

হাদীস : ৩০৫৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে তার স্ত্রীর মহর এক অঞ্জলি ছাতু অথবা খেজুর দিয়েছে, সে তাকে হালাল করে নিয়েছে। -(আবু দাউদ) - যঈফ (৬৭৯)

এক জোড়া চপ্পলের বিনিময়ে বিয়ে হল

হাদীস : ৩০৫৭ ॥ হযরত আমের ইবনে রবীআ (রা) থেকে বির্ণত, বনী ফাযারা গোত্রের এক নারী এক জোড়া চপ্পলের বিনিময়ে বিবাহ বসল। অতপর রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এক জোড়া চপ্পলের বিনিময়ে নিজেকে সপর্দ করতে রাজী আছ? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) তার অনুমতি দিলেন। -(তিরমিযী)- যঈফ (৬৮০)

পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের মত মোহর ধার্য করতে হয়

হাদীস : ৩০৫৮ ॥ তাবেয়ী আলকামা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছে, কিন্তু তার মহর নির্ধারণ করে নেই এবং তাঁর সাথে সহবাসও করে নেই, অতপর সে মারা গিয়েছে, এর কি হুকুম? তিনি বললেন, স্ত্রীলোকটি তার পরিবারের অপর মেয়েদের সমান মহর পাবে। তা হতে কমও নয় এবং সে স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত শোকও পালন করবে এবং স্বামীর মীরাসও ফয়সালা করেছেন রাসূল (স) আমাদের বংশের মেয়ে বিরওয়ানা বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কে অনুরূপ ফয়সালা করেছেন। একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) খুবই আনন্দিত হলেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা)-এর মোহর ছিল চার হাজার দেরহাম

হাদীস : ৩০৫৯ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের স্ত্রী ছিলেন। আবদুল্লাহ হাবশায় মৃত্যুবরণ করেন। অতপর হাবশার বাদশা নাজ্জাশী তাঁকে রাসূল (স)-এর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে চার হাজার মোহর আদায় করে দেন। অপর বর্ণনায় আছে চার হাজার দেরহাম এবং শুরাহবীল ইবনে হাসানার সাথে তাঁকে রাসূল (স)-এর কাছে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে মোহর ধার্য করা যায়

হাদীস : ৩০৬০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, উম্মে সুলাইমকে হযরত আবু তালহা বিবাহ করেন। তাঁদের মহর ছিল ইসলাম। উম্মে সুলাইম আবু তালহার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর আবু তালহা তাঁর বিবাহের প্রস্তাব করেন। তখন উম্মে সুলাইমা বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে তোমার সাথে বিবাহ হতে পারে। অতপর আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলেন, আর তাদের মহর হল ইসলাম। -(নাসাঈ)

উনত্রিশতম অধ্যায়

বিবাহের ওলীমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

একটি খেজুর পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে মোহর আদায় হয়

হাদীস : ৩০৬১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন,. নিশ্চয়ই রাসূল (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফের শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি এক খেজুর দানার ওজনে স্বর্ণ

দিয়ে একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছি। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। ওলীমা কর যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) একটি ভেড়া দিয়ে ওলীমা করলেন

হাদীস : ৩০৬২ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) স্ত্রী যয়নব (রা)-এর বিবাহে যত বড় ওলীমা করেছেন, তত বড় ওলীমা তিনি তাঁর অপর কোন বিবির বিবাহে করেন না, তাতে তিনি একটি ভেড়া দিয়ে ওলীমা করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

যয়নব (রা)-এর বিয়ের ওলীমা গোশত রুটি ছিল

হাদীস : ৩০৬৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন যয়নাব বিনতে জাহশকে বিবাহ করলেন, তখন ওলীমা করলেন এবং মানুষকে রুটি গোশত পেট ভরে খাওয়ালেন। -(বোখারী)

মুক্তিপণকে মোহর ধার্য করলেন

হাদীস : ৩০৬৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত সুফিয়া (রা)-কে মুক্ত করে দিয়ে পরে বিবাহ করলেন এবং তাঁর মহর নির্ধারিত করলেন তাঁর মুক্তিপণ। তিনি তাঁর বিবাহের ওলীমা করেছেন 'হায়স' দ্বারা। -(বোখারী ও মুসলিম)

খেজুর ও পনির দিয়ে ওলীমা করা হয়েছিল

হাদীস : ৩০৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, খায়বর থেকে ফেরার কালে রাসূল (স) খায়বর ও মদীনার মধ্যবর্তীস্থলে তিন দিন অবস্থান করলেন এবং সেখানে হযরত সুফিয়া (রা)-কে তার কাছে আনা হল আর আমি মুসলমানদেরকে তাঁর ওলীমার জন্য দাওয়াত করলাম। সে ওলীমার রুটি-গোশত কিছুই ছিল না। উহার জন্য রাসূল (স) শুধু চামড়ার দস্তরখান বিছাতে নির্দেশ দিলেন আর তা বিছান হল অতপর উহার উপর খেজুর, পনির ও ঘি ঢেলে দেওয়া হল। -(বোখারী)

দুই মুদ যব দিয়ে ওলীমা করা হয়েছিল

হাদীস : ৩০৬৬ ॥ হযরত সুফিয়া বিনতে শায়বা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর এক স্ত্রী উম্মে সালামার ওলীমা করেছিলেন, মাত্র দুই মুদ যব দ্বারা। -(বোখারী)

বিবাহের দাওয়াত কবুল করতে হয়

হাদীস : ৩০৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বিবাহের খানায় আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিবাহের দাওয়াতে যোগদান করে ইচ্ছা করলে খেতে পারে

হাদীস : ৩০৬৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন খানাতে আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে, অতপর ইচ্ছা হয় খাবে আর ইচ্ছা হয় না খাবে। -(মুসলিম)

সবচেয়ে মন্দ খানা হচ্ছে যেখানে গরীব নেই

হাদীস : ৩০৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ খানা হচ্ছে ওলীমার সেই খানা, যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদেরকে ত্যাগ করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত ত্যাগ করেছে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিনা দাওয়াতে খাওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩০৭০ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, আনসারীদের মধ্যে এক ব্যক্তি যার কুনিয়াত ছিল আবু শোআয়েব তার এক গোশত বিক্রয়কারী ক্রীতদাস ছিল। সে ক্রীতদাসকে বলল, আমার জন্য পাঁচ জনের পরিমাণ খানা তৈরি কর। আমি রাসূল (স) ও পাঁচ জনের একজন হিসেবে দাওয়াত দিতে ইচ্ছা রাখি। সুতরাং সে মতে তাঁর জন্য কিছু খানা তৈরি করা হল। অতপর সে এসে রাসূল (স)-কে দাওয়াত দিল। পথে তাঁদের সাথে এক ব্যক্তি শামিল হল। রাসূল (স) বললেন, আবু শোআয়েব! এক ব্যক্তি আমাদের সাথী হয়েছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাকে অনুমতি দিতে পার আর যদি ইচ্ছা না হয় বাদও দিতে পার। সে বলল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে অনুমতি দিলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্প হলেও ওলীমা করতে হয়

হাদীস : ৩০৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) স্ত্রী হযরত সুফিয়া (রা)-এর ওলীমা করেছিলেন ছাতু ও খেজুর দ্বারা। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

নকশা করা ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৭২ ॥ হযরত সফীনা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হযরত আলী ইবনে আবু তালেবের মেহমান হল। তিনি তার জন্য খানা প্রস্তুত করলেন। এ সময় হযরত ফাতেমা (রা) বললেন, যদি আমরা রাসূল (স)-কে দাওয়াত দিতাম এবং তিনি আমাদের এখানে খেতেন, ভাল হত। সুতরাং তারা তাঁকে দাওয়াত দিলেন আর সে মতে তিনি এলেন এবং দরজার দুই পাশের দুই চৌকাঠের উপর দুই হাত রেখে দাঁড়ালেন, দেখলেন ঘরের একদিকে একটি নকশা করা কাপড় লটকানো হয়েছে। এতে তিনি ফিরে গেলেন। হযরত ফাতেমা বললেন, আমি তাঁর পিছনে ছুটলাম এবং গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি কারণে আপনি ফিরে আসলেন? তখন তিনি বললেন, আমার অথবা কোন নবীর পক্ষে কোন নকশা করা ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়া উচিত

হাদীস : ৩০৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে নিমন্ত্রণে যায় না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। আর যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ ছাড়া গিয়েছে সে চোর রূপে গিয়েছে এবং লুণ্ঠনকারী রূপে ফিরেছে। -(আবু দাউদ)

নিকটতম প্রতিবেশীই প্রথমে গ্রহণযোগ্য

হাদীস : ৩০৭৪ ॥ রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন দুই নিমন্ত্রণকারী এক সাথে আসে তখন নিকটতম প্রতিবেশীরটিই গ্রহণ করবে, আর যদি একজন পূর্বে আসে তবে তারটি গ্রহণ করবে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

বিয়ের তৃতীয় দিনের খানা নাম প্রকাশের জন্য

হাদীস : ৩০৭৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিবাহে প্রথম দিনের খানা আবশ্যক, দ্বিতীয় দিনের খানা সুন্নাত, আর তৃতীয় দিনের খানাই হল নাম প্রকাশ। যে ব্যক্তি নাম প্রকাশ করতে চেয়েছে, আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতের দিন নাম প্রকাশক বলে প্রকাশ করবেন। -(তিরমিযী)

নাম প্রকাশের খানা খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩০৭৬ ॥ তাবেয়ী ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) নাম প্রকাশের দুই প্রতিযোগীর খানা খেতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিতা মূলক খানা খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩০৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতিযোগিদের দাওয়াত কবুল করা যায় না এবং তাদের খানা খাওয়া যায় না। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, খানা খাওয়ানো প্রতিযোগী অর্থে এখানে গর্ব এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতাকারিকেই বুঝিয়েছে।

ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করা যাবে না

হাদীস : ৩০৭৮ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করতে নিষেধ করেছেন।

মুসলমানের বাড়ীতে গেলে খানা খাওয়া উচিত

হাদীস : ৩০৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের কাছে যায়, তখন যেন তার খানা খায় এবং প্রশ্ন না করে। আর তার পানীয় পান করে এবং কোন প্রশ্ন না করে। -উপরোক্ত হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে রেওয়ায়েত করেছেন। আর বায়হাকী বলেন, যদি শেষের হাদীসটি বিশুদ্ধ হয়, তবে তার অর্থ হবে, সত্যিকার মুসলমান হালাল ছাড়া পানাহার করায় না। সুতরাং তার খানা হালাল-হারামের প্রশ্নই ওঠে না।

ত্রিশতম অধ্যায়

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীদের সাথে সমতা রক্ষা করতে হয়

হাদীস : ৩০৮০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) নয় স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের মধ্যে হযরত সওদা ব্যতীত আট স্ত্রীর ব্যাপারেই পালা বণ্টন করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত সাওদা (রা) তাঁর পালা হযরত আয়েশা (রা)-কে দেন

হাদীস : ৩০৮১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত সাওদা যখন বেশি বৃদ্ধা হয়ে যান, বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আমার প্রাপ্য পালা আমি আয়েশাকে দিলাম। অতপর রাসূল (স) আয়েশার জন্য দুই পালা নির্ধারণ করতেন–তাঁর নিজের পালা ও বিবি সওদার পালা। –(বোখারী ও মুসলিম)

ইন্তেকালের পূর্বে রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে ছিলেন

হাদীস : ৩০৮২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে রোগে রাসূল (স) ইন্তেকাল করেছেন, সে রোগে তিনি বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, আগামিকাল আমি কার ঘরে থাকব? তিনি ইচ্ছা করছিলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর দিনের কথা। সুতরাং তার স্ত্রীগণ তাঁকে অনুমতি দিলেন, যে ঘরে ইচ্ছা তিনি থাকতে পারেন। অতপর তিনি আয়েশার ঘরেই ছিলেন। এমন কি তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন। –(বোখারী)

সফরে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা যায়

হাদীস : ৩০৮৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন সফরে যেতে ইচ্ছা করতেন, স্ত্রীদের মধ্যে লটারী দিতেন এবং তাতে যার নাম উটত তাকেই সাথে নিয়ে যেতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কুমারী নারী বিবাহ করলে একাধারে তিন দিন তার ঘরে থাকবে

হাদীস : ৩০৮৪ ॥ তাবেয়ী আবু কেলাবা হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি বিবাহিতা নারীর উপর কুমারী নারী বিবাহ করবে, তার কাছে সাত রাত অবস্থান করবে, অতপর পালা বণ্টন করবে। আর যখন বিবাহিতা নারী বিবাহ করবে, তার কাছে তিন রাত্রি অবস্থান করবে, অতপর পালা বণ্টন করবে। আবু কেলাবা বলেন, যদি আমি বলতে চাই বলতে পারি, হযরত আনাস (রা) তাকে রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। অর্থাৎ হাদীসটি মরফু বা খোদ রাসূল (স)-এরই উক্তি। –(বোখারী ও মুসলিম)

অবিবাহিতার জন্য সাত রাত নির্ধারিত করা হয়েছে

হাদীস : ৩০৮৫ ॥ হযরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) যখন হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে বিবাহ করলেন এবং উম্মে সালমা তাঁর কাছে রাত্রি যাপন করে সকালে উঠলেন, রাসূল (স) বললেন, তোমার কারণে বংশের অমর্যাদা হবে না। তুমি যদি চাও তোমার কাছে আমি সাত রাত থাকব, পরে তোমার নিকটও তিন রাত করে থাকব। উম্মে সালমা বললেন, তিন রাত্রিই থাকুন। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) তাঁকে বললেন, অবিবাহিতার জন্য সাত রাত আর বিবাহিতার জন্য তিন রাত। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতেন

হাদীস : ৩০৮৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন করতেন এবং ন্যায় বিচার করতেন। আর বলতেন, ইয়া আল্লাহ! আমি আমার শক্তি অনুসারে পালা বণ্টন করলাম। সুতরাং যাতে শুধু তোমার শক্তি রয়েছে আমার শক্তি নাই, তাতে তুমি আমাকে ভৎসনা করো না। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

স্ত্রীদের সাথে ন্যায় বিচার না করলে কিয়ামতে অর্ধাঙ্গ হয়ে উঠবে

হাদীস : ৩০৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির কাছে দুই স্ত্রী থাকে তার সে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার না করে, কিয়ামতের দিন সে এক অঙ্গহীন অবস্থায় উঠবে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন হযরত সাফিয়্যা (রা)

হাদীস : ৩০৮৮ ॥ তাবেয়ী আতা ইবনে দীনার বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার জানাযায় সারেফ নামক স্থানে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেছেন, ইনি রাসূল (স)-এর স্ত্রী। সুতরাং তাঁর লাশকে আস্তে ওঠাবে জোরে নাড়া দেবে না এবং সহজে চলবে। ব্যাপার এই যে, রাসূল (স)-এর নয় স্ত্রী ছিলেন, যাদের মধ্যে আট জনের জন্য তিনি পালা বণ্টন করতেন এবং একজনের জন্য পালা বণ্টন করতেন না। আতা (রা) বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূল (স) যার পালা বণ্টন করেন নি তিনি ছিলেন হযরত সাফিয়া, আর মদীনার মৃত্যুবরণকারিণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ। –(বোখারী ও মুসলিম)

একত্রিশতম অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত আয়েশা (রা) বর্শা খেলা দেখেছেন

হাদীস : ৩০৮৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, খোদার কসম! আমি রাসূল (স)-কে এইরূপ করতে দেখেছি, তিনি আমার হুজরার দরজায় দাঁড়াতেন, আর হাবশীরা তখন মসজিদের সেহনে বর্শা নিয়ে খেলা করত এবং রাসূল (স) আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে ঢেকে নিতেন, যাতে আমি তাঁর কান ও কাঁধের মধ্য দিয়ে তাদের খেলা দেখতে পারি। এ সময় তিনি আমার কারণে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না আমি তা হতে ফিরতাম। এখন আন্দাজ কর অল্প বয়স্ক খেলার লোভী বালিকার সময়ের পরিমাণ কি? -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর প্রতি নাখোশ হলে বলতেন ইব্রাহীমের খোদা

হাদীস : ৩০৯০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমাকে রাসূল (স) বললেন, আয়েশা! তুমি যখন আমার প্রতি খুশী থাক এবং যখন আমার প্রতি নাখোশ হও তখন আমি তা বুঝি। আমি বললাম, আপনি কিভাবে তা বোঝেন? তিনি বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক, বল না মুহম্মদের খোদার শপথ, আর যখন নাখোশ থাক, বল না ইব্রাহীমের খোদার শপথ। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, 'হ্যাঁ তাই। খোদার কসম! তখন আমি আপনার নাম ছাড়া কিছুকে পরিত্যাগ করি না। -(বোখারী ও মুসলিম)

নারীদেরকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে

হাদীস : ৩০৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে থেকে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হল উপরেরটা। অতএব, তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও ভেঙে ফেলবে, আর যদি ফেলে রাখ সর্বদা তা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নারী কখনো সোজা হয় না বাঁকাই থাকে

হাদীস : ৩০৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তোমার জন্য কখনো কিছুতেই সোজা হবে না। যদি তুমি তার দ্বারা কাজ নিতে চাও, এই বাঁকা অবস্থায়ই কাজ নেবে। যদি সোজা করতে যাও ভেঙে ফেলবে। আর এই ভাঙা হল তাকে তালাক দেওয়া। -(মুসলিম)

কোন মুমিন অন্য মুমিনকে শত্রু ভাবে না

হাদীস : ৩০৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুমিন যেন কোন মুমিনাকে শত্রু না ভাবে। কেননা, যদি সে তার এ কাজকে না পছন্দ করে, তার অপর কাজকে পছন্দ করবে। -(মুসলিম)

হযরত হাওয়া (আ) না হলে নারীরা স্বামীর ক্ষতি করত না

হাদীস : ৩০৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি বনী ইসরাঈল না হত, তবে কখনো গোশত নষ্ট হত না। আর যদি হযরত হাওয়া না হতেন, তবে কখনো কোন নারী স্বামীর ক্ষতি করত না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

নিজের স্ত্রীকে দাসীর মত মারধর করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ যামআ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেউ যেন নিজের স্ত্রীকে গোলাম-বাঁদীর ন্যায় না পেটায়, অতপর দিন শেষেই তার সাথে শোয়। অপর বর্ণনায় আছে, তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হয় আর সে তাকে গোলাম বাঁদীর ন্যায় মারে, অথচ ঐ দিন শেষেই সে তার সাথে শোয়। অতপর রাসূল (স) বাতকর্মের কারণে তাদের হাসি সম্পর্কে তাদেরকে নসীহত করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ নিজে যে কাজ করে সে কাজের কারণে কেন হাসবে? -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) রাসূর (স)-এর ঘরে এসেও পুতুল খেলতেন

হাদীস : ৩০৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) সম্মুখে পুতুল খেলা করতাম আমার কতক সাথী ছিল, যারা আমার সাথে খেলা করত। যখন রাসূল (স) প্রবেশ করতেন, তারা আত্মগোপন করত, কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন, অতপর তারা আমার সাথে খেলত। -(বোখারী ও মুসলিম)

স্ত্রীকে স্বামী বিছানায় ডাকলে যেতে হবে

হাদীস : ৩০৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ না ভোর হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

না পেয়ে বললে দ্বিগুণ মিথ্যুক হবে

হাদীস : ৩০৯৮ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, একটি স্ত্রীলোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক সতীন আছে, তার কাছে যা আমার স্বামী আমাকে দেয় নি, তা স্বামীর কাছে হতে পেয়েছি বলে প্রকাশ করি, এতে কি আমার গোনাহ্ হবে? তিনি বললেন, না পেয়ে পেয়েছি বলে প্রকাশকারী হচ্ছে দ্বিগুণ মিথ্যুক।

-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) স্ত্রীদের থেকে একমাস পৃথক ছিলেন

হাদীস : ৩০৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর স্ত্রীদের কাছে থেকে একমাসের জন্য পৃথক থাকবেন বলে শপথ করলেন, আর তখন তাঁর পা মচকিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তিনি একটি উপরের কোঠায় উনত্রিশ দিন অবস্থান করলেন, অতপর সেখান থেকে নামলেন। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিতো এক মাসের শপথ করেছিলেন, তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। -(বোখারী)

নবী (স)-এর স্ত্রীগণ খোরপোশ দাবী করেছেন

হাদীস : ৩১০০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছানোর অনুমতি চাইতে এলেন। দেখলেন, বহু লোক তাঁর দরজায় বসে আছে, তাদের কাউকেও অনুমতি দেওয়া হয় নাই। হযরত জাবের (রা) বলেন, কিন্তু আবু বকরের জন্য অনুমতি দিলেন এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতপর ওমর (রা) এলেন এবং অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও অনুমতি দেওয়া হল। হযরত ওমর (রা) রাসূল (স)-কে বিমর্ষ অবস্থায় চুপ করে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তাঁর স্ত্রীরা তাঁর চারদিকে বসা। হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি এমন কথা বলব যা রাসূল (স)-কে হাসিয়ে ছাড়ে। হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি দেখতেন আমার স্ত্রী বিনতে খারেজা আমার কাছে এইরূপ খোরপোষ চাইতেছে, আমি উঠে তাঁর ঘাড়ে কিছু লাগিয়ে দিতাম। এতে রাসূল (স) হেসে ফেললেন এবং বললেন, এই যে এরা আমার চারপাশে যেভাবেই ঘিরে আছে দেখছেন, তারা তাদের খোরপোষ চাইছে। হযরত জাবের (রা) বলেন, এসময় হযরত আবু বকর (রা) উঠে তাঁর কন্যা আয়েশার ঘাড় মটকাতে লাগলেন এবং ওমর উঠে তাঁর কন্যা হাফসার ঘাড় মটকাতে লাগলেন এবং তারা উভয়ে বলতে লাগলেন। তোমরা রাসূল (স)-এর কাছে এমন জিনিস চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই। তখন তাঁরা বললেন, খোদার কসম! আমরা আর কখনো রাসূল (স)-এর কাছে এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর কাছে নেই। অতপর তিনি একমাস কি উনত্রিশ দিন তাঁদের কাছে থেকে পৃথক রইলেন। অতপর এই আয়াত নাযিল হল, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন- যদি তোমরা দুনিয়ার যিন্দেগী ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস চাও, এস আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এবং আখেরাতকে চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তাদের জন্য আল্লাহ মহান পুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন।" (সুরা আহযাব, আয়াত-২৮-২৯)।

হযরত জাবের (রা) বলেন, অতপর রাসূল (স) আয়েশাকে ধরে কথা আরম্ভ করলেন এবং বললেন, আয়েশা,আমি তোমার কাছে একটি কথা বলতে চাই। আমি আশা করি, তুমি তোমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ না করে তাড়াতাড়ি ঐ ব্যাপরে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। আয়েশা বললেন, তা কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও কি আমি আমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করব? বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আপনাদের স্ত্রীদের অপর কাউকেও বলব না। তিনি বললেন, তা হবে না, তাদের মধ্যে যে কেউই আমাকে জিজ্ঞাসা করবে আমি তাদেরকে তা বলব। কেননা, আল্লাহ আমাকে কাউকে কষ্টে ফেলতে বা কারও পদস্খলন কামনা করতে পাঠান নি, বরং আমাকে শিক্ষা দিতে এবং সহজ করতে পাঠিয়েছেন। -(মুসলিম)

আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল (স)-এর ইচ্ছা পূরণ করেছেন

হাদীস : ৩১০১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেসব নারীর প্রতি দোষারোপ করতাম যারা নিজেদেরকে রাসূল (স)-এর জন্য হেবা করেছেন এবং বলতাম, কোন নারী কি নিজেকে এরূপ হেবা করে? কিন্তু যখন আল্লাহ এই

আয়াত নাযিল করলেন, "আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পৃথক করতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা নিজের নিকটে স্থান দিতে পারেন এবং যাদের পৃথক করেছেন তাদের মধ্য হতেও যাকে ইচ্ছা নিকটে করতে পারেন, এতে আপনার কোন অপরাধই হবে না।" (সূরা আহযাব, আয়াত-৫১) তখন বললাম, আপনার প্রভূ কেবল আপনার বাসনা পূরণেই ত্বরান্বিত করেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সাথে আয়েশা (রা) দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন

হাদীস : ৩১০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূল (স)-এর সাথে সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড়ের এক প্রতিযোগিতা করলাম এবং তাঁর উপর জয়ী হলাম। অতপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম আবার প্রতিযোগিতা করলাম কিন্তু এইবার তিনি আমার উপর জয়লাভ করলেন এবং বললেন, ঐ জয়ের পরিবর্তে এই জয়। -(আবু দাউদ)

নিজ পরিবারের প্রতিটি ভাল লোকই সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ৩১০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে নিজের পরিবারের পক্ষে ভাল সেই ভাল। আর আমি হচ্ছি আমার পরিবারে পক্ষে ভাল। যখন তোমাদের কোন সাথী মারা যায়, তখন তাকে ছাড়। -(তিরমিযী ও দারেমী। আর ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আমার পরিবারের জন্য ভাল, পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)

স্ত্রীলোকের বেহেশতে গমন সবচেয়ে সহজ

হাদীস : ৩১০৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে ও স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে বেহেশতের যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাবে, করতে পারবে। -(আবু নাইম হিলয়া)

স্ত্রী স্বামীকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করবে

হাদীস : ৩১০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আমি কাউকেও (আল্লাহ ব্যতীত) অপর কাউকেও সিজাদ করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার। -(তিরমিযী)-যঈফ (৬৮১)

স্ত্রী যদি তার স্বামী সন্তুষ্ট রেখে যায় সে বেহেশতী

হাদীস : ৩১০৬ ॥ হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মরবে, সে বেহেশতে যাবে। -(তিরমিযী) - যঈফ (৬৮৭)

স্বামীর প্রয়োজনে ডাকলে স্ত্রীর আসতে হবে

হাদীস : ৩১০৭ ॥ হযরত তালক ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের আবশ্যকে ডাকে, তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়, যদিও সে চুলার কাজে থাকে। -(তিরমিযী)

স্বামীকে স্ত্রীর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩১০৮ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখনই কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কোন কষ্ট দিতে থাকে, তখন বেহেশতের হুরদের মধ্যে যে তার সাথী হবে সে বলে, তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে তো পরবাসী। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

নিজে যা খাবে স্ত্রীকে তা খাওয়াবে

হাদীস : ৩১০৯ ॥ তাবেয়ী হাকীম ইবনে মুআবিয়া কুরাশী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কারও স্ত্রীর তার উপর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, তাকে খাওয়াবে যখন তুমি খাবে, তাকে পরাবে যখন তুমি পরবে এবং তার মুখমণ্ডলের উপর আঘাত করবে না, তাকে অশ্লীল গালি দেবে না এবং ঘর ছাড়া তার কাছে থেকে পৃথক থাকবে না। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

স্ত্রীকে বুঝিয়ে রাখতে হবে

হাদীস : ৩১১০ ॥ হযরত লকীত ইবনে সাবুরা (রা) বলেন, একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি স্ত্রী আছে, যার মুখ চলে [illegible] নি বললেন, তাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি বললাম তার ঘরে আমার সন্তান রয়েছে এবং সে আমর দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী। তিনি বললেন, তবে তাকে নসীহত কর। যদি তার মধ্যে ভালাই থাকে তবে সে সহজে উহা গ্রহণ করবে। কিন্তু তুমি তোমার বিছানার সাথীকে বাঁদীর ন্যায় মের না। -(আবু দাউদ)

উত্তম ব্যবহারকারী ব্যক্তিই উত্তম মুমিন

হাদীস : ৩১১১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে সে অধিকতর পূর্ণ মুমিন, যে মানুষের পক্ষে উত্তম ব্যবহার এবং আপন পরিবারের পক্ষে নরম ও মেহেরবান। –(তিরমিযী) -২৫৬০ (৬৮৬)

যার ব্যবহার ভাল সেই উত্তম

হাদীস : ৩১১২ ॥ হযরত আবু হুরায়লা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে পূর্ণতর মুমিন সে, যার ব্যবহার ভাল, আর তোমাদের মধ্যে ভাল সে, যে তার স্ত্রীদের জন্য ভাল। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ ব্যবহার ভাল পর্যন্ত।)

হযরত আয়েশা (রা) পুতুল দিয়ে খেলতেন

হাদীস : ৩১১৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাবুক অথবা হুনাইন যুদ্ধ থেকে মদীনা আগমন করলেন, আর তখন তাঁর ঘরের বারান্দায় একদিকে পর্দা টাঙানো ছিল। এ সময় বাতাস বইল আর পর্দার অপর দিক থেকে আয়েশার খেলার পুতুল প্রকাশিত হয়ে পড়ল। রাসূল (স) বললেন, আয়েশা এগুলো কি? তিনি বললেন, আমার পুতুল। আয়েশা বলেন, রাসূল এদের মধ্যে একখানা ঘোড়া দেখলেন, যার নেকড়া নির্মিত দুইটি ডানা ছিল। রাসূল (স) জিজ্ঞসা করলেন, এদের মধ্যখানে যে দেখতেছি এটা কি? তিনি বললেন, ঘোড়া। রাসূল (স) বললেন, ইহার উপরে যে দেখতেছি তা কি? আয়েশা বলেন, আমি বললাম দুইটি ডানা। রাসূল (স) বললেন, ঘোড়া, আবার তার দুইটি ডানা! আয়েশা বললেন, আপনি কি শোনেন নি, হযরত সোলায়মানের ঘোড়ার ডানা ছিল? আয়েশা বললেন, ইহা শুনে রাসূল (স) হেসে ফেললেন, যাতে তাঁর ভিতরের দাঁতসমূহ দেখা গেল। –(আবু দাউদ)

নারীদের অনর্থক মারধর করতে নিষেধ করা হয়েছে

হাদীস : ৩১১৪ ॥ হযরত আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর বাঁদীদের মারিও না। অতপর হযরত ওমর (রা) একদিন রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এখন তো নারীরা পুরুষদের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেছে। অতপর তিনি তাদেরকে মারতে অনুমতি দিলেন। তারপর বহু নারী এসে রাসূল (স)-এর বিবিদের কাছে অভিযোগ করতে লাগল। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, তোমাদের বহু নারী এসে মুহম্মদের পরিবারের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছ। তোমাদের মধ্যে তারা কিছুতেই ভাল লোক নয়।

–(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩১১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে আমাদের দলে নয়, যে কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উসকিয়েছে অথবা কোন দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে। –(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা যাবে না

হাদীস : ৩১১৬ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, একদা একটি স্ত্রীলোক এসে রাসূল (স)-এর কাছে বলল, আমরা তখন তাঁর কাছে ছিলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল আমাকে মারেন যখন আমি নামায পড়ি, আমাকে রোযা ভাঙতে বাধ্য করেন যখন আমি রোযা রাখি এবং তিনি ফজরের নামায পড়েন না সূর্য ওঠা ব্যতীত। আবু সায়ীদ বলেন, তখন সাফওয়ান রাসূল (স)-এর নিকটে ছিল। রাসূল (স) তাকে তার স্ত্রীর অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাফওয়ান বলল,ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যে বলেছে, সে যখন নামায পড়ে আমি তাকে মারি। এর কথা হল এই যে, সে এক সাথে দুইটি সূরা পড়ে, অথচ আপনি তা নিষেধ করেছেন। আবু সায়ীদ বলেন, রাসূল (স) তাকে বললেন, একটি সূরাই সকল লোকের জন্য যথেষ্ট। অতপর সাফওয়ান বলল, সে যে বলেছে, আমি তাকে রোযা ভাঙতে বাধ্য করি। তার ব্যাপার হল এই যে, সে একাধারে রোযা রাখতে শুরু করে, অথচ আমি একজন যুবক পুরুষ, আমি সংযম রক্ষা করতে পারি না। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন নারী যেন নফল রোযা না রাখে তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত; এইরূপে সে যে বলেছে– আমি সূর্য ওটা ছাড়া ফজরের নামায পড়ি না। এর কারণ হল, আমরা অধিক রাত্রি পর্যন্ত সেচের কাজ করি তাই দেরীতে ওঠার অভ্যাস আমাদের পরিবারের রয়েছে, আমরা প্রায় জাগরিত হই না যতক্ষণ না সূর্য ওঠে। রাসূল (স) বললেন, সাফওয়ান যখনই তুমি উঠবে তখনই নামায পড়বে। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা হারাম

হাদীস : ৩১১৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নিশ্চয়ই একদিন রাসূল (স) একদল মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় একটি উট এসে তাঁকে সিজাদ করল। তাতে সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে পশু ও গাছ সিজদা করে। সুতরাং আপনাকে সিজদা করার আমরাই অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন, না না, সিজদা দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রভুকে ইবাদত করবে এবং তোমাদের ভাইকে শুধু তাযীম করবে। আমি যদি কাউকেও সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম। স্বামী যদি তাকে হলুদ রঙের পাহাড় হতে কালো রঙের পাহাড়ে এবং কালো রঙের পাহাড় থেকে সাদা পাহাড়ে পাথর স্থানান্তর করতে বলে, তবুও তার তা করা উচিত। -(আহমদ)

তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না

হাদীস : ৩১১৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না এবং তাদের নেকী আকাশের দিকে ওঠে না, ১. পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে আপন প্রভুর কাছে ফিরে আসে ও তার হাতে ধরা দেয়। ২. সেই নারী, যার উপর তার স্বামী নারায, যতক্ষণ না সে তাকে রাযী করে এবং ৩. মাতাল, যতক্ষণ না সে হুঁশে আসে। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

যে স্ত্রীর চেহারা দেখলে স্বামীর মন জুড়ায় সে স্ত্রীই ভাল

হাদীস : ৩১১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন স্বভাবের মহিলা উত্তম? তিনি বললেন, যখন স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে আনন্দ দেয় এবং যখন তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় তখন সে তা যথাযথ পালন করে। আর সে নিজের ব্যাপারে এবং তার মাল-সম্পদের ব্যাপারে এমন কোন কাজ করে না যা স্বামী না পছন্দ করে। -(নাসাঈ, বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

কৃতজ্ঞ অন্তর আল্লাহর কাছে প্রিয়

হাদীস : ৩১২০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, চার জিনিস যাকে দান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ব কল্যাণ দান করা হয়েছে। (১) কৃতজ্ঞ অন্তর, (২) আল্লাহর যিকিরে রত যবান, (৩) বিপদে, ধৈর্যশীল শরীর এবং (৪) এমন বিবি, যে আপন ইজ্জত ও স্বামীর মালের ব্যাপারে কখনো খেয়ানত করে না। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।)

মানুষকে সিজাদ করা হারাম

হাদীস : ৩১২১ ॥ হযরত কায়স ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমি হীরা নগরে গিয়েছিলাম। দেখলাম তারা তাদের মোড়লকে সিজদা করে। আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (স) সিজাদার অধিক উপযোগী। অতপর আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হীরায় গিয়েছিলাম, দেখলাম তারা তাদের মোড়লকে সিজদা করে। আমি মনে করি, রাসূল (স)-ই সিজদা পাওয়া অধিক উপযোগী। তখন তিনি আমাকে বললেন, কায়স! যদি তুমি আমার কবরের কাছে পৌঁছাও তবে কি তুমি তাকে সিজদা করবে? আমি বললাম, না। রাসূল (স) বললেন, তবে তোমরা এটা করো না। মনে রাখ, যদি আমি কাউকেও সিজাদ করার নির্দেশ দিতাম, তবে আমি নারীদেরকে তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, যেহেতু আল্লাহ নারীদের উপর পুরুষদের আধিপত্য দিয়েছেন। -(আবু দাউদ। আর আহমদ মুআয ইবনে জাবার থেকে।)

স্ত্রীকে মারধরের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে না

হাদীস : ৩১২২ ॥ হযরত ওমর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষ, যে তার স্ত্রীকে মেরেছে, এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা [redacted] হবে না। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

باب الخلع والطلاق
খোলা ও তালাক

‘খোলা’—অর্থ, খসাইয়া লওয়া, টানিয়া লওয়া। শরীঅতে ইহার অর্থ, স্বামীকে মাল দিয়া তাহার বন্ধন হইতে ‘খোলা’ শব্দ দ্বারা নিজেকে খসাইয়া বা মুক্ত করিয়া লওয়া।

খোলা করা শরীঅতে জায়েয। কোরআনে রহিয়াছে—

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَاتَعْتَدُوْهَا ج — (البقرة ٢٢٩)

“তোমরা স্ত্রীদিগকে (মহররূপে) যাহা দিয়াছ তাহার কিছুই লইয়া লওয়া তোমাদের পক্ষে হালাল নহে; কিন্তু যখন তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) আশংকা করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখিতে পারিবে না, তবে তাহাদের প্রতি গোনাহ্ বর্তাইবে না—যদি স্ত্রী স্বামীকে মাল (অর্থাৎ, মহর ছাড়িয়া) দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লয়। ইহা আল্লাহ্‌র সীমা। সুতরাং ইহা লঙ্ঘন করিও না। (সূরা বাকারা, আয়াত ২২৯) খোলাতে মহর ছাড়া অতিরিক্ত মাল লওয়া গোনাহ্‌র কাজ ও মাকরূহ্।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে ‘খোলা’ আসলে তালাক। সুতরাং তিনবার খোলা করার পর সে আবার স্বামীর বিবাহবন্ধনে যাইতে পারে না, যাবৎ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে আর সে স্বামী তাহাকে তালাক দেয় বা মরিয়া যায়। পক্ষান্তরে ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলের মতে ‘খোলা’ হইল ‘ফসখ’, তালাক নহে। সুতরাং যতবারই খোলা করা হউক না কেন অন্য স্বামী গ্রহণ করা ব্যতীতই সে প্রথম স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারে।

‘তালাক’—অর্থ, ছাড়িয়া দেওয়া; বন্ধন মুক্ত করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, স্ত্রীকে বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত করা। তালাকের অধিকার একমাত্র পুরুষের। নারীর অধিকার শুধু খোলার। সম্ভবত নারীর মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাবের কারণেই তাহাকে তালাকের অধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহাকে তালাকের অধিকার দেওয়া হইলে তালাকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত। —যেমন পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টান সমাজে দেখা যায়।

‘তালাক’ প্রথমত দুই প্রকারঃ সুন্নী—যাহা সুন্নতের অনুযায়ী এবং বেদয়ী—যাহা সুন্নতের খেলাফ। সুন্নী তালাক আবার দুই রকমেরঃ ‘আহ্‌সান’ ও ‘হাসান’। (১) যে তোহ্‌রে সহবাস করা হয় নাই এমন তোহ্‌রে এক তালাক দেওয়া, অতঃপর ইদ্দত অর্থাৎ, তিন ঋতু গোজারিতে দেওয়া, ইহাকে ‘তালাকে—আহ্‌সান’ বলে। ইদ্দত গোজারিয়া গেলে সে আপনা আপনিই ‘বায়েন’ হইয়া যাইবে। (২) সহবাস করা হয় নাই এমন তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়াকে ‘তালাকে হাসান’ বলে। আর (৩) এক তোহরে তিন তালাক অথবা একসাথে তিন তালাক অথবা ঋতুকালে তালাক দেওয়াকে ‘তালাকে বেদয়ী’ বলে। ‘তোহ্‌র’—অর্থ, পাক অবস্থা, ঋতুকাল নহে এমন কাল।

তালাক আবার তিন রকমেরঃ রাজয়ী; বায়েন ও মুগাল্লাযা। (ক) যে তালাক দেওয়ার পর বিনা বিবাহে পুনঃ রাখা যায় তাহাকে তালাকে 'রাজয়ী' বলে। তালাকের জন্য নির্ধারিত সুষ্ঠু শব্দ অথবা রাজয়ী শব্দ দ্বারা এইরূপ তালাক হয়। যেমন, 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম বা রাজয়ী তালাক দিলাম।' এইরূপ তালাকের পর ইদ্দত থাকিতে অর্থাৎ, তিন ঋতু না গোজারিতে তাহাকে ফেরত রাখা যায়। ইহাকে 'রাজআত' বলে। ইদ্দতের মধ্যে তাহার সহিত সহবাস করিলে বা তাহাকে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করিলে অথবা 'রাজআত' করিলাম অর্থাৎ, তাহাকে বা তোমাকে ফেরত রাখিলাম বলিলেই 'রাজআত' হইয়া যায়। (খ) যে তালাকের পর বিনা বিবাহে রাখা যায় না, তাহাকে তালাকে বায়েন বলে। 'বায়েন' শব্দ বা তালাকের ইঙ্গিতবহ শব্দ (যেমন—তোমার হাতের ভাত আমার জন্য হারাম) দ্বারা এইরূপ তালাক হয়। এবং (গ) যে তালাকের পর অন্য স্বামী গ্রহণ ছাড়া তাহাকে পুনঃ বিবাহ করা যায় না, তাহাকে 'তালাকে মুগাল্লাযা' বলে। তিন তালাকের দ্বারাই এইরূপ তালাক হয়—চাই উহা একসাথে দেওয়া হউক চাই ভিন্ন ভিন্নভাবে। তিন তালাকের পর অন্য স্বামী গ্রহণ ছাড়া তাহাকে পুনঃ বিবাহ করা যায় না। কোরআনে বলা হইয়াছে—

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط — (البقرة ٢٣٠)

"অতঃপর (অর্থাৎ, দুই তালাকের পর) যদি তাহাকে তালাক দেয়, তবে সে নারী তাহার পক্ষে হালাল হইবে না যাবত না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩০)

নারী ছাড়া যেমন জীবন থাকে অতৃপ্ত ও অশান্ত, তেমন নারী মুয়াফেক না হইলেও জীবন হয় তিক্ত ও বিষাক্ত। এ অশান্তি হইতে নিষ্কৃতির জন্যই শরীঅত তালাককে বৈধ করিয়াছে, কিন্তু শরীঅত তালাককে কখনও পছন্দ করে না। শরীঅতের দৃষ্টিতে একেবারে অপরিহার্য না হইলে কখনও নারীকে তালাক দেওয়া উচিত নহে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "সমস্ত বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বৈধ বিষয় হইল তালাক।"

ঋতুকালে স্বাভাবিক ঘৃণার কারণে যাহাতে তালাক দিয়া না বসে, তজ্জন্যই তোহরকালে তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তিন তোহরে তিন তালাক দিতে বলা হইয়াছে, যাহাতে কেহ ঝুঁকিতে পড়িয়া মুগাল্লাযা তালাক দিয়া না বসে এবং ভাবনা-চিন্তার সুযোগ হারায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

٣١٣٤-(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَااَعْتِبُ عَلَيْهِ فِىْ خُلُقٍ وَّلَادِيْنٍ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهٗ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً — رواه البخارى

৩১৩৪—(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, সাবেত ইবনে কায়সের স্ত্রী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাবেত ইবনে কায়সের ব্যবহার ও দ্বীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নাই, কিন্তু আমি ইসলামে থাকিয়া (স্বামীর) অবাধ্যতাকে পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে কি তুমি তাহার বাগান তাহাকে ফেরত দিবে, (যাহা সে তোমাকে মহররূপে দিয়াছে)? সে বলিল, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেতকে বলিলেন, তুমি তোমার বাগান গ্রহণ কর এবং তাহাকে এক তালাক দিয়া দাও। —বোখারী

ব্যাখ্যা ঃ 'ইসলামে থাকিয়া স্বামীর অবাধ্যতাকে পছন্দ করি না'—অথচ তাহাকে আমি স্বভাবত ভালবাসি না বিধায় তাহার অবাধ্যতা করার সম্ভাবনাই অধিক। তাই আমি তাহার সহিত খোলা করিতে চাই। 'এক তালাক দিয়া দাও' এবং 'রাজ্‌আত' করিও না। তাহাতে সে ইদ্দত পালনের পর আপনা আপনিই বায়েন হইয়া যাইবে।

٣١٣٥ـ(٢) وَعَنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ طَلَّقَ امْرَأَةً لَّهٗ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُـوْلِ اللهِ ﷺ فَتَغَيَّـظَ فِيْـهِ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَا لَهٗ اَنْ يُّطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِـدَّةُ الَّتِىْ اَمَـرَ اللهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَـا النِّسَاءُ وَفِىْ رِوَايَةٍ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا اَوْ حَامِلًا —— متفق عليه

৩১৩৫—(২) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁহার এক স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ হইয়া গেলেন এবং বলিলেনঃ সে যেন তাহাকে 'রাজআত' করে', অতঃপর রাখিয়া দেয়, যাবত না সে পাক হয়, অতঃপর ঋতু আসে অতঃপর পাক হয়। তৎপর সে যদি তাহাকে তালাক দিতে চাহে তালাক দিবে পাক অবস্থায় সহবাসের পূর্বে। ইহাই হইল তালাকের ইদ্দত, যদনুযায়ী তালাক দিতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়াছেন। অপর বর্ণনায় আছে, তাহাকে বলেন, সে যেন তাহাকে রাজআত করে, অতঃপর তালাক দেয় পাক অবস্থায় অথবা গর্ভাবস্থায়। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা ঃ কোরআনে রহিয়াছে—

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج —— (الطلاق)

"তাহাদিগকে তাহাদের ইদ্দত অনুসারে তালাক দাও।" (সূরা তালাক) 'ইদ্দত' অর্থে এখানে কি বুঝাইয়াছে এ হাদীসে তাহার ব্যাখ্যা করা হইল। 'হুযূর রাগ করিলেন'—ইহাতে বুঝা গেল যে, ঋতুকালে তালাক দেওয়া হারাম, তবে দিলে তালাক হইয়া যাইবে।

٣١٣٦ـ(٣) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَلَمْ يَعُـدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا —— متفق عليه

৩১৩৬—(৩) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে (তাঁহার নিকট না থাকার) এখতিয়ার দিয়াছিলেন আর আমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকেই (অর্থাৎ, তাঁহাকেই) এখতিয়ার করিয়াছিলাম। ইহা তিনি আমাদের জন্য কিছুই গণ্য করিলেন না। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা ঃ এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিল, "ইচ্ছা করিলে তুমি আমার নিকট থাকিতে পার আর ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পার।" —এই চলিয়া যাওয়ার এখতিয়ার বা অধিকার দেওয়াতে তাহার স্ত্রীর প্রতি তালাক বর্তায় নাই। বিবি আয়েশা (রাঃ) এখানে একথাই বলিতেছেন। নবী করীম (ছাঃ) যে তাঁহাদিগকে একবার এইরূপ অধিকার দিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ উপরে 'নারীদের সাথে ব্যবহার' অধ্যায়ে গিয়াছে।

٣١٣٧ـ(٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِى الْحَرَامِ يُكَفِّرُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ —— متفق عليه

৩১৩৭—(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (হালালকে নিজের জন্য) হারাম করিলে উহাতে কাফফারা দেওয়া লাগিবে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এ বিষয়ে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা ঃ কেহ যদি নিজের স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম। ইহা যদি সে তালাক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে তাহা তালাক অর্থে (বায়েন) হইয়া যাইবে। 'আর সহবাস করিবে না' অর্থে ব্যবহার করিলে 'ইলা' হইবে। ইলার মুদ্দতের মধ্যে সহবাস করিলে কাফফারা দিতে হইবে। কেননা, সে হালালকে হারাম করিয়াছে। আর হালালকে হারাম করিলে কাফফারা দিতে হয়। নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক হালালকে হারাম করার এক ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা কাফফারার নির্দেশ দিয়াছেন—যাহা পরের হাদীসে আসিতেছে।

٣١٣٨ـ(٥) وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَّ شَرِبَ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَنَّ اَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّىْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلٰى اِحْدٰىهُمَا فَقَالَتْ لَهٗ ذٰلِكَ فَقَالَ لَابَأْسَ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ اَعُوْدَ لَهٗ وَقَدْ حَلَفْتُ لَاتُخْبِرِىْ بِذٰلِكَ اَحَدًا يَّبْتَغِىْ مَرْضَاةَ اَزْوَاجِهٖ فَنَزَلَتْ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآاَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ اَلْاٰيَةَ —— متفق عليه

৩১৩৮—(৫) বিবি আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি যয়নাব বিনতে জাহশের নিকট কিছু অধিক অপেক্ষা করিতেন। আর (ইহা আমাদের সহ্য হইত না।) একদিন তিনি তাঁহার নিকট কিছু মধু পান করিলেন। খবর পাইয়া আমি ও হাফসা এই পরামর্শ করিলাম, আমাদের মধ্যে যাহার নিকটই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হন না কেন—সে যেন বলে, আমি আপনার মুখে কিকর ফলের গন্ধ পাইতেছি, আপনি কি কিকর খাইয়াছেন? রাবী বলেন, অতঃপর হুযূর (ছাঃ) একজনের নিকট

উপস্থিত হইলেন আর তিনি তাহা বলিলেন। হুযূর (ছাঃ) বলিলেনঃ যাক, আমি যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের নিকট মধু খাইয়াছিলাম। আমি শপথ করিলাম, আর কখনও খাইব না। কিন্তু তুমি কাহাকেও বলিও না (তাহাতে যয়নাবের মনে কষ্ট হইবে)। রাবী বলেন, হুযূর (ছাঃ) অন্য বিবিদের সন্তুষ্টি বিধান উদ্দেশ্যেই মধু না খাওয়ার শপথ করিলেন। এ সময় এই আয়াত নাযিল হইলঃ (التحريم) — يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآاَحَلَّ اللهُ لَكَ ج "হে নবী! আপনি কেন বিবিদের সন্তোষের জন্য উহা হারাম করেন যাহা আল্লাহ্ আপনার জন্য হালাল করিয়াছেন" শেষ পর্যন্ত?

—মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ (১) বিবি আয়েশা সতীনসুলভ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াই এ ফন্দি আঁটিয়াছিলেন। (২) কিকর ফলের রস মধুর, কিন্তু উহার গন্ধ অপছন্দনীয়। (৩) এ আয়াতের পরে বলা হইয়াছে, (التحريم ٢) — قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ج "(কাফ্‌ফারা দ্বারা) তোমাদের শপথ-সমূহকে হালাল করার কথা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।"

(সূরা তাহরীম, আয়াত ২)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثانى

٣١٣٩ـ(٦) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِىْ غَيْرِ مَا بَاْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ — رواه احمد والترمذى وابو داود وابن ماجة والدارمى

৩১৩৯—(৬) হযরত সওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে নারী কষ্ট ব্যতীত আপন স্বামীর নিকট তালাক চাহে, তাহার পক্ষে বেহেশতের গন্ধও হারাম। —আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী

٣١٤٠ـ(٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللهِ الطَّلَاقُ — رواه ابو داود

৩১৪০—(৭) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত হালাল হইল তালাক। —আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ 'হালাল' এখানে 'মোবাহ' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন অপর বর্ণনায় আছে।

hBd (693)

٣١٤١ـ(٨) وَعَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَّلَاعِتَاقَ اِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ وَّلَاوِصَالَ فِىْ صِيَامٍ وَّلَايُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلَامٍ وَلَارِضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَّلَاصَمْتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْلِ — رواه فى شرح السنة

৩১৪১—(৮) হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়া যায় না, স্বত্বাধিকার লাভের পূর্বে দাস মুক্ত

করা চলে না। রাত্রে কিছু না খাইয়া পর পর রোযা রাখা (শরীঅতে) নাই, বালেগ হওয়ার পর আর ইয়াতিমত্ব থাকে না, দুধ ছাড়ানোর পর দুধ খাওয়াইলে দুধমা হয় না এবং রাত্র পর্যন্ত সারাদিন চুপ থাকা বিধেয় নহে। —শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী কোন কোন শরীঅতে সারাদিন কথা না বলিয়া থাকার বিধান ছিল। ইহা এক রকমের রোযা বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু এই শরীঅতে ইহা বিধেয় নহে।

٣١٤٢ـ(٩) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَانَذْرَ لِابْنِ اٰدَمَ فِيْمَا لَايَمْلِكُ وَلَاعِتْقَ فِيْمَا لَايَمْلِكُ وَلَاطَلَاقَ فِيْمَا لَايَمْلِكُ — رواه الترمذى وَزَادَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَلَابَيْعَ اِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ

৩১৪২—(৯) আমর ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ "যে জিনিসে অধিকার নাই উহার মানস করা কোন মানুষের পক্ষে চলে না। যাহার উপর মালিকানা অধিকার নাই তাহাকে আযাদ করা যায় না এবং যে বিবাহবন্ধনের অধীনে নহে তাহাকে তালাক দেওয়া চলে না। —তিরমিযী, কিন্তু আবু দাউদ অধিক বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার সে অধিকারী নহে তাহার বিক্রি জায়েয নহে।

ব্যাখ্যা ঃ কেহ বলিল, 'ইহা আমি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিব', অথচ সে ইহার মালিক নহে—ইহাতে মানস হইবে না। কিন্তু যদি বলে, 'যদি আমি ইহার মালিক হই, তবে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিব;' ইহাতে মানস হইবে। এইরূপে যদি বলে—"আমি যদি বিবাহ করি, তবে সে তালাক এবং আমি যদি গোলামের মালিক হই তবে সে আযাদ"—ইহাতে বিবাহ করা ও মালিকানা লাভের পর তালাক ও আযাদ হইয়া যাইবে।

٣١٤٣ـ(١٠) وَعَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ اَنَّهٗ طَلَّقَ امْرَاَتَهٗ سُهَيْمَةَ اَلْبَتَّةَ فَاُخْبِرَ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ وَاللهِ مَااَرَدْتُّ اِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَااَرَدْتَّ اِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللهِ مَا اَرَدْتُّ اِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِىْ زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِىْ زَمَانِ عُثْمَانَ — رواه ابو داود والترمذى وابن ماجة والدارمى اِلَّا اَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ

৩১৪৩—(১০) হযরত রুকানা ইবনে আবদ ইয়াযীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁহার স্ত্রী সুহাইমাকে 'কাটাছিঁড়া' (নিশ্চিত) তালাক দিলেন এবং এই সম্পর্কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করাইয়া বলিলেন, হুযূর, ইহা দ্বারা আমি এক তালাক ছাড়া আর কিছুই মনে করি নাই। তখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোদার শপথ! তুমি কি এক তালাক ছাড়া কিছুই মনে কর নাই?" রুকানা বলিলেন, খোদার শপথ! আমি এক তালাক ছাড়া কিছুই মনে করি নাই। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইমাকে তাঁহার নিকট ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর রুকানা খলীফা ওমরের আমলে তাহাকে দ্বিতীয় ও খলীফা ওসমানের আমলে তৃতীয় তালাক দিলেন। —আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী। কিন্তু শেষের তিন ব্যক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের উল্লেখ করেন নাই।

hBd (694)

ব্যাখ্যা ঃ 'কাটাছিঁড়া'—মূলে 'বাত্তা' শব্দ রহিয়াছে, যাহার অর্থ, সোজাসুজি, নিশ্চিত। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) মনে করেন, হুযূর (ছাঃ) ইহাকে এক তালাক রাজয়ী গণ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) মনে করেন, হুযূর (ছাঃ) ইহাকে 'বায়েন' তালাক গণ্য করিয়াছেন এবং পুনঃ বিবাহের সাথেই ফেরত দিয়াছেন, যদিও পুনঃ বিবাহের উল্লেখ রাবী করেন নাই।

٣١٤٤ـ(١١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَّهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ — رواه الترمذى وابو داود وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

৩১৪৪—(১১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ তিন বিষয়ের তত্ত্বে কথা ও হাসি মসকারী কথা উভয় তত্ত্ব কথা। —বিবাহ, তালাক ও রাজআত। —তিরমিযী ও আবু দাঊদ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

ব্যাখ্যা ঃ কেহ বিবাহে সম্মতি দিয়া বিবির প্রতি তালাকের শব্দ উচ্চারণ করিয়া অথবা তালাকের পর রাজআত করিয়া যদি বলে, আমি ইহা হাসি-মসকারী করিয়া বলিয়াছি—তাহার এই কথা গ্রাহ্য হইবে না।

٣١٤٥ـ(١٢) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاطَلَاقَ وَلَاعِتَاقَ فِىْ اِغْلَاقٍ — رواه ابو داود وابن ماجة قِيْلَ مَعْنَى الْاِغْلَاقِ اَلْاِكْرَاهُ

৩১৪৫—(১২) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, জবরদস্তিতে তালাক ও মুক্তি লাভ হয় না।

—আবু দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ জোর করিয়া তালাক লইলে বা দাসমুক্তি লাভ করিলে ইহা গ্রাহ্য হয় না। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইহাই বলেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, জোর-জবরদস্তির তালাক ও মুক্তি গ্রাহ্য হয়। ইহাতে তিনি কেয়াস ও ওকাইলী বর্ণিত এক হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

٣١٤٦ـ(١٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ اِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوْهِ وَالْمَغْلُوْبِ عَلٰى عَقْلِهٖ — رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ الرَّاوِىْ ضَعِيْفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ

৩১৪৬—(১৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ তালাকমাত্রই কার্যকর হয়, বুদ্ধিহীন মতিভ্রম ব্যতীত। —তিরমিযী। এবং তিনি বলিয়াছেন, হাদীসটি গরীব, রাবী আতা ইবনে আজলান যয়ীফ, হাদীসে ভুলকারী।

ব্যাখ্যা ঃ 'মতিভ্রম'—মূলে 'মা'তূহ্' শব্দ রহিয়াছে। যাহার অর্থ, এমন ব্যক্তি যে বকাবকি ও গালি-গালাজ করে না সত্য; কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি মত কথা বলে না—কেহ কেহ ইহার অর্থ

hBd (695)

পাগলও করিয়াছেন। এ হাদীসটি যয়ীফ হইলেও এ মর্মের পরের হাদীসটি সহীহ্। সুতরাং ইহার মর্ম সহীহ্।

٣١٤٧ـ(١٤) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلْثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتّٰى يَعْقِلَ — رواه الترمذى وابو داود وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُمَا

৩১৪৭—(১৪) হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির উপর শরীঅতের আদেশ-নিষেধ কার্যকর হয় না। নিদ্রারত ব্যক্তি যাবত না সে জাগে, বালক যাবৎ না সে বালেগ হয়, মতিভ্রম যাবৎ না সে বুদ্ধি লাভ করে। —তিরমিযী ও আবু দাঊদ। দারেমী আয়েশা হইতে এবং ইবনে মাজাহ্ উভয় হইতে।

٣١٤٨ـ(١٥) وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ — رواه الترمذى وابو داود وابن ماجة والدارمى

৩১৪৮—(১৫) বিবি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ বাঁদীর তালাক দুইটি এবং তাহার ইদ্দত দুই হায়য।

hBd (696)

—তিরমিযী, আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী

ব্যাখ্যাঃ স্বাধীনা নারীর শেষ ও চরম তালাক তিন তালাক। বাঁদীর শেষ তালাক দুই তালাক এবং স্বাধীনা নারীর পূর্ণ ইদ্দত তিন হায়য আর বাঁদীর দুই হায়য। ইহাতে বুঝা গেল যে, ইদ্দত হায়য, 'তোহর' নহে, যাহা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

٣١٤٩ـ(١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ — رواه النسائى

৩১৪৯—(১৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যাহারা স্বামী হইতে পৃথক হইতে চাহে এবং যাহারা খোলা করিতে চাহে, তাহারা হইল মোনাফেক নারী। —নাসায়ী

٣١٥٠ـ(١٧) وَعَنْ نَّافِعٍ عَنْ مَّوْلَاةٍ لِّصَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ اَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَّهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ — رواه مالك

৩১৫০—(১৭) তাবেয়ী নাফে সফিয়া বিনতে আবু ওবায়দের এক দাসী হইতে বর্ণনা করেন যে, সফিয়া তাহার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে তাহার স্বামী (আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর) হইতে খোলা করিয়াছিলেন, অথচ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর তাহা (গ্রহণে) অসম্মতি জানান নাই। —মালেক

ব্যাখ্যা ঃ যে পরিমাণ মহর দিয়াছে 'খোলা'তে তাহার অধিক লওয়া জায়েয, তবে মাকরূহ।

٣١٥١ـ(١٨) وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ اُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَّجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ ثَلٰثَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ حَتّٰى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلَا اَقْتُلُهٗ ـــ رواه النسائى

৩১৫১—(১৮) হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হইল, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি রাগের সাথে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে থাকিতেই কি আল্লাহ্‌র কিতাব লইয়া খেলা আরম্ভ হইল? ইহাতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তাহাকে হত্যা করিব না?" —নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব লইয়া খেলা আরম্ভ হইল?—কেননা, ইহা আল্লাহ্‌র কিতাবের বিপরীত। হুযূর (ছাঃ)-এর এই উক্তি ও তাঁহার রাগের দ্বারা বুঝা গেল যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদআত ও হারাম; তবে তালাক হইয়া যাইবে। —জমহুর সাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামগণের ইহাই মত। (বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্টে দেখুন।)

٣١٥٢ـ(١٩) وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهٗ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ اِنِّىْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِىْ مِائَةَ تَطْلِيْقَةٍ فَمَا ذَا تَرٰى عَلَىَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طُلِّقَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَّسَبْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ اتَّخَذْتَ بِهَا اٰيٰتِ اللهِ هُزُوًا ـــ رواه فى الموطا

৩১৫২—(১৯) ইমাম মালেক হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলিল, আমি আমার স্ত্রীকে একশত তালাক দিয়াছি, এখন আমার প্রতি আপনার কি নির্দেশ? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তিনটির দ্বারাই তোমার স্ত্রী তালাক হইয়া গিয়াছে; আর সাতানব্বইটি দ্বারা তুমি আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে বিদ্রূপ করিয়াছ। —মালেক—মুআত্তায়

٣١٥٣ـ(٢٠) وَعَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَاخَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَاخَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ـــ رواه الدار قطنى

৩১৫৩—(২০) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, মুআয! জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা দাস মুক্ত করা অপেক্ষা তাঁহার নিকট প্রিয়তর কোন বস্তু যমীনের উপর সৃষ্টি করেন নাই। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তালাক অপেক্ষা তাঁহার নিকট ঘৃণিততর বস্তুও যমীনের উপর তৈয়ার করেন নাই। —দারা কুতনী

hBd (697)

পরিশিষ্ট

এক সাথে তিন তালাক ঃ

মাহমুদ ইবনে লবীদের হাদীস (১৮ নং) হইতে বুঝা যায় যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদআত ও হারাম। তাবেয়ীদের মধ্যে হযরত তাউস ও ইকরেমা বলেন, যেহেতু ইহা সুন্নতের বিপরীত, অতএব, ইহাকে সুন্নত অনুসারে এক তালাক (রাজয়ী) গণ্য করিতে হইবে। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও ওমরের খেলাফতের দুই বছরকাল (একসাথে) তিন তালাক এক তালাকই ছিল। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "যে কাজ (অর্থাৎ, তিন তালাক দেওয়া) মানুষের বুঝিয়া-শুনিয়া ধীরে-আস্তে করা (অর্থাৎ, তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়া) উচিত ছিল, মানুষ তাহাতে তাড়াতাড়ি করিতে (অর্থাৎ, তিন তালাক একসাথে দিতে) আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং এখন হইতে আমাদের ইহাকে (তিন তালাকরূপে) কার্যকরী করিয়া দেওয়াই উচিত।" রাবী বলেন, "অতঃপর তিনি উহাকে কার্যকরী করিয়াছিলেন।"

কিন্তু জমহুরে সাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামগণ সকলেই বলেন, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদআত ও গোনাহ্র কাজ, তবে ইহাতে তিন তালাকই হইয়া যাইবে। (১) মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ও দারা কুতনীতে হযরত ইবনে ওমরের সেই তালাকের ঘটনায় (২ নং হাদীসে) ইহাও অধিক রহিয়াছে যে, অতঃপর ইবনে ওমর বলিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমি তাহাকে (একসাথে) তিন তালাক দিতাম ?" তিনি বলিলেন, তবে তুমি তোমার প্রভুর নাফরমানী করিতে। অবশ্য তোমার স্ত্রী তোমা হইতে পৃথক (বায়েন) হইয়া যাইত। (২) মুসনাদে আবদুর রাজ্জাকে আছে, সাহাবী হযরত ওবাদা ইবনে সামেতের বাবা সামেত তাঁহার এক স্ত্রীকে হাজার তালাক দিলেন। অতঃপর ওবাদা যাইয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র নাফরমানীর সাথে তিন তালাকের দ্বারাই তাহার স্ত্রী তাহা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। বাকী নয় শত সাতানব্বইটি হইল সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়। ইহাতে আল্লাহ্ চাহেন তো তাহাকে শাস্তি দিবেন আর চাহেন তো মাফ করিয়া দিবেন। (৩) ইমাম ওকী (তাঁহার কিতাবে) মুআবিয়া ইবনে আবু ইয়াহ্ইয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি আমার স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়াছি, (এখন ইহার হুকুম কি ?) তিনি বলিলেন, "সে তিন তালাকেই তোমা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে।"

(৪) সেই ইমাম ওকী আ'মাসা হইতে, আ'মাসা হাবীব ইবনে আবু সাবেত হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত আলীর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়াছি, (ইহার হুকুম কি ?) তিনি বলিলেন, তিন তালাক দ্বারাই তোমার স্ত্রী তোমা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। বাকীগুলিকে তুমি তোমার অন্য স্ত্রীদের প্রতি ভাগ করিয়া দাও। (৫) মুআত্তা মালেকে আছে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীকে আট তালাক দিয়াছি, (ইহার হুকুম কি ?) তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে অন্যেরা কি

বলিয়াছেন?" সে বলিল, তাঁহারা বলিয়াছেন, সে আমা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তাঁহারা ঠিকই বলিয়াছেন।"

বাকী রহিল হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা। সে সম্পর্কে কথা হইল এই যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর পক্ষ হইতেই তাঁহার প্রথম হুকুমের 'নাসেখ' বা 'রহিতকারী দলীল' বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তখন তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ পায় নাই। পরে যখন প্রকাশ পাইয়াছে তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাহা জারি করিয়াছেন মাত্র, অথবা নবী করীম (ছাঃ)-এর হুকুম কোন 'ইল্লত' বা 'কারণ'-এর সাথে সংযুক্ত ছিল। ওমরের আমলে সে কারণ বিদূরিত হওয়ার দরুন সে হুকুম আপনা আপনিই রহিত হইয়া যায়। অন্যথায় জানিয়া শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) হুযূর (ছাঃ)-এর বিপরীত করিয়াছেন আর জানিয়া শুনিয়াই সমস্ত সাহাবী বিশেষ করিয়া মুজতাহিদ সাহাবীগণ—যাঁহাদের মধ্যে হযরত ওসমান ও হযরত আলীও আছেন, ইহাতে চুপ রহিয়াছেন—ইহা কল্পনা করাও যায় না।

অপরদিকে আমরা দেখিতেছি, বর্ণনাকারী স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাসও ইহা মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহার অনুরূপ ফতওয়া দিতেছেন। (উপরে গিয়াছে ১৯ নং) ইমাম মালেকের মুআত্তায় আছে, এক ব্যক্তি আসিয়া হযরত ইবনে আব্বাসকে বলিল, "আমি আমার স্ত্রীকে একশত তালাক দিয়াছি। এখন আমার প্রতি আপনার হুকুম কি?" ইবনে আব্বাস বলিলেন, "তিন তালাক দ্বারাই সে তোমা হইতে ছুটিয়া গিয়াছে। বাকী সাতানব্বইটি দ্বারা তুমি আল্লাহ্‌র কিতাবের আয়াতের সাথে বিদ্রূপ করিয়াছ।" এখানে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, স্বয়ং রাবীর মত বা ফতওয়া যদি তাঁহার বর্ণনার বিপরীত হয়, তখন ফকীহগণ সে বর্ণনাকে দলীলরূপে গ্রহণ করেন না। মোটকথা, এ আলোচনা দ্বারা, বিশেষ করিয়া ইবনে মাসঊদের হাদীস দ্বারা দেখা গেল যে, ইহার উপর মুজতাহিদ সাহাবীগণের ইজমা হইয়া গিয়াছে এবং পরবর্তী ইমামগণও ইহার উপর একমত হইয়াছেন।

باب المطلقة ثلثا

তিন তালাক, ইলা ও যেহার

'ইলা'—অর্থ, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, চারি মাস বা ইহার বেশী কাল নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করিবে না বলিয়া শপথ করা। এই শপথ পূর্ণ করার জন্য তাহার চারি মাস সহবাস হইতে অপেক্ষা করিতে হইবে। কোরআনে রহিয়াছে—

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج — (البقرة ٢٢٦)

"যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ইলা করে, তাহাদের পক্ষে চারি মাস অপেক্ষা করিতে হইবে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২২৬)

চারি মাস পূর্ণ হইলে স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হইয়া যাইবে। আর চারি মাসের মধ্যে সহবাস করিলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হইবে—'ইলা' আর থাকিবে না। চারি মাসের কমের জন্য শপথ করিলে 'ইলা' হইবে না। তবে মুদ্দতের মধ্যে সহবাস করিলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হইবে।

'যেহার'—শরীঅতে ইহার অর্থ, সর্বদার জন্য বিবাহ হারাম এমন কোন মাহরাম নারীর সাথে বা তাহার পিঠের সাথে নিজের স্ত্রীকে তুলনা করা। যথা—'তুমি আমার মায়ের মত বা ঝিয়ের মত' বলা। ইহাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বা তাহাকে স্পর্শ করা ইত্যাদি হারাম হইয়া যায়, যাবৎ না সে ইহার কাফফারা আদায় করে। ইহার কাফফারা হইল একটি গোলাম আযাদ করা অথবা দুই মাস একাধারে রোযা রাখা অথবা ৬০ জন মিসকীনকে দুই বেলা খানা খাওয়ানো।

কোরআনে রহিয়াছে—

اَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّاهُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰئِىْ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○ وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ج فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط — (المجادلة ٢-٤)

"তোমাদের মধ্যে যাহারা তাহাদের বিবিদের সাথে 'যেহার' করে (অর্থাৎ, তাহাদিগকে মায়ের সাথে তুলনা করে) অথচ তাহারা তাহাদের মা নহে। তাহাদের মা হইল তাহারাই যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে। ইহাতে তাহারা নিশ্চয়ই অন্যায় ও মিথ্যা কথা বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাশীল ও ক্ষমাবান। যাহারা তাহাদের বিবিদের সাথে যেহার করে, অতঃপর যাহা (হইতে বিরত থাকিতে) বলিয়াছে তাহা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কাফফারা হইল, সহবাসের পূর্বে একটি গোলাম আযাদ করা। তোমাদেরকে ইহারই উপদেশ দেওয়া হইতেছে। তোমরা

যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন। যে গোলাম আযাদ করিতে অসমর্থ সে সহবাসের পূর্বে একাধারে দুই মাস রোযা রাখিবে। যে তাহাও পারে না সে ৬০ জন মিসকীনকে খানা খাওয়াইবে।" (সূরা মুজাদালা, আয়াত ১—৪)

hBd (697)

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

٣١٥٤ـ(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِىْ فَبَتَّ طَلَاقِىْ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهٗ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَمَامَعَهٗ اِلَّا مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَاحَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهٗ وَيَذُوْقُ عُسَيْلَتَكِ — متفق عليه

৩১৫৪—(১) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রেফাআ কুরাযীর স্ত্রী আসিয়া বলিল, "হুযূর, আমি রেফাআর নিকট ছিলাম। সে আমাকে তালাক দেয় এবং শেষ করিয়া দেয়। ইহার পর আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়রকে স্বামীরূপে গ্রহণ করি, কিন্তু তাহার নিকট কাপড়ের গোছার ন্যায় (নরম পুরুষাঙ্গ) ব্যতীত কিছুই নাই।" হুযূর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি তুমি রেফাআর নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহ?" সে বলিল, "হাঁ।" তিনি বলিলেন, না, পার না, যাবৎ না তুমি আবদুর রহমানের মধুর স্বাদ গ্রহণ কর আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে (অতঃপর সে তোমাকে ছাড়িয়া দেয় বা মরিয়া যায়)। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা ঃ 'একে অন্যের মধু পান করা'—অর্থাৎ, সহবাস করা। সহবাস শর্ত, বীর্যপাত শর্ত নহে। সহবাসের পূর্বে দ্বিতীয় স্বামী ছাড়িয়া দিলে বা মরিয়া গেলে পূর্ব স্বামীর পক্ষে তাহাকে বিবাহ করা হালাল হইবে না। মোটকথা, তিন তালাকের হুকুম হইল—দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা এবং উভয়ের সহবাস পাওয়া যাওয়া। ইহার পূর্বে সে পুনরায় প্রথম স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثانى

٣١٥٥ـ(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ — رواه الدارمى وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَّعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

৩১৫৫—(২) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, হালালাকারী এবং যাহার জন্য হালালা করা হয়, উভয়ের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল অভিশাপ করিয়াছেন। —দারেমী। আর হাদীসটি ইবনে মাজাহ্ হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ওকবা ইবনে আমের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ অপর হাদীসে হালালাকারীকে ধারের ষাঁড় বলা হইয়াছে। কেহ কাহারও তিন তালাক দেওয়া নারী এ শর্তে বিবাহ করিল যে, সে সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিবে, যাহাতে প্রথম স্বামী বিবাহ করিতে পারে—এই ব্যক্তিকে 'মুহাল্লেল' বা হালালাকারী বলে। ইমাম আবু হানীফার মতে এইরূপ বিবাহ জায়েয, তবে মাকরূহ তাহরিমী। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ, মালেক (এক মত অনুসারে শাফেয়ী) ও ইমাম আহমদের মতে এইরূপ বিবাহ ফাসেদ। প্রথম স্বামীর পক্ষে ঐ নারীর বিবাহ জায়েয নহে। হাঁ, শর্তে আবদ্ধ না হইয়া যদি কেহ প্রথম স্বামীর উপকারার্থে বিবাহ করে এবং পরে ছাড়িয়া দেয় তাহাতে সে পুণ্য লাভ করিবে। হাদীস তাহার প্রতি প্রযোজ্য নহে।

٣١٥٦-(٣) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُوْلُ يُوْقَفُ الْمُوْلِيْ — رواه فى شرح السنة

৩১৫৬—(৩) তাবেয়ী হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশের অধিক সাহাবীকে পাইয়াছি। তাঁহারা সকলেই ইলাকারীকে আবদ্ধ রাখার কথা বলিতেন। —শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ অনেক সাহাবী এবং ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে ইলার মুদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাহার স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে না। তখন আবদ্ধ রাখিয়া বলা হইবে, তুমি তাহাকে গ্রহণ কর এবং কাফফারা আদায় কর, অন্যথায় তাহাকে তালাক দিয়া দাও। ইহাতে সে সম্মত না হইলে ইমাম শাফেয়ীর মতে কাযী তাহাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসঊদ, যায়দ ইবনে সাবেত, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, "ইলার মুদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে সে বায়েন তালাক হইয়া যাইবে।" (আশেআ্যা ও মেরকাত)

٣١٥٧-(٤) وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ وَيُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ اَلْبَيَاضِىُّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ اُمِّهِ حَتّٰى يَمْضِىَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضٰى نِصْفٌ مِّنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا فَاَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَااَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَااَسْتَطِيْعُ قَالَ اَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَااَجِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو اَعْطِهِ ذٰلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَّأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا اَوْسِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا لِيُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا — رواه الترمذى وَرَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ امْرَأً اُصِيْبُ مِنَ النِّسَاءِ مَالَايُصِيْبُ غَيْرِىْ وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا اَعْنِىْ اَبَا دَاوُدَ وَالدَّارِمِىَّ فَاَطْعِمْ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا

৩১৫৭—(৪) তাবেয়ী আবু সালামা হইতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবী সালমান ইবনে সাখ্‌র—যাঁহাকে সালামা ইবনে সাখ্‌র বায়াযীও বলা হয়—তিনি রমযান শেষ হওয়া পর্যন্ত

সময়ের জন্য আপন স্ত্রীকে মায়ের মত বলিলেন ; কিন্তু যখন রমযান অর্ধেক গোজারিল, তিনি এক রাত্রে তাহার সহিত সহবাস করিয়া বসিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া তাঁহাকে ইহা জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে একটি গোলাম আযাদ করিতে বলিলেন। সালমান বলিলেন, "এ সামর্থ্য আমার নাই।" হুযূর বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি এক সাথে দুই মাস রোযা রাখ।" তিনি বলিলেন, " এ ক্ষমতাও আমার নাই।" হুযূর (ছাঃ) বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াও।" তিনি আরয করিলেন, "এই ক্ষমতাও আমার নাই।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফারওয়া ইবনে আমরকে বলিলেন, "তাহাকে ঐ 'আরকটি' দিয়া দাও"—রাবী বলেন, 'আরক' হইল পনর কি ষোল 'ছা' ধরে মত একটি ঝুড়ি—সে যেন ইহা দ্বারা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ায়। —তিরমিযী। কিন্তু আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী সুলায়মান ইবনে ইয়াসার হইতে, আর তিনি সালমান ইবনে সাখ্‌র হইতে ইহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সালামা বলিয়াছেন, "আমি নারীদের নিকট এত অধিক গমন করিতাম যাহা অন্যেরা করিত না।" এছাড়া আবু দাঊদ ও দারেমীর বর্ণনায় রহিয়াছে, এক 'ওছক' খেজুর ৬০ জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ ৬০ 'ছা'তে এক 'ওছক' হয়। এক 'ছা' তিন সের নয় ছটাক।

٣١٥٨ـ(٥) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَّاحِدَةٌ — رواه الترمذى وابن ماجة

৩১৫৮—(৫) সুলায়মান ইবনে ইয়াসার হযরত সালামা ইবনে সাখ্‌র হইতে, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেহারকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে কাফফারা দেওয়ার আগে সহবাস করিয়া বসে, তাহারও একটি মাত্র কাফফারা দিতে হইবে।

—তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ একটি মাত্র 'কাফফারা' দিতে হইবে—অর্থাৎ, 'কাফফারা' আদায় করার পূর্বে সহবাস করিয়াছে বলিয়া তাহার কাফফারা দুইটি হইবে না। তবে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

٣١٥٩ـ(٦) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَأَتِهٖ فَغَشِيَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ مَاحَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِى الْقَمَرِ فَلَمْ اَمْلِكْ نَفْسِىْ اَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَمَرَهٗ اَنْ لَّا يَقْرُبَهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ — رواه ابن ماجة وَ رَوَى التِّرْمِذِىُّ نَحْوَهٗ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَ رَوَى اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ نَحْوَهٗ مُسْنَدًا وَّمُرْسَلاً وَّقَالَ النَّسَائِىُّ الْمُرْسَلُ اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ

৩১৫৯—(৬) তাবেয়ী ইকরেমা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সাথে 'যেহার' করিল, কিন্তু কাফফারা দেওয়ার আগেই তাহার সহিত সহবাস করিয়া বসিল। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাহা জানাইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এইরূপ করিলে কেন?' সে বলিল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (ছাঃ)! আমি চাঁদের আলোতে তাহার পায়ের খাড়ুর শুভ্রতা দেখিয়া তাহার সহিত না মিলিয়া আর নিজেকে সামলাইতে পারি নাই।" ইহাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া দিলেন এবং তাহাকে নির্দেশ দিলেন, যাবৎ কাফফারা না দেয় তাবৎ তাহার নিকট যেন না যায়। —ইবনে মাজাহ্। তিরমিযী ইহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। আবু দাঊদ ও নাসায়ী মুসনাদ ও মুরসাল উভয় রকমে ইহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নাসায়ী বলেন, মুসনাদ অপেক্ষা মুরসালই বিশুদ্ধতর।

باب

যেহারের কাফফারায় গোলাম-বাঁদীর মু'মিন হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

٣١٦٠-(١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِىْ تَرْعٰى غَنَمًا لِىْ فَجِئْتُهَا وَقَدْفَقَدْتُ شَاةً مِّنَ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ اَكَلَهَا الذِّئْبُ فَاَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَىَّ رَقَبَةٌ اَفَاُعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَيْنَ اللهُ فَقَالَتْ فِى السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ اَنَا فَقَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَعْتِقْهَا — رواه مالك وَ فِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ كَانَتْ لِىْ جَارِيَةٌ تَرْعٰى غَنَمًا لِّىْ قِبَلَ اُحُدٍ وَّ الْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِنَا وَاَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ اٰسِفٌ كَمَا يَاْسَفُوْنَ لٰكِنْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذٰلِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا اُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِىْ بِهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا اَيْنَ اللهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

৩১৬০—(১) হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি দাসী আছে, যে আমার ছাগল-ভেড়া চরায়। একদা আমি তাহার নিকট গেলাম এবং একটি ভেড়া পাইলাম না। আমি তাহাকে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, উহাকে নেকড়ে খাইয়া ফেলিয়াছে। আমি মানুষ, তাই তাহার উপর খুব রাগ করিলাম এবং তাহার গালে এক চড় লাগাইয়া দিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য, আমার জিম্মায় যেহারের একটি গোলাম আযাদ করা বাকী আছে। আমি কি এস্থলে ইহাকে আযাদ করিয়া দিব? (যাহাতে আমার এ অন্যায়েরও শাস্তি হইয়া যায়।) তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আল্লাহ্ কোথায়?' সে বলিল, 'আকাশে।' তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কে?' সে বলিল, 'আপনি আল্লাহ্র রাসূল।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, ইহাকে আযাদ করিয়া দাও। —মালেক, কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় আছে, সে বলিল, আমার একটি দাসী আছে, যে ওহুদ ও জাওয়্যানিয়ার দিকে আমার ছাগল-ভেড়া চরায়। একদিন আমি তাহার নিকট গেলাম, দেখিলাম —নেকড়ে আমার একটি ভেড়া লইয়া গিয়াছে। আমি একজন মানুষ, তাই আমারও রাগ হয়

যেমন অন্য মানুষের হয়। অতঃপর আমি তাহাকে একটি থাপ্পড় লাগাইলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি আমার এই কাজকে গুরুতর অন্যায় মনে করিলেন। তখন আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহা হইলে কি আমি তাহাকে আযাদ করিয়া দিব?' রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিলেন, 'তবে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস।' আমি তাহাকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলাম। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আল্লাহ্ কোথায়?' সে বলিল, 'আকাশে।' আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কে?' সে বলিল, 'আপনি আল্লাহ্র রাসূল।' তখন তিনি বলিলেন, ইহাকে আযাদ করিয়া দাও, সে মু'মিনা।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস হইতে বুঝা গেল যে, যেহারের কাফফারার গোলাম-বাঁদী মু'মিন হইতে হইবে। ইমাম শাফেয়ীর ইহাই মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে যেহারের কাফফারার গোলাম-বাঁদীর মু'মিন হওয়া শর্ত নহে। কেননা, কোরআনে যেহারের কাফ্ফারা সম্পর্কে বলা হইয়াছে— فتحرير رقبة 'একটি গোলাম আযাদ করা।' এখানে মু'মিন হওয়ার উল্লেখ নাই। তবে যেহারের কাফফারায় মু'মিন দেওয়া উত্তম। আর এ হাদীসে এই উত্তম পন্থাই বাতলানো হইয়াছে; শর্ত হিসাবে নহে। (২) আল্লাহ্ আকাশে —ইহাতে বুঝা গেল যে, কিয়ামতে মানুষকে তাহার বুদ্ধি-জ্ঞান অনুসারেই প্রশ্ন করা হইবে। বাঁদীর জ্ঞান-বুদ্ধি স্বল্প বিধায় আল্লাহ্ সম্পর্কে তাহার এইরূপ ঈমানকেও গ্রহণ করা হইয়াছে, অথচ আল্লাহ্ স্থান-কালের ঊর্ধ্বে। (৩) গুরুতর অন্যায় মনে করিলেন—ইহাতে বুঝা গেল যে, গোলাম-বাঁদী বা চাকর-চাকরানীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ইসলাম তাহাও শিক্ষা দিয়াছে।

— ■ —

باب اللعان

লেআন ও যেনার অপবাদ

লেআন—অর্থ, একে অন্যকে অভিশাপ করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, যে ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়াছে, অথচ চারি জন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে নাই, তাহার চারিবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলা, নিশ্চয় আমি সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলা, আমার প্রতি আল্লাহ্‌র 'লা'নত' হউক যদি আমি মিথ্যাবাদী হই। এইরূপে স্ত্রী যদি তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করে, তাহারও চারিবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলা, আমার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলা, আমার উপর আল্লাহ্‌র 'গযব' হউক যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয়। কোরআনে রহিয়াছে, "যাহারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় আর তাহাদের নিজেরা ব্যতীত তাহাদের নিকট কোন সাক্ষী না থাকে, তবে তাহাদের একের চারিবার আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিতে হইবে যে, সে নিশ্চয় সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলিবে, তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। আর স্ত্রীর উপর হইতে শাস্তি এইরূপে বিদূরিত হইবে যে, সে চারিবার আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিবে, নিশ্চয় সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলিবে, আমার উপর আল্লাহ্‌র 'গযব' হউক যদি সে সত্যবাদী হয়।" (সূরা নূর, আয়াত ৬—৯)

এইরূপ লেআনের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপনা আপনিই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। কাযীর নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ফকীহ্ সাধারণের ইহাই মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে ইহা কাযীর নির্দেশসাপেক্ষ। কিন্তু সকলের মতেই ইহাদের মধ্যে আর কখনও বিবাহবন্ধন হইতে পারে না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

٣١٦١-(١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ نِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اِنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيِّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَرَأَيْتَ رَجُلًا وَّجَدَ مَعَ امْرَأَتِهٖ رَجُلًا اَيَقْتُلُهٗ فَيَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ فِيْكَ وَفِىْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُوْلَ اللهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اُنْظُرُوْا فَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْاَلْيَتَيْنِ خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ فَلَااَحْسِبُ عُوَيْمِرَ اِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اُحَيْمِرُ كَاَنَّهٗ وَحْرَةٌ فَلَااَحْسِبُ عُوَيْمِرَ اِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا

فَجَاءَتْ بِهٖ عَلَى النَّعْتِ الَّذِىْ نَعَتَ رَسُوْلُ اللهِ مِنْ تَصْدِيْقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ اِلٰى اُمِّهٖ — متفق عليه

৩১৬১—(১) হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) বলেন, একদিন উয়াইমের আজলানী আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে পায়, তবে কি সে তাহাকে হত্যা করিবে? অতঃপর নিহতের আত্মীয়গণ তাহাকে হত্যা করিবে অথবা সে কি করিবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর (ন্যায় ব্যক্তিদের) ব্যাপারেই (সূরা নূরের লেআনের আয়াতটি) নাযিল করা হইয়াছে। যাও, তোমার স্ত্রীকে লইয়া আস। সাহ্ল বলেন, তাহারা আসিয়া মসজিদে লেআন করিল আর আমি তখন লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। যখন তাহারা 'লেআন' হইতে অবসর গ্রহণ করিল, উয়াইমের বলিল, ইহার পর যদি আমি তাহাকে রাখি তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে, আমি তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছি। অতঃপর সে তাহাকে তিন তালাক দিয়া দিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি সে কালো এবং কালো কালো পুতলী, বড় বড় নিতম্ব ও মোটা মোটা নালাওয়ালা সন্তান প্রসব করে তবে মনে করিব যে, উয়াইমের নিশ্চয় সত্য বলিয়াছে; আর যদি ওহ্রার ন্যায় লাল টুকটুকে সন্তান প্রসব করে তবে মনে করিব যে, উয়াইমের তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইমেরের সমর্থনে সন্তানের যেরূপ বর্ণনা দান করিয়াছিলেন, সে সেইরূপ সন্তানই প্রসব করিল। অতঃপর সন্তানকে তাহার মাতার নামেই ডাকা হইতে লাগিল। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ (ক) উয়াইমের লাল গোরা ব্যক্তি ছিলেন। (খ) ওহ্রা—লাল রঙের এক প্রকার কীট। (গ) সে তাহাকে তিন তালাক দিয়া দিল। —ইমাম শাফেয়ীর মতে উয়াইমের জানিত না যে, স্বয়ং 'লেআন' দ্বারাই বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাই সে তালাক দিয়াছিল।

٣١٦٢-(٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَّ امْرَأَتِهٖ فَانْتَفٰى مِنْ وَّلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ — متفق عليه وَفِىْ حَدِيْثِهٖ لَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَعَظَهٗ وَذَكَّرَهٗ وَاَخْبَرَهٗ اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَاَخْبَرَهَا اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ

৩১৬২—(২) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে 'লেআন' করাইলেন এবং সন্তানটিকে সে ব্যক্তির নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। অতঃপর তাহাদের মধ্যে তাফরীক (বিচ্ছেদ) ঘটাইয়া দিলেন এবং সন্তানটিকে স্ত্রীলোকটির সাথে করিয়া দিলেন।—বোখারী ও মুসলিম। তাঁহাদের এই হাদীসেই আরও রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে প্রথমে নসীহত করিলেন ও উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, জানিয়া রাখ, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তি অপেক্ষা বহু সহজ (সুতরাং দোষ করিয়া থাকিলে স্বীকার কর)।

ব্যাখ্যাঃ 'তাফরীক করিয়া দিলেন'—ইহা দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এ কথাই বুঝিয়াছেন যে, তাফরীকের জন্য বিচারকের নির্দেশ আবশ্যক। 'লেআন' যথেষ্ট নহে।

٣١٦٣-(٣) وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَاسَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَالِىْ قَالَ لَامَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ وَاَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا
— متفق عليه

৩১৬৩—(৩) সেই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই লেআনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলিলেনঃ তোমাদের প্রকৃত বিচার আল্লাহ্‌র নিকট। নিশ্চয় তোমাদের একজন মিথ্যুক, হে অমুক, তাহার উপর আর তোমার কোন অধিকার নাই। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে আমার মাল (যাহা আমি তাহাকে মহররূপে দিয়াছি)? হুযূর (ছাঃ) বলিলেন, মাল তোমার পাইবার নহে। কেননা, যদি তুমি সত্য বলিয়া থাক, তবে তুমি যে তাহার লজ্জাস্থান হালাল করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে উহা চলিয়া গিয়াছে, আর যদি তুমি তাহার প্রতি মিথ্যাই আরোপ করিয়া থাক, তবে তো মাল তোমার নিকট ফেরত আসিতেই পারে না। তুমি ইহার দাবীই করিতে পার না। —মোত্তাঃ

٣١٦٤-(٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلَالَ ابْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْبَيِّنَةَ اَوْ حَدًّا فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِذَا رَاٰى اَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَّنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَلْبَيِّنَةُ وَاِلَّا حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَّالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّىْ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَايُبْرِئُ ظَهْرِىْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتّٰى بَلَغَ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوْهَا وَقَالُوْا اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَااُفْضِحُ قَوْمِىْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْاَلْيَتَيْنِ خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهٖ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْلَا مَامَضٰى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِىْ وَلَهَا شَأْنٌ — رواه البخارى

৩১৬৪—(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদিন হেলাল ইবনে উমাইয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাহার স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দিল যে, শরীক ইবনে সাহ্‌মার সাথে সে কু-কাজ করিয়াছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ প্রমাণ দাও, না হয় তোমার পিঠে কোড়া। তখন সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যখন কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর উপর পুরুষ চড়িয়া আছে দেখে, তখন কি সে সাক্ষী

তালাশ করিতে চায়? কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবর বলিতে রহিলেন, সেসব শুনিব না, (এত বড় গুরুতর দোষারোপ!) হয় প্রমাণ, না হয় তোমার পিঠে কোড়া। তখন হেলাল বলিল, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আমি নিশ্চয় সত্যবাদী। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোরআন নাযিল করিয়া আমার পিঠকে কোড়া হইতে রক্ষা করিবেন। রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসিলেন এবং হুযূরের উপর কোরআন নাযিল করিলেন, "যাহারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, আর তাহাদের নিকট নিজেরা ব্যতীত কোন সাক্ষী না থাকে"—এখান হইতে পাঠ করিতে করিতে তিনি—"যদি সে সত্যবাদী হয়" পর্যন্ত পাঠ করিলেন। অতঃপর হেলাল আসিয়া 'লেআন' করিল আর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে রহিলেন, আল্লাহ্ অবগত আছেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যুক। সুতরাং তোমাদের কেহ আছ কি যে তওবা করিবে? রাবী বলেন, অতঃপর নারী দাঁড়াইল এবং লেআন করিল। কিন্তু সে যখন পঞ্চম বাক্যের নিকট পৌঁছিল, লোকেরা তাহাকে নামাইয়া দিল এবং বলিল, দেখ, উহা আল্লাহ্র গযব নির্ধারণ করিবে। ইবনে আব্বাস বলেন, তখন সে নামিয়া গেল এবং চুপ রহিল, যাহাতে আমরা ধারণা করিলাম, সে সরিয়া যাইবে। কিন্তু অতঃপর সে এই বলিয়া লেআন পূর্ণ করিল যে, আমি চিরকালের জন্য আমার গোষ্ঠীকে লজ্জিত করিতে পারি না। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দেখ, যদি সে সুরমা রঙের চোখ, বড় বড় নিতম্ব ও মোটা মোটা নালাওয়ালা সন্তান প্রসব করে, তবে সে সন্তান শরীক ইবনে সাহ্মার। পরে দেখা গেল, সে এইরূপ সন্তানই প্রসব করিয়াছে। এসময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ কার্যকরী করা না হইত, তবে আমি তাহাকে দেখাইতাম (অর্থাৎ, সঙ্গেসার করিতাম)। —বোখারী

ব্যাখ্যাঃ 'আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ'—অর্থাৎ, লেআন করিলে আর তাহাকে সঙ্গেসার করা চলে না, ইহাই নির্দেশ। ওলামাগণ বলেন, হেলালের লেআনই প্রথম লেআন। তোমার পিঠে কোড়া—কেহ কোন নারীর প্রতি যেনার অপবাদ দেওয়াকে 'কযফ' বলে। কযফের শাস্তি ৮০ কোড়া, কোরআনের নির্দেশ।

٣١٦٥-(٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ وَّجَدْتُّ مَعَ اَهْلِىْ رَجُلاً لَّمْ اَمَسَّـهُ حَتّٰى اٰتِىَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ كَلَّا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ كُنْتُ لَاُعَـاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِسْمَعُوْا اِلٰى مَايَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ اِنَّـهُ لَغَيُوْرٌ وَّ اَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ — رواه مسلم

৩১৬৫—(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে পাই, তবে কি আমি তাহাকে স্পর্শই করিব না যাবৎ না চারি জন সাক্ষী আনি? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হ্যাঁ। সা'দ বলিলেন, কখনও তাহা সম্ভব নহে। আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম! আমি ইহার আগেই তাহাকে তরবারি দ্বারা খতম করিয়া দিব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীদের বলিলেন, শুন, তোমাদের সরদার

কি বলেন? নিশ্চয় সা'দ বড় গায়রতমন্দ আর আমি তাহা অপেক্ষাও অধিক গায়রতমন্দ এবং আল্লাহ্ আমা অপেক্ষাও অধিক গায়রতমন্দ। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অন্যকে আপন অধিকারে বিশেষ করিয়া স্ত্রী-কন্যার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া মনে যে রাগ ও ঘৃণার সঞ্চার হয়, উহাকেই 'গায়রত' বলে।

٣١٦٦ـ(٦) وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْرَأَيْتُ رَجُلًا مَّعَ امْرَأَتِىْ لَضَرَبْتُهٗ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَّ اللهِ لَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ وَمِنْ اَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَااَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِيْنَ وَمُبَشِّرِيْنَ وَلَااَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ — متفق عليه

৩১৬৬—(৬) হযরত মুগীরা (রাঃ) বলেন, সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে দেখি, তবে আমি তরবারির বুক দ্বারাই তাহার প্রতি ওয়ার করিব, পাশ দ্বারা নহে। তাঁহার এই কথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিল। তিনি বলিলেনঃ তোমরা কি সা'দের 'গায়রত' দেখিয়া তাজ্জব করিতেছ? জানিয়া রাখ—আমি সা'দ অপেক্ষাও বেশী গায়রতমন্দ এবং আল্লাহ্ আমা আপেক্ষাও বেশী গায়রতমন্দ। এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত অশ্লীল বিষয়কে হারাম করিয়া দিয়াছেন। মানুষের আপত্তি তোড়াকে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক কেহ ভালবাসে না। এ কারণেই তিনি ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী নবীগণ পাঠাইয়াছেন। (যাহাতে কেহ আপত্তি করিতে না পারে।) আর প্রশংসাকেও আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক কেহ ভালবাসে না। এ কারণেই তিনি (প্রশংসাকারীদের জন্য) জান্নাতের ওয়াদা দিয়াছেন। —মোত্তাঃ

٣١٦٧ـ(٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَغَارُ وَاَنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ اَنْ لَّايَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَاحَرَّمَ اللهُ — متفق عليه

৩১৬৭—(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা 'গায়রত' রাখেন এবং মু'মিনও গায়রত রাখে। আল্লাহ্র গায়রত হইল এই যে, কোন মু'মিন যেন আল্লাহ্র হারাম করা কাজ না করে। —মোত্তাঃ

٣١٦٨ـ(٨) وَعَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَأَتِىْ وَلَدَتْ غُلَامًا اَسْوَدَ وَاِنِّىْ اَنْكَرْتُهٗ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ لَّكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰى تَرٰى ذٰلِكَ جَاءَهَا قَالَ عِرْقٌ نَّزَعَهَا قَالَ فَلَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَّزَعَهٗ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهٗ فِى الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُ — متفق عليه

৩১৬৮—(৮) সেই হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক বেদুইন আসিয়া বলিল, হুযূর! আমার স্ত্রী এক কালো ছেলে প্রসব করিয়াছে। আমি তাহাকে আমার ছেলে বলিয়া অস্বীকার করি। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তোমার উট আছে কি? সে বলিল, হাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদের রং কি? সে বলিল, উহারা লাল। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে কি কোন লাল-কালো মিশান উট আছে? সে বলিল, হাঁ, উহাতে লাল-কালো মিশান কয়েকটি উট আছে। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, তোমার ধারণা কি, ঐগুলিতে এই রং কোথা হইতে আসিল? সে বলিল, ইহা (উপরের) বংশের টান। এই বংশে এইরূপ কোন উট ছিল। তখন তিনি বলিলেন, তবে সম্ভবত ইহাও বংশের টান—তোমার উপরের বংশে কেহ এইরূপ ছিল। রাবী বলেন, মোটকথা, তিনি তাহাকে সন্তান অস্বীকার করিতে অনুমতি দিলেন না। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ ইহাতে বুঝা গেল যে, নিশ্চিত না হইয়া সন্দেহজনক কোন কারণে সন্তান অস্বীকার করা যায় না। ইহা তাহার মায়ের প্রতি বড় গুরুতর দোষারোপ। তবে স্বামীর সহবাস ব্যতীত অথবা ছয় মাসের পূর্বে যদি সন্তান প্রসব করে তাহাকে অস্বীকার করা যায়।

٣١٦٩-(٩) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةَ زَمْعَةَ مِنِّىْ فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ اِنَّهُ ابْنُ اَخِىْ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ فَتَسَاوَقَا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اَخِىْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةَ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَاعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِىْ مِنْهُ لِمَارَاٰى مِنْ شِبْهِهٖ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِىَ اللهَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ هُوَ اَخُوْكَ يَاعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْهِ — متفق عليه

৩১৬৯—(৯) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবু ওয়াককাসের পুত্র ওতবা তাহার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাসকে ওছিয়ত করিয়া গেল, যামআর বাঁদীর ছেলে আমার। তুমি তাহাকে নিজের নিকট লইয়া আসিও। আয়েশা বলেন, যখন মক্কা বিজয়ের তারিখ আসিল, সা'দ তাহাকে গ্রহণ করিল এবং বলিল যে, সে আমার ভাইয়ের ছেলে আর আবদ ইবনে যামআ বলিল, সে আমার ভাই। অতঃপর দুই জনই রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল। সা'দ বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ভাই ওত্‌বা তাহার ব্যাপারে আমাকে ওছিয়ত করিয়া গিয়াছে। অপর দিকে আবদ ইবনে যামআ বলিল, সে আমার ভাই! আমার বাপের বাঁদীরই ছেলে, তাঁহার বিছানায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে আবদ ইবনে যামআ! সে তোমারই ভাগে। সন্তান মায়ের (মা যাহার অধীনা সে-ই তাহাকে পাইবে) আর ব্যভিচারীর জন্য হইল পাথর (অথবা বঞ্চিত হওয়া)। (আয়েশা বলেন,) যেহেতু

হুযূর ওত্‌বার সহিত তাহার গঠনের মিল দেখিলেন সুতরাং (আমার সতীন) সওদা বিনতে যামআকে বলিলেনঃ তুমি এ ছেলে হইতে পর্দা কর। অতঃপর সে ছেলে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও বিবি সওদাকে দেখিতে পায় নাই। অপর এক বর্ণনায় আছে, হুযূর বলিলেন, হে আবদ ইবনে যামআ! সে তোমারই ভাই। রাবী বলেন, হুযূর ইহা এ জন্যই বলিলেন—যেহেতু সে তাহার বাপের বিছানায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ (১) জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হইত এবং পরে আবশ্যকবোধে উহাতে প্রসবিত সন্তানকে নিজের বলিয়াও গ্রহণ করিত। ইহাতে কোন লজ্জা ছিল না। ইসলাম ইহাকে কঠোরভাবে রহিত করিয়া দেয়। (২) 'বিছানা' অর্থে বৈধ স্ত্রী ও দাসীকে বুঝায়। (৩) এ ছেলে আইনগতভাবে বিবি সওদার ভাই হইলেও সতর্কতা ও উত্তমতার জন্য হুযূর (ছাঃ) তাহা হইতে পর্দা করার জন্য সওদাকে উপদেশ দিলেন।

٣١٧٠-(١٠) وَعَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَّهُوَ مَسْرُوْرٌ فَقَالَ اَىْ عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزَ الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَلَمَّا رَاٰى اُسَامَةَ وَ زَيْدًا وَّ عَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا وَبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ — متفق عليه

৩১৭০—(১০) সেই বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় খুশী অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেনঃ আয়েশা, তুমি কি জান এখন মুজাযযায মুদলেজী আসিয়াছিল; সে যখন উসামা ও যায়দকে দেখিল—তখন তাহারা চাদর গায়ে দিয়া মাথা ঢাকিয়া শুইয়া ছিল এবং তাহাদের পা খোলা ছিল। বলিল, এই পাগুলি এক অন্য হইতে উদ্ভূত। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ (১) যায়দ হুযূরের পোষ্য পুত্র। তিনি ছিলেন গোরা আর তাঁহার পুত্র উসামা ছিলেন ঘোর কালো। ইহাতে কাফেরেরা তাঁহার নসবের প্রতি সন্দেহ করিত। মুদলেজী যখন উসামাকে যায়দ হইতে উদ্ভূত বলিল, হুযূর বড় খুশী হইলেন। (২) শরীরের গঠন ও আকৃতি দেখিয়া অর্থাৎ, নৃতাত্ত্বিক পন্থায় বংশ পরিচয় দানের জ্ঞান বা বিদ্যাকে 'কেয়াফা' আর ইহার জ্ঞানবানকে কাইয়্যাফ বলে। (৩) হুযূরের খুশীতে বুঝা গেল যে, 'কেয়াফা' একটি আইনগত দলীল। অনেকের ইহাই মত, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে কেয়াফা আইনগত দলীল নহে। কাফেরদের বিশ্বাস অনুসারে ইহা তাহাদের বিরুদ্ধে দলীল হইল, অথবা ইহা একটি আইনগত দলীলের সমর্থন যোগাইল বলিয়াই হুযূর খুশী হইয়াছিলেন। (৪) মুদলেজীরা আরবের প্রসিদ্ধ কেয়াফা বিশেষজ্ঞ লোক ছিল।

٣١٧١-(١١) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَّاَبِىْ بَكْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ — متفق عليه

৩১৭১—(১১) হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও হযরত আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়া নিজের বাপ-দাদার বংশ ছাড়া অপর বংশের সাথে নিজের পরিচয় দেয়, তাহার প্রতি জান্নাত হারাম। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা ঃ জান্নাত হারাম যদি সে উহাকে হালাল মনে করে অথবা ইহার অর্থ, শাস্তি ব্যতীত জান্নাতে যাওয়া হারাম।

٣١٧٢-(١٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاتَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ — متفق عليه وَقَدْ ذُكِرَ حَدِيْثُ عَائِشَةَ مَامِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللهِ فِىْ بَابِ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ

৩১৭২—(১২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ তোমরা নিজেদের পিতৃ-পুরুষ হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করিও না। যে নিজের পিতৃপুরুষ হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, সে কাফের হইয়া গিয়াছে। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা ঃ কাফের হইয়া গিয়াছে,—অর্থাৎ, কাফেরের ন্যায় কাজ করিয়াছে অথবা তাহার প্রতি কাফের হইয়া মরার ভয় রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثانى

٣١٧٣-(١٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمُلَاعَنَةِ اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَدْخَلَتْ عَلٰى قَوْمٍ مَّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِىْ شَىْءٍ وَّلَنْ يُّدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ فِى الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ — رواه ابو داود والنسائى والدارمى

৩১৭৩—(১৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন লেআনের আয়াত নাযিল হইল, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিলেন, যে কোন নারী কোন গোত্রের মধ্যে এমন লোক ঢুকায় যে তাহাদের অন্তর্গত নহে, আল্লাহ্‌র নিকট তাহার কোন স্থান নাই এবং আল্লাহ্ কখনও তাহাকে তাঁহার জান্নাতে ঢুকাইবেন না। এইরূপে যে ব্যক্তি দেখিয়া-শুনিয়া আপন ছেলেকে অস্বীকার করে, আল্লাহ্ কিয়ামতে তাহাকে সাক্ষাৎ দান করিবেন না এবং তাহাকে আওয়াল-আখের সমস্ত লোকের মধ্যে অপমানিত করিবেন।

hBd (698) —আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ এমন লোক ঢুকায় যে তাহাদের অন্তর্গত নহে—অর্থাৎ, যেনা দ্বারা গর্ভধারিত সন্তানকে স্বামীর বলিয়া প্রকাশ করে। ছেলেকে অস্বীকার করে—অর্থাৎ, নিজের সন্তানকে স্ত্রীর যেনার সন্তান বলিয়া বলে।

٣١٧٤-(١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ امْرَأَةً لَاتَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ طَلِّقْهَا قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّهَا قَالَ فَاَمْسِكْهَا اِذًا

— رواه ابو داود والنسائى وَقَالَ النَّسَائِيُّ رَفَعَهُ اَحَدُ الرُّوَاةِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَّاَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْـهُ قَالَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ

৩১৭৪—(১৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, হুযূর! আমার এক স্ত্রী রহিয়াছে, যে কাহাকেও ফিরায় না। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহাকে ছাড়িয়া দাও। সে বলিল, আমি তাহাকে বড় ভালবাসি। তিনি বলিলেন, তবে তাহাকে সংযত করিয়া রাখ। —আবু দাঊদ ও নাসায়ী। নাসায়ী বলেন, হাদীসটিকে কোন রাবী ইবনে আব্বাস পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন আর কেহ পৌঁছান নাই। সুতরাং ইহা মুত্তাসিল নহে।

ব্যাখ্যাঃ কাহাকেও ফিরায় না—অর্থাৎ, সকলকে দেহ দান করে। এইরূপ নারীকে সংযত করিতে না পারিলে ছাড়িয়া দেওয়াই বিধেয়। অন্যথায় গোনাহ্‌গার হইবে।

٣١٧٥-(١٥) وَعَنْ عَمْـرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى اَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ بَعْـدَ اَبِيْـهِ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهٗ اِدَّعَـاهُ وَرَثَتُهٗ فَقَضٰى اَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ يَّمْلِكُهَا يَوْمَ اَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهٗ وَلَيْسَ لَهٗ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهٗ مِنَ الْمِيْـرَاثِ شَىْءٌ وَّمَـا اَدْرَكَ مِنْ مِّيْـرَاثٍ لَّمْ يُقْسَمْ فَلَهٗ نَصِيْبُـهٗ وَلَايُلْحَقُ اِذَا كَانَ اَبُـوْهُ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهٗ اَنْكَرَهٗ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ لَّمْ يَمْلِكْهَا اَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَاِنَّهٗ لَايَلْحَقُ وَلَايَـرِثُ وَاِنْ كَانَ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهٗ هُوَ ادَّعَـاهُ فَهُـوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِّنْ حُرَّةٍ كَانَ اَوْ اَمَةٍ — رواه ابو داود

৩১৭৫—(১৫) হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এমন প্রত্যেক সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিতে চাহিলেন, যে সন্তানকে তাহার বাপ বলিয়া কথিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর বাপের ওয়ারিসগণের দাবীতে বাপের বংশের সাথে এলহাক করা হইয়াছে, তখন এই নির্দেশ দিলেন, এমন দাসীর সন্তান যাহার সাথে সহবাসকালে সহবাসকারী তাহার মালিক ছিল, সে সন্তানকে সহবাসকারীর যে ওয়ারিস নিজের সাথে 'এলহাক' করিবে সে তাহার সাথে 'মুলহাক' (সংযোজিত) হইবে, তবে এলহাকের পূর্বে সহবাসকারীর যে সম্পত্তি বণ্টিত হইয়া গিয়াছে সে উহার অংশ পাইবে না আর যাহা বণ্টিত হওয়ার পূর্বে সে পাইয়াছে, সে উহার অংশ পাইবে। কিন্তু কোন সন্তান বাপ বলিয়া কথিত ব্যক্তির বংশের সাথে 'মুলহাক' হইবে না—যদি সে তাহাকে সন্তান বলিয়া অস্বীকার করে। এইরূপে সে সন্তান যদি এমন দাসীর ঘরে হয়, সহবাসকারী যাহার মালিক ছিল না (অর্থাৎ, যেনার হয়) অথবা এমন স্বাধীনা নারীর সন্তান হয়, যাহার সহিত সহবাসকারী যেনা করিয়াছে, সে সন্তান বাপ বলিয়া কথিত ব্যক্তির বংশের সাথে 'মুলহাক' হইবে না—যদিও সে ব্যক্তি তাহাকে পুত্র বলিয়া দাবী করে। সে হইল যেনার সন্তান, চাই সে স্বাধীনা নারীর ঘরে হউক চাই দাসীর ঘরে। —আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আরবের লোকেরা কোন স্বাধীনা নারী অথবা কাহারও দাসীর সাথে যেনা করিয়া যদি মরিবার কালে বলিয়া যাইত, অমুকের অমুক সন্তান আমার সন্তান, তখন ওয়ারিসগণ তাহাকে নিজের আত্মীয় বলিয়া মানিয়া লইত এবং তাহার মীরাসের অংশ দিত। ইসলাম ইহাকে রহিত করিয়া দেয় এবং কায়েদা ঠিক করিয়া দেয় যে, কোন নারীর সন্তানকে নিজের বলিয়া দাবী করার জন্য সে তাহার বৈধ স্ত্রী বা বৈধ দাসী হইতে হইবে। যেনার সন্তানের দাবী গ্রাহ্য নহে। মীরাস সম্পর্কে বলা হইল, বৈধ দাসীর সন্তান হইলেও জাহেলিয়াত যুগে তাহার এলহাকের আগে যাহা বণ্টিত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইয়া গিয়াছে। সে তাহার হিস্‌সা পাইবে না। এলহাক—অর্থ, বংশের সাথে সংযোজন, মুলহাক—সংযোজিত।

٣١٧٦ـ(١٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْغَيْرَةِ مَايُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَايُبْغِضُ اللهُ فَاَمَّا الَّتِىْ يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِى الرَّيْبَةِ وَاَمَّا الَّتِىْ يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِىْ غَيْرِ رَيْبَةٍ وَاِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَايُبْغِضُ اللهُ وَمِنْهَا مَايُحِبُّ اللهُ فَاَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِىْ يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهٗ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَاَمَّا الَّتِىْ يُبْغِضُ اللهُ فَاخْتِيَالُهٗ فِى الْفَخْرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الْبَغْىِ — رواه احمد وابو داود والنسائى

৩১৭৬—(১৬) হযরত জাবের ইবনে আতীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কোন 'গায়রত' এমন রহিয়াছে যাহাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। আর কোন 'গায়রত' এমনও রহিয়াছে যে, যাহাকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন। যে 'গায়রত'কে আল্লাহ্ ভালবাসেন তাহা হইল, সত্যিকার সন্দেহ স্থলের 'গায়রত।' আর যে 'গায়রত'কে তিনি ঘৃণা করেন তাহা হইল বিনা সন্দেহে খামাখা 'গায়রত।' এইরূপে কোন গর্বকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন আর কোন গর্বকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। যে গর্বকে আল্লাহ্ ভালবাসেন, তাহা হইল, ইসলামের শত্রুর সাথে যুদ্ধে গর্ব; কোন ব্যক্তির দান করাকালে গর্ব। আর যে গর্বকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন তাহা হইল বংশের গর্ব। অপর এক বর্ণনায় আছে, অন্যায় বা জুলুমের ব্যাপারে গর্ব। —আহমদ, আবু দাঊদ ও নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ দান করাকালে গর্ব—অর্থাৎ, যাহা দান করে তাহাকে সামান্য মনে করে এবং বেশী দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

٣١٧٧ـ(١٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فُلاَنًا اِبْنِىْ عَاهَرْتُ بِاُمِّهٖ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَدِعْوَةَ فِى الْاِسْلاَمِ ذَهَبَ اَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ — رواه ابو داود

৩১৭৭—(১৭) হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক আমার ছেলে, আমি জাহেলিয়াত যুগে তাহার মায়ের সঙ্গে যেনা করিয়াছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ ইসলামে সন্তানের এইরূপ দাবী নাই। জাহেলিয়াতের নিয়ম শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্তান বিছানার আর যেনাকারের জন্য পাথর বা বঞ্চিত হওয়া। —আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ সন্তান বিছানার—অর্থাৎ, মা বৈধভাবে যাহার বিছানায় (অধীন) ছিল সন্তানও তাহারই।

٣١٧٨-(١٨) وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مِّنَ النِّسَاءِ لَامُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ اَلنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوْكِ وَالْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ — رواه ابن ماجة

৩১৭৮—(১৮) সেই হযরত আমর ইবনে শোআয়ব (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ চারি রকমের নারী আর তাহাদের স্বামীদের মধ্যে ‘লেআন’ নাই। মুসলমানের অধীন নাসরানী নারী, মুসলমানের অধীন ইহুদী নারী, গোলামের অধীন স্বাধীনা নারী এবং স্বাধীন পুরুষের অধীনা বাঁদী। —ইবনে মাজাহ্ hBd (699)

٣١٧٩-(١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ رَجُلًا حِيْنَ اَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ اَنْ يَّتَلَاعَنَا اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلٰى فِيْهِ وَقَالَ اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ — رواه النسائى

৩১৭৯—(১৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুই লেআনকারী স্বামী-স্ত্রীকে লেআন করিতে বলিলেন, এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, পঞ্চমবার বলিবার সময় সে যেন লেআনকারীর মুখে হাত দেয় এবং বলিলেন, ইহা নির্ধারণকারী। —নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ নির্ধারণকারী—অর্থাৎ, আল্লাহ্র লা’নত বা গযব অথবা বিবাহের বিচ্ছেদ নির্ধারণ করিবে। পরে পস্তাইলে চলিবে না।

٣١٨٠-(٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَاٰى مَا اَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَاعَائِشَةُ اَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِىْ لَايَغَارُ مِثْلِىْ عَلٰى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اَمَعِىْ شَيْطَانٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ وَلٰكِنْ اَعَانَنِىَ اللهُ عَلَيْهِ حَتّٰى اَسْلَمَ — رواه مسلم

৩১৮০—(২০) বিবি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন! আয়েশা বলেন, ইহাতে আমার গায়রত হইল। অতঃপর তিনি আসিলেন এবং দেখিলেন, আমি কি করিতেছি। তিনি বলিলেনঃ তোমার কি হইয়াছে আয়েশা, তোমার কি গায়রত আসিয়াছে? আমি বলিলাম, আমার মত মানুষ আপনার মত মানুষের প্রতি কেন গায়রত করিবে না? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় তোমার শয়তান তোমার নিকট আসিয়াছে। আয়েশা বলিলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথে কি শয়তান আছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথেও কি আছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তাহার বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন, ফলে আমি তাহা হইতে নিরাপদে থাকি। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ একবার হুযূর শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ মধ্য রাত্রিতে বিবি আয়েশার বিছানা হইতে উঠিয়া বাকী কবরস্থান যেয়ারত করিতে গেলেন, আয়েশা ভাবিলেন, তিনি বোধহয় তাঁহার অন্য কোন বিবির ঘরে গিয়াছেন। তাই তিনি হুযূরের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। হুযূর বাকী হইতে ফিরিয়াছেন দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বিছানা গ্রহণ করিলেন এবং হাঁপাইতে লাগিলেন। তখন হুযূর তাঁহাকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আয়েশা বলিলেন, 'আমার মত মানুষ'—অর্থাৎ, আমার মত আসক্তা নারী আপনার মত সুপুরুষ ও নবীর প্রতি কেন 'গায়রত' করিব না? তখন হুযূর বলিলেন, আয়েশা! তোমার শয়তান আসিয়াছিল—অর্থাৎ, শয়তানই তোমাকে বলিয়াছিল, আমি অন্য ঘরে গিয়াছি। না হয় আমি তোমার প্রতি অন্যায় করিব—এই সন্দেহ করার কোন কারণই নাই।

باب العدة

ইদ্দত ও শোক পালন

ইদ্দত—অর্থ, শুমার করা, গণনা করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, সহবাস করা নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের পর অন্য বিবাহের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় গণনা করা বা অপেক্ষা করা। বিভিন্ন নারীর পক্ষে এই সময় গণনা বিভিন্ন হয়। (১) যে নারীর ঋতু চালু আছে তাহার ইদ্দত হইল তিন ঋতু। কোরআনে আছেঃ (البقرة ٢٢٨) — وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ "তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন ক্বুরূ অপেক্ষা করিবে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২২৮) 'ক্বুরূ' অর্থ এখানে ইমাম শাফেয়ীর মতে 'তোহ্‌র' আর ইমাম আবু হানীফার মতে 'হায়য' (ঋতু)। উপরের এক হাদীস হইতেও ইহার এই শেষোক্ত অর্থই বুঝায়। হাদীসে বলা হইয়াছে, বাঁদীর ইদ্দত দুই হায়য। (২) বার্ধক্যের কারণে যাহার ঋতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা বাল্যের কারণে ঋতু এখনও আসে নাই, তাহার ইদ্দত তিন মাস। কোরআনে বলা হইয়াছেঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ ط — (الطلاق ٤)

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহারা ঋতু হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে বা যাহাদের ঋতু আসে নাই, তাহাদের ইদ্দত হইল তিন মাস। (সূরা তালাক, আয়াত ৪) (৩) যাহারা তালাকের সময় গর্ভবতী, তাহাদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত, সময় বেশী হউক বা কম হউক। কোরআনে আছেঃ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "আর গর্ভধারিণীদের সময় (ইদ্দত) হইল সন্তান প্রসব।" (সূরা তালাক, আয়াত ৪) (৪) বিবাহের পরে সহবাসের পূর্বে যাহাকে তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন ইদ্দত নাই। কোরআনে বলা হইয়াছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج — (الاحزاب ٤٩)

"হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা মু'মিনা নারীদের বিবাহ করিবে, অতঃপর স্পর্শের পূর্বেই তাহাদেরকে তালাক দিবে, তখন তাহাদের উপর কোন ইদ্দত নাই। যাহা তোমরা শুমার করিবে।" (সূরা আহযাব, আয়াত ৪৯) (৫) যাহাদের স্বামী মারা গিয়াছে তাহাদের ইদ্দত হইল চারি মাস দশ দিন। কোরআনে রহিয়াছেঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج — (البقرة ٢٣٤)

"তোমাদের মধ্যে যাহারা মরিয়া যায় এবং স্ত্রী রাখিয়া যায়, তাহারা (স্ত্রীগণ) অপেক্ষা করিবে চারি মাস দশ দিন।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৪) তবে গর্ভবতী হইলে তাহাদের ইদ্দত হইল

সন্তান প্রসব। এই পঞ্চমটি হইল আসলে শোক পালন। আরবীতে ইহাকে 'হেদাদ' বলে। স্বামী মরার পর এই শোক পালনের ব্যবস্থা প্রায় প্রত্যেক জাতিতেই আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

٣١٨١- (١) عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ اَبَاعَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا اَلْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا وَكِيْلُهُ الشَّعِيْرَ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَاَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ فِىْ بَيْتِ اُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَّغْشَاهَا اَصْحَابِىْ اِعْتَدِّىْ عِنْدَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ اَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ فَاِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِىْ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَبَاجَهْمٍ خَطَبَانِىْ فَقَالَ اَمَّا اَبُوْ الْجَهْمِ فَلَايَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَاَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَامَالَ لَهُ اَنْكِحِىْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ اَنْكِحِىْ اُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاُغْتُبِطْتُ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهَا فَاَمَّا اَبُوْجَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِّلنِّسَاءِ — رواه مسلم وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَانَفَقَةَ لَكِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنِىْ حَامِلًا

৩১৮১—(১) তাবেয়ী আবু সালামা (রঃ) ফাতেমা বিনতে কায়স হইতে বর্ণনা করেন যে, ফাতেমার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফস তাহাকে দূরদেশ হইতে শেষ তালাক দিয়া দিল। অতঃপর আবু আমরের কার্যকারক তাহার নিকট কিছু যব পাঠাইয়া দিল। ইহাতে ফাতেমা নারায হইল। কার্যকারক বলিল, খোদার কসম! আমাদের উপর তোমার বাধ্যতামূলক কোন পাওনা নাই। ইহা শুনিয়া ফাতেমা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল এবং তাঁহাকে ইহা বলিল। তিনি বলিলেনঃ হাঁ, তোমার খোরপোষ পাওনা নাই। রাবী বলেন, এ সময় তিনি তাহাকে উম্মে শরীকের ঘরে যাইয়া ইদ্দত পালন করিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বলিলেন, না, উম্মে শরীকের ঘর আমার সাহাবীদের আনাগোনার স্থল। তুমি ইবনে উম্মে মাক্তুমের ঘরে যাইয়া ইদ্দত পালন কর। সে অন্ধ মানুষ, সেখানে তুমি গায়ের কাপড় ছাড়িতে পারিবে। তবে যখন ইদ্দত শেষ করিবে আমাকে খবর দিবে। ফাতেমা বলেন, আমি যখন ইদ্দত শেষ করিলাম তাঁহাকে বলিলাম, হুযূর, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহ্ম আমার বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন। তখন হুযূর বলিলেন, শুন, আবু জাহম কখনও আপন কাঁধ হইতে লাঠি ফেলে না (অর্থাৎ, সর্বদা মারে) আর মুআবিয়া হইল একজন দরিদ্র ব্যক্তি, মাল বলিতে তাহার কিছুই নাই। তুমি উসামা ইবনে যায়দকে বিবাহ কর। রাবী বলেন, কিন্তু ফাতেমা তাহাকে পছন্দ করিল না। হুযূর পুনরায় বলিলেন, উসামাকে বিবাহ কর। অতঃপর সে উসামাকেই বিবাহ করিল এবং

আল্লাহ্ তাহাতে বহু বরকত দিলেন। মানুষ তাহার প্রতি ঈর্ষা করিত। অপর বর্ণনায় আছে, আবু জাহ্‌ম এমন ব্যক্তি যে বেশী বৌ মারে। —মুসলিম

আর এক বর্ণনায় আছে—তাহার স্বামী তাহাকে তিন তালাক দিল। সে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। তিনি বলিলেন, তোমার জন্য নফ্‌কা বা খোরপোষ নাই। হাঁ, যদি তুমি গর্ভবর্তী হইতে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস অনুসারে ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দতকালে স্বামীর নিকট সোকনা ও নফকা অর্থাৎ, থাকার আবাস ও খোরপোষ কিছুই পাইবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদীস অনুসারে বলেন, সে আবাস ও খোরপোষ উভয় পাইবে। কিন্তু ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রঃ) বলেন, সে থাকার আবাস পাইবে, তবে খোরপোষ পাইবে না। (মেরকাত) আবু জাহ্‌ম বৌ মারে—উপদেশ চাওয়া হইলে উপদেশ স্থলে সত্য কথা বলা 'গীবত' নহে।

٣١٨٢ـ (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِىْ مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلٰى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ رَخَّصَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ تَعْنِىْ فِى النَّقْلَةِ وَ فِىْ رِوَايَةٍ قَالَتْ مَالِفَاطِمَةَ اَلَا تَتَّقِى اللّٰهَ تَعْنِىْ فِىْ قَوْلِهَا لَاسُكْنٰى وَلَانَفَقَةَ — رواه البخارى

৩১৮২—(২) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, ফাতেমা এক নির্জন স্থানে ছিল, তাই তাহার সম্পর্কে ভয় করা হইতেছিল। এ কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অন্য ঘরে যাইয়া ইদ্দত পালন করার অনুমতি দিলেন। (সে আবাস পাইবে না এজন্য নহে।) অপর বর্ণনায় আছে, একদা আয়েশা বলিলেন, ফাতেমার কি হইল, সে যে বলে, তালাকপ্রাপ্তা নারী আবাস ও খোরপোষ পাইবে না—এ ব্যাপারে সে আল্লাহ্‌কে কেন ভয় করে না ? —বোখারী

٣١٨٣ـ (٣) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اِنَّمَا نُقِلَتْ فَاطِمَةُ لِطُوْلِ لِسَانِهَا عَلٰى اَحْمَائِهَا — رواه فى شرح السنة

৩১৮৩—(৩) তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রঃ) বলেন, স্বামীর আত্মীয়দের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণেই ফাতেমাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। —শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ (ক) ইদ্দতকালে ফাতেমার স্বামী-গৃহ হইতে স্থানান্তরের কারণ এ দুই হাদীসে দুইটি বলা হইয়াছে। তবে এক সাথে উভয় কারণও হইতে পারে। মোটকথা, ফাতেমার স্থানান্তর ইদ্দতকালে 'সোকনা' (আবাস) পাইবে না এ কারণে হয় নাই। (খ) ইহাতে একথা বুঝা গেল যে, স্বামী-গৃহে ইদ্দত পালনে অসুবিধা হইলে অন্য গৃহেও এ ইদ্দত পালন করা যায়। তিন তালাকের পর এ যুগে ইহাই সমীচীন।

٣١٨٤ـ (٤) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِىْ ثَلَاثًا فَاَرَادَتْ اَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ اَنْ تَخْرُجَ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ بَلٰى فَجُدِّىْ نَخْلَكِ فَاِنَّهٗ عَسٰى اَنْ تَصَدَّقِىْ اَوْ تَفْعَلِىْ مَعْرُوْفًا — رواه مسلم

৩১৮৪—(৪) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক দেওয়া হইল। একদিন তিনি তাঁহার বাগানে যাইয়া খেজুর পাড়িতে চাহিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে ঘরের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিল। অতএব, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তিনি বলিলেনঃ হাঁ, যাও, ফল পাড়, ইহাতে তুমি যাকাত দিতে বা অপর কোন সৎ কাজ করিতে পারিবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যাও—ইহাতে বুঝা গেল যে, ইদ্দতকালে আবশ্যক হইলে ঘর হইতে বাহির হওয়া যায়।

٣١٨٥- (٥) وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ سُبَيْعَةَ الاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ اَنْ تَنْكِحَ فَاَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ — رواه البخارى

৩১৮৫—(৫) হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সুবাইয়া আসলামিয়া তাহার স্বামী মারা যাওয়ার কয়েকদিন পরেই সন্তান প্রসব করিল। অতঃপর সে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাইয়া বিবাহের অনুমতি চাহিল। তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন; সুতরাং সে বিবাহ বসিল। —বোখারী

٣١٨٦- (٦) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ ابْنَتِىْ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا اَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَا ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا هِىَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ اِحْدٰكُنَّ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ — متفق عليه

৩১৮৬—(৬) বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, একটি স্ত্রীলোক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মেয়ের জামাই মারা গিয়াছে, এখন তাহার চোখে অসুখ হইয়াছে। আমরা কি তাহাকে সুরমা ব্যবহার করাইতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ না, দুই কি তিনবার, প্রত্যেকবারই বলিলেন, না। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহা শুধু চারি মাস দশ দিন মাত্র; অথচ তোমাদের এক একজন নারী জাহেলিয়াত যুগে একবছর পূর্ণ হইলে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিত। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা ঃ অজ্ঞানতার যুগে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী পূর্ণ একবছর শোক পালন করিত। সে খুব সংকীর্ণ ঘরে বাস করিত এবং সর্বনিকৃষ্ট পরিধেয় পরিধান করিত। কোন রকমের সুগন্ধি ও সুবাসিত জিনিস ব্যবহার করিত না। একবছর পর তাহার নিকট উট, গাধা প্রভৃতি কোন পশু আনা হইত। সে নিজের গুপ্ত অঙ্গ পশুর গায়ে লাগাইত। অতঃপর তাহাকে উট বা ছাগলের বিষ্ঠা দেওয়া হইত আর সে উহা নিক্ষেপ করিত। তবেই তাহার শোক-পালন পর্ব শেষ হইত। হাদীসে ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, সে তুলনায় এ পরিমাণ সময় কিছুই নহে।

٣١٨٧- (٧) وَعَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ وَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا — متفق عليه

৩১৮৭—(৭) বিবি উম্মে হাবীবা এবং যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেনঃ কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে—যে আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন জায়েয নহে, কেবল স্বামীর জন্য চারি মাস দশ দিন ব্যতীত। —মোত্তাঃ

٣١٨٨ـ (٨) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَاتُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا وَلَاتَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوْغًا اِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَّ لَاتَكْتَحِلُ وَلَاتَمَسُّ طِيْبًا اِلَّا اِذَا طَهُرَتْ نَبْذَةً مِّنْ قُسْطٍ اَوْاَظْفَارٍ — متفق عليه وَزَادَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَلَاتَخْتَضِبْ

৩১৮৮—(৮) হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে, স্বামীর জন্য চারি মাস দশ দিন ব্যতীত। উহাতে সে যেন রং করা সুতার কাপড় ব্যতীত কোন রঙ্গিন কাপড় না পরে, সুরমা না লাগায়। ঋতু হইতে পাক হওয়াকালে সামান্য 'কুসত' ও 'আযফার' ব্যতীত যেন কোন সুগন্ধি স্পর্শ না করে। —মোত্তাঃ, কিন্তু আবু দাঊদ অধিক বর্ণনা করিয়াছেন—এবং খেজাবও না করে।

ব্যাখ্যাঃ (১) ইহাতে বুঝা গেল যে, স্বামীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা ফরয। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে নাবালেগা ইহা হইতে বাদ থাকিবে। (২) কুসত এবং আযফার দুই রকমের ভারতীয় কাঠ, যাহাতে খোশবু থাকে এবং ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কেহ কুসতের অর্থ 'কুট' করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثانى

٣١٨٩ـ (٩) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ اَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَّهِىَ اُخْتُ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهٗ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِىْ بَنِىْ خُدْرَةَ فَاِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِىْ طَلَبِ اَعْبُدٍ لَّهٗ اَبَقُوْا فَقَتَلُوْهُ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ فَاِنَّ زَوْجِىْ لَمْ يَتْرُكْنِىْ فِىْ مَنْزِلٍ يَّمْلِكُهٗ وَلَانَفَقَةَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ اَوْفِى الْمَسْجِدِ دَعَانِىْ فَقَالَ امْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا — رواه مالك والترمذى وابو داود والنسائى وابن ماجة والدارمى

৩১৮৯—(৯) তাবেয়ীয়া যয়নাব বিনতে কা'ব হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর ভগ্নী ফুরাইআ বিনতে মালেক ইবনে সিনান তাহাকে বলিয়াছেন, তিনি ইদ্দত পালনের জন্য

তাহার বাপের বংশ বনী-খুদরীতে যাইতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। কেননা, তাঁহার স্বামী তাঁহার কতক পলাতক দাসের অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। যয়নাব বলেন, ফুরাইআ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বাপের বাড়ী যাইতে পারি কিনা ? কেননা, আমার স্বামী আমাকে তাঁহার মালিকী বাড়ীতে রাখিয়া যান নাই এবং আমার জন্য খোরপোষও রাখিয়া যান নাই। ফুরাইআ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ হাঁ। আমি রওয়ানা হইলাম, এমন কি যখন আমি তাঁহার হুজরা শরীফ অথবা মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছিলাম, তিনি আমাকে পুনরায় ডাকিলেন এবং বলিলেন, তুমি তোমার ঘরেই থাক যাবৎ না ইদ্দত শেষ হইয়া যায়। ফুরাইআ বলেন, অতঃপর আমি উহাতে চারি মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিলাম। —মালেক, তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ ইহাতে বুঝা গেল যে, কষ্ট করিয়া হইলেও স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দত পালন করা উচিত, যদি তথায় মান-ইজ্জতের ভয় না থাকে।

٣١٩٠ـ(١٠) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْسَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَىَّ صَبْرًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَااُمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ اِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ فَقَالَ اِنَّهٗ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَاتَجْعَلِيْهِ اِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزَعِيْهِ بِالنَّهَارِ وَلَاتَمْتَشِطِىْ بِالطِّيْبِ وَلَابِالْحِنَّاءِ فَاِنَّه خِضَابٌ قُلْتُ بِاَىِّ شَيْءٍ اَمْتَشِطُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِيْنَ بِهٖ رَأْسَكِ — رواه ابو داود والنسائى

৩১৯০—(১০) উম্মুল মু'মিনীন বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, যখন আমার (প্রথম) স্বামী মারা গেলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট গেলেন। তখন আমার মুখমণ্ডলে আমি 'সাবের' লাগাইয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ ইহা কি উম্মে সালামা ? আমি বলিলাম, ইহা 'সাবের', ইহাতে কোন সুগন্ধি নাই। তিনি বলিলেন, ইহা চেহারাকে উজ্জ্বল করে। সুতরাং রাত্রে ছাড়া উহা দিও না এবং দিনে মুছিয়া ফেলিও। ইহাছাড়া খোশবু দ্বারা চুল পরিপাটি করিও না এবং মেন্দি দ্বারাও নহে, কেননা, উহা হইল খেজাব। আমি বলিলাম, তবে আমি কিসের দ্বারা মাথা ধুইব, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বলিলেন, বরই পাতা দ্বারা, (উহা বাটিয়া) উহা দ্বারা তোমার মাথায় প্রলেপ দিবে। —আবু দাঊদ ও নাসায়ী hBd (700)

ব্যাখ্যা ঃ 'সাবের'—তিক্ত ঔষধবিশেষ। মেন্দি পাতা দ্বারা তৎকালের মেয়েরা মাথাও ধুইত। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, স্বামীমৃত নারীর পক্ষে ইদ্দতকালে চেহারা উজ্জ্বলকারী কোন জিনিস যথা—স্নো, পাউডার, লিপষ্টিক এবং সুগন্ধি সাবান ও সেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা নিষেধ, ইহা শোকের পরিপন্থী।

٣١٩١ـ(١١) وَعَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لَاتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَاالْمُمَشَّقَةَ وَلَاالْحُلِىَّ وَلَاتَخْتَضِبُ وَلَاتَكْتَحِلُ — رواه ابو داود والنسائى

৩১৯১—(১১) সেই বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ স্বামীমৃত নারী লাল রঙে রঞ্জিত কাপড় পরিবে না,

লাল মাটি দ্বারা রঞ্জিত কাপড়ও নহে এবং গহনা পরিবে না। চুলে বা হাতে, পায়ে মেন্ধির রং লাগাইবে না এবং চোখে সুরমা লাগাইবে না। —আবু দাউদ ও নাসায়ী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

٣١٩٢ـ(١٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ الْاَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِيْنَ دَخَلَتْ اِمْرَأَتُهُ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ اِلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَّسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ زَيْدٌ اَنَّهَا اِذَا دَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا لَايَرِثُهَا وَلَاتَرِثُهُ — رواه مالك

৩১৯২—(১২) তাবেয়ী সুলায়মান ইবনে ইয়াসার হইতে বর্ণিত, তাবেয়ী আহওয়াস শাম দেশে মারা গেল, যখন তাহার তালাক দেওয়া স্ত্রীর তৃতীয় ঋতু চলিতেছিল। খলীফা মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়া সাহাবী হযরত যায়দ ইবনে সাবেত আনসারীর নিকট পত্র লিখিলেন। যায়দ উত্তরে লিখিলেন, যখন সে তৃতীয় ঋতুতে পৌঁছিয়াছে, তখন স্বামী স্ত্রী একে অপর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং স্বামী তাহার মীরাস পাইবে না এবং সেও স্বামীর মীরাস পাইবে না। —মালেক

ব্যাখ্যা ঃ (১) বায়েন তালাক দেওয়ার পর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাহার মীরাস পাইবে না, যদিও তাহার এক ঋতু না গোজারে। (২) সম্ভবত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পত্রে এ কথাও ছিল যে, তাহার স্ত্রী এখন মউতের ইদ্দতও পালন করিবে কিনা? এখানে তাহার মউতের ইদ্দত পালন করিতে হইবে। হাদীসটিকে এই অধ্যায়ে আনার হেতু ইহাই।

٣١٩٣ـ(١٣) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً اَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَاِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ اَشْهُرٍ فَاِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذٰلِكَ وَاِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْاَشْهُرِ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ — رواه مالك

৩১৯৩—(১৩) তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন নারীকে তালাক দেওয়া হয়, অতঃপর তাহার এক কি দুই হায়য গোজারে, তৎপর হায়য বন্ধ হইয়া যায়, তবে সে নয় মাস অপেক্ষা করিবে (এবং গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে কিনা দেখিবে)। যদি গর্ভ প্রকাশ পায়, তবে তো ভাল (অর্থাৎ, প্রসবই ইদ্দত হইবে), অন্যথায় সে নয় মাসের পর আরও তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে ; অতঃপরই তাহার ইদ্দত শেষ হইবে। —মালেক

ব্যাখ্যা ঃ পরে আরও তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে—কেননা, তাহার ঋতু আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, আর ঋতু বন্ধ নারীর ইদ্দত তিন মাস।

— ■ —

باب الاستبراء

ইস্তেবরা

ইস্তেবরা—অর্থ, পবিত্র করার চেষ্টা করা; পবিত্র আছে কিনা তাহা জানার চেষ্টা করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, দাসীর গর্ভাশয় সন্তান হইতে পবিত্র আছে কিনা তাহা জানার চেষ্টা করা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দাসীর সাথে বিনা বিবাহে সহবাস করা জায়েয। কিন্তু দাসী তাহার হাতে আসামাত্রই তাহার সাথে সহবাস করা জায়েয নহে। তাহার গর্ভাশয়ে পূর্ব মালিক বা স্বামীর সন্তান আছে কিনা তাহার জন্য অন্তত এক ঋতু অপেক্ষা করা আবশ্যক। ঋতু আসিলে মনে করিতে হইবে গর্ভধারণ করে নাই। এক ঋতু অপেক্ষা না করিয়া সহবাস করিলে এবং গর্ভধারণ করিলে জানা যাইবে না যে, এ সন্তান কাহার—পূর্বের মালিক বা স্বামীর না তাহার? আসলে পূর্বের কাহারও সন্তান হইলে তাহাকে নিজের সন্তান বলা এবং নিজের ওয়ারিস করা জায়েয নহে; ইহা হারাম। আর আসলে নিজের সন্তান হইলে তাহাকে অন্যের সন্তান মনে করিয়া দাস বানান এবং নিজের মীরাস হইতে বঞ্চিত করা, ইহাও জায়েয নহে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

٣١٩٤ـ(١) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوْا اَمَةٌ لِّفُلَانٍ قَالَ اَيُلِمُّ بِهَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَلْعَنَهُ لَعْنًا يَّدْخُلُ مَعَهُ فِىْ قَبْرِهٖ كَيْفَ تَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَايَحِلُّ لَهٗ اَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهٗ وَهُوَ لَايَحِلُّ لَهٗ — رواه مسلم

৩১৯৪—(১) হযরত আবুদ্দারদা বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসন্ন প্রসবা এক স্ত্রীলোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সুতরাং তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কে? লোকেরা বলিল, অমুকের বাঁদী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি তাহার সহিত সহবাস করে? তাহারা বলিল, হাঁ! তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে এমন অভিশাপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি যাহা তাহার সাথে কবরে পর্যন্ত যায় এবং তাহার দুই জাহান নষ্ট করে। বাস্তবে নিজের সন্তান হইলে কি করিয়া সে তাহাকে নিজের চাকর বানাইবে? অথচ তা তাহার পক্ষে জায়েয নাই। আর বাস্তবে অন্যের সন্তান হইলে কি করিয়া সে তাহাকে নিজের ওয়ারিস করিবে? অথচ তাহা তাহার পক্ষে জায়েয নহে। —মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثانى

٣١٩٥-(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِىْ سَبَايَا اَوْطَاسٍ لَاتُوْطَأُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ وَلَاغَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً

— رواه احمد وابو داود والدارمى

৩১৯৫—(২) হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম করিয়া বলেন, তিনি আওতাস যুদ্ধের বন্দিনীসমূহ সম্পর্কে বলিয়াছেন, গর্ভিণীর সাথে সহবাস করা যাইবে না যাবৎ না সে গর্ভ খালাস করে; আর অগর্ভিণীর সাথেও নহে যাবৎ না সে এক হায়য গোজারে। —আহমদ, আবু দাউদ ও দারেমী

ব্যাখ্যাঃ আওতাস মক্কার তিন মাইল দক্ষিণে একটি স্থানের নাম। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই এখানে একটি খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল।

٣١٩٦-(٣) وَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ نِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ لَايَحِلُّ لِاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّسْقِىَ مَاءَهٗ زَرْعَ غَيْرِهٖ يَعْنِىْ اِتْيَانَ الْحُبَالٰى وَلَايَحِلُّ لِاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّقَعَ عَلَى امْرَاَةٍ مِّنَ السَّبْىِ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَايَحِلُّ لِاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّبِيْعَ مَغْنَمًا حَتّٰى يُقْسَمَ — رواه ابو داود وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ اِلٰى قَوْلِهٖ زَرْعِ غَيْرِهٖ

৩১৯৬—(৩) হযরত রুআইফে' ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধের তারিখে বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে জায়েয নহে যে, অন্যের খেতে পানি দেয়। রুআইফে' বলেন, 'অন্যের খেতে পানি দেওয়া' দ্বারা হুযূর (ছাঃ) গর্ভিণী দাসীর সাথে সহবাস করাকেই বুঝাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন ব্যক্তির পক্ষে জায়েয নহে, সে কোন বন্দিনী নারীর সাথে সহবাস করে, যাবৎ না সে তাহার ইস্তেবরা করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এমন ব্যক্তির পক্ষে জায়েয নহে 'গনীমত' বিক্রয় করে, যাবৎ না উহা বন্টিত হয়। —আবু দাউদ। আর তিরমিযী "অন্যের খেতে পানি" পর্যন্ত রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

٣١٩٧-(٤) عَنْ مَّالِكٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْاِمَاءِ

بِحَيْضَـةٍ اِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيْضُ وَثَلٰثَـةِ اَشْهُرٍ اِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَّاتَحِيْضُ وَيَنْهٰى عَنْ سَقْىِ مَاءِ الْغَيْرِ

৩১৯৭—(৪) ইমাম মালেক বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদীদের সাথে এক ঋতু ইস্তেবরা করিতে বলিতেন, যদি সে ঋতুধারিণী হয় আর তিন মাস যদি তার ঋতু না আসে এবং তিনি নিষেধ করিতেন অন্যের খেতে পানি দিতে।

٣١٩٨ـ(٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَـرَ اَنَّـهٗ قَالَ اِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِىْ تُوْطَأُ اَوْ بِيْعَتْ اَوْ عُتِقَتْ فَلْتَسْتَبْـرِأْ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَلَاتُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ ـــ رواهما رزين

৩১৯৮—(৫) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, যখন কোন সহবাস করা বাঁদী দান করা হয় অথবা বিক্রি করা হয় অথবা আযাদ করা হয়, তখন দ্বিতীয় মালিক বা স্বামী যেন তাহার গর্ভাশয়ের ইস্তেবরা করে এক ঋতু। তবে কুমারীর ইস্তেবরা করার দরকার হয় না। —রযীন উক্ত হাদীস দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন।

— ■ —

باب النفقات وحق المملوك

স্ত্রী ও সন্তানের খোরপোষ এবং দাস-দাসীর অধিকার সম্পর্কীয় বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

٣١٩٩-(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِىْ مَايَكْفِيْنِىْ وَوَلَدِىْ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَايَعْلَمُ فَقَالَ خُذِىْ مَايَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ — متفق عليه

৩১৯৯—(১) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, হিন্দা বিনতে ওত্বা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবু সুফিয়ান বড় কৃপণ মানুষ। আমি তাঁহার অগোচরে যাহা গ্রহণ করি তাহা ব্যতীত তিনি আমার ও আমার সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট হয় মত খরচ দেন না। তিনি বলিলেন, তোমার ও তোমার সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট হয় মত মাল (তাহার অগোচরে) ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করিতে পার। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ ইহাতে বুঝা গেল যে, (ক) স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং বাপের উপর ছোট সন্তানের খরচ বহন করা ওয়াজিব। (খ) ইহা স্বামীর ও বাপের সামর্থ্য অনুযায়ী হইবে। কোরআনে রহিয়াছে, সামর্থ্যবান তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করিবে। (গ) ছোটদের খরচ বাপে চালাইলেও তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার মায়ের উপর। (ঘ) কাহারও নিকট কাহারও হক থাকিলে সে যদি দিতে না চাহে, তবে তাহার অগোচরে তাহার মাল হইতে ঐ পরিমাণ গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু অপর দলীল অনুসারে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে ইহা সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক নহে। ইহা কেবল স্ত্রীর খোরপোষ ও সন্তানের ব্যয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ, যেমন হাদীসে রহিয়াছে।

٣٢٠٠-(٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَعْطَى اللهُ اَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ — رواه مسلم

৩২০০—(২) হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাহাকেও মাল-সম্পদ দান করেন, তখন সে যেন উহা প্রথমে আপন ও আপন পরিবারের লোকের জন্য খরচ করে। —মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ ভালভাবে বিবির খোরপোষ দেওয়া এবং সন্তানের জন্য খরচ করা ইহার অন্তর্গত।

٣٢٠١-(٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهٗ وَكِسْوَتُهٗ وَلَايُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَايُطِيْقُ — رواه مسلم

৩২০১—(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দাস-দাসীদের প্রাপ্য এবং তাহাদের উপর এমন কাজের বোঝা চাপাইয়া দিবে না যাহা তাহাদের সাধ্যের বাহিরে। —মুসলিম

٣٢٠٢-(٤) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّايَلْبَسُ وَلَايُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَايَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَايَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ — متفق عليه

৩২০২—(৪) হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীনে করিয়া দিয়াছেন। অতএব, যদি আল্লাহ তা'আলা তাহার (কোন ব্যক্তির) ভাইকে তাহার অধীনে করিয়া দেন, তখন সে যেন নিজে যাহা খায় তাহাকেও তাহাই খাওয়ায় এবং নিজে যাহা পরিধান করে তাহাকেও তাহাই পরিধান করায়। আর যেই কাজ তাহাদের সাধ্যের বাহিরে তাহাদিগকে যেন সেই কাজের কষ্ট না দেয়। একান্ত যদি তাহার উপর সাধ্যাতীত কাজ অর্পণ করিতে হয়, তবে যেন তাহাকে উহাতে সাহায্য করে। —মোত্তাঃ

٣٢٠٣-(٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَجَاءَهُ قَهْرُمَانٌ لَّهُ فَقَالَ لَهُ اَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوْتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَاَعْطِهِمْ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كَفٰى بِالرَّجُلِ اِثْمًا اَنْ يَّحْبِسَ عَمَّنْ يَّمْلِكُ قُوْتَهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُوْتُ — رواه مسلم

৩২০৩—(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (বিশুদ্ধ আমর [রাঃ]) হইতে বর্ণিত যে, একদা তাঁহার কর্ম-তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি গোলাম-দিগকে তাহাদের খোরাকী সরবরাহ করিয়াছ? সে বলিল, না। তখন তিনি বলিলেন, তুমি এখনই যাও এবং উহাদের খোরাকী দিয়া দাও। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির গোনাহ্র জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে ঐ ব্যক্তির খোরাকী আটক করিয়া রাখে যাহার খোরাকী তাহার যিম্মায় রহিয়াছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, কোন ব্যক্তির গোনাহ্র জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যাহার খাদ্য এই ব্যক্তির যিম্মায় রহিয়াছে সে উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। —মুসলিম

٣٢٠٤-(٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَاِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلًا فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهِ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ — رواه مسلم

৩২০৪—(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কাহারও খাদেম খানা তৈয়ার করে, অতঃপর সে উক্ত খানা তাহার মালিকের সম্মুখে উপস্থিত করে, অথচ সে আগুনের তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তবে যেন

মালিক তাহাকে নিজের সাথে বসায় এবং নিজের সঙ্গেই খানা খাওয়ায়। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয়, তাহা হইলে অন্তত উহা হইতে এক দুই গ্রাস খানা তাহার হাতে তুলিয়া দেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মোটকথা, খাদ্যটি প্রস্তুত করিতে যতজন নারী-পুরুষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, উহাতে কম-বেশ সকলের হক বা অধিকার রহিয়াছে, তবে খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয়, তখন সে অনুপাতে তাহাদিগকে কিছু প্রদান করা উচিত।

٣٢٠٥-(٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهٖ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهٗ اَجْرُهٗ مَرَّتَيْنِ — متفق عليه

৩২০৫—(৭) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ গোলাম যখন নিজের মনিবের মঙ্গল কামনা করে এবং উত্তমরূপে আল্লাহ্‌র এবাদত করে, সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে। —মোত্তাঃ

٣٢٠٦-(٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِعِمَّا لِلْمَمْلُوْكِ اَنْ يَّتَوَفَّاهُ اللهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهٖ وَطَاعَةِ سَيِّدِهٖ نِعِمَّا لَهٗ — متفق عليه

৩২০৬—(৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সেই গোলামের জন্য কতই না সৌভাগ্যের ব্যাপার, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের মনিবের খেদমত এবং আল্লাহ্‌র এবাদত করা অবস্থায় মৃত্যু দান করেন, সে কতই না ভাগ্যবান। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, প্রকৃত মনিব আল্লাহ্ এবং দুনিয়াবী মনিব যাহার সে গোলাম, উভয়ের হক্ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়া অবস্থায় যে গোলাম মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহার জীবন সার্থক।

٣٢٠٧-(٩) وَعَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهٗ صَلٰوةٌ وَّفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَّعَنْهُ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ مِنْ مَّوَالِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ — رواه مسلم

৩২০৭—(৯) হযরত জরীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে দাস পলায়ন করে তাহার নামায কবূল হয় না। তাঁহার আরেক বর্ণনায় আছে, যে দাস পলায়ন করিয়াছে, তাহার উপর হইতে (ইসলামের) দায়িত্ব রহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আরেক রেওয়ায়তে আছে, যে দাস নিজের মনিবদের নিকট হইতে পালাইয়া গেল, সে প্রকৃতপক্ষে কুফরী করিল, যে পর্যন্ত না সে তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'নামায কবূল হয় না'—অর্থাৎ, বান্দার হক নষ্টকারী আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে পতিত হয়। আর কুফরী শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত নহে, বরং আভিধানিক অর্থে। অর্থাৎ, সে অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান।

٣٢٠٨-(١٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهٗ وَهُوَ بَرِئٌ مِّمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ كَمَا قَالَ — متفق عليه

৩২০৮—(১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আবুল কাসেম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার গোলামকে কুকর্মের অপবাদ দেয়, অথচ সে তাহার আরোপিত অপবাদ হইতে মুক্ত, কিয়ামতের দিন তাহাকে (মনিবকে) চাবুক মারা হইবে। অবশ্য যদি ঘটনা অনুরূপ হয় যেইরূপ সে বলিয়াছে, তখন সে (সাজা হইতে) রেহাই পাইবে। —মোত্তাঃ

٣٢٠٩-(١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَّهُ حَدًّا لَّمْ يَأْتِهِ اَوْ لَطَمَهُ فَاِنَّ كَفَّارَتَهُ اَنْ يُّعْتِقَهُ — رواه مسلم

৩২০৯—(১১) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার গোলামকে বিনা দোষে শাস্তি দেয় অথবা তাহাকে চপেটাঘাত করে, তবে ইহার কাফ্‌ফারা হইল সে যেন তাহাকে আযাদ করিয়া দেয়। —মুসলিম

٣٢١٠-(١٢) وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ نِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِّىْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِىْ صَوْتًا اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ لَلّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ هُوَ حُرٌّ لِّوَجْهِ اللهِ فَقَالَ اَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ — رواه مسلم

৩২১০—(১২) হযরত আবু মাসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন, একদা আমি আমার একটি গোলামকে প্রহার করিতেছিলাম। এই সময় আমি আমার পিছন হইতে একটি আওয়ায শুনিতে পাইলাম, সাবধান হে আবু মাসঊদ! এই নিরীহ গোলামের উপর তুমি যেই পরিমাণ ক্ষমতা রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর ইহা হইতেও অধিক ক্ষমতা রাখেন। আবু মাসঊদ বলেন, আমি পিছনে ফিরিতেই দেখিলাম তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সে আযাদ। তখন তিনি বলিলেন, যদি তুমি তাহা না করিতে তবে দোযখের আগুন তোমাকে জ্বালাইয়া ফেলিত অথবা বলিয়াছেন, আগুন তোমাকে স্পর্শ করিত। —মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثانى

٣٢١١-(١٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ مَالًا وَّاِنَّ وَالِدِىْ يَحْتَاجُ اِلٰى مَالِىْ قَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ كُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلَادِكُمْ — رواه ابو داود وابن ماجة

৩২১১—(১৩) হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, তাঁহার দাদা বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

আসিয়া বলিল, হুযূর, আমার মাল আছে, আর আমার বাপ আমার মালের প্রতি মোহ্‌তাজ। হুযূর বলিলেন, তুমি ও তোমার মাল তোমার বাপের। জানিয়া রাখ—তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খাও।

—আবু দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্‌

ব্যাখ্যা ঃ ইহাতে বুঝা গেল যে, সন্তানের ছোটকালের ব্যয়ভার বহন করা যেমন বাপের উপর ওয়াজিব, তেমন মোহ্‌তাজ বাপের ব্যয়ভার বহন করাও সন্তানের উপর ওয়াজিব। আর মোহ্‌তাজ মায়ের ব্যয়ভার বহন করা আরও জরুরী। কেননা, সন্তানের প্রতি মায়ের দান আরও অধিক, তাঁহার অসহায়তা বেশী।

٣٢١٢-(١٤) وَعَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ فَقِيْرٌ لَّيْسَ لِىْ شَىْءٌ وَلِىْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرِ مُسْرِفٍ وَّلَامُبَادِرٍ وَّلَامُتَاثِلٍ

— رواه ابو داود والنسائى وابن ماجة

৩২১২—(১৪) সেই আমর ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, হুযূর, আমি দরিদ্র, আমার কোন মাল-সম্পদ নাই, কিন্তু আমার সম্পদশালী এক ইয়াতীম আছে, (যাহার অভিভাবক আমি।) তিনি বলিলেন, তবে তুমি তোমার ইয়াতীমের মাল হইতে (তোমার পারি-শ্রমিক পরিমাণ) খাইতে পার অতিরিক্ত না করিয়া, তাড়াতাড়ি উড়াইয়া না দিয়া ও মূলধন ধ্বংস না করিয়া। —আবু দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্‌

ব্যাখ্যা ঃ কোরআনে বলা হইয়াছে, "যদি তোমরা ইয়াতীমদের মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় পাও, তবে তাহাদের মাল তাহাদের সপর্দ করিয়া দাও এবং তাহাদের বড় হইবার আগে আগে অপব্যয়ের সাথে তাড়াতাড়ি উড়াইয়া দিও না। আর যে অভিভাবক অভাবহীন হয়, সে যেন কিছু গ্রহণ হইতে বাঁচিয়া থাকে। আর যে অভাবী হয়, সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়।" (সূরা নিসা, আয়াত ৬)

٣٢١٣-(١٥) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ مَرَضِهٖ اَلصَّلٰوةَ وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ — رواه البيهقى فى شعب الايمان وَرَوَى اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنْ عَلِىٍّ نَحْوَهٗ

৩২১৩—(১৫) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত অবস্থায় বলিতেন, তোমরা নামাযকে সঠিকভাবে পালন কর এবং যেসমস্ত দাস-দাসী তোমাদের অধীনে আছে তাহাদের হক আদায় কর। —বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। আর আহমদ ও আবু দাঊদ হাদীসটি হযরত আলী (রাঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

٣٢١٤-(١٦) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ — رواه الترمذى وابن ماجة

৩২১৪—(১৬) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আপন দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

—তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্‌

hBd (701)

٣٢١٥ـ(١٧) وَعَنْ رَّافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَّسُوْءُ الْخُلُقِ شُوْمٌ — رواه ابو داود وَلَمْ اَرَ فِى غَيْرِ الْمَصَابِيْحِ مَازَادَ عَلَيْهِ فِيْهِ مِنْ قَوْلِهٖ وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السَّوْءِ وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِى الْعُمُرِ

৩২১৫—(১৭) হযরত রাফে' ইবনে মাকীস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দাস-দাসীর সাথে সদাচরণ করা কল্যাণ ও বরকতের লক্ষণ। পক্ষান্তরে উহাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। —আবু দাঊদ hBd (702)

গ্রন্থকার বলেন, মাসাবীহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে আরও কিছু বাক্য বর্ধিত আছে, যাহা আমি অন্য কোথাও দেখিতে পাই নাই। বাক্যটি হইল, 'সদকা' মানুষকে অপমৃত্যু হইতে বিরত রাখে এবং নেকী বা পুণ্য হায়াতকে বৃদ্ধি করে।

٣٢١٦ـ(١٨) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهٗ فَذَكَرَ اللهَ فَارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ — رواه الترمذى والبيقهى فى شعب الايمان لٰكِنْ عِنْدَهٗ فَلْيُمْسِكْ بَدَلَ فَارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ

৩২১৬—(১৮) হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কেহ আপন চাকর-বাকরকে প্রহার করে এবং সে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে, তখন তোমরা তোমাদের হাত গুটাইয়া লও। —তিরমিযী, এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে, কিন্তু বায়হাকীর বর্ণনায় فَارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ -এর স্থলে فَلْيُمْسِكْ يَدَكَ রহিয়াছে। অর্থাৎ, তোমার হাতকে নিবৃত্ত রাখ। hBd (703)

٣٢١٧ـ(١٩) وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَّ وَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ — رواه الترمذى والدارمى

৩২১৭—(১৯) হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মা ও তাহার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ও তাহার প্রিয়জনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবেন।

—তিরমিযী ও দারেমী

ব্যাখ্যাঃ 'বিচ্ছেদ ঘটানো'—যেমন—দাসীকে নিজের কাছে রাখিয়া তাহার শিশু সন্তানটিকে অন্যত্র বিক্রয় বা দান করিয়া ফেলা। অবশ্য সন্তান বালেগ হইলে তখন বিচ্ছেদে কোন বাধা নাই।

٣٢١٨ـ(٢٠) وَعَنْ عَلِىٍّ قَالَ وَهَبَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غُلَامَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاعَلِىُّ مَافَعَلَ غُلَامُكَ فَاَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ رُدَّهٗ رُدَّهٗ

— رواه الترمذى وابن ماجة

৩২১৮—(২০) হযরত আলী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন দুইটি গোলাম দান করিলেন যাহারা পরস্পর ভাই ভাই। পরে আমি উহার একটিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলী! তোমার গোলামটির কি হইল? (অর্থাৎ, উহাকে দেখিতেছি না কেন?) আমি ঘটনাটি বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, উহাকে ফেরত লও, উহাকে ফেরত লও। —তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ hBd (704)

٣٢١٩ـ(٢١) وَعَنْهُ اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَّوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ — رواه ابو داود منقطعا

৩২১৯—(২১) হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একবার তিনি একটি দাসী ও উহার সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। অর্থাৎ, উভয়ের একটিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। (এতদ্‌শ্রবণে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইহা নিষেধ করিলেন। অতঃপর আলী উক্ত বিক্রয় প্রত্যাহার করিলেন।—আবু দাঊদ। হাদীসটি মুনকাতে' সূত্রে বর্ণিত।

٣٢٢٠ـ(٢٢) وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ يَسَّرَ اللهُ حَتْفَهُ وَاَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَ اِحْسَانٌ اِلَى الْمَمْلُوْكِ — رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৩২২০—(২২) হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যাহার মধ্যে এই তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার মৃত্যুকে সহজ করিবেন এবং তাহাকে আপন জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। তাহা হইল, (এক) অসহায়-দুর্বলের সহিত সদ্ব্যবহার, (দুই) পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ এবং (তিন) দাস-দাসীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার। —তিরমিযী এবং তিনি বলিয়াছেন, হাদীসটি গরীব। R¨j (705)

٣٢٢١ـ(٢٣) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامًا فَقَالَ لَاتَضْرِبْهُ فَاِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَقَدْرَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَفِى الْمُجْتَبٰى لِلدَّارَقُطْنِىْ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ

৩২২১—(২৩) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে একটি গোলাম দান করিলেন এবং বলিলেন, ইহাকে মারধর করিও না। কেননা, কোন নামাযীকে মারধর করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। (অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন) আর আমি এই গোলামটিকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। —মাসাবীহ। ইহা মাসাবীহের শব্দ এবং দারা-কুতনী তাঁহার মুজতাবা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, নামাযী ব্যক্তিদিগকে প্রহার করিতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

٣٢٢٢-(٢٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَسَكَتَ ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ اعْفُوْا عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً – رواه ابو داود وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

৩২২২—(২৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা স্বীয় গোলামদের অপরাধ কতবার ক্ষমা করিব? ইহা শুনিয়া তিনি চুপ রহিলেন, লোকটি পুনরায় কথাটি আবৃত্তি করিল। এইবারও তিনি নীরব রহিলেন। যখন সে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি বলিলেন, 'তোমাদের গোলামদের অপরাধ দৈনিক সত্তরবার মাফ করিয়া দাও।' —আবু দাঊদ, এবং তিরমিযী হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে 'সত্তর' সংখ্যাটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় নাই; বরং ইহার অর্থ হইল, যত বেশী সম্ভব তাহাকে শাস্তি না দিয়া ক্ষমা করিতে থাক। আর হুযূর (ছাঃ) প্রথম দুইবার চুপ থাকার কারণ হইল, হয়তো তিনি লোকটির এই প্রশ্নটিকে পছন্দ করেন নাই। অথবা ওহীর অপেক্ষায় ছিলেন।

٣٢٢٣-(٢٥) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لاَّئَمَكُمْ مِّنْ مَّمْلُوْكِيْكُمْ فَاَطْعِمُوْا مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُ مِمَّا تَكْسُوْنَ وَمَنْ لَّا يُلاَئِمُكُمْ مِّنْهُمْ فَبِيْعُوْهُ وَلاَتُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللهِ —— رواه احمد وابو داود

৩২২৩—(২৫) হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ গোলামদের মধ্যে যেইটি তোমাদের মর্জি মোতাবেক কাজকর্ম করে, তাহাকে উহাই খাওয়াও যাহা তোমরা খাও এবং উহাই পরাও যাহা তোমরা পরিধান কর। আর যেই গোলাম তোমার মর্জি মোতাবেক কাজ না করে, তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেল। আল্লাহ্র মাখলুককে (মারধর করিয়া) কষ্ট দিও না। —আহ্মদ ও আবু দাঊদ

٣٢٢٤-(٢٦) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهٗ بِبَطْنِهٖ فَقَالَ اتَّقُوا اللهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَّ اتْرُكُوْهَا صَالِحَةً —— رواه ابو داود

৩২২৪—(২৬) হযরত সাহ্ল ইবনে হানযালীয়া (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি উটের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যাহার পিঠ উহার পেটের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ, ক্ষুধায় কাতর ছিল।)

ইহা দেখিয়া হুযূর (ছাঃ) বলিলেন, এইসমস্ত বাকশক্তিহীন পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। ইহাদের উপর তোমরা এমন অবস্থায় আরোহণ কর, যখন উহা সওয়ারীর

উপযুক্ত হয়। (অর্থাৎ, তাজা-তাগড়া অবস্থায় আরোহণ কর) এবং অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তখন ছাড়িয়া দাও যাবৎ না উহার ক্লান্তি দূরীভূত হয়। —আবু দাঊদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

٣٢٢٥-(٢٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَاتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا الْاٰيَةَ اِنْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيْمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَاِذَا فَضُلَ مِنْ طَعَامِ الْيَتِيْمِ وَشَرَابِهِ شَيْءٌ حَبَسَ لَهُ حَتّٰى يَأْكُلَهُ اَوْ يُفْسِدَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَّاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فَخَلَطُوْا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ

— رواه ابو داود والنسائى

৩২২৫—(২৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী নাযিল হইল, "উত্তম পন্থায় ব্যতীত ইয়াতীমের মালের নিকটেও যাইও না।" (সূরা আনআম, আয়াত ১৫১) এবং এই বাণী, "যাহারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খায় তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পেটে আগুন খায়; শীঘ্রই তাহারা দোযখে পৌঁছিবে।" (সূরা নিসা, আয়াত ১০) —তখন যাহার নিকট ইয়াতীম ছিল, সে যাইয়া তাহার খাদ্যকে নিজের খাদ্য হইতে এবং তাহার পানীয়কে নিজের পানীয় হইতে পৃথক করিয়া দিল। যখন ইয়াতীমের কিছু খাদ্য বা পানীয় বাঁচিয়া যাইত, তাহা তাহার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত। যাহাতে সে উহা অন্য সময় খাইত অথবা নষ্ট হইয়া যাইত। ইহা তাহাদের পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হইয়া পড়িল। অতএব, তাহারা ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই বাণী নাযিল করিলেন, "তাহারা আপনাকে ইয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলুন—ইয়াতীমের পক্ষে যাহা ভাল তাহা করাই ভাল; তবে তোমরা যদি তাহাদিগকে তোমাদের সাথে একত্রে রাখিতে চাও (রাখিতে পার,) তাহারা তোমাদের ভাই।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২২০) অতঃপর তাহারা তাহাদের খাদ্যকে নিজেদের খাদ্যের এবং তাহাদের পানীয়কে নিজেদের পানীয়ের সাথে একত্র করিল।

—আবু দাঊদ ও নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ শেষ আয়াতটির মর্ম হইল এই যে, তোমরা পরিবারে তাহাদিগকে একত্রে রাখিতে পার, তবে সর্বদা তাহাদের হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, নিজেদের স্বার্থের প্রতি নহে। অভাবী হইলে কেবল পারিশ্রমিক আন্দাজ গ্রহণ করিবে, অতিরিক্ত নহে। মোটকথা, এ দুই হাদীসে ইয়াতীমের মালে অভিভাবকের হক কতখানি তাহা বলা হইয়াছে।

٣٢٢٦-(٢٨) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهٖ وَبَيْنَ الْاَخِ وَبَيْنَ اَخِيْهِ — رواه ابن ماجة والدار قطنى

৩২২৬—(২৮) হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির উপর লা'নত করিয়াছেন, যে পিতা এবং তাহার সন্তানের মধ্যে এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। —ইবনে মাজাহ্ ও দারা কুত্নী hBd (706)

ব্যাখ্যা ঃ শুধু পিতা-পুত্র ও ভাইদের ব্যাপারে এই লা'নত নির্দিষ্ট নহে; বরং প্রত্যেক অর্থাৎ, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের বেলায়ও প্রযোজ্য। ইহাই ওলামাদের মত।

٣٢٢٧-(٢٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِالسَّبْىِ اَعْطٰى اَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيْعًا كَرَاهِيَةَ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَهُمْ — رواه ابن ماجة

৩২২৭—(২৯) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েদী উপস্থিত করা হইত, তখন তিনি এক পরিবারের সকলকে এক ব্যক্তির কাছে প্রদান করিতেন। কেননা, উহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোকে তিনি পছন্দ করিতেন না। —ইবনে মাজাহ্ hBd (707)

٣٢٢٨-(٣٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمُ الَّذِىْ يَأْكُلُ وَحْدَهٗ وَيَجْلِدُ عَبْدَهٗ وَيَمْنَعُ رِفْدَهٗ — رواه رزين

৩২২৮—(৩০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব না, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি কে? (নিশ্চয় বলিব,) সেই ব্যক্তি হইল, যে একাকী খায় এবং আপন দাস-গোলামকে মারধর করে, আর দান-খয়রাত হইতে বিরত থাকে। —রযীন hBd (708)

٣٢٢٩-(٣١) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ الْاُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامٰى قَالَ نَعَمْ فَاَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ اَوْلَادِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ قَالُوْا فَمَا تَنْفَعُنَا الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهٗ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَمْلُوْكٌ يَّكْفِيْكَ فَاِذَا صَلّٰى فَهُوَ اَخُوْكَ — رواه ابن ماجة

৩২২৯—(৩১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদিগকে এই কথা বলেন নাই যে, অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা আপনার এই উম্মতের মধ্যে দাস-দাসী ও ইয়াতীমের সংখ্যা অধিক হইবে? তিনি বলিলেন ঃ হাঁ, তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা যেইরূপ সদাচরণ করিয়া থাক, উহাদের সাথেও অনুরূপ সদাচরণ কর। নিজেরা যাহা খাইবে উহাদিগকেও তাহা খাওয়াও। সাহাবীগণ

জিজ্ঞাসা করিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) দুনিয়াতে কোন্ জিনিস আমাদের বেশী উপকারী? তিনি বলিলেন, এমন ঘোড়া যাহা আল্লাহ্র রাস্তায় দুশমনের সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে তুমি বাঁধিয়া রাখিবে, আর এমন গোলাম যে তোমার পক্ষ হইতে যাবতীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়। আর যখন সে (গোলাম) নামায পড়ে, তখন সে তোমার ভাই। —ইবনে মাজাহ্ hBd (709)

— ■ —

باب بلوغ الصغير وحضانته فى الصغر

ছোটদের বালেগ হওয়া ও ছোটকালে তাহার লালন-পালন

(ক) পুরুষ ছেলেকে বালেগ বুঝায় স্বপ্নদোষ বা তাহার সহবাস দ্বারা, নারীর গর্ভধারণ অথবা বীর্যপাত দ্বারা। ইহাদের কোনটি না পাওয়া গেলে পনর বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তাহাকে বালেগ ধরা যাইবে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আমাদের ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ছাহেবের মতও ইহার অনুরূপ, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে তবেই তাহাকে বালেগ ধরা যাইবে। আর মেয়েদের বালেগত্ব বুঝায় ঋতু, স্বপ্নদোষ ও গর্ভধারণ দ্বারা। ইহাদের কোনটি না পাওয়া গেলে উপরোক্ত চারি ইমামের মতে পুরুষের ন্যায় তাহার বয়স পনর পূর্ণ হইলেই তাহাকে বালেগ ধরা হইবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে সতর বৎসর হইলে তবেই মেয়েকে বালেগ ধরা হইবে।

(খ) পুরুষ-ছেলে বার বৎসরে বালেগ হইতে পারে আর মেয়ে-ছেলে নয় বৎসরে। (কিন্তু স্থান, কাল, ও সংসর্গভেদে ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে বালেগ সাধারণত দেরীতে হয়। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সকালে আবার কুসংসর্গেও সকালে হয়।)

(গ) পুরুষ-ছেলের লালন-পালন অন্যের উপর ন্যস্ত থাকিবে—যাবৎ না সে খাইতে-পরিতে, আবদস্ত করিতে ও অযু করিতে পারে। ফকীহ খাচ্ছাফ ইহার জন্য সাত বৎসর বয়স নির্ধারণ করিয়াছেন। আর হানাফী মাযহাবের ফতওয়া ইহারই উপর। মেয়ে-ছেলের তত্ত্বাবধান ভার অন্যের উপর থাকিবে তাহার বালেগ হওয়া পর্যন্ত।

(ঘ) সন্তান পালনের অধিকার প্রথমত মায়ের, কিন্তু মা সন্তানের গায়রে মাহরাম ব্যক্তির নিকট শাদী বসিয়া গেলে তাহার আর এ অধিকার থাকে না। মায়ের পর যথাক্রমে নানী, দাদী, সহোদরা ভগিনী, পেট ভগিনী, সৎ ভগিনী, খালা ও ফুফুর। ইহারা পারিশ্রমিক চাহিলে তাহা বাপের দিতে হইবে। তালাকের পর সন্তান পালনের ভার মা গ্রহণ করিলে মায়ের খোরপোষও বাপের যিম্মায়। কোরআনে রহিয়াছে—

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط — (البقرة ٢٣٣)

"বাপের যিম্মায়ই তাহাদের (মায়েদের) খাওয়ানো-পরানোর ভার ন্যায়সঙ্গতভাবে।"

(সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩)

(ঙ) দুধ খাওয়ানোর মুদ্দত হইল ইমাম আ'যম আবু হানীফার মতে আড়াই বৎসর। কোরআনে বলা হইয়াছে— وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا "সন্তানের গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানো (প্রত্যেকটি) ত্রিশ মাস। তাঁহার মতে এখানে সর্বাধিক গর্ভধারণ মুদ্দত ও সর্বাধিক দুধ ছাড়ানোর মুদ্দতকেই বুঝাইয়াছে। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে এখানে এক সাথে উভয়ের মুদ্দতকেই বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ, গর্ভধারণের ন্যূনতম মুদ্দত ছয় মাস এবং দুধ ছাড়ানোর সর্বাধিক মুদ্দত চব্বিশ মাস। মোটকথা, তাঁহার মতে দুধ খাওয়ানোর মুদ্দত এখানে দুই বৎসরই বুঝাইয়াছে। যেমন, অন্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রহিয়াছে—

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط — (البقرة ٢٣٣)

"এবং মায়েরা তাহাদের সন্তানদিগকে দুধ পান করাইবে পূর্ণ দুই বৎসর, যে বাপ দুধ পূর্ণ করাইতে চাহে তাহার জন্য।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩)

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

٣٢٣٠-(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ اُحُدٍ وَّاَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِىْ ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فَاَجَازَنِىْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هٰذَا فَرْقٌ مَّابَيْنَ الْمُقَاتَلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ — متفق عليه

৩২৩০—(১) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ওহুদ যুদ্ধের সময় আমাকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইল—তখন আমি চৌদ্দ বৎসরের ছেলে। তিনি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর খন্দকের যুদ্ধের সময় উপস্থিত করা হইল—তখন আমি পনর বৎসরের ছেলে, এবার তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। (পরবর্তীকালে ঘটনা শুনিয়া) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলিলেন, ইহাই হইল যোদ্ধা এবং বালকের বয়সের সীমা। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস হইতে ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগণ বলেন, যে, বালেগ হওয়ার শেষ বয়স পনর বৎসর। এ বয়সে পৌঁছিলেই তাহাকে বালেগ ধরা এবং তাহার নাম যোদ্ধাদের দপ্তরে লিখা ও যুদ্ধ বৃত্তি দেওয়া হইবে।

٣٢٣١-(٢) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَشْيَاءَ عَلٰى اَنَّ مَنْ اَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهٗ اِلَيْهِمْ وَمَنْ اَتَاهُمْ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّوْهُ وَعَلٰى اَنْ يَّدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَّ يُقِيْمَ بِهَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ خَرَجَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِىْ يَاعَمِّ يَاعَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِىٌّ فَاَخَذَ بِيَدِهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِىٌّ وَّ زَيْدٌ وَّ جَعْفَرٌ قَالَ عَلِىٌّ اَنَااَخَذْتُهَا وَهِىَ بِنْتُ عَمِّىْ وَقَالَ جَعْفَرٌ بِنْتُ عَمِّىْ وَخَالَتُهَا تَحْتِىْ وَقَالَ زَيْدٌ بِنْتُ اَخِىْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِىُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ وَقَالَ لِعَلِىٍّ اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ اَشْبَهْتَ خَلْقِىْ وَخُلُقِىْ وَقَالَ لِزَيْدٍ اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلَانَا — متفق عليه

৩২৩১—(২) হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির তারিখে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি শর্তে কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। মুশরিকদের

কেহ নবী করীমের নিকট আসিলে তিনি তাহাকে ফেরত দিবেন। অপরপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে কেহ মুশরিকদের হাতে পড়িলে তাহারা তাহাকে ফেরত দিবে না। দ্বিতীয় শর্ত হইল, তিনি এই বৎসর চলিয়া যাইবেন এবং আগামী বৎসর আসিয়া ওমরা করিবেন এবং মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিবেন। রাবী বলেন, পরবর্তী বৎসর তিনি যখন মক্কায় গেলেন এবং ঐ মুদ্দত শেষ হইয়া গেল, তিনি যখন বাহির হইতে লাগিলেন, ঐ সময় (শহীদ) হযরত হামযার ছোট মেয়ে তাঁহার অনুসরণ করিল এবং হে চাচা! হে চাচা! বলিয়া ডাকিতে লাগিল। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার হাত ধরিলেন। মোটকথা, তাহার ব্যাপারে হযরত আলী, যায়দ ও জাফর ইবনে আবু তালেবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল। আলী বলিলেন, আমিই প্রথম তাহার হাত ধরিয়াছি। আর সে আমার চাচাত বোন। জাফর বলিল, সে আমারও চাচাত বোন। এছাড়া তাহার খালা আমার ঘরে আছে। যায়দ বলিলেন, সে আমার ভাইঝি। কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তাহার খালার জন্য ডিক্রি দিলেন এবং বলিলেনঃ খালা মায়ের ন্যায়। মনস্তুষ্টির জন্য আলীকে বলিলেন, আমি তোমার—তুমি আমার। জাফরকে বলিলেন, তুমি আমার আকৃতি-প্রকৃতি উভয় পাইয়াছ এবং যায়দ ইবনে হারেসাকে বলিলেন, তুমি আমার (ইসলামী) ভাই ও আমার প্রিয়। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ হুযূর (ছাঃ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ) ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। ইহা তাঁহারই বড় মেয়ে, নাম ওমারা। জাফর হযরত আলীর বড় ভাই। চাচীর বোনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হুযূর ওমারার জেঠাতো ভাই। বড় জনকে চাচা বলিয়া সম্বোধন করার নিয়মানুসারেই হুযূরকে চাচা বলিলেন। কাহারও মতে হযরত হামযা হুযূরের দুধ-ভাইও ছিলেন। যায়দ ও হামযার মধ্যে হুযূর ভ্রাতৃত্ব কায়েম করিয়াছিলেন বলিয়াই যায়দ তাহাকে ভাই বলিলেন। হুদাইবিয়া সন্ধির পূর্ণ বিবরণ জিহাদ পর্বে আসিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثانى

٣٢٣٢-(٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا كَانَ بَطْنِىْ لَهٗ وِعَاءً وَّثَدْيِىْ لَهٗ سِقَاءً وَّحَجْرِىْ لَهٗ حِوَاءً وَاَنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِىْ وَاَرَادَ اَنْ يَّنْزِعَهٗ مِنِّىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْتِ اَحَقُّ بِهٖ مَالَمْ تَنْكِحِىْ — رواه احمد وابو داود

৩২৩২—(৩) হযরত আমর তাঁহার বাপ শোআয়ব হইতে, তিনি তাঁহার দাদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একটি স্ত্রীলোক বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এই ছেলে—আমার পেট ছিল তাহার ভাণ্ড, আমার স্তন ছিল তাহার মোশক এবং আমার কোল ছিল তাহার দোলনা। তাহার পিতা আমাকে তালাক দিয়াছে। আর সে এখন

আমার ছেলে লইয়া আমার সাথে টানাটানি করিতেছে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিই তাহার অধিকারী যাবৎ না তুমি অন্য শাদী কর। —আহমদ ও আবু দাঊদ

٣٢٣٣ـ(٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ اَبِيْهِ وَاُمِّهٖ — رواه الترمذى

৩২৩৩—(৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছেলেকে তাহার বাপ ও মায়ের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বাছিয়া লইতে এখতিয়ার দিয়াছিলেন। —তিরমিযী

٣٢٣٤ـ(٥) وَعَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِىْ وَقَدْ سَقَانِىْ وَنَفَعَنِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهٖ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهٖ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ — رواه ابو داود والنسائى والدارمى

৩২৩৪—(৫) সেই হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল, আমার স্বামী আমার ছেলে লইয়া যাইতে চাহে, ছেলে আমাকে পানি আনিয়া দেয় এবং আমার কিছু উপকার করে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেকে বলিলেন, এইটি তোমার বাপ আর এইটি তোমার মা—যাহার ইচ্ছা তুমি তাহার হাত ধর। ছেলে তাহার মায়ের হাত ধরিল। অতএব, সে তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। —আবু দাঊদ, নাসায়ী ও দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ এ দুই হাদীস হইতে বুঝা গেল যে, এইরূপ স্থলে এখতিয়ার দিতে হইবে। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব ইহাই। পক্ষান্তরে ইমাম আ'যমের মাযহাব হইল, ছেলে যতদিন অন্যের নির্ভরশীল থাকিবে ততদিন মায়ের কাছেই থাকিবে। এইখানে ছেলে কিছু বড় হইয়াছিল এবং তাহার কিছু বুদ্ধি ও জ্ঞান হইয়াছিল বিধায়ই তাহাকে এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে। (মনে হয়, ছেলেটি সাত বৎসর হইতে বালেগ হওয়া পর্যন্ত বয়সের মধ্যবর্তী ছিল।) আর কাহারও মতে সে বালেগ হইয়াছিল। বালেগ ছেলে কাহার সাথে বসবাস করিবে ইহা তাহার এখতিয়ার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

٣٢٣٥ـ (٦) عَنْ هِلَالِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلًى لِّاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَّعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَّهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَادَّعَيَاهُ فَرَطَنَتْ لَهٗ تَقُوْلُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ زَوْجِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِىْ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ رَطَنَّ لَهَا بِذٰلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُّحَاقُّنِىْ فِىْ اِبْنِىْ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْـرَةَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَاَقُوْلُ هٰذَا اِلَّا اِنِّىْ كُنْتُ قَاعِدًا مَّعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَتَتْهُ

امْـرَأَةٌ فَقَـالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ زَوْجِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِىْ وَقَدْ نَفَعَنِىْ وَسَقَانِىْ مِنْ بِئْـرِ اَبِىْ عُنَبَـةَ وَعِنْـدَ النَّسَائِىِّ مِنْ عَذْبِ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِىْ فِىْ وَلَدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهٖ اُمُّكَ فَخُـذْ بِيَـدِ اَيِّهِمَـا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهٖ — رواه ابو داود والنسائى لٰكِنَّهٗ ذَكَرَ الْمُسْنَدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِىُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ اُسَـامَةَ

৩২৩৫—(৬) তাবেয়ী হেলাল ইবনে উসামা কোন এক মদীনাবাসীর ক্রীতদাস তাবেয়ী আবু মাইমুনা সুলায়মান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন. একদা আমি হযরত আবু হুরায়রার সাথে বসিয়া আছি। এমন সময় তাঁহার নিকট একজন পারসিক স্ত্রীলোক আসিল, যাহার নিকট তাহার একটি ছেলে ছিল এবং তাহাকে তাহার স্বামী তালাক দিয়াছিল। অতঃপর উভয়ে ছেলেটির দাবী করিল। স্ত্রীলোকটি পারসী ভাষায় বলিল, হে আবু হুরায়রা! আমার স্বামী আমার ছেলেটি লইয়া যাইতে চাহে। আবু হুরায়রা পারসী ভাষায়ই তাহাকে বলিলেন, তোমরা তাহার ব্যাপারে লটারি দাও। অতঃপর স্বামী আসিয়া বলিল, কে আমার ছেলে লইয়া আমার সাথে টানাটানি করিতে পারে? তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হে খোদা! তুমি জান, আমি ইহা এই জন্য বলিতেছি যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসিয়া ছিলাম, এমন সময় এক স্ত্রীলোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ্কে বলিল, আমার স্বামী আমার ছেলে লইয়া যাইতে চাহে। অথচ ছেলে আমার কাজে আসে, আমাকে আবু ইনাবা কূপের পানি আনিয়া খাওয়ায়। নাসায়ীর বর্ণনায়—মিঠা পানি খাওয়ায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তোমরা তাহার ব্যাপারে লটারি দাও। ইহা শুনিয়া তাহার স্বামী বলিল, কে আমার সন্তান লইয়া টানাটানি করিতে পারে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে বলিলেন, এই তোমার বাপ, এই তোমার মা, যাহার ইচ্ছা তুমি তাহার হাত ধর। ছেলে তাহার মায়ের হাত ধরিল। —আবু দাঊদ, নাসায়ী শুধু হুযূরের কথাটি। দারেমী হেলাল ইবনে উসামা হইতে।

ব্যাখ্যা ঃ স্বামী লটারি না দেওয়ায় হুযূর (ছাঃ) নিজেই এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 'ছেলেটি কূপের পানি আনিয়া খাওয়ায়'—উহাতে বুঝা গেল যে, ছেলেটি বড় হইয়াছিল।

— ■ ষষ্ঠ জিল্দ সমাপ্ত ■ —

মিশকাত শরীফ

॥ সপ্তম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

ক্রীতদাস মুক্তির সওয়াব

প্রথম পরিচ্ছেদ

দাসকে মুক্ত করলে দোযখ থেকে অব্যাহতি পাবে

হাদীস : ৩১২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান দাসকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে, প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার প্রত্যেক অঙ্গকে দোযখের আগুন হতে মুক্তি দান করবেন। এমন কি, ঐ ব্যক্তির লজ্জাস্থানের বিনিময়ে এই ব্যক্তির লজ্জাস্থানও আগুন হতে মুক্তি পাবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও জিহাদ করা সবচেয়ে উত্তম কাজ

হাদীস : ৩১২৪ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ সব চাইতে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তার পথে জেহাদ করা। আবু যর (রা) বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের ক্রীতদাসকে মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যার মূল্য অধিক এবং যে তার প্রভুর কাছে বেশি প্রিয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি আমি এইরূপ করতে সক্ষম না হই? তিনি বললেন, কোন কর্মজীবীকে সাহায্য করবে অথবা কোন অদক্ষ, নির্বোধ ব্যক্তির কার্য সমাধা করে দেবে। আমি পুনরায় জানতে চাইলাম, যদি আমি এই কাজও করতে সক্ষম না হই, তিনি বললেন তুমি কোন মানুষের ক্ষতি করবে না। কেননা, এটিও একটি সদকা, যা তুমি নিজের জন্য করতে পার। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে মসজিদ তৈরি করল সে বেহেশতে ঘর তৈরি করল

হাদীস : ৩১২৫ ॥ হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করল যে, সেখানে তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একখানা ঘর নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন একটি মুসলমান গোলামকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে, তার এ কাজ তার জন্য দোযখের আগুন হতে মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য হবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর থে জেহাদে ব্যস্ত থেকে বৃদ্ধ হয়েছে, তার এই বার্ধক্য তার জন্য কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল আলো রূপে পরিণত হবে। –(শরহে সুন্নাহ) যঈফ – ৭৯০

প্রাণী ও গোলাম মুক্তকারী বেহেশত পাবে

হাদীস : ৩১২৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেছেন, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন একটি কাজ বলে দিন, যে কাজটি করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি। জবাবে তিনি বললেন, প্রশ্ন তো তুমি অল্প কথায় বলে ফেললে; কিন্তু তুমি অত্যন্ত ব্যাপক জানতে চেয়েছ। একটি প্রাণী আযাদ করে দাও এবং একটি গোলাম মুক্ত করে দাও। লোকটি বলল, এ উভয়টি কী একই কাজ নয়? তিনি বললেন, না। কেননা, একটি প্রাণী আযাদ করার মানে হল তুমি একাকী গোটা প্রাণীকে মুক্ত করে দেবে। আর একটি গোলাম মুক্ত করার অর্থ হল, তার মুক্তির মধ্যে কিছু মূল্য প্রদান করে সাহায্য করবে। প্রচুর দুধ প্রদানকারী জানোয়ার দান করা, এমন নিকটতম আত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহ করা, যে তোমার উপর অত্যাচারী। যদি তুমি এই সমস্ত কাজ করতে সক্ষম না হও, তা হলে ক্ষুধার্তকে আহার করাও এবং পিপাসার্তকে পান করাও। সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ কর। আর যদি তোমার দ্বারা এই কাজ করাও সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণমূলক কথা ছাড়া তোমার জিহ্বাকে বন্ধ রাখ।

–(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাসত্ব মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করতে হয়

হাদীস : ৩১২৭ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন সুপারিশ করাটাই সবচাইতে উত্তম সাদকা, যেই সুপারিশের দরুন কোন লোক দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

−(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

হত্যার পরিবর্তে গোলাম আযাদ করলে মুক্তি

হাদীস : ৩১২৮ ॥ হযরত গারীফ ইবনে দায়লামী বলেন, একবার আমরা হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমাদেরকে একন একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যার মধ্যে কম ও বেশি কিছুই যেন না হয়। এই কথা শুনে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি কোরআন মজীদ পাঠ করে অথচ কোরআন পাক তার গৃহে ঝুলন্তাবস্থায় মওজুদ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কম ও বেশি হয়ে যায়? তখন আমরা বললাম, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই যে, আপনি সরাসরি রাসূল (স) হতে যে হাদীসটি স্বয়ং শুনেছেন। এইবার তিনি বললেন, একদা আমরা আমাদের এমন এক সঙ্গীর ব্যাপারে রাসূল (স)-এর খেদমতে এলাম, যে ব্যক্তি অন্য কোন লোককে হত্যা করে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে ফেলেছিল। তখন তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা ঐ লোকটির পক্ষ হতে একটি গোলাম আযাদ করে দাও, ফলে আল্লাহ পাক সেই আযাদকৃত গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তোমাদের ঐ লোকটির প্রতিটি অঙ্গকে দোযখের আগুন হতে মুক্ত করে দেবেন। −(আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অসুস্থ দাসমুক্ত ও আত্মীয় ক্রয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

একব্যক্তি ছয়জন ক্রীতদাস মুক্ত করলেন

হাদীস : ৩১৩১ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার ছয়টি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিল, অথচ ঐগুলো ছাড়া তার অন্য কোন মাল সম্পদও ছিল না। পরে রাসূল (স) তাদেরকে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। অতপর লটারির মাধ্যমে তাদের দুইজনকে মুক্ত করে দিলেন এবং চারজনকে গোলামই রেখে দিলেন। পরে তিন মুক্তিদানকারী লোকটিকে কঠোর বাক্যে ভৎসনা করলেন। এটি মুসলিম শরীফের রেওয়াত। আর ইমাম নাসাঈ উক্ত বর্ণনাকারী হতে কঠোর বাক্য বলার স্থলে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমি তার জানাযাই পড়ব না। আর আবু দাউদের রেওয়াতে আছে, তিনি বলেছেন, যদি আমি তার দাফনের পূর্বে সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে দিতাম না।

যৌথ মালিকানার দাস একজনে মূল্য পরিশোধ করতে পারে

হাদীস : ৩১২৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের মধ্যে নিজের মালিকানা অংশটুকু মুক্ত করল, যদি তার কাছে কোন ন্যায়বান ব্যক্তির নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী দাসটির পুরা মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তখন সে অন্যান্য অংশীদারকে তাদের স্ব স্ব অংশের মূল্য পরিশোধ করে দাসটিকে মুক্ত করে দেবে, অন্যথায় সে যতটুকু অংশ মুক্ত করেছে কেবল ততটুকু অংশই মুক্ত বলে গণ্য হবে।

−(বোখারী ও মুসলিম)

ক্রীতদাসের অংশ ছেড়ে দেয়া সওয়াব

হাদীস : ৩১৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের মধ্যে নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় এবং তার কাছে মাল সম্পদও আছে, তখন তার পক্ষ হতে ক্রীতদাসটি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তার কাছে অর্থ সম্পদ না থাকে, তখন গোলামটিকে তার সাধ্য পরিমাণে শ্রমে খাটান হবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

পিতা যদি দাসত্বে থাকে সন্তান মুক্ত করতে পারে

হাদীস : ৩১৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন সন্তান তার পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না, তবে যদি তার পিতা কারও দাসত্বে আবদ্ধ থাকে, তার সন্তান তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়। -(মুসলিম)

একটি দাসের মূল্য আটশত দেরহাম

হাদীস : ৩১৩৩ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, এক আনসারী তার একটি ক্রীতদাসকে মোদাববারে পরিণত করলেন, অথচ ঐ একটি দাস ছাড়া অন্য কোন মাল সম্পদ তার ছিল না। রে রাসূল (স)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছালে তিনি বললেন, আমার কাছে হতে কে এই গোলামটি খরিত করতে ইচ্ছুক? তখন নোআইম ইবনে নাহহাম আটশত দেরহামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করে নিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রেওয়াতের মধ্যে আছে নোআইম ইবনে আবদুল্লাহ আল আদভী আট শত দেরহামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করলেন এবং দেরহামগুলো এনে রাসূর (স)-এর খেদমতে পেশ করলেন। অতপর তিনি তাকে দেরহামগুলো প্রদান করে বললেন, যাও, এই গুলো প্রথমে নিজের প্রয়োজনে খরচ কর, যদি এর পর কিছু অবশিষ্ট থাকে তা পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। তারপরেও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা তোমার নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর। এর পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, উহা এইভাবে এইভাবে খরচ কর অর্থাৎ, তোমার সম্মুখে, ডানে ও বামের লোকদের জন্য খরচ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রয় সূত্রে কোন মাহরামের মালিক হলে সে মুক্ত

হাদীস : ৩১৩৪ ॥ হযরত হাসান সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মাহ্‌রামের মালিক হয় তখন সঙ্গে সঙ্গেই সে ব্যক্তি আযাদ হয়ে যাবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

মালিকের মৃত্যুতে দাসী মুক্ত হন

হাদীস : ৩১৩৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঔরসে তার দাসীর সন্তান জন্মাল, সেই ব্যক্তির পরলোকগমনে অথবা পরে উক্ত দাসীটি আযাদ হয়ে যাবে। -(দারেমী) যঈফ-৭২৬

দাসী ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে

হাদীস : ৩১৩৬ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূল (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর যমানায় আমরা উম্মুল ওয়ালাদ ক্রয়-বিক্রয় করেছি। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। ফলে আমরা এটা থেকে বিরত রয়েছি। -(আবু দাউদ)

গোলামের কাছে নিজের সম্পদ থাকলে সে পাবে

হাদীস : ৩১৩৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ক্রীদাসকে মুক্ত করে এবং যদি সেই গোলামের কাছে নিজের কিছু মাল সম্পদও থাকে, তবে মালিক নিজেই ঐ সম্পদের অধিকারী হবে। অবশ্য যদি মুক্তিদানকারী প্রভু সেই মাল গোলামে পাবে বলে উল্লেখ করে, তা হলে গোলামই পাবে।

-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

গোলামের অংশ হিসাবে মুক্ত হয় না

হাদীস : ৩১৩৮ ॥ আবুল মালীহ্ তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, একবার এক ব্যক্তি তার একটি গোলামের কিছু অংশ আযাদ করে দিল। পরে ব্যাপারটি রাসূল (স)-কে জানান হল, তিনি বললেন, আল্লাহর কোন অংশীদার নেই। এই বলে তিনি সম্পূর্ণ গোলামটি মুক্ত হয়েছে বলে রায় দিলেন। -(আবু দাউদ)

একজন দাসকে স্বাধীন করার পরেও রাসূল (স)-এর কাছে রইল

হাদীস : ৩১৩৯ ॥ হযরত সফীনা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উম্মে সালামার মালিকানাধীন ক্রীতদাস ছিলাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এই শর্তে আযাদ করব যে, তুমি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন রাসূর (স)-এর খেদমত করবে। তখন আমি বললাম, এই শর্ত আরোপের আদৌ প্রয়োজন নেই। আপনি এই শর্ত আরোপ না করলেও আমি যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন রাসূল (স)-এর সাহচর্য হতে বিচ্ছিন্ন থাকব না। অতপর তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন এবং রাসূল (স)-এর খেদমত করার শর্তটি আমার উপর আরোপ করলেন।

-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

দশ উকিয়া বাকী থাকলেও ক্রীতদাস মুক্ত হবে না

হাদীস : ৩১৪০ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসের সাথে একশত উকিয়ায় মুক্তিপণ সম্পাদন করেছে, এর পর সে তা আদায় করল কিন্তু মাত্র দশ উকিয়া অথবা বলেছেন, দশ দীনার বাকী রইল যা আদায় করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল, তবে যে ক্রীতদাসই বহাল থাকবে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

ক্রীতদাস মুক্তির পরিমাণে সম্পদের মালিক হয়

হাদীস : ৩১৪১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন মোকাতেব দিয়ত কিংবা মীরাস এর অধিকারী হয়, তবে যেই পরিমাণ মুক্ত হয়েছে সেই অনুপাতে তার মীরাস কার্যকরী হবে। এই হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছে, তবে তিরমিযীর অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, মোকাতেবের দিয়ত তার পরিশোধকৃত অংশ পরিমাণ স্বাধীন লোকের দিয়ত হিসাবে এবং অবশিষ্ট অংশের দিয়ত ক্রীতদাস হিসাবে আদায় করতে হবে। কিন্তু তিরমিযী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

এক দেরহাম বাকী থাকলেও সে আজাদ নয়

হাদীস : ৩১৪২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে, রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মোকাতেব সেই পর্যন্ত গোলামই থাকবে যেই পর্যন্ত তার উপর শর্তকৃত এক দেরহাম মুদ্রা অবশিষ্ট থাকবে। –(আবু দাউদ)

গোলামকে মুক্ত করার মত অর্থ থাকলে পর্দা করতে হবে

হাদীস : ৩১৪৩ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কাহারও মোকাতেব গোলামের কাছে চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করা পরিমাণ সম্পদ থাকে, তখন তার থেকে অবশ্যই পর্দা করবে।

যঈফ - ৫৭২৪ –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত আয়েশা (রা) অনেক গোলাম আযাদ করেছেন

হাদীস : ৩১৪৪ ॥ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ ইন্তিকাল করলেন। অতপর তার ভগ্নী আয়েশা (রা) তাঁর পক্ষ হতে অনেকগুলো গোলাম আযাদ করেছেন। –(মালিক)

ক্রীতদাস ক্রয়ের সময় তার সম্পদের লাভের কথা বলতে হয়

হাদীস : ৩১৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রীতদাস খরিদ করবার সময় নিজের জন্য তার মাল সম্পদের শর্ত আরোপ করে নি, তখন উক্ত ক্রেতা সেই গোলামের সম্পদ হতে কিছুই পাবে না। –(দারেমী)

মাতার পক্ষ থেকে সন্তান গোলাম আযাদ করতে পারে

হাদীস : ৩১৪৬ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরা আনসারী বলেন, তার মাতা একটি গোলাম আযাদ করবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু তিনি উক্তত কাজটি সম্পাদন করতে ভোর পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। ইত্যবসরে রাতেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। আবদুর রহমান বলেন, পরে আমি কাসেম ইবনে মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা, এখন যদি আমি আমার মাতার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করি, তবে তার কোন উপকার হবে কিনা? প্রত্যুত্তরে প্রমাণস্বরূপ কাসেম বললেন, একদা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, আমার আম্মা মারা গেছেন। সুতরাং এখন যদি আমি তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করি, তবে উহার সওয়াব তিনি পাবেন কিনা? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। তিনি এর সওয়াব পাবেন। –(মালিক)

তৃতীয় অধ্যায়

শপথ ও মান্নাত পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তর পরিবর্তনকারী প্রভুর শপথ করতে হয়

হাদীস : ৩১৪৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) অধিকাংশ 'মুকাল্লিবুল কুলুব' বাক্য দ্বারা শপথ করতেন। অর্থ, অন্তর পরিবর্তনকারী প্রভুর নামেই শপথ। –(বোখারী)

বাপ-দাদার নামে শপথ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩১৪৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন; অবশ্যই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেন। অতএব, যদি কারও শপথ করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে অথবা যেন নীরব থাকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিমার নামে শপথ করা হারাম

হাদীস : ৩১৪৯ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা প্রতিমার নামে এবং তোমাদের বাপ-দাদর নামে শপথ করিও না। –(মুসলিম)

সঙ্গীকে জুয়ার আহ্বান করলে সদকা দিতে হয়

হাদীস : ৩১৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কসমের মধ্যে 'লাত ও ওযযার' নাম উচ্চারণ করে, তার উচিত সে যেন সঙ্গে সঙ্গেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। আর যদি কেহ তার সঙ্গী-সাথীকে আহ্বান করে বলে, এই দিকে আস, আমরা জুয়া খেলব, তবে তারও উচিত সেও যেন অবশ্যই সদকা করে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা জায়েয নেই

হাদীস : ৩১৫১ ॥ হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করল, সে যেরূপ বলেছে তদ্রূপই হল। কোন আদম সন্তান যেই জিনিসের মালিক নহে, এমন জিনিসের মান্নাত করলে তা কিছুই হয়নি। যে ব্যক্তি কোন অস্ত্র দ্বারা দুনিয়াতে আত্মহত্যা করল, কিয়ামতের দিন তাকে উক্ত অস্ত্র দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে। কোন মুমিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করারই নামান্তর। আর কোন মুমিনকে কাফের বলে অপবাদ দেওয়া তাকে হত্যা করার শামিল। আর যে ব্যক্তি মাল-সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য মিথ্যা দাবী করে, আল্লাহ পাক তার সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে আরও কমিয়ে দেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কসমের বিপরীত করলে কাফফারা আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩১৫২ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি যখন কসম করব এবং পরে উহার বিপরীত জিনিসকে উত্তম বলে মনে করব, তখন ইনশাআল্লাহ আমি আমার কসমের কাফফারা আদায় করে দেব এবং যেই কাজটি উত্তম তাই করব। –(বোখারী ও মুসলিম)

নেতৃত্ব চেয়ে নিলে সে অযোগ্য বলে বিবেচিত

হাদীস : ৩১৫৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিওনা। কেননা, যদি তোমাকে তা চাওয়ার ফলে দেওয়া হয়, তা হলে তোমার উপর তা ন্যস্ত করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ছাড়া দেওয়া হয়, তা হলে সেই দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি কখনো কোন শপথ কর এবং পরে তার বিপরীত কারাটাকে উত্তম মনে কর, তখন তার কাফফারা আদায় করবে এবং সেই উত্তম কাজটি বাস্তবে পরিণত করে ফেলবে। অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, প্রথমে সেই উত্তম কাজটি করে ফেল এবং পরে তোমার কসমের কাফফারা আদায় করে দাও। –(বোখারী ও মুসলিম)

শপথ করার পর ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হয়

হাদীস : ৩১৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি শপথ করার পর তার বিপরীতকে এর চাইতে উত্তম মনে করে, তখন তার উচিত, সে যেন অবশ্যই তার কসমের কাফফারা আদায় করে এবং সেই উত্তম কাজটি করে ফেলে। -(মুসলিম)

কসমের কাফফারা আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩১৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি তোমাদের কেহ পরিবার-পরিজন সম্পর্কে শপথ করে এবং সে কসমের কাফফারা আদায় করবার পরিবর্তে যা আল্লাহ ফরয করেছেন, নিজের কসমের উপর অটল থাকে, তা হলে সে আল্লাহর কাছে অধিক গুনাহগার হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সততা প্রমাণের জন্য শপথ করতে হয়

হাদীস : ৩১৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার কসম ঐ অর্থেই গণ্য হবে, যেই অর্থে তোমার প্রতিপক্ষ তোমার সততা প্রমাণ করতে চায়। -(মুসলিম)

শপথকারী উদ্দেশ্যের উপর প্রযোজ্য হবে

হাদীস : ৩১৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শপথ প্রদানকারীর নিয়ত বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই শপথ প্রযোজ্য হবে। -(মুসলিম)

অনর্থক কসমের জন্য আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না

হাদীস : ৩১৫৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর কালাম "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের লাঘব কসমের দরুণ পাকড়াও করবেন না।"- এই আয়াতটি কোন ব্যক্তির 'লা ওয়াল্লাহে' এবং 'বালা ওয়াল্লাহে' ধরনের উক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এটি বোখারীর রেওয়াত আর শরহে সুন্নাহ কিতাবের মধ্যে মাসাবীহ গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়া বলা হয়েছে যে, কেউ কেউ এই হাদীসটি হযরত আয়েশা হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিশ্চিত না হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩১৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা, মা এবং দেবতা প্রতিমাদের নামে শপথ করিও না। আর আল্লাহর নামেও শপথ করিও না যতক্ষণ না তোমরা তাতে নিশ্চিত হওয়। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

গায়রুল্লাহর নামে শপথ করলে শেরেক করা হয়

হাদীস : ৩১৬০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে শপথ করল, যে শিরক করল। -(তিরমিযী)

আমানত শব্দের দ্বারা শপথ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩১৬১ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমানত শব্দের দ্বারা শপথ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। -(আবু দাউদ)

আমি ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন একথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৩১৬২ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলল, আমি ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হলে সে যেরূপ বলেছে তাই হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবুও সে অক্ষত অবস্থায় ইসলামের দিকে ফিরে আসতে পারবে না। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

শপথ করা যায় যে শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ

হাদীস : ৩১৬৩ ॥ হযরত আবা সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কসমকে আরও দৃঢ় করতে চাইতেন, তখন তিনি বলতেন। অর্থ : এইরূপ নয়, সেই সত্তার কসম যার হাতে রয়েছে আবুল কাসেমের প্রাণে। -(আবু দাউদ)

শপথ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়

যঈফ — ৭৭২

হাদীস : ৩১৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শপথ করতেন, তখন তিনি বলতেন, এটা নয় এবং আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেছি। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ — ৭৭৩

কসম করে ইনশাআল্লাহ বললে বিপরীত কাজ করলেও গোনাহগার হবে না

হাদীস : ৩১৬৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণি, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করার সঙ্গে সঙ্গেই ইশাআল্লাহ বলল, সে উক্ত কসমের বিপরীত কাজ করলে গুণাহগার হবে না। তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তবে তিরমিযী বলেছেন, ওলামাদের এক জামাআত হাদীসটিকে ইবনে ওমর (রা)-এর উপর মওকূফ করেছেন। অর্থাৎ রাসূল (স) পর্যন্ত হাদীসটি পৌঁছায় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রয়োজনে কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩১৬৬ ॥ হযরত আবদুল আহওয়াস আওফ ইবনে মালিক তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রয়াজনবশত আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে যেয়ে কিছু সাহায্য চাইলাম, কিন্তু সে আমাকে কিছুই দেয়নি এবং আমার সাথে ভাল ব্যবহারও দেখায়নি। অতপর এক সময় সে অভাবে পড়ে আমার কাছে ধর্ণা দিল এবং কিছু সাহায্য চাইল, অথচ আমি এই শপথ করে ফেলেছিলাম যে, তাকে কিছুই দেব না এবং তার সাথে সদ্ব্যবহারও করব না। সুতরাং এখন আমি কি করব, আপনি আমাকে সেই আদেশ করুন। তখন তিনি আমাকে এই আদশে করলেন যে, আমি যেন সেই কাজটিই করি যা উত্তম। আর পরে আমার কসমের কাফফারা আদায় করে দিই।

–(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)।

আর অপর এক রেওয়ায়তে আছে, মালিক বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচাত ভাই এক সময় আমার কাছে এসে কিছু সাহায্য কামনা করল, তখন আমি শপথ করলাম যে, তাকে কিছুই দেব না এবং তার সাথে ভাল ব্যবহারও দেখাব না। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমার কসমের কাফফারা আদায় করে দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

মান্নত করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মান্নত তকদীর পরিবর্তন করে না

হাদীস : ৩১৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মান্নত করো না। কেননা, মান্নত তাক্দীরের কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না। অবশ্য এর দ্বারা কৃপণের কিছু ব্যয় হয় মাত্র।

–(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করলে তা অবশ্যই করতে হবে

হাদীস : ৩১৬৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করে, সে যেন অবশ্যই তা করে। আর যে ব্যক্তি তার নাফরমানী করার মান্নত করে, সে যেন তা না করে। –(বোখারী)

গুনাহের কাজের মান্নত পুরা করবে না

হাদীস : ৩১৬৯ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গুনাহ হয় এমন কাজের মান্নত পুরা করতে নেই এবং বান্দা যে জিনিসের মালিক নহে, এমন জিনিসের মান্নত করলে তাও পূরণ করতে হয় না।

–(মুসলিম)

ফর এক রেওয়াতে আছে, আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন কাজে মান্নত প্রযোজ্য হয় না।

মান্নতেরও কাফফারা দিতে হয়

হাদীস : ৩১৭০ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মান্নতের কাফফারা কসমের কাফফারার মতই। –(মুসলিম)

অনর্থক কসম ভঙ্গ করা যায়

হাদীস : ৩১৭১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (স) ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় লক্ষ্য করলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? তারা বলল, আবু ইসরাঈল। সে মান্নত করেছে যে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বসবে না। আর ছায়া গ্রহণ করবে না ও কথাবার্তা বলবে না এবং রোযা রাখবে না। রাসূল (স) বললেন, তোমরা তাকে বলে দাও, সে যেন অবশ্যই কর্থাবার্তা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে। আর রোযাটি পুরা করে। –(বোখারী)

যে মান্নত কষ্ট হয় আল্লাহ তা পছন্দ করেন না

হাদীস : ৩১৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের কাঁধের উপর ভর করে চলছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটির কি হয়েছে? লোকেরা বলল, সে মান্নত করেছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবে। এই কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ পাকের আদৌ প্রয়োজন নেই যে, এই ব্যক্তি তার নিজের প্রাণকে কষ্ট দিক। অতপর তিনি তাকে সওয়ারীতে আরোহণ করবার জন্য নির্দেশ করলেন।

–(বোখারী ও মুসলিম)

আর আবু হুরায়রা (রা) হতে মুসলিমের এক রেওয়াতে আছে, তিনি লোকটিকে সম্বোধন করে বললেন, হে বৃদ্ধ! তুমি সওয়ারীতে আরোহ কর। কেননা আল্লাহ তোমার নিজের এবং তোমার মান্নতের মুখাপেক্ষী নন।

পিতা-মাতার মান্নত সন্তান আদায় করতে পারে

হাদীস : ৩১৭৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (র) হতে বর্ণিত, সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) রাসূল (স) হতে এই ফতোয়া চাইলেন যে, তার মায়ের উপর একটি মান্নত ছিল। কিন্তু তা পুরা করবার আগেই তিনি মারা গেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, তার পক্ষ হতে তুমি তা আদায় করবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সমস্ত সম্পদ সদকা করা উচিত নয়

হাদীস : ৩১৭৪ ॥ হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমার তওবার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, আমি আমার সম্পদ হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে পড়ব, যা আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে। তখন রাসূল (স) বললেন, সম্পদের কিছু অংশ তুমি নিজের জন্য রেখে দাও; তাই হবে তোমার জন্য উত্তম। তখন আমি বললাম, তা হলে আমি আমার খায়বরের অংশটি নিজের জন্য রেখে দেব।

–(বোখারী ও মুসলিম। অবশ্য এ হাদীসটি বিস্তৃত লম্বা একটি হাদীসের কিছু অংশ বিশেষ।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুনাহের কাজে মান্নত করবে না

হাদীস : ৩১৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, গুনাহর কাজে মান্নত নেই আর তার কাফফারা হল কসমের কাফফারার ন্যায়। –(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

অনির্দিষ্ট জিনিসের মান্নত করলে কাফফারা দিতে হবে

হাদীস : ৩১৭৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনির্দিষ্ট জিনিসের মান্নত করল, উহার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে কসমের কাফ্ফারার মত। আর যে ব্যক্তি কোন গুনাহর কাজের মান্নত করল, উহার কাফফারাও কসমের কাফ্ফারার মত। আর যদি কেহ এমন কাজের মান্নত করল, যা পুরা করা তার সাধ্যের বাইরে, উহার কাফফারাও কসমের কাফফারার ন্যায়। আর যে কেহ এমন জিনিসের মান্নত করল, যা পুরো করা তার সাধ্যের ভিতরে, তখন সে যেন অবশ্যই তা পুরা করে। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর নাফরমানীর কাজে মান্নত করবে না

হাদীস : ৩১৭৭ ॥ হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর সময় মান্নত করল যে, সে বুওয়ানাহ নামক স্থানে একটি উট যবাহ করবে এবং সে রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে তা জানাল। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, জাহেলিয়াতের যুগে কি সেই জায়গায় প্রতিমা দেবতার পূজা অর্চনা করা হত? সাহাবীরা বললেন, না। এইবারে তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি সেই যুগে সেখানে তাদের মেলা পর্ব বসত? সাহাবিরা বললেন, না। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার মান্নত পুরা কর। তবে স্মরণ রেখ, যে কাজে আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন মান্নত পুরা করতে নেই এবং আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয়, সেই জিনিসের মান্নত করলে তা পুরা করতে হয় না।

–(আবু দাউদ)

রাসূল (স) মান্নত পুরো করার আদেশ দিলেন

হাদীস : ৩১৭৮ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, একদা এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মান্নত করেছি যে, আমি আপনার সম্মুখে 'দফ' বাজাব। জওয়াবে তিনি বললেন, তোমার মান্নত পুরা কর। এটা আবু দাউদের রেওয়াত। অবশ্য 'রাযীন' পরের কথাগুলো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। মহিলাটি বলল, আমি অমুক অমুক জায়গায় একটি জানোয়ার জবাই করার মান্নত করেছি। কিন্তু তা এমন একটি জায়গা যেখানে জাহেলী যুগের লোকেরা পশু জবাই করত। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেইখানে এমন কোন

দেব-দেবী ছিল কি, জাহেলী যুগে যেগুলোর এবাদত তারা করত? মহিলাটি বলল, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, সেইখানে তাদের কোন প্রকারে মেলা বা আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হত কি? মহিলাটি বলল, না। তখন তিনি বললেন, তবে তোমার মান্নত পুরো কর।

এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করা যায়

হাদীস : ৩১৭৯ ॥ হযরত আবু লুবাবা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার পরিপূর্ণ তওবা এটাই হবে যে, আমি আমার খান্দানী ঘরখানা পরিত্যাগ করব, যে ঘরে থেকে আমি এই বিরাট পাপে লিপ্ত হয়েছি এবং আমি সদকারূপ আমার সমস্ত মাল-সম্পদ বর্জন করে ফেলব। উত্তরে তিনি বলেন, তোমার পক্ষ হতে এক-তৃতীয়াংশ যথেষ্ট। -(রাযীন)

শপথ ভঙের নির্দেশ দিলেন

হাদীস : ৩১৮০ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই মান্নত করেছি, যদি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পাক আপনাকে মক্কা বিজয়ী করেন, তা হলে আমি বায়তুল মোকাদ্দাসে দুই রাকআত নামায পড়ব। তিনি বললেন, এই জায়গায় নামায পড়ে নাও। লোকটি আবারও তার কথাটি পুনরাবৃত্তি করল। তিনি আবার বললেন, এই জায়গায় নামায পড়ে নাও। লোকটি আবার তৃতীয়বার কথাটি পুনরাবৃত্তি করল। এবার তিনি একটু রাগের সাথে বললেন, তোমার মনে যা চায় তা-ই কর। -(আবু দাউদ ও দারেমী)

পায়ে হেঁটে হজ্জ করার শপথের কাফফারা দিতে হল

হাদীস : ৩১৮১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর ভগ্নী মান্নত করল যে, সে পায়ে হেঁটে হজ্জ করবে, অথচ তার সেই শক্তি-সামর্থ্য নেই। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার ভগ্নী হেঁটে যাক, আল্লাহ পাক এর মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং সে যেন সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে যায় এবং একটি কুরবানী করে। এটি আবু দাউদ ও দারেমীর রেওয়াতে, অবশ্য আবু দাউদের অন্য একটি রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) উক্ত মহিলাকে সওয়ার হয়ে যাওয়ার এবং পরে একটি কুরবানী আদায় করার জন্য আদেশ করলেন। আবু দাউদের অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার ভগ্নীর এই কষ্টের জন্য আল্লাহ কোন সওয়াব দান করবেন না। সুতরাং সে যেন সওয়ার হয়ে হজ্জ করে এবং তার কসমের কাফফারা আদায় করে।

একজন মান্নত করল খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় হজ্জ করবে

হাদীস : ৩১৮২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক বলেন, ওকবা ইবনে আমের (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তার ভগ্নী এই মান্নত করেছে যে, সে খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় হজ্জ করবে। তখন তিনি বললেন, তাকে বল সে যেন মাথা ঢেকে নেয় ও সওয়ার হয়ে হজ্জ আদায় করে এবং পরে তিনটি রোযা রাখে। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) যঈফ-৭৭৮

আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে কসম পুরো করবে না

হাদীস : ৩১৮৩ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) হতে বর্ণিত, আনসারী দুই ভাই মীরাস পাওয়ার অধিকারী হল। পরে তাদের একজন অপরজনের উক্ত মীরাসী সম্পদটি বণ্টন করে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। এতে অপরজন রাগান্বিত হয়ে বলল, যদি তুমি পুনরায় আমার কাছে উক্ত মাল বণ্টনের প্রশ্ন তোল, তা হলে আমার সমস্ত মাল কা'বা শরিফের জন্য উৎসর্গ করব। এতে হযরত ওমর (রা) বললেন, কা'বা শরিফ তোমার মালের জন্য মুখাপেক্ষী নহে। সুতরাং তুমি তোমার কসমের কাফফারা আদায় করে দাও এবং তোমার ভাইয়ের সাথে নিষ্পত্তির কথাবার্তা বল। কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমার কসম এবং মান্নত পুরা করতে নেই আল্লাহর নাফরমানীর কাজে, আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে এবং এমন জিনিসের বেলায় যার তুমি মালিক নও। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যঈফ-৭৭৯

নেক কাজের মান্নত আল্লাহর ওয়াস্তে হয়

হাদীস : ৩১৮৪ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মান্নত হল দুই প্রকারের। সুতরাং যে কেউ নেক কাজের মান্নত করল, তা আল্লাহর ওয়াস্তে হবে। অতএব, তা পুরা করবে। আর যে কেউ নাফরমানীর জন্য মান্নত করল, উহা হয় শয়তানের জন্য। সুতরাং তা পুরো করতে নেই; বরং কসম ভাঙলে যেইরূপ কাফফারা দিতে হয় অনুরূপ কাফফারা দিতে হবে। -(নাসাঈ)

মান্নতের কাফফারা একটি দুম্বা কোরবানী দেওয়া

হাদীস : ৩১৮৫ ॥ হযরত মুহম্মদ ইবনে মুনতাশির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মান্নত করল, যদি আল্লাহ পাক তাকে দুশমন হতে রক্ষা করেন তা হলে সে নিজেকে কুরবান করে দেবে। এই ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মাসরূককে জিজ্ঞেস কর। সুতরাং লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি নিজেকে কোরবানী করিও না। কেননা, যদি তুমি মুমিন নাও তা হলে তুমি একটি মুমিন জানকে হত্যা করলে। আর যদি তুমি কাফের হও তা হলে তাড়াতাড়ি নিজেকে জাহান্নামে পৌছে দিলে। অতএব, তুমি একটি দুম্বা খরিদ করে লও এবং মিসকিনদের জন্য জবাই করে দাও। নিশ্চয়ই হযরত ইসহাক (আ) তোমার চাইতে অনেক উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন, অথচ এতদসত্ত্বেও তার বিনিময়ে একটি দুম্বাই কোরবানি করা হয়েছে। ইহার পর ঐ লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে এই কথাটি জানালে তিনি বললেন, আমিও অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করতে ইচ্ছা করলাম। −(রাযীন)

পঞ্চম অধ্যায়

¹কেসাস পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন রক্তপাতের বিচার আগে হবে

হাদীস : ৩১৮৬॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা হবে তা হবে রক্তপাত সম্পর্কিত। −(মোত্তাঃ

মুসলমানকে হত্যার বিধান নেই

হাদীস : ৩১৮৭ ॥ হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি কোন কাফেরের মুখোমুখি হই, আর আমরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং সে তরবারি দ্বারা আমার হাতে আঘাত করে এবং হাত কেটে ফেলে, ইহার পর সে আমার কাছে হতে দূরে সরে কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয় এবং বলে ওঠে, আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আরেক রেওয়াতে আছে, যখন আমি তাকে হত্যার করার জন্য উদ্যত হই, তখন সে বলে উঠল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সুতরাং এই কথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? তিনি বললেন, তখন তুমি তাকে হত্যা করিও না। মেকদাদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! সে তো আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে। ইহার পরও রাসূল (স) বললেন, তাকে হত্যা করিও না। কেননা, যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তা হলে হত্যা করার পূর্বে তুমি যেই অবস্থায় ছিলে সে অবস্থায় হবে এবং তুমি সেই অবস্থায় হবে যেই অবস্থায় সে ঐ বাক্য উচ্চারণ করবার পূর্বে ছিল। −(বোখারী ও মুসলিম)

তিনটি কারণে রক্ত হালাল নয়

হাদীস : ৩১৮৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যেই মুমিন বান্দা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তার রক্ত তিনটি কারণ ছাড়া হালাল নহে। (১) জানের বদলে জান কতল করা। (২) বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করা এবং (৩) দ্বীন ইসলাম ত্যাগকারী, যে মুসলিম জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাকে কতল করা হালাল। −(বোখারী ও মুসলিম)

মুমিন তার দ্বীনের ব্যাপারে প্রশান্ত থাকে

হাদীস : ৩১৮৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একজন প্রকৃত মুমিন তার দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্ত থাকে, যে পর্যন্ত সে অবৈধ হত্যায় লিপ্ত না হয়। −(বোখারী)

টীকা ....

হাদীস নং : ৩১৮৮ ॥ কোন বিবাহিত মুসলমান নর-নারী সম্পর্কে সাক্ষী প্রমাণের ফলে জিনা প্রমাণিত হলে ইসলামে তার শাস্তি হল রজম কায়েম করা অর্থাৎ, পাথর বা কংকর মেরে তাকে হত্যা করা। আর যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায়, তবে প্রথমে তাকে কয়েদ করে তার কী সন্দেহ বা অভিযোগ আছে তা দূর করতে হবে এবং এ জন্য এক সপ্তাহ সময় পরীক্ষা করা যাবে। যদি সে এর পরও আকীদায় বহাল থাকে, তখন তাকে হত্যা করতে হবে।

কালেমা পড়ার পর হত্যা করা যাবে না

হাদীস : ৩১৯০ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। অতপর যখন আমি তাদের এক ব্যক্তির সম্মুখীন হয়ে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হলাম, তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে বসল। কিন্তু আমি তাকে আঘাত করলাম এবং তাকে হত্যা করে ফেললাম। পরে আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে উক্ত ঘটনাটি জানালাম। রাসূল (স) আমার কথা শুনে বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করার পরই কি তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (স)! সে নিজের জান বাঁচাবার জন্য এরূপ বলেছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তার অন্তর চিরিয়া দেখলে না কেন? –বোখারী ও মুসলিম অন্য এক রেওয়াতে জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) উসামাকে লক্ষ্য করে বললেন, কিয়ামতের দিন যখন কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমার কাছে আসবে, তখন তোমার কী উপায় হবে? এই কথাটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। –(মুসলিম)

কোন মুজাহিদকে হত্যা করলে দোযখী

হাদীস : ৩১৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কেহ কোন মুজাহিদকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। যদিও উহার সুগন্ধি চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়। –(বোখারী)

আত্মহত্যা করা মহাপাপ

হাদীস : ৩১৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের উপর হতে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেছে, সে জাহান্নামের মধ্যে হামেশা ঐরূপভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে, সেও জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ঐরূপভাবে নিজ হাতে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, সে ব্যক্তির হাতে ঐ ধারাল অস্ত্র থাকবে, যা দ্বারা সে জাহান্নামের মধ্যে সর্বদাই নিজের পেটকে ফুঁড়তে থাকবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলে দোযখে তাই করবে

হাদীস : ৩১৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করে, দোযখেও সে অনুরূপভাবে নিজ হাতে ফাঁসির শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর যে বর্শা ইত্যাদির আঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করে, দোযখেও সেই অনুরূপভাবে নিজেকে শাস্তি দেবে। –(বোখারী)

মানুষ আত্মহত্যা করলে জাহান্নামী হবে

হাদীস : ৩১৯৪ ॥ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল, সে উক্ত জখমের ব্যথা সহ্য করতে পারে নি। সুতরাং সে একখানা চাকু হাতে নিয়ে নিজের হাতখানা নিজেই কেটে ফেলল। কিন্তু ইহার পর এমনভাবে রক্তক্ষণ হল যে, তা আর বন্ধ হল না। অবশেষে এতেই সে মৃত্যুবরণ করল। আল্লাহ পাক বললেন, আমার বান্দা নিজকে হত্যা করার ব্যাপারে বড়ই তাড়াহুড়ো করল। সুতরাং আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

স্বেচ্ছায় নষ্ট করলে আল্লাহ পূরণ করেন না

হাদীস : ৩১৯৫ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, যখন রাসূল (স) মদীনার দিকে হিজরত করলেন, তখন তোফাইল ইবনে আমর দাওসী ও রাসূল (স)-এর কাছে হিজরত করে আসলেন এবং তার সাথে তাঁর স্বগোত্রীয় আরেক ব্যক্তিও হিজরত করে এসেছিল এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ইহাতে লোকটি অস্থির হয়ে ছুরি দ্বারা নিজের হাতের গিঁরা কেটে ফেলল। ফলে এমনভাবে হাত হতে রক্তক্ষরণ হল যে, এতেই সে মৃত্যুবরণ করল। পরে তোফাইল ইবনে আমর তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থা এবং বেশভূষা খুবই সুন্দর, কিন্তু তাতে তার হাত দুই খানা কাপড় দ্বারা ঢাকা। তখন তোফাইল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে সে বলল, আল্লাহ পাক আমাকে তার নবীর কাছে হিজরত করার দরুন মাফ করে দিয়েছেন। তোফাইল আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আমি তোমার হাত দুইখানা ঢাকাবস্থায় দেখিতেছি কেন? উত্তরে সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ আমি কখনো তা ঠিক করব না। এই ঘটনা দেখবার পর তোফাইল ঘটনার পূর্ণ বিবরণ রাসূল (স) বলেছেন-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল (স) দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ! তার হাত দুই খানাকেও মাফ করে দাও। –(মুসলিম)

রক্তমূল্য পরিশোধ করাই ইসলামের বিধান

হাদীস : ৩১৯৬ ॥ হযরত আবু শুরায়হ কা'বী (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, অতপর হে খোযাআ সম্প্রদায়! তোমরা এই হুযায়ল গোত্রের লোকটিকে হত্যা করেছ। আল্লাহর কসম, আমি তার দিয়ত রক্তপণ পরিশোধ করব। অতএব, ইহার পর যে কেহ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তখন নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের দুইটির মধ্যে যে কোন একটি এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা হত্যাকারী হতে কেসাস নিতে চায় তা হলে কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করবে। আর যদি দিয়ত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে, তবে তাও করতে পারবে। -(তিরমিযী ও শাফেঈ)

আর শরহে সুন্নহর প্রণেতাও উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন, এই হাদীসটি আবু শুরায়হ (রা)-এর মাধ্যমে বোখারী ও মুসলিমের মধ্যে উল্লেখ নেই। তবে বোখারী ও মুসলিমে এই হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, অর্থাৎ, সমর্মে বর্ণিত আছে।

যে পরিমাণ অপরাধ করবে শাস্তি সে পরিমাণ দিতে হবে

হাদীস : ৩১৯৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দুইটি পাথরের মধ্যে রেখে মারাত্মকভাবে থেঁতলে দিয়েছিল। বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক না অমুক? অবশেষে যখন সেই ইহুদীকে আনা হল সে নিজের দোষ স্বীকার করল। এবার রাসূল (স) তার মাথাটিও পাথর দ্বারা চূর্ণ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তার মাথাটিও পাথর দ্বারা চূর্ণ করা হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

দাঁতের পরিবর্তে দাঁত ভেঙে ফেলার আদেশ দিলেন

হাদীস : ৩১৯৮ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, তার ফুফু রুবাইয়ে কোন এক আনসারী বালিকার সামনের দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। বালিকার কওমের লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে এসে নালিশ করল, তখন রাসূল (স) কেসাস-এর নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইবনে মালেকের চাচা আনাস ইবনে নযর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এমন কাজ হতে পারবে না। আল্লাহর কসম! রুবাইয়ে এর দাঁত ভাঙতে দেওয়া যাবে না। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হল কেসাস গ্রহণ করা। এরপর বালিকাটির কওমের লোকেরা কেসাসের দাবী ত্যাগ করতে রাজি হয়ে গেল এবং দিয়ত গ্রহণ করতে সম্মত হল। অতপর রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই কিছু সংখ্যক বান্দা এমনও আছে যারা আল্লাহর নামে শপথ করে কিছু বললে, আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিতাব বোঝার জ্ঞান আল্লাহ পাক দান করেন

হাদীস : ৩১৯৯ ॥ হযরত আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখিত জিনিস আপনাদের কাছে আছে কি, যা কোরআনে নেই? উত্তরে তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম যিনি খাদ্য-শস্য অংকুরিত করেছেন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, কোরআনে যা কিছু আছে এটা ছাড়া অন্য কিছু আমাদের কাছে নেই। অবশ্য ঐ জ্ঞান রয়েছে, যা কিতাব বুঝবার জন্য মানুষকে আল্লাহ পাক দান করে থাকেন এবং এই 'সহীফা'-এর মধ্যে যা কিছু আছে তাই রয়েছে। দিয়তের বিধান, বন্দিদের মুক্তিপণ এবং এই নীতি যে, কোন মুসলমানকে কেসাসস্বরূপ কোন কাফেরের বদলে হত্যা করা যাবে না। -(বোখারী)

কোন ব্যক্তিকে যুলুম ও নির্যাতনমূলক হত্যা করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে ইবনে মাসউদ (রা) হতে একটি হাদীস 'ইরম' পর্বে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানকে হত্যা করা জঘন্য কাজ

হাদীস : ৩২০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমানকে হত্যা করার চাইতে এই দুনিয়াটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অতীব নগণ্য। -(তিরমিযী ও নাসাঈ। এবং মুহাদ্দেসীনদের কেহ কেহ এই হাদীসটিকে মওকুফ বলেছেন, ইহাই সহীহ কথা। তবে ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন)।

সকলে মিলে যদি একজন মুমিনকে হত্যা করে তবে সবাই দোষী

হাদীস : ৩২০১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আসমান ও যমীনের সমস্ত বাসিন্দারা যৌথভাবে যদি একমুমিনকে হত্যা করে, তা হলে আল্লাহ পাক ইহার শাস্তিস্বরূপ সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

নিহত ব্যক্তি হন্তার কপালের চুল ধরবে

হাদীস : ৩২০২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হস্তের দ্বারা হত্যাকারীর ললাটের কেশগুচ্ছ ও মাথা ধরে আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার রগসমূহ হতে রক্তক্ষরণ হবে এবং ফরিয়াদ করবে, হে আমার প্রভু! এই ব্যক্তিই আমাকে হত্যা করেছে। এই কথা বলতে বলতে সে আরশের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

হত্যা সম্পর্কে হযরত উসমানের জিজ্ঞাসা

হাদীস : ৩২০৩ ॥ হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) তাকে অবরোধের সময় উচ্চস্থান হতে লক্ষ্য রেখে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেছি, তোমরা কি এই সম্পর্কে অবগত আছ যে, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানের রক্ত তিন কাজের কোন একটি ব্যতীত হালাল নয়। বিবাহের পর যিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করা বা মুরতাদ হওয়া এবং নাহক কোন লোককে হত্যা করা, এই তিন কাজের কোন একটি করলে তাকে কতল করা যাবে। তবে আমার কথা হল এই, আল্লাহর কসম! আমি জাহেরী যুগেও ব্যভিচারে লিপ্ত হই নি এবং ইসলামের মধ্যেও না। যেদিন হতে আমি রাসূল (স)-এর হাতে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করেছি, সেইদিন হতে কখনো মুরতাদ হই নি। আর এমন কোন ব্যক্তিকেও আমি হত্যা করি নাই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। কাজেই আমার জিজ্ঞেস! এতদসত্ত্বে কেন তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, আর দারেমী শুধু হাদীসের অংশ বর্ণনা করেছেন।)

অন্যায়ভাবে হত্যা করলে সে দোযখী

হাদীস : ৩২০৪ ॥ হযরত আবুদ্দরাদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যতক্ষণ নাগাদ কোন মুমিন অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নেক কাজের মধ্যে দ্রুতগামী থাকে। কিন্তু যখনই সে হারামভাবে কাহাকেও খুন করল, তখনই তার ঐ শুভ গমন থেমে যাবে। -(আবু দাউদ)

মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে তার গোনাহ ক্ষমা হবে না

হাদীস : ৩২০৫ ॥ হযরত আবুদ্দারাদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা যায় অথবা স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করে, আশা করা যায় যে, এমন গুনাহ ছাড়া আল্লাহ পাক অন্য সর্বপ্রকারের গুনাহ মাফ করে দেবেন। -(আবু দাউদ। আর নাসাঈ হাদীসটি হযরত মোআবিয়া (রা) হতে রেওয়াত করেছেন।)

সন্তানকে হত্যা করলে পিতার কাছ থেকে কেসাস নেবে না

হাদীস : ৩২০৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শরীয়তের বিধান মসজিদের ভিতরে প্রয়োগ করা যাবে না। আর সন্তানকে হত্যা করার দরুন পিতা হতে কেসাস নেওয়া যাবে না। -(তিরমিযী ও দারেমী)

সন্তানের অপরাধ পিতার ওপর পড়ে

হাদীস : ৩২০৭ ॥ হযরত আবু রিমসা (রা) বলেন, একদা আমি আমার পিতার সাথে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে এই ছেলেটি কে? আমার পিতা বললেন, সে আমার পুত্র। এই ব্যাপারে আপনি সাক্ষী থাকুন। তখন রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! তার অপরাধের শাস্তি তোমার উপর এবং তোমার অপরাধের শাস্তি তার উপর বর্তাবে না। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আর শরহে সুন্নাহর রেওয়াতের মধ্যে হাদীসের শুরুতে এই কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, আবু রিমসা বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূল (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম, তখন আমার পিতা রাসূল (স)-এর পৃষ্ঠে যা মোহরে নবুওত আছে, তা দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আপনার পৃষ্ঠদেশে যে জিনিসটি আছে আমি তার চিকিৎসা করে দিই। কারণ, আমি একজন চিকিৎসক। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তুমি হলে সেবক! আর আল্লাহ হলেন, চিকিৎসক।

পুত্র হতে পিতার কেসাস নেওয়া যায়

হাদীস : ৩২০৮ ॥ হযরত ইমর ইবনে শোয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সুরাকা ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর দরবারে হাযির হয়েছি। তিনি পুত্র হতে পিতার কেসাস নিতেন; কিন্তু পিতা হতে পুত্রের কেসাস নিতেন না। -(তিরমিযী, অবশ্য তিনি এই হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।) যঈফ-৭২০

যে কোন হত্যার পরিবর্তে হত্যা করাই ইসলামের বিধান

হাদীস : ৩২০৯ ॥ হাসান বসরী (রা) হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার গোলাম হত্যা করবে, তার বদলে আমরা তাকে হত্যা করব। আর যে কেহ তার গোলামের কোন অঙ্গ কাটবে, তার বদলেও আমরাও তার অঙ্গ কেটে দেব। -(তিরমিযী) যঈফ-৭২১

নিহত ব্যক্তির রক্ত মূল্য বাবদ একশত উট দিতে হবে

হাদীস : ৩২১০ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কাউকেও স্বেচ্ছায় হত্যা করবে, তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও ওলী ওয়ারিশদের হাতে সোপর্দ করা হবে। তারা যদি ইচ্ছা করে, তবে এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। আর যদি চায় তবে দিয়ত রক্তপণ গ্রহণ করে তাকে ছেড়েও দিতে পারে। আর রক্তপণ হল একশত উট ত্রিশটি হিক্কা যে উটের বয়স তিন বৎসর পরিপূর্ণ হয়ে চতুর্থ বৎসরে পড়েছে। ত্রিশটি 'জাযআ' চার বৎসর পূর্ণ হয়ে পঞ্চমে পড়েছে। এবং চল্লিশটি 'খালেফাহ' গর্ভধারণ করার বয়স হয়েছে। আর নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যদি ইহার চাইতে কম উট গ্রহণ করেও রাজি হয়ে যায়, তাও হতে পারে। –(তিরমিযী)

অমুসলিমদের মোকাবিলায় সকল মুসলমান এক অভিন্ন

হাদীস : ৩২১১ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত মুসলমানের প্রাণ সমপর্যায়ের এবং একজন সাধারণ মুসলমান যদি কাউকেও আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রদান করে, তা প্রত্যেক মুসলমানকে রক্ষা করতে হবে এবং যদি দূরে কোন বিচ্ছিন্ন সেনাদল গণিমতের মাল হাসিল করে, তবে সেনাপতির নিকটবর্তী পূর্ণবাহিনীও তার অংশীদার হবে। আর অমুসলিমদের মোকাবিলায় সমস্ত মুসলমান এক অভিন্ন শক্তি বা সংগঠন। সাবধান! কোন কাফেরের বদলে কোন মুসলিমকে কতল করা যাবে না। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ। আর ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

খুনের পরিবর্তে তিনটির যে কোন একটি নিতে পারবে

হাদীস : ৩২১২ ॥ হযরত আবু শেরায়হ আলখোযায়ী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি কারও কোন আপনজন নাহকভাবে নিহত হয় কিংবা তার কোন অঙ্গহানি হয়, তখন তার অভিভাবক তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। তবে যদি সে চতুর্থ কিছুর ইচ্ছা করে, তখন তার হাত ধরে ফেল। আর সেই তিনটি জিনিস হল এই : কেসাস অথবা তাকে ক্ষমা করে দিবে অথবা দিয়ত গ্রহণ করবে। আর এই তিনটির কোন একটি গ্রহণ করার পর যদি সে সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম। যেখানে সে হামেশা অবস্থান করবে। –(দারেমী)

স্বেচ্ছায় হত্যা করলে কেসাস ওয়াজিব হয় যঈফ - ৭২২

হাদীস : ৩২১৩ ॥ তাউস হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত করেন, তিনি বলেন, [redacted] (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গণ্ডগোলের মধ্যে নিহত হয়, যেমন পাথর মারামারি অথবা চাবুক ছোড়াছুড়ি কিংবা লাঠালাঠি দ্বারা গোলমাল ও মারপিট হয়েছে এবং কে হত্যা করেছে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তখন তাকে ভুলবশত হত্যা বলা হবে। আর তার রক্তপণও ভুলবশত হত্যা অনুযায়ীই হবে। আর যাকে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে হত্যা করা হয় তখন কেসাস ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি কেসাস লওয়ার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত ও ক্রোধ রয়েছে। ফলে তার ফরয ও নফল কোন এবাদতই কবুল হবে না। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

রক্তমূল্য গ্রহণ করার পর হত্যা করলে তার কাছে থেকে কেসাস নেবে

হাদীস : ৩২১৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রক্তমূল্য গ্রহণ করার পর হত্যাকারীকে কতল করল, তার কাছে হতে কেসাস না নিয়ে ছাড়ব না। –(আবু দাউদ) যঈফ - ৭২৩

আহতকারীকে ক্ষমা করলে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন

হাদীস : ৩২১৫ ॥ হযরত আবুদ্দরাদা (রা) বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স) বলেছেন, যার দেহে কোন জখম করা হয়, আর সে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে আহতকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তখন আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার গুনাহসমূহও মাফ করে দেন। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যঈফ - ৭২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একজন লোককে যে কয়জনে হত্যা করবে সবই দোষী

হাদীস : ৩২১৬ ॥ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা) হতে বর্ণিত, একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তির বদলে পাঁচ অথবা সাত ব্যক্তিকে কতল করেছেন। তারা সকলে মিলে গোপনে ঐ লোকটিকে হত্যা করেছিল। এই সময় হযরত ওমর (রা) বললেন, যদি ঐ লোকটিকে সমস্ত সানআবাসীরা মিলে হত্যা করত তা হলেও আমি তাদের সবাইকে কতল করতাম। মালেম. অবশ্য বোখারী এই হাদীসটি ইবনে ওমর (র) হতে অনুরূপভাবে রেওয়াত করেছেন।

একজনকে দুজনে হত্যা করলে যে মূলত হত্যা করেছে সেই হত্যার যোগ্য

হাদীস : ৩২১৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কেহ কাউকেও যদি ধরে রাখে এবং আরেক ব্যক্তি সেই ধৃত লোকটিকে হত্যা করে, তবে শাস্তিস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং যে লোকটি ধরে রেখে ছিল তাকে কয়েদের শাস্তি দেয়া হবে। —(দারে কুতনী) গ্রন্থ—৭২৬

নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন হত্যাকারীকে ধরবে

হাদীস : ৩২১৮ ॥ হযরত জুনদুব (রা) বলেন, আমাকে অমুক লোক বলেছেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার হত্যাকারীকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে এবং বলবে, এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করুন, সে আমাকে কেন কতল করেছে? তখন সে বলবে, আমি অমুক শক্তিধরের বলে বলীয়ান হয়ে এই ব্যক্তিকে কতল করেছি। বর্ণনাকারী জুনদুব (রা) বলেন, অতএব, তোমরা হত্যাকারীর সহায়তা হতে বেঁচে থাক। —(নাসাঈ)

হত্যাকারীর ব্যাপারে সহায়তা করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩২১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামান্য কথার দ্বারাও কোন মুমিনের হত্যার ব্যাপারে সহায়তা করল, সে আল্লাহ পাকের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কপালের মধ্যে লেখা থাকবে— 'আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ।' —(ইবনে মাজাহ) wbZv´B hBd - 725

ষষ্ঠ অধ্যায়

হত্যার বিনিময় সংক্রান্ত বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী সমান

হাদীস : ৩২২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ইহা আর উহা সমান। অর্থাৎ, কনিষ্ঠ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী সমান। —(বোখারী)

গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করলে ক্রীতদাস মুক্ত করতে হয়

হাদীস : ৩২২১ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) হতে বর্ণিত, একদা দুই সতীন পাথর অথবা তাঁবুর খুঁটি দ্বারা পরস্পর মারামারি করল, ফলে এক মহিলার গর্ভপাত হয়ে গেল। রাসূল (স) গর্ভস্থ ভ্রূণের বদলে একটি গোররা অর্থাৎ একটি দাস বা দাসী দেওয়ার ফয়সালা প্রদান করলেন। আর ইহা হত্যাকারিণী মহিলাটির আসাবাদের উপরই জারি করলেন। ইহা হল তিরমিযীর রেওয়াত। আর মুসলিমের রেওয়াতে আছে, মুগীরা (রা) বললেন, একদা এক মহিলা তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করল। আক্রান্ত মহিলাটি ছিল গর্ভবতী এবং আক্রমণকারিণী তাকে মেরেই ফেলল। মুগীরা (রা) বলেন, তাদের একজন ছিল লেহইয়ান গোত্রের নারী। বর্ণনাকারী বলেন, এর রক্তপণ হিসাবে রাসূল (স) হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর নিহত মহিলাটির দিয়ত এবং তার পেটের ভিতরে যাহা ছিল উহার বদলে একটি গোররা প্রদান করার হুকুম জারি করলেন।

ভ্রূণ হত্যাকারীকে একটি ক্রীতদাস আজাদ করতে হবে

হাদীস : ৩২২২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূল (স) বনী লেহইয়ান গোত্রের জনৈকা মহিলার গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করার ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন যে, হত্যাকারীর একটি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী দিতে হবে। কিন্তু যে মহিলাটির প্রতি দাস বা দাসী আদায় করার ফয়সালা দিয়েছিলেন, সে তা আদায়ের পূর্বে মারা গেল। তখন রাসূল (স) হুকুম দিলেন যে, তার মিরাস তার সন্তান এবং স্বামী পাবে আর দিয়ত তার আসাবাদেরকে আদায় করতে হবে।

—(বোখারী ও মুসলিম)

ভ্রূণ হত্যাকারীর দিয়ত মূল্য একটি দাস মুক্ত করা

হাদীস : ৩২২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের দুইজন মহিলা পরস্পরে লড়াই করল এবং তাদের একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করল, এর ফলে সে ও তার গর্ভস্থিত ভ্রূণের সন্তান নিহত হল। তখন রাসূল (স) রায় প্রদান করলেন যে, গর্ভস্থিত ভ্রূণের দিয়ত হল একজন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী এবং নিহত মহিলার দিয়ত হত্যাকারিণী মহিলার আসাবাদেরকে আদায় করতে হবে। আর হত্যাকারিণী মহিলার মৃত্যুর পর তার সন্তান এবং তাদের সাথে যে সকল উত্তরাধিকারী রয়েছে তারা মীরাসের মালিক হবে। —(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হত্যার দিয়ত একশত উট দিতে হবে

হাদীস : ৩২২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! ভুলবশত হত্যাযা এক প্রকার স্বেচ্ছায় হত্যার সাদৃশ্য অর্থাৎ, চাবুক কিংবা লাঠির দ্বারা হত্যা করা যায়। তার দিয়ত একশত উট। তার মধ্যে চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী। –নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। এবং আবু দাউদ এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন। আরশরহে সুন্নাহর মধ্য মাসাবীহ এর ভাষ্যে ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ক্ষমা করতে পারে

হাদীস : ৩২২৫ ॥ আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) ইয়ামানবাসীদের কাছে লিখে পাঠালেন। তাঁর উক্ত নির্দেশনামায় লেখা ছিল, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে তা তার হাতের অর্জিত কেসাস। তবে যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ খুনের বদলে খুন নেয়া পরিহার করে অন্য কিছু গ্রহণে রাজি হয়ে যায়, তা করতে পারে। আর উক্ত নির্দেশনামায় এটাও ছিল, নারীর বদলে পুরুষকে কতল করা যাবে। তাতে আরও ছিল, প্রাণের দিয়ত হল একশত উট। আর যদি কেহ অর্থ মুদ্রা দ্বারা রক্তমূল্য পরিশোধ করতে চায়, তবে তা হবে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। আর যদি কারও নাক মূল হতে কেটে ফেলা হয়, তার দিয়ত হবে একশত উট সমস্ত দাঁতের বিনিময়ে পূর্ণ দিয়ত, পুরুষাঙ্গ কাটিলেও পূর্ণ দিয়ত, মেরুদণ্ড ভেঙে ফেললে পূর্ণ দিয়ত, উভয় চক্ষু ফুঁড়ে দিলে বা উপড়ে ফেলিলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। এক পা কেটে কিংবা ভেঙে ফেললে পূর্ণ দিয়ত, মাথার খুলি ভেঙে যায় এমন জখম করলে এক-তৃতীয়াংশ দিয়ত, পেটের ভিতরে জখমের আঘাত পৌছালেও এক-তৃতীয়াংশ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর এমন আঘাত যদি দেওয়া হয়, যার দরুণ হাড্ডি আপন স্থান হতে সরে যায়, তখন পনেরটি উট। আর হাতের বা পায়ের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের দিয়ত হল দশটি উট এবং এক একটি দাঁতের দিয়ত হল পাঁচটি উট। –(নাসাঈ ও দারেমী)

আর মালেকের রেওয়াতে আছে, এক চক্ষুর দিয়ত পঞ্চাশটি। এক হাতের দিয়ত পঞ্চাশটি এবং জখম যার দরুন ভিতরের হাড় পর্যন্ত দেখা যায়, উহার দিয়ত পাঁচটি উট। পৃষ্ঠা – ৭২৭

প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট দিয়ত দিতে হবে

হাদীস : ৩২২৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) কারও অঙ্গের হাড্ডি প্রকাশ হয় এমন ক্ষত হলে উহার জন্য পাঁচ-পাঁচটি উট এবং প্রত্যেক দাঁত ভাঙার জন্য পাঁচ-পাঁচটি উট দিয়ত আদায় করার ফয়সালা দিয়েছেন। –(আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেম। আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এই হাদীসের শুধু প্রথম বাক্যটিই রেওয়াত করেছেন।

উভয় হাতের পায়ের আঙ্গুলীর দিয়ত সমান

হাদীস : ৩২২৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন রাসূল (স) উভয় হাত ও উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহের দিয়ত সমান সাব্যস্ত করেছেন। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী

দিয়তের ব্যাপারে সমস্ত দাঁতই সমান

হাদীস : ৩২২৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত আঙ্গুলই সমান। অনুরূপভাবে সমস্ত দাঁতও সমান এবং সম্মুখের দাঁত ও মাড়ির দাঁত সমান। ইহাও উহাও সমান। –(আবু দাউদ)

পশুর যাকাত এক জায়গায় বসে উসুল করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩২২৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের বৎসর এক ভাষণে বলেছেন, হে লোকগণ! ইসলামে শপথ জোট বা চুক্তি নেই। অবশ্য জাহেলী যুগে যে সকল চুক্তি করা হয়েছে, ইসলাম এসে তাকেও আও সুদৃঢ় করে। অমুসলিমদের মোকাবিলায় সমস্ত মুসলমান তা রক্ষা করবে। সাধারণ একজন মুসলমান কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়ে সমস্ত মুসলমান তা রক্ষা করবে। দূরবর্তী সৈন্যগণ যে গণিমত লাভ করবে নিকটবর্তীগণও তার অংশ পাবে। অর্থাৎ, যুদ্ধে লিপ্ত সিপাহীরা যাহা অর্জন করবে তাদের পিছনে বসে থাকা সৈন্যরাও তার অংশীদার হবে। কোন কাফেরের খুনের বদলে কোন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না। একজন কাফেরের দিয়ত একজন মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। পশুর যাকাত এক জায়গায় বসে থেকে উসুল করা জায়েয নেই এবং যাকাত দেওয়ার ভয়ে পশুসহ দূরে চলে যাওয়াও জায়েয নেই। লোকেদের নিজ বসতিতে গিয়েই যাকাত উসুল করতে হবে। অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, আশ্রিত বা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিয়ত হল একজন স্বাধীন মুসলমানের অর্ধেক। –(আবু দাউদ)

ভুলবশত হত্যার দিয়ত মূল্য একশত উট

হাদীস : ৩২৩০ ॥ খিশফ ইবনে মালিক হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ভুলবশত হত্যার দিয়ত রাসূল (স) একশত উট নির্ধারিত করেছেন। তার মধ্যে বিশটি বিনতে মাখা এবং বিশটি ইবনে মাখায নর, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি জাযআ এবং বিশটি ছিল হিক্কা। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ–৭২৮

আর ইহাই সহীহ যে, এই হাদীসটি ইবনে মাসউদ (রা)-এর উক্তি রাসূল (স)-এর কথা নহে এবং খিশফ একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী। এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে তাঁর নাম উল্লেখ নেই। শরহে সুন্নাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, যেই লোকটি খায়বরে নিহত হয়েছিল, রাসূল (স) তার দিয়াতে যাকাতের উট হতে একশত উট আদায় করেছেন এবং বয়স হিসাবে যাকাতের উটের মধ্যে 'ইবনে মাখায' থাকে না; বরং 'ইবনে লাবুন' থাকতে পারে।

দিয়ত মূল্য হযরত ওমর পরিবর্তন করেননি

হাদীস : ৩২৩১ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যমানায় দিয়তের মূল্য ছিল আট শত দীনার অথবা আট হাজার দিরহাম আর সেই সময় কিতাবী সম্প্রদায়ের দিয়ত ছিল একজন মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। আরম ইবনে শোআয়েবের দাদা বলেন, এরূপ চলে এসেছিল। কিন্তু যখন হযরত ওমর (রা) খলিফা নিযুক্ত হন, তখন লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে যেয়ে বললেন, বর্তমানে উটের দাম অনেক চড়া হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তাই হযরত ওমর (রা) দিয়তের হার নির্ধারণ করলেন, স্বর্ণের মালিকের উপর দুইশত গাভী, ছাগলের মালিকের উপর দুই হাজার বকরী এবং বস্ত্র মালিকের উপর দুই শত জোড়া কাপড়। বর্ণনাকারী বলেন, যিম্মীদের দিয়ত রাসূল (স)- এর যমানায় যাহা ছিল, হযরত ওমর (রা) তাহা পরিবর্তন না করে তা-ই বহাল রাখলেন। –(আবু দাউদ)

দিয়তের পরিমাণ বার হাজার দিরহাম

হাদীস : ৩২৩২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দিয়তের পরিমাণ বার হাজার দেরহাম নির্ধারণ করেছেন। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী) যঈফ–৭২৯

হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পদের মালিক হবে না

হাদীস : ৩২৩৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদাহতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) কাতলে খাতার দিয়ত বস্তিবাসীর উপর ধার্য করেছেন চার শত দীনার স্বর্ণমুদ্রা অথবা উহার সমপরিমাণ মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা। বস্তুত এই দিয়ত উটের দামের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং যখনই উটের মূল্য চড়ে যেত, তখন দিয়তের মুদ্রার পরিমাণ বর্ধিত হত। আর যখন উটের মূল্য কমে যেত, তখন দিয়তের মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পেত। অতএব, রাসূল (স)-এর যমানায় দিয়তের মূল্য চার শত দীনার হতে আটশত দীনার পর্যন্ত ওঠানামা করত। আর আটশত স্বর্ণ মুদ্রার সমপরিমাণ রৌপ্য মুদ্রা ছিল আট হাজার দেরহাম। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (স) গাভীর মালিকদের উপর দুই শত গাভী, ছাগল মালিকদের উপর দুই হাজার বকরী দিয়তস্বরূপ ধার্য করেছেন। রাসূল (স) আরও বলেছেন, দিয়ত নিহত ব্যক্তির মীরাস। সুতরাং তার ওয়ারিসগণ হিস্যা অনুপাতে তাঁর মালিক হবে এবং রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন যে, মহিলার দেয়া দিয়ত তার আসাবাগণ হিস্যা অনুপাতে বহন করবে। আর হত্যাকারী কিছুতেই নিহত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিস হবে না। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

দিয়ত পরিশোধ করলে তাকে হত্যা করা যাবে না

হাদীস : ৩২৩৪ ॥ হযরত আমার ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, শিবহে আমদ-এর দিয়তও কাতলে আমদ-এর দিয়তের ন্যায় কঠোর প্রকৃতির হবে। তবে তাকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা যাবে না। –(আবু দাউদ)

চোখ নষ্ট হওয়ায় এক-চতুর্থাংশ ধার্য করলেন

হাদীস : ৩২৩৫ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে এমন মারধর করা হয়েছে যার দরুন তার চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু চক্ষু যথাস্থানে বহাল আছে, এই অপরাধের জন্য রাসূল (স) পূর্ণ দিয়তের এক-তৃতীয়াংশ ধার্য করেছেন। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করলে একটি ঘোড়া ক্ষতিপূরণ দেবে

হাদীস : ৩২৩৬ ॥ মুহাম্মদ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, তিনি আবু সালামা হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, গর্ভস্থিত ভ্রূণ নষ্ট করার বিনিময় রাসূল (স) একটি গোররা ধার্য করেছেন। তা হল, একটি ক্রীতদাস বা দাসী অথবা একটি ঘোড়া বা একটি খচ্চর। –(আবু দাউদ) যঈফ–৭৩০

আবু দাউদ আরও বলেন, এই হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে সালাম ও খালেদ ওয়াসেতী মুহম্মদ ইবনে আমর হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেইখানে ঘোড়া ও খচ্চরের কথা উল্লেখ নেই।

অনভিজ্ঞ ডাক্তারের হাতে রোগী মারা গেলে ডাক্তার দোষী হবে

হাদীস : ৩২৩৭ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেহ কোন রোগীর চিকিৎসা করে, অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান সুপরিচিত নহে, তবে সে দায়ী হবে।

-(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

অনেক সময় বিচারে কিছু ছাড় দিতে হয়

হাদীস : ৩২৩৮ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, একদা গরীব সম্প্রদায়ের একটি বালক বিত্তবান সম্প্রদায়ের একটি বালকের কান কেটে ফেলল। পরে অপরাধী ছেলেটির অভিভাবকগণ রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা দুস্থ গরীব লোক। তাদের কথা শুনে রাসূল (স) তাদের উপর কোন কিছুই আরোপ করেন নি। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন প্রকারের উট দিয়ে দিয়ত পরিশোধ করতে হয়

হাদীস : ৩২৩৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, শিবহে আমদ এর দিয়ত তিন প্রকারের উট দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। তেত্রিশটি হিক্কা, তেত্রিশটি 'জাযআ', চৌত্রিশটি 'সানিয়্যা, হতে 'বাযিল' বয়স পর্যন্ত তবে এ সমস্ত উট গর্ভবতী হতে হবে। অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, ভুলবশত হত্যার দিয়ত চার প্রকারের উট দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। পঁচিশটি পূর্ণ তিন তিন বৎসরের, পঁচিশটি পূর্ণ চার চার বৎসরের, পঁচিশটি দু' দু' বৎসরের এবং পঁচিশটি এক এক বৎসরের উটনী হতে হবে। -(আবু দাউদ)। যঈফ - ৭৩২

তিন ধরনের উট দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে হয়

হাদীস : ৩২৪০ ॥ মুজাহিদ (রা) বলেন, হযরত ওমর (রা) 'শিবহে আমদ' হত্যার দিয়তের মধ্যে ত্রিশটি তিন দিন বৎসরে আর ত্রিশটি চারি চারি বৎসরের, আর চল্লিশটি গর্ভবতী যাদের বয়স পাঁচ বৎসরের উর্ধ্ব হতে নবম বৎসরের মধ্যে রয়েছে, এমন সব উট আদায় করতে রায় প্রদান করেছেন। -(আবু দাউদ) যঈফ - ৭৩২

ভ্রূণ হত্যার কারণে অবশ্য দিয়তস্বরূপ একটি দাসী মুক্ত করতে হবে

হাদীস : ৩২৪১ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই একবার রাসূল (স) এমন একটি গর্ভস্থিত ভ্রূণ, যাহা তার মায়ের পেটের মধ্যে থাকাবস্থায় হত্যা করা হয়েছে, তার দিয়তস্বরূপ একটি দাস কিংবা দাসী দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। তখন প্রতিপক্ষ ব্যক্তি বলে উঠল, আমি কী কারণে এমন একটি বস্তুর দিয়ত আদায় করব? যে পান করে নি, কিছু খায়ও নি, কথা বলে নি এবং কাঁদেও নি, এই জাতীয় অপরাধ দণ্ডযোগ্য নয়। রাসূল (স) বললেন, এই লোকটি তো গণক গোষ্ঠীর ভাই। -মালিক ও নাসাঈ হাদীসটি মোরসাল পর্যায় বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ উক্ত বর্ণনাকরী সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে মুত্তাসিল হিসাব রেওয়াত করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

যে সমস্ত অপরাধ ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না

প্রথম পরিচ্ছেদ

পশুর আঘাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই

হাদীস : ৩২৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পশুর আঘাতের উপর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য দিয়ত নেই যারা কোন পশুর দ্বারা আহত কিংবা নিহত হয়েছে। খনির মধ্যেও মৃত্যুবরণ করলে ক্ষতিপূরণ নেই আর কূপের মধ্যে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করণেও ক্ষতিপূরণ নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঝগড়া করে দাঁত পড়লে দিয়ত মূল্য নেই

হাদীস : ৩২৪৩ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে শরিক ছিলাম। আমার এক চালক ছিল, সে অন্য আরেক লোকের সাথে বিবাদে জড়িত হল। ফলে একজন অন্যজনের হাত কামড়িয়ে দিল। যার হাত কামড়াচ্ছিল, সে নিজের হাতখানা জোরপূর্বক বের করে আনতে দংশনকারীর সম্মুকস্থ দাঁত দুটি পড়ে গেল। তারা উভয়ে তাদের মোকদ্দমা রাসূল (স)-এর দরবারে পেশ করল। কিন্তু রাসূল (স) তার দাঁতের কোন

দিয়ত বা রক্তমূল্য সাব্যস্থ করলেন না; বরং তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে বললেন, তুমি কি এটা কামনা কর যে, লোকটি তাহার নিজের হাতখানা তোমার মুখের ভিতরে রেখে দেবে আর তুমি পুরুষ উষ্ট্রের মত কামড়াতে থাকবে? –(বোখারী ও মুসলিম)

নিজের মাল সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ

হাদীস : ৩২৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের মাল-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। –(বোখারী ও মুসলিম)

সম্পদ লুণ্ঠনকারীকে হত্যা করলে শহীদ হবে

হাদীস : ৩২৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! যদি কোন লোক এসে জোরপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে চায়, তখন আমি কী করব? রাসূল (স) বললেন, তুমি তাকে তোমার মাল দিও না। লোকটি বলল, যদি সে আমার আক্রমণ করে। রাসূল বললেন, তুমিও তার উপর পাল্টা আক্রমণ করবে। লোকটি বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? রাসূল (স) বললেন, তখন তুমি হবে শহীদ। লোকটি বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? রাসূল (স) বললেন, সে হবে জাহান্নামী। –(মুসলিম)

অন্যের ঘরে উঁকি দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩২৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরের দিকে উঁকি মারে আর তুমি তাকে কোন কংকর কিংবা ঢিলা নিক্ষেপ কর এবং ইহাতে তুমি তার চক্ষু ফুঁড়ে দাও, তজ্জন্য তোমার উপর কোন অভিযোগ নেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

দরজার ছিদ্রে উঁকি দিলে চোখ ফুটো করে দেওয়া যায়

হাদীস : ৩২৪৭ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল এবং এই সময় রাসূল (স)-এর হাতে একটি শলাকা ছিল, তা দ্বারা তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন এবং তাকে বললেন, আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাইতেছ, তা হলে আমি তোমার চোখে এই শলাকা দিয়ে খোঁচা দিতাম। কেননা, অনুমতি গ্রহণের বিধান এই জন্যই করা হয়েছে, যাতে কেউ দেখতে না পায়। –(বোখারী ও মুসলিম)

কাঁকর নিক্ষেপ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩২৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি এক ব্যক্তিকে কাঁকর ছুঁড়তে দেখে বললেন, তুমি কাঁকর ছুড়িও না। কেননা, রাসূল (স) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, ইহাতে কোন শিকারও মরে না এবং দশমনকেও ঘায়েল করা যায় না; বরং ইহা কখনো দাঁত ভেঙে দেয় এবং কখনো চক্ষু ফুঁড়ে দেয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

বাজারে তীর নিয়ে গমন করলে তীরের আগা ধরে রাখবে

হাদীস : ৩২৪৯ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের মসজিদে কিংবা বাজারে গমন করে, তা হলে সে যেন অবশ্যই তীরের ফলক ধরে রাখে। কেননা, উহাতে কোন মুসলমানের দেহে আঘাত লাগতে পারে। –(বোখারী ও মুসলিম)

অস্ত্রের দ্বারা কারও প্রতি ইশারা করা উচিত নয়

হাদীস : ৩২৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিত না করে। কেননা, সে জানে না, হয়তো শয়তান তার অস্ত্রটির দ্বারা ঐ ব্যক্তির উপর আঘাত করে দিতে পারে। ফলে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

লোহার অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা উচিত নয়

হাদীস : ৩২৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইকে লোহার অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করল, তা হাত হতে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা তাকে লানত করতে থাকে। যদিও ঐ লোকটি তার আপন ভাই হোক না কেন। –(বোখারী)

অস্ত্রধারণকারী আমাদের দলভুক্ত নয়

হাদীস : ৩২৫২ ॥ হযরত ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। –বোখারী, মুসলিম আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যে মুসলমানদের ওপর তলোয়ার উত্তোলন করল সে মুসলমান নয়

হাদীস : ৩২৫৩ ॥ হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাদের উপর তলোয়ার উত্তোলন করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -(মুসলিম)

সরকারী খাজনার ব্যাপারে সহনশীল হতে হবে

হাদীস : ৩২৫৪ ॥ হযরত হেশাম ইবনে ওরওয়া তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হেশাম ইবনে হাকীম একবার শাম দেশের অনারব গ্রাম্য চাষীদের কাছে দিয়ে পথ অতিক্রম করবার সময় দেখলেন, রৌদ্রের মধ্যে কয়েকজন লোককে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথার উপর গরম যয়তুনের তৈল ঢালা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের সাথে এ ব্যবহার কেন করা হচ্ছে? বলা হল, ইহারা খেরাজ সরকারী খাজনা দিতে অস্বীকার করছে। তাই তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তখন হেশাম বললেন, আমি কসম করে বলছি যে, আমি নিশ্চয়ই শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যারা মানুষদেরকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে আখেরাতে শাস্তি দেবেন। -(মুসলিম)

অচিরেই একদল অত্যাচারী লোক দেখবে

হাদীস : ৩২৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর, তা হলে অচিরেই তুমি এমন এক শ্রেণীর লোক দেখতে পাবে, গরুর লেজের মত তাদের হাতের মধ্যে থাকবে চাবুক বা দোররা। তাদের ভোর হবে আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে আর বিকাল হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে। অন্য রেওয়াতে আছে, তাদের বিকাল হবে লা'নতের মধ্যে। -(মুসলিম)

দু'প্রকারের লোক জাহান্নামী হবে

হাদীস : ৩২৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই প্রকারের লোক জাহান্নামী। অবশ্য আমি তাদেরকে দেখতে পাব না, তাদের এক শ্রেণী এমন লোক হবে, যাদের হাতের মধ্যে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় দোররা। তার দ্বারা তারা মানুষদেরকে মারধর করতে থাকবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হবে এমন সব নারী, যারা কাপড় পরিধান করে উলঙ্গ থাকে, অপরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেও অপরের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথার চুল হবে বুখতি উটে হেলে পড়া কুঁদের ন্যায়। তারা কখনো বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমন কি বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না। যদিও উহার ঘ্রাণ অনেক অনেক দূর হতে পাওয়া যাবে। -(মুসলিম)

মুখে মারধর করা উচিত নয়

হাদীস : ৩২৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেহ কোন ব্যক্তিকে মারধর করে, তবে মুখে যেন না মারে। কেননা, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ)- কে তার আকৃতিতেই দৃষ্টি করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি নেয়ার পূর্বে ঘরের পর্দা সরান উচিত নয়

হাদীস : ৩২৫৮ ॥ হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, অনুমতি নেয়ার পূর্বে যেই ব্যক্তি ঘরের পর্দা সরিয়ে ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এবং ঘরওয়ালার স্ত্রী দেখে ফেলল, সেই ব্যক্তি নিজের উপর শরীয়তের শাস্তি ওয়াজিব করে ফেলল। কেননা, এইভাবে আসা এবং অন্দরের দিকে তাকান তার জন্য জায়েয নেই; আর সে যখন ঘরের ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, যদি তখন ঘরের কোন পুরুষ ঐ লোকটির সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং কোন জিনিসের দ্বারা লোকটির চক্ষু ফুঁড়ে দেয়, তা হলে আমি আহতকারীকে কোন প্রকার ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করব না। আর যদি কেহ এমন ঘরের সম্মুখ দিয়ে যায়, যেই ঘরের দরজার উপর কোন পর্দা বা আড়াল নেই এবং দরজাও খোলামেলা উন্মুক্ত, তখন সেই দিকে তাকালে কোন অপরাধ হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় অপরাধ গৃহবাসীদের। hBd -733
-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

তলোয়ার খাপের মধ্যে রাখতে হয়

হাদীস : ৩২৫৯ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তলোয়ার খাপের বাইরে উন্মুক্ত অবস্থায় একে অন্যকে দিতে নিষেধ করেছেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

ফিতা দু'আঙ্গুল দিয়ে চেরা উচিত নয়

হাদীস : ৩২৬০ ॥ হযরত হাসান বসরী হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) ফিতা ইত্যাদি দুই আঙ্গুল দ্বারা চিরতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

হাদীস — ৭৩৪

দ্বীনের ব্যাপারে নিহত হলে শহীদ হবে

হাদীস : ৩২৬১ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে যায়দ (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের হেফাযতে মারা গেল যে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের জান রক্ষা করতে মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে মারা যায় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজন হেফাজত করতে মারা যায় সেও শহীদ।

–(তিরমিযী, আবু দাউদও নাসাঈ)

জাহান্নামের দরজা সাতটি

হাদীস : ৩২৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দরজা সেই সমস্ত লোকদের জন্য যারা আমার উম্মদের উপর, অথবা বলেছেন, মুহম্মদ (স)-এর উম্মতের উপর তলোয়ার উত্তোলন করেছে। –তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। আর আবু হুরায়রা (রা) -এর হাদীসে 'জানোয়ারের লাথিতে কোন লোক মারা গেলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই' 'গসবের' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

শপথবিষয়ক বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপযুক্ত সাক্ষী ব্যতীত হত্যার বিচার করা যাবে না

হাদীস : ৩২৬৩ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) তাঁরা উভয়েই বর্ণনা করেছেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে সাহল এবং মুহাইয়্যেসা ইবনে মাসউদ (রা) খায়বর এলেন এবং সেখানে খেজুরের বাগানে এসে একে অন্য হতে আলাদা হয়ে গেলেন। অতপর দেখা গেল, আবদুল্লাহ ইবনে সাহলকে খুন করা হয়েছে। তখন আবদুর রহমান ইবনে সাহল মাসউদের দুই পুত্র হুয়াইয়্যেসা ও মুহাইয়্যেসা রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাদের সাথীর ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আবদুর রহমান কথা বলা শুরু করলেন, অথচ তিনি ছিলেন এই দলের সকলের ছোট। তখন রাসূল (স) বললেন, বড়জনকে কথা বলতে দাও। বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ বলেন, রাসূল (স)-এর কথার অর্থ হল, যিনি বয়সে বড়, কথা শুরু করার উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন তিনি। মোটকথা, তারা তাদের সঙ্গীর হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। ইহার পর রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন কসম খেয়ে তোমাদের নিহত ব্যক্তির, কিংবা বলেছেন, তোমাদের সাথীর হত্যার বিনিময় পাইবার হকদার হতে পারবে। তারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ইহা এমন এক ব্যাপার যা আমরা স্বচক্ষে দেখি নি। তখন রাসূল (স) বললেন, তা হলে ইহুদীদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন কসম খেয়ে অভিযোগমুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! উহারা তো কাফের। তখন রাসূল (স) নিজের তরফ হতে তাদের খুনের বিনিময় পরিশোধ করে দিলেন। অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, তোমরা পঞ্চাশজন কসম খেয়ে তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন, তোমাদের সঙ্গীর দিয়ত পাবার হকদার হতে পারবে। অতপর রাসূল (স) নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে একশত উট দিয়তস্বরূপ আদায় করে দিলেন।

–(বোখারী ও মুসলিম)

সাক্ষী ব্যতীত হত্যার বিচার করা যাবে না

হাদীস : ৩২৬৪ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আনসারীদের এক লোককে খায়বর এলাকায় নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার ওয়ারিসগণ রাসূল (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনাটি জানাল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এমন দুজন সাক্ষী আছে কি, যারা তোমাদের সঙ্গীর হত্যাকারী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ঘটনাস্থলে মুসলমানদের কেউই উপস্থিত ছিল না। আর ইহুদীরা এমন বজ্জাত এর চেয়েও বিরাট মারাত্মক ঘটনা ঘটাতেও বেপরোয়া। তখন রাসূল (স) বললেন, তাহলে তোমরা তাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন লোককে নির্বাচন করে তাদের কাছে হতে কসম নিয়ে নাও। কিন্তু তারা ইহুদীদের কাছে হতে কসম নিতে অস্বীকার করল; অতপর রাসূল (স) নিজের তরফ হতে দিয়ত আদায় করে দিলেন। –(আবু দাউদ)

নবম অধ্যায়

ধর্মত্যাগী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে হত্যা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ব্যতীত আগুনের শাস্তি কেউ দিতে পারে না

হাদীস : ৩২৬৫ ॥ ইকরেমা (রা) বলেন, একবার কতিপয় নাস্তিককে হযরত আলী (রা)-এর কাছে আনা হল এবং তাকে পুড়িয়ে ফেললেন। এই ঘটনার সংবাদ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে পৌছালে তিনি মন্তব্য করলেন, তার স্থলে যদি আমি হতাম, তাহলে আমি তাদেরকে জ্বালাতাম না। কেননা রাসূল (স) এই কথা বলে এইরূপে নিষেধ করেছেন যে, আল্লাহর শাস্তি আগুনের দ্বারা তোমরা কাউকেও শাস্তি দিও না। অবশ্য আমি তাদেরকে রাসূল (স)-এর বাণী অনুসারে হত্যা করতাম। যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা কর। -(বোখারী)

আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩২৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। -(বোখারী)

এক ধরনের যুবক হবে যারা ধর্মের কথা বলবে মূলত তারা ঈমানদার নয়

হাদীস : ৩২৬৭ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই শেষ যুগে এমন সংখ্যক নির্বোধ যুবকের আবির্ভাব হবে, যার লোক সমাজে সবার চাইতে উত্তম কথা বলবে। কিন্তু ঈমান তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না এবং তারা দ্বীন ত্যাগ করে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা এদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। কেননা, যারাই এদেরকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তারা পুরস্কৃত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

একটি দল হবে সত্যের অধিক নিকটবর্তী

হাদীস : ৩২৬৮ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্য হতে আর একটি দল বের হয়ে আসবে, যাদেরকে প্রথমোক্ত দুইটি দলের মধ্যে যে দল সত্যের অধিক নিকটবর্তী হবে, সেই দল হত্যা করবে। -(মুসলিম)

কাফেররা পরস্পরে কাটাকাটি করবে

হাদীস : ৩২৬৯ ॥ হযরত জারীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, তোমরা আমার অবর্তমানে কাফেরের দলে পরিণত হয়ো না যে, পরস্পরে কাটাকাটি করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দু মুসলমানে একে অপরের উপর অস্ত্র উত্তোলন করলে উভয়ে জাহান্নামী

হাদীস : ৩২৭০ ॥ আবু বাকর (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যখন দুইজন মুসলমান মুখোমুখি হয়ে একজন অপর ভাইয়ের উপর অস্ত্র উত্তোলন করে, তখন তারা উভয়েই জাহান্নামের গর্তের মুখ গিয়ে দাঁড়ায়। অতপর যখন একজন অন্যজনকে কতল করে ফেলে, তখন উভয়েই জাহান্নামে পতিত হয়। অন্য এক রেওয়াতে উক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত হয়েছে, যখন দুইজন মুসমান তরবারি নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই দোযখী হয়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! হত্যাকারীর অবস্থা তো স্পষ্ট বুঝা যায়, তবে নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটি কেমন হল, সে কেন দোযখে যাবে? তিনি বললেন, সে তার সাথী মুসলমানকে হত্যা করতে উদগ্রীব ছিল।
-(বোখারী ও মুসলিম)

চুরি করার অপরাধে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হল

হাদীস : ৩২৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার 'উকল' গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় রাসূল (স)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না। রাসূল (স) তাদেরকে সদকার উষ্ট্রীয় কাছে যেতে তাদের পেশাব ও দুধ পান করতে আদেশ দিলেন। তারা গেল এবং তাই করল, অবশেষে তারা সুস্থ হয়ে মুরতাদ হয়ে গেল এবং রাখালদেরকে হত্যা করে উটগুলো হাকিয়ে নিয়ে গেল। তাদের খোঁজে লোক পাঠান হল, তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হল এবং তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল, তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়া হল। অতপর তাদের ক্ষতস্থান দাগান হল না, যাতে তাদের মৃত্যু ঘটল। অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, লোকেরা তাদের চোখ গরম শলাকা দ্বারা মুছে দিল। অপর আরেক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) লৌহ শলাকা আনবার জন্য আদেশ দিলেন। অতপর উহা গরম করা হল এবং উহা তাদের চোখে সুরমার শলাকার ন্যায় টেনে দেয়া হল। এরপর তাদেরকে উত্তপ্ত মাটিতে ফেলে রাখলেন। তারা পানি চাইল; কিন্তু তা পান করান হয় নি। অবশেষে তারা এই অবস্থায় মারা গেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের অঙ্গ কেটে বিকলাঙ্গ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩২৭২ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে সদকা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন এবং কোন লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করতেন। -(আবু দাউদ। ইমাম নাসাঈ এই হাদীস আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না

হাদীস : ৩২৭৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূর (স)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি ইসিতেনজা করতে গেলেন, এমন সময় আমরা দুটি বাচ্চাসহ একটি 'হুম্মারা' দেখতে পেলাম। আমরা উহার ছানা দুটি ধরে নিয়ে এলাম। পাখিটি এসে তার ডানাদ্বয় একেবারে যমীনের উপর চাপড়াতে লাগল? পরে রাসূল (স) এসে জিজ্ঞেস করলেন, এর বাচ্চাগুলো এনে কে তাকে ব্যথিত করেছে? তার বাচ্ছাগুলো তাকে ফেরত দিয়ে দাও। আবার রাসূল (স) পিঁপড়ার একটি বস্তি দেখলেন, যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ইহাদেরকে জ্বালিয়েছে? বললাম, আমরা। তিনি বললেন, আগুনের প্রভু আল্লাহ ছাড়া আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া অন্য কারও জন্য উচিত নয়। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) বলেছেন অচিরেই উম্মতের মধ্য মত বিরোধ দেখা দেবে

হাদীস : ৩২৭৪ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী ও আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন; **অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ ও দলাদলি দেখা দেবে।** তাদের মধ্যে একদল এমন হবে যে, কথা বলবে খুব **চমকপ্রদ কিন্তু তাদের কাজকর্ম হবে মন্দ।** কোরআন মজীদ পাঠ করবে বটে, কিন্তু উহা তাদের গলার তলদেশে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। ফলে তীর তার ধনুকের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারাও দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে না। তারাই হল সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং বদতর জাতি। যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা মানুষদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করবে। অথচ কোন কিছুতেই তারা আমাদের তরীকার উপর হবে না। অতএব, যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তারাই আল্লাহর বন্ধু, ওরা নয়। সাহাবিরা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তাদের পরিচয় চিহ্ন কী? বললেন, তাদের মাথা মুড়ান হবে। -(আবু দাউদ)

আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীকে হত্যা করার হুকুম

হাদীস : ৩২৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে সাক্ষ্য দেয়, তিন কাজের যে কোন একটি ছাড়া তার খুন হালাল নহে। (১) বিবাহিত ব্যক্তি যিনায় লিপ্ত হলে তাকে কাঁকর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, তাকে কতল করা হবে, অথবা শূলে চড়ান হবে কিংবা দেশ হতে বিতাড়িত করা হবে। (৩) অথবা অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করলে উহার বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে। -(আবু দাউদ)

একজন মুসলমানকে অনর্থক ভয় দেখান জায়েয নেই

হাদীস : ৩২৭৬ ॥ ইবনে আবু লায়লা (রা) বলেন, মুহম্মদ (স)-এর সাহাবিরা বলেছেন যে, তারা রাসূল (স)- এর সাথে রাতে সফর করছিলেন। এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময় তাদের এক সঙ্গী একখানা রশির দিকে অগ্রসর হল যা ঐ ঘুমন্ত লোকটির কাছে ছিল এবং তা হাতে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হতে উঠে রশিসহ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নেই যে, অনর্থক সে অন্য আরেক মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করে। -(আবু দাউদ)

খেরাজী জমি ক্রয় করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩২৭৭ ॥ হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খেরাজী জমীন খরিদ **করল সে যেন** তার হিজরতকে বাতিল করে দিতে চাইল, আর যে ব্যক্তি কোন কাফেরের অপমান ও যিল্লত তার ঘাড় **হতে নিজের** ঘাড়ে টেনে আনল, সে ইসলাম হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। -(আবু দাউদ) যঈফ - ৭৩৬

কাফেরদের অবস্থানে মুসলমানদের থাকা ঠিক নয়

হাদীস : ৩২৭৮ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) ছোট একটি সেনাদল **'খাসআম'** গোত্রের দিকে অভিযানে পাঠালেন। উক্ত গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক আত্মরক্ষার জন্য সিজদায় রত হয়ে **পড়ল। কিন্তু** সেনাদল তড়িৎ বেগে তাদেরকে হত্যা করে ফেলল। পরে রাসূল (স)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি

নিহত ব্যক্তিদের ওয়ারিশদেরকে অর্ধেক দিয়ত আদায় করবার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যে সমস্ত মুসলমান কাফেরদের মাঝে বসবাস করে, আমার উপর তাদের সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, কেন, ইয়া রাসূল (স)! রাসূল (স) বললেন, কেননা, তাদের উচিত ছিল যে, এতো দূরে দূরে অবস্থান করে, যেন একজন অপরজনকে আগুন পর্যন্ত দেখতে না পায়। –(আবু দাউদ)

ঈমানদার লোক অনেক অন্যায় কাজ থেকে নিরাপদ থাকে

হাদীস : ৩২৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমান কোন লোককে হঠাৎ কতল করা হতে বিরত রাখে। সুতরাং কোন মুমিন যেন কোন লোককে হঠাৎ কতল না করে ফেলে। –(আবু দাউদ)

শিরক করলে হত্যা করা জায়েয

হাদীস : ৩২৮০ ॥ হযরত জারীর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন বান্দা শিরকের দিকে পালিয়ে যায়, তখন তার খুন হালাল। –(আবু দাউদ) যঈফ – ৭৩৭

এক মহিলার রক্তমূল্য ক্ষমা করা হল

হাদীস : ৩২৮১ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, এক ইহুদী মহিলা রাসূল (স)-কে গালমন্দ করত এবং তাঁর দোষ-ত্রুটি বের করে তাকে তিরস্কার করত। জনৈক ব্যক্তি এটা শুনে তার গলা টিপে ধরল, ফলে সে মারা গেল। কিন্তু রাসূল (স) তার রক্তমূল্য মাফ করে দিলেন। –(আবু দাউদ) যঈফ – ৭৩৮

জাদুকরকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে হয়

হাদীস : ৩২৮২ ॥ হযরত জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাদুকরের শরয়ী শাস্তি হল তাকে তলোয়ারের দ্বারা হত্যা করা। –(তিরমিযী) যঈফ – ৭৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রদোহীকে হত্যা করা জায়েয আছে

হাদীস : ৩২৮৩ ॥ হযরত উসামা ইবনে শারীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমার উম্মতের মধ্যে বিভেদ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, তাকে কতল করে ফেল। –(নাসাঈ)

শেষ যমানার লোকেরা কোরআন পড়বে গলধঃকরণ হবে না

হাদীস : ৩২৮৪ ॥ শারীক ইবনে শিহাব (রা) বলেন, আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, যদি আমি রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবীর সাক্ষাৎ পাই, তবে তাকে খারেজীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। সৌভাগ্যবশত এক ঈদের দিন আবু বারযাতুল আসলামী (রা)-এর সঙ্গে তার কয়েকজন বন্ধুসমেত আমার সাক্ষাৎ হল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কখনো রাসূল (স)-কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আমার দুই কানে রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি এবং আমার দুই চোখে তাকে দেখেছি। একদা রাসূল (স)-এর খেদমতে কিছু মাল সম্পদ এসেছিল। তিনি তা বিতরণ করে দিলেন। যে তার ডানে আছে, তাকেও দিলেন এবং যে তার বামে আছে তাকেও দিলেন। কিন্তু যে তার পিছনে ছিল তাকে কিছুই দিলেন না। তখন এক ব্যক্তি পিছন হতে দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহম্মদ! মাল বিতরণে আপনি ন্যায় ও ইনসাফ করছেন না! লোকটি ছিল কালো বর্ণের নেড়ে মাথা। গায়ের উপর ছিল সাদা দুইখানা কাপড়। তার কথা শুনে রাসূল (স) ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা আমার পরে আর কোন ব্যক্তিকেই আমার চাইতে অধিক ন্যায়বান ও ইনসাফকারী পাবে না। অতপর বললেন, শেষ যমানায় এমন এক দল লোকের আবির্ভাব ঘটবে এই লোকটিও তাদের একজন। তারা কোরআন পড়বে বটে, তবে কোরআন তাদের গলদেশের নিচে অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন নিক্ষিপ্ত তীর শিরাককে ছেদ করে বের হয়ে যায়। তাদের পরিচয় হল তারা হবে নেড়ে মাথা। অনবরত এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটির আবির্ভাব ঘটবে মসীহে দাজ্জালের সাথে। সুতরাং তোমরা যেখানেই তাদেরকে পাও কতল করে দাও। কেননা, উহারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ও সবচাইতে মন্দ লোক। –(নাসাঈ) যঈফ – ৭৪০

কিছু সংখ্যক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে

হাদীস : ৩২৮৫ ॥ আবু গালেব (রা) হতে বর্ণিত, একদা হযরত আবু উমামা (রা) দামেশকের সদর দরজায় কতগুলো ঝুলন্ত মুন্ডু দেখলেন। তখন আবু উমামা বললেন, এরা হল জাহান্নামের কুকুর। আসমানের নিচে সবচাইতে মন্দ এরা, যারা নিহত হয়েছে এবং সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি তারা, যারা ইহাদেরকে কতল করেছে। অতপর তিনি কোরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক মুখমণ্ডল হবে জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল আর কিছুসংখ্যক

মুখ হবে কালো কুৎসিত। এই সময় আবু উমামাকে জিজ্ঞেস করা হল, এই কথাগুলো কি আপনি স্বয়ং রাসূল (স) হতে শুনেছেন? তিনি উত্তরে একবার, দুইবার কিংবা তিনবার নয়; বরং সাতবার শুনেছেন বলে উল্লেখ করে বললেন, যদি আমি স্বয়ং তাঁর কাছে হতে না শুনতাম, তা হলে আজ আমি উহা তোমাদেরকে বর্ণনা করতাম না। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, তবে তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)

দশম অধ্যায়

দণ্ডবিধি পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা

হাদীস : ৩২৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবনে খালেদ (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা দুই বিবদমান ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে তাদের ঝগড়া পেশ করল এবং তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করুন। অপর লোকটি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (স)! অবশ্যই আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ঘটনার বিবরণ বলবার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এই ব্যক্তির চাকর ছিল এবং তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার পুত্রের শাস্তি হল 'রজম'। কিন্তু আমি আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে ফতোয়া দিয়েছেন যে, আমার পুত্রের শাস্তি একশত চাবুক এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাসন। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর অবশ্যই পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর রাসূল (স) বললেন, শুনে নাও। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। অবশ্য আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করব। আর তা হল এই, ঐ একশত ছাগল আর দাসীটি তোমার কাছে ফেরত আসবে, তবে তোমার পুত্রের উপর পড়বে একশত চাবুক ও তার নির্বাসন হবে এক বৎসরের জন্য। আর হে উনায়স! আগামীকাল প্রাতঃকালে তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও। যদি সে স্বীকার করে, তাহা হলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে। পরদিন ভোরে সে ঐ মহিলাটির কাছে গেল এবং সে তা স্বীকার করল। অবশেষে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

অবিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে একশত চাবুক মারতে হবে

হাদীস : ৩২৮৭ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) হতে শুনেছি যে, অবিবাহিত ব্যক্তি যিনায় লিপ্ত হলে তাকে তিনি একশত চাবুক মারা ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ প্রদান করতেন।

-(বোখারী)

বিয়ের পর যিনা করলে রজম কার্যকর করতে হবে

হাদীস : ৩২৮৮ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক হযরত মুহম্মদ (স)-কে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহ পাক যা কিছু নাযিল করেছেন, তার মধ্যে একটি হল রজমের আয়াত। রাসূল (স) জীবদ্দশায় রজম করেছেন এবং তাঁর পর আমরা রজম করেছি। আর মূলত রজমের বিধান আল্লাহর কিতাবের মধ্যে সত্য ও অবধারিত সেই ব্যক্তির উপর, যে পুরুষ ও নারী বৈবাহিক জীবন যাপনের পর যিনায় লিপ্ত হল এবং ইহার প্রমাণও পাওয়া যায় অথবা অবৈধ গর্ভ প্রমাণিত হল কিংবা স্বীকারোক্তি করল। -(বোখারী ও মুসলিম)

যুবক-যুবতী যিনা করলে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে

হাদীস : ৩২৮৯ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আমার কাছে হতে হাসিল করে নাও! তোমরা আমার কাছে হতে হাসিল কারে নাও! আল্লাহ পাক নারীদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর তা হল এই, কোন যুবক ও যুবতী যিনা করলে তাদেরকে একশত চাবুক মারতে হবে ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। আর কোন বিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা করলে একশত চাবুক মারবে ও পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। -(মুসলিম)

তাওরাত কিতাবে রজমের নির্দেশ দেওয়া আছে

হাদীস : ৩২৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা ইহুদীগণ রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, তাদের এক পুরুষ ও এক নারী যিনা করেছে। তখন রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, রজমের ব্যাপারে তওরাতের মধ্যে তোমরা কী পেয়েছ? তারা বলল, আমরা তাদেরকে অপমান করি এবং চাবুক মারা হয়। আবদুল্লাহ

ইবনে সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তার মধ্যে নিশ্চয়ই রজমের কথা উল্লেখ আছে। আচ্ছা, তওরাত নিয়ে এস। তারা তা আনল এবং খুলল বটে; কিন্তু তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর তার হাত দ্বারা চাপা দিয়ে রাখল এবং উক্ত আয়াতের সামনে এবং পিছন হতে পড়ল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, তোমার হাত ওঠাও! সে হাত ওঠাল, দেখা গেল তন্মধ্যে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তখন তারা বলল, হে মুহম্মদ (স)! আবদুল্লাহ সত্যই বলেছে। ইহার মধ্যে রজমের আয়াত ঠিকই বিদ্যমান আছে। অতপর রাসূল (স) নির্দেশ করলেন, তখন তাদের উভয়কে রজম করা হল। অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) বললেন, তোমার হাত ওঠাও! সে হাত ওঠাল, তখন দেখা গেল, সেখানে স্পষ্ট রজমের আয়াত রয়েছে। তখন হাত দ্বারা চাপাদানকারী লোকটি বলে উঠল, হে মুহম্মদ (স)! সত্যই ইহার মধ্যে রজমের আয়াত বিদ্যমান আছে। অবশ্য আমরা তা নিজেদের মধ্যে গোপন রাখতাম। অতপর তিনি নির্দেশ করলেন এবং তাদের উভয়কে পাথর নিক্ষেপ করা হল। -(মোয়াত্তা)

যিনা করার শাস্তি রজম করে হত্যা করা

হাদীস : ৩২৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এলেন। এই সময় রাসূল (স) মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে সম্বোধন করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল (স)! আমি যিনা করেছি। তার দিক হতে রাসূল (স) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি সেই দিকে যেয়েও বলল, আমি যিনা করেছি। এবারও রাসূল (স) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে লোকটি যখন নিজের উপর চারবার সাক্ষ্য দিল তখন রাসূল (স) তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূল (স)! অতপর তিনি লোকদের বললেন, তোমরা এই লোকটিকে নিয়ে যাও এবং তাকে রজম কর। বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন আমরা তাকে মদীনাতেই পাথর নিক্ষেপ করেছি। কিন্তু যখন তার শরীরে পাথরের আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছিল, তখন সে দৌড়িয়ে পলায়ন করল। কিন্তু আমরা 'হাররা' নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম এবং সেখানেই তাকে পাথর নিক্ষেপ করলাম। শেষ নাগাদ সে মৃত্যুবরণ করল। -(বোখারী ও মুসলিম)

জাবের (রা) হতে বোখারীর অন্য আরেক রেওয়াতের মধ্যে তার কথা, 'হ্যাঁ' এর পরে বর্ণিত আছে, অতঃপরে তিনি রজমের নির্দেশ দিলেন, তখন ঈদগাহের মাঠে তার উপর রজম করা হল। যখন পাথরের আঘাতে তার অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছিল, তখন সে দৌড়িয়ে পলায়ন করল। অতপর তাকে পেয়ে পাথর নিক্ষেপ করা হল, অবশেষে সে মারা গেল। কিন্তু রাসূল (স) তার সম্বন্ধে ভালই মন্তব্য করেছেন এবং তার জানাযার নামাযও পড়িয়েছেন।

ময়েজ ইবনে মালেকের প্রতি মহানবীর হুকুম

হাদীস : ৩২৯২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন মায়েয ইবনে মালিক (রা) রাসূল (স)-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছিলে অথবা চক্ষুর দ্বারা ইশারা করেছিলে কিংবা তাকে কুদৃষ্টিতে দেখেছিলে। সে বলল না, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তখন তিনি বললেন, তা হলে তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? কথাটি তিনি তাকে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করেছেন। কোনরূপ ইঙ্গিত কিংবা অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেন নি। সে বলল, জি হ্যাঁ।, অতপর তিনি তাকে রজম করবার হুকুম দিলেন। -(বোখারী)

যিনার পর এক লোককে শাস্তি দেওয়া হল

হাদীস : ৩২৯৩ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদা হযরত মায়েয ইবনে মালিক (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূল (স)! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, আক্ষেপ তোমার প্রতি, চলে যাও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং সামান্য একটু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন এবং আবারও বললেন, ইয়া রাসূল (স)! আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল (স) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এইভাবে তিনি যখন চতুর্থবার এসে বললেন, তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! আমি তোমাকে কোন জিনিস হতে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা হতে। তার কথা শুনে রাসূল (স) সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি কি পাগল? লোকেরা বলল, না তো? তিনি পাগল নয়। তিনি আবার বললেন, লোকটি কি মদ পান করেছে? তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকে দিল; কিন্তু মদের কোন গন্ধ তার মুখ হতে পাওয়া গেল না। অতপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যই যিনা করেছ? তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ। ইহার পর তিনি রজমের নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁকে রজম করা হল। এই ঘটনার দু'তিন দিন পর রাসূল (স) এসে বললেন, তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জন্য ইস্তেগফার কর। কেননা, সে এমন তওবাই করেছে, যদি উহা সমস্ত উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়, তবে উহা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

অতপর আযদ বংশের গামেদী গোত্রীয় এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! চলে যাও, আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার কর এবং তওবা কর। তখন মহিলাটি বলল, আপনি মায়েয ইবনে মালিককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাকেও কি সেইভাবে ফিরিয়ে দিতে চান? দেখুন, আমার এই গর্ভ যিনার! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যই গর্ভবতী? মহিলাটি বলল, জ্বি হ্যাঁ অতপর তিনি বললেন, যাও, তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারী এক লোক মহিলাটির সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ঐ লোকটি রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! গামেদিয়া মহিলাটিকে রজম করতে পারব না। এমতাবস্থায় যে, তাকে দুধপান করাবার মত কেউই নেই। এমন সময় আর একজন আনসারী দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমিই তার দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর তাকে রজম করলেন।

অন্য এক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) মহিলাটিকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অতপর সন্তান প্রসবের পর যখন এল, তখন বললেন, আবারও চলে যাও এবং তাকে দুধ পান করাও এবং দুধ ছাড়ান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। পরে যখন বাচ্চাটির দুধ খাওয়া বন্ধ হয়, তখন মহিলাটি বাচ্চার হাতে এক খণ্ড রুটির টুকরা দিয়ে তাকে সঙ্গে করে রাসূল (স)- এর খেদমতে উপস্থিত হল। এইবার মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর নবী! এই দেখুন দুধ ছাড়ান হয়েছে, এমন কি সে নিজের হাতে খানাও খেতেও পারে। তখন রাসূল (স) বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন। পরে মহিলাটির জন্য গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। অতএব, তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করা হল। অতপর লোকদেরকে নির্দেশ করলেন তারা মহিলাটিকে রজম করল। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করতেই রক্ত ছিটে এসে তাঁর মুখমণ্ডলে উপর পড়ল। তাই তিনি মহিলাটিকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে গালমন্দ করলেন। ইহা শুনে রাসূল (স) বললেন, হে খালেদ, থাম! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্য মহিলাটি এমন তওবা করেছে, যদি কোন বড় যালেমও এই ধরনের তওবা করে, তারও মাগফেরাত হয়ে যাবে। অতপর তিনি তার জানাযা পড়ার আদেশ করলেন। অতপর জানাযা পড়া হল এবং তাকে দাফনও করা হল। -(মুসলিম)

দাসী যিনা করলে চাবুক মারতে হবে

হাদীস : ৩২৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কাহারও দাসী যিনা করে আর তা প্রকাশ হয়ে যায়, তখন তাকে চাবুক মার। কিন্তু তাকে তিরস্কার করা যাবে না। পুনরায় যদি যিনা করে, এইবারও তাকে দোররা লাগাও; কিন্তু তিরস্কার করা যাবে না। কিন্তু ইহার পর যদি সে তৃতীয়বারও যিনায় লিপ্ত হয় এবং তা প্রমাণিত হয়, তখন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে ফেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

দাস-দাসীদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে

হাদীস : ৩২৯৫ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের উপর শাস্তিপ্রয়োগ কর; চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। কেননা, একবার রাসূল (স)-এর দাসী যিনা করেছিল। তাবে চাবুক মারার জন্য তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে দাসীটি ছিল সদ্য প্রসূতি। তখন আমার আশঙ্কা হল, যদি আমি এই অবস্থায় তাকে চাবুক লাগাই, তা হলে আমিই তাকে হত্যা করে ফেলব। সুতরাং ব্যাপারটি আমি রাসূল (স)-এর সমীপে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি উত্তম কাজই করেছ। -(মুসলিম)

আর আবু দাউদের এক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) বললেন, তার নেফাসের মুদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাকে ছেড়ে দাও। ইহার পর তার উপর হদ প্রয়োগ কর। তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের উপর হদ প্রয়োগ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যদি কেউ শাস্তির ভয়ে পালাতে চায় তখন তাকে যেতে দেওয়া উচিত

হাদীস : ৩২৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মায়েযুল আসলামী রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, তিনি যিনা করেছেন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (স) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি পুনরায় সেই দিকে যেয়ে বললেন, তিনি যিনা করেছেন, এইবারও রাসূল (স) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে নিলেন। কিন্তু তিনি সেই দিকে যেয়ে আবারও বললেন, ইয়া রাসূল (স)! আমি যিনা করেছি। অবশেষে যখন চতুর্থবার ঐ একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন, এইবার তিনি তাকে রজম করবার জন্য হুকুম দিলেন। সে মতে তাকে 'হাররা' এলাকায় নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানেই তাকে পাথর দ্বারা রজম করা হল। যখন তাঁর গায়ে পাথরের আঘাত লাগল, তখন তিনি দৌড়িয়ে পালাতে লাগলেন এবং

এমন এক ব্যক্তির কাছে দিয়া অতিক্রম করলেন, যার হাতে ছিল উটের চোয়ালের হাড্ডি, তৎক্ষণাৎ সে উহার দ্বারা তাকে আঘাত করল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোকেরাও তাকে আঘাত করল। অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে ঘটনাটি বলল যে, তিনি পাথরের আঘাতে মৃত্যুভয়ে পালাচ্ছিলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? –তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? হয়তো সে তওবা করত আর আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করতেন।

দাসীর সাথে যিনা করলে রজম করতে হবে

হাদীস : ৩২৯৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) মায়েয ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে, তা কি সত্য? মায়েয বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার কাছে কী খবর পৌঁছেছে? তিনি বললেন, আমার কাছে এই খবর পৌঁছেছে, তুমি নাকি অমুক ব্যক্তির দাসীর সাথে যিনা করেছ? তিনি বললেন হ্যাঁ। কথাটি সত্য এবং তিনি এ কথাটি চারবার স্বীকার করলেন। অতপর রাসূল (স) নির্দেশ করলেন তাতে তাকে রজম করা হয়। –(মুসলিম)

যিনার কথা স্বীকার করলে রজম করতে হবে

হাদীস : ৩২৯৮ ॥ হযরত ইয়াযীদ ইবনে নুআইম তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, মায়েয রাসূল (স)-এর কাছে এসে চারবার স্বীকার করলেন, অতপর রাসূল তাঁকে রজম করবার নির্দেশ করেছেন। আর তিনি 'হযাযাল'কে বললেন, যদি তুমি তোমার কাপড় দ্বারা মায়েযের এই অপরাধ বা দোষকে গোপন করে ফেলতে, তবে উহা হতো তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ। বর্ণনাকারী ইবনে মুনকাদির বলেন, রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্য এই হাযযালই মায়েযকে আদেশ করেছিলেন। –(আবু দাউদ) যঈফ – ৭৪১

হদের বিচার প্রার্থী হলে বিচার করা ওয়াজিব

হাদীস : ৩২৯৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনের ইবনুস আস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে পৌঁছাবার আগে তোমাদের সংঘটিত হদযোগ্য অপরাধ নিজেদের মধ্যে রফাদফা করে ফেল। কেননা, যেই হদের ব্যাপার আমার কাছে পৌঁছবে, তা ওয়াজিব হয়ে যাবে।
–(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হদ ব্যতীত সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে হয়

হাদীস : ৩৩০০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, সম্মানী লোকদের হদ ব্যতীত সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। –(আবু দাউদ)

মুসলমানদের ওপর যথাসাধ্য হদ মওকুফ রাখার নির্দেশ

হাদীস : ৩৩০১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যথাসাধ্য মুসলমানদের উপর হতে হদ মওকুফ রাখ, যদি সামান্য পরিমাণ ও তার জন্য অব্যাহতির উপায় বের হয়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, শাসকের পক্ষে ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে ভুল করা, শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ভুল করা হতে অধিক উত্তম। –(তিরমিযী, অনেকের মতে এই হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) পর্যন্ত মওকুফ। আর ইহাই সহীহ। যঈফ – ৭৪২

কোন মহিলাকে জোর করে যিনা করলে হদ মাফ হয়

হাদীস : ৩৩০২ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যুগে এক মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক যিনা করা হয়েছিল। ফলে রাসূল (স) উক্ত মহিলাটির হদ মওকুফ করেছিলেন এবং যেই পুরুষটি এই কাজ করেছিল, তাহার উপর শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তবে তিনি মহিলাটির জন্য মহর সাব্যস্ত করেছিলেন কি-না বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেন নাই। –(তিরমিযী) যঈফ – ৭৪৩

জোর করে যিনা করলে মহিলার হদ মাফ

হাদীস : ৩৩০৩ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় এক নারী নামাযের জন্য বের হল। এমন সময় এক ব্যক্তি তাকে কাপড় মোড়ান দিয়ে জড়িয়ে ধরল এবং তার উদ্দেশ্য হাসিল করে ফেলল। তখন মহিলাটি চিৎকার করলে লোকটি চলে যেতে লাগল। এমন সময় একদল মুহাজির সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছে দেখে মহিলাটি বলল, এই লোকটি আমার সঙ্গে এই এই কাজ করেছে। তারা লোকটিকে পাকড়াও করে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেল। অতপর তিনি মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। আর যেই লোকটি তার সঙ্গে কুকর্ম করেছে, তার সম্পর্কে লোকদেরকে বললেন, যাও এই লোকটিকে রজম কর এবং তিনি বললেন, অবশ্য এই লোকটি এমন তওবা করেছে, যদি মদীনার সমস্ত পাপীরা এরূপ তওবা করত তা হলে সকলের পক্ষ হতেও তা কবুল হত। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

এক ব্যক্তিকে রাসূল (স) দোররা মারতে আদেশ দিলেন

হাদীস : ৩৩০৪ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি কোন এক নারীর সঙ্গে যিনা করেছিল। রাসূল (স) তাকে দোররা মারবার আদেশ দিলেন। অতএব, হদ্‌স্বরূপ তাকে দোররা লাগান হল, অতপর তাঁকে জানান হল যে, লোকটি বিবাহিত। তখন তিনি রজমের আদেশ করলেন, তাকে রজম করা হল। −(আবু দাউদ) যঈফ –৭৪৪

একশত ছড়া বিশিষ্ট খেজুরের ডাল দিয়ে আঘাত করা

হাদীস : ৩৩০৫ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত, একদা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন, যেই লোকটি বিকলাঙ্গ এবং রোগগ্রস্ত অথচ তাকে মহল্লার এক দাসীর সঙ্গে যিনায় লিপ্ত পাওয়া যায়। তখন রাসূল (স) বললেন, তার জন্য এমন একটি খেজুরের বড় ছড়া নিয়ে এস, যার মধ্যে ছোট ছোট একশত শাখা রয়েছে এবং উহার দ্বারা লোকটিকে একবার আঘাত কর। −(শরহে সুন্নাত এবং অনুরূপ ইবনে মাজাহরও একটি রেওয়াত আছে।)

লাওয়াতাত করলে উভয়কে হত্যা করতে হবে

হাদীস : ৩৩০৬ ॥ ইকরেমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যেই ব্যক্তিকেই হযরত লূত (আ)-এর কওমের ন্যায় করতে পাও, তখন যে করে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কে হত্যা করে ফেল। −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করলে জানোয়ার মেরে ফেলতে হয়

হাদীস : ৩৩০৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করে, তাকে হত্যা করে ফেল এবং তার সাথে ঐ জানোয়ারটিকেও হত্যা করে ফেল। ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, জানোয়ারটিকে কেন হত্যা করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, এই সম্পর্কে আমি রাসূল (স) হতে কিছুই শুনি নাই। তবে আমি মনে করি, ঐ জানোয়ারের গোশত খাওয়া কিংবা উহা হতে কোনভাবে উপকৃত হওয়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন। কেননা, জানোয়ারটির সাথে এই কুকর্মটি করা হয়েছি। −(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল কর্তৃক লেওয়াতাতের ভয় বেশি যঈফ –৭৪৫

হাদীস : ৩৩০৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের উপর সবচাইতে বেশি যে জিনিসের ভয় করি, তা হল হযরত লূত (আ)-এর কওমের কুকর্ম। −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

অবিবাহিত যুবক যিনা করলে একশত চাবুক

হাদীস : ৩৩০৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, বকর ইবনে লাইস গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে চারবার এই স্বীকারোক্তি করল যে, সে একটি মহিলার সঙ্গে যিনা করেছে। লোকটি ছিল অবিবাহিত। তাই রাসূল (স) তাকে একশত চাবুক মারেন। অতপর তিনি মহিলাটির বিরুদ্ধে তার কাছে প্রমাণ চাইলেন, মহিলাটি দাবী করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আল্লাহর কসম, লোকটি মিথ্যা বলেছে। সুতরাং এইবার তিনি লোকটিকে হদ্দে কযফ প্রদান করলেন। −(আবু দাউদ)

মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি দেওয়া হয়

হাদীস : ৩৩১০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নির্দোষ বলে যখন আল্লাহর কালাম নাযিল হল, তখন রাসূল (স) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে তা তেলাওয়াত করলেন। অতপর মিম্বর হতে অবতরণ করে দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ করলেন। সুতরাং লোকেরা তাদেরকে হদ্দে কযফ মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি প্রদান করল। −(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোলামকে চাবুক মারা হল যিনার কারণে

হাদীস : ৩৩১১ ॥ হযরত নাফে (রা) হতে বর্ণিত যে, সাফিয়া বিনতে আবু ওবায়দ তাকে বর্ণনা করেছেন। একদা সরকারী এক ক্রীতদাস বায়তুল মালের একটি দাসীর সাথে বলপূর্বক যিনা করেছে। এমন কি তার কুমারিত্বও নষ্ট করে দিয়েছে। ঘটনা হযরত ওমর (রা)-এর নিকটে পৌছলে তিনি গোলামটিকে চাবুক মারলেন। কিন্তু দাসীটিকে শাস্তি দিলেন না। কেননা, তার সাথে জোরপূর্বক এই কাজ করা হয়েছে। −(বোখারী)

হদ কার্যকরের সময় পালাতে চাইলে যেতে দেওয়া উচিত

হাদীস : ৩৩১২ ॥ ইয়াযীদ ইবনে নুআইম ইবনে হাযযাল তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মায়েয

ইবনে মালিক ছিলেন ইয়াতীম। আমার পিতা তাকে লালন-পালন করেছেন। তিনি মহল্লাহর এক দাসীর সঙ্গে যিনায় লিপ্ত হন। তখন আমার পিতা তাকে পরামর্শ দিলেন, হে মায়েয! তুমি রাসূল (স)-এর কাছে যেয়ে তোমার ঘটনাটি বল, সম্ভবত রাসূল (স) তোমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবেন। মূলত তাকে রাসূল (স)-এর খেদমতে পাঠাবার মধ্যে আমার পিতার উদ্দেশ্য তার গুনাহ মাফের কোন উপায় উদ্ভাবন হওয়া ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি যিনা করেছি; সুতরাং আপনি আমার উপর আল্লাহর কিতাবের বিধান প্রয়োগ করুন। তার কথা শুনে রাসূল (স) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মায়েয পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি যিনা করেছি; সুতরাং আমার উপর আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিধান প্রয়োগ করুন। অবশেষে তিনি চারবার পর্যন্ত তার কথাটি আবৃত্তি করলেন। এবার রাসূল (স) বললেন, তুমি চারবার স্বীকারোক্তি করেছ। এখন তুমি বল, কার সাথে যিনা করেছ? মায়েয বললেন, অমুক মহিলার সাথে। অতপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ? এইবারও তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইহার পর তিনি তাকে রজম করবার জন্য আদেশ করলেন। পরে তাকে 'হাররা' নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হল এবং যখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল, তখন পাথরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং দৌড়িয়ে পালাতে লাগলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওনায়স মায়েযকে এমতাবস্থায় পেলেন যে, তার সঙ্গীরা পাথর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এমন সময় আবদুল্লাহ উটের একখানা পায়ের হাড্ডি তুলে তাকে আঘাত করলেন, যাতে তিনি মারা গেলেন। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে ওনায়স (রা)-এর কাছে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না? সম্ভবত সে তওবা করে নিত এবং তার তওবা আল্লাহ কবুল করে নিতেন। -(আবু দাউদ)

ব্যভিচার দুর্ভিক্ষের প্রধানতম কারণ

হাদীস : ৩৩১৩ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সেই জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যেই জাতির মধ্যে ঘুষের প্রচলন হবে সেই জাতিকে ভীরুতা ও কাপুরুষতায় গ্রাস করবে। -(আহমদ)

লেওয়াতাতকারী আল্লাহর অভিশপ্ত

হাদীস : ৩৩১৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যেই ব্যক্তি লূত (আ)-এর কওমের ন্যায় কুকর্মে লিপ্ত হল, তার উপর আল্লাহর লা'নত। -(রাযীন hBd - 747

উক্ত রাযীনের আরেক রেওয়াত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা) এই কুকর্মে লিপ্ত উভয়কেই আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং হযরত আবু বকর (রা) তাদের উভয়কে দেওয়াল চাপা দিয়ে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করলে রহমত থেকে বঞ্চিত

হাদীস : ৩৩১৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি করবেন না, যে লোক কোন পুরুষের কিংবা নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করল। -(তিরমিযী এবং তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করলে শরীয়তে তার হদ নেই

হাদীস : ৩৩১৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জানোয়ারের সাথে বলাৎকার করল, তার উপর কোন 'হদ' নেই। -তিরমিযী ও আবু দাউদ এবং তিরমিযী সুফিয়ান সওরী হতে বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি বলেন, এই হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হাদীস হতে অধিক সহীহ। এই হাদীসের উপরই ওলামাগণের আমল রয়েছে।

আত্মীয়দের ওপর হদ কায়েম করতে হবে

হাদীস : ৩৩১৭ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিকটতম আত্মীয় এবং দূরবর্তী আত্মীয় সকলের উপর আল্লাহর 'হদ' কায়েম কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তোমরা কোন নিন্দাকারীর নিন্দা ও তিরস্কারকে পরোয়া করিও না। -(ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর নির্ধারিত হদ কায়েম করার ফযিলত

হাদীস : ৩৩১৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর হদসমূহ হতে কোন একটি 'হদ' কায়েম করা আল্লাহর সমস্ত শহর-নগরে চল্লিশ দিন যাবৎ অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণ হতেও অনেক উত্তম। -(ইবনে মাজাহ। আর নাসাঈ এই হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

একাদশ অধ্যায়

চোরের হাত কাটার বিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফলের স্তূপ থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে

হাদীস : ৩৩১৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স)-কে যে ফল গাছ হতে কাটা হয়নি, এমন ফল চুরি করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, যেই ফল গাছ হতে চয়ন করে স্তূপীকৃত করার পর কেহ উহা হতে কিছু চুরি করল এবং উহার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হল, তবে তার হাত কাটা যাবে। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

পাহাড়ে বিচরণশীল জানোয়ার চুরি করলে হাত কাটা যাবে না

হাদীস : ৩৩২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রহমান ইবনে আবু হুসাইন আল-মক্কী (রা) হবে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যেই ফল বৃক্ষ হতে কাটা হয় নি এবং যেই জানোয়ার পাহাড়ের উপর বিচরণশীল, উহা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। অবশ্য যখন জানোয়ারকে গোশালায় এবং ফলকে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়, তখন উহা চুরি করলে হাত কাটা যাবে, যদি উহার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়। -(মালিক

ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না

হাদীস : ৩৩২১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই করে সে আমাদের দলভুক্ত নহে। -(আবু দাউদ)

আত্মসাৎকারীর হাত কাটা যাবে না

হাদীস : ৩৩২২ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী ও লুট তরাজকারীর হাত কাটা যাবে না। -তিরযিমী, ও নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। আর শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া মদীনায় আগমন করলেন এবং নিজের চাদরখানা মাথার নিচে বালিশস্বরূপ রেখে মসজিদের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় এক চোর এসে চাদরখানা তুলে নিল। অমনি সাফওয়ান তাকে ধরে ফেললেন এবং তাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে এলেন। তখন রাসূল (স)! আমি তাকে এই জন্য আনি নি যে, আপনি তার হাত কেটে দেবেন। আমি উক্ত চাদরখানা তাকে সদকা করে দিয়েছি। তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আমার কাছে আসার পূর্বে তুমি তাকে কেন উহা সদকা করে দিলে না? আর ইবনে মাজাহ উক্ত হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর দারেমী রেওয়াত করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) হতে।

দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না

হাদীস : ৩৩২৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দীনারের এক-চতুর্থাংশ কিংবা ততোধিক পরিমাণ চুরির দায় ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

একটি ঢাল চুরির অপরাধে হাত কাটার হুকুম

হাদীস : ৩৩২৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর ঢাল চুরির দায়ে চোরের হাত কেটেছেন যার মূল্য ছিল তিন দেরহাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

একটা ডিম চুরি করলেও হাত কাটা যাবে

হাদীস : ৩৩২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সেই চোরের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, যে একটি ডিম চুরি করল, আর তার হাত কাটা হল এবং একটি রশি চুরি করল আর তার হাত কর্তিত হল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

গাছের ফল চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না

হাদীস : ৩৩২৫ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, গাছের ফল চুরি করার দা... এবং খেজুরের থোড় চুরি করার দায়ে চোরের হাত কাটা যাবে না।

-(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)।

যুদ্ধ অভিযানে থাকা অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না

হাদীস : ৩৩২৭ ॥ হযরত বুসর ইবনে আরতাত (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যুদ্ধ অভিযানে থাকাকালে চোরের হাত কাটা যাবে না। −(তিরমিযী, দারেমী, আবু দাউদ ও নাসাঈ, তবে আবু দাউদ ও নাসাঈ যুদ্ধ বা জেহাদের, স্থলে 'সফর' বলেছেন।

প্রথমে চোরের ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটতে হয়

হাদীস : ৩৩২৮ ॥ হযরত আবু সালামা হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) চোর সম্পর্কে বলেছেন, যদি সে চুরি করে, তবে প্রথমে তার ডান হাত কেটে দাও। যদি সে আবার চুরি করে, তবে তার বাম পা গোঁড়ালী পর্যন্ত কেটে দাও। যদি সে পুনরায় তৃতীয়বার চুরি করে এবার তার বাম হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দাও। আবার যদি যে চতুর্থবার চুরি করে, তবে তার ডান পা কেটে দাও। −(শরহে সুন্নাহ)

চোরের ডান হাত প্রথমে কাটতে হয়

হাদীস : ৩৩২৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে একটি চোর আনা হল। তিনি বললেন, তোমরা তার ডান হাত কেটে দাও। সুতরাং তা কাটা হল। পরে আবার চুরির দায়ে তাকে দ্বিতীয়বার আনা হল। এইবারও তিনি বললেন, তা বাম বা কেটে দাও। সুতরাং উহা কাটা হল। পরে আবার তৃতীয়বার চুরির দায়ে তাকে আনা হল। এইবারও তিনি বললেন, তার বাম হাত কেটে দাও। সুতরাং তাও কাটা হল। পরে চতুর্থবার চুরির দায়ে তাকে আনা হল। এইবার তিনি বললেন, তার ডান পা খানা কেটে দাও। এইবারও তা কাটা হল। অবশেষে চুরির দায়ে পঞ্চমবার তাকে আনা হল। এইবার তিনি বললেন, একে কতল করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাকে নিয়ে গেলাম এবং তাকে কতল করে ফেললাম। অতপর আমরা তাকে টেনে আনিয়া একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম এবং উপর হইতে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করলাম। −(আবু দাউদ ও নাসাঈ। আর শরহে সুন্নাহর মধ্যে চোরের হাত কাটা প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন, তার হাত কেটে দাও এবং গরম তৈলে তা দাগিয়ে দাও।

চোরের গলায় কর্তিত হাত ঝুলিয়ে দেয়া হল

হাদীস : ৩৩৩০ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়দ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে এক চোরকে আনা হল। তার হাত কাটা হল, পরে তিনি হুকুম করলেন, এইবার তার কর্তিত হাত তার গলার মধ্যে ঝুলিয়ে দাও। −(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)।

গোলাম চুরি করলে তাকে বিক্রয় করার হুকুম আছে

হাদীস : ৩৩৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি গোলাম চুরি করে তাকে বিক্রয় করে ফেল, যদিও এক 'নাশ্বের' বিনিময়ে হয়। −(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চোরের প্রতি বদান্যতা দেখান উচিত নয়

হাদীস : ৩৩৩২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে এক চোরকে আনা হল। তিনি তার হাত কেটে দিলেন। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাদের ধারণা এটা ছিল না যে, আপনি তার হাত কেটে দেবেন; বরং আমরা মনে করেছিলাম আপনি তাকে কিছুটা শাসিয়ে দিবেন। ইহার জওয়াবে তিনি বললেন, যদি ফাতেমাও চুরিতে ধৃত হত, অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম। −(নাসাঈ)

গোলাম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না

হাদীস : ৩৩৩৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা এক লোক তার একটি গোলামকে হযরত ওমর (রা)-এ কাছে নিয়ে আসল এবং বলল, ইহার হাত কেটে দিন। কেননা, সে আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে। উত্তরে ওমর (রা) বললেন, তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, সে তোমাদেরই খাদেম, সে তোমাদেরই মালই নিয়েছে। −(মালিক

কাফন চোরের হাত কাটা যাবে

হাদীস : ৩৩৩৪ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু যর! উত্তরে আমি বললাম, আমি উপস্থিত ইয়া রাসূল (স)! এবং আমি আপনার খেদমতের জন্য হাযির। তিনি বললেন, সেই সময় তুমি কি করবে, যখন আকস্মিক মহামারীতে ব্যাপকভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটবে, এমন কি একটি ঘরের অর্থাৎ কবরের মূল্য একটি গোলামের মূল্যের সমান হবে? উত্তরে আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সমধিক অবগত। তিনি বললেন, তখন তুমি সবর ও ধৈর্যধারণ করবে। হাম্মাদ ইবনে আসু সুলায়মান বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে। কেননা, সে মৃতের ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছে। −(আবু দাউদ)

দ্বাদশ অধ্যায়

দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর দরবারে দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ নেই

হাদীস : ৩৩৩৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিল। যাতে কোরাইশগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারা বলল, কে রাসূল (স)-এর কাছে এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? আবার তারাই বলল; উসামা ইবনে যায়দ ব্যতীত আর কে এই ব্যাপারে সাহস করবে? কারণ, সে হল রাসূল (স)-এর অত্যন্ত প্রিয়। অতপর তিনি রাসূল (স)-এর সমীপে এই ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ হতে একটি ব্যাপারে সুপারিশ করছ? অতপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে জনগণ! জেনে রাখ, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বেকারলোকগণ এই আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাহাদের মধ্যে কোন ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন অসহায় দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তা হলে আমি নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দিতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রেওয়াতে আছে, আয়েশা (রা) বলেছেন, মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা লোকদের কাছে হতে জিনিসপত্র ধার নিয়ে পরে সে তা অস্বীকার করত। এই জন্য রাসূল (স) তার হাত কেটে ফেলার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। অতপর উক্ত মহিলাটির আপনজনেরা উসামার কাছে এসে আলোচনা করল, পরে উসামা এই ব্যাপারে রাসূল (স)-এর সাথে আলোচনা করলেন। ইহার পর হাদীসের অবশিষ্ট ঘটনার বিবরণ অবিকল পূর্বের ন্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করা

হাদীস : ৩৩৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ হতে কোন একটি দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সে যেন আল্লাহর সঙ্গে মোকাবিলায় লিপ্ত হল। আর যে লোক জেনে-শুনে বাতিল বা অন্যায় সমর্থনে ঝগড়ায় লিপ্ত হল, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মধ্যেই পড়ে রইল। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন সম্পর্কে এমন অপবাদ রটাল, যে দোষ তার মধ্যে নেই, যতক্ষণ না সে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায় তার উক্তি হতে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামীদের দূষিত রক্ত ও পূজের মধ্যে অবস্থান করাবেন। -আহমদ ও আবু দাউদ। আর বায়হাকীর কিতাব শোআবুল ঈমানের এক রেওয়াতে আছে, যে লোক কোন ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে কোন পক্ষের সাহায্য-সহযোগিতা করল, অথচ তার এইটুকুও জানা নেই যে, উহা ন্যায় বা অন্যায়, তবে সে তা পরিহার না করা পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকবে।

চুরি প্রমাণিত হলে হাত কাটতে হবে

হাদীস : ৩৩৩৭ ॥ হযরত আবু উমাইয়া মুখযুমী (রা) হতে বর্ণিত, একদা নিশ্চয়ই রাসূল (স)-এর কাছে এক চোরকে আনা হল। অবশ্য যে পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করল যে, সে চুরি করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে চুরির কোন মাল পাওয়া যায় নি। তখন রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার ধারণা যে, তুমি চুরি কর নি। কিন্তু সে বলল, হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি। উক্ত কথাটি দুই কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই চুরি করেছি বলে স্বীকার করল। অতপর তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তার হাত কাটা হল। ইহার পর তাকে আবারও রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত করা হল, তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, যাও, আল্লাহর কাছে মাফ চাও এবং তওবা কর। সে বলল, আমি আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছি এবং তওবা করেছি। অতপর রাসূল (স) তার জন্য তিনবার এই দোয়া করলেন। আয় আল্লাহ! তার তওবা কবুল কর। -(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দরেমী) ঘ ই৮০ - ৭৫১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মদ্যপানের শাস্তির বিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

মদপানকারীর জন্য শাস্তির বিধান আছে

হাদীস : ৩৩৩৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) মদ্যপানের জন্য খুরমা গাছের ডাল ও জুতার দ্বারা প্রহার করেছেন এবং আবু বকর (রা) চল্লিশ চাবুক মেরেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আনাস (রা) হতে অন্য এক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) মদ্যপায়ীকে জুতা ও খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করতেন।

হযরত ওমর (রা) মদ্যপানকারীকে চল্লিশ চাবুক মেরেছিলেন

হাদীস : ৩৩৩৯ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সময়, আবু বকরের খেলাফতকালে এবং ওমরের খেলাফতের প্রারম্ভে মদ্যপায়ীকে এনে উপস্থিত করা হত। তখন আমরা আমাদের হাত, জুতা এবং চাদর দ্বারা তাকে আঘাত করতাম। কিন্তু হযরত ওমরের খেলাফতের শেষ দিকে তিনি চল্লিশ চাবুক মারতেন। আর যখন তারা সীমাতিক্রম করতে লাগল এবং ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হতে আরম্ভ করল, তখন তিনি আশি দোররা মারতে লাগলেন।

–(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে মদপান করে তাকে দোররা মারতে হবে

হাদীস : ৩৩৪০ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাকে দোররা লাগাও। যদি সে চতুর্থবারও মদ্যপানের পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে কতল করে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর এক সময় এমন এক ব্যক্তিকে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত করা হল, যে চতুর্থবার মদ্যপান করেছে। কিন্তু তিনি তাকে প্রহার করলেন অথচ 'কতল' করেন নি। –তিরমিযী, আর আবু দাউদ এই হাদীসটি কাবীসা ইবনে যুওয়ায়ব হতে রেওয়াতে করেছেন। এতদভিন্ন তিরমিযী ও আবু দাউদের অন্য রেওয়াতে এবং নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং দারেমীর রেওয়াতে রাসূল (স)-এর এক দল সাহাবী –ইবনে ওমর, মুআবিয়া, আবু হুরায়রা এবং শারীদ প্রমুখ হতে 'তাকে হত্যা করে ফেল' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (স) মদপানকারীকে মারধর করার নির্দেশ দিলেন

হাদীস : ৩৩৪১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রা) বলেন, একটি দৃশ্যকে আমি যেন এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর তা হল এই একদা রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল। সে মদ্য পান করেছিল। তখন তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এটাকে মার। সুতরাং তাকে কেউ জুতার দ্বারা আবার কেউ লাঠির দ্বারা এবং কেহ খেজুর ডাল দ্বারা লোকটিকে আঘাত করল। বর্ণনাকারী ইবনে ওহাব বলেন, এই হাদীসে মীখা-এর অর্থ হর খেজুরের কাঁচা ডাল। অতপর রাসূল (স) স্বয়ং নিজেই যমীন হতে কিছু মাটি তুলে নিলেন এবং ঘৃণা ও নিন্দার ছলে উহা তার মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। –(আবু দাউদ)

মদ খেলে তাকে পেটানোর নির্দেশ

হাদীস : ৩৩৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নিশ্চয়ই রাসূল (স)-এর কাছে এমন এক লোককে আনা হল, যে মদ্য পান করেছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা লোকটিকে পেটাও। সুতরাং আমাদের কেউ হাত দ্বারা কেউ চাদর দ্বারা আবার কেউ জুতার দ্বারা তাকে মারধর করল। অতপর তিনি বললেন, এই কাজের দরুণ তোমরা তাকে ভর্ৎসনা ও নিন্দা জ্ঞাপন কর। সুতরাং লোকেরা তার সামনে গিয়ে তাকে মুখোমুখি তিরস্কার করতে করতে বলল, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? তোমার কি আল্লাহর আযাবের ভয় নেই? রাসূল (স) হতেও কি তোমায় লজ্জাবোধ হল না ইত্যাদি দ্বারা তাকে নিন্দা করতে গিয়ে কোন এক ব্যক্তি বলে ফেলল, 'আল্লাহ তোমাকে অপমান ও লাঞ্ছিত করুক'। এই কথা শুনে রাসূল (স) বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা তাকে এরূপ কথা বা এরূপ বদদোয়া করিও না। তোমরা এরূপ বল তার ব্যাপারে শয়তানের মদদ ও সাহায্য করো না; বরং তোমরা এভাবে বল, আয় আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ! তার প্রতি অনুগ্রহ কর। –(আবু দাউদ)

মাতলামি করার কেসাস জারি হয়নি

হাদীস : ৩৩৪৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মদ্য পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। লোকেরা তাকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে রাস্তার মধ্যে মাতলামি করছে। অতপর লোকেরা তাকে রাসূল (স)-এর সমীপে ধরে নিয়ে আসতে লাগল। যখন সে হযরত আব্বাস (রা)-এর ঘরের কাছাকাছি ে ল, তখন সে লোকদের হাত হতে ছুটে গিয়ে আব্বাসের গৃহে পৃবেশ করল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল। পরে লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে এসে এই খবর জানালে তিনি হেসে ফেললেন এবং বললেন, সে কি এরূপ করেছে? এবং তিনি তার ব্যাপারে কোন কিছুর নির্দেশ করেন নি।

ফাইল–৭৫২

–(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মদপানের হদ নির্ধারিত হয়নি

হাদীস : ৩৩৪৪ ॥ হযরত ওমায়ের ইবনে সায়ীদ নাখয়ী (র) বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, কারও উপর আমি শাস্তি প্রয়োগ করলে এসে সে যদি মারা যায়, তবে আমি এই জন্য কখনো দুঃখিত বা অনুতপ্ত হব না। কিন্তু মদ্যপায়ীর ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কখনো যদি সেই মদ্যপায়ী শাস্তি প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেছে তখন আমি তার জরিমানা আদায় করেছি। আর তা এ জন্য ছিল যে, নিশ্চয় রাসূল (স) এটার 'হদ' নির্ধারণ করেন নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদপানকারীকে আশি দোররা মারতে হবে

হাদীস : ৩৩৪৫ ॥ সওর ইবনে যায়দ দায়লামী (রা) বলেন, মদ্যপায়ীর শাস্তির ব্যাপারে হযরত ওমর (রা) সাহাবাদের পরামর্শ চাইলেন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, আমি মনে করি, তাকে আশি দোররা লাগান উচিত। কেননা, যখন সে মদ্যপান করে, তখন সে মাতাল হয়ে পড়ে, আর মাতাল আবোল তাবোল বকাবাকি করে। আর যখন সে আবোল তাবোল বকে তখন সে মিথ্যা অপবাদও রটায়। সেই হতে হযরত ওমর (রা) মদ্যপায়ীকে আশি দোররা মারার নির্দেশ দিলেন। -(মালিক)

চতুর্দশ অধ্যায়

সাজাপ্রাপ্তদের বদ দোয়া না করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সব অপরাধীকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৩৪৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং হিমার উপাধিতে পরিচিত ছিল। সে তার আচরণে রাসূল (স)-কে হাসাত। মদ্য পানের অপরাধে রাসূল (স) তাকে একবার চাবুক মেরেছিলেন। আবার একদিন এই অপরাধে রাসূল (স)-এর কাছে আনা হল। তিনি নির্দেশ করলেন, তখন তাকে চাবুক মারা হল। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হউক। কতবারই না তাকে এই অপরাধে আনা হল? এতে রাসূল (স) বললেন, তার উপর লা'নত করিও না। আল্লাহর কসম! আমি তার সম্পর্কে জানি যে, সে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে মহব্বত করে। -(বোখারী)

মদপানকারীকে মারধর করা যায়

হাদীস : ৩৩৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে মদ্য পান করেছে। তিনি বললেন, তোমরা এই লোকটিকে পেটাও। তখন আমাদের কেউ তার হাতের দ্বারা, আবার কেউ জুতার দ্বারা এবং কেউ কাপড় দ্বারা মারধর করল। যখন সেই ব্যক্তি ফিরে গেল, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে কেউ বলে উঠল, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক। তার এই কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, তোমরা তাকে এইরূপ বলিও না, তার প্রতি শয়তানের সাহায্য করিও না। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা

হাদীস : ৩৩৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মায়েয আসলামী রাসূল (স)-এর কাছে এসে স্বীকার করল যে, সে এক মহিলার সাথে হারাম কাজ করেছে। এই কথাটি সে চারবার স্বীকার করল; কিন্তু প্রত্যেকবারই রাসূল (স) তার দিক হতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উদ্দেশ্য, সে তার কথা হতে ফিরে যাক। কিন্তু সে বারবার একই কথা বলতে থাকে। পরে রাসূল পঞ্চমবার তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, তুমি কি উক্ত মহিলাটির সাথে সহবাস করেছ? সে বলল, হ্যাঁ, রাসূল (স) কথাটি আরও স্পষ্ট হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা! তোমার লজ্জাস্থান তার লজ্জাস্থান (ফুরূজ)- এর মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি এমনভাবে যে, সুরমার শলা সুরমাদানীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং বালতি রশিসহ কূপের ভিতরে ঢুকে যায়? উত্তরে সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! তুমি কি জান যিনা কাহাকে বলে? সে বলল, হ্যাঁ জানি। আমি তার সাথে এমনভাবে হারাম কাজ করেছি, যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হালালভাবে সঙ্গম করে।

অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই সমস্ত কথার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? সে বলল, আমি চাই যে, আপনি আমাকে এই গুনাহ হতে পবিত্র করে দেন। সুতরাং তিনি আদেশ করলেন, ফলে তাকে রজম করা হল। এরপর রাসূল (স) তাঁর দুজন সাহাবিকে আলোচনা করতে শুনলেন যে, একজন অপরজনকে বলছে, ঐ লোকটির অবস্থা দেখ তো? আল্লাহ পাক তার দোষ গোপন করেছিলেন। কিন্তু তার মনের প্রেরণা তাকে ছাড়ল না। ফলে তাকে এমনভাবে পাথর নিক্ষে করে মারা হয়েছে, যেমন কুরকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তাদের উভয়ের বাক্যালাপ শুনে রাসূল (স) নীরব থাকলেন এবং তিনি কিছুক্ষণ পথ চললেন। অবশেষে তিনি এমন একটি মৃত গাধার কাছে দিয়ে গেলেন যার পা ফুলে উপরের দিকে উঠে রয়েছে। এবার তিনি বললেন, অমুক অমুক কোথায়? তারা বলল, এই তো আমরা ইয়া রাসূল (স)! তিনি বললেন, তোমরা দুজন নামো এবং এই মৃত গাধাটির গোশত খাও। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মৃত গাধার গোশত কে খেতে পারবে? এবার তিনি বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তোমরা দুজন তোমাদের ভাইয়ের ইজ্জত আবরুকে যে নষ্ট করলে, তা এ মৃত গাধার গোশত খাওার চাইতেও অধিক জঘন্য। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই এখন বেহেশতের নহরসমূহে ডুব দিয়ে বেড়াচ্ছে। -(আবু দাউদ) যঈফ-৭৫৩

হদ কার্যকর করলে পাপ মুক্ত হয়

হাদীস : ৩৩৪৯ ॥ হযরত খুযায়মা ইবনে সাবেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে এবং তার উপর এই অপরাধের 'হদ' কায়েম করা হয়,তখন উক্ত 'হদ'ই তার অপরাধের কাফফারা হয়ে যায়।

-(শরহে সুন্নাহ)

দুনিয়ার হদ কার্যকর করলে আখেরাতে শাস্তি হবে না

হাদীস : ৩৩৫০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন অপরাধ করল, যার সাজা নির্ধারিত আছে। আর দুনিয়াতে উহা তার উপর কার্যকরীও করা হয়েছে, আল্লাহ পাক তার বান্দার প্রতি সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। তিনি ন্যায়কে খুব বেশি পছন্দ করেন। সুতরাং তাকে পরকালে দ্বিতীয়বার সাজা দেবেন না। আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করল, অথচ আল্লাহ তার সেই অপরাধকে গোপন করে রেখেছেন এবং শাস্তি প্রয়োগ হতে অব্যাহতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়ালু। সুতরাং পরকালে তাকে ঐ অপরাধে আর সাজা দেবেন না, যা দুনিয়াতে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর তিরমিযী এই হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।)

যঈফ-৭৫৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

সতর্কতামূলক শাস্তি প্রদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্যান্য শাস্তি দশ চাবুক

হাদীস : ৩৩৫১ ॥ হযরত আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্য কোন অপরাধে দশ চাবুকের বেশি প্রয়োগ করা জায়েয নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখমণ্ডলে মারধর করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৩৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মারধর করে, তখন অবশ্যই যেন মুখমণ্ডলে না মারে। -(আবু দাউদ)

কোন মুসলমানকে ইহুদী বললে বিশ চাবুক মারতে হবে

হাদীস : ৩৩৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তিকে 'ইহুদী' বলে, তখন তাকে বিশ বার চাবুক মার। অনুরূপভাবে যদি কাহাকেও 'হিজড়া' বলে, তখনও তাকে বিশ দোররা লাগাও। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তার কোন মাহরাম নারীর সাথে যিনা করে, তখন তাকে 'কতল' কর। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।) যঈফ-৭৫৫

আল্লাহর সাথে খেয়ানত করলে মারধর করা যায়

হাদীস : ৩৩৫৪ ॥ হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমরা লোক লোককে আল্লাহর পথে খেয়ানত করতে পাও, তবে তার সমুদয় মাল পুড়িয়ে ফেল এবং তাকে প্রহার কর। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ। আর তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।) যঈফ-৭৫৬

ষোড়শ অধ্যায়

মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতিপ্রদর্শনের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাবীয প্রস্তুত করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৩৫৫ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) শুকনো এবং কাঁচা খেজুরকে একত্র করে শুকনো আঙ্গুর এবং শুকনা খেজুরকে মিশ্রিত করে এবং কাঁচা ও তাজা খেজুরকে একত্র করে নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। অতপর বলেছেন, প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভিজিয়ে শরবত প্রস্তুত কর। −(মুসলিম)

মদ সিরকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে না

হাদীস : ৩৩৫৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, মদকে সিরকায় পরিণত করা জায়েয আছে কিনা? তিনি বললেন, না। −(মুসলিম)

মদ ঔষধ নয় নেশা উৎপাদনকারী বস্তু

হাদীস : ৩৩৫৭ ॥ ওয়ায়েল হাযয়ামী (রা) হতে বর্ণিত যে, হযরত তারেক ইবনে সুওয়ায়দ (রা) রাসূল (স)-কে মদ ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। পরে তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করি? রাসূল (স)-বললেন তা ঔষধ নহে; বরং তা নিজেই রোগ। −(মুসলিম)

খেজুর আঙ্গুর থেকে মদ উৎপন্ন হয়

হাদীস : ৩৩৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, এই দুই প্রকারের গাছ হতে মদ প্রস্তুত হয়। −খেজুর ও আঙ্গুর। −(মুসলিম)

পাঁচ প্রকারে জিনিস দিয়ে মদ তৈরি হয়

হাদীস : ৩৩৫৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা হযরত ওমর (রা) মিম্বরের উপর খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, অবশ্যই মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছে। আর উহা সাধারণত পাঁচ প্রকারের জিনিস দ্বারা প্রস্তুত হয়। −(আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। মদ তাই যাহা বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়। −(বোখারী)

মদপান হারাম ঘোষিত হয়েছে

হাদীস : ৩৩৬০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, মদ যে মুহূর্তে হারাম করা হয়, তখন আমাদের মধ্যে আঙ্গুরের তৈরী মদ খুব কমই প্রচলিত ছিল। সাধারণত কাঁচা ও পাকা খেজুর হতে আমাদের মদ প্রস্তুত হত। −(বোখারী)

বিতআ এক প্রকার মদ জাতীয় পানীয়

হাদীস : ৩৩৬১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে 'বিতআ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, অর্থাৎ মধু হতে তৈরি মদ সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন, যে কোন পানীয় নেশা সৃষ্টি করে তা-ই হারাম। −(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক নেশা উৎপন্নকারী জিনিসই মদ

হাদীস : ৩৩৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বরাবরই মদ পান করেছে এবং তা হতে তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করেছে, সে পরকালে তা পান করতে পারবে না। −(মুসলিম)

নেশা সৃষ্টিকারী কোন কিছুই পান করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৩৬৩ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি ইয়ামান দেশ হতে আগমন করল এবং রাসূল (স)-কে ঐ মদের বিধান জিজ্ঞাসা করল, যা তাদের দেশে পান করা হয়। এই মদটি জোয়ার হতে প্রস্তুত করা হয়। তারা উহামে 'মিযর' বলে। এর উত্তরে রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এর দ্বারা কি নেশা সৃষ্টি হয়? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রত্যেক জিনিসই হারাম। আর আল্লাহর প্রতিজ্ঞা হল এই যে, যে লোক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস পান করবে, তিনি তাকে 'তানাতুল খাবাল' পান করাবেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' জিনিসটা কী? তিনি বললেন, তা জাহান্নামীদের গায়ের ঘাম, অথবা তিনি বলেছেন, দোযখীদের রক্ত ও পুঁজ। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন মদপান করলে চল্লিশ দিন নামায কবুল হবে না

হাদীস : ৩৩৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, আল্লাহ পাক চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করে না। অবশ্য যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কুবল করেন। যদি সে পুনরায় মদ্যপান করে, আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করেন না। আবার যদি সে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। যদি সে আবারও মদ্যপান করে, আল্লাহ চল্লিশ দিন নাগাদ তার নামায কবুল করেন না। পুনরায় যদি সে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। যদি সে চতুর্থবারও মদ্যপানের পুনরাবৃত্তি করে, তা হলে আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করে না। এবারও যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন না এবং আল্লাহ তাকে 'নহরে খাবাল' হতে অর্থাৎ, জাহান্নামীদের রক্ত ও পূজের নহরত হতে পান করাবেন। -(তিরমিযী। আর নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে রেওয়াতে করেছেন।

যে জিনিস বেশি পান করলে নেশা হয় তা হারাম

হাদীস : ৩৩৬৫ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে জিনিস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস হারাম

হাদীস : ৩৩৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে জিনিস এক 'ফারাক' পরিমাণ ব্যবহার করে নেশা সৃষ্টি করে, তা হাতের অঞ্জলি পরিমাণ ব্যবহার করাও হারাম। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

খেজুর কিশমিশ থেকে মদ তৈরি হয়

হাদীস : ৩৩৬৭ ॥ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই গম, যব, খেজুর, কিশ্‌মিশ এবং মধু হতেও মদ প্রস্তুত হয়। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

মদ এতিমের সম্পদ হলেও তা ঢেলে ফেলতে হবে

হাদীস : ৩৩৬৮ ॥ হযরত আবা সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে কোন এক এতিমের কিছু মদ ছিল। যখন সূরা মায়েদা নাযিল হল তখন আমি এই সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূল (স)! উহা তো এতিমের মাল। তিনি বললেন, তবুও তাকে ঢেলে ফেল। -(তিরমিযী)

মদের পাত্রও ভেঙে ফেলার নির্দেশ আছে

হাদীস : ৩৩৬৯ ॥ হযরত আনাস (রা) আবু তালহা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূল (স)! আমি সে সমস্ত এতিমদের জন্য কিছু মদ ক্রয় করেছি যার আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হচ্ছে। রাসূল (স) বললেন, মদ ফেলে দাও এবং তার পাত্রগুলোও ভেঙে ফেল। -তিরমিযী। অবশ্য তিরমিযী এই হাদীসটিকে যঈফ বলেছে। আর আবু দাউদের রেওয়াতে আছে, আবু তালহা (রা) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তার তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত এতিম আছে, মীরাস সূত্রে তারা কিছু মদের মালিক হয়েছে। তিনি বললেন, তা ফেলে দাও। আবু তালহা বললেন, আচ্ছা, আমি কি উহাকে সিরকা বানাতে পারব না? তিনি বললেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপকারী জিনিস ব্যবহার নিষেধ

হাদীস : ৩৩৭০ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী ও জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপকারী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ) যঈফ— ৭৫৭

কোন অবস্থায়ই মদ পান করা যাবে না

হাদীস : ৩৩৭১ ॥ হযরত দায়লামে হিমইয়ারী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমরা গম দ্বারা মদ তৈরী করি। উহা পানে আমাদের দেহে শক্তির সঞ্চার হয় এবং আমাদের শরীরে শক্তি যোগায় এবং আমাদের অঞ্চলের শীত হতে আত্মরক্ষা করে। রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে কি নেশা হয়? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, তাতে নেশা হয়। তিনি বললেন, তা হতে বেচে থাক। আমি বললাম, আমাদের দেশের লোকেরা তা বর্জন করবে না। এবার তিনি বলেন, যদি তারা তা পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। -(আবু দাউদ)

মদ, জুয়া কূবা ও গোবায়রা প্রভৃতি নিষেধ

হাদীস : ৩৩৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) মদ, জুয়া, কূবা ও গোবায়রা প্রভৃতিকে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরও বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। -(আবু দাউদ)

খোটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ৩৩৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মাতা-পিতার সঙ্গে নাফরমানীকারী, জুয়াড়ী, উপকার করে খোটাদানকারী ও হামেশা মদ্যপায়ী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। -দারেমী, দারেমীর অন্য আরেক রেওয়াতে জুয়াড়ির পরিবর্তে আছে, জারজ সন্তান বেহেশতে প্রবেশ করবে না বলেছে।

মদপান করলে দোযখে পুঁজ পান করান হবে

হাদীস : ৩৩৭৪ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত ও বরকত এবং দুনিয়াবাসীর জন্য হেদায়ত ও পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং আমার সেই মহাপরাক্রমশালী প্রভু সর্বপ্রকারের ঢোল ও যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তিসমূহ, শূলি ও ক্রুশ এবং জাহেলী যুগের বদ রসম ও কুসংস্কার নির্মুল ও ধ্বংস করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমার মহা পরাক্রমশালী রব তাঁর মহাক্ষমতার শপথ করে বলেছেন, আমার বান্দাদের যে কোন বান্দা এক ঢোক মদ পান করবে, আমি নিশ্চয় তাকে অনুরূপ দোযখীদের পচা পুঁজ পান করাব। আর যে লোক আমার ভয়ে তা পান করা বর্জন করবে, আমি অবশ্যই পবিত্র কূপ হতে তাকে পান করাব। -(আহমদ)

দাইউস ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পারবে না

হাদীস : ৩৩৭৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোকদের জন্য আল্লাহ পাক বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন। নিত্য মদ পানকারী, পিতা-মাতার নাফরমানকারী, অবাধ্য লোক এবং দাইউস, অর্থাৎ যে লোক তার পরিবারের কুকর্মকে স্বীকৃতি দেয়। -আহমদ ও নাসাঈ)

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ৩৩৭৬ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। নিত্য মদ্যপায়ী, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী এবং জাদু টোনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী আহমদ

মদ পান করা অবস্থায় মারা গেলে দোযখী হবে

হাদীস : ৩৩৭৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিত্য মদ্যপায়ী অবস্থায় যার মৃত্যু ঘটবে, সে মূর্তিপূজকের ন্যায় আল্লাহ পাকের সম্মুখীন হবে। -(আহমদ)

মূর্তিপূজা আর মদপানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

হাদীস : ৩৩৭৮ ॥ হযরত আবু মুসা আশ্আরী (রা) বলতেন, আমার কাছে এই দুয়ের মধ্যে কোন রকমের প্রভেদ নেই, আমি মদপান করব অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে খুঁটির পূজা করব। -(নাসাঈ)

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রশাসন ও বিচার পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমীরের আনুগত্য করা অবশ্য করণীয়

হাদীস : ৩৩৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, বস্তুত সে আল্লাহ্র নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম বা শাসক হলেন, ঢালস্বরূপ, তাঁর পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর দ্বারা নিরাপদে থাকা যায়। সুতরাং যে শাসক বা ইমাম খোদার প্রতি ভয়-ভীতি রেখে তাঁর বিধান মোতাবেক শাসন চালায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, এর বিনিময়ে সে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু যদি সে তার বিপরীত কোন কথা বলল বা কোন কাজ করল, তা হলে তার গুনাহ্ এবং সাজাও তার উপর বর্তাবে। -(বোখারী মুসলিম)

শাসনকর্তার আদেশ নিষেধ মেনে চল

হাদীস : ৩৩৮০ ॥ হযরত উম্মুল হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন বিকলাঙ্গ কুৎসিত ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তার আনুগত্য কর। -(মুসলিম)

যে কোন শাসনকর্তার হুকুম মানতে হয়

হাদীস : ৩৩৮১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা হুকুম শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট হাবশী গোলামকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। –(বোখারী)

প্রত্যেক মুসলমানের আনুগত্য করা উচিত

হাদীস : ৩৩৮২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে নির্দেশতার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ না তাকে নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি তার প্রতি নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার দায়িত্ব নেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

ন্যায় ও সৎকাজের ক্ষেত্রে আনুগত্য করতে হবে

হাদীস : ৩৩৮৩ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নাফরমানীর ব্যাপারে আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায় ও সৎ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। –(বোখারী ও মুসলিম)

সর্ব অবস্থায় আনুগত্য পালন করতে হয়

হাদীস : ৩৩৮৪ ॥ হযরত ওবাদাতা ইবনে ছামেত (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স) কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিলাম এই প্রতিজ্ঞার উপর যে, আমরা মেনে চলব ও আনুগত্য করব কষ্টে, আরামে, সুখে ও দুঃখে, আমাদের উপর কোন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেও আমরা সবর করব, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করব না। সত্যের উপর অবিচল থাকব। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আল্লাহর পথে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে আমরা মোটেই পরোয়া করব না। অন্য এক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) আমাদের কাছে হতে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, আমরা নিযুক্ত শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না। অবশ্য তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই বা বিদ্রোহ করতে পার, যদি তাকে প্রকাশ্যে কুফরী তথা গুনাহর কাজে লিপ্ত হতে দেখ। আর সে ব্যাপারে যাকে তোমাদের কাছে আল্লাহর কোরআন-এর ভিত্তিতে কোন দলিল প্রমাণ থাকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সাধ্যমত আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হয়

হাদীস : ৩৩৮৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, যখনই আমরা রাসূল (স)-এর কাছে শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়আত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদেরকে বলতেন, যা তোমাদের সাধ্যমত হয় তা-ই কর। –(বোখারী ও মুসলিম)

জামাত থেকে এক বিঘত দূরে সরলে জাহেলিয়াত প্রবেশ করবে

হাদীস : ৩৩৮৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ তার শাসককে অপছন্দীয় কিছু করতে দেখে, তবে তার ধৈর্যধারণ করা উচিত। কেননা, যে কেউ ইসলামী জামাআত বা সংগঠন হতে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হল, সে জাহেলিয়াতের যুগের মত মৃত্যুবরণ করল। –(বোখারী ও মুসলিম)

আনুগত্য ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু

হাদীস : ৩৩৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন, যে কেউ শাসকের আনুগত্য হতে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানের জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় সে মরে গেলে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের উপরই হবে। আর যে কেউ এমন পতাকার তলে যুদ্ধ করে, যার হক ও বাতিল হওয়ার সম্পর্কে জানা নেই; বরং সে খান্দানী ক্রোধের বশীভূত হয় কিংবা বংশীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকেদের সে দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রীয় প্রেরণায় মদদ ও সাহায্য করে, এমতাবস্থায় সে নিহত হলে জাহেলিয়াতের উপরই নিহত হবে। আর যে কেউ আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করল এবং তাতে নেক-বদ (ভাল-মন্দ) সকলের উপর আক্রমণ করতে লাগল, এমন কি তা হতে আমার উম্মতের কোন মু'মিনও রেহাই পেল না। আর আশ্রিত তথা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যে চুক্তি-সন্ধি রয়েছে তাও পূরণ করল না। (অর্থাৎ, তার উপরও আক্রমণ করল), আমার সাথে এমন ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই এবং তার সাথেও আমার কোন সম্পর্ক নেই। –(মুসলিম)

যাকে লোকজন ঘৃণা করে সেই খারাপ শাসক

হাদীস : ৩৩৮৮ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আল আশজায়ী (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের শাসকদের মধ্যে সেই শাসকই উত্তম যাকে তোমরা ভালোবাস, আর যারা তোমাদেরকে ভালোবাসে। আর তোমরা

তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের সেই শাসকই মন্দ, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। আর তাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এমতাবস্থায় আমরা কি সেই সমস্ত শাসকদেরকে অপসারণ করে তাদের সাথে কৃত বায়আত ভঙ্গ করে ফেলব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করে, যাবৎ তারা তোমদের মধ্যে নামায কায়েম করে। সাবধান! যে ব্যক্তিকে তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করা হয়, আর যদি তার মধ্যে আল্লাহ্র নাফরমানীর কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়, তখন তোমরা তার সেই নাফরমানীর কাজটিকে ঘৃণার সাথে অপছন্দ কর, কিন্তু তার আনুগত্য হতে হাত গুটাতে পারবে না। -(মুসলিম)

যে পর্যন্ত নামায পড়ে সে পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষেধ

হাদীস : ৩৩৮৯ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের উপর এমন সব শাসক নিযুক্ত করা হবে, যারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। সুতরাং যে লোক তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করল সে ব্যক্তি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মনে মনে উক্ত কাজটিকে খারাপ জানল, সে ব্যক্তিও নিরাপদে রইল। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং উক্ত শাসকের সে কাজে আনুগত্য করল, তখন সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসূল্লালাহ, এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ তারা নামায পড়ে। না, যতক্ষণ তারা নামায পড়ে। (বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে বর্ণিত-যে ব্যক্তি অন্তরে উক্ত কাজকে অপছন্দ করল ও অগ্রাহ্য করল)। -(মুসলিম)

স্বজনদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে

হাদীস : ৩৩৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, অচিরেই তোমরা আমার প্রতি স্বজনপ্রীতি এবং এমন সব কাজ দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। সাহাবিরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমাদেরকে কী করতে আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা তাদের প্রাপ্য তাদেরকে পরিশোধ করে দেবে এবং নিজেদের প্রাপ্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

যার যার কর্তব্য পালন করবে

হাদীস : ৩৩৯১ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) বলেন, একবার সালমা ইবনে ইয়াযীদ জু'ফী রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী। আপনি আমাদেরকে এই সম্পর্কে কি আদেশ করেন? যদি আমাদের উপর এমন শাসক চাপিয়ে বসে, যে আমাদের কাছে হতে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে চায়, কিন্তু তারা আমাদের প্রাপ্য আদায় করতে অস্বীকার করে? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের আদেশ শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। কেননা, তাদের কর্তব্য তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা আর তোমাদের কর্তব্য হল তোমাদের উপর অর্জিত দায়িত্ব পালন করা।

-(মুসলিম)

বায়আত না করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু

হাদীস : ৩৩৯২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি শাসক বা ইমামের আনুগত্য হতে হাত গুটায়ে নেন, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার কাছে প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে ইমাম (শাসক)-এর আনুগত্যের বায়আত করে নাই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। -(মুসলিম)

প্রথম জনের পর প্রথম জনের আনুগত্য করতে হবে

হাদীস : ৩৩৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য আরেকজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নাই। অবশ্য খলীফা হবেন এবং তাঁরা হবেন অনেক। সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমাদেরকে কী করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, প্রথমজনের পর প্রথমজনের বায়আত পূর্ণ করবে। অর্থাৎ, তোমাদের উপর তাদের যে হক অধিকার রয়েছে তোমরা তা আদায় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তাদের সম্পর্কে যাদের উপর (তাদেরকে) শাসক বানিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুজন খলিফা দাবী করলে দ্বিতীয়জনকে হত্যা করবে

হাদীস : ৩৩৯৪ ॥ হযরত আবু সায়ীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি একই সময়ে দুইজন খলীফা বায়আতের দাবী করে, তখন তাদের দ্বিতীয়জনকে কতল করে ফেল। -(মুসলিম)

উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে শাস্তি দিতে হবে

হাদীস : ৩৩৯৫ ॥ হযরত আরফাজা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, অচিরেই বিভিন্ন ধরনের নূতন নূতন বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় এবং তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর। চাই সে যে কেউই হোক না কেন। -(মুসলিম)

যে ঐক্য স্পষ্ট করতে চায় তাকে হত্যা করবে

হাদীস : ৩৩৯৬ ॥ হযরত আরফাজা (রা) বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি বৈধ ও নির্বাচিত খলীফার বিরুদ্ধাচরণ করার সংকল্প নিয়ে তোমাদের কাছে আসে, অথচ অবস্থা হল এই যে, তোমরা কোন একজন খলীফা বা শাসকের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ রয়েছো। তবে যে লোক তোমাদের সে ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে কতল করে দাও। -(মুসলিম)

বায়আত গ্রহণ করলে আনুগত্য করতে হবে

হাদীস : ৩৩৯৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমামের বায়আত গ্রহণ করল, অর্থাৎ, নিজের হাত তাঁর হাতে দিয়ে আনুগত্যের শপথ করল এবং অন্তর হতে সেই বায়আতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল, যে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। এর পর যদি কোন ব্যক্তি প্রথম ইমামের মোকাবিলায় দাঁড়ায়, তখন তোমরা পরবর্তী দাবীদারের ঘাড় সংহার করে দাও। -(মুসলিম)

নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নেই

হাদীস : ৩৩৯৮ ॥ হযরত আবদুল রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, (হে সামুরা!) নেতৃত্ব বা পদ চেয়ো না। কেননা, যদি তোমাকে তা চাওয়ার কারণে দেয়া হয়, তবে তা তোমার উপর সোপর্দ করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ব্যতীত দেয়া হয়, তা হলে এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষ ক্ষমতার জন্য লালায়িত থাকবে

হাদীস : ৩৩৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা অচিরেই ক্ষমতা ও পদের জন্য লালায়িত হয়ে পড়বে এবং এর কারণে অতিসত্বর কিয়ামতের দিন লজ্জিত হতে হবে; বস্তুত ধাত্রী কতই না উত্তম। আর ক্ষমতার দুধ ছাড়ান কতই না মন্দ। -(বোখারী)

শাসকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করলে মুক্তি

হাদীস : ৩৪০০ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, আমি আরয করলাম. ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাকে কোন স্থানের শাসক নিযুক্ত করবেন না? বর্ণনাকারী বলেন অতপর তিনি আমার স্কন্ধের উপর করাঘাত করে বললেন, হে আবু যর! তুমি একজন দুর্বল লোক। আর শাসনভার হল একটি আমানত, এর পরিণাম হল কিয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জা। অবশ্য সেই ব্যক্তির অপমান ও লজ্জার কারণ হবে না, যেই ব্যক্তি ন্যায়ভাবে তাকে গ্রহণ করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। অপর এক রেওয়াতে আছে, তিনি তাঁকে বললেন, হে আবু যর! আমি দেখেছি, তুমি একজন দুর্বল লোক এবং তোমার জন্য সেই কাজটিই পছন্দ করি, যেই কাজটি আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করি। তুমি কখনো দুইজন লোকের উপরও শাসক হয়ো না, এবং গ্রহণ করো না। আর এতিমের কোন মালের অভিভাবকও হয়ো না। -(মুসলিম)

শাসন ক্ষমতার প্রার্থী হতে রাসূল (স)-এর নিষেধ

হাদীস : ৩৪০১ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, একদা আমি ও আমার দুজন চাচাত ভাই রাসূল (স) কাছে গেলাম। তখন সেই দুজনের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যে সকল কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনি আমাদেরকেও তার মধ্য হতে কোন একটি শাসক হিসেবে নিযুক্ত করুন। এরপর দ্বিতীয়জনও অনুরূপই বলল। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা এই কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি না, যে তার প্রার্থী হয় এবং ঐ ব্যক্তিকেও না, যে তার জন্য লালায়িত হয়। অন্য এর রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) বললেন, আমরা আমাদের কোন কাজেই এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি না, যে তার আকাঙ্ক্ষা করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

শাসনভারকে যারা ঘৃণা করে তারাই উত্তম লোক

হাদীস : ৩৪০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রসূল (স) বলেছেন : এই শাসনভাকে যারা কঠোরভাবে ঘৃণা করে, তাদেরকেই তোমরা উত্তম লোক হিসেবে পাবে, যতক্ষণ তারা তাতে লিপ্ত না হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)।

প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে

হাদীস : ৩৪০৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পুরুষ ও তার পরিবারে একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীও তার স্বামীর ঘর-সংসার এবং সন্তানের উপর দায়িত্বশীল। তাকেও এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমন কি কোন ব্যক্তির গোলাম বা দাসও তার প্রভুর সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল। সেই দিন তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই কিয়ামতের দিন এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতারক শাসকের জন্য বেহেশতে হারাম

হাদীস : ৩৪০৪ ॥ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়, অতপর সে প্রতারক বা আত্মসাৎকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রজাদের নিরাপত্তা বিধান না করলে দোযখী

হাদীস : ৩৪০৫ ॥ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ প্রজাপালনের দায়িত্ব অর্পণ করেন; কিন্তু সে তাদের কল্যাণকর নিরাপত্তা বিধান করল না, সে বেহেশতের গন্ধও পাবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

যালেম ও নির্যাতনকারী সবচেয়ে মন্দ শাসক

হাদীস : ৩৪০৬ ॥ হযরত আয়েয ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, শাসকদের মধ্যে সকলের চয়ে মন্দ শাসক সে-যে যালেম ও নির্যাতনকারী। -(মুসলিম)

শাসক বিপজ্জনক কিছু চাপিয়ে দিলে তারও বিপদ হবে

হাদীস : ৩৪০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তথা এই দোয়া করেছেন, আয় আল্লাহ! যেই ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোন কাজের শাসক বা পরিচালক নিযুক্ত করা হয়, যদি সে তাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়, যা তাদের জন্য বিপদ ও কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ায়, তুমিও তার উপর সে মত বিপদ চাপিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের উপর কোন কাজের পরিচালক বা শাসক নিযুক্ত করা হয় আর সে তাদের সাথে সদাচরণ করে, তুমিও তার সাথে অনুরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। -(মুসলিম)

রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে

হাদীস : ৩৪০৮॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ন্যায় নীতিবান বিচারক আল্লাহর কাছে তাঁর ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার উভয় পার্শ্বই ডান। তারাই সে সমস্ত বিচারক বা শাসক, যারা নিজেদের বিচার-বিধানে, নিজেদের পরিবার-পরিজনে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। - (মুসলিম)

খলিফাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত দু'জন ফেরেশতা থাকে

হাদীস : ৩৪০৯ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ যাঁকেই নবী করে পাঠান অথবা যাঁকে খলীফা নিযুক্ত করেন, তার জন্য দুইজন গোপন পরামর্শদাতা থাকে। একজন পরামর্শদাতা তাঁকে সর্বদা ন্যায় ও সৎ কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং সে কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আর অপরজন তাঁকে অন্যায় ও অসৎ কাজের জন্য পরামর্শ দেয়, তার প্রতি উৎসাহিত করে। অতএব, নিষ্পাপ থাকবেন সে ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ রক্ষা ও হেফাযত করেন। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর কাছে কায়স ইবনে সাদ-এর মর্যাদা

হাদীস : ৩৪১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, কায়স ইবনে সা'দ (রা) রাসূল (স) এ কাছে এমন মর্যাদায় ছিলেন, যেমন শাসকের কাছে কোতওয়ালের মর্যাদা। -(বোখারী)

মহিলা শাসক হওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪১১ ॥ হযরত আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) এই সংবাদ পেলেন যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক নির্বাচিত করেছে, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কখনো সফলতা অর্জন করতে পারে না, যারা দেশ (রাষ্ট্র) পরিচালনার দায়িত্ব কোন মহিলার হাতে সোপর্দ করে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে

হাদীস : ৩৪১২ ॥ হযরত হারেস আশ্‌আরী (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ করেছি। (১) মুসলমানদের জামাআত ও সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িত রাখ। (২) শাসকের আদেশ-নিষেধ মেনে চল। (৩) তার আনুগত্য কর। (৪) হিজরত করা। (৫) আল্লাহর পথে জেহাদ কর। বস্তুত যে ব্যক্তি মুসলমানের দল হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে অবশ্যই নিজের গর্দান হতে ইসলামের রশিটি খুলে ফেলল, যে পর্যন্ত না ফিরে আসে এবং পুনরায় উক্ত জামাআতের সাথে জড়িত হয়। আর যে ব্যক্তি মানুষদেরকে জাহেলী যুগের সংস্কৃতির দিকে আহ্বান করে, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে ধারণাও করে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

শাসককে অপমান করতে নিষেধ করা হয়েছে

হাদীস : ৩৪১৩ ॥ হযরত যিয়াদ ইবনে কুসাইব আদভী বলেন, একদা আমি আবু বকর (রা) এর সাথে ইবনে আমেরের মিম্বরের নিচে বসেছিলাম। তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন; আর তাঁর পরনে ছিল একখানা চিকন ও মিহিন কাপড়। এটা দেখে আবু বেলাল বলল, তোমরা তোমাদের আমীরের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ, তিনি ফাসেকদের পোশাক পরিধান করেছেন। এ কথা শুনে আবু বাক্‌রা (রা) বাধা দিয়ে বললেন, চুপ কর, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ঐ বাদশাহকে অপমান ও তিরস্কার করে, যাকে আল্লাহ এই যমীনের বাদশাহ্ বানিয়েছেন, আল্লাহও তাকে অপমান করবেন। -(তিরমিযী এবং তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান গরীব।)

সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে সৃষ্টির আনুগত্য নেই

হাদীস : ৩৪১৪ ॥ হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নাই। -(শরহে সুন্নাহ্)

শাসকের যুলুম নির্যাতন তাকে ধ্বংস করবে

হাদীস : ৩৪১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দশজন লোকেরও শাসক হবে, কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার গলায় রশি লাগান হবে। সে গলবন্ধন হতে তার ন্যায় ইনসাফ তাকে মুক্ত করবে অথবা তার কৃত যুলুম ও নির্যাতন তাকে ধ্বংস করবে। -(দারেমী)

রাসূল (স) শাসকদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন

হাদীস : ৩৪১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অভিসম্পাত শাসকদের উপর, অভিসম্পাত মাতব্বরদের উপর, অভিসম্পাত আমানতদারদের উপর। বহুলোক কিয়ামতের দিন এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে কতই না উত্তম হত যদি তার কপালের চুল ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে দেয়া হত আর সে আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলতে থাকত, তবুও তাদেরকে সেসব নেতৃত্ব না দেয়া হত। -(শরহে সুন্নাহ ও আহমদ। আর আহমদের এক রেওয়াতে আছে, যদি তাদের কপালের কেশগুচ্ছ ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে দেয়া হত আর তারা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলতে থাকত, ঐ সমস্ত নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা লাভ করার চেয়ে অনেক উত্তম হত।

সরদারী ও মাতব্বরী একটি সত্য বস্তু

হাদীস : ৩৪১৭ ॥ গালেবুল কাত্তান একজন রাবী হতে, তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, সরদারী মাতব্বরী একটি সত্য বস্তু। লোকদের মধ্যে কেউ সরদার হওয়াটা অপরিহার্যও বটে। তবে অধিকাংশ নেতা ও সরদার দোযখী হবে। -(আবু দাউদ)

যালিম শাসক অচিরেই আবির্ভূত হতে থাকবে

হাদীস : ৩৪১৮ ॥ হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাকে অর্বাচীন নির্বোধ শাসকদের নেতৃত্ব হতে আল্লাহর হেফাযতে দিলাম। তিনি বললেন, তা কিরূপ হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তরে তিনি বললেন, অচিরেই আমার পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে। যেই ব্যক্তি তাদের কাছে যাবে, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তাদের অন্যায় কাজকর্মে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নাই তাদের সাথে আমারও কোন সম্পর্ক নাই। অবশেষে তারা হাউযে কাওসারে আমার কাছে আসতেও পারবে না। বস্তুত যারা তাদের কাছে ঘেঁষবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে না এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতাও করবে না, সে সমস্ত লোকেরা হবে আমার দলভুক্ত এবং আমিও হব তাদের দলভুক্ত। এরাই হাউযে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হবে। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

যে লোক শিকারের পিছনে দৌড়ায় সে গাফেল হয়

হাদীস : ৩৪১৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গ্রামে-গঞ্জে বসবাস করে, সে গোঁয়ার হয়। যে লোক শিকারের পিছনে দৌড়ায় সে গাফেল হয়। আর যে ব্যক্তি রাজা-বাগশাহদের কাছে যায় সে ফেতনায় পতিত হয়। -আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ। আবু দাউদের রেওয়ায়তে আছে, যে রাজা-বাদশাহর সংস্রবে থাকে সে ফেতনায় পতিত হয়। আর বান্দা যতই বাদশাহর নৈকট্যের দিকে অগ্রসর হয়, ততই আল্লাহ তায়ালা হতে তার দূরত্ব বেড়ে যায়।

যাবতীয় পদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে

হাদীস : ৩৪২০ ॥ হযরত মেক্‌দাম ইবনে মা'দীকারাব (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) তার কাঁধের উপর করাঘাত দিয়ে বললেন, হে কোদায়ম! যদি তুমি শাসক অথবা লেখক (পেশকার) অথবা মোড়ল সরদার ইত্যাদি পদে না থেকে মৃত্যুবরণ কর, তা হলে তুমি সফলকাম হলে। -(আবু দাউদ)

অন্যায়ভাবে যাকাত ট্যাক্স ওশর আদায়কারী জাহান্নামী

হাদীস : ৩৪২১ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কর আদায়কারী অর্থাৎ, অন্যায়ভাবে ওশর ও যাকাত আদায়কারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। -(আহমদ, আবু দাউদ ও দারেমী)

কিয়ামতে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার অধিকার হবে বাদশাহগণ

হাদীস : ৩৪২২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ শাসকই হবেন আল্লাহর কাছে সমস্ত লোকের চেয়ে প্রিয়তম এবং তাঁর নিকটতম মর্যাদার অধিকারী। আবার কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও যালেম শাসকই হবে আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষের চেয়ে ঘৃণিত ও কঠোরতম আযাবের অধিকারী। অন্য আরেক রেওয়ায়তে আছে, যালেম বাদশাহ মর্যাদায় আল্লাহর কাছে হতে বহু দূরে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলা জিহাদ

হাদীস : ৩৪২৩ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অত্যাচারী ও যালেশ শাসকের সম্মুখে হক কথা বলাই হল উত্তম জেহাদ। -তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্। অবশ্য আহমদ ও নাসাঈ হাদীসটি তারেক ইবনে শেহাব হতে বর্ণনা করেছেন।

কল্যাণকামী শাসকের নিষ্ঠাবান উজির থাকেন

হাদীস : ৩৪২৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আল্লাহ্ তায়ালা কোন শাসকের কল্যাণ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার জন্য একজন নিষ্ঠাবান উযীরের (পরামর্শদাতা) ব্যবস্থা করে দেন। যদি শাসক কোন কাজ করতে ভুলে যান তখন উযীর তাঁকে স্বরণ করে দেন। আর যদি তিনি উক্ত কাজ স্বরণে রাখেন, তখন উযীর তাঁকে সে কাজে মদদ ও সাহায্য করেন। আর যদি আল্লাহ্ তায়ালা কোন শাসকের সাথে এর বিপরীত অন্য কিছু (অকল্যাণ) করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য একজন কুস্বভাবের উযীর নির্ধারণ করে দেন। যদি শাসক কোন কাজ করতে ভুলে যান, উযীর তাঁকে স্বরণ করে দেয় না আর যদি তিনি স্বরণে রাখেনও, তবে উযীর তাঁর সহযোগিতা করে না।

-(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

শাসকের উচিত নয় জনসাধারণের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা

হাদীস : ৩৪২৫ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, শাসক যখন জনসাধারণের দোষত্রুটি অন্বেষণ করে, তখন তাদের অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায়। -(আবু দাউদ)

মানুষের গোপন দোষত্রুটি তালাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৪২৬ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি তুমি মানুষের গোপন দোষত্রুটি তালাশ করে বেড়াও তা হলে তুমি তাদেরকে খারাপ করে ফেললে। -(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে)

পরবর্তী শাসকরা খাজনা উঠিয়ে নিজেরা ভোগ করবে

হাদীস : ৩৪২৭ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বললেন, আমার পরে তোমরা তোমাদের ইমাম বা শাসকদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করবে? যখন তারা কাফেরদের কাছে হতে খেরাজ ও জিযিয়া উসুল করে এককভাবে নিজেরাই ভোগ করবে না স্বজনপ্রীতি করবে, প্রকৃত হকদারদেরকে দেবে না। আবু যর (রা) বলেন, উত্তরে আমি বললাম, সে মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠায়েছেন। অবশ্যই আমি আমার তলোয়ার

নিজের কাঁধের উপর তুলে নিব, অতপর আপনার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করব। তখন বললেন, আমি কি তোমাকে তা হতে উত্তম কাজের কথা বর্ণনা করব না? তা হল এই, আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) তুমি ধৈর্যধারণ কর। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমীর ও শাসকেরা কেয়ামতে আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে

হাদীস : ৩৪২৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বললেন, তোমরা কি অবগত আছ যে, কিয়ামতের দিন সকলের আগে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার (আরশের) ছায়ায় কোন শ্রেণীর লোকেরা স্থান পাবে? সাহাবারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন : ঐ সমস্ত লোকেরা, যাদেরকে হক কথা বলা হলে তৎক্ষণাৎ তা কবুল করে। আর যখনই ন্যায্য হক ও অধিকার চাওয়া হয়, সাথে সাথেই তা দিয়ে দেয় এবং মানুষের উপর অনুরূপভাবে শাসন করে, যেরূপ নিজের উপর শাসন করে। (অর্থাৎ, শাসন ও বিচার ব্যাপারে নিজের ও অপরের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।)

মানুষ তকদীরকে অবিশ্বাস করবে

হাদীস : ৩৪২৯ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য তিনটি জিনিসের আশঙ্কা করি। (ক) চাঁদের বা তারকার কক্ষপথ অতিক্রম করার হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টির কামনা করা। (খ) বাদ্শাহ বা শাসকের যুলুম ও অত্যাচার এবং (খ) তক্দীর (ভাগ্যলিপি)-কে অবিশ্বাস করা।

যখন কোন মন্দ কাজ করবে সাথে সাথে কোন সৎ কাজ করবে

হাদীস : ৩৪৩০ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, ছয় দিন তুমি অপেক্ষা কর। তারপর আমি তোমাকে কিছু কথা বলব। সপ্তম দিন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে (১) খোদাকে ভয় করার জন্য অসিয়ত করছি, চাই গোপনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে। (২) যখন তুমি কোন মন্দ কাজ করে বস তখন সঙ্গে সঙ্গে নেক (ভালো) কাজও করে ফেলবে। (৩) কখনো কারো কাছে কোন কিছুর 'সওয়াল' করো না, যদিও তোমার ছড়ি নিচে পড়ে যায়। (৪) তুমি কারো আমানত গ্রহণ করার দায়িত্ব নিয়ো না। (৫) দুইজনের মধ্যেও বিচারক হয়ো না।

পৃথিবীতে যে অধিক লোকের অভিভাবক কিয়ামতে তার অবস্থা

হাদীস : ৩৪৩১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দশ বা ততোধিক লোকের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছে, কিয়ামতের দিন সে গলায় শিকল পরা অবস্থায় উত্থিত হবে। তার হাত তার নিজের গর্দানের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। তাকে এই অবস্থা হতে একমাত্র তার নেক আমলই (ইন্সাফ ও ন্যায়নীতিই) মুক্ত করতে পারবে। অথবা তার কৃত গুনাহ্ (অপরাধ) তাকে ধ্বংস করবে। নেতৃত্বের প্রথম অবস্থায় নিন্দা ও তিরস্কার, মধ্যম অবস্থায় লজ্জা এবং পরিশেষে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতে হয়।

শাসন পরিচালনায় ইনসাফ কায়েম করতে হয়

হাদীস : ৩৪৩২ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হযরত মাআবিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুআবিয়া! যদি তুমি কোন দিন শাসক পদে নিযুক্ত হও, তবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং শাসন পরিচালনায় ইন্সাফ রক্ষা করে চলবে। মুআবিয়া বলেন, (স) এ উক্তির কারণে সেই দিন হতে সর্বদা আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, একদিন আমি নিশ্চয়ই এই দায়িত্বে নিয়োজিত হবো। শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষায় উপনীত হলাম।

সত্তর হিজরির গোড়ার দিকে ফেতনা বৃদ্ধি পাবে

হাদীস : ৩৪৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সত্তর সালের গোড়ার যুগ (এর ফেতনা) হতে এবং বাচ্চাদের নেতৃত্ব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাও। উপরে বর্ণিত এই হাদীস ছয়টি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত মুআবিয়ার বর্ণিত হাদীসটি বায়হাকী দালায়েলে নবুওত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

জনগণের চরিত্র অনুসারে শাসক নির্ধারিত হবে

হাদীস : ৩৪৩৪ ॥ ইয়াহইয়া ইবনে হাশেম হতে বর্ণিত, তিনি ইউনুস ইবনে আবু ইস্হাক হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যে চরিত্রের হবে, অনুরূপ চরিত্রের শাসক তোমাদের উপর নিয়োগ করা হবে।

বাদশাহ জমিনে আল্লাহর ছায়া বিশেষ

হাদীস : ৩৪৩৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই বাদ্শাহ হলেন যমীন আল্লাহ তায়ালার ছায়াবিশেষ। নির্যাতিত মযলুম বান্দাগণ তার কাছে আশ্রয় কামনা করে; সুতরাং যদি তিনি ন্যায়-নীতি অবলম্বন করেন, তবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার। আর প্রজাবৃন্দের কর্তব্য হল, তার শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আর যদি তিনি যুলুম ও নির্যাতনমূলক নীতি অবলম্বন করেন, তা হলে গুনাহর বোঝা চাপাবে তার মাথায় এবং প্রজাবৃন্দের উচিত তখন ধৈর্য ধারণ করা। ৭৬৭ (দ্বাঃ)

ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়

হাদীস : ৩৪৩৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সহনশীল ন্যায়পরায়ণ শাসকই হবেন আল্লাহর কাছে সমস্ত বান্দার চেয়ে উত্তম মর্যাদার অধিকারী। আর কিয়ামতের দিন নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসকের স্থান হবে আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।

কোন মুসলমানের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৩৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দিকে এমন রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকায়, যার কারণে সে ভয় পেয়ে যায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অনুরূপভাবে ভয় দেখাবেন। এই হাদীস চারটি বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহইয়ার হাদীসের ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা মুনকাতা এবং তার রেওয়ায়ত দুর্বল। যঈফ—৭৬৮

সমস্ত রাজা-বাদশাহর অন্তর আল্লাহর হাতের মুঠোয়

হাদীস : ৩৪৩৮ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, আমি হলাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহা (মা'বুদ) নাই। আমিই রাজা-বাদশাহদের মালিক এবং রাজাদের রাজা (শাহানশাহ্), সমস্ত বাদশাহ্র অন্তর আমার (কুদরতের) মুঠোর মধ্যে। বস্তুত বান্দাগণ যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে দয়া ও হৃদ্যতার সাথে তাদের দিকে ফিরিয়ে দিই। আর বান্দারা যখন আমার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তখন আমি তাদের অন্তরকে প্রজাদের জন্য কঠোর ও নিষ্ঠুর করে দিই। এরই ফলে তারা জনগণকে বিভিন্নভাবে কঠিন যাতনা দিতে থাকে। সুতরাং তোমরা তখন তোমাদের শাসকদের জন্য বদ-দো'আ করিও না; বরং নিজেদেরকে আল্লাহর যিকরে মশগুল রাখ ও তাঁকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ কর, যাতে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হই। —(আবু নুআইম হিলইয়া গ্রন্থে) যঈফ — ৭৬৯

অষ্টাদশ অধ্যায়

শাসিত জনগনের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

লোকেদের সবসময় আশার বাণী শোনাতে হয়

হাদীস : ৩৪৩৯ ॥ হযরত আবু মুসা আশ্আরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই তাঁর কোন সঙ্গীকে কোন কাজে পাঠাতেন, তখন তাকে এভাবে উপদেশ দিতেন, তোমরা লোকদেরকে আশার বাণী শোনাবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে তাদেরকে ভীতশ্রদ্ধ করে তুলবে না। তাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, কঠোর ব্যবহার করবে না। —(বোখারী ও মুসলিম)

লোকেদের সাথে সহজ ও সরল ব্যবহার করবে

হাদীস : ৩৪৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লোকেদের সাথে সহজ ও সরল ব্যবহার কর, কষ্টদায়ক ব্যবহার করো না। তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান কর, ভীত-ত্রস্ত করো না। —(বোখারী ও মুসলিম)

কষ্টসাধ্য কাজ চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৪১ ॥ আবু বুরদা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) দাদা আবু মুসা ও মুআয (রা)-কে ইয়ামান দেশে পাঠালেন এবং এ নির্দেশ দিলেন, তোমরা উভয়েই লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কোন কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দিও না। আশাব্যঞ্জক সুসংবাদ তাদেরকে শোনাবে, হতাশ ও নৈরাশ্যজনক কোন কথা তাদেরকে শোনাবে না। পরস্পর ঐক্যমত সহকারে কাজ করবে, মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না। —(বোখারী ও মুসলিম)

বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে রাসূলের বাণী

হাদীস : ৩৪৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। —(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পতাকা থাকবে

হাদীস : ৩৪৪৩ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন এক একটি পতাকা থাকবে। তা এমনভাবে রাখা হবে যে, তার দ্বারা তাকে চিহ্নিত করা যাবে।-(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকের পিছনে পতাকা ঝুলোন হবে

হাদীস : ৩৪৪৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাছার কাছে তার বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা স্থাপন করা হবে। আরেক রেওয়াতের আছে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী পতাকা উত্তোলন করা হবে। সাবধান! প্রধান শাসকের বিশ্বাসঘাতকতাই হবে সর্ববৃহৎ। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জনগণের অভাব অভিযোগোরে প্রতি শাসকের দৃষ্টি রাখতে হবে

হাদীস : ৩৪৪৫ ॥ হযরত আমর ইবনে মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা হযরত মুআবিয়া (রা)-কে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাব-অভিযোগ শ্রবণ হতে আড়ালে এবং দূরে থাকে, আল্লাহ তায়ালাও তার প্রয়োজন চাহিদা ও অভাব মোচন হতে আড়ালে থাকেন। এই কথা শোনার পর হযরত মুআবিয়া (রা) লোকেদের প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগ শ্রবণের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করলেন। -আবু দাউদ ও তিরমিযী। তিরমিযীর অন্য আরেক রেওয়ায়ত ও আহমদের রেওয়ায়তে আছে-আল্লাহতায়ালা সেই ব্যক্তির প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাব মোচন ব্যাপারে আসমানের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাসকদের পাতলা মিহি কাপড় পরিধান নিষেধ

হাদীস : ৩৪৪৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি যখনই কোন শাসক কোথাও নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন তাদের উপর নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো আরোপ করতেন, "তোমরা তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার হবে না, ময়দার রুটি খেতে পারবে না, পাতলা মিহি কাপড় পরিধান করবে না। মানুষের প্রয়োজন মেটান হতে তোমার দ্বার রুদ্ধ করবে না। যদি তোমরা এর মধ্যে কোন একটি কর, তা হলে তোমাদের উপর শাস্তি পতিত হবে।" তারপর তিনি কিছুদূর পর্যন্ত তাদের পৌছে দিয়ে আসতেন। এ হাদীস বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

শাসকদের রহমতের দ্বার বন্ধ করা ঠিক নয়

হাদীস : ৩৪৪৭ ॥ হযরত আবু সাম্মাখ আল-আয্‌দী তাঁর এক চাচাত ভাই হতে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূল (স) সাহাবি ছিলেন, একদা তিনি মুআযিবয়া (রা) -এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকেদের কোন ব্যাপারের অভিভাবক বা শাসক-মানুষের কোন কাজে নিযুক্ত হয়েছে, অতপর সে মুসলমান, মযলুম কিংবা দুস্থ লোকদের জন্য তার দ্বার বন্ধ রাখল। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা সে ব্যক্তির প্রয়োজনের ও অভাবের সময় তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে দিবেন, যখন সে চরম অভাবে পতিত হবে।

উনবিংশ অধ্যায়

প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ভয় করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচার নিজে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছালে দ্বিগুণ সওয়াব

হাদীস : ৩৪৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু হুরায়রা (রা) তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন বিচারক নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে কোন বিচারক ইজতেহাদের পরও ভুল সিদ্ধান্তে পৌছলে তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিচারকের রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৪৯ ॥ হযরত আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারকের কাজ খুব কঠিন

হাদীস : ৩৪৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে মানুষের মধ্যে কাযী (বিচারক) হিসেবে নিয়োগ করা হল, তার যেন ছুরি ছাড়াই যবাহ্ করা হল। -(আহ্‌মদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্)

কোন পদ চেয়ে নেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে এবং খলীফা কিংবা বাদশাহ হতে তা চেয়ে নেয়, সে ব্যক্তি নিজেকেই উক্ত পদের দিকে সোপর্দ করে দিল। আর যে ব্যক্তিকে উক্ত পদ জোর জবরদস্তিভাবে দেয়া হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তার সাহায্যার্থে একজন ফেরেশতা অবতারণ করেন, যিনি তার কাজকর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে থাকেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্)।

বিচারক তিন প্রকারের হয়

হাদীস : ৩৪৫২ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিচারক তিন প্রকারের হয়ে থাকে, তন্মধ্যে এক প্রকারের জন্য জান্নাত এবং দুই প্রকারের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। সে বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যিনি সত্যটি উপলব্ধি করেছেন এবং তদনুযায়ী বিচার করেছেন। আর যে বিচারক সত্য উপলব্ধি করেও বিচারের মধ্যে অন্যায় (যুলুম) করল, সে বিচারক জাহান্নামী। অনুরূপভাবে সে বিচারকও দোযখে প্রবেশ করবে, যে অজ্ঞতার সাথে মানুষের মধ্যে বিচার করল (এবং ভুল ফয়সালা দিল)। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্)

শাসক যদি ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করে তবে বেহেশত

হাদীস : ৩৪৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক বা শাসক নিযুক্ত হওয়ার কামনা করল, অবশেষে সে তা পেয়েও গেল, এমতাবস্থায় যদি তার ন্যায়পরায়ণতা তার যুলুম ও অন্যায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল, তা হলে তার জন্য বেহেশত। পক্ষান্তরে যদি তার যুলুম ও অন্যায়ের দিকটা তার ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রাবল্য লাভ করে, তবে সে দোযখী। -(আবু দাউদ)

ইজতেহাদ করে বিচার ফয়সালা করা যায়

হাদীস : ৩৪৫৪ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, যখন রাসূল (স) তাঁকে ইয়ামান দেশে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে (মুআযকে) জিজ্ঞেস করলেন, যখন তোমার কাছে কোন মোকদ্দমা পেশ হবে, তখন তুমি কীভাবে ফয়সালা করবে? উত্তরে মুআযান বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। এবার পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যদি উহার কোন সমাধান না মিলে, তখন কী করবে? উত্তরে মুআয বললেন, রাসূল (স) সুন্নত রাসূল (স) অনুযায়ী ফয়সালা করব। রাসূল (স) পুনরায় তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, যদি রাসূলুল্লাহর সুন্নতের মধ্যেও তার সমাধান না মিলে তখন কী করবে? উত্তরে মুআয বললেন, তখন আমি আমার বিবেক দ্বারা ইজতেহাদ করব এবং এই কাজে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি করব না। মুআয (রা) বলেন, আমার এই কথা শুনে রাসূল (স) আমার বক্ষে হাত মেরে বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে সে কাজটি করার তৌফিক (যোগ্যতা) দান করছেন, যেই কাজে আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

দু পক্ষের আরজি শ্রবণ করে বিচার করবে

হাদীস : ৩৪৫৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) আমাকে ইয়ামান দেশের শাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন, তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, অথচ আমি একজন যুবক, বিচার বা শাসন সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্তরকে অচিরেই সৎ পথ প্রদর্শন করবেন এবং তোমার যবানকেও সঠিক রাখবেন। অতপর তিনি বললেন, যখন দুই ব্যক্তি কোন এক ব্যাপার নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হয়, তখন প্রতিপক্ষের কথাবার্তা না শোনা পর্যন্ত বাদীর পক্ষে (ডিক্রি) রায় প্রদান করো না। কেননা, প্রতিপক্ষের বর্ণনা হতে মোকদ্দমার রায় প্রদানে তোমার মদদ ও সাহায্য মিলবে। হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর দোয়ার পর আমি আর কোন মোকদ্দমায় সন্দেহে পতিত হই নাই। -তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্। গ্রন্থকার বলেন, 'আকযিয়া ও শাহাদাতের' অধ্যায়ে আমরা ইনশাআল্লাহ উম্মে সালামা হতে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করব।

[আরবি পৃষ্ঠা ৭১৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন শাসকের বিচার হবে কঠিন

হাদীস : ৩৪৫৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি শাসক হয়ে দুনিয়াতে মানুষের মাঝে বিচার তথা শাসনকার্য চালিয়েছেন, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে যে, একজন ফেরেশতা তার ঘাড় ধরে রেখেছেন। অতপর ফেরেশতা মাথাটি উপরের দিকে তুলবেন। সুতরাং যদি তাকে বলা হয় যে, নিচের দিকে ছেড়ে দাও, তখন ফেরেশতা তাকে দোযখের তলদেশে নিক্ষেপ করবেন, যার গভীরতা চল্লিশ বৎসরের পথ। –(আহমদ ও ইবনে মাজাহ্। আর বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।) যঈফ-৭৭৩

ন্যায় বিচারক শাসকবর্গের আক্ষেপ

হাদীস : ৩৪৫৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক তার শাসনে যুলুম বা অন্যায় করবে না, ততক্ষণ নাগাদ আল্লাহর সাহায্য তার সঙ্গে বহাল থাকে। কিন্তু সে যখন যুলুম বা অন্যায় করতে লাগে, তখন আল্লাহর সাহায্য তার উপর হতে সরে যায় এবং তদস্থলে শয়তান তার সঙ্গী হয়। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। (ইবনে মাজাহর) আরেক রেওয়ায়তে যখন সে যুলুম করে, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাকে তার নফসের উপর সোপর্দ করে দেন।) যঈফ-৭৭৪

শাসক জুলুম না করলে আল্লাহ সাহায্য করেন

হাদীস : ৩৪৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক তার শাসনে যুলম বা অন্যায় করবে না, ততক্ষণ নাগাদ আল্লাহর সাহায্য তার সঙ্গে বহাল থাকে। কিন্তু সে যখন যুলম বা অন্যায় করতে লাগে, তখন আল্লাহর সাহায্য তার উপর হতে সরে যায় এবং তদস্থলে শয়তান তার সঙ্গী হয়। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। (ইবনে মাজাহর) আরেক রেওয়ায়তে আছে, যখন যে যুলুম করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে তার নফসের উপর সোপর্দ করে দেন)

হযরত ওমর ন্যায় বিচারক ছিলেন

হাদীস : ৩৪৫৯ ॥ সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক মুসলমান ও এক ইহুদী তাদের উভয়ের এক বিবাদ নিয়ে হযরত ওমর (রা)-এর কাছে এল। হযরত ওমর (রা) ইহুদীর দাবীটাকে সত্য বুঝলেন এবং তার পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। এর পর ইহুদী হযরত ওমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, খোদার কসম! আপনি সত্য বিচারই করেছেন। এ কথা শোনার পর হযরত ওমর তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, তুমি কীরূপে জানতে পারছ যে, এটা সত্য বিচার হয়েছে? উত্তরে ইহুদী বলল, খোদার কসম! আমরা তওরাত কিতাবে পেয়েছি যে, যে শাসক ন্যায়বিচার করে, তার ডানে ও বামে দুই পার্শ্বে দুইজন ফেরেশতা থাকেন। তারা তার কাজটিকে দুরস্ত করে দেন এবং ন্যায় কাজ করার মধ্যে সাহায্য করেন আর যতক্ষণ তিনি এ ন্যায়ের মধ্যে থাকেন, ফেরেশতারাও তার সঙ্গে থাকেন। কিন্তু তিনি যখন ন্যায়ের পথ বর্জন করেন, তখন ফেরেশতারা উভয়েই উপরে চলে যান এবং তার সঙ্গ পরিহার করেন। –(মালিক)

ন্যায় বিচারকের হিসাব সমান সমান

হাদীস : ৩৪৬০ ॥ হযরত ইবনে মাওহাব (রা) হতে বর্ণিত, একদা হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) ইবনে ওমর (রা)-কে বললেন, আপনি মানুষের মাঝে বিচার করুন! উত্তরে ইবনে ওমর (রা) বললেন, বরং হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত ওসমান (রা) বললেন আপনি উক্ত পদটিকে কেন অপছন্দ করেছেন? অথচ আপনার পিতা তো অন্য সময় বিচারক হয়ে বিচার করেছেন। এবার ইবনে ওমর (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হয়ে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করে, তার জন্য এটাই শ্রেয় যে, সে তা হতে সমান সমানভাবে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে ওমরের এই কথা শুনে হযরত ওসমান (রা) এই সম্পর্কে তার সাথে আর কোন কথাবার্তা বলেন নাই। –(তিরমিযী) যঈফ-৭৭৫

বিংশ অধ্যায়

কর্মচারীদের বেতন নেওয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন শুধু বণ্টনকারী

হাদীস : ৩৪৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি স্বীয় ইচ্ছায় তোমাদেরকে কিছু প্রদান করি না, আবার বঞ্চিতও করি না। আমি শুধুমাত্র বণ্টনকারী। সুতরাং আমি যেইভাবে আদিষ্ট হয়েছি ঠিক সেভাবেই দান করি বা বণ্টন করি। –(বোখারী)

গনিমতের মাল তছরুপ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৬২ ॥ হযরত খাওলাতুল আনসারিরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর সম্পদে অন্যায়ভাবে তছরুপ করে থাকে। এই ধরনের লোকদের জন্য কিয়ামতের দিন দোযখের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। -(বোখারী)

হযরত আবু বকর (রা) বায়তুল মাল থেকে ভাতা পেতেন

হাদীস : ৩৪৬৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রা)-কে খলীফা মনোনীত করা হল, তখন তিনি বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা ভালোভাবে জানে যে, আমার ব্যবসার আয় আমার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের কাজে নিযুক্ত হয়েছি। অতএব, আবু বকরের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন এখন হতে এই মাল হতে খেতে থাকবে। আর সে মুসলমানদের জন্য কাজ করবে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিশ্রমের বেশি গ্রহণ করা খেয়ানত

হাদীস : ৩৪৬৪ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি এবং তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি, যদি সে এর পর তার পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে তা হবে খেয়ানত। -(আবু দাউদ)

কাজ করলে তার পারিশ্রমিক অবশ্যই প্রাপ্য

হাদীস : ৩৪৬৫ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) যমানায় কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম, অতপর আমাকে তার পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। -(আবু দাউদ)

অনুমতি ব্যতীত কোন মাল ভক্ষণ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৬৬ ॥ হযরত মুআয (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে ইয়ামান প্রদেশে পাঠালেন। যখন আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম তখন তিনি আমার পশ্চাতে একজন লোক পাঠালেন। যখন আমি ফিরে এলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি অবগত আছ যে, আমি কেন তোমাকে পুনরায় ডেকে আনলাম? আমি তোমাকে এই কথা বলার জন্যই এনেছি যে, আমার অনুমতি ছাড়া কোন মাল-সম্পদই ভোগ করবে না। কেননা, এভাবে ভোগ করা আত্মসাৎ বা খেয়ানত। আর যে ব্যক্তি যা কিছু আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করেই (হাশরের ময়দানে) আসবে। আমি তোমাকে এই কথাগুলো বলে দেয়ার জন্যই ডেকেছি। এখন তুমি তোমার কাজে চলে যাও। -(তিরমিযী)

প্রশাসক একখানা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারে

হাদীস : ৩৪৬৭ ॥ হযরত মোসতাওরেদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের প্রশাসক নিযুক্ত হবে, যদি তার স্ত্রী না থাকে, তবে সে একজন স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারে, যদি তার খাদেম (চাকর) না থাকে, তা হলে সে একটি চাকরেরও ব্যবস্থা করতে পারে এবং যদি তার বাসস্থান (ঘর) না থাকে, তবে একখানা ঘরেরও ব্যবস্থা করতে পারে। অন্য আরেক রেওয়ায়তে আছে, এটা ব্যতীত সে অন্য যা কিছু নেবে তা খেয়ানত বা আত্মসাতে গণ্য হবে। -(আবু দাউদ)

একটি সূচ পরিমাণ সম্পদ অনুমতি ব্যতীত নেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৬৮ ॥ হযরত আদী ইবনে আমীরাহ (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (স) বললেন, হে লোকগণ! তোমাদের কাউকেও যদি আমাদের কোন কাজে (চাকরিতে) নিয়োগ করা হয়, আর সে উক্ত কাজের আমদানি আয় হতে একটি সূচ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক কিছু গোপন করে, সে আত্মসাৎকারী এবং কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে আসবে। এই কথা শুনে একজন আনসারি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার উপর যে কাজ সোপর্দ করেছেন, তা ফেরত নিয়ে যান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইহা কেন? লোকটি বলল, আমি শুনেছি, আপনি এরূপ (ভীতির) কথা বলেছেন। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আমি সে কথা এখনো বলেছি। যাকেই আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি, সে যেন তার আমদানীর কম ও বেশি আমাদের কাছে নিয়ে আসে। অতপর তাকে যা কিছু প্রদান করা হবে, কেবলমাত্র তাই-ই গ্রহণ করবে। আর যা হতে বারণ করা হবে তা হতে বিরত থাকবে। -(মুসলিম ও আবু দাউদ, তবে হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলো আবু দাউদের

ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর উপর আল্লাহর লা'নত

হাদীস : ৩৪৬৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) উৎকোচ প্রদানকারী ও উৎকোচ গ্রহণকারী উভয়ের উপর লা'নত করেছেন। –আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্। আর তিরমিযী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু হুরায়রা হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আহমদ এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে সাওবান হতে রেওয়ায়ত করেছেন। তন্মধ্যে অতিরিক্ত আছে, অর্থাৎ, উভয়ের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন করে, রাসূল (স) তার উপরও লা'নত করেছেন।

রাসূল (স) কর্তৃক আমর ইবনুল আসকে উপদেশ প্রদান

হাদীস : ৩৪৭০ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমার কাছে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যে, আমি যেন আমার অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হই। তিনি বলেন, সুতরাং সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। এই সময় তিনি ওযু করছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, হে আমর! আমি তোমাকে এই জন্য ডেকে এনেছি যে, আমি তোমাকে এক দিকে পাঠাব। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এই জন্য নিরাপদে ও সহীস-সালামতে রাখুন এবং গণিমতের মাল-সম্পদও প্রদান করুন। আর আমিও তোমাকে কিছু মাল প্রদান করব। আমর (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-দৌলতের লোভে আমার হিজরত ছিল না; বরং আমার হিজরত ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই। রাসূল (স) বললেন, সৎ লোকের জন্য পবিত্র মাল কতই না উত্তম। –(শরহে সুন্নাহ। আব আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর আরেক রেওয়ায়তে আছে–ভালো লোকের জন্য ভালো মালই উত্তম জিনিস।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশাসককে হাদিয়া দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৭১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো কাছে সুপারিশ নিয়ে যায় এবং পরে তাঁর কাছে হাদিয়া পাঠায় আর তিনি সেই হাদিয়া কবুল করেন, তবে তিনি সুদের ফটকসমূহের মধ্য হতে একটি বিরাট ফটকে প্রবেশ করলেন। –(আবু দাউদ)

একবিংশ অধ্যায়

বিচার-বিধান ও সাক্ষ্যদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচারে সাক্ষী হাজির করতে হবে

হাদীস : ৩৪৭২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেবল বাদী পক্ষের দাবির ভিত্তিতেই তার পক্ষে রায় প্রদান করা হয়, তা হলে অনেকেই লোকেদের জান ও মাল হরণের সুযোগ পাবে। কিন্তু বিবাদীর উপর শপথ করা অনিবার্য হবে। –মুসলিম, তবে মুসলিমের শরাহ্ নববীতে রয়েছে, ইমাম নববী (র) বলেন, বায়হাকী হাসান কিংবা সহীহ সনদ দ্বারা আরও কিছু অতিরিক্ত শব্দ মারফু পর্যায়ে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। আব তা হল, সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদী পক্ষ পেশ করবে এবং বিবাদী বা প্রতিপক্ষের উপর কসম বর্তাবে।

অর্থ-সম্পদ লাভের জন্য মিথ্যা শপথ কাজ হারাম

হাদীস . ৩৪৭৩ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে যে, তিনি তার উপর ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এই কথার সমর্থনে আল্লাহর কোরআনের এই আয়াত নাযিল করলেন, "যারা আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তাঁর নামে করা শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে থাকে ---- ।

--(বোখারী ও মুসলিম)

কসমের মাধ্যমে মুসলমানের হক দাবিয়ে রাখলে বেহেশত হারাম

হাদীস : ৩৪৭৪ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক দাবিয়ে নেয়, আল্লাহতায়ালা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তার উপর বেহেশত হারাম করেছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও তা সামান্য জিনিস হয়? (তবুও কি তার উপর জান্নাত হারাম?) তিনি বললেন, যদি তা 'পিলু' গাছের একটি ডালও হয়। –(মুসলিম)

মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৭৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তো একজন মানুষই। তোমরা বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে আমার কাছে আগমন কর। আর সম্ভবত তোমাদের কেউ কেউ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্যের চেয়ে অনেক পটু ও পারদর্শী। সুতরাং আমি যা ঘটনা উপস্থাপনের সময় শ্রবণ করি ঠিক সেই মোতাবেকই বিচার ফয়সালা করি। কাজেই আমি যেই ব্যক্তির বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি সে যেন উহা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে কেবলমাত্র এক খণ্ড আগুনের টুকরোই দিলাম।–(বোখারী ও মুসলিম)

ঝগড়াটে লোক অতিশয় ঘৃণিত

হাদীস : ৩৪৭৬ ॥ হযরত আয়েশ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবার চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হল, অতিশয় ঝগড়াটে লোক। –(বোখারী ও মুসলিম)

কসম ও সাক্ষী দ্বারা বিচার করা যায়

হাদীস : ৩৪৭৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (স) কোন এক ঘটনায় কসম এক সাক্ষী দ্বারা মোকদ্দমার বিচার করেছেন। –(মুসলিম)

দাবীর পক্ষে প্রমাণের প্রয়োজন

হাদীস : ৩৪৭৮ ॥ হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা হায্‌রামাউত গোত্রের এক লোক এবং কিন্‌দী গোত্রীয় এক লোক রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। অতপর হায্‌রামী গোত্রের লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার কিছু যমীন জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। তখন কিন্‌দী (গোত্রীয়) লোকটি প্রতিবাদ করে বলল, উক্ত যমীনখানি আমার এবং বর্তমানে ইহা আমারই দখলে, তোমার দাবীর পেছনে তোমার কোন প্রমাণ আছে কি? সে বলল, না। তাহলে বিবাদীর কসমই তোমার প্রাপ্য। এইবার হায্‌রামী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অসৎ লোক, কিসের উপর শপথ করতেছে সে এর পরোয়া করে না। এমন কি সে কোন অবৈধ কাজ হতে পরিহেয করে না। তার কথার প্রতিবাদে বললেন, সে যাহা কিছুই হউক না কেন তোমার জন্য এটা ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। অতপর সেই কিন্‌দী লোকটি কসম করতে উদ্যত হল। এই সময় রাসূল (স) বললেন, যদি এই লোকটি অন্যায়ভাবে অপরের মাল-সম্পদ খাওয়ার জন্য কসম করে, তাহা হলে সে আল্লাহর সাথে (কিয়ামতের দিন) এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি এই লোকটির প্রতি ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট থাকবেন। –(মুসলিম)

অন্যের জিনিস দাবী করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৭৯ ॥ হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন জিনিসের দাবী করে, যেই জিনিস প্রকৃতপক্ষে তার নহে, সে আমার উম্মত ভুক্ত নহে। অবশ্য সে যেন তাহার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে লয়। –(মুসলিম)

যে সত্য সাক্ষ্য দেয় সেই উত্তম ব্যক্তি

হাদীস : ৩৪৮০ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না যে, সকলের চেয়ে উত্তম সাক্ষ্য দানকারী কারা? সেই ব্যক্তিই উত্তম সাক্ষ্যদানকারী, যে চাইবার আগে সাক্ষ্য দান করে। –(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর যুগের লোক উত্তম লোক

হাদীস : ৩৪৮১ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার যুগের লোক উত্তম লোক। অতপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা এবং তারপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা। অতপর এমন সব লোকদের যমানা আসবে, যাদের সাক্ষ্য কসমের অগ্রগামী হবে এবং কসম সাক্ষ্য হতে অগ্রগামী হবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

কসম বিষয়ে লটারি করা জায়েয

হাদীস : ৩৪৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল (স) এক কওমের উপর কসম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তারা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষ্য দানে এগিয়ে এল। সুতরাং তিনি তাদের মধ্যে হতে কে কসম করবে সেই ব্যাপারে লটারি করার আদেশ দিলেন। –(বোখারী)

টীকা ....

হাদীস নং : ৩৪৮২ ॥ হাদীসের বাহ্যিক অর্থে এটাই বুঝা যায় যে, এক ব্যক্তি কোন এক বড় দল বা জামায়াতের উপর কোন জিনিসের দাবি তুলেছিল, আর তারা সকলে তা অস্বীকার করেছিল। এদিকে বাদীর কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণও ছিল না। তাই হুযুর (স) তাদের উপর কসম আরোপ করলেন। ফলে তারা একে অপরের আগে কসম করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। তাই তিনি লটারিব ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাক্ষ্য-প্রামাণ বাদীকে হাজির করতে হবে

হাদীস : ৩৪৮৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদীকেই পেশ করতে হবে। আর প্রতিপক্ষ বা বিবাদীর উপর বর্তাবে কসম। -(তিরমিযী)

প্রমাণবিহীন দু ব্যক্তির মধ্যে রাসূল (স)-এর ফয়সালা

হাদীস : ৩৪৮৪ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল হতে এমন দুই ব্যক্তির ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যারা মীরাস সম্পর্কীয় বিবাদ নিয়ে রাসূল (স) এর কাছে এসেছিল, অথচ তাদের কারো কাছে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছুই ছিল না। শুধু দাবী-ই দাবী। তখন রাসূল (স) তাদের উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন, যদি আমি তোমাদের কাউকেও তার ভাইয়ের হক প্রদান করি, তখন আমার সেই ফয়সালা তার জন্য হবে (দোযখের) এক খণ্ড আগুন। রাসূল (স)-এর এই কথা শুনে তারা প্রত্যেকেই বলে উঠল ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার অংশটি আমার সঙ্গীকে (প্রতিপক্ষকে) প্রদান করলাম এবং আমার দাবী প্রত্যাহার করলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, না। বরং তোমরা উভয়ে মিলেমিশে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে যাও। আর বন্টনের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বন্টনের পর উভয় ভাগে লটারি করবে। অতপর তোমাদের প্রত্যেকে নিজের প্রতিপক্ষ সঙ্গীকে ঐ অংশ হতে মাফ করে দেবে যার কাছে তোমার অংশ চলে গিয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আমি ফয়সালা আমি নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা তোমাদের মধ্যে করব। কেননা, এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন ওহী নাযিল হয় নি। -(আবু দাউদ)

দখলদারের দাবী অগ্রগণ্য

হাদীস : ৩৪৮৫ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ার সম্পর্কে দাবি করল এবং তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দাবির সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল যে, তা তার এবং সেই ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করিয়ে বাচ্চা হাসিল করেছে। রাসূল (স) জীবটি তাকেই প্রদান করলেন যার দখলে ছিল। -(শরহে সুন্নাহ)

দাবী সমান হলে অর্ধেক ভাগ করা যায় যঈফ-৭৭৭

হাদীস : ৩৪৮৬ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলে, রাসূল (স) যমানায় দুই ব্যক্তি একটি উটের দাবী করল এবং তারা উভয়ে দুই দুজন সাক্ষীও পেশ করল। অতপর রাসূল (স) উটটিকে তাদের উভয়ের মধ্যে আধাআধিভাবে ভাগ করে দিলেন। -আবু দাউদ, আবু দাউদের আরেক রেওয়ায়তে এবং নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্র মধ্যে আছে, দুই ব্যক্তি একটি উটের দাবী করল, অথচ তাদের কারো কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। অতপর রাসূল (স) উটটি তাদের উভয়ের জন্য সাব্যস্ত করলেন। যঈফ-৭৭৮

লটারির মাধ্যমে ভাগ করা যায়

হাদীস : ৩৪৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ারের ব্যাপারে ঝগড়া করল। কিন্তু তাদের কারো কাছে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তখন রাসূল (স) লটারি দ্বারা তাদের মধ্যে কসমের ব্যবস্থা করলেন। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর নামে কসম করতে হয়

হাদীস : ৩৪৮৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) এমন এক ব্যক্তিকে-যাকে তিনি শপথ করার সংকল্প করেছিলেন তাকে বললেন, তুমি সেই আল্লাহর নামে কসম কর, যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, যে তোমার উপর তার কোন হক নাই অর্থাৎ, বাদীর কোন হক নেই। -(আবু দাউদ) যঈফ-৭৭৯

আল্লাহর নামে শপথ করলে তা বিশ্বাস করতে হবে

হাদীস : ৩৪৮৯ ॥ হযরত আশ্আস ইবনে কায়স (রা) বলেন, আমার ও এক ইহুদীর যৌথ মালিকানায় একখানা ভূমি ছিল। (এক সময়) সে আমার অংশ আমাকে দিতে অস্বীকার করল। এই ব্যাপারে আমি রাসূল (স) কাছে গিয়ে নালিশ করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি ইহুদীকে বললেন, তুমি শপথ কর। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সে তো বেঈমান), সে তো এখনই শপথ করে ফেলবে এবং আমার সম্পদটি নিয়ে যাবে। ঠিক এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, "যারা আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তাঁর নামে করা শপথ নগণ্য মূল্যে (অর্থাৎ, পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রয় করে" আয়াতের শেষ পর্যন্ত -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর নামে কসম করলে তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট

হাদীস : ৩৪৯০ ॥ হযরত আশ্আস ইবনে কায়স (রা) বলেন, এক-কিনদী এবং এক হাযরামীর মধ্যে ইয়ামান

মধ্যে ইয়ামান এলাকার এক জমি লইয়া ঝগড়া বাধলো। এ ব্যাপারে তারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে উপস্থিত হলো। হাযরামী বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ভূমিটি আমার, এই লোকের পিতা বলপূর্বক আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে এটা তার দখলে রয়েছে। রাসূল (সা) বললেন, এই সম্পর্কে তোমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি ? সে বললো, না। তবে আমি তাকে এইরুপে কসম দিব যে, সে কসম করিয়া বলবে, আল্লাহ কসম! সে জ্ঞাত নয় যে, এই জমি আমার এবং তার পিতা আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। অত:পর কিন্দী কসম করতে উদ্যত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম করে অপরের মাল-সম্পদ নিজের অধিকারে নিয়ে আসে, সে (কিয়ামাতের দিন) হাত কাটা অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। (এই ভীতিবাক্য শোনার পর) কিন্দী বলে উঠল, এই যমীন ঐ লোকেরই (হাযরামীর)। – আবু দাউদ

আল্লাহর সাথে শরীক করা বড় গুনাহ্

৩৪৯১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওনায়স (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো : (ক) আল্লাহ সাথে কাউকে অংশীদার (শিরক) করা। (খ) মাতা-পিতার নাফরমানী করা ও (গ) মিথ্যা কসম করা। প্রকৃতপক্ষে যখন কোন শপথকারী বাধ্যতামূলকভাবে শপথ করে এবং তাতে এতে মাছির ডানার পরিমাণও মিথ্যা মিশ্রণ করে, তখনই তার অন্তরের মধ্যে মাছির ডানা পরিমাণ একটি দাগ পড়ে যাবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। -- তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।

যে মিথ্যা কসম করবে যে দোযখী

৩৪৯২. হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এই মিম্বরের নিকটে মিথ্যা কসম করলো, যদি উহা সবুজ বর্ণের একখানা মেসওয়াকের জন্যও হয়, (অর্থ্যাত, ক্ষুদ্র ও নগণ্য জিনিসের জন্য হয়,) সে ব্যক্তি দোযখের আগুনের মধ্যেই তাহার বাসস্থান নির্ধারণ করলো, অথবা তিনি বলেছেন : তাহার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। --- মালেক, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্।

মিথ্যা সাক্ষ্যদান শিরকের সমতুল্য

৩৪৯৩. হযরত খুরায়ম ইবন ফাতেক (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়ালেন, নামায শেষ করার পর তিনি দাঁড়ালেন এবং তিনবার বললেন : মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে আল্লাহর সাথে শিরকের সমতুল্য করা হয়েছে। অত:পর (ইহার সমর্থনে) তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন – অর্থ : “মূর্তিপূজার অপবত্রিতা হতে তোমরা দূরে সরে থাক এবং মিথ্যা বলা হতেও বেঁচে থাক এমতাবস্থায় যে, বাতিলকে বর্জন করে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। -- আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আহমদ ও তিরমিযী হাদীসটি আয়মন ইবনে খুরায়ম হতে রেওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু ইবনে মাজাহর বর্ণনায় কুরআনের আয়াতটি পাঠ করার কথা উল্লেখ নেই।

তাহক্বীক : যইফ (৭৮০)।

আমানতের খিয়ানতকারী সাক্ষ্য দিতে পারবে না

৩৪৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : এই সমস্ত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়–(১) খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিণী নারী; (২) যার উপর শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হদ কায়েম করা হয়েছে ; (৩) শত্রুর ; যদিও সে তার মুসলমান ভাই হয়; (৪) ঐ গোলাম বা ক্রীতদাসের যাকে কোন ব্যক্তি দাসত্ব হতে মুক্ত করেছে, অথচ সে বলে, অন্য আরেক লোকে তাকে আযাদ করেছে ; (৫) যে ব্যক্তি নিজের আসল বংশসূত্র গোপণ করে নিজেকে অন্য বংশের সাথে সংযোজন করে : এবং (৬) যে ব্যক্তি কোন পরিবারের উপর নির্ভরশীল (অর্থ্যাত, পরিবারভুক্ত ভৃত্য, খাদেম ইত্যাদি)। - তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। আর অধস্তন একজন বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ দেমাশকী --- তিনি মুনকারুল হাদীস।

তাহক্বীক : যইফ (৭৮২)।

ব্যভিচারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়--

৩৪৯৫. হযরত আমর ইবনে শো'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করে যে, নবী (সা) বলেছেন : খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিণী নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে। ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নহে এবং শত্রুর সাক্ষ্যদান জায়েয নাই যদিও সে তার মুসলমান ভাই হয়। আর হুযুর (সা) এমন লোকের সাক্ষ্যদান অগ্রাহ্য করেছেন, যে লোক কোন পরিবারের উপর নির্ভরশীল হয়। ---আবু দাউদ।

শহরবাসীর পক্ষের গ্রামের লোকের সাক্ষ্য জায়েজ নেই

৩৪৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : শহরবাসীর বিরুদ্ধে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্যদান জায়েজ নাই। --- আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

আল্লাহ মূর্খকে নিন্দা করেন

হাদীস : ৩৪৯৭ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) দুই লোকের মধ্যে বিচার করলেন। যেই লোকটির বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়েছে সে চলে যাওয়ার সময় আক্ষেপের সাথে বলল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।' তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা অযোগ্য মূর্খকে নিন্দা করেন। তোমাকে সচেতন ও সজাগ হওয়া উচিত। এরপরও যদি সে জয়ী হয়ে তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন তুমি বল, "হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।"-(আবু দাউদ)

অপবাদের অভিযোগের বন্দি করা যায়

হাদীস : ৩৪৯৮ ॥ হযরত বাহ্য ইবনে হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) অপবাদের অভিযাগে এক ব্যক্তিকে কয়েদ করেছেন। -(আবু দাউদ। তিরমিযী ও নাসাঈ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পরে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারের সময় বাদী বিবাদী সামনে থাকবে

হাদীস : ৩৪৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) বলেন, রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন যে, উভয় পক্ষ বিচারকের সম্মুখেই বসবে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জেহাদ পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান রাখলে বেহেশতী

হাদীস : ৩৫০০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং রমযানের রোযা রাখে, সে আল্লাহর পথে জেহাদ করুক কিংবা নিজের জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহ্র জন্য অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি এই সুসংবাদ অন্য লোকেদের জানাব না? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর পথে জেহাদকারীদের জন্য জান্নাতে একশতটি (মর্যাদার) স্তর তৈরি করে রেখেছেন। প্রতি দুইটি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের দূরত্ব পরিমাণ ব্যবধান। সুতরাং যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যই প্রার্থনা করবে। কেননা, সেটিই জান্নাতের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ মকাম। এরই উপরিভাগে মহান করুণাময় 'আররহমানের' আরশ। যে স্থান (ফেরদাউস) হতে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। -(বোখারী)

জিহাদকারী প্রচুর সওয়াবের অধিকারী হয়

হাদীস : ৩৫০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে (সত্যিকার) জেহাদকারী জেহাদ হতে ফিরে আসা পর্যন্ত এমন এক রোযদার ও নামাযে দণ্ডায়মান ব্যক্তির ন্যায় যে সর্বদা আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াতে রত থাকে এবং অবিরত অক্লান্ত অবস্থায় রোযা ও নামাযে মশগুল থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর পথে জিহাদকারী বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৩৫০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হয়, শুধু আমার প্রতি বিশ্বাস এবং আমার রাসূলগণের সত্যতা স্বীকারের তাগিদই তাকে এই পথে বের করে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, আমি তাকে পুরস্কার অথবা গণিমতের মালসহ (বাড়িতে) ফিরিয়ে আনব অথবা তাকে আমি বেহেশতে প্রবেশ করাব। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তিই উত্তম

হাদীস : ৩৫০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ! যদি কিছুসংখ্যক মু'মিন-মুসলমান এমন না হত, যার আমার সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আদৌ পছন্দ করবে না, অথচ তাদের সকলকে আমি সওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারছি না, এই অবস্থা না হলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল হতেও আমি দূরে থাকতাম না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সেই মহান সত্তার

শপথ করে বলছি, আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হল, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই অতপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই, আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই, তারপরও পুনরায় জীবন লাভ করি। পরে আবার পুনরায় নিহত হই। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইসলামী রাজ্যের সীমান্ত পাহারা দেওয়া সওয়াবের কাজ

হাদীস : ৩৫০৪ ॥ হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর পথে জিহাদকরী সমস্ত জিনিস হতে উত্তম

হাদীস : ৩৫০৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল কিংবা একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত জিনিস হতে অধিক উত্তম। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রাস্তায় এক রাত্রি পাহারা দেওয়া অনেক সওয়াব

হাদীস : ৩৫০৬ ॥ হযরত সালমান ফারেসী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, একদিন ও একটা রাত্রি আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়া এক মাস রোযা ও রাতে জাগরণ তথা নামাযে দণ্ডায়মান থাকার চেয়েও অধিক উত্তম। আর এই পাহারায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মারা গেলে যে কাজে সে নিয়োজিত ছিল, তার সওয়াবে বা প্রতিদান অনবরত সে পেতে থাকবে। অনুরূপভাবে জান্নাত হতে তার রিয্ক আসতে থাকবে এবং ফেতনা (শয়তান ও দাজ্জালের ফেতনা এবং কবরের আযাব) হতে নিরাপদে থাকবে। -(মুসলিম)

আল্লাহর পথে যার পা মলিন হয় সে পা আগুনে স্পর্শ করবে না

হাদীস : ৩৫০৭ ॥ হযরত আবু আবস আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বান্দার পদদ্বয় আল্লাহর পথে ধূলি মলিন হয়, তাকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করবে না। -(বোখারী)

হত্যাকারী ব্যক্তি জাহান্নামী

হাদীস : ৩৫০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন কাফের ও তার হত্যাকারী জাহান্নামে কখনোই একত্র হবে না। -(মুসলিম)

আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকাও সওয়াব

হাদীস : ৩৫০৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তির জীবনই সকলের চেয়ে উত্তম, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে তার পিঠের উপর আরোহণ করে বসে আছে। যখনই সে কোন ভীতিপ্রদ শব্দ কিংবা কোন সাহায্যপ্রার্থীর ফরিয়াদ শুনতে পায়, তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটে যায় এবং কায়মনে অন্বেষণ করতে থাকে হত্যা এবং মৃত্যুকে। ফলে এমন স্থানে সে নিজেকে উপস্থিত করে দেয়, তার ধারণা মতে যেই স্থানে সেই মৃত্যু ও শাহাদাত হতে পারে। আর সে ব্যক্তির জীবনও উত্তম, যে পর্বতের চূড়ায় নিজের এক ক্ষুদ্র বকরীর পাল নিয়ে অবস্থান করে অথবা কোন সমভূমিতে বক্রী চরায় এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত যথাযথভাবে নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং নিজের রবের এবাদতে নিয়োজিত থাকে। এই ধরনের লোক মানুষের মধ্যে শুধু উত্তমরূপেই জীবনযাপন করে। -(মুসলিম)

যুদ্ধে সাহায্য করলে যুদ্ধের সমান সওয়াব পাওয়া যায়

হাদীস : ৩৫১০ ॥ হযরত সায়দ ইবনে খালেদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে, তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেয়, সে নিজেই যেন জেহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতেতে তার পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করে, সেও যেন নিজেই জেহাদে অংশগ্রহণ করল। -(বোখারী ও মুসলিম)

জিহাদীদের স্ত্রীর মর্যাদা যারা জেহাদে যায়নি তাদের মায়ের মত

হাদীস : ৩৫১১ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুজাহিদদের স্ত্রীগণের মর্যাদা যারা জেহাদে অংশগ্রহণ করে নাই তাদের পক্ষে তাদের মায়ের মত। আর যে ব্যক্তি জেহাদে অংশগ্রহণ না করে মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনের সাথে বাড়িতে রয়ে গেল এবং এই অবস্থায় সে ব্যক্তি মুজাহিদদের স্ত্রীদের সাথে খেয়ানত করল, কিয়ামতের দিন সেই লোকটিকে উক্ত মুজাহিদদের সম্মুখে দণ্ডায়মান করান হবে, অতপর উক্ত মুজাহিদ সেই লোকটির নেক আমল হতে যে পরিমাণ নেয়ার ইচ্ছা করে সেই পরিমাণ নিয়ে নেবে। সুতরাং এ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? -(মুসলিম)

একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করলে কেয়ামতে সাতশত উট পাওয়া যাবে

হাদীস : ৩৫১২ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি লাগামসহকারে একটি উষ্ট্রী নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হল এবং বলল, এটা আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, এর বিনিময়ে তুমি কিয়ামতের দিন লাগামবিশিষ্ট সাতশত উষ্ট্রী লাভ করবে। -(মুসলিম)

মুসলমানগণ কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করবে

হাদীস : ৩৫১৩ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই এই দ্বীন (ইসলাম) সর্বদাই বহাল ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলমানদের একদল কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের জন্য জেহাদে রত থাকবে। -(মুসলিম)

জিহাদে জখম হলে কিয়ামতের দিন রক্ত নির্গত অবস্থায় উঠবে

হাদীস : ৩৫১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জখমী হলে আল্লাহই বেশি জানেন সত্যিকার অর্থে কে তাঁর পথে জখমী হয়েছে। কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত নির্গত হতে থাকবে। তার বর্ণ হবে রক্তের ন্যায় আর গন্ধ হবে মেশকের ন্যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

শহীদগণ বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসতে চায়

হাদীস : ৩৫১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাকে প্রদান করা হবে। একমাত্র শহীদই শাহাদতবরণের উচ্চমর্যাদা দেখে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে সে আরও দশবার শহীদ হতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

শহীদগণ তার প্রভুর কাছে রিযিকপ্রাপ্ত হন

হাদীস : ৩৫১৬ ॥ হযরত মাসরূক (রা) বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম- অর্থ ঃ"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত (শহীদ) হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর কাছে হতে রিযিক (খাদ্য) পেয়ে থাকেন।" উত্তরে ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আমরা এ বিষয়ে রাসূল (স) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, তাদরে রূহসমূহ সবুজ বর্ণের পাখির প্রতিকৃতির মধ্যে রক্ষিত হয় এবং তাদের জন্য আল্লাহর আরশের নিচে ফানুস ঝুলিয়ে দেয়া হয়। অতপর তারা জান্নাতে যথেচ্ছা বিচরণ করে। পরে আবার ঐ সমস্ত ফানুসের দিকে ফিরে আসে। অতপর তাদের রব তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি করত, তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আছে কি? উত্তরে তারা বলে, আমরা আর কি জিনিসেরই বা আকাঙ্ক্ষা করব? অথচ আমরা জান্নাতের যথায় ইচ্ছা তথায় বিচরণ করেছি। আল্লাহতায়ালা তাদেরকে এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করেন, যখন তারা দেখে যে বারবার তাদেরকে একই কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা চেয়েছি যে, আমাদের রূপ (আত্মা)-গুলিকে পুনরায় আমাদের দেহের ভিতরে ফিরিয়ে দেয়া হোক, যেন আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় জেহাদ করে আবার শাহাদত লাভ করতে পারি। অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন দেখেন যে, তাদরে কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন নেই, তখন তাদের সাথে এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করেন। -(মুসলিম)

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা সবচেয়ে উত্তম আমল

হাদীস : ৩৫১৭ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) সাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কী? যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে নিহত হই, তখন আমার সমস্ত গোনাগুলো কি মাফ হয়ে যাবে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় এই অবস্থায় নিহত হও যে, তুমি একজন ধৈর্যধারণকারী, সওয়াবের আকাঙ্ক্ষী, শত্রু সম্মুখে বুক ফুলিয়ে অগ্রগামী হও এবং যুদ্ধের ময়দান হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। কিছুক্ষণ পরেই রাসূল (স) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী কথা না জিজ্ঞেস করেছিলে? উত্তরে লোকটি বলল, আমি জানতে চেয়েছিলাম, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) নিহত হয়ে যাই, তা হলে কি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? তখন রাসূল (স) আবার বললেন, হ্যাঁ। ঋণ ব্যতীত সমস্ত অপরাধই মাফ হয়ে যাবে। যদি তুমি একজন ধৈর্যধারণকারী, সওয়াব অন্বেষণকারী, শত্রুর সম্মুখে অগ্রসর হও এবং রণক্ষেত্র হতে পলায়নকারী প্রমাণিত না হও। (এইমাত্র) হযরত জিব্রাঈল (আ) এই কথা আমাকে বলে গিয়েছেন। -(মুসলিম)

আল্লাহর রাস্তায় জাহিদ হলে ঋণ ব্যতীত সব মুছে দেয়

হাদীস : ৩৫১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় জান দেয়া ঋণ ব্যতীত প্রত্যেক জিনিসকে মুছে দেয়। -(মুসলিম)

আল্লাহ দু ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন

হাদীস : ৩৫১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দুই ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা হাসবেন যারা একে অপরকে হত্যা করবে এবং হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একজন এই কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর পথে জেহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে। পরে হত্যাকারীকে আল্লাহ তওবার (অর্থাৎ, ঈমানের) তওফীক দিয়েছেন। অতপর সেও শাহাদাত বরণ করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর কাছে শাহাদতের মর্যাদা কামনা করলে পাওয়া যায়

হাদীস : ৩৫২০ ॥ হযরত সাহ্‌ল ইবনে হোনায়েফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি একান্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করেন, যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। -(মুসলিম)

হযরত হারেসা বেহেশতের বাগানে ঘুরা-ফিরা করছে

হাদীস : ৩৫২১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, বারা'র কন্যা রুবাইয়্যে' যিনি হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা হিসেবে পরিচিত। একদা রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ্‌।! আপনি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেসা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এক অদৃশ্য তীর এসে তাকে বিঁধেছিল। সুতরাং সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্যধারণ করব। অন্যথায় তার জন্য অঝোর নয়নে খুব কাঁদব। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হে হারেসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেছে। -(বোখারী)

জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান

হাদীস : ৩৫২২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) এবং তাঁর সাহাবী-সঙ্গীগণ মদীনা হতে রওয়ানা হয়ে মুশরিকদের পূর্বেই 'বদর' নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। তারপর মুশরিকরা সে স্থানে এল। অতপর রাসূল (স) মুজাহেদীন মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, তোমরা এমন এক জান্নাতের রাস্তায় দণ্ডায়মান হয়ে যাও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের ন্যায়। এমন সময় ওমায়র ইবনে হুমাম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, বাহবাহ! বাহবাহ! তখন রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার বাহবাহ! বাহবাহ! বলার কারণ কী? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর দ্বারা আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই; বরং আমি কেবলমাত্র এই আশায়ই বলেছি যে, আমিও যেন তার অধিবাসী হই। রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, তখন ওমায়র তার থলি হতে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। অতপর বলে উঠলেন, আমি যদি এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে তা হবে বড়ই দীর্ঘ জীবন। এই কথা বলেই তিনি অবশিষ্ট সমস্ত খেজুর ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। -(মুসলিম)

যে আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত থাকে সে-ও শহীদ

হাদীস : ৩৫২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কাকে তোমাদের মধ্যে শহীদ গণ্য করে থাক? লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাকেই শহীদ বলে গণ্য করি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ ত্যাগ করে। রাসূল (স) বললেন, এমতাবস্থায় আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা অতি নগণ্যই হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ, আর যে ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায়, সেও শহীদ। -(মুসলিম)

জিহাদে গমনকারীর পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ দুনিয়ায় পেয়ে যায়

হাদীস : ৩৫২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন বড় কিংবা ছোট সেনাদল যুদ্ধে (জেহাদে) লিপ্ত হয়, অতপর গণিমতের মাল-সম্পদ নিয়ে সহীহ-সালামতে বাড়ি ফিরে আসল, তারা তাদের পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ ইহকালেই পেয়ে গেল। আর যে বড় বা ছোট সেনাদল গণিমতের মাল-সম্পদ হতে বঞ্চিত থাকে এবং জান ও মালের ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয় কিংবা শহীদ হয়ে যায়, তাদের পুরস্কার পুরোপুরি রয়ে গেল। -(মুসলিম)

জিহাদের আশা করে মৃত্যুবরণ করতে হয়

হাদীস : ৩৫২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদ না করে কিংবা জিহাদের নিয়ত ও সংকল্প রেখে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হল এক প্রকারের মোনাফেক। −(মুসলিম)

আল্লাহর দ্বীনকে উন্নত করার যুদ্ধই আসল জিহাদ

হাদীস : ৩৫২৬ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, এক লোক গণিমতের সম্পদ পাওয়ার আশায় যুদ্ধ করে, আরেক লোক খ্যাতি বা প্রসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে এবং আরেক লোক বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করছে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সে-ই আল্লাহর পথে জেহাদ করছে। −(বোখারী ও মুসলিম)

যুদ্ধ না করেও অনেক সওয়াবের ভাগী হলেন

হাদীস : ৩৫২৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তবুকের যুদ্ধ অভিযান শেষে ফিরার পথে যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, কিছুসংখ্যক লোক মদীনায় রয়েছে যে, তোমরা সফর করে যেই কোন ভূমি অতিক্রম করেছ বা কোন উপত্যকায় গমন করেছ সর্বাবস্থায় তারা তোমাদের সঙ্গেই ছিল। আরেক রেওয়ায়তে আছে, সওয়াব ও প্রতিদানে তারা তোমাদের শরিক রয়েছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অথচ তারা মদীনাতেই রয়েছে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। তারা মদীনাতেই রয়েছে; কিন্তু অসমর্থতাই তাদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে বিরত রেখেছে। −(বোখারী, তবে মুসলিম হাদীসটি জাবের (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

পিতামাতার খেদমত জেহাদের সওয়াবের তুল্য

হাদীস : ৩৫২৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স) কাছে এসে জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুমতি চাইল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, যাও, তাদের মধ্যে জেহাদ কর। −বোখারী ও মুসলিম। আরেক রেওয়ায়তে আছে, তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে তাদের সেবা ও খেদমত কর।

মক্কা বিজয়ের পর আর কোন কোন হিযরত নেই

হাদীস : ৩৫২৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই কিন্তু আছে জেহাদ ও সংকল্প। অতএব, যখন জেহাদের জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা তাতে সাড়া দেবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মতের একদল লোক সব সময় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে

হাদীস : ৩৫৩০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের এক দল লোক সর্বদা হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জেহাদে রত থাকবে এবং ঐ সমস্ত লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দল মাসীহে দাজ্জালের সঙ্গে মোকাবিলা করবে। −(আবু দাউদ)

যে লোক জিহাদ করেনি সে কিয়ামতে বিপদে পড়বে

হাদীস : ৩৫৩১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদ করে নি; কিংবা মুজাহিদদের সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থাও করে নি, কিংবা মুজাহিদদের (বাড়ি ঘরে) পরিবার-পরিজনদের দেখাশোনাও করেনি, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের পূর্বে যে কোন বিরাট বিপদে পতিত করবেন। −(আবু দাউদ)

মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে হবে

হাদীস : ৩৫৩২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের জান, মাল ও মুখ দ্বারা তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে জেহাদ কর। −(আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

সালামের প্রচলন করতে হয়

হাদীস : ৩৫৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সালাম খুব বিস্তার কর। অভুক্তকে খানা খাওয়াও এবং কাফেরদের মুণ্ডপাত কর। ফলে তোমরা বেহেশতের ওয়ারিশ হবে। −(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

মৃত্যুর সাথে সাথে আমল বন্ধ হয়ে যায়

হাদীস : ৩৫৩৪ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারায় রত (অর্থাৎ, দ্বীন হেফাযতের দায়িত্বে

নিয়োজিত) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কবরের ফেতনা (আযাব) হতেও সে নিরাপদে থাকে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ। দারেমী এ হাদীসটি ওকবরা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

যে লোক অল্প সময়ও জিহাদ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত

হাদীস : ৩৫৩৫ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সামান্য সময়ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (দুশমনের অস্ত্রে) জখমী হয়েছে কিংবা (অন্য কোন কারণে) যন্ত্রণা ভোগ করেছে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষত দুনিয়ার ক্ষত অপেক্ষা অধিক (তাজা অবস্থায়) ফুটে উঠবে। তার (রক্তের) বর্ণ যে, তার (রক্তের) বর্ণ হবে যা'ফরানের ন্যায় আর খোশবু (সুগন্ধ) হবে মেশকের মত। আর যে ব্যক্তির শরীরে আল্লাহর রাস্তায় থাকা অবস্থায় ফোঁড়া বের হবে তার উপর শহীদদের চিহ্ন থাকবে। (তার দ্বারাই প্রমাণিত হবে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে।) -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে সওয়াব সাতশত গুণ

হাদীস : ৩৫৩৬ ॥ হযরত খুরায়ম ইবনে ফাতেক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু ব্যয় করে, তার আমলনামায় তার সাত শত গুণ লেখা হয়ে থাকে। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

বাচ্চা প্রজননকারী উট আল্লাহর রাস্তায় দান করা উত্তম সদকা

হাদীস : ৩৫৩৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম সদকা হল আল্লাহর রাস্তায় তাঁবুর ছায়া দান করা এবং আল্লাহর রাস্তায় খাদেম দান করা অথবা বাচ্চা প্রজননকারী উষ্ট্রী আল্লাহর রাস্তায় দান করা। -(তিরমিযী)

আল্লাহর ভয়ে রোদনকারী দোযখে যাবে না

হাদীস : ৩৫৩৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর (আযাবের) ভয়ে রোদনকারী জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত দোহনকৃত দুগ্ধ পালনে পুনরায় ঢুকে না যায়। (অর্থাৎ, দোহনকৃত দুধ পুনরায় পালানের মধ্যে ঢুকান যেমন অসম্ভব, আল্লাহর ভয়ে রোদনকারীর জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব।) আর আল্লাহর রাস্তায় লাগা ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন এক বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে না। -তিরমিযী। নাসাঈ অন্য এক রেওয়ায়তে অতিরিক্ত বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রের মধ্যে কখনো একত্র হবে না। নাসাঈর অন্য আরেক রেওয়ায়তে আছে, (ঐ দুইটি জিনিস) কোন এক বান্দার অভ্যন্তরে কখনো একত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও ঈমান কোন কোন বান্দার অন্তরের মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না।

দুই প্রকারের চোখ আগুনে স্পর্শ করবে না

হাদীস : ৩৫৩৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই প্রকারের চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এক প্রকারের চক্ষু, যা আল্লাহর আযাবের ভয়ে রোদন করেছে এবং আরেক প্রকারের চক্ষু, যা আল্লাহর রাস্তায় জাগ্রত থেকে পাহারা দিয়েছে। -(তিরমিযী)

নিজ গৃহে অবস্থান করার চাইতে জিহাদে অনেক সওয়াব

হাদীস : ৩৫৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) একজন সাহাবী কোন এক গিরিপথ অতিক্রমকালে একটি মিষ্ট পানির ঝর্ণা দেখতে পেলেন। উক্ত ঝর্ণাটি তাকে খুবই মুগ্ধ করে ফেলল এবং তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলে ফেললেন, কতই না চমৎকার হতো যদি আমি লোকালয় পরিত্যাগ করে এ গিরিপথের পার্শ্বে অবস্থান করতে পারতাম। অতপর এক সময় তার এ আকাঙ্ক্ষার কথাটি রাসূল (স)-এর কাছে আলোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন, সাবধান! এরূপ (কামনা) করো না। কেননা, তোমাদের কারোও আল্লাহর পথে অবস্থিতি নিজ গ্রহে সত্তর বৎসর নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি এ কথাটি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেন এবং পরিশেষে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান। কাজেই তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর। কেননা, যে ব্যক্তি সামান্য সময়ও আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। -(তিরমিযী)

সবচেয়ে বেশি ফযিলত আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরায়

হাদীস : ৩৫৪১ ॥ হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একদিন সীমান্তের প্রহরীরূপে অবস্থান করা অন্যান্য এবাদতের তুলনায় এক হাজার দিনের এবাদতের চেয়েও উত্তম -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

হারাম জিনিস বর্জনকারীরা বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৩৫৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সামনে এমন তিন প্রকারের

লোকদেরকে উপস্থিত করা হবে, যারা সর্বপ্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের একদল শহীদ সম্প্রদায়। দ্বিতীয় দল হল, যারা হারাম জিনিস বর্জন করে চলে এবং যে কোন অবস্থায় কারো কাছে পাত পাতে না এবং তৃতীয় দল হল, সেই ভৃত্য বা চাকর, যে নিজের মা'বুদেই ইবাদ করে উত্তমরূপে এবং আপন মনিবের (মালিকের) সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। -(তিরমিযী) hBd - 786

দরিদ্র অবস্থান দান উত্তম

হাদীস : ৩৫৪৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুব্শী (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেসা করা হল, কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। আবার জিজ্ঞেস করা হল, কোন প্রকারের দান-সদ্কা উত্তম? তিনি বললেন, নিজের দরিদ্রাবস্থা সত্ত্বেও অন্যকে দানে প্রয়াস পাওয়া। আবার জিজ্ঞেস করা হল, কোন প্রকারের হিজরত উত্তম? বললেন, আল্লাহ যে সমস্ত জিনিসে হারাম করেছেন সে সমস্ত বস্তুকে বর্জন করা। আবার জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ধরনের জেহাদ উত্তম? তিনি বললেন, জান ও মাল দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবার জিজ্ঞেস করা হল, জেহাদে কী ধরনের মৃত্যুবরণ করা উত্তম? বললেন, ঐ ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং সাথে সাথে তার সওয়ারী ঘোড়ার পা-ও কেটে ফেলা। (অর্থাৎ সওয়ারীকেও হত্যা করা) হয়। -আবু দাউদ। আর নাসাঈর রেওয়াতে আছে, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন : এমন ঈমান পোষণ করা যার মধ্যে সন্দেহের সামান্য পরিমাণও অবকাশ না থাকে। এমনভাবে জেহাদ করা, যার মধ্যে চুরি বা আত্মসাৎ কিছুই না থাকে এবং মকবুল হজ্জ। আবার জিজ্ঞেস করা হল, কোন প্রকারের নামায উত্তম? বললেন, লম্বা কুনুত। (অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা)। অবশিষ্ট বর্ণনা একই ধরনের। (অর্থাৎ, হাদীসের বাকি বিবরণ সাবেক হাদীসের মতই।)

শহীদদের ছয়টি বিশেষ পুরস্কার আছে

হাদীস : ৩৫৪৪ ॥ হযরত মেক্দাম ইবনে মা'দীকারাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (এক) শরীরের রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার প্রাক্কালে বেহেশ্তের মধ্যে তার অবস্থানের জায়গাটি তাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হয় =। (দুই) কবরের আযাব হতে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (তিন) কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হতে তাকে হেফাযতে রাখা হবে। (চার) তার মাথার উপর সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরান হবে। তার খচিত একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, সেই সমস্ত কিছু হতে উত্তম। (পাঁচ) তার বিবাহে বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুর দেওয়া হবে এবং (ছয়) তার সত্তরজন নিকটতম আত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর সাথে দেখা করার সময় জিহাদের চিহ্ন থাকতে হবে

হাদীস : ৩৫৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির শরীরে জেহাদের কোন প্রকারের চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে ত্রুটিযুক্ত দ্বীন নিয়েই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। -(তিরমিযী-ও ইবনে মাজাহ) হাদীস - ৭৮৭

শহীদের হত্যার ব্যথা যেমন পিঁপড়ের দংশন সমতুল্য

হাদীস : ৩৫৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শহীদ কতল বা হত্যার ব্যথা ততটুকুই অনুভব করে, যতটুকু তোমাদের কেউ পিঁপড়ার দংশনে ব্যথা অনুভব করে থাকে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী এবং তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

আল্লাহর কাছে দুটি চিহ্ন সবচেয়ে মূল্যবান

হাদীস : ৩৫৪৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে দুইটি ফোঁটা ও দুইটি চিহ্নের চাইতে অন্য কোন জিনিসই এত প্রিয়তম নেই। দুই ফোঁটার একটি হল, আল্লাহর আযাবের ভয়ে চক্ষু হতে অশ্রুর ফোঁটা। আর দ্বিতীয়টি হল, আল্লাহর পথে রক্ত প্রবাহের ফোঁটা। আর চিহ্ন দুইটির একটি হল আল্লাহর রাস্তায় শরীরে আঘাত বা ক্ষতের চিহ্ন এবং দ্বিতীয় হল আল্লাহর ফরযসমূহ হতে কোন একটি ফরয আদায় করবার চিহ্ন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

সাধারণ কাজে সামুদ্রিক অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৫৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা হজ্জ, ওমরা কিংবা জেহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্-এর উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে বের হয়ো না। কেননা, সমুদ্রের নিচে আগুন আছে এবং আগুনের নিচেও সমুদ্র আছে। -(আবু দাউদ) হাদীস - ৭৮৮

সমুদ্র ভ্রমণে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পায়

হাদীস : ৩৫৪৯ ॥ হযরত উম্মে হারাম (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সমুদ্রে সফরকারী যে ব্যক্তি মাথায় চক্কর আসিয়া বমিতে আক্রান্ত হয়, সে একজন শহীদের সওয়াব পাবে। আর যেই ব্যক্তি সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে, সে দু'জন শহীদের সওয়াব পাবে। -(আবু দাউদ)

আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মৃত্যুবরণকারী বেহেশতী

হাদীস : ৩৫৫০ ॥ হযরত আবু মালিক আশ্‌আরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদে বের হয়, তারপর যদি সে মারা যায় কিংবা তাকে মেরে ফেলা হয় অথবা সে ঘোড়া কিংবা উটে পৃষ্ঠ হতে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে কিংবা কোন বিষাক্ত প্রাণী তাকে দংশন করে অথবা সে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। মোটকথা, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার পর যে কোন অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করুক না কেন, সে শহীদ বলে পরিগণিত হবে এবং তার জন্য জান্নাত অবধারিত। -(আবু দাউদ) যঈফ-৭৪৯

জিহাদ থেকে ফিরে এলে সমান সওয়াব

হাদীস : ৩৫৫১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জেহাদ হতে ফিরে আসা জেহাদের ন্যায়ই। -(আবু দাউদ)

মুজাহিদ গাজী পূর্ণ সওয়াব পাবে

হাদীস : ৩৫৫২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুজাহিদ-গাযী তাঁর জেহাদের পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে আর জেহাদের জন্য মাল-সম্পদ দানকারী মাল প্রদান ও জেহাদ উভয়টির সওয়াব লাভ করবে। -(আবু দাউদ)

এমন সময় আসবে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হবে

হাদীস : ৩৫৫৩ ॥ হযরত আবু আইয়ুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই তোমাদের জন্য বড় বড় শহর বিজিত হবে এবং বিরাট সেনাদল গঠন করা হবে এবং তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক এই নির্দেশ থাকবে যে, তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে উক্ত সেনাদলে লোক প্রেরণ করতেই হবে। কিন্তু সে সময় এমন লোকও থাকবে, যে ব্যক্তি সে সেনাদলে যোগদান অপছন্দ করবে। সে তা হতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে নিজ কওমকে ত্যাগ করে চলে যাবে। অতপর এমন গোত্রকে খুঁজে বেড়াবে, যাদের সামনে নিজেকে পেশ করে বলবে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন মালদার লোক আছে কি, আমি তার পক্ষ হতে জেহাদে অংশগ্রহণ করব? রাসূল (স) বলেন, সাবধান! এই লোক ভাড়াটে মজদুর। তার রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত সে মজদুরই থাকবে। -(আবু দাউদ) যঈফ—৮৯০

মজুর হিসেবে জিহাদের খেদমত করা ব্যক্তি গণিমত পাবে না

হাদীস : ৩৫৫৪ ॥ হযরত ইয়া'লা ইবন উমাইয়া (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) লোকদেরকে জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য ঘোষণা করলেন। তখন আমি একদিকে ছিলাম প্রবীণ বৃদ্ধ, অপরদিকে আমার কোন খাদেমও ছিল না। সুতরাং আমি এমন একজন মজদুর খোঁজ করলাম, যে আমার খেদমতের জন্য যথেষ্ট হয়। অতপর আমি এমন এক ব্যক্তিকে পেয়ে গেলাম, যাকে আমি তিন দীনারের (স্বর্ণ মুদ্রার) বিনিময়ে ঠিক করে নিলাম। পরে যখন গণিমতের মাল এসে গেল, তখন আমি ইচ্ছা করলাম আমার খাদেমের জন্যও যুদ্ধলব্ধ মাল হতে এক ভাগ বের করে নেব। পরে আমি এ সম্পর্কে জানবার উদ্দেশ্যে রাসূল (স) কাছে গেলাম এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, আমি এই যুদ্ধে ঐ লোকটির জন্য ইহকাল ও পরকালে নির্দিষ্ট ঐ তিনটি দীনার ব্যতীত অন্য কিছু পাচ্ছি না। -(আবু দাউদ)

মালের জন্য জেহাদকারীর কোন সওয়াব নেই

হাদীস : ৩৫৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করার সংকল্প রাখে এবং সঙ্গে দুনিয়ার মাল-দৌলত পাবারও লোভ রাখে। রাসূল (স) বলেন, তার জন্য কোন সওয়াব নেই। -(আবু দাউদ)

আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদকারী ঘুমিয়ে থাকলেও সওয়াব পাবে

হাদীস : ৩৫৫৬ ॥ হযরত মুআয (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জেহাদ দুই প্রকারের। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় ইমামের আনুগত্যসহ নিজের জান ও মাল ব্যয় করে, সঙ্গীদের সাথে সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার বজায় রাখে এবং ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা হতে দূরে থেকে জেহাদ করে, তার নিদ্রা ও জাগরণ সমস্ত কিছুতেই সওয়াব রয়েছে। আর এর বিপরীত, যে লোক বংশ, অহঙ্কার, নিজের বীরত্বের প্রকাশ ও সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে

জেহাদে অংশগ্রহণ করে, আর ইমামের (নেতার) আদেশ অমান্য করে এবং যমীনের মধ্যে ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি ঐ জেহাদ হতে কোন বিনিময় (সওয়াব) নিয়েই প্রত্যাবর্তন করল না। অর্থাৎ, সে কোন সওয়াব পাবে না। −(মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আল্লাহর প্রতি ধৈর্যধারণ করে জিহাদ করতে হয়

হাদীস : ৩৫৫৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল (স)! আমাকে জেহাদ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! যদি তুমি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর কাছে হতে সওয়াব ও পুরস্কার পাওয়ার নিয়তে জেহাদ কর, আল্লাহ তোমাকে ধৈর্যধারণকারী ও সওয়াব অর্জনকারী হিসেবে উত্থিত করবেন। আর যদি তুমি লোকদের বীরত্ব দেখানো এবং গর্ব-অহঙ্কার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জেহাদ কর, তবে তোমাকে আল্লাহ সে লোক দেখানো ও অহঙ্কার প্রদর্শনের অবস্থায়ই উত্থিত করবেন। মোটকথা, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তুমি যে কোন অবস্থায় লড়াই কর কিংবা নিহত হও, আল্লাহ ঐ অবস্থায়ই তোমাকে উত্থিত করবেন। −(আবু দাউদ)

যঈফ-৭৯৮

শাসক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এর নির্দেশে শাসন করবে

হাদীস : ৩৫৫৮ ॥ হযরত ওকবা ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি এই কাজ করতে অসমর্থ যে, যদি আমি কোন লোককে নিযুক্ত করে পাঠাই আর সে আমার নির্দেশ মোতাবেক (শাসনকার্য) পরিচালনা করে না, তখন তোমরা তাকে পদচ্যুত করে তদস্থলে এমন একজন লোককে নিয়োগ করবে, যে আমার নির্দেশ মোতাবেক কাজ পরিচালনা করে? −(আবু দাউদ। আর ফাযালার হাদীস, 'সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ যে তার নফসের সাথে জেহাদ করে' কিতাবুল ঈমানের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ানোর ফজিলত

হাদীস : ৩৫৫৯ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধ অভিযানে বের হলাম। এই সময় আমাদের একজন লোক এমন এক গর্তের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করল যার মধ্যে স্বচ্ছ পানি ও কিছু সবুজ তাজা তরিতরকারী ছিল। উক্ত স্থানটিকে দেখে তার অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা জন্মায় যে, যদি আমি দুনিয়ার মোহ-মায়া ত্যাগ করে এই স্থানে বসবাস করতে পারতাম, তাহলে কতই না উত্তম হত! সুতরাং সে রাসূল (স) কাছে এই ব্যাপারে অনুমতি চাইল। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আমাকে ইহুদী কিংবা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠান হয়নি; বরং 'দ্বীনে হানীফ' সরল ও সহজ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠান হয়েছে। সে মহান সত্তার কসম করে বলেছি, যাঁর হাতে মুহম্মদের প্রাণ! এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাটা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। আর তোমাদের কারোও যুদ্ধের ময়দানে কাতার বন্দী হওয়া ষাট বৎসরের নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। −(আহমদ)

জিহাদ করতে গিয়ে দুনিয়ার কিছু কামনা করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৫৬০ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে একখানা রশি পাওয়ার উদ্দেশ্য রেখেছে, এমতাবস্থায় সে সেটিই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। −(নাসাঈ)

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে সওয়াব আর কিছুতে নেই

হাদীস : ৩৫৬১ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে (রব্ব) প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। এই কথাগুলি শ্রবণ করে আবু সাঈদ (রা) অত্যধিক আনন্দিত হয়ে বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উপরোক্ত কথাটি আমার সম্মুখে পুনরাবৃত্তি করুন; তখন রাসূল (স) পুনরায় তা বললেন। অতপর তিনি বললেন, এতদ্ভিন্ন আরও একটি বস্তু আছে, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জান্নাতের মধ্যে এক শত সোপান (সিঁড়ি) বুলন্দ করবেন এবং প্রত্যেক দুই সিঁড়ির মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। আবু সাঈদ জানতে চাইলেন, ঐ বস্তুটি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? উত্তরে তিনি (তিনবার) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।

−(মুসলিম)

বেহেশতের দ্বারসমূহ তলোয়ারের ছায়ার তলে

হাদীস : ৩৫৬২ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের দ্বারসমূহ তলোয়ারের ছায়াতলে রয়েছে। এ কথা শুনে এক জীর্ণশীর্ণ প্রকৃতির লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আবু মূসা! আপনি কি রাসূল (স)-কে উক্ত হাদীসটি বলতে শুনেছেন? আবু মূসা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। অতপর লোকটি তার সঙ্গীদের কাছে এসে বলল, আমি তোমাদেরকে

(চিরদিনের জন্য শেষ) সালাম জানাচ্ছি। এই কথা বলেই সে তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলল এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হল। তলোয়ার দিয়ে অনেক শত্রু নিধন করল, অবশেষে নিজেও শহীদ হয়ে গেল।-(মুসলিম)

শহীদগণ বেহেশতে সবুজ পাখীর আকারে থাকবে

হাদীস : ৩৫৬৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তাঁর সাহাবী (সঙ্গী)-দেরকে বললেন, যখন তোমাদের ভাইয়েরা ওহুদের দিন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা তাদের রূহ বা আত্মাসমূহকে এক একটি সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এখন সেই সমস্ত পাখীরা বেহেশতের নহরসমূহে বিচরণ করে, তারা বেহেশতের ফল-ফলাদি ভক্ষণ করে এবং স্বর্ণের ফানুসে, যা আরশের নীচে ঝুলন্ত রয়েছে তাতে অবস্থান করে। অতপর সে সমস্ত শহীদগণ যখন খানা-পিনা এবং বিশ্রাম দ্বারা আনন্দ ও পরিতৃপ্তি উপভোগ করে, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলে উঠে, এমন কে আছে! যে আমাদের দুনিয়ার ভাইদেরকে আমাদের পক্ষ হতে এই সংবাদ পৌঁছে দেবে যে, আমরা বেহেশতের মধ্যে জীবিত। যেন তারাও বেহেশত লাভ করতে অবহেলা না করে এবং জিহাদের সময় অলসতা ও অনীহা প্রকাশ না করে। শহীদদের এই আকাজ্ক্ষা দেখে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমিই তোমাদের তরফ হতে তোমাদের হাল-অবস্থার সংবাদ তোমাদের দুনিয়ার ভাইদের কাছে পৌঁছে দেব। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন—"এবং যারা আল্লাহর রাস্তার শহীদ হয়েছে তোমরা তাদেরবে মৃত ধারণা করিও না; বরং তারা জীবিত।" আয়াতের শেষ পর্যন্ত-(আবু দাউদ)

মুমিন লোক তিন ভাবে বিভক্ত

হাদীস : ৩৫৬৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়াতে মু'মিন লোকেরা তিন প্রকারে বিভক্ত। এক প্রকারের মুমিন তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। অতপর উহাতে সামান্য পরিমাণও সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে। (এরা হল সবচেয়ে উত্তম মুমিন)। দ্বিতীয় প্রকারের মুমিন হল তারা, যাদের হাত হতে অন্যান্য মুসলমানের জান ও মাল সার্বিকভাবে নিরাপদ ও হেফাযতে থাকে। আর তৃতীয় প্রকারের মুমিন হল সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে দুনিয়ার লোভ ও মোহ উদিত হলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা বর্জন করে।-(আহ্‌মদ) যঈফ—৭৭২

কোন মানুষ একবার মারা গেলে আর দুনিয়ায় আসতে চায় না

হাদীস : ৩৫৬৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আমীরাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু দান করার পর সে আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসতে ইচ্ছা করবে না, যদিও তাকে দুনিয়া ও এর যাবতীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়, একমাত্র শহীদ ছাড়া। ইবনে আবু আমীরাহ বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় আমি শাহাদাত বরণ করি, এটা আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয়, যে, সমস্ত গ্রাম ও নগরবাসী আমার অধীনস্থ হয়ে যাক।-(নাসাঈ)

নাবালেগ সন্তান জান্নাতে যাবে

হাদীস : ৩৫৬৬ ॥ হযরত হাসানা বিনতে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমার চাচা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কোন্ লোক বেহেশ্‌তে যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, নবী জান্নাতে যাবেন, শহীদ জান্নাতে যাবেন, নাবালেগ শিশু এবং সেই সমস্ত শিশু যাদেরকে তাদের মাতাপিতা জীবন্ত কবর দিয়েছে। এরা সকলেই বেহেশ্‌তে যাবে।-(আবু দাউদ)

জিহাদের জন্য আর্থিক সাহায্যও উপকার বয়ে আনবে

হাদীস : ৩৫৬৭ ॥ হযরত আলী, আবুদ্দারদা, আ'বু হুরায়রা, আবু উমামা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ও ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা সকলেই বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে খরচের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠাল; কিন্তু নিজে বাড়িতে রয়ে গেল, সে ব্যক্তি তার প্রেরিত সাহায্যের প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাত শত দেরহামের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদে অংশ গ্রহণ করে এবং উহাতে মালও ব্যয় করে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাত লাখ দেরহামের সওয়াব পাবে। অতপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন—অর্থঃ "আর আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন, অধিক পরিমাণে প্রতিদান দেন।"-(ইবনে মাজাহ্) যঈফ—৭৭৩ * খালীল ইবনু আমর অপরিচিত রাবি রয়েছে।

শহীদ চার প্রকার হয়ে থাকে

হাদীস : ৩৫৬৮ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়দ বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনছি, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শহীদ চার প্রকারের হয়। ১. এমন ব্যক্তি যে পরিপূর্ণ ঈমানদার, সে শত্রুর মোকাবেলায়

সামান্য পরিমাণও সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে। (এরা হল সবচেয়ে উত্তম মুমিন)। দ্বিতীয় প্রকারের মুমিন হল তারা, যাদের হাত হতে অন্যান্য মুসলমানের জান ও মাল সার্বিকভাবে নিরাপদ ও হেফাযতে থাকে। আর তৃতীয় প্রকারের মুমিন হল সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে দুনিয়ার লোভ ও মোহ উদিত হলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা বর্জন করে।-(আহ্মদ)

কোন মানুষ একবার মারা গেলে আর দুনিয়ায় আসতে চায় না

হাদীস : ৩৫৬৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আমীরাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু দান করার পর সে আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসতে ইচ্ছা করবে না, যদিও তাকে দুনিয়া ও এর যাবতীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়, একমাত্র শহীদ ছাড়া। ইবনে আবু আমীরাহ বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় আমি শাহাদাত বরণ করি, এটা আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয়, যে, সমস্ত গ্রাম ও নগরবাসী আমার অধীনস্থ হয়ে যাক।-(নাসাঈ)

নাবালেগ সন্তান জান্নাতে যাবে

হাদীস : ৩৫৬৮ ॥ হযরত হাসানা বিনতে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমার চাচা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কোন্ লোক বেহেশ্তে যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, নবী জান্নাতে যাবেন, শহীদ জান্নাতে যাবেন, নাবালেগ শিশু এবং সেই সমস্ত শিশু যাদেরকে তাদের মাতাপিতা জীবন্ত কবর দিয়েছে। এরা সকলেই বেহেশ্তে যাবে।-(আবু দাউদ)

জিহাদের জন্য আর্থিক সাহায্যও উপকার বয়ে আনবে

হাদীস : ৩৫৬৯ ॥ হযরত আলী, আবুদ্দার্দা, আবু হুরায়রা, আবু উমামা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ও ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা সকলেই বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে খরচের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠাল; কিন্তু নিজে বাড়িতে রয়ে গেল, সে ব্যক্তি তার প্রেরিত সাহায্যের প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাত শত দেরহামের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদে অংশ গ্রহণ করে এবং উহাতে মালও ব্যয় করে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাত লাখ দেরহামের সওয়াব পাবে। অতপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন-অর্থঃ "আর আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন, অধিক পরিমাণে প্রতিদান দেন।"-(ইবনে মাজাহ্)

শহীদ চার প্রকার হয়ে থাকে

হাদীস : ৩৫৭০ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়দ বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনছি, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শহীদ চার প্রকারের হয়। (১) এমন ব্যক্তি যে পরিপূর্ণ ঈমানদার, সে শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধেরত হয়ে আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে, শেষ নাগাদ নিজে শহীদ হয়ে গেছে। এই ব্যক্তি এমন এক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে, যার দিকে কিয়ামতের দিন লোকেরা এভাবে চোখ তুলে তাকাবে। এবং এই কথা বলে তাঁর মাথা এত উপরের দিকে ওঠালেন যে, মাথা হতে টুপিটি নীচে পড়ে গেল। অধঃস্তন বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, বর্ণনাকারী ফাযালা-এর মাথা হতে টুপিটি নীচে পড়ে গিয়েছিল না কি রাসূল (স)-এর মাথা হতে টুপিটি পড়ে গিয়েছিল? (২) ঐ ব্যক্তি, যে পাক্কা ঈমানদার বটে; কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হয় এমন অবস্থায় যে, ভীরুতার দরুন সে ধারণা করতে থাকে, যেন তার শরীরের কন্টক বৃক্ষের কাঁটা বিঁধছে। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তাকে ঘায়েল করল, অমনিই সে শহীদ হয়ে গেল। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। (৩) এমন মুমিন যে ভালো মন্দ উভয় প্রকারের কাজে লিপ্ত ছিল, পরে জিহাদে অংশগ্রহণ করে আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞাকে সত্যে পরিণত করল, অবশেষে নিজেই শহীদ হয়ে গেল। এই ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ। (৪) এমন ব্যক্তি যে, মুমিন বটে, তবে সে নিজের উপর সীমাহীন অনাচার করেছে। অতপর জিহাদে শরীক হয়ে আল্লাহ্র ওয়াদাকে সত্যে প্রমাণিত করেছে, শেষ নাগাদ সে শহীদ হয়ে গেছে। এই লোক চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ।

-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

গ্রন্থটি সম্পর্কে তথ্য

১. পুরো বইটি নেয়া হয়েছে সোলেমানিয়া বুক হাউস পাবলিকেশন্স থেকে|

২. আরবী ইবারত নেই শুধুমাত্র বাংলা বিদ্যমান

৩. অনবুাদ ও টীকা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত

৪. হাদীসগুলো তাহক্বীক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) রচিত তাহক্বীক মিশকাত থেকে নেয়া হয়েছে|

৫. মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত মিশকাতে যইফ ও জাল হাদীস এর ১ম ও ২য় খন্ড থেকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী কলম দিয়ে লেখা হয়েছে

৬. বিস্তারিত তাহক্বীক এর জন্য তাহক্বীক মিশকাত পড়ার অনুরোধ রইলো

৭. হাদীসের পরিচ্ছেদ গুলোর নামকরণ অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত

৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস মিসিং রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে সাজিয়ে সংযোজন করার চেস্টা করা হবে ইনশাআললাহ

৯. বইটি পছন্দ হলে বাজার থেকে অবশ্যই কিনবেন | বইটির দাম বেশী না| কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়|

১০. যে কোন প্রকার পরামর্শ,সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য আমাদের ফেসবুকে পেজ এ লিখুন অথবা মেইল করুন এই ঠিকানা |

Mail : pureislam4u@gmail.com

Facebook Page: www.facebook.com/WaytoJannahCom

মিশকাত শরীফ

॥ অষ্টম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

যুদ্ধের সরঞ্জাম ও প্রস্তুতি গ্রহণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু তালহা ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ

হাদীস : ৩৫৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত আবু তালহা (রা) রাসূল (স) এর সঙ্গে একই ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করছিলেন। আর আবু তালহা ছিলেন একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন, তখন রাসূল (স) উঁকি মেরে নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা লক্ষ্য করতেন -(বোখারী)

ঘোড়া পালনে বরকত নিহিত আছে

হাদীস : ৩৫৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালে বরকত রয়েছে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

শত্রুর মোবাবিলায় শক্তি অর্জন করতে হয়

হাদীস : ৩৫৭৩ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রুদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। জেনে রেখ, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা। -(মুসলিম)

রোম সাম্রাজ্য জয় করা

হাদীস : ৩৫৭৪ ॥ হযরত হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনছি, যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শেখার পর তা বর্জন করে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা বলেছেন, সে নাফরমানী করল।-(মুসলিম)

তীরন্দাজের পেশা বর্জন ঠিক নয়

হাদীস : ৩৫৭৫ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শেখার পর তা বর্জন করে দেয়, সে আমাদের দলভুক্তি নয়। অথবা বলেছেন, সে নাফরমানী করল।

-(মুসলিম)

তীর চালনা শিক্ষার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর নির্দেশ

হাদীস : ৩৫৭৬ ॥ হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছে গমন করেন, তারা বাজারের মধ্যে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় রত ছিল। রাসূল (স) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা তীর চালনা কর, কেননা, তোমাদের পিতামহ তীরন্দাজ ছিলেন। আর আমি অমুক গোত্রের পক্ষে আছি। এরপর অপর দল তীর চালনা বন্ধ করে দিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের কি হল যে, তোমরা তীর চালনা করছ না? উত্তরে তারা বলল, আমরা কেমন করে তীর ছুঁড়তে পারি, আপনি যে অমুক দলের সাথে রয়েছেন? এবার রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা, তোমরা তীর চালাতে থাক, আমি তোমাদের সকলেই সাথে আছি।-(বোখারী)

ঘোড়ার দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ আছে

হাদীস : ৩৫৭৭ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর হাতের আঙুল দিয়ে গোড়ার কপালের কেশগুলো মোড়াচ্ছেন এবং তখন এ কথাটি বলছেন, ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ বাঁধা রয়েছে। অর্থাৎ, পুরস্কার এবং মালে গনীমত।–(মুসলিম)

জিহাদের ঘোড়ার খানা পিনার গোবরে বরকত হবে

হাদীস : ৩৫৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে ঘোড়া আবদ্ধ রাখে। কিয়ামতের দিন ঘোড়ার পরিতৃপ্ত খানা-পিনা এবং তার গোবর পেশাবও ঐ ব্যক্তির আমলের পাল্লায় ওজন করা হবে। অর্থাৎ বিনিময়ে সওয়াব ও কল্যাণ দান করা হবে।–(বোখারী)

ঘোড়ার ডান পা ও বাম হাত সাদা হওয়া ভালো নয়

হাদীস : ৩৫৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার মধ্যে শেকাল হওয়াটা পছন্দ করতেন না। শেকাল ঐ ঘোড়াকে বলা হয়, যার ডান পা ও বাম হাত শ্বেত বর্ণের, অথবা ডান হাত ও বাম পা।–(মুসলিম)

রাসুল (স) ঘোড়দৌঁড়ের ব্যবস্থা করতেন

হাদীস : ৩৫৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) হাফ্ইয়া হতে শুরু করে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌঁড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করেছেন। আর এ দু জায়গার মধ্যেকার দূরত্ব হল সানিয়াতুল বিদা হতে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত। এ জায়গা দুটির মধ্যেকার দূরত্ব ছিল এক মাইল।–(বোখারী ও মুসলিম)

নির্ধারিত বিষয়ে সমুন্নত জিনিস অবনত হয়

হাদীস : ৩৫৮১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর আযবা নামক একটি উটনি ছিল। কোন উটই তাকে পেছনে ফেলতে পারত না। এক সময় একজন গ্রাম্য আরব তার উটের পিঠে আরোহণ করে এল এবং রাসূল (স)-এর উটনিকে পশ্চাতে ফেলে আগে চলে গেল। এ অবস্থা মুসলমানদের জন্য পীড়াদায়ক হল। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, পৃথিবীর যে জিনিসই সমুন্নত হয়, তাকে অবনত করে দেন।–(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তীরের বরকতে তিন ধরনের লোক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৩৫৮২ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এক তীরের উসিলায় তিন প্রকারের লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। ১. তীর প্রস্তুতকারী সওয়াবের নিয়মে তা তৈরি করে। ২. তীর নিক্ষেপকারী ৩. তীর প্রদানকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজি ও সওয়ারির প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। অবশ্য তোমাদের তীরন্দজির প্রশিক্ষণ আমার কাছে তোমাদের সওয়ারীর অপেক্ষা অধিক প্রিয় নিম্নোক্ত তিনটি কাজ ছাড়া সর্বপ্রকার খেল-তামাশা বাতিল ও অন্যায়। ১. ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা, ২. ঘোড়াকে যুদ্ধের শিষ্টাচারিতার প্রশিক্ষণ দেয়া, ৩. স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। মোট কথা, এ কাজগুলো স্বীকৃত ও বৈধ। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ তবে আবু দাউদ ও দারেমী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।)

যে ব্যক্তি তীরন্দাজ শিক্ষা গ্রহণ করার পর অবহেলা বা অনীহা প্রকাশে তাকে পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর একটি নিয়ামত পরিত্যাগ করল অথবা তিনি বলেছেন, সে আল্লাহর নিয়ামতের না শোকরী করল। যঈফ-৭৭৫

কাফেরের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপকারী বিশেষ মর্যাদাবান

হাদীস : ৩৫৮৩ ॥ হযরত আবু নাজাহী সুলামী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করে আঘাত হানে, তার জন্য বেহেশতের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করল তার জন্য একটি গোলাম আজাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইসলামের কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় বার্ধক্যের শুভ্রতায় পৌঁছেছে, তার সে শুভ্রতা কিয়ামতের দিন তার জন্য উজ্জ্বল নূরে পরিণত হবে। –(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

ঘোড় দৌঁড়ের প্রতিযোগিতা করা জায়েয আছে

হাদীস : ৩৫৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তীরন্দাজ অথবা উট কিংবা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কিছুরই প্রতিযোগিতা বৈধ নয়। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কোন কথা দৃঢ়তার সাথে বলা উচিত নয়

হাদীস : ৩৫৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দুটি ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি ঘোড়া সংযোজন করে, এমতাবস্থায় যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, তার ঘোড়া আগে চলে যাবেই, তাহলে তাতে কোন কল্যাণ নেই। আর যদি এ বিশ্বাস না থাকে যে, তার ঘোড়া আগে যেতে পারবে, তখন তাতে কোন দোষ নেই। –(শরহে সুন্নাহ) যঈফ—৭৭৬

জালাব ও জানাব জায়েয নেই

হাদীস : ৩৫৮৬ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জালাব ও জানাব জায়েয নেই। ইয়াহইয়া তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বলেছেন, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়। –(আবু দাউদ নাসাঈ)

ইমাম তিরমিযী আরো কিছু বর্ধিত বাক্যসহ তা সব ছিনতাই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

কালো রংয়ের ঘোড়া উত্তম

হাদীস : ৩৫৮৭ ॥ হযরত আবু কাদাতাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সে ঘোড়াই সবচেয়ে উত্তম, যেটির সারা শরীরে কালো এবং কপালে ও নাকের দিকে কিঞ্চিৎ সাদা চিহ্ন আছে। অতপর তা উত্তম, যে ঘোড়ার কপালে সামান্য সাদা চিহ্নসহ পায়ের দিকেও সাদা, কিন্তু ডান হাত সম্মুখে ডান পা যেন সাদা বর্ণের না হয়। অতপর যদি মিসকালো বর্ণের ঘোড়া না হয়, তবে উক্ত চিহ্নসহ খয়েরী রংয়ের ঘোড়া উত্তম। –(তিরমিযী ও দারেমী)

খয়েরী বর্ণের ঘোড়া কপালে ও পা সাদা হলে আরও ভালো

হাদীস : ৩৫৮৮ ॥ হযরত আবু ওবাহ জুশামী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অবশ্যই তোমরা এমন ঘোড়া বেছে নিবে, যা খয়েরী বর্ণের হয় এবং কপাল ও হাত-পা সাদা। অথবা আশ্‌করা লাল বর্ণের যার কপাল ও হাত-পা সাদা। অথবা মিস্‌কালো যার কপাল ও হাত-পা সাদা। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ—৭৭৭

ঘোড়ার কপালের চুল কাটা উচিত নয়

হাদীস : ৩৫৮৯ ॥ হযরত ওতবা ইবনে আবদ সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের লম্বা চুল ও ঘাড়ের চুল ও লেজের চুল কেট না। কেননা, তার লেজ হল তার পাখা। ঘাড়ের চুল হল তার উষ্ণতা লাভের উপকরণ। আর তার কপালের চুলের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। –(আবু দাউদ)

ঘোড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে হয় যঈফ—৭৭৮

হাদীস : ৩৫৯০ ॥ হযরত আবু ওহাব জুশামী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ঘোড়াগুলোকে যুদ্ধের জন্য তৈরি রাখ এবং তাদের মাথা ও নিতম্বের উপর হাত বুলাও। অথবা তিনি اعجازها এর পরিবর্তে اكفالها শব্দ বলেছেন, তাদের গলায় মালা ঝুলিয়ে রাখ, তবে তাদের গলায় কামানের তৃণ বেঁদ না।–(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হাশেমী বংশের লোকেরদের সদকা খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৫৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বরেন, রাসূল (সঃ) ছিলেন একজন নির্দেশিত বান্দাহ। তিনি অন্যান্য লোকদেরকে বাদ দিয়ে শুধু আমাদেরকে তিনটি কাজ ছাড়া বিশেষভাবে অন্য কিছুর নির্দেশ করেন নি। তিনি আমাদেরকে হুকুম করেছেন, যেমন আমরা পরিপূর্ণভাবে অযু করি এবং আমরা যেন সদ্‌কা না খাই, আর ঘোড়ার উপর গাধার প্রজনন না করি। –(তিরমিযী ও নাসাঈ)

রাসূল (স) হাদিয়া গ্রহণ করতেন

হাদীস : ৩৫৯২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেয়া হল, অতপর তিনি তার উপর সওয়ার হলেন। হযরত আলী (রা) বলেন, যদি আমরা গাধাকে ঘোড়ির সঙ্গে মিলন করতাম তাহলে এ ধরনের খচ্চার আমরাও লাভ করতাম। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, নির্বোধ লোকেই এমন করে থাকে।

–(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

রাসূল (স)-এর তলোয়ারের বাঁট ছিল রূপোর তৈরি

হাদীস : ৩৫৯৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর তলোয়ারের বাঁটের উপরিভাগ ছিল রৌপ্যমণ্ডিত।

–(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

রাসূল (স)-এর তরবারীতে সোনা-রূপো মোড়ানো ছিল

হাদীস : ৩৫৯৪ ॥ হযরত হযরত হুদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ তার দাদা মাযীদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন এমন অবস্থায় প্রবেশ করেছেন যে, তাঁর তলোয়ার কবজির মধ্যে সোনা-রূপা মোড়ানো ছিল। –(তিরমিযী। আর তিনি বলেছেন এ হাদীস গরীব) যঈফ—৭৭৯

রাসূল (স) দুটি বর্ম পরিধান করতেন

হাদীস : ৩৫৯৫ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ হতে বর্ণিত যে, ওহুদের লড়ায়ের দিন রাসূল (স)-এর উপর দুটি বর্ম ছিল তিনি একটির উপরে আরেকটি পরিধান করেছিলেন। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স)-এর পতাকা ছিল চার কোণ বিশিষ্ট কালো রংয়ের

হাদীস : ৩৫৯৬ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাসেমের আযাদকৃত গোলাম মূসা ইবনে উবায়দা (র) বলেন, একদিন মুহম্মদ ইবনে কাসেম আমাকে হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর কাছে রাসূল (স)-এর পতাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তা চতুষ্কোণ কৃষ্ণ বর্ণের চিত্রকের ন্যায় ছিল। -(আহম্মদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর পতাকা ছিল সাদা

হাদীস : ৩৫৯৭ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত নবী (স) এমন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন যে, তার পতাকার বর্ণ ছিল সাদা। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স)-এর কালো রংয়ের বড় ঝাণ্ডা ছিল

হাদীস : ৩৫৯৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর বড় পতাকা ছিল কালো বর্ণের এবং ছোট পতাকাটি ছিল সাদা রংয়ের। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ঘোড়া পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৫৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, স্ত্রীদের পরে জেহাদের ঘোড়ার চাইতে অন্য কোন জিনিস রাসূল (স)-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিল না। - (নাসাঈ)

আরবী ধনুক ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন

হাদীস : ৩৬০০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর হাতে ছিল একখানা আরবী নমুনার তৈরি ধনুক। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, অন্য আরেক লোকের হাতে একখানা পারস্যের ধনুক। তখন তিনি বললেন, তোমার হাতে ওটা কি? ওটা ফেলে দাও। তোমাদের উচিত যে, তোমরা এ জাতীয় আরবী ধনুক ব্যবহার করবে। আর উন্নত মানের বর্শা ব্যবহার কর। কেননা, এটা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দ্বীনের রাস্তায় মদদ করবেন এবং বিভিন্ন শহরে-নগর তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। -(ইবনে মাজাহ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সফরের নির্দিষ্ট বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুকুর সাথে থাকলে ফেরেশতা থাকে না

হাদীস : ৩৬০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল(স) বলেছেন, সে কাফেলার সাথে ফেরেশতারা সাথী হয় না, যে কাফেলার সাথে কুকুর ও ঘণ্টা থাকে। -(মুসলিম)

শয়তানের বাদ্যযন্ত্র হল ঘুণ্টি ও ঝুমঝুমি

হাদীস : ৩৬০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন. ঘুণ্টি বা ঝুমঝুমি হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। -(মুসলিম)

রাসূল (স) বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৬০১ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (স) তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবারে রওনা করেছিলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার দিন সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। -(বোখারী)

রাতে একা একা সফর করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৬০২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, একাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লোকেরা জানত, তাহলে কোনো আরোহীই রাতে একাকী সফরে বের হত না। -(বোখারী)

উটের গলায় গলবেড়ি হওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৬০৫ ॥ হযরত আবু বাশীর আনসালী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলেন। তখন রাসূল(স) একজন লোক পাঠালেন যে, যেন কোনো উটের গলায়ই ধনুক ছিলার গলবেড়ি না থাকে, থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

গরমের সময় দ্রুত গতিতে সফর করতে হয়

হাদীস : ৩৬০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা শস্য-শ্যামল মৌসুমে সফর করবে, তখন তোমরা উটকে যমীন হতে তার হক গ্রহণ করার সুযোগ দেবে, আর যখন শুষ্ক মৌসুমে সফল করবে, তখন তোমরা তাদের নিয়ে দ্রুত গতিতে সফর করবে। আর যদি রাতে কোথাও অবস্থান করতে হয়, তখন চলাচলের পথ হতে দূরে থাকবে। কেননা, ওটা হল রাতের বেলায় জীব-জন্তুর চলাচল-পথ ও বিষাক্ত প্রাণীর বাসস্থান। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, যখন তোমরা শুষ্ক মৌসুমে সফরে থাক, তখন সওয়ারীর জানোয়ার দুর্বল ও ক্লান্ত হবার আগেই দ্রুত সফর সমাপ্ত কর। -(মুসলিম)

অতিরিক্ত জিনিস দান করা ভালো

হাদীস : ৩৬০৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার কোনো এক সফরে আমরা রাসূল(স)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আরোহী অবস্থান সেখানে এল এবং তাকে ডানে বামে ঘোরাতে লাগল। তখন রাসূল(স) বললেন, তোমাদের যার কাছেই অতিরিক্ত সওয়ারি আছে, সে যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়, যার কাছে সওয়ারী নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত খানাপিনা আছে, সেও যেন তা ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করে যার কাছে খাদ্যদ্রব্য নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (সঃ) বিভিন্ন প্রকারের মালের কথা এভাবে উল্লেখ করতে লাগলেন যে, আমাদের ধারণা হল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের উপর আমাদের কারও কোনো অধিকার নেই। -(মুসলিম)

সফর করা আযাবের অংশ ভোগ করা

হাদীস : ৩৬০৮॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল(স) বলেছেন, সফর হল আযাবের একটি অংশ তা তোমাদেরকে নিদ্রা এবং পানাহার ইত্যাদি হতে বাধা প্রদান করে। সুতরাং মুসাফির যখন তার সফরের প্রয়োজন পুরো করে ফেলে তখন অবিলম্বে যেন সে নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) সফর হতে ফেরার সময় সন্তানদেরকে সওয়ারিতে আরোহন করাতেন

হাদীস : ৩৬০৯॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, রাসূল(স) যখনই সফর হতে প্রত্যাগমন করতেন, তখন তাঁর পরিবারস্থ বালকদেরকে উপস্থিত করা হত। এক সময়ের ঘটনা, রাসূল (স) সফর হতে আগমন করলেন, তখন আমাকেই সকলের আগে তাঁর খেদমতে হাজির করা হল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসিয়ে নিলেন। অতপর ফাতেমার পুত্রদ্বয়ের যে কোন একজন আনা হল, তখন তিনি তাকে নিজের পিছনে বসিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, অতপর আমরা এমন অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করলাম, যে এক সওয়ারীতে তিনজন সওয়ার। -(মুসলিম)

সফরে স্ত্রীকে সওয়ারীতে রাখতে হয়

হাদীস : ৩৬১০ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি এবং আবু তালহা রাসূল(স)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাসূল (স)-এর সাথে একই সওয়ারিতে তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন হযরত সাফিয়্যা (রা)। -(বোখারী)

রাসূল (স) সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়িতে যেতেন না

হাদীস : ৩৬১১ ॥ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) সফল হতে রাতের বেলায় পরিবারবর্গের মধ্যে যেতেন না বরং তিনি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় গৃহে প্রবেশ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দীর্ঘদিন সফর করলে রাতে বাড়ি ফিরতে নেই

হাদীস : ৩৬১২ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘদিন পরিবার হতে দূরে থাকে সে যেন রাতের বেলায় পরিবারের কাছে প্রবেশ না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাতের বেলায় সফর হতে ফিরে সাথে সাথে স্ত্রীর কাছে যাবে না

হাদীস : ৩৬১৩ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমরা রাতের বেলায় তোমাদের এলাকায় প্রবেশ কর, তখনই নিজ স্ত্রীদের কাছে যেও না, যাতে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পারে এবং তাদের চুল চিরুনী দিয়ে সুবিন্যস্ত করে নিতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর উট যবেহ করেছেন

হাদীস : ৩৬১৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) সফর হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর একটি উট অথবা একটি গরু যবেহ করেছিলেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) সফর হতে ফিরে প্রথমে মসজিদে গমন করতেন

হাদীস : ৩৬১৫ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) সফর হতে দিনের বেলায় চাশতের সময় প্রত্যাবর্তন করতেন। আর যখনই প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন সর্বাগ্রে মসজিদে গিয়ে তাতে দু রাকাআত নফল নামায পড়তেন। অতপর সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকদের জন্য কিছু সময় সেখানে বসতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

সফর হতে ফিরে মসজিদে দুরাকাআত নামায পড়তে হয়

হাদীস : ৩৬১৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, কোন এক সফরে আমি রাসূল (সা.)-এর সাথে ছিলাম। সফর হতে ফিরে আমরা মদীনায় পৌঁছালে তিনি আমাকে বললেন, যাও মসজিদে গিয়ে তাতে দুরাকাআত নামাজ আদায় করে নাও। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ী মাল দিনের প্রথম ভাগে পাঠানো উচিত

হাদীস : ৩৬১৭ ॥ হযরত গামেদী গোত্রীয় হযরত ছাখ্‌ত ইবনে ওয়াদাআহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) দোআ করেছেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য তাদের প্রভাতে বরকত দান কর। আর রাসূল (স) যখনই কোন ছোট কিংবা বড় সেনাদল জিহাদে পাঠাতেন, তখন তাকে দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। বর্ণনাকারী ছাখ্‌র ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। সুতরাং তিনিও তাঁর তেজারতী মাল দিনের প্রথম ভাগে পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান হয়ে গিয়েছিলেন এবং তার মালও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

রাতের বেলায় সফর করা ভালো

হাদীস : ৩৬১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই রাতের বেলায় সফর কর। কেননা, রাতের বেলায় যমীন সংকুচিত হয়। -(আবু দাউদ)

সফরে দুজন আরোহী দুটি শয়তানের সমতুল্য

হাদীস : ৩৬১৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, একজন আরোহী একজন শয়তান, দুজন আরোহী দুটি শয়তান। অবশ্য তিনজন আরোহী পূর্ণ এক জামায়াত। -(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

তিনজন সফরে গেলে একজন আমীর হবে

হাদীস : ৩৬২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল(স) বলেছেন, যখন তিন ব্যক্তি সফরে যাবে, তখন তারা একজনকে যেন আমীর করে নেয়। -(আবু দাউদ)

সফর সঙ্গী চার হওয়া ভালো

হাদীস : ৩৬২১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম সফলসঙ্গী হল চারজন। উত্তম ছোট সেনাদল হল চারশত জন। এবং উত্তম বড় সৈন্যদল হল চার হাজার জন। আর বার হাজার সেন্যদল কখনও সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে পরাজিত হবে না।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে গরীব বলেছেন।)

রাসূল (স) সফরে কাফেলার পেছনে থাকতেন

হাদীস : ৩৬২২ ॥ হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) সফরে কাফেলার পশ্চাৎভাগে থাকতেন, যেন দুর্বল সওয়ারীকে হাঁকিয়ে নিতে পারেন এবং যারা সওয়ারী নয় তাকে নিজের সওয়ারির পেছনে বসিয়ে নিতে পারেন এবং সর্বোপরি গোটা কাফেলার জন্য দোআ খায়ের করতে থাকতেন। -(আবু দাউদ)

সফরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করা জায়েয় নেই

হাদীস : ৩৬২৩ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) বর্ণনা করেন, সফরের সময় লোকেরা যখন কোন জায়গায় অবস্থান করার জন্য অবতরণ করত, তখন তারা গিরিপথে এবং উপত্যকায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করত। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, গিরিপথে এবং উপত্যকায় এভাবে তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া মূলত শয়তানের কাজ। এরপর হতে লোকেরা যখনই কোন জায়গায় অবস্থান করত, তখন তারা পরস্পর এমনভাবে মিলেমিশে অবস্থান করত যে, একখানা কাপড় তাদের ছড়িয়ে দিলে সকলকেই আচ্ছাদিত করতে পারত। -(আবু দাউদ)

সফরে পালা করে সওয়ারিতে আরোহণ করতে হয়

হাদীস : ৩৬২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমাদের অবস্থা এ ছিল যে, আমরা প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একটি উট, হযরত আবু লুবাবা ও আলী ইবনে আবু তালিব ছিলেন রাসূল (স)-এর সাথী। যখন রাসূল (স)-এর পায়ে হাঁটার পালা আসল, তখন তাঁরা বললেন, আপনি সওয়ারিতে থাকুন আপনার হাঁটার পালা আমরাই হাঁটব। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা দুজন আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও। আর সওয়ার হতেও আমি তোমাদের চেয়ে বেশি অপ্রত্যাশী নই। −(শরহে সুন্নাহ)

পশুদেরকে আল্লাহ পাক মানুষের অধীন করে দিয়েছেন

হাদীস : ৩৬২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসুল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের জানোয়ারের পৃষ্ঠদেশকে মিম্বরে পরিণত করো না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা এ সমস্ত পশুগুলো এ জন্যই তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন, যেন তোমাদেরকে তা হতে সে শহরে পৌঁছে দেয়। যেখানে তোমরা কঠোর পরিশ্রম ছাড়া পৌঁছতে সক্ষম হতে না। আর আল্লাহ তায়ালা যমীনকে তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, অতএব তাতে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধান কর। −(আবু দাউদ)

পশুর পিঠ হতে না নামা পর্যন্ত নফল নামায নিষেধ

হাদীস : ৩৬২৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন আমরা কোন জায়গায় অবতরণ করতাম, তখন জানোয়ারের উপর হতে নীচে অবতরণ না করা পর্যন্ত নফল নামায আদায় করতাম না। −(আবু দাউদ)

অন্যের বাহনে আরোহন করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৬২৭ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল(স) পায়ে হেঁটে কোথাও যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি গাধায় চড়ে সেখানে তথায় উপস্থিত হল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এর উপরে সওয়ার হোন। এ কথা বলে লোকটি পেছনে সরে পড়ল। তখন রাসূল (স) বললেন, না এভাবে হবে না, তুমিই তোমার জানোয়ারের সামনের ভাগের অধিক হকদার। তবে যদি তুমি এ হক আমাকে দাও। লোকটি বলল, আমি ওটা আপনাকে প্রদান করলাম। অতপর তিনি সওয়ার হলেন। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

শয়তানের জন্য এক প্রকার গৃহ আছে

হাদীস : ৩৬২৮ ॥ হযরত সায়দ ইবনে আবু হিন্দ হযরত হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল(স) বলেছেন, এক প্রকারের উট শয়তানের জন্য এবং এক প্রকারের গৃহও শয়তানের জন্য। বস্তুত শয়তানের উট হল তা, যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি−তোমাদের কেউ কেউ খুব উত্তম উট সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হয়, তাকে খুব মোটা-তাজা করে নেয়, কিন্তু নিজেও তাতে সওয়ার হয় না এবং সে তার এমন কোন ভাইয়ের কাছে দিয়ে পথ অতিক্রম করে যার কাছে কোন সওয়ারি নেই, তবুও তাকে তাতে সওয়ার করায় না। আর শয়তানের ঘর, আমি তা দেখেনি। সাঈদ বলেন, আমার ধারণা তা সে সকল হাওদা হবে, যাকে লোকেরা রেশমী কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে সাজিয়ে নেয়। −(আবু দাউদ)

অন্যের অসুবিধা করে সফরে গেলে সওয়াব নেই

হাদীস : ৩৬২৯ ॥ হযরত সাহল ইবনে মুয়াজ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার আমরা কোন এক জিহাদে রাসূল(স)-এর সাথে শরীক ছিলাম। লোকেরা বিস্তার্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থান করে পথঘাট ও চলাচল করার রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ করে ফেলেছিল। অতপর রাসূল (স) একজন ঘোষণাকারীকে পাঠিয়ে লোকদের মধ্যে এ ঘোষণা করে শুনিয়ে দিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের জন্য অবস্থান সংকীর্ণ করে কিংবা চলার পথ বন্ধ করে, তার কোন জিহাদ নেই। −(আবু দাউদ)

সফর হতে ফিরে রাতের প্রথম ভাগে বাড়িতে যাবে

হাদীস : ৩৬৩০ ॥ হযরত জাপের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সফর হতে কারও প্রত্যাবর্তন করার পর নিজ পরিজনের মধ্যে প্রবেশ করার উত্তম সময় হল রাতের প্রথম ভাগ। −(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সফরে গিয়ে বিশ্রাম করতে হয়

হাদীস : ৩৬৩১ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) বলেছেন, রাসূল(স)−এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি সফরে যেতেন এবং রাতের শেষাংশে বিশ্রাম করতেন, ডান কাতে শয়ন করতেন। আর যখন ভোর হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বিশ্রাম করতেন, তখন নিজের ডান হাত খাড়া করে রাখতেন। অতপর হাতলির উপর মাথা রাখতেন। −(মুসলিম)

সফরে গেলে সঙ্গীদের খেদমত করতে হয়

হাদীস : ৩৬৩২ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সফরের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্দার, যে তাদের খেদমত করল। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের খেদমতে অগ্রগামী থাকবে, অন্য কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়া অন্য কোন আমল দিয়ে তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে না। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

ভোরে যুদ্ধে যাত্রায় সওয়াব বেশি

হাদীস : ৩৬৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল (স) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে একটি সেনাদল সহ পাঠালেন, ঘটনাক্রমে সে দিন ছিল জুমাআর দিন। তাঁর সঙ্গীরা তো ভোরেই রওয়ানা হয়ে চলে গেল, কিন্তু ইবনে রাওয়াহা বললেন, আমি তাদের পশ্চাতে হতে যাব এবং রাসূল(স)-এর সাথে জুমার নামায আদায় করে পরে গিয়ে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব। অতপর তিনি যখন রাসূল (স)-এর সাথে জুমার নামায আদায় করলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভোরে তোমাদের সঙ্গীদের সাথে যাওয়া হতে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এ ইচ্ছা করেছি যে, আপনার সাথে জুমার নামায আদায় করে পরে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব। রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় কর, তবু তুমি সঙ্গীদের সাথে ভোরে রওয়ানা হওয়ার ফযীলত হাসিল করতে পারবে না। -(তিরমিযী)

বাঘের চামড়া সাথে থাকলে রহমতের ফেরেশতা থাকে না

হাদীস : ৩৬৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (র) বলেছেন, যে কাফেলার সাথে চিতা বাঘের চামড়া থাকে, সে কাফেলার সাথে রহমতের ফেরেশতা থাকে না। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় অধ্যায়

কাফেরদের প্রতি দাওয়াতপত্র প্রেরণ ও ইসলামের দিকে আহ্বান

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাফের বাদশাহ কায়েসারকে দ্বীনের দাওয়াত

হাদীস : ৩৬৩৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর দিকে আহ্বান জানিয়ে হযরত দেহিয়া কালবীর মাধ্যমে কায়েসার-এর নামে পত্র প্রেরণ করেন এবং দেহিয়া কালবীরকে নির্দেশ দেন যে, তা যেন বসরার শাসনকর্তার হাতে অর্পণ করেন, বসরার শাসনকর্তা তা যেন কায়েসারের কাছে পৌঁছে দেয়। তাতে লেখা ছিল, পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল মুহম্মদ (স)-এর পক্ষ হতে রোমের মহান শাসনকর্তা হিরাকিল এর প্রতি। যারা হেদায়েত গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি সালাম। আমি তোমার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছি। ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে, আর ইসলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যদি ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে সকল প্রজার পাপের বোঝাও তোমাকে বহন করতে হবে। হে কিতাবী সম্প্রদায়! তোমরা এমন এক কথার দিকে এস, যাতে আমরা ও তোমরা সমবিশ্বাসী। আর তা হল আমরা সকলে মিলে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না। তাঁর সাথে আমরা অন্য কিছুকেই অংশীদার সাব্যস্ত করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি তারা এ কথাগুলো মেনে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনার মধ্যে তিনটি বাক্যের পরিবর্তন আছে। যেমন আল্লাহর রাসূল মুহম্মদের পক্ষ হতে।

রাসূল (স) কিসরার শাসকের বিরুদ্ধে বদ-দোআ করলেন

হাদীস : ৩৬৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) নিজের একখানা পত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহ্‌মী (রা)-এর মাধ্যমে পারস্যের শাসক কিসরার কাছে পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তা বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তার হাতে দেবে, অবশেষে বাহরাইনের শাসনকর্তা পত্রখানা ইরানের রাজার কাছে দিলেন। সে যখন চিঠিখানা পাঠ করল, তখন তা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলল। বর্ণনাকারী ইবনুল মুসাইয়্যের বলেন, এরপর রাসূল (স) তাদের প্রতি এই বদদোয়া করলেন, যেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেন। -(বোখারী)

নাজ্জাশীকে রাসূল (স) ইসলামের দাওয়াত দিলেন

হাদীস : ৩৬৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) কিসরা, কায়েসার, নাজ্জাশী এবং অন্যান্য সমস্ত যালিম রাজাদের নামে পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করেন। আর ও নাজ্জাশী সে ব্যক্তি নয়, যার মৃত্যুতে রাসূল (স) জানাযার নামায আদায় করেছিলেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) যুদ্ধের নীতিমালা নির্ধারণ করে দিলেন

হাদীস : ৩৬৩৮ ॥ হযরত সুলাইমান ইবনে বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখনই কোন বড় কিংবা ছোট সেনাদলের উপর কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে তার একান্তভাবে আল্লাহর ভয় করে চলার, আর সঙ্গী মুসলমানদের সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। অতপর বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাও এবং যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে, তাদের সাথে লড়াই কর। সাবধান! জিহাদে যাও, কিন্তু গনীমতের মাল খেয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রুদেরকে বিকলাঙ্গ করবে না এবং কোন শিশুকে হত্যা করবে না। যখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষ মুশরিক শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, তখন তুমি তাদেরকে তিনটি কথার দিকে আহ্বান জানাবে। যদি উক্ত প্রস্তাবের কোন একটি তারা মেনে নেয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করে নিবে এবং তাদের হতে বিরত থাকবে।

অতপর প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে, যদি তারা তা কবুল করে, তুমি তাদের হতে তা মেনে নেবে এবং তাদের হতে বিরত থাকবে। অতপর তাদেরকে নিজ দেশে কাফেরের দেশ হতে মুহাজেরিনদের দেশের দিকে চলে আসার আহ্বান জানাবে। আর তাদেরকে একথাও অবহিত করে দেবে যে, যদি তারা তা করে তবে তারাও সে সমস্ত অধিকার লাভ করবে যা মুহাজেরিনদের উপর অর্পিত রয়েছে। কিন্তু যদি তারা নিজ দেশ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তখন তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, তাদের সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে, যেরূপ আচরণ গ্রাম্য মুসলমানদের উপর কার্যকর করা হয়ে থাকে। এবং গনিমতের মাল ও ফায় হতে তারা কোন অংশ পাবে না। অবশ্য এ মাল-সম্পদের অংশ তারা তখনই পাবে, যখন তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে জিহাদে শামিল হবে। আর যদি তারা এতে অস্বীকার করে, তখন তাদের কাছে হতে জিযিয়া দাবী কর। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তুমিও তাদেরকে সেখান হতে জিযিয়া গ্রহণ কর এবং তাদের হতে বিরত থাক।

আর যদি তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আর যদি তুমি কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ কর, আর তারা তোমার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্বের নামে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না; বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের নিজ দায়িত্বে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে দেয়া চুক্তি ভঙ্গ করা অপেক্ষা তোমার ও তোমার সঙ্গীদের দেয়া ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অনেক সহজতর। আর যদি তুমি কোন দুর্গ অবরোধ কর এবং তারা তোমার কাছে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফয়সালার শর্তে অবরোধ তুলে নিতে আবেদন জানায়, তবে আল্লাহর হুকুমের শর্তে তাদের অব্যাহতি দিও না; বরং তোমার ফয়সালা গ্রহণের শর্তে তাদের অব্যাহতি দাও। কেননা, তুমি জান না যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর যে হুকুম রয়েছে তাতে তুমি পৌঁছতে পারবে কিনা। -(মুসলিম)

তলোয়ারের ছায়ার নিচে বেহেশত অবস্থিত

হাদীস : ৩৬৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত, জিহাদের কোন এক অভিযানে শত্রু পক্ষের মুখোমুখি হয়ে রাসূল (স) অপেক্ষায় থাকলেন, অবশেষে যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! শত্রুর মোকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করবে না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। তবে মোকাবিলা সংঘটিত হয়ে গেলে তখন ধৈর্যধারণ কর এবং জেনে রাখ, তলোয়ারের ছায়ার নীচেই জান্নাত অবস্থিত। অতপর রাসূল (স) দোআ করলেন, হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনকারী এবং শত্রুদলকে পরাস্তকারী! তুমি তাদেরকে পরাস্ত করে দাও এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) খুব ভোরে যুদ্ধের ঘোষণা দিতেন

হাদীস : ৩৬৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) যখনই আমাদেরকে নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। আর তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করতেন। যদি আযান শুনতে পেতেন, তখন তাদের উপর আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন। আর আযান না শুনলে আক্রমণ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বারের লড়াইয়ের জন্য রওয়ানা হলাম এবং রাতের বেলায় আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম। যখন

ভোর হল এবং কোন আযানও শোনা গেল না, তখন রাসূল (স) সওয়ার হলেন এবং আমিও হযরত আবু তালহার পেছনে সওয়ার হলাম এবং আমার পা রাসূল (স)-এর পদ মুবারক স্পর্শ করছিল। হযরত আনাস (রা) বলেন, এ সময় খায়বারের বাসিন্দারা তাদের কাস্তে-কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে বের হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল এবং রাসূল (স)-কে দেখে বলে উঠল, এ যে মুহম্মদ! আল্লাহর কসম, মুহম্মদ এবং তাঁর পঞ্চবাহিনী এসে গিয়েছেন। অতপর তারা দৌড়িয়ে গিয়ে দুর্গের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করল। হযরত আনস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাদের দেখামাত্র বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন জাতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হই, তখন সতর্ককৃতদের প্রভাবত খুবই মন্দ হয়ে থাকে। −(বোখারী ও মুসলিম)

খুব ভোরে রাসূল (স) যুদ্ধ শুরু করতেন

হাদীস : ৩৬৪১ ॥ হযরত নোমান ইবনে মুকাররিন (রা) বলেন, আমি অনেক যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সাথে শরীক ছিলাম। রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, যদি তিনি কোন সময় দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে স্নিগ্ধ প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামাযের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। −(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ করে ঠাণ্ডার সময়ে যুদ্ধ শুরু করতেন

হাদীস : ৩৬৪২ ॥ হযরত নোয়ান ইবনে মুকাররিন (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)- এর সাথে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। রাসূল (স)−এর নিয়ম ছিল, তিনি কোন যুদ্ধে দিনের প্রথম ভাগে লড়াই শুরু করতেন না পারলে অপেক্ষা করতেন, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে ও স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহর সাহায্য নাযিল হয়।

−(আবু দাউদ)

আসর নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করার নিয়ম

হাদীস : ৩৬৪৩ ॥ হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত, নোমান ইবনে মুকাররিন (রা) বলেছেন আমি রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধ করেছি। তাঁর অভ্যাস ছিল যখন ফজরের সময় হয়ে যেত, তখন সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকতেন, যখন সূর্য উদয় হয়ে যেত, তখন যুদ্ধ শুরু করতেন। আবার মধ্যাহ্ন হলে লড়াই বন্ধ রাখতেন যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে। আবার যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ত, তখন আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। আবার আসরের নামাযের জন্য বিরতি দিতেন। নামায শেষে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতেন। বর্ণনাকারী কাতাদাহ বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ বলতেন, সে সময় আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয়-বায়ু প্রবাহিত হয়। আর মুমিনগণ তাদের নামাযে নিজ সৈন্যদের জন্য দোআ করেন। −(তিরমিযী) পৃষ্ঠা — ৮০৫

আযান শুনলে সে বস্তিতে হত্যা করা যাবে না

হাদীস : ৩৬৪৪ ॥ হযরত ইছামুল মুযানী (রা) বলেন, একবার রাসূল(স) আমাদেরকে একটি সৈন্যদলে প্রেরণ করলেন এবং এ উপদেশ দিলেন, যখন তোমরা মসজিদ দেখতে পাও, কিংবা মুয়াযযিনের আযান শোন তখন কাউকেও হত্যা করো ন। −(তিরমিযী ও আবুদ দাউদ) পৃষ্ঠা — ৮০৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সঠিক পথের অনুসারীদের প্রতি সালাম

হাদীস : ৩৬৪৫ ॥ হযরত আবু ওয়ায়েল (র) বলেন, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) পারস্য বাসীদের কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, খালিদ ইবনে ওয়ালিদের পক্ষ হতে পারস্রের সরদারসহ রুস্তুম ও মেহরানের প্রতি। সঠিক পথের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতপর আমরা তোমাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। যদি তোমরা এতে অস্বীকার কর, তাহলে নতিস্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া আদায় কর। আমার সঙ্গে এমন এক বাহিনী রয়েছে, যারা আল্লাহর রাস্তার জীবনদানকে ভালোবাসে, যেমন পারস্যবাসী মদ্যপানকে ভালোবেসে থাকে। সত্য ও সরল পথের অনুসারীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। −(শরহে সুন্নাহ)

টীকা ....

হাদীস নং : ৩৬৪২ ॥ আল্লাহর সাহায্য নাযিল হওয়া মানে যোহরের নামাযের পর সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের দোয়ার বরকতে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার আশা নিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

চতুর্থ অধ্যায়

জিহাদ অভিযান অংশগ্রহণের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের যাওয়া জায়েয আছে

হাদীস : ৩৬৪৯ ॥ হযরত আনা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) যখনি কোন যুদ্ধ অভিযানে যেতেন, তখন উম্মে সুলাইম ও অন্যান্য আনসারী মহিলাদেরকে সঙ্গে নিতেন। এ সমস্ত মহিলারা যুদ্ধ চলাকালীন পানি পান করাত এবং আহতদের সেবা-যত্ন করত। -(মুসলিম)

মহিলাগণ যোদ্ধাদের সেবা করেছে

হাদীস : ৩৬৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যুদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মহিলারা যুদ্ধে যোগদান করলে তাদের হত্যা করা যাবে

হাদীস : ৩৬৫১ ॥ হযরত সাব ইবনে জাস্‌আমাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ঐ সমস্ত মুশরিক বস্তিবাসীর বিরুদ্ধে নৈশ আক্রমণ সম্পর্কে, যাদের নারী এবং শিশুরাও সে আক্রমণে আক্রান্ত হয়। তিনি উত্তরে বললেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আরেক বর্ণনায় আছে, তারা তাদের বাপ-দাদার অন্তর্ভুক্ত। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিটি কাজই আল্লাহর হুকুমে হয়

হাদীস : ৩৬৫২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বনী নযীর গোত্রের খেঁজুর বাগান কেটে এবং জ্বালিয়ে ফেলেন। এ অবস্থা সম্পর্কে হযরত হাসনা ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, বনী লুয়াই গোত্রের সম্মানিত নেতাদের কাছে বুয়াইরার সর্বত্র প্রজ্বলিত আগুন সহজ হয়ে পড়েছে। আর উক্ত ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়, যে সমস্ত খেঁজুর গাছ তোমরা কেটে ফেলেছ, কিংবা যেগুলো তার কাণ্ডের উপর দাঁড়ান অবস্থায় অবশিষ্ট রেখেছ, তা তো আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী করেছ। -(বোখারী ও মুসলিম)

শহীদ হলে তার ঠিকানা জান্নাতে

হাদীস : ৩৬৪৬ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, ওহুদের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন তো, আমি যদি নিহত হই, তাহলে আমার ঠিকানা কোথায়? রাসূল (স) বললেন, জান্নাতে। তখন সে তার হাতের খেঁজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিল এবং জিহাদের ময়দানের ঝাঁপিয়ে পড়ল, অবশেষে শহীদ হয়ে গেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

যুদ্ধের প্রত্যেক অবস্থা গোপন রাখা ভালো

হাদীস : ৩৬৪৭ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, প্রায়শ রাসূল (স)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের সংকল্প করলে তা গোপন রেখে বাহ্যত অন্য দিকে রওয়ানা হচ্ছেন বলে ইঙ্গিত দিতেন। কিন্তু যখন এ যুদ্ধ অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধ উপস্থিত হল, যে যুদ্ধের সংকল্প রাসূল (স) প্রচণ্ড গরমের মওসুমে করেছিলেন এবং অভিযানের যাত্রাপথ ছিল দুর্গম মরুময়, আর শত্রু সংখ্যাও ছিল ব্যাপক। তখন রাসূল (স) মুসলমানদের সামনে ব্যাপারটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে দিলেন, যাতে তারা অভিযানের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তাই তিনি তাঁর লক্ষ্যস্থল সাহাবিদেরকে জানিয়ে দিলেন। -(বোখারী)

যুদ্ধ একটি কলাকৌশল

হাদীস : ৩৬৪৮ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যুদ্ধ রণকৌশল মাত্র। -(বোখারী ও মুসলমি)

যুদ্ধের নারী শিশুদের হত্যা না করে বন্দী করা ভাল

হাদীস : ৩৬৫৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওন হতে বর্ণিত, হযরত নাফে তাঁকে লিখে জানান, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাকে বলেন, একবার রাসূল (স) বনী মুসতালিকের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, যখন তারা মুরায়সী নামক স্থানে নিজেদের গবাদিপশুর মধ্যে গাফেল অবস্থায় ছিল। ফলে রাসূল (স) তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন এবং নারী ও শিশু-কিশোরদেরকে বন্দী করলেন। -(বোখারী ও মুসরিম)

যুদ্ধে আগে আক্রমণ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৬৫৪ ॥ হযরত আবু উসায়দ (রা) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধের দিন যখন আমরা কুরাইশদের মোকাবিলায় সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলাম। আর তারাও আমাদের মোকাবিলায় সারিবদ্ধ হয়েছিল, তখন রাসূল (স) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখনই তারা তোমাদের খুব কাছেবর্তী হবে, তখনই তীর নিক্ষেপ করবে। আরেক এবং সূত্রে বর্ণিত, যখনই তারা তোমাদের খুব কাছেবর্তী হবে, তখনই তীর নিক্ষেপ করবে এবং তোমাদের কিছু তীর সংরক্ষিত রাখবে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি রাতে নেয়া হয়েছিল

হাদীস : ৩৬৫৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বদরের যুদ্ধের দিন রাতের বেলায়ই আমাদেরকে প্রস্তুত করেছেন। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) যুদ্ধের প্রতিধ্বনি শিকিয়ে দিলেন

হাদীস : ৩৬৫৬ ॥ হযরত মুহাল্লাব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি রাতের বেলায় শত্রুরা তোমাদের উপর হামলা করে, তখন তোমাদের প্রতীক ধ্বনি হবে হামীম, লা ইউনছারুন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

যুদ্ধে মুজাহিদদের সংকেত ছিল আবদুল্লাহ

হাদীস : ৩৬৫৭ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, কোন এক যুদ্ধে মুজাহিদদের সংকেত ছিল আবদুল্লাহ আর আনসারদের সংকেত ছিল আবদুর রহমান। -(আবু দাউদ)

যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করতে হয়

হাদীস : ৩৬৫৮ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সময় হযরত আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে এক অভিযানে গেলাম। অতপর আমরা রাতের বেলাই শত্রুদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করতে লাগলাম। সে রাতে আমাদের সংকেত চিহ্ন ছিল, আমিত আমিত। -(আবু দাউদ)

লড়ায়ের সময় আল্লাহর যিকির করতে হয়

হাদীস : ৩৬৫৯ ॥ হযরত কায়েস ইবনে উবাদাহ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবিরা লড়াইয়ের সময় হৈ হুল্লোড় করাকে খুবই অপছন্দ করতেন। -(আবু দাউদ)

যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ

হাদীস : ৩৬৬০ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের বয়স্কদেরকে হত্যা কর, আর তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে জীবিত রাখ। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

উবনা বস্তির ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ

হাদীস : ৩৬৬১ ॥ হযরত ওরওয়া (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূল (স) তাকে গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ দিলেন, উব্‌না নামক বস্তির উপর ভোর বেলায় অতর্কিত আক্রমণ কর এবং জ্বালিয়ে দাও। -(আবু দাউদ)

শত্রুরা একেবারে নিকটে না আসা পর্যন্ত আক্রমণ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৬৬২ ॥ হযরত আবু উসায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছেন, শত্রুরা যখন তোমাদের অতি কাছেবর্তী হয়ে যায়, তখনই তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর এবং একেবারে সামনে না আসা পর্যন্ত তলোয়ার কোষমুক্ত করে না। -(আবু দাউদ)

যুদ্ধের বৃদ্ধ ও চাকরদের হত্যা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৬৬৩ ॥ হযরত রাবাহ ইবনে রবী (রা) বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন, কোন এক ব্যাপারে লোকেরা জড়ো হয়েছে। তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠালেন এবং বললেন, দেখ তো কি কারণে তারা জড়ো হয়েছে? লোকটি এসে বলল, একজন মহিলা লাশের কাছে সবাই একত্রিত হয়েছে। এ

কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ঐ মহিলাটি তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। ঐ সেনাদলের অগ্রভাগে অধিনায়ক ছিলে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) অতপর তিনি এক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন, যাও খালিদকে বলে দাও, কোন মহিলা এবং কোন খাদেমকে যেন কতল না করা হয়। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর সান্ত্বনা বাণী প্রদান

হাদীস : ৩৬৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল(স) আমাদেরকে একটি সেনাদলে পাঠালেন। কিন্তু আমাদের লোকজন পলায়ন করল এবং আমরা মদীনায় ফিরে এসে আত্মগোপন করলাম। আর মনে মনে বলতে লাগলাম, আমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। অতপর আমরা রাসূল(স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা পলায়নকারী। তিনি বললেন, বরং তোমরা তো প্রতিআক্রমণকারী, আর আমি তোমাদের পশ্চাৎ দলে রয়েছি। -(তিরমিযী)

আর আবু দাউদের বর্ণনায়ও অনুরূপ। তিনি বললেন, না, তোমরা পলায়নকারী নও, বরং তোমরা হলে পুনঃ আক্রমণকারী। বর্ণনাকারী বলেন, আমিই মুসলমানদের পশ্চাতের দল।

যুদ্ধের বৃদ্ধ শিশু মহিলা হত্যা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৬৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর নামে. আল্লাহর সাহায্যে তাঁর রাসূলের দ্বীনের উপর তোমরা রওয়ানা হও। অতি বৃদ্ধ, ছোট শিশু এবং কোন মহিলাকে হত্যা করো না। গনীমতের মালে খেয়ানত করো না এবং সমস্ত যুদ্ধলব্ধ মাল-সম্পদকে একত্রে জমা করবে, পরস্পর মিলে মিশে থাকবে এবং সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা সদ্ব্যবহারকারীদেরকে ভালোবাসেন। -(আবু দাউদ)

হযরত আলী (রা অন্যকে হত্যা করলেন

হাদীস : ৩৬৬৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন ওতবা ইবনে রবীআ সামনে অগ্রসর হল, তার পশ্চাদানুসরণ করল তার পুত্র ওয়ালীদ ও তার ভাই শায়বাহ। অতপর সে ঘোষণা করল, কে আমাদের মোকাবেলা করবে? এমন সময় আনসারদের কতক নওজোয়ান তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল। তখন ওতবা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে? যুবকেরা তাদের পরিচয় ব্যক্ত করল। ওতবা বলল, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা তো আমাদের পিতৃব্য পুত্রদের চাই। এ কথা শুনে রাসূল(স) বললেন, হে হামযা! তুমি যাও, হে আলী! তুমিও যাও, হে উবায়দাহ ইবনে হারিস! তুমিও যাও। অতপর হযরত হামযা (রা) ওতবার দিকে অগ্রসর হলেন। আর আমি শায়বার দিকে অগ্রসর হলাম। আর ইবায়দাহ ও ওয়ালীদের মধ্যে উভয় পক্ষ হতে আক্রমণ চলল, ফলে তারা উভয়ে একে অন্যকে মারাত্মকভাবে আহত করল। আমরা সাথে সাথে ওয়ালীদের উপর আক্রমণ করে তাকেও হত্যা করলাম এবং উবায়দাকে উঠিয়ে নিয়ে এলাম। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তায়েফবাসীদের বিরুদ্ধে রাসূল (স)-এর আক্রমণ

হাদীস : ৩৬৬৭ ॥ হযরত সওবান ইবনে ইয়াজিদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তায়েফবাসীদের উপর আক্রমণের জন্য মিনজানীকে স্থাপন করেন। -(তিরমিযী মুরসাল হিসেবে)

পঞ্চম অধ্যায়

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিছু লোক শিকলাবদ্ধভাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে

হাদীস : ৩৬৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোকদের অবস্থা দেখে বিস্মিত হবেন, যারা শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এক বর্ণনায় রয়েছে, যাদেরকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় বেহেশতের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। -(বোখারী)

এক ব্যক্তি হত্যা করার নির্দেশ

হাদীস : ৩৬৬৯ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) কোন এক সফরে ছিলেন। এমন সময় মুশরিকদের এক গুপ্তচর রাসূল (স)-এর কাছে এল এবং সাহাবীদের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে গেল। পরক্ষণে রাসূল (স) বললেন, লোকটিকে খোঁজ কর এবং তাকে কতল করে দাও। রাবী বলেন, আমিই তাকে হত্যা করলাম। অতপর রাসূল (স) তার পরিত্যক্ত সামগ্রী আমাকে দান করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

যে হত্যা করবে তার গনীমত সেই পাবে

হাদীস : ৩৬৭০ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে হাওয়াযিন গোত্রের মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন একদিন আমরা রাসূল(স)-এর সাথে বসে দ্বিপ্রহরের খানা খাচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন লোক একটি লাল বর্ণের উটে সওয়ার হয়ে সেখানে এল এবং উটটিকে একস্থানে বসিয়ে দেখতে লাগল। আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল দুর্বল এবং আমাদের সওয়ারী ছিল কম, আবার কেউ কেউ ছিল পদাতিক। অতপর ঐ লোকটি এস্তপদে নিজ উটের কাছে এল এবং সওয়ার হয়ে দ্রুত বেগে উটটিকে হাঁকিয়ে দৌঁড়াতে লাগল। আমিও সাথে সাথে তার পেছনে ছুটলাম, অবশেষে আমি তার উটের লাগাম ধরে লোকটির শিরশ্ছেদ করে ফেললাম। তারপর আমি তার উট এবং উটের উপরে যেসব জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল সবকিছু নিয়ে এলাম। পরে রাসূল(স) এবং অন্যান্য লোকজন আমার দিকে এগিয়ে এলেন। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোকটিকে কে হত্যা করেছে? লোকেরা বলল, ইবনে আকওয়া তখন রাসূল (স) বললেন, ঐ নিহত লোকটির কাছে হতে ছিনিয়ে নেয়া সমুদয় মাল-আসবাব সেই পাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নেতাকে সম্মান করতে হয়

হাদীস : ৩৬৭১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, যখন হযরত সাদ ইবনে মুআযের ফয়লাসা মেনে নেয়ার শর্তে বনি কুরায়যা গোত্র দুর্গ-দ্বার খুলে বের হয়ে এল, তখন রাসূল (স) লোক প্রেরণ করলেন, অতপর তিনি একটি গাধার পৃঠে সওয়ার হয়ে এলেন। যখন তিনি কাছাকাছি এসে পৌঁছালেন, তখন রাসূল(স) বললেন, তোমাদের নেতার দিকে দাঁড়িয়ে যাও। অতপর সাদ এসে বসলেন। এরপর রাসূল(স) সাদকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা তোমার ফয়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গ খুলে বের হয়ে এসেছে। তখন হযরত সাদ বললেন, তাদের ব্যাপারে বিচার হল, যুদ্ধ করতে সক্ষমদেরকে কতল করা হোক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও মহিলাদেরকে বন্দী করা হোক। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, তাদের ব্যাপারে তুমি বাদশাহর ফয়সালার মোতাবেক বিচার করলে। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, তুমি আল্লাহর হুকুমের মোতাবেকই রায় প্রদান করলে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর মহানুভবতায় কাফের মুসলমান হল

হাদীস : ৩৬৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স) নাজদের দিকে কিছু অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালেন। তারা বনী হানীফা গোত্রের এক ব্যক্তিকে ধরে আনল। তার নাম সুমামাহ ইবনে উসাল, ইয়ামামাবাসীদের সরদার। তারা তাকে মসজিদে নববীর একটি খামের সাথে বেঁধে রাখল। রাসূল (স) তার কাছে এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ! তুমি কি মনে করছ? সে বলল, হে মুহম্মদ! আমার ধারণা ভালোই। যদি আপনি আমাকে কতল করেন, তাহলে অবশ্যই আপনি একজন খুনীকে কতল করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি মাল চান তাহলে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন, তা আদায় করা হবে। তার কথা শুনে রাসূল (স) তাকে ছেড়ে দিলেন। যখন পরের দিন এল, এবারও রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ! তোমার কি মনে হচ্ছে? সে জবাবে বলল, তাই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। যদি আমার প্রতি মেহেরবানী করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর মেহেরবানী করলেন। আর যদি আপনি কতল করেন, তাহলে একজন খুনী লোককে কতল করবেন। আর যদি মাল-সম্পদ চান তাহলে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন, তা দেয়া হবে। রাসূল (স) আজও তাকে ছেড়ে দিলেন। এভাবে তৃতীয় দিল এল এবারও রাসুল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ! তোমার কি মনে হচ্ছে? জওয়াবে সে বলল, আমার তাই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছি। যদি আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই অনুকম্পা করলেন। আর যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি মাল-সম্পদ চান, তাহলে যতটা ইচ্ছা চাইতে পারেন, দেয়া হবে।

এবার রাসূল (স) বললেন, তোমরা সুমামাহকে ছেড়ে দাও। অতপর সে মসজিদের কাছে একটি খেজুর বাগানে গেল এবং সেখানে গিয়ে গোসল করল। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বলে উঠল "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" হে মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম! পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা আর কারো চেহারা আমার কাছে অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সবার চাইতে বেশি প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর কসম! আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত দ্বীন আমার কাছে আর কোনটিই ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে সর্বপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর কসম! এর আগে আপনার শহরের চাইতে অধিক ঘৃণিত শহর আর কোনটি আমার কাছে ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচাইতেও অধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে এমন অবস্থায় পাকড়াও করে এনেছে, যখন আমি ওমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে হুকুম, দেন? রাসূল (স) তাকে সুসংবাদ শোনালেন এবং ওমরা পালন করার আদেশ করলেন। এরপর যখন তিনি মক্কায় পৌঁছালেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি নাকি বে-দ্বীন হয়ে গেছ? তিনি জবাবে বললেন, তা হবে কেন, বরং আমি রাসূল (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! রাসূল (স)-এর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে ইয়ামামা হতে আর একটি গমের দানাও আসবে না।

–(মুসলিম, বোখারী এ হাদীসটিকে আরও সংক্ষিপ্তকারে বর্ণনা করেছেন)

সুপারিশ করা জায়েয আছে

হাদীস : ৩৬৭৩ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বললেন, আজ যদি মুতয়িম ইবনে আদী জীবিত থাকতেন এবং এ সমস্ত পূতিগন্ধময় লোকদের সম্পর্কে আমার কাছে সুপারিশ করতেন, তাহলে তার খাতিরে এদের সবাইকে আমি ছেড়ে দিতাম। –(বোখারী)

একদল কাফের বন্দী হল

হাদীস : ৩৬৭৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, একবার মক্কার আশিজন অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত ঘাতকের একদল লোক তানঈম পর্বতের আড়াল হতে রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবিদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাঁদেরকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে নীচে অবতরণ করে। কিন্তু রাসূল (স) তাদেরকে বিনা মোকাবেলায় গ্রেফতার করে ফেললেন। পরে তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দিলেন। অন্য আরেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাদেরকে আযাদ করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করলেন। –অর্থঃ আল্লাহ সে মহান সত্তা, যিনি মক্কার অদূরে তাদের হাত তোমাদের উপর হতে এবং তোমাদের হাত তাদের উপর হতে বিরত রেখেছেন। –(মুসলিম)

চব্বিশজন কোরাইশ নেতাকে কূপে নিক্ষেপ করা হল

হাদীস : ৩৬৭৫ ॥ হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হযরত আবু তালহা হতে আমাদেরকে বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূল (স) চব্বিশজন কুরাইশ নেতার লাশ সম্পর্কে নির্দেশ দেন, অতপর বদর প্রান্তরে একটি নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ কূপে তাদের নিক্ষেপ করা হল। রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে তিনি সে যুদ্ধ ময়দানে তিন রাত অবস্থান করতেন। বদর প্রান্তরেও তৃতীয় দিনের যাত্রার জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। সুতরাং সওয়ারিসমূহের জীন-গদী বাঁধা হল, অতপর তিনি কিছু দূরে চললেন। সাহাবিরাও তাঁর অনুসরণ করলেন। অবশেষে তিনি ঐ কূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত মরদেহের ও তাদের বাপ-দাদার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পেরেছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে এখন খুশী হতে পারতে? আল্লাহ আমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা তা পুরাপুরিই সঠিক পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের সাথে কৃত তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছ? তখন হযরত ওরম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সমস্ত দেহে প্রাণ নেই আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন? রাসূল (স) বললেন, সে মহান সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি, তা তোমরা তাদের চাইতে অধিক শুনতে পাও নি। অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, তোমরা তাদের অপেক্ষা অধিক শুনতে পাও না, কিন্তু তারা জবাব দিতে পারে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারী অতিরিক্ত বলেছেন, কাতাদাহ বলেন, রাসূল (স)-এর এ কথাগুলো শোনার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জীবিত করে দিয়েছিলেন যেন তারা ধমকি, লাঞ্ছনা, অপমান, অনুশোচনা ও লজ্জা অনুভব করতে পারে।

মুক্তিপণ দিয়ে বন্দী ফেরত নেয়া যায়

হাদীস : ৩৬৭৬ ॥ হযরত মারওয়ান ইবনে হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরাম (রা) হতে বর্ণিত, যখন হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের প্রতিনিধিদল রাসূল (স) এর কাছে এসে তাদের মাল-সম্পদ ও বন্দীদেরকে ফেরত দেবার জন্য আবেদন জানাল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, বন্দী অথবা সম্পদ এ দুটির যে কোন একটি তোমরা গ্রহণ করতে পার। তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে ফিরে পেতে চাই। অতপর রাসূল

(স) সাহাবিদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবার পর বললেন, তোমাদের এ সমস্ত ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে আগমন করেছে। আর আমি তাদের বন্দীদেরকে ফেরত দেয়া সমীচীন মনে করছি, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা খুশীর সাথে ফেরত দিতে প্রস্তুত, তারা যেন ফেরত দিয়ে দেয়। আর তোমাদের মধ্য হতে যারা নিজের অংশ সংরক্ষণ করতে চায়, তারা যেন এ ওয়াদার উপর ফেরত দিয়ে দেয় যে, এর পরে আল্লাহ আমাকে যে মাল ফলস্বরূপ সর্বপ্রথম দান করবেন, তা হতে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব। এ কথা শুনে সকলে সমস্বরে বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সন্তুষ্ঠিচিত্তে তাদেরকে মুক্তি দেয়া পছন্দ করলাম। তখন রাসূল, তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিল আর কে দিল না, তা যেহেতু আমি জানতে পারলাম না, সেহেতু তোমরা ফিরে যাও এ তোমাদের সরদারগণ যেন তোমাদের মতামত আমার কাছে পৌঁছে দেন। অতপর লোকেরা চলে গেল এবং নেতাগণ তাদের সাথে আলোচনা করে পুনরায় রাসূল (স)-এর কাছে ফিরে এসে জানালেন যে, তারা সন্তুষ্ঠচিত্তে রাজী হয়েছে এবং অনুমতি দান করেছে।

-(বোখারী)

সঠিক সময়ে ঈমান আনলে কামিয়াব হওয়া যায়

হাদীস : ৩৬৭৭ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, বনী সাকীফ ছিল বনী উকাইলের মিত্র সম্প্রদায়। একবার বনী সাকীফ রাসূল(স)-এর সঙ্গীদের দু ব্যক্তিকে বন্দী করল। পরে রাসূল (স)-এর সঙ্গীরা বনী উকাইলের এক ব্যক্তিকে বন্দী করলেন এবং তাকে বেঁধে মদীনায় হাররা মাঠে ফেলে রাখলেন। রাসূল (স) তার কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তাঁকে ডাক দিল, ইয়া মুহম্মদ! ইয়া মুহম্মদ! কোন অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে? রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মিত্র কওম সাকীফ গোত্রের অপরাধে। অতপর রাসূল (স) তাকে ঐ অবস্থায় রেখে সামনে অগ্রসর হলেন। লোকটি আবারও ইয়া মুহম্মদ! ইয়া মুহম্মাদ! ইয়া মুহম্মদ! বলে তাঁকে আহ্বান করল। তখন রাসূল (স) তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ফিরে এসে বললেন, তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি এ বাক্যটি তখন বলতে, যখন তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলে, তখন তুমি পূর্ণ সফলতা লাভ করতে। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) তাকে সে দুজন মুসলিম বন্দীর বিনিময়ে ছেড়ে দিলেন যাদেরকে বনু সাকীক কয়েদ করেছিল। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত যয়নব (রা)-এর স্বামীর মুক্তিপণ পাঠিয়েছিলেন

হাদীস : ৩৬৭৮ ॥ হযরত আয়েশ (রা) বলেন, যখন মক্কার কাফেরগণ তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ রাসূল-(স)-এর খেদমতে পাঠালেন, তখন রাসূল (স)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা) তাঁর স্বামী আবুল আসের মুক্তির জন্যও কিছু মাল পাঠালেন। তার মধ্যে ঐ হারখানাও ছিল যা হযরত খাদিজা (রা)-এর কাছে ছিল, পরে হযরত খাদীজা (রা) তা আবুল আসের সাথে যয়নবের বিবাহের সময় দিয়েছিলেন। রাসূল (স) হারখানা দেখে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অতপর রাসূল (স) সাহাবিদেরকে বললেন, যদি তোমরা সমীচীন মনে কর, তাহলে যয়নবের কয়েদি আবুল আসকে ছেড়ে দাও এবং যয়নব যে সমস্ত মাল-সম্পদ পাঠিয়েছে, তা তাকে ফেরত দিয়ে দাও। সাহাবিরা বললেন, হ্যাঁ অবশ্য। রাসূল (স) তার কাছে হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, সে যেন যয়নবকে মদীনায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর রাসূল (স) যায়দ ইবনে হারিসা ও একজন আনসারীকে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁদের উভয়কে বলে দিলেন, তোমরা মক্কার অনতিদূরে ইয়াজিজ উপত্যকা নামক স্থানে অবস্থান করবে। যয়নব সে পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তোমারা উভয়েই তার সঙ্গী হবে এবং তাকে মদীনায় নিয়ে আসবে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

আবু আযযাতুল জুমাহীকে মুক্তিপণ চাড়া মুক্তি দেয়া হল

হাদীস : ৩৬৭৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বদেরর যুদ্ধে যখন কুরাইশদেরকে বন্দী করলেন, তখন ওকবা ইবনে আবু মুআয়ত ও নযর ইবনে হারিসাকে কতল করলেন। আর আবু আযযাতুল জুমাহীকে মুক্তিপণ ছাড়া এমনিই ছেড়ে দিলেন। -(শরহে সুন্নাহ)

ইবনে আবু মুয়াতকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত

হাদীস : ৩৬৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন ওকবা ইবনে আবু মুআয়তকে কতল করার সংকল্প করলেন, তখন সে বলল, আমার ছোট ছোট সন্তানদের লালনপালন কে করবে?উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আগুন। -(আবু দাউদ)

বদরের যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে ফয়সালা

হাদীস : ৩৬৮১ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধের পর রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে বললেন, আপনি আপনার সঙ্গীদেরকে বদরের কয়েদীদের ব্যাপারে এ ইখতিয়ার দিয়ে দেন, তারা এ সমস্ত কয়েদিদেরকে হত্যা করতে চাইলে করতে পারবে, আর যদি ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে চায় তাও করতে পারবে। কিন্তু আগামী বছর কাফেরদের সংখ্যা পরিমাণ তাদের মধ্যে কতল হবে। সাহাবিরা বললেন, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া এবং নিজেদের মধ্যে তাদের পরিমাণ শহীদ হওয়াই আমরা গ্রহণ করলাম।

-(তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার জন্য পরীক্ষা করা হত

হাদীস : ৩৬৮২ ॥ হযরত আতিয়্যাতুল কুরাযী (রা) বলেন, আমিও বনী কুরাইযার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। আমাদেরকে রাসূল (স)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম কয়েদী বালেগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতেন। সুতরাং যার উক্ত পশম গজাত তাকে হত্যা করতেন। আর যার তা গজায়নি তাকে কতল করত না। এ নিয়মের প্রেক্ষিতে তারা আমার সতর খুলে দেখল যে, আমার গুপ্তাঙ্গের পশম গজায়নি। ফলে আমাকে কতল না করে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। - (আবুদ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

একদল ক্রীতদাস মক্কা হতে মদীনায় চলে এল

হাদীস : ৩৬৮৩ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, হোদাইবিয়ার সময় সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন হওয়ার আগে কয়েকজন ক্রীতদাস মক্কা হতে মদীনায় রাসূল (স) খেদমতে চলে এল। পরে তাদের মালিকেরা রাসূল (স)-এর কাছে লিখে পাঠাল। তারা বলল, হে মুহম্মদ! আল্লাহর কসম! ঐ সমস্ত ক্রীতদাসগুলো তোমার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমার কাছে যায়নি; বরং তারা দাসত্বের শৃংখল হতে মুক্তি হাসিল করার উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে হতে পলায়ন করেছে। কয়েকজন সাহাবিও বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের মালিকেরা সর্বত্রই বলেছে কাজেই তাদেরকে তাদের মালিকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিন। এতে রাসূল (স) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে কুরাইশদল! আমি দেখছি, তোমরা তোমাদের গোঁয়ামি ও নাফরমানী হতে সে পর্যন্তও বিরত হবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঘাড়ে এজন্য আঘাত হানার জন্য কাউকেও প্রেরণ না করেন। অতপর তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঐ সমস্ত গোলামদেরকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং ঘোষণা করে দিলেন, তারা হল আল্লাহ আযাদকৃত। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বন্দীদের হত্যা করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৬৮৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, একবার রাসূল (স) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে বনী জাযীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। খালিদ (রা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথাটি ঠিকমত বলতে পারল না, বরং তারা বলতে লাগল (আমরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করেছি, আমরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করেছি) তাদের এ উক্তির পর খালিদ (রা) তাদেরকে কতল ও বন্দী করতে লাগলেন। আর বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে সোর্পদ করতে থাকলেন। একদিন খালিদ (রা) আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ বন্দীদেরকে কতল করার ;জন্য হুকুম দিলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের বন্দীকে কতল করব না এবং আমার সাথীদের কেউ তার বন্দীকে কতল করবে না। অবশেষে আমরা রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং তাঁর কাছে আমরা এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন রাসূল (স) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! খালিদ যা করেছে, তোমার কাছে তাঁর দায় হতে আমি মুক্ত। এ কথাটি তিনি দুবার বললেন। -(বোখারী)

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

উম্মে হানী ছিলেন রাসূল (স)-এর ফুফী

হাদীস : ৩৬৮৫ ॥ হযরত আবু তালেবের কন্যা হযরত উম্মে হানী (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর একদিন আমি রাসূল (স)-এর কাছে গমন করলাম। তখন দেখলাম তিনি গোসল করছেন। আর তার কন্যা ফাতেমা তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন একখানা কাপড় দিয়ে। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এ মহিলা? উত্তরে বললাম, আমি আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ উম্মে হানী। তিনি গোসল সমাপনান্তে মাত্র একখানি কাপড় শরীরে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আট রাকাআত নামায আদায় করলেন। তাঁর নামায পড়া শেষ হলে আমি বললাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাই আলী এমন একজন লোককে হত্যা করতে সংকল্প করেছে যাকে আমি নিরাপত্তা দান করেছি। সে হল হোবাইরার অমুক লোক। তখন রাসূল (স) বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছ, আমি তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। উম্মে হানী বললেন, এ সময়টা ছিল চাশতের সময়।-(বোখারী আর তিরমিযীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, উম্মে হানী বললেন, আমি আমার স্বামী পক্ষের দুজন আত্মীয়কে আশ্রয় দিয়েছি। রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একজন মহিলা কাউকেও নিরাপত্তা দেয় তবে তা মানতে হবে

হাদীস : ৩৬৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, একজন নারীও তার সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা নিতে পারে। অর্থাৎ সে যদি কোন কাফেরকে নিরাপত্তা দেয়, গোটা মুসলমান জাতির জন্য এটা মেনে নেয়া কর্তব্য।-(তিরমিযী)

নিরাপত্তা দানকারীকে হত্যা করা যায় না

হাদীস : ৩৬৮৭ ॥ হযরত আমর ইবনে হামেক (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কেউ কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করে পরে তাকে হত্যা করে, কিয়ামতের দিন উক্ত আশ্রয় প্রদানকারীকে বিশ্বাসঘাকতার ঝাণ্ডা দেয়া হবে।-(শরহে সুন্নাহ)

চুক্তি ভঙ্গ করা ইসলামে জায়েয নেই

হাদীস : ৩৬৮৮ ॥ হযরত সুলায়ম ইবনে আমের (রা) বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা) ও রোমীয়দের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পদিত হয়েছিল। মুয়াবিয়া (রা) তাদের দেশের দিকে অগ্রসর হতে লাগালেন। যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই যেন অতর্কিতে রোমীয়দের উপর আক্রমণ চালাতে পারেন। ঠিক সে সময়ে আরবী অথবা তুর্কী ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এক ব্যক্তি এ কথা বলতে বলতে এলেন, আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! চুক্তি পালন করতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না।" লোকেরা তাকিয়ে দেখল সে রাসূল (স)-এর সাহাবী আমর ইবনে আবাসা। অতপর হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে এ সমস্ত কথাগুলো বলার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তার উচিত সে যেন তা ভঙ্গ না করে এবং তাকে শক্তও না করে, যে পর্যন্ত না চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। অথবা প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ জানিয়ে না দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা) নিজের লোকদের নিয়ে ফেরত এলেন।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

দূতকে আটক করা যায়েয নেই

হাদীস : ৩৬৮৯ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, একদিন কুরাইশরা আমাকে রাসূল (স)-এর খেদমতে পাঠিয়েছিল। আমি প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতেই ইসলামের সত্যতা ও মহত্ত্ব আমার অন্তরের মধ্যে গেঁথে গেল। সুতরাং আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি আর তাদের কাছে কখনো ফিরে যাব না। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি চুক্তি ভঙ্গ করতে চাই না এবং কোন দূতকেও আটক করি না। তবে তুমি এখন চলে যাও। তোমার অন্তরের মধ্যে বর্তমানে যা কিছু আছে, যদি তা অবিকল স্থির ও বহাল থাকে, তাহলে আবার ফিরে আসবে। আবু রাফে বলেন, আমি চলে গেলাম, পরে রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। -(আবু দাউদ)

দূতকে হত্যা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৬৯০ ॥ হযরত নোআইম ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, একবার মুসাইলামার কাছে হতে দু ব্যক্তি দূত হিসেবে রাসূল (স)-এর কাছে এল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, তোমরা জেনে রেখ, যদি দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হত, তাহলে এখনই আমি তোমাদের উভয়কে হত্যা করতাম। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

জাহেলী যুগের কসম পূরণ করার আদেশ

হাদীস : ৩৬৯১ ॥ হযরত ইবনে শোআয়ব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, যে একদিন রাসূল (স) তাঁর ভাষণে বলেছেন, তোমরা জাহেলী যুগের কৃত কসমসমূহ পূরণ করে ফেল। কেননা, ইসলাম কসমের গুরুত্বকে বর্ধিত করে। আর ইসলামের পর নূতনভাবে কোন কসম করবে না। -(তিরমিযী হুসাইন ইবনে যাকওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেন এবং বলেন, হাদীসটি হাসান। আলী (রা) হতে বর্ণিত হাসীস, সমস্ত মুসলমানের খুন এক সমান কিতাবুল কেছাছে বর্ণিত হয়েছে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দূতকে হত্যা জায়েয নয়

হাদীস : ৩৬৯২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, ইবনে রাওয়াহা ও ইবনে ইসালা নামক দু ব্যক্তি মুসাইলামার দূত হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে আসল। তখন রাসূল (স) তাদের উভয়কে বললেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল! তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল। অতপর রাসূল (স) বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম। যদি কোন দূতকে হত্যা করা আমার নিয়ম থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কতল করতাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সে হতে এ রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, দূতকে হত্যা করা যাবে না।
-(আহমদ)

সপ্তম অধ্যায়

গনীমতের মাল বিতরণ ও খেয়ানতের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘোড়া সওয়ারের গণীমত অংশ তিন ভাগ

হাদীস : ৩৬৯৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) ব্যক্তি ও তার ঘোড়ার জন্য গণীমতের মালে তিন অংশ নির্ধারণ করেছেন। ব্যক্তির জন্য এক অংশ এবং ঘোড়ার জন্য দুই অংশ। -(বোখারী ও মুসরিম)

গনীমত মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করা হয়েছে

হাদীস : ৩৬৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের পূর্বে এ গনীমতের মাল কারও জন্য হালাল ছিল না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে তা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারী পাবে

হাদীস : ৩৬৯৫ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, হোনায়নের যুদ্ধে আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বের হলাম। যখন আমরা শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের লিপ্ত হলাম, তখন মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের ভাব দেখা দিল। এমন সময় আমি দেখলাম, এক মুশরিক একজন মুসলমানের উপর চড়ে বসেছে, অমনি আমি পিছন হতে তার গর্দানের রগে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলাম এবং তার লৌহবর্মটি কেটে ফেললাম। তখন সে আমার দিকে ফিরে আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি যে ওর মৃত্যুর গন্ধ পেলাম। অতপর তার মৃত্যু হল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে মিলিত হলাম এবং বললাম, লোকদের কি হয়েছে? তিনি বললেন সব কিছু আল্লাহর হুকুম। অতপর সমস্ত মুসলমান পুনরায় ফিরে এলেন রাসূল (স) এক জায়গায় বসে ঘোষণা করলেন, আজ যে কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করেছে যার জন্য তার কাছে প্রমাণ রয়েছে, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত জিনিস সেই পাবে। আবু কাতাদাহ বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কি? এ কথা বলে আমি বসে পড়লাম। অতপর রাসূল (স) পুনরায় আগের ন্যায় ঘোষণা করলেন আর আমিও দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কি? এ কথা বলে আবার আমি বসে পরলাম। অতপর রাসূল (স) আবারও আগের ন্যায় অবিকল ঘোষণা করলেন। আর আমি আগের মতই একই কথা বললাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, আবু কাতাদাহ সত্য কথাই বলেছেন এবং সে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু আমার কাছেই আছে। আপনি আমার পক্ষ হতে তাকে সন্তুষ্ট করে দিন যে, সে মাল আমি ভোগ করি। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহর সিংহ সমূহের একটি সিংহ, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে লড়াই করেছে, তার হাতে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু নবী (স) তোমাকে দিতে পারেন না। তখন রাসূল (স) বললেন, আবু বকর ঠিকই বলেছে। মালগুলো আবু কাতাদাহকে দিয়ে দাও। তখন সে সমুদয় মাল আমাকে প্রদান করল। আবু কাতাদাহ বলেন, ঐ মাল বিক্রি করে আমি বনু সালেমার একটি বাগান খরিদ করলাম। অতএব, ইসলাম গ্রহণের পর এই আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ। -(বোখারী ও মুসলিম)

ক্রীতদাস ও নারী গণীমতের সামান্য পাবে

হাদীস : ৩৬৯৬ ॥ হযরত ইয়াযীদ ইবনে হরমুয (র) বলেন, একদিন নাজদাতুল হারূরী হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখে জানতে চাইল যদি কোন ক্রীতদাস ও নারী জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তারা গণীমতের মালের কোন অংশ পাবে কিনা? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইয়াজিদকে বললেন, তাকে লিখে দাও যে, তাদের কোন অংশ নেই। অবশ্য ইমাম তাদেরকে সামান্য কিছু মাল প্রদান করতে পারেন।

অপর আর এক সূত্রে বর্ণিত–উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, তুমি আমার কাছে লিখে জানতে চেয়েছ যে, রাসূল (স) কি যুদ্ধে নারীদেরকে সঙ্গে নিতেন এবং তাদেরকে কি গণীমতের মালের অংশ দিতেন? অবশ্য রাসূল (স) নারীদেরকে জিহাদের সঙ্গে নিতেন, তারা অসুস্থ ও আহত মুজাহিদদের পরিচর্যা ও সেবা শুশ্রূষা করত এবং তাদেরকে গণীমত হতে সামান্য কিছু দান করতেন। কিন্তু তাদেরকে নিয়মিত কোন অংশ দেয়া হত না।

–(মুসলিম)

পদাতিক সৈন্য গণীমত দু অংশ পায়

হাদীস : ৩৬৯৭ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) স্বীয় গোলাম রাবাহকে স্বীয় উষ্ট্রীসহ পাঠালেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। ভোর হতে না হতেই হঠাৎ আবদুর রহমান ফাযারী রাসূল (স)-এর উটগুলো লুট করে নিয়ে গেল। তখন আমি একটি উচ্চ টিলার উপরে উঠে মদীনাকে সামনে রেখে খুব জোরে ইয়া সাবাহ। বলে তিনবার ডাক দিলাম। অতপর ছিনতাইকারী শত্রুদলের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পশ্চাতে ধাওয়া করলাম। আর এ ছন্দটি আবৃত্তি করতে থাকলাম। অর্থ আমি হলাম আকওয়ার স্বনামধন্য পুত্র, আজ মাতৃদগ্ধ স্মরণের দিন। অবশেষে আমি তাদের প্রতি অবিরাম তীর নিক্ষেপ করতে করতে এবং তাদেরকে ঘায়েল করতে করতে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। শেষ নাগাদ রাসূল (স)-এর সমস্ত উট আমার পশ্চাতে রেখে পুনরায় তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পেছনে ছুটলাম। অবশেষে তারা শরীরের বোঝা হালকা করার নিমিত্ত ত্রিশখানার বেশি চাদর এবং ত্রিশটি বর্শা ফেলে গেল। আর এদিকে আমি প্রতিটি চাদর ও তীরের উপর পাথর চাপা দিয়ে এ চিহ্ন রেখে গেলাম যেন রাসূল (স) ও তাঁর সাথীরা এ কথা বুঝতে পারেন যে, এ সমস্ত জিনিসগুলো আমিই শত্রুদের কাছে হতে ছিনিয়ে নিযেছি। অবশেষে আমি রাসূল (স)-এর সওয়ারীদেরকে দেখতে পেলাম। রাসূল (স)-এর ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদাহ, আবদুর রহমান ফাযারী-কে নাগালে পেয়ে সাথে সাথে তাকে কতল করলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আবু কাতাদাহ হল আজ আমাদের ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে উত্তম এবং পদাতিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হল সালামা ইবনুল আকওয়া। সালামা বলেন, অতপর রাসূল (স) আমাকে দু অংশ দিলেন। এক অংশ সওয়ারীর আর এক অংশ পদাতিকের। অর্থাৎ একত্রে উভয় অংশই আমাকে প্রদান করলেন। তারপর রাসূল (স) মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তনকালে আমাকে তাঁর আযবা নামক সওয়ারীর উপরে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিলেন। –(মুসলিম)

বিশেষ সৈনিকদের অতিরিক্ত কিছু দেয়া হত

হাদীস : ৩৬৯৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) অভিযানে প্রেরিত কোন কোন সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ অপেক্ষা নফলস্বরূপ কিছু প্রদান করতেন। –(বোখারী ওমুসলিম)

গনীমত অতিরিক্ত দেয়া হত

হাদীস : ৩৬৯৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) গনীমতের পঞ্চমাংস হতে আমার অংশ যা পেতাম তা ছাড়া নফলস্বরূপ কিছু মালও আমাদেরকে দান করেন এবং সে নফল হতে আমার ভাগে শরিফ পড়েছিল। শারিফ বলা হয় বয়স্ক বড় উটকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস ফেরত পাওয়া

হাদীস : ৩৭০০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার তাঁর একটি ঘোড়া কোথাও চলে গেলে শত্রুরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। পরবর্তীতে এক সময়ে মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করলে উক্ত ঘোড়াটি তাকে ফেরত দেয়া হয়। এ ঘটনাটি রাসূল (স)-এর যুগের। অন্য আরেক সূত্রে বর্ণিত আছে, তার একটি ক্রীতদাস পালিয়ে রোম দেশে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে রাসূল (স)-এর যমানার পরে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) ঘোড়াটিকে ইবনে ওমর (রা)-কে ফিরিয়ে দেন। –(বোখারী)

বনী হাশেম ও মুত্তালিব একই বংশের

হাদীস : ৩৭০১ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা) বলেন, একদিন আমি ও ওসমান ইবনে আফফান (রা) রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি খায়বারের পঞ্চমাংশ হতে বনী মুত্তালিবকে মাল দিলেন আর আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন। অথচ আমরা ও তারা আপনার কাছে একই পর্যায়ের। রাসূল (স) বললেন, অবশ্যই বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব অভিন্ন। বর্ণনাকারী জুবায়র বলেন, রাসূল (স) বনী আবদে শামশ ও বনী নওফলকে তা হতে কিছুই দেননি। –(বোখারী)

বিনা যুদ্ধে বিজিত এলাকায় অংশ থাকে

হাদীস : ৩৭০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে জনপদে তোমরা প্রবেশ কর এবং বিনা যুদ্ধে তাতে আধিপত্য লাভ করে, সে স্থানের সম্পদের মধ্যে তোমাদের অংশ রয়েছে। আর যে জনপদের অধিবাসীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সেখানের সম্পদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এক পঞ্চমাংশ রয়েছে, অবশিষ্ট যা থাকে তা তোমাদেরই। –(মুসলিম)

গনীমতের মাল খেয়ানত করলে কঠিন আযাব

হাদীস : ৩৭০৩ ॥ হযরত খাওলাতুল আনসারীয়্যা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে সকল লোক আল্লাহর সম্পদ অনধিকার তসরূপ করে, এ শ্রেণীর লোকদের জন্য কিয়ামতের দিন দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে। –(বোখারী)

গনীমতের মাল খেয়ানত করা জঘন্যতম অপরাধ

হাদীস : ৩৭০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গনীমতের মালে খেয়ানত করা যে জঘন্যতম অপরাধ এবং তার পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ, এ সম্পর্কে আলোচনা করার পর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন, কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে তার কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত উট বহন করে আসবে, আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত ঘোড়া বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না, আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত বক্‌রী বহন করে আসছে, আর আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে মদদ করুন। আর আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না. আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে নিজের কাঁধের উপর চীৎকাররত একটি মানুষকে বহন করে আসছে আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে নিজের কাঁধের উপর কাপড় ইত্যাদির এক খণ্ড বহন করে আসছে। আর তা ভীষণভাবে তার ঘাড়ের উপর দুলছে। তখন সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না, আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের ঘাড়ের উপর অচেতন সম্পদ বহন করে আসছে। আর আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার কোন সাহায্যই করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। –(বোখারী ও মুসলিম তবে উল্লেখিত শব্দগুলো মুসলিমের, আর এটাই বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ হাদীস)

গনীমতের জুতার একটি ফিতার জন্য আযাব হবে

হাদীস : ৩৭০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মেদআম নামক একটি গোলাম রাসূল (স)-কে হাদিয়া দিল। এক সময় মেদআম সওয়ারির উপর হতে রাসূল (স)-এর হাওদা নীচে নামাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ কোথাও হতে একটি তীর এসে তার গায়ে বিধল এবং তাকে হত্যা করল। এটা দেখে লোকেরা বলে উঠল, তার জন্য বেহেশত মুবারক হোক। তখন রাসূল (স) বললেন, কখনও না, সে মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। খায়বার যুদ্ধের গনীমত হতে বণ্টন ব্যতিরেকে যে চাদরখানা সে হস্তগত করেছে, ওটা অবশ্যই আগুন হয়ে তাকে দগ্ধ করবে। লোকজন

রাসুল (স)-এর কথা শুনে এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দুটি ফিতা এনে রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির করল। তখন রাসূল (স) বললেন, এ একটি ফিতা আগুনের অথবা এ দুটি ফিতা আগুনের। –(বোখারী ও মুসলিম)

গনীমতের মাল চুরি করে জাহান্নামী হল

হাদীস : ৩৭০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, কারাকারাহ নামক এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেলে রাসূল (স) বললেন, সে জাহান্নামী। লোকেরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে, সে গনীমতের মাল হতে একটি জুব্বা খেয়ানত করেছিল। –(বোখারী)

মধু ও আঙ্গুর বায়তুল মালে জমা হত না

হাদীস : ৩৭০৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা মধু ও আঙ্গুর পেতাম, কিন্তু তা জমা না দিয়ে খেয়ে ফেলতাম। –(বোখারী)

গনীমতের মাল গোপন ভালো নয়

হাদীস : ৩৭০৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, খায়বারের দিন আমি একটি চর্বিভর্তি থলে পেয়ে তা ওঠালাম। আর বললাম, আমি আজ কাউকেও এটা হতে কিছুই দেব না। পরক্ষণে তাকিয়ে দেখলাম রাসূল (স) আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্ত উম্মতের উপর বর্তমান উম্মতের মর্যাদা

হাদীস : ৩৭০৯ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সমস্ত নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, অথবা বলেছেন, উম্মতের উপর আমার উম্মতকে মর্যাদা দান করেছেন এবং আমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করেছেন। –(তিরমিযী)

নিহত ব্যক্তির মাল হত্যাকারী পাবে

হাদীস : ৩৭১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আজ অর্থাৎ, হোনায়নের লড়াইয়ের দিন ঘোষণা করেছেন, যে কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করবে, সে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত মাল পাবে। হযরত আবু তালহা (রা) সে দিন একাই বিশজন কাফেরকে হত্যা করেছেন এবং তাদের সকলের মাল-সম্পদ লাভ করেছেন। –(দারেমী)

নিহত ব্যক্তির মাল পাবে হত্যাকারী

হাদীস : ৩৭১১ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজায়ী ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (স) নিহত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত মাল-সামান হত্যাকারী পাবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঐ মাল হতে এক পঞ্চমাংশ বের করেন নি। –(আবু দাউদ)

হিসাবের চেয়ে বেশি দেয়া জায়েয আছে

হাদীস : ৩৭১২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বদরের যুদ্ধের দিন আমাকে আবু জাহলের তলোয়ারখানা নফল হিসেবে প্রদান করেছেন। ইবনে মাসউদ তাকে হত্যা করেছিলেন। –(আবু দাউদ)

ঝাড় ফুঁক জায়েয আছে

হাদীস : ৩৭১৩ ॥ হযরত লাহমের আযাদকৃত গোলাম ওমায়র (রা) বলেন, আমি আমার মনিবের সাথে খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার মালিক রাসূল (স)-এর সাথে আমার সম্পর্কে কথাবার্তা বলে অনুমতি নিয়েছিলেন এবং আমি যে তাদের গোলাম এটাও অবহিত করেছেন। অতপর আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং আমি আমার গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে নিলাম। আমি তরবারি হেঁচড়িয়ে চলতাম। তিনি আমাকে সামান্য কিছু মাল দেয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমি ঝাড় ফুঁকের কিছু মন্ত্র জানতাম এবং তা দিয়ে পাগল, মাতাল ইত্যাদিকে ঝাড়-ফুঁক করতাম। সুতরাং আমি যে মন্তরগুলো রাসূল (স)-কে পড়ে শোনালাম। তখন তিনি আমাকে তা হতে কিছু অংশ বাদ দেয়ার এবং কিছু অংশ রেখে দিতে আদেশ করলেন। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

অশ্বারোহী দু ভাগ গনীমতের মাল পেল

হাদীস : ৩৭১৪ ॥ হযরত মুজাম্মা ইবনে জারিয়াহ (রা) বলেন, হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় যারা উপস্থিত ছিলেন, খায়বারের সম্পদ তাদের মধ্যেই বন্টন করা হয়েছে। রাসূল (স) তাকে আঠার ভাগে বিভক্ত করেন। সৈনিকের সংখ্যা ছিল পনের শত। তার মধ্যে অশ্বারোহী ছিলেন তিনশত। সুতরাং অশ্বরোহীদেরকে দিয়েছেন দু ভাগ এবং পদাতিকদেরকে দিয়েছেন এক ভাগ। – দাউদ, ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি অধিক সহীহ আর

অধিকাংশ ইমামদের আমলেও তদুনাযায়ী। মুজাম্মর বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে ভুল আছে। কেননা, তিনি বলেছেন, অশ্বারোহী সৈন্য ছিলেন তিনশত। অথচ তারা ছিলেন মাত্র দু'শত।)

যুদ্ধ হতে ফেরার পথের যুদ্ধে গনীমতে এক তৃতীয়াংশ

হাদীস : ৩৭১৫ ॥ হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা ফেহরী (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। যে দল যাওয়ার পথে যুদ্ধ করে, তিনি তাদেরকে এক চতুর্থাংশ এবং যে দল ফেলার পথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদেরকে এক তৃতীয়াংশ নফলস্বরূপ প্রদান করেছেন। –(আবু দাউদ)

গনীমত হতে এক পঞ্চমাংশ বের করতে হয়

হাদীস : ৩৭১৬ ॥ হযরত হাবীব দমাসলামা (রা) বর্ণিত, রাসূল (স) গনীমতের পঞ্চমাংশ বের করার পর এক চতুর্থাংশ এবং প্রত্যাবর্তন করার সময় পঞ্চমাংশ বের করার পর এক তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত প্রদান করতেন। –(আবু দাউদ)

পঞ্চমাংশের পর অতিরিক্ত নিহত হবে

হাদীস : ৩৭১৭ ॥ হযরত আবু জুয়াইরিয়া আলজারমী (রা) বলেন, হযরত মুয়াবিয়ার শাসন আমলে আমি রোমীয়দের ভূখণ্ডে স্বর্ণমুদ্রাভর্তি একটি লাল বর্ণের কলসী পেলাম। এ সময় আমাদের দলপতি ছিলেন রাসূল (স)-এর একজন সাহাবী, বনী সুলায়ম গোত্রের মাআন ইবনে ইয়াজিদ। সুতরাং আমি উক্ত মুদ্রা পাত্রটি তাঁর খেদমতে নিয়ে আসলাম। তখন তিনি তা সমস্ত মুসলমানের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন এবং তাদের এক ব্যক্তিকে যে পরিমাণ দিয়েছেন আমাকেও তা হতে সে পরিমাণই প্রদান করেছেন। অতপর বললেন, যদি আমি রাসূল (স)-এর কথা বলতে না শুনতাম পঞ্চমাংশ নেয়ার পর নফল প্রদান করতে হয়, তাহলে আমি তোমাকে দিতাম না। –(আবু দাউদ)

গনীমতের মাল হতে অনেকে বঞ্চিত

হাদীস : ৩৭১৮ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমরা হাবশা হতে তখন আগমন করলাম, যখন রাসূল (স) খায়বার জয় করেছেন। তিনি খায়বারের গনীমত হতে আমাদেরকে অংশ দিয়েছেন। অথবা বলেছেন, উক্ত গনীমত হতে আমাদেরকেও প্রদান করেছেন। অথচ তিনি কাউকেও সে গনীমত হতে কিছু দেননি যে খায়বার বিজয়ের সময় অনুপস্থিত ছিল, কেবলমাত্র যুদ্ধের সময় যে তাঁর সাথে শরীক ছিল তাকেই দিয়েছেন। তবে অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা আমাদের নৌকায় ছিলেন। অর্থাৎ, হযরত জাফর ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সে মুজাহিদদের সাথে গনীমতের অংশ দান করেন। –(আবু দাউদ)

গনীমতের খেয়ানতকারীর জানাযা পড়তেন না

হাদীস : ৩৭১৯ ॥ হযরত ইয়াজিদ ইবনে খালিদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) সাহাবিদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি খায়বারের লড়াইয়ের দিন মৃত্যুবরণ করল। রাসূল (স)-এর কাছে এ সংবাদটি জানানো হলে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। এতে লোকদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের এ সাথী আল্লাহর পথে খেয়ানত করেছে। অতপর আমরা তার আসবাবপত্র তালাশ করলাম, তখন তাতে ইহুদীদের এক খণ্ড হার পেলাম, যার মূল্য দুই দিরহামের বেশি হবে না। –(মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

রাসূল (স) গনীমত প্রাপ্ত হলে সকলকে জানিয়ে দিতেন

হাদীস : ৩৭২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই গনীমতের মাল লাভ করতেন, তখন হযরত বেলাল (রা)-কে আদেশ করতেন। তিনি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করতেন, তখন লোকেরা তাদের স্ব-স্ব গনীমত নিয়ে আসত। অতপর সমস্ত মাল হতে বায়তুল মালের এক পঞ্চমাংশ বের করতেন এবং অবশিষ্টগুলো লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। একদিন এক ব্যক্তি এর খুমুস বের করা এবং সমস্ত মাল বিতরণ করে দেয়ার পর একখানা পশমের লাগাম নিয়ে এল এবং বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা গনীমতের মাল, যা আমি পেয়েছিলাম। তার কথা শুনে রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল যে তিন তিনবার ঘোষণা করেছিল, তুমি কি তা শুনেছ? সে বলল, হ্যাঁ, শুনেছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে সময় তা আনতে তোমাকে কে বাধা দিয়েছিল? তখন সে বিভিন্ন ওযর পেশ করল। রাসূল (স) বললেন, যাও তুমি কিয়ামতের দিন এ রশি নিয়ে উপস্থিত হবে। আমি তোমার কাছে হতে তা গ্রহণ করব না। –(আবু দাউদ)

হযরত ওমর (রা) খেয়ানতকারীর সমস্ত মাল জ্বালিয়ে দেন

হাদীস : ৩৭২১ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব (র) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা) খেয়ানতকারীর সমস্ত মাল-সম্পদ জ্বালিয়ে দেন এবং তাকে প্রহার করেন। –(আবু দাউদ)

খেয়ানতকারীকে গোপন করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ৩৭২২ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, যে ব্যক্তি খেয়ানতকারীর খেয়ানতের ব্যাপারে গোপন করে, সেও তার মতই। -(আবুদ দাউদ)

বণ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ক্রয় করা যাবে না

হাদীস : ৩৭২৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বণ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। -(তিরমিযী)

গনীমত বণ্টনের পূর্বে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ৩৭২৪ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। -(দারেমী)

গনীমত তছরুপ করলে জাহান্নামে যাবে

হাদীস : ৩৭২৫ ॥ হযরত খাওলাহ বিনতে কায়েস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এ পার্থিব সম্পদ শ্যামল ও সুমিষ্ট তবে যে ব্যক্তি এটা ন্যায়ভাবে প্রাপ্ত হয় তাতে তার বরকত হয়। আবার বহু লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদে যথেচ্ছা তছরূপ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন দোযখের আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) বদর যুদ্ধে একখানা তরবারী অতিরিক্ত নিলেন

হাদীস : ৩৭২৬ ॥ হযরত রোয়াইফা ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের জানোয়ারের উপর আরোহণ না করে, এমন কি একেবারে দুর্বল ও অচল করার পর তা ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের মাল হতে কোন পোশাক পরিধান না করে, এমন কি একেবারে পুরাতন করে তা গনীমতে ফেরত দেয়। -(আবু দাউদ)

গনীমতের জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করা যাবে না।

হাদীস : ৩৭২৭ ॥ হযরত রোয়াইফা ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের জানোয়ারের উপর আরোহণ না করে, এমন কি একেবারে দুর্বল ও অচল করার পর তা ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের মাল হতে কোন পোশাক পরিধান না করে, এমন কি একেবারে পুরাতন করে তা গনীমতে ফেরত দেয়। -(আবু দাউদ)

খায়বারের যুদ্ধে প্রচুর গনীমতের মাল পাওয়া গিয়েছিল

হাদীস : ৩৭২৮ ॥ হযরত মুহম্মদ ইবনে আবুল মুজালিদ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স)-এর যমানায় আপনারা কি খাদ্যদ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা করতেন? উত্তরে তাঁরা বললেন, খায়বার যুদ্ধে দিন আমরা খাদ্যদ্রব্য পেয়েছিলাম। পরে কোন কোন ব্যক্তি আসত এবং নিজের প্রয়োজন পরিমাণ নিয়ে যেত। -(আবু দাউদ)

এ যমনায় গনীমতের মালে খুমুস নেই

হাদীস : ৩৭২৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর যমানায় একটি সেনাদল গনীমতের মালে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও কিছু মধু লাভ করল। কিন্তু তাদের কাছে হতে খুমুস নেয়া হয়নি। -(আবুদ দাউদ)

উটের গোশত বণ্টন হত না

হাদীস : ৩৭৩০ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে খালিদ এর গোলাম হযরত কাসেম রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবীর হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যুদ্ধের সময় আমরা উটের গোশত খেতাম কিন্তু সেটাকে বণ্টন করতাম না। এমন কি যখন আমরা নিজেদেরে তাঁবুতে ফিরে আসতাম, তখন দেখতাম আমাদের খাদ্যগুলো পরিপূর্ণ হয়ে আছে। -(আবু দাউদ)

গনীমতের আত্মসাৎকারী কিয়ামতের দিন অপমানিত হবে

হাদীস : ৩৭৩১ ॥ হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলতেন, গনীমতের সূতা এবং সূঁচ জমা দিয়ে দাও। সাবধান! গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা হতে বেঁচে থাক। কেননা, আত্মসাৎ কিয়ামতের দিন তার জন্য চরমভাবে অপমানের কারণ হবে। -(দারেমী)

গনীমত যত ক্ষুদ্রই হোক জমা দিতে হবে

হাদীস : ৩৭৩২॥ হযরত আমর ইবনে মোআয়ব তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল (স) একটি উটের কাছে গেলেন, এবং তাকে কুঁজে পশম ধরে বললেন, হে লোকসকল! এ সমস্ত গনীমতের সম্পদ হতে আমি কিছুই মালিক নই। এমন কি এর পশমেরও মালিক নই। এবং তিনি তার আঙুলি উঠিয়ে বললেন, শুধু এক পঞ্চমাংশ আর সে পঞ্চমাংশও অবশেষে তোমাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। সুতরাং সূঁচ এবং সূতা থাকলেও জমা দিয়ে দাও। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি হাতের মধ্যে পশমের এক খণ্ড রশি নিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সওয়ারীর উপরে বসবার গদির নীচের কম্বল বা বস্তাটি সিলাই করার জন্য এটা নিয়েছি। তখন রাসূল (স) বললেন, অবশ্য এর মধ্যে আমার ও বনী আবদুল মোত্তালিবের যে পরিমাণ অংশ রয়েছে, তা তোমার। এ কথা শুনে লোকটি বলে উঠল, এ এক গুচ্ছ পশমের অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তবে আর আমার এর প্রয়োজন নেই। এ বলে সে তা ছুড়ে ফেলল। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর গনীমতের মাল ছিল এক পঞ্চমাংশ

হাদীস : ৩৭৩৩ ॥ হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স) গনীমতের একটি উটকে সামনে রেখে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। সালাম ফেরাবার পর উটটির পাঁজরের পশম ধরে বললেন, তোমাদের এ গনীমতের সম্পদ হতে এক পঞ্চমাংশ ছাড়া এ পশম পরিমাণও আমার জন্য হালাল নয়। আর সে পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। -(আবু দাউদ)

বনী হাশেম ও মুত্তালিব একই গোত্র

হাদীস : ৩৭৩৪ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (স) তাঁর নিকটতম আত্মীয়ের অংশটি বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করলেন, তখন আমি ও ওসমান ইবনে আফফান তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বনী হাশেম আমাদের ভাই, আমরা তাদের সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করছি না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। তবে বলুন, আপনি আমাদের মোত্তালিবী ভাইদেরকে তো প্রদান করলেন, কিন্তু আমাদেরকে বাদ দিয়ে দিলেন, অথচ আমাদের আত্মীয়তা ও তাদের আত্মীয়তা এক পর্যায়ের। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, প্রকৃতপক্ষে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালিব এরূপ এক ও অভিন্ন। এ বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলিগুলো একটির মধ্যে আরেকটি প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। -(শাফেরী আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনা প্রায় অনুরূপই।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক সাহাবী আবু জাহেলকে চিনিয়ে দিল

হাদীস : ৩৭৩৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বদর যুদ্ধের দিন সারিতে ব্যূহে দাঁড়িয়ে আমার ডানে ও বামে তাকালাম। দেখলাম, আমি দুজন অল্প বয়স্ক তরুণ আনসারীর মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। তখন আমি মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলাম, কতই না উত্তম হত যদি এ দুজন তরুণ অপেক্ষা বীর যোদ্ধার মাঝখানে দাঁড়াতাম। ইত্যবসরে তাদের একজন আমাকে টোক দিয়ে বলল, চাচাজান! আপনি কি আবু জাহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, চিনি। তবে হে বৎস! তাকে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, সে নাকি রাসূল (স)-কে গালি দেয়। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, যদি আমি তাকে দেখতে পাই, তাহলে আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তার ও আমার দেহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আবদুর রহমান বলেন, তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম, তিনি আরও বলেন, অপর তরুণটিও আমাকে টোকা দিয়ে একই ধরনের কথা বলল, আমাদের কথাবার্তা শেষ না হতেই দেখতে পেলাম, আবু জাহেল লোকদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে। তখন আমি তরুণদ্বয়কে বললাম, তোমরা উভয়ে যার সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলে ঐ সে ব্যক্তি। আবদুর রহমান বলেন, আমার কথা শোনামাত্রই তারা উভয়েই তরবারি হাতে দ্রুতবেগে গিয়ে তাকে আক্রমণ করল, এমন কি তাকে হত্যা করে ফেলল। অতপর তারা রাসূল (স)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে ঘটনাটি অবহিত করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়েই বলল, আমিই তাকে হত্যা করেছি। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমরা কি নিজ নিজ তরবারিখানা মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না। অতপর রাসূল (স) তাদের উভয়ের তলোয়ার দুখানা দেখে বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। এ বলে রাসূল (স) তার পরিত্যক্ত বস্তুগুলো মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জমুহ পাবে বলে রায় দিলেন। এ তরুণদ্বয় ছিল মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জমুহ ও মুয়ায ইবনে আফরা। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুজন বাচ্চা ছেলে আবু জেহেলকে হত্যা করল

হাদীস : ৩৭৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূল (স) বললেন, কে আছ যে, আবু জাহেলের অবস্থা জেনে আসতে পারে? একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ চলে গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন, আফরার দু পুত্র তাকে এমনভাবে আঘাত করেছে যে, সে অচেতন অবস্থা পড়ে আছে। হযরত আনাস (রা) বলেন, অতপর হযরত ইবনে মাসউদ তার দাড়ি ধরে বললেন, এক ব্যক্তি তোমরা কতল করেছ, এর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব আর কি? অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবু জাহল বলল, যদি আমাকে চাষীরা ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করত।

–(বোখারী ও মুসলিম)

যোগ্য ব্যক্তিকে আগে দান করতে হয়

হাদীস : ৩৭৩৭ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) একদল লোককে কিছু দান করলেন, আর আমি সেখানে উপবিষ্ট ছিলাম। কিন্তু রাসূল (স) তাদের একজনকে দিলেন না। অথচ আমার ধারণা মতে, সে লোকটিই ছিল সর্বাপেক্ষা উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম, অমুক লোকটিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। জবাবে রাসূল (স) বললেন, বরং মুসলমান বল। এভাবে হযরত সাদ উক্ত কথাটিকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, আর রাসূল (স) তাকে অনুরূপ উত্তর দিলেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, হে সাদ! আমি অবশ্য ব্যক্তিবিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক সে আমার কাছে ঐ লোক অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এ আশঙ্কায় এরূপ করি, যেন আল্লাহ তায়ালা তাকে উল্টো মুখে আগুনে ফেলে না দেন।

–(বোখারী ও মুসলিম)

যুদ্ধ ছাড়া গনীমতের মাল পাবে না

হাদীস : ৩৭৩৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বদর যুদ্ধের দিন দাঁড়িয়ে বললেন, ওসমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে গিয়েছে। সুতরাং আমি তার পক্ষ হতে বায়আত করছি। অতপর রাসূল (স) জন্যও গনীমতের একভাগ নির্ধারণ করলেন। অথচ তিনি ছাড়া যুদ্ধে শরীক হয়নি এমন কোন ব্যক্তিকে গনীমতের অংশ দেননি।

–(আবু দাউদ)

দশটি বকরী একটি উটের সমান

হাদীস : ৩৭৩৯ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) গনীমত বণ্টনের সময় দশটি বকরীকে একটি উটের সমান সাব্যস্ত করতেন। –(নাসাঈ)

সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি যুদ্ধে যাবে না

হাদীস : ৩৭৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন এবং নিজ জাতির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যে সদ্য বিবাহ করেছে, কিন্তু এখনও বাসর রাত যাপন করেনি; বরং সে বাসর যাপনের প্রত্যাশী, সে যেন আমার সঙ্গে জিহাদে গমন না করে এবং সে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করেছে, কিন্তু এখনও ছাদ ওঠায়নি, আর যে ব্যক্তি গর্ভবতী বকরি কিংবা উষ্ট্রি ক্রয় করে বাচ্চা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে, এমন ব্যক্তিও যেন আমার সঙ্গে না যায়। অতপর তিনি জিহাদে বের হলেন এবং যখন প্রতিদ্বন্দ্বী জনপদের নিকটবর্তী হলেন, তখন আসর নামাযের সময় হল অথবা আছরের সময় পেরিয়ে গেল। এ সময় তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি নির্দেশপ্রাপ্ত আর আমিও নির্দেশপ্রাপ্ত। আমাদের জন্য থেমে যাও। ফলে আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় লাভ হওয়া পর্যন্ত সেটা থেমে গেল। অতপর তিনি গনীমতের সম্পদ এক জায়গায় স্তূপ করলেন। আর সেগুলোকে গ্রাস করার জন্য আগুন এল বটে, কিন্তু তাকে গ্রাস করল না। তখন তিনি বললেন নিশ্চয়, তোমাদের মধ্যে খেয়ানত হয়েছে। অতএব, প্রতি গোত্রের একজন করে লোক আমার হাতে হাত রেখে বায়আত করতে হবে। ফলে বায়আত করবার সময় একলোকের হাতে তাঁর হাতের সাথে জড়িয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই খেয়ানতকারী আছে। অবশেষে তারা স্বর্ণের এটি মাথা গাভীর মাথার ন্যায় এনে স্তূপের মধ্যে রাখল। অমনি আগুন এসে গনীমতের সমস্ত মালগুলো গ্রাস করল। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমাদের পূর্বে কারও জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল ছিল না। অতপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য গনীমতের সম্পদকে হালাল করে দিয়েছেন। বস্তুত তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে আমাদের জন্য হালাল করেছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

মুমিন ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ৩৭৪১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) আমাকে বলেছেন, যে খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূল (স)-এর কয়েকজন সাহাবী এসে বললেন, কস্মিনকালেও না। একখানা চাদর অথবা একটি জুব্বা গনীমতের মাল হতে খেয়ানতের দায়ে তাকে আমি দোযকের আগুনে দগ্ধ হতে দেখেছি। অতপর রাসূল (স) বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! যাও এবং লোকদেরকে তিন তিন বার ঘোষণা শুনিয়ে দাও যে, মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি তখনই বের হলাম এবং তিন বার ঘোষণা করে দিলাম, সাবধান! ঈমানদার ছাড়া কেউই বেহেশতে প্রবেশ করবে না। -(মুসলিম)

অষ্টম অধ্যায়

জিযিয়া কর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মজুসীরাও জিযিয়া কর আদায় করবে

হাদীস : ৩৭৪২॥ হযরত বাজালাহ (রা) বলেন, আমি আহনাফ ইবনে কায়েসের চাচা জায ইবনে মুআবিয়ার মুন্সী ছিলাম। তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ওফাতের এক বছর পূর্বে আমাদের কাছে তার একখানা পত্র এল। মজুসীদের বিবাহ বন্ধনে কোন মাহরাম থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ যখন সাক্ষ্য দিলেন, রাসূল (স) হাজার নামক জায়গায় মজুসীদের কাছে হতে জিযিয়া আদায় করেছেন তখন তিনিও গ্রহণ করতে লাগলেন। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের উপর ওশর নেই

হাদীস : ৩৭৪৩ ॥ হযরত হারব ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর নানা হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, ইহুদী ও নাসারাগণ দশমাংশ দিতে বাধ্য তাকবে, কিন্তু মুসলমানের উপর কোন উশর নেই। -(আহমদ ও আবু দাউদ) যঈফ - ৭২২

অনেক ক্ষেত্রে বলপূর্বক আদায় করা জায়েয

হাদীস : ৩৭৪৪ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কখনো কখনো এমন জনপদ অতিক্রম করি, যা আমাদের মেহমানদারী করে না, এমন কি আমাদের জন্য যে সহানুভূতি করা তাদের কর্তব্য তাও তারা পালন করে না। আর আমরাও জোরপূর্বক তাদের কাছে হতে কিছুই আদায় করি না। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যদি তারা অস্বীকার করে, তবে বলপূর্বকই তা আদায় করে নেবে। -(তিরমিযী)

প্রাপ্ত বয়স্কদের জিযিয়া কর নিতে হবে

হাদীস : ৩৭৪৫ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন তাকে ইয়ামেন দেশের দিকে পাঠালেন, তখন প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তি এতে এক দীনার অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের মুয়াফিরী কাপড়, যা ইয়ামেন দেশে তৈরি হয়, আদায় করার নির্দেশ দেন। -(আবু দাউদ)

মুসলামানদের হতে জিযিয়া নেয়া যায় না

হাদীস : ৩৭৪৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একই ভূ-খণ্ডে দু কিবলার লোক বসবাস করা সঙ্গত নয় এবং কোন মুসলমান হতে জিযিয়া নেয়া হবে না। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

সব জাতি জিযিয়া আদায় শর্তে মুক্তি পায় যঈফ - ৮২১

হাদীস : ৩৭৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে দুমাতুল জান্দালের রাজা উকাইদিরের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে এলেন। অতপর তিনি তার খুন মাফ করে দিলেন এবং জিযিয়া আদায়ের শর্তে তার সাথে চুক্তি করে নিলেন। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন দিন পর্যন্ত আথিতেয়তা করা যাবে

হাদীস : ৩৭৪৮ ॥ হযরত আসলাম হতে বর্ণিত, যে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যবহারকারী লোকদের উপর চার দীনার এবং রৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহারকারীদের উপর চল্লিশ দিরহাম জিযিয়া নির্ধারণ করেছেন। এতদসঙ্গে তিন দিন পর্যন্ত মুসলমানদের আতিথেয়তা করাও তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেছিলেন। –(মালিক)

নবম অধ্যায়

সন্ধি স্থাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

হোদায়বিয়ার সন্ধির বর্ণনা

হাদীস : ৩৭৪৯ ॥ হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, রাসূল (স) হোদাইবিয়ার বছর এক হাজারেরও বেশি সঙ্গী সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং যুলহোরাইফা নামক স্থানে এসে কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদাহ ঝুলালেন এবং এশআর করলেন, আর সেখান হতে ওমরার এরহাম বেঁধে রওয়ানা দিলেন। অবশেষে তাঁর উষ্ট্রী সে গিরিপথে বসে পড়ল, যে স্থান হতে লোকেরা মক্কায় যাতায়াত করে। এ সময় লোকেরা হাল-হাল বলতে লাগল। কাছওয়া জিদ করেছে, কাছওয়া জিদ করেছে। তখন রাসূল (স) বললেন, কাছওয়া জিদ করেনি। এবং এটা তার স্বভাবও নয়, বরং যিনি হাতিকে আটকিয়েছিলেন তিনিই তাকে আটকিয়েছেন। অতপর তিনি বললেন, সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তারা. আল্লাহর সম্মানিত বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে যে কোন শর্ত আরোপ করতে চাবে, আমি তাতে অবশ্যই মেনে নেব। তারপর তিনি উষ্ট্রীকে ধমক দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বরং এবার তিনি মক্কার সরাসরি পথ হতে সরে অন্য পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে হোদায়বিয়া প্রান্তে একটি স্বল্প পানির কূপের কাছে অবতরণ করলেন। লোকেরা তা হতে অল্প অল্প করে পানি নিচ্ছিল। অল্পক্ষণ পরেই তাও শেষ করে ফেলল। এবং রাসূল (স)-এর কাছে এসে পিপাসার অভিযোগ করল। এ কথা শুনে তিনি নিজের থলি হতে একটি তীর বের করে তাদেরকে আদেশ করলেন, এটা কূপটির মধ্যে ফেলে দাও। আল্লাহর কসম! তখনই পানি উপচিয়ে উঠতে থাকল তারা সেখান হতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত। তারা এ অবস্থায় ছিলেন, এমন সময় বোদাইল ইবনে ওরাকা খোযায়ী খোযাআ গোত্রের কতিপয় লোকজনসহ সেখানে উপস্থিত হল। অতপর ওরওয়া ইবনে মাসউদ আসল। পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারী বলেন, পরিশেষে সোহাইল ইবনে আমর এসে উপস্থিত হল। অতপর রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-এক বললেন, লেখ, এটা আল্লাহর রাসূল মুহম্মদ (স)-এর পক্ষ হতে সম্পাদিত সন্ধিপত্র। এ কথা শুনে সোহাইল বলে উঠল, আল্লাহর কসম! যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে জানতাম, তাহলে কখনো আপনাকে বায়তুল্লাহ হতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতাম না, বরং আপনি এভাবে লিখুন আবদুল্লাহ পুত্র মুহম্মদের পক্ষ হতে। রাবী বলেন, তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর সত্য রসূল (স) যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন কর। আচ্ছা! মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। সন্ধি পত্র লেখা হচ্ছিল এমন সময় সোহাইল বলল, অন্যান্য শর্তাবলীর সাথে এটাও লেখা হোক যদি আমাদের কোন লোক আপনার কাছে আসে তাকে অবশ্যই মক্কায় আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে, যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয়। সন্ধিপত্র লিখা শেষ হলে রাসূল (স) সঙ্গীদেরকে বললেন, ওঠ, তোমরা নিজেদের পশু কোরবানী করে দাও। অতপর মাথা মুড়িয়ে ফেল। এরপর কতিপয় মহিলা ইসলাম গ্রহণ করতে এল। এ সময় আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন, অর্থ ঃ "হে মুমিনগণ! কোন মুমিন মুসলমান নারী হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তাদেরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নাও।" এ আয়াত দিয়ে সে সমস্ত মুসলমান রমণীদেরকে ফেরত পাঠাতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, তাদের মহর ফেরত দিয়ে দাও। অতপর রাসূল (স) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময় আবু বাছীর নামে কুরাইশ বংশীয় এক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এল। আর কুরাইশরাও তার সন্ধানে দুজন লোক পাঠাল। রাসূল (স) তাকে সে ব্যক্তিদ্বয়ের কাছে সোপর্দ করলেন। তারা আবু বাছিরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হল এবং ফুলহোলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে তারা নিজেদের খেজুর খাওয়ার জন্য এক জায়গায় নামল। এ সময় আবু বাছির তাদের একজনকে বলল, হে অমুক! আল্লাহ কসম! তোমার তলোয়ারখানি দেখতে তো খুবই চমৎকার। আমাকে একটু দাও দেখি, আমি তাকে ভালোভাবে দেখে নিই। লোকটি তলোয়ারখানি আবু বাছীরের হাতে দিতেই সে তা দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করল যে, সে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করল। অপর লোকটি পালিয়ে শেষ পর্যন্ত মদীনায় এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ

করল। তাকে দেখে রাসূল (স) বললেন, মনে হয় লোকটি ভীত, সন্ত্রস্ত। সে রাসূল (স)-কে বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। সুযোগ পেলে আমাকেও হত্যা করা হবে। এ সময় আবু বাছীরও সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে রাসূল (স) বললেন, আক্ষেপ তার মায়ের উপর সে তো আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায়, যদি তার সাথে তার সাহায্যকারী কেউ থাকত। যখন সে এ কথা শুনল, তখন সে বুঝতে পারল যে, রাসূল (স) অচিরেই তাকে পুনরায় কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। তখন সে সেখান হতে বের হয়ে সরাসরি সাগরের উপকূলের দিকে চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিমধ্যে সোজাইলের পুত্র আবু জান্দাল বন্দীমুক্ত হয়ে আবু বাছীরের সাথে মিলিত হল। এভাবে মক্কার কুরাইশদের কাছে হতে কোন মুসলমান পালিয়ে আসতে সক্ষম হলে সেও সরাসরি গিয়ে আবু বাছীরের সাথে মিলিত হত। এভাবে সেখানে একটি দল সমবেত হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! যখনই তারা শুনতে পেত যে, কুরাইশদের কোন তেজারতী কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছে, তখনই তারা সে কাফেলার উপর বাঁধা সৃষ্টি করত এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের মাল-সম্পদ ইত্যাদি ছিনিয়ে নিত। ফলে অতিষ্ঠ হয়ে কুরাইশরা রাসূল (স)-এর কাছে এ প্রস্তাব পাঠাল যে, তিনি যেন আত্মীয়তার সহানুভূতি ও আল্লাহর ওয়াস্তে আবু বাছীর ও তার সঙ্গীদেরকে লুটতরাজ হতে বিরত রাখেন এবং এখন হতে মক্কার কোন মুসলমান রাসূল (স)-এর কাছে আসলে তাকে আর ফেরত দিতে হবে না। অতপর রাসূল (স) আবু বাছীর ও তার সাথীদেরকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। −(বোখারী)

হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ছিল তিনটি

হাদীস : ৩৭৫০ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হোদাইবিয়ার দিন মুশরিকদের সাথে তিনটি শর্তের উপর চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এক. মক্কার কোন মুশরিক তার কাছে মদীনায় আসলে তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত দিতে হবে। আর মদীনা হতে কোন মুসলমান তাদের কাছে আসলে তাকে মুসলমানদের কাছে ফেরত দিতে হবে না। দুই. আগামী বছর মুসলমানরা মাত্র তিন দিনের জন্য মক্কায় আসতে পারবেন। তিন. মক্কায় প্রবেশকালে সমরাস্ত্র, তলোয়ার এবং তার ধনুক ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখতে হবে। সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পরক্ষণেই আবু জান্দাল হাত পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু সন্ধিপত্রের শর্ত মোতাবেক নবী (স) তাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

হোদায়বিয়ার সন্ধি মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস

হাদীস : ৩৭৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, কুরাইশরা রাসূল (স)-এর সাথে সন্ধি করল। তাতে তারা রাসূল (স)-এর উপর এ শর্ত আরোপ করল যে, যদি তোমাদের কোন লোক আমাদের কাছে আসে, তবে তাকে তাদের ফেরত দেব না। আর আমাদের কোন লোক তোমাদের কাছে গেলে তবে তোমরা তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এ কথা শুনে সাহাবাগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এ শর্তও লিখে নিবেনঃ রাসূল (স) দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কেননা, আমাদের কাছে হতে যে ব্যক্তি তাদের কাছে স্বেচ্ছায় গিয়েছে তাকে আল্লাহর স্বীয় রহমত হতে বঞ্চিত করেছেন। আর তাদের যে লোক আমাদের কাছে আসবে আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তার মুক্তির একটা পথ উন্মুক্ত করে দিবেন। কারণ, সে হবে মুসলমান। −(মুসলিম)

মহিলাদের বায়আত করা যায়

হাদীস : ৩৭৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত, তিনি নারীদের বায়আত সম্পর্কে বলেন, রাসূল (স) এ আয়াত তাদের পরীক্ষা করতেন, অর্থ হে নবী! যখন মুমিন রমণীগণ আপনার কাছে বায়আত করতে আসে, তাদের মধ্যে যারা এ শর্ত মেনে নেয়, তখন তাদেরকে মুখে বলে দিতেন, আমি তোমাদের বায়আত গ্রহণ করলাম। আল্লাহর কসম! বায়আত গ্রহণকালে তার হাত কখনও কোন রমণীর হাতকে স্পর্শ করেনি। −(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল দশ বছরের চুক্তি

হাদীস : ৩৭৫৩ ॥ হযরত মিসওয়ার ও মারওয়ান (রা) হতে বর্ণিত যে, তারা মুসলমানদের সাথে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার নিমিত্তে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছিল, যেন সর্বসাধারণ লোকজন এ সময় নিরাপদে থাকতে পারে। এর মধ্যে এরও উল্লেখ ছিল−যেমন আমাদের পরস্পরের অন্তর পরিষ্কার থাকবে এবং পরস্পরের মধ্যে চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেবে না। −(আবু দাউদ)

সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করা যাবে না

হাদীস : ৩৭৫৪ ॥ হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলায়ম (রা) রাসূল (স)-এর কতিপয় সাহাবীর সন্তানদের কাছে হতে বর্ণনা করেন, তাঁরা তাদের পিতা হতে বর্ণনা করেছে, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! যে ব্যক্তি এমন কোন লোকের উপর

যুলুম করে, যার সাথে তার সন্ধি হয়েছে অথবা তার কোন প্রকার ক্ষতি সাবধান করে অথবা সাধ্যের অতিরিক্ত তাকে কষ্ট দেয় কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তার কাছে হতে কোন জিনিস আদায় করে, কিয়ামতের দিন আমিই তার প্রতিবাদ করব। -(আবু দাউদ)

মহিলাদের বায়আত গ্রহণ

হাদীস : ৩৭৫৫ ॥ হযরত উমাইমাহ বিনতে রোকাইকাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় মহিলার সাথে আমি রাসূল (স)-এর কাছে বায়আত করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে হতে এমন সমস্ত ব্যাপারে অঙ্গীকার নিলাম, যা করতে তোমরা সমর্থ রাখ। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের জন্য আমাদের চাইতে অধিক দয়ালু অতপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বায়আত করে নিন। অর্থাৎ, আমাদের হাতে হাত রেখে করমর্দন করুন। তিনি বললেন, শোন, আমার মুখের বাণী দিয়ে একশত মহিলার বায়আত গ্রহণ করা একজন মহিলার বায়আত গ্রহণ করার মতই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হোদায়বিয়ার সন্ধিতে সাহাবিদের বিমত পোষণ

হাদীস : ৩৭৫৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যিলকাদ মাসে ওমরার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা তাকে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে তাদের সাথে এ চুক্তি সম্পাদিত হল যে, তিনি আগামী বছর তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন। সন্ধিপত্র লেখা হয়েছিল, এটা সে সন্ধিপত্র যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর পক্ষ হতে সম্পাদিত। তখন মক্কাবাসীরা আপত্তি তুলে বলল, আমরা তো আপনাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকার করি না। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করতাম, তাহলে তো আপনাকে বাঁধাই দিতাম না, বরং আপনি হলেন, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। তখন রাসূল (স) জবাবে বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ও আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। অতপর তিনি সন্ধিপত্র লিখক হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে বললেন, রাসূল শব্দটি মুছে ফেল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার এ নাম আমি কখনও মুছব না। অতপর রাসূল (স) নিজেই কাগজ নিলেন এবং লিখে দিলেন, এটা আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ এর পক্ষ হতে সন্ধিপত্র। অথচ তিনি ভালোভাবে লিখতে জানতেন না। তাতে উল্লেখ ছিল, তিনি হাতিয়ারসহ মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। শুধু তলোয়ার কোষবদ্ধ অবস্থায় রাখতে পারবেন। আর তার কোন আপনজন তাঁর অনুগমন করলে তাকে মক্কার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে এবং যদি তাঁর কোন সঙ্গী মক্কায় থেকে যেতে চায়, তাকে তিনি বাধা দিতে পারবেন না। অবশেষে যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে গেল, তখন তারা হযরত আলী (রা)-এর কাছে এসে বলল, তোমার সাথীকে আমাদের এখান হতে চলে যেতে বল। কেননা, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। অতপর রাসূল (স) মক্কা হতে বের হয়ে গেলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দশম অধ্যায়

আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইহুদীদের প্রতি হুশিয়ারী সংকেত

হাদীস : ৩৭৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। এমন সময় রাসূল (স) এসে বললেন, ইহুদীদের কাছে চলো। সুতরাং আমরা তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম এবং তাদের শিক্ষালয়ে এলাম। রাসূল (স) সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকবে। জেনে রেখ, গোটা বিশ্বভূখণ্ড আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকারে। আমি তোমাদেরকে এ ভূখণ্ড হতে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছি। অতএব, তোমরা কোন জিনিস বিক্রয় করতে চাইলে তা বিক্রয় করতে পার।

-(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত ওমর খায়বার হতে ইহুদীদের বহিষ্কার করলেন

হাদীস : ৩৭৫৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ওমর (রা) বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, অবশ্য রাসূল (স) খায়বারের ইহুদীদেরকে শর্ত অনুযায়ী তাদের খামারে কাজ করার জন্য সুযোগ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে এ অবস্থায় রাখবেন, আমরাও তোমাদেরকে বহাল রাখব। আমি এখন তাদেরকে বহিষ্কার করতে সংকল্প করেছি। অবশেষে যখন হযরত ওমর (রা) এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বনী আবুল হোকাইক গোত্রের এক ইহুদী এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাদেরকে বহিষ্কার করবেন? অথচ হযরত মুহম্মদ (স) আমাদেরকে এ জায়গায় অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন এবং আমাদেরকে আমাদের মাল-সম্পদের উপর বহাল রেখে একটু চুক্তিও করেছেন। উত্তরে হযরত ওমর (রা) বললেন, তুমি কি ধারণা কর যে, আমি রাসূল (স)-এর সে কথাটি ভুলে গেছি? তখন তোমার উটগুলো তোমাকে নিয়ে রাতের পর রাত ছুটতে থাকবে? লোকটি বলল, তা তো আবুল কাসেম (স)-এর কৌতুকময় উক্তি ছিল। তখন হযরত ওমর (রা) তাদেরকে খায়বার হতে বিতাড়িত করেন এবং উট ও অন্যান্য আসবাবপত্র যেমন, উটের পৃষ্ঠে বসার পালান ও রশি ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ফল ফসলাদির মূল্য আদায় করে দেন। –(বোখারী)

রাসূল (স) তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন

হাদীস : ৩৭৫৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত, রাসূল (স) তিনটি বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদেরকে বহিষ্কার করবে। দূত বা প্রতিনিধিদলকে আমি যেভাবে উপঢৌকন প্রদান করতাম, তোমরাও অনুরূপভাবে উপঢৌকন প্রদান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তৃতীয়টি হতে রাসূল (স) নিজে নীরব রয়েছেন, অথবা তিনি তো বলেছেন, কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তৃতীয়টি হল, আমার কবরকে ইবাদতের জন্য ইবাদত খানায় পরিণত করো না। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী নাসারা বহিষ্কার

হাদীস : ৩৭৬০ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুর খাত্তাব (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই, আমি আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী ও নাসারাদেরকে বহিষ্কার করব, এমন কি মুসলমান ছাড়া কাউকেও এখানে রাখব না। –(মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি আমি বেঁচে থাকি ইনশাআল্লাহ আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী ও নাসারদেরকে নিশ্চয়ই বের করে দেব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহুদী নাসারা শর্তের মাধ্যমে বসতি স্থাপন করল

হাদীস : ৩৭৬১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হেজায ভূখণ্ড হতে ইহুদী ও নাসারাদেরকে বিতাড়িত করেছেন। খায়বার জয় করেন, তখন সেখানের ইহুদীদেরকে সেখান হতে বহিষ্কার করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কেননা, যে জায়গা তিনি জয় করতেন, সে জায়গা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সমস্ত মুসলমানদের অধিকারে এসে যায়। তখন ইহুদীরা রাসূল (স)-এর কাছে আবেদন করল, এ শর্তে তাদেরকে সেখানে বহাল রাখা হোক যে, তারা নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে ফসলের অর্ধেক লাভ করবে। তখন রাসূল (স) বললেন, আমরা যতদিন চাই ততদিন তোমাদেরকে বহাল রাখবো। ফলে তারা সেখানে থেকে গেল। অবশেষে হযরত ওমর (রা) তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে তাইমা ও আরীহার দিকে বিতাড়িত করে দিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

একাদশ অধ্যায়

বিনা যুদ্ধে কাফেরদের সম্পদ হস্তগত হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পাকের দেয়া সম্পদ রাসূল (স) ভোগ করতেন

হাদীস : ৩৭৬২ ॥ হযরত মালিক ইবনে আওস ইবনে হাদাসন (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এ ফায় জিনিসটি বিশেষভাবে তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার এখতিয়ার অন্য কাউকে প্রদান করেননি। অতপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, "আর আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে ফায় হিসেবে বিনা যুদ্ধে যা কিছু প্রদান করেছেন, এটার জন্য তোমরা ঘোড়া বা সেনাবাহিনী পরিচালনা করনি। বরং আল্লাহ পাক সব

কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ফল কথা, এ সম্পদ ছিল রাসূল (স)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। তাই তিনি এ সম্পদ হতে তাঁর পরিবার পরিজনদের পূর্ণ এক বছর খোরপোষ আদায় করতেন এবং অবশিষ্ট যা থাকত তা সদকার মালের ক্ষেত্রে খরচ করতেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পাক রাসূল (স)-কে বনী নজীরের সম্পদ দান করলেন

হাদীস : ৩৭৬৩ ॥ হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী নাজীরের সম্পদসমূহ সে সমস্ত সম্পদের মধ্যে পরিগণিত, যা আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে ফায় হিসেবে দান করেছে। তা হাসিল করতে মুসলমানেরা ঘোড়াও দৌড়ায়নি এবং সেনাবাহিনীও পরিচালনা করেনি। সুতরাং সেটা ছিল রাসূল (স)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। তিনি এ সম্পদ হতে তাঁর পরিজনের পুরা এক বছরের খোরপোষে ব্যয় করতেন। অতপর অবশিষ্ট যা থাকত, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে অস্ত্রাদি ও জানোয়ার খরিদ করার কাজে ব্যয় করতেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) গনীমতের মাল সাথে সাথে বণ্টন করতেন

হাদীস : ৩৭৬৪ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, যখনই রাসূল (স)-এর কাছে ফায় আসত, তখন তিনি বিলম্ব না করে সে দিনই তা বণ্টন করে দিতেন। যার পরিবার আছে তাকে দুই ভাগ, আর যে অবিবাহিত তাকে এক ভাগ দিতেই। একবার আমাকে ডাকা হল এবং আমাকে দিলেন দু ভাগ। কেননা, আমার পরিবার ছিল। অতপর আমার পরে আম্মার ইবনে ইয়াসারকে ডাকা হল, তাকে দেয়া হল এক ভাগ। −(আবু দাউদ)

মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামরা প্রথমে ফায়ের মাল পেত

হাদীস : ৩৭৬৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূল (স)-এর কাছে যখনই কোন ফায়ের মাল-সম্পদ আসত, তখন তিনি সর্বাগ্রে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম দিয়ে তা শুরু করতেন। −(আবু দাউদ)

আযাদ গোলামের অগ্রাধিকার বেশি

হাদীস : ৩৭৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত, একবার রাসূল (স)-এর কাছে রঙিন পাথর বা নাগীনা ভর্তি একটা থলি আনা হল। তিনি সেগুলো আযাদ নারী ও বাঁদীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতাও আযাদ ও গোলামের জন্য বণ্টন করতেন। −(আবু দাউদ)

ফায়য়ের মাল সবই সমানভাবে পাবে

হাদীস : ৩৭৬৭ ॥ হযরত মালিক ইবনুল আওস হাদাসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ফায় সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, এ ফায়ের মধ্যে আমার অধিকার তোমার চেয়ে বেশি নয়। এবং এ মালের মধ্যে তোমাদের কেউ অন্যের চেয়ে অধিক হকদার নও, বরং আল্লাহর কিতাবের বিবরণ ও তাঁর রাসূল (স)-এর বণ্টননীতি মোতাবেক আমাদের মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। অতএব কোন ব্যক্তি প্রথম সারির প্রবীণ মুসলমান, আবার কেউ আছে বহু যুদ্ধ-জিহাদে তার শ্রম-সাধনা ব্যয় করেছে। আবার কেউ এমনও আছে, যার পরিবারস্থ লোকসংখ্যা বেশি এবং এমন লোকও আছে যার প্রয়োজন অত্যধিক। −(আবুদ দাউদ)

বিনা যুদ্ধে অর্জিত মালকে ফায় মাল বলে

হাদীস : ৩৭৬৮ ॥ হযরত মালিক ইবনে আওস ইবনে হাদাসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা) انما الصدقات للفقراء والمساكين এ আয়াতটি (আ==) عليم حكيم পর্যন্ত পাঠ করে বললেন, যাকাত কেবলমাত্র এ আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহের জন্য নির্ধারিত। অতপর (আ==), واعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله এ আয়াতটি (আ==), وابن السبيل পর্যন্ত পাঠ করে বললেন, গনীমতের এক পঞ্চমাংশ যা এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, তা শুধুমাত্র নবী (স)-এর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকার। অতপর তিনি (আ==) ما افاء الله على رسوله من اهل القرى এ আয়াতটি (আ==) للفقراء পর্যন্ত পাঠ করলেন।

অতপর (আ==), والذين جاءوا من بعدهم এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে বললেন, এ আয়াত সমস্ত মুসলমানদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে সারবে হিময়ার নামক স্থানে যে রাখাল বসবাস করছে, তার কাছেও তার অংশ অবশ্যই পৌঁছে যাবে, অথচ এ সম্পদ অর্জন করতে তার কপালের ঘাম ঝরবে না। −(শরহে সুন্নাহ)

রাসূল (স) বনী নযীরের সম্পদ হতে প্রয়োজন পূরণ করতেন

হাদীস : ৩৭৬৯ ॥ হযরত মালিক ইবনে আওস ইবনে হাদাসাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) এভাবে দলিল পেশ করেন যে, রাসূল (স)-এর কাছে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের তিনটি ভূমি ছিল। বনী নযীর, খায়বার ও ফাদাক ভূমি। অবশ্য বনী নযীরের আয় হতে তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করতেন। ফাদাক ভূমির আয় মুসাফিরদের জন্য রক্ষিত ছিল। কিন্তু খায়বারের আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছেন। দু ভাগ মুসলমান সাধারণের জন্য এবং এক ভাগ নিজের পরিবার-পরিজনের খোরপোষে ব্যয় করতেন। এরপরও তার পরিবারে খরচ হতে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তা দরিদ্র মুহাজেরিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাদাক ভূমি নবী কন্যা ফাতিমা (রা) পাননি

হাদীস : ৩৭৭০ ॥ হযরত মুগীরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) খলিফা নিযুক্ত হয়ে মারওয়ানের সন্তানদেরকে একত্রিত করে বললেন, নিশ্চয় ফাদাকভূমি রাসূল (স)-এর জন্যই ছিল, তিনি ফাদাক ভূমির আয় নিজের জন্য ব্যয় করতেন। এতদ্ভিন্ন বনী হাশেমের ছোট শিশু-কিশোরের জন্য তা হতে ব্যয় করতেন এবং তা হতে তাদের অবিবাহিতদের বিবাহে ব্যয় করতেন। হযরত ফাতেমা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে চাইলেন যে, উক্ত ভূমি তাঁকে দেয়া হোক। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় তা অনুরূপভাবে পরিচালিত হয়েছিল। অতপর এ অবস্থায় রেখে তিনি ইন্তেকাল করলেন। যখন হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি তাতে সে নীতিই অবলম্বন করলেন যে নীতি রাসূল (স) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে এ অবস্থায় রেখে তিনি ইন্তেকাল করলেন। তারপর যখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনিও তার মধ্যে সে একই নীতি অবলম্বন করলেন, যা তার পূর্বসূরী দুজন অবলম্বন করেছিলেন। এ অবস্থায় রেখে অবশেষে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

অতপর মারওয়ান উক্ত ফাদাক ভূমিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করল। অতপর তা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হল। যা তাঁর কন্যা ফাতেমাকে দেননি, আমি দেখছি, তার মধ্যে কোন অবস্থাতেই আমার ব্যক্তিগত কোন অধিকার নেই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য করে ঘোষণা করেছি যে, আমি ফাদাক ভূমিকে পুনরায় ঐ অবস্থায় ফেরত দিয়ে দিলাম, যে অবস্থায় তা ছিল অর্থাৎ রাসূল (স) এবং আবু বকর ও ওমর (রা)-এর যমনায়।

যঈফ-৮২৫ -(আবু দাউদ)

দ্বাদশ অধ্যায়

শিকার ও যবাহ পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নামে তীর ছুঁড়তে হয়

হাদীস : ৩৭৭১ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, যখন তুমি তোমার কুকুরকে ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহর নাম নেবে। যদি সে শিকার ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, আর তুমিও শিকারকৃত জানোয়ারটিকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে থাক, তখন তুমি তাকে যবাহ করে দাও। আর যদি তুমি তাকে এমন অবস্থায় পাও যে, সে তাকে মেরে ফেলেছে কিন্তু সে তার কোন অংশ খায়নি, তখন তুমি তা খেতে পার। আর যদি সে কিছু খেয়ে থাকে, তবে তুমি খাবে না। কেননা, সে তা নিজের জন্যই শিকার করেছে। আর যদি তুমি তোমার নিজের কুকুরের সঙ্গে অন্যের কুকুর দেখতে পাও যে, শিকার ধরে তাকে মেরেও ফেলেছে, তখন তা খেতে পারবে না। কেননা, তুমি অবগত নও যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে বা মেরেছে। আর যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ কর তখন আল্লাহর নাম নেবে অতপর যদি উক্ত শিকার ন্যূনতম একদিন তোমার কাছে অদৃশ্য থাকে এবং তুমি তাকে মৃত অবস্থায় পাও এবং তার গায়ে একমাত্র তোমার তীরের চিহ্ন ছাড়া অন্য কিছুর আঘাত না পাও, তখন ইচ্ছা করলে তাকে খেতে পার। কিন্তু যদি তুমি তাকে পানিতে ডোবা অবস্থায় পেয়ে থাক, তখন আর খেতে পারবে না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা ....

হাদীসের নং : ৩৭৭১ ॥ শিকারী কুকুর বা অন্য কোন জানোয়ারকে বিসমিল্লাহ বলে শিকার ধরার জন্য ছেড়ে দিলে ধরার পর শিকার মরে গেলেও তা খাওয়া জায়েয। কেননা, তখন সে মৃত্যুকে যবাহ-এর মৃত্যু বলে গণ্য করা হবে। আর যদি কুকুর নিজে নিজে শিকার ধরে এবং যবাহ করার আগে উহা মরে যায়, এমন শিকার খাওয়া জায়েয নেই।

আঘাতে মৃত জন্তু খাওয়া যাবে না

হাদীস : ৩৭৭২ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো ছেড়ে থাকি। তিনি বললেন যদি কুকুরগুলো শিকার ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, তবে তা খেতে পার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি তারা শিকারকে মেরে ফেলে তবুও? তিনি বললেন, যদিও তারা মেরে ফেলে। আমি পুনরায় জিজ্ঞসে করলাম, আমরা তো তীর বর্শার ফলক নিক্ষেপ করি। তিনি বললেন, যা তার ধারে ক্ষত করে সেটা খাও। আর যা তীরের চোট লেগে মারা যায় তা খাবে না। কেননা, তা প্রহারে মৃত। -(বোখারী ও মুসলিম)

শিকারী কুকুরের শিকার খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৭৭৩ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি আরয করলাম, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবদের এলাকায় বাস করি। সুতরাং আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি এবং এমন ভূমিতে বাস করি যেখানে শিকার পাওয়া যায়। আমি আমার তীর ধনুক দিয়ে এবং প্রশিক্ষশণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়েও শিকার করি। অতএব, আমার জন্য কোনটি খাওয়া সঠিক হবে? তিনি বললেন, আহলে কিতাবের পাত্র সম্পর্কে তুমি যা বললে, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছেড়ে অন্য পাত্র পাও, তখন আর তাতে খেও না। আর যদি না পাও, তখন তাকে ধুয়ে নাও, তারপর তাতে খাও। আর তুমি তীর-ধনুক দিয়ে যা শিকার করলে, যদি তীর ছোড়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে থাক, তবে তা খেতে পার। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি বিসমিল্লাহ পড়ে ছেড়ে থাক তবে তা খাও। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, এমন কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি যবেহ করার সুযোগ পাও, তখন তাকে খাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

শিকার তীর দিয়ে মারা হলে হালাল

হাদীস : ৩৭৭৪ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তুমি শিকারের প্রতি তোমার তীর নিক্ষেপ কর এবঙ তা তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়ে যায়, আর পরে তাকে পাও, তখন তা দুর্গন্ধময় না হওয়া পর্যন্ত খেতে পার। -(মুসলিম)

শিকার দুর্গন্ধ না হলে খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৭৭৫ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) হতে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি তিনদিন পর তার শিকার পায় সে ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন, ওটা দুর্গন্ধময় না হলে খেতে পারে। -(মুসলিম)

পশু জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়

হাদীস : ৩৭৭৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে এমন কিছু সংখ্যক লোক বাস করে শিরকের সাথে যাদের সময় নিকটবর্তী তারা অনেক সময় আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না, তারা তাতে বিসমিল্লাহ পড়ে কিনা। তিনি বলেন, তোমরা নিজেরা আল্লাহর নাম নাও এবং খাও। -(বোখারী)

যমীনের সীমানা চুরি করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৭৭৭ ॥ হযরত আবু তোফায়েল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) আপনাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলেছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি এমন কোন বিষয়ে আমাদেরকে স্বতন্ত্র রাখেননি, যাতে অন্যান্য লোকেরা তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে আমার তলোয়ারের এ খাপের ভিতরে যা আছে। অতপর তিনি খাপের ভিতর হতে এক খণ্ড লিখিত কাগজ বের করলেন, তাতে লেখা ছিল, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহর লা'নত যে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করে। আর সে ব্যক্তির উপরও আল্লাহর লানত যে যমীনের সীমানা চুরি করে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহর লানত সে ব্যক্তির উপর যে, নিজের পিতাকে অভিসম্পাত দেয় আল্লাহ লানত সে ব্যক্তির উপর যে কোন বেদাতীকে আশ্রয় দেয়। -(মুসলিম)

যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে তা দিয়ে জবেহ করা যায়

হাদীস : ৩৭৭৮ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগামী কাল আমরা শত্রুর মোকাবিলা করব। অথচ আমাদের সাথে কোন ছুরি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ছিলকা দিয়ে যবেহ করতে পারব? তিনি বললেন, যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে, তা খেতে পার। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে জবেহ করবে না। এটা সম্পর্কে আমি তোমাকে অবহিত করছি। বস্তুত দাঁত হল হাড়বিশেষ তাতে ধার নেই, এক সময় গনীমতের মালে কিছু সংখ্যক উট ও বকরি আমাদের হাতে আসে এবং সেটা হতে একটি উট পালিয়ে যায়। অমনি এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর ছুড়ল ফলে তাকে আটক করে ফেলল। তখন রাসূল (স)

বললেন, এ সমস্ত উটগুলোর মধ্যেও পলায়মান বন্য পশুর মত পলায়মান পশু রয়েছে, সুতরাং যখন এদের কোন একটি উট তোমাদের তাঁবুর বাইরে চলে যায়, তখন তার সাথে এরূপ আচরণই করবে। -(বোকারী ও মুসলিম)

পাথর দিয়ে পশু জবেহ করা যায়

হাদীস : ৩৭৭৯ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তাঁর এক পাল বকরি ছিল, যা সালা পাহাড়িতে চরত। এক সময় আমাদের এক দাসি দেখতে পেল যে, আমাদের পালের একটি বকরি মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। তখন সে একখণ্ড পাথর ভেঙে নিল এবং সেটা দিয়ে বকরিটিকে জবেহ করে দিল। অতপর রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে সেটা খাবার অনুমতি দিলেন। -(বোখারী)

ধারালো চুড়ি দিয়ে পশু জবেহ করতে হয়

হাদীস : ৩৭৮০ ॥ হযরত মাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তখন তাকে উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে। আর যখন কোন প্রাণীকে জবেহ করবে, তখন তাকে উত্তমরূপে জবেহ করবে। তোমরা অবশ্যই চুরি ধার দিয়ে নিবে এবং জবেহকৃত পশুকে শান্তি দিবে। -(মুসলিম)

প্রাণীকে হত্যা করার জন্য আবদ্ধ করে রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৭৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) কোন জানোয়ার বা অন্য কোন প্রাণীকে হত্যা করার জন্য আবদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানানো ঠিক নয়

হাদীস : ৩৭৮২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) এমন ব্যক্তির উপর লানত করেছেন, যে কোন জানদার প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রাণহীন বস্তুকে লক্ষ্যবস্তু বানানো যায়

হাদীস : ৩৭৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে জিনিসের মধ্যে প্রাণ আছে, তোমরা তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না। -(মুসলিম)

পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষেধ

হাদীস : ৩৭৮৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) কোন পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং চেহারায় দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। -(মুসলিম)

পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত দেয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৭৮৫ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স)-এর কাছ দিয়ে একটি গাধা গমনকালে তিনি দেখলেন, তার মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, সে ব্যক্তি উপর আল্লাহর লানত যে তার মুখমণ্ডলে দাগ দিয়েছে। -(মুসলিম)

ছদকা যাকাতে পশু দাগ দিতে হয়

হাদীস : ৩৭৮৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ভোরে আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহাকে মিষ্টি মুখ করানোর জন্য রাসূল (স)-এর খেদমতে নিয়ে এলাম। তখন আমি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তাঁর হাতে ছিল একখানা দাগ লাগানোর যন্ত্র। তা দিয়ে তিনি সদকা-যাকাতের উটগুলো দাগ দিচ্ছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

পশুর কানে দাগ দেয়া যায়

হাদীস : ৩৭৮৭ ॥ হযরত হিশাম ইবনে যায়দ হতে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি পশুর আস্তাবলে ছিলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি ছাগ-বকরিরগুলোকে দাগ দিচ্ছেন। হিশাম বলেন, আমার ধারণা, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স) সে পশুগুলোর কানের মধ্যেই দাগ লাগিয়েছেন।
-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নাম বলে যে কোন জিনিস দিয়ে জবেহ করা যায়

হাদীস : ৩৭৮৮ ॥ হযরত আদী হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি বলেন, যদি আমাদের কেউ শিকার পায় আর তার সঙ্গে ছুরি না থাকে, তখন সে হাল্কা ধরনের পাথর কিংবা ধারালো কোন কাঠ দিয়ে তাকে যবাহ করতে পারবে কি? তিনি বললেন, যে কোন জিনিস দিয়েই চাও রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

পশুর গলা ছাড়া অন্য জায়গায় জবেহ করা যায়

হাদীস : ৩৭৮৯ ॥ হযরত আবুল উশারা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গলা ও গ্রীবা ছাড়া অন্য কোন স্থানে কি যবাহ করা যায় না? তিনি বলরেন, যদি তুমি তার উরুর মধ্যেও ক্ষত করে দাও, তাও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) gbKvi - ৮২৪

শিকারী কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়

হাদীস : ৩৭৯০ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কুকুর অথবা বাজ পাখীকে শিকার ধরার জন্য তুমি শিক্ষা প্রদান করেছে, অতপর তুমি তাকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে দিয়েছ, যদি সে শিকারটিকে তোমার জন্য ধরে রাখে। তখন তুমি তা খেতে পার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে শিকারটি মেরে ফেলে? তিনি বললেন, যখন সে শিকার করে ফেলেছে এবং তার কিছু খায়নি। কেননা, সে সেটা তোমার জন্যই ধরেছে। –(আবু দাউদ)

তীর ছোঁড়ার পরে দিন শিকার পেলে খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৭৯১ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কোন শিকারের প্রতি তীর ছুড়ে দিই এবং পরের দিন আমার তীরসহ শিকারটিকে পাই। তিনি বললেন, যদি তোমার এ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তোমার তীরই তাকে মেরেছে এবং অন্য কোন হিংস্র জানোয়ারের দ্বারা আঘাতের চিহ্নও তাতে না দেখ, তখন তুমি তা খেতে পার। –(আবু দাউদ)

মাজুসীর কুকুরের শিকার খাওয়া যাবে না

হাদীস : ৩৭৯২ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে মাজুসীর কুকুরের শিকারকৃত জানোয়ার খেতে নিষেধ করা হয়েছে। –(তিরমিযী) যঈফ – ৮২৫

ইহুদী নাসারাদের পাত্র উত্তরূপে ধৌত করতে হয়

হাদীস : ৩৭৯৩ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ভ্রাম্যমাণ লোক। প্রায়শ ইহুদী, নাসারা এবং মাজুসিদের জনপদ দিয়ে যেতে হয়, তখন আমরা তাদের বাসন-কোসন ছাড়া অন্য কিছু পাই না। তিনি বললেন, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য কোন পাত্র না পাও, তখন তা খুব উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধুয়ে নেবে। অতপর তাতে খাও এবং পান কর। –(তিরমিযী)

খাদ্যের ব্যাপারে দ্বিধা সংকোচ থাকা উচিত নয়

হাদীস : ৩৭৯৪ ॥ হযরত কাবীসা ইবনে হোলব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে নাসারাদের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। অপর এক বর্ণনার মধ্যে আছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, এমন কিছু খাদ্য আছে যাতে আমি সংকোচ বোধ করি। উত্তরে তিনি বললেন, খাদ্যের ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোন প্রকারের দ্বিধা-সংকোচ থাকা উচিত নয়, অন্যথায় তুমি এতে নাসারাদের সদৃশ হয়ে যাবে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

পশু বেঁধে দূর হতে তীর মেরে হত্যা করা জায়েম নেই

হাদীস : ৩৭৯৫ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মুজাসসামা খেতে নিষেধ করেছেন। আর তা হল, পশু বা পাখীকে বেঁধে দূর হতে তীর ছুড়ে হত্যা করা। –(তিরমিযী)

হিংস্র জানোয়ারের শিকার খাওয়া জায়েয নেই।

হাদীস : ৩৭৯৬ ॥ হযরত ইরাবায ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল খায়বারের দিন সর্বপ্রথম তীক্ষ্ণ দন্তধারী হিংস্র জন্তু, নখ ও থাবা দিয়ে শিকারি পাখী, গৃহপালিত গাধার গোশত এবং মুজাসসামা ও খালীসা খেতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি গর্ভবতীর সাথে তাদের গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম করতেও নিষেধ করেছেন। মুহম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আবু আসেমকে জিজ্ঞেস করা হল, মুজাসসামা কি? তিনি বললেন, পাখী অথবা অন্য কোন প্রাণীকে বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা। আর কালীসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন, বাঘ অথবা হিংস্র পশু হতে যে ধৃত জন্তু কোন ব্যক্তি ছিনিয়ে নেয়, কিন্তু যবেহ করার পূর্বেই তা তার হাতের মধ্যে মারা যায়। –(তিরমিযী)

জবেহ করার সময় রগ কাটতে হবে

হাদীস : ৩৭৯৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (র) শরীতাতে শয়তান হ[illegible] নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী ইবনে ঈসা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কোন প্রাণীকে এমনভাবে যবেহ করা যে, তার শুধু চামড়া কাটা হয়, কিন্তু তার রগ বা শিরা না কেটে এমনিই ফেলে রাখা হয়, অবশেষে এ অবস্থায় তা মারা যায়। –(আবু দাউদ) যঈফ – ৮২৬

জবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চাও জবেহ করতে হয়

হাদীস : ৩৭৯৮ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মায়ের যবাহ পেটের ভিতরে বাচা যবাহ। –(আবু দাউদ, দারেমী আর তিরমিযী আবু সাঈদ হতে)

জবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৭৯৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ কুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা উষ্ট্রী, গাভী এবং বকরি যবেহ করে কোন সময় তাদের পেটের ভিতরে বাচ্চা পাই। এখন আমরা কি তাকে ফেলে দেব, নাকি খেতে পারব? তিনি বললেন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তোমরা তা খেতে পার। কেননা, তার যবাহ মায়ের যবাহ অনুরূপ। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজহ)

প্রাণী যত চোটই হোক হত্যা করা যাবে না

হাদীস : ৩৮০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি না-হক চড়ুই কিংবা তদপেক্ষা ছোট পাখি বধ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার হক কি? তিনি উত্তরে বললেন, তাকে যবাহ করে খাবে এবং তার মাথা কেটে ফেলে দেবে না। –(আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী) hBd- 827

জীবিত পশুর গোশত খাওয়া হারাম

হাদীস : ৩৮০১ ॥ হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মদীনায় আগমন করলেন। তখন মদনাবাসী জীবিত উটের চোঁট এবং দুম্বার পাছার বাড়তি গোশত কেটে খেত। তখন তিনি বললেন, জীবিত জানোয়ার হতে যা কেটে নেয়া হয়, তা মৃত, সেটা খাওয়া যাবে না। –(মিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পেরেক দিয়ে উট জবেহ করল

হাদীস : ৩৮০২ ॥ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বনী হারিসা গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, সে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে কোন এক সমভূমিতে তার প্রসবাসন্ন উষ্ট্রী চরাচ্ছিল, হঠাৎ সে দেখতে পেল, উষ্ট্রীটি প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। কিন্তু তাকে যবেহ করার জন্য কিছুই না পেয়ে সে একটি পেরেক নিল এবং তা দিয়ে তার গলদেশ ফুঁড়ে দিল। ফলে তার রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেল। অতপর ঘটনাটি রাসূল (স)-কে অবহিত করলে তিনি তাকে খেতে আদেশ দিলেন। –(আবু দাউদ ও মালিক)

অবশ্য মালেকের অপর এক বর্ণনায় আছে, বর্ণনাকারী বলেন, সে উষ্ট্রীকে একখানা ধারালো কাঠ দিয়ে যবেহ করল।

সামুদ্রিক প্রাণী জবেহ করতে হয় না

হাদীস : ৩৮০৩ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সামুদ্রিক প্রাণী সেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানের জন্য যবাহ করেছেন। –(দারা কুতনী) hBd- 828

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুকুর পালন করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৮০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে গবাদিপশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমল হতে দু কীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

গবাদি পশুর পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পালন করা যায়

হাদীস : ৩৮০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গবাদি পশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারের জন্য নিয়োজিত অথবা খেত-খামারের ফসলাদি রক্ষণাবেক্ষণকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোন প্রকারের কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার আমলের সওয়াব হতে এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা ....

হাদীসের নং : ৩৮০৪ ॥ কীরাত-নিক্তির ওজনে একটি ছোটতম পরিমাণ বিশেষ। তার যথাযথ পরিমাণ আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত। তবে কিয়ামতের দিন এক কীরাত ওহুদ পাহাড় পরিমাণ ওজন হবে বলে অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

মিশকালো কুকুর হত্যা করতে হয়

হাদীস : ৩৮০৬ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে মদীনার সমস্ত কুকুরগুলো মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। ফলে মফস্বল হতে যে মহিলাটি কুকুরসহ নগরে আগমন করত, আমরা তাকেও হত্যা করতাম। অতপর রাসূল (স) সকল কুকুর বধ করতে নিষেধ করেন এবং বললেন, তোমরা কেবলমাত্র ঐ সমস্ত কুকুরগুলো বধ কর, যেগুলো মিশকালো, দুচোখের উপরিভাগে দুটি সাদা ফোটা চিহ্ন আছে। কেননা, সেটা শয়তান। −(মুসলিম)

পাহারা দানকারী কুকুর ছাড়া অন্যগুলো মেরে ফেলবে

হাদীস : ৩৮০৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বণিত যে, রাসূল (স) শিকারী কুকুর কিংবা মেষ-দুম্বা পাহারাদানকারী কুকুর অথবা গবাদিপশু পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ছাড়া অন্যান্য সব কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুকুরও আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণী

হাদীস : ৩৮০৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কুকুরসমূহ আল্লাহর সৃষ্ট সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি সম্প্রদায় না হত, তবে আমি সমুদয় কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। তবে যেগুলো মিসকালো তোমরা সেগুলো হত্যা কর। −(আবু দাউদ ও দারেমী। আর তিরমিযী ও নাসাঈ এ কথাগুলো বর্ধিত বর্ণনা করেছেন, যে পরিবারস্থ লোকেরা শিকারী কুকুর, খেত-খামার পাহারাদানকারী কুকুর কিংবা মেষ-দুম্বা রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত কুকুর ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের কুকুর পালন করবে, তাদের আমল হতে প্রত্যহ এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব হ্রাস পাবে।)

পশুদের লড়াই দেখা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৮০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পশুদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই করাতে নিষেধ করেছেন। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

চতুর্দশ অধ্যায়

যে সমস্ত প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিংস্র জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম

হাদীস : ৩৮১০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তীক্ষ্ণ দাঁতধারী যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম। −(মুসলিম)

যে পাখির পাঞ্জা ধারালো তার গোশত হারাম

হাদীস : ৩৮১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যে কোন তীক্ষ্ণ দাঁতাবিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারালো পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখী খেতে নিষেধ করেছেন। −(মুসলিম)

গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম

হাদীস : ৩৮১২ ॥ হযরত আবু সালাবা (রা) কর্তৃক, বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) গৃহপালিত গাধার মাংস হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয

হাদীস : ৩৮১৩ ॥ হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার মাংস সম্পর্কে অনুমতি দিয়েছেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

বন্য গাধা খাওয়া জায়েয আছে

হাদীস : ৩৮১৪ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন এবং অমনিই তাকে হত্যা করে ফেললেন। রাসূল (স)-এর কাছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তোমাদের কাছে সেটার গোশতের কিছু আছে কি? আবু কাতাদাহ বললেন, আমাদের কাছে তার একখানা পা আছে। অতপর তিনি তা নিলেন এবং খেলেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

খরগোশ খাওয়া জায়েয

হাদীস : ৩৮১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা মাররুয যাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম। অবশেষে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং আবু তালহার কাছে নিয়ে এলাম। তিনি সেটাকে জবেহ করলেন এবং সেটার পাছা ও উরু দুখানা রাসূল (স)-এর খেদমতে পাঠালেন, তিনি তা গ্রহণ করলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

গোসাপ খাওয়া মাকরূহ

হাদীস : ৩৮১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোসাপ আমি খাইও না এবং তাকে হারামও বলি না। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) গোসাপের গোশত খেলেন না

হাদীস : ৩৮১৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) তাঁকে বলেছেন, একদিন তিনি রাসূল (স)-এর সাথে হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। মায়মুনা হলেন খালিদ ও ইবনে আব্বাসের খালা। এ সময় খালিদ দেখতে পেলেন, মায়মুনার কাছে রয়েছে ভাজা গুই সাপ। অতপর মায়মুনা রাসূল (স)-এর সামনে গোসাপ পেশ করলেন। তখন তিনি গোসাপ হতে হাত গুটিয়ে নিলেন। এ সময় খালিদ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোসাপ খাওয়া কি হারাম? তিনি বললেন, না। তবে তোমাদের এলাকায় এ জীব নেই। তাই এর প্রতি আমার ঘৃণাবোধ হয়। খালিদ বলেন, অতপর আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম এবং সেটা দেখতে লাগলাম, আর রাসূল (স) আমার দিকে চেয়ে রইলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

মোরগের গোশত হালাল

হাদীস : ৩৮১৮ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি। –(বোখারী ও মুসলিম)

টিড্ডি পাখি খাওয়া জায়েয আছে

হাদীস : ৩৮১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তাঁর সাথে আমরা টিড্ডি খেয়েছি। –(বোখারী ও মুলিম)

সমুদ্রে মৃত মাছ খাওয়া জায়েয

হাদীস : ৩৮২০ ॥ হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খাবত বাহিনীর অভিযানে শরীক ছিলাম। হযরত আবু উবায়দা (রা)-কে বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমরা এক সময় ভীষণ ক্ষুধায় পতিত হয়েছিলাম। তখন সমুদ্র তীরে একটি মৃত মাছ পানির ঢেউয়ের সাথে উঠে এল। সেটার মত এত বড় প্রকাণ্ড মাছ ইতিপূর্বে আমরা দেখিনি। তাকে বলা হত, আম্বর। আমরা অর্ধ মাস পর্যন্ত সেটা হতে খেলাম। পরে হযরত আবু উবায়দা সেটার হাড়সমূহের একটি হাড় নিয়ে খাড়া করলেন। আর তার নীচ দিয়ে একজন উট সওয়ার অনায়াসে অতিক্রম করল। অতপর মদীনায় এসে আমরা রাসূল (স)-এর খেদমতে বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, তোমরা খাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে সেটা পাঠিয়েছেন। আর যদি তোমাদের কাছে তার অবশিষ্ট কিছু মজুদ থাকে, আমাদেরকেও খেতে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা রাসূল (স)-এর খেদমতে তার কিছু অংশ পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা খেলেন। –(বোখারী মুসলিম)

খাওয়ার পাত্রে মাছি পড়লে ভালোভাবে ডুবিয়ে দেন

হাদীস : ৩৮২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও খাওয়ার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটিকেই তাতে ডুবিয়ে দেবে। অতপর তাকে তুলে ফেলে দেবে। কেননা, তার ডানাদ্বয়ের এক ডানায় নিরাময় এবং অপর ডানায় রোগ থাকে। –(বোখারী)

ঘিয়ে ইঁদুর মরলে ইঁদুর এবং আশপাশের ঘি উঠিয়ে ফেলবে

হাদীস : ৩৮২২ ॥ হযরত মায়মুনা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মারা গেল এবং এ সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, ইঁদুর ও তার আশেপাশের ঘি ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খাও। –(বোখারী)

লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে

হাদীস : ৩৮২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা সকল সাপ মারবে। বিশেষ করে পিঠে দুটি কালো রেখাবিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে।

কেননা, এগুলো চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট করে এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য সেটার পেছনে ধাওয়া করলাম। এমন সময় আবু লুবাবা (রা) আমাকে ডেকে বললেন, ওটা মেরো না। আমি বললাম, রাসূল (স) তো সকল সাপ মেরে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এ নির্দেশের পর রাসূল (স) গৃহে বাস করে, যেগুলোকে আওয়ামের বলা হয়, ঐগুলোকে মারতে নিষেধ করেছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

জ্বিনেরা সাপের রূপ ধরে ঘরে প্রবেশ করে

হাদীস : ৩৮২৪ ॥ হযরত আবু সায়েব (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে গেলাম। আমরা সেখানে বসে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ তাঁর খাটের নীচে কোন কিছু নড়াচড়া শুনতে পাই। তাকিয়ে দেখলাম, ঐখানে একটি সাপ। আমি তখনই সেটাকে মারার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সে সময় হযরত আবু সাঈদ নামায পড়ছিলেন। তিনি আমাকে বসে থাকার জন্য ইংগিত করলেন। আমি অমনি বসে পড়লাম। অতপর তিনি নামায শেষ করে ঘরের একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, তুমি কি ঐ কক্ষটি দেখছ?আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, এ কক্ষে আমাদের বংশের এক যুবক থাকত। সে ছিল সদ্য বিবাহিত দম্পতি। তিনি আরও বলেন, উক্ত যুবকটিসহ আমরা রাসূল (স)-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম। যুবকটি দ্বিপ্রহরে রাসূল (স)-এর কাছে হতে অনুমতি নয়ে বাড়িতে চলে যেত। একদিন সে তাঁর কাছে অনুমতি চাইল। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, তুমি তোমার হাতিয়ারখানা সঙ্গে নিয়ে যাও। কেননা, আমি বনী কুরাইযার পক্ষ হতে তোমার উপর আক্রমণের আশংকা করি। সুতরাং লোকটি নিজের হাতিয়ারসমেত বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তন করল। সে এসে দেখতে পেল তার স্ত্রীর ঘরের উভয় দরজার মাঝখানে দণ্ডায়মান। তাকে এ অবস্থায় দেখে তার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগল। ফলে সে তখনই তার দিকে বর্শা ছুরার জন্য উদ্যত হল। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার স্ত্রী বলে উঠল, তুমি তোমার বর্শা গুটিয়ো না। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখ, কিসে আমাকে বাইরে আসতে বাধ্য করেছে। লোকটি গৃহে প্রবেশ করেই দেখল, প্রকাণ্ড একটি সাপ বিছানার উপর জড়ো হয়ে রয়েছে। তখনই সে বর্শা দিয়ে সেটাকে আক্রমণ করল এবং বর্শার ফলকে সেটাকে বিঁধে ফেলল, অতপর ঘরের বাইরে এনে বর্শাটি মাটিতে গেড়ে রাখল। এ অবস্থায় সাপটি গিয়ে তার উপর আক্রমণ করল। এরপর জানা যায়নি তাদের উভয়ের মধ্যে আগে কে মৃত্যুবরণ করেছে। সে সাপ না যুবক। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা এসে রাসূল (স)-এর কাছে ঘটনাটি জানালাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে তার জন্য দোআ করুন, যেন তিনি তাকে আমাদের জন্য জীবিত করে দেন। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের কামনা কর। অতপর তিনি বললেন, এ সমস্ত গৃহে কিছু আওয়ামের থাকে। অতএব, যখনই তোমরা তাদেরকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখনই তাদেরকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ কর। এতে যদি চলে যায়, তবে উত্তম, অন্যথায় তাদেরকে মেরে ফেল। কেননা, সেটা কাফের। অতপর রাসূল (স) লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, যাও তোমরা তোমাদের সাথীকে দাফন কর। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, মদীনায় বহু জ্বিন আছে। তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের কোন একটিকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখন তিন দিন পর্যন্ত ঘর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দাও। আর এরপরও যদি দেখতে পাও, তাকে মেরে ফেল। কেননা, সেটা শয়তান। –(মুসলিম)

গিরগিট হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ডে ফুঁক দিয়েছিল

হাদীস : ৩৮২৫ ॥ হযরত উম্মে শারীক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) গিরগিট মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, এটা হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। –(বোখারী ও মুসলিম)

কালসাপ দেখলে মেরে ফেলতে হয়

হাদীস : ৩৮২৬ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) কালসাপ মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে ছোট ফাসেক বলে অভিহিত করেছেন। –(মুসলিম)

গিরগিট প্রথম আঘাতে মারতে হয়

হাদীস : ৩৮২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গিরগিট প্রথম আঘাতে বধ করবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে। আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়ে কম এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে তার অপেক্ষা কম লেখা হবে। –(মুসলিম)

একটি পিপিলিকা দংশন করার কারণে সমস্ত বস্তি জ্বালিয়ে দিল

হাদীস : ৩৮২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদিন কোন একজন নবীকে একটি পিপিলিকা দংশন করেছিল। ফলে তাঁর নির্দেশে পিপিলিকার গোটা বস্তিটাই আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ওহীর মাধ্যমে বললেন, মাত্র একটি পিপিলিকাই তোমাকে দংশন করেছিল, আর তুমি তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিলে যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তরল ঘিয়ে ইঁদুর মরলে ফেলে দেবে

হাদীস : ৩৮২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর পড়ে গেলে যদি সেটা জমাট হয়, তখন ইঁদুর ও তার আশেপাশে ঘি ফেলে দাও। আর যদি তা তরল হয়, তখন তার কাছেও যেও না। -(আহমদ ও আবু দাউদ, আর দারেমী অত্র হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

হোবারার গোশত খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৮৩০ ॥ হযরত সাফীনা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে হোবারার গোশত খেয়েছি। -(আবু দাউদ)

জাল্লালার দুধ ও গোশত খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) জাল্লালার গোশত খেতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন। -(তিরমিযী, আর আবু দাউদের বর্ণনার মধ্যে আছে, তিনি জাল্লালায় সওয়ার হতেও নিষেধ করেছেন।)

গোসাপের গোশত খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৩২ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) কর্তৃক বর্ণিত, যে রাসূল (স) গোসাপের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

বিড়াল খাওয়া এবং তার মূল্য ভোগ করা হারাম

হাদীস : ৩৮৩৩ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বিড়াল খেতে এবং তার মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

খচ্চরের গোশত খাওয়া হারাম

হাদীস : ৩৮৩৪ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধা, খচ্চরের গোশত প্রত্যেক তীক্ষ্ণ দন্তবান হিংস্র জানোয়ার এবং পাঞ্জাবিশিষ্ট শিকারী পাখী খাওয়া হারাম করেছেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর খাওয়া না জায়েয

হাদীস : ৩৮৩৫ ॥ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল (স) গোড়া, খচ্চর ও গাদার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

চুক্তিপত্রে আবদ্ধ জাতির মালপত্র অন্যায়ভাবে ভোগ করা যাবে না

হাদীস : ৩৮৩৬ ॥ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বর যুদ্ধে দিন আমি রাসূল (স)-এর সাথে শরীক ছিলাম। ইহুদিরা এসে এ অভিযোগ করল যে, লোকেরা তাদের ফলফলাদির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তখন রাসূল (স) ঘোষণা করলেন, সাবধান! সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ এমন লোকদের মাল-সম্পদ ন্যায্য অধিকার ছাড়া হালাল নয়। -(আবু দাউদ)

মাছ ও টিড্ডির রক্ত হালাল

হাদীস : ৩৮৩৭ ॥ হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু প্রকারের মৃত এবং দু প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সে মৃত দুটি হল, মাছ ও টিড্ডি। আর দু প্রকারের রক্ত হল যকৃৎ ও প্লীহা। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ ও দারা কুতনী)

সমুদ্রের মাছ খাওয়া জায়েয

হাদীস : ৩৮৩৮ ॥ হযরত আবু যুবায়র হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মাছটিকে সমুদ্র তীরের দিকে নিক্ষেপ করে এবং তা হতে পানি সরে যায়, তা তোমরা খাবে। আর যে মাছ পানিতে মরে ভেসে ওঠে তা খাবে না। –(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইমাম মুহিউসসুন্নাহ বলেন, অধিকাংশের মতে এ হাদীসটি জাবের (রা) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত।) যঈফ – ৮৩৫

সকল প্রাণী হালাল নয়

হাদীস : ৩৮৩৯ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স)-কে টিডিড খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহর এমন বহু জাতি সৃষ্ট জীব আছে, যা আমি খেয়ো না এবং হারামও বলি না। –(আবু দাউদ। মুহিউসুন্নাহ বলেছেন, এ হাদীসটি দুর্বল।) যঈফ – ৮৩৬

মোরগকে গালি দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৪০ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালিদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মোরগকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, সেটা নামাযের জন্য আযান দেয়। –(শরহে সুন্নাহ)

মোরগ নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়

হাদীস : ৩৮৪১ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালিদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা, মোরগ মানুষদেরকে নামাযের জন্য সজাগ করে। –(আবু দাউদ)

সাপকে প্রথমে অনুরোধ করতে হয়

হাদীস : ৩৮৪২ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুল লায়লা (র) আবু লায়লা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের গৃহে সাপ দেখা যায়, তখন তাকে লক্ষ্য করে বল, আমরা তোমাকে হযরত নূহ (আ) এবং হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে বলছি, আমাদেরকে কষ্ট দেবে না। আর যদি এরপরও ফিরে আসে, তখন তাকে মেরে ফেল। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ) যঈফ – ৮৩৭

সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

হাদীস : ৩৮৪৩ ॥ হযরত ইকরামা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাবী বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি রাসূল (স) হতেই বর্ণনা করেছেন, তিনি সাপসমূহ মেরে ফেলার নির্দেশ দিতেন। তিনি আরও বলেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে যে ব্যক্তি তাদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। –(শরহে সুন্নাহ)

সাপ আজীবন শত্রু কাজেই মেরে ফেলতে হবে

হাদীস : ৩৮৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন হতে আমরা সাপের সাথে লড়াই করা শুরু করেছি, সে হতে আমরা আর কখনও তাদের সাথে আপোষ করিনি। আর যে ব্যক্তি ভয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। –(আবু দাউদ)

সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ

হাদীস : ৩৮৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সমস্ত সাপ মেরে ফেল। যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকা রাখে, সে আমার দলভুক্ত নয়। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

জমজম কূপের সাপ মেরে ফেলা হয়েছিল

হাদীস : ৩৮৪৬ ॥ হযরত আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যমযম কূপটি পরিষ্কার করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু কূপের মধ্যে জ্বিন অর্থাৎ ছোট ছোট সাপ আছে। রাসূল (স) সেগুলোকে মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। –(আবু দাউদ) যঈফ – ৮৩৮

সাদা বর্ণের ছোট সাপ মারা নিষেধ

হাদীস : ৩৮৪৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, রূপার ছড়ির ন্যায় সাদা বর্ণের ছোট ছোট সাপ ছাড়া অন্যান্য সকল সাপ মেরে ফেল। –(আবু দাউদ)

পাত্রে মাছি পড়লে সম্পূর্ণ মাছি ডুবিয়ে দিতে হবে

হাদীস : ৩৮৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও খাদ্যপাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটা তাতে ডুবিয়ে দেবে। কেননা, সেটার উভয় ডানার এক ডানায় থাকে রোগ জীবাণূ এবং অপরটিতে থাকে নিরাময়। আর মাছি প্রথমে রোগ জীবাণুর ডানাটি ডোবায়। সুতরাং গোটা মাছিটি ডুবিয়ে দেবে। –(আবু দাউদ)

মাছির এক ডানায় বিষ অন্য ডানায় ঔষধ

হাদীস : ৩৮৪৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, খাদ্যের মধ্যে মাছি পড়লে গোটা মাছিটিকে তার মধ্যে ভালোভাবে ডুবিয়ে পরে তাকে ফেলে দেবে। কেননা, সেটার এক ডানায় থাকে বিষ আর অপরটিকে থাকে নিরাময়। আর মাছি আগে প্রয়োগ করে বিষ এবং নিরাময়কে সরিয়ে রাখে। –(শরহে সুন্নাহ)

চার প্রকারের জীব হত্যা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৮৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) চার প্রকারের জীবকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ ও ছুরাদ। –(আবুদ দাউদ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হারাম হালাল নির্ধারিত হয়েছে

হাদীস : ৩৮৫১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাদ (রা) কর্তৃত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা কোন জিনিস খেত আবার কোন কোন জিনিস ঘৃণাবশত বর্জন করত। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী পাঠালেন এবং অবতীর্ণ করলেন নিজের কিতাব তাতে তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে ঘোষণা দিলেন। সুতরাং তিনি যা হালাল বলেছেন, তাকে হালাল আর যা হারাম করেছেন তাই হারাম। আর যে বস্তু সম্পর্কে নীরব রয়েছেন তা মার্জনীয়। এ বলে তিনি তেলাওয়াত করলেন, অর্থ ঃ বলে দিন, আমার কাছে যা কিছু ওহী করা হয়েছে তাতে লোকেরা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাইনি, মৃত প্রবাহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া। –(আবু দাউদ)

গাধার মাংস খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৫২ ॥ হযরত যাহেরুল আসরামী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি হাঁড়িতে গাধার মাংস জাল দিচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূল (স)-এর ঘোষক ঘোষণা করলেন, রাসূল (স) তোমাদেরকে গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। –(বোখারী)

জ্বিন জাতি তিন প্রকার

হাদীস : ৩৮৫৩ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, জ্বিন জাতি তিন প্রকার। এক প্রকার জ্বিন, তাদের ডানা আছে, তারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয় প্রকারের জ্বিন, তারা সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আর তৃতীয় প্রকারের জ্বিন, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানও করে এবং সেখান হতে অন্যত্র চলেও যায়। –(শরহে সুন্নাহ)

পঞ্চদশ অধ্যায়

আকীকার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু জন্মের সাথে সাথে আকীকা করতে হয়

হাদীস : ৩৮৫৪ ॥ হযরত সালমান ইবনে আমের দাবরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, শিশু জন্মের সাথে আকীকা জড়িত। সুতরাং তার পক্ষ হতে তোমার রক্ত প্রবাহিত কর। অর্থাৎ, পশু জবেহ কর এবং তার শরীর হতে কষ্ট দূর করে দাও। –(বোখারী)

শিশুদের তাহনীক করাতে হয়

হাদীস : ৩৮৫৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স)-এর কাছে নবজাত শিশুদেরকে আনা হত, তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দোআ করতেন এবং তাদেরকে তাহনীক করতেন। –(মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র মুহাজিরদের প্রথম শিশু

হাদীস : ৩৮৫৬ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (র) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি মক্কাতেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি আরো বলেন, কোবা অবস্থানকালেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। অতপর আমি তাকে নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে এলাম এবং তাকে তাঁর কোলে তুলে দিলাম। তিনি খেঁজুর চেয়ে নিলেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে রাখরেন এবং তার তালুতে লাগালেন। অতপর তার জন্য বরকতের দোআ করলেন। মুসলামনদের মধ্যে সে-ই প্রথম শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল। –(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা ....

হাদীসের নং : ৩৮৫৫ ॥ কোন বুযুর্গ ব্যক্তি খোরমা চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তুতে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে নবজাক শিশুর মুখে অথবা মাথার তালুতে দেয়াকে তাহনীক বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলের জন্য দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল জবেহ করবে

হাদীস : ৩৮৫৭ ॥ হযরত উম্মে কুরয (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা পাখীকে তাদের বাসায় অবস্থান করতে দাও। উম্মে কুরয বলেন, আমি তাকে এও বলতে শুনেছি যে ছেলের পক্ষ হতে দুটি বকরি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরি দিতে হয় এবং সেগুলো ছাগ বা ছাগী হওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। –(আবু দাউদ, তিরমিযী, আর নাসাঈ ছেলে পক্ষ হতে দুটি ছাগল এ বাক্য হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।)

শিশু জন্মালে আকীকা করতে হয়

হাদীস : ৩৮৫৮ ॥ হযরত হাসান বসরী (রা) হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শিশু আকীকার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিন আর পক্ষ হতে পশু যবেহ করবে এবং তার নাম রাখবে, তার মাথা মুড়াবে। –(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

চুলের ওজনে রৌপ্য দান করতে হয়

হাদীস : ৩৮৫৯ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রা) কর্তৃক বর্ণিত যে, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেছেন, রাসূল (স) হযরত হাসান (রা)-এর পক্ষ হতে একটি বকরী দিয়ে আকীকা করলেন এবং বললেন, হে ফাতেমা! তার মাথাটি মুড়িয়ে দাও আর চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা কর। আমরা তার চুলগুলো ওজন করলাম। সেটার ওজন এক দিরহাম বা তার চেয়ে কিছু কম ছিল। –(তিরমিযী)

প্রয়োজনে একটি পশু দিয়ে আকীকা করা যায়

হাদীস : ৩৮৬০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) হাসান ও হুসাইনের তরফ হতে এক একটি দুম্বা আকীকা করেছেন। –(আবু দাউদ, আর নাসাঈ বর্ণনা করেছেন দু দুটি বকরী।)

সন্তানের আকীকা হল পশু জবাই করা

হাদীস : ৩৮৬১ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা অকুক পছন্দ করেন না। যেন আকীকা শব্দটি ব্যবহার করাকে তিনি পছন্দ করেন নি। অতপর তিনি বললেন, যার কোন সন্তান জন্মায়, আর সে তার পক্ষ হতে কোন পশু জবেহ করতে চায় তবে সে যেন অবশ্যই ছেলের পক্ষ হতে দুটি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরী জবেহ করে। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সন্তান জন্মিলে কানে আযান দিতে হয়

হাদীস : ৩৮৬২ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত, তিনি হাসান ইবনে আলীকে যখন হযরত ফাতেমা (রা) প্রসব করলেন, তখন আমি রাসূল (স)-কে তার কানে নামাযের আযানের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিশু জন্মের সাতদিনে আকীকা করা উচিত

হাদীস : ৩৮৬৩ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলা যুগে আমাদের কারও সন্তান জন্ম নিলে সে একটি বকরি জবেহ করত এবং সেটার রক্ত নিয়ে শিশুর মাথায় মালিশ করে দিত। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর শিশু জন্মের সপ্তম দিন আমরা একটি বকরি জবেহ করে, তার মাথা কামিয়ে ফেলি এবং তার মাথায় জাফরান মেখে দিই। –(আবু দাউদ, আর ইমাম রাযীন অতিরিক্ত এ কথাটিও বর্ণনা করেছেন যে, সে দিন আমরা তার নামও রাখি।

ষোড়শ অধ্যায়

খাদ্য পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্লেটের সামনের দিক হতে খাওয়া উচিত

হাদীস : ৩৮৬৪ ॥ হযরত ওমর ইবনে আবু সালাম (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন লোক হিসেবে রাসূল (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার পাত্রের চারদিকে পৌঁছাত। তখন রাসূল (স) আমাকে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সামনে হতে খাও। –(বোখারী ও মুসলিম)

বিসমিল্লাহ না বললে তা হয় শয়তানে খাদ্য

হাদীস : ৩৮৬৫ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান সে খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যদি না সেটাতে বিসমিল্লাহ বলা হয়। -(মুসলিম)

খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বললে শয়তান দূরে চলে যায়

হাদীস : ৩৮৬৬ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান বলে, এ ঘরে তোমাদের জন্য রাত যাপনের সুযোগ নেই এবং খাদ্যও পাওয়া যাবে না। আর যখন দসে ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে তোমরা রাত্রি যাপনের স্থান পেয়েছ। আর যখন সে খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয় না তখন সে বলে, তোমরা রাত যাপন ও খাওয়া উভয়টি সুযোগ লাভ করেছে। -(মুসলিম)

ডান হাত দিয়ে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে তখন যেন ডান হাতে পান করে। -(মুসলিম)

বাম হাতে খাওয়া হারাম

হাদীস : ৩৮৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং সে হাতে পানও না করে। কেননা, শয়তান তার বাম হাতে খায় এবং সে হাতে পানও করে। -(মুসলিম)

তিন আঙ্গুলে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৬৯ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) তিন আঙুলে খানা খেতেন এবং হাত মোছার পূর্বে আঙুল চেটে খেতেন। -(মুসলিম)

খাদ্য পাত্র চেটে খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৭০ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, যে রাসূল (স) আঙুলসমূহ ও খাদ্যপাত্র চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন খাদ্যের কোন অংশটির মধ্যে বরকত রয়েছে নিশ্চয়ই তোমরা তা অবগত নও। -(মুসলিম)

আঙ্গুল চেটে খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৭১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কিছু খায়, তখন সে যেন আঙুল চেটে খাওয়া অথবা অন্যের দ্বারা তা চেটে খাওয়ান ও হাত না মুছে।

— (বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিটি কাজের সাথে শয়তান উপস্থিত হয়

হাদীস : ৩৮৭২ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারও প্রতিটি কাজের সময় শয়তান তার পাশে উপস্থিত হয়, এমন কি তার খাওয়ার সময়ও তার কাছে উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারও লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে সেটা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য সেটা ছেড়ে না দেয়। আর খাওয়া শেষে যেন আঙুল চেটে নেয়। কেননা, সে জানে না যে, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে। -(মুসলমি)

হেলান দিয়ে খানা খাওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৮৭৩ ॥ হযরত আবু হোজায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে খাই না। -(বোখারী)

টেবিলে রেখে আহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৮৭৪ ॥ হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স) কখনও টেবিলে রেখে আহার করেন নি এবং ছোট ছোট পেয়ালাবিশিষ্ট খাঞ্চায়ও খানা খাননি। আর তাঁর জন্য কখনও চাপাতি রুটিও তৈরি করা হয় নি। কাতাদাহকে জিজ্ঞেস করা হল, তবে তাঁরা কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন, সাধারণ দস্তরখান বিছিয়ে আহার করতেন। -(বোখারী)

টীকা ....

হাদীসের নং : ৩৮৬৪ ॥ ওমর ইবনে আবু সালামা ছিলেন হুজুর (স) এর বৈপত্রিক সন্তান। তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছেন, খাওয়ার আদব হল পাত্রের এদিকে হাত না বাড়িয়ে নিজের কাছেস্থ পাশ হতে খাদ্য গ্রহণ করা।

রাসূল (স) পাতলা রুটি দেখেন নি

হাদীস : ৩৮৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন বলে আমার জানা নেই, আর না তিনি কখনও স্বচক্ষে ভুনা বকরী দেখেছেন। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর সামনে ময়দা ছিল না

হাদীস : ৩৮৭৬ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হতে রাসূল (স)-কে প্রেরণ করেছেন, তখন হতে ওফাত পর্যন্ত তিনি কখনও ময়দা দেখেন নি। তিনি আরও বলেছেন, রাসূল (স) মৃত্যু পর্যন্ত কখনও চালনি দেখেন নি। তখন সাহলকে জিজ্ঞেস করা হল, না ছেলে আপনারা যব কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন, আমরা সেটাকে পিষে নিতাম এবং তাতে ফুঁ দিতাম, ফলে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত। আর যা অবশিষ্ট থাকত আমরা তা মথে নিতাম এবং এরপর তা খেতাম। -(বোখারী)

খাদ্যের দোষ প্রকাশ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৮৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) কখনও কোন খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেন নি। অবশ্য মনে চাইলে খেয়েছেন। আর অপছন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুমিন এক পাকস্থলীতে খায়

হাদীস : ৩৮৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খানা খেতেন, পরে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন সে খেতে অল্প লাগল। ব্যাপারটি রাসূল (স)-কে জানালে তিনি বললেন, মুমিন খায় এক পাকস্থলীতে আর কাফের কায় সাত পাকস্থলীতে। -(বোখারী)

ইমাম মুসলিম আবু মূসা ও ইবনে ওমর (রা) হতে শুধু মাত্র রাসূল (স) বর্ণিত, বাণীটিই ان المؤمن يأكل .. الخ বর্ণনা করেছেন। তবে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, এক কাফের রাসূল (স)-এর মেহমান হল। তিনি একটি বকরীর দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন, দুধ দোহন করা হল এবং লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতপর আরেকটি বকরীর দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন, বকরীর দুধ দোহন করা হল। এ দুধগুলোও সে পান করে ফেলল। এরপর তৃতীয় আরেকটি বকরী দোহন করা হল। এ দুধগুলোও সে পান করে ফেলল। এভাবে সে শেষ নাগাদ সাতটি বকরীর সবটুকু দুধ একাই পান করে ফেলল। পরদিন ভোরে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রাসূল (স) তার একটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন করার হল। লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতপর আরেকটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে এবার সবটুকু দুধ পান করতে পারল না। তখন রাসূল (স) বললেন, মুমিন এক পাকস্থলীতে পান করে। আর কাফের পান করে সাত পাকস্থলীতে।

তিনজনের খাবার চারজনে খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। -(বোখারী ও মুসলিম)

একজনের খাবার দুজনে খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৮০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, একজনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ট; দুজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।-(মুসলিম)

তালবীনা রোগীর খাদ্য স্বরূপ

হাদীস : ৩৮৮১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তালবীনা পীড়িত ব্যক্তি অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং দুশ্চিন্তার কিছুটা লাঘব করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কদু শরীরের জন্য উপযোগী

হাদীস : ৩৮৮২ ॥ হযরত আনস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন এক দর্জি রাসূল (স)-কে খাবার দাওয়াত করল, যা সে প্রস্তুত করেছিল। সুতরাং আমিও রাসূল (স)-এর সাথে গেলাম। সে যবের রুটি ও ঝোলবিশিষ্ট তরকারি উপস্থিত করল তার মধ্যে কিছু কদু ও গোশতের টুকরা। তখন আমি দেখলাম রাসূল (স) পেয়ালার আশপাশ হতে কদু খুঁজে নিচ্ছেন। ফলে সে দিন হতে আমি সর্বদা কদু খাওয়া পছন্দ করতে লাগলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

গোশত খেয়ে অযু করতে

হাদীস : ৩৮৮৩ ॥ হযরত আমর ইবনে ইমাইয়্যা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বকরীর পাঁজরের গোশত স্বহস্তে কেটে খেতে দেখেন। এমন সময় নামাযের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি গোশতের টুকরো এবং যে চুরি কেটে খাচ্ছিলেন সেটা রেখে দিলেন এবং গিয়ে নামায আদায় করলেন। অথচ তিনি নূতনভাবে অযু করেন নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

মধু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী

হাদীস : ৩৮৮৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন। –(বোখারী)

সিরকা উত্তম তরকারী

হাদীস : ৩৮৮৫ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) নিজ গৃহে তরকারি চাইলেন, তাঁরা বললেন, আমাদের কাছে সিরকা ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন তিনি তা চেয়ে নিলেন এবং তা দিয়ে রুটি খেতে লাগলেন, আর বললেন, সিরকা উত্তম তরকারি, সিরকা উত্তম তরকারি। –(মুসলিম)

ব্যাঙের ছাতা মান্না জাতীয় খাদ্য

হাদীস : ৩৮৮৬ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ব্যাঙের ছাতা মান্না জাতীয় এবং তার পানি চোখের জন্য ঔষধ। –(বোখারী আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, সে মান্না বিশেষ যা আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন।

কাঁকড়ি এক ;জাতীয় ফল

হাদীস : ৩৮৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কাঁকড়ির সাথে তাজা খেঁজুর খেতে দেখেছি।.–(বোখারী ও মুসলিম)

সব নবী-রাসূলগণই বকরী চরাতেন

হাদীস : ৩৮৮৮ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মাররুয যাহরান নামক স্থানে ছিলাম, এ সময় বাবলা ফল চয়ন করছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা শুধুমাত্র কালো কালোগুলো চয়ন কর। কেননা, সেটাই উত্তম। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি বকরী চরাতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এমন কোন নবীই নেই যিনি বকরী চরান নি। –(বোখারী ও মুসলিম)

তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়া

হাদীস : ৩৮৮৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি উপুড়ে বসে খেঁজুর খাচ্ছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তা হতে খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলেন। –(মুসলিম)

সাথীর অনুমতি ছাড়া একসাথে দু খেঁজুর খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কাকেও নিজ সাথী ভাইদের অনুমতি ব্যতিরেকে দু খেঁজুর এক সাথে খেতে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

যে ঘরে খেঁজুর নেই সে গৃহবাসী অভুক্ত

হাদীস : ৩৮৯১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সে গৃহবাসী অভুক্ত নয়, যাদের কাছে খেঁজুর আছে। অপর এক এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, হে আয়েশা! যে ঘরে খেঁজুর নেই সে গৃহবাসী অভুক্ত। এ কথাটি তিনি দু অথবা তিনবার বলেছেন। –(মুসলিম)

আজওয়া খেঁজুর বিষ নাশক

হাদীস : ৩৮৯২ ॥ হযরত সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি আজওয়া খেঁজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ ও জাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

আজওয়া খেঁজুর রোগের ঔষধ

হাদীস : ৩৮৯৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মদীনার উচ্চভূমির আজওয়া খেঁজুরের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে। আর ভোরে সেটা খাওয়া বিষের প্রতিষেধক। –(মুসলিম)

নবী পরিবারের এক মাস পর্যন্ত চুলা জ্বলত না

হাদীস : ৩৮৯৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কখনো কখনো আমাদের উপর গোটা একটি মাস অতিবাহিত হত, তার মধ্যে আমরা আগুন জ্বালাতাম না, শুধু খোরমা ও পানি দিয়ে আমাদের গুজরান হত। তবে কোন সময়ে কিছু গোশত হাদিয়া স্বরূপ এসে পড়লে। –(বোখারী ও মুসলিম)

নবী পরিবার এক নাগারে দুদিন পরিতৃপ্ত আহার করেন নি

হাদীস : ৩৮৯৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ (স)-এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে দু দিন আটার রুটি দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি; বরং দু দিনের এক দিন খেঁজুর খেতেন। –(বোখারী মুসলিম)

নবী পরিবার সব সময় খেঁজুর ও পানি খেতেন

হাদীস : ৩৮৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন অবস্থায় রাসূল (স)-এর ওফাত হয় যে, আমরা দু কাল বস্তু খেঁজুর ও পানি পেট পুরে খেতে পাই নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসুল (স)-এর জীবন কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে

হাদীস : ৩৮৯৭ ॥ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কি যা চাও তাই পানাহার করছ না, অথচ আমি তোমাদের রাসূল (স)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, নিম্নমানের খেঁজুরও এ পরিমাণ তাঁর জোটে নি, যা দিয়ে তার নিজ উদর পূরণ হতে পারে। -(মুসলিম)

রাসূল (স) রসুন পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৩৮৯৮ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জন্য যখনই কোন খাদ্য দ্রব্য আনা হত, তখন তা হতে নিজে খেয়ে অবশিষ্টটুকু আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন আমার কাছে এমন একটি পাত্র পাঠিয়ে দিলেন, যা হতে তিনি কিছুই খাননি। কেননা, তাতে রসুন ছিল, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ওটা কি হারাম? তিনি বললেন, না, তবে এর গন্ধের কারণে আমি রসুন পছন্দ করি না। আবু আইউব বললেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি। -(মুসলিম)

গন্ধ জাতীয় কিছু খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৮৯৯ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেয়াজ খায়, সে যেন আমাদের কাছে হতে সরে থাকে। অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদে হতে দূর থাকে অথবা নিজ বাড়ী ঘরে বসে থাকে। এর সময় রাসূল (স)-এর খেদমতে রান্না করা একটি তরকারির পাতিল আনা হল। তিনি তাতে এক ধরনের গন্ধ অনুভব করলেন, তখন সেটা একজন সাহাবির সামনে এগিয়ে দিতে বললেন এবং সে সাহাবিকে বললেন, তুমি খেতে পার। কারণ, আমাকে যার সাথে গোপনে কথা বলতে হয়, তোমাকে তার সাথে কথা বলতে হয় না।
-(বোখারী ও মুসলিম)

খাদ্যদ্রব্য মেপে নিতে হয়

হাদীস : ৩৯০০ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মাদীকারাব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্যকে মেপে নাও, এতে তোমাদের জন্য বরকত দেয়া হবে। -(বোখারী)

আহার করে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩৯০১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর সামনে থেকে যখন দস্তরখান ওঠান হত, তখন তিনি এ দোআ পড়তেন, অর্থ, পাক-পবিত্র, বরকতময়, অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে পরওয়ারদেগার! তোমার নেয়ামত হতে মুখ থাকা যায় না। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খানা খাওয়ার পূর্বে আল্লাহর নাম নিতে হয়

হাদীস : ৩৯০২ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় খাবার আনা হল। আমি অদ্যাবধি তা হতে বেশি বরকতময় খানা দেখি না, প্রথম ভাগে যা আমরা খেয়েছিলাম। আর না অতি অল্প বরকত যা তার শেষ ভাগে ছিল। আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমনটা হল কেন? তিনি বললেন, আমরা যখন খাওয়া শুরু করি, তখন আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করেছিলাম। অতপর এক লোক খেতে বসেছে, সে আল্লাহর নাম নেয় নি, ফলে তার সাথে শয়তানও খানা খেয়েছে। -(শরহে সুন্নাহ)

বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করবে

হাদীস : ৩৯০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায় এবং আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, সে যেন বলে বিসমিল্লাহির আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

বিসমিল্লাহ ছাড়া খানা খেলে শয়তান শরীক হয়

হাদীস : ৩৯০৪ ॥ হযরত উমাইয়্যা ইবনে মাখশী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না পড়ে খানা খেল, অবশেষে মাত্র একটি গ্রাস অবশিষ্ট রইল, যখন সে সেটা মুখের কাছে তুলল, তখন সে বলে উঠল, বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু। তার অবস্থা দেখে রাসূল (স) হেসে উঠলেন, অতপর বললেন, এতক্ষণ পর্যন্ত শয়তান ঐ লোকটির সাথে খাচ্ছিল। আর যখনই সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করল, তখন শয়তান তার পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি করে দিল। -(আবু দাউদ)

খানা খাওয়ার পরের দোআ

হাদীস : ৩৯০৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন খানাপিনা হতে অবসর হতেন, তখন এ দোআ পড়তেন। অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়াচ্ছেন, পান করাচ্ছেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। −(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) তিরমিযী-৮৪৩

খানা খেয়ে শোকর করতে হয়

হাদীস : ৩৯০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল, (স) বলেছেন, খানা খেয়ে শোকর আদায়কারী সংযমী রোযাদারের ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হয়। −(তিরমিযী। আর ইবনে মাজাহ ও দারেমী হাদীসটি সেনান ইবেন সান্নাহ-এর মাধ্যমে তার পিতা হতে বর্ণনা করছেন।

খাওয়ার পূর্বে দোআ করতে হয়

হাদীস : ৩৯০৭ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন কিছু খেতেন বা পান করতেন, তখন এ দোআ পড়তেন। অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি খাওয়াচ্ছেন ও পান করাচ্ছেন অতি সহজে তার উদরস্থ করছেন এবং বের হবার ব্যবস্থা করেছেন। −(আবু দাউদ)

খানার পূর্বে ও পরে অযু করা ভালো

হাদীস : ৩৯০৮ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খাওয়ার পরে অযু করলে, খাদ্যের মধ্যে বরকত হাসিল হয়। এ কথাটি আমি কোন এক সময় রাসূল (স)-কে জানালাম, তখন তিনি বললেন, খানার বরকত খাওয়ার পূর্বে অযু করা এবং তার পরে অযু করা। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ) তিরমিযী-৮৪৪

নামাযের জন্য অবশ্যই অযু করতে হয়

হাদীস : ৩৯০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) শৌচাগার হতে বের হয়ে এলেন, এমন সময় তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করা হল। তখন লোকেরা বলে উঠল, আমরা কি আপনার জন্য অযুর পানি আনব না? তিনি বললেন, যখন আমি নামাজের প্রস্তুতি নেব, তখনই অযু করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। −(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করছেন।

খাদ্যের বরকত মাঝখানে অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ৩৯১০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স)-এর সামনে এক পাত্র সারীদ আনা হল। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা এর পার্শ্ব হতে খাও, মধ্য হতে খেও না। কেননা, খাদ্যেরবরকত মাঝখানেই অবতীর্ণ হয়। −(তিরমিযী ইবনে মাজাহ ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আর আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, রাসূল বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায়, সে যেন পাত্রের উপরিভাগ হতে না খায়, বরং তার নিম্নভাগ হতে খায়। কেননা, বরকত উপরিভাগে অবতীর্ণ হয়।

লোকদের পেছনে রেখে চলা উচিত নয়

হাদীস : ৩৯১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-কে কখনো হেলান দিয়ে খানা খেতে দেখা যায়নি। আর তিনি দুজন লোককেও পেছনে রেখে চলেন নি। −(আবু দাউদ)

খাদ্য খাওয়ার পর হাত মুছে ফেলা যায়

হাদীস : ৩৯১২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জাযআ (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্য কিছু রুটি ও গোশত আনা হল, এ সময় তিনি মসজিদেই ছিলেন। তিনি তা খেলেন এবং তাঁর সাথে আমরাও খেলাম। অতপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন। আর আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। অথচ আমরা আমাদের হাতগুলো কাঁকরে মুছে নেয়া ছাড়া অধিক কিছু করি নি। −(ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) পাঁজরের গোশত ভালোবাসতেন

হাদীস : ৩৯১৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্য কিছু গোশত আনা হল এবং তাঁর সামনে পাজরের অংশটিই রাখা হল। তিনি তা খেতে খুব বেশি পছন্দ করতেন। তাই তিনি তা হতে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেলেন। −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

গোশত ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৯১৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেট না। কেননা, তা আজমীদের আচরণ; বরং তা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাও। কারণ, এটা বেশি সুস্বাদু এবং হজমের দিক দিয়ে ভালো। −(আবু দাউদ ও বায়হাকী এবং তাঁরা উভয়েই বলেছেন যে, এ হাদীসটি সনদ সুদৃঢ় নয়।)

তিরমিযী-৮৪৫

সদ্য রোগমুক্ত অবস্থায় খেঁজুর খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৯১৫ ॥ হযরত উম্মে মুনযির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার ঘরে এলেন এবং তাঁর তার সঙ্গে ছিলেন আলী (রা)। আমাদের গৃহে খেঁজুর ছড়া ঝুলানো ছিল। রাসূল (স) তা হতে খেতে লাগলেন এবং তাঁর সাথে আলীও খেলেন। তখন রাসূল (স) আলীকে বললেন, হে আলী! তুমি থাম। কেননা, তুমি সদ্য রোগমুক্ত। উম্মুল মুনযির বলেন অতপর আমি তাদের জন্য শালগম জাতীয় সবজি ও যব তৈরি করে দিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আলী! এটা হতে খাও, এটা তোমার উপযোগী। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

খাদ্য পাত্রের নিচের অংশ খাওয়া ভালো

হাদীস : ৩৯১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) খাদ্যপাত্রের তলচাট নীচে লেগে থাকা অংশ পছন্দ করতেন। -(তিরমিযী ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

খাদ্যের পাত্র চেটে খেতে হয়

হাদীস : ৩৯১৭ ॥ হযরত নোবায়শা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পেয়ালাতে খায় এবং পরে তা চেটে নেয়, পাত্রটি তার জন্য মাগফেরাত কামনা করে। -(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

খানা খেয়ে হাত ভালোভাবে ধুতে হয়

হাদীস : ৩৯১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় রাত যাপন করে যে, তার হাতের মধ্যে খাদ্যের চিহ্ন থেকে যায়, সে সেটা ধৌত করে নি। পরে কোন কিছু তার অনিষ্ট করে, তবে সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) রুটি সারীদ পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৯১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে রুটির সারীদ এবং হায়েসের সারীদ ছিল প্রিয় খাদ্য। -(আবু দাউদ)

জয়তুনের তেল খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৯২০ ॥ হযরত আবু উসায়দ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা জয়তুনের তেল খাও এবং সেটা গায়ে মালিশ কর। কারণ এটা হল একটি কল্যাণময় বৃক্ষ হতে।
-(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

সিরকা সালুন সমতুল্য

হাদীস : ৩৯২১ ॥ হযরত উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন, রাসূল (স) আমার কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি বললাম, শুকনা রুটি ও সিরকা ছাড়া কিছুই নেই। তিনি বললেন, ওটাই নাও। বস্তুত যে ঘরে সিরকা আছে, সে ঘর সালনশূন্য নয়।
-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।)

রাসূল (স) ও খেঁজুর খেলেন

হাদীস : ৩৯২২ ॥ হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপরে খেঁজুর রেখে বললেন, এটা খেঁজুর তার রুটিন সালন। এবং সেটা খেলেন। -(আবু দাউদ)

অসুখ হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়

হাদীস : ৩৯২৩ ॥ হযরত সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমি মারাত্মকভাবে পীড়িত হয়ে পড়লাম। রাসূল (স) আমার খোঁজখবর নিতে তাশরীফ আনলেন। তিনি নিজের হাতখানা আমার দুই স্তনের মাঝখানে রাখলেন তাতে আমি আমার কলিজায় শীতলতা অনুভব করলাম। অতপর তিনি বললেন, তুমি একজন হৃদ বেদনার রোগী। সুতরাং তুমি সকীফ গোত্রীয় হারিস ইবনে কালদার কাছে যাও সে একজন চিকিৎসক। সে যেন অবশ্যই মদীনার সাতটি আজওয়া খেঁজুর বীচিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। -(আবু দাউদ)

রাসুল (স) খরবুজা খেতে ভালোবাসতেন

হাদীস : ৩৯২৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তাজা-পাকা খেঁজুর দিয়ে খুরবুজা খেতে। -(তিরমিযী, আর আবু দাউদ এ কথাটি বর্ধিত করেছেন এবং তিনি বলতেন, এর খরবুজার শীতলতা তার খেঁজুরের উষ্ণতা এবং ওটার উষ্ণতা এর শীতলতা সংশোধন করে দেয়। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব)

পুরাতন খেঁজুরে পোকা থাকে

হাদীস : ৩৯২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর খেদমতে পুরাতন খেঁজুর পেশ করা হল। তিনি সেটা খুঁটতে এবং তা হতে পোকা বের করতে লাগলেন। −(আবু দাউদ)

রাসূল (স) পনির খেতে ভালোবাসতেন

হাদীস : ৩৯২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূল (স)-এর জন্য টুকরো পনির আনা হল। তখন তিনি ছুরি আনালেন এবং বিসমিল্লাহ বলে কাটলেন। −(আবু দাউদ)

কোরআন ও হাদীসে যে বিষয়ে উল্লেখ নেই সে বিষয়ে নীরব থাকতে হবে

হাদীস : ৩৯২৭ ॥ হযরত সালামান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে ঘি, পনির ও বন্য গাধা খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবে যা কিছু হালাল বলেছেন তাই হালাল এবং তার কিতাবে যা কিছু হারাম বলেছেন, তা হারাম। আর যা হতে নীরব রয়েছেন তা মার্জনীয়। −(ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। তবে অধিক সহীহ কথা হল, সেটা মওকুফ।)

ঘি দুধে মিশ্রিত আটার রুটি খুব পছন্দনীয়

হাদীস : ৩৯২৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘি-দুধে মিশ্রিত চুপসা ভিজা ধবধবে সাদা উত্তম গমের আটার তৈরি রুটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এ কথা শুনে জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং রাসূল (স)-এর জন্য রুটি তৈরি করে তার খেদমতে নিয়ে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যে ঘি দিয়ে রুটি তৈরি করা হয়েছে তা কেমন ধরণের পাত্রে রাখা ছিল? সে বলল, গুই সাপের চামড়ার থলের মধ্যে। তখন তিনি বললেন, এটা তুলে নাও। −(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ এবং আবু দাউদ বলেছেন, হাদীসটি মুনকার।)

কাঁচা রসুন খাওয়া নিষেধ

যঈফ-৮৫০

হাদীস : ৩৯২৯ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) রান্না করা ছাড়া রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) পেঁয়াজ খেয়েছেন

হাদীস : ৩৯৩০ ॥ হযরত আবু যিয়াদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে পেয়াজ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, রাসূল (স) সর্বশেষ খানা যা খেয়েছেন তার মধ্যে পেঁয়াজ ছিল। −(আবু দাউদ)

রাসূল (স) মাখন ও খেঁজুর বেশি পছন্দ করতেন

যঈফ-৮৫১

হাদীস : ৩৯৩১ ॥ হযরত সোলামী গোত্রীয় বুসরের দু পুত্র বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে এলেন তখন আমরা মাখন ও খেঁজুর তার সামনে উপস্থিত করলাম। আসলে তিনি মাখন ও খেঁজুর খেতে বেশি পছন্দ করতে।

−(আবু দাউদ)

খানা সামনে হতে খাবে

হাদীস : ৩৯৩২ ॥ হযরত ইকরাশ ইবনে যুয়াইব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমাদের সামনে বৃহদাকারের একটি খাদ্যপাত্র আনা হল। পাত্রটি ছিল সারীদ ও গোশতের টুকরাবিশিষ্ট। আমি আমার হাত দিয়ে পাত্রের চার পাশ হতে নিতে লাগলাম। আর রাসূল (স) নিজের সামনে হতে খাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! এক জায়গা হতে খাও, কেননা, এটা এক প্রকারের খাদ্য। অতপর আমাদের সামনে একখানি থালা আনা হল। তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রকারের খেঁজুর। তখন আমি কেবলমাত্র আমার সামনে হতে খেতে লাগলাম। তখন তিনি বললেন, হে ইকরাশ! থালার যে জায়গা হতে ইচ্ছা হয় খাও। কেননা, এটা এক প্রকারের নয়। অতপর আমাদের জন্য পানি আনা হল, তখন রাসূল (স) নিজের উভয় হাত ধুলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে মুখমণ্ডল বাহুদ্বয় ও মাথা মুছে নিলেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! এটা হল সে খাদ্যের অযু যাকে আগুন পরিবর্তন করে দিয়েছে। −(তিরমিযী)

যঈফ-৮৫২

জ্বর হলে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৩৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর পরিবারস্থ কারও জ্বর হলে তিনি হাসা প্রস্তুত করতে বলতেন এবং তা চেটে খেতে নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, এটা চিন্তাযুক্ত মনকে সুদৃঢ় করে এবং পীড়িতের অন্তর হতে রোগের ক্লেশকে দূর করে, যেমন তোমাদের নারীদের কেউ পানি দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল হতে ময়লা দূর করে থাকে। −(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ)

যঈফ-৮৫৩

ব্যাঙের ছাতা চোখের রোগের জন্য উপশম

হাদীস : ৩৯৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আজওয়া বেহেশতের ফল, তার মধ্যে বিষ প্রতিষেধকতা রয়েছে। আর ব্যাঙের ছাতা মান্না জাতীয়, তার পানি চক্ষু রোগের জন্য উপশম।
—(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) পাজরের গোশত পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৯৩৫ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসুল (স)-এর সাথে মেহমান হলাম। তিনি লোকটিকে বকরির পাঁজরের গোশত তৈরি করতে বললেন, তা ভুনা হল। অতপর তিনি ছুরি নিয়ে ঐ স্থান হতে গোশত কেটে আমাকে দিতে লাগলেন। এমন সময় বেলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের সংবাদ দিলেন। তিনি বিরক্তির সাথে ছুরিখানা ফেলে দিলেন এবং বললেন, তাঁর কি হল? তার হস্তদ্বয়ে মাটি লাগুক। মুগীরা বলেন, তার গোফ বেশ হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার গোঁফ মিসওয়াকে রেখে কেটে দিব। অথবা বললেন, ওটা মিসওয়াকে রেখে কেটে নাও। —(তিরমিযী)

আল্লাহর নাম নিয়ে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৩৬ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা রাসুল (স)-এর সাথে কোন খাবার মজলিসে উপস্থিত হতাম, তখন তিনি শুরু করে তাতে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা আমাদের হাত রাখতাম না। একবার আমরা তার সঙ্গে এক খাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় একটি মেয়ে এল যেন তাকে তাড়িয়ে আনা হয়েছে এবং সে খাদ্যের মধ্যে হাত রাখতে উদ্যত হল। তখন রাসূল (স) তার হাত ধরে ফেললেন। অতপর এক বেদুঈন এল। তাকেও যেন কে তাড়িয়ে এনেছে। তিনি তার হাতও ধরে ফেললেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই শয়তান তখনই খানাকে হালাল মনে করে, যখন তাতে আল্লাহর নাম নেয়া না হয়। তাই সে প্রথমে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল, যেন তারা দ্বারা হালাল করতে পারে। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। পরে সে ঐ বেদুঈনকে নিয়ে এসে হালাল করতে চেয়েছিল। তাই আমি তার হাতও ধরে ফেললাম। সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ মেয়েটির হাতের সাথে শয়তানের হাতটিও আমার মুঠাতে, রয়েছে। অন্য আরেক বর্ণনায় বর্ধিত আছে, অতপর তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে খানা খেলেন। —(মুসলিম)

কোন কিছু বেশি খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৯৩৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, এক সময় রাসূল (স) একটি গোলাম খরিদ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তার সামনে কিছু খেঁজুর ঢেলে দিলেন। সে অধিক পরিমাণে খেয়ে ফেলল। রাসূল (স) বললেন, বেশি খাওয়া অশুভ। অতএব, গোলামকে ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন। —(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

লবণ খাদ্যের মধ্যে প্রিয় বস্তু যঈফ- ৮৫৪

হাদীস : ৩৯৩৮ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের প্রধান সালন হল লবণ। —(ইবনে মাজাহ) যঈফ - ৮৫৫

জুতা খুলে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৩৯ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন খানা হাজির করা হয়, তখন তোমরা জুতা খুলে নাও। কেননা, এতে পা আরামে থাকে। wbZv´B hBd - 856

খাদ্য ঢেকে রাখতে হয়

হাদীস : ৩৯৪০ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত, যখনই তার কাছে সারীদ আনা হত, তখন তার ধোঁয়া গরম বাষ্প নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে ঢেকে রাখতে আদেশ করতেন এবং তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, এতে বিরাট বরকত রয়েছে। —(দারেমী হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন।)

খাদ্য পাত্র চেটে খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৪১ ॥ হযরত নোবায়শা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খায় এবং সেটা চেটে নেয়, ...ন পাত্রটি তাকে লক্ষ্য করে বলে, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত রাখুন, যেমন তুমি আমাকে আমাকে শয়তান হতে মুক্ত রেখেছ। —(রাযীন)

সপ্তদশ অধ্যায়

অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আত্মীয়ের হক আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩৯৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের ইজ্জত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, নতুবা যেন চুপ থাকে। অপর এক বর্ণনাতে আছে, প্রতিবেশীর স্থলে রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই আত্মীয়ের হক আদায় করে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানের কাজ হল অতিথি আপ্যায়ন করা

হাদীস : ৩৯৪৩ ॥ হযরত আবু শুরাইহ আলকাবী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যীক্ত আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। অতিথির জন্য উত্তর খানাপিনার ব্যবস্থা করবে এক দিন ও এক রাত। আর সাধারণভাবে আতিথেয় হল তিন দিন। এর পর যা করবে তা হবে সদকা। আর মেহমানের জন্য জায়েয নয় এত সময় মেযবানের গৃহ অবস্থান করা যাতে তার কষ্ট হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

মেহমানের হক আদায় করার নির্দেশ

হাদীস : ৩৯৪৪ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদেরকে কোথাও পাঠালে আমরা যদি এমন এক জনপদে গিয়ে পৌঁছি, যারা আমাদের মেহমানদার করল না। এমতাবস্থায় আপনার অভিমত কি? তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, যদি তোমরা কোন জনপদে অবতরণ কর, আর তারা তোমাদের জন্য মেহমানদারী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে, তবে তা গ্রহণ কর, আর যদি তারা তা না করে, তবে তাদের কাছে হতে তাদের কর্তব্য পরিমাণ মেহমানের হক আদায় করে নেবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুধওয়ালা বকরী জবেহ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৯৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক দিন বা রাতের বেলায় রাসূল (স) বের হয়ে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাদের উভয়কে এ মুহূর্তে ঘর হতে বের হতে বাধ্য করেছে? তাঁরা উভয়ে বললেন, ক্ষুধায় তাড়না। কখন রাসূল (স) বললেন, সে মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যে জিনিসে তোমাদের দু'জনকে বের করেছে, আমাকেও সে জিনিসে বের করেছে। আচ্ছা চল! অতপর তারা রাসূল (স)-এর সাথে চললেন এবং জনৈক আনসারীর বাড়িতে এলেন। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। যখনই আনসারীর স্ত্রী রাসূল (স)-কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। রাসূল (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়? সে বলল, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনার জন্য গেছেন। ঠিক এমন সময় আনসারী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূল (স) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আজকের দিন আমার মত সম্মানিত মেহমানের সেওবাগ্য লাভকারী আর কেউ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা বলে তিনি বাগানে চলে গেলেন এবং মেহমানদের জন্য এমন একটি খেঁজুরের ছড়া নিয়ে এলেন, যার মধ্যে পাকা, শুকনা ও কাঁচা হরেক রকমের খেঁজুরের ছিল। অতপর আরয করলেন, অনুগ্রহপূর্বক আপনারা এটা হতে খেতে থাকুন এবং তিনি একখানা ছুরি হাতে নিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, সাবধান! দুধওয়ালা বকরী জবেহ করো না। অবশেষে তিনি তাঁদের জন্য একটি বকরি জবেহ করলেন। তাঁরা বকরীর গোশত ও খেঁজুরের ছড়া হতে খেলেন এবং পানি পান করলেন। যখন তাঁরা খাদ্য ও পানিয় দিয়ে পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূল (স) হযরত আবু বকর ও ওমরকে লক্ষ্য করে বললেন, সে মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে নিজ নিজ ঘর হতে বের করেছিল, অতপর গৃহে ফিরে যাবার পুর্বেই তোমরা এ সমস্ত নেয়ামত লাভ করলে। -(মুসলিম, আবু মাসউদ (রা) হতে ওলীমার অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।)

টীকা ....

হাদীস নং : ৩৯৪৪ ॥ এটা সেই সকল যিম্মিদের বেলায় আরোপিত হবে, যারা মুসলমানদের মেহমানদারী করার চুক্তিতে আবদ্ধ। আর মুসলমানরাও সেই জনপদে যাবার পর ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়েছে। অন্যথায় বলপূর্বক কাহারো মাল-সম্পদ নেয়া জায়েয নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেহমানের আতিথ্য করা অবশ্য কর্তব্য

হাদীস : ৩৯৪৬ ॥ হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে কোন মুসলমান কোন কওমের মেহমান হয়, আর উক্ত মেহমান বঞ্চিত অবস্থায় ভোর করে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হয়ে যায় তার সাহায্য করা। যাতে ডেস মেজবান ব্যক্তি মাল-সম্পদ হতে আতিথ্য পরিমাণ উসুল করে নিতে পারে। -(দারেমী ও আবু দাউদ। আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, যে কোন লোক কোন কওমের অতিথি হয় এবং তারা তার মেহমানদারী না করে, তখন সে আতিথ্য পরিমাণ তাদের সম্পদ হতে নিতে পারবে।) যঈফ - ৮৫৭

যে যেকোন ধরনের লোককে মেহমানদারী করতে হয়

হাদীস : ৩৯৪৭ ॥ হযরত আবু আহওয়াছ জুশামী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আমি যদি কোন ব্যক্তির কাছে গিয়ে উঠি এবং সে আমার আতিথ্য করল না ও মেহমানদারী করল না। অতপর সে কোন সময় আমার কাছে উঠল, তখন কি আমি তার মেহমানদারী করব, নাকি প্রতিশোধ গ্রহণ করব? তিনি বললেন, বরং তুমি তার মেহমানদারী কর। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) বরকত লাভে প্রতিযোগিতা করতেন

হাদীস : ৩৯৪৮ ॥ হযরত আনাস (রা) অথবা অন্য কারও কাছে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল (স) সাদ ইবনে উবাদাহ (রা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। অর্থাৎ, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বললেন। উত্তরে সাদ ওয়াআলাইকুমুসসালামু ওয়ারাহমাতুল্লাহ বললেন। কিন্তু রাসূল (স) শুনলেন না এমন কি? রাসূল (স) তিনবার সালাম করলেন, এবং সাদও তিনবার জবাব দিলেন, কিন্তু তাঁকে সালামের জবাব শুনালেন না, ফলে রাসূল (স) প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন হযরত সাদও তাঁর পেছনে ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, আপনি যতবারই সালাম করেছেন, আমার উভয় কান তা শুনেছে, আর আমি তার জবাবও সাথে সাথে দিয়েছি, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় তা আপনাকে শোনাই নি, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আপনার সালাম ও বারাকাত বেশি বেশি লাভ করি। অতপর সকলেই গৃহে প্রবেশ করলেন এবং হযরত সাদ তাঁর সামনে কিশমিশ পেশ করলেন। আল্লাহর নবী (স) সেটা খেলেন। খাওয়া শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের খাদ্য হতে নেককার লোকেরা আহার করুক। ফেরেশতাগণ তোমার জন্য ইস্তিগফার করুক এবং রোযাদারগণ তোমার কাছে ইফতার করুক। -শরহে সুন্নাহ)

পরহেযগার লোকদের খানা খাওয়াতে হয়

হাদীস : ৩৯৪৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হল খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়ার ন্যায়। তা চক্কর কাটতে থাকে। অবশেষে উক্ত খুটির দিকে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে কোন মুমিন ভুলভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, আবার ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব তোমাদের খানা-খাদ্য পরহেযগার লোকদেরকে খাওয়াও এবং তোমারা দান-খয়রারাত ঈমানদারদেরকে প্রদান কর। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে এবং আবু নোআইম হিলয়া গ্রন্থে) যঈফ - ৮৫৯

এক পাশ হতে খাদ্য খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর একটি পাত্র ছিল, যা চার জন লোক ওঠাত। তার গাররানামে অভিহিত ছিল। যখন চাশতের সময় হল এবং চাশতের নামায আদায় করলেন, তখন উক্ত পাত্রটি আনা হল এবং তার মধ্যে সারীদ প্রস্তুত করা হয় এবং সাহাবাগণ সমবেতভাবে তার চারপাশে খেতে বসেন। লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাসূল (স) পা গুটিয়ে বসলেন। এক বেদুঈন বলে উঠল, এটা কেমন ধরনের বসা? জবাবে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, তিনি আমাকে অহংকারী নাফরমান বানান নি। অতপর তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে এর পাশ হতে খাও, আর এর মধ্যস্থল ছড়িয়ে রাখ। কেননা, সেখানে বরকত প্রদত্ত হয়। -(আবু দাউদ)

এক সাথে খানা খাওয়া সওয়াব বেশি

হাদীস : ৩৯৫১ ॥ হযরত ওয়াহশী ইবনে হরব (রা) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, যে একদিন রাসূল (স) সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা খানাপিনা করি বটে, কিন্তু আমরা পরিতৃপ্ত হই না। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খানা খাও। তারা বললেন, জি হ্যাঁ, অতপর তিনি বললেন, তোমরা সমবেতভাবে খানা খাবে এবং আল্লাহর নাম নিবে। এতে তোমাদের খানার মধ্যে বরকত আসবে। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিনটি বিষয়ে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে না

হাদীস : ৩৯৫২ ॥ হযরত আবু আসীব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাত্রের বেলায় রাসূল (স) আমার কাছে এলেন এবং আমাকে ডাকলেন। তখনই আমি বের হয়ে তাঁর কাছে এলাম। অতপর তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে গমন করলেন, তাঁকেও ডাকলেন এবং তিনি বের হয়ে এলেন। পরে হযরত ওমর (রা)-এর কাছে গমন করলেন, এবং তাকেও ডাকলেন। সুতরাং তিনিও বের হয়ে এলেন। এবার তিনি চললেন। অবশেষে জনৈক আনসারীর বাগানে মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের মালিককে বললেন, আমাদেরকে তাজা-পাকা খেঁজুর খাওয়াও। অমনি সে খেঁজুরের একটি ছড়া এনে রাখল। আর রাসূল (স) ও তাঁর সাথীরা খেলেন। অতপর তিনি ঠাণ্ডা পানি চাইলেন এবং পান করলেন। এর পর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর (রা) খেঁজুরের ছড়াটি নিয়ে যমনীনের উপর আঘাত করলেন, এতে খেঁজুরগুলো রাসূল (স)-এর সামনে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটিয়ে পড়ল, অতপর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তিনটি বিষয়ের জবাবদিহি করতে হবে না। এক. কাপড়ের সেই টুকরাটি যা দিয়ে মানুষ তার লজ্জাস্থান আবৃত করে। দুই. অথবা রুটির সে খণ্ডটি যা দিয়ে সে তার ক্ষুধা নিবারণ করে। তিন. এবং ঐ ছোট ঘরখানি যাতে অবস্থান করে গ্রীষ্ম ও শীত হতে আত্মরক্ষা করে।-(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে মুরসাল হিসেবে)

দস্তরখানা না ওঠানো পর্যন্ত খানসার মজলিশ হতে উঠবে না

হাদীস : ৩৯৫৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন দস্তরখানা বিছানো হয়, তখন তা তুলে নেয়া পর্যন্ত সে যেন নিজ হাতকে গুটিয়ে না নেয়, যদিও সে পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। আর যেন কোন ওযর পেশ করে উঠে যায়। কেননা, তার সঙ্গীরা লজ্জিত করবে, ফলে সেও নিজের হাতখানা গুটিয়ে ফেলবে। অথচ তার আরো খাওয়া প্রয়োজন থাকতে পারে। -(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

যঈফ-৮৮০

সবার শেষে খানা শেষ করতে হয়

হাদীস : ৩৯৫৪ ॥ হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্যে খাবার আনা হল, পরে আমাদের সামনেও উপস্থিত করা হল। তখন আমরা বললাম, আমাদের খাওয়ার চাহিদা নেই, রাসূল (স) বললেন, ক্ষুধা এবং মিথ্যা উভয়কে একত্রিত করো না। -(ইবনে মাজাহ) যঈফ - ৮৮১

ক্ষুধা থাকলে খাওয়া উচিত

হাদীস : ৩৯৫৫ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্যে খাবার আনা হল, পরে আমাদের সামনেও উপস্থিত করা হল। তখন আমরা বললাম, আমাদের খাওয়ার চাহিদা নেই, রাসূল (স) বললেন, ক্ষুধা এবং মিথ্যা উভয়কে একত্রিত করো না। -(ইবনে মাজাহ)

একত্রে খানা খাওয়ায় বরকত আছে।

হাদীস : ৩৯৫৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা একত্রে খানা খাও, পৃথক পৃথক খেয়ো না। কেননা, জামাআতের সাথে খাওয়ার মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

যঈফ - ৮৮২ -(ইবনে মাজাহ)

মেহমানকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হয়

হাদীস : ৩৯৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মেহমানের সঙ্গে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। -(ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে এবং তিনি বলেন, এর সনদ দুর্বল) Rvj -৮৮৩

মেহমানের সমাদর করলে বরকত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ৩৯৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স), যে গৃহে মেহমানদারী করা হয়, উটের চোটের গোশত কাটার উদ্দেশ্যে ছুরি যত দ্রুত অগ্রসর হয়, যে গৃহে বরকত তার চেয়েও দ্রুত প্রবেশ করে। -(ইবনে মাজাহ) যঈফ - ৮৮৪

অষ্টাদশ অধ্যায়

মৃত জানোয়ারের গোশত্ খাওয়ার বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঁচার তাগিদে মৃত জানোয়ারের গোশ্ত ভক্ষণ

হাদীস : ৩৯৫৯ ॥ হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা) হতে বর্ণিত, একদিন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কখনও কখনও এমন এলাকায় পৌঁছি, যেখানে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে পড়ি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে কখন মৃত জানোয়ার খাওয়া হালাল হবে? তিনি বললেন, যখন তোমরা সকালে এক পেয়ালা এবং সন্ধ্যায় এক পেয়ালা দুধ না পাও অথবা সে ভূমিতে কোন তরি-তরকারিও না পাও, এ অবস্থার সম্মুখীন হলে মৃত খেতে পার।

–(দারেমী)

মৃত জানোয়ার খাওয়ার অনুমতি আছে

হাদীস : ৩৯৬০ ॥ হযরত ফুজায়উল আমেরী (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের পক্ষে মৃত খাওয়া কখন হালাল হবে? রাসুল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য কি পরিমাণ আছে? আমরা বললাম, আমার গাবুক ও সাবূহ করে থাকি। বর্ণনাকারী আবু নায়ীম বলেন, হযরত ওকবাহ আমাকে এর ব্যাখায় বলেছেন, সকালে এক পেয়ালা এবং বিকেলে এক পেয়ালা দুধ। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আমার পিতার কসম! এ খাদ্য তো ক্ষুধারই নামান্তর। ফলে তিনি এমতাবস্থায় তাদের জন্য মৃত খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

যঈফ – ৪৮৫ –(আবু দাউদ)

উনবিংশ অধ্যায়

পানি পানের প্রতি গুরুত্বারোপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পানি বসেই পান করতে হয়

হাদীস : ৩৯৬১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) কাউকেও দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

–(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আদেশ দাঁড়িয়ে পানি পান করবে না

হাদীস : ৩৯৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। সুতরাং যদি কেউ ভুলবশত এরূপ করে, সে যেন বমি করে ফেলে। –(মুসলিম)

পানি পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতে হয়

হাদীস : ৩৯৬৩ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন। অর্থাৎ একবারে এক ঢোকে সবটুকু পান করতেন না। –(বোখারী ও মুসলিম অবশ্য মুসলিমের বর্ণনার মধ্যে আছে, এবং তিনি বললেন, এভাব পান করা তৃপ্তিদায়ক, স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও লঘুপাক।

মশকের মুখ হতে পানি পান করা নিষেধ

হাদীস : ৩৯৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মশকের মুখ হতে পান করতে নিষেধ করেছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

মশক উল্টিয়ে পানি পান করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৯৬৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মশক হতে এখতেনাছ করতে নিষেধ করেছেন। অপর এক বর্ণনার মধ্যে বর্ণিত আছে, এখতেনাছ হল্ মশক উল্টিয়ে ধরে তার মুখ হতে পানি পান করা। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) দাঁড়িয়ে জমজমের পানি পান করেছিলেন

হাদীস : ৩৯৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি এক বালতি যমযমের পানি নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

পানি দাঁড়িয়ে পান করা যায়

হাদীস : ৩৯৬৭ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন, অতপর জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সমাধানের জন্য কুফার মসজিদের আঙিনায় বসলেন। এমন কি আছর নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তারপর পানি আনা হল। তিনি তার কিছুটা পান করলেন এবং তার হস্তদ্বয় ও মুখ ধুলেন। বর্ণনাকারী তার মাথা ও পদদ্বয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। অতপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করলেন। পরে বললেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মাকরূহ মনে করে, অথচ আমি যেরূপ করেছি, রাসূল (স) ও অনুরূপ করেছেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) বকরির দুধ পান করলেন

হাদীস : ৩৯৬৮ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) জনৈক আসারীর কাছে গেলেন। সঙ্গে তাঁর একজন সাহাবিও ছিলেন। রাসূল (স) সালাম করলেন এবং লোকটি সালামের জবাব দিল। এ সময় সে তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার কাছে রাতে মশকে রাখা বাসি পানি আছে কি? অন্যথায় আমরা মুখ লাগিয়ে পান করব। সে বলল, আমার কাছে মশকে রাখা পানি আছে। অতপর সে তার ঝুপড়িতে গেল এবং একটি পেয়ালায় পানি ঢালল, এরপর তাতে গৃহপালিত বকরি দোহন করল। পরে রাসূল (স) সেটা পান করলেন। সে আবার তাতে পানীয় নিলেন এবং রাসূল (স)-এর সাথে যে লোকটি ছিলেন তিনি তা পান করলেন। -(বোখারী)

রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৯৬৯ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে, বস্তুত সে তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল। -(বোকারী ও মুসলিম)

রেশমী বস্ত্র পরিধান করা নিষেধ

হাদীস : ৩৯৭০ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা মোটা কিংবা মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপা পেয়ালাতে আর পান করো না। আর তার পাত্রে খাবে না। কেননা, এগুলো হল কাফেরদের জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের জন্য হল আখেরাতে।-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ডান পাশের ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেন

হাদীস : ৩৯৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্য একটি গৃহপালিত বকরির দুধ দোহন করা হল এবং সেটার দুধে হযরত আনাসের গৃহের কূপের পানি মেশানো হল। অতপর তা রাসূল (স)-এর খেদমতে পেশ করা হয়। তিনি তা পান করলেন। এ সময় তাঁর বাম পাশে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা) এবং তার ডানে ছিল এক বেদুঈন। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশিষ্ট আবু বকরকে প্রদান করুন। কিন্তু তিনি তাঁর ডান পাশের সে বেদুঈনকে দিলেন। অতপর তিনি বললেন, ডান দিকের ব্যক্তিরই হক প্রথমে রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, ডানে যারা রয়েছে, তারপর ডানে যারা রয়েছে তারা হকদার। সাবধান! ডান পাশ ওয়ালাদের অগ্রাধিকার দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

ডান পাশের লোকের অগ্রাধিকার বেশি

হাদীস : ৩৯৭২ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স)-এর খেদমতে একটি পেয়ালা পেশ করা হল, তখন তিনি তা হতে কিছু পান করলেন। তার ডানে ছিল উপস্থিত জনতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট একটি বালক। আর প্রবীণ ও বয়স্ক লোকজন ছিলেন তার বামে। তখন রাসূল (স) বালকটিকে বললেন, হে বৎস! তুমি কি আমাকে এ অনুমতি দেবে যে, আমি আমার অবশিষ্টটুকু এ সমস্ত প্রবীণদেরকে প্রদান করি? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকেও অগ্রাধিকর দেব না। তখন তিনি পেয়ালাটি বালকটিকে দিলেন।
-(বোখারী ও মুসরিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ সময়ে চলা অবস্থায় খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৯৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর যমনায় চলা অবস্থায় খেতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব)

রাসূল (স) দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থায় পান করতেন

হাদীস : ৩৯৭৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থায় পান করতে দেখেছি। −(তিরমিযী)

পাত্রের মধ্যে ফুঁক দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৯৭৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। −(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

এক শ্বাসে পানি পান করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৯৭৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা উটের ন্যায় এক শ্বাসে পান করবে না; বরং দুই কিংবা তিন শ্বাসে পান করবে। আর যখন পান করবে শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে এবং যখন পেয়ালা মুখ হতে আলাদা করবে, তখন আলহামদুলিল্লাহ করবে। −(তিরমিযী) যঈফ-৮৬৬

পানীয় বস্তুতে ফুঁক দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৯৭৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) পানীয় বস্তুতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, যদি আমি পানির মধ্যে খড়কুটা দেখতে পাই তখন কি করব? তিনি বললেন, তা ফেলে দাও। সে আবার বলল, এক নিঃশ্বাসে পান না করলে আমার তৃপ্তি হয় না। রাসূল (স) বললেন, এমতাবস্থায় পেয়ালাটি মুখ হতে পৃথক করে নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। −(তিরমিযী ও দারেমী)

পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৯৭৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ কুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। −(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর মুখ লাগানো অংশ কেটে রাখা হল

হাদীস : ৩৯৭৯ ॥ হযরত কাবশ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন রাসূল (স) আমার গৃহে এলেন এবং তিনি একটি লটকান মশক হতে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। পরে আমি মশকের কাছে গিয়ে তার সে মুখখানা কেটে রেখে দিলাম। −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব, সহীহ।)

রাসূল (স)-ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৯৮০ ॥ হযরত ইমাম যুহরী (র) ওরওয়া হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি রাসূল (স)-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল। −(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা হল, এ হাদীসটি নবী (স) হতে যুহরী কর্তৃক মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনায় অন্য কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ নেই।)

খানা খেয়ে দোআ করতে হয়

হাদীস : ৩৯৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায়, তখন সে যেন এ দোআ পড়ে, "আল্লাহুম্মা বারাক লানা ওয়া আতৃয়ামানা খাইরাম মিনহু" অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ খাদ্যে বরকত দাও এবং এটা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য দান কর। আর যখন দুধ পান করবে, তখন যেন বলে− اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه অর্থ, হে আল্লাহ! এর মধ্যে আমাদের জন্য রবকত দাও এবং এটা আরো অধিক দান কর। এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর, এ কথা বলা যাবে না। কেননা, দুধ ছাড়া অন্য কোন জিনিসই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) সুকইয়ার মিঠা পানি পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৯৮২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জন্য সুকইয়া হতে মিঠা পানি সংগ্রহ করা হত। কথিত আছে যে, সুকইয়া একটি ঝর্না বা কূপ। সেটার ও মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান হল দু দিনের পথ। −(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোনা রূপার পাত্রে পান করা হারাম

হাদীস : ৩৯৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে অথবা এমন পাত্রে পান করে যাতে সোনা-রূপার কিছু অংশ মিশ্রিত আছে, সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল। −(দারা কুতনী) যঈফ-৮৬৭

বিংশ অধ্যায়

মাকী ও নাবীয সম্পর্কীয় বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হরেক রকম পানীয় পান করতেন

হাদীস : ৩৯৮৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালা দিয়ে রাসূল (স)-কে হরেক প্রকারের পানীয় পান করাতাম, যেমন–মধু, নাবীয, পানি ও দুধ।–(মুসলিম)

রাসূল (স) নবীয পান করতেন

হাদীস : ৩৯৮৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর জন্য চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতাম। তার উপর হতে শক্ত করে বাঁধা হত এবং নীচেও একটি মুখ ছিল। আমরা সকাল বেলায় যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা বিকালে পান করতেন এবং বিকালে যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা সকালে পান করতেন। –(মুসলিম)

নবীয সকলেই পান করতে পারে

হাদীস : ৩৯৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জন্য রাতের প্রথম ভাগে নাবীয তৈরি করা হত। তিনি তা পরবর্তী দিন সকালে এর পরের রাতে, দ্বিতীয় দিনে ও দ্বিতীয় রাতে এবং তৃতীয় দিন আসর পর্যন্ত পান করতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তখন তা চাকর-বাকরদেরকে পান করাতেন অথবা ফেলে দেয়ার জন্য নির্দেশ করতেন, তখন তা ফেলে দেয়া হত। –(মুসলিম)

পাথর নির্মিত পাত্রে নবীয তৈরি করা হত

হাদীস : ৩৯৮৭ ॥ হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জন্য মশকে নাবীয প্রস্তুত করা হত। যদি তা সংগ্রহ না হত, তখন পাথর নির্মিত পাত্রে নাবীয তেরি করা হত। –(মুসলিম)

চামড়ার মশকে নবীয প্রস্তুত করা যায়

হাদীস : ৩৯৮৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) কদুর খোলস, সবুজ মটকা, আলকাতরা লাগান পাত্র এবং খেঁজুর বৃক্ষের মূলের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং চামড়ার দমশকে নাবীয প্রস্তুত করতে আদেশ করেছেন। –(মুসলিম)

নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম

হাদীস : ৩৯৮৯ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কয়েক প্রকারের পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে কোন পাত্র হারাম বস্তুকে হালাল এবং হালাল বস্তুকে হারামে পরিণত করতে পারে না। অবশ্য নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। অন্য এক বর্ণনার মধ্যে আছে, আমি তোমাদেরকে চামড়ার মশক ছেড়ে অন্য পাত্রে পানীয় প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা প্রত্যেক প্রকারের পাত্রে পান করতে পার। তবে নেশা সৃষ্টিকারী কোন জিনিসই পান করবে না। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষ মদের নাম পরিবর্তন করে পান করবে

হাদীস : ৩৯৯০ ॥ হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সবুজ মটকায় নবীয তৈরি করা নিষেধ

হাদীস : ৩৯৯১ ॥ হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) সবুজ মটকায় নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি আমরা সাদা বর্ণের মটকায় পান করব? তিনি বললেন, না। –(বোখারী)

একবিংশ অধ্যায়

বাসন-কোসন ইত্যাদি ঢেকে রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্ধ মশক শয়তান খুলতে পারে না

হাদীস : ৩৯৯২ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন রাত্রের আঁধার নেমে আসে অথবা বলেছেন, সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের শিশুদেরকে আবদ্ধ করে রাখ। কেননা, সে সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রম হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। এবং বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ কর। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর বিসমিল্লাহ পড়ে তোমাদের মশকগুলোর মুখ বন্ধ কর এবং বিসমিল্লাহ বলে তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখ। কোন কিছু আড়াআড়িভাবে হলেও পাত্রের উপর রেখে দাও। বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। -(বোখারী ও মুসলিম, বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, পাত্রসমূহ ঢেকে রাখ। মশকগুলোর মুখ বেঁধে রাখ। গৃহের দরজাসমূহ বন্ধ রাখ এবং সন্ধ্যায় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রাখ। কেননা, এ সময়ে জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং ছিনিয়ে নেয়। আর তোমরা শয়নকালে বাতিগুলো নিভিয়ে ফেল। কেননা, ইঁদুরগুলো কখনও কখনও সলতে টেনে নিয়ে যায়। ফলে গৃহবাসীদেরকে পুড়িয়ে দেয়। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা পাত্রসমূহ ঢেকে রাখবে, মশকের মুখ বেঁধে রাখবে। ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ রাখবে, বাতি নিভিয়ে দেবে। কেননা, শয়তান বন্ধ মশক খুলতে পারে না, দরজা খুলতে পারে না এবং ঢাকা পাত্র উন্মুক্ত করতে পারে না। আর যদি তোমাদের কেউ একখানা কাঠি ছাড়া কিছু না পায় তবে বিসমিল্লাহ বলে তাই যেন আড়াআড়িভাবে পাত্রের উপর রেখে দেয়। কেননা, দুষ্ট ইঁদুর গৃহবাসীসহ ঘর পুড়িয়ে ফেলতে পারে।

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, সূর্যাস্তের পর রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তোমাদের জানোয়ার ও শিশুদেরকে ছড়িয়ে দিও না। কেননা, সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার আভা বিলীন হওয়া পর্যন্ত শয়তান ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে রাসূল (স) বলেছেন, খাদ্য পাত্র ঢেকে রাখ এবং মশক বন্ধ রাখ। কেননা, বছরের এমন এক রাত আছে, যে রাতে বিভিন্ন প্রকারের বালামুছিবত নাযিল হয়। উক্ত বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিয়ে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, তার মধ্যে প্রবেশ করে।

ঘুমোনোর পর ঘরে আগুন রাখা ভালো নয়

হাদীস : ৩৯৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়, তখন তোমরা ঘরের মধ্যে আগুন রেখ না। -(বোখারী ও মুসলিম)

আগুন মানুষের দুশমন

হাদীস : ৩৯৯৪ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাতের বেলায় মদীনার একখানা ঘর আগুনে জ্বলে গেল। গৃহবাসীদের উপর এ বিপদ এসে পড়ল। পরে ব্যাপারটি রাসূল (সা)-কে জানানো হলে তিনি বললেন, মূলত এ আগুন তোমাদের দুশমনই। অতএব, যখন তোমরা রাতে ঘুমাবে, তখন তা নিভিয়ে দেবে।-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাতে কুকুরের চিৎকার শুনলে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হয়

হাদীস : ৩৯৯৫ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন তোমরা রাতে কুকুরের চীৎকার এবং গাধার ডাক শুনতে পাবে, তখন আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান হতে পানাহ চাবে। কেননা, তারা এমন এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না। আর রাতে যখন মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তখন তোমরাও বাইরে যাওয়া কমিয়ে ফেল। কেননা, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তার সৃষ্ট কিছু জীবকে রাত্রিকালে ছেড়ে দেন এবং তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখ, আর আল্লাহর নাম স্মরণ কর। কারণ, শয়তান এমন দরজা খুলতে বন্ধ করা হয়। আর তোমরা ঘটি, মটকা ঢেকে রাখ, শূন্য পাত্র উপুড় করে রাখ এবং মশকের মুখ বেঁধে রাখ।-(শরহে সুন্নাহ)

রাতে ঘুমানোর সময় বাতি নিভিয়ে রাখতে

হাদীস : ৩৯৯৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন একটি ইঁদুর জ্বলন্ত একটি সলতে টেনে আনল এবং রাসূল (স)-এর সামনে ঐ চাটাইয়ের উপর রেখে দিল, যার উপরে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। ফলে তার এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা জ্বলে গেল। তখন তিনি বললেন, রাতে তোমরা ঘুমাবে তখন চেরাগ বাতি ইত্যাদি নিভিয়ে ফেলবে। কেননা, শয়তান জাতীয় অনিষ্টকারী প্রাণীকে উদ্বুদ্ধ করে, ফলে তারা তোমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। -(আবু দাউদ)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য

হাদীস : ৩৯৯৭ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক বিছানা পুরুষের জন্য, আরেকখানা তার স্ত্রীর জন্য এবং তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য। আর চতুর্থখানা শয়তানের জন্য। -(মুসলিম)

টাখনার নীচে কাপড় পরলে কিয়ামতে আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন না

হাদীস : ৩৯৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনার নীচে ইযার ঝুলায়, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

অহংকার করে টাখনার নীচে কাপড় পড়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৯৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত পরিধেয় কাপড় টাখনার নীচে ঝুলাবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টি করবেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

কাপড় মাটি দিয়ে হেঁচড়িয়ে চলা উচিত নয়

হাদীস : ৪০০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি অহংকারবশত তার ইযার হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হল। ফলে সে কিয়ামত পর্যন্ত যমীনের ভিতরে তলিয়ে যেতে থাকবে। -(বোখারী)

টাখনার নীচে কাপড় পরা হারাম

হাদীস : ৪০০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, টাখনার নীচে ইযারের যে অংশ থাকবে, তা জাহান্নামে। অর্থাৎ শরীরের ঐ অংশ দোযখে যাবে। অথবা ঐ সামান্য অংশের জন্য গোটা দেহই আগুন জ্বলবে। -(বোখারী)

রাসূল (স) হিবারা কাপড় পছন্দ করতেন

হাদীস : ৪০০২ ॥ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) হিবারা কাপড় পরিধান করতে অধিক পছন্দ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) রোম দেশীয় আটশাট জুব্বা পড়তেন

হাদীস : ৪০০৩ ॥ হযরত মুগরী ইবনে শোবা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) রোম দেশীয় আঁট সাট আস্তিনবিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) দুটি কাপড় ব্যবহার করতেন

হাদীস : ৪০০৪ ॥ হযরত আবু বুরদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা) একখানা তালিযুক্ত চাদর ও একখানা মোটা কাপড়ের ইযার আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন, রাসূল (স) এ দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) চামড়ার তৈরি বিছানায় শয়ন করতেন

হাদীস : ৪০০৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যে বিছানায় শয়ন করতেন, তা ছিল চামড়ার তৈরি। আর ভিতরে ভর্তি ছিল খেজুর গাছের আঁশ।

রাসূল (স) খেজুরের আশের বালিশ ব্যবহার করতেন

হাদীস : ৪০০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যে গিদ্দা বা বালিশে হেলান দিতেন, তা ছিল চামড়ার এবং ভিতরে ছিল আঁশ। -(বোখারী ও মুসলিম)

চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা যায়

হাদীস : ৪০০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমরা গ্রীষ্মের দুপুরে আমাদের ঘরে বসে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আবু বকরকে বলে উঠল, ঐ যে রাসূল (স) চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে এ দিকে আগমন করছেন। -(বোখারী)

লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রাখা হারাম

হাদীস : ৪০০৮ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) কোন ব্যক্তিকে তার বাম হাতে খেতে, একখানা জুতা পরে চলাফেরা করতে ইশতেমালে ছাম্মা অবস্থায় চাদর পরিধান করতে এবং লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রেখে একই কাপড়ে ইহতেবা করতে নিষেধ করেছেন। –(মুসলিম)

পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র হারাম

হাদীস : ৪০০৯ ॥ হযরত ওমর, আনাস, ইবনে যুবায়র ও আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরতে পারবে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করলে আখেরাতে পাবে না

হাদীস : ৪০১০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তিই দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করে থাকে, আখেরাতে যার ভাগে তা নেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

মিহি ও রেশমী কাপড় পড়া জায়েয নেই

হাদীস : ৪০১১ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) আমাদেরকে সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে এবং তাতে আহার করতে ও মিহি মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং তার উপরে বসতে নিষেধ করেছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-কে লাল রেশমী কাপড় হাদিয়া দেয়া হয়েছিল

হাদীস : ৪০১২ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল (স)-কে একখানা লাল বর্ণের রেশমী চাদর হাদিয়া দেয়া হল। তিনি তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম, তখন আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পেলাম। অতপর তিনি আমাকে বললেন, আমি ওটা তোমার নিকটে তোমার পরিধানের জন্য পাঠাই নি, বরং আমি সেটা তোমার কাছে এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যে, তুমি ওটাকে খণ্ড করে মহিলাদের জন্য উড়নি বানিয়ে তা তাদের দিয়ে দেবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪০১৩ ॥ হযরত ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে এ পরিমাণ জায়েয আছে, বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) মধ্যমা ও শাহাদত আঙ্গুলীদ্বয়কে একত্রে মিলিয়ে উপর দিকে উঠিয়ে ইশারা করলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) জুব্বার গলায় নকশা করা ছিল

হাদীস : ৪০১৪ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন তিনি সূচীকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের করলেন, যা রেশমী দিয়ে নকশী করা ছিল এবং তার গলা ও বুকের পট্টিগুলো রেশমী দ্বারা জড়ান ছিল। এবং তিনি বলেন, এটা ছিল রাসূল (স)-এর জুব্বা। এতে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর আমিই তা হস্তগত করেছি। রাসূল (স) সেটা পরিধান করতেন, এখন আমরা তাকে ধুয়ে উক্ত পানি দিয়ে রোগীদের রোগমুক্তি কামনা করি। –(মুসলিম)

দুজন সাহাবী রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি পেয়েছিলেন

হাদীস : ৪০১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হযরত যুবায়র ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে তাঁদের উভয়ের চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কমলা রংয়ের কাপড় ভালো নয়

হাদীস : ৪০১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার পরনে কমলা রংয়ের দুখানা কাপড় দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, মূলত এটা কাফেরদের পোশাক। কাজেই এটা পরিধান করবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি বললাম, আমি কি ওটাকে ধুয়ে ফেলব? তিনি বললেন, বরং এ দুটিকে পুড়িয়ে ফেল। –(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আহলে বায়তের মানাকিব অধ্যায় হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত ছিল হাদীস অচিরেই আমরা বর্ণনা করব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর কাছে প্রিয় ছিল কোর্তা

হাদীস : ৪০১৭ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে কোর্তাই ছিল সর্বাধিক প্রিয় লেবাস। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

জামার আস্তিন হাতের কব্জি পর্যন্ত হওয়া ভালো

হাদীস : ৪০১৮ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জামার আস্তিন হাতের কবজী পর্যন্ত ছিল। -(তিরমিযী ও আবু দাউ, তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

জামা ডান দিক হতে পরিধান করতে হয়

হাদীস : ৪০১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যখনই জামা পরতেন, তখন ডান দিক হতে শুরু করতেন। -(তিরমিযী)

মুমিনের ইযার পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকবে

হাদীস : ৪০২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মুমিনের ইযার পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকতে হবে, তবে তার নীচে টাখনা গিরার মধ্যবর্তী পর্যন্ত হওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু টাখনার নীচে যা যাবে তা দোযখে যাবে। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার বশত ইযার হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দৃষ্টি করবেন না।

-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ইযার মাটিতে হেঁচড়ায়ে চলা জায়েয নেই

হাদীস : ৪০২১ ॥ হযরত সালেম (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঝুলাল ইযার, জামা ও পাগড়ির মধ্যে প্রযোজ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকারবশত এর কোন একটিকে হেঁচড়িয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার দিকে তাকাবেন না। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

সাহাবিদের টুপি ছিল চ্যাপ্টা ধরনের

হাদীস : ৪০২২ ॥ হযরত আবু কাবশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল এর সাহাবীদের টুপী ছিল চ্যাপ্টা। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার)

ইযার এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে পরবে

হাদীস : ৪০২৩ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন রাসূল (স) ইযার সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ ব্যাপারে নারীর বিধান কি? তিনি বললেন, এক বিঘত পরিমাণ ঝোলাতে পারবে। তখন উম্মে সালামা বললেন, এমতাবস্থায় তার অঙ্গ পা খুলে যাবে। তিনি বললেন, তবে এক হাত, তার অধিক যেন না হয়। -(মালিক, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। আর তিরমিযী ও নাসাঈর এক বর্ণনাতে ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উম্মে সালামা বললেন, এমতাবস্থায় তাদের পা খুলে যাবে? রাসূল (স) বললেন, তবে তারা এক হাত পরিমাণ ঝুলাবে। এর অধিক যেন না হয়।

রাসূল (স)-এর পিঠে মোহরে নবুয়ত ছিল

হাদীস : ৪০২৪ ॥ হযরত মুয়াবিয়া কোররা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমি মোযাইনা গোত্রের একদল লোকের সাথে রাসূল (স)-এর খেদমতে এলাম। তারা রাসূল (স)-এর হাতে বায়আত করল। সে সময় রাসূল (স)-এর জামার বোতাম খোলা ছিল। তখন আমি আমার হাতখানা তাঁর জামার ভিতরে ঢোকালাম এবং মোহরে নবুয়তটি স্পর্শ করলাম। -(আবু দাউদ)

সাদা কাপড় পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ

হাদীস : ৪০২৫ ॥ হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা অতি পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয়। আর তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে কাপন পরাও।

-(আহমদ, তিরমিয়ী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

পাগড়ি বেঁধে কাঁধের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হয়

হাদীস : ৪০২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখনই পাগড়ি বাঁধতেন, তখন শামলা উভয় কাঁধের মধ্যে দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন।

-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব)

মাথায় পাগড়ি বাঁধা সুন্নতে রাসূল

হাদীস : ৪০২৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স) আমার মাথার পাগড়ি বেঁধে দিলেন এবং তার এক দিক আমার সামনে অপর দিকে আমার পেছনে ঝুলিয়ে দিলেন।

-(আবু দাউদ)

টুপির ওপর পাগড়ি বাঁধতে হয়

হাদীস : ৪০২৮ ॥ হযরত রোকানা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হল টুপির উপরে পাগড়ি বাঁধা। −(তিরমিযী ও নাসাঈ)

স্বর্ণ ও রেশম স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করতে পারে

হাদীস : ৪০২৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণ ও রেশমের ব্যবহার আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। −(তিরমিযী ও নাসাঈ)

রাসূল (স) নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করতেন

হাদীস : ৪০৩০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যখনই কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন তার নাম−পাগড়ি, জামা, চাদর ইত্যাদি উল্লেখ করে এ দোআ পড়তেন, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কামা কাসাওতানীহি, আসআলুকা খাইরাহু ওয়া খাইরা মা ছুনিআ লাহু, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহী ও শাররে মা ছুনিয়া লাহু। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমিই এ কাপড়খানি আমাকে পরিধান করিয়েছে। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ কামনা করছি, এবং যে উদ্দেশ্যে এর প্রস্তুত করা হয়েছে তারও কল্যাণ কামনা করছি এবং এর অনিষ্ট হতে পানাহ চাই এবং যে উদ্দেশ্যে ওটা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অনিষ্ট হতেও পানাহ চাই।

−(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

খানা খেয়ে আল্লাহর শোকর করতে হয়

হাদীস : ৪০৩১ ॥ হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার পর এ দোআ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানী হাযাতেতাআমা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়াল ক্যুআতিন পড়ে, তার অতীতে সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাকে এ খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ব্যতিরেকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন। −(তিরমিযী, আবু দাউদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি নূতন কাপড় পরিধান করে এ দোআ পড়ে, তার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।)

ধনীদের সান্নিধ্য হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ

হাদীস : ৪০৩২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আয়েশা! যদি তুমি আমার সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা রাখ, তবে দুনিয়ার সম্পদের এ পরিমাণই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে কর, যে পরিমাণ একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট হয় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহচর্য হতে বেঁচে থাক, আর তালি না লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড়কে পুরাতন ধারণা করো না। −(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা, এ হাদীসটি সালেহ ইবনে হাসসান ছাড়া অন্য কোন সূত্রে অবহিত হই নি। এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসমালীয় বুখারী বলেছেন, সালেহ ইবনে হাসসান মুনকারুল হাদীস।

সাদাসিধা জীবন যাপন ঈমানের অঙ্গ

হাদীস : ৪০৩৩ ॥ হযরত আবু উমামা আয়াস ইবনে সালাবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি শুনছ না? তোমরা কি শুনছ না? সাদাসিধা জীবনযাপন করাই ঈমানের অঙ্গ। −(আবু দাউদ)

দুনিয়ায় সুনামের পোশাক পড়া উচিত নয়

হাদীস : ৪০৩৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনামের পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন। −(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে তাদের দলভুক্ত

হাদীস : ৪০৩৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। −(আহমদ ও আবু দাউদ)

সৌন্দর্যের পোশাক পরিহার করা ভালো

হাদীস : ৪০৩৬ ॥ হযরত সুওয়াহিদ ইবনে ওহাব (র) রাসূল (স)-এর একজন সাহাবির পুত্রের সূত্রে তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্য্যের লেবাস পরিহার করে, অপর এক বর্ণনায় আছে, বিনয়বশত আল্লাহ তায়ালা তাকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে রাজকীয় মুকুট পরিধান করাবেন। −(আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী লেবাস সংক্রান্ত হাদীসটি অত্রসূত্রে হযরত মুআয ইবনে আনাস হতে বর্ণনা করেছেন।)

নিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পায়

হাদীস : ৪০৩৭ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআব তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এটা পছন্দ করেন যে, তিনি যে নেয়ামত বান্দাকে দান করেছেন, তার নিদর্শন যেন তার উপর প্রকাশ পায়। -(তিরমিযী)

কাপড় পরিষ্কার রাখতে হবে

হাদীস : ৪০৩৮ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে বেড়াতে এলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার চুলগুলো ছিল এলোমেলা এবং বিক্ষিপ্ত। তখন তিনি বললেন, এ লোকটি কি এমন কোন জিনিসই পায়নি যা দিয়ে সে নিজের মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে নিতে পারে? আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার পরনের ছিল ময়লা জামা। তার সম্পর্কে বললেন, এ লোকটি কি এমন কিছু পায় নি, যা দিয়ে সে নিজের কাপড় ধুয়ে নিতে পারে? -(আহমদ নাসাঈ)

অত্যধিক কৃপণতা করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪০৩৯ ॥ হযরত আবুল আহওয়াস (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর কাছে এলাম, সে সময় আমার পরনে ছিল মামুলী ধরনের কাপড়। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাল-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম হাঁ, আছে। এবার জিজ্ঞেস করলেন, কি মাল আছে? আমি বললাম, সব রকম মাল আছে-আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাকে মাল-সম্পদ দান করেছেন, কাজেই আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত ও তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত।-(আহমদ ও নাসাঈ। আর এটা শরহে সুন্নায় মাসাবীহর শব্দে বর্ণিত হয়েছে।)

লাল বর্ণ রাসূল (স) পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪০৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন এক ব্যক্তি লাল বর্ণের দু খানা কাপড় পরে যাবার কালে রাসূল (স)-কে সালাম করল, তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করেননি

হাদীস : ৪০৪১ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি অত্যধিক লাল বর্ণের গদির উপর সওয়ার হই না, হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান করি না এবং রেশমযুক্ত জামাও পরিধান করি না। তিনি আরও বলেন, জেনে রাখ! পুরুষদের আতর হল যাতে খোশবু আছে রং নেই, পক্ষান্তরে নারীদের আতর হল যাতে রং আছে, কিন্তু সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হয় না। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) দশটি কাজ নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪০৪২ ॥ হযরত আবু রায়হানা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) দশটি কাজ নিষেধ করেছেন। ১. দাঁতকে ধারালো করা। ২. শরীরে উলকি লাগানো। ৩. সৌন্দর্যের জন্য মুখের পশম ওঠান ৪. কাপড়ের আবরণ ছাড়া দুজন পুরুষের একই চাদরের নীচে শয়ন করা। ৫. কাপড়ের আবরণ ছাড়া দুজন মহিলার একই চাদরে শয়ন করা। ৬. আজমীদের ন্যায় জামার নীচে রেশম ব্যবহার করা। ৭. অথবা আজমীদের ন্যায় জামার কাঁধে রেশম ব্যবহার করা। ৮. ছিনতাই করা। ৯. চিতার চামড়ার গদির উপর সওয়ার হওয়া এবং ১০. শাসক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সীলযুক্ত আংটি ব্যবহার করা। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সোনার আংটি ব্যবহার করা নিষেধ

হাদীস : ৪০৪৩ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) আমাকে সোনার আংটি, রেশমের জামা পরিধান এবং গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। -তিরমিযী। আবু দাউ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, এবং তিনি বলেন, আমাকে উরজুয়ানী (অত্যধিক লাল বর্ণের) গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

চিতা বাঘের চামড়া গদিতে থাকা নিষেধ

হাদীস : ৪০৪৪ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা রেশমী কাপড় এবং চিতা বাঘের গদির উপর সওয়ার হয়ো না। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

লাল বর্ণের জিন ব্যবহার করা নিষেধ

হাদীস : ৪০৪৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) লাল বর্ণের জিন বা গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। -(শরহে সুন্নাহ)

সবুজ বর্ণ রাসূল (স) পছন্দ করতেন

হাদীস : ৪০৪৬ ॥ হযরত আবু রিমসা তাইমী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর কাছে এলাম, তখন তিনি সবুজ বর্ণের দুখানা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। সে সময় তাঁর চুলে বার্ধক্যের আলামত প্রকাশ পাচ্ছিল। তবে তাঁর বার্ধক্যের চিহ্ন লাল আভায়। -(তিরমিযী আর আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন বাবড়ি চুল বিশিষ্ট এবং তা ছিল মেহেদীতে রঞ্জিত।)

রাসূল (স) কাতারী কাপড় পড়ে নামায পড়তেন

হাদীস : ৪০৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, এক সময় রাসূল (স) অসুস্থ ছিলেন। তখন তিনি উসামার উপর ভর দিয়ে বের হয়ে এলেন। সে সময় তাঁর গায়ে একখানা কাতারী চাদর ছিল, যা তিনি উভয় কাঁধের জড়িয়ে পরেছিলেন এবং তিনি লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। -(শরহে সুন্নাহ)

রাসূল (স)-এর দু'খানা মোটা কাতারী কাপড়ও ছিল

হাদীস : ৪০৪৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর ব্যবহার দুখানা কাতারী মোটা কাপড় ছিল। যখন তিনি বসতেন, এবং ঘর্মাক্ত হতেন, তখন কাপড় দুখানা তাঁর উপরে ভারী হয়ে যেত। সিরিয়া হতে জনৈক ইহুদীর কিছু কাপড় এল। তখন আমি বললাম, যদি আপনি কাকেও তার কাছে পাঠিয়ে দুখানা কাপড় খরিদ করে নিতেন সচ্ছলতা সাপেক্ষে মূল্য পরিশোধের শর্তে, তবে কতই না ভালো হত। অতপর রাসূল (স) এক ব্যক্তি তার কাছে পাঠালেন। তখন সে বলল, আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার মালটি আত্মসাৎ করতে চাচ্ছ। তখন রাসূল (স) বললেন, সে ইহুদীটি মিথ্যা বলেছেন। সে নিশ্চতভাবে জানে যে, আমি তাদের সকলের চেয়ে অধিক খোদাভীরু ও পরহেযগার এবং আমানত পরিশোধকারী। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

রাসূল (স) গোলাপী রং পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪০৪৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, তখন আমার পরনে ছিল উছফুরে রঞ্জিত গোলাপী রংয়ের একখানা কাপড়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তাঁর এ প্রশ্ন হতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি ওটাকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং আমি তখনই চলে এলাম এবং কাপড়খানাকে জ্বালিয়ে ফেললাম। তখন রাসূল (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার কাপড়খানা কি করেছ? আমি বললাম, সেটাকে জ্বালিয়ে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কেন তা তোমার পরিবারস্থ কোন মহিলাকে পরিধান করালে না? কেননা, ওটা মহিলাদের ব্যবহারে কোন দোষ নেই। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) খচ্চরের পিঠে বসে ভাষণ দিলেন

হাদীস : ৪০৫০ ॥ হযরত হেলাল ইবনে আমের (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে মিনায় একটি খচ্চরের উপরে বসে খোতবা দান করতে দেখেছি। সে সময় তাঁর গায়ে ছিল লাল বর্ণের চাদর আর হযরত আলী (রা) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনাচ্ছিলেন। -(আবু দাউদ)

পশমের দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষেধ

হাদীস : ৪০৫১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স)-এর জন্য একখানা কালো বর্ণের চাদর তৈরি করা হল। তিনি সেটা পরিধান করলেন। যখন তিনি তাতে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন, এবং পশমের দুর্গন্ধ পেলেন, তখন সেটাকে খুলে ফেললেন। -(আবু দাউদ)

ঝালর বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা যায়

হাদীস : ৪০৫২ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে আসলাম, সে সময় তিনি একখানা চাদর দিয়ে এহতাব অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার ঝালর তাঁর পদদ্বয়ের উপর পড়েছিল। -(আবু দাউদ)

শরীর দেখা যায় এমন কাপড় পড়া নিষেধ

হাদীস : ৪০৫৩ ॥ হযরত দাহইয়া ইবনে খালীফা (রা) হতে বর্ণিত, এক সময় রাসূল (স)-এর কাছে কতকগুলো কিবতি মিসরীয় কাপড় আনা হল। তিনি তা হতে একখানা কিবতি কাপড় আমাদের প্রদান করে বললেন, এটাকে দু খণ্ড করে নাও। একখণ্ড কেটে জামা তৈরি কর এবং অপর খণ্ডটি উড়নি হিসেবে ব্যবহারের জন্য তোমার স্ত্রীকে প্রদান কর। যখন তিনি ফিরে যেতে লাগলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার স্ত্রীকে এ নির্দেশও দিবে যেন সে তার নীচে অন্য আরেকখানা কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীর দেখা না যায়। -(আবু দাউদ)

কাপড় দিয়ে এক প্যাঁচ দিলে চলে

হাদীস : ৪০৫৪ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) তাঁর কাছে এলেন। সে সময় তিনি ওড়না পরিহিতা অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন, কাপড় দিয়ে এক প্যাঁচই যথেষ্ট, দুই প্যাঁচ দেয়ার প্রয়োজন নেই। –(আবু দাউদ)

যঈফ – ৮৭৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইযার দু পায়ের নলা পর্যন্ত পরতে হয়

হাদীস : ৪০৫৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় আমার ইযার ঝুলান ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার ইযার উঠিয়ে নাও। তখনই আমি তা ওঠাতে লাগলাম। অতপর বললেন, আরো ওঠাও, সুতরাং আমি আরও ওঠালাম। এরপর হতে আমি সর্বদা তা উপরে বাঁধতে তৎপর থাকতাম। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, কতটুকু উপরে ওঠাতে হবে। তিনি বললেন, দু পায়ের অর্ধ নালা পর্যন্ত। –(মুসলিম)

হযরত আবু বকর (রা)-এর জন্য ক্ষমা করা হল

হাদীস : ৪০৫৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অসাবধানতাবশত অনেক সময় আমার ইযার টাখনার নীচে ঝুলে যায়, তখন রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, যারা অহংকারবশত কাপড় ঝোলায় আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। –(বোখারী)

ইযারের পিছন দিক উঠিয়ে পরতে হয়

হাদীস : ৪০৫৭ ॥ হযরত ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে এভাবে ইযার পরিধান করতে দেখেছি যে, তিনি তাঁর ইযারের সামনের অংশ পায়ের পাতার উপর ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং পেছনের অংশ উপরে উঠিয়ে রেখেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এভাবে ইযার পরেছেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এভাবে ইযার পরিধান করতে দেখেছি। –(আবু দাউদ)

পাগড়ি ফেরেশতাদের প্রতীক

হাদীস : ৪০৫৮ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা পাগড়ি বাঁধবে। কেননা, সেটা ফেরেশতাদের প্রতীক। আর এর পেছনে পিঠের উপর ছেড়ে দাও। –(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) যঈফ – ৮৮০

পাতলা কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪০৫৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন আমার ভগ্নী আসমা বিনতে আবু বকর (রা) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন। রাসূল (স) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আসমা! মহিলা যখন বালেগ হয়, তখন তার শরীরের কোন অঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত নয়, তবে শুধুমাত্র এটা এবং এটা এ বলে তিনি তাঁর মুখ এবং তাঁর দু হাতের হাতলির দিকে ইংগিত করলেন। –(আবু দাউদ)

নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করতে হয়

হাদীস : ৪০৬০ ॥ আবু মতর হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আলী (রা) তিন দিরহামের একখানা কাপড় খরিদ করলেন। যখন তিনি তা পরিধান করলেন, তখন দোআটি পড়লেন, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী রাযাকানীমিনার রিয়াশে মা আতাজাম্মালু বিহী ফিন্নাসি ওয়া উয়ারী বিহী আওরাতী। অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে পোশাক দান করেছেন, আমি এটা দিয়ে লোক সমাজে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করার প্রয়াস পাব এবং আমার সতর আবৃত করব। অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এরূপ বলতে শুনেছি। –(আহমদ) যঈফ – ৮৮১

রাসূল (স) নতুন কাপড় পরিধান করের দোআ করলেন

হাদীস : ৪০৬১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নতুন কাপড় পরিধান করলেন এবং দোআ পড়লেন। 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উয়ারী বিহী আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতী।' অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ঐ পোশাক পরিধান করিয়েছে, যা দিয়ে আমি সতর আবৃত করতে পারি এবং আমার সামাজিক জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি। অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে উক্ত দোআটি পাঠ করে এবং ব্যবহৃত পুরাতন কাপড়খানি সদকা করে দেয়, সে জীবনে এবং মরণে আল্লাহর পাহারাতে আল্লাহর হেফাযতে এবং আল্লাহর আচ্ছাদনে অবস্থান করে। –(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, উক্ত হাদীসটি গরীব।) যঈফ – ৮৮২

মহিলাদের মোটা কাপড় পরিধান করতে হয়

হাদীস : ৪০৬২ ॥ হযরত আলকামা ইবনে আবু আরকামা তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন হাফস বিনেত আবদুর রহমান একখানা খুব পাতরা ওড়না পরিহিত অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে একখানা মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন। -(মালিক)

মহিলাদের কাপড় ধার দেয়া যায়

হাদীস : ৪০৬৩ ॥ হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবন আয়মান (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি এক সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা সূতার একটি কামিজ পরিধান করে আছেন। তিনি বললেন, আমার এ দাসীটিকে একটুকু চোখ তুলে দেখ, বাইরের তো প্রশ্নই ওঠে না। বাড়িতেও সে এর ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। অথচ রাসূল (স)-এর যুগে আমার ঐ রকমই এটি কামিজ ছিল, মদীনার কোন মেয়েকেই যখন বিবাহ উপলক্ষে সাজানো হত, তখন লোক পাঠিয়ে আমার কাছে হতে তা আরিয়াত নিয়ে যেত। -(বোখারী)

রাসূল (স) রেশমী কাপড় খুলে ফেললেন

হাদীস : ৪০৬৪ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল (স) একটি রেশমী কাবা পরিধান করলেন, যা তাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছি। অতপর তিনি অতি সত্বর তা খুলে ফেললেন এবং হযরত ওমর (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এত জলদি ওটা খুলে ফেললেন। তিনি বললেন, এই মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে ওটা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। পরে হযরত ওমর (রা) কেঁদে কেঁদে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি একটি জিনিস অপছন্দ করলেন আর সেটা আমাকে প্রদান করলেন। সুতরাং আমার অবস্থা কি হবে? তখন তিনি বললেন, মূলত আমি ওটা তোমাকে পরিধান করার উদ্দেশ্যে দিই নি; বরং তা তোমাকে দিয়েছি যাতে তুমি ওটা বিক্রয় করে উপকৃত হও। হযরত ওমর (রা) দু হাজার দিরহামের বিনিময়ে সেটা বিক্রয় করলেন। -(মুসলিম)

রেশমের কাপড়ের ঝালর দেয়া যায়

হাদীস : ৪০৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) শুধু রেশমের তৈরি কাপড় পড়তে নিষেধ করেছেন, তবে রেশমের ঝালর অথবা কাপড়ে তানা হিসেবে ব্যবহারে কোন দোষ নেই। -(আবু দাউদ)

রেশমী কাপড় দিয়ে বর্ডার দেয়া যায়

হাদীস : ৪০৬৬ ॥ আবু রাজা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) রেশমী বর্ডারের কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের সামনে এলেন এবং বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে কোন নিয়ামত দান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন যে, যেন তাঁর দেয়া সে নিয়ামতের নিদর্শন তাঁর বান্দাহর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। -(আহমদ)

অপব্যয় ও অহংকার করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪০৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মনে যা চায় তা খাও এবং যা ইচ্ছা হয় পরিধান কর, যে পর্যন্ত না তুমি দুটির মধ্যে পতিত হও। অপব্যয় ও অহংকার। অর্থাৎ খাওয়া ও পরার ব্যাপার প্রত্যেকের পৃথক স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু অপচয় কিংবা অপব্যয় আর অহংকার ও অহমিকা ও দু জিনিস হতে বেঁচে থাকবে। -(বোখারী, বোখারী অত্র হাদীসটি তাঁর কিতাবের শিরোনামে বর্ণনা করেছেন।)

অপব্যয় ও অহংকার বিষয়ে কড়া হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে

হাদীস : ৪০৬৮ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব (রা) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা খাও, পান কর, দান-সদকা কর এবং পরিধান কর যে পর্যন্ত না অপব্যয় ও অহংকারে পতিত হও। -(আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) সাদা কাপড় পরিধান করতে বলতেন

হাদীস : ৪০৬৯ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল (স) বলেছেন, যা পরিধান করে তোমরা কবরে এবং মসজিদে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল সাদা কাপড়। -(ইবনে মাজাহ)

Rvj - 883

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আংটির ব্যবহারের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রূপার আংটি ব্যবহার

হাদীস : ৪০৭০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) স্বর্ণের আংটি তৈরি করালেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে ডান হাতে ব্যবহার করলেন। অতপর তাকে খুলে ফেলে দিলেন এবং পরে রূপার আংটি তৈরি করালেন। তাতে অঙ্কিত ছিল (~~আ=পৃ: ৮৩০~~) মুহাম্মদুর রাসূল এবং বলেছেন, কেউ যেন তার আংটি আমার আংটির নকশার অনুরূপ অঙ্কিত না করে। রাসূল (স) যখন তা পড়তেন, তা নকশা হাতলীর ভিতরের দিকে রাখতেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আংটিতে আকিক পাথর ছিল

হাদীস : ৪০৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) স্বীয় ডান হাতে রূপার আংটি পরিধান করেছেন। তার মধ্যে হাবশী তথা আকীক পাথরের নাগীনা সংযোজিত ছিল। আর তিনি উক্ত নাগীনাটি হাতলীর ভিতরের দিকেই রাখতেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করতেন

হাদীস : ৪০৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আংটি এ আঙ্গুলে পরিধান করতেন, এ বলে তিনি বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলীর দিকে ইংগিত করলেন। −(মুসলিম)

মাধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পড়তে হয়

হাদীস : ৪০৭৩ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাকে মধ্যমাও তর্জনী এ আঙ্গুলীদ্বয়ে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ এ দু আঙ্গুলে ব্যবহার না করা উত্তম। −(মুসলিম)

কোরআনের কোন অংশ রুকুর মধ্যে পাঠ করা নিষেধ

হাদীস : ৪০৭৪ ॥ হযরত আলী (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) রেশম ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে ও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে এবং কোরআনের কোন অংশ রুকুর মধ্যে পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। −(মুসলিম)

রাসূল (স) স্বর্ণের আংটি ফেলে দিলেন

হাদীস : ৪০৭৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেলেন। তখনই তিনি তার হাত হতে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ কি এটা চায় যে, জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে নিজ হাতে রাখবে? অতপর রাসূল (স) চলে গেলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি তোমার আংটিটি তুলে নাও এবং তা হতে উপকৃত হও। তখন সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা কখনো তুলে নেবে না যা স্বয়ং রাসূল (স) ফেলে দিয়েছেন। −(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আংটি ছিল সিলমোহর

হাদীস : ৪০৭৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, যখন রাসূল (স) পারস্যের রাজা কিসরা এবং সম্রাট কায়েসার এবং নাজাশীর কাছে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে বলা হল যে, তারা এমন লিপি গ্রহণ করে না যা মোহর বা সীলযুক্ত নয়। অতপর রাসূল (স) একটি আংটি তৈরি করালেন, তার গোল চাক্তিটি ছিল রূপার। তাতে অঙ্কিত ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! −(মুসলিম, আর বুখারীর বর্ণনায় আছে, আংটির লিখা তিন লাইনে ছিল। মুহাম্মদ এক লাইন, রাসূল এক লাইন এবং আল্লাহ এক লাইন।)

রাসূল (স)-এর আংটি নাম অংকিত ছিল

হাদীস : ৪০৭৭ ॥ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স)-এর একটি রূপার আংটি ছিল এবং তার নাগীনা ছিল রূপার। −(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডান হাতে আংটি ব্যবহার করবে

হাদীস : ৪০৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ডান হাতে আংটি ব্যবহার করতেন। −(ইবনে মাজাহ, আর হাদীস আবু দাউদ ও নাসাঈ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।)

রাসূল (স) কোন সময় বাম হাতে আংটি পরতেন

হাদীস : ৪০৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন. রাসূল (স) বাম হাতে আংটি পরতেন। –(আবু দাউদ) kvh ev hBd - 884

স্বর্ণ ও রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম

হাদীস : ৪০৮০ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল (স) ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন, এ বস্তু দুটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। –(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম

হাদীস : ৪০৮১ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) চিতা বাঘের চামড়ার তৈরি গদিতে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি পুরুষদেরকে স্বর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তবে কর্তিত মিহিন অংশ বিশেষ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সীসার আংটিতে মূর্তির গন্ধ পাওয়া যায়

হাদীস : ৪০৮২ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) কাসার তৈরি আংটি পরিহিত এক ব্যক্তিতে বললেন, কি ব্যাপার। আমি যে তোমার কাছে হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি? তখন সে আংটটি খুলে ফেলে দিল। অতপর সে লোহার তৈরি একটি আংটি পরিধান করে এল। এবার তিনি বললেন কি ব্যাপার! আমি যে তোমাকে দোযখীদের অলংকার পরিহিত অবস্থায় দেখছি। এবারও সে আংটটি খুলে ফেলে দিল। অতপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আমি কিসের আংটি তৈরি করব? তিনি বললেন, রূপা দিয়ে। কিন্তু তাতে পরিমাণ যেন এক মিসকাল হতে কম হয়। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। ইমাম মুহিউসসুন্নাহ বলেন, হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) কর্তৃক নারীদের মহর সংক্রান্ত অধ্যায় একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে বলেছেন, স্ত্রীর মহর আদায়ের জন্য কোন জিনিস খোঁজ করে দেখ। যদি কিছুই না পাও, অন্তত লোহার একটি আংটি হলেও নিয়ে আস। হাদিস – ৮৮৫

রাসূল (স) দশটি অভ্যাস পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪০৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (রা) দশটি অভ্যাসকে অপছন্দ করতেন। ১. সুগন্ধি (জাফরান ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুতকৃত) হলুদ রং ২. সাদা চুল উঠিয়ে অথবা কালো খেজাব লাগিয়ে বার্ধক্য পরিবর্তন করা। ৩. ইযার ঝুলিয়ে পরা। ৪. স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা। ৫. পরপুরুষের সামনে নিজের সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করা। ৬. গুটি খেলা করা। ৭. সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে মন্তর করা। ৮. জাহেলী পন্থায় শয়তানের নাম সম্বলিত তাবিজ গলায় বাঁধা। ৯. অপাত্রে বীর্য প্রবাহিত করা এবং ১০. শিশু সন্তানের অনিষ্ট করা (অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাতে সে পুনরায় গর্ভধারণ করে। ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুটির খাদ্য দুধ কমে যায়)। অবশ্য রাসূল (স) একে হারাম বলেন নি। –(আবু দাউদ নোসাঈ) hBd - 886

বাজনাদার অলংকার পরিধান করা উচিত নয়

হাদীস : ৪০৮৪ ॥ হযরত ইবনে যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তাদের আযাদকৃত এক দাসী যুবায়রের একটি কন্যাকে নিয়ে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে গেল। সে সময় মেয়েটির পায়ে বাঁধা ছিল ঝুমঝুমি। তখন হযরত ওমর (রা) ঝুমঝুমিটি কেটে ফেললেন এবং বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বাজনার সাথে শয়তান থাকে। –(আবু দাউদ) hBd - 887

যে ঘরে বাদ্যযন্ত্র থাকে সে ঘরে ফেরেশতা থাকে না

হাদীস : ৪০৮৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে হায়্যান আনসারীর আযাদকৃত দাসী বুনানাহ হতে বর্ণিত, একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে একটি ছোট মেয়ে আনা হল, তার পরনে ছিল ঝুমঝুমি এবং তা বাজছিল। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তার ঝুমঝুমিটি না কেটে ফেলা পর্যন্ত তুমি তাকে ঢুকিয়ো না। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে বাদ্য থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। –(আবু দাউদ)

একজনের নাক স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করার নির্দেশ দিলেন

হাদীস : ৪০৮৬ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে তারাফা হতে বর্ণিত, কিলাবের যুদ্ধে তাঁর দাদা আরফাজা ইবনে আসআদের নাক কাটা গিয়েছিল। তিনি রূপার দিয়ে একটি নাক তৈরি করেছিলেন। ফলে তাতে দুর্গন্ধ দেখা দিল। অতপর রাসূল (স) তাঁকে স্বর্ণের নাক তৈরি করতে নির্দেশ করলেন। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

স্বর্ণ বস্তু আগুনের সমতুল্য

হাদীস : ৪০৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন প্রিয়জনকে আগুনের কড়া পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে স্বর্ণের কড়া পরায়। এবং যে ব্যক্তি তার কোন প্রিয়জনকে আগুনের হার পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে স্বর্ণের হার পরায়। আর যে ব্যক্তি তার কোন প্রিয়জনকে আগুনের বালা পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে সোনার বালা পরায়। তবে তোমরা চান্দি ব্যবহার করতে পার, এতে বাঁধা নেই। –(আবু দাউদ)

স্বর্ণের বস্তু পরিধান করলে কিয়ামতে আগুনে পোড়ানো হবে

হাদীস : ৪০৮৮ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) হতে বর্ণিত, রার্সল (স) বলেছেন, যে নারী গলায় সোনার হার পরিধান করল, কিয়ামতের দিন তার গলায় অনুরূপ আগুনের হার পরিধান করানো হবে। আর যে নারী স্বীয় কানের মধ্যে সোনার বালি পরিধান করে, কিয়ামতের দিন তার কানে সেটার অনুরূপ আগুনের বালি পরানো হবে।

যঈফ — ৮৮৮

–(আবু দাউদও নাসাঈ)

রূপার তৈরি অলংকার ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪০৮৯ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা)-এর ভগ্নী হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) বলেছেন, হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয়, যে তোমরা কেবলমাত্র রূপা দিয়ে অলংকার তৈরি করবে? সাবধান! তোমাদের যে কোন মহিলা সোনার অলংকার প্রস্তুত করবে এবং তা বেগানা পুরুষের মধ্যে প্রকাশ করে বেড়াবে, তার জন্য তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ — ৮৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুনিয়ায় রেশমী পরিধান করলে আখেরাতে পাবে না

হাদীস : ৪০৯০ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) অলংকার ও রেশমী কাপড় ব্যবহারকারীদেরকে এ বলে নিষেধ করতেন যে, যদি তোমরা বেহেশতের অলংকার ও তার রেশম পরিধান করাকে পছন্দ কর, তবে এগুলো দুনিয়াতে পরিধান করো না। –(নাসাঈ)

রাসূল (স) আংটি ফেললেন

হাদীস : ৪০৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসুল (স) একটি আংটি প্রস্তুত করালেন, এবং সেটা পরলেন। পরে বললেন, এ আংটটি আজ আমাকে তোমাদের হতে গাফেল করে রেখেছে। ফলে আমি কখনো আংটির দিকে তাকাই আবার কখনো তোমাদের দিকে তাকাই। অতপর তিনি আংটিটি খুলে ফেললেন।

–(নাসাঈ)

স্বর্ণের বস্তু সবার জন্য হারাম

হাদীস : ৪০৯২ ॥ হযরত মালিক (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শিশু ছেলেদের স্বর্ণের কোন কিছু পরিধান করানো আমি নাজায়েয মনে করি। কেননা, আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূল (স) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমি এটা বয়স্ক পুরুষ এবং বালক উভয়ের জন্য নাজায়েয মনে করি। (মুআত্তা মালিক)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পাদুকা সম্পর্কীয় বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর জুদায় পশম ছিল না

হাদীস : ৪০৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে এমন পাদুকা পরিধান করতে দেখেছি যাতে পশম ছিল না। –(বোখারী)

দু ফিতা বিশিষ্ট জুতা রাসুল (স) পরিধান করতেন

হাদীস : ৪০৯৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) স্যাণ্ডেলে দুটি ফিতা ছিল। –(বোখারী)

জুতা ব্যবহার করা বাহনের সমতুল্য

হাদীস : ৪০৯৫ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কোন এক যুদ্ধের বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা জুতা বেশি বেশি ব্যবহার কর। কেননা, যে মানুষ জুতা ব্যবহার করে, সে যেন বাহনের উপরেই রয়েছে। –(মুসলিম)

জুতা ডান পা দিয়ে পরতে হয়

হাদীস : ৪০৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে, সে যেন ডান পা হতে শুরু করে, আর যখন খুলবে, তখন যেন বাম পা হতে শুরু করে। যাতে জুতা পরার সময় যেন ডান পা প্রথমে হয় আর খোলার সময় তা হয় শেষে। –(বোখারী ও মুসলিম)

উভয় পায়ে জুতা রাখতে হয়

হাদীস : ৪০৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না চলে। হয়ত উভয় পা খালি রাখবে নতুবা উভয় পায়ে জুতা পরবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

এক পায়ে জুতা পরিধান উচিত নয়

হাদীস : ৪০৯৮ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কারও জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, সে যেন একখানা জুতা পরে না চলে, যতক্ষণ না অপর জুতাখানার ফিতা ঠিক করে নেয়, এবং সে একখানা মোজা পরে যেন না চলে। আর সে যেন তার বাম হাতে না খায় এবং একখানা কাপড় দিয়ে এহতেবা অবস্থায় না বসে এবং কাপড়ে যেন গোটা শরীরকে জড়িয়ে না রাখে। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর স্যাণ্ডেলের ফিতা কিরূপ ছিল

হাদীস : ৪০৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুর (স)-এর স্যাণ্ডেলে দুই ফিতা ছিল এবং প্রত্যেকটি ফিতা ছিল দুই ফিতাবিশিষ্ট। –(তিরমিযী)

দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করা উচিত নয়

হাদীস : ৪১০০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। –(আবু দাউদ)

আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

কখনো একখানা জুতা পরিধান করা যায়

হাদীস : ৪১০১ ॥ হযরত ইবনে মুহাম্মদ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) কখনও কখনও একখানা জুতা পরিধান করে চলেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা) নিজেই একখানা জুতা পরিহিত অবস্থায় চলেছেন। –(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত, আর এটাই অধিক সহীহ।

বসার সময় জুতা খুলে পাশে রাখবে

হাদীস : ৪১০২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কেউ যখন বসে, তখন সুন্নত হল তার জুতা খুলে বসবে এবং নিজের এক পাশে তা রেখে দেবে। –(আবু দাউদ) যঈফ – ৮৯০

রাসূল (স)-এর মোজা ছিল সাদা

হাদীস : ৪১০৩ ॥ হযরত ইবনে বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, নাজ্জাশী রাসূল (স)-এর খেদমতে কালো দুখানা সাদাসিধা মোজা হাদিয়া দিয়েছিলেন। রাসূল (স) তা পরিধান করেছেন। –(ইবনে মাজাহ)

আর ইমাম তিরমিযী ইবনে বুরায়দা হতে তিনি তাঁর পিতা হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অতপর তিনি অযু করেন এবং ঐ মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

চুল আঁচড়ানো

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঋতুবতী অবস্থায় অন্যান্য কাজ করতে পারে

হাদীস : ৪১০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসিক ঋতু অবস্থায় রাসূল (স)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

পাঁচটি জিনিস ফিতরাত

হাদীস : ৪১০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাঁচটি জিনিসই ফিতরাত। ১. খতনা করা, ২. নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা, ৩. গোপ কাটা, ৪. নখ কাটা, ৫. বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা। –(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক কাজ মুশরিকদের বিপরীত করা উচিত

হাদীস : ৪১০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মুশরিক কাফেরদের বিপরীত কর। অর্থাৎ দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ খাট করো। অপর এক বর্ণনায় আছে, গোঁফ ছাট এবং দাড়ি লম্বা কর। –(বোখারী ও মুসলিম)

নাভির নীচের পশম চল্লিশ দিনের আগেই ফেলতে হয়

হাদীস : ৪১০৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে গোঁফ ছাটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা আর নাভির নীচের লোম মুড়ানোর ব্যাপারে যেন আমরা চল্লিশ দিনের অধিক চাড়িয়ে না রাখি। –(মুসলিম)

দাড়ি চুলে খেযাব লাগানো জায়েয আছে

হাদীস : ৪১০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ইহুদী এবং নাসারাগণ দাড়ি চুলে খেযাব লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কর। –(বোখারী ও মুসলিম)

চুলে কালো রং ব্যবহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৪১০৯ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর পিতা আবু কোহাফাকে রাসূল (স)-এর সামনে উপস্থিত করা হল। সে সময় তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি সুগামার (কাশফুলের) মত একেবারে সাদা ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন কিছু দিয়ে তার চুল ও দাড়ির শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং ব্যবহার করো না। –(মুসলিম)

রাসুল (স) পিছনের দিকে চুল ছেঁটে রাখতেন

হাদীস : ৪১১০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সমস্ত ব্যাপারে কোন নির্দেশ বা ওহী নাযিল হয়নি, সে সব বিষয়ে রাসুল (স) আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করাকে পছন্দ করতেন। তৎকালে আহলে কিতাবগণ তাদের মাথার চুলকে সোজা ছেড়ে রাখত। আর মুশরিকরা সিঁথি কেটে চুলগুলো দু ভাগ করে রাখত। রাসুল (স) এমনিই সোজাসুজি পেছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখতেন। অবশ্য পরে তিনি সিঁথি কেটেছেন।
–(বোখারী ও মুসলিম)

মাথার চুল সমানভাবে রাখতে হবে

হাদীস : ৪১১১ ॥ নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কাযা হতে নিষেধ করতে শুনেছি। নাফেকে জিজ্ঞেস করা হল, কাযা কি? তিনি বলরেন, বালকদের মাথার চুল কতক মুড়িয়ে ফেলা এবং চুল রেখে দেয়া। –(বোখারী ও মুসালিম)

চুলের কিছু অংশ মুড়ানো ভালো নয়

হাদীস : ৪১১২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) এমন একটি ছেলেকে দেখতে পেলেন, যার মাথার চুলের কিছু অংশ মুড়ানো হয়েছে আর কিছু অংশ রেখে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, পুরা মাথা মুড়িয়ে ফেল অথবা পুরা মাথায় চুল রেখে দাও। –(মুসলিম)

নারীদের উচিত নয় পুরুষের বেশ ধারণ কর

হাদীস : ৪১১৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স) নারী সাদৃশ্যতা গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষ সাদৃশ্যতা গ্রহণকারী নারীদের উপর অভিসপ্তাত করেছেন, এবং বলেছেন তাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দাও। –(বোখারী)

কোন পুরুষের উচিত নয় নারীর বেশ ধারণ করা

হাদীস : ৪১১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর লানত সে পুরুষদের উপর যারা নারী সদৃশ্যতা ধারণ করে এবং সে সকল নারীদের উপর যারা পুরুষ সদৃশ্যতা ধারণ করে। –(বোখারী)

মাথায় কৃত্রিম চুল লাগানো জায়েয নেই

হাদীস : ৪১১৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সে নারীর উপর আল্লাহর লানত যে অন্য নারীর মাথার কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে কিংবা নিজ মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করায় এবং যে অন্যের গাত্রে উল্কি করে অথবা নিজের গাত্রে উল্কি করায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

শরীরে উল্কি মারা উচিত নয়

হাদীস : ৪১১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা লানত করেন, এমন সব নারীর উপর যারা অপরের অঙ্গে উল্কি মারে এবং নিজের অঙ্গেও করায়। যারা চুল উপড়িয়ে ফেলে যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু এবং তার ফাঁক বড় করে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়। এ সময় জনৈক মহিলা ইবনে মাসউদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি এমন এমন নারীদের লানত করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কেন তাদের উপর লানত করব না, যাদের উপর রাসূল (স) লানত করেছেন? আর যা আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে। মহিলাটি বলল, আমি তো সারা কোরআন পড়েছি, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও তো ওটা পেলাম না, যা আপনি বলছেন। তখন ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, যদি তুমি কোরআন পড়তে তাহলে তুমি অবশ্যই তা পেতে। আচ্ছা, তুমি কি এটা পড় নি? ما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا

অর্থ, রাসূল (স) তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা আঁকড়িয়ে ধর, আর যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। এটা শুনে মহিলাটি বলল, হ্যাঁ এটা তো পড়েছি। তখন ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূল এ সমস্ত কাজ হতেও নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের বদ নজর লাগতে পারে

হাদীস : ৪১১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বদ নজর লাগা সত্য এবং তিনি অঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী)

চুল পরিপাটি করে রাখতে হয়

হাদীস : ৪১১৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে চুল পরিপাটি করা অবস্থায় দেখেছি। -(বোখারী)

জাফরান রং ব্যবহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৪১১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পুরুষদেরকে জাফরানী রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

খোশবু ব্যবহার করা ভালো

হাদীস : ৪১২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বোত্তম খোশবু যা আমি পেতাম তা আমি রাসূল (স)-এর গায়ে লাগাতাম। এমন কি আমি তাঁর মাথায় ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পেতাম।
-(বোখারী ও মুসলিম)

ঘরে ধুনি ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪১২১ ॥ নাফে (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন হযরত ইবনে ওমর (রা) ঘরের মধ্যে ধুনি ব্যবহার করতেন তখন খোশবুদার কাঠের অবিমিশ্র ধুনি জ্বালাতেন আর কখনো তার সাথে কর্পূর ঢেলে দিতেন এবং বলতেন, রাসূল (স) এভাবে ধুনি ব্যবহার করতেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোঁফ ছাঁটা যায়

হাদীস : ৪১২২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) নিজের গোঁফ কাটতেন অথবা বলেছেন, তা ছাঁটতেন। আল্লাহর বন্ধু হযরত ইব্রাহিম (আ)ও এরূপ করতেন। -(তিরমিযী)

গোঁফ ছাঁটার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে

হাদীস : ৪১২৩ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের গোঁফ ছাঁটে না, সে আমাদের নয়। -(আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

রাসূল (স) দাড়ি ছাঁটতেন

হাদীস : ৪১২৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) তাঁর দাড়ি প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য হতে ছেঁটে নিতেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

খালুকা দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪১২৫ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে মুররাহ (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) তার শরীরে অথবা কাপড়ের উপর খালুকা জাফরান দিয়ে তৈরি সুগন্ধি দেখতে পেলেন। তখন বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, ওটা ধুয়ে ফেল, আবারো ধুয়ে ফেল আবারো ধুয়ে ফেল। অতপর আর কখনও ওটা ব্যবহার করো না।

পৃষ্ঠা — ৮৭৬ –(তিরমিযী ও নাসাঈ)

খালুক রং শরীরে লাগালে নামায হবে না

হাদীস : ৪১২৬ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে গায়ে খালুক রংয়ের সামান্য পরিমাণও লেগে আছে, আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না। –(আবু দাউদ) পৃষ্ঠা-৮৭৪

কোনভাবে জাফরান রং ব্যবহার করা যাবে না

হাদীস : ৪১২৭ ॥ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি কোন এক সফর হতে নিজ পরিবারের মধ্যে ফিরে আসলাম। সফরকালে আমার উভয় হাত ফেটে গিয়েছিল। সুতরাং আমার পরিবারের লোকেরা সেখানে জাফরান মিশ্রিত খালুক লাগিয়ে দিয়েছিল। ভোর বেলা আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না এবং বললেন, যাও। তোমার হতে ওটা ধুয়ে ফেল।

–(আবু দাউদ)

মহিলাদের সুগন্ধি হবে উজ্জ্বল বর্ণের গন্ধ থাকবে না

হাদীস : ৪১২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পুরুষদের সুগন্ধি হল, যার গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় আর রং না ভাসে। আর মহিলাদের সুগন্ধি হল, যার রং উজ্জ্বল এবং গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় না।

–(তিরমিযী ও নাসাঈ)

মাথায় তেল ব্যবহার করা সুন্নতে রাসূল

হাদীস : ৪১২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মাথায় খুব বেশি তৈল ব্যবহার করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। আর প্রায়শ মাথার একখানা কাপড় রাখতেন। দেখতে তা প্রায় তেলীদের কাপড়ের ন্যায় মনে হত। –(শরহে সুন্নাহ) পৃষ্ঠা — ৮৭৫

রাসূল (স)-এর মাথায় জুলফি ছিল

হাদীস : ৪১৩০ ॥ হযরত উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম আমাদের কাছে এলেন, এ সময় তার মাথায় চুলের চারটি জুলফি ছিল। –(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মাথার চুলে সিঁথি কাটতে হল

হাদীস : ৪১৩১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন রাসূল (স)-এর মাথায় সিঁথি কাটতাম, তখন আমি তাঁর মাথার মধ্যস্থল হতে সিঁথি কাটতাম এবং মাথার সামনের চুল উভয় চোখের মাঝামাঝি স্থান বরাবর হতে ছেঁটে দিতাম। –(আবু দাউদ)

প্রতিদিন মাথা আচড়ানো উচিত নয়

হাদীস : ৪১৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মাথা আচড়াতে নিষেধ করেছেন। তবে একদিন পর একদিন। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

অধ্যধিক বিলাসিতা ভালো নয়

হাদীস : ৪১৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জনৈক ফাযালা ইবনে উবায়দা (রা)-কে বলল, ব্যাপার কি? আমি আপনাকে এ রকম এলোমেলো চুলে দেখছি কেন? উত্তরে ফাযালা বললেন, রাসূল (স) আমাদেরকে অত্যধিক বিলাসী হতে নিষেধ করেছেন। ঐ লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা! কি ব্যাপার? আমি আপনার পায়ে জুতা দেখতেছি না কেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল (স) আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে চলতে আদেশ করতেন।–(আবু দাউদ)

চুলের যত্ন করতে হয়

হাদীস : ৪১৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির বাবরী চুল আছে, সে যেন তাকে সযত্নে রাখে। –(আবু দাউদ)

খেযাব বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে

হাদীস : ৪১৩৫ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বার্ধক্যকে পরিবর্তন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম বস্তু হল মেহেদী ও কতম। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কালো খেযাব ব্যবহার করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪১৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানার এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় এ কালো খেযাব ব্যবহার করবে, ফলে তারা বেহেশতের ঘ্রাণ পর্যন্তও পাবে না। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

চুল দাড়ি হলুদ রং করা যায়

হাদীস : ৪১৩৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) সিবতি চামড়ার তৈরি জুতা পরিধান করতেন এবং ওয়ারস্ ঘাস ও জাফরান দিয়ে নিজের দাড়িকে হলুদ রঙ্গে রঞ্জিত করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা)ও অনুরূপ করতেন। –(নাসাঈ)

মেহেদীর খেযাব খুবই ভালো

হাদীস : ৪১৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) কাছে দিয়ে এমন এক ব্যক্তি অতিক্রম করল, যে মেহেদীর দিয়ে খেযাব লাগিয়েছিল, তাকে দেখে রাসূল (স) বললেন, এটা কতই না চমৎকার। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল সে মেহেদী ও কতম ঘাস উভয়টি দিয়ে খেযাব করেছিল। রাসূল (স) তাকে দেখে বললেন, একটা ওটার চাইতেও উত্তম। অতএব আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল, যে হলুদ রং দিয়ে খেযাব লাগিয়েছিল। রাসূল (স) তাকে দেখে বললেন, এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম। –(আবু দাউদ)

খেযাব লাগানোর অনুমতি আছে যঈফ – ৮৭৬

হাদীস : ৪১৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে দাও এবং ইহুদিদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না।

–(তিরমিযী আর নাসাঈ ইবনে ওমর ও যুবায়র হতে বর্ণনা করেছেন।)

সাদা চুল ওঠানো উচিত নয়

হাদীস : ৪১৪০ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সাদা চুলগুলো উপড়িয়ে ফেল না। কেননা, এটা মুসলমানদের জন্য নূর। বস্তুত ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির একটি পশম সাদা হবে, তার উসিলায় আল্লাহ তায়ালা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন এবং তার একটি মর্যাদা উন্নত করবেন। –(আবু দাউদ)

ইসলামে থেকে বার্ধক্যে পৌঁছা উত্তম

হাদীস : ৪১৪১ ॥ হযরত কাব ইবনে মুররাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ দহয়েছে, তার এ বার্ধক্য কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে। –(তিরমিযী ও নাসাঈ)

রাসূল (স) ঘাড় পর্যন্ত চুল লম্বা করতেন

হাদীস : ৪১৪২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং রাসূল (স) একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তখন রাসূল (স)-এর মাথার চুল জুম্মার উপরে এবং ওয়াফরার নীচে ছিল। –(তিরমিযী)

চুল লম্বা রাখা জায়েয় নেই

হাদীস : ৪১৪৩ ॥ রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে ইবনে হানযালিয়া নামী একজন হতে বর্ণিত, তিনি বল্লেন, রাসূল (স) বলেছেন, খোরায়ম আসাদী লোকটি ভালো, তবে যদি তার মাথার চুল খুব লম্বা না হত এবং পরনের লুঙ্গি না ঝোলাত। পরে খোরায়মের কাছে রাসূল (স)-এর এ কথাগুলো পৌঁছলে তিনি ছুরি নিয়ে চুল দু কানের লতি পর্যন্ত কেটে ফেললেন এবং লুঙ্গিকে অর্ধ গোঁড়ালী পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন। –(আবু দাউদ) যঈফ – ৮৭৭

মাথার এক দিকে চুল লম্বা রাখা ঠিক নয়

হাদীস : ৪১৪৪ ॥ [illegible] আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাথার সামনের ভাগে একগুচ্ছ লম্বা চুল ছিল। আমার আম্মা আমাকে বললেন, আমি সেটা কাটব না। কেননা, রাসূল (স) সেটা ধরে সোজা করতেন।

যঈফ – ৮৭৮ –(আবু দাউদ)

সন্তানদের মাথার চুল মুড়ানো যায়

হাদীস : ৪১৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণিত, হযরত জাফর (রা)-এর শাহাদতের খবর পৌঁছার পর রাসূল (স) জাফরের সন্তানদেরকে শোক প্রকাশের জন্য তিন দিন সময় দিলেন। অতপর তিনি তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, আজকের পর হতে তোমরা আর আমার ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করো না। তারপর তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের সন্তানগুলোকে আমার কাছে ডেকে আন। সুতরাং আমাদেরকে আনা হল। যেন আমরা কতকগুলো পাখীর ছানা। অতপর বললেন, নাপিত ডেকে আন। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, অতপর সে আমাদের মাথা মুড়িয়ে দিল। —(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

মেয়েদের খতনা করতে হয়

হাদীস : ৪১৪৬ ॥ হযরত উম্মে আতিয়্যা আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, জনৈক নারী মদীনায় খতনা করাত। রাসূল (স) তাকে বললেন, খতনা স্থানের মাংস খুব বেশি কেট না। কেননা, সেটা নারীর জন্য অত্যধিক তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর কাছে খুবই প্রিয়। —(আবু দাউদ এবং আবু দাউদ বলেছেন, হাদীসটি যয়ীফ। এর বর্ণনাকারী অপরিচিত।)

হযরত আয়েশা (রা) মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করেন নি

হাদীস : ৪১৪৭ ॥ কারীমা বিনতে হুমাম (র) হতে বর্ণিত, একদিন জনৈকা মহিলা মেহেদী দিয়ে খেযাব লাগানো সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, সেটা ব্যবহারে কোন দোষ নেই, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এর ব্যবহারকে পছন্দ করি না। কেননা, আমার প্রিয় রাসূল (স) ওটার গন্ধ পছন্দ করতেন না।

যঈফ – ৮৯৯ —(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

মহিলাদের হাতে মেহেদী দিতে হয়

হাদীস : ৪১৪৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন হিন্দা বিনতে উতবা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে বায়আত করিয়ে নিন। তখন তিনি বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বায়আত করাব না, যতক্ষণ না তুমি তোমার হাতলীদ্বয় পরিবর্তন করে নেবে। কেননা, তোমার হাতে তালুদ্বয়কে দেখতে যেন হিংস্র জন্তুর থাবার ন্যায় দেখাচ্ছে। —(আবু দাউদ) যঈফ – ৯০০

মহিলাদের হাতে মেহেদী দিতে হয়

হাদীস : ৪১৪৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক মহিলা হাতে চিঠি নিয়ে পর্দার আড়াল হতে হাত বের করে রাসূল (স)-এর দিকে ইশারা করল। রাসুল (স) নিজের হাতখানা গুটিয়ে ফেললেন এবং বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না এটা কি কোন পুরুষের হাত না কোন নারীর হাত? তখন মহিলাটি বলল, বরং এটা মহিলার হাত। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি নারী হতে তাহলে অবশ্যই তুমি মেহেদী দিয়ে তোমার হাতের নখগুলো পরিবর্তন করে নিতে। —(আবু দাউদ)

চোখের ভ্রুর চুল উপড়ানো জায়েয নেই

হাদীস : ৪১৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে নারীর উপর লানত যে, অন্যের মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে এবং যে নিজের মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায় এবং যে অন্য নারীর ভ্রুর চুল উপড়ায় অথবা নিজের ভ্রুর চুল উপড়ায়। আর যে নারী কোন ব্যাধি ছাড়া অপরের অঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে অথবা নিজের অঙ্গেও করায়। —(আবু দাউদ)

পুরুষ নারীর পোষাক পরিধান করবে না

হাদীস : ৪১৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) এমন পুরুষের উপর লানত করেছেন যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং এমন নারী যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। —(আবু দাউদ)

মহিলাগণ পুরুষের মত জুতা পরিধান করবে না

হাদীস : ৪১৫২ ॥ হযরত আবু মুলায়কা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আয়েশা (রা)-কে বলা হল, এক মহিলা পুরুষের জুতা পরিধান করে। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূল (স) এমন সব মহিলাদের উপর লানত করেছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে। —(আবু দাউদ)

রাসূল (স) সফর হতে ফিরে ফাতেমা (রা)-এর সাথে দেখা করতেন

হাদীস : ৪১৫৩ ॥ হযরত সওবান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স)-এর সাধারণ নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি কোন সফরে বের হতেন, তখন ঘরের সকলের কাছে হতে বিদায় হয়ে সর্বশেষ বিদায় নিতেন হযরত ফাতেমা (রা) হতে। আর যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করতেন ফাতেমা (রা)-এর সাথে। যথারীতি একবার

তিনি এক অভিযান হতে আগমন করলেন এবং ফাতেমার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, একখানা চট অথবা পর্দা তার ঘরের দরজায় ঝুলান রয়েছে। আর হাসান ও হুসাইন তাঁদের উভয়ের হাতে পরিহিত রয়েছে রূপার দু'খানা বালা। এটা দেখে রাসূল (স) ঘরের দরজা পর্যন্ত এলেন বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন না। ফলে হযরত ফাতেমা (রা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এগুলো দেকার কারণে রাসূল (স) গৃহে প্রবেশ করেন নি। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা) পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেললেন। বালকদ্বয়ের হাত হতে বালা দুটি নিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন। ভাঙ্গা বালা দুটি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (স)-এর কাছে চলে গেল। তখন রাসূল (স) বালা দুটি তাদের হাত হতে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে সাওবান! এ অলংকার দুটি নিয়ে যাও এবং অমুক পরিবারস্থ লোকেদের দিয়ে এস। আর এরা হল আমার পরিজন। তারা পার্থিব জীবনে সুখ সম্ভার ভোগ করবে, আমি তা পছন্দ করি না। হে সাওবান! যাও, ফাতেমার জন্য আছরের একখানা হার এবং হাতীর দাঁতের তৈরী দু খানা বালা খরিদ করে আন। -(আহমদ ও আবু দাউদ) যঈফ-৯০১

চোখে সুরমা লাগাতে হয়

হাদীস : ৪১৫৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আছে রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ইসমিদ সুরমা লাগাও। কেননা, সেটা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং পলকের চুল অধিক জন্মায়। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একটি সুরমাদানী ছিল, তিনি প্রত্যেক রাতে তা হতে প্রত্যেক রাতে চোখে তিনবার সুরমা শলাকা লাগাতেন। -(তিরমিযী)

ফেরেশতাগণ সিঙ্গা লাগাতে বললেন

হাদীস : ৪১৫৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) রাতে শোয়ার পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিন তিন শলাকা ইসমিদ সুরমা লাগাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিন আরো বলেছেন, যে সমস্ত জিনিস দিয়ে তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লাদুদ, ছাউত, শিংগা লাগানো এবং জোলাপ নেয়া। যে সকল সুরমা তোমরা ব্যবহার কর তার মধ্যে ইসমিদ হল সর্বোত্তম। তাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি সতেজ হয় এবং চোখের পলকের চুল অধিক জন্মায়। আর শিংগা লাগানোর জন্য উত্তম দিন হল চাঁদের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখ। আর রাসূল (স)-এর যখন মিরাজ হয়েছিল, তখন তিনি ফেরেশতাদের যে কোন দলের কাছে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তারা প্রত্যেকই বলেছিলেন যে, আপনি অবশ্যই শিংগা লাগাবেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব)

মহিলাদের গোসলখানায় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ যঈফ-৯০২

হাদীস : ৪১৫৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) পুরুষদের এবং মহিলাদেরকে হাম্মামখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য পরে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে ইযারসমেত প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন। -(তিরমিযী ও আবূদ দাউদ) যঈফ-৯০৩

মহিলাগণ নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কাপড় খুলবে না

হাদীস : ৪১৫৭ ॥ হযরত মালীহা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হেমস অধিবাসিনী কয়েকজন মহিলা হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথা হতে এসেছ? তারা বলল, সিরিয়া হতে। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, সম্ভবত তোমরা এ এলাকার অধিবাসিনী, যেখানের মহিলারা হাম্মামখানায় প্রবেশ করে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে নারী তার স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার কাপড় খোলে, সে যেন তার ও তার প্রভুর মধ্যে পর্দা ছিঁড়ে ফেলল। অপর এক বর্ণনায় আছে, নিজ ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কাপড় খুললে সে যেন তার ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মধ্যে পর্দা নষ্ট করে দিল। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

গোসল খানায় উলঙ্গ হয়ে যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪১৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই আজমী দেশ তোমাদের দখলে আসবে, এবং সেখানে তোমরা এমন কিছু ঘর পাবে, যাকে হাম্মাম বলা হয়। সে সমস্ত হাম্মামে তোমাদের পুরুষেরা যেন ইযার পরিহিত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ না করে, আর মহিলাদের তা হতে বিরত রাখতে। তবে রুগ্ন এবং হায়েয নেফাস হতে পবিত্রতা অর্জকারী মহিলাদের বাঁধা দেবে না। -(আবু দাউদ) hBd - 904

ইযার ছাড়া হাম্মাম খানায় প্রবেশ নিষেধ

হাদীস : ৪১৫৯ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ঈমান রাখে, সে যেন ইযার ছাড়া হাম্মাখানায় প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার স্ত্রীকে হাম্মামে প্রবেশ না করায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন এমন খাবার মজলিসে না বসে. যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কখনো মাথায় খেযাব লাগান নি

হাদীস : ৪১৬০ ॥ হযরত সাবিত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা)-কে রাসূল (স)-এর খেযাব লাগানো সম্পার্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, যদি আমি তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো গুণে দেখতে চাইতাম, তবে অনায়াসে গুনতে পারতাম। তিনি বলেন, সুতরাং তিনি খেযাব লাগান নি। অপর এক বর্ণনায় এ কথাটি বর্ধিত আছে, যে হযরত আবু বকর (রা) মেহদী ও কতম ঘাস মিশ্রিত খেযাব লাগিয়েছেন। আর হযরত ওমর (রা) নিরেট মেহেদীর খেযাব লাগিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হলুদ রং ব্যবহার করা উত্তম

হাদীস : ৪১৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নিজের দাঁড়িকে হলুদ রং দিয়ে হলদে করতেন, এমন কি তাতে তাঁর কাপড় হলদে হয়ে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি হলুদ রং ব্যবহার করেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এটা ব্যবহার করতে দেখেছি। বস্তুত তাঁর কাছে এ রংয়ের চেয়ে অন্য কোন রং অধিক প্রিয় ছিল না। তিনি তাঁর সমস্ত কাপড় এমন কি পাগড়ী এ রঙ্গে রঞ্জিত করতেন। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

রাসূল (স) চুলে মেহেদীর খেযাব দিতেন

হাদীস : ৪১৬২ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদের সামনে রাসূল (স)-এর কয়েকটি চুল বের করে আনলেন যা মেহেদী দিয়ে খেযাব করা ছিল। -(বোখারী)

রাসুল (স) হিযড়াদের পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪১৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর কাছে এক হিজড়াকে আনা হল, সে তার হাতে এবং পায়ে মেহেদী লাগিয়ে রেখেছিল। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এর এ অবস্থা কেন? সাহাবিরা বললেন, সে নারীদের বেশ ধারণ করেছে। তখন তিনি তাকে শহর হতে বের করার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাকে শহরের বাইরে 'নাকী' নামক স্থানে নির্বাসিত করা হল। অতপর রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তাকে কতল করে দিব? তিনি বললেন, নামাযী ব্যক্তিদেরকে কতল করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। -(আবু দাউদ)

ছোট ছেয়ে-মেয়েদের স্নেহ করতে হয়

হাদীস : ৪১৬৪ ॥ হযরত ওয়ালিদ ইবনে ওকবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন মক্কাবাসীরা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাঁর খেদমতে আনতে শুরু করল আর তিনিও তাদের জন্য বরকতের দোআ করতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। ওয়ালীদ বলেন, আমাকেও তাঁর খেদমতে আনা হল, সে সময় আমার গায়ে খালুক সুগন্ধি মাখা ছিল। সে খালুক সুগন্ধির কারণে তিনি আমাকে স্পর্শ করেন নি। -(আবু দাউদ) gbKvi-905

চুল পরিপাটি করে রাখতে হয়

হাদীস : ৪১৬৫ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল (স)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চুল ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং আমি কি সেটাকে আঁচড়িয়ে রাখতে পারি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, এবং ওটাকে সযত্নে রাখ। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (স) হ্যাঁ এবং ওটাকে যত্ন কর বলার কারণে আবু কাতাদাহ দৈনিক দুবার তাতে তৈল মালিশ করতেন। -(মালিক) যঈফ — ৯০৬

পুরুষের চুলে বেণী বাঁধা উচিত নয়

হাদীস : ৪১৬৬ ॥ হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাসসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন আমার ভগ্নী মুগীরা বর্ণনা করেছেন যে, তুমি তখন ছোট বাচ্চা ছিলে। তোমার চুলের বেণী অথবা দুটি গুচ্ছ ছিল। তখন হযরত আনাস (রা) তোমার মাথার উপরে হাত ফিরিয়ে তোমার জন্য বরকতের দোআ করলেন এবং বললেন, এর এ বেণী দুটি কেটে ফেল অথবা বলেছেন, মুড়িয়ে ফেল। কেননা, এটা ইহুদীদের আচরণ। -(আবু দাউদ) যঈফ — ৯০৭

মহিলাদের মাথার চুল কাটা যাবে না

হাদীস : ৪১৬৭ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) স্ত্রীলোকের মাথা মুড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। -(নাসাঈ) যঈফ — ৯০৮

পাকা চুল মর্যাদার প্রতীক

হাদীস : ৪১৬৮ ॥ হযরত ইবনে সাঈদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর বন্ধু হযরত ইব্রাহিম খলীল (আ)-ই প্রথম মানুষ যিনি মেহমানের আতিথেয়তা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি খতনা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোঁফ কেটেছেন। আর তিনিই প্রথম মানুষ যিনি চুল সাদা হতে দেখেছেন। তখন তিনি বলে উঠলেন, হে প্রভু এটা কি? মহান কল্যাণময় আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইব্রাহিম! এটা মর্যাদার প্রতীক। তখন ইব্রাহিম (আ) প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু! আমার মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করে দাও। –(মালিক)

এলোমেলো চুল শয়তানের লক্ষণ

হাদীস : ৪১৬৯ ॥ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) মসজিদে ছিলেন। এ সময় দাড়ি চুলে এলোমেলো এক ব্যক্তি আসল, তখন রাসূল (স) হাত দিয়ে তাদের প্রতি ইশারা করলেন যেন তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সে যেন তার চুল দাড়ি ঠিক করে আসে। লোকটি তাই করল। অতপর রাসূল (স)-এর খেদমতে ফিরে আসল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেউ শয়তানের মত এলোমেলো চুলে আসতে, তা অপেক্ষা এখন যে অবস্থায় আছ এটা কি উত্তম নয়?–(মালিক)

নিজের আঙিনাকে পরিষ্কার রাখতে হয়

হাদীস : ৪১৭০ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, তাই পরিচ্ছন্নতাকেই পছন্দ করেন। তিনি দয়ালু, তাই দয়া করাকে ভালোবাসেন। তিনি দাতা, তাই দানশীলতাকে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। রাবী বলেন, সম্ভবত ইবনে মুসাইয়াব বলেছেন, তোমাদের আঙিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ, ইহুদীদের মত রেখো না। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে মুসাইয়াবের বর্ণিত এ কথাগুলো আমি হযরত মুহাজির ইবনে মিসমারের কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, অবিকল এ কথাগুলো আমাকে হযরত আমের ইবনে সাদ তাঁর পিতার মাধ্যমে রাসুল (স) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি নিঃসন্দেহে বলেছেন, তোমরা নিজেদের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। –(তিরমিযী)

হাদীস - ৭০৭

ষড়বিংশ অধ্যায়

জীব-জন্তুর ছবি সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

জিব্রাইল (আ) কুকুরের কারণে ফেরত গেলেন

হাদীস : ৪১৭১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত মায়মুনা (রা) হতে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল (স) চিন্তিত অবস্থায় ভোর করলেন এবং বললেন, জিবরাইল (আ) এ রাতে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নি। আল্লাহর কসম! তিনি তো কখনো আমার সাথে কথা দিয়ে খেলাফ করেন নি। অতপর তাঁর মনে পড়ল ঐ কুকুর ছানাটির কথা, যা তাঁর তাবুর নীচে ছিল। তখন তিনি তাকে সেখান হতে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে বের করে দেয়া হল। অতপর কুকুরটি যে জায়গায় বসা ছিল, তিনি সে জায়গায় কিছু পানি নিজ হাতে ছিটিয়ে দিলেন। পরে যখন বিকেল হল, হযরত জিব্রাইল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, গত রাতে আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে। পরে দিন সকালে রাসূল (স) সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন, এমন কি ছোট ছোট বাগানের কুকুরগুলোকেও মারার হুকুম দিলেন। তবে বড় বড় বাগানের কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেন। –(মুসলিম)

কুকুর থাকলে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না

হাদীস : ৪১৭২ ॥ হযরত আবু তালহা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে কুকুর রয়েছে এবং সে ঘরেও না, যে ঘরে আছে প্রাণীর ছবি। –(বোখারী ও মুসলিম)

কোন ঘরে প্রাণীর ছবি রাখা ঠিক নয়

হাদীস : ৪১৭৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) নিজ গৃহে প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন জিনিসই রাখতেন না; বরং তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতেন। −(বোখারী)

ছবিওয়ালা ঘরে রাসূল (স) প্রবেশ করলেন না

হাদীস : ৪১৭৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একবার তিনি একটি গদি খরিদ করলেন। তাতে প্রাণীর অনেকগুলো ছবি ছিল। যখন রাসুল (স) তা দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় ঘৃণার ভাব দেখতে পেলাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। বলুন তো আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রাসূল (স) বললেন, এ সমস্ত ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এবং তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দান কর, অতপর বললেন, ফেরেশতাগণ কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে।

−(বোখারী ও মুসলিম)

ঘরে ছবিযুক্ত পর্দা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪১৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একবার তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলেন। তাতে ছিল প্রাণীর প্রতিকৃতি। তখন রাসূল (স) পর্দাটি ছিড়ে ফেললেন। অতপর হযরত আয়েশা (রা) সে কাপড়ের খণ্ড দিয়ে দুটি বালিশ বানিয়ে নিলেন এবং তা ঘরের মধ্যেই ছিল। রাসূল (স) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন।−(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) নিজের ঘরের পর্দা ছিড়ে ফেললেন

হাদীস : ৪১৭৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল (স) কোন এক যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। আর আমি একখানা কাপড় নিয়ে পর্দাস্বরূপ ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। যখন তিনি সফর শেষে ঘরে ফিরে এলেন এবং পর্দাটি দেখলেন, তখন তিনি তাকে টেনে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। অতপর বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ আদেশ করেন নি যে, আমরা ইট এবং পাথরকেও যেন কাপড়-চোপড় পরিধান করাই।

−(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪১৭৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে এমন সব লোকেরা যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা করে। −(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করে কিছু বানানো জায়েয নেই।

হাদীস : ৪১৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমার সৃষ্টির মত করে যে ব্যক্তি সৃষ্টি করতে যায়, তার চাইতে বড় যালিম আর কে আছে? সুতরাং তারা একটি পিঁপড়া বা শস্যদানা কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখি? −(বোখারী ও মুসলিম)

ছবি প্রস্তুতকারীর শাস্তি হবে বেশি

হাদীস : ৪১৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ;(রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ছবি প্রস্তুতকারীদের। −(বোখারী ও মুসলিম)

প্রাণী ছাড়া ছবি অংকন করা যায়

হাদীস : ৪১৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। সে যতগুলো ছবি তৈরি করেছে সেগুলোর মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি তোমাকে একান্তই ছবি তৈরি করতে হয়, তাহলে গাছ-গাছড়া এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরি কর, যার মধ্যে প্রাণ নেই। −(বোখারী ও মুসলিম)

মিথ্যা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪১৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্নের কথা বলবে, যা সে দেখেনি, তাকে দুটি যবের বীজ গিট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে কিছুতেই গিট লাগাতে পারবে না। আলোচনা কান পেতে শুনবে অথচ তারা এ ব্যক্তির শোনাটা পছন্দ করে না অথবা তারা এ ব্যক্তি হতে দূরে থাকতে চায়, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিতে সীসা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে লোক কোন প্রাণীর ছবি তৈরি করবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং ঐগুলোতে প্রাণ দান করার জন্য বাধা করা হবে, অথচ সে কিছুতেই প্রাণ ফুঁকিতে পারবে না। −(বোখারী)

দাবা খেলা হারাম

হাদীস : ৪১৮২ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দাবা খেলল, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্ত-মাংস দিয়ে রঞ্জিত করল। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘরে ছবি থাকার কারণে জিবরাঈল প্রবেশ করেননি

হাদীস : ৪১৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বললেন, আমি গত রাতে আপনার কাছে এলাম, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে আমাকে যে জিনিসে বিরত রেখেছিল তা হল দরজার ছবিগুলো। এবং ঘরের দরজায় একখানা পর্দা ঝোলানো ছিল, তাতে ছিল অনেকগুলো প্রাণীর ছবি। আর ঘরের অভ্যন্তরে ছিল একটি কুকুর। সুতরাং ঐ সমস্ত প্রকিকৃতিগুলো মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যারা ঘরের দরজায় রয়েছে। তা কাটা হলে তখন সেটা গাছ-কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যারা ঘরের দরজায় রয়েছে। তা কাটা হলে তখন সেটা গাছ-গাছড়ার আকৃতি হয়ে যাবে এবং পর্দাটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, ওটাকে কেটে দুটি গদি তৈরি করে নেবে, যা বিছানা এবং পায়ের নীচে থাকবে। আর কুকুরটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, যেন তাকে ঘর হতে অবশ্যই বের করে দেয়া হয়। সুতরাং রাসূল (স) তাই করলেন। -(তিরমিমযী ও আবু দাউদ)

তিন শ্রেণীর লোককে জাহান্নামে নেয়া হবে

হাদীস : ৪১৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হতে এমন একটি ঘাড় বের হবে যার থাকবে দুটি চোখ যারা দেখবে এবং থাকবে দুটি কান যারা শুনবে এবং কথা বলার জন্য থাকবে বসনা। বলবে, আমাকে তিন শ্রেণীর লোকেরা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জাহান্নামে নেয়ার জন্য। ১. প্রত্যেক উদ্ধত যালিম ২. ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মাবুদ হিসেবে ডাকে এবং, ৩. ছবি অংকনকারীদের জন্য। -(তিরমিযী)

জুয়া খেলা হারাম

হাদীস : ৪১৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মদ্যপান করা, জুয়া খেলা এবং ঢোল বাজানো হারাম করেছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। কেউ কেউ বলেছেন, কুবা অর্থ তবলা। -(আবু দাউদ)

মদ, জুয়া ও কুবা হারাম

হাদীস : ৪১৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) মদ, জুয়া, কুবা ও গোবাইরা হতে নিষেধ করেছেন। গোবাইরা এক প্রকারের শরাব যা হাবশীরা বাজনা হতে প্রস্তুত করত। তা তাদের ভাষায় সুকুরকাহ। -(আবু দাউদ)

নারদ খেলা হারাম

হাদীস : ৪১৮৭ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নারদ খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানী করল। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

কবুতরের পেছনে দৌঁড়ান উচিত নয়

হাদীস : ৪১৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কবুতরের পেছনে দৌড়াচ্ছে, তখন তিনি বললেন, এক শয়তান আরেক শয়তানের পেছনে ছুটছে। -(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছবি তৈরি করলে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দেবেন

হাদীস : ৪১৮৯ ॥ হযরত ইবনে আবুল হাসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইবনে আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি, হস্তশিল্পই হল আমার পেশা। আমি এ সকল ছবি তৈরি করে থাকি। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমি তোমাকে তাই বর্ণনা করব, যা আমি রাসূল (স) হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন। যে পর্যন্ত না সে তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকবে, অথচ সে কস্মিনকালেও তাতে প্রাণ দিতে পারবে না। এ কথা শুনে লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়ল এবং তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! যদি তুমি এ পেশা ছাড়া অন্য কিছু করতে না চাও, তাহলে এ সকল গাছ-গাছড়া এবং সব জিনিসের ছবি নির্মাণ কর যার মধ্যে প্রাণ নেই। -(বোখারী)

কোনক্রমেই দাবা খেলা জায়েয নেই।

হাদীস : ৪১৯০ ॥ হযরত ইবনে শিহাব যুহরী অথবা হযরত আবু মূসা আশআরী (রা)-কে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল তিনি বললেন, এটা বাতিল কাজ। আর আল্লাহ তায়ালা বাতিল কাজ পছন্দ করেন না। উপরোক্ত হাদীস চারটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। যঈফ — ৭১৬

বিড়াল কুকুর হতে ভিন্ন প্রাণী

হাদীস : ৪১৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) প্রায়শ এক আনসারীর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। অথচ তাদের নিকটেই অন্য আরেকটি ঘর আছে, তাতে সে গৃহবাসীর মনঃকষ্ট হল। তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুকের ঘরে আসেন, অথচ আমাদের ঘরে আসেন না। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যেহেতু তোমাদের ঘরে কুকুর আছে। তখন তারা বলল, তাদের ঘরে তো বিড়াল রয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, বিড়াল তো একটি পশু মাত্র। –(দারা কুতনী) যঈফ — ৭১৪

কবরে ইবাদতগাহ বানানো জায়েয নেই

হাদীস : ৪১৯২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (স) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর স্ত্রীদের কেউ মারিয়া গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। হযরত উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা (রা) হিজরত করে হাবশা দেশে গিয়েছিলেন, তারা ঐ গির্জার সৌন্দর্য এবং তাতে যে সকল ছবি ছিল দার বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে রাসূল (স) মাথা উঠিয়ে বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যখন তাদের মধ্যে নেক বান্দাহ মারা যেত, তখন তারা ঐ ব্যক্তির কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত। অতপর সেখানে তারা এ সকল ছবি বানানত, বস্তুত তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। –(বোখারী ও মুসলিম)

যে লোক কোন নবীকে হত্যা করেছে সে বেশি শাস্তি পাবে

হাদীস : ৪১৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে সে ব্যক্তির, যে কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা কোন নবী যাকে হত্যা করেছে। অথবা যে ব্যক্তি তার পিতা বা মাতার মধ্যে কাকেও হত্যা করেছে। আর ছবি প্রস্তুতকারীদের এবং ঐ আলেম যে নিজের ইলম হতে উপকৃত হয় নি। যঈফ — ৭১০

দাবা খেলা এক প্রকারের জুয়া

হাদীস : ৪১৯৪ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, শতরঞ্জ (দাবা) খেলা হল আজমীদের জুয়া।

পাপী ব্যক্তি দাবা খেলায় লিপ্ত হয় যঈফ — ৭১৯

হাদীস : ৪১৯৫ ॥ হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রা) হতে বর্ণিত, হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেছেন, পাপী ব্যক্তিই দাবা থাকে। যঈফ — ৭১২

সপ্তবিংশ অধ্যায়

চিকিৎসা ও মন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সঠিক ঔষধে রোগ মুক্ত হয়ে যায়

হাদীস : ৪১৯৬ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সুতরাং সঠিক ঔষধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে রোগী রোগমুক্ত হয়ে যায়।

–(মুসলিম)

প্রতিটি রোগের ঔষধ আছে

হাদীস : ৪১৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ নাযিল করেন নি, যার ঔষধ পয়দা করেন নি। –(বোখারী)

তিন জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় আছে

হাদীস : ৪১৯৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন জিনিসের মধ্যে রোগ নিরাময় রয়েছে, শিংগা লাগানো বা মধু পান করা অথবা তপ্ত লোহ দিয়ে দাগ দেয়া। তবে আমি আমার উম্মতকে দাগ দেয়া হতে নিষেধ করেছি।-(বোখারী)

ক্ষতস্থানে দাগ দিলে আরোগ্য হয়

হাদীস : ৪১৯৯ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর শিরা রগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন রাসূল (স) তাকে দাগিয়েছেন। -(মুসলিম)

একবারে না সারলে দুবার দাগাতে হয়

হাদীস : ৪২০০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত সাদ ইবনে মুআয (রা)-এর শিরারগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন রাসূল (স) নিজ হাতে উক্ত স্থানটি তীরের ফলক দিয়ে দাগিয়েছেন, অতপর তাঁর হাত ফুলে গিয়েছিল, সুতরাং দ্বিতীয়বার তাঁকে দাগিয়েছেন। -(মুসলিম)

অসুস্থ লোকের রগ কেটে দাগ লাগান হয়

হাদীস : ৪২০১ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর কাছে একজন চিকিৎসক পাঠালেন, সে তাঁর একটি রগ কেটে পরে তা দাগালেন। -(মুসলিম)

কালজিরা খুব উপকারী ঔষধ

হাদীস : ৪২০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, কালজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত আছে। ইবনে শিহাব (র) বলেছেন, সাম অর্থ মৃত্যু। আর হাব্বাতুস সাওদা, অর্থ শাওনীয বা কালজিরা। -(বোখারী ও মুসলিম)

যে কোন রোগের জন্য মধু উত্তম ঔষধ

হাদীস : ৪২০৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেট ছুটেছে। তখন তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে মধু পান করাল। সে আবার এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, এতে তার দাস্ত আরো বেড়ে গেছে। এভাবে তিনি তাকে তিনবার বললেন, অতপর চতুর্থবার এসে একই অভিযোগ করল। এ বারও রাসূল (স) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে বলল, আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তার দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তাঁর কালামে যা বলেছেন, তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। অর্থাৎ পেটে এখনও দূষিত পদার্থ রয়েছে। অতপর তাতে মধু পান করাল এবং সে আরোগ্য লাভ করল। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোস্ত ব্যবহার করা উত্তম পন্থা

হাদীস : ৪২০৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যে সব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা কর, এর মধ্যে শিংগা লাগানো এবং কোস্ত বাহরী ব্যবহার করা সর্বোত্তম। -(বোখারী ও মুসলিম)

শিশুদের উযরা রোগের জন্য কোস্ত ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪২০৫ ॥ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উযরা রোগের জন্য তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবায়ে তাদেরকে কষ্ট দিও না; বরং তোমরা কোস্ত ব্যবহার কর।

-(বোখারী ও মুসলিম)

বাচ্চাদের রোগের জন্য উদে হিন্দী ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪২০৬ ॥ হযরত উম্মে কায়েস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেন তোমরা শিশু-সন্তানদের তালু দাবিয়ে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? অবশ্যই তোমরাও এ রোগের জন্য উদে হিন্দী ব্যবহার কর। কেননা, এতে সাত রকম রোগের নিরাময় নিহিত আছে। তার মধ্যে একটি হল পাঁজরের ব্যথা। বাচ্চাদের আল-জিব্বা ফোলার ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে মিশ্রিত করে ফোঁটা ফোঁটা নাকের ভিতর দেবে। আর পাঁজরের ব্যথা হলে মুখ দিয়ে খাওয়াতে হবে। -(বোখারী)

জ্বরের উৎপত্তি হয় জাহান্নামের তাপ হতে

হাদীস : ৪২০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) ও রাফে ইবনে খাদীজ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জ্বরের উৎপত্তি হয় জাহান্নামের তাপ হতে সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

অসুখের জন্য ঝাড় ফুঁক করা যায়

হাদীস : ৪২০৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কারো উপর বদ-নজর লাগলে, কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং পাঁচরে খুজলি উঠলে রাসূল (স) ঝাড়-ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন। -(মুসলিম)

বদ নজর লাগলে ঝাড় ফুঁকের নির্দেশ আছে

হাদীস : ৪২০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কারো উপর বদ নজর লাগলে রাসূল (স) ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

বদ নজর লাগলে চেহারা পরিবর্তন হয়

হাদীস : ৪২১০ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন, তার চেহারায় বদ নজরের চিহ্ন ছিল। অর্থাৎ চেহারাটি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। তখন তিনি বললেন, এর জন্য ঝাড়ফুঁক কর, কেননা তার উপর নজর লেগেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সাপ বিচ্ছুর দংশনে ঝাড় ফুঁক করা যায়

হাদীস : ৪২১১ ॥ হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মন্তর তথা ঝাড়ফুঁক করা হতে নিষেধ করেছেন। আমর ইবনে হাযমের বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কাছে এমন একটি মন্তর আছে, যা দিয়ে আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড় ফুঁক করে থাকি। অথচ আপনি মন্তর পড়া নিষেধ করেছেন। অতপর তারা মন্তরটি রাসূল (স)-কে পড়ে শুনাল। তখন তিনি বললেন, আমি তো এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। অতএব তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে। -(মুসলিম)

মন্তর দিয়ে ঝাড় ফুঁক করা যায়

হাদীস : ৪২১২ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমরা মন্তর পড়ে ঝাড় ফুক করতাম। সুতরাং আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সমস্ত মন্তর সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন, আচ্ছা তোমাদের মন্তরগুলো আমাকে পড়ে শোনাও। মন্তর দিয়ে ঝাক ফুঁক করতে কোন আপত্তি নেই, যদি তার মধ্যে শেরেকী কিছু না থাকে। -(মুসলিম)

মানুষের নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য

হাদীস : ৪২১৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য। যদি কোন জিনিস তাকদীর পরিবর্তন করতে পারত, তবে বদ-নজরই তা করতে পারত। আর যদি তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া পানি চাওয়া হয়, তবে অবশ্যই ধুয়ে দেবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বৈধ

হাদীস : ৪২১৪ ॥ হযরত উসামা ইবনে শারীক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ঔষধপত্র ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! চিকিৎসা কর। কেননা, বার্ধক্য রোগ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার ঔষধ সৃষ্টি করেন নি। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

রোগীদের পানাহারের জন্য জোর-জবরদস্তি করা উচিত নয়

হাদীস : ৪২১৫ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে পানাহারের জন্য জবরদস্তি করো না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে খাওয়ান এবং পান করান। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

অগ্নি বাতের ঔষধ হল গরম লোহার ছেদ দেবে

হাদীস : ৪২১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত আসআদ ইবনে যোরারার গায়ে অগ্নি বাতের কারণে তপ্ত লোহা দিয়ে দাগিয়েছেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

পাঁজরের ব্যথার জন্য কোস্ত ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪২১৭ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) আমাদেরকে পাঁজরের ব্যথার চিকিৎসার কোস্ত বাহারী ও যয়তুনের তের ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। -(তিরমিযী)

পাঁজরের ব্যথার জন্য জয়তুনের তেল ব্যবহার করতে হয়

হাদীস : ৪২১৮ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পাঁজরের ব্যথার রোগের চিকিৎসায় যায়তুন তেল এবং অরস ঘাস ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। -(তিরমিযী)

সানা খুব উত্তম ঔষধ

হাদীস : ৪২১৯ ॥ হযরত আসমা বিনতে উমাস (রা) হতে বর্ণিত, আসে যে, রাসূল (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জোলাবের জন্য কি জিনিস ব্যবহার কর? আসমা বললেন, শোবরম ব্যবহার করি। রাসূল (স) বললেন, ওটা তা অত্যধিক গরম ভীষণ গরম আসমা বলেন, পরে আমি সানা দিয়ে জোলাব দিই। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি মৃত্যু হতে রক্ষার কোন ঔষধ থাকে, তবে সানা-এর মধ্যেই থাকত। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদসিটি হাসান ও গরীব)

প্রত্যেক রোগের নির্ধারিত ঔষধ আছে

হাদীস : ৪২২০ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা রোগও নাযিল করেছেন এবং ঔষধও। আর প্রত্যেক রোগের ঔষধও নির্ধারিত করছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা কর, কিন্তু হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করবে না। -(আবু দাউদ)

হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না

হাদীস : ৪২২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হারাম ও নাপাক জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

পায়ের কষ্টের জন্য মেহেদী লাগাতে হয়

হাদীস : ৪২২২ ॥ হযরত রাসূল (স)-এর খাদেম সালমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ মাথা ব্যথার অভিযোগ নিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এলে তিনি তাকে শিংগা লাগাতে নির্দেশ দিতেন। আর কেউ পায়ের কষ্টের অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি সেখানে মেহেদী লাগানোর পরামর্শ দিতেন। -(আবু দাউদ)

জখম হলে মেহেদী লাগানোর বিধান আছে

হাদীস : ৪২২৩ ॥ রাসূল (স)-এর খাদেম হযরত সালমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর শরীরে যখনই কোন আঘাত লাগত অথবা জখম হত, তখন তিনি আমাকে উক্ত স্থানে মেহেদী লাগিয়ে দিতে বলতেন। -(তিরমিযী)

শিংগা লাগালে দূষিত রক্ত বের হয়ে যায়

হাদীস : ৪২২৪ ॥ হযরত আবু কাবশা আনমারী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) নিজের মাথায় এবং উভয় বাহুর মাঝখানে শিংগা লাগাতেন এবং তিনি আরও বলতেন, যে ব্যক্তি এসব স্থান হতে দূষিত রক্তগুলো বের করে দেয়, তবে তার জন্য অন্য কিছু দিয়ে কোন রোগের ঔষধ না করলেও কোন ক্ষতি হবে না। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

নিতম্ব ব্যথা হলে শিংগা লাগানো যায়

হাদীস : ৹২২৫ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল (স) নিতম্ব ব্যথা হওয়ায় তিনি সেখানে শিংগা লাগিয়েছেন। -(আবু দাউদ)

ফেরেশতারা রাসূল (স)-কে শিংগালাগাতে বলেছেন

হাদীস : ৪২২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) তাঁর মেরাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি ফেরেশতাদের যে কোন দলের কাছে দিয়ে অতিক্রমকালে তারা তাঁকে বলেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে শিংগা লাগাবার আদেশ করুন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব)

ব্যাঙ ঔষধে ব্যবহার করা যাবে না

হাদীস : ৪২২৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন এক চিকিৎসক রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ব্যাঙ ঔষধের মধ্যে ব্যবহার করার হুকুম কি? তখন তিনি তাকে ব্যাঙ মারতে নিষেধ করলেন। -(আবু দাউদ)

শিংগা লাগানো জায়েয আছে

হাদীস : ৪২২৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ঘাড়ের দু পাশে উভয় রগে এবং উভয় বাহুর মাঝখানে শিংগা লাগাতেন। -(আবু দাউদ, আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এ বাক্যগুলো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন এবং চাঁদের সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখেই শিংগা লাগাতেন।)

সতের উনিশ একুশ তারিখে শিংগা লাগানো যায়

হাদীস : ৪২২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) চাঁদের সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখে শিংগা লাগানো পছন্দ করতেন। -(শরহে সুন্নাহ)

সতের উনিশ একুশ তারিখে শিংগা লাগালে রোগ ভালো হয়

হাদীস : ৪২৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে শিংগা লাগাবে, সে সকল রোগ হতে নিরাময় থাকবে। -(আবু দাউদ)

মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো যাবে না

হাদীস : ৪২৩১ ॥ হযরত কাবশা বিনতে আবু বাকরাহ (রা) হতে বর্ণিত, তার পিতা নিজের পরিবারস্থ লোকদেরকে মঙ্গলবারে শিংগা লাগাতে নিষেধ করতেন এবং তিনি বলতেন, রাসূল (স) বলেছেন, মঙ্গলবার রক্ত চলাচলের দিন এবং সে দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যাতে রক্ত বন্ধ হয় না। -(আবু দাউদ) যঈফ-৭১৯

বুধবার শনিবার শিংগা লাগানো নিষেধ

হাদীস : ৪২৩২ ॥ তাবেয়ী ইমাম যুহরী (র) হতে মুরসাল আকারে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বুধ অথবা শনিবারে শিংগা লাগানোর কারণে শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, সে যেন নিজেকেই ধিক্কার দেয়। -(আহমদ ও আবু দাউদ এবং তিনি বলেন, হাদীসটি কেউ কেউ মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তা সঠিক নয়।)

শনিবারে শরীরে ঔষধ লাগানো উচিত নয় যঈফ-৭২০

হাদীস : ৪২৩৩ ॥ ইমাম যুহরী (র) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ শনিবারে কিংবা বুধবারে শিংগা লাগায় অথবা শরীরের কোন অঙ্গে ঔষধ মালিশ করায় এবং এর কারণে শ্বেত-কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে যেন সে নিজেকেই দোষারোপ করে। -(শরহে সুন্নাহ) যঈফ-৭২১

শেরেকী মন্তর দিয়ে ঝাড় ফুঁক নিষেধ

হাদীস : ৪২৩৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর স্ত্রী যয়নব হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আবদুল্লাহ আমার গলায় একখানা তাগা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? আমি বললাম, এটি একটি তাগা, আমার জন্য ওটাতে মন্তর পড়া হয়েছে। যয়নব বলেন, এটা শুনে তিনি তাগাটি ধরে ছিঁড়ে ফেললেন, অতপর বললেন, তোমরা আবদুল্লাহর পরিবারবর্গ! তোমরা শিরকের মুখাপেক্ষা নও। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ঝাড়ফুঁক তাবিজ ও জাদুটোনা শিরকী কাজ। তখন আমি বললাম, আপনি কেন এরূপ কথা বলছেন? একবার আমার চোখে ব্যথা হয়েছিল, যেন চোখটি বের হয়ে পড়বে। তখন আমি অমুক ইহুদীর কাছে যাওয়া আসা করতাম। যখন সে ইহুদী তাতে মন্তর পড়ল, তখন তার ব্যথা চলে গেল। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ বলল, এটা তো শয়তানের কাজ। সে নিজের হাতের দ্বারা তাতে আঘাত করছিল, আর যখন মন্তর পড়া হয়, তখন সে বিরত হয়ে যায়। বস্তুত তোমার পক্ষে এভাবে বলাই যথেষ্ট ছিল যেভাবে রাসূল (স) বলেছেন, অর্থ ঃ হে মানুষের রব! আপনি বিপদ দূর করে দিন এবং রোগ হতে নিরাময় দান করুন। আপনিই নিরাময়কারী। আপনার নিরাময় প্রদান ছাড়া আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এমন নিরাময় দান করুন, যেন কোন রোগই অবশিষ্ট না থাকে। -(আবু দাউদ)

নোশরা শয়তানের কাজ

হাদীস : ৪২৩৫ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে নোশরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, উত্তরে তিনি বললেন, ওটা তো শয়তানের কাজ। -(আবু দাউদ)

বিষ নাশক অমৃত পান করা উচিত নয়

হাদীস : ৪২৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমি যা নিয়ে এসেছি তা সম্পর্কে অবহেলা করছি বলে প্রমাণিত হবে যদি আমি বিষনাশক অমৃত পান করি বা তাবিজ ঝুলিয়ে অথবা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করি। -(আবু দাউদ) যঈফ-৭২২

ঝাড়ফুঁক করলে আল্লাহর ওপর ভরসা কমে যায়

হাদীস : ৪২৩৭ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি শরীর দাগায় অথবা ঝাড়ফুঁক করায়, সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হতে দূরে সরে পড়েছে। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তাবিজ ব্যবহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৪২৩৮ ॥ হযরত ঈসা ইবনে হামযা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইমের কাছে গেলাম। তাঁর শরীরে লাল ফোস্কা পড়ে আছে আমি বললাম, আপনি তাবিজ ব্যবহার করবেন না? উত্তরে

তিনি বললেন, এটা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এর কোন কিছু লটকায় তাকে সেটার প্রতি সোপর্দ করে দেয়া হয়। –(আবু দাউদ)

বদ-নযর ও বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে ঝাড় ফুঁক করা যায়

হাদীস : ৪২৩৯ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, বদ-নযর কিংবা কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের বেলায়ই ঝাড় ফুঁক রয়েছে। –(আহমদ তিরমিযী ও আবু দাউদ, আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত বুরায়দা (রা) হতে।)

বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে ঝাড় ফুঁক করা যায়

হাদীস : ৪২৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বদ-নযর লাগা, বিষাক্ত প্রাণীর দংশন করা এবং রক্ত ঝিরার জন্যই রয়েছে ঝাড়ফুঁক। –(আবু দাউদ)

ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয আছে

হাদীস : ৪২৪১ ॥ হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা) হতে বর্ণিত, তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফর-এর সন্তানদের উপর দ্রুত বদ নজর লেগে থাকে। সুতরাং আমি কি তাদের জন্য ঝাড়-ফুঁক করাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেননা, যদি কোন জিনিস তাকদীরের অগ্রগামী হতে পারত, তবে বদ-নজর এর অগ্রগামী হত।

–(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

নামলা রোগের মন্তর শেখা ভালো নয়

হাদীস : ৪২৪২ ॥ হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে বসে ছিলাম, এমন সময় রাসূল (স) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, তুমি যেভাবে হাফসাকে হস্তলিপি শিখিয়েছ, অনুরূপভাবে তাকে নামলা রোগের মন্তর শেখাও না কেন? –(আবু দাউদ)

বদ নযর খুবই খারাপ বিষয়

হাদীস : ৪২৪৩ ॥ হযরত সাহল ইবনে হুনাইফের পুত্র আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমের ইবনে রবীআ সাহল ইবনে হুনাইফকে গোসল করতে দেখলেন এবং বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! আজকার মত আমি কোনদিন দেখি নি এবং পর্দার আড়ালে রক্ষিত কোন চামড়াও এরূপ দেখে নি। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর হযরত সাহল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে রাসূল (স)-এর কাছে আনা হল। আরয করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সাহল ইবনে হুনাইফের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন? আল্লাহর কসম! সে তো তার মাথা ওঠাতে পারছে না। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কাকেও তার সম্পর্কে অভিযুক্ত কর? লোকেরা বলল, আমরা আমের ইবনে রবীআর উপর সন্দেহ করি। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ তার আরেক ভাইকে কেন হত্যা করে? তুমি তার জন্য কল্যাণের দোআ করলেন না কেন? তুমি সাহলের জন্য ধুয়ে দাও। তখন আমের নিজের মুখমণ্ডল, দু হাত দু কনুই পর্যন্ত উভয় পা হাঁটু হতে আঙ্গুলীর পার্শ্ব এবং ইযারের ভিতরের অঙ্গ ধুয়ে পানিগুলো একটি পাত্রে নিলেন, অতপর সে পানি সাহলের উপর ঢেলে দেয়া হল। তাতে সাহল সুস্থ হয়ে লোকজনের সাথে হেঁটে এল, যেন তাঁর শরীর কোন কষ্ট রইল না। –(শরহে সুন্নাহ)

আর ইমাম মালেকের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) আমেরকে বললেন, বদ নজর একটি সত্য ব্যাপার। সুতরাং তুমি সাহলের জন্য অযু কর। আমের তার জন্য অযু করলেন এবং পানিগুলো সাহলের গায়ে ঢেলে দিলেন।

জ্বিনের আছর হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে

হাদীস : ৪২৪৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) জ্বিন এবং মানুষের চোখ হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন, মুআব্বাযাতাই (সূরা ফালাক ও নাস) নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর যখন উক্ত সূরা দুটি নাযিল হল, তখন তিনি উক্ত সুরা দুটি দিয়ে পানাহ চাইতে লাগলেন এবং অন্য কিছু দিয়ে পানাহ চাওয়া পরিত্যাগ করলেন। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব)

মুগাররেবুন অর্থ জ্বিনে আছর রাখা

হাদীস : ৪২৪৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি মুগাররেবুন পরিলক্ষিত হয়? আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুগাররেবুন কি? তিনি বললেন, মুগাররেবুন ঐ সমস্ত লোক যাদের মধ্যে জ্বিন অংশীদার হয়। –(আবু দাউদ)

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হাদিস خير ما تداويتم তারাজ্জুলের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাকস্থলী দেহের হাউজ

হাদীস : ৪২৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাকস্থলী হল দেহের উপর কূপ। সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো সে হাউজের দিকেই প্রবাহিত হয়। সুতরাং যখন পাকস্থলী ভালো হয়, তখন শিরাগুলো সারা দেহে স্বাস্থ্যকর উপাদান সরবরাহ করে। আর যখন পাকস্থলী নষ্ট হয়ে যায়, তখন শিরাগুলোও দূষিত উপাদান সরবরাহ করে থাকে। gbKvi - 925

বিচ্ছুতে দংশন করলে লবণ পানি দিয়ে ধুতে হয়

হাদীস : ৪২৪৭ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূল (স) নামায পড়ছিলেন, এ অবস্থায় তিনি যমীনে তাঁর হাত রাখতেই একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করে। তখনই তিনি জুতা দিয়ে বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললেন। অতপর নামায শেষ করে বললেন, বিচ্ছুটির উপর আল্লাহর লানত হোক। সে নামাযী অনামাযী অথবা বলেছেন, নবী কিংবা অন্য কাউকেও ছাড়ে না। অতপর তিনি কিছু লবণ ও পানি চেয়ে নিলেন এবং তা একটি পাত্রে মিশালেন, অতপর আঙ্গুলীর দংশিত স্থানে পানি লাগালেন। -(বায়হাকী হাদীস দুটি শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

রাসূল (স)-এর পশম মোবারক ঔষধ সমতুল্য

হাদীস : ৪২৪৮ ॥ ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা পানির একটি পেয়ালা দিয়ে আমাকে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তখন নিয়ম ছিল, যদি কারো উপর বদ-নজর লাগত কিংবা অন্য কোন অসুখ হত, তখন হযরত উম্মে সালামার কাছে একটি টব পাঠিয়ে দিত। তিনি রাসূল (স)-এর কিছু পশম মোবারক বের করতেন, যা তিনি একটি রৌপ্য কৌটার মধ্যে রাখতেন। অতপর তিনি উক্ত পশম মোবারক পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন এবং সে পানিগুলো রোগীকে পান করাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রূপার সেই নলটির মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম তাতে কয়েকটি লাল বর্ণের পশম রয়েছে। -(বোখারী)

ব্যাঙের ছাতা মান্না সদৃশ

হাদীস : ৪২৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একবার রাসূল (স) কতিপয় সাহাবি তাঁকে বললেন, কামআত হল যমীনের বসন্ত। তখন রাসূল (স) বললেন, ব্যাঙের ছাতা তো মান্না সাদৃশ্য। এরপর পানি চক্ষু রোগের ঔষধবিশেষ। আর আজওয়া বেহেশতী ফল। ওটা বিষনাশক। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি ব্যাঙের ছাতা নিয়ে তার রস নিংড়িয়ে একটি শিশির মধ্যে রাখলাম। অতপর আমার একটি রাতকানা দাসীর চোখের মধ্যে সে পানি সুরমার সাথে ব্যবহার করলাম। এতে সে আরোগ্য লাভ করল।

-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান)

প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু খেলে রোগ হবে না

হাদীস : ৪২৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরে কিছু মধু চেটে খাবে, সে কোন বড় ধরনের বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না।

মধু ও কোরআন হল নিরাময়কারী

হাদীস : ৪২৫১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিরাময়কারী দুটি জিনিসকে তোমরা আঁকড়িয়ে ধর। তা হল মধু এবং কোরআন। -(ইবনে মাজাহ আর বায়হাকী উপরোক্ত হাদীস দুটি শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, এ শেষোক্ত হাদীসটি রাসূল (স)-এর বাণী নয়, বরং এটা ইবনে মাসউদ পর্যন্ত মওকুফ)

মাথায় শিংগা লাগালে স্মরণ শক্তি লোপ পায়

হাদীস : ৪২৫২ ॥ হযরত আবু কাবশা আনমারী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বিষমিশ্রিত বকরীর গোশত খাওয়ার কারণে তিনি নিজের মাথার তালুতে শিংগা লাগান। অন্য বর্ণনায় মামার (রা) বলেন, বিষের কোন প্রতিক্রিয়া না থাকা সত্ত্বেও আমি আমার মাথার তালুতে শিংগা লাগালাম। ফলে আমার স্মরণশক্তি লোপ পায়। এমন কি নামাযের মধ্যে আমাকে সূরা ফাতেহা বলে দিতে হত। -(রাযীন)

খালি পেটে শিংগা লাগানো ভালো

হাদীস : ৪২৫৩ ॥ নাফে (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আমাকে বললেন, হে নাফে! আমার শরীরে রক্ত টগবগ করছে, সুতরাং একজন যুবক শিংগাওয়ালা ডেকে আন। বালক কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে আনবে না। নাফে বলেন, অতপর হযরত ইবনে ওমর (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি,

তিনি বলেন, খালি পেটে শিংগা লাগানো শরীরের জন্য খুবই ফলপ্রসূ। তাতে জ্ঞান ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে কেউ শিংগা লাগাতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে ভরসা করে বৃহস্পতিবারে শিংগা লাগায়। শুক্র, শনি ও রবিবারে যেন শিংগা না লাগায়। আবার সোম ও মঙ্গলবারে শিংগা লাগাবে, কিন্তু বুধবারে শিংগা লাগাবে না। কেননা, হযরত আইউব (আ) বুধবারেই রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। আর কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ বুধবার দিনে অথবা রাতেই জন্ম লাভ করে। -(ইবনে মাজাহ)

সতের তারিখে শিংগা লাগানো নিরাময় থাকবে

হাদীস : ৪২৫৪ ॥ হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন চান্দ্রমাসের সতের তারিখ মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো গোটা বৎসরের রোগের জন্য চিকিৎসা। -(ইমাম আহমদ (রা)-এর শাগরেদ হরব ইবনে ইসমাইল কিরমানী বলেন, তবে এ হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়, মুনতাকা কিতাবেও অনুরূপভাবে উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য রাযীন অনুরূপ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।)

যঈফ০ - ৭২৮

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শুভ ও অশুভ লক্ষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কোন কিছু অশুভ গণ্য করা উচিত নয়

হাদীস : ৪২৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোন কিছুকে অশুভ গন্য করলেন না। অবশ্য শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা উত্তম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, শুভ লক্ষণ কি? তিনি বললেন, তোমাদের কারও পক্ষে কোন ভালো কথা, যা সে শুনতে পায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

রোগের সংক্রামক বলতে কিছু নেই

হাদীস : ৪২৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোগে সংক্রামী হওয়া বলতে কিছুই নেই, কোন কিছুতে অশুভ নেই। পেঁচকের মধ্যে কু-লক্ষণ নেই এবং সফর মাসেও কোন অশুভ নেই। তবে কুষ্ঠরোগী হতে পলায়ন কর, যেমন তুমি বাঘ হতে পলায়ন করে থাক। -(বোখারী)

পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছু নেই

হাদীস : ৪২৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোগে সংক্রামী কিছু নেই, এবং সফর মাসেও অশুভ নেই। তখন এক বেদুঈন বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে উটের এ দশা কেন হয় যে, উটের পাল ময়দানে হরিণের মত বিচরণ করে, এমতাবস্থায় তাদের সাথে চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট এসে মিশলে এবং তাদেরকে চর্মরোগী বানিয়ে দিল। তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা হতে এল?-(বোখারী)

তারকার মধ্যে শুভ অশুভ কিছু নেই

হাদীস : ৪২৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোগে সংক্রামক হওয়া বলতে কিছুই নেই। পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণে কিছুই নেই। তারকার দরুন বৃষ্টি হওয়া ভিত্তিহীন এবং সফর মাসে অশুভ নেই। -(মুসলিম)

রোগে ছোঁয়াচ লাগে না

হাদীস : ৪২৫৯ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, রোগে ছোঁয়াচ লাগা, সফর মাস অশুভ হওয়া বা ভূত-প্রেতের এর ধারণার কোন অস্তিত্ব নেই। -(মুসলিম)

কুষ্ঠ রোগ খুবই খারাপ

হাদীস : ৪২৬০ ॥ হযরত আমির ইবনে শারীদ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সকীফ দলের মধ্যে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল। তখন রাসূল (স) তার কাছে লোক পাঠিয়ে এ সংবাদ জানিয়ে দিলেন যে, আমি অবশ্যই তোমার বায়আত করে নিয়েছি, সুতরাং তুমি চলে যাও। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা যায়

হাদীস : ৪২৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন। আর কোন কিছু হতে অশুভ ধারণা গ্রহণ করতেন না এবং তিনি ভালো নামকে পছন্দ করতেন।-(শরহে সুন্নাহ)

পাখি উড়িয়ে অশুভ নির্ণয় করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ৪২৬২ ॥ হযরত কাতান ইবনে কাবীছা (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, পাখি উড়ান বা ঢিল ছোঁড়া বা কোন কিছুতে অশুভ লক্ষণ মান্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। -(আবু দাউদ) যঈফ – ৭২২

অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শেরেকী কাজ

হাদীস : ৪২৬৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরকী কাজ। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। আর আমাদের মধ্যে কেউ নেই যার মনে অশুভ লক্ষণের ধারণা উদ্রেক না হয়, কিন্তু আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা করলে তিনি তা দূরীভূত করে দেন।

-(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, আমি শুনেছি, ইমাম বোখারী বলেছেন, হযরত সুলাইমান ইবনে হরব বলেন, হাদীসের শেষাংশটি। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেউ নেই।...এর আমার মতে হযরত ইবনে মাসউদের নিজস্ব কথা।

রাসূল (স) কুষ্ঠ রোগীর সাথে খেলেন

হাদীস : ৪২৬৪ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) এক জুয়ামীর কুষ্ঠরোগীর হাত ধরে এবং তাকে নিজের খাদ্যপাত্রে খাওয়ার মধ্যে শরীক করে নিলেন, অতপর বললেন, তুমি খাও আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ ভরসা এবং তার উপর তাওয়াক্কুল সহকারে।-(ইবনে মাজাহ) যঈফ – ৭৬০

রোগের মধ্যে সংক্রামক বলতে কিছু নেই

হাদীস : ৪২৬৫ ॥ হযরত সাদ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই। রোগের মধ্যে সংক্রামক বলতে কিছুই নেই এবং কোন কিছুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কোন কিছুতেই অমঙ্গল থাকে, তবে ঘর, ঘোড়া এবং নারীর মধ্যে থাকবে। -(আবু দাউদ)

ঘর হতে বের হয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হয়

হাদীস : ৪২৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন কোন প্রয়োজনে ঘর হতে রওয়ানা, হতেন, তখন কারো মুখে ইয়া রাশেদু, ইয়া নাজীহু বা এ জাতীয় কোন শব্দ শুনা ভালোবাসতেন। -(তিরমিযী)

নাম পছন্দ হলে রাসূল (স) খুশি হতেন

হাদীস : ৪২৬৭ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) কোন কিছু দিয়ে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন না। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কোথাও কোন কর্মচারী পাঠাতে ইচ্ছা করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি তার নাম ভালো হত, তাতে তিনি খুশী হতেন এবং খুশীর রেখা তাঁর চেহারা মোবারকে ফুটে উঠত। আর যদি তার নাম মন্দ হত, তখন অসন্তুষ্টির চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেত। আর যখন তিনি কোন লোকালয়ে প্রবেশ করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি তার নাম তাঁর পছন্দমত হত, তখন আনন্দিত হতেন, এবং খুশীর চিহ্ন তার চেহারার ফুটে উঠত। কিন্তু যদি তার নাম অপছন্দনীয় হত, তখন তার চিহ্নও তাঁর চেহারায় পরিলক্ষিত হত।

-(আবু দাউদ)

ঘর পরিবর্তন করা যায়

হাদীস : ৪২৬৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! প্রথমে আমরা এমন একখানা ঘরে বসবাস করছিলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি পেল। পরে আমরা সে ঘর পরিত্যাগ করে এমন এক ঘরে এসে উঠলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ হ্রাস পেল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা এ ঘর পরিত্যাগ কর। কেননা, এটা ভালো নয়। -(আবু দাউদ)

অসুখের এলাকা ছেড়ে যাওয়া যায়

হাদীস : ৪২৬৯ ॥ ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বাহীর (র) বলেন, আমাকে এমন এক লোক বর্ণনা করেছেন, যিনি ফারওয়াহ ইবনে মোসাইককে বলতে শুনেছেন যে, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে আবইয়ান নামে একটা যমীন আছে, যেখানে আমরা কৃষিদ্রব্য ও খাদ্যপণ্য ইত্যাদি আমদানী-রফতানী করে থাকি। তবে সেখানে অসুখ-বিমুখ খুব একটা লেগে থাকে। তখন তিনি বললেন, তুমি ঐ স্থানটি ছেড়ে দাও। কেননা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করা নিজেকে স্বেচ্ছায় ধ্বংস করারই নামান্তর। -(আবু দাউদ) যঈফ – ৭৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অশুভ কিছু মনে করলে দোআ করতে হয়

হাদীস : ৪২৭০ ॥ হযরত উরওয়া ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স)-এর সামনে অশুভ লক্ষণ

সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন, নেক ফাল গ্রহণ করাই উত্তম। কোন মুসলমানকে অশুভ লক্ষণ তার উদ্দেশ্য হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি তোমাদের কেউ মন্দ কিছু দেখতে পায় তবে এ দোআ পাঠ করবে- اللهم لاياتى بالحسنات الا انت الخ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! ভালো কাজ আপনার দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং মন্দ আপনিই দূর করেন। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই। -(আবু দাউদ মুরসাল হিসেবে) পৃষ্ঠা - ৬৭২

উনত্রিংশতম অধ্যায়

জ্যোতিষীর গণনা সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গণক বলতে কিছু নেই

হাদীস : ৪২৭১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় লোক রাসূল (স)-কে জ্যোতিষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, গণক বলতে কিছুই নেই। তারা বল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে, যা সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে। তখন রাসূল (স) বললেন, ঐ কথাটি সত্য যা জ্বিন শয়তান তড়িৎ গতিতে শুনে নেয়, অতপর মোরগের ডাক তার বন্ধুর কানে তা পৌঁছে দেয়। এর পর সে গণক ঐ কথাটি সত্য কথার সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

জিনেরা ফেরেশতাদের কথা শুনত

হাদীস : ৪২৭২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-এর বলতে শুনেছি, ফেরেশতাদের এক দল মেঘের দেশে নেমে আসেন এবং আসমানের যা ফয়সালা হয়েছে পরস্পর তা আলোচনা করেন, সে সময় জ্বিন শয়তান কান লাগিয়ে রাখে। আর যখনই সে কোন কথা শুনতে পায়, তখনই তা গণকদের কানে পৌঁছে দেয় এবং তারা নিজেদের পক্ষ হতে শত শত মিথ্যা তার সাথে মিশ্রিত করে প্রকাশ করে থাকে। -(বোখারী)

গণকের কথা বিশ্বাস করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪২৭৩ ॥ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাহেলিয়াতে যুগের অন্যান্য কাজের মধ্যে এটা করতাম যে, আমরা জ্যোতিষীদের কাছে যেতাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা কখনো গণকদের কাছে যেও না। বর্ণনাকারী বলেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যে, তোমাদের কারো মনে এর উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে এটা যেন তোমাদেরকে বিরত না রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরয করলাম, আমাদের কেউ রেখা টেনে ভাগ্য পরীক্ষার কাজ করে থাকে। তিনি বললেন, কোন একজন নবী রেখা টানার কাজ করতেন, সুতরাং যারা রেখা টানে সে নবীর রেখার সাথে মিলে যায়। তা জায়েয আছে। -(মুসলিম)

গণকের কথা বিশ্বাস করলে চল্লিশ দিনের নামায বাতিল

হাদীস : ৪২৭৪ ॥ হযরত হাফসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না। -(মুসলিম)

নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে একথা কুফরী

হাদীস : ৪২৭৫ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হোদায়বিয়ায় রাসূল (স) রাতের বৃষ্টির পর ভোরে আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান? তোমাদের রব্ব কি বলেছেন। তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, রব্ব বলেছেন, আমার বান্দাগণ অদ্য এমন অবস্থায় ভোর করেছে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং কেউ আমাকে অস্বীকার[illegible]। সুতরাং যে বলেছে, আল্লাহর রহমত ও করুণায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তারকা বা নক্ষত্রে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হলে একদল কাফের হয়

হাদীস : ৪২৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই আল্লাহ তায়ালা আসমান হতে কোন বরকত নাযিল করেন, তখন এক দল লোক কাফেরে পরিণত হয়। বৃষ্টি তো আল্লাহই বর্ষণ করিয়ে থাকেন, অথচ এক দল লোক কাফেরে পরিণত হয়। বৃষ্টি তো আল্লাহই বর্ষণ করিয়ে থাকেন, অথচ এক শ্রেণীর লোক বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবেই বৃষ্টি হয়েছে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা হারাম

হাদীস : ৪২৭৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিখল, সে যেন জাদুর কিছু অংশ হাসিল করল। সুতরাং সে যত বেশি জ্যোতির্বিদ্যা শিখল ততবেশি জাদুবিদ্যাই অর্জন করল। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর আদেশে ফেরেশতাগণ ভীত হন

হাদীস : ৪২৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং সে যা কিছু বলে তা বিশ্বাস করে অথবা যে ব্যক্তি ঋতুমতী অবস্থায় নিজের স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে, সে ঐ জিনিস হতে সম্পর্কহীন হয়ে গেল, যা মুহাম্মদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

আল্লাহর আদেশে ফেরেশতাগণ ভীত হন

হাদীস : ৪২৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আসমানে যখন কোন ফয়সালা করেন, তখন সে নির্দেশে ফেরেশতাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের পাখাসমূহ নাড়তে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা সে নির্দেশটি আওয়াজ সে শিকলের শব্দের মত যা কোন একটি সমতল পাথরের উপর টেনে নেয়া হলে তার সৃষ্টি হয়। অতপর যখন ফেরেশতাগণের অন্তর হতে সে ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন সাধারণ ফেরেশতা আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের রব্ব কি নির্দেশ দিয়েছেন, তারা বলেন, আমাদের প্রভু যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন। এরপর বলেন, আল্লাহ তায়ালা হলেন সুমহান ও মর্যাদাসম্পন্ন।

আল্লাহর রাসূল আরো বলেছেন, আল্লাহর ফয়সালাকৃত বিধান সম্পর্কে ফেরেশতাদের মধ্যে যে সব আলোচনা করা হতে থাকে, জ্বিন শয়তানের চোরা পথে একজন আরেকজনের উপর দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করে। বর্ণনাকারী হযরত সুফিয়ান নিজের হাতের আঙুলীগুলো ফাঁক করে শয়তান কিভাবে একজন আরেকজন হতে কিছু ফাঁক এবং কাছাকাছি দাঁড়ায় তা অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। অতপর যে শয়তান প্রথমে কাছে হতে শোনতে পারে তার নিচের শয়তানকে বলে দেয় এবং সে তার নিচের ওয়ালাকে, এভাবে সে শোনা কথাটি জাদুকর ও গণকের কাছে পৌঁছে দেয়। অনেক সময় অবস্থা এমন হয় যে ঐ শোনা কথাটি পৌঁছবার পূর্বেই আগুনের ফুলকি তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। ফলে আর তা গণকদের কাছে পৌঁছতে পারে না। আবার কখনো তারকা নিক্ষেপ হওয়ার পূর্বে তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। অতপর তারা উর্ধ্ব জগতে শোনা সে সত্য কথাটির সাথে নিজেদের মনগড়া শত শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের কাছে অলক কথা বলে। আর যখন তাকে বলা হয় যে, অমুক দিন তুমি আমাদেরকে এ কথা বলেছিলেন। তখন ঐ একটি কথা দিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করা হয়, যা উর্ধ্ব জগত হতে শ্রুত হয়েছিল। -(বোখারী)

কোন ব্যক্তির জন্ম মৃত্যু তারকার দ্বারা চিহ্নিত হয় না

হাদীস : ৪২৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জনৈক আনসারী সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে তাঁরা রাসূল (স)-এর সাথে বসে ছিলেন। তখনই হঠাৎ একটি তারকা ছুটল এবং তা চারিদিকে আলোকিত হয়ে গেল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা, এভাবে তারকা ছোটাকে জাহেলিয়াতের যুগে তোমরা কি বলতে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তবে আমরা বলতাম, আজ কোন একজন বড় লোকের জন্ম হয়েছে অথবা কোন একজন বড় লোকের মৃত্যু হয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর কারণে তারকা নিক্ষেপ করা হয় না। তবে প্রকৃত ব্যাপার হল, আমাদের প্রভু, যার নাম অতীব বরকতময়, যখন কোন নির্দেশ দেন তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। অতপর তাদের নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন, এভাবে তাসবীহ পাঠ করার সিলসিলা পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার আকাশে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতপর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ

নিকটবর্তী আরশ বহনকারীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তখন তারা আল্লাহ যা বলেছেন তা তাদেরকে বলে দেন এবং সাথে সাথে পরস্পরে জানা-জানির মধ্যে দুনিয়ার আকাশে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং চোরা পথে তাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেয়। সুতরাং সে সমস্ত কথা তারা অবিকল বর্ণনা করে, তা সঠিক ও সত্য কিন্তু গণক ও জাদুকররা তার সাথে আরো অনেক মিশিয়ে প্রকাশ করে থাকে। -(মুসলিম)

মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা কম করে

হাদীস : ৪২৮১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হতে পাঁচটি বছর দৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন, এবং তারপর তা বর্ষণ করেন, তবুও মানুষের একদল এ বলে আল্লাহকে অস্বীকার করবে যে, মেজদাহ নক্ষত্র কক্ষস্থানে পৌঁছানোর কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

যঈফ – ৩৬৬ -(নাসাঈ)

তারকাগুলো আকাশে শোভা বর্ধন করার জন্য

হাদীস : ৪২৮২ ॥ হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা এসব নক্ষত্রগুলো তিন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। ১. আকাশের শোভা বৃদ্ধির জন্য। ২. জ্বি-শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্য এবং ৩. পথভোলা পথিকের দিক নির্ণয়ের জন্য। আর যে কেউ এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য বর্ণনা করে, সে মারাত্মক ভুল করল এবং নিজের ভাগ্য বরবাদ করল। আর এমন অসাধ্য সাধনের পেছনে পড়ল যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই। -(বোখারী, ইমাম বোখারী তালকি অর্থাৎ, সনদবিহীন অবস্থায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

আর ইমাম রাযীন বর্ণনা করেছেন, সে এমন একটি কাজের পেছনে কষ্ট করল যা তার কোন উপকারে আসবে না এবং সে বিষয়ে তার সামান্যটুকুও জ্ঞান নেই। আর যার তথ্য জানতে আল্লাহর নবীগণ ও ফেরেশতাকুল অক্ষম রয়েছেন। বর্ণনাকারী রাবী হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য তিনি অতিরিক্ত এটা বলেছেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা নক্ষত্রের মধ্যে না কারও হায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন না কারও রিযিক আর না কারও মৃত্যু। বস্তুত এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং নক্ষত্রসমূহকে কোন বস্তুর হওয়া না হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করে।

যাদুকর কাফের হয়ে যায়

হাদীস : ৪২৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নক্ষত্র বিদ্যা বিষয়ে আল্লাহর বাতলানো উদ্দেশ্য ছাড়া কিছুও শিক্ষাগ্রহণ করেছে, সে বস্তুত জাদুবিদ্যার এক অংশ হাসিল করেছে। আর জ্যোতিষী হল প্রকৃতপক্ষে গণক, আর গণক হল জাদুকর। আর জাদুকর হল কাফের। -(রযীন)

ত্রিশতম অধ্যায়

স্বপ্নের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

শয়তান রাসূল (স)-এর রূপ ধারণ করতে পারে না

হাদীস : ৪২৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে সত্যই আমাকে দেখবে। কারণ, শযতান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

নবুয়তের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই

হাদীস : ৪২৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নবুয়তের কোন চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে শুধু সুসংবাদ বহনকারী রয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সুসংবাদ বহনকারী কি? তিনি বললেন, ভালো স্বপ্ন। -(বোখারী)

ইমাম মালিক হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হতে আরা বর্ধিত বর্ণনা করেছেন, ঐ ভালো স্বপ্নটি কোন মুসলমান নিজের জন্য দেখে থাকে অথবা অন্য কেউ তার জন্য দেখে।

উত্তম স্বপ্ন নবুয়তের অংশ

হাদীস : ৪২৮৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখলে তা মিথ্যা নয়

হাদীস : ৪২৮৭ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে সত্যই দেখেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

শয়তান রাসূল (স)-এর আকৃতি ধরতে পারে না

হাদীস : ৪২৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায়ও আমাকে দেখবে। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।
-(বোখারী ও মুসলিম)

উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়

হাদীস : ৪২৮৯ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে, কাজেই তোমাদের যে কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে, সে যেন তা শুধু এমন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে যাকে সে ভালোবাসে। আর যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার কাছে অপছন্দনীয়, তাহলে সে যেন তার ক্ষতি এবং শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলে। আর স্বপ্নটি যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে। এতে তার আর কোন ক্ষতি হবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে

হাদীস : ৪২৯০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে খারাপ মনে করে, তখন সে যেন নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে। আর আল্লাহর কাছে তিনবার শয়তান হতে পানাহ চায় এবং স্বপ্ন দেখার সময় যে পাঁজরে শায়িত ছিল, সে পাঁজর যেন পরিবর্তন করে নেয়। -(মুসলিম)

মুমিনদের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না

হাদীস : ৪২৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যমানা নিকটবর্তী হলে মুমিনদের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মুমিনদের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। বস্তুত যে জিনিস নবুয়তের অংশ হয়, তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) বলেন, আমি এ কথা বলি যে, স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে। প্রথমত, মনের খেয়াল বা কল্পনা। দ্বিতীয়ত, শয়তানের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শন। আর তৃতীয়ত, আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ প্রদান। সুতরাং কেউ কোন অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তা অন্যের কাছে যেন না বলে এবং তখনই উঠে যেন নামায পড়ে। ইবনে সীরীন আরও বলেন, রাসূল (স) স্বপ্নে শিকল পরা অবস্থায় দেখাকে অপছন্দ করতেন। অবশ্য শিকল পরা অবস্থা দেখাকে পছন্দ করতেন। আর বলা হয় যে, শিকল পরার অর্থ হল দ্বীনের উপর অবিচল থাকা।
-(বোখারী ও মুসলিম)

শয়তান ঘুমের মধ্যে মানুষের সাথে তামাশা করে

হাদীস : ৪২৯২ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তার কথা শুনে রাসূল (স) হাসলেন এবং বললেন, শয়তান যখন তোমাদের কারো সাথে ঘুমের মধ্যে তামাশা করে, তখন সেটা কোন মানুষের কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়।-(মুসলিম)

দুনিয়ায় মুসলমানদের মর্যাদা উচ্চ হবে

হাদীস : ৪২৯৩ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে যেভাবে স্বপ্নে দেখে এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম। যেন আমি আমাদের সাহাবাগণ সমেত ওকবা ইবনে রাফে (রা)-এর গৃহে অবস্থিত। তখন আমাদের সামনে কিছু তাজা পাকা খেজুর রোতাব হাজির করা হল। যাকে রোতাব ইবনে তাব বলা হয়। এটা এক বিশেষ ধরনের খেজুরের নাম। সুতরাং আমি তা তাবীর করেছি যে, দুনিয়াতে আমার ও আমার সঙ্গীদের মর্যাদা বলুন্দ হবে এবং আমাদের পরকাল হবে সুখময়। আর আমাদের দ্বীন হল সর্বোত্তম ধর্ম। -(মুসলিম)

রাসূল (স) মদীনা হিজরতের স্বপ্ন দেখেছিলেন

হাদীস : ৪২৯৪ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মক্কা হতে এমন এক ভূ-খণ্ডের দিকে হিজরত করছি যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। আমার ধারণা হল যে, সেটা দিয়ে ইয়ামামা বা হিজরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল, সেটা মদীনা মোনাওয়ারা, যার নাম ইয়াসরেব। আমি স্বপ্নে এটাও দেখতে পেলাম যে, আমি তলোয়ার নাড়াচ্ছি। এমন সময় তার মধ্যখান দিয়ে ভেঙ্গে গেল। আর তার তাবীর ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের উপর নেমে আসা বিপর্যয়। অতপর আমি পুনরায় তলোয়ার নাড়া দিলাম, তখন দেখলাম তা পূর্বাপেক্ষা আরও উত্তম হয়ে গিয়েছে। সেটার তাবীর যা আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী সময়ে দান করেছেন মক্কা বিজয় এবং মুসমানদের সম্মলিত শক্তি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-কে স্বপ্নে সোনার বালা দেখানো হল

হাদীস : ৪২৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদিন আমি ঘুমে ছিলাম। পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আমার সামনে উপস্থিত করা হল। আর আমার হাতে দুটি সোনার বালা রাখা হল যা আমার নিকট বড় অস্বস্তিকর বোধ হল। এমতাবস্থায় আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হল যেন আমি বালা দুটিতে ফুঁক দেই। সুতরাং আমি ফুঁক দিলাম, সাথে সাথে উভয়টি উড়ে গেল। আমি দুটি বালার তাবীর করেছি, দুজন মিথ্যাবদী দিয়ে, সে দুজনের মাঝখানে আমি রয়েছি। তাদের একজন সানআবাসী আর অপরজন ইয়ামামাবাসী। -(বোখারী ও মুসলিম)

ভাল স্বপ্ন কল্যাণের চিহ্ন

হাদীস : ৪২৯৬ ॥ আনসারী মহিলা হযরত উম্মে আলা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা)-এর জন্য একটি প্রবাহমান পানির ঝর্ণা দেখতে পেলাম এবং উক্ত ঘটনাটি রাসূল (স)-এর নিকট বললাম। তখন তিনি বললেন, সেটা তার আমল। কিয়ামত পর্যন্ত ওটা তার জন্য জারী থাকবে। -(বোখারী)

রাসূল (স) নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করলেন

হাদীস : ৪২৯৭ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের নামাযের শেষে প্রায়শ আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার তাবীর করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা আরয করলাম না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি, গত রাতে দু' ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে সেটা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতর ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দিয়ে তার গাল চিরে গর্দানের পিন পর্যন্ত নিয়ে যায়। আর সে প্রথমে যেভাবে চিরে ছিল, পুনরায় তাই করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সামনের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছালাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি পুনরায় তুলে আনতে যায়, সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দিয়ে তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হলাম।

অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছালাম যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপরের অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভেতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগণ প্রজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হত। আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা স্তিমিত হত তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌঁছালাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান।

আর তার সামনে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরে লোকটি যখন সেটা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখের উপর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বের হয়ে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে সে যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হলাম শ্যাম সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যাক বালক। ঐ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সামনে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্জ্বলিত করছে।

এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করাল এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যে, এমন সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয়

বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়াল এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম এতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাত অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, আমরা তা জানাব। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখছেন, সাড়াশ দিয়ে যার গাল চেরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটনা হত। এমন কি, তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত।

অতএব তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হতে থাকবে, যা করতে আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা যাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু সে কোরআন হতে গাফেল হয়ে রাতে ঘুমাত এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর আগুনের তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হল যেনাকারী নারী ও পুরুষ। আর ঐ ব্যক্তি যাকে রক্তের নহরে দেখেছেন, তিনি হলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)। তাঁর চারপাশে শিশুরা হল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হল দোযখের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রথমে প্রবেশ করেছিলেন, তা বেহেশতের মধ্যে সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর এ ঘর যা পরে দেখেছিলেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম জিব্রাইল এবং ইনি হলেন মিকাঈল। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘমালার মত কোন একটি জিনিস রয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তবকবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস রয়েছে। তাঁরা বলল, ওটা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকি আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেন নি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন। -(বোখারী আর মদীনায় রাসূল (স)-এর স্বপ্ন এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হারমিল মদীনা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞানী লোকের কাছে স্বপ্নের কথা বলা যায়

হাদীস : ৪২৯৮ ॥ হযরত আবু রাযীন উকায়লী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন অন্যকে বলার পূর্ব পর্যন্ত উড়ন্ত পাখীর পায়ের মধ্যে ঝুলতে থাকে। আর যখনই তা কারো নিকট বর্ণনা করা হয়, তখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসূল (স) এটাও বলেছেন, যে কোন বন্ধু অথবা জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথাটি প্রকাশ করো না। -(তিরমিযী, আর আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, স্বপ্নের তাবীর না দেওয়া পর্যন্ত পাখীর পায়ে ঝুলতে থাকে। আর যখনই ওটার তাবীর দেওয়া হয়, তখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসূল (স) এ কথাও বলেছেন যে, কোন বন্ধু অথবা কোন জ্ঞানী অর্থাৎ তাবীর সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যতীত অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করো না।

সাদা কাপড় স্বপ্নে দেখা মুক্তির লক্ষণ

হাদীস : ৪২৯৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে ওয়ারাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। হযরত খাদীজা (রা) রাসূল (স)-এর সামনে বলেছিলেন, ওয়ারাকা তো আপনাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আপনার নবুয়ত প্রকাশের পূর্বেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, ওয়ারাকাকে স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে, তার গায়ে সাদা কাপড় রয়েছে। যদি সে জাহান্নামী হত তাহলে তার গায়ে অন্য ধরনের কাপড় হত। -(আহমদ ও তিরমিযী) হাইঃ২০ — ৭৬৪

স্বপ্নে রাসূল (স)-এর কপালে সিজদা করা

হাদীস : ৪৩০০ ॥ হযরত ইবনে খোযায়মা ইবনে সাবিত (রা) তাঁর চাচা আবু খোযায়মা (রা) হতে বর্ণনা করেন, যে ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্ন দেখে, তিনি অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি রাসূল (স)-এর কপালে সিজদা করছেন। তাঁকে স্বপ্নের কথাটি বর্ণনা করা হলে, তিনি বললেন, তুমি তোমার স্বপ্নটিকে বাস্তবায়ন কর, এ বলে তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন, অতপর তিনি রাসূল (স)-এর কপালে সিজদা করলেন। -(শরহে সুন্নাহ এর হাদীস প্রসঙ্গে আবু বাকরাহ বর্ণিত হাদীস, যে আসমান হতে একটি পাল্লা অবতীর্ণ হয়েছে, আবু বকর ও ওমর (রা)-এর মনাকিবে বর্ণিত হবে)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিকৃষ্ট অপবাদ হচ্ছে নিজের চোখকে নতুন বস্তু দেখান

হাদীস : ৪৩০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপবাদ হল, কাউকে ও নিজ চক্ষুদ্বয়কে এমন জিনিস দেখানো যা তারা দেখেনি। -(বোখারী)

ভোর রাতের স্বপ্ন সত্যি হয়

হাদীস : ৪৩০২ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ভোর রাতের স্বপ্ন হল সবচেয়ে অধিক সত্য। -(তিরমিযী ও দারেমী) যঈফ—৯৬৫

রাসূল (স) সাহাবাদের স্বপ্নের কথা শোনাতেন

হাদীস : ৪৩০৩ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় রাসূল (স) তাঁর সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করতেন তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? যে ব্যক্তি কোন কিছু স্বপ্নে দেখত আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে সে তা রাসূল (স)-এর কাছে বর্ণনা করত। একদিন সকালে তিনি আমাদেরকে বললেন, আজ রাতে দু'জন আগন্তুক আমার কাছে এসেছিল। তারা আমাকে ওঠাল এবং বলল, আমাদের সাথে চলুন। আমি তাদের সাথে চললাম। অতপর প্রথম পরিচ্ছদে যে একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার অনুরূপ বিস্তারিত ঘটনাটি তিনি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য অত্র হাদীসে এমন কিছু কথা বর্ণিত আছে, যা পূর্বে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। আর তাহল–

সামনে আমার একটি ঘন সুন্নিবিষ্ট বাগানে এসে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের হরেক রকম ফুলে সুশোভিত ছিল। হঠাৎ বাগানের মধ্যস্থলে আমার দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির উপর পড়ল, যিনি এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, উপরের দিকে তার মাথা দেখা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। তাঁর চারপাশে এত বিপুল সংখ্যক শিশু ছিল, যাদেরকে আমি কখনও দেখেনি। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? আর এরাই বা কারা? কিন্তু তারা আমাকে বললেন, সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বিরাট একটি বাগানে এসে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান এর পূর্বে আর আমি কখনো দেখিনি। রাসূল (স) বলেন, তারা আমাকে বললেন, বাগানের বৃক্ষে আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে এমন একটি শহর আমাদের নজরে পড়ল যা সোনা ও রূপার ইঁট দিয়ে নির্মিত ছিল। আমরা ঐ শহরের দরজায় পৌঁছালাম, দরজা খুলতে বলল, আমাদের জন্য দরজা খোলা হল। তার ভিতরে প্রবেশ করে আমরা কতিপয় লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। যাদের শরীরের অর্ধেক ছিল যে সব রূপ তুমি দেখেছ তার চেয়েও খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত। আর অর্ধেক ছিল তোমার দেখা রূপের মধ্যে অত্যধিক বিশ্রী। রাসূল (স) বলেন, আমার সঙ্গী দুজনকে ঐ সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্য বলল, যাও, তোমরা এ ঝর্ণায় নেমে পড়। সেখানে প্রস্থের দিকে একটি প্রবাহমান ঝর্ণা ছিল। তার পানি ছিল একেবার সাদা। তারা গিয়ে সেখানে নামল। অতপর নহরের পানিতে ডুব দিয়ে তারা আমার কাছে ফিরে এল। দেখা গেল এখন তাদের দেহের কদাকৃতি দূর হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণে তারা খুব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গিয়েছে। হাদীসটির বর্ধিত এ কথাগুলোর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোকটিকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ) আর তাঁর চার পাশের বালকগুলো ছিল সে সমস্ত শিশু, যারা দ্বীনে ফেতরাতের উপর মৃত্যু বরণ করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুসলমানদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর মুশরিকদের সন্তান? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তারাও সেখানে। আর ঐ সমস্ত লোক যারা ভালোর সাথে মন্দ কাজও মিশ্রিতভাবে করেছিল। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। -(বোখারী)

মিশকাত শরীফ

॥ নবম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিকর্ম ও সালামের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানদের ছয়টি হক

হাদীস : ৪৩০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক। যথা- যখন সে রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা ও দাফন-কাফনে উপস্থিত থাকবে। দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করবে। সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে। হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে উহার জওয়াব দিবে এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় তার জন্যে কল্যাণ কামনা করবে। গ্রন্থকার বলেন, "আমি এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে পাই নাই, এমনকি হুমাইদীর কিতাবেও পাইনি।" অবশ্য জামেউল্ উসলে হাদীসটিকে ইমাম নাসাঈর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

ঈমান ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ৪৩০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার গণ্য হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিব না! যা করলে তোমাদের পারস্পারিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? অবশ্যই বলব, আর তা হল তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে। – (মুসলিম)

আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তিকে সালাম দিবে

হাদীস : ৪৩০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে এবং পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর কমসংখ্যক অধিক সংখ্য লোককে সালাম করবে। – (বোখারী ও মুসলিম)

কম বয়সী বেশি বয়সীকে সালাম দিবে

হাদীস : ৪৩০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কম বয়সী বায়োজ্যেষ্ঠকে, পথ অতিক্রমকারী উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে। – (বোখারী)

আল্লাহ্‌র আকৃতিতে আদম (আ) সৃষ্টি

হাদীস : ৪৩০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁকে সৃষ্টি করলেন, বললেন, যাও এবং অবস্থানরত ফেরেশতাদেরকে সালাম কর। আর তাঁরা তোমার সালামের কী জওয়াব দেয় তা শ্রবণ কর। উহাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। যখন তিনি গিয়ে বললেন। আস্‌সালামু আলাইকুম। তাঁরা জওয়াবে বলল, আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাঁরা ওয়া রাহমাতুল্লাহ অংশটি বৃদ্ধি করলেন। অতপর তিনি বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই যে বেহেশতে প্রবেশ করবে সে হযরত আদমের আকৃতিতেই হবে এবং তাঁর উচ্চতা হবে ষাট হাত। তখন থেকেই সৃষ্টিকুলে উচ্চতা অদ্যাবধি ক্রামগত হ্রাস পেয়ে আসছে।

–(বোখারী ও মুসলিম)

সালাম প্রদান করা উত্তম কাজ

হাদীস : ৪৩০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন, খানা খাওয়ান এবং যাকে চিন এবং যাকে চিন না সবাইকে সালাম করা।

– (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ সহনশীলতা পছন্দ করেন

হাদীস : ৪৩১০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা একদল ইহুদী রাসূল (স)-এর কাছে আসতে অনুমতি চাইল এবং বলল, আসসামু আলাইকুম। তখন আমি (আয়েশা) জওয়াবে বললাম, বাল্ আলাইকুমুস সাম্ ওয়াল্লা'নাৎ। (অর্থ ঃ বরং তোমাদেরই শীঘ্র মৃত্যু হউক এবং আল্লাহ্র অভিশাপ তোমাদের ওপর বর্ষিত হউক)। তখন রাসূল (স) বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্ সহনশীল, তিনি প্রত্যেক কাজে সহনশীলতাকেই পছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, আপনি কি শুনেন নাই তারা কি বলেছিল? তিনি বললেন, আমিও তো তাদের জওয়াবে ওয়া আলাইকুম বলেছি। অপর এক রেওয়ায়েতে কেবল আলাইকুম রয়েছে। অর্থাৎ (আ-৮৭১) অক্ষরটি উল্লেখ নাই।

–(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- তিনি হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার ইহুদীরা রাসূল (স)-এর খেদমতে আসল এবং বলল, আসসামু আলাইকুম। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, ওয়া আলাইকুম। কিন্তু হযরত আয়েশা বললেন, আসসামু আলাইকুম ওয়া লা'নাকুমুল্লাহ ওয়া গাযিবা আলাইকুম। (অর্থ, তোমাদের মৃত্যু ঘটুক এবং তোমাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ ও অসন্তুষ্টি বর্ষিত হউক) রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, হে আয়েশা থাম, কোমলতা অবলম্বন কর, কঠোরতা পরিহার কর এবং অশোভন উক্তি থেকে বেঁচে থাক। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আপনি কি শুনেন নাই তারা কী বলেছে? তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি শুন নাই আমি কী বলেছি, আমি তো তাদের বাক্য তাদের উপরই ফিরিয়ে দিয়েছি এবং জেনে রাখ, আমার দো'আ তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত। কিন্তু আমার উপর তাদের দো'আ অগৃহীত।

আর মুসলিম শরিফের অপর এক বর্ণনায় একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণকারিণী হয়ো না। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা অশ্লীলতা ও অশালীন বাক্যের ব্যবহার আদৌ পছন্দ করেন না।

পৌত্তলিক ও ইহুদীদের সালাম দেওয়া যায়

হাদীস : ৪৩১১ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) এমন এক সমাবেশের পাশ দিয়ে গমন করলেন যেখানে মুসলমান ও মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি তাদেরকে সালাম করলেন। – (বোখারী ও মুসলিম)

বালকদের সালাম দেয়া উচিত

হাদীস : ৪৩১২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নিশ্চয় একদা রাসূল (স) কতিপয় বালকের পাশ দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। – (বোখারী ও মুসলিম)

বিধর্মীদের আগে সালাম দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৪৩১৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ইহুদী-নাসারাদেরকে আগে সালাম দিবে না এবং রাস্তায় চলার পথে যখন তাদের কারও সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে যাইতে বাধ্য করবে। – (মুসলিম)

ইহুদীদের সালামের জবাবে ওয়া আলাইকা বলতে হয়

হাদীস : ৪৩১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইহুদীরা যখন তোমাদেরকে সালাম করে তখন তারা বলে, আসসালামু আলাইকা। সুতরাং জওয়াবে তুমি বলবে, ওয়া আলাইকা। – (বোখারী ও মুসলিম)

আহলে কিতাব সালাম করলে ওয়া আলাইকুম বলবে

হাদীস : ৪৩১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আহ্লে কিতাব তোমাদেরকে সালাম করে তখন তোমরা জওয়াবে ওয়া আলাইকুম বলবে। – (বোখারী ও মুসলিম)

রাস্তায় বসলে রাস্তার হক আদায় করতে হয়

হাদীস : ৪৩১৬ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের তো রাস্তার উপর বসা ছাড়া অন্য গতি নেই। কারণ, সেখানে বসে আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা সেখানে বসতে একান্ত বাধ্য হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, চক্ষু বন্ধ রাখা, কাউকেও কষ্ট না দেয়া, সালামের জওয়াব দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। – (বোখারী ও মুসলিম)

পথ দেখায়ে দেয়াও রাস্তার হক আদায়

হাদীস : ৪৩১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে উক্ত হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এবং পথ দেখিয়ে দেয়া ও রাস্তার হক আদায়। – আবু দাউদ। এ বাক্যটি তিনি আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন।

মজলুমের ফরিয়াদ কবুল করাও রাস্তার হক

হাদীস : ৪৩১৮ ॥ হযরত উমর (রা) রাসূল (স) থেকে রাস্তার হক সম্পর্কীয় হাদীসে বর্ণনা করেন, তিনি ইহাও বলেছেন, এবং মযলুমের ফরিয়াদ শ্রবণ কর আর পথভোলো৷ ব্যক্তিকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।" – ইমাম আবু দাউদ এই হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা-এর পূর্ববর্ণিত হাদীসের শেষাংশে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। [মিশকাতের গ্রন্থকার আল্লামা খতীব উমরী (র) বলেন] উক্ত হাদীসদ্বয়ের এ অংশ দুটি আমি বোখারী ও মুসলিম শরিফের মধ্যে পাইনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসুস্থ মুসলমানদের খোঁজখবর নিতে হয়

হাদীস : ৪৩১৯ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের সদ্ব্যবহারস্বরূপ ছয়টি হক রয়েছে। ১। যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম করবে। ২। সে তাকে ডাকলে ডাকে সাড়া দিবে। ৩। যখন সে হাঁচি দিবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। ৪। সে অসুস্থ হলে খোঁজখবর নিবে। ৫। মৃত্যু হলে তার জানাযার সাথে যাবে। ৬। এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা তার জন্যও পছন্দ করবে। – (তিরমিযী ও দারেমী) যঈফ – ৩৩৬

সালাম পূর্ণরূপে আদায় করতে হয়

হাদীস : ৪৩২০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম। তিনি তার সালামের জওয়াব দিলেন। অতপর সে বসে পড়ল। তখন রাসূল (স) বললেন, এই লোকটির জন্য দশটি নেকী লেখা আছে। তারপর আরেক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্। রাসূল (স) সালামের জওয়াব দিলেন। সে বসল তখন রাসূল (স) বললেন, এ লোকটির জন্য বিশটি নেকী লেখা হয়েছে। অতপর আরেক ব্যক্তি আসল। সে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। রাসূল (স) তার সালামের জওয়াব দিলেন। লোকটি বসে পড়ল। তখন রাসূল (স) বললেন, এ লোকটির জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হয়েছে। – (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

সালামের সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে

হাদীস : ৪৩২১ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স) থেকে আগে বর্ণিত হাদীসটির অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন এবং আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অতপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগ্ফিরাতুহ। তখন তিনি ববললেন, এ ব্যক্তির জন্য চল্লিশ নেকী। অতপর বললেন, সওয়াবের পরিমাণ এভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে। – (আবু দাউদ) যঈফ – ৩৩৭

প্রথমে সালাম দেওয়া ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয়

হাদীস : ৪৩২২ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালার অধিক নিকটবর্তী যে প্রথমে সালাম করে। – (আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

মহিলাদের সালাম দেয়া যায়

হাদীস.: ৪৩২৩ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় একদা রাসূল (স) কতিপয় মহিলার কাছে দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। – (আহমদ)

একজনকে সালাম দিলে দলের সবার উপরই বর্তে

হাদীস : ৪৩২৪ ॥ হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন একদল লোক পথ অতিক্রম করে। তাদের মধ্যে হতে কোন এক ব্যক্তি সালাম করলে সেই সালাম গোটা দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে উপবিষ্ট মজলিসের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির জওয়াবই গোটা মজলিসের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। হাদীসটি ইমাম বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমান গ্রন্থে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর আবু দাউদ বলেছেন, হাদীসটি হাসান ইবনে আলীও মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইনি হলেন আবু দাউদের শায়খ বা উস্তাদ।

অন্য কোন জাতির অনুসরণ করা যাবে না

হাদীস : ৪৩২৫ ॥ আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করিও না। ইহুদীদের সালাম হল আঙ্গুলীর ইশারায় আর খ্রিষ্টানদের সালাম হল হাতের তালুর ইশারায়।

– (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এর সনদ দুর্বল)

কোন মুসলানদের সাথে দেখা হলেই সালাম করতে হয়

হাদীস : ৪৩২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন সে যেন তাকে সালাম করে। অতপর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে কোন বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথরে আড়াল পড়ে যায়, পরে পুনরায় যখন সাক্ষাৎ হয় তখনও যেন আবার সালাম করে।

–(আবু দাউদ)

গৃহবাসীদের সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে

হাদীস : ৪৩২৭ ॥ হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন বের হবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করবে। বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমান গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ঘরে সালাম দিলে বরকত হয়

হাদীস : ৪৩২৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, 'হে বৎস! যখন তুমি ঘরে পরিজনদের কাছে প্রবেশ কর তখন তুমি সালাম করিও। ইহাতে তোমার ও তোমার গৃহবাসীদের জন্য কল্যাণ হবে।'

– (তিরমিযী)

কথাবার্তার আগে সালাম করতে হয়

হাদীস : ৪৩২৯ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কথাবার্তার আগে সালাম করবে। – (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার।)

জাহেলী যুগে সালামের পরিবর্তে বলত তোমার চোখ শীতল হোক

হাদীস : ৪৩৩০ ॥ হাদীসটি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাহেলী যুগে সাক্ষাতে বলতাম, আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন, প্রাতঃকাল আনন্দময় হউক। কিন্তু ইসলাম আসার পর আমাদের ইহা থেকে নিষেধ করা হয়। – (আবু দাউদ) যঈফ — ৩৬৮

অন্যের মারফতে সালাম প্রেরণ করা যায়

হাদীস : ৪৩৩১ ॥ গালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হযরত হাসান বসরী (রা)-এর দলজায় বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদিন আমার পিতা আমাকে রাসূল (স)-এর কাছে পাঠালেন এবং বললেন, তাঁকে আমার সালাম জানাবে। আমার দাদা বলেন- আমি তাঁর খেদমতে এসে বললাম আমার পিতা আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন। তিনি বললেন, তোমার ওপর এবং তোমার পিতার উপর আমার সালাম। – (আবু দাউদ)

পত্র লিখতে নিজের নাম লিখে শুরু করতে হয়

হাদীস : ৪৩৩২ ॥ আবুল আলা ইবনে হাযরামী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আলা ইবনে আল হাযরামী (রা) রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে কর্মচারী ছিলেন। যখন তিনি রাসূল (স)-এর কাছে চিঠি লিখতেন তখন নিজের নাম দিয়ে আরম্ভ করতেন। – (আবু দাউদ) যঈফ — ৩৬৯

পত্রের মধ্যে কিছু মাটি ছিটিয়ে দেওয়া উচিত

হাদীস : ৪৩৩৩ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন পত্র লেখে, সে যেন তাতে কিছু মাটি ছিটিয়ে দেয়। উহা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়ক। – (তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার।) যঈফ – ৩৭৪০

কলম কানে রাখলে কথা বেশি স্মরণ হয়

হাদীস : ৪৩৩৪ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম। এই সময় তাঁর সম্মুখে ছিল একজন কাতিব, আমি শুনতে পেলাম, তিনি কাতিবকে বলেছেন, কলমটি তোমার কানের উপরে রাখ। কেননা, এতে প্রয়োজনীয় কথা বেশি স্মরণে আসে। – তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব এবং সনদের মধ্যেও দুর্বলতা আছে। Rvj – ৩৭৪২

যে কোন ভাষা শিক্ষা করা যায়

হাদীস : ৪৩৩৫ ॥ যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাকে সুরিয়ানী (মেসেটিক) ভাষা শেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি ইহুদীদের লেখা শিখে নিই। তিনি আরও বলেছেন, চিঠি-পত্রের ব্যাপারে আমি ইহুদীদের উপর আস্থা রাখি না। হযরত যায়েদ বলেন, অর্ধমাস অতিক্রম না হতেই আমি তা শিখে ফেললাম। ফলে রাসূল (স) যখনই ইহুদীদের কাছে পত্র দিতেন তখন আমিই লেখে দিতাম। আর ইহুদীরা যখন তাঁর কাছে পত্র লিখত তখন আমিই তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম। – (তিরমিযী)

মজলিসে প্রবেশ করেই সালাম দিবে

হাদীস : ৪৩৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কেউ কোন মজলিসে পৌছবে সে যেন সালাম করে এবং যদি সেখানে বসার প্রয়োজন হয় তখন বসে পড়বে। অতপর যখন সেখান হতে প্রস্থান করবে তখন সালাম করবে। কেননা, প্রথমবারে সালাম দ্বিতীয়বারের সালাম অপেক্ষা উত্তম নয়।

– (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাস্তায় বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই

হাদীস : ৪৩৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, রাস্তায় বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে সেই ব্যক্তির জন্য কল্যাণ আছে, যে পথভোলোকে রাস্তা দেখায়, সালামের জওয়াব দেয়, চক্ষু বন্ধ রাখে এবং বোঝা বহনকারীকে সাহায্য করে। – (শরহে সুন্নাহ। আর আবু জারাইয়ের হাদীসটি সদকার ফজিলতের অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।) যঈফ – ৩৭৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সালামের জবাবে ইয়ার হামুকাল্লাহ বলতে হয়

হাদীস : ৪৩৩৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে রূহ ফুকলেন, তখন তিনি হাঁচি দিলেন এবং বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' এই বলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর শোকর আদায় করলেন। এর জবাবে তাঁর রব বললেন, ইয়ারহামুকাল্লাহ' হে আদম! ঐ যে দেখ! একদল ফেরেশতা বসে আছেন, তাদের কাছে যাও এবং বল আসসালামু আলাইকুম।' তিনি গিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম।' জওয়াবে তাঁরা বললেন, 'আলাইকাস সালামু ওয়ারাহমাতুল্লাহ'। অতপর তিনি তাঁর প্রভুর কাছে ফিরে আসলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, ইহাই তোমার ও তোমার সন্তানদের মধ্যে পরস্পরের সালাম ও দোয়া অতপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে বললেন, তখন তাঁর উভয় হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, এই হাতদ্বয়ের মধ্যে যেটিই তোমার ইচ্ছে পছন্দ কর। তখন আদম (আ) বললেন, আমি আমার প্রভুর ডান হাতকেই পছন্দ করলাম। অথচ আমার প্রভুর উভয়ই হাতই ডান এবং বরকতময়। তারপর আল্লাহ তায়ালা হাতের মুষ্টি খুললেন। উহার মধ্যে রয়েছে আদম ও তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ। তখন আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ্ উত্তরে বললেন, এরা তোমার সন্তান-সন্ততিগণ। আদম (আ) দেখতে পেলেন,

তাদের প্রত্যেকেরই দু চক্ষুর মাঝখানে লেখা রয়েছে তাদের বয়স কাল। তিনি এদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল অথবা বলেছেন, সে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। তখন আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! এই লোকটি কে? বললেন, ইনি তোমার পুত্র দাউদ (আ), আমি তার বয়স চল্লিশ বছর লিখেছি। তখন আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রভু! তার বয়স আরও বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ বললেন, আমি তো তার জন্য এটাই লিপিবদ্ধ করেছি। আদম (আ) বললেন, আচ্ছা! আমি আমার বয়স থেকে ষাট বছর তার জন্য দান করলাম। তখন আল্লাহ্ বললেন ইহা তোমার খুশি।

রাসূল (স) বলেন, অতপর যতদিন আল্লাহর ইচ্ছে ছিল ততদিন হযরত আদম (আ) বেহেশতে অবস্থান করলেন। তারপর এক সময় তাঁকে তথা থেকে বের করা হল। আদম (আ) তাঁর বয়সের বছরগুলো গণনা করছিলেন। এরপর একদিন মৃত্যুদূত এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। আদম (আ) দূতকে বললেন, তুমি তো খুব তাড়াতাড়ি এসে গিয়েছ? কেননা আমার বয়স তো এক হাজার বৎসর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উত্তরে মৃত্যুদূত বললেন, হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনি যে আপনার সন্তান দাউদ (আ)-কে ষাট বছর দান করেছেন। তখন হযরত আদম (আ) এ কথা অস্বীকার করে বসলেন। ফলে, তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। আর আদম (আ) স্বীয় অঙ্গীকার ভুলে গিয়েছিলেন তাই তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়। রাসূল (স) বলেছেন, সেই দিন থেকে লিখে রাখা এবং সাক্ষী নির্ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়। – (তিরমিযী)

রাসূল (স) সবাইকে সালাম দিতেন

হাদীস : ৪৩৩৯ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন আমরা কিছু মহিলাদের সাথে বসা ছিলাম, তখন তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন। – (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেম)

ছোট-বড় সবাইকে সালাম প্রদান করতে হয়

হাদীস : ৪৩৪০ ॥ হযরত তোফায়েল ইবনে উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রায়শ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে যাওয়া-আসা করতেন এবং ইবনে ওমর (রা)-ও তাঁকে সঙ্গে নিতেন ভোরে বাজারের দিকে যেতেন। তোফায়েল বলেন, যখন আমরা বাজারের দিকে যেতাম তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন কোন মামুলি দোকানদার যে কোন বিক্রেতা মিসকিন এবং অন্য কোন ব্যক্তির কাছে দিয়ে গমন করতেন তাকেই সালাম করতেন। তোফায়েল বলেন, আমার নিয়মমাফিক একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারের দিকে যেতে চাইলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি বাজারে যেয়ে কী করেন? আপনি তো কোন বিক্রেতার কাছেও থামেন না। কোন পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করেন না, কোন জিনিসের দাম-দস্তর করেন না, এমনকি বাজারে কোন স্থানে একটু বসেনও না। সুতরাং আসুন। আমাদেরকে নিয়ে এখানে কোথাও বসুন, আমরা হাদীসের আলোচনা করি। তোফায়েল বলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আমাকে বললেন, হে পেটুক! (তোফায়েলের পেট তুলনামূলক কিছুটা বড় ছিল।) আমি শুধুমাত্র সালাম করার উদ্দেশ্যে সকালে বাজারে যাই এবং যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় তাকে সালাম করি। – (মালিক ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

যে সালাম দিতে কৃপণতা করে সে বেশি কৃপণ

হাদীস : ৪৩৪১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স) খেদমতে এসে বলল, আমার বাগানে অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। তার উক্ত গাছটি আমাকে কষ্ট দিতেছে। ইহা শুনে রাসূল (স) সেই লোকটিকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, তোমার ঐ ফলদার খেজুর গাছটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। সে বলল, আমি বিক্রি করব না। তিনি বললেন, তা না হলে আমাকে দান কর। সে বলল আমি দানও করব না। এবার রাসূল (স) বললেন, তাহাও না হলে বেহেশতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে উহা বিক্রি করে দাও। সে বলল, না। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি তোমার চাইতে অধিক কৃপণ আর কাউকেও দেখি নি। তবে হ্যাঁ, সেই ব্যক্তিই অধিক কৃপণ যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে। – (আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

আগে সালামকারী ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ৪৩৪২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আগে সালাম প্রদানকারী গর্ব-অহংকার হতে মুক্ত। – (বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) যঈফ-৯৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুমতি প্রার্থনার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আহলে ছুফফা অনুমতি চাইলেন

হাদীস : ৪৩৪৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (সা)-এর সাথে গৃহে প্রবেশ করলাম এবং তিনি দুধভর্তি একটি পেয়ালা দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবু হির্র বলে সম্বোধন করে বললেন, সুফফাবাসীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি গেলাম এবং তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা আসলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন, পরে তারা প্রবেশ করল। – (বোখারী)

কারও বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে তিনবার সালাম দিবে

হাদীস : ৪৩৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন, হযরত ওমর (রা) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেই মতে আমি তাঁর বাড়িতে গেলাম এবং তিনবার সালাম করলাম। কিন্তু তিনি সালামের জবাব দেন নি, তাই আমি ফিরে আসলাম। পরে হযরত ওমর (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছিল? আমি বললাম, আমি অবশ্যই আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম এব বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালামও করেছিলেন। কিন্তু আপনারা আমার সালামের উত্তর দেননি। তাই আমি ফিরে এসেছি। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি না পায়, সে যেন ফিরে আসে। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, এই কথার ওপর তুমি প্রমাণ পেশ কর। আবু সায়ীদ (রা) বলেন, তখন আমি আবু মূসা (রা)-এর সাথে হযরত উমর (রা)-এর কাছে গেলাম এবং সাক্ষ্য দিলাম, যে হাদীসটি সহীহ। – (বোখারী ও মুসলিম)

অন্যের গোপন কথাবার্তা শোনা নিষেধ

হাদীস : ৪৩৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, আমার পক্ষ থেকে তোমাকে অনুমতি দেয়া হল যে, তুমি দরজার পর্দা ওঠাবে এবং অন্দরে প্রবেশ করবে, আর আমার গোপন কথাবার্তা শুনবে যতক্ষণ আমি তোমাকে নিষেধ করি। – (মুসলিম)

সালাম জানিয়ে নাম বলতে হয়

হাদীস : ৪৩৪৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণের ব্যাপারে একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে আসলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি বললেন, কে? আমি বললাম 'আমি'। তখন তিনি বললেন, 'আমি' যেন তিনি আমার এরূপ জওয়াব পছন্দ করলেন না। – (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাথে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই

হাদীস : ৪৩৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকেও ডাকা হয় এবং সে বার্তাবাহকের সাথে চলে আসে, তবে তা হবে তার জন্য অনুমতি। – আবু দাউদ। আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির কারও কাছে লোক পাঠানোই তার জন্য অনুমতি।

সালাম না দেওয়ায় রাসূল (স) ফেরত পাঠালেন

হাদীস : ৪৩৪৮ ॥ হযরত কালাদাহ্ ইবনে হাম্বল (রা) বলেন, নিশ্চয় একদা হযরত সাফ্ওয়ান ইবনে উমাইয়্যা (রা) কিছু দুধ, ছোট একটি হরিণ শাবক ও কিছু কাঁকড়ি রাসূল (স)-এর কাছে পাঠালেন। এ সময় রাসূল (স) মক্কার উচ্চ প্রান্তে অবস্থান করছিলেন। কাল্দাহ বলেন, আমি এমনিভাবে তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম, তাঁকে সালামও করলাম না, অনুমতিও নিলাম না। তখন রাসূল (সা) আমাকে বললেন, চলে যাও এবং পুনরায় এসে বল, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? – (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

কারো বাড়ির দরজা বরাবর দাঁড়ানো নিষেধ

হাদীস : ৪৩৪৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কারও বাড়িতে যেতেন তখন সরাসরি দরজার বরাবর মুখ করে দাঁড়াতেন না; বরং দরজার ডান কিংবা বাম পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, আসসালামু আলাইকুম। আর তা এই কারণে যে, তৎকালে দরজার সম্মুখে পর্দা হত না। – (আবু দাউদ)

আর হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসূল (স) বলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যিয়াফতের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর কাছে রাতে গেলে অনুমতি প্রার্থনা করতে হত

হাদীস : ৪৩৫০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমার জন্য রাসূল (স)-এর কাছে রাত্রে ও দিনে সর্বদা যাওয়ার অনুমতি ছিল। তবে আমি রাত্রির বেলায় তাঁর কাছে গমন করলে তিনি অনুমতিস্বরূপ গলা খাঁক্‌ড়াতেন। – (নাসাঈ)।

যঈফ-৭৪৪

সালাম না দিলে প্রবেশের অনুমতি দিবে না

হাদীস : ৪৩৫১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম না করে তোমরা তাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না। –(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

মায়ের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি প্রয়োজন

হাদীস : ৪৩৫২ ॥ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতে অনুমতি চাইব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আমি তো তাঁর সঙ্গে একই ঘরে বাস করি। তখন রাসূল (স) বললেন, অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে যাবে। তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তুমি তাকে উলঙ্গ দেখতে পাও? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, কাজেই অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে।

– (মালিক মুরসালরূপে)।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসাফাহা বা আলিঙ্গনের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) শিশুদের চুম্বন করতেন

হাদীস : ৪৩৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুম্বন দিলেন, তখন তাঁর কাছে হযরত আকরা ইবনে হাবেস তামিমী উপস্থিত ছিল আকরা (রা) বলল, আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকে কখনও চুমু দেইনি। রাসূল (স) তার দিকে তাকালেন, অতপর বললেন, যে লোক দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না। – (বোখারী ও মুসলিম)

সাহাবীদের মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল

হাদীস : ৪৩৫৪ ॥ কাতাদাহ (র) বলেন, আমি হযরত অনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নিশ্চয় রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল কি? তিনি বললেন। হ্যাঁ ছিল। – (বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কারও সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করতে হয়

হাদীস : ৪৩৫৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ যখন তার কোন ভাইয়ের কিংবা কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে তখন কি তার জন্য মাথা নত করব? তিনি বললেন 'না'। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তাকে কি আলিঙ্গন করব এবং চুম্বন করব? তিনি বললেন 'না'। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কি তার হাত ধরে তার সাথে মুসাফাহা করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। – (তিরমিযী)

দুজন মুসলমানের সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করবে

হাদীস : ৪৩৫৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন দুই জন মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং তারা মুসাফাহা করে। পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের উভয়ের গুনাহ্‌সমূহ মাফ হয়ে যায়। – আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে-যখন দুজন মুসমান মিলিত হয়ে পরস্পর মুসাফাহা করে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তারা আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চায়, তখন তাদের উভয়কে মাফ করে দেয়া হয়।

যঈফ-৭৪৫

রোগীর কপালে হাত লাগাতে হয়

হাদীস : ৪৩৫৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, রোগীর পুরো শুশ্রূষা হল তোমাদের কারও হাত তার কপালে অথবা হাতের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করবে সে কেমন আছে? আর তোমাদের সালামের পূর্ণতা হল মুসাফাহা করা। – (আহম ও তিরমিযী। অবশ্যই তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি যঈফ) যঈফ–৩৪৬ (৩৪১)

রাসূল (স) কখনও খালি গায়ে থাকতেন না

হাদীস : ৪৩৫৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা অভিযান শেষে মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূল (স) আমার ঘরেই ছিলেন। যায়েদ এসে ঘরের দরওয়াজায় টোকা দিতেই রাসূল (স) খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এর আগে বা পরে আমি আর কোন দিন তাঁকে এভাবে খালি গায়ে দেখি নি। অতপর তিনি তার সাথে গলাগলি করলেন এবং তাকে চুম্বন দিলেন। – (তিরমিযী) যঈফ – ৩৪৭

আনন্দের আতিশয্যে একজনকে আরেকজন বুকে জড়িয়ে ধরা যায়

হাদীস : ৪৩৫৯ ॥ আইউব ইবনে বুশাইর (র) আনাযা গোত্রীয় এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) যখন আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন কি মুসাফাহা করতেন? তিনি বলেন, আমি যখনই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি তিনি তখনই আমার সাথে মুসাফাহা করেছেন। একদা তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু আমি গৃহে ছিলাম না, পরে যখন আমি আসলাম তখন আমাকে সংবাদটি জানান হলো এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। সেই সময় তিনি খাটের ওপর বসা ছিলেন। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ইহা ছিল অতি উত্তম! অতি উত্তম! – (আবু দাউদ) যঈফ – ৩৪৮

হিজরতকারীর সওয়াবের প্রতি মুবারক

হাদীস : ৪৩৬০ ॥ হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহল (রা) বলেন, যেই দিন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হই তখন তিনি আমাকে দেখে বললেন, হিজরতকারী সওয়ারের প্রতি মুবারকবাদ। – (তিরমিযী)

মানুষকে চুম্বন দেওয়া যায় যঈফ – ৩৪৯

হাদীস : ৪৩৬১ ॥ হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইব (রা) যিনি ছিলেন আনসার গোত্রীয় তার সম্পর্কে বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি লোকদের মধ্যে গল্প-গুজব করতেছিলেন এবং তাঁর স্বভাবে হাসি-ঠাট্টা ছিল, কাজেই তিনি লোকদের হাসাইতেছিলেন। এমন সময় রাসূল (স) এক খণ্ড কাঠি দ্বারা তার কোমরে খোঁচা দিলেন। তখন উসাইদ বললেন, আপনি আমাকে খোঁচা দিয়েছেন। সুতরাং আমাকে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ দিন। তিনি বললেন, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। উসাইদ বললেন, আপনার গায়ে তো জামা আছে অথচ আমার গায়ে জামা নেই। তখন রাসূল (স) গায়ের জামাটি তুলে ধরলেন। অমনি হযরত উসাইদ (রা) তাঁকে জড়াইয়া ধরলেন এবং তাঁর পাশে চুম্বন দিতে লাগলেন। আর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা আমার ইচ্ছে ছিল। – (আবু দাউদ)

চোখের মাঝখানে চুম্বন করা যায়

হাদীস : ৪৩৬২ ॥ আমের শাবী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) জাফর ইবনে আবু তালিবের সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে চুম্বন দিলেন– আবু দাউদ, বায়হাকী। ইমাম বায়হাকী শোআবুল ঈমানে এ হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর মাসাবীহ-এর কতিপয়ে এবং শরহে সুন্নাতে বায়াযী হতে মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণিত আছে। যঈফ – ৩৫০

রাসূল (স) মুআনাকা করতেন

হাদীস : ৪৩৬৩ ॥ হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) হাবশা মুলক থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা হাবশা থেকে রওয়ানা করলাম, অবশেষে মদীনায় এসে পৌছলাম। তখন রাসূল (স) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সাথে মুআনাকা করলেন। অতপর বললেন, আমি বলতে পারছি না যে, খায়বর বিজয় আমার কাছে বেশি আনন্দদায়ক, নাকি জাফরের আগমন? ঘটনাক্রমে খায়বর বিজয়ের সময় হযরত জাফরের প্রত্যাবর্তন হয়েছিল।

রাসূল (স)-এর হাতে চুম্বন করা যেত

হাদীস : ৪৩৬৪ ॥ হযরত যারে (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল কায়েস গোত্রীয় প্রতিনিধিদের দলভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় আগমন করি তখন তাড়াহুড়া করে নিজেদের সওয়ারী হতে অবতরণ করলাম এবং রাসূল (স) এর হাতে ও পায়ে চুম্বন করলাম। – (আবু দাউদ)

সন্তানকে চুম্বন দেয়া যায়

হাদীস : ৪৩৬৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) সর্বপ্রথম মদীনায় আগমন করলে আমি তাঁর সাথে প্রবেশ করলাম। এ সময় তাঁর কন্যা আয়েশা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শুয়েছিলেন। হযরত আবু বকর তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! তুমি কী অবস্থায় আছ? এ বলে তিনি তার গালে চুম্বন করলেন। – (আবু দাউদ)

শিশুরা আল্লাহর দেয়া সুগন্ধি

হাদীস : ৪৩৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর কাছে একটি শিশু আনা হলো, তিনি শিশুটিকে চুম্বন করলেন, অতপর বললেন, তোমরা জেনে রাখ! এই সব শিশুরাই হল কার্পণ্যতা ও ভীরুতার কারণ এবং তারা হল আল্লাহ তায়ালার দেয়া সুগন্ধি। – (শরহে সুন্নাহ)

ফাতিমা (রা) রাসূল (স)-এর চেহারার অনুরূপ ছিলেন

হাদীস : ৪৩৬৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আচার-আচরণে, চাল-চলনে এবং মহৎ চরিত্রে, অপর এক বর্ণনায় আছে, আলাপ-আলোচনায় ও কথাবার্তায় ফাতিমা (রা) অপেক্ষা অন্য কাউকেও আমি রাসূল (স)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পাইনি। ফাতিমা যখনই তাঁর কাছে আসতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। আর যখনই রাসূল (স) তাঁদের কাছে যেতেন তখন তিনিও তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে তাঁর হাতখানা ধরে উহাতে চুম্বন করতেন এবং তাঁকে নিজের আসনে বসাতেন। – (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসাফাহা করলে অন্তরের কষ্ট দূর হয়

হাদীস : ৪৩৬৮ ॥ আতা খোরাসানী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর, এতে অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া আদান-প্রদান কর, এতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাইবে এবং বৈরিতা বিদূরিত হবে।। – মালিক। ইমাম মালিক হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

পরস্পর মুসাফাহা করলে গোনাহ ঝরে যায়

হাদীস : ৪৩৬৯ ॥ হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের আগে চার রাকাআত নামায আদায় করে, সে যেন তা কদরের রাতে আদায় করল। আর দুজন মুসলমান যখন পরস্পর মুসাফাহা করে, তখন তাদের সব গুনাহ্ ঝরে যায়, ফলে কোন গুনাহ্ই অবশিষ্ট থাকে না। – (বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

সন্তান কার্পণ্যতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ

হাদীস : ৪৩৭০ ॥ হযরত ইয়ালা (রা) বলেন, একদিন হাসান ও হোছাইন (রা) দৌড়িয়ে রাসূল (স)-এর কাছে আসলেন। তখন তিনি তাদের দুজনকেই জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, সন্তান হলো কার্পণ্যতা ও কাপুরুষতার কারণ। –(আহমদ)

চতুর্থ অধ্যায়

উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নেতাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করা

হাদীস : ৪৩৭১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, যখন বনু কুরাইযা হযরত সাদ ইবনে মুযায (রা)-এর ফয়সালায় সম্মতি প্রকাশ করল তখন রাসূল (স) তাকে ডেকে পাঠালেন। আর হযরত সাদ রাসূল (স)-এর গৃহে কাছে অবস্থান করতেছিলেন। তিনি একদিন গাধার ওপরে সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি মসজিদের কাছে পৌছলেন, তখন রাসূল (স) আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি দাঁড়িয়ে যাও। – (বোখারী ও মুসলিম। এ হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা, 'কয়েদীদের বিধান' সম্পর্কীয় অধ্যায়ে আগেই বর্ণিত হয়েছে।)

অন্যকে উঠিয়ে তার জায়গায় বসা উচিত

হাদীস : ৪৩৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে পরে নিজেই উক্ত স্থানে বসে পড়বে, এরূপ করবে না। বরং তোমরা স্থানটিকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে নিবে। – (বোখারী ও মুসলিম)

যে স্থানে যে আগে বসে তার হক

হাদীস : ৪৩৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার বসার স্থান থেকে উঠে যায়, অতপর ঐ জায়গায় ফিরে আসে, তখন সে তার ঐ স্থানটির অধিক হকদার। – (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাগণ রাসূল (স)-কে দেখে দাঁড়াতেন না

হাদীস : ৪৩৭৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কাছে রাসূল (স) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তারা যখন তাঁকে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেননা, তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না। – (তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

রাসূল (স)-কে দেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৩৭৫ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এতে আনন্দ পায় যে, লোকজন তাঁর দাঁড়ানো অবস্থায় স্থির হয়ে থাকুক, তবে সে যেন নিজের জাহান্নামে বাসস্থান নির্ধারণ করে নিল।

–(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আযমী লোকেরা দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান করে

হাদীস : ৪৩৭৬ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) ভর করে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। আমরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা আযমী লোকদের ন্যায় দাঁড়াইও না। তারা এভাবে দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে। – (আবু দাউদ) যঈফ — ৭৫৩

একজনকে দেখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৩৭৭ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) (হযরত হাসান বসরীর ভাই) বলেন, একদা হযরত আবু বাকরাহ (রা) কোন এক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমাদের কাছে আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বসানোর জন্য নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হযরত আবু বাকরাহ তথায় বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন রাসূল (স) এ থেকে নিষেধ করেছেন এবং রাসূল (স) এমন ব্যক্তির কাপড় দ্বারা হাত মুছতে নিষেধ করেছেন, যাকে সে কাপড় পরিধান করা হয়নি। – (আবু দাউদ) যঈফ — ৭৫৪

বসা থেকে প্রয়োজনে উঠে গেলে সেখানে কিছু রেখে যেতে হয়

হাদীস : ৪৩৭৮ ॥ হযরত আবীদদারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বসতেন এবং আমরাও তাঁর চারপার্শ্বে বসা থাকতাম, তখন তিনি উঠে যাওয়ার সময় পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা থাকলে নিজের জুতা কিংবা পরিধানের অন্য কিছু খুলে রেখে যেতেন। এতে সাহাবাগণ বুঝতে পারতেন যে, তিনি ফিরে আসবেন, ফলে তারাও সস্থানে বসে থাকতেন। – (আবু দাউদ) যঈফ — ৭৫৫

দুজন লোকের মাঝখানে অনুমতি ছাড়া বসা নিষেধ

হাদীস : ৪৩৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি বলেছেন, দু জনকে ফাঁক করে তাদের অনুমতি ছাড়া উভয়ের মধ্যখানে বসা জায়েয নয়। – (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

দুজন লোকের মধ্যে বসতে হলে অনুমতি প্রয়োজন

হাদীস : ৪৩৮০ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, দুজন লোকের মধ্যে তাদের অনুমতি ছাড়া বসিও না। – (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বাড়ির ভেতরে যাওয়ার পর সাহাবাগণ চলে যেতেন

হাদীস : ৪৩৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সাথে মসজিদে বসে কথাবার্তা বলতেন। আর তিনি উঠে যেতেন তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম, যে পর্যন্ত না আমরা দেখতে পাইতাম যে, তিনি তার স্ত্রীদের কারও ঘরে প্রবেশ করেছেন। – (বায়হাকী) যঈফ — ৭৫৬

মজলিসে কেউ উপস্থিত হলে চেপে বসতে হয়

হাদীস : ৪৩৮২ ॥ হযরত ওয়াসিলা ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে আসল, এ সময় তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। তার আগমনে রাসূল (স) বসার স্থান থেকে কিছুটা সরে বসলেন। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! জায়গা তো প্রশস্তই আছে, তখন রাসূল (স) বললেন, ইহা মুসলমানদের হক, যখন তাকে তার কোন মুসলমান ভাই দেখবে তখন সে তার জন্যে কিছুটা সরে জায়গা দিবে। – (বায়হাকী)

পঞ্চম অধ্যায়

বসা, নিদ্রা ও চলাচলের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক পায়ের ওপর আরেক পা দিয়ে শোয়া নিষেধ

হাদীস : ৪৩৮৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন ব্যক্তিকে কখনো এক পায়ের ওপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে পিঠের ওপর শুইতে নিষেধ করেছেন। – (মুসলিম)

চিত হয়ে শোয়া নিষেধ

হাদীস : ৪৩৮৪ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি কখনও এভাবে চিৎ হয়ে শুইবে না যে, এক পা খাড়া করে অপর পা তার উপর রাখে। – (মুসলিম)

রাসূল (স) কাবার প্রাঙ্গণে বসতেন

হাদীস : ৪৩৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কাবা শরিফের আঙ্গিনায় নিজের উভয় হস্ত দ্বারা 'ইহতিবা' অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছি। – (বোখারী)

রাসূল (স) এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে শুয়েছেন

হাদীস : ৪৩৮৬ ॥ হযরত আব্বাদ ইবনে তামীম (রা) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (স)-কে মসজিদে চিৎ হয়ে এমনভাবে শুইতে দেখেছি যে, তাঁর এক পা অপর পায়ের ওপর রাখা ছিল। – (বোখারী ও মুসলিম)

অহংকার করা খুবই অন্যায়

হাদীস : ৪৩৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি নক্শাধারী দুখানা চাদর পরিধান করে অহংকারের সাথে চলছিল। বস্তুত তার আত্মগর্ব তাকে অহমিকায় ফেলেছিল, ফলে তাকে যমীনে ধসায়ে দেওয়া হয়, এখন সে কিয়ামত পর্যন্ত তাতে প্রোথিত হতে থাকবে। – (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কুরফুছা অবস্থায় বসা ছিলেন

হাদীস : ৪৩৮৮ ॥ হযরত কায়লা বিনতে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে মসজিদে কুরফুছা অবস্থায় বসা দেখেছেন। তিনি আরও বলেন, আমি যখন রাসূল (স)-কে এরূপ বিনয়ী অবস্থায় দেখলাম তখন ভয়-ভীতিতে আমি কেঁপে উঠলাম। – (আবু দাউদ)

সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত ফজরের নামাযের আসনে বসে থাকতে হয়

হাদীস : ৪৩৮৯ ॥ হযরত জাবের বিন সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের নামাযান্তে নামাযের স্থানে আসন পেতে বসে থাকতেন যে পর্যন্ত না খুব ভালোভাবে সূর্যোদয় হয়ে যেত।– (আবু দাউদ)

রাসূল (স) বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসেছেন

হাদীস : ৪৩৯০ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বাম পাশে বালিশের ওপর হেলান দেয়া অবস্থায় দেখেছি। – (তিরমিযী)

রাসূল (স) উভয় হাত দিয়ে ইহতাবা করতেন

হাদীস : ৪৩৯১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স),যখন মসজিদে বসতেন তখন উভয় হাত দ্বারা ইহতাবা করে বসতেন। – (রযীন)

রাসূল (স)-এর বিশ্রাম

হাদীস : ৪৩৯২ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) সফরে রাত্রে যখন কোথাও বিশ্রাম করতেন, তখন ডান পাশে শুইতেন। আর যখন ভোর সংলগ্নে কোথাও আরমা করতেন তখন বাহু খাড়া করে তার তালুর ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম করতেন। – (শরহে সুন্নাহ)

রাসূল (স)-এর বিছানা কাফনের কাপড়ের মত ছিল

হাদীস : ৪৩৯৩ ॥ হযরত উম্মে সালামার পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (স)-এর বিছানা অনুরূপই ছিল যেরূপ কাপড় তাঁর কবরে রাখা হয়েছে। আর শোয়ার সময় মসজিদ থাকত তাঁর মাথার কাছে। – (আবু দাউদ)

যঈফ-৩৫৮

উপুড় হয়ে শোয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৩৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, এভাবে শোয়া আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। – (তিরমিযী)

উপুড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না

হাদীস : ৪৩৯৫ ॥ হযরত ইয়াঈশ ইবনে তিখফাহ্ ইবনে কায়েস (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন, আসহাবে সুফফার একজন। তিনি বলন, আমি বুক ব্যথার দরুন উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে নিজের পা দ্বারা নাড়া দিয়ে বললেন, এ শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না। তখন আমি তাকিয়ে দেখলাম তিনি রাসূল (স)। – (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্) যঈফ-৩৫৯

রেলিংবিহীন ছাদে শয়ন করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৩৯৬ ॥ হযরত আলী ইবনে শাইবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রকারের আড়াল ছাড়া অপর এক বর্ণনায় আছে-দেয়াল ছাড়া ঘরের ছাদে রাত্রি যাপন করে, তার জন্য আল্লাহর যিম্মায় কোন দায়িত্ব নেই। – (আবু দাউদ)

ছাদের ওপর শোয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৩৯৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন ব্যক্তিকে এরূপ ছাদের ওপর ঘুমাতে নিষেধ করেছেন যেখানে কোন ঘেরাও নেই। (তিরমিযী)

মসজিদের মাঝখানে বসা উচিত নয়

হাদীস : ৪৩৯৮ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, মুহাম্মদ (স)-এর ভাষায় সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে মসজিদের মাঝখানে যেয়ে বসে। – (তিরমিযী) ও আবু দাউদ) যঈফ-৩৬০

যে মজলিশ প্রশস্ত তাই ভালো

হাদীস : ৪৩৯৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, সর্বোত্তম মজলিস তা যা প্রশস্ত হয়। – (আবু দাউদ)

বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪০০ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) তাশরীফ আনলেন, এ সময় সাহাবীগণ বসা ছিলেন। তিনি বললেন, ব্যাপার কী? আমি তোমাদেরকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখছি? – (আবু দাউদ)

শরীরে কিছু অংশ ছায়ায় রেখে বসা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ছায়ায় বসে এবং পরে তার ওপর হতে উহা সরে যায়, ফলে তার শরীরের কিছু অংশ রৌদ্রে এবং কিছু অংশ ছায়ায় থাকে, তখন সে যেন সেখান থেকে উঠে যায়। – আবু দাউদ। আর শরহে সুন্নায় আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যদি তোমাদের কেউ ছায়ায় বসে, পরে তার ওপর থেকে ছায়া সরে যায়, তখন সে যেন অবশ্যই উক্ত স্থান থেকে উঠে যায়। কেননা, উহা শয়তানের বসার স্থান। মা'মার উক্ত হাদীসটি অনুরূপভাবে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মহিলাগণ পুরুষের পিছনে বসবে

হাদীস : ৪৪০২ ॥ হযরত আবু উসাইদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত নিশ্চয়ই একদা রাসূল (স) মসজিদের বাইরে ছিলেন, রাস্তায় পুরুষেরা মহিলাদের সাথে মিলেমিশে চলছে, এ সময় আবু উসাইদ শুনেছেন যে, রাসূল (স) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা পুরুষদের পেছনে চলো। রাস্তার মধ্যে দিয়ে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়; বরং রাস্তার পাশ দিয়ে চলবে। এ কথা শুনে তারা এমনভাবে প্রাচীর ঘেঁষে চলতে লাগল যে, কখনও কখনও তাদের কাপড় প্রাচীরের সাথে আটকে যেত। – (আবু দাউদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

মজলিসের শেষ স্থানে বসতে হয়

হাদীস : ৪৪০৩ ॥ হযরত জাবের সামুরা (রা) বলেন, যখন আমরা রাসূল (স)-এর খেদমতে আসতাম তখন আমাদের যে কেউই মজলিসের শেষ প্রান্তে বসত। – আবু দাউদ। গ্রন্থকার বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমের-এর হাদীসদ্বয় কিয়ামতের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

দুজন মহিলার মাঝে পুরুষের চলা নিষেধ

হাদীস : ৪৪০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স) দুজন মহিলার মাঝখানে চলতে নিষেধ করেছেন। – (আবু দাউদ) Rvj – ৩১৬৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপুড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না

হাদীস : ৪৪০৫ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি উপুড় হয়ে শোয়া ছিলাম। তিনি নিজের পা দ্বারা আমাকে ঠোকা দিলেন এবং বললেন, হে জুনদুব! এমনভাবে শোয়া দোযখীদের-অভ্যাস। – (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর অভিশপ্ত লোকদের মত বসা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪০৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শারীদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল (স) আমার কাছে দিয়ে গমন করলেন। তখন আমি এমন অবস্থায় বসা ছিলাম যে, আমার বাম হাত ছিল আমার পিঠের পেছনে। আর ডান হাতের তালুর ওপর ভর দিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি এমন অবস্থায় বসে রয়েছ যেমন আল্লাহর অভিশপ্ত লোকেরা বসে? – (আবু দাউদ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাঁচি ও হাই সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলহামদুলিল্লাহ না বললে হাঁচির জবাব দিতে নেই

হাদীস : ৪৪০৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা পর পর দুই ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে হাঁচি দিল। রাসূল (স) এক ব্যক্তির হাঁচির জওয়াবে দো'আ দিলেন এবং অপর ব্যক্তির জন্য দো'আ দিলেন না। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, অথচ আমার হাঁচির জওয়াব দেননি। উত্তরে তিনি বললেন, সে আলহামদুলিল্লাহ বলেছে, কিন্তু তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলনি। – (বোখারী ও মুসলিম)

হাঁচি দেয়া আল্লাহ পছন্দ করেন

হাদীস : ৪৪০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হাঁচি দেয়াকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। সুতরাং যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং সে আল্‌হামদুলিল্লাহ বলেন, তখন এমন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা অপরিহার্য হয়ে যায়, যে তার আলহামদুলিল্লাহ শুনেছে। আর হাই তোলা হল শয়তানের প্রভাবে। অতএব, যখন তোমাদের কারও হাই আসে, তখন যথাসম্ভব ইহা প্রতিরোধ করা উচিত। কেননা, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে তার মুখ খোলে তখন শয়তান উপহাসমূলক হাসে। – (বোখারী) আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, তোমাদের কেউ যখন হা করে তখন তাতে শয়তান হাসে।

কেউ হাঁচি দিলে জবাব দিতে হয়

হাদীস : ৪৪০৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন আলহামদু লিল্লাহ বলে এবং তাঁর কোন ভাই অথবা সঙ্গী যেন জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে। আর যখন সে হাঁচিদাতাকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে, তখন হাঁচি দাতা যেন বলে ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। –(বোখারী)

হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বললে জবাব দিবে না

হাদীস : ৪৪১০ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং পরে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন তোমরা তার জওয়াব দিবে। আর যদি সে আল-হামদুলিল্লাহ না বলে, তবে তোমরাও তার জওয়াব দিও না। – (মুসলিম)

হাঁচির জওয়াব হলো ইয়ারহামুকাল্লাহ

হাদীস : ৪৪১১ ॥ হযরত সালামাহ ইবনে আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে হাঁচি দিলে তিনি তাঁকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতে শুনলেন। অতপর লোকটি দ্বিতীয়বার হাঁচি দিল। তখন রাসূল (স) বললেন লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত – (মুসলিম। তবে তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, লোকটি তৃতীয়বার হাঁচি দিলে রাসূল (স) বললেন, লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত।)

হাই আসলে বাম হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে হয়

হাদীস : ৪৪১২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও হাই আসে তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা, শয়তান মুখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। – (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হাঁচি দেয়ার সময় কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতেন

হাদীস : ৪৪১৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) যখন হাঁচি দিতেন তখন স্বীয় হাত অথবা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন এবং হাঁচির শব্দকে নিচু রাখতেন। – (তিরমিযী ও আবু দাউদ এবং তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।)

হাঁচির নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করতে হয়

হাদীস : ৪৪১৪ ॥ হযরত আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন। আর যে ব্যক্তি এর জওয়াব দিবে সে যেন বলে, ইয়াহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন) অতপর হাঁচিদাতা বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহু ওয়া ইউস্‌লিহু বালাকুম। আল্লাহ যেন তোমাকে সুপথ দেখান তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন। –(তিরমিযী ও দারেমী)

হাঁচির নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করতে হয়

হাদীস : ৪৪১৫ ॥ হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রা) বলেন, একদা আমরা হযরত সালেম ইবনে উবাইদা (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম। তখন হযরত সালেম বললেন, তোমার ওপর ও তোমার মায়ের ওপর। এতে যেন লোকটির মনে ব্যথা লাগল। তখন সালেম বললেন, জেনে রাখ! ইহা আমার নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং এটা রাসূল (স)-এর উক্তি। একদা এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে হাঁচি দিয়া আস্‌সালামু আলাইকুম বলেছিল, তখন রাসূল (স) বলেছিলেন, তোমার ওপর ও তোমার মায়ের ওপর। যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর যে উত্তর দিবে সে যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ। অতপর হাঁচিদাতা পুনরায় বলবে ইয়াগফিরুল্লাহু লী ওয়া লাকুম। – (তিরমিযী ও আবু দাউদ) যঈফ-৭৬২

হাঁচিদাতার জবাব তিনবার পর্যন্ত দেয়া সুন্নত

হাদীস : ৪৪১৬ ॥ হযরত উবাইদা ইবনে রিফায়া (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হাঁচিদাতার হাঁচির জওয়াব তিনবার পর্যন্ত দাও। এর অধিক হাঁচি দিলে তবে তোমার ইচ্ছে জওয়াব দিতেও পার এবং নাও দিতে পার। – (আবু দাউদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি গরীব।) যঈফ – ৭৬৩

হাঁচির জবাব তিনবারের বেশি দিবে না

হাদীস : ৪৪১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, তুমি তোমার ভাইয়ের তিনবার হাঁচির জওয়াব দাও। যদি সে এর অধিকবার হাঁচি দেয় তখন মনে করবে, সে সর্দিতে আক্রান্ত – (আবু দাউদ। রাবী বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবু হুরায়রা (রা) এ হাদীসটি রাসূল (স) থেকে মারফু পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাঁচি দিলে সুন্নত পদ্ধতিতে উত্তর দিবে

হাদীস : ৪৪১৮ ॥ তাবেয়ী নাফে বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে হাঁচি দিল এবং বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ'। তখন ইবনে ওমর (রা) বললেন, আমি বলছি 'আল্‌হামদু লিল্লাহ ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ'। তবে সুন্নত পদ্ধতি এমন নয়। বরং রাসূল (স) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যেন আমরা বলি, 'আলহামদু লিল্লাহ আলা কুল্লে হালিন'। – (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

সপ্তম অধ্যায়

হাসির গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) মুচকি হাসি দিতেন

হাদীস : ৪৪১৯ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) বলেন, আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রাসূল (স) আমাকে তাঁর কাছে আসতে বাধা প্রদান করেননি। আর তিনি যখনই আমাকে দেখতেন মৃদুভাবে মুচকি হাসতেন। – (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) কখনো অট্টহাসি দেননি

হাদীস : ৪৪২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-কে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, অট্টহাসিতে তাঁর মুখ গহ্বর ও কণ্ঠতালু পর্যন্ত দেখতে পাই, বরং তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। – (বোখারী)

ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা সুন্নত

হাদীস : ৪৪২১ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) যেই জায়গায় ফজরের নামায আদায় করতেন সেই জায়গা থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত উঠতেন না। যখন সূর্য উদিত হত তখন উঠে দাঁড়াতেন। এ সময় সাহাবাগণ জাহেলী যুগের কথাবার্তা আলোচনা করতেন এবং হাসাহাসি করতেন, কিন্তু রাসূল (স) মৃদুভাবে মুচকি হাসতেন। – (মুসলিম) তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, সাহাবাগণ কবিতা, ছন্দ ইত্যাদিও আবৃত্তি করতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) অধিক মুচকি হাসি দিতেন

হাদীস : ৪৪২২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জায্ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) অপেক্ষা অধিক মুচকি হাসতে কাউকেও দেখি নি। (তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাগণ একে অপরের কথায় হাসতেন

হাদীস : ৪৪২৩ ॥ হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, একবার হযরত ইবনে ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) এর সাহাবীগণ কি হাসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাদের অন্তরে পাহাড়ের চাইতেও প্রকাণ্ড ঈমান ছিল। হযরত বেলাল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমি সাহাবীদেরকে এ অবস্থায় পেয়েছি, তারা তীরের লক্ষ্যস্থলের মধ্যে দৌড়াতেন এবং একে অপরের কথাবার্তায় হাসতেন। আর যখন রাত নামত তখন তাঁরা আল্লাহর প্রতি অধিক ভীত ছিলেন।

–(শরহে সুন্নাহ)

অষ্টম অধ্যায়

নাম রাখার প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান সবচে উৎকৃষ্ট নাম

হাদীস : ৪৪২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান – (মুসলিম)

রাসূল (স)-এর উপনামে কারও নাম রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বাজারে ছিলেন এমন সময় জনৈক ব্যক্তি হে আবুল কাসেম! বলে ডাক দিল। তখন রাসূল (স) তার দিকে তাকালেন। তখন লোকটি বলল, আমি বরং ঐ ব্যক্তিকে ডেকেছি। অতপর রাসূল (স) বললেন, তোমরা আমার নামানুসারে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার কুনিয়াতে নাম রাখিও না। – (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা যায়

হাদীস : ৪৪২৬ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আমার নামানুসারে নাম রাখ, কিন্তু আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত বা উপনাম রেখ না। কেননা, আমাকে বণ্টনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। অতএব, আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে থাকি। – (বোখারী ও মুসলিম)

বরকতপূর্ণ নামগুলো রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪২৭ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি কখনও তোমার গোলামের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহ, ও আফলাহ রেখ না। কারণ, যখন তুমি জিজ্ঞেস করবে, অমুক এখানে আছ? আর সে তথায় উপস্থিত না থাকে, তখন কেউ বলবে, নেই। – মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি তোমার গোলামের নাম রাবাহ, ইয়াসার, আফ্‌লাহ ও নাফে রেখ না।

রাসূল (স) নামের ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ করেননি

হাদীস : ৪৪২৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন রাসূল (স) ইচ্ছে করেছিলেন, যে লোকদেরকে ইয়ালা, বরকত, আফ্‌লাহ, ইয়াসার ও নাফে এবং এ জাতীয় নাম রাখতে নিষেধ করবেন। অতপর আমি দেখলাম তিনি এতে নীরব রয়েছেন। অবশেষে তাঁর ওফাত হয়ে গেল। আর তিনি উহা থেকে নিষেধ করেননি। – (মুসলিম)

শাহানশাহ নামধারী লোকেরা হবে ঘৃণিত

হাদীস : ৪৪২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত সেই নামওয়ালা ব্যক্তি, যার নাম রাখা হয়েছে শাহানশাহ (রাজাধিরাজ)। – বোখারী। আর মুসলিমের বর্ণনায় আছে– কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা কুপিত ও ঘৃণিত ব্যক্তি সেই হবে যার নাম শাহানশাহ রাখা হয়। কারণ, একমাত্র আল্লাহই হলেন বাদশাহ।

রাসূল (স) নাম পরিবর্তন করে দিলেন

হাদীস : ৪৪৩০ ॥ হযরত যয়নব বিনতে আবু সালমাহ্ (রা) বলেন, আমার নাম রাখা হয়েছিল বার্‌রা। তখন রাসূল (স) বললেন, নিজের পবিত্রতা নিজে জাহির করো না। তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান তা আল্লাহ পাকই বেশি জানেন। তোমরা তার নাম রাখ যয়নব। – (মুসলিম)

রাসূল (স) নিজের স্ত্রীর নাম পরিবর্তন করলেন

হাদীস : ৪৪৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত জুওয়াইরিয়ার নাম ছিল বার্‌রা। রাসূল (স) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন, জুওয়াইরিয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) ইহা পছন্দ করতেন না যে কেউ বলুক আল্লাহর রাসূল পুণ্যবতীর কাছ থেকে বের হয়ে গিয়েছেন। – (মুসলিম)

ওমর (রা)-এর মেয়ের নাম পরিবর্তন করা হলো

হাদীস : ৪৪৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা)-এর এক কন্যাকে আছিয়া নামে ডাকা হতো। রাসূল (স) তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জামিলা। – (মুসলিম)

রাসূল (স) মুনযির নাম রেখে দিলেন

হাদীস : ৪৪৩৩ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, যখন মুনযির ইবনে আবু উসাইদ জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাকে রাসূল (স) কাছে আনা হলো, তিনি তাকে নিজের উরুর ওপর রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এর নাম কী? উত্তরদাতা বললেন, অমুক। তখন রাসূল (স) বললেন, না এর নাম মুনযির। – (বোখারী ও মুসলিম)

কাউকেও আমার বান্দা বলে ডাকা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনও আমার বান্দা বা আমার বাঁদী না বলে। কেননা, তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল স্ত্রীগণ আল্লাহর বাঁদী। বরং তোমাদের বলা উচিত; আমার গোলাম আমার জারিয়া, আমার খাদিম, আমার খাদেমা ইত্যাদি। আর কোন গোলাম যেন আপন মুনিবকে আমার রব না বলে, বরং সে বলে, আমার সরদার। অপর এক বর্ণনায় আছে, সে যেন বলে, আমার সরদার ও আমার মাওলা। আরেক বর্ণনায় আছে, গোলাম যেন তার সরদারকে আমার মাওলা না বলে। কেননা, আল্লাহই তোমাদের মাওলা। – (মুসলিম)

কলব হলো মুমিনের অন্তর

হাদীস : ৪৪৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা আঙ্গুরের জন্য করম শব্দ ব্যবহার করিও না। কেননা, করম হলো মুমিনের অন্তর। – (মুসলিম) মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় হযরত ওয়ায়েল ইবনে হোজর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমরা করম বলিও না; বরং এনাব ও হাবলা বলিও।

আঙ্গুরকে করম বলা ঠিক নয়

হাদীস : ৪৪৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আঙ্গুরের নাম করম রেখ না এবং সে যুগের অনিষ্ট বাক্যও উচ্চারণ করিও না। কেননা, আল্লাহ তায়ালাই হলেন যুগ এর স্রষ্টা। – (মুসলিম)

যমানাকে গালি দেয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন যমানাকে গালি না দেয়। কেননা, আল্লাহই যমানা। – (মুসলিম)

অন্তরাত্মা খবিস হয়েছে এ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন না বলে আমার অন্তরাত্মা খবীস হয়ে গিয়েছে। বরং সে যেন বলে আমার মন খারাপ লাগছে। – (বোখারী ও মুসলিম) আর আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি ইউযিনী ইবনে আদম ঈমানের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবুল হাকাম নাম রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৩৯ ॥ হযরত শোবাইহ্ ইবনে হানী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন তিনি তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন রাসূল (স) শুনতে পেলেন যে, তার গোত্রের লোকেরা তাঁকে আবুল হাকাম উপনামে ডাকছে। তখন রাসূল (স) তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, হাকাম তো একমাত্র আল্লাহই এবং যাবতীয় হুকুম বা বিধান তাঁরই। সুতরাং তুমি কেন আবুল হাকাম উপনাম গ্রহণ করেছ? উত্তরে তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তখন তারা আমার কাছে আসে এবং আমি তাদের মধ্যে যে ফয়সালা দেই উভয় পক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে আমার ফয়সালা মেনে নেয়। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার এ কাজটি তো খুবই উত্তম। আচ্ছা! তোমার কোন সন্তান আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ। শোরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে আমার তিন ছেলে আছে। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কে? তিনি বলেন, আমি জবাব দিলাম, শোরাইহ্। তিনি বললেন, তবে তুমি আজ থেকে আবু শোরাইহ্। – (আবু দাউদ, নাসাঈ)

আজদা নাম শয়তানের

হাদীস : ৪৪৪০ ॥ মাসরূক বলেন, একদা আমি হযরত ওমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? বললাম, আমি মাস্রূক ইবনে আজদা। তখন হযরত (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আজ্দা হলো শয়তান। – (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ – ৯৬৪

কিয়ামতের দিন পিতার নামে ডাকা হবে

হাদীস : ৪৪৪১ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা নিজের ভালো নাম রাখবে। – (আহমদ ও আবু দাউদ) hBd -965

রাসূল (স)-এর নাম ও উপনাম এক সাথে রাখতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৪৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) তাঁর নাম ও উপনাম একমাত্র একই ব্যক্তির জন্য রাখতে নিষেধ করেছেন। যেমন, মুহাম্মদ আবুল কাসেম। – তিরমিযী)

রাসূল (স)-এর উপনামের উপনাম রাখতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৪৪৩ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে নাম রাখবে তখন আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রেখ না। – তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আর আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখে সে যেন আমার কুনিয়াতে নিজের কুনিয়াত না রাখে। আর যে আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রাখে সে যেন আমার নামানুসারে নাম না রাখে। gbKvi - 966

আবুল কাশেম নাম রাসূল (স) পছন্দ করেন নি

হাদীস : ৪৪৪৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি এবং তার নাম মুহাম্মদ ও কুনিয়াত আবুল কাসেম রেখেছি, অতপর আমাকে বলা হয়েছে আপনি নাকি ইহা পছন্দ করেন না। তখন তিনি বললেন, কিসে আমার নাম হালাল করল আর আমার কুনিয়াত হারাম করল? অথবা তিনি বলেছেন, কিসে আমার কুনিয়াত হারাম করল আর আমার নাম হালাল করল? – (আবু দাউদ)। ইমাম মুহীউস্‌সুন্নাহ বলেছেন, হাদীসটি গরীব। যঈফ – ৯৬৭

রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর উপনামে নাম রাখা যাবে

হাদীস : ৪৪৪৫ ॥ মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ওফাতের পর যদি আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে তবে কি আমি আপনার নামানুসারে তার নাম এবং আপনার কুনিয়াত নামানুসারে তার উপনাম রাখতে পারব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। – (আবু দাউদ)

শাক-সবজির নামানুসারে নাম রাখলেন

হাদীস : ৪৪৪৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি কিছু শাক্-সবজি তুলেছিলাম সুতরাং রাসূল (স) সেই সবজির নামানুসারে আমার কুনিয়াত রেখেছিলেন। – (তিরমিযী)। তিনি বলেন, এই হাদীসটি এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়নি। তবে মাসাবীহ-এর গ্রন্থকার বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

রাসূল (স) খারাপ নাম পরিবর্তন করলেন

হাদীস : ৪৪৪৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (স) খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।

– (তিরমিযী)

আছরাম নাম রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৪৮ ॥ বশীর ইবনে মায়মুন তার চাচা উসামা ইবনে আখদারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল (স)-এর খেদমতে একদল লোক আসল। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আসল যাকে আছরাম বলে ডাকা হতো। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কী? সে বলল, আছরাম। তখন তিনি বললেন, বরং তুমি যুরআহ। – আবু দাউদ। এবং তিনি বলেন, রাসূল (স) আছ, আযীয, আতালাহ শয়তান, হাকাম, গোরাব, হোবাব ও শিহাব প্রভৃতি নাম পরিবর্তন করেছিলেন। আবার আবু দাউদ আরও বলেন, সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমি এগুলোর বর্ণনাসূত্র পরিহার করেছি।

যাআমু নাম ভালো নয়

হাদীস : ৪৪৪৯ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু আবদুল্লাহ্‌কে অথবা আবু মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যাআমু শব্দ সম্পর্কে রাসূল (স)-কে কী বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ইহা মানুষের খুবই মন্দ বাহন। – (আবু দাউদ)। এবং তিনি বলেছেন, আবু আবদুল্লাহ হলো হযরত হোযাইফা (রা)-এর কুনিয়াত।

কথা বলার সময় সতর্ক থাকতে হয়

হাদীস : ৪৪৫০ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যা কিছু আল্লাহ চাহেন এবং অমুক ব্যক্তি চায়।, তোমরা এরূপ বাক্য বলিও না বরং বল যা কিছু আল্লাহ চাহেন অতপর অমুকে চায়। – (আহমদ ও আবু দাউদ)

মুনাফিককে সর্দার বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৫১ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কোন মুনাফিককে সরদার নেতা বলিও না। কেননা, যদি তোমরা তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ কর তা হলে তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করলে। – (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাযন নাম ভালো নয়

হাদীস : ৪৪৫২ ॥ হযরত হামীদ ইবনে জুবাইর ইবনে শায়বা (রা) বলেন, একদা আমি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বর্ণনা করলেন যে, তাঁরা দাদা হাযন একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আগমন করলেন। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? জওয়াবে বললেন, আমার নাম 'হাযন'। রাসূল (স) বললেন, না বরং তোমার নাম 'সাহল'। তখন আমার দাদা বললেন, আমার পিতা আমার যেই নাম রেখেছেন আমি পরিবর্তন করব না। ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন, ইহার পর থেকে আমাদের পরিবারে কঠোরতা চলে আসছে। –(বোখারী)

রাসূল (স)-এর নামানুসারে নাম রাখা যায়

হাদীস : ৪৪৫৩ ॥ হযরত আবু ওহাব যুশামী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা রাসূলদের নামানুসারে নাম রাখবে। আর আল্লাহ তায়ালার কাছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নামই সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আর অর্থ ও বাস্তবার দিক দিয়ে হারেস ও হাম্মাম সর্বাধিক সত্য নাম এবং সবচাইতে মন্দ হরব ও মুররাহ। – (আবু দাউদ)

নবম অধ্যায়

কবিতা পাঠ ও বক্তৃতা প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কবিতা শুনতেন

হাদীস : ৪৪৫৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শারীদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর সওয়ারীর পেছনে আরোহণ করলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উমাইয়্যা ইবনে আবু সালাতের কোন কবিতা আমার জানা আছে কি? বললাম জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা শোনাও। তখন আমি তা থেকে একটি পংক্তি আবৃত্তি করলাম। এবারও তিনি বললেন, আরও শোনাও। অবশেষে আমি তাঁকে একশত পংক্তি আবৃত্তি করে শুনালাম। – (মুসলিম)

যা কিছু হয় আল্লাহর রাস্তায়ই হওয়া উচিত

হাদীস : ৪৪৫৫ ॥ হযরত জুনদুর (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত ছিলেন, তাতে তাঁর একটি আঙ্গুলী জখমে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তখন তিনি বললেন, তুমি একটি আঙুল ছাড়া আর কিছুই নয়, তুমি রক্তাক্ত হয়েছ ঠিকই। তবে যা কিছু হয়েছে তা আল্লাহর রাস্তায় হয়েছে। – (বোখারী ও মুসলিম)

কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের ভর্ৎসনা করার নির্দেশ

হাদীস : ৪৪৫৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বনী কুরাইযার দিন হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রা)-কে বললেন, তুমি মুশরিকদের ভর্ৎসনা কর। হযরত জিবরাঈল তোমার সঙ্গে আছেন। আর রাসূল (স) হযরত হাস্‌সানকে বলতেন, তুমি আর পক্ষ থেকে মুশরিকদের প্রতিবাদ কর। ইয়া আল্লাহ্! তুমি রূহুল কুদ্‌স দ্বারা তার সাহায্য কর। –(বোখারী ও মুসলিম)

কুরাইশদের দুর্নামজনিত কবিতা আবৃত্তি করার উপদেশ

হাদীস : ৪৪৫৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কুরাইশদের দুর্নামজনিত কবিতা আবৃত্তি কর। কেননা, এটা তাদের জন্য তীরের আঘাত অপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক। – (মুসলিম)

কবিতার দ্বারা কাফেরদেকে নিন্দা করলে জিব্রাইল সাহায্য করেন

হাদীস : ৪৪৫৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে হযরত হাস্‌সান (রা)-কে বলতে শুনেছি, তুমি যে পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করতে থাকবে সেই পর্যন্ত জিবরাঈল তোমার মদদ করতে থাকবেন। হযরত আয়েশা আরও বলেন, আমি রাসূল (স)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, হাস্‌সান কাফেরদের নিন্দা করে নিজেও পরিতৃপ্তি পেয়েছে এবং অপরকেও তৃপ্তি দান করেছে। – (মুসলিম)

কোন বক্তৃতা যাদুর মত কাজ করে

হাদীস : ৪৪৫৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা পূর্বাঞ্চলের দু জন লোক এলো এবং বক্তৃতা করল। লোকেরা তাদের বক্তৃতায় খুবই মুগ্ধ হলো। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন কোন বক্তৃতা জাদুর মত।

– (বোখারী)

কোন কোন কবিতা ভালো

হাদীস : ৪৪৬০ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, কোন কোন কবিতা সঠিক জ্ঞানপূর্ণ। – (বোখারী)

কথার মধ্যে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাউদ (রা) বলেন, কথায় অতিরঞ্জিতকারী ধ্বংস হয়েছে। তিনি এই বাক্যটি তিনবার বলেছেন। – (মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল

হাদীস : ৪৪৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) বলেন, কবির কথার মধ্যে রাসূলদের কথাটিই সর্বাপেক্ষা সত্য। তার উক্তি জেনে রাখ! আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল। – (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ হেদায়েত না করলে হেদায়েত পাওয়া যাবে না

হাদীস : ৪৪৬৩ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, খন্দকের দিন রাসূল (স) নিজেও মাটি সরাচ্ছিলেন। এমনকি তাঁর বক্ষ ধূলাবৃত হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি এ ছন্দগুলো আবৃত্তি করছিলেন, আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান না করতেন তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না, আর সদ্‌কা দিতাম না, আর নামাযও পড়তাম না। সুতরাং হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল কর। আর যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই তখন আমাদের পাদসমূহ সুদৃঢ় রাখ। কাফেররা আমাদের ওপর সীমা লঙ্ঘন করেছে। আর যখন তারা বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করার সংকল্প করে, তখন আমরা তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করি। এ চরণগুলো আবৃত্তি করবার সময় আবাইনা আবাইনা শব্দ খুব উঁচু স্বরে বলতেন। — (বোখারী ও মুসলিম)

পরকালের জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই

হাদীস : ৪৪৬৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আহ্‌যাবের যুদ্ধে যখন মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করছিলেন এবং মাটি সরাচ্ছিলেন তখন তাঁরা উচ্চারণ করতে লাগলেন, আমরা তারাই যারা রাসূল (স)-এর হাতে জিহাদের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেছি, যে পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকব। আর তাদের প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আল্লাহ! পরকালের জীবন ছাড়া আর কোন জীবনই নেই। সুতরাং তুমি আনসার মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। —(বোখারী ও মুসলিম)

পূজ দ্বারা পেট ভর্তি হওয়া কবিতা থেকে উত্তম

হাদীস : ৪৪৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বলেছেন, কোন ব্যক্তির পেট কদর্য পূঁজ দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া যা দেহকে নষ্ট করে দেয়, কবিতা অশ্লীল দ্বারা ভর্তি হওয়া অপেক্ষা উত্তম। — (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুমিন রসনা ও তলোয়ার দিয়ে জিহাদ করে

হাদীস : ৪৪৬৬ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা কবিতা সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন তা তো তিনি নাযিল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, মু'মিন তার তলোয়ার ও রসনা উভয়টি দ্বারা জিহাদ করে। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা কাফেরদেরকে কবিতার দ্বারা এমনভাবে আঘাত কর যেভাবে তীর দ্বারা করা হয়। — শরহে সুন্নাহ। আর ইবনে আবদুল বারের ইসতিয়ার কিতাবে রয়েছে যে, তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) কবিতা সম্পর্কে আপনি কী আদেশ করেন? জওয়াবে তিনি বললেন, নিশ্চয় মুমিন তার তরবারি ও রসনা দ্বারা জিহাদ করে।

লজ্জা এবং কম কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা

হাদীস : ৪৪৬৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা। আর অশ্লীল ও অসার কথা বলা মুনাফেকীর দু শাখা। — (তিরমিযী)

উত্তম চরিত্রের লোক রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী

হাদীস : ৪৪৬৮ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়তম এবং আমার সর্বাপেক্ষা নিকটতম সেই ব্যক্তি হবে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আর আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র খারাপ। অর্থাৎ অহেতুক বক্‌বক্ করে, ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছলে গাল পেঁচিয়ে কথা বলে এবং কথাবার্তায় নিজেকে বড় করে জাহির করে। — (বায়হাকী)। আর তিরমিযী হযরত জাবের (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, আর তাঁর বর্ণনায় আছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো 'সারসারুম', ও 'মুতা শাদ্দিকন'-এর অর্থ বুঝলাম, তবে 'মুতাফাইহেকুন' কারা? তিনি বললেন, যারা অহংকারী।

কিয়ামতের আলামত বর্ণনা

হাদীস : ৪৪৬৯ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা নিজের রসনার সাহায্যে এমনভাবে ভক্ষণ করবে, যেভাবে গাভী তার মুখের সাহায্যে ভক্ষণ করে। — (আহমদ)

আল্লাহ পাক বাকচাতুর্যকে ঘৃণা করেন

হাদীস : ৪৪৭০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের বাক-চাতুর্যকে ঘৃণা করেন যেই বাক-চাতুর্য প্রদর্শন করতে গিয়ে জিহ্বাকে এমনভাবে নাড়াতে থাকে, যেমন গরু তার জিহ্বা নাড়ায়। —(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।)

কথার সাথে কাজের মিল থাকিতে হবে

হাদীস : ৪৪৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রাত্রে আমার মে'রাজ হয়েছিল তখন আমি এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করলাম যাদের জিহ্বা আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবারাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেই সব বক্তা, যারা এমন কথা বলত যার ওপর নিজেরা আমল করত না। – (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

যার বক্তৃতায় মানুষ সম্মোহিত হয় তার ফরয আমলও কবুল হবে না

হাদীস : ৪৪৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কথার এমন মারপ্যাঁচের শিক্ষা হাসিল করল যাতে পুরুষদের অথবা বলেছেন, মানুষদের অন্তরকে সম্মোহিত ও মুগ্ধ করতে পারে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তার কোন ফরয বা নফল কবুল করবে না। – (আবু দাউদ) যঈফ - ৭৬৯

বক্তৃতার মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে

হাদীস : ৪৪৭৩ ॥ হযরত আমর ইবনে আস (রা) একদিন বলেন, একদা এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং লম্বা বক্তৃতা দিল। তখন আমর বললেন, যদি সে তার বক্তৃতায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করত তবে খুবই ভালো হতো। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন, আমি ভালো মনে করি, অথবা বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন কথা সংক্ষেপ করি। কেননা, সংক্ষেপ কথাই উত্তম। – (আবু দাউদ)

কোন কোন বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর

হাদীস : ৪৪৭৪ ॥ হযরত সাখ্রা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন কোন বক্তৃতা জাদুবিশেষ। আর কোন কোন বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর। আর কোন কোন কাব্য-কবিতা হিকমত পূর্ণ এবং কোন কোন কথা দুর্ভোগের কারণ। – (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যঈফ - ৭৭০

কবিতা আবৃত্তি করলে হযরত জিবরাঈল (আ) সাহায্য করেন

হাদীস : ৪৪৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত হাস্সানের জন্য মসজিদে নববীতে মিম্বর স্থাপন করতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে গর্বের কবিতা আবৃত্তি করতেন অথবা বলেছেন, তাঁর পক্ষ থেকে মুশরিকদের প্রতিবাদমূলক কবিতা পাঠ করতেন। এবং রাসূল (স) বলতেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রূহুল কুদ্স দ্বারা হাসসানকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে থাকেন অথবা বলেছেন, গর্ব প্রকাশ করতে থাকেন। – (বোখারী)

গান পরিবেশনে নারীদের মন দুর্বল হয়

হাদীস : ৪৪৭৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আনশাশা নামে রাসূল (স)-এর একজন উট চালনার গায়ক ছিল। তার কণ্ঠস্বর ছিল খুব মধুর। একদিন রাসূল (স) তাকে বললেন, হে আন্শাশা! আরও ধীরে ধীরে। কাঁচগুলো ভেঙ্গো না। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, কাঁচ নারীদের দুর্বলতা। – (বোখারী ও মুসলিম)

কবিতার মধ্যে ভালো-মন্দ আছে

হাদীস : ৪৪৭৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তখন রাসূল (স) বললেন, এতেও এক প্রকার ভাব প্রকাশ। তবে এর ভালোটি ভালো এবং মন্দটি মন্দ। – (দারা কুতনী)। তবে ইমাম শাফেয়ী তাবেয়ী উরওয়া থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

গান হলো শয়তানের কাজের অনুরূপ

হাদীস : ৪৪৭৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স) এর সাথে আরজ নাম এক বস্তির মধ্যে সফর করছিলাম। এ সময় জনৈক কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে উপস্থিত হলো। তখন রাসূল (স) বললেন, এ শয়তানটিকে পাক্ড়াও কর। অথবা বললেন, এ শয়তানটিকে থামিয়ে দাও। অতপর বললেন, কোন ব্যক্তির উদর কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া অপেক্ষা পূঁজ দ্বারা ভর্তি হওয়া অনেক উত্তম। (মুসলিম)

গান মানুষকে মুনাফেকীতে লিপ্ত করে

হাদীস : ৪৪৭৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গান মানুষের অন্তরে এমনভাবে মুনাফেকী উৎপাদন করে যেমন পানি শস্য উৎপাদন করে। – (বায়হাকী) যঈফ - ৭৭২

রাসূল (স) বাঁশির সুর পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪৪৮০ ॥ নাফে বলেন, একদা কোন এক পথে আমি হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি বাঁশীর সুর শুনতে পেলেন। তখনই তিনি নিজের দুই আঙুল দুই কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং সেই রাস্তা থেকে অন্য আরেক দিকে সরে গেলেন। বহুদূর যাওয়ার পর আমাকে বললেন, হে নাফে! এখন কি তুমি কোন কিছু শুনতে পাও? আমি বললাম না। এবার তিনি উভয় কান থেকে আঙুল সরিয়ে ফেললেন। অতপর বললেন, একবার রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং আমি যা করেছি তিনিও করলেন। নাফে বলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম। – (আহমদ ও আবু দাউদ)

দশম অধ্যায়

গীবত ও জিহ্বার সংযমের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাফের বলে গালি দেয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে কাফের বলবে তবে তা তাদের যে কোন একজনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। – (বোখারী ও মুসলিম)

কাউকে ফাসেক বলবে না

হাদীস : ৪৪৮২ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ফাসেক বলবে না এবং কুফরীর অপবাদও দেবে না। কেননা, যদি সে ব্যক্তি আসলে সেরূপ না হয় তবে তার অপবাদ নিজের ওপর প্রত্যাবর্তন করবে। – (বোখারী)

কাউকেও কাফের বলে ডাকা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৮৩ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকেও কাফের বলে ডাকে অথবা আল্লাহর দুশমন বলে, অথচ যাকে বলা হল, সে তা নয়, তখন উক্ত বাক্যটি তার নিজের ওপর প্রত্যাবর্তন করবে। – (বোখারী ও মুসলিম)

যে প্রথমে গালি দেবে তার ওপরই বর্তাবে

হাদীস : ৪৪৮৪ ॥ হযরত আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, এমন দুই ব্যক্তি যারা পরস্পর গাল-মন্দ করল, তখন উক্ত গালির পাপ সেই ব্যক্তির ওপরই অর্পিত হবে, যে প্রথমে গালি দিয়েছে, যে পর্যন্ত না নির্যাতিত ব্যক্তি সীমাতিক্রম করে। – (মুসলিম)

দুইটি বস্তুর সংশোধন করলে সে বেহেশতী

হাদীস : ৪৪৮৫ ॥ হযরত সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দু চোয়াল এর মধ্যস্থিত এবং তার দু পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর যিম্মাদার হবে, তবে আমি তার জন্য বেহেশতের যিম্মাদার হব। – (বোখারী)

কথার দ্বারা আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন

হাদীস : ৪৪৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দা এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে, অথচ সে তার গুরুত্ব জানে না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা কোন সময় এমন কথাও বলে যাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি রয়েছে, অথচ সে তার অনিষ্টতা জানে না, কিন্তু সেই কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। – (বোখারী) বোখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, এ কথাই তাকে দোযখের এতো গভীরে নিক্ষেপ করে যতটা দূরত্ব রয়েছে পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে।

মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী, গালি দেয়া ফাসেকী

হাদীস : ৪৪৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানকে গাল-মন্দ করা ফাসেকী, আর হত্যা করা কুফরী। – (বোখারী ও মুসলিম)

কারও প্রতি অভিসম্পাত দেয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন সিদ্দিকের পক্ষে অধিক অভিসম্পাৎকারী হওয়া সমীচীন নয়। – (মুসলিম)

লানতকারী কিয়ামতে সাক্ষ্য দিতে পারবে না

হাদীস : ৪৪৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণত, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অধিক লা'নতকারী কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদাতা ও সুপারিশকারী থাকতে পারবে না। – (মুসলিম)

মানুষ ধ্বংস হয়েছে এ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি বলে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তখন সে নিজেই সর্বোচ্চ বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত। – (মুসলিম)

দ্বিমুখী লোক সবচেয়ে খারাপ

হাদীস : ৪৪৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দুমুখো। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং অপর মুখ নিয়ে অন্যের কাছে আসে। – (বোখারী ও মুসলিম)

চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ৪৪৯২ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না। – (বোখারী ও মুসলিম। অবশ্য মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় কাত্তাতুন-এর পরিবর্তে নাম্মামুন শব্দ রয়েছে।)

সত্য পুণ্যের দিকে নেয় আর পুণ্য নেয় বেহেশতে

হাদীস : ৪৪৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধর। কেননা, সত্য পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। আর পুণ্য বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তায়ালার কাছে তাকে সিদ্দিক (সত্যবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা নিয়ে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের পথে নিয়ে যায় এবং পাপাচার দোযখের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাকে কায্যাব বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। – বোখারী ও মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, সত্যবাদিতা একটি পুণ্যময় কাজ। আর পুণ্য জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। আর মিথ্যা হলো মহাপাপ। পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা ভলো কাজ

হাদীস : ৪৪৯৪ ॥ হযরত উম্মে কুলসুম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়। বস্তুত সে ভালো কথা বলে এবং উত্তম কথাই আদান-প্রদান করে। – (বোখারী ও মুসলিম)

অত্যাধিক প্রশংসা করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯৫ ॥ হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা অত্যাধিক প্রশংসাকারীদের দেখবে তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। – (মুসলিম)

কারও সামনে প্রশংসা করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯৬ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর সামনে আর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক। তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যদি তোমাদের কেউ কারও প্রশংসা করতে হয়, তখন এরূপ বলবে, আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন। আর এও তখন বলবে-যখন প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করবে যে, ঐ ব্যক্তি এরূপ। আর কারও পূত-পবিত্রতা বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালার ওপর বাড়াবাড়ি করবে না। – (বোখারী ও মুসলিম)

গীবত হলো জঘন্য পাপ

হাদীস : ৪৪৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, গীবত কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বললেন, তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলি যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান থাকে,

তখন আপনার কি অভিমত? তখন তিনি বললেন, তুমি যা বল তার মধ্যে তা থাকলে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে যা তুমি বল, তখন তুমি তার মিথ্যা অপবাদ রটালে। – মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি তুমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বল যা তার মধ্যে বর্তমান আছে, তবে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি এমন কিছু বল যা তার মধ্যে নেই, তখন তুমি তার মিথ্যা অপবাদ রটালে।

কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা তাকে অনুমতি দাও। লোকটি হল নিজ গোত্রের মন্দ ব্যক্তি। যখন সে বসল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) হাসি-খুশি চেহারায় তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং মৃদু হাস্যে তার সাথে কথাবার্তা বললেন। অতপর লোকটি যখন চলে গেল তখন হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ লোকটি সম্পর্কে প্রথমে আপনি এমন এমন উক্তি করলেন। আবার আপনি হাসি-খুশি চেহারায় মৃদুহাস্য সহকারে তার সাথে কথাবার্তাও বললেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তুমি কখন আমাকে অশ্লীলভাষী পেয়েছ? কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই মন্দ বলে সাব্যস্ত হবে যার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করেছে। – (বোখারী ও মুসলিম)

নিজের কুকর্ম বলে বেড়ান উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যারা নিজের কৃত অপকর্ম প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় তারা ছাড়া আমার সমস্ত উম্মত ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত। এটা কতই না নির্লজ্জ ব্যাপার যে, কোন লোক রাতের বেলায় একটি খারাপ কাজ করল, আর আল্লাহ তায়ালা তাকে গোপন রাখলেন, অথচ ভোর হতেই সে লোক সমাজে বলে বেড়ায় যে, হে অমুক! বিগত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি। বস্তুত সে রাতটি এভাবে যাপন করেছিল যে, তার প্রভু তার দোষটি ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু সে ভোরে আল্লাহর পর্দাটি উন্মুক্ত করে দিল। – (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিথ্যা পরিত্যাগকারী বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৫০০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি না-হক মিথ্যা পরিত্যাগ করে তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে প্রাসাদ তৈরি করা হবে এবং যে ব্যক্তি ন্যায়ের ওপর থাকবে ঝগড়াঝাটি পরিহার করে, তার জন্য বেহেশতের মধ্যস্থলে প্রাসাদ তৈরি করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে উত্তমভাবে গড়ে তোলে তার জন্যে বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। – তিরমিযী এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অনুরূপ শরহে সুন্নাহ গ্রন্থেও রয়েছে। তবে মাসাবীহতে তাকে গরীব বলা হয়েছে।

খোদাভীতি ও উত্তম চরিত্র মানুষকে বেহেশতে পৌঁছাবে

হাদীস : ৪৫০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি জান! কোন্ জিনিস মানুষকে সবচাইতে বেশি বেহেশতে প্রবেশ করাবে? তা হলো খোদাভীতি ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান, মানুষকে কোন্ জিনিস সবচাইতে বেশি দোযখে প্রবেশ করাবে? তা হলো দুটি ছিদ্রপথ। একটি মুখ এবং অপরটি লজ্জাস্থান।

– (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কোনক্রমেই খারাপ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫০২ ॥ হযরত বেলাল ইবনে হাসের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, কিন্তু সে তার মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফ নয়। তার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের দিবস পর্যন্ত নিজের সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করবেন। আর কোন ব্যক্তি মন্দ কথা বলে, কিন্তু সে জানে না যে, তা তাকে কোথায় নিয়ে পৌঁছাবে। তার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত নিজের অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করবেন। – শরহে সুন্নাহ। ইমাম মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা জায়েয নেই

হাদীস : ৪৫০৩ ॥ হযরত বাহ্য ইব্নে হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি অর্থাৎ তার দাদা বলেন, রাসূল (স) বলছেন, সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে কথা বলে এবং জনতাকে হাসানোর জন্যে মিথ্যে বলে। তার জন্যে ধ্বংস, তার জন্যে ধ্বংস। – (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

মানুষকে হাসানোর জন্যে মিথ্যা কথা বললে সে দোযখে যাবে

হাদীস : ৪৫০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা এমন একটি কথা উচ্চারণ

করে, আর তাতে শুধু লোকজনকে হাসাবার উদ্দেশ্যেই বলে। ফলে এ কথার দরুন সে এতখানি দূরে নিক্ষিপ্ত হবে যতখানি দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে। বস্তুত বান্দার পায়ের পিছলানো অপেক্ষা তার মুখের পিছলানো বেশি হয়ে থাকে। – (বায়হাকী) যঈফ - ৩৭২

নীরব ব্যক্তিই সবচেয়ে ভালো

হাদীস : ৪৫০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নীরব রয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে। – (আহমদ, তিরমিযী, দারেমী ও বায়হাকী)

নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখলে বেহেশতে যেতে পারবে

হাদীস : ৪৫০৬ ॥ হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কী? তিনি বললেন, নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য রোদন কর। – (আহমদ ও তিরমিযী)

মানুষ ভোরে উঠলে জিহ্বা বলতে থাকে আমাকে সংযত রাখ

হাদীস : ৪৫০৭ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) রাসূল (স)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন আদম সন্তান ভোরে ওঠে তখন তার অঙ্গসমূহ জিহ্বাকে বিনয়ের সাথে বলে, আমাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, আমরা সবাই তোমার সাথে জড়িত। সুতরাং তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হলে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়বো। – (তিরমিযী)

নিরর্থক বস্তু পরিহার করা উচিত

হাদীস : ৪৫০৮ ॥ হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো ঐসব কিছু পরিহার করা যা নিরর্থক। – মালিক, আহমদ ও ইবনে মাজাহ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিরমিযী ও বায়হাকী ও শোআবুল ঈমানে আলী ও আবু হুরায়রা (রা) উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন।

কারও সম্পর্কে বেহেশতের সুসংবাদ বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা সাহাবীদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো, তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, তোমার বেহেশতের সুসংবাদ। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি জানো না, এমনও তো হতে পারে যে, সে নিরর্থক কথাবার্তা বলেছে অথবা সে এমন ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে যা না করলেও তার কিছুই কমে যেত না। – (তিরমিযী) যঈফ - ৩৭৩

জিহ্বা হল সবচেয়ে ভয়ংকর

হাদীস : ৪৫১০ ॥ হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ মাকাফী (রা) বলেন, একদা আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য যেই জিনিসগুলো ভয়ের কারণ বলে আপনি মনে করেন তার মধ্যে সর্বাধিক ভয়ংকর কোনটি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, এটিই। – (তিরমিযী। এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন)।

মিথ্যা বললে ফেরেশতা দূরে সরে যায়

হাদীস : ৪৫১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন তার দুর্গন্ধে ফেরেশতা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। – (তিরমিযী) যঈফ - ৩৭৪

সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতক হলো মিথ্যাবাদী

হাদীস : ৪৫১২ ॥ হযরত সুফিয়ান ইবনে আসাদ হায্‌রামী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সবচাইতে বড় বিশ্বাসঘাতক হলো এই যে, তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাইকে কোন কথা বল, সে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়, অথচ তুমি তা মিথ্যাবাদী। – (আবু দাউদ) যঈফ - ৩৭৫

দুমুখো ব্যক্তির জিহ্বা হবে আগুনের

হাদীস : ৪৫১৩ ॥ হযরত আম্মার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে। – (দারেমী)

মুমিন ব্যক্তি অশ্লীল গালমন্দকারী হতে পারে না

হাদীস : ৪৫১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি ভর্ৎসনাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল গাল-মন্দকারী ও নির্লজ্জ হতে পারে না। – তিরমিযী ও বায়হাকী। বায়হাকীর অপর এক বর্ণনায় আছে, অশ্লীল ও বেহায়াপনাপূর্ণ আচরণকারী হতে পারে না। – (ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব)।

কোন ঈমানদার অভিসম্পাত দিতে পারে না

হাদীস : ৪৫১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তি অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, কোন ঈমানদারের পক্ষে অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়। – (তিরমিযী)

আল্লাহর গযব পড়বে এ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫১৬ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা পরস্পর এভাবে অভিসম্পাত করবে না, তোমার ওপর আল্লাহর লা'নৎ/ আল্লাহর অভিসম্পাত পতিত হোক এবং তুমি দোযখে প্রবেশ কর, এভাবে বদ-দোআ করবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হউক এ বলে বদ-দোয়া করবে না। – (তিরমিযী)

লানৎ করলে আকাশের দরজা বন্ধ হয়ে যায়

হাদীস : ৪৫১৭ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন বান্দা কোন জিনিসের ওপর লানৎ করে তখন উক্ত লানৎ বাক্যটি আকাশের দিকে উঠে যায়। কিন্তু তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। অতপর উহা যমিনের দিকে অবতীর্ণ হয় এবং এখানের দরজাসমূহও বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর ডান দিকে ও বাম দিকে যায়। আর যখন সেখানেও কোন স্থান পায় না তখন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে যার ওপর লানৎ করা হয়েছে, যদি সে লানতের উপযোগী হয়, অন্যথায় লানৎকারীর দিকেই ফিরে আসে। – (আবু দাউদ)

যা লানতের উপযোগী নয় তাকে লানৎ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪৫১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা বাতাসে এক ব্যক্তির চাদর উড়িয়ে নিল, তখন সে তাকে লানৎ করল। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, বাতাসকে লানৎ করো না। কেননা, তা তো আদিষ্ট। বস্তুত যে ব্যক্তি এমন কিছুকে লানৎ করল যা লানতের উপযোগী নয়, তবে ঐ লানৎ তার প্রতি ফিরে আসবে। – (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

একজনের মন্দ কথা বলে অন্যের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সাহাবীদের মধ্যে কেউ কারও কোন মন্দ কথা আমাকে পৌছাবে না। কেননা, আমি এটাই ভালোবাসি যে, আমি তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হই যে, তখন আমার অন্তর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকবে। – (আবু দাউদ)

কারো সম্পর্কে কুটনামী করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, সাফিয়্যা সম্পর্কে আপনাকে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি বেঁটে। রাসূল (স) বললেন, যদি তোমার এ কথাকে সমুদ্রের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় তবে তা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দেবে। – (আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

নির্লজ্জতা কোন জিনিসকে কলুষিত করে

হাদীস : ৪৫৪২১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন জিনিসে নির্লজ্জতা তাকে কলুষিত করে। আর কোন জিনিসে লাজুকতা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। – (তিরমিযী)

কাউকে লজ্জা দেয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৫২২ ॥ হযরত খালেদ ইবনে মাদান হযরত মুয়ায (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে কোন অপরাধের জন্য লজ্জা দেয়, সেই লজ্জাদাতা উক্ত অপরাধটি না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অর্থাৎ ঐ অপরাধের ওপর তিরস্কার করে যা থেকে সে তওবা করেছে, উক্ত অপরাধটি না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। – তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা খালেদ ইবনে মাদান বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবালের সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

মানুষের বিপদ দেখে আনন্দিত হওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৫২৩ ॥ হযরত ওয়াসিলা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ প্রকাশ করিও না। এমনও হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে ফেলবেন। – (তিরমিযী। এবং তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব)

রাসূল (স) বলেছেন তিনি কাউকেও বিদ্রূপ করা পছন্দ করেন না

হাদীস : ৪৫২৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কারও বিদ্রূপ বা অনুরূপ আচরণ করা পছন্দ করি না, যদিও আমার জন্য এরূপ হয়। – (তিরমিযী তিনি বলেছেন হাদীসটি সহীহ)।

মূর্খ বেদুঈনের দোয়ার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর বক্তব্য

হাদীস : ৪৫২৫ ॥ হযরত জুন্দুব (রা) বলেন, একদা এক বেদুঈন এসে তাঁর উট বসিয়ে তাকে বাঁধলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে নামায আদায় করলেন। নামাযের সালাম ফিরানোর পর সওয়ারীর কাছে এসে তার বাঁধন খুলল। অতপর উটের পিঠে আরোহণ করে সশব্দে বলল, হে আল্লাহ! আমার প্রতি এবং মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি রহম করো, কিন্তু আমাদের প্রতি রহমতে কাউকেও শামিল করো না। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, তোমাদের কি ধারণা? এই বেদুঈন লোকটি বেশি মূর্খ না কি তার উটটি? তোমরা কি শুন নি সে কি বলল? সকলে উত্তর দিলেন, জ্বি হ্যাঁ, শুনেছি। – (আবু দাউদ। হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত كفى بالمرء كذبا الخ হাদীসটি باب الاعتصام এর প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। যঈফ – ৭৭৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করলে আল্লাহ নারাজ হন

হাদীস : ৪৫২৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তায়ালা রাগান্বিত হন এবং তজ্জন্য আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। – (বায়হাকী) যঈফ – ৭৮০

মুমিন এর স্বভাবে খেয়ানত আচরণ থাকতে পারে না

হাদীস : ৪৫২৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের স্বভাবে খেয়ানত এবং মিথ্যাচারিতা ছাড়া সকল ধরণের আচরণ থাকতে পারে। – আহমদ। আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেছেন। যঈফ – ৭৮১

মুমিন মিথ্যাবাদী হতে পারে না

হাদীস : ৪৫২৮ ॥ হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিন কি ভীরু হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন, না। – মালিক। আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে মুরসালরূপে। যঈফ – ৭৮২

শয়তান মানুষের মধ্যে এসে মিথ্যা কথা বলে

হাদীস : ৪৫২৯ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে কোন সম্প্রদায়ের কাছে আসে এবং মিথ্যা কথা বলে। যখন সেই লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তখন তাদের মধ্য হতে কেউ বলে, আমি এ কথা এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, তার চেহারা চিনি। কিন্তু তার নাম জানি না। – (মুসলিম)

অসৎ সঙ্গের চেয়ে নিঃসঙ্গ অনেক ভালো

হাদীস : ৪৫৩০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হিত্তান (র) বলেন, একদা আমি হযরত আবু যর (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাঁকে একখানা কালো চাদর জড়ানো অবস্থায় একাকী মসজিদে পাইলাম। তখন বললাম, হে আবু যর! এ একাকিত্ব কীরূপ? তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অসৎসঙ্গ অপেক্ষা একাকী থাকা অধিক উত্তম এবং একাকী বসে থাকার চাইতে সৎসঙ্গ উত্তম। নিশ্চুপ থাকা থেকে ভালো কথা শিক্ষা দেয়া উত্তম এবং খারাপ কিছু শিক্ষা দেয়া অপেক্ষা নীরব থাকা উত্তম। যঈফ – ৭৮৩

নীরবতা পালন করা ইবাদতের তুল্য

হাদীস : ৪৫৩১ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির নীরবতার ওপর কায়েম থাকা ষাট বছরের নফল এবাদত থেকেও উত্তম। যঈফ – ৭৮৪

খোদাভীতি সবচেয়ে বড় উপদেশ

হাদীস : ৪৫৩২ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, অতপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। শেষ পর্যায়ে আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে খোদা-ভীতির উপদেশ দিতেছি, এ তোমার যাবতীয় কাজকে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। আমি বললাম আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, কোরআন তেলাওয়াত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার যিক্‌রকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। এটা তোমার জন্য উর্ধ্ব আকাশে স্মরণযোগ্য এবং পৃথিবীতে তোমার জন্য আলো

হবে। আমি পুনরায় বললাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, নীরবতা দীর্ঘ কর। কেননা, এ শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং দ্বীনি কাজে তোমার সহায়ক হবে। আমি আরয করলাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, অধিক হাসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, এ অন্তরকে মেরে ফেলে এবং চেহারার জ্যোতি বিদূরিত করে দেয়। আমি আরয করলাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, ন্যায় কথা বল, যদিও তা কারও কাছে তিক্ত হয়। আরয করলাম, আরও কিছু বলুন। তিনি বলনে, আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় কর না। আরয করলাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, নিজের মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি তুমি জান তা যেন তোমাকে অন্য লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা থেকে বিরত রাখে। যঈফ — ৭৮৫

সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা সবচেয়ে উত্তম আমল

হাদীস : ৪৫৩৩ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হে আবু যর! আমি কি তোমাকে এমন দুটি স্বভাবের কথা বলে দেব না, যা বহন করা খুবই সহজ এবং মাপের পাল্লায় অতীব ভারী? আম বললাম, জি হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন, দীর্ঘ নীরবতা ও সচ্চরিত্রতা। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, বান্দার এই দুটি কাজের মত উত্তম কাজ আর নেই।

সিদ্দিক ভর্ৎসনাকারী হতে পারে না

হাদীস : ৪৫৩৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর কাছে দিয়ে গমন করলেন। এ সময় তিনি নিজের একটি গোলামকে ভর্ৎসনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, ভর্ৎসনাকারীও আবার সিদ্দিকও? কাবা ঘরের রবের কসম! একই ব্যক্তির মধ্যে এ দুই স্বভাব একত্রিত হতে পারে না। হযরত আবু বকর (রা) সেই দিনই কিছু গোলাম আযাদ করে দিলেন। অতপর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খেদমতে এসে বললেন, আমি ভবিষ্যতে এ রকম কাজ আর করব না। — উপরোক্ত পাঁচটি হাদীস বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেন।

জিহ্বা মানুষকে ধ্বংস করে

হাদীস : ৪৫৩৫ ॥ আসলাম (রা) বলেন, একদা হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি নিজের জিভ টানছিলেন, হযরত ওমর (রা) বললেন, এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে অবতীর্ণ করেছে। — (মালিক)

ছয়টি জিনিস থেকে বেঁচে থাকলে বেহেশতী

হাদীস : ৪৫৩৬ ॥ হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি বিষয়ের জামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের জামিন হব। ১। তোমরা যখন কথাবার্তা বল তখন সত্য বলবে। ২। যখন ওয়াদা কর তা পূর্ণ করবে। ৩। যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয় তা আদায় করবে। ৪। নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযতে রাখবে। ৫। আপন দৃষ্টিকে অবনীত রাখবে এবং ৬। আপন হস্তকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। — (আহমদ ও বায়হাকী)

আল্লাহর উত্তম ও নিকৃষ্ট বান্দা

হাদীস : ৪৫৩৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে গনম ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তারাই আল্লাহর উত্তম বান্দা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়। বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদজনিত প্রয়াস পায়। আহমদও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। যঈফ — ৭৮৬

গীবত করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়

হাদীস : ৪৫৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা দু জন লোক যোহ্‌র অথবা আসরের নামায আদায় করল এবং তারা উভয়েই ছিল রোযাদার। রাসূল (স) নামায সমাপন করে বললেন, তোমরা উভয়েরই যাও, আবার অযূ কর ও নামায পড় এবং তোমাদের রোযা পূর্ণ করে অন্য কোন দিন তা কাযা কর। তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ। — (বায়হাকী) যঈফ — ৭৮৭

গীবত ব্যভিচার থেকেও জঘন্য

হাদীস : ৪৫৩৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ ও জাবের (রা) তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গীবত ব্যভিচার থেকেও জঘন্য। সাহাবীরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গীবত কীভাবে ব্যভিচার হতে জঘন্য? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে, অতপর তওবা করে, আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, অতপর

সে তওবা করে, ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন না। যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে, সে ক্ষমা করে দেয়। হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যিনাকারী তওবা করে, কিন্তু গীবতকারী তওবা নেই। -(বায়হাকী) যঈফ — ৩৬৮

যার গীবত করবে তার মাগফেরাত কামনা করতে হয়

হাদীস : ৪৫৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গীবতের কাফ্ফারা হলো যার গীবত তুমি করেছ তার জন্যে তুমি মাগ্ফিরাত কামনা কর। এভাবে বলবে- হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর। -(বায়হাকী, তিনি তাঁর দাওয়াতুল কবীর গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি সনদ সূত্র যঈফ।) যঈফ — ৩৬৯

একাদশ অধ্যায়

অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর ঋণ পরিশোধ করলেন আবু বকর (রা)

হাদীস : ৪৫৪১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) ইন্তেকাল করলেন এবং আবু বকর (রা)-এর কাছে হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রা)-এর তরফ থেকে মালামাল এল, তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, রাসূল (স)-এর উপর যদি কারও ঋণ থাকে অথবা কারও সাথে তাঁর পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা থাকে তবে তারা যেন আমার কাছে আসে। হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি বললাম, রাসূল (স) আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আমাকে এতগুলো, এতগুলো দেবেন। অর্থাৎ, তিনি তিনবার হস্তদ্বয় প্রসারিত করেছিলেন। জাবের (রা) বলেন, অতপর আবু বকর (রা) আমাকে এক অঞ্জলি দিলেন, আমি গুনে দেখলাম তাতে পাঁচশত দিরহাম রয়েছে। তখন তিনি বললেন, এ পরিমাণ আরও দুবার লও। - (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (স)-এর চুল কিছুটা সাদা হয়েছিল

হাদীস : ৪৫৪২ ॥ হযরত আবু জাহাইফা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি ছিলেন, ফর্সা, তার চুলে কিছুটা শুভ্রতা দেখা দিয়েছিল। আর হাসান ইবনে আলী (রা) ছিলেন তাঁর সাদৃশ্য। আর তিনি আমাদেরকে তেরটি জোয়ান উট প্রদান করতে আদেশ করেছিলেন। পরে একসময় আমরা সেইগুলো আনতে গেলে আমাদের কাছে তাঁর ওফাতের সংবাদ পৌছাল। সুতরাং তখন আর আমাদেরকে কিছুই দেয়া হলো না। অতপর যখন হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে যার কোন প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে যেন আমার কাছে আসে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি দাঁড়ালাম এবং কথাটি জানালাম। অতপর তিনি আমাদেরকে তা প্রদান করতে নির্দেশ দিলেন।

ওয়াদা করলে তিন দিন এক জায়গায় অবস্থান করতে হয়

হাদীস : ৪৫৪৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাস্মা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির আগে আমি তাঁর কাছে থেকে কিছু খরিদ করেছিলাম, যার কিছু মূল্য পরিশোধ আমার ওপর বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে কথা দিলাম যে, তা এ স্থানে নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি ভুলে গেলাম। তিন দিন পর আমার স্মরণ হলো। এসে দেখলাম তিনি উক্ত স্থানেই আছেন। অতপর বললেন, তুমি আমাকে তো কষ্টে ফেলেছিলে, আমি তিন দিন যাবৎ এ স্থানে তোমারই অপেক্ষা করছি। - (আবু দাউদ) যঈফ — ৩৭০

যদি নিয়ত থাকে বিশেষ অসুবিধার কারণে সম্ভব না হলে গোনাহ হবে না

হাদীস : ৪৫৪৪ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে আরকমা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং নিয়ত রাখে যে, তা পূরণ করবে। কিন্তু পরে কোন কারণে তা পূরণ করতে পারেনি। এবং যথাসময়ে এসে ওয়াদা রক্ষা করতে পারল না, এতে তার কোন গুনাহ হবে না।

যঈফ — ৩৭১ -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ওয়াদা করে তা রক্ষা না করলে গোনাহ হয়

হাদীস : ৪৫৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন, তখন রাসূল (স) আমাদের ঘরে বসেছিলেন। মা আমাকে বললেন, এদিকে এস, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। তখন রাসূল

(স) আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কী দিতে ইচ্ছে করেছ? বললেন, আমি তাকে একটি খেজুর দিতে ইচ্ছে করেছি। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, জেনে রাখ! যদি তুমি তাকে তা না দিতে, তবে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লেখা হত। (আবু দাউদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের উদ্দেশ্যে ওয়াদা ভঙ্গ করলে গোনাহ হবে না

হাদীস : ৪৫৪৬ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি আসবে বলে কোন এক লোকের সাথে ওয়াদা করে থাকে, এর পর অপর ব্যক্তি সে স্থানে নামাযের সময় পর্যন্ত আসেনি। আর ঐ লোকটি নামাযের উদ্দেশ্যে চলে গেল, এমতাবস্থায় তার কোন গোনাহ হবে না। – (রযীন)

দ্বাদশ অধ্যায়

হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হাসি-তামাশা করতেন

হাদীস : ৪৫৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা রাখতেন। এমনকি একদিন আমার ছোট ভাইকে বললেন, হে আবু উমাইর! তোমার ছোট বুলবুলিটির কী হলো? তার একটি ছোট বুলবুলি পাখি ছিল তার সাথে সে খেলা করত যা মারা গিয়েছিল। – (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্য কৌতুক করা যায়

হাদীস : ৪৫৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকময় কথাবার্তা বলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি যা বলি সত্যই বলে থাকি। – (তিরমিযী)

উষ্ট্রীই বাচ্চা প্রসব করে থাকে

হাদীস : ৪৫৪৯ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে একটি সওয়ারী চাইল। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তোমাকে আরোহণের জন্য একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রদান করব। তখন সে বলল, উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কী করব? জবাবে রাসূল (স) বললেন, উট তো উষ্ট্রীই প্রসব করে। – (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) দু কানওয়ালা বলে ডাক দিতেন

হাদীস : ৪৫৫০ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! দু কানওয়ালা। – (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

বেহেশতে যুবক-যুবতী প্রবেশ করবে

হাদীস : ৪৫৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) জনৈক বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন, কোন বৃদ্ধা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তখন বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল, তাদের কী হয়েছে? উক্ত বৃদ্ধাটি কোরআন পড়ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি কুরআন মজীদে এ আয়াত পাঠ করনি।

انا انشأنهن انشاء فجعلنا هن ابكارا

অর্থ ঃ আমরা তাদেরকে (মহিলাদেরকে) বেহেশতের মধ্যে দ্বিতীয়বার পয়দা করব এবং তাদেরকে কুমারী বানাব। – রযীন। শরহে সুন্নাহ কিতাবে মাসাবীহ শব্দ অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে।

কুৎসিত হাবশীও রাসূল (স)-এর কাছে ছিল

হাদীস : ৪৫৫২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, যাহের ইবনে হারাম নামক একজন বেদুঈন রাসূল (স)-এর জন্য মফস্বল থেকে হাদিয়া আসত। আর যখন সে যাওয়ার ইচ্ছে করত তখন রাসূল (স) তাকে কিছু শহরের জিনিসপত্র দিতেন। রাসূল (স) বললেন, যাহের আমাদের গ্রাম আর আমরা তার শহর। রাসূল (স) তাকে খুবই ভালোবাসতেন। অবশ্য সে ছিল কুৎসিত। একদা রাসূল (স) বাজারে আসলেন, এ সময় যাহের তার পণ্য বিক্রয় করছিল। তখন রাসূল (স) তার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। সে রাসূল (স)-কে দেখছিল না। তখন যাহের বলে উঠল ইনি কে? আমাকে ছেড়ে দিন। অতপর সে আড়চোখে তাকিয়ে রাসূল (স)-কে চিনতে পারল। তখন তার পিঠ রাসূল (স)-এর বুকের সাথে

লাগিয়ে রাখতে কসূর করল না। এদিকে রাসূল (স) বলতে লাগল এ গোলমালটি কে খরিদ করবে? তখন সে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে সস্তার বস্তু হিসেবে পেলেন? তখন রাসূল (স) বললেন, কিন্তু তুমি আল্লাহর কাছে সস্তার বস্তু নও। – (শরহে সুন্নাহ)

রাসূল (স)-এর সাথে এক সাহাবী কৌতুক করলেন

হাদীস : ৪৫৫৩ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজায়ী বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় আমি রাসূল (স)-এর কাছে এলাম, তখন তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। আমি সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন এবং বললেন, ভেতরে এস। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার গোটা শরীরটি নিয়েই প্রবেশ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার গোটা শরীরটি নিয়েই। অতপর আমি প্রবেশ করলাম। এ হাদীসের অধস্তন রাবী উস্‌মান ইবনে আবুল আতেকা বলেন, তাঁবুটি অতি ছোট হওয়ার কারণে বর্ণনাকারী আওফ ইবনে মালিক কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন, আমি কি আমার গোটা শরীরটি নিয়েই প্রবেশ করব? –(আবু দাউদ)

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ দ্রুত মীমাংসা করা উচিত

হাদীস : ৪৫৫৪ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, একদা হযরত আবু বকর (রা) রাসূল (স)-এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ সময় তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর উচকণ্ঠ শুনতে পেলেন। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি হযরত আয়েশাকে ধরে তাঁকে চড় মারার জন্য উদ্যত হলেন এবং বললেন, সাবধান! ভবিষ্যতে যেন আর কখনও রাসূল (স) তাকে বাধা দিয়েছিলেন। অতপর আবু বকর (রা)-এর সামনে তোমাকে উচ্চৈস্বরে কথা বলতে না দেখি। তখন রাসূল (স) তাকে বাধা দিয়েছিলেন। অতপর আবু বকর রাগান্বিত অবস্থায় বের হয়ে গেলেন। যখন আবু বকর (রা) বের হয়ে গেলেন তখন রাসূল (স) স্ত্রী আয়েশাকে বললেন, তুমি দেখলে, এ ব্যক্তির হাত থেকে আমি তোমাকে কিভাবে বাঁচালাম? বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনার পর কয়েক দিন যাবৎ আবু বকর (রা) রাসূল (স)-এর বাড়ীতে আসা থেকে বিরত রইলেন। অতপর একদিন আবু বকর (রা) প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং প্রবেশ করে দেখলেন, তাদের উভয়ের মধ্যে আপসের মধ্যে শরীক করে নাও, যেমন তোমাদের লড়াইয়ের মধ্যে শরীক করেছিলে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আমরা তাই করলাম। আমরা তাই করলাম। – (আবু দাউদ)

ঝগড়া বিবাদ করা ইসলামে নিষেধ

হাদীস : ৪৫৫৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, ঠাট্টা করবে না এবং এমন ওয়াদা করবে না যা রক্ষা করতে পারবে না। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।) যঈফ – ৭৭২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অহংকার এবং পক্ষপতিত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুত্তাকী ও খোদাভীরু লোক সবচেয়ে সম্মানিত

হাদীস : ৪৫৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ লোকটি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? তিনি বললেন, যে লোক আল্লাহ তায়ালার কাছে সর্বাপেক্ষা মোত্তাকী বা খোদাভীরু, সেই অধিক সম্মানিত। তারা বললেন, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞেস করিনি। তখন তিনি বললেন, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহর রাসূল ইউসুফ (আ) যিনি আল্লাহর রাসূল ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র, যিনি আল্লাহর রাসূল ইস্‌হাক (আ)-এর পুত্র, যিনি আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র। আবার তারা বললেন, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞেস করিনি। তখন তিনি বললেন, তবে তোমরা কি আরবদের বংশ-গোত্র সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চেয়েছ? তারা বললেন, জি-হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমাদের যারা জাহেলিয়াত যুগে উত্তম ছিল তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যখন তারা দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করবে। – (বোখারী ও মুসলিম)

শরীফের চেয়ে শরীফ

হাদীস : ৪৫৫৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শরীফ ইবনে শরীফ ইবনে শরীফ ইবনে হলেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। – (বোখারী)

রাসূল (স) ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হাদীস : ৪৫৫৮ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, হোনাইনের যুদ্ধের দিন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস (রা) রাসূল (স)-এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। যখন মুশরিকরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি নিচে অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি সত্য নবী, এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। বর্ণনাকারী বলেন, সেই দিন তাঁর চাইতে দৃঢ় আর কাউকেও দেখা যায় নি। – (বোখারী ও মুসলিম)

সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ হযরত ইবরাহীম (আ)

হাদীস : ৪৫৫৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর খেদমতে এল এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ! তখন রাসূল (স) বললেন, তিনি তো হলেন হযরত ইবরাহীম। – (মুসলিম)

খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে

হাদীস : ৪৫৬০ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খ্রিষ্টানরা মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-এর প্রশংসায় যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমার আমার ব্যাপারে অনুরূপ বাড়াবাড়ি কর না। প্রকৃতপক্ষে আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূলই বল। – (বোখারী ও মুসলিম)

পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ

হাদীস : ৪৫৬১ ॥ হযরত ইয়ায ইবনে হিমার মুজাশিয়ি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে আমাকে আদেশ করেছেন, তোমরা পরস্পর বিনয়ী হও। এমনকি একে অন্যের ওপরে যেন গর্ব না করে এবং একজন যেন আরেকজনের ওপর যুলুম না করে। – (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাপ-দাদার গর্ব করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, লোকজন যেন তাদের বাপ-দাদার ওপর গর্ব করা থেকে বিরত থাকে। যারা মরে গেছে দোযখের অঙ্গার হয়ে গিয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালার কাছে তারা ময়লার কীট অপেক্ষা ঘৃণিত হবে যে কীট নিজের নাক দ্বারা ময়লাকে দোলা দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের আহমকি এবং বাপ-দাদার গর্ব দূরীভূত করে দিয়েছেন। অতএব মানুষ পরহেযগার মুমিন হবে অথবা পাপী-দুর্ভাগা হবে। মানবকুল সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির তৈরি। – (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) মহা মর্যাদাবান ব্যক্তি

হাদীস : ৪৫৬৩ ॥ হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্খির (রা) বলেন, একবার আমি বনু আমরের প্রতিনিধি দলের মধ্যে রাসূল (স)-এর খেদমতে গেলাম এবং আমরা বললাম, আপনি আমাদের সরদার। তখন তিনি বললেন, সরদার তো আল্লাহই। আমরা বললাম, আপনি আমাদের মধ্যে মহামর্যাদাবান এবং দানের দিক দিয়েও সুমহান। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা এরূপ কথা বলতে পার কিংবা এর চাইতেও কম, তবে লক্ষ্য রাখবে, শয়তান যেন তোমাদেরকে তার পথে চালাতে না পারে। – (আহমদ ও আবু দাউদ)

তাকওয়া অবলম্বন ভদ্রতার পরিচয়

হাদীস : ৪৫৬৪ ॥ হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মান-মর্যদা হল ধন-সম্পদ, আর ভদ্রতা হল তাকওয়া অবলম্বন করা। – (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

জাহেলী যুগের ওপর গর্ব করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫৬৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু উক্বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন এবং তিনি ছিলেন, পারস্যের অধিবাসী আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে ওহুদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি এক মুশরিককে আঘাত করলাম এবং বললাম, এ আঘাত আমার তরফ থেকে নাও। আমি হলাম পারস্যের একজন গোলাম। এই সময় রাসূল (স) আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন তুমি কেন এ কথা বললে না, এটি আমার তরফ থেকে নাও, আমি হলাম একজন আনসারী গোলাম। – (আবু দাউদ) পৃষ্ঠা — ৭৭৬

নিজের গোত্রের লোকও অন্যায় করলে প্রশ্রয় দেবে না

হাদীস : ৪৫৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ের ওপরে আপন গোত্রের সাহায্য করে, তার দৃষ্টান্ত সেই উটের মত যা কূপে পতিত হয়েছে, অতপর তার লেজ ধরে টানা হয়েছে। –(আবু দাউদ)

অন্যায় করলে নিজের গোত্রের লোককে সহায়তা করা যাবে না

হাদীস : ৪৫৬৭ ॥ হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আসাবিয়্যাত কী? তিনি বললেন, অন্যায় কাজে তোমার স্ব-গোত্রের সহায়তা করা – (আবু দাউদ)

অন্যায়ের প্রতিরোধকারী সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ৪৫৬৮ ॥ সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জোশুমা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে নিজ গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে, যে পর্যন্ত না সে কোন গুনাহে লিপ্ত হয়। –(আবু দাউদ)

অন্যায়ের পক্ষে থাকা ইসলামে নিষেধ

হাদীস : ৪৫৬৯ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুতায়িম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকদের আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে, নিজেও আসাবিয়্যাতের সমর্থনে যুদ্ধ করে এবং আসাবিয়্যাতের সমর্থনে মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি আমাদের দলের নয়। – (আবু দাউদ)

জাগতিক বস্তুর প্রেমে পড়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৫৭০ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, বস্তুর প্রেম তোমাকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে। – (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের গোত্রের লোকদের ভালোবাসা যায়

হাদীস : ৪৫৭১ ॥ সিরিয়ার ফিলিস্তিনের অধিবাসী উবাদাহ ইবনে কাসীর– তিনি তাঁর আপন গোত্রীয় 'ফাসালীহ' নামক এক মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, একদা আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তির আপন গোত্রীয় লোকদের ভালোবাসা কি আসবিয়্যাত বা সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, না; বরং সাম্প্রদায়িকতা হল কোন ব্যক্তি নিজের গোত্রকে তার যুলুমের ওপর সাহায্য-সহায়তা করা। – (আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

মানুষ সবাই হযরত আদম (আ)-এর সন্তান

হাদীস : ৪৫৭২ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের বংশ পরিচয় এমন কোন বস্তু নয়, যে, তার কারণে তোমরা অন্যকে মন্দ বলবে। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। সেরের পালি পালির সমান, যাকে তোমার পূর্ণ করনি। দ্বীন ও তাকওয়া ছাড়া একজনের ওপর আরেকজনের কোনই মর্যাদা নেই। বস্তুত কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য অশ্লীল ভাষী ও কৃপণ হওয়াই যথেষ্ট। – (আহমদ ও বায়হাকী)

চতুর্দশ অধ্যায়

সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী হলেন মাতা

হাদীস : ৪৫৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি আরয বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সাহচর্যে কে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, অতপর তোমার পিতা। অতপর তোমার নিকটতম ব্যক্তিবর্গ।

– (বোখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতা জীবিত থাকলে বেহেশত অর্জন করা যায়

হাদীস : ৪৫৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তার নাসিকা ধূলিসাৎ হউক। তার নাসিকা ধূলিসাৎ হউক। তার নাসিকা ধূলিসাৎ হউক। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কে সে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতার কোন একজনকে অথবা উভয়জনকে তাদের বার্ধক্য অবস্থায় পেল, অথচ সে বেহেশতে প্রবেশ করল না।

– (মুসলিম)

মাতা-পিতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে

হাদীস : ৪৫৭৫ ॥ হযরত আস্‌মা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির সময় আমার মা মুশরিকা অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি রাসূল (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা আমার কাছে এসেছে, কিন্তু তিনি ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধা। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তার সাথে সদ্ব্যবহার কর। – (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহই মানুষের প্রকৃত বন্ধু

হাদীস : ৪৫৭৬ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অমুকের পিতার সন্তানগণ আমার বন্ধু নয়; বরং আল্লাহ এবং পুণ্যবান মুমিনগণই আমার প্রকৃত বন্ধু। তবে ঐ সকল লোকদের সাথে আমার প্রকৃত বন্ধু। তবে ঐ সকল লোকদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সদ্ব্যবহার দ্বারা আমি তা সিক্ত রাখি। – (বোখারী ও মুসলিম)

মায়ের অবাধ্যতা ইসলামে হারাম করা হয়েছে

হাদীস : ৪৫৭৭ ॥ হযরত মুগীরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমার জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞেসবাদ এবং সম্পদ বিনষ্টকরণ মাকরূহ করেছেন। – (বোখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবিরা গোনাহ

হাদীস : ৪৫৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন কোন ব্যক্তির আপন পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম। তারা বললেন, কোন ব্যক্তি কি তার নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেই ব্যক্তি পাল্টা এ ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, তখন সেই ব্যক্তি পাল্টা এই ব্যক্তির মাকে গালি দেয়। – (বোখারী ও মুসলিম)

পিতার অবর্তমানে পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে

হাদীস : ৪৫৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেক কাজসমূহের অন্যতম নেক কাজ হল পিতার অবর্তমানে তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা। – (মুসলিম)

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে আয়ু বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৫৮০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকার বৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। – (বেখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ৪৫৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করলেন, আর যখন এ থেকে অবসর হলেন, তখন 'রেহম' (আত্মীয়তা) উঠে দাঁড়িয়ে রাহমানুর রাহিম আল্লাহর কোমর ধরল। আল্লাহ বললেন, থাক্ কি চাও? রেহম আরয করল, তা হল আত্মীয়তা ছিন্নকারী থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, যে ব্যক্তি তোমার সম্পর্ক বহাল রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। রেহম আরয করল, হ্যাঁ, রাজি আছি। হে আমার প্রভু! আল্লাহ বললেন, আচ্ছা, তোমার সাথে আমার এ অঙ্গীকার রইল। – (বোখারী ও মুসলিম)

রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলমানের কাজ নয়

হাদীস : ৪৫৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রেহম শব্দটি রহমান থেকে উদ্ভূত। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমাকে মিলিয়ে রাখে আমিও তাকে আমার সাথে মিলিয়ে রাখব। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করে আমিও তাকে ছিন্ন করে দেব। – (বোখারী)

রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত থাকে

হাদীস : ৪৫৮৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে এবং তা বলে, যে আমাকে নিজের সাথে মেলাবে আল্লাহও তাকে মেলাবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন। – (বোখারী ও মুসলিম)

টীকা ....

হাদীস নং : ৪৫৮৭ ॥ এটা ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি শুধু সদাচরণ নয়, বরং প্রয়োজনে তাদের ভরণ-পোষণ করাও মুসলমান সন্তানের ওপর ওয়াজিব।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী দোযখের অধিবাসী

হাদীস : ৪৫৮৪ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। – (বোখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তা ছিন্ন করলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে

হাদীস : ৪৫৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে শুধু বিনিময়ে তাই পালন করে। বরং সেই ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী যার সাথে তা ছিন্ন করার পর সে তা পুনস্থাপন করে। – (বোখারী)

সবার সাথে সদাচরণ করতে হবে

হাদীস : ৪৫৮৬ ॥ হযবত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এমন কতিপয় আত্মীয়-স্বজন আছে আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, অথচ তারা আমার সাথে সদ্ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যবহারে ধৈর্যধারণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খতা প্রদর্শন করে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তুমি যেরূপ বললে, যদি তুমি এরূপ আচরণই করে থাক, তবে তুমি যেন তাদের মুখের ওপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। আর তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত এ নীতির ওপর বহাল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন যিনি তাদের ক্ষতিকে প্রতিরোধ করবেন। – (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোয়া তকদীর ফেরাতে পারে

হাদীস : ৪৫৮৭ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোয়া ছাড়া অন্য কিছুই তকদীরকে ফেরাতে পারে না। পুণ্য ছাড়া অন্য কিছুই আয়ুকে বাড়াতে পারে না, আর কৃত পাপই মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে। – (ইবনে মাজাহ)

মায়ের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিফল বেহেশত

হাদীস : ৪৫৮৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম। তখন জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যক্তি কে? ফেরেশতারা বললেন, হারেসা ইবনে নোমান (রা)। তোমাদের পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। তোমার পুণ্যের প্রতিদান এইরূপই। সে তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণ করত। – (শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী)

অপর এক বর্ণনায় 'আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম'-এর স্থলে 'আমি ঘুমিয়েছিলাম এবং নিজেকে বেহেশতে দেখলাম' আছে।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি

হাদীস : ৪৫৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত। –(তিরমিযী)

পিতা-মাতা হলেন বেহেশতের মধ্যম দরজা

হাদীস : ৪৫৯০ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে, আর আমার মা আমাকে আদেশ করেন যে, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিই। তখন আবুদ্দারদা বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি মাতা-পিতা হলেন বেহেশতের দরজাসমূহের মধ্যম দরজা। এখন তোমার ইচ্ছে দরজাটিকে রক্ষা কর অথবা তাকে নষ্ট কর। – (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মাতা সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী

হাদীস : ৪৫৯১ ॥ হযরত বাহয ইবনে হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কার সাথে সর্বাধিক উত্তম আচরণ করব? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি তৃতীয়বারও বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমার পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার পিতার সাথে। অতপর পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে। – (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রেহেম শব্দটি আল্লাহর নামের সাথে সংশ্লিষ্ট

হাদীস : ৪৫৯২ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মহান কল্যাণময় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি আল্লাহ আমি রহমান, রেহেমকে আমিই সৃষ্টি করেছি। আর রেহম শব্দটি আমি আমার রহমান নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে সংযোজিত করবে, আমি তাকে সংযোজিত করব। আর যে তা ছিন্ন করবে, আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব। – (আবু দাউদ)

আত্মীয়তা ছিন্নকারীদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না

হাদীস : ৪৫৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সেই সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না যাদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী বিদ্যমান রয়েছে। –(বায়হাকী) যঈফ-২১১

পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচারণকারী দোযখী

হাদীস : ৪৫৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এহসান করে খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও মদপানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। – (নাসাঈ ও দারেমী)

আত্মীয়তার বন্ধনে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়

হাদীস : ৪৫৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নিজেদের বংশসমূহের এ পরিমাণ অর্জন কর যাতে তোমরা নিজেদের আত্মীয়তার হক আদায় করতে পার। কেননা, আত্মীয়তা রক্ষার দ্বারা আপনজনদের মধ্যে সম্প্রীতি, ধন-সম্পদে সমৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। – (তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

খালা মায়ের সমতুল্য মর্যাদা পাবে

হাদীস : ৪৫৯৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি জঘন্য পাপ করেছি। সুতরাং আমার জন্য তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন খালা জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন যাও, তাঁর খেদমত কর। – (তিরমিযী)

পিতার মৃত্যুর পর দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৪৫৯৭ ॥ হযরত আবু উসাইদ সায়েদ (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদাচরণ করার কোন কিছু অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া ও ইসতেগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করা, শুধু তাদের সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।) যঈফ – ৩২০০০

দুধ মাতার প্রতি রাসূল (স)-এর সদাচরণ

হাদীস : ৪৫৯৮ ॥ হযরত আবু তোফায়েল (রা) বলেন, আমি দেখলাম, রাসূল (স) জেয়েররানা নামক স্থানে গোশত বণ্টন করেছেন। এমন সময় হঠাৎ একজন মহিলা এল, এমনকি সে রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী হল। তখন তিনি নিজের চাদরখানা তার জন্য বিছিয়ে দিলেন। অতপর মহিলাটি তার ওপর বসে পড়ল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম এ মহিলাটি কে? তারা বললেন, ইনি তাঁর সেই মা যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছেন।

যঈফ – ১৩৩১ –(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক কাজের দরুন গুহার পাথর সরে গেল

হাদীস : ৪৫৯৯ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, একদা তিন ব্যক্তি পথ চলছিল, এমন সময় তারা বৃষ্টির কবলে পড়ল এবং একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। তৎক্ষণাৎ পাহাড় থেকে একখানা প্রকাণ্ড পাথর এসে মুখে পতিত হওয়ায় তাদের গুহার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক কাজকে স্মরণ কর যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই করেছ। আর সেই কাজটিকে উসিলা করে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা কর। আশা করা যায় তার উসিলায় তিনি এই বিপদ দূর করে দেবেন। অতপর তাদের একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ-দুম্বা চরাতাম। আর যখন সন্ধ্যায় তাদের কাছে ফিরে আসতাম তখন তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। কিন্তু আমি আমার সন্তানদেরকে পান করানোর আগেই প্রথমে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম। ঘটনাক্রমে চারণবৃন্দ আমাকে দূরে নিয়ে গেল। ফলে ঘরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন আমি তাদেরকে ঘুমন্ত

অবস্থায় পেলাম। কিন্তু আমি প্রতিদিনের মত আজও দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের কাছে এলাম এবং পাত্র হাতে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো ভালো মনে করলাম না। আর তাদের আগে বাচ্চাদেরও দুধ পান করানোও ভালো মনে করলাম না। অথচ বাচ্চাগুলো ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে কাঁদছিল। অবশেষে ভোর পর্যন্ত আমার ও তাদের অবস্থা এভাবে বিদ্যমান রইল। অবশেষে ঘুম থেকে জাগার পর তাদেরকেই আগে দুধ পান করালাম। ইয়া আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তা হলে তার উসিলায় আমাদের জন্য এতটুকু পথ করে দাও যে আকাশ দেখতে পারি। তখন আল্লাহ তায়ালা পাথরটিকে এই পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পেল। দ্বিতীয় জন বলল, আমার এক চাচাত বোন ছিল, তাকে আমি অত্যধিক ভালোবাসতাম যতটা পুরুষেরা মহিলাদের ভালোবাসতে পারে। আমি তাকে উপভোগ করতে চাইলাম। সে তা অস্বীকার করল, যে পর্যন্ত না আমি তাকে একশত দীনার প্রদান করি। অতপর আমি চেষ্টা করতে লাগলাম, অবশেষে একশত দীনার সংগ্রহ করে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, মোহর কুলিও না। (অর্থাৎ আমার কুমারিত্ব নষ্ট করো না) তৎক্ষণাৎ আমি তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান, এ কাজটি আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তবে আমাদের জন্য তার উসিলায় পথ মুক্ত করে দাও। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য পাথরটি আরও কিছু সরিয়ে দিলেন। তৃতীয় জন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে এক ফরক টুকরী পরিমাণ চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। যখন সে কাজ সম্পাদন করল, তখন বলল, আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি তার পাওনা তাকে পেশ করলাম। সে তা অবহেলা করে ফেলে চলে গেল। অবশেষে আমি তাকে চাষাবাদে লাগালাম এবং পরিশেষে তা দ্বারা অনেকগুলো গরু ও রাখাল যোগাড় করলাম। এরপর একদা সে আমার কাছে এল এবং বলল, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর আমার ওপর অবিচার করো না। আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলো এবং উহার রাখালসমূহ নিয়ে যাও। সে বলল, আল্লাহ পাককে ভয় কর, আমার সাথে উপহাস কর না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। ঐ গরুগুলো তার রাখলসমেত নিয়ে যাও। অতপর সে ঐগুলো নিয়ে চলে গেল। ইয়া আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এই কাজটি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলাম, তবে তার উসিলায় এখন যতখানি বাকি রয়েছে তা খুলে দাও। অতপর আল্লাহ তায়ালা পাথরখানি সরিয়ে অবশিষ্ট অংশ উন্মুক্ত করে দিলেন।

–(বোখারী ও মুসলিম)

পিতা জীবিত থাকলে জিহাদ ফরয নয়

হাদীস : ৪৬০০ ॥ মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমাহ (র.) থেকে বর্ণিত, একদা আমার পিতা জাহিমাহ রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছি। অতএব এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ আছেন। তিনি বললেন, যাও, মায়ের খেদমতে নিজেকে নিয়োগ কর। কেননা, জান্নাত তার পায়ের কাছে।

–(আহমদ, নাসাঈ ও বায়হাকী)

পিতার ইচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দিল

হাদীস : ৪৬০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমার বিবাহ বন্ধনে এমন একজন মহিলা ছিল যাকে ভালোবাসতাম। অথচ ওমর (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। একদা তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দাও, কিন্তু আমি অস্বীকার করলাম। অতপর ওমর (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে তাঁকে ঘটনাটি বললেন। তখন রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

পিতা-মাতাই হল সন্তানের বেহেশত-দোযখ

হাদীস : ৪৬০২ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক বা দাবি আছে? তিনি বললেন, তারা উভয়ই তোমার বেহেশতও এবং দোযখও।

২৭২৮ – ১০০২

– (ইবনে মাজাহ)

পিতা-মাতার জন্য দোয়া করলে সন্তান মুক্তি পেতে পারে

হাদীস : ৪৬০৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দার পিতা-মাতা উভয়জন কিংবা তাদের একজন এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে তাদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সে-ই তাদের জন্য ক্ষমা চায়, ইসেগফার করে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন। – (বায়হাকী)

Rvj –১০০৩

যে পিতা-মাতার নাফরমান অবস্থায় ভোর করে সে দোযখের দুটি দরজা খুলে দেয়

হাদীস : ৪৬০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার আদেশের অনুগত থাকে ভোর করে সে যেন তার জন্য বেহেশতের দুখানা দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল, যদি একজন থেকে থাকে তবে একখানা দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমান হিসেবে ভোর করে, সেই ভোরেই তার জন্য দোযখের দুখানা দরজা খোলা থাকে। আর যদি একজনের ব্যাপারে অবাধ্য থেকে থাকে তখন দোযখের একটি দরজা খোলা থাকে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যদি তারা উভয়ে পুত্রের ওপর যুলুম করে? তিনি বললেন, যদিও তারা তার ওপর যুলুম করে, যদিও তারা তার ওপর যুলুম করে, যদিও তারা তার ওপর যুলুম করে। -(বায়হাকী)

সন্তান পিতা-মাতার প্রতি দৃষ্টি দিলে আল্লাহ বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন

হাদীস : ৪৬০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন সদাচরণকারী সন্তান আপন মাতা-পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি 'মকবুল হজ্জ' লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার দৃষ্টি করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ অতি মহান, অতি পবিত্র। -(বায়হাকী)

হাদীস : ৪৬০৬ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক গুনাহ থেকে আল্লাহ তায়ালা যতটা ইচ্ছে করেন ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার নাফরমানী ক্ষমা করেন না; বরং তার শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনেই প্রদান করেন। -(বায়হাকী)

বড় ভাইয়ের অধিকার পিতার সমতুল্য

হাদীস : ৪৬০৭ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেমন পিতার অধিকার তার সন্তানের ওপর রয়েছে, তেমনই বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাইয়ের ওপর রয়েছে। -(বায়হাকী)

পঞ্চদশ অধ্যায়

সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে মানুষকে দয়া করে না তাকে আল্লাহ দয়া করবেন না

হাদীস : ৪৬০৮ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। – (বোখারী ও মুসলিম)

শিশুদের চুম্বন করলে অন্তর নরম হয়

হাদীস : ৪৬০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূল (স)-এর খেদমতে আসল। তখন সে বলল, তোমরা কি শিশুদেরকে চুম্বন কর? আমরা তো শিশুদের চুম্বন করি না। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা বের করে ফেলেন তবে আমি কি তাতে বাধা দিতে সক্ষম হব?

-(বোখারী ও মুসলিম)

সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ পরিমাপ করা যায় না

হাদীস : ৪৬১০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা এক মহিলা আমার কাছে এল এবং তার সাথে ছিল দুটি কন্যা। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল, তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি তা-ই তাকে দিয়ে দিলাম, অতপর সে তাকে তার উভয় কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল এবং তা থেকে সে নিজে কিছুই খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেল। এমন সময় রাসূল (স) প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে বললাম, তখন তিনি বললেন, যে এ সমস্ত কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছে। তবে এ কন্যারা তার জন্য দোযখের আগুন হতে অন্তরায় হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুটি কন্যাকে লালন-পালন করলে রাসূল (স)-এর সাথে থাকবে

হাদীস : ৪৬১১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি কন্যার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবে, আমি ও সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকব। এ বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো মিলালেন। -(মুসলিম)

বিধবা ও মিসকিনদের তত্ত্বাবধান করা জিহাদের সমতুল্য

হাদীস : ৪৬১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিধবা ও মিসকিনদের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মত। রাবী বলেন, আমার ধারণা, রাসূল (স) এও বলেছেন। রাত্রি জাগরণকারী যে অলসতা করেন এবং ঐ রোযাদারের মত যে কখনও রোযা ভঙ্গ করে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইয়াতীমদের দায়িত্ব নিলে আল্লাহ রাসূল (স) খুশি হন

হাদীস : ৪৬১৩ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি ও ইয়াতীমের দায়িত্ব বহনকারী, সেই ইয়াতীম নিজের নিকটতম আত্মীয়রই হউক বা অন্য কারও হউক, বেহেশতে এরূপ হবে। ইহা বলে তিনি নিজের শাহাদৎ ও মধ্যমা আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করলেন এবং উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখলেন। -(বোখারী)

ঈমানদার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হয়

হাদীস : ৪৬১৪ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি ঈমানদারকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত

হাদীস : ৪৬১৫ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত, যদি তার চক্ষু অসুস্থ হয় তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি তার মাথায় ব্যথা হয় তখন তার সমস্ত দেহই ব্যথিত হয়। -(মুসলিম)

একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের ঘরের মত

হাদীস : ৪৬১৬ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য এক গৃহেব মত, যারা একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতপর তিনি এক হাতের আঙুলগুলো অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করালেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দানের জন্য সুপারিশ করলেও সওয়াব আছে

হাদীস : ৪৬১৭ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর কাছে যখন কোন ভিক্ষুক বা অভাবী আসত তখন তিনি সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমরা সুপারিশ কর, এতে তোমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে যে ফয়সালা চান তা জারি করেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

অত্যাচারী হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত

হাদীস : ৪৬১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অত্যাচারিতকে তো সাহায্য করব, কিন্তু অত্যাচারীকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখ। এ হল তার প্রতি তোমার সাহায্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানের ওপর জুলুম করবে না

হাদীস : ৪৬১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ফেলে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দুর করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা ....

হাদীস নং ৪৬০৫ ॥ অপর এক হাদীসে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বড়দেরকে সম্মান এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। রাসূল (স) বেদুঈনের কথা শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

কোন মুসলমানকে লজ্জিত করবে না

হাদীস : ৪৬২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই তার ওপর জুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। খোদাভীতি এখানেই এ কথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি আরও বলেছেন, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের কোন মুসলমান ভাইতে হেয় জানে। বস্তুত একজন মুসলমানের সবকিছুই অপর মুসলমানের জন্য হারাম। অর্থাৎ জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু। –(মুসলিম)

তিন প্রকারের লোক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৬২১ ॥ হযরত ইয়ায ইবনে হিমার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন প্রকারের লোক বেহেশতবাসী। ১। এমন শাসক যে ইনসাফকারী, দানশীল এবং যাকে সৎ কাজের যোগ্যতা দান করা হয়েছে। ২। এমন ব্যক্তি যিনি দয়ালু, নিকটতম ও অন্যান্য মুসলমানের প্রতি কোমল প্রাণবিশিষ্ট। ৩। যে সৎচরিত্রের অধিকারী এবং পারিবারিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা থেকে বেঁচে থাকে।

পাঁচ প্রকারের লোক জাহান্নামী : ১। দুর্বল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যে নিজের স্থূল-বুদ্ধির কারণে নিজেকে কুকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। এ সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা তোমাদের অধীনস্থ চাকর-বাকর। তারা স্ত্রী-পরিবার চায় না এবং মালেরও ভ্রূক্ষেপ করে না। ২। ঐ খেয়ানতকারী যার লোভ-লালসা থেকে গোপনীয় জিনিসও রক্ষা পায় না। তুচ্ছ জিনিস হইলেও আত্মসাৎ করে। ৩। এমন ব্যক্তি যে তোমাকে তোমার পরিজন ও মাল-সম্পদের মধ্যে ধোঁকায় ফেলার জন্য সকাল-সন্ধ্যা ফিকিরে থাকে। ৪। কার্পণ্যতা ও মিথ্যাবাদিতা; এবং ৫। দুশ্চরিত্র ও অশ্লীল বাক্যালাপকারীর কথাও বর্ণনা করেছেন। –(মুসলিম)

নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে

হাদীস : ৪৬২২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! কোন বান্দা ঈমানদার হবে না যে পর্যন্ত সে নিজের কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে না যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। –(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায়কারী দোযখী

হাদীস : ৪৬২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ইমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না থাকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জাহান্নামী

হাদীস : ৪৬২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ না থাকে। –(মুসলিম)

হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতেন

হাদীস : ৪৬২৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) ও ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এমনকি আমার এই ধারণা হচ্ছিল যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ করে দেবেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

তিনজন একত্রে থাকলে দুজন চুপে কথা বলবে না

হাদীস : ৪৬২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুই জনে চুপে চুপে কথা বলবে না। অন্যান্য লোকের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত। ইহা এই জন্য যে, এ তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে। –(বোখারী ও মুসলিম)

অকপট আচরণের নামই ইসলাম

হাদীস : ৪৬২৭ ॥ হযরত তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) তিনবার বলেছেন, অকপট আচরণের নামই দ্বীন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালার জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানের নেতৃত্বে ব্যক্তিদের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানের জন্য। –(মুসলিম)

নামায প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার করা উচিত

হাদীস : ৪৬২৮ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর হাতে নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার অঙ্গীকার করে বায়আত করলাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হতভাগ্যদের অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেয়া হয়

হাদীস : ৪৬২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দয়াবান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ রাহমানুর রাহীম দয়া করেন। অতএব তোমার পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, আসমানের যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ দয়া করেন

হাদীস : ৪৬৩০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দয়াবান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ রাহমানুর রাহীম দয়া করেন। অতএব তোমার পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, আসমানের যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ছোটদের স্নেহ করা উচিত

হাদীস : ৪৬৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দেরকে সম্মান করে না, ভালো কাজের আদেশ করে না এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন এ হাদীসটি গরীব)

বার্ধক্যের কারণে বৃদ্ধকে সম্মান করতে হয়

হাদীস : ৪৬৩২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন রাসূল (স) বলছেন, যে যুবক কোন বৃদ্ধকে বার্ধক্যের কারণে সম্মান করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নিয়োজিত করবেন, যে তাকে সম্মান করবে। -(তিরমিযী)

কুরআন সংরক্ষণকারীকে সম্মান করা উচিত

হাদীস : ৪৬৩৩ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করা এবং এমন কুরআন সংরক্ষণকারীকে সম্মান করা, যে তাতে বাড়াবাড়ি এবং উহার হক আদায়ে ত্রুটি করে না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত। -(আবু দাউদ ও বায়হাকী)

যে ঘরে ইয়াতিম আছে সে ঘর উত্তম

হাদীস : ৪৬৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের সেই ঘরটিই সর্বোত্তম, যেখানে কোন ইয়াতিম আছে এবং তার সাথে ভালো আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের সেই ঘরটি সর্বাপেক্ষা মন্দ, যাতে কোন ইয়াতিম আছে, অথচ তার দুর্ব্যবহার করা হয়। -(ইবনে মাজাহ)

ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলালে চুলের পরিমাণ সওয়াব হয়

হাদীস : ৪৬৩৫ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাবে, যে সমস্ত চুলের ওপর দিয়ে তার হাত অতিক্রম করবে তার প্রতিটির বিনিময়ে তার জন্য সওয়াব লেখা হবে। আর যেই বক্তি তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতিম বালক-বালিকার সাথে ভালো আচরণ করবে, আমি ও সেই ব্যক্তি বেহেশতে এ দুটির মত হব। এ বলে তিনি নিজের আঙুলী দুটি মিলিত করলেন। -(আহমদ ও তিরমিযী। এবং তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি গরীব)

যে ইয়াতিমকে খাওয়ায় সে বেহেশতী

হাদীস : ৪৬৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইয়াতিমকে নিজের খানাপিনাতে শামিল কলে, আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য নিশ্চয় বেহেশত ওয়াজিব করে দেবেন যে পর্যন্ত না সে এমন কোন গুনাহ করে যা মার্জনার যোগ্য নয়। আর যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা অথবা এ পরিমাণ বোনের প্রতিপালন করবে অর্থাৎ, তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেবে এবং স্নেহ করবে যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ পাক পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করেন, তার জন্য আল্লাহ পাক বেহেশত অবধারিত করবেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুটির বেলায়ও কি অনুরূপ সওয়াব পাবে? তিনি বললেন, দু জনের ব্যাপারেও সেই সওয়াব পাবে। রাবী বলেন, এমনকি যদি তারা একজনের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করতেন, তবে একজন সম্পর্কেও তিনি তা-ই বলতেন। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যার দুইটি মূল্যবান প্রিয় বস্তু নিয়ে গিয়েছে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত। কেউ জিজ্ঞেস করল, সেই প্রিয় বস্তু দুটি কী? তিনি বললেন, তার চক্ষুদ্বয়। -(শরহে সুন্নাহ)

সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া উচিত

হাদীস : ৪৬৩৭ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সন্তানকে একটি আদব শিক্ষা দেয়া এক সা খাদ্য সদকা করা অপেক্ষা উত্তম। -(তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব এবং এ হাদীসের সূত্রে নাসেহ নামীয় বর্ণনাকারী মুহাদ্দেসীনের কাছে নির্ভরযোগ্য নহে)

সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া উচিত

হাদীস : ৪৬৩৮ ॥ আইউব ইবনে মুসা তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন পিতা তার পুত্রকে শিষ্টাচার অপেক্ষা অধিক শ্রেয় কোন বস্তু দান করতে পারে না। -(তিরমিযী ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। তিরমিযী বলেছেন, আমার মতে হাদীসটি মুরসাল)

বিধবা মহিলা কিয়ামতের দিন মর্যাদা পাবে

হাদীস : ৪৬৩৯ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি ও কালো গণ্ডদ্বয়বিশিষ্ট মহিলা কিয়ামতের দিন এভাবে হব। রাবী ইয়াযীদ ইবনে যোবাঈ নিজের মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করে দেখালেন। অর্থাৎ সে এমন মহিলা যার স্বামী নেই। অথচ সে মর্যাদাশীলা ও রূপসী হওয়া সত্ত্বেও ইয়াতিম সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বন্দি করে রেখেছেন, যে পর্যন্ত না তারা পৃথক হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে। -(আবু দাউদ)

কন্যার তুলনায় পুত্রকে প্রাধান্য দিতে নেই

হাদীস : ৪৬৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার একটি কন্যা বা বোন আছে, সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে তুচ্ছও মনে করেনি; আর তার ওপর পুত্র সন্তানকে প্রাধান্যও দেয়নি, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। -(আবু দাউদ)

কারও সামনে অন্যের গীবত করলে নিষেধ করা উচিত

হাদীস : ৪৬৪১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির সামনে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হয়, আর সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে এবং সে তার সাহায্য করে, আল্লাহ তায়ালা ইহ ও পরকালে তার সাহায্য করবেন। আর যদি সে সাহায্য না করে অথচ সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখত, আল্লাহ তায়ালা তাকে ইহকালে ও পরকালে পাকড়াও করবেন। -(শরহে সুন্নাহ)

কারও অনুপস্থিতিতে গীবত করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৪২ ॥ হযরত আস্‌মা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মাংস খাওয়া থেকে অন্যকে প্রতিহত করবে, তখন আল্লাহ তায়ালার ওপর এই দায়িত্ব হয়ে যায় যে, তাকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন। -(বায়হাকী ও শোআবুল ঈমানে)

একজন অন্যজনকে অপমান করলে তাকে নিষেধ করা উচিত

হাদীস : ৪৬৪৩ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের মান-সম্মান বিনষ্ট করা থেকে অন্যকে বিরত রাখে, তখন আল্লাহ তায়ালার ওপর অপরিহার্য হয়ে যায় যে, কিয়ামতের দিন তিনি তার ওপর থেকে দোযখের আগুন প্রতিহত করবেন। অতপর রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন كان حقا علينا نصر المؤمنين
অর্থ- এবং ঈমানদারদের সাহায্য করা আমার উপর অপরিহার্য কর্তব্য। -(শরহে সুন্নাহ)

ইজ্জতহানির আশঙ্কায় সাহায্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৪৪ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের এমন জায়গায় সাহায্য পরিত্যাগ করবে যেখানে তার সম্মানের লাঘব হচ্ছে, ইজ্জতহানি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এমন জায়গায় তার সাহায্য পরিত্যাগ করবেন যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের এমন স্থানে সাহায্য করবে, যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে বা তার ইজ্জতহানি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করার প্রত্যাশা রাখে। -(আবু দাউদ)

মুসলমানের দোষ গোপন রাখতে হয়

হাদীস : ৪৬৪৫ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ দেখে তাকে গোপন রাখল, সে ঐ ব্যক্তির মতই যে জীবন্ত প্রোথিত কোন কন্যাকে বাঁচাল। -(আহমদ ও তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি সহীহ।

এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান আয়নাস্বরূপ

হাদীস : ৪৬৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। সুতরাং যখন তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখে তখন যেন সে তা দূর করে দেয়। -(তিরমিযী

এবং এ হাদীসটি যয়ীফ বলেছেন। তিরমিযী ও আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না। আর একজন ঈমানদার আরেকজন ঈমানদারের ভাই, যে তাকে ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার স্বার্থ রক্ষা করে।

মুনাফিকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করে যে সব বেহেশতী

হাদীস : ৪৬৪৭ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে কোনো মুনাফিকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার জন্য এমন একজন ফেরেশতা পাঠাবেন, যে তার গোশত দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন বিষয়ে অপবাদ দেবে যার দ্বারা সে তাকে কলঙ্কিত করতে চায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে দোযখের সেতুর ওপর আবদ্ধ করে রাখবেন, যে পর্যন্ত না সে নিজের কথিত অপবাদের পরিমাণ থেকে অব্যাহতি পাবে। -(আবু দাউদ)

যে নিজের সঙ্গীসাথীদের কাছে ভালো সে আল্লাহর নিকটও ভালো

হাদীস : ৪৬৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই সঙ্গী-সাথী উত্তম, যে নিজের সঙ্গী-সাথীর কাছে উত্তম। আর আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশী উত্তম, যে নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম। -(তিরমিযী ও দারেমী এবং তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব)

প্রতিবেশীর প্রশংসা উত্তম আমলের তুল্য

হাদীস : ৪৬৪৯ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কীভাবে জানতে পারব যে, আমি যা করেছি তা ভালো করেছি বা খারাপ করেছি? তিনি বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো করেছ, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে, অবশ্যই তুমি ভালো কাজই করেছ। আর যখন তাদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি খারাপ কাজ করেছ, তখন তুমি বুঝবে যে, নিশ্চয় খারাপ কাজই করেছ। -(ইবনে মাজাহ)

মানুষের সাথে মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে

হাদীস : ৪৬৫০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের সাথে তাদের মর্যাদানুযায়ী ব্যবহার কর। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ৪৬৫১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু কোরাদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) অযূ করলেন, তখন তাঁর সাহাবীরা অযূর পানি তাদের গায়ে মাখতে লাগলেন। তখন রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাদেরকে এটি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। তখন রাসূল (স) বললেন, যার আন্তরিক বাসনা যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেন তাকে ভালোবাসেন। সে যখন কথা বলে যেন সত্য কথাই বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে যেন উক্ত আমানত আদায় করে। এবং প্রতিবেশীর সাথে যেন প্রতিবেশীসুলভ উত্তম আচরণ করে। -(বায়হাকী)

প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৫২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি কামেল ঈমানদার নয়, যে উদরপূর্তি করে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত রয়েছে। -(বায়হাকী)

প্রতিবেশীকে গালি দিলে ইবাদত কবুল হবে না

হাদীস : ৪৬৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা অধিক নামায পড়া, রোযা রাখা এবং দান-সদকা করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা নিজের প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি পুনরায় আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম রেযা রাখে, দান-সদকাও কম করে এবং নামাযও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনীরের টুকরাবিশেষ, কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা আপন প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী। -(আহমদ ও বায়হাকী)

ভালো ও মন্দ ব্যক্তি

হাদীস : ৪৬৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন, একদিন রাসূল (স) কতিপয় উপবিষ্ট লোকদের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না তোমাদের মধ্যে ভালো লোক কে? আর মন্দ লোক কে?

রাবী বলেন, এ কথা শুনে তারা সকলে চুপ রইল। আর রাসূল (স) কথাটি তিনবার বললেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, জি হ্যাঁ! বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে ভালো থেকে মন্দ থেকে পৃথক করে দিন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই ভালো যার কাছ থেকে ভালো, আশা করা যায় এবং যার মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদে থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই মন্দ, যার কাছ থেকে ভালো আশা করা যায় না এবং অনিষ্টতা থেকে নিরাপদে থাকা যায় না। -(তিরমিযী ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। এবং তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি হাসান সহীহ)

প্রকৃত মুসলমান ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা

হাদীস : ৪৬৫৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যেভাবে তোমাদের মধ্যে তোমাদের রিযক বণ্টন করেছেন, অনুরূপভাবে তোমাদের চরিত্রও তোমাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে তিনি ভালোবাসেন না, উভয়কেই দুনিয়া দান করেন, কিন্তু দ্বীন শুধু ঐ ব্যক্তিকেই দান করেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যাকে দ্বীন দান করেছেন তাকে ভালোবেসেছেন। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হবে না যে পর্যন্ত না তার অন্তর ও মুখ মুসলমান হবে এবং কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হবে।

যে অন্যকে ভালোবাসে না তার মধ্যে কল্যাণ নেই

যঈফ - ১০২৪

হাদীস : ৪৬৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদার হলো ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই যে অন্যকে ভালোবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালোবাসেন না। -(হাদীস দুটি আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল সে বেহেশতে গেল

হাদীস : ৪৬৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে কারও অভাব পূরণ করবে, এতে তার উদ্দেশ্য হলো সে ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। জাল — ১০২৫

মযলুমের সাহায্য করলে কিয়ামতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে

হাদীস : ৪৬৫৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মাযলুমের ফরিয়াদে সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য তিহাত্তরটি মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করবেন। তার মধ্যে একটি মাগফিরাত হলো তার সমুদয় বিষয়ের সংশোধন, আর বাহাত্তরটি হলো কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ। খুব জাল - ১০২৬

যে পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে সেই শ্রেষ্ঠ

হাদীস : ৪৬৫৯ ॥ হযরত আনাস ও আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তায়ালার পরিবার। সুতরাং মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে। -(হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে উল্লেখ করেছেন) যঈফ — ১০২৭

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৬০ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঝগড়াটে দু প্রতিবেশীর মোকদ্দমা পেশ হবে। -(আহমদ)

ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলালে অন্তর নরম হয়

হাদীস : ৪৬৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে নিজের হৃদয়ের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করল। তিনি বললেন, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াও।

-(আহমদ)

কন্যার হেফাযত সাদকার সমতুল্য

হাদীস : ৪৬৬২ ॥ হযরত সুরাকা ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সদকা সম্পর্কে অবগত করব না? তাহলো তোমার ঐ কন্যার প্রতি সদকা করা, যাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তুমি ছাড়া তার উপার্জনকারী আর কেউ নেই অর্থাৎ স্বামী মারা গিয়েছে অথবা তালাকপ্রাপ্তা কন্যা।

যঈফ — ১০২৮ -(ইবনে মাজাহ)

ষোড়শ অধ্যায়

আল্লাহকে ভালোবাসার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসতে হয়

হাদীস : ৪৬৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, যে এক ব্যক্তি অন্য এক বসতিতে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলো। আল্লাহ তায়ালা তার গমন পথে একজন অপেক্ষমান ফেরেশতা বসিয়ে দিলেন। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ? সে বলল, ঐ গ্রামে আমার একজন ভাই আছে, তার সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কোনো অনুগ্রহ আছে কি? যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ। সে বলল, না। আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন যেরূপ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাস। -(মুসলিম)

যে যাদেরকে ভালবাসবে কিয়ামতের দিন সে তাদের সাথেই থাকবে

হাদীস : ৪৬৬৪ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। তখন তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি তাদের সাথেই রয়েছে যাদেরকে সে ভালবাসে।-(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর ভালবাসা কিয়ামতের সম্পদ

হাদীস : ৪৬৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আচ্ছা তুমি তার জন্য কি প্রস্তুত নিয়েছ? সে বলল, তার জন্য আমি কিছুই প্রস্তুত করি নি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, ইসলামের পর মুসলমানদেরকে আমি এতটা খুশী হতেই দেখি নি, আজ রাসূল (স)-এর এ কথাটি শুনে যতটা খুশী হয়েছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

রূহ সেনাবাহিনীর মত সারিবদ্ধ ছিল

হাদীস : ৪৬৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রূহ বা আত্মসমূহ সেনাবাহিনীর মত সমবেত ছিল, তখন যারা পরস্পর পরিচিত ও অন্তরঙ্গ ছিল তারা পরস্পর পরিচিত ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। আর যেগুলো সেই আদিকালে পরস্পরে অপরিচিত ছিল তারা পরস্পরে মতানৈক্য ও অপরিচিত রয়ে গিয়েছে। -(বোখারী। আর মুসলিম এই হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।)

আল্লাহ যাকে ভালবাসেন সমস্ত ফেরেশতাগণও তাকে ভালবাসেন

হাদীস : ৪৬৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। অতপর জিবরাঈল (আ) তাকে ভালবাসতে থাকেন। তারপর আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরা সকলেও তাকে ভালবাসে। তখন আকাশবাসীও তাকে ভালবাসতে থাকে। অতপর সেই বান্দার জন্য যমীনেও জনপ্রিয়তা দান করা হয়। আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন তখন তিনি জিবরাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা কর। তখন জিবরাঈলও তাকে ঘৃণা করেন, এরপর আকাশেও ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমারাও তাকে ঘৃণা কর। তখন আকাশবাসীরাও তাকে ঘৃণা করতে থাকে। অতপর তার জন্য যমীনেও জনমনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। -(বোখারী)

কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না

হাদীস : ৪৬৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার সুমহান ইজ্জতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালোবাসা স্থাপন করেছে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দেব। আজ এমন দিন, আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই। -(মুসলিম)

ভাল লোকের নমুনা যেমন আতর বিক্রেতা

হাদীস : ৪৬৬৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ভাল লোকের সঙ্গ এবং মন্দ লোকের সাথে দৃষ্টান্ত যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা আর কামারের হাপরে ফুঁ দানকারীর মত। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু খরিদ করবে অথবা তার সুঘ্রাণ তুমি পাবে। আর কামারের হাপরের ফুল্‌কি তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা উহার দুর্গন্ধ তো তুমি পাবেই।

—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর উদ্দেশ্যেই লোকদের ভালবাসতে হয়

হাদীস : ৪৬৭০ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই নিজের মাল-সম্পদ ব্যয় করে। আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত। —(মালিক)

আর তিরমিযী এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার মর্যাদার খাতিরে যারা পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করে, তাদের জন্য পরকালে নূরের এমন সুউচ্চ মিনার হবে যে, তাদের জন্য রাসূল এবং শহীদগণও ঈর্ষা করবেন।

কিয়ামতে যাদের মর্যাদা দেখে শহীদগণ ঈর্ষা করবেন

হাদীস : ৪৬৭১ ॥ হযরত আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের মর্যাদা দেখে নবী, শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে বলুন কে তারা? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা শুধু আল্লাহর রূহ দ্বারা একে অপরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকারে আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরে মাল-সম্পদের লেন-দেনও নেই। আল্লাহর কসম! তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবেন নূরের ওপর। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন না, যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। অতপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন, অর্থ, "জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবেন না।" —(আবু দাউদ আর শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে আবু মালেকের বর্ণনায় মাসাবীহ্ শব্দে কিছু অতিরিক্তসহ বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে শোআবুল ঈমান বইয়েও)

আল্লাহর খুশির জন্য তাকেও ঘৃণা করা ঈমানের একটি শাখা

হাদীস : ৪৬৭২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আবু যার (রা)-কে বললেন, হে আবু যর! ঈমানের কোন শাখাটি অধিক মজবুত? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তখন রাসূল (স) বললেন, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব করা, আল্লাহর খুশীর জন্য কাউকেও মহব্বত করা এবং তাঁর খুশীর জন্যই কাউকেও ঘৃণা করা। —(বায়হাকী)

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া উত্তম কাজ

হাদীস : ৪৬৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন মুসলমান তার কোন রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যায় যায় বা তার সাক্ষাতে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছ। তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং তুমি বেহেশতে বাসস্থান তৈরি করে নিয়েছ।

—(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)।

যাকে মহব্বত করবে তারও উচিত মহব্বত করা

হাদীস : ৪৬৭৪ ॥ হযরত মিকদাদ ইবনে মাদীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন মুসলমান ভাইকে মহব্বত করে, তখন তাকে যেন জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে মহব্বত করে।

—(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

যার সাথে মহব্বত থাকবে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে

হাদীস : ৪৬৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে দিয়ে গমন করল। এ সময় তাঁর কাছে কতিপয় লোক উপস্থিত ছিল। উপস্থিত লোকদের এক ব্যক্তি বলে ওঠল, আমি এ ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করি। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এ কথাটি তুমি কি তাকে জানিয়েছ? সে বলল, না। রাসূল (স)

বললেন, ওঠ, তার কাছে গিয়ে তাকে তা জানিয়ে দাও। তখন সে তার কাছে গেল এবং তাকে তা জানিয়ে দিল। উত্তরে লোকটি বলল, ঐ সত্তার ভালবাসা তুমি ভাল কর, যার জন্য তুমি আমাকে ভালবেসেছ। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর সে পুনরায় ফিরে এল, রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন ঐ ব্যক্তি যা বলেছেন সে তা রাসূল (স)-কে জানাইলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি তার সাথেই হবে যাকে তুমি মহব্বত কর। আর তুমি তোমার নিয়তের প্রতিদান পাবে। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, মানুষ ঐ ব্যক্তির সাথে সাথী হবে যাকে সে মহব্বত করে। সে তারই প্রতিদান পাবে যা সে অর্জন করেছে)।

ঈমানদার ব্যতীত কাকেও সাথী করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৭৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, ঈমানদার ছাড়া কাউকেও সাথী কর না। আর পরহেযগার ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খানা না খায়।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

সব সময় ভাল চরিত্রবান বন্ধু বানাতে হয়

হাদীস : ৪৬৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে। -আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব। আল্লামা নবী (র) বলেছেন, এর সূত্র সহীহ।

কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে হলে পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত

হাদীস : ৪৬৭৮ ॥ হযরত ইয়াযীদ ইবনে নাআমাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, তখন সে যেন তার নাম, তার পিতার নাম এবং তার বংশ গোত্রের পরিচয় জেনে নেয়। কেননা, এটা বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে। -(তিরমিযী) হাদিস — ১০২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর জন্য মহব্বত করা উত্তম কাজ

হাদীস : ৪৬৭৯ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের সামনে এসে বললেন, তোমরা কি জান যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন কাজ সর্বাধিক প্রিয়? জনৈক ব্যক্তি এসে বলে ওঠল, নামায ও যাকাত। আরেকজন বলল, জিহাদ। তখন রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ হল একমাত্র আল্লাহর জন্য মহব্বত রাখা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা। -(আমহমদ ও আবু দাউদ। তবে আবু দাউদ হাদীসের কেবল শেষ অংশটি বর্ণনা করেছেন) হাদিস — ১০৩০

এক বান্দাকে সম্মান করলে আল্লাহকেই সম্মান করা হয়

হাদীস : ৪৬৮০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক বান্দা আরেক বান্দাকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করলে সে যেন তার মহামহীয়ান রবকেই সম্মান করল। -(আহমদ)

যাদের দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয় তারাই ভাল

হাদীস : ৪৬৮১ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না। তোমাদের মধ্যে ভাল লোক কে? তারা সকলেই বললেন, হাঁ, বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যাদেরকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয়। -(ইবনে মাজাহ) hBd - 1031

যত দূরেই থাকুক না কেন দুই বন্ধু কিয়ামতের দিন একত্র হবে

হাদীস : ৪৬৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি দুইজন বান্দা মহান আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসে, অথচ একজন প্রাচ্যে এবং অপরজন পাশ্চাত্যে বাস করে। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদের উভয়কে একত্র করে বলবেন, এই সেই ব্যক্তি যাকে তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করতে। hBd - 1032

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসবে

হাদীস : ৪৬৮৩ ॥ হযরত আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করব না? যার দ্বারা তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারবে। তুমি সর্বদা আহলে যিক্‌রের সাহচর্য অবধারিত করে নাও। আর যখন একাকী হও তখন সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তায়ালার যিক্‌রের সাহচর্য রসনাকে রত রাখ। আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কারও সাথে শত্রুতা রাখবে। হে আবু রাযীন তুমি কি জান? যখন কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর থেকে বের হয় তখন তার পেছনে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকে।

-(তারা সকলে তার জন্য দোয়া করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই ব্যক্তি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য মিলিত হয়েছে। অতএব তুমিও তাকে তোমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কর। সুতরাং তুমি যদি তোমার দেহকে এ.কাজে ব্যবহার করতে পার তবে তাই কর। যঈফ — ১০৩৩

বেহেশতে ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভ রয়েছে

হাদীস : ৪৬৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম, তখন রাসূল (স) বললেন, বেহেশতে অবশ্যই ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভসমূহ রয়েছে, যার ওপরে জমররদের বালাখানা রয়েছে। তার দ্বারসমূহ সর্বদা উন্মুক্ত। যারা উজ্জ্বল তারকারাজির মত চক্চক্ করছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাতে কারা বাস করবে? তিনি বললেন, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের সাথে মহব্বত রাখে, আল্লাহর মহব্বতে একত্রে বসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরে সাক্ষাৎ করে।

যঈফ — ১০৩৪ -(হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

সপ্তদশ অধ্যায়

সম্পর্ক ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা ও দোষান্বেষণের নিষেধাজ্ঞা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিনদিনের বেশি কথা না বলে থাকা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৮৫ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, তিন দিনের অধিক সে অপর কোন মুসলমান ভাইকে ত্যাগ করে। কোথাও পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হলে একজন একদিকে আরেকজন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তাদের দুজনের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে প্রথমে সালাম করবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

ক্রয়-বিক্রয় ধোঁকাবাজি করবে না

হাদীস : ৪৬৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও সম্পর্কে মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, আনুমানিক ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা। কারও কোন দোষের কথা জানতে চেষ্টা করো না। গোয়েন্দাগিরি কর না। ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করবে না। পরস্পর হিংসা রাখিও না। পরস্পর শত্রুতা কর না এবং একে অন্যের পেছনে লাগিও না। বরং পরস্পর এক আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থাক, অপর এক বর্ণনায় আছে, পরস্পর লোভ-লালসা কর না। -(বোখারী ও মুসলিম)

পরস্পর মীমাংসা করার সুযোগ দিতে হয়

হাদীস : ৪৬৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজা খোলা হয় এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে। তবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না। যার মধ্যে ও তার কোন ভাইয়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্যমান আছে। তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হয়, এদেরকে পরস্পর মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও। -(মুসলিম)

সপ্তাহে দুবার মানুষের কার্যাবলী আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়

হাদীস : ৪৬৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক সপ্তাহে দুবার সোমবার ও বৃহস্পতিবার সকল মানুষের কার্যাবলী আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যে আপন কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, যাতে তারা আপোষ হতে পারে সেই পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও। -(মুসলিম)

তিনটি ব্যাপারে মিথ্যা অনুমতি আছে

হাদীস : ৪৬৮৯ ॥ হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবরা ইবনে আবু মুআইত (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে এবং উভয় পক্ষকে ভাল কথা বলে, আর একজনের পক্ষ থেকে অপর জনকে উত্তম কথা শোনায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথাটিও বর্ণিত আছে যে, রাবী উম্মে কুলসুম (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে তিনটি ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি। ১। যুদ্ধক্ষেত্রে, ২। বিবাদমান দুই পক্ষের লোকদের মধ্যে মীমাংসার জন্য; এবং ৩। স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে কথা-বার্তা বলার সময়। হযরত জাবেরের বর্ণিত হাদীস ওয়াসওয়াসা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন বিষয়ে মিথ্যা বলা যাবে

হাদীস : ৪৬৯০ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, তিন অবস্থা ছাড়া মিথ্যা বলা হালাল নয়। ১। নিজের স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বামীর মিথ্যা বলা। ২। যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা বলা এবং ৩। বিবাদমান মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা। -(আহমদ ও তিরমিযী)

দেখা হওয়ার পর তিনবার সালাম দেবে

হাদীস : ৪৬৯১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে উচিত নয় যে, তিন দিনের অধিক অপর কোন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে। অতপর যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হয় তাকে তিনবার সালাম করবে। যদি সে একবারও জওয়াব না দেয়, তবে সে তার গুনাহ নিয়ে ফিরবে। -(আবু দাউদ)

তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স. বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, তিন দিনের ওপরে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে। অতএব যে ব্যক্তি তিন দিনের ওপরে সম্পর্ক ত্যাগ করে মারা যায়, সে দোযখে প্রবেশ করবে। (-আহমদ ও আবু দাউদ)

এক বছর পর্যন্ত কথা-বার্তা বন্ধ থাকা হত্যারই নামান্তর

হাদীস : ৪৬৯৩ ॥ হযরত আবু খেরাশ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে, ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখল, তখন তা তার রক্তপাত করারই নামান্তর।

-(আবু দাউদ)

তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ৪৬৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ঈমানদারের জন্য জায়েয নয় যে, সে কোন ঈমানদারের সাথে তিন দিনের ওপর সম্পর্ক ত্যাগ করে। যদি তিন দিন অতিক্রম হয়ে যায় তখনই যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম করে। সে সালামের জওয়াব দিলে তারা উভয়েই সওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি সে জওয়াব না দেয়, তখন সে গুনাহ সমেত ফিরবে, আর সালাম প্রদানকারী সম্পর্ক ত্যাগজনিত গুনাহ হতে মুক্ত হয়ে যাবে। -(আবু দাউদ) যঈফ-১০৩৫

আপোষ মীমাংসা করা সবচেয়ে বড় মর্যাদা

হাদীস : ৪৬৯৫ ॥ হযরত আবুদারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না যার মর্যাদা রোযা, সদকা এবং নামায হতেও উত্তম? আমরা বললাম, হাঁ বলুন। তিনি বললেন, বিবদমানদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়া পক্ষান্তরে আপষের বিবাদ মস্তক মুণ্ডনকারী।

-(আবু দাউদ ও তিরমিযী। এবং তিনি বলেন, এই হাদীসটি সহীহ)

হত্যা ও শত্রুতা মুসলমানের কাজ নয়

হাদীস : ৪৬৯৬ ॥ হযরত যুবাইর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের আগেকার উম্মতসমূহের ব্যাধি তোমাদের দিকেও সংক্রমিত হয়েছে। অর্থাৎ, হিংসা ও শত্রুতা। এটাই হল মুণ্ডনকারী। আমি এটা বলছি না যে, মাথার মুণ্ডন করে, বরং এটা দ্বীনের মূলোচ্ছেদ করবে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

হিংসা আগুনের মত মানুষ ধ্বংস করে

হাদীস : ৪৬৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হিংসা থেকে তোমরা নিজকে বাঁচাও। কেননা, আগুন যেভাবে কাঠকে খেয়ে ফেলে অনুরূপভাবে হিংসা-বিদ্বেষ নেক আমলসমূহকে খেয়ে ফেলে।

যঈফ-১০২৬ -(আবু দাউদ)

বিভেদ সৃষ্টি করা জঘন্য পাপ

হাদীস : ৪৬৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, আপোষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মত মন্দ কাজ থেকে তোমরা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, এটা মুণ্ডনকারী। -(তিরমিযী)

টীকা ....

হাদীস নং : ৪৬৯১ ॥ দু' কারণে গুনাহগার হবে- (১) সালামের জওয়াব না দেয়া, (২) তিন দিনের বেশী কথাবার্তা না বলা।

কারও ক্ষতি করলে আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন

হাদীস : ৪৬৯৯ ॥ হযরত আবু সিরমাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারও ক্ষতিসাধন করবে, আল্লাহও তাঁর ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কাউকে বিপদে ফেলবে আল্লাহ তায়ালা তাকেও বিপদে ফেলবেন। –(ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

ঈমানদারকে কষ্ট দেওয়া অভিশপ্তের কাজ

হাদীস : ৪৭০০ ॥ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অভিশপ্ত সে যে কোন ঈমানদারকে কষ্ট দেয় অথবা তার সঙ্গে প্রতারণা করে। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) হাদীস-১০৬৭

মুসলমানদের লজ্জা দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৪৭০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) মিম্বরে আরোহণ করে উচ্চঃস্বরে বললেন, হে ঐ সকল লোকজন! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ, অথচ অন্তরের গহীনে ঈমানের প্রভাব পৌছেনি, তোমরা খাঁটি মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না। তাদেরকে লজ্জা দিও না এবং তাদের গোপন দোষ অন্বেষণ কর না। কারণ, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষান্বেষণ করবে, আল্লাহ তায়ালাও তার দোষ অন্বেষণ করবে। আর আল্লাহ তায়ালা যার দোষ খুজবেন তাকে অপমান করবেন, যদিও সে তার গৃহের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে। –(তিরমিযী)

অন্যায়ভাবে মুসলমানদের মান-সম্মান ক্ষুণ্ন করা যুদ্ধের সমতুল্য

হাদীস : ৪৭০২ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন সবচেয়ে জঘন্য সুদ হল অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-সম্মানের ওপর আক্রমণ করা। –(আবু দাউদ ও বায়হাকী)

মানুষের ইজ্জত-আব্রু হানি করা জঘন্য অপরাধ

হাদীস : ৪৭০৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পরওয়ারদেগার যখন আমাকে মে'রাজে নিয়ে গেলেন, তখন আমি এমন কতিপয় লোকদের পাশ দিয়ে গমন করলাম, যাদের নখ ছিল তামার। তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ও বক্ষ আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা মানুষের মাংস খেত এবং তাদের ইজ্জত-আব্রু হানি করত। –(আবু দাউদ)

গীবত অল্প হলেও তা অন্যায়

হাদীস : ৪৭০৪ ॥ হযরত মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সমপরিমাণ দোযখের আগুন খাওয়াবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে আপন করার বিনিময়ে কাপড় পরিধান করবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে সমপরিমাণ দোযখের আগুনে কাপড় পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাউকেও হেয় প্রতিপন্ন করে লোকদের কাছে নিজের বড়াই প্রকাশ করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার লোক শোনানো ও রিয়াকারী প্রকাশের জন্য দাঁড়াবেন। –(আবু দাউদ)

আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা ইবাদতের অংশ

হাদীস : ৪৭০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করাও উত্তম ইবাদতের আওতাভুক্ত। –(আহমদ ও আবু দাউদ) হাদীস-১০৬৮

কোন বিষয়ে হিংসা করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪৭০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক সময় হযরত সাফিয়্যার উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং সেই সময় হযরত যয়নবের কাছে একটি অতিরিক্ত সওয়ারী ছিল। তখন রাসূল (স) যয়নবকে বললেন, সাফিয়্যাকে ঐ উটটি দিয়ে দাও। উত্তরে হযরত যয়নব বললেন, আমি কি ঐ ইহুদিনীকে তা প্রদান করব? এ কথাটি শুনে রাসূল (স) রাগান্বিত হলেন এবং যিলহজ্জ, মহররম ও সফর মাসের কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে রইলেন। –(আবু দাউদ) হাদীস-১০৬৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোষ নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া উত্তম

হাদীস : ৪৭০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) দেখলেন, এক ব্যক্তি চুরি করছে। তখন হযরত ঈসা তাকে বললেন, তুমি চুরি করেছ? সে বলল কখনও না। সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নেই। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলাম। –(মুসলিম)

দরিদ্রতা কুফরীতে লিপ্ত করতে পারে

হাদীস : ৪৭০৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দরিদ্রতার মাধ্যমে কুফরী পর্যন্ত পৌছানোর উপক্রম রয়েছে এবং ঈর্ষা তকদীরের ওপর বিজয়ী হওয়ার উপক্রমে পৌছিয়ে দেয়।

ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমা করা উচিত

হাদীস : ৪৭০৯ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চায়, কিন্তু সে তাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করে না অথবা তার ক্ষমা গ্রহণ করে না, তখন সেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে উশর আদায়কারীর সমপরিমাণ গুনাহগার হবে। -(হাদীসটি দুটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। তিনি বলেন, মাক্কাস বলে উশর আদায়কারী তহসীলদারকে)

অষ্টাদশ অধ্যায়

সব কাজে সাবধানতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুমিনকে একই গর্তে দুবার দংশন করা যায় না

হাদীস : ৪৭১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনকে একটি গর্ত হতে দুবার দংশন করা যায় না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য উত্তম গুণ

হাদীস : ৪৭১১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) আবদুল কায়েম গোত্রপতি আশজ্জাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার মধ্যে এমন দুটি উত্তম গুণ বিদ্যমান আছে যাকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ

হাদীস : ৪৭১২ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ আসসায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ হতে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে। -(তিরমিযী আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে জ্ঞান হওয়া যায় না

হাদীস : ৪৭১৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হোঁচট খাওয়া ছাড়া কেউ সহনশীল হয় না এবং অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া কেউ জ্ঞানী হতে পারে না। -(আহমদ তিরমিযী তিনি বলেন, এই হাদীসটি গরীব)

যে কোন কাজ চিন্তা-ভাবনা করে করা উচিত

হাদীস : ৪৭১৪ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, চিন্তা-ভাবনা করে সকল কাজ কর। যদি তার পরিমাণ উত্তম বলে বিবেচনা হয়, তবে তা সম্পাদন কর, আর যদি মন্দের আশংকা থাকে তখন তা থেকে রত থাক। -(শরহে সুন্নাহ)

কাজ ধীরে-সুস্থে করার মধ্যে কল্যাণ নিহিত

হাদীস : ৪৭১৫ ॥ হযরত মুসআব ইবনে সাদ তার পিতা থেকে, বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, আমার ধারণা তিনি রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক কাজই ধীরে সুস্থে করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তবে আখেরাতের আমল এর ব্যতিক্রম। -(আবু দাউদ)

মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ

হাদীস : ৪৭১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম চাল-চলন, ধীরস্থির এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। -(তিরমিযী)

সচ্চরিত্রতা ও উত্তম চালচলন নবুয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ

হাদীস : ৪৭১৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সচ্চরিত্রতা ও উত্তম চাল-চলন এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ। -(আবু দাউদ)

আমানতদারীর প্রকৃত লক্ষণ

হাদীস : ৪৭১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন কথা বলে। এদিক-ওদিক চায়, তখন তা আমানত। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার

হাদীস : ৪৭১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়্যোহানকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন খাদেম আছে কি? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল (স) বললেন, যখন আমাদের কাছে কয়েদী আসবে তখন তুমি আমাদের কাছে এস। অতপর রাসূল (স)-এর কাছে দুজন কয়েদী আনা হল এবং এ সময় আবুল হাইসামও এসে উপস্থিত হলেন। তখরা রাসূল (স) আবুল হাইসামকে বললেন, এদের মধ্যে থেকে যে কোন একটিকে পছন্দ করে নিয়ে নাও। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমার জন্য পছন্দ করে দিন। তখন রাসূল (স) বললেন, যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে হল আমানতদার। অতপর বললেন, এটিই নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি। তবে আমি এর সম্পর্কে এ উপদেশ দিচ্ছি যে, তার সাথে সদাচরণ করবে। −(তিরমিযী)

ব্যভিচার গোপন আলাপের আমানত নয়

হাদীস : ৪৭২০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বৈঠকসমূহের আলোচনা আমানস্বরূপ। তবে এ তিন ব্যাপারে বৈঠক আমানত নয়-১। অন্যায়ভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র বৈঠকের গোপন আলোচনা। ২। গোপনে ব্যভিচারের আলোচনা। ৩। অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র বৈঠকের গোপন আলোচনা। −(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যঈফ—১০৪৪

জবানের চেয়ে সুন্দর বস্তু আর নেই

হাদীস : ৪৭২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন জ্ঞান সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে বললেন, দাঁড়াও, তখন তা দাঁড়াইল। অতপর তাকে বললেন, পেছনে ফির, পেছনে ফিরল। তারপর তাকে বললেন, সম্মুখের দিকে ফের, উহা সম্মুখের দিক ফিরল। অতপর বললেন, বস, তা বসল। অতপর বললেন, আমি তোমার অপেক্ষা উত্তম, শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর আর কোন বস্তু সৃষ্টি করিনি। আমি তোমার দ্বারা বন্দেগী আদায় করি, তোমার দ্বারাই দান করি। তোমার দ্বারাই আমি পরিচিত হই। তোমার দ্বারাই আমি অসন্তুষ্টি দেখাই। তোমার দ্বারাই সওয়াব দান করি এবং তোমার কারণেই সাজা প্রদান করি। কোন কোন আলেম এ হাদীসটির ওপর সমালোচনা করেছেন।

Rvj—১০৪৫

কিয়ামতে জ্ঞান পরিমাণ প্রতিফল পাবে

হাদীস : ৪৭২২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বললেন, কোন ব্যক্তি নামাযী, রোযাদার, যাকাতদাতা এবং হজ্জ ও উমরা পালনকারীদের মধ্যে হয়, এমনকি রাসূল (স) অন্যান্য কল্যাণের কাজগুলো উল্লেখ করে বললেন, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে তার জ্ঞান পরিমাণই প্রতিফল দেয়া হবে। যঈফ—১০৪৬

পরিমাণ সম্পর্কে চিন্তা করা সবচেয়ে ভাল জ্ঞান

হাদীস : ৪৭২৩ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন, হে আবু যার! পরিণাম বিষয়ে চিন্তা করার সমান কোন জ্ঞান নেই, নিবৃত্ত থাকার মত কোন পরহেযগারী নেই এবং উত্তম চরিত্রের মত কোন আভিজাত্য নেই। যঈফ—১০৪৭

মানুষের সাথে ভালবাস রাখা জ্ঞানের অর্ধেক

হাদীস : ৪৭২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম জীবিকার অর্ধেক। মানুষের প্রতি ভালবাসা রাখা জ্ঞানের অর্ধেক এবং উত্তমভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক। −(হাদীস চারটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) যঈফ—১০৪৮

উনবিংশ অধ্যায়

কোমলতা, লাজুক ও সচ্চরিত্রতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ কোমলতা পছন্দ করেন

হাদীস : ৪৭২৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকেই ভালবাসেন। আর তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর কারণে যা দান করেন না তা কোমলতার জন্য দান করেন। −(মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে একদা রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, কোমলতা নিজের জন্যই বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। বস্তুত যে জিনিসের নম্রতা ও কোমলতা থাকে সেটাই শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়। আর যে জিনিস থেকে তা প্রত্যাহার করা হয় তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

কোমলতা ও নম্রতা বঞ্চিত মানুষ সর্ব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত

হাদীস : ৪৭২৬ ॥ হযরত জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে কোমলতা বা নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাকে যাবতীয় কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হল। –(মুসলিম)

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ

হাদীস : ৪৭২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) এক আনসারী ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে তার ভাইকে লজ্জা করার বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিল, তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ। –(বোখারী ও মুসলিম)

লাজুকতা পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়

হাদীস : ৪৭২৮ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লাজুকতা পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আনয়ন করে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, লজ্জার সর্বাংশই উত্তম। –(বোখারী ও মুসলিম)

লজ্জাহীন লোক যা ইচ্ছে করে তাই করতে পারে

হাদীস : ৪৭২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আগেকার রাসূলদের বাণী হতে পরের লোকেরা যা পেয়েছে তা হল যখন তুমি বেশরম হয়ে যাবে তখন তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। –(বোখারী)

পুণ্য হল উত্তম স্বভাব

হাদীস : ৪৭৩০ ॥ হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, পুণ্য হল উত্তম স্বভাব আর পাপ হল যে কাজ তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং তুমি ঐ কাজটি জনসমাজে প্রকাশ হওয়াটা পছন্দ কর না। –(মুসলিম)

যার চরিত্র ভাল সে উত্তম

হাদীস : ৪৭৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স. বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তিই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যার চরিত্র ভাল। –(বোখারী)

যে ভাল লোক তার চরিত্রও ভাল

হাদীস : ৪৭৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার নম্রতা আছে সে বিরাট অংশ পেয়েছে

হাদীস : ৪৭৩৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে নম্রতা কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ দেয়া হয়েছে। আর যাকে সেই কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে ইহ ও পরকালের বিরাট কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। –(শরহে সুন্নাহ)

ঈমানদারের স্থান বেহেশতে

হাদীস : ৪৭৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমানের স্থান জান্নাত। অন্যদিকে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ। আর দুশ্চরিত্রতার স্থান জাহান্নাম। –(আহমদ ও তিরমিযী)

উত্তম চরিত্র সর্বোত্তম বস্তু

হাদীস : ৪৭৩৫ ॥ মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, একদা সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম কোন জিনিসটি-যা মানব জাতিকে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র। বায়হাকী। আর শরহের সুন্নাহতে এ হাদীসটি উসামা ইবনে শারীক থেকে বর্ণিত।

টীকা ....

হাদীস নং : ৪৭২৭ ॥ লোকটি ছিল অত্যাধিক লাজুক। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বস্থানে লাজুকতা প্রদর্শন করত বিধায় তার ভাই তাকে এত লজ্জা না করার জন্যে নসীহত করছিলেন। রাসূল (স) তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, না তাকে লজ্জা করতে নিষেধ কর না। কেননা, লজ্জা ঈমানের অংশ।

কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের লোক বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ৪৭৩৬ ॥ হযরত হারেসা ইবনে ওহাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন কঠোর ও রুক্ষ স্বভাব ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, جواظ অর্থ কঠিন ও মন্দ স্বভাব ব্যক্তি। -(আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থে ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। আর জামেউল উসূল গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে হারেসা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং শরহে সুন্নাহতেও অনুরূপভাবে হারেসা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর সেখানে উল্লেখ রয়েছে جواظ (কঠিন) ও الجعظری (রুক্ষ-স্বভাব ব্যক্তি) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর الجعظری বলা হয় কঠিন ও মন্দ-স্বভাব ব্যক্তিকে আর মাসাবীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি ইকরামা ইবনে ওহাব থেকে বর্ণিত। সেখানে উল্লেখ রয়েছে جواظ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, আর তা থেকে কাউকেও দান করে না। আর الجعظری অর্থ কঠিন ও মন্দ স্বভাব ব্যক্তি।

উত্তম চরিত্র সবচেয়ে ভারী বস্তুর সমান

হাদীস : ৪৭৩৭ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন। -(তিরমিযী তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এবং আবু দাউদ শুধু প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন)

নফল ইবাদতের সওয়াব হয় উত্তম চরিত্রে

হাদীস : ৪৭৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ঈমানদারগণ তাদের উত্তম চরিত্রের দ্বারা রাতে জাগরণকারী ও দিনের বেলায় রোযা পালনকারীর মর্যাদালাভ করবে। -(আবু দাউদ)

ভাল কাজ মন্দ কাজকে মুছে দেয়

হাদীস : ৪৭৩৯ ॥ হযরত আবুযর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি যখন যেভাবে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে। মন্দ কাজ হয়ে গেলে তার পর পরই ভাল কাজ করবে। ভাল কাজ মন্দ কাজকে মুছে ফেলবে। আর সদাচরণের সাথে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে। -(আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী)

যার মেজাজ নরম তাকে দোযখ স্পর্শ করবে না

হাদীস : ৪৭৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের সংবাদ দেব না? যার ওপর দোযখের আগুন হারাম হয়ে যায়, আর আগুনও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার মেজাজ নরম, স্বভাব কোমল, মানুষের নিকটতম এবং আচরণ সরল-সহজ।

-(আহমদ ও তিরমিযী)

সরল ভদ্রলোক ঈমানদার হয়ে যাবে

হাদীস : ৪৭৪১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদার হয় সরল ও ভদ্র, অন্যদিকে পাপী হয় ধূর্ত ও হীন চরিত্রের। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

ঈমানদার সহজ সরল হয়ে থাকে

হাদীস : ৪৭৪২ ॥ হযরত মাকহুম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদারগণ নাকে রশি লাগানো উটের মত সরল-সহজ ও কোমল স্বভাবের হয়। যখন তাকে টানা হয় তখন সে চলে। আর যদি তাকে পাথরের ওপর বসাতে চাওয়া হয় তাহলে সে তার ওপরেই বসে পড়ে। -(তিরমিযী মুরসাল হিসেবে)

যে ব্যক্তি মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে সে উত্তম

হাদীস : ৪৭৪৩ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে মুসলমান মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালা-যন্ত্রণায় ধৈর্যধারণ করে সে ঐ ব্যক্তির অপেক্ষা অনেক উত্তম যে তাদের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের যন্ত্রণাও সহ্য করে না। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

যে লোক ক্রোধকে সংযত করে সে বেহেশত পাবে

হাদীস : ৪৭৪৪ ॥ হযরত সাহল ইবনে মুয়ায (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধকে সংযত করে, অথচ সে তা চরিতার্থ করতে পূর্ণ সক্ষম। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং যে হুর সে পছন্দ করে তাকে তার অনুমতি প্রদান করবেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জা

হাদীস : ৪৭৪৫ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে তাল্হা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক দ্বীন বা ধর্মের একটি বিশেষ স্বভাব আছে। আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জা। –ইমাম মালিক মুরসাল হিসেবে। আর ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী যথাক্রমে হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে।

লজ্জা ছাড়া ঈমান থাকতে পারে না

হাদীস : ৪৭৪৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং এর একটি থেকে বঞ্চিত রাখা হলে অপরটি হতেও বঞ্চিত রাখা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায় আছে, যখন উভয়ের কোন একটিকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন অপরটিও তার পেছনে অনুগমন করে। –(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে হয়

হাদীস : ৪৭৪৭ ॥ হযরত মুয়ায (রা) বলেন, যখন আমি সওয়ারীর বেকাবে পা রাখলাম তখন রাসূল (স) আমাকে উপদেশ দিলেন। বললেন, হে মুয়ায! মানুষের জন্য তোমার আচরণ উত্তম রাখ। –(মালিক) যঈফ-১০৪০১

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য উত্তম চরিত্র গঠন করা

হাদীস : ৪৭৪৮ ॥ হযরত মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তার কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, তখন রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম চরিত্রের পূর্ণতার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। –(মুয়াত্তা আর ইমাম আহমদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।)

আয়না দেখে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৪৭৪৯ ॥ হযরত জাফর ইবনে মুহম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন আয়নার দিকে তাকাতেন তখন বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহ' সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার গঠন ও চরিত্রকে উত্তম বানিয়েছেন এবং অন্যান্যের মধ্যে গঠনে যে সকল দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা থেকে মুক্ত রেখে আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। –(বায়হাকী মুরসাল হিসেবে) যঈফ-১০৫০

স্বভাব চরিত্র উত্তম করার জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৪৭৫০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তম [illegible] সৃষ্টি করেছ, অতএব আমার স্বভাব চরিত্রকেই উত্তম কর। –(আহমদ)

যিনি স্বভাব চরিত্রে ভাল তিনিই উত্তম

হাদীস : ৪৭৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? তাঁরা বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম– যিনি বয়সে বড় এবং স্বভাব-চরিত্রে ভাল। –(আহমদ)

চরিত্রবান ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার

হাদীস : ৪৭৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার চরিত্র উত্তম সেই পরিপূর্ণ ঈমানদার। –(আবু দাউদ ও দারেমী)

আত্মীয়দের সাহায্য করলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৭৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে গালি দিল। এ সময় রাসূল (স) বসেছিলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে মৃদু হাসছিলেন। লোকটি যখন আরও বেশি গালি দিতে লাগল তখন হযরত আবু বকর (রা) তার কোন কোন কথার প্রতিবাদ করলেন। এতে রাসূল (স) রাগান্বিত হয়ে ওঠে চলে গেলেন। তখন আবু বকর (রা) তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন এবং বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে গালি দিচ্ছিল তখন তো আপনি বসেছিলেন। আর যখন আমি তার কোন কোন কথার প্রত্যুত্তর করলাম তখন আপনি রাগ করে উঠে এলেন? তিনি বললেন, তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিলেন, যিনি ঐ লোকটির জওয়াব দিচ্ছিলেন। আর যখন তুমি নিজেই তার উত্তর দিতে লাগলে তখন তোমাদের মাঝে শয়তান ঢুকে গেল। অতপর তিনি বললেন, হে আবু বকর! এমন তিনটি ব্যাপার আছে যে, তার প্রত্যেকটি অকাট্য সত্য-১। যে বান্দার ওপর কোন প্রকার যুলুম করা হয়, আর সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার কোনই প্রতিবাদ করে না, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং তার সাহায্য করেন।

২। যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে দানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার ধন-সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে দেন। ৩। যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং এর দ্বারা ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা রাখে, তখন আল্লাহ তায়ালা এর কারণে তা আরও কমিয়ে দেন। -(আহমদ)

কোমলতা দান করা আল্লাহর উপকার পাওয়া

হাদীস : ৪৭৫৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যেই ঘরের বাসিন্দাদের জন্য উপকার করতে চান তাদের মধ্যে কোমলতা দান করেন। আর যেই ঘরের বাসিন্দাদের প্রতি ক্ষতির ইচ্ছা করেন তাদেরকে তা হতে বঞ্চিত রাখেন। -(বায়হাকী)

বিংশ অধ্যায়

ক্রোধ ও অহংকার প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাগ না করার জন্য রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন

হাদীস : ৪৭৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, রাগ করিও না। সে কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞেস করল, আর রাসূল (স) প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন, তুমি রাগ করিও না। -(বোখারী)

ক্রোধকে দমন করাই প্রকৃত বীরের কাজ

হাদীস : ৪৭৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা পরাভূত করে ফেলে। বস্তুত সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুর্বল ব্যক্তি বেহেশতবাসী

হাদীস : ৪৭৫৭ ॥ হযরত হারেসা ইবনে ওসহাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বেহেশতবাসী সম্বন্ধে অবহিত করব না? তারা এ দুর্বল লোক, যাদেরকে লোকেও দুর্বল মনে করে। কিন্তু খোদার কাছে তাদের এত সম্মান যে, তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে, তাকে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সত্যে পরিণত করেন। আমি কি তোমাদেরকে দোযখীদের বিষয়ে অবহিত করব না? তারা হল অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদকারী, বদ-মেজাজী, অহংকারী। -(বোখারী ও মুসলিম)

সর্ষে পরিমাণ ঈমান থাকলে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৭৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে রাই পরিমাণ ঈমান থাকবে। অন্যদিকে এমন কোন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে রাই পরিমাণ অহংকার থাকবে। -(মুসলিম)

বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকলে দোযখে যাবে

হাদীস : ৪৭৫৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রত্যেক ব্যক্তিই তো এটা পছন্দ করে যে, তার কাপড়--পোশাক ভাল হউক এবং জুতা-জোড়াটি সুন্দর হউক, এও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা নিজেও সুন্দর, পছন্দও করেন সৌন্দর্যকে। তবে অহংকার হল, দম্ভের সাথে হককে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা। -(মুসলিম)

বৃদ্ধ ব্যভিচারী দোযখে যাবে

হাদীস : ৪৭৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। অপর এক বর্ণনায় আছে এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিও দেবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহংকারী ভিক্ষুক। -(মুসলিম)

শ্রেষ্ঠত্বের মালিক একমাত্র রাসূল (স)

হাদীস : ৪৭৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন. রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইযার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে দোযখে ঢুকাব। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মগর্ব করতে করতে মানুষ অহংকারী হয়ে যায়

হাদীস : ৪৭৬২ ॥ হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ এমনভাবে আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, অবশেষে তার নাম উদ্ধত অহংকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, ফলে তার ওপর সেই আযাবই নেমে আসে যা তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। -(তিরমিযী)

অহংকারীদের বাওলাস নামক দোযখে দেয়া হবে

হাদীস : ৪৭৬৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিপীলিকার ন্যায় জড় করার হবে। অবশ্য আকৃতি-অবয়ব হবে মানুষের। অপমান তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে নিবে। বাওলাস নামক জাহান্নামের কারাগারের দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। আগুনের অগ্নিশিখা তাদের ওপর ছড়িয়ে যাবে। আর তাদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামীদের দেহ নিংড়ানো ত্বীনাতুল খাবাল নামক কদর্য পুঁজ-রক্ত।

ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে

হাদীস : ৪৭৬৪ ॥ হযরত আতিয়্যাহ ইবনে উরওয়াহ সাদী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে, আর শয়তান আগুনের তৈরি। বস্তুত আগুন পানি দ্বারা নেভান হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হয় তখন সে যেন ওযূ করে নেয়। -(আবু দাউদ)

রাগান্বিত ব্যক্তি দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে

হাদীস : ৪৭৬৫ ॥ হযরত আবুযর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও রাগ আসে তখন যদি দাঁড়ানো থাকে তবে যেন বসে যায়। যদি এতে রাগ চলে যায় ভাল। অন্যথায় যেন শুয়ে পড়ে। -(আহমদ, তিরমিযী)

যে নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করে সে মন্দ লোক

হাদীস : ৪৭৬৬ ॥ হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, সেই বান্দাই সবচেয়ে মন্দ, যে নিজেকে অন্যের চাইতে ভাল মনে ও আত্ম-গরিমা করে এবং সুমহান উচ্চ মর্যাদাশীল সত্তাকে ভুলে যায়। সেই বান্দা সবচেয়ে ভাল মনে ও আত্মা-গরিমা করে এবং সুমহান উচ্চ মর্যাদাশীল সত্তাকে ভুলে যায়। সেই বান্দা সবচেয়ে মন্দ যে অন্যের প্রতি অত্যাচার করে এবং সীমালঙ্ঘন করে, আর সর্বোচ্চ শক্তিধরকে ভুলে যায়। সেই বান্দাই সর্বাপেক্ষা মন্দ যে গাফেল হয়ে পার্থিব কাজে মত্ত হয়ে থাকে, আর কবর এবং তাতে বিলীন হওয়ার কথা ভুলে যায়। সেই বান্দাই সবচেয়ে মন্দ, যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং সীমালঙ্ঘন করে আর নিজের শুরু ও শেষকে ভুলে থাকে। সেই বান্দাই মন্দ, যে দ্বীন দ্বারা দুনিয়া অর্জন করে। সেই বান্দাই মন্দ যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দ্বীনের ব্যাপারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সেই বান্দাই মন্দ, যাকে লোভ-লালসা পরিচালিত করে। সেই বান্দাই মন্দ যার প্রবৃত্তি তাকে পথভ্রষ্ট করে। আর সেই বান্দাই মন্দ, যাকে পার্থিব মোহ লাঞ্ছনায় ফেলে। -(তিরমিযী, বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। তারা উভয়ে বলেছেন, হাদীসটির সনদ সুদৃঢ় নয়। আর তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগ দমন করা ভাল

হাদীস : ৪৭৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা মহান আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে গোস্সার ঢোক অপেক্ষা উত্তম ঢোক গলাধঃকরণ করে না। যা সে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য সংবরণ করে। -(আহমদ)

ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ করা উচিত

হাদীস : ৪৭৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর বাণী ادفع بالتى هى احسن অর্থাৎ, মন্দকে ভাল দ্বারা দমন কর-এর মর্ম ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং মন্দ ব্যবহার ক্ষমা করা। যখন মানষ এ নীতি অবলম্বন করবে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং শত্রুদেরকে এমনভাবে অনুগত করে দেবেন যেন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। -(বোখারী ও তালীক হিসেবে)

টীকা ....

হাদীস নং : ৪৭৮৬৪ ॥ পানি ব্যবহারের দ্বারা ক্রোধ প্রশমিত হয়। এই ক্রোধের সময় অযু করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

ক্রোধ ঈমানকে ধ্বংস করে

হাদীস : ৪৭৬৯ ॥ বাহয ইবন হাকীম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে বিনষ্ট করে, যেমনিভাবে, ছাবির সিরকা বিনষ্ট করে দেয়। যঈফ - ১০৫৬

আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৭৭০ ॥ হযরত ওমর (রা) একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। সে নিজের কাছে ছোট এবং মানুষের চোখে সম্মানী। অন্যদিকে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের চোখে তুচ্ছ পরিগণিত হয় এবং নিজের কাছে সে বড়। পরিশেষে সে মানুষের কাছে কুকুর কিংবা শূকর অপেক্ষা ঘৃণিত ও তুচ্ছ পরিণত হয়। যঈফ - ১০৫৭

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ

হাদীস : ৪৭৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ) আল্লাহর কাছে আরয করলেন, হে রব! আপনার বান্দাদের মধ্যে আপনার কাছে প্রিয়তম কে? তিনি বললেন, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে দেয়। যঈফ - ১০৫৮

রসনা নিয়ন্ত্রণকারীর দোষ-ত্রুটি গোপন থাকে

হাদীস : ৪৭৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের গোস্‌সা দমন করে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার ওপর থেকে আযাব সরিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহর পাক তার ওযর কবুল করেন। যঈফ - ১০৫৯

প্রবৃত্তি অনুসরণ ধ্বংসের লক্ষণ

হাদীস : ৪৭৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তিনিটি জিনিস মুক্তিদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসসাধনকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হল–প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। খুশী ও অখুশী উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং ধনাঢ্যতা দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসসাধনকারী জিনিসগুলো হল–প্রবৃত্তি অনুসারী হওয়া, লোভ-লালসার দাস হওয়া এবং কোন ব্যক্তি নিজ অহমিকায় লিপ্ত হওয়া এবং এটা হল সর্বাপেক্ষা জঘন্য। –(হাদীসটি পাঁচটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন)

একবিংশ অধ্যায়

যুলুম অত্যাচার প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপ ধারণ করবে

হাদীস : ৪৭৭৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যুলুম কিয়ামতের দিন বহু অন্ধকারের কারণ হবে। –(বোখারী ও দাউদ)

অত্যাচারী অবকাশ পেয়ে থাকে

হাদীস : ৪৭৭৫ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে তাকে যখন পাকড়াও করেন, তখন আর তাকে ছাড়েন না। অতপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, "তোমার প্রভুর ধরা এরূপ যে, যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও শেষ পর্যন্ত।"–(বোখারী ও মুসলিম)

জালিম বস্তিতে প্রবেশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৭৭৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ (স) 'হিজর' নামক জায়গার ওপর দিয়ে গমন করেন, তখন বললেন, তোমরা ঐ সকল জালিমদের বস্তিসমূহে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া প্রবেশ করিও না। যারা নিজেদের ওপর নিজেরা অত্যাচার করেছে। এমন যেন না হয়, তোমাদের ওপর ঐ বিপদ পৌঁছে যায় যা তাদের ওপর নিজেরা অত্যাচার করেছে। এমন যেন না হয়, তোমাদের ওপর ঐ বিপদ পৌঁছে যায় যা তাদের ওপর পৌঁছেছিল। অতপর রাসূল (স) চাদর দ্বারা নিজের মস্তক ঢেকে ফেললেন এবং উক্ত উপত্যকাটি অতিক্রম না করা পর্যন্ত চলার গতি দ্রুত করলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি জুলুম করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৭৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি জুলুম করেছে তার সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে, তবে সে যেন আজই তার কাছ হতে তা মাফ করে নেয়। ঐদিনের পূর্বে, যেদিন তার কাছে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। যদি তার কাছে নেক আমল থাকে, তবে তার জুলুম দপরিমাণ নেকী নেয়া হবে, আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলুম ব্যক্তির গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। -(বোখারী)

পাপের কাজ ও পুণ্যের কাজ এক সাথে করা যায় না

হাদীস : ৪৭৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি জান দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই তো দরিদ্র যার টাকা-কড়ি ও ধন সম্পদ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র হবে, যে দুনিয়া হতে নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করে আসবে এবং সাথে সাথে ঐ সকল লোকেরাও আসবে, সে কাউকেও গালি দিয়েছে, কারও ওপর অপবাদ রটিয়েছে, কারও মাল-সম্পদ গ্রাস করেছে, কাউকেও হত্যা করেছে এবং কাউকেও প্রহার করেছে। সুতরাং এ হকদারকে তার নেকী প্রদান করা হবে, আবার ঐ হকদারকে তার নেকী থেকে প্রদান করা হবে। এভাবে হকদারের হক পরিশোধ করার আগে যদি তার নেকী নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তাদের গুনাহসমূহ ঐ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। -(মুসলিম)

কিয়ামতে হকদারদের প্রাপ্ত বেশি করা হবে

হাদীস : ৪৭৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন হকদারকে তার প্রাপ্য হক পরিশোধ করা হবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট বকরী হতে শিংবিহীন বরকীর প্রতিশোধ নেয়া হবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লোকেরা খারাপ আচরণ করলে তাদের সাথে খারাপ আচরণ কর না

হাদীস : ৪৭৮০ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা স্বার্থপরায়ণ হইও না। অর্থাৎ তোমরা বলবে, যদি লোকের ভাল ব্যবহার করে তবে আমরাও ভাল ব্যবহার করব, আর যদি তারা যুলুম করে তবে আমরাও যুলুম করব। বরং তোমরা নিজেদেরকে তার উপর অভ্যস্ত কর যে, যদি লোকেরা ভাল ব্যবহার করে তবে তোমরাও ভার ব্যবহার করবে, আর যদি তারা মন্দ আচরণ করে, তবে তোমরা যুলুম করবে না। -(তিরমিযী)

সহীহ-২০৬০ : ### আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব কাজ করা উচিত

হাদীস : ৪৭৮১ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, একবার তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে একখানা পত্র লিখে আরয করলেন, আপনি আমাকে উপদেশ সম্বলিত একখানা পত্র লিখুন, বেশি লম্বা করবেন না। তিনি লিখলেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পর সমাচার, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, মানুষের দায়িত্ব নির্বাহে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মানুষের সন্তুষ্টি তালাস করে, আল্লাহ তাকে মানুষের উপর সোপর্দ করে দিবেন। ওয়াসসালামু আলাইক। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না

হাদীস : ৪৭৮২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল, ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছে এবং কোন যুলুমের সাথে তাদের ঈমানকে মিশ্রিত করেনি, শেষ পর্যন্ত। তখন রাসূল (স) সাহাবীদের কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হল এবং তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের উপরে জুলুম করেনি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, ইহার অর্থ তা নয়, এখানে যুলুম দ্বারা শিরক বুঝান হয়েছে। তোমরা কি হযরত লোকমান (আ)-এর উপদেশ বাণীটি শোননি, যা তিনি নিজের পুত্রকে দিয়েছিলেন? হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক কর না। কেননা শিরক হল বিরাট জুলুম। অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রকৃতপক্ষে এটা তা নয় যা তোমরা ধারণা করেছ, বরং তা হল অনুরূপ যা হযরত লোকমান (আ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

পার্থিব কল্যাণের জন্য পরকাল ধ্বংস করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৭৮৩ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সেই বান্দা মর্যাদায় নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবে, সে অন্যের পার্থিব কল্যাণে নিজের আখেরাত ধ্বংস করেছে। -(ইবনে মাজাহ)

সহীহ-২০৬৯

আল্লাহর সাথে শিরক করলে ক্ষমা পাবে না

হাদীস : ৪৭৮৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমলনামার দফতর তিন প্রকার-১। এমন দফতর যা আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না। তা হল আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করা। এ সম্পর্কে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না।" ২। এমন দফতর, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেবেন না। তা হল বান্দার মধ্যেকার পারস্পরিক জুলুম-অত্যাচার, যতক্ষণ না একজনের কাছে থেকে অপরজন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। ৩। এমন আমলনামা, যার প্রতি আল্লাহ গুরুত্ব দেবেন না। তা হল, আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যেকার জুলুম বিষয়ক। তা হল আল্লাহ তায়ালা মর্জির ওপর ন্যস্ত। যদি তিনি ইচ্ছে করেন তাকে সাজা দেবেন আর যদি ইচ্ছে করেন তাকে ক্ষমা করে দেবেন। যঈফ-১০৩২

মজলুমের বদ দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ৪৭৮৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি মাযলুমের বদ দোয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, সে আল্লাহর দরবারে নিজের হক প্রার্থনা করে অথচ আল্লাহ তায়ালা কোন হকদারকে তার হক থেকে বঞ্চিত করেন না। যঈফ — ১০৩৩

জালিমের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তার সাথে থাকা উচিত নয়

হাদীস : ৪৭৮৬ ॥ হযরত আওস ইবনে শোরাহবীল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কোন জালিমের শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তার সাথে চলে, অথচ সে জানে যে, ঐ ব্যক্তি জালিম, তখন সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। যঈফ — ১০৩৪

জালিম ব্যক্তি নিজেরই ক্ষতি করে

হাদীস : ৪৭৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, জালিম একমাত্র নিজের ক্ষতিই করে থাকে। একথা শুনে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হাঁ আল্লাহর কসম! জালিমের অত্যাচারের অভিশাপে এমনকি সারস পাখিও নিজের বাসায় কাতর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। -(হাদীস চারটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সৎ কাজের আদেশ প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

খারাপ কাজ হতে দেখলে প্রতিবাদ করতে হয়

হাদীস : ৪৭৮৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে থেকে যে কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে যে যেন তাকে অবশ্যই নিজের হাতে পরিবর্তন করে দেয়। যদি এ ক্ষমতা না থাকে, তখন নিজের মুখ দ্বারা আর যদি এ ক্ষমতাও না থাকে তবে নিজের অন্তরে তাকে খারাপ জানবে। আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতর স্তর। -(মুসলিম)

আল্লার নির্ধারিত বিধান লঙ্ঘনকারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

হাদীস : ৪৭৮৯ ॥ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত বিধান অবহেলাকারী ও তাতে পতিত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন সম্প্রদায়ের ন্যায়, যারা একটা জাহাজে লটারির মাধ্যমে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করল। তদনুযায়ী কারও স্থান তার নীচের তলায় এবং কার উপরের তলায় পড়ল। আর নীচের লোকেরা পানির জন্য ওপরের লোকেদের কাছে গমনাগমন করলে তাদের অসুবিধা ঘটে। তাই নীচের এক ব্যক্তি একখানা কুঠার নিল এবং তা দ্বারা জাহাজের তলা ছিদ্র করতে লাগল। এ সময় উপরে লোকেরা এসে তাকে প্রশ্ন করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার দরুন তোমরা কষ্ট পাচ্ছ। অথচ আমারও পানির একান্ত প্রয়োজন। তাই জাহাজ ছিদ্র করে সাগর হতে পানি লওয়ার ইচ্ছা করেছি। এ অবস্থায় যদি তারা ঐ ব্যক্তির হস্তদ্বয় ধরে ফেলে তবে তাকেও রক্ষা করবে এবং নিজেরাও রক্ষা পাবে। আর যদি তাকে তার কাজে ছেড়ে দেয়, তবে তাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। -(বোখারী)

ভাল কাজের আদেশ করে আমল করতে হয়

হাদীস : ৪৭৯০ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে এনে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি আগুনে বের হয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন আটা পেষার

সময় চাক্কির চারদিকে ঘুরতে থাকে অনুরূপভাবে সেও তার চারপাশে ঘুরতে থাকবে। এ সময় দোযখবাসীরা তার কাছে জমায়েত হয়ে জিজ্ঞেস করবে হে অমুক! তোমার ব্যাপার কি? তুমি না আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতে এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতাম বটে, কিন্তু নিজে তাতে লিপ্ত হতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাল কাজের আদেশ করবে খারাপ কাজে নিষেধ করবে

হাদীস : ৪৭৯১ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্য ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে। শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ হতে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতপর তোমরা তার কাছে দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। -(তিরমিযী)

পাপের কাজ দেখলে ঘৃণা করতে হয়

হাদীস : ৪৭৯২ ॥ হযরত উরস ইবনে উমাইরা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যমীনের বুকে যখন কোন পাপের কাজ সংঘটিত হয় তখন সেখানে উপস্থিত থেকে যে ব্যক্তি তাকে ঘৃণা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সেখানে উপস্থিত ছিল না। অন্যদিকে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থেকে তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সেখানে উপস্থিত রয়েছে। -(আবু দাউদ)

খারাপ কাজ দেখলে নিষেধ করতে হয়

হাদীস : ৪৭৯৩ ॥ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিশ্চয় এ আয়াতটি পাঠ কর, "হে ঈমানদারগণ! নিজেকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন কোন খারাপ কাজ দেখে, আর তারা তা পরিবর্তন করে না, তখন আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের উপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল করতে পারেন। -(ইবনে মাজাহ ও মিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি সহীহ। আর আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, যখন লোকেরা জালিমকে জুলুম করতে দেখে তার হস্তদ্বয় ধরে ফেলে না, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করতে পারেন। তার অপর এক বর্ণনায় আছে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপাচার হতে থাকে, অতপর তারা তাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রেখেও পরিবর্তন করে না, তখন অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন। এর অপর বর্ণনায় আছে, যে জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং পাপাচারীদের চেয়ে পাপে নির্লিপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশি।

জাতির এক ব্যক্তি পাপ করলে অন্যদের তা প্রতিরোধ করতে হয়

হাদীস : ৪৭৯৪ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়, আর সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পরিবর্তন করে না, তখন তাদের মৃত্যুর আগেই আল্লাহ তায়ালার আযাব তাদের উপর পতিত হবে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ঈমানদারদের উচিত ভাল কাজের আদেশ করা

হাদীস : ৪৭৯৫ ॥ হযরত আবু সালাবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালার কালাম। "নিজেকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়েছে, সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা হেদায়েতের উপর অবিচল থাকবে।" সম্পর্কে বলেন, শুনে নাও। আল্লাহর কসম! এ আয়াত সম্পর্কে আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করেছি। জওয়াবে তিনি বলেছেন, বরং তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান কর। অবশেষে যখন তুমি দেখবে কৃপণতা অনুসরণ করা হয়, প্রবৃত্তির পূজা করা হয়, ইহকালকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ জ্ঞানের অহমিকায় মত্ত হয়, আর তুমি এমন অবস্থা দেখবে যাতে জড়িয়ে পড়া ছাড়া তোমার কোন উপায় থাকবে না, তখন তুমি নিজেকে নিজে রক্ষা করে চল। আর সাধারণ মানুষদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আর এটা এ জন্য যে, তোমাদের পরবর্তী ধৈর্যের যুগ। সুতরাং সে যুগে যে ধৈর্যধারণ করবে, সে যেন জ্বলন্ত কয়লা মুঠের মধ্যে রাখল। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি দ্বীনের কাজে দৃঢ় থাকবে, তার মত পঞ্চাশ জন আমলকারীর প্রতিদান সে পাবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই পঞ্চাশ জন কি তাদের মধ্য থেকে? তিনি বললেন, না; বরং তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যাঈফ-৮০৬

ওয়াদা ভঙ্গের জন্য কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হবে

হাদীস : ৪৭৯৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আসরের পর আমাদের মাঝে বক্তৃতার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তার সব কিছুই আলোচনা করলেন। সে কথাগুলো যে স্মরণ রাখতে পেরেছে সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলবার সে ভুলে গিয়েছে। উক্ত ভাষণে তিনি যা বলেছেন, তার মধ্যে দুনিয়া মিষ্টি ও সুস্বাদু। আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়াতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাকিয়ে আছেন, তোমরা কি কাজ করছ। সাবধান! দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক এবং বেঁচে থাক নারী সম্প্রদায় থেকে। তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন দুনিয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গ পরিমাণ একটি পতাকা হবে। রাষ্ট্র পরিচালকের অঙ্গীকার ভঙ্গই হবে সর্বাপেক্ষা বড়। তার পতাকা তার পশ্চাদ্দেশের কাছেই পোঁতা হবে। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মানুষের ভয়ে ন্যায় ও সত্য কথা বলা থেকে বিরত না থাকে, যখন কেউ তাকে সত্য বলে জানে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি তোমাদের কেউ কোন মন্দ কাজ দেখে, সে যেন কারও ভয়ে তা পরিবর্তন করতে বিরত না থাকে। এ কথা শুনে বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, নিশ্চয় আমরা অন্যায় হতে দেখেছি, কিন্তু মানুষের ভয়ে সেই সম্পর্কে মুখ খুলে নিষেধ করতে পারিনি। অতপর রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, স্মরণ রেখ! আদম সন্তান বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে মুমিন হিসেবে জন্মলাভ করে, মুমিন হিসেবে জীবন কাটায় এবং মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে কাফের হিসেবে পয়দা হয়। কাফের অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আবার কেউ কেউ এমনও আছে, যে মুমিন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, মুমিন অবস্থায় জীবন যাপন করে এবং মৃত্যুবরণ করে কাফের অবস্থায়। অন্যদিকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে পয়দা হয় কাফের হিসেবে, জীবন কাটায় কাফের অবস্থায়, কিন্তু মৃত্যুবরণ করে, মুমিন অবস্থায়। অতপর বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) ক্রোধ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে সে শীঘ্র রাগ হয় আবার শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ফলে একটি অপরটির সম্পূরক। আবার কেউ কেউ এমন আছে, যে দেরিতে রাগ হয় এবং ঠাণ্ডাও হয় দেরিতে। এটাও একটি অপরটির ক্ষতিপূরক। তবে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে রাগ দেরিতে করে এবং শীঘ্রই তা প্রশমিত হয়ে যায়। আর সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে মন্দ, যে তাড়াতাড়ি ক্রোধান্বিত হয় এবং তা প্রশমিত হয় দেরিতে।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা ক্রোধ থেকে বেঁচে চল। কেননা, তা হল আদম সন্তানের অন্তরের একটি জ্বলন্ত অঙ্গার। তোমরা কি দেখ না, তার-শিরাউপশিরাসমূহে ফুলে ওঠে এবং চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যায়? সুতরাং তোমাদের কেউ যখন ক্রোধ উপলব্ধি করে তখন সে যেন শুয়ে পড়ে এবং যমীনের সাথে মিশে থাকে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, অতপর তিনি ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে উত্তম ব্যবহারে ঋণ পরিশোধ করে। আর যখন তার পাওনা উসুল করতে যায় তখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। ফলে এর একটি অপরটির সম্পূরক। আবার কেউ এমন আছে, যে ঋণ পরিশোধকালে মন্দ আচরণ করে এবং কারও কাছে পাওনা হলে উসুল করার সময় সুন্দর ব্যবহারে উসুল করে। এটাও একটি অপরটির সম্পূরক। তবে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে ঋণ পরিশোধ করতে ভাল ব্যবহার করে এবং কারও কাছে থেকে পাওনা উসূলের সময়ও ভাল ব্যবহার করে। আর তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে মন্দ, যে পরিশোধ করতে ভাল আচরণ প্রদর্শন করে এবং কারও কাছ হতে নিজে পাওনা হলে তার সাথে ও দুর্ব্যবহার করে। হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, এতক্ষণে সূর্য খেজুর গাছের মাথায় এবং দেয়ালের কিনারায় পৌঁছাল। এ সময় তিনি বললেন, জেনে রাখ! আজকের পূর্বে একটি দিনের যে ক্ষুদ্র সময়টুকু এখনও বাকি আছে, অনুরূপভাবে এ দুনিয়ারও অতীতের তুলনায় এতটুকু পরিমাণই অবশিষ্ট আছে। -(তিরমিযী) hBd - 1066

পাপাচারে লিপ্ত হলে ধ্বংস হবে

হাদীস : ৪৭৯৭ ॥ হযরত আবুল বখতারী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হয় না, যে পর্যন্ত না তার নিজেরই ওজর আপত্তি সীমা লঙ্ঘন না করে ফেলে। -(আবু দাউদ)

দোষী ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেন

হাদীস : ৪৭৯৮ ॥ হযরত আদী ইবনে আদী আলকিনদী (রা) বলেন, আমাদের আযাদকৃত এক গোলাম বলেছেন, তিনি আমার দাদাকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা কোন বিশেষ ব্যক্তির মন্দ কাজের দরুন ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার উক্ত মন্দকে তার মাঝে হচ্ছে দেখেও প্রতিরোধ করে না। অথচ তারা তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। যখন তারা এরূপ নীরবতা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তায়ালা বিশেষ দোষী ও সাধারণ লোককে শাস্তি প্রদান করেন। -(শরহে সুন্নাহ) যঈফ - ১০৬৭

পাপীদের পাপ কাজে সাহায্য করলে দোযখে যাবে

হাদীস : ৪৭৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী ইসরাঈল যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন তাদের উলামাগণ তাদেরকে এই কাজে বাধা দিল। কিন্তু তারা বিরত হল না। অতপর ঐ সকল উলামাগণ তাদের সাথে ওঠা-বসা ও খানাপিনায় শরীক হয়ে পড়ল। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কলুষিত করে দিলেন। তখন তিনি হযরত দাউদ (আ) ও হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের ভাষায় তাদের ওপর লানৎ করলেন। আর এর এ কারণ যে, তারা নাফরমানীতে লিপ্ত হয় এবং সীমালঙ্ঘন করে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূল (স) হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতপর তিনি বললেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত রেহাই পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জালিম ও পাপীদেরকে তাদের পাপকার্যে বাধা প্রদান না করবে।-(তিরমিযী ও আবু দাউদ। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং যালিমের হস্তদ্বয় ধরে ফেলবে। তাকে ভাল কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং ভাল কাজের ওপর তাকে বাধ্য করবে। নতুবা তিনি তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপে কলুষিত করে দেবেন। অতপর বনী ইসরাঈলকে যেভাবে লানৎ করেছেন, তোমাদেরকে সেভাবে লানৎ করবেন।

যঈফ- ১০৬৮

যে মুমিনগণ আমল করে না অথচ লোকদের বলে তারা দোযখী

হাদীস : ৪৮০০ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকদের দেখেছি, আগুনের কাঁচি দ্বারা যাদের ঠোঁট কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তাগণ। যারা মানুষদেরকে ভাল কাজের জন্য আদেশ করত। তারা নিজেদেরকে ভুলে থাকত। শরহে সুন্নাহ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বায়হাকীর অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, এরা আপনার উম্মতের ঐ সকল খতীব বা বক্তাগণ যারা এমন সব কথা বলত যা নিজেরা পালন করত না। আর তারা আল্লাহর কালাম পাঠ করত বটে, কিন্তু সে মত আমল করত না। যঈফ – ১০৬৯

বনী ইসরাঈলদের জন্য আসমান থেকে খানা নাযিল হত

হাদীস : ৪৮০১ ॥ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা), রাসূল (স) বলেছেন, আকাশ থেকে রুটি-গোশত ইত্যাদি খাদ্য নাযিল করা হয় এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন খেয়ানত না করে এবং আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করে না রাখে। কিন্তু তারা খেযানতও করল, সঞ্চয়ও করল এবং আগামীকালের জন্য কিছু তুলে রাখল। ফলে তাদের আকৃতি বানর ও শূকরে বিকৃত করে দেয়া হল। -(তিরমিযী) যঈফ ১০৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুখ, হাত ও অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হয়

হাদীস : ৪৮০২ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানায় আমার উম্মতের উপর তাদের শাসকদের তরফ থেকে কঠিন কঠিন বিপদ পৌঁছাতে থাকবে। আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সম্যক অবহিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তা থেকে রেহাই পাবে না। সে তার-মুখ, হাত এবং পরিশেষে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে। বস্তুতঃ এমন ব্যক্তির জন্যই তার সৌভাগ্য সুপ্রসন্ন ও অগ্রগামী রয়েছে, আর এক ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অবগত হয়ে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর তৃতীয় পর্যায়ে এক ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিফ আছে বটে, কিন্তু নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তার নীতি হল, যদি কাউকেও ভাল কাজ করতে দেখে তখন তাকে ঐ কাজের প্রেক্ষিতে ভালবাসে। অন্যদিকে যদি কাউকেও অন্যায় কাজ করতে দেখে তখন ঘৃণা করে। এ ব্যক্তিও ভালবাসা এবং বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করার দরুন পরিত্রাণ পাবে। যঈফ – ১০৭১

পাপাচার হতে দেখলে তা প্রতিরোধ করতে হয়

হাদীস : ৪৮০৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীদের মত উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব! তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে, যে মুহূর্তের জন্যও তোমার নাফরমানী করেনি। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তার ও তাদের সকলের ওপর শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, তার সম্মুখে পাপাচারকে দেখিয়ে মুহূর্তের জন্য তার চেহারা মলিন হয়নি। যঈফ – ১০৭২ → উক্ত সনদে আম্মার ইবনু সাইফ ও উবাইদ ইবনু ইসহাক আল আত্তার নামে দু'জন যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী যাহাবী সহ প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে যঈফ বলেছেন)

জালেমকে ভয় পেলেও ঘৃণা করতে হয়

হাদীস : ৪৮০৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মহাক্ষমতাশালী আল্লাহ কিয়ামতের দিন কোন বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কি হয়েছিল, যখন তুমি কোন মন্দ কাজ হতে দেখছিলে তখন কেন তার বাধা দিলে না? রাসূল (স) বলেন, তখন তার জওয়াব শিখিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং সে বলবে, আয় রব! আমি লোকদের ভয় করেছিলাম এবং তোমার দয়ার প্রত্যাশায় ছিলাম। -(হাদীসটি তিনটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

নেকী ও বদী মানুষের সামনে হাজির করা হবে

হাদীস : ৪৮০৫ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদ (স)-এর প্রাণ! কিয়ামতের দিন নেকী ও বদী উভয়টিকে মানুষের সামনে স্থাপন করা হেব। অতপর নেকী তার আমলকারীকে সুসংবাদ প্রদান করবে এবং কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেবে। আর বদী তার আমলকারীকে বলবে, দূর হও, দূর হও। অথচ তারা দূরে সরে যাওয়ার শক্তি পাবে না, বরং তারা তার সাথে জড়িয়ে যাবে।

-(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মন গলানো উপদেশমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্য ও অবসরের সদ্ব্যবহার করতে হয়

হাদীস : ৪৮০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বাস্থ্য ও অবসর এ দুটি নেয়ামত। এদের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। -(বোখারী)

আখেরাতের কোন তুলনা করা যায় না

হাদীস : ৪৮০৭ ॥ হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল যেমন-তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসল। -(মুসলিম)

আল্লাহর কাছে দুনিয়া নিকৃষ্ট

হাদীস : ৪৮০৮ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) একটি কানকাটা বকরীর বাচ্চার কাছ দিয়ে যাওয়ার বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে একে এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পছন্দ করবে? তাঁরা বললেন, আমরা তো একে কিছুর বিনিময়েই নিতে পছন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট। -(মুসলিম)

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা

হাদীস : ৪৮০৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফের পক্ষে জান্নাত। -(মুসলিম)

আল্লাহ মুমিনের নেক কাজকে নষ্ট করেন না

হাদীস : ৪৮১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কোন মুমিনের নেক কাজকে নষ্ট করেন না, দুনিয়াতেও তার বিনিময় প্রদান করেন, এবং আখেরাতেও তার প্রতিদান দেন। আর কাফের আল্লাহর জন্য যেসব ভাল কাজ করে দুনিয়াতে সে তার বিনিময় ভোগ করে, অবশেষে যখন সে আখেরাতে পৌঁছবে তখন তার কোন ভাল কাজ থাকবে না যার প্রতিদান সে পাইতে পারে। -(মুসলিম)

বিপদ মুছিবত দিয়ে বেহেশতকে ঢেকে রাখা হয়েছে

হাদীস : ৪৮১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মুছিবত দ্বারা। -(বোখারী ও মুসলিম)

জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকা সওয়াবের কাজ

হাদীস : ৪৮১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ধ্বংস হউক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম, উত্তম পোশাকের গোলাম। যদি তাকে দেয়া হয় তবে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস

হোক, অধঃপতিত হোক। যদি তার পায়ে কাঁটা বিঁধে তা খুলে দেয়ার মতও কেউ না থাকুক। ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ যে ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার কেশ বিক্ষিপ্ত, পদযুদল ধুলি মিশ্রিত। তাকে পাহারার কাজে নিয়োজিত করলে পাহারার কাজে রত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পিছনে নিয়োজিত করা হলে সে পিছনে থাকে, কারও সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয় হয় না। কারও জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হয় না। -(বোখারী)

কল্যাণ কখনো মন্দ আনে না

হাদীস : ৪৮১৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যে ব্যাপারে ভয় করি তা হল দুনিয়ার চাকচিক্য ও তার সৌন্দর্য্য। যা তোমাদের ওপর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কল্যাণ কি মন্দের কারণ হতে পারে? তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা করলাম তাঁর ওপর অহী নাযিল হচ্ছে। অতপর পতিনি ঘাম মুছে বললেন, সেই প্রশ্নকারী কোথায়? বর্ণনাকারী বলেন, যেন তিনি প্রশ্নকারীর কথাটি প্রশংসার যোগ্য মনে করেছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, কল্যাণ কখনও মন্দ আনে না। বস্তুত ঋতু যা উৎপাদন করে তা মূলত ভক্ষণকারীকে ধ্বংস করে না বা ধ্বংসের নিকটবর্তী নিয়ে যায় না; কিন্তু তৃণভোজী জানোয়ার যখন অতিমাত্রায় খায়, অবশেষে যখন কোমরের উভয় পাশ ফুলে ওঠে তখন সূর্যের সামনে রোদে গিয়ে বসে এবং মলমূত্র ত্যাগ করে। পরে আবার তৃণভূমির দিকে ফিরে যেতে তাকে। বস্তুতঃ দুনিয়ার মাল-সম্পদ শ্যামল-সবুজ সুস্বাদু বটে। যে তা বৈধভাবে উপার্জন করে এবং বৈধ পথে ব্যয় করে তখন তার তার পক্ষে উত্তম সাহায্যকারী; কিন্তু তা অবৈধ পথে উপার্জন করে তখন তার উদাহরণ ঐ জন্তুর ন্যায়, যে খায় কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না এবং এ দুনিয়াবী মাল-সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুনিয়ার মোহ মানুষকে ধ্বংস করে

হাদীস : ৪৮১৪ ॥ হযরত আমর ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের ওপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে যেমনি প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের আগের লোকদের ওপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করেছিলে। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

পরিবারের প্রয়োজনের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৪৮১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এ বলে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মুহম্মদ (স)-এর পরিবার-পরিজনকে জীবিকা নির্বাহ পরিমাণ রিযিক দান কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ যা দেন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে

হাদীস : ৪৮১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক প্রদান করা হল এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট রয়েছেন। -(মুসলিম)

যে সম্পদ দান করা হয় তাই কাজে লাগবে

হাদীস : ৪৮১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দা আমার মাল, আমার সম্পদ বলে, আসলে তার মাল থাকে মাত্র তিনটি। যা খেয়ে সে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছে, অথবা দান করেছে সংরক্ষণ করেছে। এছাড়া যা আছে তা তার কোন কাজে আসবে না এবং সে লোকদের জন্য ছেড়ে চলে যাবে। -(মুসলিম)

মৃত লাশের সাথে তার আমল থাকে

হাদীস : ৪৮১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি জিনিস মৃত লাশের সাথে যায়। দুটি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল-সম্পদ এবং তার আমল। পরে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর পথে যা খরচ করবে তাই প্রকৃত সম্পদ

হাদীস : ৪৮১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের মাল চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে অধিক ভালবাসে? তারা বলসেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, বরং ওয়ারিসের সম্পদের চেয়ে নিজের নিজের সম্পদকেই বেশি ভালবাসে। তিনি বললেন, যে যা অগ্রিম পাঠিয়ে দেয়া হয় তার সম্পদ। আর যা সে পিছনে রেখে যায় তা তার ওয়ারিসের সম্পদ। -(বোখারী)

তিন ধরনের মালই প্রকৃত নিজের সম্পদ

হাদীস : ৪৮২০ ॥ হযরত মুতাররিফ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এলাম, এ সময় তিনি সূরা আলহাকুমুত তাকাছুর (অর্থাৎ ধনের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে) পাঠ করছিলেন। অতপর তিনি বললেন, আদম সন্তান বলে-আমার মাল, আমার মাল। রাসূল (স) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার মাল তো তাই যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ অথবা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ অথবা দান-সদকা করে সঞ্চয় করেছ। -(মুসলিম)

যার অন্তর শক্তিশালী সেই প্রকৃত সম্পদশালী

হাদীস : ৪৮২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ধনী হওয়া সম্পদের প্রাচুর্যের নাম নয়; বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই, যার অন্তর সম্পদশালী। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নির্দেশিত হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে

হাদীস : ৪৮২২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কে এই কয়েকটি বাক্য আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবে? অতপর নিজে সেইমত আমল করবে অথবা এমন ব্যক্তিকে শিখিয়ে দিবে, যে তার প্রতি আমল করে। আমি বললাম, আমি প্রস্তুত আছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং পাঁচটি গণনা করালেন। তিনি বললেন, ১। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাক, এতে তুমি হবে উত্তম এবাদতকারী। ২। আল্লাহ তোমার কিসমতে যা বন্টন করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, এতে তুমি হবে সবচেয়ে ধনবান। ৩। তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, এতে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার। ৪। নিজের জন্যে যা পছন্দ কর মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবে, তখন তুমি হবে পূর্ণ মুসলমান। ৫। অধিক হাসবে না। কেননা, অধিক হাস্য অন্তরকে মেরে ফেলে। -(আহমদ ও তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহর ইবাদত না করলে অভাব কাটবে না

হাদীস : ৪৮২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার এবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দেব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মিটিয়ে দেব না। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

পরহেজগারী সবচেয়ে ভাল পন্থা

হাদীস : ৪৮২৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তির আলোচনা করা হল, যে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে খুব চেষ্টা করে এবং এমন আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল কিন্তু সে পরহেযগারী অবলম্বন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তা পরহেযগারীর সমতুল্য হতে পারবে না। -(তিরমিযী) যঈফ-১০৭৬

পাঁচটি কাজ সঠিক সময়ে করতে হয়

হাদীস : ৪৮২৫ ॥ হযরত আমর ইবনে মায়মুন আওদী (রা) বলেন, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তিকে নসীহতস্বরূপ বললেন, পাঁচটি জিনিস আসবার আগে পাঁচটি কাজ করাকে বিরাট সম্পদ মনে কর। ১। তোমার বার্ধক্যের আগে যৌবনকে। ২। রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে। ৩। দরিদ্রতার আগে অভাবমুক্ত থাকাকে। ৪। ব্যস্ততার আগে অবসর সময়কে এবং ৫। মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে। -(তিরমিযী মুরসাল হিসেবে)

ধনী হলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

হাদীস : ৪৮২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ শুধু এমন ধনী হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে যা পাপাচারে লিপ্ত করবে অথবা এমন দরিদ্রতার যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দিবে। অথবা এমন ব্যাধির যা ধ্বংসকারী হবে। অথবা এমন বার্ধ্যকের যা বিবেকশূন্য করে ফেলবে অথবা মৃত্যুর যা অতর্কিত আগমন করবে অথবা দাজ্জালের, আর দাজ্জাল তো অপেক্ষমাণ অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ অথবা কিয়ামতের, অথচ কিয়ামত হল অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত জিনিস। -(তিরমিযী ও নাসাঈ) যঈফ-১০৭৪

জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাড়া সবই অভিশপ্ত

হাদীস : ৪৮২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! নিশ্চয় দুনিয়া অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে, তার মধ্যে আল্লাহর যিকর ও আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাড়া সব কিছুই অভিশপ্ত। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে মাছির সমতুল্যও নয়

হাদীস : ৪৮২৮ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে মাছির একটি পাখার সমমূল্য পরিমাণ হত তা হলে তিনি কোন কাফেরকে এক ঢোকও পান করাতেন না। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

বাগ-বাগিচা দুনিয়ার মোহ সৃষ্টি করে

হাদীস : ৪৮২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত খামার গ্রহণ করো না। ফলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। -(তিরমিযী ও বায়হাকী)

দুনিয়াকে ভালবাসলে আখেরাত নষ্ট হবে

হাদীস : ৪৮৩০ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, অন্যদিকে যে আখেরাতকে মহব্বত করে, সে সেই পরিমাণ দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সুতরাং যারা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে তার ওপর তাকে প্রাধান্য দাও যা চিরস্থায়ী থাকবে।

যঈফ-১০৭৫ -(আহমদ ও বায়হাকী)

দিনারের দাসের ওপর লানৎ করেছেন

হাদীস : ৪৮৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, দীনারের দাসের ওপর লানৎ এবং দিরহামের দাসের ওপর লানৎ। -(তিরমিযী) যঈফ-১০৭৬

ধন-সম্পদের মানুষকে ধর্মের দিক থেকে বিরত রাখে

হাদীস : ৪৮৩২ ॥ হযরত কাব্ ইবনে মালিক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন; রাসূল (স) বলেছেন, দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে মেষ-বকরীর মধ্যে ছড়িয়ে দিলে ততটুকু ক্ষতিসাধন করে না, যতটুকু কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদের মোহ ও মর্যাদার লালসা তার দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে। -(তিরমিযী ও দারেমী)

মুমিন যা খরচ করবে তাতে সওয়াব আছে

হাদীস : ৪৮৩৩ ॥ হযরত খাব্বা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, মুমিন ব্যক্তি যা খরচ করে, তাতে সওয়াব দেয়া হয়। কিন্তু সে এই মাটির মধ্যে যা ব্যয় করে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

প্রয়োজনীয় খরচ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সমান

হাদীস : ৪৮৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেকটি খরচ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় করার মধ্যে গণ্য-ঘর-বাড়ী ছাড়া। কেননা, এতে কোন কল্যাণ নেই। -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

যঈফ-১০৭৭

প্রয়োজনীয় ঘর ছাড়া বাড়তি জিনিস রাখা নিষেধ

হাদীস : ৪৮৩৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) বের হলেন, আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি একটি উঁচু গম্বজ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? সঙ্গীগণ বললেন, এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির ঘর। একথা শুনে তিনি নীরব রইলেন এবং সে ঘৃণা নিজের মনেই রাখলেন। অবশেষে যখন সেই ঘরওয়ালা এসে লোকজেনর মধ্যে রাসূল (স) কে সালাম করল, তখন তিনি তার দিক হতে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কয়েকবার করল, এমনকি লোকটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অসন্তুষ্টি এবং তার দিক থেকে মুখ ফেরান অনুধাবন করে রাসূল (স) এর সাহাবীদের কাছে ব্যাপারটি প্রকাশ করল এবং বলল আল্লাহর কসম! আমি রাসূল (স)-কে অসন্তুষ্ট দেখছি। তারা বললেন, রাসূল (স) এ দিকে বের হয়ে তোমার গম্বুজটি দেখেন। একথা শুনে লোকটি তার গম্বুজের দিকে ফিরে গেল এবং তাকে ভেঙে চুরমার করে যমীনের সাথে মিশিয়ে দিল। এরপর আবার একদিন রাসুল (স) এ দিকে বের হলেন, কিন্তু গম্বুজটি দেখলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, গম্বুজটি কি হল? তাঁরা বললেন, এর মালিক আমাদের কাছে এসে আপনার অসন্তুষ্টির কথা বললে আমরা তাকে এর কারণটা অবহিত করলাম, অতপর সে তাকে ভেঙে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সাবধান! একান্ত প্রয়োজনীয় ঘর ছাড়া অন্য কোন ইমারত তার মালিকের জন্য বিপদ। -(আবু দাউদ)

যঈফ-১০৭৮

একজন খাদেম ও একটি উট্রই যথেষ্ট

হাদীস : ৪৮৩৬ ॥ হযরত আবু হাশেম ইবনে উতবা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে উপদেশস্বরূপ বললেন, সব মাল-সম্পদের মধ্যে তোমার জন্য একজন খাদেম ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট।
—(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল নয়

হাদীস : ৪৮৩৭ ॥ হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম সন্তানের বসবাসের জন্য একখানা ঘর, লজ্জাস্থান ঢাকার একখানা কাপড়, একখন্ড শুকনা রুটি ও কিছু পানি ছাড়া আর কিছুই রাখার হক বা অধিকার নেই। —(তিরমিযী) যঈফ-১০৭৭

দুনিয়া ত্যাগ করলে আল্লাহ ভালবাসেন

হাদীস : ৪৮৩৮ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষ আমাকে ভালবাসবে। তিনি বললেন, দুনিয়া ত্যাগ কর, আল্লাহ তোমাকে মহব্বত করবেন এবং মানুষের কাছে যা আছে তার লালসা করো না। তবে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে। —(তিরমিযী ও ইবনে মাজাদ)

রাসূল (স) খালি চাটাইয়ে ঘুমাতেন

হাদীস : ৪৮৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) একটি খালি চাটাইয়ে ঘুমিয়েছিলেন, তা থেকে ওঠলে তাঁর দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়েছিল। তখন ইবনে মাসউদ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন তবে আমরা আপনার জন্য একখানা বিছানা তৈরি করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি বলেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বস্তুতঃ আমারও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের নীচের ছায়ার কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, অতপর বৃক্ষটিকে ছেঁড়ে চলে যায়।
—(আহমদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

অল্পে তুষ্ট মানুষই প্রকৃত সুখি

হাদীস : ৪৮৩০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে সেই মুমিনই আমার কাছে ঈর্ষার পাত্র, যে পার্থিব ঝামেলামুক্ত, নামাযের ব্যাপারে সৌভাগ্যবান অর্থাৎ, আল্লাহর এবাদত উত্তমরূপে আদায় করে এবং গোপনীয় অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যে থাকে। মানুষের কাছে অপরিচিত। তার প্রতি আঙুল দ্বারা ইশারা করা হয় না, তার রিযিক প্রয়োজন পরিমাণ হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে। এ কথাগুলো বলে রাসূল (স) নিজের হাতের আঙুলের মধ্যে চটকী মারলেন এবং বললেন, এ অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে। তার জন্য ক্রন্দনকারিণীও কম হয় এবং মীরাসী সম্পদও সম্পদও স্বল্প ছেড়ে যায়। —(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) সম্পদশালী হতে চাইলেন না যঈফ-২১৮০

হাদীস : ৪৮৪১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার রব্ব মক্কার বাত্‌হা উপত্যকা আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেয়ার বিষয় আমার কাছে পেশ করলেন, তখন আমি বললাম, না হে আমার প্রভু! বরং আমি একদিন পরিতৃপ্ত এবং আরেক দিন অভুক্ত থাকতে চাই। যাতে আমি যখন অভুক্ত থাকি তখন তোমার কাছে সকাতরে বিনয় প্রকাশ করব এবং তোমার স্মরণ করব। আর যখন পরিতৃপ্ত হব তখন তোমার প্রশংসা করব এবং তোমার শোকর আদায় করব। —(আহমদ ও তিরমিযী)

প্রাণ রক্ষার পরিমাণ রিযিক থাকা উচিত

হাদীস : ৪৮৪২ ॥ হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে মিহছান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের গৃহে নিরাপদে শারীরিক সুস্থতা সহকারে ভোর করে এবং তার কাছে সেই দিনের প্রাণরক্ষা পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মওজুদ থাকে, তার জন্যে যে দুনিয়ার সব নিয়ামত একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। —(তিরমিযী)

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্যের প্রয়োজন নেই

হাদীস : ৪৮৪৩ ॥ হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারাবা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তার উদর অপেক্ষা মন্দ কোন পাত্রকে ভর্তি করেনি। আদম সন্তানের জন্য এ পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট, যা দ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে। যদি এর অধিক খাওয়া প্রয়োজন মনে কর তবে এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, আরেক তৃতীয়াংশ পানীয় অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে। —(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

দুনিয়াতে পরিতৃপ্ত হলে কিয়ামতে ক্ষুধার্ত থাকবে

হাদীস : ৪৮৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনে বললেন, তোমার ঢেকুর কম কর। কেননা, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই খুব বেশি ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে খুব বেশি পরিতৃপ্ত হয়েছে। -(শরহে সুন্নাহ। আর তিরমিযী অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

উম্মতের ফেতনা হল সম্পদ

হাদীস : ৪৮৪৫ ॥ হযরত কাব ইবনে ইয়ায (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোন একটি ফেৎনা রয়েছে। আমার উম্মতের ফেৎনা হল মাল। -(তিরমিযী)

আখেরাতের জন্য নেক আমল না করলে সে দোযখী

হাদীস : ৪৮৪৬ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে এমন অবস্থায় আনা হবে যেন সে একটি অসহায় বকরির ছানা। অতপর তাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে দাঁড় করান হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে দান করেছিলাম। মালিক বানিয়েছিলাম এবং আমি তোমাকে নেয়ামত দান করেছিলাম, আমার সেই সমস্ত নিয়ামতকে কি কাজে ব্যয় করেছ? সে বলবে, হে আমার রব্ব! আমি তাকে সঞ্চয় করেছি, এতে বৃদ্ধি করেছি এবং প্রথমে যা ছিল তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ছেড়ে এসেছ। সুতরাং আমাকে আবার দুনিয়াতে ফিরতে দিন, আমি উক্ত সব সম্পদ আপনার কাছে নিয়ে আসব। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন, যা কিছু তুমি আগে প্রেরণ করেছ তা আমাকে দেখাও। উত্তরে সে আগের ন্যায় আবার বলবে, হে আমার রব্ব! আমি তাকে সঞ্চয় করেছি, তাতে বৃদ্ধি করেছি এবং আগে যা ছিল তা থেকে অধিক ছেড়ে এসেছি। সুতরাং আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও। তবে সব সম্পদ নিয়ে তোমার কাছে আসব। তখন প্রকাশ পাবে যে, সে এমন এক বান্দা, যে আখেরাতের জন্য কোন নেক আমল প্রেরণ করেনি। সুতরাং তাকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

যঈফ - ১০৮৭ -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীসটি যঈফ।)

ঠাণ্ডা পানি এবং ভাল স্বাস্থ্যের জন্য জিজ্ঞেস করা হবে

হাদীস : ৪৮৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে বান্দাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে, তা হল, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দান করিনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করিনি?-(তিরমিযী)

বয়স ও যৌবন সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে

হাদীস : ৪৮৪৮ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা দুটি একটুও নড়তে পারবে না। যে পর্যন্ত না তার কাছ থেকে পাঁচটি বিষয়ের উত্তর চাওয়া হবে-১। তার বয়স সম্পর্কে সে তা কি কাজে ব্যয় করেছে? ২। তার যৌবন সম্পর্কে। যে তা কি কাজে ক্ষয় করেছে? ৩। তার মাল-সম্পদ সম্পর্কে। সে তা কোথা থেকে অর্জন করেছে? ৪। আর উহা কোথায় ব্যয় করেছে? ৫। এবং যে এলম হাসিল করেছিল তা অনুযায়ী কি আমল করেছে? -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাকওয়া পরহেযগারীতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৮৪৯ ॥ হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তাঁকে বলেছেন, তুমি লাল বর্ণ বা কাল বর্ণবিশিষ্ট হতে উত্তম হবে না; বরং তাকওয়া বা পরহেজগারী দিয়েই তাদের তেকে তোমার মর্যাদা লাভ হবে। -(আহমদ)

দুনিয়ার সম্পদ পরিত্যাগ করলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়

হাদীস : ৪৮৫০ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেই বান্দা দুনিয়ার সম্পদ হতে বিমুখ থাকে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে সূক্ষ্ম জ্ঞান সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তার রসনা দ্বারা তা প্রকাশ করান। দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি, তার ব্যাধি ও নিরাময় তাকে দেখিয়ে দেন। এবং তাকে দুনিয়া হতে নিরাপদে বের করে দারুস-সালামে পৌঁছে দেন।

যঈফ - ১০৮২ -(বায়হাক শোআবুল ঈমানে)

অন্তরে সত্য কথা সংরক্ষণ করা উচিত

হাদীস : ৪৮৫১ ॥ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা যার অন্তরকে ঈমানের জন্য খালেছ করে দিয়েছে। এবং আল্লাহ তায়ালা তার হৃদয়কে নিবৃত্ত, রসনাকে সত্যভাষী, নফসকে স্থিতিশীল ও স্বভাবকে সঠিক করেছেন এবং তার কানকে বানিয়েছেন শ্রবণকারী ও চক্ষুকে করেছেন দৃষ্টিকারী।

বস্তুতঃ অন্তর যে সংরক্ষণ করে তার জন্য কান হল চুঙ্গির ন্যায় এবং চক্ষু হল স্থাপনকারী। আর নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, যে তার অন্তরকে সত্য কথা সংরক্ষণকারী বানায়। -(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) যঈফ-১০৮৩

গোনাহ করা সত্ত্বেও সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে নয়

হাদীস : ৪৮৫২ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন তুমি দেখবে কোন বান্দার গুনাহ ও নাফরমানী সত্ত্বেও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে দুনিয়ার প্রিয় বস্তু দান করছেন, তখন বুঝে নাও যে, আসলে এটা অবকাশ মাত্র। অতপর রাসূল (স) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যখন কাফেররা, যে সব উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর দ্বারা উন্মুক্ত করে দেই, অবশেষে যখন তারা প্রাপ্ত জিনিসে অত্যধিক আনন্দিত হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করি এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে। -(আহমদ)

সম্পদ রেখে ইন্তেকাল করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৮৫৩ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন সোফফার অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দীনার রেখে মৃত্যুবরণ করল। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা একটি পোড়া দাগ। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর আরেক ব্যক্তি দুটি দীনার রেখে মৃত্যুবরণ করল। তখন রাসূল (স) বললেন, এ দুটি পোড়া দাগ। -(আহমদ)

মাল সঞ্চয় করা পুরো নিষেধ

হাদীস : ৪৮৫৪ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি তাঁর মামা আবু হাশেম ইবনে উতবার কাছে তার রোগ পরিচর্যার জন্য গেলেন। আবু হাশেম কেঁদে ফেললেন। মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, হে মামা! কেন কাঁদছেন? রোগ যন্ত্রণা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে-না কি দুনিয়ার লোভ-লালসায় আপনার এ ক্রন্দন? জওয়াবে হাশেম বললেন, এর একটিও নয়। বরং রাসূল (স) আমাদেরকে একটি অসীয়ত করেছিলেন। কিন্তু আমি তা রক্ষা করতে পারিনি। মুয়াবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সেই অসীয়তটি কি ছিল? তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমার মাল সঞ্চয়ের মধ্যে কেবলমাত্র একজন খাদেম এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট। আমি দেখছি যে, আমি মাল সঞ্চয় করেছি। -(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

কিয়ামত হল মানুষের জন্য দুর্গম পথ

হাদীস : ৪৮৫৫ ॥ হযরত উম্মে দারদা (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত আবুদারদা (রা)-কে বললাম, আপনার কি হয়েছে, আপনি কেন সম্পদ অর্জন করছেন না, যেভাবে অমুক অর্জন করছে? তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমার সম্মুখে একটি দুর্গম গিরিপথ রয়েছে, ভারী বোঝা বহনকারী সহজভাবে তা অতিক্রম করতে পারবে না। তাই আমি উক্ত দুর্গম পথের জন্য হালকা থাকাই পছন্দ করি।

দুনিয়ার ব্যক্তি গোনাহ থেকে মুক্ত নয়

হাদীস : ৪৮৫৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ পা না ভিজিয়ে পানিতে চলতে পারে কি? তাঁরা বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, অনুরূপভাবে কোন দুনিয়াদার গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকতে পারে না। -(হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) যঈফ - ১০৮৪

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করতে হবে

হাদীস : ৪৮৫৭ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে নুফায়র (রা) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে এ অহী পাঠান হয়নি যে, আমি যেন মাল-সম্পদ সঞ্চয় করি এবং একজন ব্যবসায়ী হই, বরং আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার রব্বের প্রশংসার সাথে তসবীহ পাঠ কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তোমার রব্বের এবাদতে আত্মনিয়োগ কর। -(শরহে সুন্নাহ। আর আবু নোয়াইম তাঁর হিলইয়াহ গ্রন্থে আবু মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন।) যঈফ - ১০৮৫

সম্পদের কারণে অহংকার করবে না

হাদীস : ৪৮৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়ার মাল-সম্পদ অন্বেষণ করে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য, পরিবারের খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারণের লক্ষ্যে, সে আল্লাহ তায়ালার সাথে কিয়ামতের দিন এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে মাল অর্জন করল বটে, কিন্তু গর্ব, অহঙ্কার ও ধনের আধিক্য প্রকাশের নিয়তে, সে আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হবেন।

যঈফ - ১০৮৬

কল্যাণের দরজাই সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ৪৮৫৯ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন নিশ্চয় এ মাল হল বিরাট সম্পদ। সেই সম্পদের চাবিও আছে। সুতরাং সে বান্দার জন্য সুসংবাদ যাকে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের দরজা খোলা এবং অকল্যাণের দরজা বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। আর সেই বান্দার জন্য ধ্বংস যাকে আল্লাহ অকল্যাণ বা মন্দের দ্বারা খোলা এবং কল্যাণের দ্বারা বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। -(ইবনে মাজাহ)

সম্পদে বরকত না হলে অযথা ব্যয় হয়

হাদীস : ৪৮৬০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির মাল-সম্পদে বরকত না হয়, তখন সে তাকে পানি ও মাটিতে ব্যয় করে। যঈফ — ১০৮৭

বাড়ি-ঘর তৈরিতে হারাম মাল থেকে দূরে থাকতে হয়

হাদীস : ৪৮৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা ঘর-বাড়ী তৈরির মধ্যে হারাম মাল লাগানো থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তা হল ধ্বংসের মূল।

যঈফ ১০৮৯ -(হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

যার জ্ঞান বুদ্ধি নেই সে সম্পদ জমা করে

হাদীস : ৪৮৬২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর, যার ঘর নেই এবং ঐ ব্যক্তির মাল, যার কোন মাল নেই। আর দুনিয়ার জন্য সেই ব্যক্তিই সঞ্চয় করে যার বুদ্ধি নেই।

যঈফ - ১০৯০ -(আহমদ ও বায়হাকী)

নারী হল শয়তানের ফাঁদ স্বরূপ

হাদীস : ৪৮৬৩ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, একদিন তিনি এক ভাষণে বলেন, মদ হল পাপের সমষ্টি। নারী সম্প্রদায় শয়তানের ফাঁদ। দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে এও বলতে শুনেছি, তোমরা নারীদেরকে পিছনে সরিয়ে রাখ, যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে রেখেছেন। -(রযীন। আর বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত হাসান বসরী (রা) থেকে শুধু দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক পাপের মূল উৎস। এ বাক্যটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।) যঈফ — ১০৯৯

দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয়

হাদীস : ৪৮৬৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ওপর দু ব্যাপারে খুব বেশি ভয় করি। প্রবৃত্তি কামনা আর দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা। বস্তুত প্রবৃত্তি মানুষের ন্যায়নীতি গ্রহণ করা থেকে বাঁধা দেয়। আর দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয়। এই যে দুনিয়া! এটা প্রবাহমান প্রস্থানকারী এবং ঐ আখেরাত! তা প্রবাহমান আগমনকারী। আর এর প্রত্যেকটির সন্তানাদিও রয়েছে। অতএব যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায় আর তোমরা দুনিয়ার সন্তান না হয়ে থাকতে পার তবে তাই কর। কেননা, আজ তোমরা আমলের গৃহে রয়েছ, এখানে কোন হিসাব-কিতাব নেই। আর আগামীকাল তোমরা আখেরাতের অধিবাসী হবে, আর সেখানে কোন আমল নেই।

যঈফ - ১০৯২ -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

সব হিসেব নিকাশ হবে আখেরাতে

হাদীস : ৪৮৬৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, দুনিয়া পৃষ্ঠা প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছি, আর আখেরাত সামনে আসছে। আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা, আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসেব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেইখানে কোন আমল নেই। -(হাদীসটি ইমাম বোখারী তরজামাতুল বাবে বর্ণনা করেছেন)

বেহেশত সর্বপ্রকার কল্যাণে ভরা

হাদীস : ৪৮৬৬ ॥ হযরত আমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) ভাষণদানকালে বললেন, সাবধান! দুনিয়া একটি অস্থায়ী জিনিস। তা থেকে নেককার ও বদকার উভয়ই ভোগ করে। সাবধান! আখেরাত একটি সত্যিকার নির্দিষ্ট সময়। সেখানে বিচার করবেন এমন এক বাদশাহ যিনি সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। সাবধান! সর্বপ্রকার কল্যাণের স্থান হল জান্নাত এবং সর্বপ্রকার মন্দের স্থান হল জাহান্নাম। সাবধান! সুতরাং তোমরা আমল কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর এ কথাটি ভালভাবে জেনে রাখ, তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মসহ আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে তার ফল পাবে এবং যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তারও ফল পাবে। -(শাফেয়ী) যঈফ — ১০২৬

মাতার সন্তান তার অনুগত হয়ে থাকে

হাদীস : ৪৮৬৭ ॥ হযরত শাদ্দাদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল! দুনিয়া একটি অস্থায়ী সম্পদ। এ থেকে পূণ্যবান ও পাপী উভয়ই ভোগ করে থাকে। আর আখেরাত একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। সেখানে বিচার করবেন ন্যায়পরায়ণ সর্বসময় শক্তির অধিকারী বাদশাহ। তিনি নিজ ফয়সালায় সত্যকে বহাল রাখবেন এবং বাতিলকে মুছে ফেলবেন। সুতরাং তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা, প্রত্যেক মাতার সন্তান তার অনুগত হয়ে থাকে। ৫ই৫০ – ১০২৪

প্রয়োজনের বেশি সম্পদ রাখা ভাল নয়

হাদীস : ৪৮৬৮ ॥ হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সূর্য উদয় হওয়ার সাথে সাথেই তার দু পাশে দু জন ফেরেশতা ঘোষণা দিতে থাকেন, তা জ্বিন ও মানুষ ছাড়া আর সকল মাখলুককে শোনান হয়। হে মানুষ সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে এস। যে সম্পদের প্রাচুর্য–আল্লাহ ও তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখে, তা অপেক্ষা প্রয়োজনমাফিক স্বল্প মালই উত্তম। –(আবু নোআইম হিলইয়াহ গ্রন্থে হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন)

পরকালের সম্পদের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে

হাদীস : ৪৮৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন ফেরেশতাগণ বলেন, পরকালের জন্য আগামটি পাঠিয়েছে? আর মানুষেরা বলে, সে কি রেখে গিয়েছে? বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। ৫ই৫০ – ১০২৫

দুনিয়া হতে আখেরাত অনেক মূল্যবান

হাদীস : ৪৮৭০ ॥ হযরত মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হযরত লোকমান (আ) নিজ পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! মানুষের সাথে যে সব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে, এর দীর্ঘ যমানা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আর পরকালের দিকে অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে। হে বৎস! তুমি যেই দিন জন্ম নিয়েছে সেই দিন থেকে তুমি দুনিয়াকে পিছনে ছেড়ে আসছ এবং ক্রমশঃ আখেরাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। বস্তুতঃ যে ঘরের দিকে তুমি যাচ্ছ, তা ঐ ঘরের চেয়ে তোমার অতি নিকটবর্তী, যে ঘর থেকে তুমি বের হয়েছ? –(রযীন)

সত্যভাষী ও অন্তকরণ পরিষ্কার লোক সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ৪৮৭১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন, প্রত্যেক নিষ্কলুষ অন্তঃকরণ সত্যভাষী। সাহাবাগণ আরয করলেন, (সুদূকুল লিসান) তো আমরা বুঝি, তবে 'মাখমূমুল কালব' কি? তিনি বললেন, নির্মল ও পবিত্র অন্তকরণ, যা পাপ করেনি, যুলম করেনি ও যা হিংসা-বিদ্বেষ হতে মুক্ত। –(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

খানাপিনায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়

হাদীস : ৪৮৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমার মধ্যে চারটি বস্তু বিদ্যমান থাকে, তখন দুনিয়ার যা কিছুই তোমার থেকে চলে যায় তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, উত্তম চরিত্র হওয়া এবং খানাপিনায় সতর্কতা অবলম্বন করা।

–(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

সত্য কথা ও আমানত রক্ষায় উচ্চ মর্যাদা পাওয়া যায়

হাদীস : ৪৮৭৩ ॥ হযরত মালিক (র) বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত লোকমান হাকীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা আপনাকে যে মর্যাদায় দেখছি, তা আপনি কিভাবে অর্জন করলেন? তিনি বললেন, সত্য কথা বলা, আমানত যথাযথ পরিশোধ করা এবং অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করা দ্বারা। –(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক ইবাদত কিয়ামতে সুপারিশ করবে

হাদীস : ৪৮৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমলসমূহ উপস্থিত হবে। নামায এসে বলবে, হে আমার রব্ব! আমি সালাত। আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতপর সদকা এসে বলবে, হে রব্ব! আমি সদকা। আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতপর সিয়াম এসে বলবে, হে রব্ব! আমি সিয়াম। আল্লাহ পাক তুমিও কল্যাণময়। অতপর আমলসমূহ এরূপ আসবে এবং আল্লাহ তায়ালাও বলবেন, তুমি কল্যাণময়। তারপর ইসলাম আসবে এবং বলবে হে আল্লাহ! তোমার ইসলাম এবং বলবে হে আল্লাহ! তোমার এক নাম সালাম। আর আমি হলাম ইসলাম। আল্লাহ বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। বস্তুতঃ আজ আমি তোমার কারণেই পাকড়াও করব এবং তোমার উসিলায় সওয়াব

দান করব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেন, "এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, তার কিছুই বকুল করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

ঘরে ছবিযুক্ত পর্দা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৮৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের একখানা পাখির ছবিযুক্ত পর্দা। রাসূল (স) একদিন তা দেখতে পেয়ে বললেন, হে আয়েশা! একে পরিবর্তন করে ফেল। কেননা, আমি যখনই তা দেখতে পাই, তখনই দুনিয়া আমার স্মরণে এসে যায়।

নামাযের মধ্যে একগ্রতা অবশ্য করণীয়

হাদীস : ৪৮৭৬ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, আমাকে সংক্ষিপ্ত কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন সে নামাযকে নিজের জীবনের শেষ নামায মনে করে পড়বে। এমন কথা মুখ দিয়ে বের করো না, যার দরুন আগামীকাল ওযরখাহি করতে হবে এবং মানুষের হাতে যা আাছে তা হতে তোমার নৈরাশ্য সুদৃঢ় করে নাও।

খোদাভীরু লোকই রাসূল (স)-এর সাথী

হাদীস : ৪৮৭৭ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) তাঁকে ইয়ামান পাঠালেন, তখন রাসূল (স) তাঁকে নসীহত ও উপদেশ দিতে দিতে তাঁর সাথে বের হলেন। এ সময় মুয়ায ছিলেন, সওয়ারীতে আর রাসূল (স) ছিলেন পদব্রজে, সওয়ারী থেকে নীচে। অবসর হয়ে তিনি বললেন, হে মুয়ায! সম্ভবতঃ এ বছরের পর তুমি আমার দেখা পাবে না। এমনও হতে পারে তুমি আমার মসজিদ ও আমার কবরের পাশ দিয়ে পার হবে। এ কথা শুনে হযরত মুয়ায রাসূলুল্লাহ (স) বিচ্ছেদ চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতপর তিনি মদীনার দিকে তাকালেন এবং তাকে সামনে রেখে বললেন, নিশ্চয় ঐ সকল লোকেরাই আমার নিকটতম যারা খোদাভীরু, পরহেজগার। চাই তারা যে কেউ হোক এবং যে কোথাও থাকুক না কেন? -(উপরোক্ত হাদীস চারটি ইমাম আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন।

হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তর প্রশস্ত হয়

হাদীস : ৪৮৭৮ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অর্থ "আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়ত দান করার ইচ্ছে করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" অতপর রাসূল (স) বললেন, হেদায়েতের আলো যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন তা উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই অবস্থা জানার কোন চিহ্ন বা নিদর্শন আছে কি?বললেন, হাঁ, আছে। প্রতারণার ঘর থেকে দূরে সরে থাকা ও চিরস্থায় ঘরের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং মৃত্যু আসার আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।

দুনিয়ার প্রতি অনিহা ও স্বল্পালাপী ব্যক্তি জ্ঞানী

হাদীস : ৪৮৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও আবু খাল্লাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোন বান্দাকে দেখবে যে, তাকে দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও স্বল্পলাপ দান করা হয়েছে, তার নৈকট্য লাভ কর। কেননা, তাকে সূক্ষ্ম জ্ঞান দেয়া হয়েছে। -(ওপরের হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে রেওয়ায়ত করেছেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গরিবদের ফযিলত ও মহানবীর জীবন যাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

গরীবদের শপথ আল্লাহ পূরণ করেন

হাদীস : ৪৮৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন অনেক লোক। যাদের মাথার চুল এলোমেলো, মানুষের দুয়ার থেকে বিতাড়িত। যদি সে আল্লাহ নামে শপথ করে তবে তিনি তার শপথ পূরণ করেন।
-(মুসলিম)

দুর্বলদের উসিলায় রিযিক প্রদান করা হয়

হাদীস : ৪৮৮১ ॥ হযরত মুসআব ইবনে সাদ (রা) বলেন, হযরত সাদ (রা) নিজের সম্পর্কে মনে করলেন যে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের চেয়ে তাঁর অধিক মর্যাদা রয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিদের উসিলায় এবং তাদের দোয়ায় তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রিযিক দেয়া হয়। -(বোখারী)

নারী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই দোযখী

হাদীস : ৪৮৮২ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, যারা এতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশ গরীব মিসকীন। আর বিত্তবান-সম্পদশালী লোকেরা আটকা পড়ে আছে। তবে জাহান্নামীদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতপর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, তখন এতে যারা প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশ নারী সম্প্রদায়। −(বোখারী ও মুসলিম)

জান্নাতের অধিবাসীর অধিকাংশই গরীব

হাদীস : ৪৮৮৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি জান্নাতে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই হল গরীব-মিসকীন। আর জাহান্নামে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী সম্প্রদায়। −(বোখারী ও মুসলিম)

ধনীদের তুলনায় গরীবরা আগে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৮৮৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গরীব মুহাজিরগণ কিয়ামতের দিন ধনীদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। −(মুসলিম)

মানুষ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা ভাল

হাদীস : ৪৮৮৫ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করল। তখন তিনি তাঁর কাছে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে লোকটি গেল, তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সে বলল, ইনি তো সম্ভ্রান্ত লোকদের একজন। আল্লাহর কসম! ইনি এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যদি কাছে কোন নারীকে বিবাহের পয়গাম দেয় তখন তার সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। আর যদি কারও সম্পর্কে সুপারিশ করে তখন তার সুপারিশ গ্রহণ করা যাবে। এরপর রাসূল (স) কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। অতপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল। তিনি এই ব্যক্তি সম্পর্কেও তাকে জিজ্ঞেস করলেন এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? জবাবে সে বলল, এ ব্যক্তি তো গরীব মুসলমানদের একজন। সে তো এরই উপযোগী যে, যদি সে কোন নারীকে বিবাহের পয়গাম দেয তবে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে না। আর যদি সুপারিশ করে, তাও গ্রহণ করা হবে না। আর যদি সে কথা বলে তাও শোনা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, গোটা ভূপৃষ্ঠ তার ন্যায় লোকে ভরপুর থাকলেও তাদের সবার চেয়ে এ লোকটি উত্তম।

−(বোখারী ও মুসলিম)

নবী পরিবার একাধারে দুবেলা পেট পুরে খেতে পায়নি

হাদীস : ৪৮৮৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ (স)-এর পরিবারবর্গ লাগাতার দু দিন যবের রুটির খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি। এমতাবস্থায়ই রাসূল (স)-এর ওফাত হয়েছে। −(বোখারী ও মুসলিম)

খাদ্য খাওয়ার সময় একটু কম খেতে হয়

হাদীস : ৪৮৮৭ ॥ হযরত সাঈদ মাকবারী হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে দিয়ে চলে গেলেন, যাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল ভাজা করা বকরী। তারা খাওয়ার জন্য আবু হুরায়রাকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি এ বলে খেতে অস্বীকার করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অথচ তিনি যবের রুটি দ্বারাও পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। −(বোখারী)

রাসূলের পরিবারে একখানা শস্যও জমা হত

হাদীস : ৪৮৮৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে কিছু যবের রুটি ও গন্ধময় পুরাতন চর্বি নিয়ে এলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার এক ইহুদীর কাছে নিজে লৌহ বর্মটি গচ্ছিত রেখে পরিবারবর্গের জন্য কিছু যব ধার করে এনেছিলেন। রাবী বলেন, আমি হযরত আনাস(রা)-কে এটাও বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ (স)-এর পরিবারের কাছে কোন সন্ধ্যাকালেই এক সা গম বা এক সা খাদ্য দানাও অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তার স্ত্রী ছিলেন নয় জন। −(বোখারী)

টীকা ....

হাদীস নং : ৪৮৮০ ॥ অর্থাৎ, এমন নিঃস্ব ব্যক্তি, যে মানুষের ঘৃণিত ও অবহেলিত। কারও সাথে দেখা করতে চাইলে তাড়িয়ে দেয়, অথচ সে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। মোট কথা, হাদীসটির মর্মার্থ হল, গরীব বলে কাউকেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

গরীবদের জন্য রয়েছে আখেরাত

হাদীস : ৪৮৮৯ ॥ হযরত উমর (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি একখানা খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন ফরশ বা চাদর কিছুই ছিল না। ফলে চাটাই তাঁর দেহ মুবারকে চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল। আর তিনি টেক লাগিয়েছিলেন আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের ওপর। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা প্রদান করেন। পারসিক ও রোমীয়গণকে সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহর এবাদত করে না। রাসূল (স) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার কি এখনও এই ধারণাই রয়েছে? তারা তো এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পার্থিক যিন্দেগীতে নেয়ামতসমূহ আগাম প্রদান করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে–তুমি কি এটাতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়াপ্রাপ্ত হউক আর আমাদের জন্য থাকুক আখেরাত? –(বোখারী ও মুসলিম)

প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানেরা খুবই গরীব ছিল

হাদীস : ৪৮৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় আমি সোফফাবাসীদের মধ্যে থেকে সত্তর জন লোককে দেখেছি যে, তাদের কোন একজনের কাছেও একখানা চাদর ছিল না। হয় তো একখানা লুঙ্গী ছিল অথবা একখানা কম্বল, যা তারা নিজেদের ঘাড়ের সাথে পৌঁছিয়ে রাখত। এতে কারও অর্ধ গোড়ালী পর্যন্ত, আবার কারও টাখনু পর্যন্ত পৌঁছত। আর তারা তাকে নিজের হাতের দ্বারা ধরে রাখত-এ আশংকায় যেন সতর খুলে না পড়ে। –(বোখারী)

সবসময় নিচের দিকে তাকাতে হয়

হাদীস : ৪৮৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে যাকে মালে-সম্পদে, স্বাস্থ্য-সামর্থে অধিক দেয়া হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্ন মানের ব্যক্তির দিকে তাকায়। –(বোখারী ও মুসলিম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের প্রতি তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে চেয়ো না যে, তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এই নীতি অবলম্বন কর তা হলে আল্লাহ তোমাকে যেন নেয়ামত দান করেছেন, তাকে ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গরীবরা ধনীদের পাঁচশত বছর আগে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৮৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গরীবেরা ধনীদের পাঁচশত বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তা হবে কিয়ামতের অর্ধদিন। –(তিরমিযী)

মিসকিনরা ধনীদের চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৮৯৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ (স) বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ, মিস্‌কীন অবস্থায় মৃত্যু দান এবং মিসকীনের দলে হাশর কর। হযরত আয়েশা (রা) কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তারা ধনীদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! কোন মিসকীনকে তোমার দুয়ার থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান করিও। হে আয়েশা! মিসকীনদেরকে ভালবেসে তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিও। ফলে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তোমাকে কাছে রাখবেন। –(তিরমিযী ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

দুর্বলদের মাঝে আল্লাহ বিরাজমান

হাদীস : ৪৮৯৪ ॥ হযরত আবুদ দারদা (রা) রাসূল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে আমাকে অন্বেষণ কর। কেননা, তোমাদের দুর্বলদের উসিলায়ই তোমাদেরকে রিযিক দান করা হয়, অথবা বলেছেন, সাহায্য দান করা হয়। –(আবু দাউদ)

গরীবদের উসিলায় দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ৪৮৯৫ ॥ হযরত উমাইয়্যা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আসদি (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি গরীব মুহাজিরদের উসিলায় বিজয় কামনা করতেন। –(শরহে সুন্নাহ) যঈফ—১০৭৭

খারাপ লোকদের ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষা করতে নেই

হাদীস : ৪৮৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা কোন ফাসেক বদকারের ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষায় পতিত হয়ো না। কারণ, তুমি জান না মৃত্যুর পর সে কি অবস্থার সম্মুখীন হবে। নিশ্চয় তার জন্য আল্লাহর কাছে এমন সংহারকারী রয়েছে যার মৃত্যু নেই, অর্থাৎ আগুন। –(শরহে সুন্নাহ)

যঈফ—১১০০

দুনিয়া ত্যাগ করলে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পাবে

হাদীস : ৪৮৯৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়া হল মুমিনদের জন্য কয়েদখানা ও দুর্ভিক্ষ। আর যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করল তখন সে জেলখানা ও দুর্ভিক্ষ উভয়টি থেকে পরিত্রাণ পেল। অর্থাৎ মুমিন সাধারণত দুনিয়ার জীবনে অভাব-অনটন এবং বিভিন্ন ধরনের অপবাদ-বিপদে লিপ্ত থাকে। -(শরহে সুন্নাহ)

আল্লাহকে ভালবাসলে দুনিয়া থেকে হেফাযত করেন যঈফ-১১০১

হাদীস : ৪৮৯৮ ॥ হযরত কাতাদাহ ইবনে নোমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে দুনিয়া হতে এমনভাবে হেফাযত করেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ আপন রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

যার মাল কম হবে তার হিসাবও কম হবে

হাদীস : ৪৮৯৯ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে লবীদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম সন্তান দুটি জিনিসকে না পছন্দ করে। সে মৃত্যুকে না পছন্দ করে অথচ মুমিনের পক্ষে ফেৎনায় পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক উত্তম। আর সে মাল-সম্পদের স্বল্পতাকে না পছন্দ করে, অথচ মালের স্বল্পতা পরকালে হিসব-নিকাশ কম হয়। -(আহমদ)

দ্বীনদার মানুষ সাধারণত দরিদ্র হয়

হাদীস : ৪৯০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এসে বলল, আমি আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বললেন, একবার ভেবে দেখ তুমি কি বলছ? সে আবার বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে মহব্বত করি। এভাবে সে তিনবার বলল। এবার তিনি বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে দরিদ্রতারবর্ম প্রস্তুত করে রাখ। কেননা, যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে, দরিদ্রতা তার কাছে বন্যার গতি চেয়ে তার দিকে অতি দ্রুত পৌঁছে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।) যঈফ-১১০২

দ্বীন প্রচারের জন্য রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন

হাদীস : ৪৯০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় আমাকে যে পরিমাণ ভয় দেখান হয়েছে আর কাউকেও সে পরিমাণ ভয় দেখান হয়নি। আর আল্লাহর রাস্তায় আমাকে যে পরিমাণ কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর কাউকেও এভাবে কষ্ট দেওয়া হয়নি এবং আমার ওপর ত্রিশটি দিবারাত এ অবস্থায় অতিবাহিত করা হয়েছে যে, আমার ও বেলালের জন্য এমন কোন খাদ্যবস্তু ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে। শুধু এ পরিমাণ কিছু ছিল যা বেলালের বগল লুকিয়ে রাখত। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন

হাদীস : ৪৯০২ ॥ হযরত আবু তালহা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের পেটের ওপর এক একখানা পাথর বাঁধা; জামা তুলে তা দেখালাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) নিজের কাপড় তুলে নিজের পেটের ওপর বাঁধা দুখানা পাথর দেখালেন। -(তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

প্রচণ্ড ক্ষুধার মধ্যে একটি খেঁজুর খেতেন যঈফ-১১০৩

হাদীস : ৪৯০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত একবার সাহাবীরা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন রাসূল (স) তাদেরকে এক একটি করে খেঁজুর দিলেন। -(তিরমিযী) যঈফ-১১০৪

ধর্মের দিকে নিজের চেয়ে উচ্চমানের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত

হাদীস : ৪৯০৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, দুটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান আছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। দ্বীনী ব্যাপারে যে ব্যক্তি নিজের চাইতে উত্তম ও উচ্চমানের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে তা অনুসরণ করে এবং পার্থিব ব্যাপারে সে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে নিম্নস্তরের। সুতরাং সে আল্লাহর প্রশংসা করে যে, আল্লাহ তাঁকে এ ব্যক্তির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে শোকরগোজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর দ্বিতীয়টি হল, যে ব্যক্তি দ্বীনদারীর ব্যাপারে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে নিম্নস্তরের আর পার্থিব ব্যাপারে সে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে উচ্চ পর্যায়ের এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে ঐ সকল বস্তুর জন্য যা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ শোকরগোজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন না। -(তিরমিযী। হযরত আবু সাঈদের বর্ণিত হাদীস ফাযালে কোরআন-এর পরের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।) যঈফ-১১০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবা (রা) গণ ছিলেন অশেষ ধৈর্যশীল

হাদীস : ৪৯০৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান হুবলী (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদিন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি ঐ সমস্ত গরীব মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নই? তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তাকে বললেন, আচ্ছা! তোমার স্ত্রী আছে কি? যার কাছে তুমি প্রশান্তি লাভ কর? সে বলল, হাঁ, আছে। আবদুল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমার থাকার এমন কোন ঘর আছে কি? যেখানে তুমি অবস্থান কর? সে বলল, হাঁ। তখন আবদুল্লাহ বললেন, তবে তো তুমি ধনীদের একজন। এবার লোকটি বলল, আমার একজন খাদেমও আছে। তখন আবদুল্লাহ বললেন, তবে তো তুমি বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী আবু আবদুর রহমান বলেন, একদিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিন জন লোক এসে আবদুল্লাহকে বলল, হে আবু মুহম্মদ! আমরা আল্লাহর কসম করে বলতেছি, আমরা কোন কিছুর সামর্থ রাখি না। আমাদের কাছে খরচপাতি নেই, সওয়ারীর জানোয়ার নেই এবং অন্য কোন মালসামানাও নেই, তখন আবদুল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি চাও? যদি তোমরা কিছু পেতে চাও, তবে তোমরা আবার আমার কাছে এসে। তখন আমি তোমাদেরকে তা প্রদান করব যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিবেন। আর যদি তোমরাও চাও তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে বাদশাহর কাছে সুপারিশ করব। আর যদি তোমরা চাও তবে ধৈর্যধারণ কর। কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় গরীব মুহাজেরীন কিয়ামতের দিন মালদাদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একথা শুনে তারা বলে ওঠল, আমরা ধৈর্যধারণ করব, আমরা আর কিছুই চাইব না। -(মুসলিম)

গরীবরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৯০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে নববীতে বসেছিলাম, তখন গরীব মুহাজেরিনগণও গোল হয়ে একস্থানে বসেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রাসূল্লাহ (স) প্রবেশ করলেন, এবং তাদের কাছে বসে গেলেন, অতপর আমি উঠে তাদের কাছে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, গরীব মুহাজেরদেরকে এ সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়া উচিত, যাতে তাদের চেহারায় আনন্দ ফুটে উঠে। তারা ধনবান মুহাজেরীনদের চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। তিনি বলেন, তখন আমি দেখলাম যে, তাদের চেহারার বর্ণ উজ্জ্বল হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, এমনকি আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগল, হায়! যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম অথবা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। -(দারেমী)

নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকাতে হয়

হাদীস : ৪৯০৭ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাসূল (স) আমাকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন, ১। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, গরীব-মিসকীনদের ভালবাসার এবং তাদের নৈকট্য লাভের। ২। আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাই, যে আমার চাইতে নিম্নস্তরের এবং ঐ ব্যক্তির দিকে যেন না তাকাই, যে আমার চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। ৩। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করি, যদিও তারা তাকে ছিন্ন করে। ৪। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কারও কাছে কোন জিনিসের সওয়াল না করি। ৫। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন ন্যায় ও সত্য কথা বলি, যদিও তা তিক্ত হয়। ৬। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করি। ৭। এবং তিনি আমাকে এ নির্দেশও দিয়েছেন, আমি যেন অধিকাংশ সময় لاحول ولاقوة الابالله পড়ি। কেননা, এ কথাগুলো আরশের নীচের কোষাগার থেকে আগত। -(আহমদ)

রাসূল (স) নারী, খাদ্য ও সুগন্ধি ভালবাসতেন

হাদীস : ৪৯০৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) দুনিয়ার মধ্য থেকে তিনটি জিনিসকে ভালবাসতেন। খাদ্য, নারী ও সুগন্ধি। এর মধ্যে দুটি তিনি লাভ করেছিলেন, আর একটি লাভ করেননি। লাভ করেছিলেন, নারী ও সুগন্ধি। লাভ করেননি খাদ্য। -(আদমদ)

নামাযের দ্বারা চোখের শীতলতা আসে

হাদীস : ৪৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে অতি প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর আমার চক্ষু শীতলতা রাখা হয়েছে নামাযের মধ্যে। -(আহমদ ও নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ)

বিলাসী জীবন অকল্যাণকর

হাদীস : ৪৯১০ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তাঁকে ইয়ামান দেশে পাঠালেন তখন তাঁকে বললেন, নিজেকে বিলাসিতা থেকে বাঁচিয়ে রেখ। কেননা, আল্লাহর খাছ বান্দাগণ বিলাসী জীবনযাপন করেন না। -(আহমদ)

অল্প রিযিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়

হাদীস : ৪৯১১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে পরিতৃপ্ত ও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার অল্প আমলেই সন্তুষ্ট হন। যঈফ-১১০৭

প্রয়োজনের কথা গোপন রাখলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ৪৯১২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অভুক্ত ও অভাবী ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা মানুষের কাছে গোপন করে। তখন আল্লাহর যিম্মায় এ ওয়াদা রয়েছে, যে তিনি হালালভাবে এক বছরের রিযিক তাঁকে পৌঁছাবেন। -(হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) ১১০৮ (মুনকার)

অবৈধ পন্থা থেকে যে বেঁচে থাকে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন

হাদীস : ৪৯১৩ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যে বান্দা তাঁর ঈমানদার, গরীব, পরিবারে বোঝা বহনকারী, অবৈধ উপায় থেকে বেঁচে থাকে, এমন বান্দাকে ভালবাসেন।

যঈফ-১১০৯ -(ইবনে মাজাহ)

ভাল জিনিস ভোগ করা দুনিয়াতে প্রতিদান স্বরূপ

হাদীস : ৪৯১৪ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা) পান করার জন্য পানি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে এমন পানি আনা হল যাতে মধু মিশ্রিত ছিল। তখন তিনি বললেন, এ পানি খুব সুস্বাদু বটে। তবে আমি আল্লাহ তায়ালাকে এমন এক কওমের ওপর দোষারোপ করতে শুনেছি যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তোমাদের দুনিয়ার যিন্দেগীতেই তোমাদের প্রাপ্ত নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করেছ। সুতরাং আমি আশংকা করছি, আমাদেরকেও আগে-ভাগে দুনিয়াতে তাড়াতাড়ি আমাদের নেক কাজের প্রতিদান দেয়া হচ্ছে কি না? এ বলে তিনি আর তা পান করলেন না। -(রযীন) যঈফ-১১১০

পরিতৃপ্তভাবে আহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯১৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, খয়বার জয় করা পর্যন্ত খেঁজুর দ্বারাও পরিতৃপ্ত হইনি।-(বোখারী)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আশাও লোভ-লালসা প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) একটি নকশা এঁকে সাহাবাদের বোঝালেন

হাদীস : ৪৯১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং তার মধ্যে একটি রেখা টানলেন যা চতুর্ভুজ অতিক্রম করে বাইরে চলে গিয়েছে। অতপর মধ্য রেখাটির উভয় পাশে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা এঁকে বললেন, এটা মানুষ। আর এটা তার বয়সের সীমা, যা তাকে ঘিরে রয়েছে। আর ঐ রেখার বাইরের অংশটি তার আকাঙ্ক্ষা। আর এই সব ছোট রেখাগুলো তার বিপদ-মুসীবত। যদি সে একটি বিপদ থেকে রক্ষা পায় তবে পরবর্তী বিপদে আক্রান্ত হয়। যদি সেটা হতেও রক্ষা পায় তবে এর পরেরটিতে আক্রান্ত হয়। -(বোখারী)

রেখায় আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু নির্দেশ করলেন

হাদীস : ৪৯১৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকটি রেখা আঁকলেন। তারপর বললেন, এটা আকাঙ্ক্ষা। আর এটি তার আয়ু। এ অবস্থায় আশা-আকাঙ্ক্ষায় মধ্যে হঠাৎ নিকটতম রেখাটি তার দিকে এগিয়ে আসে। -(বোখারী)

মানুষের দুটি জিনিস বৃদ্ধি পেতে থাকে

হাদীস : ৪৯১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দুটি জিনিস তার মধ্যে জওয়ান হয়-সম্পদের প্রতি মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা। -(বোখারী ও মুসলিম)

বৃদ্ধ লোক দুটি জিনিসের কামনা করে

হাদীস : ৪৯১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দুটি ব্যাপারে সর্বদা জওয়ান হয়ে থাকে দুনিয়ার মহব্বত ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর বান্দা ওজরের অবকাশ রাখে না

হাদীস : ৪৯২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসুল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ওযরের অবকাশ রাখেন নি যার মৃত্যুকে বিলম্বিত করে ষাট বৎসরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। –(বোখারী)

মানুষের পেট মাটি ছাড়া পূর্ণ হয় না

হাদীস : ৪৯২১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (স) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি দেয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। বস্তুতঃ আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারবে না; আর যে আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

–(বোখারী ও মুসলিম)

দুনিয়াতে মুসাফিরের মত জীবনযাপন করত হয়

হাদীস : ৪৯২২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, দুনিয়াতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে কর। –(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যু অধিক দ্রুতগামী

হাদীস : ৪৯২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছ দিয়ে এমন সময় চলে গেলেন তখন আমি ও আমার মা মাটি গারা দ্বারা মেরামতের কিছু কাজ করছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! কি করছ? আমি বললাম, একটি খণ্ড আমরা তা মেরামত করছি। তিনি বললেন, মৃত্যু ওটার চেয়ে অধিক দ্রুতগামী। –(আহমদ ও তিরমিযী)

প্রস্রাব করার সাথে সাথে তায়াম্মুম করতে হয়

হাদীস : ৪৯২৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) পেশাব করার পর মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতেন। আমি বলতাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! পানি তো আপনার কাছে তিনি বলতেন, আমি কিরূপ জানব যে, আমি সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কিনা? –(শরহে সুন্নাহ ও কিতাবুল ওফা ইবনে জাওযী)

মানুষের আকাঙ্ক্ষা সর্বোচ্চ

হাদীস : ৪৯২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, এটা হল মানুষের আর এটা হল তার জীবন সীমা। একথা বলে তিনি তার পিছনে হাত রাখলেন। অতপর হাত প্রসারিত করলেন, এস্থানে মানুষের আকাঙ্ক্ষা।

–(তিরমিযী)

মানুষ মোহের সাগরে ডুবে যাবে

হাদীস : ৪৯২৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ (স) নিজের সম্মুখে মাটিতে একটি কাঠি গাড়লেন এবং তার পাশে আরেকটি গাড়লেন। অতপর আরেকটি গাড়লেন তা থেকে অনেক দূরে। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটা কি? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, মনে কর, এ প্রথম কাঠিটি হল মানুষ। আর দ্বিতীয়টি হল তার মৃত্যু। আবু সাঈদ খুদরী (রা) সন্দেহজনকভাবে বলেন, দূরবর্তী তৃতীয় কাঠিটির প্রতি ইংগিত করে রাসূল (স) বলেছেন, এটা হল তার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা। এদিকে সে মোহের সাগরে ডুবে থাকে অপরদিকে তা পূর্ণ না হতেই মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে। –(শরহে সুন্নাহ)

মানুষ ষাট-সত্তর বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে

হাদীস : ৪৯২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উম্মতের বয়সের সীমা ষাট থেকে সত্তর বৎসর পর্যন্ত। –(তিরমিযী)

মানুষের বয়স একমাত্র আল্লাহ অবগত

হাদীস : ৪৯২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের বয়স ষাট বছর থেকে সত্তর বছরের মধ্যবর্তী এবং এমন লোকের সংখ্যা কম হবে যারা তা অতিক্রম করবে। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোভ ও লালসা অনিষ্টের মূল কারণ

হাদীস : ৪৯২৯ ॥ হযরত আমর ইবনে ও শোআইব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এ উম্মতের মধ্যে কল্যাণের সূচনা হল একীন ও বিশ্বাস এবং বিরাগ অবলম্বন করা। আর অনিষ্টতার মূল হল কার্পন্য ও লোভ-লালসা। -(বায়হাকী)

দুনিয়ার প্রতি মোহকে খাট করা প্রকৃত পরহেযগারী

হাদীস : ৪৯৩০ ॥ হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেছেন, দুনিয়াতে খসখসে মোটা পোশাক পরিধান করা এবং স্বাদবিহীন খাদ্য ভক্ষণ করা বুযুর্গী বা পরহেযগারী নয়। বরং প্রকৃত পরহেযগারী হল দুনিয়ার প্রতি মোহকে খাট রাখা।

-(শরহে সুন্নাহ)

হালাল উপার্জন পরহেজগারির লক্ষণ

হাদীস : ৪৯৩১ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, আমি হযরত ইমাম মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, দুনিয়াতে যেহাদ বা পরহেজগারী কাকে বলে? উত্তরে তিনি বলেন, হালাল উপার্জন এবং আকাঙ্ক্ষা খাট রাখা। -(রায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

ষড়বিংশ অধ্যায়

এবাদতের জন্য হায়াত ও দৌলতের আকাঙ্ক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ নির্জনে ইবাদতকারী বান্দাকে ভালবাসেন

হাদীস : ৪৯৩২ ॥ হযরত সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পরহেজগার, মালদার ও নির্জনে এবাদতকারী বান্দাকে ভালবাসেন। -(মুসলিম)

হযরত ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, দুটি বস্তু ছাড়া অন্য কিছুতেই ঈর্ষা নেই। ফাযায়েলে কোরআন-এর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার আমল ভাল সেই প্রকৃত ভাল মানুষ

হাদীস : ৪৯৩৩ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন, যার হায়াত দীর্ঘ হয় এবং আমল ভাল থাকে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, মন্দ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার বয়স দীর্ঘ হয়, কিন্তু আমল খারাপ থাকে। -(আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী)

মানুষ জীবিত থাকলে আমল বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৯৩৪ ॥ হযরত উবায়দা ইবনে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) দু ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। তাদের একজন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেল। অতপর দ্বিতীয় জন তার এক সপ্তাহ অথবা এর কাছাকাছি সময়ে মৃত্যুবরণ করল। লোকেরা এই ব্যক্তির জানাযা পড়ে অবসর হলে রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি দোয়া পড়েছ? তারা বলল, আমরা আল্লাহর কাছে এ দোয়া করেছি তিনি যেন তাকে মাফ করে দেন, তার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাকে তার শহীদ বন্ধুর সাথে মিলিত করেন। তখন রাসূল (স) বললেন, এ ব্যক্তির নামায এবং অন্যান্য নেক আমল কোথায় গেল যা সে তার শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুর পরে আদায় করেছিল? অথবা তিনি বলেছেন, শহীদ ভাইয়ের রোযার পরে এ ব্যক্তি যে কয়দিন নিজে রোযা রেখেছিল? বস্তুতঃ তাদের উভয়ের মর্যাদার ব্যবধান আসমান ও যমীনের মধ্যেকার দূরত্বের সমপরিমাণ। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ভিক্ষা করলে অভাব মোচন হয় না

হাদীস : ৪৯৩৫ ॥ হযরত আবু কাবশা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (স)- কে বলতে শুনেছেন, এমন তিনটি ব্যাপার আছে, যার সত্যতার ওপর আমি শপথ করতে পারি এবং আমি তোমাদের সামনে অপর একটি হাদীস বর্ণনা করব, তাকে ভালভাবে স্মরণ রাখবে। আর যেই ব্যাপারে আমি শপথ করছি তা হল-(ক) সদকা-খয়রাতের দরুন কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস হয় না। (খ) যে মযলুম বান্দা জুলুমের শিকার হয়ে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তায়ালা তার সম্মান

বৃদ্ধি করবেন। (গ) আর যে বান্দা ভিক্ষার দ্বারা উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তায়ালা তার অভাব ও দরিদ্রতার দরজা খুলে দেন। অতপর তিনি বললেন আমি যে হাদীসটি তোমাদেরকে বলব, তাকে খুব ভালভাবে সংরক্ষণ কর। তা হল-প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হল চার শ্রেণীর লোকের জন্য। (১) এমন বান্দা আল্লাহ যাকে মাল ওএলম উভয়টি দান করেছেন। তবে সে তা খরচ করতে আপন রব্বকে ভয় করে অর্থাৎ হারাম পথে ব্যয় করে না। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মালের হক মোতাবেক আমল করে (অর্থাৎ খরচ করে) এই ব্যক্তির মর্যাদা সর্বোত্তম। (২) এমন বান্দা-যাকে আল্লাহ এলম দান করেছেন, কিন্তু তাকে সম্পদ দান করেননি। তবে সে এই সত্য এবং সঠিক নিয়তে বলে, যদি আমার মালসম্পদ থাকত তা হলে আমি অমুকের ন্যায় নেকির পথে খরচ করতাম। এ দু ব্যক্তির সওয়াব এক সমান। (৩) এমন বান্দা-যাকে আল্লাহ মাল-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু এলম দান করেননি। তার এলম না থাকার দরুন সে নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, এত হক পথে ব্যয় করে না। সে আকাঙ্ক্ষা করে বলে, যদি আমার কাছে মাল থাকত, তা হলে আমি তা অমুক ব্যক্তির মত ব্যয় করতাম। এই বান্দাও তার এ মন্দ নিয়তের দরুন গুনাহর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির সমান। -(তিরমিযী তিনি বলেছেন এ হাদীসটি সহীহ)

আল্লাহ পাকের নিয়োজিত পন্থায় কল্যাণ আসে

হাদীস : ৪৯৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে ভাল কাজে নিয়োজিত করেন। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে তার দ্বারা ভাল কাজ করান? তিনি বললেন, মৃত্যুর পূর্বে তাকে ভাল কাজ করার তওফীক দান করেন। -(তিরমিযী)

আল্লাহ পাকের ক্ষমার আশা করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯৩৭ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় আয়ত্তাধীনে রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জন্যে নেকী পুঁজি সংগ্রহ করেছে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সবল ও বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তির অনুয়ারী হয়ে আল্লাহর প্রতি ক্ষমার আশা পোষণ করে, বস্তুতঃ সেই অক্ষম।

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ভয় করলে সম্পদে কোন দোষ নেই

হাদীস : ৪৯৩৮ ॥ হযরত রাসূলুল্লাহ (স) এর জনৈক সাহাবী (রা) বলেন, একদিন আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম, এমন সময় রাসুল (স) আমাদের মধ্যে এ অবস্থায় আগমন করলেন যে, তাঁর মাথায় পানির চিহ্ন ছিল। আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা আপনাকে প্রফুল্ল দেখছি। তিনি বললেন, হাঁ, ঠিকই। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর লোকজন মাল সম্পদের আলোচনায় লিপ্ত হলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য সম্পদশালী হওয়াতে কোন দোষ নেই। বস্তুতঃ মুত্তাকীর জন্য সুস্থ হওয়া সম্পদশালী হওয়ার চেয়ে অনেক উত্তম এবং মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ পাকের নেয়ামতসমূহের অন্যতম একটি নেয়ামত। -(আহমদ)

মাল সম্পদ মুমিনদের ঢাল স্বরূপ

হাদীস : ৪৯৩৯ ॥ হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেছেন, অতীতকালে মাল-সম্পদকে অপছন্দ করা হত। কিন্তু আজককাল মাল-সম্পদ হল মুমিনের জন্য ঢালস্বরূপ। তিনি আরও বলেছেন, যদি আমাদের কাছে এসব দীনার না থাকত তাহলে এ সকল রাজা-বাদশাহগণ আমাদেরকে হাত মোছার রুমাল বানিয়ে ফেলত। অর্থাৎ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত। তিনি আরও বলেছেন, যার হাতে এ মাল-সম্পদের কিছু পরিমাণ আছে, সে যেন অবশ্যই তার সঠিক ব্যবহার করে। কেননা, বর্তমান সময় যদি কেউ অভাবে পতিত হয়, সে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া লাভ করবে। সুফিয়ান আরও বলেছেন, হালালভাবে অর্জিত মালের মধ্যে এসরাফের অবকাশ নেই। -(শরহে সুন্নাহ)

মানুষের বয়স সীমা সাধারণত ষাট বছর

হাদীস : ৪৯৪০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী এ ঘোষণা করবেন, ষাট বছর বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেরা কোথায়? এ বয়সের এমন একটি সীমা, যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কোন উপদেশগ্রহণকারীর উপদেশ গ্রহণ করতে পার? অথচ তোমাদের কাছে ভীতি প্রদর্শনকারী এসেছেন। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) মিশ্কা-৫১১৯

দুনিয়ায় নেক কাজে থাকলে আমল বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৯৪১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বলেন, একদিন আমরা গোত্রীয় তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-

এর খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এদের দায়িত্ব নিতে পার? তালহা (রা) বললেন, আমি। সুতরাং তারা তালহার কাছে থাকতে লাগল, এরপর একসময় রাসূলুল্লাহ (স) কোন এক অভিযানে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন, তখন তাদের একজন ঐ সেনাদলের সাথে বের হল এবং যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) আরেকটি সেনাদল পাঠালেন। এ দলের সাথে দ্বিতীয় একজন বের হল এবং সেও শহীদ হল। এরপর তৃতীয়জন আপন বিছানায় মৃত্যুবরণ করল। বর্ণনাকারী ইবনে শাদ্দাদ বলেন, হযরত তালহা (রা) বললেন, এরপর আমি এক সময় উক্ত ব্যক্তিত্রয়কে বেহেশতের মধ্যে দেখতে পেলাম এবং এটাও দেখলাম যে, আপন বিছানা মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিটি তাদের সামনে রয়েছে এবং দ্বিতীয় অভিযানে শহীদ ব্যক্তিটি রয়েছে তার পিছনে, আর এরও পিছনে রয়েছে প্রথম ব্যক্তি। তাদের এ ক্রমিক মানে আমার মনে একটি খটকা জাগাল। সুতরাং এই কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি বললেন, কিসে তুমি আশ্চর্যান্বিত হলে? যে ঈমানদার ইসলামের মধ্যে হতে তাসবীহ তাকবীর ও তাহলীল আদায় করার জন্য অতিরিক্ত বয়সের সুযোগ পেয়েছে এমন মুমিন অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অন্য কেউ উত্তম নয়। -(আহমদ)

জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর ;আনুগত্য করতে হয়

হাদীস : ৪৯৪২ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু আমীর (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি রাসূল (স)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেছেন, যেই বান্দা জন্মদিন থেকে আল্লাহর আনুগত্যে ও বন্দেগীতে নতশীর থেকে বার্ধক্যে মৃত্যুবরণ করে, সে কিয়ামতের দিন তার কৃত এবাদত-বন্দেগীকে খুবই নগণ্য মনে করবে এবং এ আকাঙ্ক্ষা করবে যদি তাকে পুনরায় দুনিয়াতে ফেরৎ পাঠান হয় তবে সে নেক আমল করে আরও অধিক সওয়াব হাসিল করতে সক্ষম হত।

-(আহমদ)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

তাওয়াক্কুল ও ছবর প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে সে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৯৪৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসুল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা হল ঐ সকল লোক যারা মন্ত্র-তন্ত্র করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তারা নিজেদের পরওয়ারদেগারের উপর ভরসা রাখে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতে বড় জামাত হবে যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন

হাদীস : ৪৯৪৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বাইরে এসে বললেন, উম্মতদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়। একজন নবী যাচ্ছেন, তার সঙ্গে রয়েছে মাত্র একজন লোক। আরেক জন নবী, তার সঙ্গে রয়েছে কেবল দু জন লোক। অন্য এক নবীর সাথে রয়েছে একদল লোক। একজন নবী এমনও ছিলেন, যার সাথে কেউ ছিল না। অতপর দেখলাম এক বিরাট জামাত যা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম এ জামাতটি যদি আমার উম্মত হত! এ সময় বলা হল, এটা হযরত মূসা (আ) ও তাঁর জাতি। অতপর আমাকে বলা হল, আপনি ভাল করে নজর করুন। তখন আমি দিগন্ত জোড়া একটি বিশাল জামাত দেখলাম। এ সময় আমাকে আবার বলা হল, আপনি এইদিক-ঐদিক দেখুন। তখন আমি বিরাট জামাত দেখতে পেলাম। যা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। এরপর আমাকে জানান হল, এরা আপনার উম্মত। এদের অগ্রভাগে সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সকল লোক যারা অশুভ-অমঙ্গল চিহ্ন বা লক্ষণ মানে না। ঝাড়-ফুঁক বা মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারে না এবং দাগ লাগায় না। তারা আপন পরওয়ারদেগারের ওপর ভরসা রাখে। তবে উককাশা ইবনে মিনছাহ দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি এ বলে দোআ করলেন, হে আল্লাহ! তাকেও তাদের মধ্যে শামিল কর। এর পর আরেক ব্যক্তি ওঠে দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন, আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে উককাশ তোমার আগে সুযোগ নিয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিপদ এলে ছবর করা কল্যাণকর

হাদীস : ৪৯৪৫ ॥ হযরত সুহায়ব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য মঙ্গলময়। আর এটা একমাত্র মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। তার স্বচ্ছলতা অর্জিত হলে সে শোকর করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। তার ওপর কোন বিপদ এলে সে ছবর করে, এও তার জন্য কল্যাণকর। -(মুসলিম)

কাজের মধ্যে যদি শব্দ দ্বারা শয়তানের পথ পরিষ্কার হয়

হাদীস : ৪৯৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শক্তিশালী মুমিন দুর্বল ঈমানদার থেকে অধিক উত্তম ও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। আর দ্বীনী যে কাজে তোমার উপকার হবে, তার প্রতি আগ্রহ রাখ এবং আল্লাহ তায়ালার মদদ কামনা কর। দুর্বলতা প্রদর্শন কর না। যদি কোন কাজে কিছু ক্ষতি সাধিত হয় তখন তুমি এভাবে কর না। যদি আমি কাজটি এভাবে করতাম তা হলে আমার এই এই ভাল হত। বরং বল, আল্লাহ ইহা তকদীরে রেখেছিলেন, আর তিনি যা চান তাই করেন। যদি শব্দটি শয়তানের কাজের পথকে উন্মুক্ত করে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহতে ভরসা করলে অনুরূপ রিযিক প্রাপ্ত হয়

হাদীস : ৪৯৪৭ ॥ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভরসা কর তা হলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযক দান করবেন, যেরূপ পাখিকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে ফিরে আসে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আদেশ নিষেধ মানতে হবে

হাদীস : ৪৯৪৮ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে লোকসকল! এমন কোন জিনিস নেই, যা তোমাদেরকে বেহেশতের নিকটবর্তী করতে পারে, দোযখ থেকে দূরে রাখতে পারে তা তাছাড়া, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছি। আর এমন কোন বস্তু নেই যা তোমাদেরকে দোযখের কাছাকাছি করতে পারে এবং বেহেশত থেকে দূরে রাখতে পারে তা ছাড়া, যা আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। হযরত রুহুল আমীন আরেক বর্ণনায় আছে, রুহুল কুদ্দুছ আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, কোন দেহ তার রিযিক পরিপূর্ণভাবে ভোগ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মাল-সম্পদ উপার্জনে উত্তম নীতি অবলম্বন কর। কাঙ্ক্ষিত রিযিক পৌঁছানোর বিলম্বতা যেন তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানীর পথে তা অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ না করে। কেননা, আল্লাহর কাছে যা নির্ধারিত রিযিক আছে তা আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অর্জন করা যায় না। -(আল্লামা বাগাবী শরহে সুন্নাতে এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। তবে وان روح القدس এই বাক্যটি বায়হাকী বর্ণনা করেননি।

আল্লাহর কুদরতী হাতের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত

হাদীস : ৪৯৪৯ ॥ হযরত আবু যার (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা এবং ধন-সম্পদকে ধ্বংস করার নাম দুনিয়া বর্জন নয়; বরং প্রকৃত দুনিয়া বর্জন হল, আল্লাহ তায়ালার কুদরতী হাতে যা আছে তা অপেক্ষা তোমার হাতে যা আছে তাকে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে না করা এবং যখন তোমার ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সেই বিপদ তোমার ওপর পতিত হওয়ার পরিবর্তে সওয়াবের আশায় তা বাকী থাকার প্রতি আগ্রহ বেশি হাওয়া। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যঈফ - ১১১২

আল্লাহর হক আদায় করলে আল্লাহ সাথে থাকেন

হাদীস : ৪৯৫০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন আমি রাসুল (স)-এর সওয়ারীর পিছনে বসেছিলাম। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, আল্লাহ তোমাকে হেফাযতে রাখবেন। আল্লাহর হক আদায় কর, তবে তুমি আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। আর যখন তুমি কারও কাছে কিছু চাইবার ইচ্ছে করবে তখন আল্লাহর কাছে চাইবে। এবং যখন কারও কাছে সাহায্য চাইতে হয় তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ! যদি সমস্ত মাখলুক একত্র হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ছাড়া তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। অন্যদিকে যদি সকল মাখলুক সমবেতভাবে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ছাড়া তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (তোমার ভাগ্যের সব কিছু লেখার পর) কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং দফতরসমূহ শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

মানুষের উচিত আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

হাদীস : ৪৯৫১ ॥ হযরত সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আদম সন্তানের সৌভাগ্য হল আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা, আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য হল আল্লাহর কল্যাণ কামনা বর্জন করা। এবং এও আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।–(আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যঈফ-১১১৩

এক বেদুঈন রাসূল (স)-এর প্রতি তরবারি উত্তোলন করল

হাদীস : ৪৯৫২ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি নজদ অভিমুখে এক যুদ্ধ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলেন। যখন রাসূল (স) প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। সাহাবাগণ দ্বিপ্রহরের সময় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষরাজিতে ঢাকা একটি উপত্যকায় পৌঁছেন। রাসূল (স) সেখানে অবতরণ করেন। লোকজন ছায়া গ্রহণের জন্য বিভিন্ন গাছের নীচে ছড়িয়ে পড়ল। রাসূল (স) একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করে তাতে নিজের তরবারিখানা ঝুলিয়ে রাখলেন। এদিকে আমরাও একটু শুয়ে পড়লাম। এমন সময় রাসূল (স) আমাদেরকে ডাকতে লাগলেন। আমরা গিয়ে দেখলাম। তার কাছে এক বেদুঈন উপস্থিত রয়েছে। রাসূল (স) বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এ লোকটি এ সুযোগে আমার ওপরে আমার তলোয়ারখানাই উত্তোলন করেছিল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম তার হাতে কোষমুক্ত তরবারী রয়েছে এবং সে বলল, বল দেখি, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ আল্লাহ তিনবার। এরপর তিনি তাকে কোন শাস্তি দেননি এবং ওঠে বসলেন। –(বোখারী ও মুসলিম আর আবু বকর ইসমাঈলী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যখন বেদুঈন লোকটি তরবারী হাতে রাসূল (স)-কে লক্ষ্য করে বলল, বল দেখি, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ এতে তার হাত থেকে তলোয়ারখানা নীচে পড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তলোয়ার নিজে হাতে তুলে বললেন, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবেন? সে বলল, আশা করি আপনি উত্তম তরবারীধারণকারী হবেন। অর্থাৎ ক্ষমা করে দেবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আর আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। উত্তরে সে বলল, আমি একথা বলব না, তবে আপনার সাথে এ অঙ্গীকার করছি যে, আমি কখনও আপনার সাথে যুদ্ধ করব না এবং ঐ সব লোকদের সাথে থাকব না যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে। এরপর রাসূল (স) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে আপন সাথীদের কাছে এসে বলল, আমি মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি। এ বর্ধিত অংশটি হোমাইদী তার গ্রন্থে এবং ইমাম নববী রিয়াযুস সালেহীন কিতাবে বর্ণনা করেছেন।)

আল্লাহকে ভয় করলে মুক্তি পথ বের হয়

হাদীস : ৪৯৫৩ ॥ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোরআনের এমন একটি আয়াত আমি জানি, যদি লোকেরা তার প্রতি আমল করে, তবে তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।-তা হল-অর্থ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, তিনি তার মুক্তির রাস্তা তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক প্রদান করেন যা সে ধারণাও করতে পারে না।" –(আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) যঈফ-১১২৪

আল্লাহ পাকই ক্ষমতার আঁধার

হাদীস : ৪৯৫৪ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে এই আয়াতটি এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ "আমিই রিযিকদাতা, ক্ষমতার আঁধার।" –(তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ)

একজনের উসিলায় অন্যজনের রিযিক বরাদ্দ হয়

হাদীস : ৪৯৫৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় এমন দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আসত এবং অপর ভাই রুযী-রোযগার করত না। একদিন এ পেশাদার ভাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ঐ ভাইয়ের সম্পর্কে অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেন, হতে পারে যে, তোমার সেই ভাইয়ের উসিলায় তোমাকে রিযিক প্রদান করা হচ্ছে। –(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ গরীব)

আল্লাহর ওপর ভরসা করলে নিরাপদ থাকা যায়

হাদীস : ৪৯৫৬ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক উপত্যকায় মানুষের অন্তরের ঘাটি রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অন্তরকে উক্ত প্রত্যেক ঘাটির দিকে ধাবিত করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার যে কোন ঘাটিতে ধ্বংস করতে পরওয়া করেন না। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি তার ঘাটিসসূহের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। –(ইবনে মাজাহ) যঈফ-১১২৫

আল্লাহর আনুগত্য করলে রহমত বর্ষিত হয়

হাদীস : ৪৯৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের মহাপরাক্রমশালী পরওয়াদেগার বলেন, যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করে, তা হলে আমি তাদেরকে রাতে বৃষ্টি বর্ষণ করব এবং দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে দেব, আর মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের শব্দ তাদেরকে শোনাব না। −(আহমদ)

আল্লাহর তরফ অফুরন্ত সাহায্য

হাদীস : ৪৯৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি তার পরিবার−পরিজনের কাছে এল এবং যখন দেখল তারা ক্ষুধা ও উপবাসে পড়ে আছে, তখন সে ময়দানের দিকে বের হয়ে গেল। অতপর তার স্ত্রী যখন দেখল তার স্বামী খাদ্যের তালাশে বাইরে চলে গিয়েছে। তখন সে আটা পেষার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট আরেক পাটের ওপর রাখল। অতপর চুলার কাছে গিয়ে তাতে আগুন জ্বালাল। এরপর দোয়া করল, আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের রিযিক দান কর। এরপর সে চাক্কির নীচের তাগারীটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখল তা ভর্তি হয়ে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর সে রুটি তৈরি করার জন্য চুলার কাছে গিয়ে দেখল যে, সেখানে পাত্রটি রুটির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে, বর্ণনাকারী বলেন, এরপর স্বামী ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারও কাছ হতে কিছু পেয়েছ? স্ত্রী বলল, হাঁ পেয়েছি। আমরা আমাদের রব্বের কাছ হতে পেয়েছি। অতপর সে লোকটি চাক্কির কাছে গিয়ে তার পাটটি খুলে রাখল এবং রাসূল (স)-এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করল, তিনি বললেন, যদি সে চাক্কীর পাটাটি না সরাত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা ঘুরতে থাকত। −(আহমদ)

রিযিক তার মালিককে খুঁজতে থাকে

হাদীস : ৪৯৫৯ ॥ হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দার রিযিক তাকে এভাবে খুঁজে বেড়ায় যেমন তার মৃত্যু তাকে খোঁজে। −(আবু নোআইম তাঁর হিলইয়াহ পুস্তকে)

নবীজী তাঁর জাতির জন্য বদদোয়া করতেন না

হাদীস : ৪৯৬০ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি যেন এখন রাসূল (স)-এর দিকে তাকিয়ে আছি যখন তিনি কোন একজন এমন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যাকে তার আপন কওমের লোকেরা প্রহার করে রক্তাক্ত করেছিল, আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন, আর বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার কওমের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। কেননা, তারা অজ্ঞ। −(বোখারী ও মুসলিম)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

রিয়া ও সুমআ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পাক মানুষের অন্তর দেখেন

হাদীস : ৪৯৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান। −(মুসলিম)

আল্লাহ পাক অংশীদার হতে মুক্ত

হাদীস : ৪৯৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি অংশীদারদের অংশীবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে তার সেই শিরকসহ বর্জন করি। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই। বস্তুত ঐ কাজ বা আমলটি তার জন্যই গণ্য হবে, যার জন্য সে করেছে। −(মুসলিম)

সুনাম অর্জনের জন্য কোন কাজ করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯৬৩ ॥ হযরত জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তার দোষ-ক্রটি লোক সমাজে প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মানুষকে দেখানোর জন্য কোন আমল করে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে লোক দেখানোর ব্যবহার করবেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

মুমিনের নগদ সুসংবাদ হল লোক তাকে ভালবাসে

হাদীস : ৪৯৬৪ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যে কোন নেক কাজ করে আর লোকেরা তার সেই কাজের দরুন তার প্রশংসা করে। অপর বর্ণনায় রয়েছে, এ কাজের কারণে লোকে তাকে ভালবাসে। তিনি বলেন, এটাই হল মুমিনের নগদ সুসংবাদ। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা যাবে না

হাদীস : ৪৯৬৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবু ফোযালা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে একত্রিত করবেন, যে দিন বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই দিন কোন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন আমল করতে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়েছে, সে যেন আল্লাহ ছাড়া ঐ ব্যক্তির কাছ হতে তার প্রতিদান অন্বেষণ করে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা অংশীদারীর অংশীবাদ থেকে পুরো মুক্ত। -(আহমদ)

নিজের আমলের কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে নিজের আমলের কথা শোনায়, আল্লাহ তায়ালা তার বদ উদ্দেশ্য কৃত আমলকে মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং তাকে হেয় ও অপমানিত করবেন। -(বায়হাকী)

পরকালের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তার কাজকর্ম গোপন হয়ে যায়

হাদীস : ৪৯৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে অমুখাপেক্ষী করে দেন এবং তার বিক্ষিপ্ত কাজকর্মগুলো তিনি গুছিয়ে দেন। এবং দুনিয়াবী সম্পদ তার কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আসে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের নিয়ত রাখে, আল্লাহ তায়ালা দারিদ্র্যতাকে তার চক্ষুর সামনে করে দেন। তার কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে যায়। অথচ সে দুনিয়াবী সম্পদের কেবল ততটুকু পায় যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। -(তিরমিযী)

আর আহমদ ও দারেমী হাদীসটি আবান এর মাধ্যমে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবাদত ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একদিন আমি আমার ঘরে নামায পড়ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার কাছে এল। সে আমাকে এ অবস্থায় দেখেছে বিধায় আমার মনে আনন্দ জাগল। তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, হে আবু হুরায়রা! তোমার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে, একটি হল গোপনীয়তার, আর দ্বিতীয়টি হল ইবাদত প্রকাশ হয়ে পড়ার। -(তিরমিযী। তিনি বরেছেন এ হাদীসটি গরীব।) যঈফ — ১১১৮

এক দল লোকের মুখের ভাষা হবে মিষ্টি

হাদীস : ৪৯৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানায় এমন কিছু সংখ্যক লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া হাসিল করবে। মানুষের দৃষ্টিতে বিনয়ভাব প্রকাশের জন্য মেষ-দুম্বার চামড়া পরিধান করবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনি অপেক্ষা মিষ্টি। অন্যদিকে তাদের অন্তর হবে বাঘের মত হিংস্র। আল্লাহ তায়ালা এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে বলেন, এরা কি আমাকে ধোঁকা দিতে যায়, নাকি আমার উপরে ধৃষ্টতা পোষণ করছে? আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের ওপর তাদের মধ্য হতে এমন বিপদ প্রেরণ করব যাতে তাদের বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও দিশেহারা হয়ে পড়বে। -(তিরমিযী) যঈফ — ১১১৭

এক ধরনের প্রাণী আছে যাদের মুখের ভাষা চিনির চেয়েও মিষ্টি

হাদীস : ৪৯৭০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মহান কল্যাণময় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি এমন কতিপয় মাখুলক সৃষ্টি করেছি যাদের মুখের বাণী চিনির চেয়ে সুমিষ্টি। আর তাদের অন্তর মুছাব্বর অপেক্ষা তিক্ত। আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের ওপর এমন বিপর্যয় নাযিল করব যে, তাদের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও দিশেহারা হয়ে পড়বে। তারা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে নাকি আমার ওপর দৃষ্টতা পোষণ করছে

যঈফ — ১১২০ -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

যে কোন কাজের মধ্যম পন্থা উত্তম

হাদীস : ৪৯৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রতিটি কাজের মধ্যে একটা চেতনা থাকে। আবার প্রতি চেতনায় দুর্বলতাও রয়েছে, সুতরাং যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে এবং মধ্যমপন্থার কাছাকাছি হতে কাজ করে, তবে তোমরা তার সম্পর্কে আশান্বিত হতে পার। আর যদি তার প্রতি আঙুলি দ্বারা ইংগিত করা হয় তবে তোমরা তাকে গণনায় এনো না। −(তিরমিযী)

আল্লাহ পাক হেফাযত করলে তার কোন ক্ষতি হয় না

হাদীস : ৪৯৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, দ্বীনদার বা দুনিয়াবী উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে তার প্রতি আঙুল দ্বারা ইংগিত করা হয়। তবে সে এর আওতায় পড়বে না, যাকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন। −(বায়হাকী) যঈফ − ১১২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের আমলের কথা প্রকাশ করলে কিয়ামতের অপমানিত হবে

হাদীস : ৪৯৭৩ ॥ হযরত আবু তামীমাহ (রা) বলেন, একদিন আমি সাফওয়ানও তাঁর সাথীদের কাছে উপস্থিত হই, তখন হযরত জুনদুব (রা) তাদেরকে কিছু নসীহত করছিলেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূল (স) থেকে বিশেষ কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের আমলের কথা লোকদের শোনায়, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানিত করবেন, আর যে ব্যক্তি কষ্টের পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন কষ্টে ফেলবেন। তারা বলবেন, আপনি আমাদেরকে আরও কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মানুষের যে জিনিস নষ্ট হয় তা হল তার পেট। অতএব যথাসাধ্য সে যেন শুধু হালাল খায় এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর যার সামর্থ্য হয় যে, তার ও জান্নাতের মধ্যে একমুষ্টি প্রবাহিত রক্ত আড়াল না করুক, তবে সে যেন তাই করে। −(বোখারী)

আত্মগোপনকারী ব্যক্তিই প্রকৃত মুমিন

হাদীস : ৪৯৭৪ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল (স)-এর মসজিদের দিকে বের হয়ে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিছনে ক্রন্দনাবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমাকে এমন একটি জিনিসে কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, রিয়া এর সামান্য পরিমাণও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে যেন আল্লাহর মোকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা পুণ্যবান, খোদাভীরু, লোকচক্ষু থেকে আত্মগোপনকারীদেরকে ভালবাসেন। তারা হল এমন সব ব্যক্তি যারা লোকচক্ষু হতে অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদেরকে খোঁজে না এবং তাদের সামনে উপস্থিত হলেও কেউ তাদেরকে ডাকে না। আর ডাকলেও তাদেরকে নিজেদের পাশে বসায় না। অথচ তাদের অন্তর হল হেদায়াতের আলো। তারা প্রত্যেক অন্ধকারচ্ছন্ন জীর্ণ-শীর্ণ কুটির হতে বের হচ। −(ইবনে মাজাহ ও বায়হারী শোআবুল ঈমানে। যঈফ − ১১২২

গোপনে ইবাদত করা সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ৪৯৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা যখন প্রকাশ্যের নামায পড়ে তখন উত্তমভাবে আদায় করে এবং যখন নির্জনে নামায পড়ে তখনও অনুরূপ উত্তমভাবে আদায় করে। এমন বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, সেই আমার প্রকৃত বান্দা। −(ইবনে মাজাহ) যঈফ − ১১২৩

শেষ যমানায় প্রকৃত বন্ধু পাওয়া যাবে না

হাদীস : ৪৯৭৬ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, শেষ যমানায় এমন কতিপয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা বাহ্যত হবে বন্ধু, পক্ষান্তরে গোপনে হবে শত্রু। তখন জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা তা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তাদের কেউ কারও কাছ হতে স্বার্থের বশীভূত এবং একে আন্যের পক্ষ হতে ভীত হওয়ার কারণে। যঈফ — ১১২৪

লোক দেখানো ইবাদত শিরক সমতুল্য

হাদীস : ৪৯৭৭ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শিরক করল। যে দেখানোর নিয়তে রোযা রাখল সে শিরক করল, আর যে দেখানোর জন্যে সদকা-খয়রাত করল সেও শিরক করল। −(হাদীস দুটি আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন।)

যঈফ − ১১২৫

শেষ যমানার মানুষের ঈমান কমজোরি হবে

হাদীস : ৪৯৭৮ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, ঐ কথাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি। এখন তা স্মরণ করে আমাকে কাঁদাচ্ছে। রাসূল (স)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের ওপর প্রচ্ছন্ন শিরক ও গোনাহ প্রবৃত্তির ভয় করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পরে আপনার উম্মত কি শিরকে লিপ্ত হবে? তিনি বললেন, হাঁ লিপ্ত হবে। অবশ্য তারা সূর্য চন্দ্রের ইবাদত করবে না, পাথর এবং মূর্তির পূজা করবে না; কিন্তু নিজেদের আমলসমূহ মানুষকে দেখানোর নিয়তে করবে। আর গোপন প্রবৃত্তি যেমন তাদের কেউ রোযাবস্থায় ভোর করল, এর পর তার সামনে প্রবৃত্তির কোন চাহিদা উপস্থিত হলে সে রোযা পরিত্যাগ করে দেয়।

যঈফ—১১২৬ —(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।)

লোক দেখানো ইবাদত কবুল হয় না

হাদীস : ৪৯৭৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, একদিন আমরা মসীহ-দাজ্জাল সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল (স) আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, খবরদার! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যাপার অবহিত করব না যা আমার কাছে তোমাদের জন্য মসীহে দাজ্জাল থেকেও অধিক আশংকাজনক? আমরা বললাম, হাঁ বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল শিরকে খফী অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে এ কারণে নামাযকে দীর্ঘায়িত করে যে, তার নামায কোন ব্যক্তি দেখছে। —(ইবনে মাজাহ)

রিয়া হল শিরকের মধ্যে ছোট

হাদীস : ৪৯৮০ ॥ হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য যেই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করছি তা হল ছোট শিরক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, রিয়া। —(আহমদ আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন—বান্দাদের আমলের প্রতিদানের দিন আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল লোকদেরকে বলবেন, যাও তোমরা সেই সকল লোকদের কাছে যাদেরকে দেখিয়ে দুনিয়াতে আমল করেছিলে এবং দেখ তাদের কাছ হতে কোন প্রতিদান বা কোন কল্যাণ পাও কিনা?)

যত গোপনেই ইবাদত করুক না কেন প্রকাশ হবেই

হাদীস : ৪৯৮১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন কঠিন পাথরের ভিতরে বসে আমল করে। যার কোন দরজা বা জানালা নেই, একসময় তার সেই আমল মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বেই, চাই তা যে কোন ধরনের আমলই হোক না কেন?

আল্লাহ পাক গোপন ইবাদতের চিহ্ন প্রকাশ করেন

হাদীস : ৪৯৮২ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ভাল বা মন্দ অভ্যাস গোপনীয়ভাবে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তা কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করে দেন। তা দ্বারা তার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যঈফ—১১২৭

মুনাফিকের কথা ও কাজ এক হয় না

হাদীস : ৪৯৮৩ ॥ হযরত ওমর ইবুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি এই উম্মতের প্রতি ঐ সকল মুনাফেকদের কারণে শংকিত যারা একদিকে উপদেশ ও কল্যাণমূলক কথা বলবে, অন্য দিকে যুলম ও অত্যাচারের ব্যবহার করবে। —(হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।)

আল্লাহ পাক নিয়ত ও প্রেরনাকে গ্রহণ করবেন

হাদীস : ৪৯৮৪ ॥ হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতিটি কথা গ্রহণ করি না; বরং আমি তার নিয়ত ও প্রেরণাকে কবুল করি। সুতরাং যদি তার নিয়ত ও প্রেরণা আমার আনুগত্যের অনুকূলে হয়, তা হলে তার নীরবতাকে আমি আমার প্রশংসা এবং তার জন্য তাকে স্থিরতা ও সহিষ্ণুতায় অন্তর্ভুক্ত করি, যদিও মুখের বাক্য দ্বারা সে কিছুই উচ্চারণ না করে থাকে। —(দারেমী)

যঈফ—১১২৮

ঊনত্রিশতম অধ্যায়

কান্না ও ভীতির প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাপ বেশি হলে নেককারগণও মুক্তি পায় না

হাদীস : ৪৯৮৫ ॥ হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আরবের জন্য মহাবিপদ সেই দুর্যোগের কারণে, যা অতি কাছাকাছি। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এই পরিমাণ খুলে গিয়েছে। একথা বলে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার কাছাকাছি আঙ্গুলী দুটি গোল করে দেখালেন। তখন হযরত যয়নব জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া ররাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হাঁ, যখন পাপাচার বেশি হবে। -(বোকারী ও মুসলিম)

পরবর্তী উম্মতগণ রেশমী কাপড় পরিদান করবে

হাদীস : ৪৯৮৬ ॥ হযরত আবু আমের অথবা আবু মালিক আশআরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে কতিপয় সম্প্রদায় পয়দা হবে যারা রেশমী কাতান এবং রেশমী কাপড় ব্যবহার করা, মদ্যপান করা এবং গান-বাদ্য করা হালাল মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে যারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। সন্ধ্যায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে বাড়ী-ঘরে ফিরবে এমনি সময় তাদের কাছে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজন নিয়ে এলে তারা বলবে, আগামীকাল সকালে আমাদের কাছে এস, কিন্তু রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পর্বতটিকে তাদের ওপর ধ্বসিয়ে দেবেন। আর কারো কারো আকৃতিতে বানর ও শূকরে পরিবর্তিত করে দেবেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। -(বোখারী)

আখেরাতে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উত্থিত হবে

হাদীস : ৪৯৮৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব নাযিল করেন তখন উক্ত আযাব তাদের সকলকে পেয়ে বসে। অতঃপর আখেরাতে তাদেরকে আপন আপন আমল-মাফিক উত্থিত করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন মৃত্যুবরণ করার সময়ের অবস্থায় ওঠান হবে

হাদীস : ৪৯৮৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাকে সেই অবস্থায় ওঠান হবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। -(মুসলিম)

মানুষ সবকিছু জানলে সবসময় কাঁদতে থাকত

হাদীস : ৪৯৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসেম (স) বলেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ! আমি যা জানি যদি তোমারা তা জানতে, তা হলে তোমরা কাঁদতে বেশি এবং হাসতে কম। -(বোখারী)

কিয়ামতে আল্লাহ কি ব্যবহার করবেন তা রাসূল (স) অবগত নয়

হাদীস : ৪৯৯০ ॥ হযরত উম্মুল আলা আনসারীয় (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে আমার পথে পরকালে কি আচরণ করা হবে? আর এও জানি না যে, তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? অথচ আমি হলাম আল্লাহর রাসূল। -(বোখারী)

বিড়ালের কারণে মহিলার আযাব

হাদীস : ৪৯৯১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সামনে দোযখকে উপস্থিত করা হয়। তাতে আমি বনী ইসরাঈলের এমন একজন মহিলাকে দেখতে পাই যাকে একটি বিড়ালের বিষয়ে আযাব দেয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্যও দেয়নি; এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে যমীনে বিচরণ করে পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেতে পারত। অবশেষে তা ক্ষুধায় মরে গেল। আমি আরও আমর ইবনে আমের খুযায়ীকে দেখতে পাই যে, সে দোযখের আগুনে নিজের নাড়ি-ভুড়িকে টানছে। এ ব্যক্তিই দেবতার নামে ষাঁড় ছাড়ার কুপ্রথা প্রচলন করেছিল। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশতের চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই ।

হাদীস : ৪৯৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখের মত ভয়ংকর কোন জিনিস আমি কখনও দেখিনি, যা হতে পলায়নকারী ঘুমিয়ে রয়েছে। আর বেহেশতের মত আনন্দদায়কও কোন জিনিস আমি দেখিনি, যা থেকে অন্বেষণকারী ঘুমিয়ে রয়েছে। –(তিরমিযী)

আসমানের সর্বত্রই ফেরেশতাগণ সিজদা দিয়েছেন

হাদীস : ৪৯৯৩ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি যা দেখতে পাই তোমারা তো তা দেখতে পাও না। আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান কড়মড় করছে, আর এরূপ শব্দ করা তার জন্য যথার্থ বটে। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! আসমানের মধ্যে চার আঙুল জায়গাও এমন নেই, যেখানে ফেরেশতার কপাল আল্লাহর জন্য সিজদারত ছিলনা। আমি যা অবগত আছি, যদি তোমরা জানতে পারতে তা হলে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি। আর বিছানায় স্ত্রীদের সাথে উপভোগ বিলাসে লিপ্ত হতে না; বরং চীৎকার করে আল্লাহর আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে চলে যেতে। একথা শুনে হযরত আবু যার বলে ওঠলেন, হায়রে! যদি আমি বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হয়। –(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর পণ্যদ্রব্য হল বেহেশত

হাদীস : ৪৯৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি শত্রুর আক্রমণকে ভয় করে সে সন্ধ্যা রাতের অন্ধকারে পলায়ন করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাতে রওয়ানা হয় সে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্যদ্রব্য অত্যধিক দুর্মূল্য। সাবধান! আল্লাহর পণ্যদ্রব্য হল বেহেশত। –(তিরমিযী)

শস্যের পরিমাণ ঈমান থাকলে ও বেহেশতী

হাদীস : ৪৯৯৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলবেন, জাহান্নাম হতে ঐ ব্যক্তিতে বের করে নাও যে, খালেস দিলে আমাকে একদিন স্মরণ করেছে, অথবা কোন এক স্থানে আমকে ভয় করেছে। –(তিরমিযী আর বায়হাকী কিতাবুল বসে ওয়ননুশুরে।)

ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে

হাদীস : ৪৯৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন. একবার আমি রাসূল (স)-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম– والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة

অর্থ ঃ এবং যারা তাদেরকে যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে) এরা কি তারা যারা মদ্যপান করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, না হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং তারা ঐ সকল লোক ;যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং সদকা-খয়রাত করে। তারা এই আশংকায় ভীত থাকে তাদের এ সকল কাজগুলো সম্ভবতঃ কবুল নাও হতে পারে। এরা ঐ সব লোক যারা কল্যাণময় কাজে অগ্রগামী থাকে। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিয়ামত আগত প্রায়

হাদীস : ৪৯৯৭ ॥ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, যখন রাতের দুই তৃতীয়াংশ পার হয়। তখন রাসূল (স) ওঠে বললেন, হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রলয়ংকরী ঝাঁকুনি আগত। তার পিছনে আসছে আর এক ঝাঁকুনি মৃত্যু তার সাথে জড়িত বিষয়সহ আগত। –(তিরমিযী)

মৃত্যুকে স্মরণ করলে মানুষ হাসতে পারে না

হাদীস : ৪৯৯৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখলেন, লোকেরা যেন হাসছে। তখন তিনি বলরেন, যদি তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী অর্থাৎ মৃত্যুর বেশি বেশি স্মরণ করতে তা হলে তা তোমাদেরকে বিরত রাখত যা আমি দেখছি তা থেকে। কাজেই তোমরা সেই স্বাদ বিধ্বংসী মৃত্যুকে খুব বেশি স্মরণ কর। প্রতিদিনই কবর নিজের ভাষায় বলতে থাকে আমি পরিবার-পরিজনদের থেকে দূরবর্তী একটি ঘর। আমি একটি নিঃসঙ্গ একাকী ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর। এবং মুমিন বান্দাকে যখন দাফন করা হয়, তখন কবর এ বলে তাকে সম্বর্ধনা জানায়, তোমার আগমন মোবারক হোক, তুমি আপনজনের কাছে এসেছ। আমার পৃষ্ঠের ওপরে যারা বিচরণ করছে, তাদের সকলের চাইতে তুমিই ছিলে আমার কাছে অধিক প্রিয়। আজ আমাকেই তোমার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক স্থির করা হয়েছে। এবং তোমাকে আমার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। অচিরেই তুমি দেখতে পাবে আমি তোমার সাথে কিরূপ উত্তম আচরণ করি। অতপর রাসূল (স) বললেন, তখন তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত

কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরওয়াজা খুলে দেয়া হবে। আর যখন পাপী অথবা কাফেরকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন কল্যাণকর নয় এবং তুমি আপনজনের কাছে আসনি। বস্তুত যারা আমার পৃষ্ঠের ওপর বিচরণ করছে তাদের সকলের চাইতে তুমি ছিলে আমার কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। আজ আমাকেই তোমার ওপর পরিচালক বানান হয়েছে। তোমাকে আমার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই দেখতে পাবে আমি তোমার সাথে কি ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন তার কোমর তার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে, এমনকি তার পাঁজরের হাঁড় একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নিজের উভয় হাতের আঙুলগুলো একটিকে আরেকটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেখালেন। তারপর বললেন, সেই নাফরমান কাফেরের জন্য সত্তরটি বিষধর অজগর নির্ধারণ করা হবে। যদি তাদের একটি এ পৃথিবীতে একবার ফুঁক মারে তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়ায় একটি ঘাসও জন্মাবে না। অবশেষে তার হিসাব-নিকাশ উপস্থিত করানো পর্যন্ত উক্ত অজগরসমূহ তাকে দংশন করতে ও ছোবল মারতে থাকবে। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ বলেন, এর পর রাসূল (স) বললেন, মূলতঃ কবর হল বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান অথবা দোযকের গর্তসমূহের একটি গর্ত। -(তিরমিযী)

সূরা হুদে ভয়াবহ সংকটের কথা বর্ণিত আছে

হাদীস : ৪৯৯৯ ॥ হযরত আবু জোহাইফা (রা) বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তিনি বললেন, সূরায়ে হুদ ও অনুরূপ সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। -(তিরমিযী)

কুরআনের কিছু সূরায় মানুষের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে

হাদীস : ৫০০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, সূরায়ে হুদ, ওয়াকি'আ, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাছা-আলুন ও ইযাশ্‌শামসু কুব্বিরাত ইত্যাদিই আমাকেই বৃদ্ধ করে ফেলেছে। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম জিনিসও গোনাহ হতে পারে

হাদীস : ৫০০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেছেন, লোকসকল! তোমরা এমন সব কাজ করে থাক যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম। অথচ রাসূল (স)-এর যমানায় আমরা সেইগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। -(বোখারী)

ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে

হাদীস : ৫০০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি ঐ সব গুনাহ হতে বেঁচে থাক যেগুলোকে ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়। কেননা, এ সব ছোট গুনাহগুলোর খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। -(ইবনে মাজাহ, দারেমী ও বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে)

রাসূল (স) জীবিত থাকাকালীন আমলই যথেষ্ট

হাদীস : ৫০০৩ ॥ হযরত বুরদা ইবনে মূসা (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, না জানি না। তখন আবদুল্লাহ বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বললেন, হে আবু মূসা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট থাকতে পার যে, রাসূল (স)-এর সাথে আমাদের ইসলাম এবং তার সাথে আমাদরে হিজরত এবং তাঁর সাথে আমাদের জিহাদ এবং তাঁর সাথে আমাদের অন্যান্য সকল আমল আমাদের জন্য সম্বল হিসেবে সঞ্চিত থাকুক। আর তাঁর ইন্তেকালের পর আমরা যেই সব আমল করেছি, তাতে যদি আমরা ভাল-মন্দে সমানে সমানে বেঁচে যাই, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। একথা শুনে তোমার পিতা আমার পিতাকে বললেন, না আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমরা রাসূল (স)-এর ওফাতের পরে জিহাদ করেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, আরও বহু নেক আমল করেছি এবং আমাদের হাতে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং এর ব্যাপারে আমরা আশা রাখি। আবদুল্লাহ বলেন, তখন আমার পিতা বললেন, কিন্তু আমি সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমি ওমরের প্রাণ! অবশ্য আমি এতে কামনা করছি যে, রাসূল (স)-এর সাথে থেকে আমরা যেই সব নেক আমলগুলো করেছিলাম শুধু সেগুলোই সঞ্চিত থাকলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তখন আবু বুরদা বলেন, তখন আমি বললাম আল্লাহর কসম! আমার পিতা (আবু মূসা) হতে আপনার পিতাই উত্তম ছিলেন। -(বোখারী)

আল্লাহ পাক নয়টি আদেশ দিয়েছেন

হাদীস : ৫০০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পরওয়াদেগার আমাকে নয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন-

১. প্রকাশ্যে ও গোপনে যেন ন্যায় কথা বলি।
২. নীরবতায় যেন আমি আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকি।
৩. ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে যেন ন্যায় কথা বলি।
৪. অভাব ও সচ্ছলতা, উভয় অবস্থায় যেন মধ্যমপন্থা অবলম্বন করি।
৫. যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে যেন আত্মীয়তা বহাল রাখি।
৬. যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি।
৭. যে আমার প্রতি যুলম করে প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি যেন তাকে ক্ষমা করি।
৮. আমার বচন যেন আল্লাহর যিকরে পরিণত হয়।
৯. আমার দৃষ্টি যেন উপদেশমূলক হয় এবং আমি যেন ভাল কাজের আদেশ করি। -(রযীন)

আল্লাহর ভয়ের অশ্রু যতই কমই হোক তা উত্তম

হাদীস : ৫০০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মুমিন বান্দা আল্লাহর আযাবের ভয়ে দু চক্ষু থেকে অশ্রু বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার পরিমাণ হয়, অতপর তার কিছু চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। -(ইবনে মাজাহ) পৃষ্ঠা—১১৬১

ত্রিশতম অধ্যায়

মানুষের পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাল ও নেকবান্দারা ইন্তেকাল করবে

হাদীস : ৫০০৬ ॥ হযরত মিরদাস আসলামী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ভাল ও নেককার লোকেরা পর্যায়ক্রমে একে পর এক চলে যাবে। অতপর অবশিষ্ট যব অথবা খেজুরের নিকৃষ্ট চিটার ন্যায় থেকে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করবেন না। -(বোখারী)

মানুষ উটের সওয়ার বিশিষ্ট

হাদীস : ৫০০৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ উটের ন্যায়, যাদের একশতটির মধ্যে একটিকেও সওয়ারীর উপযুক্ত পাওয়া কঠিন। -(বোখারী ও মুসলিম)

পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে হবে

হাদীস : ৫০০৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো এক এক বিঘত ও এক এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কি ইয়াহুদ ও নাসারা! তিনি বললেন, তবে আর কারা? -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অধমদের সন্তান হবে সৌভাগ্যশালী

হাদীস : ৫০০৯ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দুনিয়ার বিষয়ে অধমের সন্তান অধম সৌভাগ্যের অধিকারী বলে গণ্য হবে।-(তিরমিযী ও বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়াতে)

মন্দ লোকেরা ভাল লোকদের উপর শাসক হয়

হাদীস : ৫০১০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আমার উম্মত গর্বভরে চলতে থাকবে এবং রাজা-বাদশাহদের সন্তানরা তথা পারস্য ও রোমের রাজকুমাররা এদের খেদমতে নিয়োজিত হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা উম্মতের মন্দ লোকদেরকে ভাল লোকদের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেবেন। -(তিরমিযী)

খলিফা বা বাদশাহকে হত্যা না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না

হাদীস : ৫০১১ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যেই পর্যন্ত তোমরা নিজেদের খলিফা বা বাদশাহকে হত্যা করবে না, তলোয়ার দ্বারা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি তোমাদের দুনিয়ার মালিক হবে না। -(তিরমিযী)

পৃষ্ঠা—১১৬২

পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ সম্পদশালী হবে

হাদীস : ৫০১২ ॥ হযরত ইবনে কাব কুরাযী (র) বলেন, আমাকে সে ব্যক্তিই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যিনি হযরত আলী (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রা) এমন অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন, যে তার চামড়ার তালি লাগানো ছিল। তাঁকে দেখে রাসূল (স) কেঁদে ফেললেন। তিনি কতই না সুখ-শান্তির মধ্যে ছিলেন, অথচ আজ তাঁর এ অবস্থা। অতপর রাসূল (স) ঐ সময় তোমাদের অবস্থা কি রূপ হবে? যখন তোমরা সকলে এক জোড়া পরিধান করে বের হবে এবং বিকেলে বের হবে আরেক জোড়া পরিধান করে। আর তোমাদের সামনে রাখা হবে খানার পেয়ালা এবং তা তুলে রাখা তার স্থান আরেক পেয়ালা। আর তোমরা ঘরকে এমনভাবে পর্দা দ্বারা আবৃত করবে, যেভাবে আবৃত করা হয় কাবা শরীফকে। তখন সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই দিন আমরা আজকের তুলনায় অনেক উত্তম অবস্থায় হব। কেননা, তখন আমাদের খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তা থাকবে না, ফলে আমরা বেশি বেশি সময় আল্লাহ ইবাদতের জন্য অবসর ও সুযোগ পাব। রাসূল (স) বললেন, তোমাদরে এ ধারণা ঠিক নয়; বরং তোমরা সেই দিন অপেক্ষা এখনকার সময় ভালই আছ। -(তিরমিযী) যঈফ-১১৩৩

শরীয়তের উপর প্রতিষ্টিত লোক খুব কম হবে

হাদীস : ৫০১৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের ওপর এমন এক যমানা আসবে, যখন তাদের মধ্যে দ্বীন-শরীয়তের ওপর দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণকারী অবস্থা হবে হাতের মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মত। -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, সনদ হিসেবে হাদীসটি গরীব।)

নারীরা প্রধান হলে দুনিয়ার জীবনে মুসিবত আসবে

হাদীস : ৫০১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ভাল লোকেরা, তোমাদের ধনবান ব্যক্তিরা হবে দানশীল এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পদিত হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন যমীনের পেট অপেক্ষা তার পিঠ হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর পক্ষান্তরে যখন তোমাদের মন্দ লোকেরা হবে তোমাদের শাসক, বিত্তবান, লোকের হবে কৃপণ এবং তোমাদের কাজ-কর্ম ন্যস্ত থাকবে নারীদের ওপর, তখন যমীনের পিঠ অপেক্ষা তার পেট হবে তোমাদের জন্যে উত্তম।

যঈফ-১১৩৪ -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

ইসলাম বিরোধী সবাই একত্রিত হবে

হাদীস : ৫০১৫ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিকট ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায় একে অন্যকে আহ্বান করবে, যেরূপ খাবার বরতনের প্রতি ভক্ষণকারী অন্যান্যদেরকে ডেকে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে সাহাবীদের কেউ বললেন, তা কি এজন্য হবে যে, আমরা সেই সময় সংখ্যায় কম হব? তিনি বললেন, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতে আবর্জনার মত। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শত্রুর অন্তর হতে তোমাদের প্রতি ভয়-ভীতি বের করে দেবেন। এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহ্‌ন সৃষ্টি করে দিবেন। তখন কোন একজন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওয়াহন কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। -(আবু দাউদ ও বায়হাকী দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমানতের খেয়ানত করলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৫০১৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খেয়ানত বা আত্মসাতের ব্যাধি ঢোকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে দুশমনের ভয় ঢেলে দেন। যেই কওমের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়, যে সম্প্রদায় মাপে-ওজনে কম দেয়, তাদের রিযিক ওঠিয়ে নেয়া হয়। যে সম্প্রদায় বিচারে ন্যায়নীতি রক্ষা করে না তাদের মধ্যে খুনোখুনি অনেক হয়। আর যে সম্প্রদায় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের ওপর শত্রুকে চাপিয়ে দেয়া হয়। -(মালিক) যঈফ-১১৩৫

একত্রিশতম অধ্যায়

দাওয়াত ও সতর্কতার প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নিজের গোত্রের লোকদের দাওয়াত দিলেন

হাদীস : ৫০১৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন وانذر عشيرتك الاقربين 'হে রাসূল! তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান করে দাও,' নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাফা পাহাড়ে ওঠলেন এবং হে বনী ফিহ্‌র! হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে উচ্চৈস্বরে ডাক দিলেন, এতে তারা সকলে সমবেত হয়ে গেল। অতপর তিনি বললেন, বল তো, আমি যদি এখন তোমাদের বলি যে, এ পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সকলে বলল হাঁ। কারণ আমরা আপনাকে সবসময় সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সামনে একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এই কথা শুনে আবু লাহাব বলল, সারাটা জীবন তোমার বিনাশ হোক। তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন নাযিল হল- تبت يدا ابي لهب وتب

অর্থাৎ *আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং তার বিনাশ হোক।* -(বোখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) ডাক দিলেন, হে আবদে মানাফের বংশধর! আসলে আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হল সেই ব্যক্তির মত, যে শত্রুসৈন্যকে দেখে আপন কওমকে বাঁচানোর জন্য চলল, অতপর আশংকা করল যে, দুশমন তাদের ওপর আগে এসে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই সে উচ্চস্বরে يا صباحاه বলে সতর্ক করতে লাগল। -(বোখারী)

রাসূল (স) পরিবারকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন

হাদীস : ৫০১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন وانذر عشيرتك الاقربين

অর্থাৎ *'তুমি নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর,'* নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত হল। তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শোনালেন। তিনি বললেন, হে কাব ইবনে লায়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে মুররা ইবনে কাবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে আবদে শামসের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে বাঁচাও। হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কর। হে হাশেমের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি তোমার দেহকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। কেননা, আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা আমি সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব। -(মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের জানকে খরিদ করে নাও। আমি তোমাদের ওপর হতে কিছুতেই আল্লাহর আযাব দূর করতে পারব না। হে আবদে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের ওপর হতে আল্লাহর আযাব কিছুতেই দূর করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আমি তোমার ওপর হতে আল্লাহর আযাব কিছুতে দূর করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফী সাফিয়্যা। আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়ার মাল-সম্পদ হতে যা ইচ্ছে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না।

মানুষ সত্য ও ন্যায়ের উপর সৃষ্টি হয়েছে

হাদীস : ৫০১৯ ॥ হযরত ইয়ায ইবনে হিমার মুজাশেয়ী (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) তাঁর ভাষণে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে ঐ কথাটি জানিয়ে দিই যা তোমরা জান না। আল্লাহ তায়লা আজ আমাকে যে সব বিষয়ে অবগত করেছেন, আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাকে যে সব মাল দান করেছি, তা হালাল। আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, আমি আমার বান্দাদেরকে ন্যায় ও সত্যের ওপর সৃষ্টি করেছি। অতপর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, আর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম, শয়তান তাদের তাদের জন্য হারাম করে দেয় এবং শয়তান তাদেরকে এ নির্দেশ করে যে, তারা যেন আমার সাথে ঐ জিনিসকে

শরীক করে নেয়। যার সপক্ষে কোন দলিল বা প্রমাণ নাযিল করা হয়নি। আল্লাহ যমীনবাসীদের প্রতি দৃষ্টি করলেন, তখন কিছু সংখ্যক আহলে কিতাব ছাড়া আরবী, আজমী সকলের ওপর অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, আমি তোমাকে এজন্যই নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব। আর তোমার সাথে তোমার উম্মতেরও পরীক্ষা করব। আমি তোমার ওপর একটি কিতাব নাযিল করেছি যাকে পানি ধুতে পারবে না। তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় পাঠ করবে। আর আল্লাহ আমাকে এও নির্দেশ করেছেন। আমি যেন কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে ফেলি। আমি বললাম, এতে কুরাইশরা তো আমার মস্তক পিষিয়ে রুটির ন্যায় চেপটা করে ফেলবে। তখন আল্লাহ বললেন, তারা তোমাকে যেভাবে বের করে দিয়েছে, সেভাবে আমিও তাদেরকে বের করে দেব। তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। আমি অচিরেই তোমার খরচের ব্যবস্থা করে দেব। তুমি তাদের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ কর, আমি শত্রু-শক্তি পাঁচ গুণ বেশি সৈন্য দ্বারা তোমার সাহায্য করব। আর যারা তোমার ওপর ঈমান এনেছে, তোমার আনুগত্য করে, তাদেরকে সাথে নিয়ে ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমার নাফরমানী করে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরবর্তীতে মদকে হালাল মনে করা হবে

হাদীস : ৫০২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম যে জিনিসকে উল্টিয়ে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী যায়েদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, ইসলামী বিধানসমূহ হতে যেভাবে কোন পাত্রকে উল্টিয়ে দেয়া হয় তা হবে শরাবের ব্যাপারটি। তখন জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কিভাবে হবে? অথচ শরাব যে হারাম, এর বিধান তো আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তারা অন্য নামে তার নামকরণ করে হালাল সাব্যস্ত করে নিবে। -(দারেমী)

রহমতপ্রাপ্ত উম্মতদের আযাব হবে না

হাদীস : ৫০২১ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) আমার এ উম্মত আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত উম্মত, তাদের ওপর পরকালে আযাব হবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের আযাব হলো ফেৎনা, ভূমিকম্প ও হত্যাযজ্ঞ। -(আবু দাউদ)

নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে দ্বীনের সূচনা হয়েছে

হাদীস : ৫০২২ ॥ হযরত আবু উবায়দাহ ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, এই দ্বীনের সূচনা হয়েছে, নবুয়ত ও রহমত দ্বারা। অতপর আসবে খেলাফত ও রহমত, তারপর আসবে অত্যাচারী বাদশাহদের যুগ। এর পর আসবে কঠোর উচ্ছৃংখলতা ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যমানা। তারা রেশমী কাপড় পরিধান করা, অবৈধভাবে নারীদের লজ্জাস্থান উপভোগ করা এবং মদ্য পান করাকে হালাল মনে করবে। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে রিযিক দেয়া হবে এবং তাদেরকে সাহায্যে করা হবে। অবশেষে এ পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকে কিয়ামতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। -(বায়হাকী)

[illegible] - ৭১৩৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবুয়ত আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী বহাল থাকবে

হাদীস : ৫০২৩ ॥ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) হযরত হোযাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যতদিন ইচ্ছে করবেন ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুয়ত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকবে। অতপর আল্লাহ তাকে তুলে নেবে, তারপর আল্লাহ চাইবেন, ততদিন নবুয়তের তরীকানুযায়ী খেলাফত থাকবে। অতপর একসময় তা তুলে নেবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে দংশনকারী বাদশাহী। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা যতদিন থাকার থাকবে, পরে একসময় তাকেও তুলে নিবেন। অতপর চেপে বসবে একনায়কত্ব, অপ্রতিরোধ্য রাজতন্ত্র। আল্লাহর ইচ্ছে যতদিন থাকার থাকবে, পরে তাকেও তুলে নিবেন। তারপর আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়তের তরীকায় খেলাফত। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূল (স) নীরব হলেন। বর্ণনাকারী হাবীব বলেন, যখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয খলীফা হলেন তখন আমি তাঁকে এ হাদীসটি লিখে পাঠালাম এবং রাসূল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁকে স্মরণ করে দিলাম, আর বললাম, দংশনকারী ও একনায়কত্ববাদী রাজতন্ত্রের পর আমি আশা করি আপনিই সেই আমিরুল মুমিনীন বা খলীফা। যার কথা রাসূল (স) বলে গিয়েছেন। এতে খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয আনন্দ ও সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন। -(আহমদ ও বায়হাকী তাঁর দলায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে।)

মিশকাত শরীফ

॥ দশম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

ফিতনার রূপ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের অন্তরে ফিতনা প্রবেশ করে

হাদীস : ৫০২৪ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মানুষের অন্তরে ফিতনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করে, যেমন–আঁশ একটির পর আরেকটি বিছান থাকে। যে অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কাল দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তাকে স্থান দেয় না তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক রকম অন্তর হয় মর্মর পাথরের মত সাদা, যাকে আসমান ও যমিন বহাল থাকা পর্যন্ত কোন ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। অন্য দিকে দ্বিতীয় রকমের অন্তর হয় কয়লার মত কৃষ্ণ। যেমন–উপুড় হওয়া পাত্রের মত, যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তা ভালকে ভাল জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না, ফলে কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির ইচ্ছে হয়। –(মুসলিম)

আমানত মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকে

হাদীস : ৫০২৫ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের দুটি হাদীস বর্ণনা করেন। যার একটি আমি বাস্তবায়িত হতে দেখেছি। আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। (১) তিনি আমাদের বলেছেন, যে আমানত মানুষের অন্তর সমূহের অর্ন্তস্থলে অবতীর্ণ হয়। অতপর তারা কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তারপর সুন্নাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (২) আমানত কিভাবে উঠে যাবে। এ কথাটিও তিনি আমাদের বলেছেন। এক সময় মানুষ নিদ্রা যাবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর হতে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন শুধুমাত্র কাল দাগের মত একটি সাধারণ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। অতপর মানুষ আবার নিদ্রা যাবে, তখন আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। এতে এমন ফোসকা সদৃশ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার, তাকে তুমি নিজের পায়ের ওপর রেখে রোমন্থন করলে তথায় স্ফীত হয়। তুমি অবশ্য স্ফীত দেখতে পাবে, কিন্তু তার ভিতরে কিছুই নেই। আর লোকজন সকালে উঠে স্বভাবত ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত হবে, কিন্তু তার ভিতরে কিছুই নেই। কাউকেও আমানত রক্ষাকারী পাবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক রয়েছে। আবার কোনো ব্যাক্ত সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কত জ্ঞানী! সে কত চালাক ও চতুর! সে কত সচেতন ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী! অথচ তার অন্তরে সরষে পরিমাণও ঈমান নেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

দীর্ঘদিন পরে দেখলেও চেনা যায়

হাদীস : ৫০২৬ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সব কিছুই বর্ণনা করেন। তার সে ভাষণটি যারা স্মরণে রাখতে পারে তারা স্মরণে রেখেছে, আর যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গেছে। নিশ্চয়ই আমার বন্ধুরাও সে বিষয়ে অবগত আছেন। অবশ্য যখন কোন ঘটনা সামনে আসে, যার কথা আমি ভুলে গেছি, তখন রাসূল (স)-এর সে দিনের ভাষণটি আমার স্মরণে পড়ে। যেমন–কোনো ব্যক্তি কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর সামনে উপস্থিত হলে তাকে দেখামাত্রই চেনা যায়। এ তো সেই অমুক ব্যক্তি। –(বোখারী ও মুসলিম)

কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে

হাদীস : ৫০২৭ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ ভয়ে, যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই, হোযাইফা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা এক সময় মূর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম, অতপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ কল্যাণ দান করেন। তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, সে অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আসবে, তবে তা হবে ধোঁয়ামুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে ধোঁয়া কি প্রকৃতির? তিনি বললেন, লোকেরা আমার সুন্নত বর্জন করে অন্য তরীকা গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তখন তুমি অদের মধ্যে ভাল কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যে কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দোযখের দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুসংখ্যক আহ্বানকারী লোকদেরকে সে দিকে আহ্বান করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদরে ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে অবস্থায় উপনীত হলে তখন আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তখন তুমি মুসলমানদের জামাত ও মুসলমানদের ইমামকে আঁকড়িয়ে ধরবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোনো মুসলিম জামাত ও মুসলিম ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন তুমি সে সব বিচ্ছিন্ন দলকে পরিত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকড়ের আশ্রয় নিতে হয় এবং তুমি নির্জন অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু হয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে। রাসূল (স) বলেছেন, আমার ওফাতের পরে এমন কতিপয় ইমাম ও বাদ্‌শাহ্‌র আবির্ভাব ঘটবে, যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নত ও তরীকানুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা গায়ে-গঠনে এবং চেহারা-অবয়বে মানুষই হবে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ হবে শয়তানের মত। হোযাইফা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি সে অবস্থায় পতিত হই তখন আমার করণীয় কি হবে? তিনি বললেন, তোমার আমীর যা বলে তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে, যদিও তোমার পৃষ্ঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মালসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবুও তার নির্দেশ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে।

নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে

হাদীস : ৫০২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নেক আমলের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হও ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতের অংশ সদৃশ ফিতনায় পতিত হওয়ার আগেই, যখন কোনো ব্যক্তি ভোরে উঠবে ঈমানদার হয়ে আর সন্ধ্যা করবে কুফরী অবস্থায় এবং সন্ধ্যা করবে মু'মিন অবস্থায় আর ভোরে উঠবে কাফের হয়ে। সে পার্থিব সামান্য সম্পদের বিনিময়ে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বিক্রয় করে দিবে। –(মুসলিম)

যে দিন গত হয়েছে তা ভাল গেছে

হাদীস : ৫০২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তাড়াতাড়ি এমন ফিতনা দেখা দিবে, যখন বসা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে হবে উত্তম। আর দাঁড়ান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে হবে উত্তম। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী অপেক্ষা হবে উত্তম। এমনকি যে ব্যক্তি উক্ত ফিতনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে, ফিতনা তাকে নিজের দিকে টেনে নিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে মুক্ত স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পাবে, তার তা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। –(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, এমন এক ফিতনা আসবে, তখন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। আর জাগ্রত ব্যক্তি দাঁড়ান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে এবং দাঁড়ান ব্যক্তি দ্রুতগামীর চেয়ে উত্তম হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে নিরাপদ স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পায় সে যেন অবশ্যই উক্ত আশ্রয়স্থলে অবস্থান করে।

বড় ফিতনা আগমনের সময় হয়ে গেছে

হাদীস : ৫০৩০ ॥ হযরত আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই বিভিন্ন রকমের ফিতনা দেখা দিবে। জেনে রেখ, এর... বিভিন্ন রকমের ফিতনা দেখা দিবে। জেনে রেখ, অতপর এমন এক বিরাট ফিতনা এসে পড়বে, সে সময় বসা অবস্থায় থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে হবে উত্তম এবং চলমান ব্যক্তি উক্ত ফিতনার দিকে দ্রুতগামি ব্যক্তির চেয়ে হবে উত্তম। সাবধান! যখন সে ফিতনা সংঘটিত হবে তখন যার কাছে উট আছে সে যেন তার উট

নিয়ে থাকে। আর যার বকরী আছে সে যেন তার বকরী নিয়ে থাকে। আর যার ভূ-সম্পত্তি আছে, সে যেন উক্ত ভূমি নিয়েই থাকে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কারো উট, বকরী ও সম্পত্তি না থাকে, তিনি বললেন, তখন সে যেন নিজে তলোয়ারের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তার ধার-পাশ দিয়ে পাথরে আঘাত করে তা ভেঙ্গে ফেলে, অতপর সম্ভব হলে উক্ত ফিতনার স্থান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে। হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার আহকামসমূহ পৌঁছে দিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কোনো ব্যক্তি জোরপূর্বক আমাকে নিয়ে দু দলের কোনো এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়, অতপর কোনো ব্যক্তি তলোয়ারের আঘাতে আমাকে হত্যা করে অথবা একটি তীর এসে আমাকে বিদ্ধ করে এবং তাতে আমার মৃত্যু ঘটে, তখন আপনার কি অভিমত? উত্তরে তিনি বললেন, সে তার নিজের এবং তোমার পাপ বহন করবে এবং জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। -(মুসলিম)

মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী

হাদীস : ৫০৩১ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন একটি যুগ অতি কাছাকাছি, যখন মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী, যা নিয়ে সে পর্বতশৃঙ্গে ও বারিপাতের স্থানসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ, ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য সে স্বীয় দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে। -(বোখারী)

ফিতনা বৃষ্টির মত পতিত হয়

হাদীস : ৫০৩২ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়িদ (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনার একটি গৃহের উপর আরোহণ করে বললেন, আমি যা কিছু দেখেছি তোমরাও কি তা দেখেছ? তারা বললেন, জী না। তিনি বললেন, আমি দেখেছি যে, তোমাদের ঘরের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির মত ফিতনা পতিত হচ্ছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুরাইশদের হাতে উম্মতের ধ্বংস

হাদীস : ৫০৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরাইশের কিছুসংখ্যক যুবকের হাতেই আমার উম্মতের ধ্বংস নিহিত। -(বোখারী)

হত্যাকাণ্ড আরো বৃদ্ধি পাবে

হাদীস : ৫০৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে। ইল্‌ম তুলে নেয়া হবে। ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, কৃপণতা দেখা দিবে এবং 'হারজের' আধিক্য হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'হারজ' কি? তিনি বললেন, হত্যা। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিনা কারণে মানুষকে হত্যা করা হবে

হাদীস : ৫০৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে পর্যন্ত দুনিয়া নিঃশেষ হবে না, যে পর্যন্ত না মানুষের ওপর এমন এদিন আসবে। হত্যাকারী বলতে পারবে না কেন সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানতে পারবে না, কেন সে নিহত হয়েছে। জিজ্ঞেস করা হল, এটা কিরূপে হবে? তিনি বললেন, ফিতনার দরুণ, যাতে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। -(মুসলিম)

ফিতনায় লিপ্ত না হয়ে হিজরত করা ভাল

হাদীস : ৫০৩৬ ॥ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ফিতনার সময় ইবাদতে মশগুল থাকার সওয়াব আমার দিকে হিজরত করে আসার সমতুল্য। -(মুসলিম)

সামনের যমানা আগের চেয়ে ভয়াবহ

হাদীস : ৫০৩৭ ॥ যোবাইর ইবনে আদী বলেন, একবার আমরা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর কাছে গিয়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ কর যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে দেখা কর। কেননা, আগামীতে তোমাদের ওপরে যেই যামানা আসবে, তা অতীতরে চেয়ে আরো মন্দ হবে। এ কথাগুলো আমি তোমাদের রাসূল (স) থেকে শুনেছি। -(বোখারী)

টীকা ....

হাদীস নং : ৫০৩৫ ॥ কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি প্রকাশ হবে এবং মুহূর্তের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সব রকমের ফিতনার বিবরণ দিয়েছেন

হাদীস : ৫০৩৮ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বলতে পারি না যে, আমার বন্ধুরা কি প্রকৃতই ভুলে গিয়েছেন? নাকি, না ভুললেও ভুলার ভান করে আছেন? আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, রাসূল (স) এমন কোন ফিতনাকারীর আলোচনা বাদ রাখেন নি, যে কিয়ামত পর্যন্ত আবির্ভূত হবে এবং তার সাথে উক্ত ফিতনা সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা তিনশত বা তারও অধিক পর্যন্ত পৌঁছবে। বরং তিনি ঐ ব্যক্তির নাম, তার পিতার নাম এবং তার বংশ পরিচয়ও আমাদের বর্ণনা করেছেন। –(আবু দাউদ) যঈফ–১১৬৭

পথভ্রষ্ট নেতারা মুসলমানদের ক্ষতি করে

হাদীস : ৫০৩৯ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের বিষয়ে পথভ্রষ্টকারী নেতাদের খুব বেশি ভয় করছি। আর আমার উম্মতের উপরে যখন একবার তলোয়ার চলতে থাকবে, তখন আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের থেকে তা উঠবে না। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

খেলাফত ত্রিশ বছর স্থায়ী থাকার ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৫০৪০ ॥ হযরত সাফানী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খেলাফত ত্রিশ বছর বহাল থাকবে। অতপর তা মুলুকিয়াতে (রাজতন্ত্রে) পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী সাফীনা (রা) বলেন, তা এভাবে গণনা করে নাও, হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকাল দু বছর। হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত দশ বছর, হযরত ওসমান (রা)-এর বার বছর এবং হযরত আলী (রা)-এর ছয় বছর। –(আহ্‌মদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

সব ফেতনার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে

হাদীস : ৫০৪১ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন আমরা যে ভাল যমানায় (ইসলামে) অবস্থান করছি, এর পরে কি কোনো মন্দ যুগ আসবে, যেমন–এর (ইসলামের) আগে (জাহেলিয়াত) ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা থেকে বেঁচে থাকার উপায় কি? তিনি বললেন, তলোয়ার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, সে তলোয়ারী যুগের পরে কি মুসলমানের অস্তিত্ব থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, থাকবে। তবে তখন প্রতিষ্ঠিত হবে রাজতন্ত্র। এর ভিত্তি হবে মানুষের ঘৃণার উপর এবং সন্ধি-চুক্তি থেকে প্রতাণার উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, অতপর গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারী লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তখন যদি আল্লাহ্‌র ও যমীনে কোন শাসক থাকে এবং সে তোমার পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে চাবুক মারে এবং তোমার মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য কর। যদি কোন শাসক না থাকে তবে তোমার মৃত্যু যেন এ অবস্থায় হয় যে, তুমি কোনো গাছের গোড়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তার সাথে থাকবে নহর ও আগুন। যে ব্যক্তি উক্ত অগ্নিকুন্ডে পড়বে, তার প্রতিদান সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তার আগের গোনাহ্‌সমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার নহরে প্রবেশ করবে তার পাপ অবধারিত হয়ে যাবে এবং তার সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। হোযাইফা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, ঘোড়ার বাচ্চা লাভ করা হবে, কিন্তু তা আরোহণের যোগ্য হওয়ার আগেই কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, সে ফিতনার সন্ধি-চুক্তি হবে প্রতারণার উপর এবং জামাতবন্দী হবে ঘৃণার উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রতারণার চুক্তির অর্থ কি? তিনি বললেন; লোকজনের অন্তর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে ভাল এর পরেও কি কোনো মন্দ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এর পরে এসে পড়বে অন্ধ ও বধির ফিতনা। সে সময় একদল লোক জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে ফিতনার দিকে আহ্বানকারী হবে। হে হোযাইফা! সে সময় এসব আহ্বানকারীর কারো অনুসরণ করার চেয়ে যদি তুমি গাছের শিকড় আঁকড়িয়ে মৃত্যুবরণ কর, তা হবে তোমার পক্ষে উত্তম। –(আবু দাউদ)

হারাম মাল ভক্ষণ করবে না

হাদীস : ৫০৪২ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর পিছনে একটি গাধার উপরে আরোহী ছিলাম। যখন আমরা মদীনার জনপদ পার হয়ে বাইরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবু যর! তখন তোমার কি অবস্থা হবে যখন মদীনায় এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে যে, ক্ষুধার তাড়নায় তুমি নিজের বিছানা থেকে উঠে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, এমনকি ক্ষুধা তোমাকে অস্থির করে ফেলবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বললেন, হে আবু যর! তখন তুমি আত্মসংযম করবে। তিনি আবার বললেন, হে আবু যর! তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন মদীনায় এমন মড়ক দেখা দিবে যে, একটি ঘর একটি গোলামের বিনিময়ে বিক্রয় হবে। আমি বললাম

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশি জানেন। তিনি বললেন, হে আবু যর! ধৈর্যধারণ করবে। তিনি পুনরায় বললেন, হে আবু যর! তখন তোমার অবস্থা কি হবে যখন মদীনায় এমন এক হত্যাযজ্ঞ শুরু হবে, যার রক্ত 'আহ্‌জারুয্ যায়ত' নামক স্থানকে ডুবিয়ে ফেলবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বললেন, তখন তুমি তার কাছেই চলে যাবে যার সাথে তুমি সম্পর্কিত। আমি বললাম, তবে কি আমি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হব? তিনি বললেন, যদি তুমি এরূপ কর তাহলে তুমিও সে দলের সাথে শামিল হয়ে যাবে। আমি বললাম, তাহলে আমি কি করব? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তলোয়ারের চাকচিক্যকে ভয় কর, তাহলে পরিহিত কাপড়ের একাংশ নিজের মুখের উপর ঢেলে দিবে, যাতে সে তোমার ও নিজের পাপ বহন করে। -(আবু দাউদ)

যেটা সত্য সেটাই মানতে হবে

হাদীস : ৫০৪৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তখন তোমার কি অবস্থা হবে? যখন তুমি নিকৃষ্ট ও ইতর লোকদের মধ্যে থেকে যাবে, তাদের অঙ্গীকার ও আমানতের মধ্যে ভেজাল এসে যাবে এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের অবস্থা হবে এরূপ এবং উভয় হাতের অঙ্গুলীসমূহকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকালেন। আব্দুল্লাহ বললেন, তখন আমার করণীয় কাজ কি হবে, আপনিই আমাকে নির্দেশ করুন। তখন রাসূল (স) বললেন, যে কাজটি তুমি সত্য ও ভাল বলে জান, কেবলমাত্র তাই করবে এবং যা অসত্য ও মন্দ বলে জান তা বর্জন করবে; আর শুধু নিজের আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এবং সাধারণ মানুষ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। অপর এক বর্ণনায় আছে। নিজ ঘরে বসে, নিজের মুখ ও রসনাকে আয়ত্তে রাখবে। আর যা ভাল মনে কর, শুধু তাই করবে এবং মন্দকে বর্জন করবে। কেবলমাত্র নিজের বিষয়ে সচেতন থাকবে এবং সর্বসাধারণ মানুষ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা পরিহার করবে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্)

ফিতনার সময় সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফের হবে

হাদিস : ৫০৪৪ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত আসার আগে ঘোর অন্ধকার রাতের একাংশের মত ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে, তাতে কোন ব্যক্তি সকালে মু'মিন এবং বিকেলে কাফের এবং বিকেলে মু'মিন আর সকালে কাফেরে পরিণত হতে থাকবে। তাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। তখন তোমরা তোমাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে ফেলবে এবং তার রশিগুলো কেটে ফেলবে। আর তোমাদের তলোয়ার পাথরে ঘষে তার ধার নষ্ট করে দিবে। এ সময় যদি কেউ আগ্রাসী হয়ে তোমাদের কাউকেও আক্রমণ করে, তখন সে যেন আদম (আ)-এ দু ছেলের মধ্যে উত্তম ছেলের নীতি অবলম্বন করে। (আবু দাউদ)

আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় (দ্রুতগামী অপেক্ষা উত্তম) পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের তখন কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, সে সময় তোমরা ঘরের চই হয়ে যাও। আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে। রাসূল (স) বলেছেন, ফিতনার সময় তোমরা নিজেদের ধনুক ভেঙ্গে ফেল এবং তার রশি কেটে ফেল। ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাক এবং আদমের পুত্র (হাবিল)-এর নীতি অবলম্বন কর। তিরমিযী বলেন হাদিসটি সহীহ্ ও গরীব।

ফিতনার সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে হবে

হাদীস : ৫০৪৫ ॥ হযরত উম্মে মালিক বাহ্যিয়্যাহ্ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) ফিতনার আলোচনা করলেন এবং তা খুবই কাছে বলেও বর্ণনা করলেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে সময় উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের গবাদিপশুর মধ্যে থেকে তার হক্ আদায় করবে এবং পরওয়ারদেগারের ইবাদতে মশগুল থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজের ঘোড়ার উপর চড়ে শত্রুদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করবে এবং শত্রুরা তাকে ভয় দেখাবে। -(তিরমিযী)

ফিতনার যুগে মুখের ভাষা খুব কঠিন হয়

হাদীস : ৫০৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, নিকট ভবিষ্যতে এমন ভয়াবহ ফিতনা দেখা দিবে, যা গোটা আরব ভূমিকে গ্রাস করে ফেলবে। তাতে যারা নিহত হবে তারা জাহান্নামী। উক্ত গোলযোগের সময় মুখের ভাষা হবে তলোয়ালের আঘাত অপেক্ষা ক্ষতিকর। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ফিতনার দিকে তাকাতে নেই

হাদিস : ৫০৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বোবা, বধির ও অন্ধ ফিতনা দেখা দিবে। যে ব্যক্তি তার দিকে তাকাবে, উক্ত ফিতনাও তার দিকে তাকাবে, তাতে কথা বার্তায় অংশগ্রহণ করা তলোয়ারের আঘাতের মত ক্ষতিকর হবে। -(আবু দাউদ)

ফিতনায়ে আহলাস হল পলায়ন ও ছিনতাই

হাদীস : ৫০৪৮ ॥ হযরত আব্দুলুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন বেং বহুবিধ ফিতনার আলোচনা করলেন, এমনকি 'ফিতনায়ে আহলাস'-এরও উল্লেখ করলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'ফিতনায়ে আহ্‌লাস' কি? তিনি বললেন, তাতে পলায়ন হবে। এবং ছিনতাই হবে। অতপর দেখা দিবে ফিতনাতুস সাররা', উক্ত ফিতনার ধোঁয়া আমার পরিবারস্থ এক ব্যক্তির পায়ের নিচ থেকে নির্গত হবে। সে আমার খান্দানের লোক বলে দাবি করবে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে আমার আপনজনদের মধ্যে হবে না। প্রকৃতপক্ষে পরহেজগার লোকই হলেন আমার বন্ধু। অতপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির উপর ক্ষমতা অর্পণে একমত হবে, যে পাঁজরের হাড় নিতম্বের মত হবে। তারপর শুরু হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা তা কাউকেও রেহাই দিবে না; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির গালে এক একটি চপেটাঘাত লাগবেই। আর যখন বলা হবে, ফিতনা শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন তা এতো প্রসারিত হবে যে, মানুষ ভোরে ঈমানদার হয়ে উঠবে, কিন্তু সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে। অবশেষে সব মানুষ দুটি তাঁবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল হবে ঈমানের, এখানে মুনাফেকী থাকবে না। আর অপর দল হবে মুনাফেকীর, যার মধ্যে ঈমান থাকবে না। যখন অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন তোমরা দাজ্জালের আগমনের অপেক্ষা করবে, সে ঐদিনই অথবা পরের দিন আবির্ভূত হবে। -(আবু দাউদ)

ফিতনার সময় নিজের হাত গুটিয়ে রাখতে হবে

হাদীস : ৫০৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, দুর্ভাগ্য আরবদের জন্য যে, এক বিরাট ফিতনা তাদের কাছাকাছি। সে ব্যক্তিই সাফল্যমণ্ডিত হবে, যে (তা হতে) নিজের হাতকে গুটিয়ে রাখবে।

-(আবু দাউদ)

ফিতনায় পতিত হলে ধৈর্যধারণ করবে

হাদীস : ৫০৫০ ॥ হযরত মিক্‌দাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে এবং সে ব্যক্তিও সৌভাগ্যবান যে তাতে পতিত হয়ে ধৈর্যধারণ করেছে। তার জন্য মোবারকবাদ। -(আবু দাউদ)

ত্রিশজন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব হবে

হাদীস : ৫০৫১ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যখন একবার তলোয়ার চালিত হবে, তখন আর তা কিয়ামত পর্যন্ত উঠবে না। আর কিয়ামত সে পর্যন্ত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত না আমার উম্মতের কোনো কোনো গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যে পর্যন্ত না আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র নবী হওয়ার দাবি করবে। অথচ প্রকৃত কথা হল, 'আমিই শেষ নবী', আমার পরে আর কোনো নবী নেই। তিনি আরো বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর অবিচল থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনোই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না কিয়ামত আসা পর্যন্ত।

-(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইসলামের চাকা সাইত্রিশ বছর থাকবে

হাদীস : ৫০৫২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ইসলামের চাকা পঁয়ত্রিশ অথবা ছত্রিশ অথবা সাঁইত্রিশ বছর সঠিকভাবে ঘুরতে থাকবে। এরপরে যদি লোকজন ধ্বংসের মুখামুখি হয়, তবে তারা আগের লোকদের পথে চলার কারণেই ধ্বংস হবে। অতপর দ্বীনের নেযাম যদি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা তাদের মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সত্তর বছর কি উল্লিখিত (পঁয়ত্রিশ) বছরের পরে আসবে, নাকি অতীতের সেই বছরগুলোসহ? তিনি বললেন, অতীতের বছরগুলোসহ। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুশরিকরা তরবারী গাছে ঝুলিয়ে রাখত

হাদীস : ৫০৫৩ ॥ হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) হোনাইনের যুদ্ধে বের হলেন, তখন তিনি মুশরিকদের এমন একটি গাছের কাছ দিয়ে গমন করলেন, যাতে তারা নিজেদের অস্ত্রসমূহ ঝুলিয়ে রাখত। উক্ত গাছটিকে 'যাতা-আনওয়াত' বলা হত। এটা দেখে কোনো কোনো নব্য মুসলমানরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সকল মুশরিকদের মত আমাদের জন্যও একটি 'যাতা-আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। তখন বললেন, 'সোবহানাল্লাহ' হযরত

মূসা (আ)-এর জাতি তাঁকে বলেছিল, আমাদের জন্য এরূপ মাবূদ নির্ধারণ করে দিন যেরূপ ঐ কাফের সম্প্রদায়ের মাবূদ রয়েছে। তোমরাও ঐ সকল লোকদের পথ অনুসরণ করে চলবে, যারা তোমাদের আগে অতীত হয়ে গিয়েছে।

-(তিরমিযী)

ইসলামে হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার মাধ্যমে ফিতনা শুরু

হাদীস : ৫০৫৪ ॥ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র.) বলেন, ইসলামের প্রথম ফিতনা হল 'হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যা।' এরপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবীও বিদ্যমান ছিলেন না। দ্বিতীয় ফিতনা হল 'হাররা'র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, অতপর হোদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবীও অবশিষ্ট রইলেন না। আর তৃতীয় ফিতনা যখন শুরু হল, তখন মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও কল্যাণ থাকা অবস্থায় আর তা উঠল না। -(বোখারী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

খুনও যুদ্ধের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে কিয়ামতের আলামত

হাদীস : ৫০৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যত দিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যতক্ষণ না তোমরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে, যারা ক্ষুদ্র চোখের, লাল চেহারা, চেপ্টা নাকবিশিষ্ট, তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে ভাঁজ, চামড়ার ঢালের মত। -(বোখারী ও মুসলিম)

খুয ও কিরমান জাতির সাথে যুদ্ধের পর কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে পর্যন্ত তোমরা আজমী 'খুয্ ও কিরমান' জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না, সে পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তাদের চেহারা হবে লাল বর্ণের, চেপ্টা নাক, ক্ষুদ্র চোখ বিশিষ্ট এবং মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাঁজ, চামড়ার ঢালের মত। আর তাদের জুতা হবে পশমের। -(বোখারী, বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আমর ইবনে তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তাদের চেহারা হবে চওড়া)

খুন খারাবী বৃদ্ধি পাবে ভূমিকম্প হবে

হাদীস : ৫০৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি বৃহৎ দল পরস্পরে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এ উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে; অথচ তাদের মূল দাবি হবে এক ও অভিন্ন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবি করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। ভূমিকম্পের সংখ্যা বা পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সময়ের কাছাকাছি হয়ে আসবে। ফিতনা সৃষ্টি হবে। খুন-খারাবী বেড়ে যাবে। আর এমনকি তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদের এমন প্রাচুর্য দেখা দিবে যে, সম্পদশালী ব্যক্তি ও ধন-সম্পদের মালিক চিন্তি ও পেরেশান হয়ে পড়বে এ জন্য যে, কে তার সদকা গ্রহণ করবে? এমনকি যার কাছেই তা পেশ করা হবে সেই বলে উঠবে, আমার এ মালের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ না লোকজন সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ-কাজে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে, যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হায়! আমি যদি এ স্থানে হতাম! এবং যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। অতপর সূর্য যখন উদিত হবে তখন লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করার পর সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু সে সময় এমন হবে যে, "তখনকার ঈমান কোন লোকেরই উপকারে আসবে না-সে ব্যক্তি এর আগে ঈমান গ্রহণ করেনি কিংবা ঈমানদার অবস্থায় কোনো নেক কাজ করে নি।" আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দুই ব্যক্তি একে অন্যের সামনে কাপড় খুলবে, কিন্তু সে কাপড় ক্রয়-বিক্রয় কিংবা গুটিয়ে নেয়ার অবসর পাবে না এবং কিয়ামত অবশ্য কায়েম হবে এমতাবস্থায় যে, এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রী দোহন করে দুধ নিয়ে আসবে, কিন্তু তা পান করারও সময় পাবে না। আর কিয়ামত অবশ্য এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তা পান করারও সময় পাবে না। আর কিয়ামত অবশ্য এমন এমন ও পরিবেশে অবশ্যই কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি খাদ্যের লোকমা বা গ্রাস তার মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার অবকাশ পাবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানগণ ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না

হাদীস : ৫০৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি ইহুদী পাথর এবং গাছের আড়ালে লুকিয়ে আত্মগোপন করবে, তখন সে পাথর ও গাছ বলবে, হে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! এ যে ইহুদী আমার পিছনে রয়েছে। সুতরাং এদিকে আস এবং তাকে হত্যা কর। তবে শুধু 'গারকদ' নামক গাছ ডেকে বলবে 'না', কেননা, তা ইহুদীদের গাছ। -(মুসলিম)

কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির আবির্ভাবের পর কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না 'কাহতান' গোত্র থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, সে লোকদেরকে লাঠি দিয়ে পরিচালিত করবে।-(বোখারী ও মুসলিম)

জাহজাহ নামক শাসকের সময় কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাহজাহ নামক এক ব্যক্তি মানুষের শাসক না হওয়া পর্যন্ত রাত-দিনের আবর্তন শেষ হবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে পর্যন্ত গোলাম বংশ থেকে 'জাহজাহ' নামক এক ব্যক্তি শাসক না হবে। -(মুসলিম)

মুসলমানরা কিসরার গোপন সম্পদ হস্তগত করবে

হাদীস : ৫০৬১ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মুসলমানদের এক দল নিশ্চয় 'কিসরার' (পারস্যের) সম্রাট বংশের গুপ্ত সম্পদ জয় করবে, যা একটি শ্বেত প্রাসাদে রক্ষিত রয়েছে। -(মুসলিম)

কিসরা ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী

হাদীস : ৫০৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিসরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কিসরা হবে না। আর অচিরেই কায়সার ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কায়সার হবে না। এটাও নিশ্চিত যে, তাদের রক্ষিত ধন-সম্পদ বিজিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বণ্টিত হবে এবং নবী (স) যুদ্ধকে ধোঁকা বলে অভিহিত করেছেন।
-(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানরা সর্বশেষ দাজ্জালের সাথে লড়বে

হাদীস : ৫০৬৩ ॥ হযরত নাফে 'ইবনে উতবা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ অভিযান চালাবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাতে বিজয়ী করবেন। অতপর পারস্যের সাথে যুদ্ধ করবে, তাতেও আল্লাহ তোমাদের জয়যুক্ত করবেন তারপর রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাতেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। সর্বশেষে তোমরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে, তাতেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বিজয়ী করবেন।
-(মুসলিম)

কিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শন দেখা যাবে

হাদীস : ৫০৬৪ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, তবুকের যুদ্ধের সময় রাসূল (স)-এর খেদমতে আসলাম। এসময় তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শনকে তুমি মনে রাখ। (১) আমার ওফাত। (২) অতপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়। (৩) ব্যাপক মহামারী, যা তোমাদের বকরীর মড়কের মত আক্রমণ করবে। (৪) ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোনো ব্যক্তিকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (৫) এমন এক ফিতনা দেখা দিবে, যা আরবের প্রত্যেকটি ঘরেই প্রবেশ করবে। (৬) অতপর রোমকদের সাথে তোমাদের একটি সন্ধি-চুক্তি হবে, পরে তারা উক্ত চুক্তিভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকা নিয়ে মুকাবিলায় আসবে এবং প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাজার সৈন্য থাকবে।
-(বোখারী)

কিয়ামত কায়েমের আগের ঘটনাবলি

হাদীস : ৫০৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমকরা 'আমাক' অথবা 'দাবাক' নামক স্থানে অবতরণ করবে এবং মদীনার তৎকালীন উত্তম লোকদের একটি সেনাদল তাদের মুকাবিলায় বের হবে। লড়াইয়ের জন্য যখন মুসলমানরা কাতারবন্দী হবে, তখন রোমকরা বলবে, তোমরা আমাদের জন্যে ঐসব রোমকদের রাস্তা ছেড়ে দাও, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের কিছুসংখ্যক লোকজনকে কয়েদ করে নিয়ে আসছে। তাদের সাথেই আমরা যুদ্ধ করব। মুসলমানরা বলবেন, আল্লাহর

কসম! এটা কখনো হতে পারে না। আমরা আমাদের সে সকল মুসলমান ভাইদেরকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। এরপর মুসলমানরা রোমক কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, কিন্তু মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ রোমকদের মুকাবিলা করা থেকে পলায়ন করবে। আল্লাহ এ পলায়নকারীদের তওবা কখনো কবুল করবে না। আর এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে, তারা আল্লাহ তায়লার কাছে উত্তম শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ রোমকদের ওপর বিজয়ী হবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কখনো ফিতনায় নিপতিত করবেন না। অবশেষে তারাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। অতপর যখন তারা গণীমতের মাল-সম্পদ বণ্টনে ব্যস্ত হবে এবং তাদের তরবারিসমূহ যয়তুন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, ঠিক এমতাবস্থায় হঠাৎ শয়তান এ ঘোষণা দিবে যে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে মাসীহে দাজ্জাল তোমাদের বাড়ি-ঘরে ঢুকে পড়েছে। এ কথা শুনে মদীনার সে সেনাদল সেদিকে বের হয়ে পড়বে। অথচ সে ঘোষণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন মুসলমানরা কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে, তখনই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এ সময় মুসলমানরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, সাথে সাথে নামাযের উদ্দেশ্যে একামত দেয়া হবে এবং সে মুহূর্তে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদেরকে ইমামতি করে নামায পড়াবেন। অতপর যখন আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) তাঁকে দেখতে পাবে, তখন সে এমনিভাবে গলে যেতে থাকবে যেমনিভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। আর যদি হযরত ঈসা (আ) তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে এমনিতেই গলে ধ্বংস হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে হযরত ঈসা (আ)-এর হাতেই হত্যা করাবেন। অতপর হযরত ঈসা (আ) যে বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করবেন, রক্তমাখা সে বর্শাটি তিনি লোকদের সবাইকে দেখাবেন। -(মুসলিম)

যখন গণিমতের মালে মানুষ আনন্দিত হবে না তখন কিয়ামত

হাদীস : ৫০৬৬ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না; যে পর্যন্ত না এমন সময় আসবে যে, মীরাস বণ্টিত হবে না এবং গণীমতের মালেও লোকেরা আনন্দিত হবে না। অতপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, দুশমন অর্থাৎ, রোমক নাসারাগণ সিরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাদল সমাবেশ করবে। আর মুসলমানরাও রোমকদের মুকাবিলায় এক বিরাট কাহিনী একত্রিত করবে। অতপর মুসলমানরা নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে শত্রুর মুকাবেলায় মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে পাঠিয়ে দিবে, পূর্ণ বিজয় লাভ না করে যারা ফিরে আসবে না। তারপর উভয়পক্ষ যুদ্ধ করতে থাকবে রাতের অন্ধকার নেমে বাঁধা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত। অতপর উভয় পক্ষে প্রত্যেকেই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে আসবে। কেউই কারো ওপর বিজয়ী হবে না। অবশ্য এ সেনাদলের অগ্রগামী সৈন্যরা সবাই নিহত হয়ে যাবে। অতপর মুসলমানরা নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ করবে, যারা বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে রাত তাদের মধ্যে আড়াল হয়ে যাবে এবং উভয় দলই বিজয় ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রগামী দলও নিহত হয়ে যাবে। এরপর তৃতীয় দিনও মুসলমানরা একদল সৈন্য প্রেরণ করবে এবং বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করবে। অতপর সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। পরিশেষে উভয় পক্ষই বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রগামী দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতপর চতুর্থ দিন মুসলমানদের অবশিষ্ট সবাই একত্রে মুকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের পরাজিত করে মুসলমানদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। এ যুদ্ধে মুসলমানরা এমন লড়াই করবে যে, এর আগে এ রকমের ঘোরতর যুদ্ধ আর কখনো দেখা যয়িনি। এমন কি যদি কোনো উড়ন্ত পাখি উক্ত লড়াইয়ের ময়দানের কাছ দিয়ে পার হবে, তবে তা সেনাদলকে পিছনে ফেলে যেতে সক্ষম হবে না। বরং তা মরে পড়ে যাবে। কোনো পিতা বা পরিবারে একশত সন্তান থাকলে যুদ্ধ শেষে গুণে দেখবে, তাদের মধ্যে মাত্র একটি লোক বেঁচে আছে, এমতাবস্থায় কিভাবে গণীমতের মাল দিয়ে কোন ব্যক্তি আনন্দিত হতে পারে? আর কারই বা মীরাস বণ্টিত হবে? মুসলমানরা এ অবস্থায় থাকতেই হঠাৎ এটা অপেক্ষা আরো একটি বিরাট যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে। তারা এ ঘোষণা শুনতে পাবে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল (সদল বলে) তাদের পরিবার-পরজনদের মধ্যে পৌঁছে গেছে। এ সংবাদ শুনামাত্রই তাদের হাতে যা কিছু তা সেখানে ফেলে দিয়েই দাজ্জালের উদ্দেশ্যে ছুটে চলবে এবং শত্রুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসেবে প্রেরণ করবে। রাসূল (স) বলেছেন, যে দশ জন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসেবে পাঠানো হবে, আমি নিশ্চিতভাবে তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের নাম-ধাম এবং তাদের অশ্বগুলোর বর্ণ কিরূপ হবে তা অবগত আছি। তারা হবে সর্বাপেক্ষা উত্তম অশ্বারোহী। অথবা বলেছেন, তৎকালীন ভূপৃষ্ঠের উত্তম সওয়ারীদের অন্যতম। -(মুসলিম)

কালেমার ধ্বনিতে প্রাসাদ ভেঙ্গে যাবে

হাদীস : ৫০৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি এমন একটি শহরের নাম শুনেছ, যার একদিকে মুক্ত ময়দান এবং অপর দিকে সাগর রয়েছে? তারা বলেছেন, জি, হ্যাঁ, শুনেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশদরের সত্তর হাজার লোক উক্ত শহরে যুদ্ধ করবে। তারা যখন সেখানে আসবে তখন তারা তার আশেপাশে অবস্থান করবে, কিন্তু অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করবে না এবং কোনো বর্শা তীরও নিক্ষেপ করবে না। বরং তারা শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করবে। এতেই শহরের এক পাশের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে। বর্ণনাকারী সাওর ইবনে ইয়াযীদ বলেন, আমার ধারণা, রাবী আবু হুরায়রা বলেছেন, (প্রথম ধ্বনিতে) সাগর পাশের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে। অতপর তারা দ্বিতীয়বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করবে। এবার অন্য দিকের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে। তারপর যখন তৃতীয়বার তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলে বলে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করবে, তখন শহরের প্রবেশ পথটি প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তারা তাতে প্রবেশ করবে, আর গণীমত সংগ্রহ করতে থাকবে। তারা যখন এ গণীমতের মাল বন্টনে ব্যস্ত হবে, তখন হঠাৎ ঘোষণা শুনতে পাবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। তখন তারা সে সব মাল-সম্পদ ফেলে ফিরে আসবে। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মদীনা শরীফ ধ্বংস হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস উন্নত হবে

হাদীস : ৫০৬৮ ॥ হযরত মু'আয ইবনে জবল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্থিব উন্নতি মদীনা শরীফ ধ্বংস হওয়ার কারণ হবে। আর মদীনার ধ্বংস নানা ফিতনা ও মহাযুদ্ধের সূচনা করবে এবং মহাযুদ্ধ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পূর্বাভাস হবে, আর কন্সটান্টিনোপলের বিজয় হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বাভাস। −(আবু দাউদ)

মহাযুদ্ধ ও দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে হবে

হাদীস : ৫০৬৯ ॥ হযরত মু'আয ইবনে জবল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মহাযুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে সংঘটিত হবে। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ) যঈফ – ১১৪০

বিশ্বযুদ্ধের সাত বছর পর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে

হাদীস : ৫০৭০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিশ্বযুদ্ধ ও মদীনার (শহরটির) বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান হবে এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। −(আবু দাউদ এবং তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি অধিক সহীহ) যঈফ – ১১৪১

মুসলমানরা মদীনায় আবদ্ধ হবে

হাদীস : ৫০৭১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানরা মদীনায় অবরুদ্ধ হবে এবং তাদের দূর প্রান্ত-সীমা হবে সালাহ পর্যন্ত। আর 'সালাহ' হল খয়বরের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। −(আবু দাউদ)

একদল মুসলমান শহীদ হবে

হাদীস : ৫০৭২ ॥ হযরত যূমিখবার (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা রোমকদের সাথে একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করবে। অতপর তোমরা ও তারা যৌথভাবে অপর একটি শত্রুদলের মুকাবেলা করবে। তাতে তোমাদের সাহায্য করা হবে, তোমরা গণীমতও লাভ করবে এবং নিরাপদে থাকবে। তারপর তোমরা ফিরে আসবে, অবশেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি প্রশস্ত ও সুজলা-সুফলা স্থানে অবতরণ করবে। সেখানে খ্রিস্টানদের এক ব্রক্তি একটি ক্রুশ উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশের বরকতে আমরা বিজয় লাভ করেছি। এটা শুনে মুসলমানদের এক ব্যক্তি রাগ হয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে ফেরবে। ফলে রোমক নাসারাগণ চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবে এবং ভীষণ যুদ্ধের জন্য বিরাট সেনাবাহিনী একত্রিত করবে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বলেছেন, তখন মুসলমানরা সাথে সাথে আপন অস্ত্রসমূহ ধারণ করবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এ দলকে শাহাদতের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। −(আবু দাউদ)

এক হাবশী কা'বার গুপ্ত সম্পদ বের করবে

হাদীস : ৫০৭৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা হাবশীদের এড়িয়ে চল, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর আক্রমণ না করে। কেননা, ছোট পা-বিশিষ্ট এক হাবশী ব্যক্তিই কা'বা শরীফের নিচের গুপ্ত সম্পদ বের করবে। −(আবু দাউদ)

আক্রমণ না করা পর্যন্ত হাবসীদের ছেড়ে রাখ

হাদীস : ৫০৭৪ ॥ হযরত রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, হাবশীদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর আক্রমণ না করে। আর তুর্কীদেরকেও ছেড়ে রাখ, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে। –(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

তৃতীয় বারে তুর্কীদের হত্যা করা হবে

হাদীস : ৫০৭৫ ॥ হযরত বোরাইদা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, এক হাদীসে বলেছেন, ছোট চোখ বিশিষ্ট একদল তুর্কী তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তোমরা তিনবারই তাদেরকে ধাওয়া করবে। অবশেষে তোমরা তাদেরকে আরব উপদ্বীপে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিবে। অতএব, প্রথম ধাওয়ায় যারা পলায়ন করবে, কেবলমাত্র তারাই রক্ষা পাবে আর দ্বিতীয় বারে কিছুসংখ্যক লোক রক্ষা পাবে এবং কিছুসংখ্যক লোক ধ্বংস হবে। আর তৃতীয়বারে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা বলেছেন। –(আবু দাউদ)

বসরা মুসলমানদের অন্যতম শহর হবে

হাদীস : ৫০৭৬ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত হযরত রাসূল (স) বলেছেন, একসময় আমার উম্মতের কিছুসংখ্যক লোক একটি নিচু ভূমিতে অবতরণ করবে, উক্ত স্থানটিকে তারা 'বসরা' নামে অভিহিত করবে এবং স্থানটি হবে 'দাজলা' নামক একটি নদীর কাছে। নদীর উপরে একটি সেতু হবে। উক্ত স্থানটিতে অধিবাসীদের সংখ্যা হবে অত্যধিক। অবশেষে তা মুসলমানদের শহরসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শহরে পরিগণিত হবে। অতপর শেষ যমানায় চওড়া মুখমন্ডল ও ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট 'কানতুরার' বংশধরগণ উক্ত শহরবাসীদের বিরুদ্ধে আসবে এবং তারা উক্ত নদীর পাশে এসে আস্তানা গাড়বে। শহরবাসী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একভাগ গবাদিপশুর পিছনে মাঠে-ময়দানে আশ্রয় নিবে। ফলে তারা সবাই ধ্বংস হবে। আর একভাগ 'কানতুরার আওলাদের' কাছে নিরাপত্তা চাবে, তারাও ধ্বংস হবে। আর অবশিষ্ট একভাগ নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে পিছনে রেখে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা সবাই শহীদ গণ্য হবে। –(আবু দাউদ)

বসরা এক সময় ধ্বংস হবে

হাদীস : ৫০৭৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনাস! লোকেরা উত্তরোত্তর শহর-নগর গড়ে তুলবে। তার মধ্যে 'বসরা' নামেও একটি শহর গড়ে উঠবে। যদি তুমি কখনো উক্ত শহরে কাছে দিয়ে অতিক্রম কর কিংবা শহরে প্রবেশ কর, তবে তার লবণাক্ত ভূমি ও 'কাল্লা' নামক স্থান, তার খেজুর এবং তার বাজার ও আমীরদের দরজা থেকে দূরে থাকবে এবং শহরের বাইরে কোথাও পড়ে থাকবে। কেননা, সে স্থান এক সময় ধসে যাবে, তথায় পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং ভীষণ ভূকম্পন সংঘটিত হবে। সেখানে এমন এক সম্প্রদায় বসবাস করবে, যারা সহীহ-সালামতে মানুষরূপে রাত কাটাবে, আর ভোরে বানর ও শূকরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে।

এর সওয়াব আবু হুরায়রা (রা) এর জন্যে

হাদীস : ৫০৭৮ ॥ সালেহ ইবনে দিরহাম (রা) বলেন, একবার আমরা কিছুসংখ্যক লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা হল। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পাশে 'উবুল্লাহ' নামে কোন একটি জনপদ আছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার জন্য কে এ দায়িত্বটি গ্রহণ করবে যে, উক্ত শহরের 'আশশার' নামক মসজিদে আমার পক্ষ থেকে দু অথবা চার রাকআত নফল নামায আদায় করবে এবং বলবে, 'এর সওয়াব আবু হুরায়রার জন্য!' আমি আমার বন্ধুকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন 'আশ্শার মসজিদ' থেকে কিছুসংখ্যক শহীদকে উত্থিত করবেন। বদরের শহীদদের সাথে তারা ছাড়া আর কেউই উত্থিত হবে না (আবু দাউদ)

বর্ণনাকারী বলেন, 'উবুল্লাহর' উক্ত মসজিদখানি ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে অবস্থিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হবে

হাদীস : ৫০৭৯ ॥ শাকীক বলেন, হযরত হোযাইফা (রা) বলেছেন, একদিন আমরা হযরত ওমর (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির রাসূল (স)-এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণী স্মরণ আছে? হোযাইফা বলেন, আমি বললাম, আমার স্মরণ আছে। তিনি যেভাবে বলেছেন। ওমর (রা) বললেন, তা পেশ কর। এ ব্যাপারে তুমিই সৎসাহসী। আচ্ছা, বল দেখি, তিনি ফিতনা সম্পর্কে কিরূপ বলেছেন? আমি বললাম, বলতে শুনেছি, মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে, মাল-সম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশির

ব্যাপারে। তবে নামায-রোযা, সদকা এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দিবে। হযরত ওমর (রা) বললেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, সে ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। হোযাইফা বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? কেননা, সে ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, সে দরজাটি কি ভেঙ্গে দেয়া হবে, না খোলা হবে? হোযাইফা বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। তখন ওমর (রা) বললেন, তাহলে স্বভাবত এটাই প্রকাশ পায় যে, তার আর কখনো বন্ধ করা হবে না। রাবী বলেন, তখন আমরা হোযাইফাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ওমর (রা) কি জানতেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন আগামীকালের আগে রাতের আগমন সুনিশ্চিত। আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা কোনো গোলক ধাঁধাঁ নয়। রাবী বলেন, আমরা তো এ ব্যাপারে হোযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম, তাই হযরত মাসরুককে বললে তিনি হোযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম, তাই হযরত মাসরুককে বললেন তিনি হোযাইফাকে জিজ্ঞেস করলেন; দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, দরজাটি হলেন 'ওমর' নিজেই। −(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামত সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী

হাদীস : ৫০৮০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেছেন, কিয়ামতের কাছাকাছি সময় কনস্টান্টি নোপল (মুসলমানদের হাতে) বিজয় হবে। −(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাসিদটি গরীব।)

তৃতীয় অধ্যায়

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমানত যখন নষ্ট হবে তখন কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে তিনি বললেন, আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। লোকটি জিজ্ঞেস করল, তা কিভাবে নষ্ট করা হবে? তিনি বললেন; কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর। −(বোখারী)

ধন সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে কিয়ামত

হাদীস : ৫০৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং তা প্রবাহিত হতে থাকবে। এমনকি লোকেরা নিজেদের মালের যাকাত বের করবে বটে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কোনো লোক পাবে না। তিনি আরো বলেছেন; কিয়ামতের আগে আরব ভূমি সুজলা বাগ-বাগিচা ও প্রবাহিত নদ-নদীতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। −(মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, মদীনার জনবসতি তথা দালানকোঠা 'এহাব' অথবা (বলেছেন) 'ইয়াহাব' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

কিয়ামতের আগে ইলম উঠে যাবে

হাদীস : ৫০৮৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে রয়েছে, ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যভিচার (যিনা) বেড়ে যাবে, মধ্যপান বৃদ্ধি পাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেশি হবে। এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইলম কমে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের আগে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে

হাদীস : ৫০৮৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আগে বহু মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক। −(মুসলিম)

শেষ যমানায় একজন ভাল শাসক হবেন

হাদীস : ৫০৮৫ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানায় এমন এক খলীফা (ইমাম) হবেন যিনি মাল-সম্পদ বন্টন করবেন, আর তা গণনাও করবেন না। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের শেষ যমানায় এমন এক খলীফা হবেন, যিনি মুষ্টি ভরে ভরে মাল-সম্পদ বিলাতে থাকবেন এবং গুণে গুণে তা দান করবেন না। -(মুসলিম)

ফোরাত নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণ বের হবে

হাদীস : ৫০৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার তলদেশ থেকে স্বর্ণের খনি বের হবে। তখন সেখানে যে কেউ উপস্থিত হয়, সে যেন তা থেকে কিছুই না নেয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

ফোরাত নদীর স্বর্ণ নিয়ে মানুষ খুনাখুনি করবে

হাদীস : ৫০৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ফোরাত নদী তার তলদেশে রক্ষিত স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। উক্ত সম্পদ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ানক খুনাখুনি হবে। সে ফিতনায় শতকরা নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই বলবে, সম্ভবত আমি বেঁচে যাব।
-(মুসলিম)

কিয়ামতের আগে যমিনের স্বর্ণ বের করে দিবে

হাদীস : ৫০৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যমীন তার কলিজার টুকরা উগরিয়ে ফেলবে, যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের থামের মত হবে। উক্ত সম্পদের কাছে কোন হত্যাকারী এসে (ঘৃণার সাথে) বলবে, অতপর আত্মীয়তা ছিন্নকারী এসে বলবে, এ সম্পদের জন্যই কি আমি আপন আত্মীয়-স্বজনদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম? তারপর চোর এসে বলবে, এ মালের জন্যই কি আমার হাত কাটা হয়েছে? অতপর তারা সবাই উক্ত মাল-সম্পদ পরিত্যাগ করে চলে যাবে, কেউই তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। -(মুসলিম)

মানুষ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে

হাদীস : ৫০৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া সে সময় পর্যন্ত খতম হবে না যে পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উক্ত কবরের পাশ দিয়ে যাওয়অর সময় উক্ত কবরের উপরে গড়াগড়ি দিতে থাকবে এবং আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপের সাথে বলবে, হায়রে! কতই না ভাল হত, এ কবরবাসীর স্থলে যদি আমিই এই কবরের অধিবাসী হতাম? তার এ আকাঙ্ক্ষা দ্বীনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশার্থে হবে না; বরং দুনিয়ার বিপদ ও মুছিবতের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রকাশ করবে। -(মুসলিম)

হেযায থেকে আগুন প্রকাশিত হবে

হাদীস : ৫০৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত হেজায ভূমি থেকে একটি অগ্নি প্রকাশিত না হবে, বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে।
-(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের আলামত হিসেবে আগুন প্রকাশ পাবে

হাদীস : ৫০৯১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত আসার প্রথম নিদর্শন হল, এমন এক আগুন বের হবে, তা মানুষদেরকে পূর্ব দিক থেকে তাড়িয়ে পশ্চিম দিকে নিয়ে একত্রিত করবে।
-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যমিন সংকুচিত হলে কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৯২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যমানা সংকুচিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। অর্থাৎ, একটি বছর হবে একটি মাসের সমান। মাস হবে সপ্তাহের সমান। সপ্তাহ হবে একদিনের সমান; আর একদিন হবে এক ঘণ্টার পরিমাণ; আর ঘণ্টা হবে আগুনের একটি শিখা উঠার সময় পরিমাণ। -(তিরমিযী)

খেলাফত সিরিয়ায় যাবে

হাদীস : ৫০৯৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) গণীমতের মাল হাসিল করার জন্য আমাদের পদাতিক বাহিনী হিসেবে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা এমন অবস্থায় ফিরে আসলাম যে, আমরা গণীমতের কিছুই হাসিল করতে পারিনি। তিনি আমাদের চেহারায় ক্লান্তি ও ক্লেশের চিহ্ন দেখতে পেয়ে আমাদের মাঝ

(ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! এদের দায়িত্ব এভাবে আমার ওপর ন্যস্ত কর না যে, আমি তাদের পক্ষ থেকে তা বহন করতে দুর্বল হয়ে পড়ি। (হি আল্লাহ!) তাদের উপর এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ কর না যা সমাধান করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। (হে আল্লাহ!) তাদেরকে অন্য লোকের উপরও ন্যস্ত কর না। কেননা, তারা নিজেদের প্রয়োজনকে এদের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) আমার মাথার উপর নিজের হাত রেখে বললেন; হে ইবনে হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে খেলাফত (মদীনা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে) পবিত্র ভূমিতে (সিরিয়ায়) পৌঁছে গিয়েছে, তখন তুমি বুঝে নিবে যে, ভূমিকম্প, দুঃখ-দুর্দশা বড় বড় নিদর্শনসমূহ ও ফিতনা-ফ্যাসাদ অতি কাছে এসে গিয়েছে এবং আমার এহাত তোমার মাথা থেকে যত কাছে, কিয়ামত সেদিন এটা অপেক্ষাও অতি কাছাকাছি হবে।

পিতাকে দূরে রেখে বন্ধুকে কাছে বসাবে

হাদীস : ৫০৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন গণীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে ব্যবহার করা হবে, আমানতকে গণীমতের মাল মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত মনে করা হবে, দ্বীন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানী করবে, আর বন্ধুকে খুব কাছে স্থান দিবে এবং আপন পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদ সমূহে হট্টগোল শুরু করা হবে, ফাসেক ব্যক্তিই গোত্রের সরদার হবে, জাতির নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তাদের নেতা হবে, ক্ষতির ভয়ে মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং এ উম্মতের পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। সে সময় তোমরা অপেক্ষা কর, লাল বর্ণের বায়ুর, ভূমি কম্পনের, ভূমি ধ্বসের, আকার আকৃতি বিকৃতির, পাথার বৃষ্টির এবং কিয়ামতের এমন নির্দশনসমূহের। যেমন কোনো মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক ঝরে পড়ে। –(তিরমিযী) যঈফ–১১৪৪

পনেরটি কাজে লিপ্ত হলে কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৯৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মত যখন পনরটি কাজে লিপ্ত হবে, তখন তাদের উপর বিভিন্ন রকমের বিপদ-বিপর্যয় নাযিল হবে। তিনি উক্ত পনরটি কাজ কি কি তা গণনা করে বলেছেন, তার মধ্যে 'দ্বীন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হবে', এ ব্যক্তিটি উল্লেখ নেই এবং এতে বলেছেন, বন্ধুর সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং পিতার সাথে নির্যাতনমূলক আচরণ করবে। মদ পান করা হবে এবং রেশমী পোশাক পরিধান করা হবে। –(তিরমিযী) যঈফ–১১৪৫

মুহাম্মদ নামে একজন শাসক হবে

হাদীস : ৫০৯৬ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার খান্দানের এক ব্যক্তি গোটা আরব ভূখন্ডের শাসক হবে না। তার নাম হবে আমার নামে। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, যদি দুনিয়া শেষ হতে মাত্র একদিন বাকী থাকে, আল্লাহ তায়ালা ঐ দিনকে অত্যধিক দীর্ঘায়িত করবেন এবং পরিশেষে সেদিনের মধ্যে আমার খান্দানের অথবা বলেছেন; আমার আহলে বাইতের এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দিয়ে যমীনকে তেমনিভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেমনিভাবে তার আগে যুলম ও অত্যাচারে তা পরিপূর্ণ ছিল।

নবী বংশে মাহদীর জন্ম হবে

হাদীস : ৫০৯৭ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মাহদী আমাব খান্দানের তথা ফাতেমার বংশ থেকে জন্মলাভ করবেন। –(আবু দাউদ)

মাহদী ন্যায় বিচারক হবেন

হাদীস : ৫০৯৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মাহদী হবেন আমার বংশের, উজ্জ্বল চেহারা, উঁচু নাকবিশিষ্ট। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দিয়ে যমীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেমনিভাবে তাৎপূর্বে তা যুলম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। আর তিনি সাত বছর ক্ষমতার মালিক থাকবেন।–(আবু দাউদ)

অঞ্জলি ভরে মাল বিতরণ করা হবে

হাদীস : ৫০৯৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলবে, হে মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন! রাসূল (স) বলেছেন; তখন তিনি তাকে নিজের হাতের অঞ্জলি ভরে তার কাপড়ের মধ্যে এ পরিমাণ মাল প্রদান করবেন, যে পরিমাণ সে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। –(তিরমিযী)

সিরিয়ার সেনাবাহিনী মাটিতে ধ্বসে যাবে

হাদীস : ৫১০০ ॥ হযরত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, (শেষ যমানায়) একজন খলীফার মৃত্যুর সময় (নেতৃস্থানীয়) লোকদের মধ্যে (আর একজন খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে) মতবিরোধ দেখা দিবে। তখন মদীনা হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে মক্কার দিকে ছুটে পলায়ন করবে। এ সময় মক্কাবাসীরা তার কাছে এসে তাকে জোরপূর্বক ঘর থেকে বের করে আনবে। কিন্তু সে তা পছন্দ করবে না। অতপর হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে লোকেরা তাঁর কাছে বাইআত গ্রহণ করবে। এরপর সিরিয়া হতে একটি সৈন্যবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হবে। কিন্তু মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'বাইদা' নামক স্থানে তাদেরকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেলা হবে। অতপর যখন চারদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা চাক্ষুষ এ অবস্থা দেখতে পাবে, তখন সিরিয়ার আবদালগণ এবং ইরাকের একটি বিরাট জামাত তাঁর কাছে আসবে এবং তাঁর হাতে বাইআত করবে। অতপর কুরাইশের এক ব্যক্তি, যার মামার বংশ হবে 'বনী কালব', সেও ইমামের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাবে। ইমামের সেনাবাহিনী তাদের ওপর বিজয়ী হবে। এটাই 'ফিতনায়ে কালব'। ইমাম মানুষের মধ্যে তাদের পয়গাম্বর (মুহাম্মদ) (স)-এর সুন্নত মোতাবেক কাজ-কর্ম পরিচালনা করবেন এবং পৃথিবীতে ইসলাম পুরাপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সাত বছর এ অবস্থায় অবস্থান করবেন। অতপর ইন্তেকাল করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযা পড়বেন। –(আবু দাউদ) যঈফ – ১১৪৬

আকাশে এক ফোটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না

হাদীস : ৫১০১ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বালা-মুছিবতের কথা আলোচনা করলেন, যা এ উম্মতের শেষ যমানায় এসে পৌঁছবে। এমনকি কোনো ব্যক্তি তা হতে আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না। এ সময় আল্লাহ্ পাক আমার খান্দান ও আমার পরিবার হতে এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দিয়ে যমিনকে এমনিভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেমনিভাবে এর আগে যুলম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর কার্যকলাপে আসমান ও যমিনের অধিবাসী সবাই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আকাশ তার এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রাখবে না; বরং ব্যাপকভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীন তার উৎপাদনের কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না; বরং সবাই বের করে দিবে। জীবিত লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। এই অবস্থায় লোকেরা সাত অথবা আট অথবা নয় বছর জীবন যাপন করবে। যঈফ – ১১৪৭

ঈমানদারদের উচিত আমীরের সাহায্য করা

হাদীস : ৫১০২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নহরের ঐ প্রান্ত হতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি 'হারসে হাররাস' নামে পরিচিত হবেন। তার সেনাবাহিনীর অগ্রর্ভাব ঘটবে, যিনি 'হারসে হাররাস' নামে পরিচিত হবেন। তার সেনাবাহিনীল অগ্রভাগে 'মনসূর' নামে এক ব্যক্তি থাকবেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পরিবার-পরিজনকে এমনভাবে আশ্রয় দান করবেন যেমনভাবে আশ্রয় দিয়েছিল কুরাইশরা রাসূল (স)-কে। তখন সকল ঈমানদারের উপর তাঁকে সাহায্য করা কিংবা রাসূল (স) বলেছেন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

যঈফ – ১১৪৮ –(আবু দাউদ)

পশু মানুষের সাথে কথা বলবে

হাদীস : ৫১০৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে সময় পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত না পশু মানুষের সাথে কথা বলবে এবং যে পর্যন্ত না কারোও চাবুক তার সাথে কথা বলবে এবং তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে। আর তার উরু (রান) তাকে জানিয়ে দিবে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কি (কুকর্ম) করেছে। –(তিরমিযী)

কিয়ামতে নিদর্শন প্রকাশ পাবে

হাদীস : ৫১০৪ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ দুই শত বছর পর থেকে প্রকাশ হতে থাকবে। –(ইবনে মাজাহ) জাল – ১১৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খোরাসান থেকে পতাকাবাহী আসবে

হাদীস : ৫১০৫ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি খোরাসানের দিক থেকে কাল পতাকাবাহী ফৌজ আসতে দেখবে, তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। কেননা, তার মধ্যে আল্লাহর খলীফা মাহদী থাকবেন। –(আহমাদ ও বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে) যঈফ – ১১৫০

রাসূল (স)-এর নামানুসারে একজন শাসক হবেন

হাদীস : ৫১০৬ ॥ হযরত আবু ইসহাক (র.) বলেন, একদিন হযরত আলী (রা) স্বীয় পুত্র হাসান (রা)-এর প্রতি

তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় আমার এ পুত্র একজন সরদার। যেমন নবী করীম (স) তাকে সরদার বলে আখ্যায়িত করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তার ঔরসে এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর নামানুসারে। তিনি হবেন তাঁর (নবীর) চরিত্রের সদৃশ, কিন্তু চেহারা ও শারীরিক গঠনে তাঁর সদৃশ হবেন না। অতপর হযরত আলী (রা) উক্ত ব্যীক্তর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দিয়ে গোটা ভূপৃষ্ঠকে পরিপূর্ণ করে দিবেন। –(আবু দাউদ)

তবে আবু দাউদ তাঁর বর্ণনায় সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত ঘটনাটি বর্ণনা করেন নি। যঈফ – ১১৫১

টিড্ডি প্রাণী প্রথম ধ্বংস হবে

হাদীস : ৫১০৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, যে বছর হযরত ওমর (রা) ইন্তেকাল করেন যে বছর তিনি (হেজায এলাকায়) টিড্ডি (পঙ্গপাল) দেখতে পাননি, এতে তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অতপর তিনি ইয়ামন, ইরাক এবং সিরিয়ার দিকে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, যে সকল এলাকায় কেউ কোনো টিড্ডি দেখেছে কি-না? পরে ইয়ামনের দিকে প্রেরিত আরাহী এক মুষ্টি টিড্ডি এনে তাঁর সামনে ছড়িয়ে দিল। এগুলো দেখে হযরত ওমর (রা) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এক হাজার মখলুক সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে ছয়শত সমুদ্রে এবং চারশত স্থলে। আর এ উভয়বিদ প্রাণীর মধ্যে সর্বপ্রথম ধ্বংস হবে টিড্ডিসমূহ। যখন টিড্ডি ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর উভয় স্থানে প্রাণীসমূহ একটির পর একটি এমনভাবে ধ্বংস হতে থাকবে যেমন, মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানা একটির পর আরেকটি পড়তে থাকে। –(বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে) Rvj – ১১৫২

চতুর্থ অধ্যায়

কিয়ামতের নিদর্শণের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের প্রথম আলামত সূর্য পশ্চিমে উঠা

হাদীস : ৫১০৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমার (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে প্রথম প্রকাশ পাবে এ দুটি, একটি পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং অপরটি চাশতের সময় মানুষের সামনে 'দাব্বাতুল আরদ' বের হওয়া। এ দুটির মধ্যে যেটা প্রথমে প্রকাশ পাবে, অপরটি তার পর পরই অতি কাছাকাছি সময়ে আবির্ভূত হবে। –(মুসলিম)

কিয়ামতের আগে দশটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে

হাদীস : ৫১০৯ ॥ হযরত হোযাইফা ইবনে আসীদ গিফারী (রা) বলেন, একদা আমরা পরস্পরে কথাবার্তা বলছিলাম, এমন সময় রাসূল (স) আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সম্পর্কে আলোচনা করছ? তারা বললেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। আর তাহল–(১) ধোঁয়া, (যা এক নাগাড়ে চল্লিশ দিন পূর্ব থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকবে।) (২) দাজ্জাল, (৩) চতুষ্পদ জন্তু, (৪) পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, (৫) হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর (আকাশ হতে) অবতরণ, (৬) ইয়াজুজ ও মাজুজ, (৭, ৮, ৯) তিনটি ভূমিধ্বস–পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরব উপদ্বীপে। (১০) সর্বশেষে ইয়ামন থেকে এমন এক অগ্নি বের হবে যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে একটি সমবেত হওয়ার স্থান (অর্থাৎ সিরিয়ার) দিকে নিয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে–আদন (এডেন)-এর অভ্যন্তর হতে আগুন বের হবে, যা মানুষদেরকে সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিবে। এবং অন্য এক বর্ণনায় দশম লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে; এমন এক বায়ু প্রবাহিত হবে যা মানুষদেরকে (কাফেরদেরকে) সাগরে নিক্ষেপ করবে। –(মুসলিম)

দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাবে

হাদীস : ৫১১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার আগে নেক আমল অর্জনে তৎপর হও। (১) ধোঁয়া, (২) দাজ্জাল, (৩) দাব্বাতুল আরদ (৪) পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, (৫) সর্বগ্রাসি ফিতনা ও (৬) তোমাদের ব্যক্তিবিশেষের উপর আপতিত ফিতনা। –(মুসলিম)

তিনটি আলামত প্রকাশ পেলে ঈমান আমল কার্যকরী হবে না

হাদীস : ৫১১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন আর কারো ঈমান ও আমল তার কোনো উপকারে আসবে না, যদি তার আগে ঈমান এনে না থাকে অথবা ঈমানের সাথে আমল সঞ্চয় না করে থাকে। আর তাহল–পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং 'দাব্বাতুল আরদ' বের হওয়া। –(মুসলিম)

সূর্য আরশের নিচে সিজদা দেয়

হাদীস : ৫১১২ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় রাসূল (স) বললেন, তুমি কি জান, তা কোথায় যাচ্ছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তা আল্লাহর আরশের নিচে গিয়ে সিজদায় রত হয় এবং (পুনর্বার উদিত হওয়ার) অনুমতি চায়, তখন তাকে সে অনুমতি দেয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যে, তা সিজদা করবে, কিন্তু তা কবুল করা হবে না এবং অনুমতি চাইবে অথচ তাকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাকে বলা হবে, তুমি যে দিক থেকে এসেছ সে দিকেই ফিরে যাও। অতপর তা পশ্চিমাকাশ হতে উদিত হবে। এর প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার এ বাণী দিয়ে। (অর্থাৎ, সূর্য তার গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যায়) তিনি বলেন, গন্তব্যস্থল হল আরশের তলদেশ। –(বোখারী ও মুসলিম)

সবচেয়ে বড় ফিতনা দাজ্জালের

হাদীস : ৫১১৩ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি হতে কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে কোনো ফিতনা বৃহত্তর নয়। –(মুসলিম)

দাজ্জালের এক চোখ কানা থাকবে

হাদীস : ৫১১৪ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার পরিচিতি তোমাদের কাছে গোপন নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কানা নয়, কিন্তু দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। তার এ চোখটি হবে ফোলা আঙ্গুলের মত। –(বোখারী ও মুসলিম)

দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা থাকবে

হাদীস : ৫১১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোনো নবী অতীত হন নি যিনি তাঁর উম্মতকে কানা মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেননি। তোমরা জেনে রেখ! সে (দাজ্জাল) নিশ্চয় কানা হবে। আর তোমরা এটাও নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের প্রতিপালক কানা নয়। দাজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে লিখা থাকবে ك ف ر অর্থাৎ কাফের। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) সাবধান করে দিয়েছেন

হাদীস : ৫১১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে একটি কথা বলব না? সে কথাটি অতীতের কোনো নবীই তাঁর জাতিকে বলেনি। আর তাহল–নিশ্চয় সে (দাজ্জাল) হবে কানা। সে বেহেশত ও দোযখের সদৃশ সাথে নিয়ে আসবে। তখন সে যা বলবে বেহেশত প্রকৃতপক্ষে তা হবে দোযখ। আমি তার সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছি। যেমন হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতিকে তার সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

দাজ্জাল পানি ও আগুন নিয়ে আসবে

হাদীস : ৫১১৭ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল নিজের হাতে পানি এবং আগুন নিয়ে বের হবে। মানুষ বাহ্যত যা পানি ধারনা করবে, বস্তুত তা হবে জ্বলন্ত আগুন। আর মানুষ যা আগুন ধারনা করবে, প্রকৃতপক্ষে তা হবে ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সে দাজ্জালের যুগ পাবে, সে যেন যা আগুন দেখতে পায় তাতে প্রবেশ করে। কেননা, তা হবে সুস্বাদু মিষ্ট পানি। –(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিম এতে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, দাজ্জাল হবে মুদিত চোখবিশিষ্ট। তার চোখের উপর নখ পরিমাণ মোটা চামড়া থাকবে, চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে লিখা থাকবে 'কাফের'। প্রত্যেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মু'মিন তা পড়তে পারবে।

দাজ্জালের মাথার চুল বেশি থাকবে

হাদীস : ৫১১৮ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন দাজ্জালের বাম চোখ কানা, মাথার কেশ অত্যধিক। তার সাথে থাকবে তার জান্নাত ও জাহান্নাম। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম। –(মুসলিম)

দাজ্জালের আবির্ভাব হলে সূরা কাহাফের প্রথম অংশ পড়বে

হাদীস : ৫১১৯ ॥ হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) বলেন, রাসূল (স) দাজ্জালের আলোচনা করে বললেন, যদি তার আবির্ভাব হয় আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকি, তখন তোমাদের মধ্যে আমিই তার সাথে দলিল-প্রমাণে বিজয়ী হব। আর যদি তার আবির্ভাব ঘটে এবং আমি বিদ্যমান না থাকি, তখন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি দলিল-প্রমাণে তার মোকাবেলা করবে। তখন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার পরিবর্তে আল্লাহই হবেন সহায়ক। সে হবে একজন জওয়ান, মাথার চুল কোঁকড়ান, ফোলা চোখবিশিষ্ট। আমি তাকে (ইহুদী) আব্দুল উয্যা ইবনে কাতানের সাথে তুলনা করতে পারি। সুতরাং যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরায়ে কাহফের প্রথমাংশ থেকে পাঠ করে। অপর এক বর্ণনায় আছে–সে যেন তার সামনে সূরায়ে কাহফের প্রথমাংশ থেকে পাঠ করে। কেননা, এ আয়াতগুলো তোমাদের দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদে রাখবে, সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে বের হবে এবং চলার পথে ডানে ও বাম ধ্বংসাত্মক ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাসকল! তোমরা দ্বীনের ওপর অটল থাকবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কত দিন যমিনে অবস্থান করবে? তিনি বললেন; চল্লিশ দিন তবে তখনকার একদিন হবে এক বছরের সমান এবং একদিন হবে এক মাসের সমান আর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অন্যান্য দিনগুলো হবে তোমাদের স্বাভাবিক দিনগুলোর মত। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আচ্ছা বলুন তো! সে একদিন যা এক বছরের সমান হবে, সে দিন কি আমাদের পক্ষে এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: না; বরং সে দিন এক একদিন পরিমাণ হিসেব করে নামায আদায় করতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যমীনে তার চলার গতি কি পরিমাণ দ্রুত হবে? তিনি বললেন; সে মেঘের মত যার পিছনে প্রবল বায়ু রয়েছে। অতপর সে কোনো এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে তার অনুসরণের আহ্বান করবে। অতএব, লোকেরা তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ করবে, ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমীনকে নির্দেশ করবে, ফলে যমীন (ঘাস-ফসলাদি) উৎপাদন করবে। লোকদের গবাদিপশু সন্ধ্যায় যখন ফিরবে, তখন উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট এবং দুধে স্তন ভর্তি (অবস্থায়) কোমর টেনে ফিরবে। অতপর সে অপর এক জাতির কাছে এসে তাদেরকে নিজের খোদায়ির দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের কাছ থেকে ফিরে আসবে। অতএব, সে জাতির লোকেরা মহাদুর্ভিক্ষে নিপতিত হবে। ফলে তাদের হাতে মাল-সম্পদ কিছুই থাকবে না। অতপর সে (দাজ্জাল) একটি অনাবাদ বিরান জায়গা পার হবে এবং তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার অন্তরে যে সব গুপ্ত সম্পদ রয়েছে তা বের করে দাও। অতপর উক্ত ধন-সম্পদ এমনিভাবে তার পশ্চাতে ছুটতে থাকবে, যেমনিভাবে মৌমাছির দল তাদের নেতা মৌমাছির পিছনে ছুটে চলে।

অতপর দাজ্জাল যৌবনে পরিপূর্ণ এক যুবককে তার প্রতি আহ্বান করবে, এতে দাজ্জাল তাকে তরবারির আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলবে এবং উভয় খণ্ডকে এত দূরে দূরে নিক্ষেপ করবে যে, একটি নিক্ষিপ্ত তীরের দূরত্ব পরিমাণ তাদের মধ্যে ব্যবধান হবে। অতপর সে উভয় খণ্ডকে নিজের কাছে ডাকবে, ফলে উক্ত যুবক জীবিত হয়ে তার সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার মুখমন্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যখন সে এই সব কাণ্ডে লিপ্ত, ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহ তায়ালা হঠাৎ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-কে (আকাশ হতে) প্রেরণ করবেন এবং তিনি দামেশকের পূর্বপ্রান্তের শ্বেত মিনারা থেকে হলুদ বর্ণের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুজন ফেরেশতার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘর্ম ঝরবে, আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা স্বচ্ছ মুক্তার মত ঝরতে থাকবে। যেকোনো কাফের তাঁর শ্বাসের বায়ু পাবে সে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করবে। অথচ তাঁর শ্বাস-বায়ু তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করতে থাকবেন, অবশেষে তিনি তাকে (বায়তুল মুকাদ্দাসের) 'লুদ্দ' নামক দরজার কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। অতপর এমন একটি সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদে রেখেছিলেন। তখন তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত ফিরাবেন এবং জান্নাতে তাদের জন্য কি পরিমাণ বুলন্দ মর্যাদা রয়েছে সে সুসংবাদও প্রদান করবেন। এদিকে তিনি এ সব কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে এ সংবাদ পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছুসংখ্যক বান্দা সৃষ্টি করে রেখেছি, যাদের মুকাবেলা করার শক্তি কারো নেই। অতএব, তুমি বান্দাদেরকে 'তূর' পর্বতে নিয়ে হেফাযত কর।

অতপর আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে নিচে যমীনে নেমে খুব দ্রুত বিচরণ করতে থাকবে এবং তাদের প্রথম দল 'তাবারিয়া' নদী (সিরিয়ার একটি নদী) পার হবে এবং তারা তার সবটুকু পানি পান করে ফেলবে। পরে তাদের সর্বশেষ দল সে স্থান পার হবার সময় বলবে, হযরত কোন এক সময়

এখানে পানি ছিল। অতপর তারা সামনে অগ্রসর হয়ে 'খামার' নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছাবে। তা বায়তুল মুকাদ্দাসের কাছে অবস্থিত পাহাড়। এখানে পৌঁছে তারা বলবে, যমীনে যারা বসবাস করত ইতিমধ্যে আমরা নিশ্চিত সবাইকে হত্যা করে ফেলেছি। আস! এবার আমরা আকাশবাসীদেরকে হত্যা করে ফেলি! এ কথা বলে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের তীরগুলোকে রক্তমাখা অবস্থায় তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিবেন। সময় আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীগণকে তূর পর্বতে চরম দূরবস্থায় অবরোধ করা হবে। এমনকি তাঁদের কারোও জন্য একটি গরুর মাথা এ যুগের একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হবে। এ চরম অবস্থায় আল্লাহর নবী ঈসা এবং তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর দিকে রুজু হবেন। এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের ধ্বংসের জন্য ফরিয়াদী দোয়া করবেন অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের গর্দানের উপর বিষাক্ত কীটের আযাব নাযিল করবেন। (এটা উট, বকরীর নাকের মধ্যে জন্মে) ফলে তারা মুহূর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অতপর আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা পর্বত থেকে নিচে যমীনে নেমে আসবেন। কিন্তু ইয়াজুজ ও মাজুজের মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত, এমন একবিঘত যমিনও খালি পাবেন না। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা (উক্ত মুছিবত থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য) আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করবেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা বখতী উটের গর্দানের মত লম্বা লম্বা গর্দানবিশিষ্ট পাখির ঝাঁক প্রেরণ করবেন। পাখির দল তাদের মরদেহসমূহকে তুলে নিবে এবং যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছে সেখানে নিয়ে নিক্ষেপ করবে। অবশ্য অপর এক বর্ণনায় আছে–তাদেরকে 'নহবল' নামক স্থানে নিয়ে ফেলে দিকে। এবং মুসলমানরা তাদের ধনুক, তীর রাখার কোষসমূহ সাত বছর পর্যন্ত লাকড়িস্বরূপ জ্বালাতে থাকবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যদ্দরুন জনবসতির কোনো একটি অংশ, চাই তা মাটির ঘর হোক কিংবা পশমের হোক–বাদ থাকবে না, ধৌত করে পরিষ্কার করে দিবে। অবশেষে তা আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারপর যমিনকে বলা হবে, তোমরা ফল-ফলাদি বের করে দাও এবং তোমার কল্যাণ ও বরকত দান কর। এমনকি একটি উষ্ট্রীয় দুধ একদল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি বকরীর দুধ একটি পরিবারের লোকের জন্য যথেষ্ট হবে।

লোকেরা সার্বিকভাবে খোশহাল ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে থাকবে ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন আল্লাহ তায়ালা একটি স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন। তা তাদের বগল স্পর্শ করবে এবং উক্ত বায়ু প্রতিটি মুমেন মুসলমানের রূহ কবয করবে অতপর কেবলমাত্র পাপী ও মন্দলোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে এবং তারা গাধার মত পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন তাদের উপরেই কিয়ামত কায়েম হবে। –(মুসলিম)

তবে বর্ণনাতে দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ تطرحهم بالنهبل থেকে سبع سنين পর্যন্ত তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

দাজ্জালের হত্যাকারী হবে বড় শহীদ

হাদীস : ৫১২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, একসময় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং একজন মর্দে মুসলিম তার সামনে যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হবে। তখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক অর্থাৎ, দাজ্জালের বাহিনীর সাথে তার দেখা হবে। তারা জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোথায় যেতে ইচ্ছে করেছ? সে বলবে, ঐ ব্যক্তির কাছে যেতে চাই যে বের হয়েছে। রাসূল (স) বলেন, তখন তারা লোকটিকে বলবে, তুমি কি আমাদের রব্বের (দাজ্জালের) প্রতি ঈমান আননি? সে বলবে, আমাদের প্রকৃত রব্ব তো অজানা নয়। তখন তারা বলবে, এ লোকটিকে কতল করে ফেল। তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের রব্ব কি এ বলে নিষেধ করেনি যে, তার সামনে হাজির করা ছাড়া যেন কাউকেও তোমরা হত্যা না কর? তখন তারা লোকটিকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে আসবে। যখন সে মর্দে মুমিন দাজ্জালকে দেখবে, তখনই সে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, হে লোকসকল! এ তো সে দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছিলেন। রাসূল (স) বলেন, এ কথা শুনে দাজ্জাল ঐ লোকটিকে কঠোরতম সাজা দেয়ার নির্দেশ করবে এবং বলবে, একে কষে ধর এবং তার মাথায় জোরে আঘাত কর। তখন লোকিটকে এমনভাবে প্রহার করা হবে যে, তার পিঠ ও পেট চেপ্টা হয়ে যাবে। রাসূল (স) বলেন, তখন দাজ্জাল বলবে, তুমি কি এখনো আমার প্রতি ঈমান আনবে না? জবাবে লোকটি বলবে, 'তুমিই তো মিথ্যাবাদী মাসীহ।' এবার দাজ্জাল লোকটিকে করাত দিয়ে চিরে ফেলার নির্দেশ দিবে। তখন সে মর্দে মুমিনকে মাথা থেকে চিরা হবে, এমনকি তার পদদুটি পর্যন্ত দুভাগ করা হবে। অতপর দাজ্জাল সেই খণ্ডিত দু টুকরার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবে তারপর সে উক্ত খণ্ডকে লক্ষ্য করে বলবে, 'তুমি দাঁড়িয়ে যাও।' এবার লোকটি জীবিত হয়ে সোজাভাবে দণ্ডায়মান হবে। অতপর দাজ্জাল তাকে বলবে, এখন কি তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে? উত্তরে সে মর্দে মুমিন বলবে, এখন তো আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তাই বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসূল (স) বলেন, অতপর সেই মর্মে মুমিন লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবে, হে লোকসকল! তোমরা জেনে রাখ! এ দাজ্জাল এ যাবত আমার

সাথে যা কিছু করেছে, আমার পরে আর কোনো মানুষের সাথে তা করতে সক্ষম হবে না। রাসূল (স) বলেন, এবার দাজ্জাল তার হাত-পা বেঁধে ফেলবে এবং তাকে (অগ্নির মধ্যে) নিক্ষেপ করবে। উপস্থিত লোকেরা ধারণা করবে, দাজ্জাল তাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাকে জান্নাতের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতপর রাসূল (স) বলেন, এ মর্দে মুমিনই হবে রাব্বুল আলামীনের কাছে সবচেয়ে বড় শহীদ ব্যক্তি। -(মুসলিম)

দাজ্জালের ভয়ে মানুষ পাহাড়ে আশ্রয় নিবে

হাদীস : ৫১২১ ॥ হযরত উম্মে শারীক (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, লোকেরা দাজ্জাল-এর (ফিতনা) হতে পলায়ন করবে, এমনকি পাহাড়-পর্বতসমূহে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মে শারীক বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আরব (মুজাহেদীনরা) কোথায় থাকবেন? তিনি বললেন, সংখ্যায় তারা খুবই কম হবে। -(মুসলিম)

সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে

হাদীস : ৫১২২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে, তাদের মাথা চাদরে ঢাকা থাকবে। -(মুসলিম)

দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

হাদীস : ৫১২৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'দাজ্জাল' অবশ্যই আগমন করবে। কিন্তু তার প্রতি মদীনার গিরিপথে প্রবেশ করা নিষেধ থাকবে। অবশ্য সে মদীনার পাশের একটি লবণাক্ত বালুকাময় অঞ্চলে অবতরণ করবে। তখন তার কাছে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি অথবা (বলেছেন) পুণ্যবান লোকদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলবেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূল (স) আমাদের বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, দেখ! যদি আমি এই লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় তাকে জীবিত করি, তবে কি তোমরা আমার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, 'না।' তখন সে তাকে হত্যা করবে, অতপর তাকে পুনরায় জীবিত করবে। তখন সেই লোকটি বলবে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার বিষয়ে এখন আগের চেয়েও অধিক সন্দেহমুক্ত। আবার দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাবে, কিন্তু তাকে লোকটির উপর সেই ক্ষমতা দেয়া হবে না!

-(বোখারী ও মুসলিম)

দাজ্জাল সিরিয়ায় নিহত হবে

হাদীস : ৫১২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মাসীহে দাজ্জাল পুর্বদিক থেকে এসে মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশ করতে চাবে। এমনকি, সে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অতপর ফেরেশতারা তার চেহারা সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিবেন এবং সেখানে সে হযরত ঈসা (আ)-এর হাতে নিহত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনার দরজা ফেরেশতা পাহারা দিবে

হাদীস : ৫১২৫ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জালের কোনো প্রকার ভয়-ভীতি মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। মদীনার সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকবে এবং প্রত্যেক দ্বারে দুইদুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন। -(বোখারী)

দাজ্জাল পুর্ব দিক থেকে আসবে

হাদীষ : ৫১২৬ ॥ হযতর ফাতেমা বিনতে কায়স (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর ঘোষককে এ ঘোষণা দিতে শুনতে পাই, নামাযের জন্যে হাজির হয়ে যাও) সুতরাং আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং রাসূল (স)-এর সাথে নামায আদায় করলাম। নামায শেষ করে তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ নামাযের স্থানে বসে থাকে। অতপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি তোমাদের কেন জড় করেছি? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন; আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কিছু দেয়ার জন্যে বা কোনো ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য জড় করিনি; বরং 'তামীমে দারীর'-র বর্ণিত একটি ঘটনা শুনানোর জন্যেই তোমাদের জড় করেছি। তামীমে দারী ছিলেন একজন খ্রিস্টান, তিনি আমার কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাকে এমন একটি ঘটনা বলেছেন, তা ঐ কথার সাথে মিল রাখে যা আমি তোমাদের মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছিলাম। তিনি বলেছেন, একবার তিনি 'লাখম ও জুযাম' গোত্রের ত্রিশ জন লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক নৌকায় সফরে বের হয়েছিলেন। সাগরের তরঙ্গ তাদেরকে দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এদিক-সেদিক ঘুরাতে ঘুরাতে অবশেষে একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের কাছে নিয়ে পৌঁছল।

অতপর তারা ছোট ছোট নৌকাযোগে দ্বীপটির ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তারা এমন একটি জানোয়ারের

দেখা পেলেন যার সারা দেহ বড় বড় পশমে ঢাকা। অধিক পশমের কারণে তার অগ্র-পশ্চাত কিছুই নির্ণয় করা যায়নি। তখন তারা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? জানোয়ার বলল, আমি 'জাসসাসা' (অর্থাৎ গুপ্ত সংবাদ খোঁজকারিণী)। তোমরা এ গির্জায় (আবদ্ধ) লোকটির কাছে যাও, সে তোমাদের তথ্যাদি শুনার ও জানার প্রত্যাশী। তামীমে দারী বলেন, উক্ত জন্তুর কাছে লোকটির কথা শুনে তার প্রতি আমাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হল যে, তার পেত্নী হতে পারে। তখন আমরা তাড়াতাড়ি সেখানে গেলাম এবং গির্জায় প্রবেশ করে সেখানে এমন একটি বিরাট দেহবিশিষ্ট মানুষ দেখতে পেলাম, এর আগে যা আমরা আর কখনো দেখতে পাইনি। সে ছিল খুব শক্তভাবে বাঁধা অবস্থায়, তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং হাঁটুদ্বয় নিচের উভয় গিটের সাথে লৌহশিকল দিয়ে একত্রে বাঁধা ছিল। আমরা তাকে বললাম, তোর অকল্যাণ হোক! তুই কে? সে বলল, নিশ্চয় তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, তবে তোমরা প্রথমে আমাকে বল দেখি তোমরা কে? তারা বললেন, আমরা আরবের লোক। আমরা সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম, দীর্ঘ একমাস সাগরের ঢেউ আমাদের এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে এখানে এনে পৌঁছিয়েছে। অতপর আমরা এ দ্বীপে প্রবেশ করার পর সারা দেহ ঘন পশমে আবৃত এমন একটি জন্তুর সাথে আমাদের দেখা হল। সে বলল, আমি 'জাস্‌সাসা', সে আমাদের এ গির্জায় আসতে বলায় আমরা তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসে হাজির হয়েছি। সে বলল, আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি! 'বায়সান' এলাকার খেজুর বাগানে ফল আসে কি? আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, আসে। সে বলল, অদূর ভবিষ্যতে সে বাগানের গাছে ফল ধরবে না।

অতপর সে বলল, আচ্ছা, বল দেখি! 'তাবারিয়া'-এর নদীতে কি পানি আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। সে বলল, অচিরেই তার পানি শুকিয়ে যাবে। এবার সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল দেখি! 'যোগার' ঝরণার পানি আছে কি? এবং সেখানকার অধিবাসীরা কি উক্ত ঝর্নার পানি দিয়ে তাদের ক্ষেত-খামারে ফসলাদি উৎপাদন করে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পানি আছে এবং সেখানকার বাসিন্দারা তার পানি দিয়ে ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ করে। অতপর সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বল দেখি! উম্মীদের নবীর সংবাদ কি? আমরা বললাম, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে বর্তমানে ইয়াসরেব (মদীনায়) অবস্থান করছেন। সে জিজ্ঞেস করল, বল দেখি! আরবরা কি তার সাথে লড়াই করেছিল? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে জিজ্ঞেস করল, তিনি (সেই নবী) তাদের সাথে কি আচরণ করেছেন? এর উত্তরে আমরা বললাম যে, তাঁর আশে পাশের আরবদের উপরে তিনি বিজয়ী হয়েছেন এবং তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে। একথা শুনে সে বলল, তোমরা জেনে রাখ! তাঁর আনুগত্য করাই তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে।

আচ্ছা, এবার আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করছি–আমি মাসীহে দাজ্জাল, অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি বের হয়ে যমিনে বিচরণ করব। মক্কা-মদীনা ছাড়া এমন কোনো জনপদ বাকী থাকবে না, যেখানে আমি চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রবেশ করব না। সে দু স্থানে প্রবেশ করা আমার ওপরে নিষেধ করা হয়েছে। যখনই আমি তার কোনো একটিতে প্রবেশ করতে চাব, তখন মুক্ত তরবারি হাতে ফেরেশতা এসে আমাকে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করবে। বস্তুত তার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারারত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে (স) আপন লাঠি দিয়ে মিম্বরে টোকা দিয়ে বললেন; এটা তাইবাহ, এটা তাইবাহ, এটা তাইবাহ। অর্থাৎ 'মদীনা'। অতপর তিনি বললেন; বল দেখি, ইতিপূর্বে আমি কি তোমাদের এ হাদীস বর্ণনা করিনি? লোকেরা বলল, জি, হ্যাঁ। অতপর তিনি বললেন; দাজ্জাল সিরিয়ার কোনো এক সাগরে অথবা ইয়ামনের কোনো এক সাগরে আছে। পরে বললেন; না বরং সে পুবদিক থেকে আগমন করবে। এ বলে তিনি হাত দিয়ে পুর্বদিকে ইশারা করলেন। –(মুসলিম)

দাজ্জালের চেহারা ইবনে কাতানের মত

হাদীস : ৫১২৭ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বললেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখেছি যে, আমি কা'বা শরীফের কাছে উপস্থিত। সেখানে আমি গৌরবর্ণের এক লোককে দেখতে পেলাম। যিনি তোমার দেখা গৌরবর্ণের সবচেয়ে সুন্দর লোকদের অন্যতম। তার লম্বা চুল ছিল, যা তোমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর বাবরী চুলের অন্যতম ছিল। যেগুলোকে সে আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রেখেছিল উক্ত চুল থেকে ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছিল। তিনি দু ব্যক্তির কাঁধের ওপর ভর করে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম; এ লোকটি কে? উত্তরে (ফেরেশতারা) বললেন, ইনি মাসীহ ইবনে মারইয়াম। অতপর আমি আরেক লোককে দেখলাম, যার চুলগুলো ছিল সম্পূর্ণ কোঁকড়ান, জটবাঁধা। আর তার ডান চোখ ছিল কানা, দেখতে যেন চোখটি ফোলা আঙ্গুরের মত। লোকদের মধ্যে (ইহুদী) ইবনে কাতানের সাথে যার বহুলাংশে সাদৃশ বা মিল রয়েছে। সেও দু ব্যক্তির কাঁধে ভর করে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম; এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বললেন, এটা মাসীহে দাজ্জাল। –(বোখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় তিনি দাজ্জালের বর্ণনায় বলেছেন, সে লাল বর্ণের, মোটা দেহ, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, মানুষের মধ্যে ইবনে কাতানই তার কাছাকাছি সাদৃশ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাজ্জাল সমুদ্রের কোনো দ্বীপে বাঁধা আছে

হাদীস : ৫১২৮ ॥ হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রা) তামীমে দারীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তামীমে দারী বলেছেন, সে দ্বীপে প্রবেশ করলে আমি সেখানে এমন একটি নারীর দেখা পেলাম যার মাথার চুল এত লম্বা যে, তা যমিনে হেঁচড়িয়ে চলে। তামীম জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে? বলল, আমি 'জাস সাসা' (গোপন তথ্য খোঁজকারিণী), অতপর সে বলল, তুমি এই প্রাসাদের দিকে যাও। সুতরাং আমি সেখানে আসলাম। তথায় লম্বা লম্বা চুলবিশিষ্ট এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে শক্তভাবে লোহার শিকলে বাঁধা–আসমান ও যমিনের মাঝখানে লাফালাফি করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বলল আমি দাজ্জাল। –(আবু দাউদ)

দাজ্জালের এক চোখ সামনে থাকবে

হাদীস : ৫১২৯ ॥ হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের কথা বার বার আলোচনা করছি, তবুও এ আশংকা করছি যে, তোমরা তার প্রকৃত অবস্থা হয়ত বুঝতে নাও পার। জেনে রাখ! মাসীহে দাজ্জাল হবে খাট, পায়ের নলা লম্বা লম্বা। চুল খুব কোঁকড়ানো, এক চোখ কানা, অপর চোখ সমান। অর্থাৎ, একেবারে ভিতরেও ঢুকে থাকেনি এবং বাইরেও উঠে থাকেনি। এরপরেও যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে যাও, তাহলে এ কথা স্মরণ রাখ যে, তোমাদের পরওয়ারদেগার কানা নয়। –(আবু দাউদ)

প্রত্যেক নবী দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন

হাদীস : ৫১৩০ ॥ হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হযরত নূহ (আ)-এর পরে এমন কোনো নবী আগমন করেননি যিনি তারপর তিনি আমাদের তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বললেন, হয়ত তোমাদের কেউ, যে আমাকে দেখেছে অথবা যে আমার কথা শুনেছে, সে দাজ্জালকে পেতে পারে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমাদের অন্তরসমূহের অবস্থা কিরূপ হবে? রাসূল (স) বললেন, বর্তমানে যেরূপ আছে। অর্থাৎ, আজ যেমন তখন তেমন এটার অপেক্ষা উত্তম। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ) যঈফ-১১৫৩

চেপ্টা ধরনের লোক দাজ্জালের আনুগত্য করবে

হাদীস : ৫১৩১ ॥ আমর ইবনে হোরাইস হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল পূর্বাঞ্চলের খোরাসান এলাকা থেকে বের হবে, এমন এক সম্প্রদায় তার আনুগত্য গ্রহণ করবে যাদের চেহারা হবে ঢালের মত চেপ্টা। –(তিরমিযী)

দাজ্জালের কাছে গেলে ঈমান থাকবে না

হাদীস : ৫১৩২ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দাজ্জালের আসার সংবাদ শুনে, সে যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। (এটাই হচ্ছে তার জন্য নিরাপদ)। আল্লাহর কসম! কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুমিন ধারণা করে তার কাছে যাবে, কিন্তু তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডের ধোকায় পড়ে সে তার অনুসরণ করে ফেলবে। –(আবু দাউদ)

দাজ্জাল চল্লিশ বছর যমীনে অবস্থান করবে

হাদীস : ৫১৩৩ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল চল্লিশ বছর যমিনে অবস্থান করবে। এর বছর হবে মাসের মত। মাস হবে সপ্তাহের মত এবং সপ্তাহ হবে এক দিনের মত। আর দিন হবে খেজুরের একটি শুকনা ডাল আগুনে জ্বলে নিঃশেষ হওয়ার সময়ের মত। –(শরহে সুন্নাহ) gbKvi (1154)

সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের আনুগত্য করবে

হাদীস : ৫১৩৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের আনুগত্য করবে, তাদের মাথায় থাকবে সবুজ বর্ণের নেকাব। –(শরহে সুন্নাহ) hBd (1155)

দাজ্জালের আবির্ভাবের আগে গরু ছাগল ধ্বংস হবে

হাদীস : ৫১৩৫ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমার ঘরে ছিলেন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের আগের তিন বছর এরূপ হবে যে, এর প্রথম বছর আসমান তার এক তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমিন তার এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বছর আসমান দুই-তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমিন দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে, ফলে ক্ষুর-বিশিষ্ট প্রাণী (যেমন গরু, ছাগল প্রভৃতি) এবং শিকারী দাঁতবিশিষ্ট জন্তু (যেমন হিংস্র জানোয়ার) ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের চেয়ে মারাত্মক ফিতনা এটা হবে যে, সে কোন বেদুঈনের কাছে এসে বলবে, বল তো, যদি আমি তোমার মৃত উটগুলো জীবিত করে দেই, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে যে,

আমি তোমার রব্ব? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন শয়তান তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটা তাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় সামনে উপস্থিত হবে। রাসূল (স) বলেন; অতপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির কাছে আসবে, যার ভাই এবং পিতা মারা গেছে। তাকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভাইকে জীবিত করে দেই, তবে কি তুমি আমাকে তোমার রব্ব বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। তখন শয়তান তার পিতা ও ভ্রাতার অবিকল আকৃতি ধারণ করে আসবে। হযরত আসমা বলেন, এ পর্যন্ত আলোচনা করে রাসূল (স) নিজের কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলেন এবং পরে ফিরে আসলেন। এদিকে দাজ্জালের এ সব তান্ডবের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পতিত হল। আসমা বলেন, তখন রাসূল (স) দরজার উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন; হে আসমা! কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনি তো আমাদের কলিজা বের করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন; (এতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা), সে যদি বের হয় আর আমি জীবিত থাকি, তখন আমিই দলিল-প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যেক মুমিনের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত। আসমা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমাদের অবস্থা হল, আমরা আটার খামির তৈরি করি এবং রুটি প্রস্তুত করে অবসর হতে না হতেই আবার ক্ষুধার অস্থির হয়ে পড়ি। সুতরাং সে দুর্ভিক্ষের সময় মুমিনদের অবস্থা কিরূপ হবে? জবাবে তিনি বললেন: তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সে বস্তুই যথেষ্ট হবে যা আকাশবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আর তা হল তাসবীহ ও তাকদীস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাজ্জালের কাছে রুটির পাহাড় থাকবে

হাদীস : ৫১৩৬ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূল (স)-এর কাছে আমার চাইতে অধিক প্রশ্ন আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে এটাও বলেছেন, সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি বললাম, যেহেতু লোকেরা বলাবলি করে যে, দাজ্জালের সাথে রুটির পাহাড় এবং পানির ঝর্ণা থাকবে। তখন রাসূল (স) বললেন, সে তো আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে হীন প্রমাণিত হবে। −(বোখারী ও মুসলিম)

দাজ্জাল সাদা গাধায় সওয়ার হয়ে আসবে

হাদীস : ৫১৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল একটি ফক্ফকে সাদা বর্ণের গাধায় সওয়ার হয়ে বের হবে, তার উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থানটি সত্তর বা' চওড়া হবে। উভয় হাতকে প্রশস্ত করলে যে পরিমাণ লম্বা হয় তাকে বা' বলে। wbZv´B hBd (1157)

পঞ্চম অধ্যায়

ইবনে সাইয়্যাদের ঘটনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাইয়্যাদ ছিল কাফের

হাদীস : ৫১৩৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ বিনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন (আমার পিতা) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একদল সাহাবার সাথে রাসূল (স)-এর সাথে ইবনে সাইয়্যাদের কাছে গমন করলেন। তাঁরা সবাই ইবনে সাইয়্যাদকে বনী মাগালার টিলার পাদদেশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। সে সময় ইবনে সাইয়্যাদ সাবালকত্বে পৌঁছার কাছাকাছি বয়সি ছিল। কিন্তু সে রাসূল (স)-এর আগমন অনুভব করতে পারেনি, অবশেষে রাসূল (স) তার পিঠে হাত মেরে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন সে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। অতপর ইবনে সাইয়্যাদ রাসূল (স)-কে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি (ইবনে সাইয়্যাদ) আল্লাহর রাসূল? তখন রাসূল (স) তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর তিনি ইবনে সাইয়্যাদকে জিজ্ঞেস করলেন; তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমার কাছে সত্যবাদী (ফেরেশতা) ও মিথ্যাবাদী (শয়তান) উভয়ই আগমন করে থাকে। তখন রাসূল (স) বললেন; তোমার কাছে প্রকৃত ব্যাপার এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। রাসূল (স) বললেন; আমি (আমার অন্তরে) একটি বিষয় তোমার কাছে গোপন করেছি, (যদি পার তা কি বলে দাও।) বর্ণনাকারী বলেন, সেই সময় রাসূল (স) তা থেকে গোপন রাখলেন। ইবনে সাইয়্যাদ বলল, লুক্কায়িত কথা হল, 'দোখ' (ধোঁয়া)। রাসূল (স) বললেন;

তুমি দূর হও। তুমি কখনো নিজের সীমার বাইরে যেতে পারবে না। এ সময় ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। উত্তরে (স) বললেন; এটা যদি সেই (দাজ্জাল) হয়, তাহলে তুমি তাকে কাবু করতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করায় কোনো মঙ্গল নেই।

ইবনে ওমর (রা) বলেন এরপর একদিন রাসূল (স) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব আনসারী (রা) সেই খেজুর বাগানের দিকে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইবনে সাইয়্যাদ ছিল। তিনি খেজুর গাছের আড়ালে লুকিয়ে অগ্রসর হলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল, ইবনে সাইয়্যাদ তাঁকে দেখার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। তখন ইবনে ছাইয়্যাদ একখানা চাদর জড়িয়ে তার বিছানায় শোনা ছিল এবং গুনগুন শব্দ করছিল। তখন ইবনে সাইয়্যাদের মা দেখতে পেল, রাসূল (স) খেজুর গাছের শাখার আড়ালে রয়েছেন। সুতরাং সে ইবনে সাইয়্যাদকে ডাক দিল, হে ছাফ! আর এটা ইবনে সাইয়্যাদের নাম, এ যে মুহাম্মদ! তৎক্ষণাৎ ইবনে সাইয়্যাদ নিবৃত্ত হয়ে গেল। (স) বললেন; যদি তার মা তাকে অমনি থাকতে দিত, তাহলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যেত। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, এরপর রাসূল (স) জনগণের মধ্যে (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন। আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করে দাজ্জালের বিষয় উল্লেখ করে বললেন; আমি অবশ্যই তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান করে দিচ্ছি। বস্তুত এমন কোনো নবী অতীত হননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেননি। নূহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে ভয় প্রদর্শন করেছেন; কিন্তু আমি তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলতে চাই, যা অন্য কোনো নবী তাঁর জাতিকে বলেননি। তোমারা জেনে রাখ, যে (দাজ্জাল) কানা। আর তোমরা এটাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ কানা নহেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইবনে সাইয়্যাদ শয়তানের সিংহাসন দেখত

হাদীস : ৫১৩৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) আবু বকর ও ওমর (রা)-এর সাথে মদীনার কোনো এক পথে ইবনে সাইয়্যাদের দেখা হল, তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, তুমি কি একটা সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? জবাবে রাসূল (স) বললেন; আমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত সকল রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। অতপর রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমি পানির উপরে একখানা সিংহাসন দেখতে পাই। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি সাগরের উপর ইবলিসের সিংহাসন দেখ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আর কি দেখতে পাও? সে বলল, দুজন সত্যবাদী এবং একজন মিথ্যাবাদী অথবা বলল, দুজন মিথ্যাবাদী এবং একজন সত্যবাদীকে দেখতে পাই। তখন রাসূল (স) বললেন, বিষয়টি তার উপর এলোমেলো হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাকে পরিত্যাগ কর। -(মুসলিম)

বেহেশতের মাটি হবে সাদা

হাদীস : ৫১৪০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত ইবনে সাইয়্যাদ রাসূল (স)-কে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তা ময়দার মত সাদা এবং খালেছ কস্তুরীর মত (সুগন্ধি) হবে। -(মুসলিম)

দাজ্জাল ক্রোধান্বিত হয়ে বের হবে

হাদীস : ৫১৪১ ॥ হযরত নাফে (রা) বলেন, একদিন মদীনার কোনো এক রাস্তায় ইবনে সাইয়্যাদের সাথে হযরত ইবনে ওমরের সাক্ষাৎ হল। তখন হযরত ইবনে ওমর তাকে এমন একটি কথা বললেন, যাতে সে অত্যন্ত রাগান্বিত হল। এমনকি গোসসায় সে এমনভাবে ফুলে উঠল যেন গাল ভরে গেল। অতপর ইবনে ওমর তাঁর ভগ্নি হাফসার কাছে গেলেন। এবং হাফসার কাছে সে খবরটি আগেই পৌঁছেছিল। তখন হাফসা তাঁকে বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন! তুমি ইবনে সাইয়্যাদ থেকে কি জানতে চেয়েছিলে? তুমি কি জান না, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল কোনো এক ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে অত্যধিক ক্রোধান্বিত অবস্থায় বের হবে। -(মুসলিম)

টীকা ....

হাদীস নং ৫১৩৮ ॥ ইবনে সাইয়্যাদ মদীনার এক ইহুদি সন্তান। সে জ্যোতিষী বা গণক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডে প্রথম প্রথম সাহাবায়ে কেরামদের ধারণা হয়েছিল, এটাই দাজ্জাল অথবা দাজ্জালের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ইবনে সাইয়্যাদকে দাজ্জাল বলা হত

হাদীস : ৫১৪২ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার আমি ইবনে ছাইয়্যাদের সাথে মক্কার পথের যাত্রী হলাম। সে আমাকে বলল, আমি লোকের পক্ষ থেকে আশ্চর্যজনক ধারণার সামনা সামনি হয়েছি। লোকেরা বলে, আমিই দাজ্জাল। আপনি কি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেননি যে, দাজ্জালের কোনো সন্তানাদি হবে না? অথচ আমার সন্তানাদি আছে। তিনি কি এ কথাটি বলেননি যে, সে কাফের? অথচ আমি একজন মুসলমান। তিনি কি এ কথাটি বলেননি যে, সে মক্কা এবং মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না? অথচ আমি মদীনা থেকে আসছি এবং মক্কায় যাচ্ছি। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, অতপর সে আমাকে শেষ কথাটি বলল যে, আল্লাহর কসম! জেনে রাখুন, আমি তার (অর্থাৎ দাজ্জালের) জন্ম, সময়, জন্মস্থান এবং বর্তমানে সে কোথায় থাকে নিশ্চিতভাবে জানি এবং আমি তার বাপ-মাকেও চিনি। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, তার এ শেষ কথাটি আমাকে সন্দেহে ফেলে দিল। তখন আমি বললাম, তোমার সারা জীবন অমঙ্গল হোক, তখন (সফর সঙ্গীদের) কেউ বলল, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তুমিই সে (ব্যক্তি)? সে বলল, যদি দাজ্জালের পদবী (গুণাবলি) আমাকে প্রদান করা হয়, তাহলে আমি তাকে অপছন্দ করব না। −(মুসলিম)

ইবনে সাইয়্যাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে গাধার ন্যায় আওয়াজ হত

হাদীস : ৫১৪৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন আমি ইবনে সাইয়্যাদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, দেখলাম তার চোখ ফোলা ফোলা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কখন থেকে তোমার চোখের এ অবস্থা, যা আমি দেখছি? সে বলল, আমি জানি না। তখন আমি বললাম, তুমি জান না অথচ তা তোমার মাথায় রয়েছে? তখন সে বলল, যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন, তবে তিনি তোমার লাঠির মধ্যেও দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম। ইবনে ওমর (রা) বলেন, অতপর আমি তার নাকের ছিদ্র থেকে গাধার আওয়াজের চাইতেও বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। −(মুসলিম)

ইবনে সাইয়্যাদের চেহারা ছিল দাজ্জালের মত

হাদীস : ৫১৪৪ ॥ মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে দেখেছি, তিনি আল্লাহর কসম করে বলতেন যে, ইবনে সাইয়্যাদই দাজ্জাল। তখন আমি বললাম, আপনি আল্লাহর কসম করে বলছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি হযরত ওমর (রা)-কে এ সম্পর্কে রাসূল (স)-এর সামনে কসম করে বলতে শুনেছি, অথচ রাসূল (স) এতে কোনো আপত্তি করেননি। −(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবনে ওমর (রা) ইবনে সাইয়্যাদকে সম্মান করতেন

হাদীস : ৫১৪৫ ॥ নাফে' (র.) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) বলতেন, ইবনে সাইয়্যাদ যে মাসীহে দাজ্জাল, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। −(আবু দাউদ ও বায়হাকী কিতাবুল বাছে ওয়ান্নুশূরে)

ইবনে সাইয়্যাদ হারিয়ে গেল

হাদীস : ৫১৪৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, হাররা যুদ্ধের দিন থেকে আমরা ইবনে সাইয়্যাদকে আর খুঁজে পাইনি। −(আবু দাউদ)

ইবনে সাইয়্যাদের চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না

হাদীস : ৫১৪৭ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জালের পিতা-মাতা ত্রিশ বছর পর্যন্ত নিঃসন্তান থাকবে। অতপর তাদের এমন একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে হবে কানা, লম্বা লম্বা দাঁতবিশিষ্ট ও অপদার্থ। তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যাবে, কিন্তু তার অন্তর ঘুমাবে না। অতপর রাসূল (স) তার পিতা-মাতার অবস্থা বললেন; তার পিতা হবে হালকা দেহ বিশিষ্ট, ছিপছিপে লম্বা, তার নাক হবে পাখির ঠোঁটের মত সরু। আর তার মাতা হবে স্থূল দেহবিশিষ্ট, হাত দুটি লম্বা লম্বা। আবু বাকরা বলেন, মদীনার ইহুদীদের ঘরে এ জাতীয় একটি সন্তান জন্ম হওয়ার কথা আমরা শুনতে পেলাম। তখন আমি ও যুবায়র ইবনুল আওয়াম তাকে দেখতে গেলাম এবং তার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছে দেখলাম, রাসূল (স) তাদের উভয়ের বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা করেছিলেন তারা অবিকল সেরূপই। অতপর আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কোনো সন্তান আছে কি? তারা বলল, ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমরা নিঃসন্তান ছিলাম, অতপর আমাদের এমন একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যে কানা, বড় বড় দাঁতবিশিষ্ট ও অপদার্থ। তার চোখ ঘুমায়, কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা তাদের কাছ থেকে বের হয়ে দেখি যে, সে সন্তান একটি চাদর মুড়ি দিয়ে রৌদ্রের মধ্যে শুয়ে আছে এবং তা থেকে গুনগুন শব্দ শুনা যাচ্ছে। তখন সে মাথা থেকে চাদর সরিয়ে বলল, তোমরা দু জনে কি কথা বলেছ? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যা বলেছি তুমি কি তা শুনেছ? সে বলল, হ্যাঁ, শুনেছি। আমার চোখ নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। −(তিরমিযী)

রাসূল (স) ইবনে সাইয়্যাদকে দেখতে গেলেন

হাদীস : ৫১৪৮ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, একসময় মদীনার জনৈক মহিলা এমন একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল, যার এক চোখ মুছান, মাড়ির দাঁতগুলো মুখের বাইরে পর্যন্ত লম্বা, এতে রাসূল (স) আশংকা করলেন যে, হয়ত সে দাজ্জাল। অতপর একদিন তিনি তাকে দেখলেন, সে একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শুইয়ে গুনগুন করছে, তখন তার মা তাকে ডেকে বলল, হে আব্দুল্লাহ! এ যে আবুল কাসেম (স)। তখন সে চাদরের ভিতর থেকে বের হল, এ সময় রাসূল (স) বিরক্তির সুরে বললেন, এ মহিলাটির কি হল! আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, যদি সে তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিত, তাহলে প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেত। অতপর বর্ণনাকারী জাবির হযরত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। রাসূল (স) বললেন; যদি সে প্রকৃত দাজ্জালই হয়, তবে তুমি তার হন্তা নও; বরং তার হন্তা হলেন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম। আর যদি সে প্রকৃত দাজ্জালই না হয়, তাহলে এমন এক লোককে হত্যা করা তোমার অধিকারে নেই, যে নিরাপত্তা চুক্তির আওতায় রয়েছে। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) তখন থেকে ও আশংকা করতেন যে, হয়ত সে (ইবনে সাইয়্যাদ)-ই প্রকৃত দাজ্জাল। -(শরহে সুন্নাহ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত ঈসা (আ) হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক

হাদীস : ৫১৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন। তিনি শূলি ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া প্রথা রহিত করে দিবেন। লোকেরা জোয়ান জোয়ান তাজা-তাগড়া উষ্ট্রীসমূহ ছেড়ে দিবে, অথচ কেউ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। মানুষের অন্তর থেকে কার্পণ্য, হিংসা ও বিদ্বেষ সমূলে দূর হয়ে যাবে। এবং হযরত ঈসা (আ) মানুষদেরকে মাল প্রদানের জন্য ডাকবেন, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। -মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন ইবনে মরিয়ম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং ইমাম হবেন তোমাদের মধ্য হতে

একদল লোক সত্যের সংগ্রাম করবে

হাদীস : ৫১৫০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক সত্যের ওপরে বহাল থেকে বিজয়ীরূপে কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম করতে থাকবে। রাসূল (স) বলেন, অতপর হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করবেন। সেই সময়ের লোকদের আমীর বা নেতা তাঁকে বলবেন, আপনি এ দিকে আসুন এবং লোকদেরকে নামায পড়িয়ে দিন। তিনি বলবেন, না; বরং তোমার পরস্পরে পরস্পরের ইমাম। আর এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতকে মর্যাদা দান করেছেন। -(মুসলিম)

হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করলে সবাই ঈমান আনবে

হাদীস : ৫১৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন। তিনি (খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক) শূলি ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া প্রথা বিলুপ্ত করবেন এবং মাল-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কেউই তা গ্রহণ করবে না। সে সময় একটি সিজদা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক উত্তম হবে। অতপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যদি তোমরা চাও এ আয়াতটি পাঠ কর।

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته الاية অর্থাৎ, *হযরত ঈসা (আ)-এর ওফাতের আগে প্রতিটি আহলে কিতাব তাঁর উপরে ঈমান আনবে।* -(বোখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ঈসা (আ) পয়তাল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন

হাদীস : ৫১৫২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) যমীনে অবতরণ করবেন, এরপর তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তানাদিও জন্মলাভ করবে এবং তিনি পয়ঁতাল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতপর তিনি ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে আমার সাথে আমার কবরের সাথে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন আমি ও ঈসা ইবনে মারইয়াম একই কবরস্থান থেকে আবু বকর ও ওমর (রা)-এর মাঝখান থেকে উত্থিত হব। -(ইবনে জাওযী তাঁর 'আল-ওয়াফা' গ্রন্থে) যঈফ—১১৫৯

সপ্তম অধ্যায়

কিয়ামত নিকটবর্তী ও তা সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীর আগমনেই কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার ইঙ্গিত

হাদীস : ৫১৫৩ ॥ শো'বা কাতাদাহ থেকে তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আমি ও কিয়ামত এ দুটি অঙ্গুলীর মত প্রেরিত হয়েছি। শো'বা বলেন, আমি কাতাদাহকে বলতে শুনেছি, তিনি এ হাদিসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যেমন মধ্যমা ও তর্জনী (শাহাদাত) অঙ্গুলীর মধ্যে একটি আরেকটি থেকে কিছু বর্ধিত। অতপর শো'বা বলেন, আমি বলতে পারি না, এ ব্যাখ্যাটি কি কাতাদাহ হযরত আনাস (রা) থেকে শুনে বলেছেন, নাকি কাতাদাহ নিজেই বলেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

সাহাবীদের বেঁচে থাকার সময়

হাদীস : ৫১৫৪ ॥ হযরত জাবির (রা) রাসূল (স) ওফাতের একমাস আগে বলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছ কিয়ামত কখন হবে? অথচ তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি! বর্তমানে এ ভূপৃষ্ঠে যে ব্যক্তিই বেঁচে আছে, একশত বছর অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউই জীবিত থাকবে না। -(মুসলিম)

একশত বছরের মাথায় কেউ জীবিত থাকবে না

হাদীস : ৫১৫৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আজ যারা ভূপৃষ্ঠে বেঁচে আছে, একশত বছর অতিক্রান্ত হতেই এদের কেউ জীবিত থাকবে না। -(মুসলিম)

কিয়ামতের সময় সম্পর্কে রাসূলের বাণী

হাদীস : ৫১৫৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অনেক বেদুঈন লোকই রাসূল (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করত, কিয়ামত কখন হবে? তখন তিনি তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের প্রতি নজর করে বলতেন, এ বালকটি যদি জীবিত থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই তোমাদের ওপর কিয়ামত ঘটে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামত খুব নিকটবর্তী

হাদীস : ৫১৫৭ ॥ হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কিয়ামতের সূচনাতেই প্রেরিত হয়েছি। অবশ্য আমি তা থেকে এতটুকু পরিমাণ আগে আগমন করেছি, যে পরিমাণ এ অঙ্গুলীহতে বেড়ে রয়েছে। এ কথা বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। -(তিরমিযী) যঈফ-১১৬০

অর্ধদিনের সময়ের পরিমাণ হবে পাঁচশত বছর

হাদীস : ৫১৫৮ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আশাবাদী যে, আমার উম্মত তাদের পরওয়ারদিগারের কাছে এত অসহায় নয় যে, তিনি তাদেরকে অর্ধ দিনেরও অবকাশ দিবেন না। হযরত সাদকে জিজ্ঞেস করা হল, সে অর্ধদিনের পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বললেন, পাঁচশত বছর। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুনিয়ায় স্থায়িত্ব খুব অল্প হবে

হাদীস : ৫১৫৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ দুনিয়ার স্থায়িত্বের উদাহরণ হল, যেমন কোনো ব্যক্তি একটি কাপড়ের প্রথম থেকে ফেঁড়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং মাত্র একখানা সুতার মধ্যে উভয় খণ্ড আটকিয়ে রয়েছে। আর অচিরেই তাও ছিঁড়ে যাবে। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে) যঈফ-১১৬১

অষ্টম অধ্যায়

কিয়ামতের ফল ভোগ করবে নিকৃষ্ট লোকেরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত আসবে

হাদীস : ৫১৬০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে। -(মুসলিম)

যুলখালাসা একটি মূর্তির নাম

হাদীস : ৫১৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 'যুলখালাসা' মূর্তির কাছে দাউস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দুলবে না। 'যুলখালাসা' দাউস গোত্রের একটি মূর্তি ছিল, জাহেলী যুগে তারা এর পূজা করত। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষ আগের গোড়ামিতে ফিরে যাবে

হাদীস : ৫১৬২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, 'লাত ও উযযা' এ মূর্তিদ্বয়ের পূজা না করা পর্যন্ত দিন ও রাত শেষ হবে না। হযরত আয়েশা বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ধারণা ছিল, যখন আল্লাহ তায়ালা আয়াতটি নাযিল করেছেন, তখন মূর্তিপূজার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যতদিন আল্লাহ চাইবেন, ততদিন এ অবস্থায় থাকবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা একটি সুগন্ধময় বাতাস প্রবাহিত করবেন, তাতে ঐসব ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘটেবে, যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে। অতপর কেবলমাত্র ঐ সকল লোকই অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে না তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। -(মুসলিম)

কিয়ামত হবে যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করবে না

হাদীস : ৫১৬৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত তখনোই সংঘটিত হবে, যখন যমীনের মধ্যে আল্লাহ বলার মত কেউই থাকবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে-এমন কোনো ব্যক্তির উপরে কিয়ামত কায়েম হবে না, যে আল্লাহ আল্লাহ বলছে। -(মুসলিম)

দাজ্জালের আবির্ভাবে মানুষের সংকটময় অবস্থা হবে

হাদীস : ৫১৬৪ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল বের হবে এবং সে চল্লিশ দিন অথবা মাস অথবা বছর, এর কোনটি বলেছেন? অতপর আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-কে প্রেরণ করবেন। দেখতে তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদের সদৃশ। তিনি দাজ্জালের খোঁজ করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। হযরত ঈসা (আ) সাত বছর এ যমিনে অবস্থান করবেন, সে যমানায় দুজন লোকের মধ্যেও শত্রুতা থাকবে না। অতপর আল্লাহ তায়ালা সিরিয়ার দিক থেকে একটি শীতল বায়ু প্রবাহিত করবেন, উক্ত বায়ু ভূপৃষ্ঠে এমন একজন লোককেও জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে রেণু-কণা পরিমাণ নেকী বা ঈমান থাকবে। যদি সে তোমাদের কেউ পাহাড়ের অভ্যন্তরেও আত্মগোপন করে, উক্ত বায়ু সেখানে প্রবেশ করেও তার রূহ কবয করবে। তিনি বলেছেন, অতপর কেবলমাত্র নিকৃষ্ট ফাসেক ও বদকার লোকগুলোই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা বদ কাজে পাখীদের মত দ্রুতগামী এবং খুনখারাবীতে হিংস্র জন্তুর মত পাষাণ হবে। ভালো-মন্দ তারতম্য করার কোনো যোগ্যতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না তখন শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করে তাদের কাছে আসবে এবং বলবে, তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? তখন লোকেরা বলবে, আচ্ছা তুমি বল আমাদের কি করা উচিত। অতপর শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার নির্দেশ করবে। এ অবস্থায় তারা অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দে ও ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন করতে থাকবে। অতপর সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তিই উক্ত আওয়াজ শুনবে, সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক-সেদিক মাথা ঘুরাতে থাকবে। রাসূল (স) বলেন, সর্বপ্রথম উক্ত আওয়াজ সে ব্যক্তিই শুনতে পাবে, যে তার উটের জন্য পানির চৌবাচ্চা মেরামত কার্যে রত। তখন সে ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য লোকও মারা যাবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা কুয়াশার মত খুব হালকা ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে ঐ সব দেহগুলো সজীব হয়ে ওঠবে, যেগুলো কবরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে রয়েছিল। অতপর দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সব লোক উঠে দাঁড়াবে। অতপর ঘোষণা দেয়া হবে, হে

লোকসকল! তোমার দ্রুত তোমাদের পরওয়ারদিগারের দিকে ছুটে আস। তাদেরকে ঐখানে থামিয়ে রাখ, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতপর ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ঐ সকল লোকদেরকে বের কর যারা জাহান্নাম-এর উপযোগী হয়েছে। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, কতজন থেকে কতোজন বের করব? বলা হবে, প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের জন্য বের কর। এ পর্যন্ত বলা পর রাসূল (স) বললেন; তা সেদিন যেদিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে। يوم يجعل الولدان شيبا সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে।

يوم يكشف عن ساق অর্থাৎ সেদিন বিরাট সংকটময় অবস্থা প্রকাশ পাবে। -(মুসলিম)।

হযরত মুআবিয়া (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস لاتنقطع الهجرة তওবার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়

সিঙ্গায় ফুৎকারের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমান-যমিনকে দুহাতে ধরবেন

হাদীস : ৫১৬৫ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে গুটিয়ে নিবেন, অতপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, কোথায় দুনিয়ার অহংকারী ও স্বেরাচারী যালিমরা? অতপর বাম হাতে যমীনসমূহকে পেঁচিয়ে নিবেন। আর এক বর্ণনায় আছে-যমীনসমূহকে অপর হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, কোথায় স্বেরাচারী যালিম ও অহংকারীগণ? -(মুসলিম)

একজন ইহুদী পাদ্রীর কিয়ামতের বর্ণনা

হাদীস : ৫১৬৬ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদিন জনৈক ইহুদী পাদ্রী রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া মুহাম্মদ! আমরা (তওরাতে দেখতে) পেয়েছি যে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন আকাশমন্ডলীকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমিনকে এক আঙ্গুলের উপর, পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এবং কাদা মাটিকে এক আঙ্গুলের উপর আর অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিজগতকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। অতপর এ সব কিছুকে নাড়া দিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আমিই আল্লাহ! ইহুদী পাদ্রীর কথা শুনে রাসূল (স) হেসে ফেললেন, যেন তিনি তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। অতপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, وما قدروا الله حق قدره الايه (অর্থাৎ, আল্লাহর যতটুকু সম্মান করা দরকার ছিল তারা ততটুকু সম্মান করেনি, অথচ কিয়ামতের দিন সব দুনিয়া থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে ডান হাতে গুটানো। তিনি পবিত্র, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে)। -(বোখারী ও মুসলিম)

মাটি মানুষকে খেয়ে ফেলবে

হাদীস : ৫১৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুটি ফুৎকারের মধ্যখানে ব্যবধান হবে চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। অর্থাৎ, আমি জানি না। তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি জবাব দিতে অস্বীকার করি। অতপর আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তখন মৃত দেহগুলো এমনভাবে জীবিত হয়ে উঠবে, যেমনিভাবে ঘাস-লতা ইত্যাদি গঁজিয়ে ওঠে। অতপর রাসূল (স) বলেছেন, মেরুদন্ডের নিম্নাংশের একটি হাড় ছাড়া মানবদেহের সমস্ত কিছুই মাটিতে গলে বিলীন হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন সেই হাড্ডি থেকে গোটা দেহের পূনর্গঠন করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে-নবী (স) বলেছেন, মাটি আদম সন্তানের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার মেরুদন্ডের নিম্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবদেহ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটা থেকে তাকে পত্তন করা হবে।

আল্লাহ কিয়ামতের দিন যমিনকে মুঠোয় ভরবেন

হাদীস : ৫১৬৮ ॥ হযরত আবু হুয়ারায় (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন যমীনকে মুষ্টির মধ্যে নিয়ে নিবেন, আর আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন। অতপর বললেন, আমিই বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহরা কোথায়?-(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন মানুষ থাকবে পুলসিরাতের উপর

হাদীস : ৫১৬৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, يوم تبدل الارض غير الارض والسموات الخ (অর্থাৎ, যেদিন এ যমিনকে আরেক যমিন পরিবর্তন করা হবে এবং আকাশমন্ডলীকে আরেক আকাশে) সেদিন মানুষ সব কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, 'পুলসিরাতের' উপর। −(মুসলিম)

সূর্য-চন্দ্রকে একত্রে পেঁচিয়ে নেয়া হবে

হাদীস : ৫১৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে পেঁচিয়ে নেয়া হবে। −(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্রাফিল (আ) শিঙ্গা মুখে রেখেছেন

হাদীস : ৫১৭১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কিভাবে আরাম-আয়েশে থাকতে পারি? অথচ শিঙ্গাওয়ালা (হযরত ইস্রাফীল) শিঙ্গা মুখে রেখেছেন, কান ঝুঁকিয়ে রেখেছেন, মাথা নত করে রেখেছেন। তিনি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছেন যে, তাতে ফুঁক দেয়ার জন্য কখন নির্দেশ দেয়া হয়? এ কথা শুনে লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন অবস্থা এরূপই, তাহলে আমাদের কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তোমরা حسبنا الله ونعم الوكيل (অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্য-নির্বাহক) পড়তে থাক।−(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্রাফিলের শিঙ্গা দেখতে শিং-এর মত

হাদীস : ৫১৭২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তা একটি শিং, যাতে একসময় ফুৎকার দেয়া হবে। −(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

দুবার শিঙ্গা ফুঁক দেয়া হবে

হাদীস : ৫১৭৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর বাণী− فى الناقور فاذا نقر এর মধ্যে ناقور 'নাকূর' দ্বারা শিঙ্গা এবং يوم ترجف الراجفة এর মধ্যে 'রাজেফাহ' দ্বারা প্রথম ফুৎকার এবং رادفة 'রাদেফাহ্' দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকারের অর্থ নেয়া হয়েছে। −(বোখারী)

ইস্রাফিল (আ)-এর দু পাশে দুজন ফেরেশতা থাকবেন

হাদীস : ৫১৭৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) শিঙ্গা ফুৎকারকারীর (অর্থাৎ ইস্রাফীলের) আলোচনায় বলেছেন, তার ডান পাশে জিব্রাঈল (আ) এবং বাম পাশে মীকাঈল (আ) থাকবেন। যঈফ-১১৬২

আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন

হাদীস : ৫১৭৫ ॥ হযরত আবু রাযীন উকাইলী (রা) বলেন, একদিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি জগতকে কিভাবে পুনরুত্থিত করবেন, তাঁর মাখলুকের মধ্যে তার কোন নিদর্শন আছে কি? তিনি বললেন, আচ্ছা বল দেখি, (খরার সময়) তুমি তোমার এলাকার কোনো বিরান মাঠের ওপর দিয়ে অতিক্রম করনি? অতপর (বৃষ্টি বর্ষণের পরে) যখন তুমি যে মাঠের উপর দিয়ে অতিক্রম কর তখন তা বাতাসে দোলায়িত তরতাজা ঘাস ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে যায়? আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি। এবার রাসূল (স) বললেন; আল্লাহর সৃষ্টি জগতে এটাই তার বাস্তব নিদর্শন। অনুরূপভাবেই আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত করবেন। −(হাদিস দুটি রাযীন রেওয়ায়ত করেছেন) যঈফ-১১৬৩

দশম অধ্যায়

হাশরের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

লাল-সাদা মিশ্রিত যমিনে মানুষকে একত্রিত করা হবে

হাদীস : ৫১৭৬ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবমন্ডলীকে লাল-শ্বেত মিশ্রিত এমন এক সমতল ভূমিতে জড় করা হবে যেমন তা সাফাই করা আটার রুটির মত। সে যমীনে কারো (ঘর বা ইমরাতের) কোনো চিহ্ন থাকবে না। −(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতে প্রথম খানার বর্ণনা

হাদীস : ৫১৭৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়ার এ যমীনটি হবে একটি রুটির মত, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে হাতের মধ্যে নিয়ে এমনভাবে উলট-পালট করবেন যেমন তোমাদের কেউ সফর অবস্থায় তাড়াহুড়া করে এ হাতে সে হাতে নিয়ে রুটি প্রস্তুত করে এবং এ রুটি দ্বারা বেহেশতবাসীদের আপ্যায়ন করা হবে। নবী (স)-এর আলোচনা এ পর্যন্ত পৌঁছলে অমনি জনৈক ইহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসেম (স)! আল্লাহ রাহমানুর রহীম আপনার মঙ্গল করুন। আমি কি আপনাকে অবগত করব না যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীরেদকে কি বস্তু দিয়ে সর্বপ্রথম আপ্যায়ন করা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বল! সে বলল, এ যমিন হবে একটি রুটি, যেরূপ রাসূল (স) বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইহুদীর কথা শুনে রাসূল (স) আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল। অতপর ইহুদী বরল, আমি কি আপনাকে জ্ঞাত করব না যে, তাদের সে খাদ্যের তরকারি কি হবে? তা হবে বালাম ও নূন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, তা আবার কি? সে বলল, ষাঁড় ও মাছ। সে দুটির কলিজার উপরের বাড়তি যে গোশত তা সত্তর হাজার লোকে খাবে।-(বোখারী ও মুসলিম)

তিন প্রকার লোকের হাশর হবে

হাদীস : ৫১৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন প্রকার মানবমন্ডলীর হাশর হবে। জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা, জাহান্নাম থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর একদল হবে এক উটে (সওয়ারীতে) দুজন, কোনো একটিতে তিন জন, কোনো উটে চার জন, আবার কোনো এক উটে দশ জন পালাক্রমে চড়বে। অবশিষ্ট আরেক দল-তাদেরকে আগুন জড় করবে। দিনের বেলায় তারা যেখানে অবস্থান করবে, আগুনও তথায় তাদের সাথে অবস্থান করবে। তারা রাতে যেখানে অবস্থান করবে, আগুনও তথায় তাদের সাথে রাতে অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে ভোরে ও সন্ধ্যায় তারা যেখানে থাকবে, আগুনও তাদের সাথে সেখানে থাকবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বেদআতী লোকদের শাস্তি

হাদীস : ৫১৭৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় জড় করা হবে। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন- كما بدأنا اول خلق نعيده الاية অর্থাৎ আমি তোমাদের পুনরায় আমার কাছে ফিরিয়ে আনব যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি, যা আমি অবশ্যই পূরণ করব। অতপর তিনি বললেন, আর সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরিধান করান হবে, তিনি হবেন হযরত ইব্রাহিম (আ)। তিনি আরো বলেছেন; আমি দেখব যে, আমার উম্মতের কিছুসংখ্যক লোককে পাকড়াও করে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন আমি বলব, এরা যে আমার উম্মতের কিছু লোক, এরা যে আমার উম্মতের কিছু লোক। তখন রাব্বুল আলামীন বলবেন, যখন থেকে আপনি তাদেরকে রেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এসেছেন, তখন হতেই তারা দ্বীনকে পরিত্যাগ করে উল্টা পথে চলেছিল। রাসূল (স) বলেন, তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা ঈসা (আ) যেমন বলেছিলেন অনুরূপ বলব, 'আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিনই আমি তাদের অবস্থা অবগত ছিলাম...আপনি সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী" পর্যন্ত। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষ নগ্ন শরীরে হাশরের ময়দানে উঠবে

হাদীস : ৫১৮০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারী-পুরুষ সবাই কি একজন আরেক জনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি বললেন, হে আয়েশা! সে সময়টি এত ভয়ংকর হবে যে, কেউ কারও প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশই পাবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামত দিন মানুষ মুখের উপর ভর দিয়ে চলবে

হাদীস : ৫১৮১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে কিভাবে মুখের উপরে হাঁটিয়ে জড় করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যিনি দুনিয়াতে মানুষকে দু পায়ে চালিয়েছিলেন তিনি কি কিয়ামতের দিন তাকে মুখের উপরে চালাবার ক্ষমতা রাখেন না? -(বোখারী ও মুসলিম)

কাফেরদের জন্য বেহেশত হারাম

হাদীস : ৫১৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর পিতা আযরের দেখা পাবেন। তখন আযরের চেহারা হবে কাল ধুলাবালি মিশ্রিত। তখন হযরত ইব্রাহিম (আ) তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে (দুনিয়াতে) বলেছিলাম না যে, আপনি আমার কথা অমান্য করবেন না? তখন তাঁর পিতা তাকে বলবেন, আজ আমি তোমার নাফরমানী করব না। অতপর ইব্রাহিম (আ) বলবেন, হে প্রতিপালক! আপনি

আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, হাশরের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। অথচ আজ আমার পিতা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত, সুতরাং এটা অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা ও অপমান আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে রেখেছি। অতপর ইব্রাহিম (আ)-কে বলা হবে, তুমি তোমার পায়ের তলার দিকে তাকাও। তিনি সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই হঠাৎ দেখবে যে, তাঁর সামনে কাদা গোবরে লন্ডভন্ড শৃগাল আকৃতির একটি নিকৃষ্ট পশু দাঁড়িয়ে আছে। তখনি তাকে চার পা ধরে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। -(বোখারী)

কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হবে

হাদীস : ৫১৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে, এমনকি তাদের ঘাম যমিনের সত্তর গজ পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাবে, তা তাদের কর্ণদ্বয় পর্যন্ত পৌঁছে লাগামে পরিণত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে

হাদীস : ৫১৮৪ ॥ হযরত মিকদাদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি কাছে করে দেয়া হবে। এমনকি তা প্রায় এক মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে। সুতরাং তখন তার তাপে মানব সম্প্রদায় আপন আপন আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। কারো ঘাম টাখনু পর্যন্ত হবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত। কারো কোমর পর্যন্ত আর কোরো জন্য এ ঘাম লাগাম হয়ে যাবে এ কথাটি বলে রাসূল (স) নিজের মুখের দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। -(মুসলিম)

উম্মতের অর্ধেক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫১৮৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আদম! আদম জবাব দিয়ে বলবেন, হে আমার প্রভু! আমি হাজির। আপনার আনুগত্যই আমার জন্য সৌভাগ্য। সব কল্যাণ আপনারই হাতে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এই সময় শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে নেশাগ্রস্ত, বস্তুত তত্তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং আল্লাহর আযাবই কঠিন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্য থেকে কে হবে সে একজন? তিনি বললেন; বরং তোমরা এ সুসংবাদ জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়াজুজ-মাজুজদের থেকে এক হাজার।

অতপর রাসূল (স) বললেন, সে মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ। আবু সাঈদ বলেন, এ কথা শুনে আমরা সবাই 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলাম। অতপর বললেন, আমি আশা করি, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ। তখন আমরা আবার বললাম 'আল্লাহু আকবার'। অতপর তিন বললেন, আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক। এ কথা শুনে আমরা আবার বললাম 'আল্লাহু আকবর।' অতপর তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে তোমাদের সংখ্যার তুলনা হবে যেমন একটি সাদা গরুর চামড়ার মধ্যে একটি কালো পশম অথবা একটি কালো গরুর চামড়ার মধ্যে একটি সাদা পশম।

-(বোখারী ও মুসলিম)

রিয়াকারী বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ৫১৮৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন আমাদের পরওয়ারদিগার পায়ের গোছা উন্মোচিত করবেন, তখন ঈমানদার নারী-পুরুষ সবাই তাঁকে সিজদা করবে। আর বিরত থাকবে ঐসব লোক যারা দুনিয়াতে রিয়া ও শুনানোর জন্য সিজদা করত, তারা সিজদা করতে চাইবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ ও কোমর একটি কাষ্ঠফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন কাফেরদের কোনো সম্মান থাকবে না

হাদীস : ৫১৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন খুব মোটা-তাজা একজন বড় লোক আসবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা একটি মশার পাখার সমানও হবে না। অতপর তিনি এর প্রমাণস্বরূপ বললেন, তোমরা এই আয়াতটি পাঠ কর- فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন কাফেরদের জন্য কোনো সম্মান ও মূল্য দেব না। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যমিন কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে

হাদীস : ৫১৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন-

يومئذ تحدث اخبارها

(অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যমিন তার বৃত্তান্তসমূহ প্রকাশ করে দিবে।) অতপর বললেন, তোমরা কি জান–যমিনের বক্তব্য হল, প্রত্যেক পুরুষ এ প্রত্যেক নারী সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দিবে যে, সে তার পৃষ্ঠে অবস্থানকালে কি কি কর্মকান্ড করেছে। তা এভাবে বলবে যে, অমুকে অমুক কাজটি অমুক দিন করেছে। এটাই যমিনের বৃত্তান্ত। –(আহমদ ও তিরমিযী এবং তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান, সহীহ ও গরীব) যঈফ — ১১১৮৪

মানুষ মৃত্যুতে অনুতপ্ত হয়

হাদীস : ৫১৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অনুশোচনার কারণ কি? তিনি বললেন, যদি সে নেককার হয়, তখন এজন্য অনুতপ্ত হয় যে, কেন সে নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেনি। –(তিরমিযী) যঈফ—১১১৮৫

কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে

হাদীস : ৫১৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে তিন ভাগে একত্রিত করা হবে। একদল আসবে পদব্রজে, দ্বিতীয় দল আসবে সওয়ারীতে এবং তৃতীয় দল আসবে নিজেদের মুখের উপরে ভর করে। জিজ্ঞেস করা হল; ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা নিজেদের চেহারার উপরে ভর করে কিভাবে চলবে। তিনি বললেন; নিশ্চয়ই তাদেরকে পদযুগলে চালিত করতে পারেন, তিনি তাদেরকে চেহারার ওপরে ভর দিয়ে চালাবার ক্ষমতাও রাখেন। তোমরা জেনে রাখ, তারা নিজেদের মুখের উপরে চলাকালে প্রতিটি টিলা-টংকর ও কাঁটা-কুটা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে। –(তিরমিযী) যঈফ — ১১১৮৬

কেয়ামত চোখের সামনে

হাদীস : ৫১৯১ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দৃশ্যটি এমনভাবে প্রত্যক্ষ করতে পছন্দ করে যে, তা তার চোখের সামনে উপস্থিত, সে যেন اذا الشمس كورت - اذا السماء انفطرت এবং اذا السماء انشقت এরা সূরা কয়টি অর্থ বুঝে পাঠ করে। –(আহমদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সওয়ারীর উপর বিপদ আসবে

হাদীস : ৫১৯২ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে তিন দলে একত্রিত করা হবে। এক দল হবে আরোহী, খাওয়া-দাওয়ায় পরিতৃপ্ত ও কাপড়-চোপড়ে আচ্ছাদিত। আরেক দল হবে এমন যাদেরকে ফেরেশতাকুল মুখের উপরে হেঁচড়িয়ে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। আরেক দল হবে, যারা পদব্রজে চলবে এবং দৌড়াতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা সওয়ারীর উপর বিপদ আপতিত করবেন। এটা থেকে কোনটিই নিরাপদ থাকবে না যেন একটি বাগানের মালিক সে উক্ত বাগানের বিনিময়ে সওয়ারীর জন্য হাওদাসহ একটি উট পেতে চাইলেও তা পেতে সক্ষম হবে না। –(নাসাঈ) যঈফ — ১১১৮৭

একাদশ অধ্যায়

হিসাব-নিকাশ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতে হিসাব নিলে সে ধ্বংস হবে

হাদীস : ৫১৯৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যার হিসেব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। (আয়েশা বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ্ তায়ালা কি (খাঁটি মুমিনদের সম্পর্কে) এটা বলেনি–'অচিরেই তার কাছ থেকে সহজ হিসেব নিয়ে নেবে।' উত্তরে তিনি বললেন; সেটা হল শুধু পেশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ প্রত্যেকের সাথে কথা বলবেন

হাদীস : ৫১৯৪ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার প্রভু কথাবার্তা বলবেন না। তার ও তার প্রভুর মধ্যখানে কোনো দোভাষী এবং এমন কোনো পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড়াল করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে, তখন আগে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে

না। আবার বামে তাকাবে, তখনও পূর্ব প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারে না। আর সামনের দিকে তাকালে দোযখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, যা একেবারে চেহারার সামনে অবস্থিত। সুতরাং খেজুলের বিনিময়ে হলেও দোযখ থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর কুদরতী বাজুতে মুমিনরা ঢাকা থাকবে

হাদীস : ৫১৯৫ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) রাসূল (স) বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে নিজের কাছাকাছি করবেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজ বাজু তার ওপরে রেখে তাকে ঢেকে নিবেন। অতপর আল্লাহ সে বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি! এ গোনাহটি তুমি করেছ কি? এ গোনাহটি সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি? সে বলবে হ্যাঁ, হে আমার রব্ব! আমি অবগত আছি। শেষ নাগাদ এক একটি করে তার কৃত সকল গোনাহের স্বীকৃতি আদায় করবেন। এদিকে সে বান্দা মনে মনে এ ধারণা করবে যে, সে এ সকল অপরাধের কারণে নির্ঘাত ধ্বংস হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এ সকল অপরাধ ঢেকে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে তোমাকে নাজাত দিব। অতপর তাকে নেকীর আমলনামা দেয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে সব সৃষ্টিকুলের সামনে আনা হবে উচ্চস্বরে ও ঘোষণা দেয়া হবে, এরা তারা, যারা আপনা পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করত। জেনে রেখ, এ সকল যালিমদের ওপর আজ আল্লাহর লা'নত। –(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানেরা একটি নাসারা পাবে

হাদীস : ৫১৯৬ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুসলমানদের এক একটি করে ইহুদী অথবা নাসারা প্রদান করবেন, অতপর বলবেন, এটা দোযখ থেকে তোমার নিষ্কৃতির বিনিময়। –(মুসলিম)

মুসলমানরা কিয়ামতে সাক্ষী দিবে

হাদীস : ৫১৯৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ)-কে উপস্থিত করা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে: তুমি কি আমার হুকুম-আহকাম মানুষদের কাছে পৌঁছেছিল? তিনি বলবেন; হ্যাঁ, পৌঁছেছিলাম–হে আমার প্রভু! তখন তাঁর উম্মতগণকে জিজ্ঞেস করা হবে, তিনি কি তোমাদের (আমার হুকুম-আহ্কাম) পৌঁছে দিয়েছিলেন? তারা বলবে–আমাদের কাছে কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন নূহ (আ.-কে বলা হবে; তোমার সাক্ষী কে আছে? উত্তরে নূহ (আ) বলবেন, মুহাম্মদ (স) ও তাঁর উম্মতরা। রাসূল (স) বলেন, তখন তোমাদের উপস্থিত করা হবে এবং তোমরা এ সাক্ষ্য দিবে যে, অবশ্যই হযরত নূহ (আ) তাঁর উম্মতের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতপর রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন–অর্থাৎ, "আর এভাবেই আমি তোমাদের একটি মধ্যপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির সাক্ষী হতে পার। আর রাসূল (স) তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।" –(বোখারী)

অঙ্গ-প্রতঙ্গ সাক্ষ্য দেবে

হাদীস : ৫১৯৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম, হঠাৎ তিনি হাসলেন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন বান্দা যে তার রব্বের সাথে সরাসরি কথা বলবে, সে কথাটি স্মরণ করে হাসছি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! তুমি কি আমাকে যুলুম থেকে নিরপত্তা দান করনি? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, তখন বান্দা বলবে; আজ আমি আমার সম্পর্কে আপনজন ছাড়া আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করব। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হিসেবে এবং কেরামান কাতেবীনের সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতপর আল্লাহ তায়ালা তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে–তোমরা বল। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে দিবে। এরপর তার মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুলে দেয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গসমূহকে লক্ষ্য করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে দুর্ভাগ্য অঙ্গসমূহ! তোমরা দূর হও! তোদের ধ্বংস হোক! তোদের জন্যই তো আমি আমার প্রভুর সাথে ঝগড়া করেছিলাম। –(মুসলিম)

টীকা ....

হাদীস নং : ৫১৯৪ ॥ অর্থাৎ, যখন এটা বুঝতে পেরেছ, তখন এক টুকরো খেজুর পরিমাণও কারও প্রতি জুলুম করো না। অথবা যখন সেই দিন নেক আমল ছাড়া অন্য কিছুই তোমার উপকারে আসবে না, তখন এক টুকরা খেজুর সদকা করে হলেও নেকী অর্জন কর।

কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখা যাবে

হাদীস : ৫১৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, দ্বিপ্রহরে মেঘ মুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের মধ্যে পরস্পরে বাধা সৃষ্টি হয়? তারা বললেন, না। তিনি আরো বললেন; মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে পূর্ণ চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো রকমের অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না। অতপর তিনি বললেন; সে মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! এ দুটির কোনো একটাকে দেখতে তোমাদের যেই পরিমাণ অসুবিধা হয়, সে দিন তোমাদের প্রভুকে দেখতে সে পরিমাণ অসুবিধাও হবে না। এরপর রাসূল (স) বলেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালা কোনো এক বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে মর্যাদা দান করিনি? আমি কি তোমাকে সর্দারী দান করিনি? আমি কি তোমাকে স্ত্রী দান করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে আনুগত করে দেইনি? আমি কি তোমাকে এ সুযোগ দেইনি, তুমি নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিবে এবং তাদের কাছে থেকে এক-চতুর্থাংশ মাল ভোগ করবে? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ, অতপর রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি; তোমার কি এ ধারণা ছিল যে, তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করবে? বান্দা বলবে 'না'। এবার আল্লাহ বলবেন, তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে রয়েছিলে, আজ আমিও (আখেরাতে) অনুরূপভাবে তোমাকে ভুলে থাকব। অতপর আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, সেও অনুরূপ বলবে। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাকেও অনুরূপ কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার প্রতি, তোমার কিতাবের প্রতি এবং তোমার সকল নবীদের প্রতি ঈমান রেখেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি এবং দান সদকা করেছি। মোটকথা, সে সাধ্য পরিমাণ নিজের নেক কার্যসমূহের একটি তালিকা আল্লাহর সামনে তুলে ধরবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আচ্ছা! তুমি তো তোমার কথা বললে, এখন, এখানেই দাঁড়াও, এক্ষুণি তোমার ব্যাপারে সাক্ষী উপস্থিত করছি। এ কথা শুনে বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে, এমন কে আছে যে, এখানে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে?

অতপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার রানকে বলা হবে, তুমি বল, তখন তার রান, হাড় মাংস প্রভৃতি এক একটি করে বলে ফেলবে, তারা যা যা করেছিলো। তার মুখে মোহর লাগিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এজন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যেন সে বান্দা কোনো ওযর-আপত্তি পেশ করতে না পারে। বস্তুত যে বান্দার কথা আলোচনা করা হয়েছে, সে হল মুনাফিক এবং এ কারণেই আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্তর হাজার বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২০০ ॥ হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রভু আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর কোনো আযাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার এবং আমার পরওয়ারদিগারের তিন অঞ্জলি ভর্তি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। –(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিয়ামতের দিন তিনবার আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে

হাদীস : ৫২০১ ॥ হাসান বসরী (র.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানব মন্ডলীকে তিনবার আল্লাহ তায়ালার কাছে উপস্থিত করা হবে। প্রথম দুবার তর্ক-বিতর্ক ও ওযর-আপত্তির জন্য আর তৃতীয়বার আমলনামা উড়ে প্রত্যেকের হাতে পৌঁছাতে এবং তা কেউ ডান হাতে গ্রহণ করবে আর কেউ বাম হাতে। –(আহমদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হযরত হাসান বসরী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে কোনো হাদিস শুনেছেন বলে প্রমাণ নেই, কাজেই এ হাদীসটি সহীহ নয়। অবশ্য কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বসরী এ হাদীসটি হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যঈফ – ১১৫৮

ফেরেশতারা মানুষের প্রতি জুলুম করবে না

হাদীস : ৫২০২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে যার আমলনামা খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বল দেখি, তুমি এর কোনো একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লিখক ফেরেশতারা কি তোমার প্রতি জুলুম করেছে? সে বলবে, না; হে আমার প্রভু। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, তবে কি তোমার পক্ষ থেকে কোনো ওজর পেশ করার আছে? সে বলবে, না; হে আমার প্রভু! তখন আল্লাহ বলবেন, হাঁ, তোমার একটি নেকী আমার কাছে রক্ষিত আছে। তুমি নিশ্চিত জেনে রেখ, আজ

তোমার প্রতি কোনো জুলুম বা অবিচার করা হবে না। এরপর এক টুকরো কাগজ বের করা হবে, যাতে রয়েছে–(অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর (স) বান্দা ও রাসূল) অতপর আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওজন দেখার জন্য উপস্থিত হও। তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! ঐ সব বিরাট বিরাট দফতরের মোকাবিলায় এই এক টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর কোনো অবিচার করা হবে না।

রাসূল (স) বলেন, অতপর ঐ সমস্ত দফতরগুলো পাল্লার এক এবং এ কাগজের টুকরাখানি আরেক পালিতে রাখা হবে। তখন দফতরগুলোর পালি হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং কাগজের টুকরার পালির ভারি হয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে। মোটকথা আল্লাহর নামের সাথে অন্য কোনো জিনিস ওজনে ভারী হতে পারবে না।

–(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আমল নামা পড়া যাবে

হাদীস : ৫২০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদছ? তিনি (আয়েশা) বললেন, দোযখের আগুনের কথা স্মরণ হয়েছে তাই কাঁদছি। কিয়ামতের দিন আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? জবাবে রাসূল (স) বললেন, (হে আয়েশা!) জেনে রেখ, তিনটি জায়গা এমন হবে যেখানে কেউ কাউকেও স্মরণ করবে না। একটি 'মীযানের কাছে' যতক্ষণ না সে জেনে নিবে যে, তার আমলের পাল্লা ভারি রয়েছে নাকি হালকা, দ্বিতীয়টি 'আমলনামার দফতর পাওয়ার অবস্থা', যখন তাকে বলা হবে, আরে অমুক! এই নাও তোমার আমলনামা এবং তা পড়ে দেখ। যে পর্যন্ত না সে জেনে নিবে যে, তা তাকে ডান হাতে দেয়া হয়েছে, নাকি পিছন থেকে বাম হাতে দেয়া হয়েছে? আর তৃতীয় হল 'পুলসিরাত', যখন তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে। –(আবু দাউদ) যঈফ - ১১৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাধ ও পুণ্য সমান হলে সাওয়াব যাবে না

হাদীস : ৫২০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (স)-এর সামনে এসে বসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে কিছুসংখ্যক গোলাম আছে। তারা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার মাল-সম্পদে খিয়ানত করে এবং আমার নির্দেশের নাফরমানী করে, তাই আমি তাদেরকে গাল-মন্দ করি এবং মারধরও করে থাকি। তাদের সম্বন্ধে আমার অবস্থা কি হবে? তখন রাসূল (স) বললেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন গোলামদের খিয়ানত, নাফরমানী, মিথ্যা বলা এবং তোমার শাস্তি দেয়া সবকিছুর হিসেব নেয়া হবে। যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের সমান হয়, তখন ব্যাপার সমান সমান থাকবে। তুমি সওয়াবও পাবে না এবং তোমাকে কোনো শাস্তিও দেয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তখন তাদের বর্ধিত অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্যে তুমি সওয়াব পাবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তখন গোলামদের জন্য তোমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ সব কথা শুনে লোকটি অন্যত্র সরে বসল এবং চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। তখন (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আল্লাহর এই বাণীটি পড় নি?

~~(আ==১০৩৭)~~ "অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় ও নির্ভুল ওজনের পাল্লা স্থাপন করব এবং কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না, যদি আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তাও উপস্থিত করব, আর আমি হিসেব গ্রহণে যথেষ্ট।" তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার নিজের এবং ঐ সকল গোলামদের সম্বন্ধে তাদেরকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া অপেক্ষা উত্তম আর কিছু পাচ্ছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি যে, তারা সবাই মুক্ত। –(তিরমিযী)

কিয়ামতে সহজ হিসাব নেয়ার প্রার্থনা করবে

হাদীস : ৫২০৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোনো কোনো নামাযে রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, ~~(আ==১০৩৮)~~ (অথাৎ, হে আল্লাহ! আমার কাছ থেকে সহজ হিসেব নিও।) আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসেব কি? তিনি বললেন, বান্দা তার আমলনামা দেখবে, অতপর আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন। হে আয়েশা! জেনে রাখ, সেদিন যার হিসেবে যাচাই-বাচাই করা হবে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। –(আহমদ)

কিয়ামতে হিসেব সহজ করা হবে

হাদীস : ৫২০৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, সেদিন সম্পর্কে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, "সেদিন সকল মানুষ উভয় জাহানের প্রভুর সামনে দন্ডায়মান হবে।"

আমাকে বলুন! কোনো ব্যক্তির সেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার সাধ্য হবে? তখন তিনি বললেন, সেদিন ঈমানদারের জন্য অতি হালকা করা হবে। এমনকি ঐদিন তার জন্য একটি ফরয নামায আদায়ের সময়ের মত হবে।

hBd

মুমিনের কাছে সময় কম মনে হবে

হাদীস : ৫২০৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে ঐদিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সে অস্বাভাবিক দীর্ঘদিনে মানুষর অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, সে যাতে পাকের কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মুমিনদের জন্য সেদিন খুবই হালকা করা হবে, এমনকি দুনিয়াতে একটি ফরয নামায আদায় করার সময় অপেক্ষা তার জন্য এটা হালকা সময় মনে হবে। −(হাদিস দুটি বায়হাকী কিতাবুল বাছে ওয়ান্নুশূরে রেওয়ায়ত করছেন)

অল্প কিছু লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২০৮ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবমন্ডলীকে একটি ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন একজন ঘোষক−এ এলান করবে; এ সকল লোকেরা কোথায়-যারা (রাতে) আরামের বিছানা থেকে নিজেদের পাশকে দূরে রেখেছিল? তখন অল্পসংখ্যক লোক উঠে দাঁড়াবে এবং তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতপর অবশিষ্ট সকল মানুষ হতে হিসেব নেয়ার নির্দেশ করা হবে। −(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

দ্বাদশ অধ্যায়

হাউযে কাওসার ও শাফা'আতের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউসারের পানি মিশকের ন্যায় সুগন্ধি

হাদীস : ৫২০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাত ভ্রমণকালে হঠাৎ আমি একটি নহরের কাছে উপস্থিত হলাম, যার উভয় পাশে গর্ভশূন্য মুক্তার গম্বুজ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম; হে জিব্রাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটাই সেই কাওসার যা আপনার প্রভু আপনাকে দান করেছেন। তার মাটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়। −(বোখারী)

পান পাত্র আকাশের তারকার মত

হাদীস : ৫২১০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আমার হাউজের প্রশস্ততা একমাসের পথের সমপরিমাণ এবং তার চারদিকও সমপরিমাণ আর তার পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা এবং তার ঘ্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও অধিক খুশবুদার, আর তার পান-পাত্রসমূহ আকাশের তারকার মত (অধিক ও উজ্জ্বল)। যে তা থেকে একবার পান করবে সে আর কখন তৃষ্ণার্ত হবে না। −(বোখারী ও মুসলিম)

হাউজে কাউসারের পানি দুধের চেয়ে সাদা,

হাদীস : ৫২১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার হাউজের (উভয় পাশের) দূরত্ব আয়লা ও 'আদনের মধ্যবর্তী ব্যবধান হতেও অধিক। তার পানি বরফের চেয়ে অধিক সাদা এবং দুধ মিশ্রিত মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। তার পান-পাত্রসমূহ নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। আর আমি আমার হাউজে কাওসারে আগমন করা থেকে অন্যান্য উম্মতদেরকে তেমনিভাবে বাধা দিব, যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি তার নিজের হাউজ থেকে বাধা দিয়ে থাকে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেদিন কি আপনি আমাদের চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, চিনতে পারব। তোমাদর জন্য বিশেষ চিহ্ন থাকবে যা অন্যান্য উম্মতের কারো জন্য হবে না। তোমরা আমার কাছে এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাত-পা ওযুর কারণে উজ্জ্বল থাকবে।−মুসলিম এবং তাঁর অপর এক বর্ণনায় আছে−হযরত আনাস (রা) বলেন, উক্ত হাউজে সোনা ও চান্দির এত অধিক পান-পাত্র থাকবে; যাঁর সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের মতো (অগণিত)। তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে−হযরত সওবান (রা) বললেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, তার পানীয় কিরূপ? তিনি বললেন, দুধের চেয়ে অধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট। তাতে জান্নাত থেকে আগত দুটি জলধারা প্রবাহিত থাকবে−তার একটি হবে সোনার অপরটি চান্দির।

ধর্মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই

হাদীস : ৫২১২ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের আগেই হাউজে

কাওসারের কাছে পৌঁছব। যে ব্যক্তি আমার কাছে পৌঁছবে, সে তার পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। আমার কাছে এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সব নূতন নূতন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। এটা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক।

–(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন রাসূল (স) ছাড়া আর কেউ সুপারিশ করতে পারবে না

হাদীস : ৫২১৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে আটক করে রাখা হবে। এমনকি এতে তারা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলবে, যদি আমরা আমাদের প্রভুর কাছে কারও দ্বারা সুপারিশ করাই তাহলে হয়ত আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা হযরত আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সকল মানবমন্ডলীর পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ও জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সিজদা করেছিলেন এবং সব জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছিলেন, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমাদের এ কষ্টদায়ক স্থান থেকে মুক্ত করে প্রশান্তি দান করেন তখন আদম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। নবী (স) বলেন, তখন তিনি গাছ থেকে (ফল) খাওয়ার গোনাহের কথা– যা থেকে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল স্মরণ করবেন। (তিনি বলবেন;) বরং তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র সর্বপ্রথম নবী নূহের কাছে যাও। সুতরাং তারা সবাই নূহ (আ)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, অজ্ঞতাবশত নিজের ছেলেকে পানিতে না ডুবানোর জন্য প্রভুর কাছে যে প্রার্থনা করেছেন। (তখন তিনি বলবেন) বরং তোমার আল্লাহর খলীল ইব্রাহিমের কাছে যাও। রাসূল (স) বলেন; এবার তারা হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। এবং তিনি তার তিনটি মিথ্যা উক্তির কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন; বরং তোমার মূসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ তাওরাত কিতাব দান করেছেন।তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নৈকট্য দান করে রহস্যের অধিকারী বানিয়েছেন। রাসূল (স) বলেন, তখন সকলে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তখন তিনি সে প্রাণনাশের গোনাহের কথা স্মরণ করবেন যাঁ তাঁর হাতে ঘটেছিল; বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর কালেমা ও রূহ-ঈসার কাছে যাও। রাসূল (স) বলেন, তখন তারা সবাই হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ (স)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা, যাঁকে আল্লাহ তার আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

রাসূল (স) বলেন, তারা আমার কাছে আসবে, তখন আমি আমার প্রভুর কাছে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব, আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি তখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব, আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাবেন এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। আর বল, তোমার কথা শুনা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তা কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা চাইবে দেয়া হবে। রাসূল (স) বলেন, তখন আমি মাথা ওঠাব এবং আমার প্রভুর এমন ভাবে প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করব, যা তিনি সে সময় আমাকে শিখিয়ে দিবেন। অতপর আমি শাফাআত করব, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব, আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাবেন আমাকে এ অবস্থায় থাকতে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। আর বল, তোমার কথা শুনা হবে। সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। আর তুমি প্রার্থনা কর, যা চাবে তা দেয়া হবে। তখন আমি মাথা ওঠাব এবং আমার প্রভুর এমন প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করব, যা আমাকে তখন শিখিয়ে দেয়া হবে। অতপর আমি শাফা'আত করব, কিন্তু আমার জন্য এ ব্যাপারে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তখন আমি আমার প্রভুর দরবার থেকে বাইরে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট লোকগুলোকে জাহান্নাম থেকে বের করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বার ফিরে এসে আমার প্রভুর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিতির অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছে আমাকে এ অবস্থায় রেখে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বল, যা বলবে তা শুনা হবে। শাফাআত কর, তোমার শাফাআত কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে।

রাসূল (স) বলেন, তখন আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রভুর এমন হামদ-সানা করব, যা তিনি আমাকে সে সময় শিখিয়ে দিবেন। রাসূল (স) বলেন, তারপর আমি মাফাআত করব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিবেন। তখন আমি সে দরবার থেকে বের হয়ে আসব এবং সেখানে গিয়ে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করাব। অবশেষে কুরআন যাদেরকে আটকিয়ে রাখবে চিরস্থায়ী দোযখবাস নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই দোযখে থাকবে না। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন, অতপর রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াত–

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا (অর্থাৎ, আশা করা যায়, আপনার প্রভু অচিরেই আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' পৌঁছে দিবেন) তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন; এটাই সেই 'মাকামে মাহমুদ' তোমাদের নবীকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

অণু পরিমাণ ঈমান থাকলে সে বেহেশতী

হাদীস : ৫২১৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ পরস্পরে সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। তাই তারা সবাই হযরত আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে শাফাআত করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই; বরং তোমরা ইব্রাহিমের কাছে যাও। তিনি আল্লাহর খলীল। তাই তারা হযরত ইব্রাহিমের কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই; বরং তোমরা মূসার কাছে যাও। কারণ তিনি কালীমুল্লাহ। এবার তারা হযরত মূসার কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই; বরং তোমরা ঈসার কাছে যাও। কারণ, তিনি আল্লাহর রূহ ও কালেমা। তখন অরা হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে যাও। তখন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। তখন আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। এবার আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে।

এ সময় আমাকে প্রশংসা ও স্তুতির এমন সব বাণী ইলহাম করা হবে, যা এখন আমার জানা নেই। আমি ঐ সব প্রশংসা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠারও। বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাবে তা দেয়া হবে। আর শাফাআত কর কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! আমার উম্মত, আমার উম্মত! বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে আন। তখন আমি গিয়ে তাই করব। অতপর ফিরে আসব এবং ঐ প্রশংসা বাণী দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব, তারপর সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে। চাও, যা চাইবে তা দেয়া হবে। আর শাফাআত কর, কবুল করা হবে আমি বলব, হে আমার প্রভু! আমার উম্মত, আমার উম্মত! তখন (আমাকে) বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে এক অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে আন। সুতরাং আমি গিয়ে তাই করব। তারপর আবার ফিরে আসব এবং উক্ত প্রশংসা বাণী গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বল, তোমার কথা শুনা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাবে তা দেয়া হবে এবং সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! আমার উম্মত, আমার উম্মত, তখন আমাকে বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদের সকলকেই জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তখন আমি গিয়ে তাই করব। নবী (স) বলেন, অতপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং ঐ সব প্রশংসা বাণী দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও এবং বল, তোমার কথা শুনা হবে। চাও, যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার শাফাআত কবুল করা হবে। আমি বলব, হে প্রভু! যারা শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমাকে তাদের জন্য শাফাআত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার ইজ্জত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম করে বলছি; যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি নিজেই তাদেরকে দোযখ থেকে বের করব। –(বোখারী ও মুসলিম)

শুধু কালেমা পড়লেও বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২১৫ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমার শাফাআত লাভের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান হবে, যে তার অন্তর বা মন থেকে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। –(বোখারী)

বেহেশতের দরজার উভয়পাটের দূরত্ব হবে মক্কা থেকে হিজর পর্যন্ত

হাদীস : ৫২১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) -এর কাছে কিছু গোশত আনা হল এবং তাঁর খেদমতে বাজুর গোশতটিই পেশ করা হল। মূলত তিনি এ গোশত বেশি পছন্দ করতেন। কাজেই তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন আমি হব সব মানুষের সরদার, যেদিন মানবমন্ডলী রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে এবং সূর্য থাকবে (মাথায়) খুব কাছেই। পেরেশানী ও দুশ্চিন্তায় মানুষ এমন এক করুণ অবস্থায় পৌছবে, যা সহ্য করার শক্তি তাদের থাকবে না। তখন তারা বলাবলি করবে, তোমরা কি এমন কোনো ব্যক্তিকে খোঁজ করে পাও না, যিনি তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন? তখন তারা হযরত আদম (আ)-এর কাছে আসবে। এরপর বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা (রা) শাফাআত সম্পর্কীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন।

রাসূল (স) বলেন, তখন আমি আরশের নিচে যাব এবং আমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটে পড়ব। তখন আল্লাহআলা তাঁর হামদ ও সানার এমন কিছু উত্তম বাক্য আমার অন্তরে ঢেলে দিবেন যা আমার আগে কারো জন্য উন্মুক্ত করেননি। অতপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা ওঠান। আপনি প্রার্থনা করুন, যা চাবেন তা দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। নবী (স) বলেন, তখন আমি মাথা ওঠাব এবং বলব, হে আমার প্রভু! আমার উম্মত! আমার উম্মত, হে আমার রব্ব! আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যাদের কাছ থেকে কোনো হিসেব নেয়া হবে না তাদেরকে আপনি জান্নাতের দরজাসমূহের ডানদিকের দ্বার পথে প্রবেশ করিয়ে দিন এবং তারা সে সব দরজা ছাড়াও অন্যান্য দরজা দিয়ে অপরাপর লোকদের সাথে প্রবেশ করারও অধিকার রাখে। অতপর নবী (স) বলেন, সে সত্ত্বার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতের দরজাসমূহের উভয় পাটের ব্যবধান, যেমন−মক্কা ও হিজর নামক স্থানের মধ্যকার দূরত্ব পরিমাণ। −(বোখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তা রক্ষা করা খুবই জরুরী বিষয়

হাদীস : ৫২১৭ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) রাসূল (স) থেকে শাফাআতের হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন, আমানত ও আত্মীয়তাকে পাঠান হবে, তখন উভয়টি পুলসিরাতের ডানে ও বামে উভয় পাশে দাঁড়াবে।

−(মুসলিম)

মুমিনদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে

হাদীস : ৫২১৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) হযরত ইব্রাহিমের উক্তি সম্বলিত ও আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, অর্থাৎ, "হে আমার প্রভু! এ সব প্রতিমাগুলো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও গোমরাহ করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" আর হযরত ঈসা (আ)-এর উক্তিও পাঠ করলেন, অর্থাৎ, "যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তারা তো তোমারই বান্দা" (আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তবে তুমি মহাক্ষমতাশালী ও মহাজ্ঞানী)। অতপর রাসূল (স) নিজের হস্তদ্বয় উঠিয়ে এ ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! এ বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈলকে বললেন, তুমি মুহাম্মদ (স)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর তিনি কেন কাঁদছেন? অবশ্য আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তার কাঁদার কারণ কি? তখন জিব্রাঈল এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, রাসূল (স) তাঁকে তাই অবহিত করলেন যা তিনি বলেছিলেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈলকে পুনরায় বললেন, মুহাম্মদ (স)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দিব এবং আপনাকে ব্যথা দিব না। −(মুসলিম)

সর্বশেষ দল হবে আগুনে পোড়া কয়লার মত

হাদীস : ৫২১৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরের আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কি কষ্ট পাও? এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কে তোমাদের কোন রকম অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্কে দেখতে তোমাদের এর চেয়ে বেশি কোন অসুবিধা হবে না যা এ দুটিকে দেখতে তোমাদের হয়ে থাকে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে; প্রত্যেক উম্মত, যে যার এবাদত করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তখন যারা আল্লাহ্ ছাড়া মূর্তি -প্রতিমা ইত্যাদির এবাদত করত, তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না; বরং সবাই জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহ্র এবাদতকারী নেক্কার ও গোনাহ্গার ছাড়া তথায় আর কেউ কি বাকী থাকবে না। এরপর রাব্বুল আলামীন

তাদের কাছে আসবেন এবং বলবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? প্রত্যেক উম্মত, যে যার এবাদত করত, সে তো তারই অনুসরণ করেছে। তারা বলবে; হে আমাদের প্রভু! আমরা তো সব লোকদেরকে দুনিয়াতেই বর্জন করেছিলাম যখন আজিকার অপেক্ষায় তাদের কাছে আমাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা কখনো তাদের সাথে চলিনি।

আর হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় আছে, তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রভু আমাদের কাছে না আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ স্থানে অপেক্ষা করব। যখন আমাদের প্রভু আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। আর হযরত আবু সাঈদের বর্ণনায় আছে-আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের এবং তোমাদের প্রভুর মধ্যে এমন কোন চিহ্ন আছে কি, যাতে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ তায়ালার পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে তখন যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তায়ালাকে সিজদা করত, শুধু তাকেই আল্লাহ্ সিজদার অনুমতি দিবেন। আর যারা কারো প্রভাবে বা ভয়ে কিংবা মানুষকে দেখানোর জন্য সিজদা করত, তারা থেকে যাবে। তাদের মেরুদণ্ডের হাড়কে আল্লাহ্ তায়ালা একটি তক্তার ন্যায় শক্ত করে দিবেন। বরং যখনই সিজদা করতে চাবে, তখন তখনই পেছনের দিকে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে।

অতপর জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত পাতা হবে এবং শাফাআতের অনুমতি দেয়া হবে। তখন নবী রাসূলগণ এ ফরিয়াদ করবেন; হে আল্লাহ্! নিরাপদে রাখ! নিরাপদে রাখ। মু'মিনগণ এ পুলসিরাতের উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে আবার কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ-সালামতে বেঁচে যাবে। আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হবে এবং কেউ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। অবশেষে মু'মিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে, সে মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের যে কেউ নিজের হক্ বা অধিকারের দাবিতে কত কঠোর, তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের সে সকল ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্র সাথে আরো অধিক ঝগড়া করবে, যারা তখনও দোযখে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এ সকল লোকেরা আমাদের সাথে রোযা রাখত, নামায পড়ত এবং হজ্জ আদায় করত। তখন আল্লাহ্ বলবেন; যাও, তোমরা যাদেরকে চিনতে পার তাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি করে আন, তাদের দোযখ থেকে বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। অতপর বলবে; হে আমাদের রব্ব! এখন সেখানে এমন আর একজন লোকও অবশিষ্ট নেই যাদেরকে বের করার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আবার যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সবাইকে বের করে আন। এতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, পুনরায় যাও, যাদের অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সবাইকে বের করে আন! সুতরাং এতেও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে। অতপর আল্লাহ্ বলবেন, আবারও যাও, যাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সবাইকেও বের করে আন। এবারও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে এবং বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! ঈমানদার কোন ব্যক্তিকেই আমরা আর জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, ফেরেশ্তাগণ, নবীগণ এবং মু'মিনীন সবাই শাফা'আত করেছেন, এমন এক 'আরহামুর রাহিমীন' তথা আমি পরম দয়ালু ছাড়া তার কেউই অবশিষ্ট নেই। এ বলে তিনি মুষ্টিভরে এমন একদল লোককে দোযখ থেকে বের করবেন যারা কখনো কোন নেক কাজ করেনি। যারা জ্বলে-পুড়ে কাল কয়লা হয়ে গিয়েছে। অতপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে ভাগের একটি নহরে ঢেলে দেয়া হবে, যার নাম হল 'নহরে হায়াত'। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমনিভাবে ঘাসের বীজ গজায়, তেমনিভাবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংঘটিত হবে, তখন তারা তা থেকে বের হয়ে আসবে মুক্তার মত তাদের ঘাড়ে সীল-মোহর থাকবে। জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে দেখে বলবে, 'এরা পরম দয়ালু আল্লাহ্র আযাদকৃত'। আল্লাহ্ তায়ালা এদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ তারা আগে কোন আমল বা কল্যাণের কাজ করেনি। অতপর তাদেরকে বলা হবে, এ জান্নাতে তোমরা যা দেখেছ, তা তোমাদের দেয়া হল এবং এতদ্সঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আরো দেয়া হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

দোযখের আগুনে পোড়া মানুষকে নহরে গোসল করান হবে

হাদীস : ৫২২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে আন। তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা পুড়ে কালো কয়লায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। অতপর তাদেরকে 'হায়াত' নামক নহরে ফেলে দেয়া হবে। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমন ঘাসের বীজ গজায় তেমনি স্বচ্ছ-সুন্দর হয়ে ওঠবে। তোমরা কি দেখনি, উক্ত গাছগুলো হলুদ রং জড়িত অবস্থায় অংকুরিত হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পরিমাণের চেয়ে বেশি দিবেন

হাদীস : ৫২২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রব্বকে দেখতে পাব? অতপর আবু হুরায়রা হাদীসের অবশিষ্ট অংশ হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রীর বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবু হুরায়রার হাদীসে 'আল্লাহ্ পায়ের নলা বা গোড়ালী উন্মুক্ত করবেন'– তিনি এ কথাটি উল্লেখ করেননি। আর রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত পাতা হবে। সে সময় রাসূলদের মধ্যে আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম তা পার হব। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণও শুধু বলতে থাকবেন, আল্লাহুম্মা সাল্লেম, সাল্লেম। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ নিরাপদে রাখ। হে আল্লাহ্ নিরাপদে রাখ। আর জাহান্নামের মধ্যে সা'দানের কাঁটার মত আংটা থাকবে, সে সব আংটাগুলোর বিরাটত্ব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। ঐ আংটাগুলো মানুষদেরকে তাদের আমল অনুপাতে আঁকড়িয়ে ধরবে। সুতরাং কিছু সংখ্যক লোক নিজ আমলের জন্যে ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক টুক্‌রা টুকরা হয়ে যাবে। আবার পরে নাজাত পাবে।

অবশেষে যখন আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার-ফয়সালা শেষ করবেন এবং কিছু সংখ্যক ঐসব দোযখবাসীকে নাজাত দেয়ার ইচ্ছে করবেন, যারা এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তখন ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ করবেন যে, যারা একমাত্র আল্লাহ্র এবাদত করেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তখন তারা ঐ সকল লোকদের কপালে সিজ্‌দার চিহ্ন দেখে সনাক্ত করবেন এবং দোযখ থেকে বের করে আনবেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা সিজ্‌দার চিহ্নসমূহ পুড়িয়ে দগ্ধ করা আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ফলে দোযখে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি আদম সন্তানের সিজ্‌দার স্থানটি ছাড়া তার গোটা দেহটি আগুন নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। সুতরাং তাদেরকে এমন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দোযখ থেকে বের করা হবে, তারা একেবারে কালো কয়লা হয়ে গিয়েছে। তখন তাদের ওপর সঞ্জীবনী পানি ঢেলে দেয়া হবে। এর ফলে তারা এমনভাবে তরতাজা ও সজীব হয়ে ওঠবে, যেমন কোন বীজ প্রবাহমান পানির ধারে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

সে সময় দোযখবাসীদের মধ্য থেকে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এক ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থেকে যাবে, যার মুখ হবে দোযখের দিকে। সে বলবে, হে আমার রব্ব! দোযখের দিক থেকে আমার মুখখানা ফিরিয়ে দিন। কেননা দোযখের উত্তপ্ত হাওয়া আমাকে অত্যধিক কষ্ট দিচ্ছে এবং তার অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলছে। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, তবে কি যা তুমি চাচ্ছ, যদি তোমাকে আমি দান করি তাহলে আরো অন্য কিছুও তো চাইতে পার? তখন সে বলবে, না তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমি আর কিছুই চাব না। তখন সে আল্লাহ্‌তায়ালাকে আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার মুখকে দোযখের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে এবং তার চাকচিক্য ও শ্যামল দৃশ্য দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ যতক্ষণ নিশ্চুপ রাখতে চাবেন ততক্ষণ সে চুপ করে থাকবে। অতপর বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দাও। এ কথা শুনে মহামহিম বরকতময় আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তুমি একবার যা চেয়েছ তা ছাড়া কখনো আর কিছুই চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য বানিয়ো না! তখন আল্লাহ্ বলবেন, আচ্ছা, তোমাকে যদি এ সব কিছু দেয়া হয়, তাহলে পুনরায় অন্য আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, তোমার ইজ্জতের কসম! এটা ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপর সে আল্লাহ্ তায়ালাকে এই মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে যা আল্লাহ্ ইচ্ছে করবেন। তখন তাকে জান্নাতের দরজার কাছে এগিয়ে দেয়া হবে। যখন সে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছবে, তখন তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে এবং আল্লাহ্ যতক্ষণ চুপ রাখতে চাবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। অতপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন মহামহিম বরকতময় আল্লাহ্ বলবেন, আফসোস হে আদম সন্তান! তুমি কি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী! তুমি কি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি যা কিছু দিব তাছাড়া অন্য আর কিছুই চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে তোমার সৃষ্টির মধ্যে সবার চেয়ে দুর্ভাগা কর না। এ বলে সে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। এমনকি তার এ মিনতি দেখে আল্লাহ্ হেসে উঠবেন। যখন তিনি হেসে ফেলবেন তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেন, এবার যাও। তখন সে আল্লাহ্র কাছে মন খুলে চাইবে। এমনকি যখন তার আকাঙ্ক্ষাও শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এ সব কিছুই তোমাকে দেয়া হল এবং এর সাথে আরো অনুরূপ পরিমাণ দেয়া হল। আর হযরত আবু সাঈদের বর্ণনায় আছে-আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যাও, তোমাকে এ সব কিছু তো দিলামই এবং এর দশগুণ পরিমাণও এর সাথে দিলাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের আকাঙ্খার শেষ নেই

হাদীস : ৫২২২ ॥ হযরত ইবনে মাসুদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ

করবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার সময় একবার চলবে, একবার সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আরেকবার আগুন তাকে ঝলসিয়ে দিবে। অতপর যখন (এই অবস্থায়) সে দোযখের সীমানা পার হয়ে আসবে, তখন তার দিকে তাকিয়ে বলবে, বড়ই কল্যাণময় সেই মহান প্রভু! যিনি আমাকে তোমা থেকে মুক্তি দান করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পেছনের কোন ব্যক্তিকেই তা প্রদান করেননি। অতপর তার সামনে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। তখন সে বলল, হে আমার প্রভু! আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌঁছিয়ে দিন, যাতে আমি তার নিচে ছায়া পেতে পারি এবং তার ঝর্ণা থেকে পানি পান করি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে এটা প্রদান করি, তখন হয়তো তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইতে থাকবে। সে বলবে, না, হে আমার পরওয়ারদেগার! এবং সে আল্লাহ্র সাথে এ ওয়াদা-অঙ্গীকার করবে যে তা ছাড়া সে আর কিছুই চাবে না। অথচ তার অধৈর্য ও অস্থিরতা দেখে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার মনের আশা পূরণ করবেন। তখন তাকে উক্ত গাছের কাছে পৌঁছে দিবেন। সে তার ছায়া উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে।

অতপর আরেকটি গাছ প্রকাশ পাবে যা প্রথমটির চেয়ে উত্তম। তখন সে বলবে; হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ঐ গাছটির নিকটে করে দিন, যেন আমি সেখানে ঝর্ণার পানি পান করতে পারি এবং তার ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারি, আমি এছাড়া অন্য আর কিছু তোমার কাছে চাব না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তুমি তাছাড়া আর কিছুই চাবে না? আল্লাহ্ আরো বলবেন, এমনও তো হতে পারে; যদি আমি তোমাকে তার কাছে পৌঁছে দেই, তখন তুমি অন্য আরো কিছু চেয়ে বসবে? তখন সে এ প্রতিশ্রুতি দিবে যে, সে তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না। আল্লাহ্ তাকে অপারগ মনে করবেন। কেননা, তিনি ভালোভাবে অবগত আছেন যে, ঐখানে যাওয়ার পর সে যা কিছু দেখতে পাবে, তাতে সে লোভ সামলাতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে তার কাছাকাছি করে দিবেন। সে তার ছায়ায় আরাম উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। অতপর জান্নাতের দরজার কাছে এমন একটি গাছ প্রকাশ করবেন, যা প্রথম দুটির চেয়ে উত্তম। তা দেখে সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌঁছে দিন যাতে আমি তার ছায়া উপভোগ করি এবং তার পানি পান করি। তাছাড়া আর কিছুই তোমার কাছে চাব না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তুমি তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, ওয়াদা তো করেছিলাম, তবে হে আমার প্রভু! আমার এ আকাঙ্ক্ষাটি পূরণ করে দাও, এরপর আমি আর কিছুই তোমার কাছে চাব না। এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অপারগ জানবেন। কেননা, তিনি জানেন, এরপর সে যা কিছু দেখতে পাবে, তাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। যখন তাকে তার কাছাকাছি করে দেয়া হবে। যখন সে গাছটির কাছে যাবে, জান্নাতবাসীদের শব্দ শুনতে পাবে তখন বলবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার কাছে তোমার চাওয়া কখন শেষ হবে? আচ্ছা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়ার সমপরিমাণ জায়গা এবং তার সাথে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে প্রদান করি? তখন লোকটি বলবে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি সকল জাহানের প্রভু হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করেছ? এ কথা বলার পর ইবনে মাসউদ (রা) হাসলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ না যে, আমার হাসার কারণ কি? তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বলুন তো আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স) হেসেছিলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কিসে আপনাকে হাসাল? উত্তরে তিনি বললেন, যখন ঐ লোকটি বলল, 'তুমি রাব্বুল 'আলামীন হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করেছ?' তখন স্বয়ং আল্লাহ্ হেসে ফেলবেন অতপর আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না; বরং আমি যা ইচ্ছে করি তা করতে সক্ষম।-মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত আছে– তবে আল্লাহ্র উক্তি, "হে আদম সন্তান! কবে নাগাদ আমি তোমার চাহিদা থেকে রেহাই পাব?" এটা থেকে শেষ পর্যন্ত হাদীসের অংশটি তিনি বর্ণনা করেননি। অবশ্য এ কথাগুলো বর্ধিত আছে যে, আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করিয়ে বলবেন, তুমি আমার কাছে এটা চাও, তা চাও। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যাও, তোমার চাহিদামত তা তো তোমাকে দিলামই এবং অনুরূপ আরো দশগুণ প্রদান করলাম। নবী করীম (স) বলেছেন, সে জান্নাতে তার ঘরে প্রবেশ করবে এবং সাথে প্রবেশ করবে 'হুরে ঈন' থেকে তার দু জন স্ত্রী। তখন হুরদ্বয় বলবে; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি তোমাকে আমাদের জন্য জীবিত করেছেন এবং আমাদের তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। রাসূল (স) এটাও বলেছেন, তখন লোকটি বলবে, আমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে; এ পরিমাণ আর কাউকেও দেয়া হয়নি।

দোযখের শাস্তির পর বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২২৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক তাদের কৃত গোনাহের কারণে শাস্তিস্বরূপ দোযখের আগুনে ঝলসিত হবে। অতপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রহমত ও করুণায় তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে সেখানে তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে ডাকা হবে।−(বোখারী)

একদল বেহেশতীকে জাহান্নামী ডাকা হবে

হাদীস : ৫২২৪ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদল মানুষকে মুহাম্মদ (স)-এর শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের নাম রাখা 'জাহান্নামী'।-বোখারী, অপর এক বর্ণনায় আছে-তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক আমার সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী নামে ডাকা হবে।

দোযখ থেকে সর্বশেষ পবিত্রাণ পাওয়া দলের মর্যাদা ভিন্ন হবে

হাদীস : ৫২২৫ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত এবং সবশেষে জান্নাতে প্রবেশকারীকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি। সে এমন এক ব্যক্তি, যে হামাগুড়ি দিয়ে দোযখ থেকে বের হয়ে আসবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, যাও, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে এসে ধারণা করবে যে, তা ভর্তি হয়ে আছে। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তো তাকে ভরতি পেয়েছি, তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাকে জান্নাতে দুনিয়ার সমপরিমাণ এবং তার দশগুণ জায়গা দেয়া হল। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আপনি কি আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করেছেন? অথচ আপনি তো (সকল বাদশাহ্র) বাদশাহ্! ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম, এ কথাটি বলে রাসূল (স) এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল। আর বলা হয়, এ ব্যক্তি মর্যাদার দিক দিয়ে হবে জান্নাতীদের সর্বনিম্ন স্তরের।−(বোখারী ও মুসলিম)

বড় গোনাহ সরিয়ে ফেলা হবে

হাদীস : ৫২২৬ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছি, যে জান্নাতীদের মধ্যে সবশেষ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সর্বশেষ জাহান্নামী, যে তা থেকে বের হয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে, তার ছোট ছোট গোনাহ্সমূহ তার সামনে উপস্থিত কর এবং বড় বড় গোনাহগুলো সরিয়ে রাখ। তখন তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহগুলোই তার সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে; আচ্ছা বল তো, অমুক দিন অমুক কাজটি তুমি করেছিলে? সে বলবে, হাঁ, করেছি। বস্তুত তা সে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে তার বড় বড় গোনাহ্সমূহ উপস্থিত করা সম্পর্কে সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও! তোমার প্রতিটি গোনাহের স্থলে তোমাকে এক একটি নেকী দেয়া হল। তখন সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি তো এমন কিছু (বড় বড়) গোনাহ্ও করেছিলাম, যেগুলোকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, এ সময় আমি রাসূল (স)-কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে।−(মুসলিম)

দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া হবে

হাদীস : ৫২২৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নাম থেকে চার ব্যক্তিকে বের করে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে উপস্থিত করা হবে। অতপর তাদেরকে আবার জাহান্নামে পাঠানোর জন্য নির্দেশ করা হবে। তখন তাদের একজন পেছন ফিরে তাকাবে এবং বলবে, হে প্রভু! আমি তো এ প্রত্যাশায় ছিলাম যে, যখন তুমি একবার আমাকে তা থেকে বের করে এনেছ, আবার আমাকে সেখানে ফেরত পাঠাবে না। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দোযখ থেকে নাজাত দিয়ে দিবেন।−(মুসলিম)

বেহেশতের স্থান চিনতে পারবে

হাদীস : ৫২২৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদারদেরকে দোযখ থেকে বের করে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পুলের ওপর আটক রাখা হবে এবং দুনিয়াতে পরস্পর পরস্পরে যা যা জুলুম অত্যাচার হয়েছিল তা প্রতিশোধ অনুমতি দেয়া শেষে যখন তারা পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ প্রাণ! মু'মিনদের প্রত্যেকে দুনিয়াতে তার নিজ বাড়িকে যেমনিভাবে চিনত, তার চেয়ে সে বেহেশ্তে তার স্থান ভালরূপে চিনতে পারবে।−(বোখারী)

দোযখীদের বেহেশত দেখানো হয়

হাদীস : ৫২২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত অপরাধ করলে দোযখে তাহার যে স্থান হত, তা সে দেখবে, যাতে সে অধিক শোকরগোযার হয়। আর কোন

দোযখীকে দোযখে প্রবেশ করা হবে না যে পর্যন্ত ভাল কাজ করলে জান্নাতে তার যে স্থান হত, তা সে দেখবে না, যেন তার আফসোস ও অনুশোচনা বৃদ্ধি পায়।–(বোখারী)

মুমিনগণ অনন্তকাল বেহেশতে অবস্থান করবে

হাদীস : ৫২৩০॥ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে বেহেশ্‌ত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জবাই করে দেয়া হবে। অতপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখানে আর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! আর মৃত্যু নেই। এতে বেহেশ্‌তবাসীদের আনন্দের ওপর আনন্দ আরো অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে, অন্যদিকে দোযখীদের দুশ্চিন্তার ওপর আরো দুশ্চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পাবে।–(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউসারের পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে

হাদীস : ৫২৩১ ॥ হযরত সওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমার হাউদ আদন থেকে বালকার স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। তার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা স্বাদ ও মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মত অগণিত। যে তা থেকে এক ঢোক পান করবে, সে আর কখন পিপাসার্ত হবে না। উক্ত হাউজের কাছে সর্বপ্রথম ঐ সকল গরীব মুহাজেরীনগণ আসবে, যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরনের কাপড়-চোপড় ময়লা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণকে যাদের সাথে বিবাহ দেয়া হয় না এবং তাদের জন্য (গৃহের) দরজা খোলা হয় না। –(আহ্‌মদ, তিরমিযী ও ইব্‌নে মাজাহ্‌। এবং তিরযিমী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

অগণিত লোক হাউজে কাউছারের পানি পান করবে

হাদীস : ৫২৩২ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। এক মঞ্জিলে আমরা অবস্থান করলাম। তখন তিনি উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হাউজে কাওসারের যে সকল লোকেরা যায়েদ ইবনে আরকামকে জিজ্ঞেস করল, সেদিন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, সাত শত অথবা আটশত।–(আবু দাউদ)

প্রত্যেক নবীর হাউজ থাকবে

হাদীস : ৫২৩৩ ॥ হযরত সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতে প্রত্যেক নবীর এক একটি হাউজ হবে এবং নবীগণ নিজেদের হাউজ নিয়ে গর্ব করবেন যে, কার হাউজে আগমনকারীর সংখ্যা বেশি। কিন্তু আমি আশা রাখি যে, আমার হাউজে আগমনকারীর সংখ্যা হবে তাদের সবার চেয়ে অধিক।–(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদিসটি গরীব।)

কিয়ামতের দিন রাসূল (স) তিন জায়গায় অবস্থান করবেন

হাদীস : ৫২৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে আরয করলাম, কিয়ামতের দিন আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য বিশেষভাবে শাফা'আত করবেন। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তা করব। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন; সর্বপ্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতের ওপর খোঁজ করবে। বললাম, যদি আমি আপনাকে পুলসিরাতে দেখা না পাই? তিনি বললেন; তখন তুমি আমাকে মীযানের (আমলনামা ওজনের) কাছে খোঁজ করবে। বললাম, যদি আমি আপনাকে মীযানের কাছে দেখা না পাই? তিনি বললেন; তখন তুমি আমাকে হাউজে কাওসারের কাছে খোঁজ করবে। স্মরণ রেখ, আমি এ তিন জায়গা থেকে অনুপস্থিত থাকব না।–(তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

বেহেশতে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে ইব্রাহীম (আ)-কে

হাদীস : ৫২৩৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল; (আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত) 'মাকামে মাহ্‌মূদ' কি? তিনি বললেন, তা এমন একদিন যেদিন আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর কুরসীতে অবতরণ করবেন এবং তা এমনভাবে কড়মড় করবে, যেমন সংকীর্ণতার কারণে কড়মড় করে থাকে চামড়ার তৈয়ারী নূতন গদি। সেই কুরসীর প্রশস্ততা হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পরিমাণ। অতপর তোমাদের বস্ত্রবিহীন, খালি পদযুগলে ও খত্‌নাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। সেদিন যাদেরকে পোশাক পরিধান করান হবে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হবেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)। আল্লাহ্‌ তায়ালা ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিবেন আমার বন্ধু ইব্‌রাহীমকে তোমরা পোশাক পরিয়ে দাও। তখন জান্নাতের কোমল রেশমী ধবধবে সাদা দুখানা কাপড় আনা হবে এবং তা তাঁকে পরিধান করান হবে। অতপর পোশাক পরিধান করান হবে আমাকে। তারপর আমি আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের ডান পাশে এমন এক মাকামে দণ্ডায়মান হব, যা দেখে আগের ও পরের নবীরা আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবেন।–(দারেমী)

যঈফ – ১১৭৩

যারা কবীরা গোনাহ্ করবে তারা শাফায়াত পাবে

হাদীস : ৫২৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্কারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করবে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ। আর ইবনে মাজাহ্ হযরত জাবির (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

যারা শিরক করবে তারা শাফায়াত পাবে না

হাদীস : ৫২৩৭ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পরয়ারদেগারের কাছ থেকে একজন আগমনকারী (ফেরেশ্তা) আসলেন এবং তিনি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আমাকে এ দুয়ের মধ্যে একটির এখ্তিয়ার প্রদান করলেন, হয়ত আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যা জান্নাতে প্রবেশ করুক অথবা আমি (উম্মতের জন্য) শাফায়াতের সুযোগ গ্রহণ করি? অতপর আমি শাফায়াত গ্রহণ করলাম। অতএব, তা ঐসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্র সাথে শির্ক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য আমার শাফায়াত কার্যকর হবে।-(তিরমিযী ও ইব্নে মাজাহ্)

সুপারিশের কারণে অনেক লোক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২৩৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবুল জাদ'আ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের লোকসংখ্যার চেয়ে অধিক মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। -(তিরমিযী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্)

সকল উম্মতে মুহাম্মদী বেহেশতে প্রবেশ করবে

হাদীস : ৫২৩৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি এমন হবে, যে বিরাট একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একটি গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে। আবার কেউ আপন আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুপারিশ করবে আবার কেউ শুধু একটি লোকের জন্য সুপারিশ করবে। অবশেষে আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। -(তিরমিযী) যঈফ - ১১৭৫

চার লক্ষ লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মতের চার লক্ষ ব্যক্তিকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন। তখন তিনি বললেন, এ পরিমাণ-এ বলে তিনি উভয় হাত একত্রিত করে অঞ্জলি একত্রিত করলেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন। এবারও রাসূল (স) অনুরূপ অঞ্জলি একত্র করে দেখিয়ে বললেন, আরো এ পরিমাণ। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, হে আবু বকর! আমাদের নিজ নিজ অবস্থায় থাকতে দাও। তখন আবু বকর (রা) বললেন, হে উমর! এতে তোমার কি ক্ষতি যদি আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন? জবাবে উমর (রা) বললেন, যদি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন, তবে তাঁর সব সৃষ্ট মাখ্লুককে তিনি এক অঞ্জলিতেই জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। এ কথা শুনে তখন রাসূল (স) বললেন; উমর সত্যই বলেছে। -(শরহে সুন্নাহ্)

অযূর পানির বিনিময়ে সুপারিশ পাবে

হাদীস : ৫২৪১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামীগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, তখন জান্নাতী এক ব্যক্তি তাদের কাছ দিয়ে চলে যাবে। এ সময় জাহান্নামীদের সারি থেকে এক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তুমি আমাকে চিনতে পারনি? আমি, সে ব্যক্তি, যে একদিন তোমাকে পান করিয়েছিলাম। আর একজন বলবেন, আমি সে ব্যক্তি যে একদিন তোমাকে অযূর জন্য পানি দিয়েছিলাম। তখন সে বেহেশ্তী ব্যক্তি তার জন্য সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। -(ইবনে মাজাহ্) যঈফ - ১১৭৬

বিশেষ অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ

হাদীস : ৫২৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দু ব্যক্তি খুব শোর-চিৎকার করতে থাকবে। তাদের চিৎকার শুনে মহান প্রভু ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন, এ ব্যক্তিদ্বয়কে দোযখ থেকে বের করে আন। যখন তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, কি কারণে তোমারা দুজন এতো শোর-চিৎকার করছ? তারা বলবে, আমরা এরূপ করেছি যাতে আপনি আমাদের প্রতি রহম করেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার আমার অনুগ্রহ হল, জাহান্নামের যে স্থানে তোমরা অবস্থানরত ছিলে এখন সেখানে চলে যাও এবং সে স্থানেই তোমারা নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় নিক্ষেপ কর। এ নির্দেশ শুনে উভয়ের একজন স্বেচ্ছায় নিজেকে দোযখে নিক্ষেপ করবে। তখন আল্লাহ্ দোযখের আগুনকে তার জন্য শীতল ও আরামদায়ক করে দিবেন। কিন্তু

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে নিজেকে তাতে নিক্ষেপ করবে না। তখন পরওয়ারদেগার তাকে বলবেন, যেভাবে তোমার সাথী নিজেকে দোযখে নিক্ষেপ করেছে, কিসে তোমাকে অনুরূপভাবে নিক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখল? তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি এ আশা রাখি যে, জায়গা থেকে তুমি একবার আমাকে বের করেছ, আবার সেখানে তুমি আমাকে ফেরত পাঠাবে না। অতপর রাব্বুল আলামীন বলবেন, তুমি যে আশা পোষণ করেছ, তা পূরণ করা হল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাদের দু জনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। -(তিরমিযী)

বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হবে

হাদীস : ৫২৪৩ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সকল মানুষ (পুলসিরাত অতিক্রমের সময়) জাহান্নামে উপস্থিত হবে এবং আমলের অনুপাতে নাজাত পাবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক সবার আগে বিদ্যুতের গতিতে চলে যাবে। কেউ প্রচণ্ড বাতাসের বেগে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে. কেউ উটের গতিতে, কেউ মানুষের দৌড়ের গতিতে, অতপর পায়ে হাঁটার গতিতে। -(তিরমিযী ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউছারের পানি পান করলে তৃষ্ণার্ত হবে না

হাদীস : ৫২৪৪ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের সামনে আমার হাউজ রয়েছে-দু কিনারার দুরত্ব 'জাররা ও আয্রুহ' স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। কোন রাবী বলেছেন, এ দুটি সিরিয়ার দুই বস্তির নাম। এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাতের পথ। অপর এক বর্ণনায় আছে- তার পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মত (অগণিত)। যে উক্ত হাউজে এসে একবার তা থেকে পান করবে, সে পরে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতের গভীরতা সত্তর বছর রাস্তার দূরত্বের সমান

হাদীস : ৫২৪৫ ॥ হযরত হোযাইফা ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন সকল মানুষদেরকে একত্রিত করবেন। অতপর মু'মিনগণ এক স্থানে দাঁড়াবেন, অবশেষে বেহেশ্তকে তাদের কাছাকাছি করা হবে। এরপর তারা হযরত আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বেহেশ্ত খুলে দিন। তিনি বলবেন, তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদের জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে। সুতরাং আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা আমার পুত্র আল্লাহ্র বন্ধু ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও তিনি বলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বলবেন, এ কাজে উপযুক্ত আমি নই। আমি আল্লাহ্র বন্ধু ছিলাম বটে, কিন্তু পশ্চাতে; বরং তোমরা মূসার শরণাপন্ন হও। যার সাথে আল্লাহ্র সরাসরি কথাবার্তা বলেছেন। সুতরাং তারা হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র কালেমা এবং তাঁর রূহ। তখন হযরত ঈসা (আ) বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। অবশেষে তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে আসবে। তখন তিনি আরশের ডান পাশে দাঁড়াবেন এবং শাফায়াতের জন্য অনুমতি চাইবেন তাঁকে অনুমতি দেয়া হবে। অতপর আমানত ও রেহেমকে (আত্মীয়তার সম্পর্ককে) পাঠানো হবে, তখন উভয়টি পুলসিরাতের ডানে ও বামে দু পাশে দাঁড়িয়ে যাবে। এবার লোকেরা তার ওপর দিয়ে পার হতে থাকবে। তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত চলে যাবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, বিদ্যুতের মত চলে যাবে এর অর্থ কি? তিনি বলবেন; তোমরা কি দেখতে পাও না, বিদ্যুতের রশ্মি কিরূপে তরিৎ গতিতে চলে যায় এবং চোখের পলকেই আবার ফিরে আসে? তারপরের দল বাতাসের ন্যায় পার হবে। তারপরের দল উড়ন্ত পাখির মত এবং পুরুষদের দৌড়ের গতিতে যাবে। আমল অনুপাতে সবাইকেই তাদের আমল সামনের দিকে নিয়ে যাবে। আর তোমাদের নবী পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন, "হে প্রভু! সাল্লেম সাল্লেম" অর্থাৎ, হে আমার রব্ব! আমার উম্মতকে নিরাপদে রাখ, নিরাপদে রাখ। পরিশেষে কিছুসংখ্যক বান্দার আমল এতোই স্বল্প হবে যে, তাদের পুলসিরাত পার হওয়ার সামর্থ্য থাকবে না। এমনকি সে সময় এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিতে দিতে পার হবে। রাসূল (স) বলেছেন; পুলসিরাতের উভয় কিনারায় আংটা ঝুলন্ত থাকবে। যাকে পাক্ড়াও করার নির্দেশ থাকবে উক্ত আংটা তাকে পাক্ড়াও করবে। ফলে কেউ কেউ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে। আবার কোনো কোনো ব্যক্তির হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কসম এ সত্তার যাঁর হাতে আবু হোরায়রার প্রাণ! জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছর দূরত্বের সমান।

-(মুসলিম)

কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফায়াত করবে

হাদীস : ৫২৪৬ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবেন- নবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ। –(ইবনে মাজাহ্) Rvj

জাহান্নাম থেকে বের হবে সা'আরীরের মত

হাদীস : ৫২৪৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শাফায়াতের দ্বারা এমন কিছুসংখ্যক লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে, তারা 'সা'আরীরের' মতো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সা'আরীর কি? তিনি বললেন; তা হল ক্ষীরা।–(বোখারী ও মুসলিম)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেহেশতে প্রবেশকারীদের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর সর্বোপরি

হাদীস : ৫২৪৮ ॥ হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌তের স্তর হবে একশতটি, প্রত্যেক দু স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরত্বের পরিমাণ। জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সর্বোপরি। তা থেকেই প্রবাহিত হয় চারটি ঝর্ণাধারা এবং তার ওপরেই রয়েছে মহান পরওয়ারদেগারের আর্‌শ। সুতরাং তোমরা যখনই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে, তখন ফেরদাউস জান্নাতই চাইবে। – তিরমিযী, মেশকাত প্রণেতা বলেন, আলোচ্য হাদীসটি প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হলেও আমি তাকে বোখারী, মুসলিম বা হোমাইদীর কিতাবে কোথাও খুঁজে পাইনি।

পুণ্যবানদের জন্য জান্নাত অফুরন্ত নেয়ামত

হাদীস : ৫২৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি; কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন অন্তকরণ যা কখনো কল্পনাও করেনি।" (তিনি বললেন), এর সত্যতা প্রমাণে তোমরা ইচ্ছে করলে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে পারো। (অর্থাৎ), "এতদ্‌ভিন্ন তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক যে সব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই খবর নেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশত গোটা দুনিয়া থেকে উত্তম

হাদীস : ৫২৫০ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে একটি চাবুক রাখা পরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা থেকে উত্তম। –(মুয়াত্তা)

আল্লাহ্‌র পথে সময় ব্যয় করা উত্তম

হাদীস : ৫২৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে এক সকাল এবং এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সব সম্পদ থেকে উত্তম। যদি জান্নাতবাসিনী কোন নারী (হুর) পৃথিবীর পানে উঁকি দেয়, তবে সব জগতটা (তার রূপের ছটায়) আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে মোহিত করে ফেলবে। এমনকি তাদের (হুরদের) মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া এবং তার সম্পদরাশি থেকে উত্তম। –(বোখারী)

বেহেশতে প্রকাণ্ড একটি গাছ আছে

হাদীস : ৫২৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌তে এমন একটি বিরাট গাছ আছে, যদি কোনো সওয়ারী তার ছায়ায় একশত বছরও পরিভ্রমণ করে, তবুও তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। বেহেশ্‌তে তোমাদের কার একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও এর চেয়ে উত্তম, যার ওপর সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। –(বোখারী ও মুসলিম)

ষাট মাইল লম্বা একটি তাঁবু থাকবে

হাদীস : ৫২৫৩ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌তে মু'মিনদের জন্য মুক্তা দিয়ে প্রস্তুত একটি তাঁবু থাকবে, যার মধ্যস্থল হবে ফাঁকা। তার প্রশস্ততা, অন্য বর্ণনায় তার দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। তার প্রত্যেক কোণে থাকবে তার পরিবার। এক কোণের লোক অপর কোণের লোককে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ এদের কাছে যাতায়াত করবে। দুটি বেহেশ্‌ত হবে রূপার, তার ভিতরের পাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী হবে রূপার এবং অপর দুটি বেহেশ্‌ত হবে সোনার। যার পাত্র ও ভিতরের সব জিনিস হবে সোনার। আর আদ্‌ন বেহেশ্‌তে বেহেশ্‌তবাসী এবং তাদের পরওয়ারদেগারের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের আভা ছাড়া আর কোনো আড়াল থাকবে না।–(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতে রূপ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে

হাদীস : ৫২৫৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌তে একটি বাজার আছে। বেহেশ্‌তবাসীগণ সপ্তাহের প্রত্যেক জুম'আর দিন সেখানে মিলিত হবে। তখন উত্তরা হাওয়া প্রবাহিত হবে এবং তা তাদের মুখমণ্ডলে ও কাপড়-চোপড়ে সুগন্ধি নিক্ষেপ করবে, ফলে তাদের রূপ-সৌন্দর্য আরো অধিক বৃদ্ধি পাবে। তারপর যখন তারা বর্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য অবস্থায় নিজেদের স্ত্রীদের কাছে যাবে, তখন স্ত্রীগণ তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! তোমারা তো আমাদের অবর্তমানে সুগন্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ফেলেছ। এর উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। -(মুসলিম)

বেহেশতের প্রথম দল হবে পূর্ণিমার চাদের মত

হাদীস : ৫২৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রথম যে দল বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, পূর্ণিমার রজনীর চাঁদের মত রূপ ধারণ করেই তারা প্রবেশ করবে। আর তাদের পরবর্তী যে দল যাবে, তারা হবে আকাশের সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় চমকদার, জান্নাতবাসী সবার অন্তর এক ব্যক্তির অন্তরের মত হবে। তাদের মধ্যে কোনো কোন্দল থাকবে না এবং কোন হিংসা-বিদ্বেষও থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের জন্য হুরে ঈন থেকে দু দুজন স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্যের দরুণ তাদের হাড় ও মাংসের উপর থেকে নলার ভেতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। তারা কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তাদের পেশাব হবে না, পায়খানাও করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরবে না। তাদের পাত্রসমূহ হবে সোনা-রূপার। আর তাদের চিরুনি হবে সোনার এবং তাদের ধুনীর জ্বালানি হবে আগরের, তাদের গায়ের ঘর্ম হবে কস্তুরীর মত (সুগন্ধি)। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়, শারীরিক গঠন অবয়বে হবে তাদের পিতা আদম (আ)-এর ন্যায়; উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা। -(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতীগণ মল-মূত্র ত্যাগ করবে না

হাদীস : ৫২৫৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতবাসিগণ তথায় আহার করবে, সেখানে পান করবে কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না, মূল-মূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মা ঝরবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, এমতাবস্থায় তাদের খাদ্যের পরিণতি কি হবে? তিনি বললেন; ঢেকুর এবং মেশকের মত সুগন্ধি ঘাম-এর দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র তস্‌বীহ ও প্রশংসা তাদের অন্তরে এমনিভাবে ঢেলে দেয়া হবে যেমনি শ্বাস-নিঃশ্বাস অবিরাম চলছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতে আরাম আয়েশে থাকবে

হাদীস : ৫২৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, সে সেখানে সুখে-স্বাচ্ছন্দে আয়েশের মধ্যে ডুবে থাকবে, কোন রকমের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা তাকে পাবে না এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না, আর তার যৌবনও নিঃশেষ হবে না। -(মুসলিম)

বেহেশতীগণ রোগাক্রান্ত হবে না

হাদীস : ৫২৫৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌তবাসী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, তোমরা সবসময় সুস্থ থাকবে, আর কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তোমরা সবসময় জীবিত থাকবে, আর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সবসময় যুবক থাকবে, আর কখনো বৃদ্ধ হবে না এবং তোমরা সবসময় আরাম-আয়েশে থাকবে, আর কখনো হতাশা ও দুশ্চিন্তা তোমাদের পাবে না। -(মুসলিম)

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে তারা বেহেশতী

হাদীস : ৫২৫৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ তাদের উর্ধ্বের বালাখানার বাসিন্দাগণকে এমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিহন্তে তোমরা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তা তো হবে আম্বিয়াযে কেরামদেরই স্থান, অন্যেরা তো সেখানে পৌছতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করবে, তারাও সেখানে পৌছতে সক্ষম হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

পাখীদের অন্তরের ন্যায় একদল লোক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন একদল লোক বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, যাদের অন্তকরণ হবে পাখীদের অন্তরের মত। -(মুসলিম)

আল্লাহ বেহেশতীদের প্রতি সন্তুষ্ট

হাদীস : ৫২৬১ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বেহেশবাসীদেরকে লক্ষ্য

করে বললেন, হে বেহেশতবাসীগণ! জবাবে তারা বলবেন, "আমরা উপস্থিত, সৌভাগ্য তোমার কাছ থেকে অর্জিত এবং যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তোমরা কি সন্তুষ্ট?" তারা উত্তরে বলবে, "কেন সন্তুষ্ট হব না হে আমাদের রব্ব! অথচ আপনি আমাদের এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্ট জগতের কাউকেও দান করেননি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি এটা অপেক্ষাও উত্তম জিনিস তোমাদের দান করব না? তারা বলবে, হে প্রভু! এটার চেয়ে উত্তম কিছু হতে পারে? তারপর আল্লাহ্ বলবেন, "আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি দান করেছি, সুতরাং এরপর তোমাদের উপর আর কখনো আমি অসন্তুষ্ট হব না।" –(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতে বান্দার আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বিগুণ দেয়া হবে

হাদীস : ৫২৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের হবে, তাকে বলা হবে; তোমার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়েছে? সে বলবে, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যতটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষা করেছ তা এবং তার সমপরিমাণ (দ্বিগুণ) তোমাকে দেয়া হল। –(মুসলিম)

ফোরাত ও নীল নদ বেহেশতের নহর

হাদীস : ৫২৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সায়হান, জায়হান, ফোরাত ও নীল-এই সব নদীগুলো জান্নাতের নহর। –(মুসলিম)

বেহেশত পরিপূর্ণ হয়ে যাবে

হাদীস : ৫২৬৪ ॥ হযরত উতবা ইবনে গায্ওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাদের সামনে রাসূল (স) বর্ণনা করেন যে, যদি জাহান্নামের ওপরের কিনারা থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তা সত্তর বছরেও দোযখের এ গভীরতা পরিপূর্ণ করা হবে এবং এটাও বর্ণনা করা হয় যে, বেহেশ্‌তের দরজার উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা চল্লিশ বছরের দূরত্ব হবে নিশ্চয় এক দিন এমনভাবে আসবে যে, তাও ভরপুর হয়ে যাবে। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশতীদের পোশাক ময়লা হবে না

হাদীস : ৫২৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লা! আল্লাহ্ তায়ালা সকল মাখ্‌লুককে কি দিয়ে তৈয়ার করেছেন? তিনি বললেন, পানি দিয়ে। আবার জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাতের নির্মাণ কি দিয়ে? তিনি বললেন; এক ইট স্বর্ণের এবং এক ইট রৌপ্যের। তার খামির বা মসল্লা হল সুগন্ধময় কস্তুরী এবং তার কংকর মনি-মুক্তা আর জাফরানের মাটি। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে, কখনো হতাশা ও দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে, কখনো মরবে না, তাদের পোশাক-পরিচ্ছেদ ময়লা-পুরান হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না। –(আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী)

বেহেশতের সব গাছ স্বর্ণের তৈরি

হাদীস : ৫২৬৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌তের সব গাছেরই কাণ্ড হবে স্বর্ণের। –(তিরমিযী)

বেহেশতের একশতটি স্তর আছে

হাদীস : ৫২৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌তের একশতটি স্তর আছে, প্রত্যেক দু স্তরের মধ্যে শত বছরের দূরত্ব। – তিরমিযী, তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান-গরীব।

সারা বিশ্বের লোক বেহেশতের এক স্তর হবে

হাদীস : ৫২৬৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌তের একশত স্তর আছে। যদি সারা বিশ্বের লোক একত্রিত হয়ে একটিতে সমবেত হয়, তবুও তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে। – তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব। মিশকাত - ৫৫৭৯

বেহেশতের বিছানার উচ্চতা আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান

হাদীস : ৫২৬৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার বাণী (সুউচ্চ বিছানা)-এর সম্পর্কে বলেছেন, ঐ সমস্ত বিছানার উচ্চতা, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পরিমাণ অর্থাৎ, পাঁচশত বছরের পথ।–(তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।) মিশকাত - ৫৫৮০

বেহেশতের প্রথম দল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত

হাদীস : ৫২৭০ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যেই দলটি

বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারার জ্যোতি হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ময়। আর দ্বিতীয় দলটির চেহারা হবে আকাশের সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ঝক্‌ঝকে। তথায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দু দু জন করে বিবি থাকবে, তাদের প্রত্যেক বিবির পরিধানে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে, যাদের পায়ের নলার মজ্জা কাপড়ের ওপর দিয়ে দেখা যাবে। -(তিরমিযী)

বেহেশতে প্রত্যেক ব্যক্তির একশ পুরুষের সমান শক্তি হবে

হাদীস : ৫২৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌তে মু'মেনদেরকে এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ এক ব্যক্তি এত শক্তি রাখবে কি? তিনি বললেন; প্রত্যেক ব্যক্তিকে একশত পুরুষের শক্তি দান করা হবে। -(তিরমিযী)

তিনি বললেন; যখন প্রত্যেক পুরুষকে একশত যুবকের শক্তি দেয়া হবে, তবে দশ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে অসমর্থ কেন হবে?

জান্নাতীদের নখের জ্যোতি সূর্যের থেকে আলোকিত হবে

হাদীস : ৫২৭২ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যদি জান্নাতের বস্তু সামগ্রী থেকে নখ অপেক্ষা একটি ক্ষুদ্র জিনিসও দুনিয়াতে প্রকাশ হয়ে পড়ে; তবে আসমান ও যমীনের সব পাশ-প্রান্তসমেত সুসজ্জিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতের কোন এক ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে উঁকি মারে এবং তার (হাতের) কংকন প্রকাশ পায়, তবে এর জ্যোতি সূর্যের জ্যোতিকে এমনভাবে বিলীন করে দিবে, যেমন সূর্যের জ্যোতি তারকার জ্যোতিকে বিলীন করে দেয়। -(তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।)

জান্নাতীগণ কেশ ও দাড়ি বিহীন হবেন

হাদীস : ৫২৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতবাসী কেশবিহীন ও দাড়িবিহীন হবে, তাদের চোখে সুরমায়িত হবে, তাদের যৌবন কোন দিনই বিলুপ্ত হবে না এবং তাদের কাপড়-চোপড় পুরান হবে না। - (তিরমিযী ও দারেমী)

জান্নাতে যুবকবেশে প্রবেশ করবে

হাদীস : ৫২৭৪ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জবল (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ কেশবিহীন, দাড়ি বিহীন ও সুরমায়িত চক্ষু বিশিষ্ট ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর বয়সীর মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। -(তিরমিযী)

বেহেশতের গাছের ফল হবে মটকার মত

হাদীস : ৫২৭৫ ॥ হযরত আস্‌মা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি এবং যখন তাঁর সঙ্গে 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা'র আলোচনা করা হল তিনি বললেন, তার শাখার ছায়ায় দ্রুতগামী সওয়ারী একশত বছর ভ্রমণ করতে পারবে অথবা বলেছেন; একশত সওয়ারী তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারবে। এ দু বাক্যের মধ্যে রাসূল (স) কোন্ বাক্যটি বলেছেন এতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে। তা সোনার পতঙ্গ দিয়ে বেষ্টিত থাকবে। তার ফল মটকার ন্যায় বৃহদাকারের হবে। -(তিরমিযী। আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) যঈফ-১১৪১

বেহেশতে পাখি থাকবে যাদের গর্দান উটের গর্দানের মত

হাদীস : ৫২৭৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কাওছার' কি জিনিস? তিনি বললেন, তা একটি নহর- যা আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাকে দান করেছেন। তা জান্নাতে অবস্থিত। তার পানি দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। তাতে এমন কিছু পাখী থাকবে, যাদের গর্দার উটের গর্দানের ন্যায়। হযরত উমর (রা) বলে ওঠলেন, ঐ সব পাখীগুলো নিশ্চয় খুব হৃষ্টপুষ্ট হবে। তখন রাসূল (স) বললেন, সে সব পাখিগুলো ভক্ষণকারীগণ তাদের চেয়েও হৃষ্টপুষ্ট হবে। -(তিরমিযী)

বেহেশতে সবকিছু চাওয়া মাত্র পাওয়া যাবে

হাদীস : ৫২৭৭ ॥ হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! বেহেশ্‌তে ঘোড়া পাওয়া যাবে কি? তিনি বললেন, যদি আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করান আর তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর, তখন তোমাকে লাল বর্ণের মুক্তার ঘোড়ার সওয়ার করান হবে এবং তুমি বেহেশ্‌তের যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করবে ঘোড়া তোমাকে দ্রুত উড়িয়ে সেখানে নিয়ে যাবে। আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল; ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! বেহেশ্‌তে উট পাওয়া যাবে কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আগের ব্যক্তি যেভাবে উত্তর দিয়েছেন, এ ব্যক্তিকে সেভাবে উত্তর না দিয়ে বললেন। যদি আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করান, তবে তুমি সে সব জিনিস পাবে, যা কিছু তোমার মনে চাবে এবং তোমার নয়ন জুড়াবে। -(তিরমিযী) যঈফ-১১৪২

বেহেশতে মুক্তার তৈরি ঘোড়া থাকবে

হাদীস : ৫২৭৮ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, একদিন এক বেদুইন রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ঘোড়াকে খুব বেশি পছন্দ করি, বেহেশ্তে ঘোড়া আছে কি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যদি তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়, তবে তোমাকে মুক্তার তৈয়ারী এমন একটি ঘোড়া দেয়া হবে, যার দুটি ডানা রয়েছে, তোমাকে তার ওপরে সওয়ার করান হবে। তারপর তুমি যেখানে যেতে চাবে, তা উড়িয়ে তোমাকে তথায় নিয়ে যাবে। -(তিরমিযী) যঈফ — ১১৮৩

হাদীস বর্ণনা দুর্বল গণ্য করা হয়। তিরমিযী আরো বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইস্‌মাইল বোখারীকে বলতে শুনেছি, আবু সাওবা 'মুন্‌কারুল হাদীস্', তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

উম্মতে মুহাম্মদী হবে আশি কাতার

হাদীস : ৫২৭৯ ॥ হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্তবাসীদের একশত বিশ কাতার হবে। তার মধ্যে আশি কাতার হবে এ উম্মতের আর অবশিষ্ট চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মতের। – তিরমিযী, দারেমী ও বায়হাকী তার কিতাবুর বা'ছে ওয়ান্নুশূরে

বেহেশতের দরজা তিন বছর পথের দূরত্বের সমান প্রশস্ত হবে

হাদীস : ৫২৮০ ॥ হযরত সালেম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মত বেহেশ্তের যে দরজার দিয়ে প্রবেশ করবে, তার প্রশস্ততা হবে উত্তম অশ্বারোহীর তিন দিন অথবা তিন বছরের পথের দূরত্ব। এতদ্‌সত্ত্বেও দরজা পার হওয়ার সময় এতো ভীড় হবে যে, ধাক্কার চোটে তাদের কাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হবে। – তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। তিনি আরো বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (র.)-কে অত্র হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত নন বলে ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, অধস্তন রাবী ইয়াখ্‌লুদ ইবনে আবু বকর মুন্‌কার হাদীস বর্ণনা করেন। যঈফ — ১১৮৪

বেহেশতে ক্রয়-বিক্রয় নেই

হাদীস : ৫২৮১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে একটি বাজার রয়েছে, সেখানে ক্রয়-বিক্রয় নেই; বরং তাতে নারী -পুরুষের আকৃতিসমূহ থাকবে। সুতরাং যখনই কেউ কোন আকৃতিকে পছন্দ করবে, তখন সে সে আকৃতিতে প্রবেশ করবে। – তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। যঈফ — ১১৮৫

আল্লাহ বেহেশতের কাননে আত্মপ্রকাশ করবেন

হাদীস : ৫২৮২ ॥ হাদীস সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র.) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি আল্লাহ্র কাছে এ দোয়া করি, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে বেহেশতের বাজারে একত্রিত করেন। তখন সাঈদ বললেন, সেখানে কি বাজারও আছে? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, আমাকে রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্তবাসীগণ যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তখন তারা নিজ নিজ আমলের মান অনুযায়ী স্থান লাভ করবে। তারপর দুনিয়ার দিনগুলোর হিসেব ও পরিমাণ অনুযায়ী সপ্তাহের জুমার দিন তাদেরকে ইট বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হবে; আর তা হলা তারা তাদের পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভ করবে। সেদিন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর আর্‌শকে জনগণের সামনে খুলে দিবেন এবং বেহেশ্তবাসীদের সামনে বেহেশ্তের বৃহৎ কাননসমূহের একট কাননে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বেহেশ্বাসীদের সামনে তাদের জন্য মান ও মর্যাদা অনুপাতে নূরের মণি-মুক্তার, যমরুদের এবং সোনার-চান্দির মিম্বর স্থাপন করা হবে। তাদের মধ্যে মামুলী মর্যাদাবান ব্যক্তি অথচ বেহেশ্তবাসীদের মধ্যে কোন হানি হবে না। কাফুর-কসতারীর টিলার ওপর উপবেশন করবেন। এ সব টিলায় উপবেশনকারীগণ কুরসী বা আসনে উপবেশনকারীগণকে নিজেদের চেয়ে অধিক মর্যাদালাভকারী বলে ধারণা করবে না।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা কি আমাদের পরওয়াদেগারকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখতে পাবে। আচ্ছা বল দেখি! সূর্য এবং পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন রকমের সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। কোন সন্দেহ হয়নি। রাসূল (স) বললেন, অনুরূপভাবে তোমাদের প্রভুকে দেখতে তোমাদের কোন রকমের সন্দেহ হবে না এবং মজলিসে এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যার সাথে আল্লাহ্ তায়ালা সরাসরি কথা বলবেন না। এমনকি আল্লাহ্ তায়ালা উপস্থিত এক বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমার কি স্মরণ আছে যে, অমুক দিন তুমি এ এ কথাটি বলেছিলে, মোটকথা, দুনিয়াতে সে যে সব অপরাধ করেছিল তার কিছু কিছু তাকে আল্লাহ্ তায়ালা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দাওনি? আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ নিশ্চয়! আমার ক্ষমার বদৌলতে তুমি আজ এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছ। আসল কথা, তারা এ

অবস্থায় থাকতেই এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে উপর থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তা তাদের ওপর এমন সুগন্ধি বর্ষণ করবে যে, অনুরূপ সুগন্ধি তারা আর কখনো পায়নি। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, তোমারা ওঠ এবং তার দিকে চল, যা আমি তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। আর তোমাদের মনে যা যা চায় তা থেকে নিয়ে যাও।

তারপর আমরা এক একটি বাজারে আসব, যাকে ফেরেশ্তাগণ বেষ্টন করে রেখেছেন। এতে এমন সব জিনিস রক্ষিত থাকবে– যা মানুষের চোখ কখনো দেখতে পায়নি, তার সংবাদ কানে শুনতে পায়নি, এমনকি মানুষের অন্তরও কল্পনা করতে পারেনি। সুতরাং আমাদের সে বাজার থেকে এমন সব কিছু দেয়া হবে যা যা আমরা পছন্দ করব, অথচ উক্ত বাজারে কোনো জিনিসই বেচা-কেনা হবে না; বরং তথায় বেহেশ্তীগণ একজন অন্য জনের সাথে সাক্ষাৎ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, সে বাজারে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি একজন মামুলী ধরনের ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবে– অবশ্য বেহেশ্তীদের মধ্যে কেউ হীন নয়। তখন সে তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই সে অনুভব করবে যে তার পোশাক তার চেয়ে আরো উত্তম হয়ে গিয়েছে। আর এটা এ জন্য যে, বেহেশ্তে কোন ব্যক্তির অনুতপ্ত ও দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়ার অবকাশ থাকবে না। তারপর আমরা আপন অপন বাসস্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। এ সময় আমাদের স্ত্রীগণ আমাদের সাথে দেখা করবে এবং বলবে, মারহাবা, খোশ আমদেদ! বস্তুতঃ যখন তোমরা আমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়েছিলে, সে অবস্থা অপেক্ষা এখন তোমরা আরো অধিক খুব সুরত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে এসেছ। তখন আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের মহাপরাক্রমশালী প্রভুর সাথে বসার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কাজেই এ মর্যাদার অধিকারী হয়ে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের জন্য যথার্থ উপযোগী হয়েছে এবং এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্। ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরীব।)

বেহেশতীগণের বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে

হাদীস : ৫২৮৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিম্নমানের জান্নাতবাসীর জন্য আশি হাজার খাদেম এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী হবে, তার জন্য গম্বুজ আকৃতির ছাউনি স্থাপন করা হবে, যা মণি-মুক্তা, হীরা ও ইয়াকুত দিয়ে নির্মিত। উক্ত ছাউনির প্রশস্ততা হবে জাবিয়া থেকে সান্আ পর্যন্ত মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ।

উক্ত সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেছেন, ক্ষুদ্র বয়সে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে যেকোনো বেহেশ্তী লোক (দুনিয়াতে) মারা যাবে, সে বেহেশতে ত্রিশ বছর বয়সী (যুবক) হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং এ বয়স কখন বৃদ্ধি পাবে না। দোযখবাসীরাও অনুরূপ হবে।

উক্ত সনদে অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্তবাসীদের মাথায় এমন মুকুট রাখা হবে, যার মামুলী মুক্তা দুনিয়ার পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করবে।

এ সনদে অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতবাসী যখন বেহেশ্তে সন্তান কামনা করবে, তখন গর্ভ, প্রসব এবং তার বয়স চাহিদা অনুযায়ী মূহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যাবে। ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম বলেন, মু'মিন যখনই বেহেশ্তে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করবে, তখনই সে সন্তান পাবে, তবে কেউই এ আকাঙ্ক্ষা করবে না। –তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব। ইব্নে মাজাহ্ চতুর্থটি আর দারেমী কেবলমাত্র শেষ অংশটি বর্ণনা করেছেন।

বেহেশতীগণ দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না

হাদীস : ৫২৮৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্তের হুরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে বুলন্দ আওয়াজে এমন সুন্দর লহরীতে গাবে, সৃষ্ট জীব সে ধরনের লহরী কখনো শুনতে পায়নি। তারা বলবে, আমরা চিরদিন থাকব, কখনো ধ্বংস হব না। আমরা হামেশা সুখে-আনন্দে থাকব, কখনো দুঃখ-দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। আমরা সবসময় সন্তুষ্ট থাকব, কখনো নাখোশ হব না। সুতরাং তাকে ধন্যবাদ, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি।
–(তিরমিযী)

বেহেশতে মধু ও দুধের নহর থাকবে

হাদীস : ৫২৮৫ ॥ হযরত হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্তে রয়েছে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং শরাবের সমুদ্র। তারপর তা থেকে আরো বহু নদী প্রবাহিত হবে। – তিরমিযী, আর 'দারেমী' হাদীসটি হযরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশীগণ সত্তরটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে

হাদীস : ৫২৮৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোন বেহেশ্তী ব্যক্তি সত্তরটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে। এ শুধু তার একই স্থান থাকবে। তারপর একজন মহিলা (হুর) এসে তার

কাঁধে টোকা দিবে, তখন সে উক্ত মহিলার দিকে ফিরে চাবে, তার চেহারার উজ্জ্বলতা আয়নার চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হবে এবং তার গায়ের রক্ষিত মামুলী মুক্তার আলো পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে উজ্জ্বল করে ফেলবে। মহিলাটি উক্ত পুরুষটিকে সালাম করবে, সে সালামের জওয়াব দিয়ে বলবে, তুমি কে? মহিলাটি উত্তরে বলবে, আমি 'অতিরিক্তের অন্তর্ভুক্ত'। তার পরনে রং-বেরংয়ের সত্তরখানা কাপড় থাকবে এবং তার ভেতর দিয়েই তার পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে। আর তার মাথায় এমন মুকুট হবে, যার নিম্নমানের মুক্তার আলো পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থান রৌশন করে দিবে। −(আহ্মদ)

বেহেশতীগণ কৃষিকাজ করবে

হাদীস : ৫২৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) বলেছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে একজন গ্রাম্য বেদুইন উপস্থিত ছিল। রাসূল (স) বললেন, জান্নাতবাসী এক ব্যক্তি সেখানে কৃষিকাজ করার জন্য তার পরওয়ারদেগারের কাছে অনুমতি চাবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বলবেন, তোমার যা কিছুর প্রয়োজন তা কি তোমার কাছে নেই? সে বলবে, হ্যাঁ, তবে আমি কৃষিকাজ ভালবাসি। তারপর সে বীজ বপন করবে এবং চোখের পলকে তা অঙ্কুরিত হবে, পোক্ত হবে এবং ফসল কাটা হবে। এমনকি পাহাড়ের পরিমাণ স্তুপ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান! নিয়ে যাও, কোন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন গ্রাম্য বেদুইন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! দেখবেন, সে হয়তো কোন কোরাইশ অথবা আনসার গোত্রীয় লোক হবে। কেননা, তারাই কৃষিকাজ করে থাকে। আর আমরা তো কৃষিকাজ করি না। তার কথা শুনে রাসূল (স) হেসে দিলেন। −(বোখারী)

বেহেশতীগণ নিদ্রা যাবে না

হাদীস : ৫২৮৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, বেহেশ্তবাসীগণ কি ঘুমাবে? তিনি বললেন, নিদ্রা তো মৃত্যুর সহোদর। আর বেহেশ্তবাসী মরবে না। − (বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

চতুর্দশ অধ্যায়

আল্লাহ্ তায়ালার দর্শনলাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামায যথাসময়ে পড়তে হবে

হাদীস : ৫২৮৯ ॥ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই তোমরা নিশ্চিত তোমাদের পরওয়ারদেগারকে স্বচক্ষে প্রকাশ্যে দেখতে পাবে এবং অপর এক বর্ণনায় আছে-জারীর (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এ চাঁদকে দেখছ। তাঁর দীদারে তোমরা কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হবে না। সুতরাং তোমরা সাধ্যমত চেষ্টা করবে সূর্য উদয়ের পূর্বের নামায সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করতে যেন ব্যর্থ না হও। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, "সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আপন পরওয়ারদেগারের প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা কর।" −(বোখারী ও মুসলিম)

অতিরিক্ত পুরস্কার দীদারে এলাহী

হাদীস : ৫২৯০ ॥ হযরত সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্তবাসীগণ যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করনি? তুমি কি আমাদের বেহেশ্তে প্রবেশ করাওনি এবং তুমি কি আমাদের দোযখ থেকে নাজাত দাওনি? রাসূল (স) বলেন, তারপর আল্লাহ্ তায়ালা হেজাব বা পর্দা তুলে ফেলবেন, তখন তারা আল্লাহ্ তায়ালার দীদার বা দর্শন লাভ করবে। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন লাভ ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে অধিকতর প্রিয় কোন বস্তুই এ যাবত তাদেরকে প্রদান করা হয়নি। তারপর রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, (অর্থা) "যারা উত্তম কাজ করেছে তার প্রতিদান নেকই অর্থাৎ, জান্নাত। তার উপর অতিরিক্ত হল, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং এর ওপর অতিরিক্ত দান (অর্থাৎ, দীদারে এলাহী)। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে

হাদীস : ৫২৯১ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিম্নমানের জান্নাতী তার

উদ্যানসমূহ, স্ত্রীগণ, নেয়ামতের সারি, খাদেম ও সেবককুল এবং তার আসনসমূহ এক হাজার বছরের দূরত্ব পরিমাণ বিস্তীর্ণ দেখতে পাবে। আর আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সে ব্যক্তিই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানী হবে, যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন লাভ করবে। তারপর রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন-(অর্থাৎ), "সেদিন কিছুসংখ্যক চেহারা আপন পরওয়ারদেগারের দর্শন লাভে তরতাজা ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে এবং তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।

যঈফ—১১৭০ -(আহ্‌মদ ও তিরমিযী)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে

হাদীস : ৫২৯২ ॥ হযরত আবু রাযীন উকাইলী (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কি স্বতন্ত্রভাবে তার প্রভুকে দেখতে পাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখতে পাবে। আবু রাযীন বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে এর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হে আবু রাযীন! তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি মানুষের ভীড় ছাড়া আলাদাভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পায় না? আবু রাযীন বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, চাঁদ হল আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টিকুলের একটি সৃষ্টি। অথচ আল্লাহ্ পাক হল সুমহান ও বিরাট সত্তা। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ পাক একটি বিরাট জ্যোতি

হাদীস : ৫২৯৩ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি (মে'রাজের রাত্রে) আপনার প্রভুকে দেখেছেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি তো এক বিরাট জ্যোতি বা আলো, সুতরাং আমি তাঁকে কিভাবে দেখতে পারি? -(মুসলিম)

রাসূল (স) আল্লাহ্‌কে দুবার দেখেছেন

হাদীস : ৫২৯৪ ॥ হযর ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ما كذب الفؤاد ..الخ এই আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ (স) অন্তর-চক্ষু দিয়ে আল্লাহ্ পাককে দুবার দেখেছেন। - মুসলিম আর তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে-উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ (স) তাঁর রব্বকে দেখেছেন। ইকরামা বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্ তায়ালা কি বলেননি- لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار (অর্থাৎ, চক্ষুসমূহ তাঁকে দেখতে পারে না, কিন্তু চক্ষুসমূহকে দেখতে পান।) উত্তরে ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! আরে! তা তো সে সময়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করবেন (তখন তাঁকে দেখা সম্ভব নয়)। তবে মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রভুকে স্বাভাবিক অবস্থায় দুবার দেখেছেন। যঈফ—১১৭১

রাসূল (স) আল্লাহকে দেখেছেন কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে

হাদীস : ৫২৯৫ ॥ হযরত শা'বী (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে আরাফাত এর মাঠে হযরত কা'বে আহ্যাব (রা)-এর দেখা হলে তিনি তাকে এক ব্যাপারে অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তা শুনে হযরত কা'ব (রা) এমন জোরে আল্লাহ্ আক্‌বার ধ্বনি দিলেন যে পাহাড় পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠল। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমরা হাশেমের বংশধর। অর্থাৎ, যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথা আমরা বলি না। তারপর হযরত কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দর্শন ও বচনকে হযরত মুহাম্মদ (স) ও হযরত মূসা (আ)-এর মধ্যে বিভক্ত করেছেন। অতএব, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র সাথে দুবার কথাবার্তা বলেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌কে দুবার দেখেছেন।

হযরত মাস্‌রূক (রহ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন কি? জবাবে আয়েশা (রা) বললেন, হে মাস্‌রূক! তুমি আমাকে এমন এক কথা জিজ্ঞেস করেছ, যা শ্রবণে আমার গায়ের পশম খাড়া হয়ে গিয়েছে। মাস্‌রূক বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে অবকাশ দিন তারপর আমি এ আয়াতটি পাঠ করলাম, لقد راى من ايت ربه الكبرى অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রভু[র] বিরাট নিদর্শনসমূহ দেখেছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এ আয়াত তোমাকে কোথায় নিয়ে পৌছেছে? অর্থা[ৎ] এর অর্থ তুমি যা বুঝেছ তা নয়।) বরং এটা দিয়ে জিব্‌রাঈলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তারপর হযরত আয়েশা (রা) মাসরূককে লক্ষ্য করে বললেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে, মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রভু[কে] দেখেছেন অথবা তাঁকে যা কিছু নির্দেশ করা হয়েছে, তা থেকে তিনি কিছু গোপন করেছেন অথবা মুহাম্মদ (স) সে পাঁচটি বিষয় অবগত ছিলেন, যেগুলো এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে [ا]ن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث

সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (স)-এর উপর জঘন্য মিথ্যা আরোপ করল। প্রকৃত কথা হল, না তিনি আল্লাহ্‌কে দেখেছেন, না তিনি আল্লাহ্‌র কোন বিধান গোপন রেখেছেন, আর না তিনি ঐ পাঁচটি ব্যাপারে অবগত ছিলেন, যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত ও তাঁর একক বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ; বরং তিনি হযরত জিব্‌রাঈলকে দেখেছেন। অবশ্য জিব্‌রাঈলকেও তিনি তাঁর আসলরূপে মাত্র দুবার দেখেছেন। একবার সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার কাছে, আরেকবার 'আজ্‌ইয়াদে। আজ্‌ইয়াদ মক্কা নগরীতে একটি বস্তির নাম। باب الاجياد নামে হেরেম শরীফের একটি দ্বারও আছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেছেন তখন তাঁর ছয়শত ডানা ছিল এবং তা গোটা আকাশ জুড়ে ছিল। −(তিরমিযী)

তবে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় কিছু বাক্য বৃদ্ধি ও পার্থক্যসহ বর্ণিত আছে। যথা− মাসরূক বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার যদি তাই হয়, যা আপনি বলেছেন, তাহলে আল্লাহ্‌র বাণী ثم دنا فتدلى فكان قاب অর্থাৎ, এমনকি তিনি দুই ধনুকের ব্যবধানে ছিলেন কিংবা আরো নিকটবর্তী হয়েছিলেন। এর অর্থ কি? উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এর দ্বারা জিব্‌রাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি সাধারণত মানুষের আকৃতিতে রাসূল (স)-এর কাছে আসতেন, কিন্তু এবার তিনি তাঁর আসলরূপে রাসূল (স)-এর সামনে এসেছিলেন, ফলে তাতে গোটা আকাশ জুড়ে গিয়েছিল। বুখারি — ১১৭২

ঈমানদারগণ কিয়ামতে আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখবে

হাদীস : ৫২৯৬ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) আল্লাহ্‌র বাণী قوسين او ادنى ও ما كذب الفؤاد ما راى ও فكان قاب قوسين او ادنى এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রাসূল (স) হযরত জিব্‌রাঈলকে দেখেছেন যে, তাঁর ছয়শত ডানা আছে। − বোখারী ও মুসলিম। আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে- ইবনে মাসউদ (রা) لقد راى من ايات ربه الكبرى এর সম্পর্কে বলেছেন, রাসূল (স) জিব্‌রাঈলকে এক জোড়া সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন, তিনি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যতাকে জুড়ে রেখেছেন। আর বোখারীর এক বর্ণনায় আছে ما كذب الفؤاد ما راى এর ব্যাখ্যায় ইবনে মাসুদ (রা) বলেছেন, রাসূল (স) সবুজ বর্ণের রফ্‌রফ দেখেছেন, যা গোটা আকাশ জুড়ে রেখেছে। لقد راى من ايات ربه الكبرى

হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রা)-কে আল্লাহ্‌র বাণী الى ربها ناظرة সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং বলা হয়, এক সম্প্রদায় (মু'তাযেলাগণ) বলে যে, এর অর্থ তারা নিজ সওয়াবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।' তখন ইমাম মালিক বলেন, তারা মিথ্যা বলেছে। তারা এ আয়াতের কি ব্যাখ্যা করবে? كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون অর্থাৎ, কাফেরদেরকে তাদের প্রভুর দর্শন থেকে আড়ালে রাখা হবে। সুতরাং ইমাম মালিক (র.) বলেন, আয়াতটির ভাষ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানদার লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালাকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে। তিনি আরো বলেন, কিয়ামতের দিন যদি ঈমানদারগণ তাদের প্রভুকে দেখতে না পেত, তাহলে ربهم يومئذ لمحجوبون এ বাক্য দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদেরকে তাঁর দর্শন না পাওয়াতে তিরস্কার করতেন না। −(শরহে সুন্নাহ্)

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাহান্নামবাসীদের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাহান্নামের সত্তরটি লাগাম থাকবে

হাদীস : ৫২৯৭ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় হাজির করা হবে যে, তার সত্তরটি লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা থাকবে, তারা তা টেনে আনবে। −(মুসলিম)।

জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি উত্তাপ

হাদীস : ৫২৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহান্নামীদের শাস্তিদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল! তিনি বললেন; দুনিয়ার আগুনের ওপর তার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তর ভাগ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। −(বোখারী ও মুসলিম)

আগুনের জুতা হবে সবচেয়ে কম শাস্তি

হাদীস : ৫২৯৯ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দুখানা জুতা পরিধান করান হবে, এতে তার মগজ এমনিভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনিভাবে তোমার পাত্র ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে, তার চেয়ে কঠিন আযাব আর কেউ ভোগ করছে না, অথচ সে হবে সবচেয়ে সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। –(বোখারী ও মুসলিম)

দোযখে কম শাস্তি হবে আবু তালিবের

হাদীস : ৫৩০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজতর শাস্তি হবে আবু তালিবের। তার দু পায়ে দুখানা আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, এতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। (বোখার)

মালদার ব্যক্তিকে দোযখে প্রবেশ করিয়ে বের করা হবে

হাদীস : ৫৩০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্য থেকে দুনিয়ার সর্বাধিক মালদার-সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দোযখের আগুনে ঢুকিয়ে তোলা হবে। তারপর তাকে বলা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনো আরাম-আয়েশ দেখছ? আগে কখনো তোমার নেয়ামতের সুখ অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহ্‌র কসম, হে আমার প্রভু! আমি কখনো সুখ-ভোগ করিনি। তারপর বেহেশ্‌তবাসীদের থেকে এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে দুঃখ-কষ্টের জীবন-যাপন করেছিল। তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট দেখেছ? এবং তুমি কি কখনো কঠোরতার মুখোমুখি হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহ্‌র কসম, হে আমার প্রভু! আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি। আর কখনো কোন কঠোর অবস্থায় সম্মুখীন হইনি। –(মুসলিম)

আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না

হাদীস : ৫৩০২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম ও সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে তুমি কি সমুদয়ের বিনিময়ে এ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে; হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, আদমের ওরসে থাকাকালে এর চেয়েও সহজতর বিষয়ের আমি হুকুম করেছিলাম যে, আমার সঙ্গে কাউকেও শরীক কর না, কিন্তু তমি এটা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ। –(বোখারী ও মুসলিম)

দোযখের আযাব হবে আমলের কম-বেশির ভিত্তিতে

হাদীস : ৫৩০৩ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুন্‌দুব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, দোযখের আগুন তার পায়ের টাখ্‌নু পর্যন্ত পৌছবে। তাদের মধ্যে কারো হাঁটু পর্যন্ত আগুন পৌছবে, কারো কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো গর্দার পর্যন্ত পৌছবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

কাফেরের দাঁত হবে পাহাড়ের মত

হাদীস : ৫৩০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ। অপর এক বর্ণনায় আছে, কাফেরের এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোযখের আগুনকে তিন হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হয়েছে

হাদীস : ৫৩০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, এতে তা লাল হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করা হয়, ফলে তা সাদা হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়, অবশেষে তা কালো হয়ে যায়। সুতরাং তা এখন ঘোর অন্ধকার কাল অবস্থায় রয়েছে। –(তিরমিযী) যঈফ–১১৭৪

কাফেরদের রান হবে বাইযা পাহাড়ের মত

হাদীস : ৫৩০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরের দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায়, রান ও উরু হবে 'বাইযা' পাহাড়ের মত মোটা এবং দোযখে তার বসার স্থান হবে তিন দিনের দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত। যেমন মদীনা থেকে 'রাবাযা' পর্যন্ত দূরত্বের ব্যবধান। –(তিরমিযী)।

কাফেরদের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা

হাদীস : ৫৩০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ। -(তিরমিযী)

কাফেরদের জিহ্বা হবে দুক্রোশ লম্বা

হাদীস : ৫৩০৮ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখে কাফের তার জিহ্বা এক ক্রোশ-দুই ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হেঁচড়িয়ে চলবে এবং লোকেরা তা মাড়িয়ে চলবে। – আহ্মদ ও তিরমিযী, এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

কাফের ব্যক্তি দোযখের মধ্যে পাহাড়ে আরোহণ করতে থাকবে

হাদীস : ৫৩০৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামে সাউদ নামে একটি পাহাড় আছে (কুরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে।) কাফেরকে সত্তর বছরে তার ওপরে ওঠানো হবে এবং সেখান থেকে তাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এ অবস্থায় সবসময় ওঠা-নামা করতে থাকবে। -(তিরমিযী)

দোযখে জয়তুন তেলের উত্তাপে মুখের চামড়া উঠে যাবে

হাদীস : ৫৩১০ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) আল্লাহ্ তায়ালার বাণী– كالمهل এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা যয়তুন তেলের নিচের তপ্ত গাদের মত। যখন তা তার মুখের কাছে নেয়া হবে, তখন গরম উত্তাপে তার মুখের চামড়া-মাংস খসে পড়বে। -(তিরমিযী)

দোযখীদের মাথায় গরম পানি ঢালা হবে

হাদীস : ৫৩১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদের মাথার উপর তপ্ত-গরম পানি ঢালা হবে এবং তা তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে, ফলে পেটের ভেতরে যা কিছু আছে, সব কিছু বিগলিত হয়ে পায়ের দিক দিয়ে নির্গত হবে। কুরআনের বর্ণিত الصهر দ্বারা এটাই বুঝান হয়েছে। আবার সে পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে পুনরায় তা ঢালা হবে। -(তিরমিযী)

পুঁজ, রক্ত জাহান্নামীদের পান করানো হবে

হাদীস : ৫৩১২ ॥ হযরত আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) আল্লাহ্র বাণী صديد يتجرعه يسقى من ماء অর্থাৎ, দোযখীদের পুঁজ ও কদর্য-রক্ত জাহান্নামীদেরকে পান করান হবে, যা তারা ঢগঢগ করে গলাধঃকরণ করবে। এ আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, উক্ত পানীয় তার মুখের কাছে নেয়া হবে, কিন্তু সে তাকে পছন্দ করবে না। আর যখন তাকে মুখের কাছাকাছি নেয়া হবে, তখন তার চেহারা দগ্ধ হয়ে যাবে এবং তার মাথার চামড়া খসে পড়বে। আর যখন তা পান করবে তখন তার নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে মলদ্বার দিয়ে নির্গত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "এবং জাহান্নামীদেরকে এমন তপ্ত-গরম পানি পান করানো হবে যে, তাতে তাদের নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে বের হবে।" আল্লাহ্ আরো বলেছেন, 'জাহান্নামীগণ যখন পানি চাইবে তখন তেলের গাদের মত পানি তাদেরকে দেয়া হবে, যাতে তাদের চেহারা দগ্ধ হয়ে যাবে। এটা অতীব মন্দ পানীয় বস্তু"। -(তিরমিযী)

দোযখ চারটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকবে

হাদীস : ৫৩১৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখ চারটি প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বছরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। -(তিরমিযী)

দোযখীদের পানীয় পুঁজ অতি দুর্গন্ধযুক্ত হবে

হাদীস : ৫৩১৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদের কদর্য-পুঁজের এক বালতি যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তাহলে এটা গোটা দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করে দিবে। -(তিরমিযী)

যাক্কুম ফল দোযখীদের খাদ্য হবে

হাদীস : ৫৩১৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একা রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন, "তোমরা আল্লাহ্কে যথাযথ ভয় কর এবং পুরো মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।" তারপর রাসূল (স) বললেন, যদি **'যাক্কুম'** গাছের এক ফোঁটা এ দুনিয়ায় পড়ে, তবে গোটা দুনিয়াবাসীর জীবনধারণের উপকরণসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঐ সকল লোকদের দুর্দশা কিরূপ হবে, এটা যাদের খাদ্য হবে?–(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।)

দোযখীদের ওপরের ঠোঁট মাথার তালুতে গিয়ে ঠেকবে

হাদীস : ৫৩১৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী এর অর্থ হল, দোযখী ব্যক্তির অবস্থা এই হবে যে, আগুনের প্রচণ্ড তাপে তার মুখ ভাজা-পোড়া হয়ে ওপরের ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়ে মাথার মধ্যস্থলে পৌছবে এবং নিচের ঠোঁট ঝুঁলে নাভির সাথে এসে লাগবে। -(তিরমিযী) যঈফ — ১২০৬

দোযখীদের চোখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে

হাদীস : ৫৩১৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হে মানুষ সব! তোমরা আল্লাহ্‌র ভয়ে খুব বেশি বেশি ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে ব্যর্থ হও, তাহলে ক্রন্দনের রূপ ধারণ কর। কেননা, দোযখী দোযখের মধ্যে কাঁদতে থাকবে, এমনকি পানির নালার ন্যায় তাদের চেহারার অশ্রু প্রবাহিত হবে। একসময় অশ্রুও শেষ হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, এতে চার চক্ষুসমূহে এমন গভীরভাবে ক্ষত হবে যে, যদি তাতে নৌকা চালাতে হয় তবে তাও চলবে। -(শরহে সুন্নাহ) যঈফ — ১২০৪

দোযখে কাফেরদের কোন কথাই আল্লাহ্ শুনবেন না

হাদীস : ৫৩১৮ ॥ হযরত আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদেরকে ভীষণ ক্ষুধায় লিপ্ত করা হবে এবং ক্ষুধার যাতনা সেই আযাবের সমান হবে, যা তারা আগে থেকে দোযখে ভোগ করছিল। তারা ফরিয়াদ করবে। এর প্রেক্ষিতে তাদেরকে যারী' নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত দুর্গন্ধময় খাদ্য দেয়া হবে। তা তাদেরকে তৃপ্ত করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। তারপর পুনরায় খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করবে, এবার এমন খাদ্য দেয়া হবে, যা তাদের গলায় আটকিয়ে যাবে। তখন তাদের দুনিয়ার ঐ কথাটি মনে আসবে যে, এভাবে গলায় কোন খাদ্য আটকিয়ে গেলে তখন পানি গলধঃকরণ করে তাকে নিচের দিকে ঢুকান হত, সুতরাং তারা পানির জন্য ফরিয়াদ করবে, তখন তপ্ত-গরম পানি লোহার কড়া দিয়ে ওঠিয়ে কাছে ধরা হবে, যখন তা তাদের মুখের কাছাকাছি নেয়া হবে, তখন তাদের মুখের গোশ্‌ত ভাজা-পোড়া হয়ে যাবে, আর যখনই সে পানি তাদের পেটের ভেতরে ঢুকবে, তা তাদের পেটের ভেতরে যা কিছু আছে, তা খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে। এবার দোযখীগণ পরস্পরে বলবে, দোযখের রক্ষীদেরকে আহ্বান কর, যেন আমাদের শাস্তি হ্রাস করা হয়। তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের কাছে কি আল্লাহ্‌র রাসূলগণ স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হননি? তারা বলবে হ্যাঁ, এসেছিলেন, তবে আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিলাম তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের ফরিয়াদ তোমরা নিজেরাই কর। অথচ কাফেরদের ফরিয়াদ নিরর্থক অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা তা কবুল করবেন না। রাসূল (স) বলেন, এবার দোযখীগণ বলাবলি করবে, দোযখের দারোগা মালিককে ডাক। তখন তারা বলবে, হে মালিক! তুমি আমাদের জন্য তোমার রব্বের কাছে এ আবেদন কর, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু দান করেন। উত্তরে মালিক বলবেন তোমরা হামেশার জন্য এখানে এই অবস্থায় থাকবে।

অধস্তন রাবী আ'মাশ বলেন, আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে; দোযখীর আহ্বান বা ফরিয়াদ আর মালেকের জওয়াবের মাঝখানে এক হাজার বছর পার হবে। রাসূল (স) বলেন; দোযখীগণ সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে তারপর তারা পরস্পরে বলবে, এবার তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সরাসরি ফরিয়াদ কর। তোমাদের রব্বের চেয়ে উত্তম আর কেউই নেই। তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর প্রবল হয়ে গিয়েছে, ফলে আমরা গোমরাহ্ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছি। হে আমাদের রব্ব! আমাদের এ দোযখ থেকে বের করে দাও। এরপরও যদি আমরা আবার নাফরমানীতে লিপ্ত হই, তাহলে আমরাই হব নিজেদের ওপর অত্যাচারী। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে উত্তর দিবেন হে হতভাগার দল! দূর হও, জাহান্নামেই পড়ে থাক, তোমরা আমার সাথে আর কথা বলবে না। রাসূল (স) বলেন, এ সময় তারা আল্লাহ্ তায়ালার সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়বে। এবং এরপর থেকে তারা দোযখের মধ্যে থেকে বিকটভাবে চিৎকার ও হু-হুতাশ এবং নিজের ওপর ধিক্কার করতে থাকবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, লোকেরা এ হাদীসটি মরফুরূপে বর্ণনা করেন না। -(তিরমিযী) যঈফ — ১২০৫

রাসূল (স) উম্মতকে দোযখ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন

হাদীস : ৫৩১৯ ॥ হযরত নো'মান ইব্‌নে বশীর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, "আমি তোমাদের দোযখের আগুন থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি, আমি তোমাদের দোযখের আগুন থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি।" তিনি এ বাক্যগুলো বারবার এমনভাবে উচ্চ আওয়াযে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে আমি যে স্থানে বসে আছি, যদি রাসূলুল্লাহ্ (স) এ স্থান থেকে উক্ত বাক্যগুলো বলতেন, তবে তা বাজারের লোকেরাও শুনত। আর তিনি এমনভাবে হেলে-দূলে বাক্যগুলো বলেছেন যে, তাঁর কাঁধের ওপর রক্ষিত চাদরখানা পায়ের উপরে গড়িয়ে পড়েছিল। -(দারেমী)

আসমান যমীনের দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা

হাদীস : ৫৩২০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, যদি একখানা সীসার এরূপ গ্লোব, এ কথা বলে তিনি মাথার খুলির ন্যায় গোল জিনিসের প্রতি ইংগিত করলেন, আকাশ থেকে যমীনের দিকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তা একটি রাত শেষ হওয়ার আগেই যমীনে পৌছে যাবে, অথচ এ দুয়ের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানটি পাঁচশত বছরের রাস্তা। কিন্তু যদি তাকে ঐ শিকল বা জিঞ্জিরের এক পাশ থেকে ছেড়ে দেয়া হয়, যা দিয়ে দোযখীদেরকে বাঁধা হবে, তখন তা দিবা-রাত্র অতিক্রম করতে করতে চল্লিশ বছর পর্যন্তও তার মূলে অথবা বলেছেন; তার গভীর তলদেশে পৌছতে পারবে না। –(তিরমিযী) হাদীস–১২০৬

হাব্‌হাব্ নামে দোযখে একটি গর্ত আছে

হাদীস : ৫৩২১ ॥ হযরত আবু বুরদাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখের মধ্যে এমন একটি নালা বা গর্ত আছে, যার নাম 'হাব্‌হাব্'। প্রত্যেক স্বৈরাচারী-অহংকারীকে সেখানে রাখা হবে।
হাদীস–১২০৭ –(দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোযখীদের দেহ হবে বিরাট আকৃতির

হাদীস : ৫৩২২ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখে দোযখীদের দেহ হবে প্রকাণ্ড ও বিরাট। এমনকি তাদের কানের লতি থেকে ঘাড় পর্যন্ত ব্যবধান হবে সাত শত বছরের দূরত্ব, গায়ের চাম্‌ড়া হবে সত্তর গজ মোটা এবং এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের মত। হাদীস–১২০৮

দোযখের সাপ হবে খোরাসানী উটের ন্যায়

হাদীস : ৫৩২৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে যায়িদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখের মধ্যে খারাসানী উটের মত বিরাট সাপ আছে, সে সাপের একটি একবার দংশন করলে তার বিষ ও ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। আর জাহান্নামের মধ্যে এমন সব কিছু আছে, যা পালান বাঁধা খচ্চরের মত। এর একটি একবার দংশন করলে তার বিষ-ব্যথার ক্রিয়াও চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। – হাদীস দুটি আহ্‌মদ রেওয়ায়েত করেছেন

চন্দ্র ও সূর্য পনিরের আকৃতিতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে

হাদীস : ৫৩২৪ ॥ হাসান বসরী (র.) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) আমাদের রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চাঁদকে দুটি পনীরের আকৃতি বানিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তখন হাসান বস্‌রী জিজ্ঞেস করলেন, তাদের অপরাধ কি? জবাবে আবু হুরায়রা বললেন, আমি রাসূল (স) থেকে এ সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি, তাই বর্ণনা করলাম এর অধিক কিছু আমি জানি না। এ কথা শুনার পর হাসান বস্‌রী নীরব হয়ে গেলেন।
–(বায়হাকী)

হতভাগ্য ছাড়া কেউই দোযখে যাবে না

হাদীস : ৫৩২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হতভাগ্য ছাড়া কোন ব্যক্তি দোযখে যাবে না। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হতভাগ্য কে? তিনি বললেন; যে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনুগত্য করে না এবং তাঁর নাফরমানীর কাজ পরিত্যাগ করে না। –(ইবনে মাজাহ্) হাদীস–১২০৯

ষোড়শ অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করবেন না

হাদীস : ৫৩২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্‌ত ও দোযখ উভয়ে তাদের রব্বের কাছে অভিযোগ করল। দোযখ বলল, ব্যাপার কি? আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে? আর বেহেশ্‌ত বলল, ব্যাপার কি? আমার মধ্যে কেবলমাত্র দুর্বল, নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করবে? তখন আল্লাহ্ তায়ালা বেহেশ্‌তকে বললেন ঃ তুমি আমার রহমতের বিকাশ। সুতরাং আমার বান্দাদের থেকে যাকে চাইব, আমি তোমার মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ করব। আর দোযখকে বললেন, তুমি আমার আযাবের বিকাশ। অতএব, আমার বান্দাদের যাকে চাইব, আমি তোমার মাধ্যমে তাকে আযাব ও শাস্তি দিব এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে।

অবশ্য দোযখ তখন পর্যন্ত পূর্ন হবে না; যতক্ষণ না আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পবিত্র পা তার মধ্যে রাখবেন। তখন দোযখ বলবে, যথেষ্ট যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় দোযখ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে চাপিয়ে দেয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মাখলুকের কারো প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করবেন না। আর বেহেশ্তের ব্যাপার হল, তার খালি অংশ পূরণের জন্য আল্লাহ্ নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ পাক পা রাখলে দোযখ পূর্ণ হবে

হাদীস : ৫৩২৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখে অনবরত জ্বিন-ইন্সানকে নিক্ষেপ করা হবে। তখন দোযখ বলতে থাকবে, আরো অধিক কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ না মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তার মধ্যে নিজের পবিত্র পা রাখবেন। তখন দোযখের একাংশ অপর অংশের সাথে চেপে যাবে এবং বলবে, তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর বেহেশ্তের মধ্যে লোকদের প্রবেশের পরও অতিরিক্ত স্থান থেকে যাবে, এমনকি আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে তাদেরকে বেহেশ্তের সে সমস্ত খালি জায়গায় অবস্থান করাবেন। - বোখারী ও মুসলিম, এবং এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস 'রিকাক' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশত ও দোযখ জিবরাঈল (আ) ঢুকে ঘুরে দেখলেন

হাদীস : ৫৩২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক যখন বেহেশ্ত তৈরি করলেন, তখন জিব্রাঈল (আ)-কে বললেন, যাও, বেহেশ্তখানা দেখে আস। তিনি গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য যে সব জিনিস আল্লাহ্ তৈরি করে রেখেছেন, সবকিছু দেখে আসলেন এবং বললেন, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেউ এ বেহেশ্তের অবস্থা সম্পর্কে শুনবে, সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ, প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করবে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা বেহেশ্তের চারপাশ কষ্টসমূহ দিয়ে বেষ্টন করে দিলেন, তারপর আবার জিব্রাঈলকে বললেন, হে জিব্রাঈল! আবার যাও এবং আবার বেহেশ্ত দেখে আস। তিনি গিয়ে তা দেখে আসলেন এবং বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! এখন যা কিছু দেখলাম, তার প্রবেশপথ যে কষ্টকর। এতে আমার আশংকা হচ্ছে যে, কোন একজনই তাতে প্রবেশ করবে না।

রাসূল (স) বলেন, তারপর আল্লাহ্ তায়ালা যখন দোযখকে সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, হে জিব্রাঈল! যাও, দোযখটি দেখে আস। তিনি গিয়ে দেখলেন তারপর এসে বললেন, আয় রব্ব! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেউ এ দোযখের ভয়ংকর অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনো তাতে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ, এমন কাজ করবে, যাতে তা বেঁচে থাকতে পারে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা দোযখের চারপাশে প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দিয়ে বেষ্টন করলেন এবং আবার জিব্রাঈলকে বললেন, আবার যাও এবং দ্বিতীয়বার তা দেখে আস। তিনি গেলেন এবং এবার দেখে এসে বললেন, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমার আশংকা হচ্ছে, একজন লোকও তাতে প্রবেশ ছাড়া বাকী থাকবে না।
- (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাযে বেহেশত ও দোযখ দেখলেন

হাদীস : ৫৩২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের নামায পড়ালেন। তারপর মিম্বরে ওঠলেন এবং মসজিদের কেব্লার দিকে ইংগিত করে বললেন, এখন আমি তোমাদের নামায পড়াবার সময় বেহেশ্ত ও দোযখকে এ দেয়ালের সামনে এক বিশেষ বিশেষ রূপ ও আকৃতিতে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আজকের মত এত উত্তম এবং এত নিকৃষ্ট এর আগে আর কখনো দেখতে পাইনি। -(বোখারী)

সপ্তদশ অধ্যায়

সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বনু তামীম গোত্র শুভ সংবাদ গ্রহণ করল না

হাদীস : ৫৩৩০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় আমি আমার উষ্ট্রীটি বাইরে দরজার সাথে বেঁধে রেখেছিলাম। তখন তাঁর দরবারে বনূ তামীমের কতিপয়

লোক আগমন করল। তিনি বললেন, হে বনূ তামীম, তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর! জবাবে তারা বলল, আপনি শুভ সংবাদ তো শুনিয়েছেন, এবার আমাদের কিছু দানও করুন। পরক্ষণে তাঁর খেদমতে ইয়ামনের কিছু লোক আগমন করল। তিনি তাদেরকে বললেন; হে ইয়ামনবাসী! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, বনূ তামীম তা গ্রহণ করেনি। তারা জবাব দিল; আমরা তা কবুল করলাম। অবশ্য আমরা দ্বীনের বিধান সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়ার জন্য আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। বললেন; আদিতে একমাত্র আল্লাহ্ই ছিলেন এবং তাঁর আগে কিছুই ছিল না। আর তাঁর আরশ স্থাপিত ছিল পানির ওপরে। তারপর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন এবং লওহে মাহ্ফুজে প্রত্যেক জিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ইমরান ইবনে হোসাইন বলেন, এ সময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, হে ইমরান! তুমি তোমার উষ্ট্রীর খোঁজ কর, তা তো পালিয়েছে। সুতরাং আমি তার খোঁজে চলে গেলাম। আল্লাহ্র কসম! যদি উষ্ট্রীটি চলে যেত আর আমি তথা থেকে উঠে না যেতাম, তাই আমার কাছে প্রিয় ছিল। —(বোখারী)

রাসূল (স) সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করলেন

হাদীস : ৫৩৩১ ॥ হযরত উমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন, এতে তিনি সৃষ্টির সূচনা থেকে বেহেশ্তবাসীদের তাদের বাসস্থানে ঢুকা এবং দোযখীদের তাদের শাস্তির স্থলের ঢুকা পর্যন্ত আলোচনা করলেন। সে কথাগুলো যে স্মরণ রাখার সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলার সে ভুলে গেছে অর্থাৎ, কেউ স্মরণ রেখেছে আর কেউ ভুলে গিয়েছে। —(বোখারী)

আল্লাহর রহমত আযাবের ওপর অগ্রগামী

হাদীস : ৫৩৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তায়ালা সারা মাখ্লুক সৃষ্টি করার আগে এটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, 'আমার রহমত আমার গযবের উপর সবসময়ই অগ্রগামী;" আর এ বাক্যটি তাঁর কাছে আরশের উপরে লিপিবদ্ধভাবে রয়েছে। —(বোখারী ও মুসলিম)

ফেরেশতা নূরের তৈরি

হাদীস : ৫৩৩৩ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ফেরেশ্তাদেরকে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া মিশ্রিত অগ্নিশিখা হতে এবং হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু দিয়ে, যার বর্ণনা (কুরআনে) তোমাদের বলা হয়েছে। —(মুসলিম)

আদমের আকৃতির মধ্যে শয়তান প্রবেশ করেছিল

হাদীস : ৫৩৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা যখন বেহেশ্তে আদমের দেহ-আকৃতি তৈরি করেন এবং যতদিন ইচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালা এ অবস্থায় রেখে দিলেন, তখন ইব্লীস উক্ত আকৃতির চারপাশে ঘোরা-ফেরা করতে এবং তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর যখন সে দেখতে পেল তার মধ্যস্থল শূন্য, তখন সে বুঝতে পারল যে, এটা এমন একটি মাখ্লুক; যে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারবে না। —(মুসলিম)

হযরত ইব্রাহীম নিজ হাতে নিজের খতনা করেছেন

হাদীস : ৫৩৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) স্বয়ং নিজ হাতে নিজের খত্না করেছেন 'কদুম' (অর্থাৎ কুঠার জাতীয় অস্ত্র।) দিয়ে এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর। —(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত ইব্রাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন

হাদীস : ৫৩৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) তিনবার ছাড়া আর কখনো মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দুবার ছিল শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেমন– তিনি বলেছিলেন, "আমি রুগ্ন" এবং তাঁর অপর কথাটি হল; "বরং তাদের এ বড় মূর্তিটিই এটা করেছে।" আর একটি ছিল তাঁর নিজস্ব বিষয়ে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, একদা হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী সারা এক যালিম শাসনকর্তার এলাকায় (মিসরে) এসে পৌছলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেয়া হল যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তার সাথে আছে অতি সুন্দরী এক রমণী। রাজা তখন ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল; এ রমণীটি কে? ইব্রাহীম (আ) জওয়াব দিলেন; আমার ভগ্নি। তারপর ইব্রাহীম (আ) সবার কাছে আসলেন এবং তাঁকে বললেন, হে সারা! যদি এ যালিম জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী তাহলে সে তোমাকে আমার কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। সুতরাং যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বলে দিবে তুমি আমার ভগ্নি। মূলত তুমি আমার দ্বীনী বোন। বস্তুত আমি এবং তুমি ছাড়া এ যমীনের উপর আর কোন মুমিন নেই। এবার রাজা সারার কাছে তাকে আনার জন্য লোক পাঠাল। তাকে উপস্থিত

করার হল। অন্যদিকে ইব্‌রাহীম (আ) নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর সারা যখন রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন তখন রাজা তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াল, তখনই সে আল্লাহ্‌র গযবে পাকড়াও হল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- তার দম বন্ধ হয়ে গেল, এমনকি যমীনে পা পরতে লাগল। যালিম অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর, আমি তোমার ক্ষতি করব না। তখন সারা তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। তারপর সে দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে আগের মত কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হল। এবারও সে বলল; আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করো আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। সুতরাং সারা আবারও আল্লাহ্‌র কাছে দো'য়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। তখন রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো আমার কাছে কোন মানুষকে আননি; বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ একটি শয়তানকে। এরপর সে সারার খেদমতের জন্য 'হাজেরা' নামে একটি রমণীকে দান করল। তারপর সারা ইব্‌রাহীমের কাছে ফিরে আসলেন, তখনও তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যেই হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি হল? সারা বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরের চক্রান্ত তারই বক্ষে পাল্টা নিক্ষেপ করেছেন এবং সে আমার খেদমতের জন্য 'হাজেরা'-কে দান করেছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হাদীসটি বর্ণনা করে বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান! অর্থাৎ হে আরববাসীগণ! এ 'হাজেরাই' তোমাদের আদি মাতা। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত ইউসুফ (আ) ধৈর্যশীল ছিলেন

হাদীস : ৫৩৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইব্‌রাহীম (আ) অপেক্ষা আমাদের সন্দেহ পোষণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। যখন তিনি বলেছিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন তা আমাকে দেখিয়ে দিন। অর্থাৎ, তাঁর এ উক্তি সন্দেহবশত ছিল না। তারপর তিনি হযরত লুত (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ লূত (আ)-এর উপর অনুগ্রহ করুন! আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারে অসহায়তার দরুন তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘ সময় কয়েদখানায় ছিলেন, এত দীর্ঘ সময় আমিও যদি কারাগারে থাকতাম, আর বাদশাহ্‌র তরফ থেকে মুক্তির আহ্বান পেতাম, তবে তখন তখনই আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম।-(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত মূসা (আ) দোষ মুক্ত হলেন

হাদীস : ৫৩৩৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত মূসা (আ) ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির লোক। সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন লজ্জাশীলতার কারণে তাঁর দেহের কোন অংশ কখনো খোলা দেখা যেত না। বনী ইসরাঈল গোত্রের একদল লোক এ বিষয়টিকে ভিত্তি করে তাঁকে ভীষণভাবে কষ্ট দিল। তারা (তাঁর ওপর অভিযোগ এনে বলল, তিনি যে শরীর ঢেকে রাখতে এত বেশি তৎপর, এর একমাত্র কারণ হল, তাঁর শরীরে নিশ্চয় কোন দোষ আছে। হযরত শ্বেত (কুষ্ঠ) রোগ রয়েছে কিংবা অণ্ডকোষে একশিরা আছে। মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করার ইচ্ছে করলেন। সুতরাং একদিন গোসল করার জন্য হযরত মূসা (আ) একা এক নির্জন স্থানে গেলেন এবং পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রাখলেন এবং অমনি তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। সাথে সাথে মূসা (আ) পাথরটিকে ধাওয়া করলেন; আর চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, হে পাথর, আমার কাপড়! হে পাথর, আমার কাপড়! শেষ পর্যন্ত পাথরটি বনী ইসরাঈলের এক মজলিসে এসে পৌঁছল। ফলে তারা হযরত মূসাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ফেলল। তারা দেখতে পেল, মূসা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং সকলে এক বাক্যে বলে ওঠল আল্লাহ্‌র কসম! মূসার শরীরে কোন রকমের দোষ নেই। এবার তিনি কাপড়টি নিয়ে পরিধান করলেন এবং হাতের লাঠি দিয়ে পাথরকে খুব জোরে মারত লাগলেন। আল্লাহ্‌র কসম! এতে পাথরের গায়ে তিন, চার কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আইয়ুব (আ) নগ্ন অবস্থায় গোসল করেছেন

হাদীস : ৫৩৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা হযরত আইউব (আ) নগ্নাবস্থায় গোসল করছিলেন, এমনি অবস্থায় তাঁর উপর সোনালী পঙ্গপাল পতিত হল। তখন আইউব (আ) সেগুলোকে দ্রুত ধরে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর পরওয়ারদেগার তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, হে আইউব! তুমি যা দেখেছ, আমি কি তা থেকে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি! জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আপনার বরকত ও কল্যাণ থেকে তো আমি অভাবমুক্ত নই। -(বোখারী)

নবীদের মর্যাদা কমবেশি করা যাবে না

হাদীস : ৫৩৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী পরস্পরে গালাগালিতে লিপ্ত হল। মুসলমান লোকটি বলল, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদ (স)-কে সারা দুনিয়ার উপর মনোনীত করেছেন। তখন ইহুদী বলে ওঠল; কসম সেই সত্তার! যিনি মূসা (আ)-কে সারা জাহানের ওপর মনোনীত করেছেন। এ কথাটি শুনামাত্রই মুসলমান লোকটি ইহুদীর গালে একটি থাপ্পড় মারল। তারপর সে ইহুদী রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তার ও মুসলমান লোকটির মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারটি তাঁকে জানাল। তখন রাসূল (স) লোকটিকে ডেকে আনলেন এবং ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সেও ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল। তখন রাসূল (স) বললেন; আমাকে মূসা (আ)-এর ওপর প্রাধান্য দিতে যেয়ো না। কেননা, কিয়ামতের দিন সকল মানুষই বেহুঁশ হয়ে পড়বে, আমিও তাদের সাথে বেহুঁশ থাকব। তবে আমিই সর্বপ্রথম হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখব, মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। তবে আমি জানি না তিনিও বেহুঁশ হয়েছেন কিনা? এবং আমার আগেই হুঁশপ্রাপ্ত হয়েছেন কিনা অথবা তিনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে মহান আল্লাহ্ বেহুঁশ হওয়া থেকে বাদ দিয়েছেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে– রাসূল (স) বলেছেন, আমি জানি না, 'তূর' পাহাড়ের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুঁশ হয়েছিলেন, তা হিসেবে রাখা হয়েছে এবং তার বিনিময়ে আজ এখানে আদৌ বেহুঁশ হননি অথবা আমার আগেই তিনি হুঁশ ফিরে পেয়েছেন? তিনি আরো বলেছেন; "আমি এটাও বলব না যে, কোন ব্যক্তি হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম। অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নবীদের পরস্পরের মধ্যে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিও না। – বোখারী ও মুসলিম আর আবু হুরায়রা (রা)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে- রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নবীদের মধ্যে একজনকে আরেকজনের ওপর মর্যাদা প্রদান কর না।

কোন নবীকে অন্য নবীর উপর প্রধান্য দেয়া যাবে না

হাদীস : ৫৩৪১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারো পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি (মুহাম্মদ) হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম। -বোখারী ও মুসলিম, বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে- রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে আমি (মুহাম্মদ) হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ) থেকে উত্তম, সে মিথ্যা বলেছে।

হযরত খিযির (আ) কাফের বালককে হত্যা করেছিলেন

হাদীস : ৫৩৪২ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (র.) বলেন, যে বালকটিকে হযরত খিযির হত্যা করেছিলেন, সে ছিল জন্মগত কাফের। যদি সে বেঁচে থাকত, তাহলে সে তার পিতা-মাতাকে নাফরমানী ও কুফরের মধ্যে ফেলে দিত অথচ তারা ছিলেন ঈমানদার। –(বোখারী ও মুসলিম)

খিযির নাম হওয়ার কারণ

হাদীস : ৫৩৪৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খিযিরকে খাযের নামে আখ্যায়িত করার কারণ হল, একদিন তিনি একটি শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ জায়গাটি সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল সেই ঘটনা থেকে তাঁর নাম 'খিযির' হয়ে গেল। –(বোখারী)

হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকাল

হাদীস : ৫৩৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশ্তা হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ)-এর কাছে এসে বললেন, আপনার প্রভুর ডাকে সাড়া দিন। তখন হযরত মূসা (আ) মৃত্যুর ফেরেশ্তার চোখের ওপর চপেটাঘাত করলেন। ফলে তার চক্ষু উপড়িয়ে গেল। তিনি বলেন; তারপর ফেরেশ্তা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। এমনকি সে আমার চক্ষু উপড়িয়ে ফেলেছে। রাসূল (স) বলেছেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার চক্ষু ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি পুনরায় আমার সেই বান্দার কাছে যাও এবং বল, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও? যদি তুমি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখ এবং তোমার হাত তার যতগুলো পশম ঢেকে ফেলবে, প্রতিটি পশমের বদলে তোমাকে এক এক বছর আয়ু দান করা হবে। এটা শুনে হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন; আচ্ছা, তারপর কি হবে? ফেরেশতা বললেন; তারপর তোমাকে মরতে হবে। তখন হযরত মূসা (আ) বললেন, তাহলে কাছাকাছি সময়ে এখনই হোক। এরপর তিনি দো'য়া করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে পবিত্র ভূমি থেকে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত কাছে পৌছে দিন। অর্থাৎ, সেখানে যেন আমাকে দাফন করা হয়। রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে পথিপাশে লাল বালুর টিলার কাছে তাঁর কবর আমি তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

–(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত জিব্রাইল (আ) দেহইয়া ক্বালবির সদৃশ

হাদীস : ৫৩৪৫ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মে'রাজের রাত্রিতে নবীগণকে আমার সামনে হাজির করা হয়। তার মধ্যে হযরত মূসা (আ)-কে দেখলাম, তিনি মাঝারি ধরনের পুরুষ। মনে হচ্ছিল তিনি যেন শানুয়া গোত্রেরই একজন লোক। আর হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-কেও দেখলাম, আমি যে সব লোকদেরকে দেখেছি, তাদের মধ্যে তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর সদৃশের লোক। আর হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে দেখলাম, তিনি হল আমার দেখা লোকদের মধ্যে দেহ্ইয়া ইবনে খলীফার সদৃশ। -(মুসলিম)

মে'রাজে রাসূল (স) যাদের সদৃশ্য দেখেছেন

হাদীস : ৫৩৪৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যেই রাত্রে আমার মে'রাজ হল, সে রাত্রে আমি হযরত মূসা (আ)-কে দেখেছি, তিনি শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায় এবং কোঁকড়ান চুলবিশিষ্ট লোক। দেখতে 'শানুয়া' গোত্রের লোকদের একজন বলে মনে হয়। আর হযরত ঈসা (আ)-কে দেখেছি মধ্যম গড়নের লাল-সাদা সংমিশ্রিত বর্ণের মাথার চুলগুলো সোজা। তারপর আমি দেখতে পেয়েছি দোযখের দারোগা মালিক এবং দাজ্জালকেও ঐ সব নিদর্শনগুলোর মধ্যে, যেগুলো আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দেখিয়েছেন। অতএব, তার সাথে তোমার যে দেখা হবে, এতে তুমি কোন সন্দেহ পোষণ কর না। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) মে'রাজে দুধ পান করেছিলেন

হাদীস : ৫৩৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার মে'রাজের রাতে আমি হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছি। রাবী বলেন, রাসূল (স) তাঁর আকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি হালকা গড়নের কিঞ্চিৎ কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট, দেখতে যেন 'শানুয়া' গোত্রের একজন লোক। তিনি আরো বলেছেন; আমি হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষাৎও পেয়েছি। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের লাল-বর্ণবিশিষ্ট। মনে হয় যেন তিনি এইমাত্র হাম্মামখানা (গোসলখানা) থেকে বের হয়েছেন। আর আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও দেখেছি। তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে বেশি তাঁর সদৃশ। রাসূল (স) বলেন, তারপর আমার সামনে দুটি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ এবং অপরটিতে ছিল সরাব। আমাকে বলা হল, আপনি দুটির যেটি ইচ্ছে তুলে নিন। তখন আমি দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হল, আপনাকে ফিৎরতের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। জেনে রাখুন! আপনি যদি সরাবের পাত্রটি নিতেন, আপনার উম্মত গোমরাহ্ থেকে যেত। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) উপত্যকায় মূসা (আ)-কে দেখলেন

হাদীস : ৫৩৪৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স) এর সঙ্গে মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে সফরে ছিলাম। এ সময় আমরা একটি উপত্যকা পার হচ্ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন্ উপত্যকা? লোকেরা বলল; এটা 'আযরাক' উপত্যকা। তিনি বললেন, আমি যেন হযরত মূসা (আ)-কে দেখছি। তারপর তিনি তাঁর (মূসার) গায়ের রং ও মাথার চুলের কিছু বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, তিনি যেন উভয় কানের মধ্যে অঙ্গুলি রেখে উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়া পড়তে পড়তে এ উপত্যকা পার হয়ে আল্লাহ্‌র (ঘরের) দিকে ছুটে যাচ্ছেন। রাবী বলেন, তারপর আমরা আরো কিছুদূর সামনে এগিয়ে একটি গিরিপথে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন্ গিরিপথ? লোকেরা বলল, এটা 'হারশা' অথবা বলল 'লিফ্‌ত'। তখন তিনি বললেন, আমি যেন হযরত ইউনুস (আ)-কে এমন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি যে তিনি একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রীর ওপর সওয়ার, তার গায়ে পরিহিত একটি পশমী জোব্বা, উষ্ট্রীর লাগাম খেজুর পাতার তৈরি, তিনি 'তালবিয়া' উচ্চারণ করতে করতে এ ময়দান পার হচ্ছেন। -(মুসলিম)

হযরত দাউদ (আ)-কে যাবুর কিতাব দেয়া হয়েছিল

হাদীস : ৫৩৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য যবুর কিতাব তিলাওয়াত করা সহজ করে দেয়া হয়েছিল। এমন কি তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপর গদি বাঁধার আদেশ করতেন। তখন তার ওপর গদি বাঁধা হত। অথচ সওয়ারীর পশুর ওপর গদি বাঁধা শেষ হওয়ার আগেই তিনি যবুর কিতাব পরিপূর্ণভাবে তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। আর তিনি নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া কিছুই খেতেন না। -(বোখারী)

অপূর্ব বিচার পদ্ধতি

হাদীস : ৫৩৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুজন মহিলা এবং তাদের সাথে দুটি শিশু সন্তানও ছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের শিশুটি নিয়ে গেল। তখন সঙ্গের অপর মহিলাটি বলল; বাঘে তোমার শিশুটি নিয়েছে। দ্বিতীয় মহিলাটি বলল; বাঘে নিয়েছে তোমার শিশু। তারপর উভয় মহিলা হযরত

দাউদ (আ)-এর কাছে এর মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হল। তখন হযরত দাউদ (আ) শিশুটির বিষয়ে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। এরপর মহিলা দুজন বের হয়ে দাউদ (আ) পুত্র হযরত সুলাইমান (আ)-এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। এবং তারা উভয়ে তাঁকে সংশ্লিষ্ট মামলার রায়ের বিবরণ শুনাল। তখন হযরত সুলাইমান (আ) উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তোমরা আমার কাছে একটি ছোরা নিয়ে আস। আমি শিশুটিকে কেটে দ্বি-খণ্ডিত করে তাদের মধ্যে ভাগ করে দিব। একথা শুনে কম বয়স্কা মহিলাটি বলে ওঠল-এ কাজ করবেন না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি মেনে নিয়েছি শিশুটি তারই। তখন তিনি সে কম বয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম।)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইনশাআল্লাহ না বলার ফল

হাদীস : ৫৩৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা হযরত সুলাইমান (আ) কসম করে বললেন, অবশ্যই আমি আজ রাতে আমার নব্বই জন স্ত্রীর কাছে গমন করব, অপর এক বর্ণনায় আছে- একশত স্ত্রীর কাছে গমন করব। আর প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভে ধারণ করবে এবং এরা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন ফেরেশ্তা তাঁকে বলেন,'ইনশাআল্লাহ্' বলুন। কিন্তু সুলাইমান (আ) তা বলতে ভুলে যান। তারপর তিনি সকল স্ত্রীদের কাছে গমন করলেন, কিন্তু একজন স্ত্রী ছাড়া তাদের আর কেউ গর্ভধারণ করল না। সেও অর্ধাঙ্গের একটি সন্তান প্রসব করল। রাসূল (স) বলেন, সে মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ (স)-এর প্রাণ! যদি তিনি ইন্শাআল্লাহ্ বলতেন, তাহলে সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং তারা সবাই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করত। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত যাকারিয়া (আ) সুতার মিস্ত্রি ছিলেন

হাদীস : ৫৩৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) সুতার মিস্ত্রী ছিলেন। -(মুসলিম)

নবীগণ পরস্পর আল্লাতি ভাই

হাদীস : ৫৩৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি দুনিয়া এবং আখেরাতে ঈসা ইবনে মারইয়ামের সবচেয়ে বেশি নিকটতম। নবীগণ পরস্পরের 'আল্লাতী ভাই' তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন এবং তাঁদের দ্বীন এক। আর আমার ও তাঁর মাঝখানে কোন নবী নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

শয়তান শিশু সন্তানকে খোচা দেয়

হাদীস : ৫৩৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতিটি আদম সন্তান জন্মলাভকালে শয়তান অঙ্গুলী দিয়ে তার পার্শ্বস্থলে খোঁচা দেয় ঈসা ইবনে মারইয়াম ছাড়া। শয়তান তাঁকে খোঁচা দিতে গেলে তখন শুধু তাঁর আবরণে খোঁচা দিতে সক্ষম হয় তাঁর শরীরে আঘাত করতে পারেনি। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা

হাদীস : ৫৩৫৫ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল হয়েছে, কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া ছাড়া আর কেউ কামেল হননি। তিনি আরো বলেছেন; সব নারীর ওপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন সব রকমের খাদ্য-সামগ্রীর ওপর 'সারীদের' মর্যাদা। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর হযরত আনসারের يا خير البرية এবং আবু হুরায়রা হাদীস اى الناس اكرم আর ইবনে উমরের হাদীস الكريم بن الكريم মুফাখারাত ও আছাবিয়্যাত অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পানির মধ্যে ছিলেন

হাদীস : ৫৩৫৬ ॥ হযরত আবু রাযীন (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সৃষ্টিকুল সৃষ্টির আগে আমাদের পরওয়ারদেগার কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, 'আমা'-এর মধ্যে ছিলেন। তার নিচেও খালি ছিল এবং ওপরেও খালি ছিল। আর তিনি তাঁর আরশকে পানির ওপরেই সৃষ্টি করেছেন। - তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, উর্ধ্বতন রাবীদের অন্যতম ইয়াযীদ ইবনে হারূন বলেছেন, 'আমা'-এর অর্থ, যার সাথে অন্য কোন বস্তু নেই।

আল্লাহ কোথায় থাকেন তার বর্ণনা

হাদীস : ৫৩৫৭ ॥ হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) বলেছেন, এক দিন তিনি একদল লোকসহ মুহাছ্ছাব উপত্যকায় বসা ছিলেন এবং রাসূল (স) ও তাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক খণ্ড মেঘ তাদের ওপর দিয়ে পার হচ্ছিল। লোকেরা তার প্রতি তাকাল, তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা একে কি নামে আখ্যায়িত কর? তারা বলল, 'সাহাব' হুযুর (স) বললেন; এবং 'মুযন;ও বল। লোকের বলল, 'মুযন'ও বলা হয়। তিনি বললেন, একে 'আনান'ও বল।

লোকেরা বলল, 'আনান'ও বলা হয়। তারপর রাসূল (স) বললেন; তোমরা কি জান, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? লোকেরা বলল, আমরা জানি না। তিনি বললেন, উভয়টির মাঝখানে একাত্তর, বাহাত্তর অথবা তেহাত্তর বছরের দূরত্ব। এবং সেই আসমান থেকে তার পরের আসমানের দূরত্বও অনুরূপ। এভাবে তিনি সাত আসমান পর্যন্ত গণনা করলেন। তারপর বললেন, সপ্তম আসমানের উপর রয়েছে একটি সমুদ্র। তার উপর ও নিচের পানির স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব-যেমন দূরত্ব দুই আসমানের মাঝখানে রয়েছে। তারপর সে সমুদ্রের ওপরে আছে আটটি বিরাট আকারের পাঁঠা অর্থাৎ, অনুরূপ আকৃতির ফেরেশতা এবং তাদের পায়ের খুর ও কোমরের মাঝখানে ব্যবধান হল দু আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের মত। তারপর তাদের পিঠের উপর রয়েছে 'আরশ'। তার নিচ ও উপরের মধ্যবর্তী ব্যবধান হল দু আসমানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মত। তারপর তার উপরেই রয়েছেন আল্লাহ্ পাক সোবহানাহু তায়ালা। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

আল্লাহর মর্যাদা অতি মহান

হাদীস : ৫৩৫৮ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) বলেন, এক দিন একজন গ্রাম্য বেদুইন রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, লোকের অসহনীয় দুঃখে নিপতিত হয়েছে। পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত, মাল-সম্পদ ধ্বংসের উপক্রম এবং গবাদিপশুসমূহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র কাছে উসীলা বানাচ্ছি এবং আল্লাহ্‌কে আপনার কাছে শাফা'আতকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছি। তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তায়ালা অতি পবিত্র। আল্লাহ্ তায়ালা মহাপবিত্র। তিনি এ বাক্যটি বারবার উচ্চারণ করতে থাকলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকের বর্ণ পরিবর্তন হতে দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদের মুখমণ্ডলসমূহও বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'য়ালাকে কারো কাছে সুপারিশকারী সাব্যস্ত করা যায় না। আল্লাহ্ তায়ালার শান ও মর্যাদা অতি মহান ও বিরাট। আক্ষেপ তোমার প্রতি! তুমি কি আল্লাহ্ জাত ও সত্তা সম্পর্কে অবগত আছ? তাঁর আরশ সব আকাশমণ্ডলীকে এভাবে বেষ্টন করে রেখেছে। এ কথা বলে তিনি স্বীয় আঙ্গুলী দিয়ে একটি গম্বুজের ন্যায় গোলাকৃতি বস্তু দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র আরশ সব আকাশমণ্ডলীকে অনুরূপভাবে বেষ্টন করে রাখা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র বিরাটত্বের চাপে তা এমনভাবে কড়মড় শব্দ করে, যেমন− কোন সওয়ারীর গদি কড়মড় শব্দ করতে থাকে। −(আবু দাউদ)

ফেরেশতার অবস্থা

হাদীস : ৫৩৫৯ ॥ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্ তায়ালার আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতার অবস্থা প্রকাশ করব। সে ফেরেশতার কানের লতি থেকে তার গর্দানের মধ্যবর্তী দূরত্ব সাতশত বছরের পথ। −(আবু দাউদ)

কেঁপে ওঠলেন জিব্রাঈল

হাদীস : ৫৩৬০ ॥ হযরত যুরারাহ্ ইবনে আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) একদা হযরত জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন. তুমি কি তোমার প্রভুকে দেখেছ? এ কথা শুনে জিবরাঈল কেঁপে ওঠলেন এবং বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আমার ও তাঁর মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি আমি তার কোন একটির কাছাকাছি হই, তবে আমি পুড়ে যাব। এরূপ 'মাসাবীহ' কিতাবে বর্ণিত। আর আবু নোআইম তাঁর 'হিলইয়া' গ্রন্থে হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে জিবরাঈলের কেঁপে ওঠার কথাটি সেই বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

ইসরাফিল ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে

হাদীস : ৫৩৬১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা যেদিন হযরত ইস্রাফীলকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তখন থেকে নিজের দু পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চক্ষু তুলেও দেখেন না। তাঁর এবং তাঁর রব্বের মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। তিনি তার যে কোন একটি পর্দার কাছাকাছি হলে তখনই তা থেকে জ্বালিয়ে ফেলবে। − তিরমিযী, এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ্।

মানুষ আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি

হাদীস : ৫৩৬২ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা যখন আদম (আ) ও তাঁর বংশধরকে সৃষ্টি করলেন, তখন ফেরেশতাগণ বললেন, হে পরওয়ারদিগার! তুমি এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করেছ যারা খাওয়া-দাওয়া ও পানাহার করবে, বিবাহ-শাদী করবে এবং যানবাহনে সওয়ার হবে। সুতরাং তাদেরকে দুনিয়া তথা পার্থিব সম্পদ দিয়ে দাও এবং আমাদের পরকাল প্রদান কর। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকেছি, তাকে ঐ মাখলুকের সমান করব না যাকে (আ-পৃ.১০৭৭) (হয়ে যাও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি। −(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কামেল মুমিন ফেরেশতার চেয়ে মর্যাদাবান

হাদীস : ৫৩৬৩ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন, (কামেল) মু'মেন আল্লাহ্‌র কাছে কোন কোন ফেরেশ্‌তা থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। -(ইবনে মাজাহ্‌) যঈফ-১১৭৫

আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবারে

হাদীস : ৫৩৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন; একদা রাসূল (স) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা যমীন সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন রবিবারে, গাছ-গাছালি সৃষ্টি করেছেন সোমবারে, জিনিসসমূহ বানিয়েছেন মঙ্গলবারে, আলো বা জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, জীব-জন্তু ও প্রাণীজগতকে সৃষ্টি করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবারে। আর আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন জুমআবারে আসরের সময়ের পরে। বস্তুত এটাই সর্বশেষ সৃষ্টি, দিনের শেষ সময়েই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আসর ও রাতের মধ্যবর্তী সময়ে। -(মুসলিম)

আসমান সাতটি

হাদীস : ৫৩৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা)বলেন, এক দিন আল্লাহ্‌র রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণসহ বসেছিলেন। এমন সময় একখণ্ড মেঘ তাদের ওপর দিয়ে পার হল। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এটা 'আনান', এটা জমি সেচনকারী। একে আল্লাহ্ তায়ালা এমন এমন কওমের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যাঁরা শোর করে না এবং তাঁকে ডাকেও না তারপর হুযূর (স) বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের মাথার ওপরে কি? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা রকী' (প্রথম আসমান) যা সুরক্ষিত ছাদ এবং স্থিরীকৃত। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের এবং আসমানের মাঝখানের দূরত্ব কত? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, পাঁচশত বছরের ব্যবধান। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি আছে? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, দুইখানা আসমান আছে, সেই দুইখানার মাঝখানের দূরত্ব হল পাঁচশত বছরের রাস্তা। এভাবে তিনি আসমানের সংখ্যা সাতখানা বর্ণনা করলেন এবং প্রত্যেক দুই আসমানের মাঝখানের দূরত্ব, আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান অর্থাৎ, পাঁচশত বছরের রাস্তা। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি আছে? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, তার উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ, আরশ ও আসমানের মাঝখানের ব্যবধান হল দুই আসমানের মধ্যের দূরত্বের সমান।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের নিচে কি? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, যমীন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এর নিচে কি? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, তার নিচের আরেক যমীন এবং উভয় যমীনের মাঝখানের ব্যবধান হল পাঁচশত বছর। এমনকি তিনি যমীনের সংখ্যা সাতখানা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, প্রত্যেক দুই যমীনের মাঝখানে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। তারপর তিনি বললেন, সে মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (স)-এর প্রাণ। যদি তোমরা একটি রশি নিচে যমীনের দিকে ঝুলিয়ে দাও, তা অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে পৌছাবে। তারপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন, (অর্থাৎ, তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিন প্রকাশ্য, তিনি গোপন)।-আহমদ ও তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী বলেন, রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করে এ কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, "কাছে পৌছবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্‌র জ্ঞান, কুদ্‌রত ও ক্ষমতায় গিয়ে পৌছাবে। কারণ, আল্লাহ্‌র জ্ঞান তাঁর ক্ষমতা এবং রাজত্ব সর্বস্থান বেষ্টিত এবং তিনি আরশের উপরে বিরাজমান। যেমন, তাঁর পবিত্র কিতাবে তিনি এভাবেই পরিচিতি দান করেছেন।

যঈফ-১১৭৬

আদম (আ)-এর উচ্চতা ষাট হাত ছিল

হাদীস : ৫৩৬৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, হযরত আদম ছিলেন কায়ায় ষাট হাত লম্বা এবং পাশে ছিলেন সাত হাত চওড়া।

প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আ)

হাদীস : ৫৩৬৭ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী কে ছিলেন? তিনি বললেন, হযরত আদম (আ)। আমি বললাম, তিনি কি 'নবী' ছিলেন? বললেন, হাঁ, তিনি এমন নবী ছিলেন যাঁর সাথে কথাবার্তা বলা হয়েছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'রাসূল' কতজন ছিলেন? বললেন, তিনশত দশজনেরও কিছু বেশি এক বিরাট দল।

তাবেয়ী হযরত আবু উমামার বর্ণনায় আছে, হযরত আবু যর (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! নবীদের পূর্ণ সংখ্যা কত? বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে 'রাসূল' ছিলেন, তিনশত পনের জনের এক বিরাট জমাত বা কাফেলা।

যঈফ-১১৭৭

শোনা খবর চোখে দেখার মত স্পষ্ট নয়

হাদীস : ৫৩৬৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খবর শুনা চাক্ষুষ দেখার মত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত মূসা (আ)-এর কওম গরুর বাচ্চা পূজা করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মূসাকে যে খবর দিয়েছেন, এতে তিনি হাতে রক্ষিত তাওরাতের কপিখানি ফেলে দেননি, কিন্তু যখন তাদের মধ্যে গিয়ে নিজ চোখে তাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তখ্‌তিখানা ছুঁড়ে ফেললেন, ফলে তা ভেঙ্গে গেল।

-(হাদীস তিনটি আহ্‌মদ রেওয়ায়েত করেছেন।)

অষ্টাদশ অধ্যায়

নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল কিয়ামতে নেতা হবেন

হাদীস : ৫৩৭১ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের সরদার হব। আমিই সবার আগে কবর থেকে উত্থিত হব। সবার পূর্বে আমিই সুপারিশ করব এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াত কবুল করা হবে। -(মুসলিম)।

উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা বেশি হবে

হাদীস : ৫৩৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশি, আর আমিই সর্বপ্রথম বেহেশ্‌তের দরজা খুলে নেব। -(মুসলিম)

সবার আগে বেহেশতের দরজা খোলা হবে রাসূল (স)-এর জন্য

হাদীস : ৫৩৭৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি বেহেশতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহারাদার বলবেন, তুমি কে? বলব, আমি মুহাম্মদ (স)। তখন পাহারাদার বলবেন, আপনার সম্পর্কে আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার আগে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর উম্মত হবে সবচেয়ে বড়

হাদীস : ৫৩৭৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সর্বপ্রথম বেহেশ্‌তের জন্য শাফায়াতকারী। এত অধিক সংখ্যক লোক আমার নবুওয়াত ও রেসালাতকে বিশ্বাস করেছে যে, কোন নবীকেই অনুরূপ সংখ্যক লোক বিশ্বাস করেনি এবং এমন নবীও অতিবাহিত হয়েছেন যাঁর মধ্যে শুধু এক ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করেছে।

-(মুসলিম)

রাসূল (স) নবুয়ত প্রাসাদের শেষ ইঁট

হাদীস : ৫৩৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার দৃষ্টান্ত ও (আমার পূর্ববর্তী) অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ- যেমন, একটি প্রাসাদ, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে নির্মাণ করা হয়েছে, কিন্তু এক স্থানে একটি ইঁটের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। তারপর লোকেরা তা ঘুরে দেখে বিস্মিত হয় যে, তার নির্মাণ কত সুন্দর, কিন্তু একটি ইঁটের স্থান খালি রয়েছে। রাসূল (স) বলেন, আমিই উক্ত খালি ইঁটের স্থানটি পূর্ণ করি। আমাকে দিয়ে উক্ত প্রাসাদটি শেষ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই নবী আগমনের সিলসিলা শেষ করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আমিই সে ইঁট এবং আমিই নবীদের সিলসিলা শেষকারী। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত মুহাম্মদ (স) প্রতিশ্রুতি নবী

হাদীস : ৫৩৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আদম সন্তানদের প্রত্যেক যমানার উত্তম শ্রেণীতে যুগের পর যুগ স্থানান্তরিত হয়ে এসেছি। অবশেষে ঐ যুগে জন্মগ্রহণ করি, যেই যুগে আমি বর্তমানে আছি। -(বোখারী)

বনু হাশেম থেকে নবী মনোনীত

হাদীস : ৫৩৭০ ॥ হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আস্‌কা' (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তায়ালা ইসমাঈলের বংশধর থেকে 'কেনানা'র খান্দানকে নির্বাচন করেছেন। আবার কেনানার খান্দান থেকে কুরাইশ বংশকে নির্বাচন করেছেন। আবার কুরাইশ বংশ থেকে বনূ হাশেম পরিবারকে নির্বাচন করেছেন। সবশেষে বনূ হাশেম পরিবার থেকে আমাকেই মনোনীত করেছেন। - মুসলিম, তিরমিযীর বর্ণনায় আছে- আল্লাহ্ তায়ালা ইব্‌রাহীমের বংশে ইসমাঈলকে এবং ইসমাঈলের বংশে বনূ কেনানাকে মনোনীত করেছেন।

রাসূল (স)-এর অনুসারী হবেন সর্বাধিক

হাদীস : ৫৩৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি যাঁকে অনুরূপ কিছু মু'জেযা দেয়া হয়নি, যার অনুপাতে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হল অহী, যা আল্লাহ্ তায়ালা আমার কাছে ওহী নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাঁদের তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর পাঁচটি বিশেষত্ব

হাদীস : ৫৩৭৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কাউকেও দেয়া হয়নি। ১. আমাকে এক মাসের দূরত্বের মধ্যে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। ২. আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপাদান বানান হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে, সে যেন সেখানেই নামায আদায় করে। ৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না। ৪. আমাকে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হয়েছে। ৫. প্রত্যেক নবী প্রেরিত হয়েছেন শুধুমাত্র আপন আপন সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সব মানুষ জাতির জন্য।
−(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) সকল মানব জাতির জন্য

হাদীস : ৫৩৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (১) আমি 'জাওয়ামেউল কালিম' প্রাপ্ত হয়েছি (অর্থাৎ, আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ ব্যক্ত করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে)। (২) রো'ব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। (৪) সব যমীন আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করা হয়েছে। (৫) গোটা বিশ্বের মাখ্লুকের জন্য আমাকে (নবীরূপে) প্রেরণ করা হয়েছে। এবং (৬) নবী আগমনের সিলসিলা আমার মাধ্যমেই শেষ করা হয়েছে। −(মুসলিম)

ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের যোগ্যতাপ্রাপ্ত

হাদীস : ৫৩৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের যোগ্যতাসহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমাকে ব্যক্তিত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একরাতে আমি যখন নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম, এ সময় আমার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ আনা হয়, তার তা আমার হাতে রেখে দেয়া হয়। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর জন্য ভূপৃষ্ঠকে সংকুচিত করা হয়েছে

হাদীস : ৫৩৮০ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা সব ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য সংকুচিত করলেন, তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পেলাম। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের রাজত্ব সেই পর্যন্ত পৌছে যাবে, যে পর্যন্ত যমীন আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল। আর আমাকে দুটি ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে, একটি লাল এবং অপরটি সাদা (অর্থাৎ, কায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডার) আর আমি আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মতের জন্য এ প্রার্থনা করি যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না করা হয়। আর তাদের ওপর যেন স্বজাতি ছাড়া অন্য শত্রুকে এমনভাবে চাপিয়ে না দেয়া হয় যে, তারা মুসলমানদের কেন্দ্রস্থলকে গ্রহণ করে নেয়। আমার প্রভু বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে ফেলি, তখন তা পরিবর্তন হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের বিষয়ে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করব না এবং তাদের স্বজাতি ছাড়া শত্রুকে তাদের ওপর এমনসভাবে চাপিয়ে দেব না, যাতে তারা মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল ধ্বংস করতে পারে। এমনকি যদি দুনিয়ার সব কাফের বিশ্বের সব প্রান্ত হতেও একত্রিত হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায়। অবশ্য তারা (মুসলমানরা) পরস্পরে লড়াই করবে। একে অন্যকে ধ্বংস করতে থাকবে এবং কয়েদ ও বন্দী করতে থাকবে। −(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর উম্মত দুর্ভিক্ষ ও পানিতে ডুবে শেষ হবে না

হাদীস : ৫৩৮১ ॥ হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বনূ মুয়াবিয়ার মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাতে প্রবেশ করে দু' রাকাআত নামায পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি এক দীর্ঘ দো'য়া করলেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি আমার প্রভুর কাছে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি আমাকে দু'টি দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। (১) আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে যেন আমার উম্মতকে ধ্বংস না করা হয়। আমার এ দো'য়া তিনি কবুল করেছেন। (২) আমি আমার

প্রভুর কাছে এটাও চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা না হয়। তিনি আমার এ দোয়াও কবুল করেছেন। এবং (৩) আমি তাঁর কাছে চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ না হয়। কিন্তু তিনি এটা আমাকে দান করেননি। −(মুসলিম)

তাওরাতে রাসূল (স)-এর গুণাবলি

হাদীস : ৫৩৮২ ॥ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, একাদা আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আসের সাথে দেখা করে তাঁকে বললাম, তাওরাতে রাসূল (স)-এর যে গুণ বর্ণিত আছে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন তিনি বললেন, হাঁ, আল্লাহ্র কসম! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলীসহ তাওরাতে তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে, "হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা সুসংবাদদাতা সতর্ককারী হিসেবে এবং উম্মাদের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠিয়েছি।" তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী, তুমি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় এবং বাজারে ঝগড়া-ঝাটি ও হৈহুল্লাকারী নও। তিনি কোন মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করবেন না; বরং তিনি এদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ তাঁকে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না, যতদিন বক্রপথে চালিত জাতিকে তাঁর দ্বারা সৎপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন না। অর্থাৎ, যতক্ষণ লোকজন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর উপর বিশ্বাসী না হয় এবং তাঁর দ্বারা অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ এবং বদ্ধ অন্তর উন্মুক্ত না হয়ে যায়। −(বোখারী, দারেমীও আতার সূত্রে ইবনে সালাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) তিনটি জিনিস চেয়েছিলেন

হাদীস : ৫৩৮৩ ॥ হযরত খাববাব ইবনুল আরাত্ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে নামায পড়ালেন এবং নামায খুব দীর্ঘায়িত করলেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি তো আজ এমনভাবে নামায পড়েছেন যে, এরূপ নামায আপনি আর কখনো পড়েননি। তিনি বললেন, হাঁ, ঠিকই বলেছ। কেননা, এটা ছিল রহমতের আশায় আশান্বিত এবং আযাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামায। আমি এ নামাযের মধ্যেই আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। তিনি দুটি আমাকে দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। (১) আমি চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতকে (ব্যাপক) দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করা হয়। তিনি আমাকে এটা দান করেছেন। (২) আমি চেয়েছিলাম যেন সকল মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদেরকে চাপিয়ে দেয়া না হয়। ইহাও তিনি আমাকে দান করেছেন। (৩) আর আমি এটাও চেয়েছিলাম, যেন আমার উম্মতের কেউ অপরের ওপর অত্যাচার না করে, কিন্তু এটা তিনি আমাকে দান করেননি।

−(তিরমিযী ও নাসাঈ)

রাসূল (স)-এর উম্মত গোমরাহির ওপর একত্রিত হবে না

হাদীস : ৫৩৮৪ ॥ হযরত আবু মালিক আল আশ্‌আরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে মুসলমানগণ! মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি জিনিস থেকে রক্ষা করেছেন। ১. তোমাদের নবী তোমাদের প্রতিকূলে এমন কোন বদ্-দো'য়া করবেন না যাতে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাও। ২. বাতিল ও গোমরাহ্ সম্প্রদায় কখনো হকপন্থীদের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না এবং ৩. সমষ্টিগতভাবে আমার উম্মত গোমরাহীর তথা অন্যায়ের ওপরে একত্রিত হবে না। −(আবু দাউদ) যঈফ — ১২০৮

আল্লাহ তায়ালা দুই তলোয়ার একত্রিত করবেন না

হাদীস : ৫৩৮৫ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা এ মুসলিম উম্মতের ওপর দু' তলোয়ার একত্রিত করবেন না। এক তলোয়ার মুসলমানদের পক্ষ থেকে এবং অপর তলোয়ার শত্রুদের পক্ষ হতে। −(আবু দাউদ)

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (স)

হাদীস : ৫৩৮৬ ॥ হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি কাফেরদেরকে মুখে রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে তিরস্কারমূলক কিছু কথা শুনতে পেলেন। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে ছুটে আসলেন এবং কথাটি তাঁকে জানালেন। এতদ্শ্রবণে রাসূল (স) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা বল দেখি, আমি কে? সাহাবীরা উত্তর করলেন, 'আপনি আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, আমি হলাম, 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ।' আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে আমাকে উত্তম শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। সেই মানুষ শ্রেণীকে আবার দু' ভাগে (আরও ও আজম) নামে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে তার উত্তম দলে (আরবের মধ্যে) সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেই দলকে আবার বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে আমাকে উত্তম গোত্রে (কুরাইশ গোত্রে) সৃষ্টি করেছেন। আবার সেই গোত্রকেও বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে উত্তম পরবরি (হাশেমী পরিবারে) আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ব্যক্তি ও পরিবার হিসেবে আমি সর্বোত্তম। −(তিরমিযী) যঈফ — ১২০৭

রাসূল (স)-এর নবুয়ত নির্ধারিত

হাদীস : ৫৩৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জন্য নবুওয়াত কখন থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে? তিনি বললেন, সে সময় হতে, যখন হযরত আদম (আ) আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন। -(তিরমিযী)

খাতামুন নাবীয়্যিন

হাদীস : ৫৩৮৮ ॥ হযরত এরবায ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমি তখন 'খাতামুন নাবীয়্যীনরূপে লিপিবদ্ধ ছিলাম যখন আদম ছিলেন মাটির খামিরায়। আমি তোমাদের আরো বলেছি যে, আমার নবুয়্যতের প্রথম প্রকাশ হল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং হযরত ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, আর আমার মায়ের প্রত্যক্ষ স্বপ্ন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালে দেখেছিলেন যে, তাঁর সামনে একটি আলো উদ্ভাসিত হয়েছে, যার আলোতে তিনি সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত দেখতে পান। -(শরহে সুন্নাহ্) যঈফ-১২২০

সকল নবীই রাসূল (স)-এর পতাকার নিচে থাকবেন

হাদীস : ৫৩৮৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হব আদামের সন্তানদের সরদার বা নেতা, এটা গর্ব নয়। আর সেদিন আমার হাতেই থাকবে 'মাকামে হাম্‌দের পতাকা' এতেও গর্ব নয়। সেদিন আদম (আ)-সহ সকল নবীগণ আমার পতাকার নিচে এসে সমবেত হবেন। আর সবার আগে আমি কবর ফেটে উত্থিত হব এতেও গর্ব নয়। -(তিরমিযী)

আল্লাহর রাসূল সবচেয়ে সম্মানিত হবেন

হাদীস : ৫৩৯০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কতিপয় সাহাবী এক স্থানে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এ সময় রাসূল (স) সেদিকে বের হলেন এবং তাদের কাছে পৌঁছে তাদের কথাবার্তা ও আলোচনাগুলো শুনলেন। তাদের একজন বললেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্‌রাহীমকে খলীল বানিয়েছেন। আরেকজন বললেন, হযরত মূসা (কালীমুল্লাহ্) ছিলেন এমন, আল্লাহ্ তায়ালা যাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। অপর একজন বললেন, হযরত ঈসা ছিলেন কালেমাতুল্লাহ্ ও রূহুল্লাহ্ এবং আরেকজন বললেন, হযরত আদমকে আল্লাহ্ তায়ালা ছফীউল্লাহ্ বানিয়েছেন।

এ সময় রাসূল (স) তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং তোমরা যে বিস্ময় প্রকাশ করেছ তা শুনেছি। ইবরাহীম যে খলীলুল্লাহ্ ছিলেন এটা ঠিকই। মূসা যে সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে কথাবার্তা বলেছেন এটাও সত্য কথা। ঈসা যে রূহুল্লাহ্ ও কালেমাতুল্লাহ্ ছিলেন এটাও প্রকৃত কথা এবং আদম যে আল্লাহ্‌র মনোনীত, মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, এটাও সম্পূর্ণ বাস্তব। তবে জেনে রেখ, আমি হলাম, 'আল্লাহ্‌র হাবীব' এতে মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, এটাও সম্পূর্ণ বাস্তব। তবে জেনে রেখ, আমি হলাম, 'আল্লাহ্‌র হাবীব' এতে গর্ব নয় এবং কিয়ামতের দিন আমিই হামদের ঝাণ্ডা উত্তোলন ও বহনকারী হব, আদম ও অন্যান্য নবীগণ উক্ত ঝাণ্ডার নিচেই থাকবেন, এতে গর্ব নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব সর্বপ্রথম সাফা'আতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে, এতে গর্ব নয়। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরওয়াজার কড়া নাড়া দেব। তখন আল্লাহ্ তায়ালা আমার জন্য তা খুলে দিবেন এবং আমাকে এতে প্রবেশ করাবেন। আর আমার সাথে থাকবে গরীব ঈমান্দারগণ, এতে গর্ব নয়। পরিশেষে কথা হল, আর আমিই আগের ও পরের সবার চেয়ে সম্মানিত, এটাও গর্ব নয়। - তিরমিযী ও দারেমী) hBd - 1221

সকল মুসলমান কখনো পথভ্রান্ত হবে না

হাদীস : ৫৩৯১ ॥ হযরত আমর ইবনে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমরা সবার শেষে এসেছি, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সবার আগে থাকব। আজ আমি তোমাদের বিশেষ একটি কথা বলব, তবে এতে আমার কোন অহংকার নেই। ইব্‌রাহীম আল্লাহ্‌র বন্ধু, মূসা আল্লাহ্‌র মনোনীত এবং আমি হলাম আল্লাহ্‌র হাবী। কিয়ামতের দিন হামদের ঝাণ্ডা আমার সাথেই থাকবে। আল্লাহ্ আমার উম্মতের বিষয়ে আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ১. ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করবে না। ২. শত্রুরা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে পারবে না। এবং ৩. বিশ্বের সকল মুসলমানদের পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহীর ওপরে একত্রিত করবেন না। -(দারেমী) যঈফ-১২২২

রাসূল (স) হবেন নবীদের অগ্রগামী

হাদীস : ৫৩৯২ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, (কিয়ামতের মাঠে অথবা বেহেশ্‌তে) আমি হব সকল নবীদের পরিচালক বা অগ্রগামী। এটা আমি অহংকার হিসেবে বলেছি না। আমি হলাম নবী আগমনের

সিলসিলা সমাপ্তকারী, এতে আমার কোন গর্ব নেই। আর সর্বপ্রথম আমিই হব শাফা'আতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে। এতে আমার কোনো অহংকার নেই। -(দারেমী)

রাসূল (স)-হবেন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি

হাদীস : ৫৩৯৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে কবর থেকে তোলা হবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হয়ে আসব। আর যখন লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হবে, তখন আমিই হব তাদের অগ্রগামী ও প্রতিনিধি, আর আমিই হব তাদের মুখপাত্র, যখন তারা নীরব থাকবে। আর যখন তারা আটক হয়ে পড়বে, তখন আমি হব তাদের সুপারিশকারী। আর যখন তার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন আমি তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করব। মর্যাদা এবং কল্যাণের চাবিসমূহ সেদিন আমার হাতে থাকবে। আল্লাহ্র প্রশংসার ঝাণ্ডা সেদিন আমার হাতেই থাকবে। আমার প্রভুর কাছে আদমের সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী ব্যক্তি হব। সেদিন হাজারখানেক খাদেম আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করবে। যেন তারা সুরক্ষিত ডিম কিংবা বিক্ষিপ্ত মুক্তা। যইফ-১২২৪

-(তিরমিযী ও দারেমী, তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

রাসূল আরশে এলাহীর ডান পাশে থাকবেন

হাদীস : ৫৩৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে বেহেশ্তের পোশাকের একটি পোশাক পরিধান করানো হবে। তারপর আমি আরশে এলাহীর ডান পাশে গিয়ে দাঁড়াব। অথচ আমি ছাড়া আল্লাহ্র সৃষ্ট মাখলুকের অন্য কেউ উক্ত স্থানে দাঁড়াতে পারবে না। -(তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে 'জামেউল উসুল' গ্রন্থে অপর একটি বর্ণনায় আছে, আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যার কবর খুলে যাবে এবং আমাকে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে। যইফ-১২২৫

বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান রাসূল (স)-এর

হাদীস : ৫৩৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র কাছে উসিলা কামনা কর। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! উসিলা কি? তিনি বললেন; তা বেহেশ্তের সর্বোচ্চ মর্যাদার একটি বিশেষ স্থান, যা কেবলমাত্র এক ব্যক্তিই লাভ করবে। সুতরাং আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) হবেন নবীদের ইমাম

হাদীস : ৫৩৯৬ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হব নবীদের ইমাম ও মুখপাত্র এবং তাদের শাফা'আতের অধিকারী। এতে আমার কোন অহংকার নেই। -(তিরমিযী)।

ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র বন্ধু

হাদীস : ৫৩৯৭ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্যে থেকে একজন বন্ধু আছেন। আর আমার বন্ধু হল আমার পিতা এবং আমার প্রভুর খলীল (হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্)। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, 'তারাই ইব্রাহীম (আ)-এর নিকটতম ব্যক্তি, যারা তাঁর আনুগত্য করেছে। আর এ নবী (হযরত মুহাম্মদ (স) এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেছে; আর আল্লাহ্ তায়ালা হল মুসলমানদের বন্ধু।

-(তিরমিযী)।

রাসূল (স) উত্তম কার্যাবলীর পরিপূরক

হাদীস : ৫৩৯৮ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলী পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন। -(শরহে সুন্নাহ্) যইফ-১২২৬

রাসূল (স) আল্লাহ্র সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা

হাদীস : ৫৩৯৯ ॥ হযরত কা'বে (আহ্বার (রা) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আমরা তাতে লিখিত পেয়েছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল, তিনি আমার সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা, তিনি দুশ্চরিত্র বা বদ-মেজাজ এবং রূঢ়ভাষী নন, বাজারে হৈ-হল্লাকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন, না; বরং মাফ করে দেন আর ক্ষমা করে দেন। তাঁর জন্মস্থান মক্কায় এবং হিজরত করবেন মদীনা তাইয়্যেবায়। সিরিয়াও তাঁর আধিপত্যে আসবে। তাঁর উম্মত হবে খুব বেশি প্রশংসাকারী তথা সুখে-দুঃখে ও আরামে-ব্যারামে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র গুণগান করবে এবং প্রত্যেক অবস্থান স্থলে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সউচ্চ জায়গায় আরোহণকালে তারা আল্লাহ্র তকবীর উচ্চারণ করবে। সূর্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে, যখনই নামাযের সময় হবে তখনই নামায আদায় করবে। তারা মরীরের মধ্যস্থলে (কোমরে)

ইযার বাঁধবে। শরীরের পাশ (হাত-পা ইত্যাদি) ধুয়ে অযু করবে। তাদের ঘোষণাকারী উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা (আযান) দেবে। জিহাদে তাদের সারি এবং নামাযেও তাদের সারি হবে একইভাবে। রাতের বেলায় তাদের গুনগুন শব্দ উদ্ভাসিত হবে মৌমাছির গুনগুণের মত। -(মাসাবীহ্ দারেমীও এটা কিঞ্চিত শাব্দিক পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন।)

তাওরাতে রাসূল (স)-এর গুণাবলি লিপিবদ্ধ আছে

হাদীস : ৫৪০০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) বলেন, তওরাত কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর গুণাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে এটাও রয়েছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-কে তাঁর সাথে (হযরত আয়েশা (রা)-এর হুরায়) দাফন করা হবে। আবু মওদুদ (র.) বলেন, হযরত আয়েশার হুজরায় আজও (তাঁর দাফনের জন্য) একটি কবরের জায়গা বাকী রয়েছে। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর মর্যাদা সকল নবী ও ফেরেশ্তাদের উপরে

হাদীস : ৫৪০১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা সকল নবীগণের ও সকল ফেরেশ্তাদের উপরে মুহাম্মদ (স)-কে মর্যাদা দান করেছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আব্বাস! আল্লাহ্ ফেরেশতাদের উপরে কিভাবে তাঁকে ফযীলত দিয়েছেন? ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহ তায়ালা আকাশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন তাদের যে কে এটা বলবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আমি ইলাহ্ বা মা'বুদ, আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করব। আর আমি যালিমদেরকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান করে থাকি।" আর আল্লাহ্ পাক মুহাম্মদ (স)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি আপনার জন্য বরকত ও কল্যাণের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার আগের ও পরের সব গোনাহ্ মাফ করে দেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, নবীদের ওপরে কিভাবে তাঁকে দেয়া হয়েছে? জবাবে ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ আমি যখনই কোন নবী প্রেরণ করেছি, তাঁকে আপন সম্প্রদায়ের ভাষা দিয়েই পাঠিয়েছি যেন তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র বিধান প্রকাশ করতে পারেন। তারপর আল্লাহ্ যাকে চান গোমরাহ করেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল (স) সম্পর্কে বলেছেন ঃ হে নবী মুহাম্মদ! "আমি আপনাকে গোটা মানুষ সমাজের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি।" সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে জ্বিন ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পাঠিয়েছেন।

রাসূল (স) ওজনে সবার চেয়ে ভারি হবেন

হাদীস : ৫৪০২ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে, আপনি নবী, এমনকি আপনি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন? তিনি বললেন, হে আবু যর! একদা আমি মক্কার বাত্হা উপত্যকায় ছিলাম। এ সময় দুজন ফেরেশতা আমার কাছে এলেন। তাদের একজন মাটিতে নেমে এলেন এবং অপরজন আসমান ও যমীনের মাঝখানে রইলেন। তারপর তাদের একজন অপরজনকে বললেন, ইনি কি তিনিই? অপরজন উত্তর দিলেন; হাঁ। তখন প্রথমজন বললেন, আচ্ছা, তাঁকে এক ব্যক্তির সাথে ওজন করা যাক। সুতরাং আমাকে এক ব্যক্তির সাথে ওজন করা হল। তখন আমি ঐ ব্যক্তির চেয়ে ভারি হয়ে গেলাম। তারপর বললেন, এবার তাঁকে দশ ব্যক্তির সাথে ওজন করা যাক। সুতরাং আমাকে দশ ব্যক্তির সাথে ওজন করা হল। এবারও আমি তাদের ওপর ভারী হয়ে গেলাম। তারপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে একশতজনের সাথে ওজন করা হোক। সুতরাং আমাকে তাদের সাথে ওজন করা হল। এইবারও আমি তাদের ওপর ভারি হয়ে গেলাম। তারপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে এক হাজার জনের সাথে ওজন করো। সুতরাং আমাকে তাদের সাথে ওজন করা হল। এবারও আমি তাদের ওপর ভারি হয়ে গেলাম। হুযুর (স) বলেন, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এখনও তাদেরকে দেখেছি। তাদের পাল্লা হাল্কা হয়ে এমনভাবে ওপরে উঠে গিয়েছে যে, আমার আশংকা হল, তারা যেন আমার ওপরে ছিটকিয়ে পড়বে। হুযুর (স) বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বললেন, যদি তুমি তাঁর সকল উম্মতের সাথেও ওজন কর, তখন তাঁর পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। -(হাদীস দুটি দারেমী বর্ণনা করেছেন।)

রাসূল (স)-এর উপর কুরবানি ফরজ হয়েছে

হাদীস : ৫৪০৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উপরে কুরবানী ফরয করা হয়েছে; আর তোমাদের উপর ফরয করা হয়নি এবং আমাকে চাশ্তের নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর তোমাদের এর নির্দেশ দেয়া হয়নি। -(দারা কুতনী)

উনবিংশ অধ্যায়

রাসূল (স)-এর নামের গুণাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর পরে আর নবী নেই

হাদীস : ৫৪০৪ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুত্য়িম (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্মদ, আমি মাহী। আল্লাহ্ তায়ালা আমার দ্বারা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি আল্ হাশের, (কিয়ামতের দিন) মানুষ জাতিকে আমার পেছনে সমবেত করা হবে। আর আমিই হলাম আল্ আকেব এবং 'আকেব' ঐ ব্যক্তি, যার পরে আর কোনো নবী নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

সবাই রাসূল (স)-এর পরে থাকবে

হাদীস : ৫৪০৫ ॥ হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের কাছে তাঁর নিজের নামসমূহ বর্ণনা করতেন। তখন তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ, আহমদ, মুকাফ্ফী (সবার পরে আগমনকারী), হাশরে সমবেতকারী এবং আমি নবীয়ে রহমত। -(মুসলিম)

রাসূল (স) মহাপ্রশংসিত

হাদীস : ৫৪০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) সাহাবীগণকে বললেন, এতেও কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছ না যে, আল্লাহ তায়ালা কিভাবে কুরাইশদের গাল-মন্দ ও অভিসম্পাতকে আমার ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন? তারা 'মুযাম্মাম' নামে গাল-মন্দ করে এবং 'মুয়াম্মাম' কে অভিসম্পাত দেয়। অথচ আমি মহা প্রশংসিত মুযাম্মাম নই। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর চেহারা ছিল অত্যন্ত ধারালো

হাদীস : ৫৪০৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর মাথার এবং দাড়ির অগ্রভাগে সামান্য কিছু শুভ্রতা দেখা দিয়েছিল। যখন তিনি তাতে তেল লাগাতেন তখন তা প্রকাশ পেত না। আর যখন কেশরাজি বিক্ষিপ্ত হত, তখন তা প্রকাশ পেত। তাঁর দাড়ি ছিল খুব বেশি। তখন এক ব্যক্তি বলল, রাসূল (স)-এর মুখমণ্ডল ছিল তলোয়ারের মত। তিনি বললেন, না; বরং তা ছিল সূর্য ও চন্দ্রেরমত এবং তাঁর বেহারা ছিল গোলগাল। আর আমি তাঁর কাঁধের কাছে কবুতরের ডিমের মত মোহরে নবুয়্যতও দেখতে পেয়েছি, তার বর্ণ ছিলো তার গাঁয়ের রঙের সদৃশ।
-(মুসলিম)

মোহরে নবুয়্যত

হাদীস : ৫৪০৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সারজাস (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি এবং আমি তাঁর সাথে রুটি ও গোশ্ত খেয়েছি অথবা বললেন, আমি 'সারীদ' খেয়েছি। তারপর আমি তাঁর পেছনে গিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। তখন তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে বাম কাঁধের উপরিভাগে মুষ্টির মত গোলাকার মোহরে নবুয়্যত দেখলাম। তার ওপরে মাস্-এর মত অনেকগুলো তিল ছিল। -(মুসলিম)।

রাসূল (স)-এর মোহরে নবুয়্যত দেখা গেল

হাদীস : ৫৪০৯ ॥ হযরত উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ ইবনে সাঈদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে কিছু কাপড় আনা হল। এর মধ্যে কাল বর্ণের একটি ছোট পশমী চাদরও ছিল। তখন তিনি বললেন, উম্মে খালেদকে আমার কাছে নিয়ে আস। সুতরাং তাকে বহন করে আনা হল। রাসূল (স) চাদরখানা নিজের হাতে নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা পুরাতন ও নিকৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত পরিধান কর। আবার পুরাতন ও নিকৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত পরিধান কর অর্থাৎ, আল্লাহ যেন তোমাকে দীর্ঘায়ু করেন। চাদরটিতে সবুজ কিংবা হলুদ রংয়ের নক্শী ছিল। তারপর তিনি বললেন; হে উম্মে খালেদ! এটা (কতই না) সুন্দর! হাবশী ভাষায় 'সানাহ্' শব্দ সুন্দরের জন্য ব্যবহার হয়। উম্মে খালেদ বলেন, এরপর আমি রাসূল (স)-এর মোহরে নবুয়্যত স্পর্শ করে খেলতে লাগলাম। তখন আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। তখন রাসূল (স) (আমার পিতাকে) বললেন, তাকে তাকে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তাকে এরূপ করতে দাও। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর

হাদীস : ৫৪১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স) অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং খাটও ছিলেন না। তিনি ধব্‌ধবে সাদাও ছিলেন না, আবার শ্যাম বর্ণও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল খুব বেশি কোঁকড়ানো ছিল না এবং সোজাও ছিল না। চল্লিশবছর বয়সে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে নবুয়্যত দান করেছেন। তারপর তিনি মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশবছর অবস্থান করেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ষাট বছর বয়সে ওফাত দান করেন। অথচ তখন তাঁর মাথার চুল ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর আকৃতির বর্ণনায় বলেছেন, তিনি লোকদের মাঝে মধ্যম ছিলেন। লম্বাও ছিলেন না এবং খাটও ছিলেন না। তাঁর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর মাথার চুল উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছত। অপর এক বর্ণনায় আছে-কেশরাজি উভয় কানের এবং কাঁধের মাঝামাঝিতে ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর মাথা ছিল বড় এবং উভয় পায়ের পাতা ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। আমি তাঁর পূর্বে এবং পরে অনুরূপ আকৃতির আর কাউকেও দেখিনি। আর তাঁর উভয় হাতের তালু ছিল প্রশস্ত। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর উভয় পা এবং উভয় হাত ছিল মাংসে পরিপূর্ণ।

রাসূল (স) মধ্যম গড়নের ছিলেন

হাদীস : ৫৪১১ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, রাসূল (স) মধ্যম গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান বেশ প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছাত। আমি তাঁকে লাল (ডোরাকাটা) পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকেও কখনো দেখিনি। - বোখারী ও মুসলিম। তার মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত বারা (রা) বলেছেন, বাবরি চুলবিশিষ্ট লাল (ডোরাকাটা) পোশাকে রাসূল (স) অপেক্ষা সুন্দর আর কাউকেও আমি দেখতে পাইনি। তাঁর মাথার চুল কাঁধ স্পর্শ করত এবং তাঁর দু কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানটি ছিল বেশ প্রশস্ত। তিনি লম্বাও ছিলেন না, আবার খাটও ছিলেন না।

মানহুমুল আকেবাইন

হাদীস : ৫৪১২ ॥ হযরত সেমাক ইবনে হরব হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (স) 'যালীউল্ ফাম্, আশ্‌কালুর আঈন ও মান্‌হুমুল আকেবাইন' বিশিষ্ট ছিলেন। পরে হযরত সেমাককে এ শব্দগুলোর অর্থ কি জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, প্রশস্ত মুখ, চক্ষুর পুতুলি ঘোর কাল ও বড় এবং পায়ের গোঁড়ালিতে স্বল্প মাংস। -(মুসলিম)

রাসূল (স) অত্যন্ত লাবণ্যময়ী ছিলেন

হাদীস : ৫৪১৩ ॥ হযরত সাবেত বলেন, একদা হযরত আনাস (রা)-কে দেখেছি। তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের লাবণ্যময় এবং তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের। অর্থাৎ প্রত্যেকটির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য ছিল। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর চুল-দাড়ি খুব বেশি পাকেনি

হাদীস : ৫৪১৪ ॥ হযরত সাবেত বলেন, একদা হযরত আনাস (রা)-কে রাসূল (স)-এর খেযাব লাগান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, তাঁর চুল এমন সাদা হয়নি যে, তাতে খেযাব লাগাতে হবে। যদি আমি তাঁর সাদা দাড়িগুলো গুনে দেখতে চাইতাম, তবে অনায়াসে গুনতে পারতাম। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- আমি তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো গুনে দেখতে চাইলে অনায়াসে গুনতে পারতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর ঠোঁটের নিচের পশমে চোখ ও কানের মধ্যবর্তী পশ্রমে শুভ্রতা ছিল এবং মাথার মধ্যেও কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল।

রাসূল (স)-এর ঘাম ছিল মুক্তর মত

হাদীস : ৫৪১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) গৌরবর্ণের ছিলেন। তাঁর ঘাম ছিল মুক্তার মত। হাঁটার সময় তিনি সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকিয়ে চলতেন এবং আমি রাসূল (স)-এর হাতে তালু অপেক্ষা অধিকতর কোমর কোন রেশম কিংবা কোন গরদ স্পর্শ করিনি। আর রাসূল (স)-এর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কস্তুরী কিংবা মেশকে আম্বর আমি কখনো শুঁকিনি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত

হাদীস : ৫৪১৬ ॥ হযরত উম্মে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) প্রায়ই তাদের সেখানে আসতেন এবং দিনে সেখানে বিশ্রাম করতেন। তখন উম্মে সুলাইম তাঁর জন্য একটি চামড়ার ফরাশ বিছিয়ে দিতেন এবং রাসূল (স) তাতেই

বিশ্রাম করতেন। রাসূল (স)-এর শরীর মোবারক থেকে অত্যধিক ঘাম বের হত। আর উম্মে সুলাইম তাঁর ঘর্মগুলো একত্রিত করে আতর বা সুগন্ধির মধ্যে মিলিয়ে রাখতেন। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি এটা কি করছ? তিনি বললেন, এটা আপনার শরীরের ঘাম। একে আমরা আমাদের সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করব। বস্তুত এটা সর্বোত্তম সুগন্ধি। অপর এক বর্ণনায় আছে, উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এতে আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য বরকতের আশা করি। তখন হুযুর (স) বললেন, তুমি ঠিকই করেছ। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) শিশুদের বড়ই ভালবাসতেন

হাদীস : ৫৪১৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে যোহরের নামায আদায় করলাম। তারপর তিনি ঘরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। এ সময় কতিপয় শিশু তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল। তখন তিনি এক একটি করে প্রতিটি শিশুর গালে হাত ফিরিয়ে দিলেন। অবশেষে আমার উভয় গালেও হাত ফিরালেন, তখন আমি তাঁর হাতের শীলতা ও সুগন্ধি অনুভব করলাম। তাঁর হাতখানা এমন সুগন্ধময় ছিল যে, যেন তাকে কোন আতরের ডিব্বা থেকে বের করে এনেছে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন মধ্যমাকৃতির

হাদীস : ৫৪১৮ ॥ হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেন, রাসূল (স) লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না। তাঁর মাথা ছিল বড় এবং দাঁড়ি ছিল ঘন। দু'হাত এবং উভয় পায়ের তালু ছিল পুরু। তাঁর গায়ের রং ছিল লাল-মিশ্রিত। হাড়ের জোড়াসমূহ ছিল মোটা মোটা। বক্ষের উপরে নাভি পর্যন্ত পশমের সরু একটি রেখা ছিল। চলার সময় সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়ে চলতেন, যেন তিনি কোন উচ্চস্থান থেকে নিচের দিকে নামছেন। মোটকথা, রাসূল (স)-এর আগে বা পরে তাঁর মত (সুগঠন ও সুন্দর) কোন মানুষকে আমি দেখতে পাইনি। -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

রাসূল (স) ছিলেন মধ্যম গড়নের

হাদীস : ৫৪১৯ ॥ হযরত আলী (রা) বর্ণিত, তিনি যখন রাসূল (স)-এর আকৃতির বর্ণনা দিতেন, তখন বলতেন, তিনি অত্যাধিক লম্বাও ছিলেন না এবং একেবারে খাটোও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে মধ্যম গড়নের। তাঁর মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ান ছিল না এবং সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না; বরং মধ্যম ধরনের কোঁকড়ান ছিল। তিনি অতি স্থুলদেহী ছিলেন এবং তাঁর চেহারা একেবারে গোল ছিল না; বরং লম্বাটে গোল ছিল। গায়ের রং ছিল লাল-সাদা সংমিশ্রিত। চক্ষুর বর্ণ ছিল কাল এবং পলক ছিল লম্বা লম্বা। হাড়ের জোড়াগুলো ছিল মোটা। গোটা শরীর ছিল পশমহীন, অবশ্য পশমের চিকন একটি রেখা বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত লম্বা ছিল। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের তালু ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। যখন তিনি হাঁটতেন তখন পা পুরোভাবে ওঠিয়ে যমীনে রাখতেন, যেন তিনি কোন উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে নামছেন। যখন তিনি কোন দিকে তাকাতেন তখন ঘাড় পূর্ণ ফিরিয়ে তাকাতেন। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে ছিল মোহরে নবুয়্যত। বস্তুত তিনি ছিলেন 'খাতেমুন নাবিয়্যীন'। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে আন্তরিকভাবে অধিক দাতা, সর্বাপেক্ষা সত্যভাষী। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা কোমল স্বভাবের এবং বংশের দিক দিয়ে ছিলেন সম্ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি তাঁকে হঠাৎ দেখত, সে ভয় পেত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরিচিত হয়ে তাঁর সাথে মেলামেশা করত, সে তাঁকে অতি ভালবাসত। রাসূল (স)-এর গুণাবলী বর্ণনাকারী এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, আমি তাঁর আগে ও পরে তাঁর মত (স) কাউকে কখনো দেখিনি।

যঈফ — ১২৬৩

-(তিরমিযী)

রাসূল (স) চললে বুঝা যেত

হাদীস : ৫৪২০ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যেই রাস্তা দিয়ে চলে যেতেন, পরে কেউ সেই পথে গেলে সে অনায়াসে বুঝতে পারত যে, রাসূল (স) উক্ত পথে গমন করেছেন। আর তা তাঁর গায়ের সুগন্ধির কারণে অথবা (রাবী বলেছেন) তাঁর ঘামের ঘ্রাণের কারণে। -(দারেমী)

রাসূল (স) সূর্যের ন্যায় আলোকিত ছিলেন

হাদীস : ৫৪২১ ॥ হযরত আবু উবায়দা ইবনে মুহম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, আমি রুবায়্যি' বিনতে মু'আব্বিয ইবনে আফ্রা (রা)-কে বললাম, আমাদের রাসূল (স)-এর আকৃতি সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন তিনি বললেন, হে ছেলে! যদি তুমি তাঁকে দেখতে, তাহলে তোমার এমনই ধারণা হত যে, সূর্য উদিত হয়েছে। -(দারেমী)

যঈফ — ১২৬২

রাসূল (স) উচ্চঃস্বরে হাসতেন না

হাদীস : ৫৪২২ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর পায়ের উভয় গোড়ালী হাল্‌কা-পাতলা। তিনি মৃদু হাসি ছাড়া খিল খিল করে উচ্চঃস্বরে হাসতেন না। আর আমি যখনই তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন আমি মনে মনে বলতাম, তিনি চাক্ষুসে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ তখন তিনি সুরমা ব্যবহার করেননি। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) লাল বর্ণের পোশাক পরেছেন

হাদীস : ৫৪২৩ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদা আমি চাঁদনি রাতে রাসূল (স)-কে দেখলাম। তারপর একবার রাসূল (স)-এর দিকে তাকাতাম আর একবার চাঁদের দিকে। সে সময় তিনি লাল বর্ণের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁকে আমার কাছে চাঁদের চাইতে অধিকতর খুব সুরত মনে হল। -(তিরমিযী ও দারেমী)

রাসূল (স)-এর চেয়ে সুন্দর ও দ্রুতগতি কেউ নেই

হাদীস : ৫৪২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) থেকে সুন্দর কোন জিনিস আমি কখনো দেখতে পাইনি, মনে হত যেন সূর্য তাঁর মুখমণ্ডলের ভাসছে। আর রাসূল (স) অপেক্ষা চলার মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন কাউকেও আমি দেখিনি। তাঁর চলার সময় মনে হত যমীন যেন তাঁর জন্য সংকুচিত হয়ে আসত। আমরা তাঁর সাথে সাথে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলতাম। অথচ তিনি স্বাভাবিক নিয়মে চলতেন। - তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহুদী বালক সাক্ষ্য দিল তিনি নবী

হাদীস : ৫৪২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ইহুদী বালক রাসূল (স)-এর খেদমত করত। এক সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন রাসূল (স) তার শুশ্রূষার জন্য কাছে গেলেন, তখন তিনি তার পিতাকে তার মাথার কাছে বসে তাওরাত পাঠ করতে দেখলেন। তখন রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে ইহুদী! আমি তোমাকে সেই আল্লাহ্ পাকের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি হযরত মূসা (আ)-এর ওপর তওরাত কিতাব নাযিল করেছেন। তুমি কি তওরাত কিতাবে আমার পরিচিতি, আমার গুণাবলী এবং আমার আবির্ভাব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু পেয়েছ? সে বলল, না। তখন বালকটি প্রতিবাদ করে বলল; হ্যাঁ, আছে, আল্লাহ্‌র কসম; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তওরাত কিতাবে আপনার পরিচিতি, গুণাবলী ও আপনার আবির্ভাব ইত্যাদি সম্পর্কীয় বর্ণনা পেয়েছি। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।" তখন রাসূল (স) তাঁর সাথীদেরকে বললেন; এ লোকটিকে মাথার কাছ থেকে ওঠিয়ে দাও এবং তোমাদের নওমুসলিম ভাইটির যাবতীয় তত্ত্বাবধান তোমরাই কর। -(বায়হাকী দারায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে।)

রাসূল (স) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রহমত

হাদীস : ৫৪২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত রহমত। -(দারেমী আর বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে)

রাসূল (স)-এর দাঁত দিয়ে আলো বিচ্ছুরিত হত

হাদীস : ৫৪২৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সামনের দাঁত দু'টির মাঝে কিছুটা ফাঁক ছিল। যখন তিনি কথাবার্তা বলতেন, তখন মনে হত উক্ত দাঁত দু'টির মধ্য দিয়ে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। -(দারেমী)

হাসলে তাঁর চেহারা আলোকিত হয়ে ওঠত

হাদীস : ৫৪২৮ ॥ হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন বিষয়ে আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে ওঠত। মনে হত যেন তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের টুকরা। এটা আমরা সবাই তা অনুভব করতে পারতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিংশ অধ্যায়

রাসূলাল্লাহ্ (স)-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সহিষ্ণু ও হৃদয়বান

হাদীস : ৫৪২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি একাধারে দশ বছর রাসূল (স)-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কোন দিন উহ্ শব্দটি পর্যন্ত আমাকে বলেননি। এমনকি এ কাজটি কেন করেছ আর এটা কেন করনি? এমন কোথাও কোনদিন বলেননি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) চাইলে কখনো না বলেন নি

হাদীস : ৫৪৩০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে, তিনি কখনো 'না' বলেননি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন

হাদীস : ৫৪৩১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এতোগুলো বক্‌রি চাইল, দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি ভর্তি হয়ে যায়। তখন তিনি তাকে সেই পরিমাণ বকরিই দিয়ে দিলেন। তারপর লোকটি আপন কওমের কাছে এসে বলল, হে আমার কওমের লোকসকল! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা, মুহাম্মদ (স) এত অধিক পরিমাণে দান করেন যে, তিনি অভাবকে ভয় করেন না -(মুসলিম)

রাসূল (স) কৃপণ স্বভাবের নন

হাদীস : ৫৪৩২ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুত্‌য়িম (রা) থেকে বর্ণিত, হোনাইন যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় তিনি রাসূল (স)-এর সাথে সফর করছিলেন। এক সময় পথে কিছুসংখ্যক গ্রাম্য আরব বেদুঈন তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য আবদার করতে থাকল। অবশেষে তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের নিচে যেতে বাধ্য করল। এমন কি তাঁর কাঁটার তাঁর চাদর আটকিয়ে গেল। তখন রাসূল (স) সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তোমরা আমার চাদরখানা ছাড়িয়ে দাও। যদি এখন আমার কাছে এ কাঁটা-গাছগুলোর সমসংখ্যক উট ও দুম্বা থাকত, তাহলে আমি সেগুলো তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। এরপর তোমরা বুঝতে পারতে যে, আমি কৃপণ স্বভাব নই, মিথ্যাবাদী নই এবং কাপুরুষও নই-(বোখারী)

রাসূল (স) ছিলেন সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ

হাদীস : ৫৪৩৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের মানুষ। একদা তিনি কোন এক কাজে আমাকে পাঠাতে চাইলেন। তখন আমি বললাম- আল্লাহর কসম! আমি যাব না কিন্তু আমার মনের মধ্যে আছে যে, রাসূল (স) যে কাজের জন্য আমাকে আদেশ করেছেন, আকি সে কাজে অবশ্যই যাব। তারপর আমি বের হলাম এবং এমন কতিপয় বালকদের কাছে এসে পৌছালাম যারা বাজারের মধ্যে খেলাধুলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ রাসূল (স) গিয়ে পেছন থেকে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। আনাস বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাসছেন। তখন তিনি স্নেহের সুরে বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যে কাজের জন্য আদেশ করেছিলাম সেখানে কি তুমি গিয়েছিলে? জবাবে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই তো আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। -(মুসলিম)

রাসূল (স) রেগে কিছু দিতে বললেন

হাদীস : ৫৪৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়ের একটি নাজরানী চাদর। এমন সময় একজন গ্রাম্য বেদুঈন তাঁকে পেয়ে তাঁর চাদরটি ধরে জোরে টান দিল। টানের চোটে রাসূল (স) সে বেদুঈনের বক্ষের কাছে এসে পড়লেন। আনাস বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাঁধের প্রতি নজর করে দেখলাম, সে জোরে টানার ফলে তাঁর কাঁধের চাদরের ডোরার চাপ পড়ে গেছে। তারপর বেদুঈনটি বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তায়ালার যে সব মালামাল তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দাও। এ সময় রাসূল (স) তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং হেসে ফেললেন। তারপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দান করলেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ছিলেন সবচেয়ে সাহসী ও দানশীল

হাদীস : ৫৪৩৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম, সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল এবং সবার চাইতে বেশি সাহসী ছিলেন। একরাতে মদীনাবাসী (কোন শব্দ শুনে) ভীষণ ভয় পেয়েছিল। এতে লোকজন সেই আওয়াযের দিকে ছুটে চলল, তখন রাসূল (স)-কে তাদের সামনে পেল। তিনি সবার আগে সেই আওয়াযের দিকে পৌছে গিয়েছিলেন। এ সময় রাসূল (স) বলতে লাগলেন, তোমরা ভয় কর না, তোমরা ভয় কর না। তখন তিনি হযরত আবু তালহা (রা)-এর একটি ঘোড়ার খালি পিঠে জিন-পোষ ছাড়াই আরোহণ করেছিলেন। তাঁর গলায় ঝুলছিল একখানা তলোয়ার। তারপর রাসূল (স) বললেন, আমি এ ঘোড়াটিকে দরিয়ার মত পেয়েছি।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দাস-দাসীরা তাঁর সাক্ষাৎ পেত

হাদীস : ৫৪৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ফজরের নামায পরে অবসর হতেন, তখন মদীনাবাসীদের খোদমগণ (দাস-দাসী) পানি ভরা পাত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হত। তিনি তাদের আনীত যে কোন পাত্রে নিজ হাত ডুবিয়ে দিতেন। তারা কখনো কখনো শীতকালে ভোরে আসত, তখন তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর হাত ধরে ইচ্ছেমত নিয়ে যেত

হাদীস : ৫৪৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, মদীনাবাসীদের বাঁদীদের মধ্যে এমন একটি বাঁদী ছিল, যে রাসূল (স)-এর হাত ধরে যথায় ইচ্ছে তথায় নিয়ে যেত। -(বোখারী)।

রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হল মহিলা

হাদীস : ৫৪৩৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক দিন এমন একটি মহিলা, যার মথায় কিছুটা গণ্ডগোল ছিল, সে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথে আমার একটু দরকার আছে। উত্তরে তিনি বললেন, হে অমুকের মা! যে গলিতেই তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও, আমি তোমার কাজের জন্য সেখানে যেতে প্রস্তুত আছি। তারপর রাসূল (স) মহিলাটির সাথে কোন এক রাস্তার পাশে নিরালায় কথাবার্তা বললেন, এমনকি সে তার প্রয়োজন সমাধান করে চলে গেল। -(মুসলিম)

রাসূল অশ্লীল কথা বলতেন না

হাদীস : ৫৪৩৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী, লা'নতকারী এবং গালি-গালাজকারী ছিলেন না। তিনি যখন কারও প্রতি নারাজ হতেন, তখন কেবল এতোটুকুই বলতেন যে, "তার কি হল? তার কপাল ভূলুণ্ঠিত হোক।" -(বোখারী)

রাসূল (স) অভিসম্পাতকারী নন

হাদীস : ৫৪৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে প্রস্তাব করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাফের-মুশরিকদের ওপর বদদো'য়া করুন। উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে অভিসম্পাতকারী করে পাঠানো হয়নি; বরং আমাকে রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। -(মুসলিম)

রাসূল (স) বড়ই লাজুক ছিলেন

হাদীস : ৫৪৪১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, রাসূল (স) পর্দানশীল কুমারী মেয়েদের চাইতেও বেশি লাজুক ছিলেন। যখন তিনি কোন কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারায় আমরা তার পরিচয় পেতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) দাঁত খুলে হাসতেন না

হাদীস : ৫৪৪২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কখনো মুখ খুলে দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর কণ্ঠতালু, পর্যন্ত দেখা যায়; বরং তিনি মুচকি হাসতেন। -(বুখরা)

রাসূল (স) অনর্গল কথা বলতেন না

হাদীস : ৫৪৪৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) অনর্গল কথাবার্তা বলতেন না, যেরূপ তোমরা অনর্গল বলতে থাক। বরং তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন ধীরে ধীরে থেমে থেকে কথা বলতেন, এমনকি যদি কোন ব্যক্তি তা শুনতে চাইতে, তবে তা গুনতে পারত। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) গৃহকর্মাদী করতেন

হাদীস : ৫৪৪৪ ॥ আস্ওয়াদ (রহ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) গৃহের অভ্যন্তরে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি পারিবারিক কাজ করতেন। অর্থাৎ, পরিবারের কাজ আঞ্জাম দিতেন। আর যখন নামাযের সময় হত তখন নামাযের দিকে বের হয়ে যেতেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতেন না

হাদীস : ৫৪৪৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে যখনই দুটি ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখন তিনি যেটি সহজতর সেটি গ্রহণ করেছেন। তবে এ শর্তে যে, সেইটি যেন কোন রকরমের গোনাহের কাজ না হয়। কিন্তু যদি তা গোনাহের কাজ হত, তবে তিনি তা থেকে সবার চাইতে অনেক দূরে সরে থাকতেন। আর রাসূল (স) নিজের কোন ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি। তবে কেউ যদি আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেলত, তখন আল্লাহ্‌র জন্য তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) কখনো কাউকে প্রহার করেননি

হাদীস : ৫৪৪৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাস্তায় জেহাদরত অবস্থা ছাড়া কখনো কাউকেও নিজ হাতে প্রহার করেননি। নিজের স্ত্রীগণকেও না, খাদেমকেও না। আর যদি তাঁর দেহে বা অন্তরে কারো পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের কষ্ট বা ব্যথা লাগত, তখন নিজের ব্যাপারে সেই ব্যক্তি হত কোন প্রকারের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ করে বসত, তখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে শাস্তি দিতেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কাউকে তিরস্কার করেননি

হাদীস : ৫৪৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমার বয়স যখন আট বছর তখন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে যোগ দেই এবং দশ বছর তাঁর খেদমত করি। কোন সময় কোন জিনিস আমার হাতে নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি আমাকে কখনো তিরস্কার করেননি। যদি পরিবারবর্গের কেউ আমাকে তিরস্কার করতেন, তখন তিনি বলতেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, যা মোকাদ্দার ছিল তা তো হবেই। – এটা মাসাবীহ্-এর শব্দ, বায়হাকী শোআবুল ঈমানে কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (স) ক্ষমাশীল ছিলেন

হাদীস : ৫৪৪৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশোভন কথা বলার চেষ্টাও করতেন না। তিনি হাট-বাজারে শোরগোলকারী ছিলেন না এবং তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা নিতেন না; বরং তা ক্ষমা করে দিতেন এবং উপেক্ষা করে চলতেন। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) রোগীর সেবা করতেন

হাদীস : ৫৪৪৯ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতেন, জানাযার সাথে যেতেন, গোলামদের দাওয়াত কবুল করতেন এবং গাধায় সওয়ার হতেন। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন, খায়বরের যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে এমন একটি গাধায় সওয়ার অবস্থায় দেখেছি, যার লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছালের। -(ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী)

রাসূল (স) সমস্ত কাজই করতেন

হাদীস : ৫৪৫০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিজেই নিজের জুতা মেরামত করে নিতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং ঘরের কাজ-কর্ম করতেন, যেমন তোমাদের কেউ নিজের ঘরের কাজ-কর্ম করে থাকে। হযরত আয়েশা এটাও বলেছেন যে, তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষই ছিলেন। নিজের কাপড়-চোপড় থেকে উকুন বাছতেন, নিজ বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) আলোচনায় অংশ নিতেন

হাদীস : ৫৪৫১ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর পুত্র খারেজাহ্ বলেন, একদা কতিপয় লোক হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের কাছে এল এবং তাঁকে বলল, আমাদের রাসূল (স)-এর কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমি ছিলাম তাঁর প্রতিবেশী, যখন তাঁর ওপরে অহী নাযিল হত, তখন তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে আনতেন, আমি তাঁকে তা লিখে দিতাম। রাসূল (স)-এর স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল, যখন আমরা দুনিয়ার বিষয়ে কোন আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। আর যখন আমরা আখেরাত সম্পর্কে কথাবার্তা বলতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে সে আলোচনায় অংশ নিতেন এবং যখন আমরা খানা-পিনার কথা বলতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায় শামিল হতেন। মোটকথা, উল্লেখিত সকল বিষয়গুলো আমি তোমাদের রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করছি। -(তিরমিযী)।

রাসূল (স)-এর শিষ্টতার তুলনা হয় না

হাদীস : ৫৪৫২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন কোন ব্যক্তির সাথে মোসাফাহা করতেন, তখন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাতখানা সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজের হাত সরিয়ে নিত। আর তিনি সেই ব্যক্তির দিক থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সে রাসূল (স)-এর দিকে আপন চেহারা ফিরিয়ে নিত। আর তাঁকে নিজের সাথে বসা লোকজনের সম্মুখে কখনো হাঁটু বাড়িয়ে বসেত দেখা যায়নি। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) জমা করতেন না

হাদীস : ৫৪৫৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিজের জন্য আগামী দিনের জন্যে কোন কিছু জমা করে রাখতেন না। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন

হাদীস : ৫৪৫৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বললেন, রাসূল (স) অধিক সময় নীরব থাকতেন।
-(শরহে সুন্নাহ্)

রাসূল (স)-এর ভাষা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট

হাদীস : ৫৪৫৫ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কথায় ছিল অতি স্পষ্টতা ও ধীর গতি।-(আবু দাউদ)

রাসূল (স) পৃথক উচ্চারণে কথা বলতেন

হাদীস : ৫৪৫৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা যেভাবে অনর্গল বিরতীহীন কথাবার্তা বল, রাসূল (স) অনুরূপভাবে কথা বলতেন না, বরং তিনি প্রতিটি বাক্যকে পৃথক পৃথকভাবে বলতেন। ফলে যেই ব্যক্তি তাঁর কাছে বসত, সে তা স্মরণ রাখতে পারত। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) মুচকি হাসতেন

হাদীস : ৫৪৫৭ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস ইবনে জায্য়ে বলেন, আমি রাসূল (স)-এর চাইতে অধিক মুচকি হাসির লোক কাউকেও দেখিনি। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) আকাশের দিকে তাকাতেন

হাদীস : ৫৪৫৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বসে কথাবার্তা বলতেন, তখন তিনি বারবার আকাশের দিকে দৃষ্টি ওঠাতেন। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) অধিক স্নেহময় ছিলেন

হাদীস : ৫৪৫৯ ॥ আমর ইবনে সাঈদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সন্তান-সন্ততির প্রতি অত্যাধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী রাসূল (স)-এর চাইতে অধিক আমি আর কাউকেও দেখিনি। তাঁর পুত্র ইব্রাহীম মদীনার উঁচু প্রান্তে (এক মহল্লায়) ধাত্রী মায়ের কাছে দুধ পান করত। তিনি প্রায়শ তথায় গমন করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি উক্ত গৃহে প্রবেশ করতেন, অথচ সেই গৃহটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ, ইব্রাহীমের ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিল একজন কর্মকার। হুযূর (স) ইব্রাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, তারপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী আমর বলেন, যখন ইব্রাহীমের ওফাত হয়ে গেল, তখন রাসূল (স) বললেন, ইব্রাহীম আমার পুত্র। সে দুগ্ধ (পনের) বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং বেহেশ্ত তার জন্য দুজন ধাত্রী রয়েছে, যারা তাকে দুগ্ধ পানের মুদ্দত পূর্ণ করবে। -(মুসলিম)

ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করল

হাদীস : ৫৪৬০ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, অমুক পাদ্রী নামে এক ইহুদীর রাসূল (স)-এর ওপর কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ ছিল। একদা সে এসে রাসূল (স)-এর কাছে তা চেয়ে বসল। জওয়াবে হুযূর (স) তাকে বললেন, হে ইহুদী! তোমাকে দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। ইহুদী বলল, যে পর্যন্ত তুমি হে মুহাম্মদ! আমার ঋণ পরিশোধ করবে না, আমিও তোমাকে ছেড়ে যাব না। এবার রাসূল (স) বলেন, আচ্ছা, আমিও তোমার কাছে বসে থাকব। এ বলে তিনি তার কাছে বসে পড়লেন। তারপর রাসূল (স) সেই এক স্থানে যোহর, আসর, মাগরিব, এ'শা এবং পরদিন ফজরের নামায আদায় করলেন। এদিকে রাসূল (স)-এর সাহাবিরা ইহুদি লোকটিকে ধমকাচ্ছিলেন এবং ভয় দেখাচ্ছিলেন। রাসূল (স) তাঁদের গতিবিধি বুঝতে পারলেন। তিনি তাদেরকে ইহুদির সঙ্গে কোন রকমের অসদাচরণ করতে নিষেধ করলেন। তখন সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! একটি ইহুদি কি আপনাকে আটকিয়ে রাখবে? তখন রাসূল (স) বললেন, আমার রব্ব আমাকে কোন যিম্মী ইত্যাদির ওপর যুলম করতে নিষেধ করেছেন। তারপর যখন দিনের বেলা বেড়ে গেল, তখন ইহুদী বলল, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং এটাও সাক্ষ্য দিছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল।" আমি আমার মাল-সম্পদের অর্ধেক আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম। মূলত আমি আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছি,, তা এ উদ্দেশ্যেই করেছি যে, দেখি তওরাত কিতাবে আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যে সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে, তা আপনার মধ্যে পাওয়া যায় কিনা? আপনার সম্পর্কে লেখা আছে, মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্, তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন ও মদীনায় হিজরত করবেন। সিরিয়া পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব হবে। তিনি অশ্লীলভাষী ও কঠোর মনা হবেন না। হাটে-বাজারে চীৎকার করবেন না এবং অশালীন আচরণ করবেন না। তিনি অশোভন উক্তি করবেন না। আমি এ সব কিছু যথাযথভাবে আপনার মধ্যে বিদ্যমান পেয়েছি। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল।" আর এই আমার মাল, আল্লাহ্র মর্জিমত আপনি যথায় ইচ্ছে তা খরচ করতে

পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত ইহুদী লোকটি ছিল বহু মাল-সম্পদের মালিক। -(বায়হাকী তাঁর দালায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে।) Rvj — ১২৪০

রাসূল (স) বিনয় গ্রহণ করলেন

হাদীস : ৫৪৬১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা! যদি আমি চাইতাম তাহলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে সাথে চলত। একদা আমার কাছে একজন ফেরেশ্‌তা আসলেন, তার কোমর ছিল কাবা শরীফের সমপরিমাণ। তিনি এসে বললেন, আপনার রব্ব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি আপনি ইচ্ছে করেন, তাহলে রাসূল এবং বান্দা হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন কিংবা যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে নবী এবং বাদশাহ্ হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন। হুযূর (স) বলেন, যখন আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর দিকে তাকালাম, তখন তিনি আমার দিকে ইংগিত করলেন, নিজেকে নিম্নস্তরে রাখ। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উল্লেখিত কথা শুনে রাসূল (স) জিবরাঈলের দিকে তাকালেন, যেন তিনি তার কাছে মশওয়ারা চাইছেন। তখন জিবরাঈল হাতে ইশারা করলেন যে, আপনি বিনয় গ্রহণ করুন। কাজেই জবাবে বললেন, আমি "নবী এবং বান্দা" এটা থাকতে চাই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এর পর থেকে রাসূল (স) আর কখনো হেলান দিয়ে খেতেন না; বরং তিনি বলতেন, আমি সেখাবে খাবার খাব, যেভাবে একজন গোলাম খায় এবং সেভাবে বসবো যেমনিভাবে একজন গোলাম বসে। -(শরহে সুন্নাহ্) যঈফ — ১২৪২

রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি জিকিরকারী ছিলেন

হাদীস : ৫৪৬২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতেন। নিরর্থক কথা খুব কমই বলতেন, নামাযকে দীর্ঘায়িত করতেন, কিন্তু খুত্‌বা সংক্ষেপে দিতেন। তিনি কোন বিধবা নারী বা গরীব-মিস্‌কীনদের সাথে চলতে কোন রকম সংকোচ মনে করতেন না। এমনকি তাদের প্রয়োজন মেটাতেন। -(নাসাঈ ও দারেমী)

সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার করে

হাদীস : ৫৪৬৩ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা আবু জাহ্‌ল রাসূল (স)-কে বললো, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না, তবে আমরা তাকেই মিথ্যা মনে করি যা তুমি আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ। যা তুমি আল্লাহ্‌র অহী বলে দাবী করেছ। তখন আল্লাহ্ তায়ালা সে সব বেঈমানদের প্রসঙ্গে নাযিল করলেন, "ঐ সব কাফের-বেঈমানরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে না, কিন্তু সে সব সীমালঙ্ঘনকারী যালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।" -(তিরমিযী) যঈফ — ১২৪১

একবিংশ অধ্যায়

রাসূল (স)-এর প্রতি অহীর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর ওফাত

হাদীস : ৫৪৬৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে ষাট বছর বয়সে ওফাত দান করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

অহী থেকে হিজরত

হাদীস : ৫৪৬৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়্যত প্রদান করা হয়েছে। এরপর তিনি তের বছর মক্কায় অবস্থান করেছেন এবং তাঁর কাছে অহী আসতে থাকে। তারপর তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়। হিজরত করে তিনি (মদীনায়) দশ বছর জীবিত ছিলেন, অবশেষে তেষট্টি বছর বয়সে ইন্‌তেকাল করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ফেরেশতার আওয়াজ পেতেন

হাদীস : ৫৪৬৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) নবুয়্যতের পর মক্কায় পনর বছর অবস্থান করেছেন, সাত বছর পর্যন্ত ফেরেশ্‌তার আওয়ায শুনতেন এবং আলো দেখতে পেতেন, এছাড়া আর কিছুই দেখতেন না। আট বছর তাঁর কাছে অহী পাঠানো হতে থাকে। আর দশ বছর মদীনায় অবস্থানের পর পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) আবু বকর ও ওমর (রা) একই বয়স পেয়েছিলেন

হাদীস : ৫৪৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারূক (রা) তেষট্টি বছর বয়সে ওফাত পেয়েছেন। -(মুসলিম)

ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ) বলেছেন, অধিকাংশ রেওয়ায়েতে হুযুরের বয়সকাল ৬৩ বছর রয়েছে।

প্রথম অহী

হাদীস : ৫৪৬৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম অহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা ভোরের আলোর মতই ফলত। এরপর তাঁর কাছে নির্জনতা পছন্দনীয় হতে লাগল। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তা শেষ হয়ে গেলে তিনি বিবি খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে আবার এ পরিমাণ কয়েক দিনের জন্য কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁর কাছে অহী এল। জিব্রাঈল ফেরেশতা তথায় এসে তাঁকে বললেন, 'পড়ুন'! রাসূল (স) বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি বলেন, ফেরেশ্তা তখন আমাকে ধরে এমন জোরে চাপলেন যে, এতে আমি চরম কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন!' আমি বললাম, এবারও আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন। এবারও আমি বিশেষভাবে কষ্ট পেলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, (অর্থাৎ) "আপনার রব্ব-এর নামে পড়ুন। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার রব্ব সব চেয়ে বেশি সম্মানিত। তিনিই কলম দ্বারা এল্‌ম শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাই শিখিয়েছেন যা সে জানত না।" তারপর রাসূল (স) আয়াতগুলো আয়ত্ত করে ফিরে এলেন। তখন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তিনি বিবি খাদীজার কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তখন আমি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি কেটে গেলে তিনি হযরত খাদীজার কাছে ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশংকাবোধ করেছি। তখন হযরত খাদীজা সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি; এরূপ কখনো হতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, সবসময় কথা বলেন, আপনি অক্ষমদের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বদের উপার্জন করে সাহায্য করেন, অতিথিদের মেহমানদারী করেন এবং প্রকৃত বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন।

এরপর বিবি খাদীজা রাসূল (স)-কে সাথে নিয়ে আপন চাচাতো ভাই ওরাকা ইবনে নওফল-এর কাছে চলে গেলেন। (ওরাকা ঈসায়ী ধর্মগ্রহণ করেছিলেন।) খাদীজা তাঁকে বললেন, হে চাচাত ভাই! তোমার ভাতিজা কি বলে তা একটু শোন! তখন ওরাকা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা, তুমি কি দেখেছ! তারপর রাসূল (স) যা দেখেছিলেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে ওরাকা তাঁকে বললেন, এ তো সেই রহস্যময় ফেরেশ্তা জিব্রাঈল, যাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা মূসা (আ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তোমার নবুয়্যতকালে যুবক থাকতাম! হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার কওম তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে! তখন রাসূল (স) বললেন; তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, তমি যা নিয়ে দুনিয়াতে এসেছ, অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে যেই ব্যক্তিই এসেছে, তার সঙ্গে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার সেই যুগ পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তোমার সাহায্য করব। এর অব্যবহিত পর ওরাকা ওফাত পেয়ে গেলেন। এদিকে অহীর আগমনও বন্ধ হয়ে গেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর বোখারী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, এতে এটুকু আছে যে, অহী আসা স্থগিত হওয়ায় রাসূল (স) খুব চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি কয়েকবার ভোরে এ উদ্দেশ্যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন যে, সেখান থেকে নিজেকে নিচে নিক্ষেপ করবেন। যখনই তিনি নিজেকে নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠতেন, তখন হযরত জিব্রাঈল এসে তাঁর সামনে হাজির হতেন এবং বলতেন, হে মুহম্মদ! আপনি সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র রাসূল (ধৈর্যধারণ করুন, অস্থিরতার কিছুই নেই), তখন জিব্রাঈলের আশ্বাস বাণীতে তাঁর অস্থিরতা দূর হয়ে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে।

অহী কিছু দিন বন্ধ থাকল

হাদীস : ৫৪৬৯ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি অহী বিরত হওয়া সম্পর্কে রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, এক দিন আমি পথে চলছিলাম, এমন সময় আমি আসমানের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি ওপরে তাকিয়ে দেখি, হেরা গুহায় যিনি আমার কাছে এসেছিলেন, সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের

মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি ভয়ে ঘাবড়িয়ে গেলাম, এমনকি আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম, তারপর (উঠে) পরিবারের কাছে বাড়িতে চলে এলাম এবং বললাম, আমাকে চাদর জড়াও! আমাকে চাদর জড়াও! তারা আমাকে চাদর চড়িয়ে দিল। এ সময় আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করলেন, "হে চাদর জড়ান ব্যক্তি! ওঠ, আর সতর্ক কর। আর তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার কাপড় পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা ত্যাগ কর।" এরপর থেকে অহী পুরোদমে একের পর এক নাযিল হতে লাগল। -(বোখারী ও মুসলিম)

কঠিন অহী

হাদীস : ৫৪৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক দিন হারেস ইবনে হেশাম রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে? রাসূল (স) বললেন, অহী কোন সময় আমার কাছে ঘণ্টার আওয়াযের মত আসে। আর তাই আমার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন প্রকৃতির অহী। তবে এ অবস্থায় ফেরেশ্‌তা যা বলে, তা শেষ হতেই আমি তার কাছ থেকে তা আয়ত্ত করে ফেলি। আবার কোন সময় ফেরেশ্‌তা আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে এসে আমার সাথে কথা বলেন, তিনি যা বলেন আমি তা সাথে সাথেই আয়ত্ত করে ফেলি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বস্তুত আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর ওপর অহী নাযিল হতে দেখেছি, যখন তার অবসান হত তখন তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত। -(বোখারী ও মুসলিম)

অহীর সময়ে চেহারা বিবর্ণ হয়ে পড়ত

হাদীস : ৫৪৭১ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, যখন রাসূল (স)-এর উপর অহী নাযিল হত, তখন তিনি কষ্ট অনুভব করতেন বলে মনে হত এবং তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেত। অপর এক বর্ণনায় আছে- অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলতেন এবং তাঁর সাথে উপস্থিত সাহাবীগণও (আদবের খাতিরে) আপন মাথা নত করে নিতেন। অহী আসা শেষ হলে স্বীয় মথা ওঠাতেন। -(মুসলিম)

আবু লাহাব অভিশপ্ত হল

হাদীস : ৫৪৭২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন (ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কীয়) আয়াত, "তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দেরকে হুঁশিয়ার করে দাও" নাযিল হল, তখন রাসূল (স) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে- হে বনী ফিহ্র! হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের গোত্রসমূহকে ডাক দিলেন। অবশেষে সেখানে সবাই সমবেত হল। এমনকি যারা নিজেরা উপস্থিত হতে পারেন, তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, ব্যাপার কি? বিশেষতঃ আবু লাহাব এবং কুরাইশের সর্বসাধারণ লোকেরাও এল। এখন রাসূল (স) বললেন, বল তো! যদি আমি তোমাদের বলি যে, শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী এই পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে অপর কে বর্ণনামতে -এদল অশ্বারেরাহী উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে বের হয়ে অতর্কিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তোমরা কি আমার এ কথাটি বিশ্বাস করবে? তারা সবাই বলে উঠল; হাঁ, নিশ্চয়ই। কেননা, বিগত দিনে তোমাকে আমমরা সত্যবাদীই পেয়েছি? তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের সামনে আগত এক কঠিন আযাব বিষয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করেছি। এতদ্শ্রবণে আবু লাহাব বলে ওঠল, তোমার সর্বনাশ হোক! এজন্যই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ? বর্ণনাকারী বলেন, তখনই আয়াত (অর্থা), "আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক, এবং সে ধ্বংস হয়েছে," নাযিল হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর অভিশাপে জড়িত হল

হাদীস : ৫৪৭৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) কা'বা শরীফের কাছে নামায পড়েছিলেন। এ সময় কুরাইশদের একদল লোক সেখানে বসেছিল। তখন তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে অমুক গোত্রের উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে কিছুক্ষণ দেরি করবে, তারপর এ ব্যক্তি রাসূল (স)-এর দিকে ইংগিত করে বলল, যখন সিজদায় যাবে তখন তা তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিবে। তারপর তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠটি উঠে গেল। যখন রাসূল (স) সিজদায় গেলেন তখন সে তা তাঁরই দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিল। এমতাবস্থায় রাসূল (স) সিজদারত রইলেন। সেই পাপিষ্ঠরা খুব হাসাহাসি করতে লাগল, এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের ওপর ঢলে পড়ল। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাস্উদ (রা) ফাতেমার কাছে গিয়ে বললেন, তিনি দৌড়ে আসলেন। অথচ রাসূল (স) তখনো আগের সিজদায় রয়েছিলেন। ফাতেমা নাড়িভুঁড়িটি মহানবী (স)-এর উপর থেকে সরিয়ে ফেললেন এবং ঐ সব পাপিষ্ট কাফেরদের লক্ষ্য করে গাল-মন্দ করলেন।

বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) নামায শেষ করে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর' আর হুযূর (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন বিষয়ে দো বা বদ-দোয়া করতেন কিংবা আল্লাহ্র কাছে চাইতেন, তখন তিনি তিনবার বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন। তারপর তিনি (কাফেরদের এ সাত ব্যক্তির

নাম) বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি ১. আমর ইবনে হেশাম (আবু জাহ্ল), ২. উত্বা ইবনে রবিয়া, ৩। শাইবা ইবনে রবিয়া', ৪. ওলীদ ইবনে উত্বা, ৫. উমাইয়্যা ইবনে খাল্ফ, ৬। উক্বা ইবনে আবু মু'আইত এবং ৭. উমারাহা ইবনুল ওলীদ-এদেরকে পাক্ড়াও কর। বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূল (স) যেসব লোকের নাম নিয়ে বদ্-দো'য়া করেছিলেন, আমি বদরের যুদ্ধে তাদের লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখিছি তারপর তাদেরকে টেনে বদরের একটি অনাবাদ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর রাসূল (স) বলেছেন, এ কূপে যাদেরকে নিক্ষেপ করা হল, তাদের ওপর লা'নতের পর লা'নত রয়েছে। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) অভিশাপ দিলেন না

হাদীস : ৫৪৭৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওহুদের দিনের চেয়ে অধিক কষ্টের কোন দিন আপনার জীবনে এসেছিল কি? বললেন, হ্যাঁ, তোমার কওম থেকে যে আচরণ পেয়েছি তা হতেও অধিক কষ্টদায়ক ছিল। তাদের কাছ থেকে সর্বাধিক বেদনাদায়ক যা আমি পেয়েছি তাহল 'আকাবার দিনের আঘাত' যে দিন আমি তায়েফের বনী সাকীফ নেতা ইবনে আব্দে ইয়ালীদ ইবনে কোলালের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি যা নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম সে তাতে কোন সাড়া দেয়নি। তখন আমি অতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সামনের দিকে চলতে লাগলাম, 'কারণে সাআলিব' নাম্থানে পৌঁছার পর আমি কিছুটা স্বস্তি হরাম। তখন আমি ওপরের দিকে মাথা তুলে দেখতে পেলাম, এক খণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে রেখেছে। পুনরায় লক্ষ্য করলে তাতে হযরত জিব্রাঈলকে দেখলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি আপনার কওমের কাছে যে কথা বলেছেন এবং তার জওয়াবে তারা আপনাকে যা বলেছে, এসব আল্লাহ্ তায়ালা শুনেছেন। এখন তিনি পাহাড়-পর্বত তদারককারী ফেরেশ্তাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে তাকে নির্দেশ দিতে পারেন। রাসূল (স) বলেন, তারপর 'মালাকুল জিবাল' আমার নাম নিয়ে আমাকে সালাম করলেন এবং বললেন, হে মুহম্মদ! আল্লাহ্ তায়ালা আপনার কওমের উক্তিসমূহ শুনেছেন। আমি 'মালাকুল জিবাল' (পাহাড়-পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী (ফেরেশ্তা), আপনার রব্ব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। অতএব, আপনার যা ইচ্ছে আমাকে নির্দেশ করতে পারেন, আপনি ইচ্ছে করলে এ পাহাড় দু'টি তাদের ওপর চাপিয়ে দেব। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আমি এটা চাই না, বরং আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাদের ঔরসে এমন বংশধরের জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহ্র এবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। −(বোখারী ও মুসলিম)

ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (স)−এর একটা দাঁত শহীদ হয়েছিল

হাদীস : ৫৪৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূল (স)-এর সামনে পাশের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তাঁর মাথায় জখম হয়েছিল। এ সময় তিনি নিজের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, সেই জাতি কিভাবে সফলকাম হবে, যারা তাদের নবীর মাথায় জখম করল এবং তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেল। −(মুসলিম)

রাসূল (স)-কে আঘাতকারী আল্লাহ্র রোষানলে নিপতিত

হাদীস : ৫৪৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর ভাঙ্গা দাঁতের প্রতি ইশারা করে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা সেই কওমের ওপর ভীষণ রাগান্বিত, যারা আল্লাহ্র নবীর সাথে এ দুর্ব্যবহার করেছে। তিনি আরো বলেছেন, সে ব্যক্তিও আল্লাহ্র ভীষণ রোয়ানলে নিপতিত হয়েছে যাকে আল্লাহ্র রাসূল (স) রাস্তায় (জেহাদের ময়দানে) কতল করেছেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) অহী লাভ করলেন

হাদীস : ৫৪৭৭ ॥ ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর (রহ) বলেন, একদা আমি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, يا ايها المدثر আমি বললাম, লোকেরা তো বলে, اقرأ باسم ربك আবু সালামা বললেন, এ বিষয়ে আমি হযরত জাবিরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি আমাকে যা বললে, আমিও তাঁকে অবিকল তাই বলেছিলাম। জবাবে হযরত জাবির আমাকে বললেন, রাসূল (স) আমাদের কাছে যা বলেছেন, আমিও তোমাকে হুবহু তাই বলব। রাসূল (স) বলেছেন, আমি হেরা গুহায় এক নাগাড়ে একমাস অতিবাহিত করেছি। সেখানে অবস্থানকাল শেষ করে আমি সমতল ভূমিতে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাকে কেউ ডাক দিল। আমি ডানে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না, আবার বাম দিকে তাকালাম তখন কিছু দেখলাম না, আবার পিছনে তাকালাম এবারও কিছুই দেখলাম না। এরপর আমি মাথা তুলে উপরের

দিকে তাকালাম। এবার বিরাট কিছু (জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে) দেখতে পেলাম। তারপর আমি বিবি খাদীজার কাছে এসে বললাম, 'আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর' তারা আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করল এবং আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালল, তখন নাযিল হল– "হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি! ওঠ! সবাইকে সতর্ক-সাবধান কর। তোমার রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা (মূর্তিপূজা) থেকে পৃথক থাক।" এটা নামায ফরয হওয়ার আগের ঘটনা। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নবুয়্যত প্রাপ্তির নিদর্শন ও গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছিন্নভিন্ন হত আবু জাহ্‌ল

হাদীস : ৫৪৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক দিন আবু জাহ্‌ল (মক্কার কাফের কুরাইশদেরকে) বলল, তোমাদের সামনে মুহাম্মদ (স) কি তার চেহারা মাটিতে লাগায়? অর্থাৎ, সে নামায পড়ে? বলা হল, হ্যাঁ। তখন আবু জাহ্‌ল বলল, লাত ও উয্‌যার কসম! যদি আমি তাকে এরূপ করতে দেখি, তাহলে আমি (পা দিয়ে) তার ঘাড় মাড়িয়ে দেব। তারপর সে রাসূল (স)-এর কাছে এল, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। তখন আবু জাহ্‌ল রাসূল (স)-এর দিকে এই উদ্দেশ্যে আসছিল, যে, তাঁর গর্দান মাড়াবে। যখনই সে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, তৎক্ষণাৎ দেখা গেল, সে তড়িৎবেগে পিছনের দিকে হাটছে এবং উভয় হাত দ্বারা নিজেকে আত্মরক্ষা করে চলেছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি দেখেছি আমার ও মুহাম্মদের মাঝখানে আগুনে পরিখা ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং ডানাবিশিষ্ট দল। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন, যদি সে (আবু জাহ্‌ল) আমার কাছাকাছি হত, তাহলে ফেরেশ্‌তাগণ তএর এক এক অঙ্গ ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলত। –(মুসলিম)

বালক নবী (স)-এর বক্ষ বিদারক

হাদীস : ৫৪৭৯ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) সমবয়সী বালকদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে ধরে মাটিতে শোয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা থেকে এক খণ্ড রক্তপিণ্ড বের করে বললেন, তোমার দেহের অভ্যন্তরে এটা শয়তানের অংশ। তারপর তাকে একটি স্বর্ণ-পাত্রে রেখে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করল। তারপর উক্ত পিণ্ডটিকে যথাস্থানে রেখে জোড়া রাগিয়ে দিলেন। এ ঘটনা দেখে খেলার সাথী বালকেরা দৌড়ে এসে তাঁর দুধ-মা হালিমার কাছে বলল যে মুহম্মদকে হত্যা করা হয়েছে। এ সংবাদ শুনে তারা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে সুস্থ পেল, তবে তাঁর চেহারার বর্ণ অতিশয় বিষণ্ন। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি প্রায়শঃ হুযুর (স)-এর বক্ষের সেলাইটি দেখতে পেতাম।
–(মুসলিম)

পাথর রাসূল (স)-কে সালাম দিত

হাদীস : ৫৪৮০ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি মক্কার ঐ পাথরকে এখনও চিনি, যে আমার নবুয়্যত লাভের আগে আমাকে সালাম করত। –(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর ইশরায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হল

হাদীস : ৫৪৮১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক দিন মক্কার লোকেরা রাসূল (স)-কে বলল, আপনি আমাদরেকে কোন একটি নিদর্শন (মু'জেযা) দেখান, তখন তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন। তখন তারা উভয় খণ্ডের মাঝখানে হেরা পর্বত দেখতে পেল। –(বোখারী ও মুসলিম)

খণ্ডিত চাঁদ পাহাড়ের উপর এবং নিচের দিকে ছিল

হাদীস : ৫৪৮২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়। তার একখণ্ড পাহাড়ের ওপরের দিকে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নিম্নদিকে ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।
–(বোখারী ও মুসলিম)

হীরা থেকে কাবা একটি নিশ্চিন্ত পৌছানোর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল

হাদীস : ৫৪৮৩ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, একদা আমি (স)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক লোক এসে দরিদ্রতার অনুযোগ করল। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে রাস্তায় ডাকাতির অনুযোগ

করল। তখন হুযূর (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আদী! তুমি কি কখনো হীরা শহরটি দেখেছ? এটা কুফার একটি প্রসিদ্ধ শহর। বর্তমানে ইরাকের একটি প্রদেশ। যদি তুমি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাক তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একটি মহিলা হীরা থেকে সফর করে মক্কায় গমন করবে এবং নির্বিঘ্নে কা'বা শরীফ তওয়াফ করবে, অথচ এক আল্লাহ্ ছাড়া তার অন্তরে আর কারো ভয় থাকবে না।

আর যদি তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাক তাহলে দেখতে পাবে, অচিরেই পারস্যের ধনভাণ্ডার বিজিত হবে (অর্থাৎ, তা গনীমত হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসবে), আর যদি তুমি দীর্ঘজীবি হও, তাহলে এমনও দেখবে যে, এক ব্যক্তি দান-খয়রাত করার উদ্দেশ্যে মুষ্টিভরে সোনা অথবা রূপা নিয়ে বের হয়েছে এবং তা গ্রহণ করার জন্য লোক তালাশ করছে। কিন্তু তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করার মত কোন একজন লোকও সে খুঁজে পাবে না। আর নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ একদিন আল্লাহ্‌র সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে না, যে তার অবস্থা আল্লাহর সামনে পেশ করবে। তখন আল্লাহ্ পাক তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমার কাছে কোন রাসূল পাঠাইনি, যিনি দ্বীন-শরীআতের কথা তোমার কাছে পৌঁছাবে? সে বলবে, হাঁ, নিশ্চয় পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করবেন; আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি এবং আমি তোমার ওপর অনুগ্রহ করিনি। সে বলবে, হ্যাঁ, করেছেন। তারপর সে নিজের ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। এ দৃশ্য বর্ণনার পর হুযূর (স) বললেন, তোমরা খেজুরের এক টুকরা দান করা হলেও নিজেকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। যদি কেউ এতোটুকুও না পাও, তবে অন্তত মিষ্টি কথা দ্বারা আত্মরক্ষা কর। বর্ণনাকারী আদী বলেন; রাসূল (স)-এর বাণী মোতাবেক একজন মহিলাকে হীরা থেকে একাকিনী সফর করে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে আমি নিজে দেখেছি। অথচ সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করেনি। আর কিসরা ইবনে হরমুযের (অর্থাৎ, পারস্যের) ধনভাণ্ডার যাঁরা উন্মুক্ত করেছেন, আমিও তাঁদের সাথে শরীক ছিলাম। তারপর বর্ণনাকারী হযরত আদী (রা) তাঁর পরবর্তী লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি তোমরা দীর্ঘায়ু হও তাহলে নবী আবুল কাসেম (স)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী" "কোন ব্যক্তি মুষ্টি ভরিয়া ......" -ও দেখতে পাবে। -(বোখারী)

আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না

হাদীস : ৫৪৮৪ ॥ হযরত খাব্বার ইবনুল আরত (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূল (স)-এর কাছে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি একখানা চাদর মাথার নীচে রেখে কা'বা ঘরের ছায়ায় কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যেহেতু মুশরিকদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর কঠোর নির্যাতন চলছিল, তাই আমরা বললাম– আপনি আল্লাহ্‌র কাছে কেন দো'য়া করেন না? এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। এ সময় তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, (তোমাদের ওপর এমন আর কি নির্যাতন চলেছে?) তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে যারা ঈমানদার ছিল, এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করত, তাদের কারো জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। তারপর তাকে সেই গর্তে রেখে তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে তাকে দ্বিখণ্ড করা হয়েছে। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দ্বীন ও ঈমান থেকে ফেরাতে পারেনি। আবার কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় গোশইশরা লোহার চিরুনি দ্বারা আঁচড়িয়ে ফেলা হয়, তবুও সেই নির্যাতন তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই এই দ্বীন ইসলামকে আল্লাহ্ তায়ালা পরিপূর্ণ করবেন এবং সর্বত্র নিরাপত্তা নিরাজ করবে। এমন কি তখন একজন উষ্ট্রারোহী সান্‌আ' থেকে হাযরামাইত পর্যন্ত (এতটা নির্ভয়ে) পার হবে যে, সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। অথবা (স) বলেছেন, সে নিজের মেষপাল সম্পর্কে নেকড়ে বাঘ ছাড়া অপর কিছুরই ভয় করবে না। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা খুব বেশি তাড়াহুড়া করেছ। -(বোখারী)

স্বপ্নে রাসূল (স)-এর সমুদ্র যাত্রার ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৫৪৮৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রায়শঃ উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-এর বাড়িতে যাওয়া-আসা করতেন। (তিনি হুযূরের দুধ-খালা হিসেবে মাহরাম ছিলেন।) উম্মে হারাম ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর স্ত্রী। একদিন রাসূল (স) তাঁর বাড়িতে গেলে উম্মে হারাম তাঁকে খানা খাওয়ালেন। তারপর উম্মে হারাম হুযূর (স)-এর মাথায় উঁকুন দেখতে বসলেন। ইতিমধ্যে রাসূল (স)-ও ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে জেগে ওঠলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি সামনে উপস্থিত করা হয়। তারা বাদশাহী জাঁকজমকে কথা বলেছেন। বাদশাহ্‌র ন্যায় জাঁকজমকে সমুদ্রের বুকে সফর করেছে। উম্মে হারাম বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কাছে দো'য়া করুন, যেন আল্লাহ্

আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি তার জন্য দো'য়া করলেন এবর তিনি মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিমুখে জেগে ওঠলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি কারণে হাসছেন? জবাবে তিনি বললেন, এই মাত্র স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু লোককে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত **অবস্থায় আমার সামনে উপস্থিত করা হয়... ঠিক তেমনই বলেছেন যেমনটি তিনি প্রথমবার বলেছিলেন।** উম্মে হারাম বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কাছে দো'য়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বলেন, তারপর উম্মে হারাম হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনকালে জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্র সফরে যাত্রা করেন এবং সমুদ্র থেকে অবতরণের পর সওয়ারীর পৃষ্ঠ থেকে পড়ে ইন্তেকাল করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

যিমাদ রাসূল (স)-এর হাতে বায়আত হল

হাদীস : ৫৪৮৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'আযদে শানুয়া' গোত্রের 'যিমাদ' নামে এক ব্যক্তি একদা মক্কায় আগমণ করল। যিমাদ মন্ত্র দ্বারা জ্বিন-ভূতের ঝাড়-ফুঁক করত। সে মক্কার জাহেল নির্বোধ লোকদের কাছে শুনতে পেল যে, মুহাম্মদ (স) পাগল হয়ে গেছে। এটা শুনে সে বলল, যদি আমি ঐ ব্যক্তিকে (অর্থাৎ মুহাম্মদ (স)-কে) দেখ .ম তাহলে চিকিৎসা করতাম। হয়ত আমার চিকিৎসায় আল্লাহ্ তাকে আমার হাতে সুস্থ করে দিতে পারেন। রাবী বলেন, তারপর 'যিমাদ' রাসূল (স)-এর খেদমতে এল এবং বলল, হে মুহাম্মদ! আমি জ্বিন-ভূতের মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করি। যদি তুমি বল আমি তোমার চিকিৎসা করব। তার কথা শুনে রাসূল (স) পাঠ করলেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য কামনা করি। তিনি যাকে হেদায়ত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউই সোজা পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তারপর (রাসূল (স) এই পর্যন্ত বলার পর) যিমাদ বলল, আপনি উক্ত বাক্যগুলো আমাকে পুনরায় শোনান। তখন রাসূল (স) বাক্যগুলো তিনবার পাঠ করলেন। এ কালেমা শুনে যিমাদ বলল, আমি গণকের কথাও শুনেছি, জাদুকরের কথাও শুনেছি এবং কবিদের কথাও শুনেছি। কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মত এমন বাক্য আমি আর কখনো শুনতে পাইনি। বস্তুতঃ আপনার প্রতিটি বাক্য অথৈ-সাগরের তলদেশ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে। (মোটকথা, এটা কোন পাগলের প্রলাপ হতে পারে না)। সুতরাং আপনি আপনার হাতখানা প্রশস্ত করুন। আমি আপনার হাতে ইসলামের বায়আত করব। রাবী বলেন, তখনই সে হুযুরের হাতে বায়আত করল। -(মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিরাক্লিয়াসের দরবারে আবু সুফিয়ান

হাদীস : ৫৪৮৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে ছাড়াই হাদীসটি সরাসরি আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, আমার ও রাসূল (স)-এর মধ্যে সন্ধি। অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে আমি (তেজারতী সফল উপলক্ষে) সিরিয়া সফর করি। সে সময় তথায় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে রাসূল (স)-এর একখানা চিঠি এল। আবু সুফিয়ান বলেন, উক্ত চিঠিখানা দেহ ইয়ায়ে কাল্‌বীই এনেছিলাম। দেহ্ইয়া কাল্‌বী পত্রখানা বুসরার শাসনকর্তার কাছে প্রদান করলেন এবং বুসরার শাসনকর্তা তখন পত্রখানা হিরাক্লিয়াসের কাছে পেশ করলেন। তখন হিরাক্লিয়াস উপস্থিত লোকজনকে বলল, এই যে আরব কুরাইশের এক ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করেন, বর্তমানে এখানে (অর্থাৎ সিরিয়ায়)তার কওমের কোন লোক আছে কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, আছে। আবু সুফিয়ান বলেন, কুরাইশদের একটি দলের সাথে আমাকে (হিরাক্লিয়াসের দরবারে) ডাকা হল। আমরা হিরাক্লিয়াসের কাছে গেলে আমাদের তার সামনে বসান হল। তারপর সে আমাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে কে তার নিকটতম? আবু সুফিয়ান বললেন,আমি। তখন (সম্রাটের নির্দেশে) লেকেরা আমাকে তার একেবারে নিকট-সম্মুখে এনে বসিয়ে দিল। আর আমার সঙ্গীদেরকে আবার পিছনে বসাল। তারপর সম্রাট তার দোভাষীকে ডাকল এবং বলল, তুমি এই লোকদেরকে (আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদেরকে) বল, আমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব, যিনি নবী বলে দাবি করে। যদি ইনি মিথ্যা বলেন, তবে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! লোকেরা আমার নামে মিথ্যা রটাবে বলে যদি আমার ভয় না হত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর (রাসূলাল্লাহ্‌র) সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।

তারপর সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলল, তাকে (আবু সুফিয়ানকে) জিজ্ঞেস কর, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির (নবুয়্যতের দাবিরের) বংশ-মর্যাদা কেমন? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত। সে জিজ্ঞেস বলল; তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, 'না'। সে জিজ্ঞেস করল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না মিথ্যার অপবাদ দিতে? আমি বললাম, 'না'। সে জিজ্ঞেস করল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা? আমি বললাম বরং দুর্বল লোকেরা। সে জিজ্ঞেসকরল, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম বরং বাড়ছে। সে জিজ্ঞেস করল; তাদের মধ্যে কেউ কি উক্ত দ্বীনে প্রবেশ করার পর তার প্রতি অসন্তুষ্ট বা বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা ত্যাগ করে? আমি বললাম, 'না'। সে জিজ্ঞেস করল, তাঁর সাথে তোমরা কখনো যুদ্ধ করেছ কি? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা হয়েছে পালাক্রমে পানির বালতির মত। কখনো তিনি পান আর কখনো আমরা পাই। কখনো কখনো তিনি আমাদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হন, আবার কখনো কখনো তাঁর পক্ষ থেকে আমরা আক্রান্ত হই। সে জিজ্ঞেস করল, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? আমি বললাম ,'না'। তবে আমরা তাঁর সাথে একটি সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ আছি (অর্থাৎ, হোদাইবিয়ার সন্ধি)। জানি না, তিনি এই সময়ের মধ্যে কি করবেন। আবু সুফিয়ান বলেন, এই শেষোক্ত কথাটি ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলার সুযোগ আমি পাইনি। সে জিজ্ঞেস সরল, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি তাঁর আগে কখনো এই ধরনের কথা বলেছিল? আমি বললাম, 'না'। এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলল; এবার তুমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) বল আমি তোমকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুমি উত্তর বলেছ, তিনি তোমাদের উচ্চ বংশজাত। বস্তুত এরূপেই নবী-রাসূলদেরকে তাঁদের জাতির উচ্চ বংশে পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর বাপ দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ্ ছিল কিনা? তুমি বলেছ, 'না'। এতে আমি বল, যদি তাঁর বাপ দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ্ থাকত, তবে আমি বলতাম তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চান। আমি তোমাকে তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা কি কওমের মধ্যে দুর্বল নাকি শরীফ-সম্ভ্রান্ত? তুমি বলেছদ বরং দুর্বল লোকেরাই তাঁর অনুসারী। আসলে (প্রথমাবস্থায়) এরূপ লোকরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম; তাঁর এই কথা বলার আগে তোমরা কখনো তাঁকে মিথ্যায় অভিযুক্ত করেছ কি? তুমি বলেছ 'না'। অতএব, আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মানুষের সাথে মিথ্যা পরিহার করে চলেন; আর আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা বলতে যাবেন এটা কখনো হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ কি তাঁর দ্বীনে দাখিল হওয়ার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ 'না'। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে তখন এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলা, তাঁর অনুসারী লোকের সংখ্যা বাড়ছে নাকি কমছে? তুমি বলেছ; বরং বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের অবস্থা এরূপই হয়, অবশেষে তা পূর্ণতা লাভ করে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সাথে তোমার কোন যুদ্ধ করেছ কি? জবাবে তুমি বলেছ, হ্যাঁ, যুদ্ধ হয়েছে এবং তার ফলাফল পালাক্রমে পানির বালতির মত। কখনো তিনি লাভবান হন আর কখনো তোমরা লাভবান হও। আসলে এভাবে রাসূলদেরকে পরীক্ষা করা হয়। পরিণামে বিজয় তাঁদেরই জন্য। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন কি? তুমি বলেছ 'না', ভঙ্গ করেন না। রাসূলদের চরিত্র এরূপই হয় যে, তাঁরা কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি তাঁর আগে কখনো এমন কথা (নবী হওয়ার কথা) বলেছিল? তুমি বলেছ 'না'। এতে আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর আগে কেউ যদি এ কথা (নবী হওয়ার কথা) বলে থাকত, তবে আমি বলতাম এ ব্যক্তি আগের কথার অনুবৃত্তি করেছে।

আবু সুফিয়ান বলেন, এরপর সে জিজ্ঞেস করল, তোমাদেরকে কি বিষয়ে আদেশ দেন? আমরা বললাম, তিনি আমাদের নামায পড়ার, যাকাত দেয়ার, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করার এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ করেন। এতদশ্রবণে হিরাক্লিয়াস বলল, তুমি এই যাবত যা কিছু বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই নবী। অবশ্য আমি জানতাম তিনি আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তিনি তোমাদের (আরবদের) মধ্যে থেকে বের হবেন আমার এ ধারণা ছিল না। আর আমি যদি তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব বলে বিশ্বাস করতাম, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর সাক্ষাতের প্রত্যাশী হতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁর পদদ্বয় ধুয়ে দিতাম। (জেনে রাখ!) অচিরেই তাঁর রাজত্ব আমার এ দু'টি পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ তিনি অল্প দিনের মধ্যেই গোটা রোম সাম্রাজ্যের মালিক হবে। আবু সুফিয়ান বলেন এরপর সে রাসূল (স)-এর সেই চিঠি এনে পাঠ করল।

–(বোখারী ও মুসলিম)

মিশকাত শরীফ

॥ একাদশ খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

মি'রাজ-এর প্রেক্ষিতে রাসূল (স)-এর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর জীবনে মি'রাজ

হাদীস : ৫৪৮৮ ॥ কাতাদাহ আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত মালিক ইবনে সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী রাসূল (স)-কে যে রাত্রে মি'রাজ (আকাশ ভ্রমণ) করান হয়েছিল, সেই রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে (সাহাবিদেরকে) বলেছেন, একদা আমি কা'বার হাতীম অংশে কাৎ হয়ে শুয়েছিলাম। রাবী (কাতাদাহ) কখনও কখনও (হাতীমের স্থলে) 'হিজ্র' শব্দ বলেছেন (বস্তুত উভয়টি একই স্থানের নাম)। এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার কাছে এলেন এবং তিনি এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত চিরে ফেললেন। অর্থাৎ, হলকুমের নিম্নভাগ থেকে নাভির উপরিভাগ পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। তারপর তিনি আমার কলব বের করলেন। তারপর ঈমানের পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের থালা আমার কাছে আনা হল, এরপর আমার কলবকে পরিষ্কার করা হল, তারপর তাকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বের জায়গায় রাখা হল। অপর এক বর্ণনায় আছে, তারপর যমযমের পানি দ্বারা পেট ধৌত করা হল, পরে ঈমান ও হিকমতে তাকে পরিপূর্ণ করা হল। তারপর আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় এক সাদা বর্ণের বাহন আমার সামনে উপস্থিত করা হল। তাকে বলা হয় 'বোরাক'। এর দৃষ্টি যতদূর যেত, সেখানে এটা পা রাখত। (অর্থাৎ এর পথ অতিক্রমের গতিবেগ ছিল দৃষ্টিশক্তির গতিবেগের সমান।) রাসূল (স) বলেন, তারপর আমাকে ওর ওপরে আরোহণ করান হল। এবার হযরত জিবরাঈল আমাকে সঙ্গে নিয়ে (উর্ধ্বলোকে) রওনা হলেন এবং প্রথম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল; আপনি কে? বললেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন, রাসূল (স)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না উত্তম! এপর দরজা খুলে দেয়া হল। যখন আমি ভেতরে পৌঁছালাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত আদম (আ) কে। (তাঁর দিকে ইংগিত করে) জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি হলেন, আদি পিতা আদম (আ), তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, নেককার পুত্র ও নেকাকর নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে আরও উর্ধ্বে আরোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন রাসূল (স)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হল। যখন আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-কে। তাঁরা দুজন পরস্পর খালাত ভাই। জিবরাঈল (আ) আমাকে বললেন, ইনি ইয়াহ্ইয়া আর উনি হলেন ঈসা (আ), আপনি তাদেরকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করলাম, তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর হযরত জিবরাইল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (স)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হল। ভেতরে ঢুকে আমি সেখানে হযরত ইউসুফ (আ)-কে দেখতে পেলাম। হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি হলেন হযরত ইউসুফ (আ), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাবষণ।

তারপর হযরত জিবরাঈল আমাকে সাথে নিয়ে আরও উর্ধ্বালোকে রওয়ানা হলেন এবং চতুর্থ আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন রাসূল (স)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হল। আমি ভেতরে ঢুকে দেখলাম, সেখানে হযরত ইদ্রীস (আ)। জিবরাইল (আ) বললেন, ইনি হযরত ইদ্রীস, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলাম, তারপর তিনি জওয়াব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে সাথে নিয়ে আরো উর্ধ্বে আরোহণ করলেন এবং পঞ্চম আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন রাসূল (স)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হল। আমি ভেতরে ঢুকে দেখলাম, সেখানে হযরত হারুন (আ)। জিবরাইল (আ) বললেন, ইনি হযরত হারুন (আ), তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম, তারপর তিনি জওয়াব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাবষণ।

তারপর জিবরাঈল আমাকে সাথে নিয়ে আরও উর্ধ্বালোকে ওঠলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না উত্তম। তারপর দরজা খুলে দিলে আমিযখন ভেতরে ঢুকলাম, তখন সেখানে হযরত মূসা (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি হলেন মূসা (আ), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জওয়াব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন। অতপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবককে (নবী বানিয়ে) পাঠান হল, যার উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তারপর জিবরাইল (আ) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। অনন্তর হযরত জিবরাইল দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর বলা হয়, তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন কতই না উত্তম! তারপর আমি যখন ভিতরে ঢুকলাম, সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি হলেন আপনার পিতা ইবরাহীম (আ), তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম বললাম। তিনি সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন।

তারপর আমাকে "সিদরাতুল মুনতাহা" পর্যন্ত ওঠান হল। আমি দেখতে পেলাম, এর ফল হাজার নামক অঞ্চলের মটকার মত এবং এর পাতা হাতীর কানের মত। জিবরাঈল বললেন, এটা সিদরাতুল মুনতাহা। আমি (তথায়) আরও দেখতে পেলাম চারটি নহর, দুটি নহর অপ্রকাশ্য, আর দুটি প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এ নহরের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য দুটি হল জান্নাতে প্রবাহিত দুটি নহর। আর প্রকাশ্য দুটি হল (মিসরের) নীল এবং (ইরাকের) ফোরাত নদী। তারপর আমাকে "বায়তুল মা'মূর" দেখান হল। তারপর আমার সামনে হাজির করা হল এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। এর মধ্যে থেকে আমি দুধ গ্রহণ করলাম (এবং এটা পান করলাম)। তখন জিবরাঈল বললেন, এটা 'ফেতরত' এর (স্বভাব-ধর্মের) নিদর্শন। আপনি এবং আপনার উম্মত এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

তারপর আমার ওপর দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করা হল। আমি এটা গ্রহণ করে প্রত্যাবর্তন করলাম। হযরত মূসা (আ)-এর সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি (আমাকে) বললেন, আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে? আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায সম্পাদনে সক্ষম হবে না। আল্লাহর কসম! আপনার আগে আমি (বনী ইসরাঈলের) লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলদের হেদায়েতের জন্য আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতএব, (সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আপনাকে বলেছি) আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে (নামায) আরও হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম। (এবং ঐভাবে প্রার্থনা জানালে) আল্লাহ আমার ওপর থেকে দশ (ওয়াক্ত নামায) কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কথা

বললেন। পলে আমি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার ওপর থেকে আরও দশ (ওয়াক্ত নামায) কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। তাই আমি (আবার) ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ আরও দশ (ওয়াক্ত নামায) মাফ করে দিলেন। তারপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলে আবারও তিনি ঐ কথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ আমার জন্য দশ (ওয়াক্ত নামায) কম করিয়ে দিলেন এবং আমাকে প্রত্যহ দশ (ওয়াক্ত) নামাযের আদেশ করা হল। আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে আমি আবার ফিরে গেলে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ (ওয়াক্ত) নামাযের আদেশ করা হল। আমি মূসার কাছে আবার ফিরে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে (সর্বশেষ) কি করতে আদেশকরা হল? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ (ওয়াক্ত) নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত প্রত্যহ পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার আগে আমি (বনী ইসরাঈলের) লোকদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলের হেদায়তের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি, তাই আপনি আপনার রব্বের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্যে আরও হ্রাস করার প্রার্থনা করুন। রাসূল (স) বললেন, আমি আমার রব্বের কাছে (কর্তব্য হ্রাসের জন্য) এত অধিকবার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনরায় প্রার্থনা জানাতে আমি লজ্জাবোধ করছি; বরং আমি (আল্লাহর এই নির্দেশের ওপর) সন্তুষ্ট এবং আমি (আমার ও আমার উম্মতের ব্যাপারে) আল্লাহর ওপর সোপর্দ করেছি। রাসূল (স) বলেন, আমি যখন মূসা (আ)-কে পার হয়ে সামনে অগ্রসর হলাম, তখন (আল্লাহর পক্ষ হতে) ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য সহজ করে দিলাম।

–(বোখারী ও মুসলিম)

মিরাজের পথে

হাদীস : ৫৪৮৯ ॥ হযরত সাবিত আল-বুনানী হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সামনে 'বোরাক' হাজির করা হল। তা শ্বেত বর্ণের লম্বা কায়াবিশিষ্ট একটি জানোয়ার, গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট! তার দৃষ্টি যতদূর যেত সেখানে পা রাখত। আমি তাতে আরোহণ করে বায়তুল মুক্কাদাসে এসে পৌছলাম এবং অন্যান্য নবীগণ যে স্থানে নিজেদের সওয়ারী বাঁধতেন, আমিও আমার বাহনকে তথায় বাঁধলাম। নবী (স) বললেন, তারপর বায়তুল মুক্কাদ্দাস মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে দু রাকআত নামায পড়লাম। তারপর মসজিদ থেকে বাইরে এলাম, তখন হযরত জিবরাইল আমার কাছে এক পাত্র মদ ও এক পাত্র দুধ নিয়ে এলেন। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাইল বললেন, আপনি (ইসলামরূপী) ফেতরত (স্বভাব-ধর্ম ইসলাম) গ্রহণ করেছেন।

তারপর হযরত জিবরাইল (আ) আমাকে আসমানের দিকে নিয়ে চললেন, এর পরবর্তী অংশ সাবিত বুনানী হযরত আনাস (রা) থেকে আগে বর্ণিত হাদীসটি মর্মানুরূপ বর্ণনা করেছেন। (অবশ্য এতে রয়েছে,) রাসূল (স) বলেন, হঠাৎ আমি আদম (আ)-কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং আমার জন্য নেক দোয়া করলেন। রাসূল (স) এটাও বলেছেন যে, তিনি তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর দেখা পেয়েছেন। তিনি এমন ব্যক্তি যে, তাঁকে (গোটা পৃথিবীর) অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। তিনিও আমাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে আমার জন্য নেক দো'য়া করলেন। সাবিত বলেন এতে মূসা (আ)–এর কান্নার বিষয়টির উল্লেখ নেই। রাসূল (স) আরও বলেছেন, সপ্তম আকাশে আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে পেলাম যে, তিনি বায়তুল মা'মুরের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসে আছেন। সেই গৃহে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা ঢুকেন। যাঁরা একবার বের হয়েছেন; তাঁরা পুনরায় আর ঢুকার সুযোগ পাবেন না।

তারপর হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেলেন। তার পাতাগুলো হাতীর কানের মত এবং তার ফল মটকার ন্যায়। এরপর উক্ত বৃক্ষটি আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে এমন একটি আবৃতকারী বস্তু দ্বারা আবৃত হয়, যাতে তার অবস্থা (উত্তমরূপে) পরিবর্তিত হয় যে, আল্লাহর সৃষ্ট কোন মাখলুক যার সৌন্দর্যের কোন রকম বর্ণনা দিতে সক্ষম হবে না। এরপর আল্লাহ আমার কাছে ওহী পাঠালেন, যা তিনি পাঠিয়েছেন এবং আমার ওপরে দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করলেন। ফিরবার সময় আমি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরওয়ারদেগার আপনার উম্মতের ওপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। তিনি আমাকে (পরামর্শস্বরূপ) বললেন, আপনি আপনার রব্বের কাছে ফিরে যান এবং (নামাযের সংখ্যা) হ্রাস করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করুন। কেননা, আপনার উম্মত এটি (দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায) সম্পাদন করতে সক্ষম হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। রাসূল (স) বলেন, তখন আমি আমার রব্বের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম; হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার উম্মতের ওপর থেকে হ্রাস করে দিন। তখন আমার ওপর থেকে পাঁচ (ওয়াক্ত নামায) কমিয়ে দিলেন। অতপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এসে বললাম,

আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর থেকে পাঁচ (ওয়াক্ত নামায) কমিয়ে দিয়েছেন। হযরত মূসা বলেছেন, আপনার উম্মত এটি সম্পাদনেও সমর্থ হবে না। কাজেই আপনি পুনরায় আপনার রব্বের কাছে যান এবং আরও হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। রাসূল (স) বলেন, আমি এভাবে আমার রব্ব ও হযরত মূসা (আ)-এর মাঝখানে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম [এবং বার বার নামাযের সংখ্যা কমিয়ে আনতে রইলাম। নবী (স) বলেন,] সর্বশেষ আমার রব্ব বললেন, হে মুহম্মদ! দৈনিক ফরয তো এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং প্রত্যেক নামাযের সওয়াব দশ দশ নামাযের সমান। ফলে এটি (পাঁচ ওয়াক্ত) পঞ্চাশ নামাযের সমান। (আমার নীতি হল), যে ব্যক্তি কোন একটি নেক কাজ করার সংকল্প করবে; কিন্তু তা সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে এবং সে কাজটি সম্পাদন করলে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন একটি মন্দ কাজ করার সংকল্প করে তাকে বাস্তবায়ন না করে, তার জন্য কিছুই লেখা হবে না। অবশ্য যদি সে উক্ত কাজটি বাস্তবায়ন করে, তবে তার জন্য একটি গোনাহই লেখা হবে। রাসূল (স) বলেন, তারপর আমি নেমে যখন হযরত মূসা (আ)-এর কাছে পৌছালাম, তখন তাঁকে পুরো বিবরণ জানালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আবারও আপনার রব্বের কাছে যান এবং আরও কিছু কমিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করুন। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি বললাম, আমি আমার রব্বের কাছে বার বার গিয়েছি। এখন পুনরায় যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে। -(মুসলিম)

জান্নাতে গম্বুজ মুক্তার মাটি মেশকের

হাদীস : ৫৪৭০ ॥ ইবনে শিহাব (রা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু যর (রা) বর্ণনা করতেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি মক্কায় থাকাকালীন এক রাতে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হল এবং জিবরাইল (আ) অবতরণ করলেন, এরপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর একে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। তারপর জ্ঞানও ঈমানের পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণ-পাত্র আনিয়া তাকে বুকের মধ্যে ঢেলে দিলেন। তারপর একে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি (জিবরাঈল) আমার হাত ধরে আমাকে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন। যখন আমি প্রথম আাকশে উপনীত হলাম, তখন জিবরাঈল আসমানের দিকে নিয়ে দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। সে বলল, (আপনি) কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। সে বলল, আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার সঙ্গে মুহাম্মদ (স)। সে বলল তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তারপর যখন সে খুলিল, তখন আমরা প্রথম আসমানে আরোহণ করে দেখলাম, তথায় এক ব্যক্তি বসে আছেন, তাঁর ডান পাশে বহু মানবাকৃতি এবং তাঁর বাম পাশেও অনেক মানবাকৃতি। তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন এবং যখন বাম দিকে তাকান, তখন কাঁদেন। তিনি বলেন, খোশ-আমদেদ, হে নেককার নবী! হে পূণ্যবান সন্তান! আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বললেন, ইনি হযরত আদম (আ)। ডানে ও বামে এগুলো তাঁর সন্তানের রূপসমূহ। ডান দিকের এইগুলো বেহেশতী এবং বাম দিকেরগুলো দোযখী। এজন্য তিনি যখন ডান দিকে তাকান, তখন হাসেন এবং যখন বাম দিকে তাকান, তখন কাঁদেন। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দিকে ওঠালেন এবং দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। তখন সে প্রথম দ্বাররক্ষীর ন্যায় জিজ্ঞেস করল (তারপর দরজা খুলল)। হযরত আনাস বলেন, বর্ণনাকারী হযরত আবু যর (রা) বলেছেন, রাসূল (স) আসমানসমূহের হযরত আদম, ইদ্রীস, মূসা, ঈসা এবং ইবরাহীম (আ)-কে পেয়েছেন। কিন্তু তিনি (আবু যর) তাঁদের অবস্থানের কথা নির্দিষ্টভাবে বলেন নি। শুধু এটুকু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) হযরত আদম (আ)-কে প্রথম আকাশে এবং হযরত ইবরামীম (আ) কে ষষ্ঠ আসমানে পেয়েছিলেন। ইবনে শিহা বলেন, ইবনে হায্ম আমাকে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস ও আবু হাব্বাহ্ আনসারী– তাঁরা উভয়ে বলতেন, রাসূল (স) বলেছেন, তারপর আমাকে উর্ধ্বলোকে নিয়ে যাওয়া হল এবং আমি এক সমতল স্থানে পৌছালাম। তথায় আমি কলমের লেখার শব্দ শুনিতে পাইলাম। ইবনে হায্ম ও আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তখন মহান আল্লাহ আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করলেন। আমি এটা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন মূসা (আ)-এর কাছে পৌছালাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ তায়ালা কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। তিনি বললেন, আপনার রব্বের কাছে ফিরে যান। কেননা, আপনার উম্মত (এত নামায আদায় করতে) সক্ষম হবে না। তারপর মূসা (আ) আমাকে ফেরৎ পাঠালেন (সুতরাং আমি আমার রব্বের কাছে গেলাম।) ফলে আল্লাহ কিছু অংশ কম করে দিলেন। তারপর আমি পুনরায় মূসা (আ)- এর কাছে ফিরিয়ে আসলাম এবং বললাম, কিছু নামায কম করে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, আবারও যান। কেননা, আপনার উম্মত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং আমি আবারও আমার রব্বের কাছে ফিরে গেলাম। আল্লাহ আবারও কিছু নামায মাফ করে দিলেন। আমিপুনরায় মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন, আবার যান, আরও কিছু নামায হ্রাস করে আনুন। কেননা, আপনার উম্মত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং আমি পুনরায় আমার রব্বের কাছে গেলাম। এ বার আল্লাহ্ বললেন, এ পাঁচ নামাযই ফরয, আর

ইহা (মূলত সওয়াবের দিক দিয়া) পঞ্চাশ নামাযের সমান। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। তারপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আবারও আপনি আপনার রব্বের কাছে যান, এবার আমি বললাম, আবার আমার রব্বের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তারপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং "সিদরাতুল মুনতাহায়" পৌছালেন। উক্ত বৃক্ষটিকে বিভিন্ন রংয়ে ঢেকে ফেলল। প্রকৃতপক্ষে এটা কি, তা আমি জানি না। তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান হল। দেখতে পেলাম এতে মুক্তার গম্বুজসমূহ এবং এর মাটি মেশকের।-(বোখারী ও মুসলিম)

মি'রাজ সম্পর্কে কোরাইশদের জিজ্ঞাসাবাদ

হাদীস : ৫৪৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি নিজেকে কাবাঘরের হাতীমে দণ্ডায়মান দেখলাম। আর কোরাইশের লোকেরা আমাকে আমার মে'রাজের ঘটনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল। তারা আমাকে বায়তুল মুক্কাদ্দাস সম্পর্কে এমন কিছু প্রশ্ন করল, যাহা আমার স্মরণে ছিল না। ফলে আমি এমন অস্থির হয়ে পড়লাম যে, এর আগে অনুরূপ অস্থির আর কখনও হইনি। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বায়তুল মুক্কাদ্দাসকে আমার সামনে উপস্থিত করে দিলেন, ফলে আমি এর দিকে চেয়ে রইলাম এবং তার যে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করত, আমি এটা দেখে উত্তর দিতে থাকলাম। আর আমি (মে'রাজের রাতে) নিজেকে নবীদের এক জামাআতের মধ্যে দেখতে পেলাম। যখন দেখি হযরত মূসা (আ) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তিনি একজন মধ্যম লোকদের চেয়ে সামান্য লম্বা, মনে হল যেন (ইয়ামন দেশের) শানুয়া গোত্রের লোক। আর হযরত ঈসা (রা)-কে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলাম। লোকদের মধ্যে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী হলেন তাঁর অধিক সদৃশ্য। আবার হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও দাঁড়ান অবস্থায় নামায পড়তে দেখলাম। লোকদের মধ্যে তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ, রাসূল (স) নিজেই তাঁর নিকটতম সাদৃশ্য। ইত্যবসরে নামাযের সময় হল এবং আমিই নামাযে তাঁদের ইমামতি করলাম। তারপর যখন আমি নামায শেষ করলাম, তখন কেহ আমাকে বললেন, হে মুহম্মদ! ইনি হলেন দোযখের দ্বাররক্ষী মালিক, তাঁকে সালাম করুন। রাসূল (স) বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি আমাকে আগেই সালাম দিলেন। -(মুসলিম)

সিদরাতুল মুনতাহা

হাদীস : ৫৪৯২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে রাতে রাসূল (স)-কে ভ্রমণ করান হয়,তাঁকে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহায় পৌছান হয়েছে। আর তা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত (একে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা এই জন্য বলা হয় যে,) ভূপৃষ্ঠ থেকে যা কিছু উর্ধ্বজগতে উত্থিত হয়, এটাই তার শেষ সীমা এবং সেখান থেকে কোন মাধ্যম ছাড়া তার উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। (কারণ, ফেরেশতাগণ এর উর্ধ্বে যেতে পারেন না।) আর উর্ধ্ব জগত থেকে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তাহা সেই স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং সেখান থেকে গ্রহণ করা হয় (অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ, নিয়ে যান।) এরপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কুরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ করলেন। "যখন বৃক্ষটি যা দিয়ে আচ্ছাদিত হবার ছিল তা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।" (এর ব্যাখ্যায়) তিনি বললেন, এগুলো ছিল স্বর্ণের পতঙ্গ। তারপর ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, মে'রাজের রাতে রাসূল (স)-কে তিনটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে (এক) পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায, (দুই) সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত এবং (তিন) রাসূল (স)-এর উম্মতের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করে নি, তাদের মাফ করার ওয়াদা দেয়া হয়েছে। -(মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বায়তুল মুকাদ্দাস রাসূল (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত

হাদীস : ৫৪৯৩ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, (মি'রাজের ব্যাপারে) কোরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল, তখন আমি কাবাগৃহের হাতীমে দাঁড়ালাম। তখন আল্লাহ তায়ালা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদখানা আমার সম্মুখে তুলে ধরলেন। ফলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তাকিয়ে এর চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোজেযার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বয়ং আল্লাহ মহান

হাদীস : ৫৪৯৪ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেছেন, (হিজরতের সময়) আমি আমাদের মাথার ওপরে মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম, যখন আমরা সওর গুহায় ছিলাম। তখন

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তবে সে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আবু বকর! তুমি এমন দু ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর, যাদের তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ! –(বোখারী ও মুসলিম)

হিজরতের পথে

হাদীস : ৫৪৯৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, (পিতা-পুত্র দু জনই প্রখ্যাত সাহাবী) একদা হযরত আযেব হযরত আবু বকর (রা)-কে বললেন, হে আবু বকর! আমাকে বলুন তো, যে রাত্রে আপনি রাসূল (স)-এর সাথে (হিজরতের উদ্দেশ্যে) সফর করেছিলেন, সে সফরে আপনারা কিরূপ করেছিলেন? আবু বকর (রা) বললেন, আমরা এক রাত এবং পরবর্তী দিন পথ চলতে থাকি। অবশেষে যখন দ্বিপ্রহর হল এবং পথঘাট এতটা শূন্য হয়ে পড়ল যে, একটি প্রাণী তাতে যাতায়াত ও চলাফেরা করছে না। এমন সময় বিরাট একটি লম্বা পাথর আমাদের নজরে পড়ল। আর একপাশে ছিল ছায়া। সেখানে সূর্যের রোদ পড়ত না। তখন আমরা সেখানে অবতরণ করলাম এবং আমি নিজ হাতে রাসূল (স) জন্য কিছুটা জায়গা সমতল করলাম, যাতে তিনি শয়ন করতে পারেন। অতপর আমি একখানা (চামড়ার) চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার (নিরাপত্তার) জন্য এদিক-ঐদিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখব। তখন রাসূল (স) শুয়ে পড়লেন। আমি বের হয়ে চারদিক থেকে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলাম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম, একজন মেষচালক তার বকরির পাল নিয়ে পাথরটিকে দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি বললাম, তোমার বকরিগুলোর মধ্যে কি দুধ আছে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি কি তা (আমাদের জন্য) দোহন করবে? সে বলল, হ্যাঁ। তারপর সে একটি বকরি ধরে আনল। তারপর সে একটি পাত্রে কিছু দুধ দোহন করল। এ দিকে আমার কাছেও একটি পাত্র ছিল, যা আমি নবী রাসূল (স) জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম, যেন তা দিয়ে তিনি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করতে এবং ওযু করতে পারেন। তারপর আমি (দুধের পেয়ালাটি হাতে করে) নবী রাসূল (স)-এর কাছে এলাম। কিন্তু তাঁকে ঘুম থেকে জাগান ভাল মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম।ইত্যবসরে আমি দুধের সাথে (তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে) কিছু পানি মিশ্রিত করলাম। এতে দুধের নিম্নভাগ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পান করুন! তিনি পান করলেন, এতে আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম। তারপর রাসূল (স) বললেন, আমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় কি এখনও হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ হয়েছে। হযরত আবু বকর বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আমরা রওয়ানা হলাম। এদিকে সুরাকা ইবনে মালিক আমাদের অনুসরণ করেছিল। আমি (তাকে দেখতে পেয়ে) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (শত্রু) আমাদের কাছে এসে পড়েছে। তিনি বললেন, চিন্তা কর না। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন। এরপর রাসূল (স) সুরাকার জন্য বদ-দোয়া করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে পেট পর্যন্ত শক্ত মাটিতে গড়ে গেল। তখন সুরাকা বলে ওঠল, আমার বিশ্বাস তোমরা আমার প্রতি বদ-দোয়া করেছ। অতএব, (আমার আবেদন) তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া কর, আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী। আমি তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, তোমাদের অন্বেষণকারীদেরকে ফিরিয়ে দিব। তখন রাসূল (স) তার জন্যে দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। তারপর (ফিরার পথে) যার সাথেই তার দেখা হত তাকে সে বলত, আমি তোমাদের কাজ সেরে এসেছি। (অর্থাৎ, আমি যথেষ্ট খোঁজাখুঁজি করেছি), তারা সে দিকে নেই। এমনিভাবে যার সাথেই তার সাক্ষাত হত, তাকেই সে ফিরিয়ে দিত। –(বোখারী ও মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ

হাদীস : ৫৪৯৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাসূল (স) মদীনায় আগমনের সংবাদ শুনতে পেলেন। এ সময় তিনি নিজের এক বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। তারপর তিনি রাসূল (স) এর খেদমতে এসে বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি প্রশ্ন করব, যা নবী ছাড়া আর কেউই জানে না। (এক) কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কি? (দুই) বেহেশতবাসীদের সর্বপ্রথম খাদ্য কি? (তিন) কিসের কারণে সন্তান (আকৃতি) কখনও তার পিতার অনুরূপ হয়, আবার কখনও তার মায়ের মত হয়? রাসূল (স) বলেন, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আ) এইমাত্র আমাকে অবহিত করে গেলেন। কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হল একটি আগুন, যা লোকদেরকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সমবেত করে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতবাসীগণ সর্ব প্রথম যে খাদ্য খাবে, তা হল মাছের কলিজার অতিরিক্ত টুকরা। আর (সন্তানের ব্যাপারটি হল), যদি নারীর বীর্যের উপর পুরুষের বীর্যের প্রাধান্য ঘটে, তবে সন্তান বাপের অনুরূপ হয়। আর যদি নারীর বীর্যের প্রাধান্য ঘটে, তবে সন্তান মায়ের আকৃতিধারণ করে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলে ওঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। (তারপর তিনি বললেন) ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদীরা এমন একটি জাতি, যারা অপবাদ রটনায় অত্যন্ত পটু। আপনি আমার

সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করার আগে যদি তারা আমার ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তারা আমার ওপর অপবাদ আনবে। অতপর ইহুদীরা রাসূল (স)-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সব চেয়ে উত্তম ব্যক্তি এবং সব চেয়ে উত্তম ব্যক্তির ছেলে। তিনি আমাদের সর্দার এবং আমাদের সর্দারের সন্তান। তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা বল তো, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে, (তবে তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করবে?) তখন তারা বলে উঠল, আল্লাহ তাঁকে এটি থেকে রক্ষা করুন। এমন সময় আবদুল্লাহ (আড়াল হতে) বের হয়ে এলেন এবং কালেমা উচ্চারণ করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। তখন তারা (ইহুদীরা) বলতে লাগল, (এ লোকটি) আমাদের মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান। তারপর তারা তাকে খুব তাচ্ছিল্যভাবে হেয় প্রতিপন্ন করল। তখন আবদুল্লাহ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (এদের ব্যাপারে) আমি এটিই আশংকা করেছিলাম। -(বোখারী)

বদর যুদ্ধের কথা

হাদীস : ৫৪৯৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমাদের কাছে (কোরাইশ নেতা) আবু সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পৌছলে রাসূল (স) পরামর্শ করলেন, তখন (আনসার নেতা) হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আপনি আমাদের সওয়ারী সহ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ করেন, তবে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর যদি 'বারাকুলগিমাদ' পর্যন্তও আমাদের সওয়ারীকে ছুটে যেতে আদেশ করেন, তাহা করতেও আমরা প্রস্তুত। আনাস (রা) বলেন, এভাবে রাসূল (স) লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে নিলেন। এরপর তারা চললেন এবং 'বদর' নামক স্থানে এসে অবতরণ করলেন। এখানে পৌছে রাসূল (স) বললেন, এটা অমুকের নিহত হওয়ার স্থান আর এটা অমুকের আর এটা অমুকের। এ সময় (স্থান চিহ্নিত করার জন্য) তিনি নিজ হাত যমিনে রাখলেন। বর্ণনাকারী বলেন, (যুদ্ধ শেষে) দেখা গেল, রাসূল (স) যার জন্য সেই স্থানটি দেখিয়েছিলেন, উহাদের একটিও এদিক-সেদিক সরে পড়েনি। -(মুসলিম)

বদর যুদ্ধে রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৪৯৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের দিন রাসূল (স) এ দোয়া করেছেন, তখন তিনি একটি তাঁবুর মধ্যে ছিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করেছি। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও শত্রুদের হাতে এই মুসলমান জামাআত খতম হয়ে যাক, তা হলে আজিকার পরে আর তোমার এবাদত (এই দুনিয়াতে) হবে না। এরপর আবু বকর (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার রব্বের কাছে অত্যাধিক চেয়ে ফেলেছেন। অতপর রাসূল (স) যুদ্ধবর্ম পরিহিত অবস্থায় তাড়াতাড়ি বাইরে আসলেন এবং এই আয়াতটি পড়লেন, (অর্থ) শত্রুদল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। -(বোখারী)

বদর যুদ্ধে জিব্রাঈল

হাদীস : ৫৪৯৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের দিন নবী (স) বললেন, এই তো জিবরাঈল তাঁর ঘোড়ার মাথা (লাগাম) ধরে আছেন। তিনি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত। -(বোখারী)

জিব্রাঈলের ঘোড়া

হাদীস : ৫৫০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সেদিন (বদর যুদ্ধের দিন) জনৈক মুসলমান তার সামনে একজন মুশরিককে পিছনে ধাওয়া করেছিলেন, এমন সময় তিনি তার ওপর থেকে একটি চাবুকের আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং এক অশ্বারোহীর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে হাইযুম! (জিবরাঈলের ঘোড়ার নাম) অগ্রসর হও।" এ সময় তিনি দেখতে পেলেন, সে সামনে অবস্থিত মুশরিক ব্যক্তি চিত হয়ে পড়ে আছে। অতপর তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার নাকের ওপর আঘাতের চিহ্ন এবং মুখ ফেটে রয়েছে। চাবুকের আঘাতের মত সব জায়গা নীল বর্ণ রয়েছে। তারপর সে আনসারী রাসূল (স)-এর কাছে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। তিনি তৃতীয় আসমানের সাহায্যকারী ফেরেশতাদের একজন ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুসলমানগণ সেদিন (বদরের দিন) সত্তরজন মুশরিককে হত্যা এবং সত্তরজনকে বন্দী করেছিলেন। -(মুসলিম)

বদর যুদ্ধে জিব্রাঈল ও মিকাঈল

হাদীস : ৫৫০১ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূল (স) এর ডানে ও বামে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জনলোককে দেখলাম, তারা (রাসূলুল্লাহ) প্রতিরক্ষার জন্য প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছেন। ঐ দুজনকে আমি আগে কোন দিন দেখিনি কিংবা পরেও কোন দিন দেখিনি। অর্থাৎ, তাঁরা ছিলেন হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ)। -(বোখারী ও মুসলিম)

আম্মারের প্রতি রাসূল (স)-এর দুশ্চিন্তা প্রকাশ

হাদীস : ৫৫০২ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, হযরত আম্মার যখন খন্দক যুদ্ধের পরিখা খনন করেছিলেন, তখন রাসূল (স) তার (ধুলা-বালু ঝাড়ার উদ্দেশ্যে) মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,হায়! সুমাইয়ার পুত্রের ওপর কত কঠিন সময় আগত, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে। -(মুসলিম)

রাসূল (স)–এর মোজেযা

হাদীস : ৫৫০৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে আমরা পরিখা খনন করেছিলাম। এই সময় একখণ্ড শক্ত পাথর দেখা দিল। তখন লোকেরা এসে রাসূল (স)-কে বলল, পরিখা খননকালে একটি শক্ত পাথর দেখা গিয়েছে (যা কোদাল কিংবা শাবল দ্বারা ভাঙ্গা যাচ্ছে না)। তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা, আমি নিজেই খন্দকে নামব। তারপর তিনি দাঁড়ালেন, সেই সময় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল; আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত কিছুই খেতে পাইনি। এমতাবস্থায় রাসূল (স) কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটির উপর আঘাত করলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকণায় পরিণত হয়।

হযরত জাবির (রা) বলেন, [রাসূল (স)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে] আমি আমার স্ত্রীর কাছে এসে বললাম, তোমার কাছে কি খাওয়ার মত কিছু আছে? কেননা, আমি রাসূল (স)-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। তখন সে একটি চামড়ার পাত্র থেকে এক সা'পরিমাণ যব বের করল আর আমাদের পোষা একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। তখন আমি সে বাচ্চাটি যবেহ করলাম এবং আমার স্ত্রীও যব পিষল। অবশেষে আমরা হাঁড়িতে গোশত চড়ালাম। তারপর আমি রাসূল (স)-এর কাছে এসে তাঁকে আস্তে আস্তে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের ছোট একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি। আর এক সা' যব ছিল, আমার স্ত্রী তা পিষেছে, সুতরাং আপনি আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

(জাবির বলেন, আমার এ কথা শুনে) রাসূল (স) উচ্চঃস্বরে সকলকে ডেকে বললেন, হে পরিখা খননকারিগণ! এসো, তোমরা তাড়াতাড়ি চল, জাবির তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে। অতপর রাসূল (স) বললেন, তুমি যাও, কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত গোশতের ডেকচি নামাবে না এবং খামীর থেকে রুটিও তৈরি করবে না। এরপর তিনি (লোকজনসহ) উপস্থিত হলেন। তখন আমার স্ত্রী আটার খামীরগুলো রাসূল (স)-এর সামনে এগিয়ে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশালেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। অতপর ডেকচির কাছে অগ্রসর হয়ে তাতেও লালা মিশিয়ে বরকতের জন্য দো'য়া করলেন। এরপর তিনি (আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে) বললেন, তুমি আরও রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, যারা তোমার সাথে রুটি বানায় এবং চুলার ওপর থেকে ডেকচি না নামিয়ে তা থেকে নিয়ে পরিবেশন কর। হযরত জাবির বলেন, সাহাবীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলেছি, সকলে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যাওয়ার পরও সালুনভর্তি ডেকচি ফুটছিল এবং প্রথম অবস্থার মত আটার খামীর থেকে রুটি প্রস্তুত হচ্ছিল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

আবু রাফে'র হত্যা কাণ্ড

হাদীস : ৫৫০৪ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা] বলেন, একদা রাসূল (স) এক দল লোক (ইহুদী নেতা) আবু রাফে'কে হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠালেন। সে দলের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক এক রাতে তার (আবু রাফে'র) ঘরে ঢুকলেন, তখন সে (আবু রাফে) ঘুমিয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় তাকে হত্যা করেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি তরবারি তার পেটের ওপর ধরলাম এবং তা পিঠ পর্যন্ত পৌছাল। তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, তাকে হত্যা করেছি। তারপর আমি একটি একটি করে দরজা খুলে (ফিরে আসার পথে) সিঁড়িতে পৌছলাম। তা ছিল চাঁদনী রাত, তাই (দুই-এক-ধাপ থাকতেই সিঁড়ি শেষ হয়েছে ভেবে) নীচে পা রাখতেই আমি পড়ে গেলাম। ফলে আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেল। তখন আমি পাগড়ী দিয়ে ভাঙা পা-টি বেঁধে ফেললাম। তারপর আমি আমার সঙ্গীদের কাছে এলাম। অবশেষে রাসূল (স)-এর কাছে পৌছে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তিনি তখন আমাকে বললেন, তোমার পা খানি মেল। আমি পা মেলে ধরলাম। তিনি সেই পায়ের ওপর হাত বুলালেন। এতে আমার পা পুরোপুরি ভাল হয়ে গেল যেন তাতে আমি কখনও কোন ব্যথাই পাইনি। -(বোখারী)

খন্দক যুদ্ধে মুসলমানরাই আক্রমণকারী

হাদীস : ৫৫০৫ ॥ হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন, (খন্দক যুদ্ধের সময় মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে আগত) কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী যখন (অকৃতকার্য অবস্থায়) ফিরে যেতে বাধ্য হল, তখন রাসূল (স) বললেন, এখন থেকে আমরাই তাদের ওপর আঘাত করব। তারা আর আমাদের উপর আঘাত করতে পারবে না, আমরাই তাদের দিকে অগ্রসর হব। -(বোখারী)

বনু কুরায়জা অভিযান

হাদীস : ৫৫০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং যুদ্ধের হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল মাথার ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে এসে হাজির হলেন এবং বললেন, আপনি তো অস্ত্র শস্ত্র রেখে দিয়েছেন; কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি এখনও তা পরিত্যাগ করি নি। আপনি তাদের দিকে বের হয়ে পড়ুন। রাসূল (স) বললেন, কোথায়? তখন তিনি বনী কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে সময় রাসূল (স) তাদের উদ্দেশ্যে (অভিযানে) বের হয়ে পড়লেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আনাস (রা) বলেন, যে সময় হযরত জিবরাঈল বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাসূল (স) এর সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন জিবরাঈলের সওয়ারীর পদাঘাতে বনী গনম গোত্রের গলিতে উত্থিত ধুলাবালি যেন আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি।

হোদায়বিয়ার রাসূল (স)-এর মো'জেজা

হাদীস : ৫৫০৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, হোদাইবিয়া দিবসে লোক পিপাসার্ত হয়ে পড়ল। সে সময় একটি চামড়ার পাত্র রাসূল (স) এর সামনে ছিল। তিনি তা থেকে ওযু করলেন। তারপর লোক তাঁর কাছে এসে বলল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আপনার চর্মপাত্রের পানি ছাড়া আমাদের কাছে পান করার বা ওযু করার মত কোন পানি নেই। তখন রাসূল (স) তাঁর হাত উক্ত পাত্রে রাখলেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গা থেকে ঝর্ণধারার মত পানি ফুটিয়ে বের হতে লাগল। হযরত জাবির বলেন, আমরা সে পানি (তৃপ্তি সহকারে) পান করলাম এবং তা দিয়ে আমরা ওযু করলাম। হযরত জাবিরকে জিজ্ঞেস করা হল; সখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, একলাখ হলেও সে পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। কিন্তু তখন আমাদের সংখ্যা ছিল পনর শত। -(বোখারী ও মুসলিম)

হোদায়বিয়ার কূপের পানি

হাদীস : ৫৫০৮ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, হোদাইয়বিয়ার দিন রাসূল (স) এর সঙ্গে আমরা চৌদ্দশত ছিলাম। হোদাইবিয়া একটি কূপের নাম। উক্ত কূপ থেকে পানি তুলতে তুলতে তার সবটুকু পানি আমরা নিঃশেষ করে ফেললাম। এমন কি আমরা তাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রাখিনি। তারপর রাসূল (স) এর কাছে এই সংবাদটি পৌছালে তিনি আসলেন এবং কূপটির পাড়ে এসে বসলেন। এরপর তিনি এক পাত্র পানি চেয়ে এনে ওযু করলেন এবং কুলি করলেন। তারপর দো'য়া করলেন। অতপর উক্ত পানি কূপের ভিতরে ঢেলে দিলেন এবং বললেনঃ কিছু সময়ের জন্য তোমরা এ কূপ থেকে পানি তোলা বন্ধ রাখ। এরপর সকলে নিজে এবং সওয়ারীর জানোয়ারসমূহ এ স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত সেই পানি তৃপ্তি সহকারে ব্যবহার করলেন। -(বোখারী)

পানির সন্ধানে

হাদীস : ৫৫০৯ ॥ হযরত আওফ আবু রাজা থেকে এবং তিনি হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণনা কনে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। লোকেরা তাঁর কাছে পিপাসার অভিযোগ করল। তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং অমুককে ডাকলেন। আবু রাজা তার নাম বলেছিলেন; কিন্তু আওফ তা ভুলে গিয়েছেন এবং তিনি হযরত আলী (রা)-কে ডাকলেন। তারপর তাঁদেরকে বললেন ঃ তোমরা দু'জন যাও এবং পানির তালাস কর। তাঁরা উবয়ে রওয়ানা হলেন এবং পথিমধ্যে এমন একটি মহিলার দেখা পেলেন, যে একটি সওয়ারির (উটের) পিঠে দু দিকে পানির দুটি মশক বা দুটি থলি রেখে নিজে মাঝখানে বসে যাচ্ছে। তখন তাঁরা মহিলাটিকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে এলেন এবং লোকেরা মহিলাটিকে তার উটের পিঠ হতে নীচে নামতে বলল এবং রাসূল (স) একটি পাত্র আনলেন। তারপর তিনি মশক দুটির মুখ থেকে এতে পানি ঢেলে নিলেন। আর লোকদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা নিজেরাও পান কর এবং পশুদেরকেও পান করাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা চল্লিশজন পিপাসার্ত ব্যক্তি পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সাথে যতগুলো মশক ও অন্যান্য পাত্র ছিল সেগুলোও প্রত্যেকটি পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিলাম। বর্ণনাকারী ইমরান বলেন, আল্লাহর কসম! যখন আমাদেরকে পানির মশক থেকে আলাদা করা হল, (অর্থাৎ, পানি নিয়ে শেষ হল), তখন আমাদের এমন মনে হচ্ছিল, যেন মশকটি প্রথম অবস্থায় আরও অনেক বেশি ভরা রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

গাছ রাসূল (স)-এর অনুগত হয়ে গেল

হাদীস : ৫৫১০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূল (স)-এ সঙ্গে যাচ্ছিলাম। চলার পথে আমরা একটি প্রশস্ত ময়দানে অবতরণ করলাম। এ সময় রাসূল (স) হাজত পূরণ করার জন্য গেলেন, কিন্তু আড়াল করার জন্য তিনি কিছুই পেলেন না। এই সময় হঠাৎ ময়দানের এক কিনারা দুটি গাছ দেখা গেল। তখন রাসূল (স) এর একটির কাছে গেলেন এবং এর একটি ডাল ধরে বললেনঃ আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার অনুগত হও। তৎক্ষণাৎ গাছটি এমনভাবে তাঁর অনুগত হল, যেমন নাকে রশি লাগান উট তার চালকের অনুগত হয়ে থাকে। এবার তিনি দ্বিতীয় বৃক্ষটির কাছে যেয়ে তার একটি শাখা ধরে বললেন, আল্লাহর নির্দেশে তুমি আমার অনুগত হও। সুতরাং বৃক্ষটি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রতি অনুরূপ ঝুঁকে পড়ল। অবশেষে যখন তিনি উভয় বৃক্ষের মাঝখানে যেয়ে দাঁড়ালেন, তখন বললেন, আল্লাহর হুকুমে তোমরা উভয় আমার জন্য মিলিত হয়ে যাও। তখনই তারা মিলিত হয়ে গেল (এবং তিনি তার আড়ালে হাজত পূরণ করলেন) বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বসে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। এই অবস্থায় হঠাৎ আমি একদিকে তাকাতেই দেখি, রাসূল (স) তাশরীফ আনছেন। আর বৃক্ষ দুটিকেও দেখলাম, তারা আবার পৃথক হয়ে গিয়েছে এবং প্রত্যেকটি আপন আপন জায়গায় গিয়ে যথারীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। -(মুসলিম)

খায়বার যুদ্ধের আঘাত

হাদীস : ৫৫১১ ॥ হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু ওবায়দ বলেন, আমি হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা)-এর পায়ের গোছায় আঘাতের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুসলিম! আঘাতটা কিসের? তিনি বললেন, এ আঘাত খায়বর যুদ্ধে লেগেছিল। (আঘাত এত বেশি লেগেছিল যে) লোকেরা বলাবলি করছিল সালামা মৃত্যুবরণ করেছেন। সালাম বলেন, তারপর আমি রাসূল (স) কাছে এলাম। তিনি আমার জখমের ওপর তিনবার ফুঁ দিলেন, ফলে সেই সময় হতে অদ্যাবধি আর আমার কোন প্রকাররের কষ্ট হয়নি। -(বোখারী)

আল্লাহ মুসলমানদের বিজয়ী করেছেন

হাদীস : ৫৫১২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যায়দ ইবনে হারেসা, জা'ফর ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মৃত্যু-সংবাদ যুদ্ধের ময়দান থেকে আসার আগেই রাসূল (স) লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। রণক্ষেত্রের বিবরণ তিনি এভাবে দিয়েছে, যায়দ পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শহীদ হয়েছে। তারপর জা'ফর পতাকা হাতে নিয়েছে, সেও শহীদ হয়েছে। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধরেছে, সেও শহীদ হয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন,) এই সময় রাসূল (স)-এর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর রাসূল (স) বললেন ঃ আল্লাহর তরবারিসমূহের এক তরবারি (অর্থাৎ, খালিদ ইবনে ওলীদ) ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়েছেন। তারপর আল্লাহতায়ালা কাফেরদের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। -(বোখারী)

হোনাইনের যুদ্ধে আসহাবে সামুরাকে আহ্বান

হাদীস : ৫৫১৩ ॥ হোনাইনের যুদ্ধে হযরত আব্বাস (রা) বলেন, হোনাইনের যুদ্ধে আমি রাসূল (স)-এর সাথে শরীক ছিলাম। যখন মুসলমানগণ ও কাফেররা মুখোমুখি হল, তখন মুসলমানগণ ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। তখন রাসূল (স) নিজের সওয়ারী খচ্চরকে তাড়া দিয়ে কাফেরদের দিকে অগ্রসর হলেন। (বর্ণনাকারী হযরত আব্বাস বলেন,) আর আমি রাসূল (স)-এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলাম এবং আমি তাঁকে অগ্রসর হতে বাধা দিচ্ছিলাম, যেন তা দ্রুত কাফেরদের দলের মধ্যে ঢুকে না পড়ে এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ধরে রেখেছিলেন রাসূল (স) সওয়ারির গদি। তখন রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্বাস! সামুরা গাছের নীচে বাইআত গ্রহণকারীদেরকে আহ্বান করুন। আব্বাস ছিলেন উচ্চ স্বর-বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি বলেন, তৎক্ষণাৎ আমি উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বললাম, আসহাবে সামুরাগণ কোথায়? হযরত আব্বাস বলেন, আল্লাহর কসম! আমার আওয়াজ (আহ্বান) শোনার সাথে সাথেই আসহাবে সামুরাগণ এমনভাবে দৌড়ে ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন, যেমন গাভী তার বাছুরের দিকে দৌড় দেয়। আর তারা ধ্বনি দিতে থাকল। لبيك يا لبيك "লাইব্বাইকা, ইয়া লাব্বাইকা।" আমরা উপস্থিত! আমরা উপস্থিত। হযরত আব্বাস (রা) বলেন, অতপর মুসলমাণগণ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল। অন্য দিকে আনসারদের মধ্যে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়– হে আনসার সম্প্রদায়! হে আনসার সম্প্রদায়! (শত্রু নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়।) আব্বাস (রা) বলেন, অতপর তাদের ধ্বনি (একমাত্র) বনী হারেস ইবনে খায্রাজের ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। (আনসারদের মধ্যে এ গোত্রটিই ছিল সব চেয়ে বড়।) এ সময় রাসূল (স) সওয়ারী খচ্চরের ওপরে থেকে মাথা ওঠিয়ে যুদ্ধের অবস্থার দিকে তাকালেন এবং বললেন এখনই যুদ্ধ জ্বলে উঠেছে। অতপর তিনি একমুষ্টি কাঁকর হাতে নিয়ে কাফেরদের মুখের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, এরপর বললেন, মুহম্মদের রব্বের শপথ! কাফেরদল পরাজিত হয়েছে। বর্ণনাকারী আব্বাস (রা) বলেন, আমি আল্লাহর

কসম করে বলেছি; তাদের এ পরাজয় কেবলমাত্র তাঁর (হুযুরের) কাঁকর নিক্ষেপের দ্বারাই ঘটিয়েছে। অতপর আমি যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত সর্বক্ষণ এও দেখতে পেলাম যে, তাদের তলোয়ার ও বর্শার ধার ভোঁতা হয়ে পড়েছে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাচ্ছে। -(মুসলিম)

হোনাইনের যুদ্ধে রাসূল (স)-এর প্রার্থনা

হাদীস : ৫৫১৪ ॥ আবু ইসহাক (সারির) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আবু উমারা! হোনাইনের যুদ্ধের দিন কি তোমরা কাফেরদের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করেছিলে? জওয়াবে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই না, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূল (স) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নি। (অবশ্য) সাহাবীদের মধ্যে কতিপয় যুবক, যাদের কাছে তেমন বেশি কিছু হাতিয়ার ছিল না, তারা তীর নিক্ষেপকারী কাফেরদের আওতায় পড়ে গিয়েছিল। তারা তীরন্দাযীতে এত পটু ছিল যে, তাদের একটি তীরও যমিনে পড়ত না। ফলে তাদের নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তীর ঐ সকল যুবক (মুসলমান সৈনিকদের) ওপর পড়তে ভুল হত না। এ অবস্থায় (দুশমনের সামনে থেকে পলায়ন করত) সেই সকল যুবকেরা রাসূল (স) কাছে এসে পৌছাল। তখন রাসূল (স) তাঁহার একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস লাগাম ধরে তাঁর সামনে ছিলেন। এ সময় রাসূল (স) খচ্চরের পিঠ থেকে নামলেন এবং বিজয়ের জন্য (আল্লাহর কাছে) মদদ ও সাহায্যের প্রার্থনা করলেন। আর (এই পংক্তিটি) উচ্চারণ করিলেন, "আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।" অতপর তিনি মুসলমানদেরকে আবার সারিবদ্ধ করলেন। -(মুসলিম)

বোখারীর রেওয়াতে উল্লিখিত হাদীসটি বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। আর বোখারী ও মুসলিমের উভয় বর্ণনায় আছে, হযরত বরা (রা) বলেছেন, আল্লাহর কসম!যখন যুদ্ধ ভয়ানক আকার ধারণ করত, তখন আমরা রাসূল (স)-এর দ্বারা আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই অধিক সাহসী বলে গণ্য হতো, যে ব্যক্তি রাসূল (স)-এর পাশাপাশি বরাবর দাঁড়াত।

সাহাতিল উজুহ্

হাদীস : ৫৫১৫ ॥ হযরত সালাম ইবনে ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, হোনাইনের যুদ্ধে আমরা রাসূল (স)-এর সাথে শরিক ছিলাম। কতিপয় সাহাবী কাফেরদের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করলেন। যখন কাফেররা রাসূল (স)-এর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি খচ্চরের পিঠ হতে নীচে নামলেন। অতপর তিনি যমিন থেকে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিলেন। তারপর কাফেরদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে "শাহাতিল্ উজুহ্" (অর্থাৎ তোমাদের মুখ বিবর্ণ হোক) এ অভিশাপ বাক্যটি উচ্চারণ করে তা নিক্ষেপ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) তাদের যে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ, উপস্থিত কাফেরদের) প্রত্যেকের চক্ষুদ্বয় উক্ত এক মুষ্টি মাটি ভর্তি হয়ে গেল। ফলে তারা ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের পরাজিত করলেন। পরে রাসূল (স) তাদের থেকে লব্ধ গনীমতের মালসমূহ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন। -(মুসলিম)

জেহাদী হয়েও জাহান্নামী

হাদীস : ৫৫১৬ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, হোনাইনের যুদ্ধে আমরা রাসূল (স) এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। সেই যুদ্ধের সাথে অংশগ্রহণকারী ইসলামের দাবিদার জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (স) বললেন, এ লোকটি দোযখী। যুদ্ধ আরম্ভ হলে সে ব্যক্তি প্রাণপণ যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হল। অতপর এক ব্যক্তি এসে বলল; ইয়া রাসূলাল্লাহ (লক্ষ্য করুন!) আপনি যেই লোকটি সম্পর্কে বলেছেন যে দোযখী। সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণপণ লড়াই করে এখন মারাত্বকভাবে আহত অবস্থায় আছে। এবারও তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। (বর্ণনাকারী বলেন,) এ কথা শুনে কারও কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। এমতাবস্থায় লোকটি ভীষণভাবে জখমের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নিজের হাতখানা তীরদানের দিকে বাড়িয়ে তীর বের করে নিল এবং নিজের বক্ষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। (অর্থাৎ আত্মহত্যা করল) ইহা দেখে মুসলমানদের কতিপয় লোক দৌড়িয়ে রাসূল (স) এর কাছে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার কথাটিকে সত্যে পরিণত করেছেন। অমুক লোকটি নিজেই আত্মহত্যা করেছে। এই খবর শোনামাত্রই রাসূল (স) বলে ওঠলেন, "আল্লাহ আক্‌বার।" আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতপর বললেন, হে বেলাল! ওঠ! লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দিয়ে দাও যে, পূর্ণ মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ তায়ালা (অনেক সময়) বদকার ব্যক্তির দ্বারাও এ দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করে থাকেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) যাদু মুক্ত হলেন

হাদীস : ৫৫১৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর ওপর যাদু করা হয়। ফলে তার অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছে যে, তার ধারণা হত, তিনি কোন একটি কাজ করেছেন অথচ তা তিনি করেননি। এ অবস্থায় একদিন

তিনি আমার কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে বারবার দোয়া করলেন (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন, তুমি কি অবগত হয়েছ, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে দুজন লোক (মানব আকৃতিতে দুজন ফেরেশ্‌তা) আসে। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। এরপর তাদের একজন আপন সাথীকে বলল, এই ব্যক্তির অসুখটা কি? বলল, ওর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন জিজ্ঞেস করল; কে তাকে যাদু করেছে? সে জওয়াব দিল, ইহুদী লবীদ ইবনে আসাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল; ইহা কিসের সাহায্যে (করা হয়েছে?) দ্বিতীয় লোকটি বলল, চিরুনি এবং চিরুনিতে ঝরে পড়া চুলের মধ্যে এমন পুরুষ খেঁজুর গাছের নতুন খোলের মধ্যে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করল, তা কোথায়? দ্বিতীয়জন বলল, যারওয়ানের কূপের মধ্যে (হযরত আয়েশা বলেন,) অতপর রাসূল (স) তার কতিপয় সাহাবীসহ সেই কূপের কাছে গেলেন। এরপর বললেন, এটাই সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে। ইহার পানি মেহেন্দী নিংড়ান। আর কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথার মত। অতপর তা কূপ থেকে বের করে ফেললেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

নবীর ইনসাফ অস্বীকারকারীর ধ্বংস

হাদীস : ৫৫১৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স) এর কাছে ছিলাম তিনি গনীমতের মাল বিতরণ করছিলেন। তখন বনী তামীম গোত্রের 'যুল-খুওয়াইছেরা' নামক একজন ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনসাফ করুন। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের প্রতি আফসোস! আমিই যদি ইনসাফ না করি, তা হলে ইনসাফ আর করবে কে? যদি আমি ইনসাফ না করি, তবে তো তুমি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্তই হবে। (অর্থাৎ, আমার নবী হয়ে অস্বীকার করলে তুমিও ঈমানদার থাকবে না।) তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ, তার আরও কিছু সঙ্গী আছে। তোমাদের কেউ নিজের নামাযকে তাহাদের নামাযের সাথে এবং নিজের রোযাকে তাদের রোযার সাথে তুলনা করলে নিজেদের নামায-রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে; কিন্তু এটা তাদের হলকুম অতিক্রম করে না। তারা দ্বীন-ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে পড়বে, যেমন তীর শিকার ছেদ করে বের হয়ে পড়ে। তারপর সে (শিকারী) তীরের বাট থেকে ধারাল মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে। (কোথাও কোন কিছু লেগে আছে কিনা?) কিন্তু এতে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারের নাড়ি-ভুঁড়ি ও রক্ত-মাংস ভেদ করে গিয়েছে। (অর্থাৎ, সেই সকল লোক দ্বীন ইসলাম থেকে এমনভাবে দূরে থাকবে যে, ইসলামের কোন চিহ্নই তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।) তাদের এক ব্যক্তির চিহ্নিত হবে, সে হবে কালো বর্ণের, তার বাহুদ্বয়ের কোন এক বাহুর ওপরে স্ত্রীলোকের স্তনের মত ফোলা অথবা বলছেন মাংসের একটি খণ্ডের মত উঠে থাকবে, যা নড়তে থাকবে এবং তারা উত্তম একটি দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হবে।

বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই কথাগুলো আমি সরাসরি রাসূল (স) থেকে শুনেছি। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) সে দলের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। [সেই যুদ্ধ ছিল খারেজীদের বিরুদ্ধে। হযরত আলী (রা) বিজয়ী হয়েছেন।] যুদ্ধশেষে হযরত আলী (নিহত ব্যক্তির মধ্যে) ঐ লোকটির খোঁজ নিতে নির্দেশ করেন। তারপর খোঁজ করে এক ব্যক্তিকে আনা হল। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি তাকে লক্ষ্য করে দেখছি, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (স) যেই চিহ্নসমূহ বলছিলেন, তার মধ্যে সেই সমস্ত চিহ্নগুলো বিদ্যমান ছিল।

অপর এক রেওয়াতে আছে- [রাসূল (স) যখন গনীমতের মাল বণ্টন করেছিলেন, তখন] এমন এক ব্যক্তি তাঁর সামনে আসে, যার চক্ষু দুটি ছিল কোটরাগত, কপাল উঁচু সামনের দিকে বের হয়ে গেছে, দাড়ি ছিল ঘন, গন্ডদ্বয় ছিল ফোলা আর মাথা ছিল ন্যাড়া। সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। জবাবে তিনি বললেন, আমিই যদি নাফরমানী করি, তা হলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে কে? (তুমি আমাকে আনুগত্যের শিক্ষা দিচ্ছ?) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আমাকে দুনিয়াবাসীর ওপর আমানতদার বানিয়েছেন। আর তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে কর না? এ সময় এক ব্যক্তি [অর্থাৎ হযরত ওমর (রা)] এ ব্যক্তিকে হত্যার করার জন্য [নবী (স)-এর কাছে] অনুমতি চাইলেন; কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। (বোখারীর রেওয়ায়তে আছে, হত্যা করার জন্য হযরত খালিদ ইবনুল ওলীদ অনুমতি চেয়েছিলেন।)

উক্ত লোকটি যখন চলে গেল, তখন রাসূল (স) বললেন, এ ব্যক্তির পরবর্তী বংশধরের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিবে, যারা কুরআন পড়বে; কিন্তু এটা তাদের কণ্ঠনালী পার হবে না। তারা দ্বীন-ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন শিকার থেকে তীর বের হয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজারীরদের আপন অবস্থায় ছেড়ে রাখবে। (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না।) যদি আমি তাদের নাগাল পেতাম, তাহলে আমি তাদের সকলকে 'আদ জাতির' ন্যায় হত্যা করতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

আবু হোরায়রার মায়ের ইসলাম গ্রহণ

হাদীস : ৫৫১৯ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি সর্বদা আমার মাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতাম, কিন্তু তিনি ছিলেন মুশরিক। (সাবেক নিয়মে) একদিন আমি তাঁকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলে তিনি আমাকে রাসূল (স)-এর শানে এমন কিছু (কূটক্তি) শোনালেন, যা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে। তারপর আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে এলাম এবং কেঁদে কেঁদে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আবু হোরায়ার মাকে হেদায়ত করেন। তখন তিনি এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবু হোরায়য়ার মাকে হেদায়ত নসীব কর।" (আবু হোরায়রা বলেন,) রাসূল (স)- এর দোয়া শুনে আমি সন্তুষ্টচিত্তে বের হয়ে (বাড়ির দিকে) ফিরলাম। তারপর আমি আমার মায়ের ঘরের দরজায় পৌছে দেখলাম, দরজাটি বন্ধ। আমার মা আমার পায়ের ধ্বনি শুনে বললেন, হে আবু হোরায়রা! তুমি তোমার স্থানে একটু দেরি কর। তারপর আমি পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। সুতরাং তিনি গোসল করলেন, জামা-কাপড় পরিধান করলেন এবং তাড়াহুড়া করে ওড়া পরতে পরতে এসে দরজা খুলে দিলেন। তারপর বললেন, হে আবু হোরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। (অর্থাৎ, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।) সাথে সাথে আমি রাসূল (স) কাছে ফিরে এলাম এবং খুশিতে আমি কাঁদছিলাম। তখন তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং মঙ্গলজনক কথা বললেন। −(মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী

হাদীস : ৫৫২০ ॥ হযরত আবু হোরায়রা [(রা) তাঁর কোন কোন সমালোচকদের উদ্দেশ্যে করে] বললেন, তোমরা বলে থাক, আবু হোরায়রা রাসূল (স) থেকে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করে থাকে। অথচ আল্লাহর সামনে (সওয়াবদেহির জন্য) সকলকে হাজির হতে হবে। প্রকৃত ব্যাপার হল; আমার মুজাহির ভাইগণ অধিকাংশ সময় বাজারে ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমার আনসার ভাইয়েরা বাগানে-খামারে লিপ্ত থাকতেন। [ফলে তাঁরা বেশির ভাগ সময় রাসূল (স)-এর খেদমত থেকে অনুপস্থিত থাকতেন।] আর আমি ছিলাম একজন দরিদ্র ব্যক্তি। তাই আমি পেটে যা জোটে এর ওপর তৃপ্ত থেকে রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির থাকতাম। (তিনি আরও বলেন,) একদা রাসূল (স) বললেন, আমার এ উক্তি (অর্থাৎ, বিশেষ দোয়া) শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যে কেহ তার কাপড় (চাদর) প্রসারিত রাখবে এবং আমার কথা শেষ হওয়ার পর তা গুটিয়ে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে নেবে, সে আমার কোন উক্তি কখনও ভুলবে না। (আবু হোরায়রা বলেন, এ কথা শোনার পর) আমি আমার চাদরখানা প্রসারিত করে দিলাম, এটা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোন কাপড় ছিল না। অবশেষে রাসূল (স)-এর কথা বলা শেষ করলে আমি তাকে আমার বুকের সাথে চেপে ধরলাম। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি তাঁকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর কোন কথা আর আমি ভুলিনি। −(বোখারী ও মুসলিম)

ইয়ামামার মন্দির ধ্বংসের ঘটনা

হাদীস : ৫৫২১ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি কি আমাকে যুল-খালাসা (ইয়ামামার একটি মন্দির) থেকে শান্তি দেবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আর আমার অবস্থা এই ছিল যে, আমি ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে বসতে পারতাম না। সুতরাং আমি এ কথাটি রাসূল (স)-এর কাছে উল্লেখ করলাম, তখন তিনি আমার বুকের ওপর তাঁর হাত মারলেন। এমনকি তাঁর আঙ্গুলের নিশানগুলো আমি আমার বুকের ওপর দেখতে পেলাম। তারপর তিনি এই বলে আমার জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখ এবং তাকে হেদায়েতদানকারী ও হেদায়াতলাভকারী বানিয়ে দাও। (হযরত জারীর বলেন,) এরপর থেকে আমি আর কখনও ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। তারপর জারীর (কুরাইশ বংশী) আহ্মাস গোত্রের দেড়শত অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং যুল-খালাসা গৃহটিকে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ও ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। −(বোখারী ও মুসলিম)

যমীন মুরতাদকে গ্রহণ করে না

হাদীস : ৫৫২২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর অহী লিখিত। পরে সে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিশল। তখন রাসূল (স) (ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে) বললেন, নিশ্চয়ই মাটি তাকে গ্রহণ করবে না। [বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন,] হযরত আবু তালহা (রা) আমাকে বলেছেন, ঐ লোকটি যে জায়গাতে মরেছে, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং দেখতেপান, সে (অর্থাৎ, তার মৃত দেহটি) যমিনের উপর পড়ে রয়েছে। তখন তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির এই অবস্থা কেন? তারা বলল, আমরা কয়েকবার তাকে দাফন করেছিলাম; কিন্তু যমিন তাকে গ্রহণ করে নি। (তাই এই অবস্থায় পড়ে রয়েছে।) −(বোখারী ও মুসলিম)

কবরে ইহুদিদের আওয়াজ

হাদীস : ৫৫২৩ ॥ হযরত আবু আইউব (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) সূর্যাস্তের পর বাইরে এলে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন তিনি বললেন, এটি ইহুদীদের আওয়াজ, তাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। −(বোখারী ও মুসলিম)

মুনাফেকের মৃত্যুতে ধূলি-ঝড়

হাদীস : ৫৫২৪ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) কোন এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি মদীনার কাছাকাছি হতেই এমন প্রবলভাবে ধূলিঝড় প্রবাহিত হল যে, আরোহীকে পুঁতে ফেলার উপক্রম হল। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন এক বড় মুনাফেকের মৃত্যুতেই এ ঝড় প্রবাহিত করা হয়েছে। তারপর তিনি মদীনার অভ্যন্তরে ঢুকে জানতে পারলেন যে, মুনাফেকদের এক বড় নেতার মৃত্যু ঘটেছে। -(মুসলিম)

মদীনায় মুনাফেকদের আক্রমণ

হাদীস : ৫৫২৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে (মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হলাম। অবশেষে আমরা উসফান নামক স্থানে পৌছলে তিনি এখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। তখন লোকেরা (কোন কোন মুনাফেক) বলল, এখানে অনর্থক আমাদের পড়ে থেকে কি লাভ? অথচ আমাদের পরিবার পরিজন পিছনে রয়েছে। আমরা তাদের বিষয়ে আশংকামুক্ত নই। এ কথাটি রাসূল (স) এর কাছে পৌছালে তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মদীনার এমন কোন রাস্তা বা গলি নেই, যেখানে তোমাদের প্রত্যাগমন পর্যন্ত দুজন ফেরেশতা তাকে পাহারা দিচ্ছেন না। তারপর রাসূল (স) রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমরা রওয়ানা হলাম এবং মদীনায় এসে পৌছালাম। সেই সত্তার কসম করে বলছি, যার নামে কসম করা হয়, আমরা মদীনার প্রবেশ করে তখনও আমাদের হওদা খুলে মাল-সামান নামিয়ে রাখিনি, এমন সময় হঠাৎ আবদুল্লাহ ইবনে গাতফানের বংশধরগণ আতর্কিত আমাদের উপর আক্রমণ করে বসল। অথচ আমাদের প্রত্যাবর্তনের আগে কিছুই তাদেরকে আক্রমণের জন্য উস্কানি দেয়নি। (অর্থাৎ, আমাদের মদীনা পৌছানোর আগে আঘাতের জন্যে তাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু আমাদের পৌছানো মাত্রই তারা আঘাত করে বসল।) -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর দোয়ায় বৃষ্টি নামল

হাদীস : ৫৫২৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সময় একবার লোকেরা দুর্ভিক্ষ কবলিত হল। এমতাবস্থায় একদা রাসূল (স) জুমআর দিন খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (বৃষ্টির অভাবে) ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজন অনাহারে থাকছে। তাই আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তখনই তিনি (দোয়ার জন্য) দু হাত ওঠালেন, অথচ সেই সময় আকাশে কোন মেঘের টুকরা আমরা দেখতে পাইনি। ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তিনি এখনও হাত নামাননি, হঠাৎ পাহাড়ের মত মেঘমালা ছুটে এল। তারপর তিনি তখনও মিম্বর থেকে নামেন নি, আমি দেখতে পেলাম- তাঁর দাড়ির উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়া শুরু হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন, তার পরের দিন, তার পরবর্তী দিন, এমন কি পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত একনাগাড়ে আমাদের ওপর বর্ষণ হতে থাকল। তার উক্ত বেদুইন কিংবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরগুলো ভেঙ্গে পড়ছে, মাল-সম্পদসমূহ ডুবে গিয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন (যেন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়)। তখন তিনি হস্তদ্বয় ওঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়; বরং আমাদের পাশের এলাকায় বর্ষণ করুন। এ বলে তিনি হাত দ্বারা আকাশের যে দিকে ইশারা করলেন সঙ্গে সঙ্গেই সে দিকের মেঘ কেটে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সারা মদীনা কুণ্ডলীর মত একটি মেঘ-শূন্য স্থানে পরিণত হল। আর উপত্যকার নালাসমূহ একাধারে এক মাস যাবত প্রবাহিত থাকল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন যেদিক থেকে যে লোকই আসত, সে এই অত্যাধিক বৃষ্টি বর্ষণের কথাই আলোচনা করত। অপর এক বর্ণনায় আছে-আল্লাহর রাসূল তখন দোয়া করতে করতে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়; বরং আমাদের আশেপাশে। হে আল্লাহ! টিলার ওপরে, পাহাড়ের গায়ে, উপত্যকা এলাকায় এবং বৃক্ষের পাদদেশে বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা রোদের মধ্যে (মসজিদ হতে) ফিরে গেলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

খেজুর কাণ্ড কেঁদে ওঠল

হাদীস : ৫৫২৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) জুমুআর খুৎবা দেয়ার সময় মসজিদের খুঁটিসমূহের মধ্যে খেজুর গাছের একটি কাণ্ডের সঙ্গে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। অতপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর বানান হল, তখন তিনি তাতে (খুৎবার জন্য) দাঁড়ালেন। সেই সময় উক্ত কাণ্ডটি-যার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ চিৎকার করে ওঠল। এমন কি (শোকে ও দুঃখে) তা টুকরা টুকরা হওয়ার উপক্রম হল। তখন রাসূল (স) মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং খেজুর গাছটিকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। গাছটি তখন ঐ শিশুর মত কাঁদতে লাগল, যেই শিশুকে (আদর-সোহাগ করে) চুপ করান হয়। অবশেষে তা স্থির হল। অতপর রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর গুণাগুণ ও প্রশাংসা যা কিছু তা শুনত, এখন শুনতে না পেয়ে তা কান্না জুড়ে দিয়েছিল। -(বোখারী)

রাসূলের বদদোয়ায় ডান হাত ধ্বংস হল

হাদীস : ৫৫২৮ ॥ হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স) এর সামনে বাম হাতে খাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। তিনি বলেন, (আল্লাহ করুন) ডান হাতে খাওয়ার সাধ্য তোমার না হোক। আসলে সে অহংকারবশত ডান হাতে খাওয়া থেকে বিরত থেকেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (স)-এর সে অভিশাপ বাক্যে সে আর কোনদিনই তার ডান হাত নিজের মুখের কাছে নিতে পারে নি। -(মুসলিম)

সমুদ্র-স্রোতের মত দ্রুতগামী ঘোড়া

হাদীস : ৫৫২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার মদীনাবাসী (শত্রুর আক্রমণের আশংকায়) ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তখন রাসূল (স) আবু তালহা (রা)-এর একটি অতি ধীরগতি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন (এবং মদীনার পাশের এলাকা পরিদর্শন করে) ফিরে এসে বললেন, তোমাদের এ ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্র-স্রোতের মত দ্রুতগামী পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে কোন ঘোড়াই আর এর সাথে চলতে পারত না। অপর এক বর্ণনায় আছে- সেই দিনের পর থেকে আর কোন ঘোড়াই এর আগে যেতে পারত না। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর হাতে ঋণ পরিশোধ

হাদীস : ৫৫৩০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমার পিতা তাঁর ওপর ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁর পাওনাদারদেরকে ঋণের বদলে খেজুর নিতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তারা এটা (তাদের পাওনা থেকে কম হবে বলে মনে করে) নিতে অস্বীকার করল। তখন আমি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললাম, আপনি ভালভাবে জানেন যে, আমার পিতা (আবদুল্লাহ) হুদের দিন শহীদ হয়েছেন এবং বহু ঋণ রেখে গেছেন। সুতরাং আমার একান্ত বাসনা, সেসব পাওনাদার আপনাকে উপস্থিত দেখুক। (অর্থাৎ, আপনাকে আমার কাছে উপস্থিত দেখলে তারা নিশ্চয় আমার সঙ্গে কিছুটা সহনশীলতা প্রদর্শন করবে।) তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি যাও এবং প্রত্যেক রকমের খেজুর পেড়ে পৃথক পৃথকভাবে স্তূপীকৃত কর। সুতরাং আমি তাই করলাম। তারপর তাঁকে ডেকে আনলাম। পাওনাদারগণ যখন রাসূল (স)-কে দেখতে পেল, তখন তারা,আমার ওপর আরও অধিক ক্ষেপে গেল এবং সেই মুহূর্তের ঋণ পরিশোধ করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করল। তাদের এ আচরণ দেখে রাসূল (স) স্তূপীকৃত খেজুরের চার দিকে তিন বার চক্কর দিলেন। পরে স্তূপের ওপর বসে বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক। এর পর রাসূল (স) নিজ হাতে তাদেরকে মেপে মেপে দিতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার পিতার পুরো ঋণ পরিশোধ করিয়ে দিলেন। জাবির বলেন, অথচ আমি এর ওপর সন্তুষ্ট ছিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা যেন আমার পিতার দায়িত্ব পরিশোধ করিয়ে দেন এবং আমি আমার বোনদের জন্যে একটি খেজুরও ফিরিয়ে না আনি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সকল স্তূপকেই পূর্বাবস্থায় রাখলেন। এমনকি আমি তাকিয়ে দেখলাম, সেই স্তূপের উপর রাসূল (স) বসেছিলাম, এর থেকে একটি খেজুরও কমে নি। -বোখারী

পাত্র নিংড়ে ফেলাতে বরকত চলে গেল

হাদীস : ৫৫৩১ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, উম্মে মালিক হাদিয়া হিসেবে রাসূল (স) এর খেদমতে তার একটি চামড়ার পাত্রে ঘি পাঠাতেন। পরে তার সন্তানেরা এসে (রুটি খাওয়ার জন্যে) তরকারি চাইলে যখন তাদের কাছে কিছুই থাকত না, তখন উম্মে মালিক ঐ পাত্রটি নিতেন, যেটির দ্বারা তিনি রাসূল (স) এর জন্য হাদিয়া পাঠাতেন এবং তাতে ঘি পেয়ে যেতেন। এমনকি তখন হতে সর্বদা উম্মে মালেকের ঘরে সেই ঘি তরকারি হিসেবে ব্যবহৃত হত। একদা উম্মে মালিক ঘি-এর এ পাত্রটি নিংড়ে নিলেন। (ফলে সেদিন থেকে তার বরকত শেষ হয়ে গেল।) অতপর উম্মে মালিক রাসূল (স) খেদমতে এসে তা জানালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উক্ত পাত্রটি নিংড়ে ফেলেছিলে? উম্মে মালিক বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি (না নিংড়াইয়ে) পাত্রটি স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে রেখে দিতে, তা হলে সব সময় তাতে ঘি মওজুদ থাকত। -(মুসলিম)

সামান্য খানা আশিজন খেলেন তবুও রয়ে গেল

হাদীস : ৫৫৩২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইম (র)-কে বললেন, আমি রাসূল (স)-এর কণ্ঠস্বর খুব দুর্বল শুনতে পেলাম, এতে আমি অনুভব করলাম, তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে (খাওয়ার) কিছু আছে কি? উম্মে সুলাইম বললেন, হ্যাঁ; আছে। এই বলে তিনি কিছু যবের রুটি বের করলেন। অতপর ওড়নাটি বের করে তার একাংশ দিয়ে রুটিগুলো বেঁধে গোপনে আমার হাতে দিলেন এবং ওড়নার অপরাংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রাসূল (স)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। (আনাস বলেন,) আমি গিয়ে রাসূল (স) কে মসজিদে পেলাম। (খন্দকের যুদ্ধের সময় সেখানে নামাযের জন্য সাময়িকভাবে যে জায়গা নির্ধারণ করেছিলেন, মসজিদ মানে উক্ত স্থান।) তাঁর সঙ্গে আরও কিছু লোক ছিল। আমি সালাম দিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালাম। তখন রাসূল (স) আমাকে

জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, খাদ্য নিয়ে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবী যাঁরা সেখানে ছিলেন, সকলকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা ওঠ এবং চল! (এই বলে সকল লোকজনসহ) তিনি ওয়ানা হলেন আর আমিও তাঁদের সামনে সামনে (আবু তালহার বাড়ির দিকে) চলতে লাগলাম এবং আবু তালহার কাছে এসে তাঁকে [রাসূল (স)-এর আগমনী বার্তা] জানালাম। তখন আবু তালহা (স্ত্রীকে) বললেন, হে উম্মে সুলাইম! রাসূল (স) লোকজনসহ তাশরীফ এনেছেন। অথচ আমাদের কাছে এই পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী নেই যা আমরা তাঁদের সকলকে খেতে দিতে পারি। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সবকিছু) ভাল জানেন। তারপর আবু তালহা গিয়ে রাসূল (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রাসূল (স) ঘরের দিকে এগিয়ে এলেন এবং আবু তালহাও সঙ্গে ছিলেন। তারপর রাসূল (স) বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যা কিছু আছে আমার কাছে নিয়ে এস। তখন তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। এরপর রাসূল (স) এর নির্দেশে রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হল। আর উম্মে সুলাইম ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি বের করে তাকে তরকারি হিসেবে পেশ করলেন। তারপর রাসূল (স) আল্লাহর ইচ্ছে অনুসারে কিছু পড়লেন। তারপর বললেন, দশজনকে আসতে বল। তাঁদেরকে আসতে বলা হল। তাঁরা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বাইরে গেলেন। তারপর বললেন, আরও দশজনকে আসতে বল, পর আরও দশজন, এভাবে সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খানা খেলেন। তাঁদের সংখ্যা সত্তর অথবা আশিজন ছিল। –(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে– রাসূল (স) বললেন, দশজনকে আসবার জন্য অনুমতি দাও। তাঁরা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহ পড়ে খাও। তাঁরা খেলেন এবং এভাবে (দশ দশজন করে) আশিজন লোক খানা খেলেন। তারপর রাসূল (স) ও গৃহবাসীরা সকলে খেলেন এবং কিছু খানা অবশিষ্টও রয়ে গেল।

বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– তিনি বললেন, দশজনকে আমার কাছে উপস্থিত কর। এভাবে (দশ দশজন করে) চল্লিশজনকে গণনা করলেন। তারপর রাসূল (স) নিজে খেলেন। আনাস বলেন,আমি দেখতে লাগলাম, খাদ্যের মধ্যে কিছু হ্রাসহয়েছে কিনা?

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে-সকলের খাওয়ার শেষে রাসূল (স) অবশিষ্ট খানাগুলো একত্রিত করলেন, তারপর তাতে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তখন তা ঐ পরিমাণ হয়ে গেল যেই পরিমাণ আগে ছিল। তারপর তিনি বললেন, নাও, এটা তোমাদের জন্যে।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানির ফোয়ারা বয়ে গেল

হাদীস : ৫৫৩৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) কাছে একটি (পানির) পাত্র আনা হল। তখন তিনি (মদীনার) "যাওরা" নামক স্থানে ছিলেন। অনন্তর তিনি ঐ পাত্রের মধ্যে হাত রাখলেন, তখন তাঁর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগল। তখন লোকেরা ঐ পানি দ্বারা ওযু করল। কাতাদাহ বলেন, আমি হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, তিনশতজন অথবা তিনশতজনের কাছাকাছি। –(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআনের আয়াত বড়ই বরকতপূর্ণ

হাদীস : ৫৫৩৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, (সাহাবিরা) অলৌকিক ঘটনাবলীকে (কিংবা কুরআনের আয়তসমূহকে) বরকতের ব্যাপার বলে মনে করতাম। কিন্তু তোমরা (অর্থাৎ, সাহাবীদের পরবর্তী লোকেরা) ঐগুলোকে কেবলমাত্র (কাফেরদের জন্য) ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার বলে ধারণা করে থাক। একদা আমরা রাসূল (স) এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ পানির অভাব দেখা দিল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কোথাও থেকে কিছু উদ্বৃত্ত পানির সন্ধান কর। তখন তারা সামান্য পানি সমেত একটি পাত্র নিয়ে আসল। তখন তিনি নিজের হাতখানি পাত্রটির মধ্যে ঢুকালেন, তারপর বললেন, বরকতপূর্ণ পবিত্র পানি নিতে এগিয়ে এস। আর এই বরকত আল্লাহর পক্ষ হতে। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ বলেন, নিশ্চয়ই আমি দেখেছি, রাসূল (স) আঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে ফোয়ারার মত পানি বের হচ্ছে আর অবশ্য আমরা খাদ্য গ্রহণ করার সময় (কখনও কখনও) খাদ্যের তাসবীহ পাঠ শুনতে পেতাম। –(বোখারী)

রাসূল (স)-এর আর এক মোজেজা

হাদীস : ৫৫৩৫ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, তোমরা আজ সন্ধ্যা এবং রাতে (লাগাতার) চলতে থাকবে। আর আল্লাহ চান তো আগামীকাল পানির কাছে পৌঁছিয়ে যাবে। তার' ' লাকেরা এমনভাবে চলতে থাকল যে, কেউ কারো প্রতি ফিরে চাইতো না। (অর্থাৎ, সকলে তাড়াতাড়ি এমনভাবে পথ চলতে থাকল যে, কেউ কারো প্রতি ফিরে চাইত না। (অর্থাৎ, সকলে তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগল।) আবু কাতাদাহ বলেন, রাসূল (স) সন্ধ্যারাত থেকে চলতে চলতে রাত যখন মধ্যাহ্নে পৌছল, তখন তিনি রাস্তা

থেকে একদিকে সরে পড়লেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা (ফজর) নামাযের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। (এরপর সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং) সকলের আগে সর্ব প্রথম রাসূল (স) জাগ্রত হলেন, অথচ তখন সূর্যের তাপ এসে তাঁর পিঠে পড়ছিল। তারপর তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ সওয়ারিতে আরোহণ কর। সুতরাং আমরা আরোহণ করলাম এবং সূর্য খুব ওপরে ওঠা পর্যন্ত সফর করে তিনি এক জায়গায় নামলেন। তারপর তিনি ওযুর জন্য পানির পাত্র চাইলেন, যা আমার সাথে ছিল। তাতে পানিও ছিল খুব সামান্য পরিমাণ। তিনি তা থেকে একান্ত হালকাভাবে ওযু করলেন।

আবু কাতাদাহ বলেন, তাঁর ওযুর পরও পাত্রে সামান্য পরিমাণ পানি অবশিষ্ট রয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, তোমার পাত্রের পানিগুলো আমাদের জন্য ভালভাবে সংরক্ষণ করে রাখ। কেননা, অচিরেই এটি থেকে একটি বড় ধরনের ঘটনা প্রকাশ পাবে। তারপর হযরত বেলাল নামাযের জন্য আযান দিলেন। রাসূল (স) দু রাকআত (সুন্নত) আদায় করলেন, তারপর ফজরের (ফরয) নামায আদায় করলেন এবং নিজেও সওয়ারিতে আরোহণ করলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। অবশেষে সূর্য যখন অনেক ওপরে ওঠল এবং প্রতিটি জিনিস সূর্যের প্রচণ্ড তাপে অত্যধিক গরম হয়ে গেল, তখন আমরা ঐ কাফেলার লোকদের কাছে এসে পৌছালাম। (যারা আমাদের আগেই রওয়ানা হয়ে এসেছে)। তারা বলে ওঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রচণ্ড গরমে এবং পিপাসার তাড়নায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমাদের উপর ধ্বংস আসবে না। এই বলে তিনি পানির পাত্রটি আনলেন এবং পানি ঢালতে লাগলেন, আর আবু কাতাদাহর লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। লোকেরা যখন পাত্রে পানি দেখতে পেল, তখন তারা আর দেরি না করে একসাথে সকলে পানির জন্যে ভিড় জমিয়ে ফেলল। তাদের অবস্থা দেখে রাসূল (স) বললেন, তোমরা উত্তম ব্যবহার কর। (অর্থাৎ, ভিড় জমিয়ে একে অন্যকে কষ্ট দিও না)। তোমরা সকলেই এ পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে। আবু কাতাদাহ বলেন, তারা অনুরূপ করল। (অর্থাৎ, সুশৃঙ্খল হয়ে গেল।) রাসূল (স) পানি ঢালতে রইলেন, আর আমি পান করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ও রাসূল (স) ছাড়া পানি পান করা থেকে কেউই বাকী রইল না। তারপর তিনি পানি ঢেলে আমাকে বললেন, এবার তুমি পান কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পান না করা পর্যন্ত আমি পান করব না। তখন রাসূল (স) বললেন, লোকদেরকে যে পানীয় পান করায়, সে হয় সর্বশেষে। আবু কাতাদাহ বলেন, সুতরাং আমি পান করলাম। পরে তিনি পান করলেন। আবু কাতাদাহ বলেন, তারপর লোকেরা তৃপ্তি সহকারে আরামের সাথে পানির স্থানে এসে পৌছাল। -(মুসলিম)

সবাই তৃপ্তিসহকারে খেল

হাদীস : ৫৫৩৬ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, তবুকের যুদ্ধের সময় যখন লোকজন ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, তখন ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকজনের কাছে এখন যেই পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট আছে, সেগুলো এনে নিন এবং তার ওপর আল্লাহর কাছে বরকতের জন্য দোয়া করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই করা হবে। তখন তিনি একখানা চামড়ার দস্তরখানা আনালেন এবং তা বিছান হল। অতপর তিনি তাদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যগুলো আনতে বললেন। এতে কোন ব্যক্তি আনল এক মুষ্টি বুট, আর কেউ আনল এক মুষ্টি খেজুর, আর কেউ আনল কিছু রুটির টুকরা। অবশেষে সবকিছু মিলিয়ে দস্তরখানের উপর সামান্য পরিমাণ বস্তুই একত্রিত হল। তখন রাসূলাল্লাহ (স) তার মধ্যে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের (যার যা খুশি) নিজ নিজ পাত্রগুলোতে নিয়ে নাও। সুতরাং তারা আপন আপন পাত্রগুলোতে নিতে লাগল। এমন কি সেনাদলের মধ্যে এমন কোন পাত্র রইল না যা তারা ভর্তি করে নিল না। আবু হোরায়রা বলেন, লোকেরা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খেল এবং কিছু খাদ্য অতিরিক্তও রয়ে গেল। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল। আর যে ব্যক্তি এ দুটি কথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে, (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে) কোন কিছুই তাকে বেহেশতে প্রবেশ থেকে বাধা দিতে পারবে না। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর দাওয়াতে বহু লোক খেলেন

হাদীস : ৫৫৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) বিবি যয়নবের বিবাহে বর ছিলেন; তখন আমার মা উম্মে সুলাইম (কিছু হাদিয়া পাঠাবার ইচ্ছে করলেন, সুতরাং তিনি) কিছু খেজুর, মাখন এবং পনীরের সংমিশ্রণে হাইসা প্রস্তুত করলেন। তারপর তাকে তিনি একটি পাত্রে রেখে বললেন, হে আনাস! এটি রাসূল (স) এর খেদমতে নিয়ে যাও এবং বলিও, এগুলো আমার মা আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন এবং তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আর তিনি এটিও বলেছেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য অতি সামান্য হাদিয়া! আনাস বলেন, আমি তা নিয়ে গেলাম এবং আমার মা যা কিছু বলার জন্য আমাকে আদেশ করেছিলেন, আমি তাও বললাম। তখন রাসূল (স) আমাকে বললেন, এগুলো রাখ। অতপর আমাকে কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে বললেন, যাও এবং অমুক, অমুক ও অমুককে আর এটি ছাড়াও যার সাথে তোমার দেখা হবে তাদেরকেও দাওয়াত দেবে। সুতরাং তিনি যাদের নাম উল্লেখ

করেছেন তাদেরকে এবং আমার সাথে যার যার দেখা হয়েছে তাকে দাওয়াত দিলাম। অতপর আমি ফিরে এসে দেখলাম, ঘরভর্তি লোকজন। হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল; সেখানে আপনাদের সংখ্যা কতজন ছিল? তিনি বললেন, প্রায় তিনশত। আমি দেখতে পেলাম, রাসূল (স) "হাইসার" পাত্রের মধ্যে নিজের হাত রাখলেন এবং আল্লাহর যা ইচ্ছে তা পাঠ করলেন। তারপর দশ দশজনের দলকে তা থেকে খাবার জন্য ডাকতে থাকলেন। আর তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখ থেকে খাওয়া শুরু কর। আনাস বললেন, তারা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। একদল খেয়ে বের হতেন এবং আরেক দল প্রবেশ করতেন, এভাবে সকল লোকই খানা খেলেন। অতপর রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে আনাস! পাত্রটি ওঠাও। তখন আমি পাত্রটি ওঠালাম, কিন্তু আমি সঠিকভাবে বলতে পারছি না, যখন আমি পাত্রটি রেখেছিলাম, তখন পাত্রটিতে "মালীদা" বেশি ছিল নাকি এখন, যখন আমি তাকে ওঠালাম।-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে ঘোড়া খুব বেশি শক্তি পেল

হাদীস : ৫৫৩৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একবার আমি কোন এক যুদ্ধে রাসূল (স) সঙ্গে শরীক ছিলাম। আর আমি এমন একটি উটের ওপর সওয়ার ছিলাম যা সেচের পানি বহন করতে করতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চলবার শক্তি ছিল না। পিছন থেকে রাসূল (স) এসে আমার সাথে মিলিত হলেন এবং বললেন, তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম; সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাসূল (স) উটটির পিছনে গেলেন এবং তাকে ধমক দিয়ে তার জন্য দোয়া করলেন। এরপর তা সর্বদা অন্যান্য উটের আগে আগেই চলতে লাগল। পরে আবার রাসূল (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উটের খবর কি? আমি বললাম, আপনার দোয়ার বরকতে এখন খুব ভাল। তিনি বললেন, তুমি কি এটি এক উকিয়ার বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করবে? তখন আমি এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, মদীনা পৌছানো পর্যন্ত আমি তার পিঠে সওয়ার হব। তারপর রাসূল (স) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি প্রাতঃকালে উটটি নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হলে তিনি আমাকে উটের মূল্য প্রদান করলেন এবং উটটিও আমাকে ফেরত দিয়ে দিলেন।
-(বোখারী ও মুসলিম)

তাবুকের পথে

হাদীস : ৫৫৩৯ ॥ হযরত আবু হুমাইদী সায়েদী (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে তবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তারপর আমরা "ওয়াদিউল কোরা" নামক স্থানে এক মহিলার বাগানে উপস্থিত হলে রাসূল (স) বললেন, তোমরা (বাগানের খেজুরের) পরিমাণ অনুমান কর। সুতরাং আমরা (নিজ নিজ ধারণা অনুসারে) অনুমান করলাম এবং রাসূল (স) বাগানের ফল দশ ওসক হবে বলে অনুমান করলেন। এরপর তিনি উক্ত মহিলাকে বললেন, এ বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয়, ভালভাবে তার হিসেব রেখ, যতক্ষণ না আমরা তোমার কাছে ফিরে আসি ইনশাআল্লাহ। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম, অবশেষে তাবুকে এসে উপস্থিত হলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, সাবধান! আজ রাতে প্রচণ্ড ঝড় হবে। অতএব, তোমাদের কেউই যেন দাঁড়িয়ে না থাকে। আর যার সঙ্গে উট রয়েছে, সে যেন তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখে। রাতে প্রচণ্ড ঝড় বইল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে উড়িয়ে 'ত্বঈ' পাহাড়ে নিয়ে নিক্ষেপ করল। তারপর আমরা ফেরার পথে ওয়াদিউল কোরায় এসে পৌছলাম। তখন রাসূল (স) উক্ত মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয়েছে? সে বলল, "দশ ওসক।" -(বোখারী ও মুসলিম)

মিসর জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৫৫৪০ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা নিশ্চয় মিসর জয় করবে তা এমন একটি দেশ, যেখানে কীরাত (আঞ্চলিক মুদ্রার নাম) ব্যবহার হয়ে থাকে। তোমরা যখন তা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদের সাথে সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তার অথবা বলেছেন- সৌহার্দ্য ও শ্বশুরাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আর যখন দেখবে, দু বক্তি একটি ইটের জায়গা নিয়ে পরস্পর বিবাদ করছে, তখন তুমি সে স্থান থেকে সরে পড়বে। আবু যর বলেন, অতপর আমি আবদুর রহমান ইবনে শোরাহবিল ইবনে হাসান ও তার ভাই রবীআকে একটি ইটের জায়গা নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখতে পাই, তখন আমি তথা হতে বের হয়ে এসে পড়ি। -(মুসলিম)

মুনাফেক বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না

হাদীস : ৫৫৪১ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) বলেছেন, আমার সাহাবিদের মধ্যে অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আমার উম্মতের মাঝে এমন বারজন মুনাফেক রয়েছে, যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও তারা পাবে না, যে পর্যন্ত সূচের ছিদ্রের মধ্যে উট প্রবেশ করে। তাদের আটজনকে পেটের ফোঁড়া ধ্বংস করবে। তা আগুনের একটি শিখা, যা তাদের ঘাড়ের মধ্যে সৃষ্টি হবে। এমনকি তাদের বুক বিদ্ধ করে বের হবে।-(মুসলিম)

(গ্রন্থকার বলেন) হযরত সাহল ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস মানাকেবে আলী এবং হযরত জাবির কর্তৃক বর্ণিত হাদীস জামেউল মানাকেব অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশাল্লাহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুহাইরা পাদ্রী নবীকে চিনে নিলেন

হাদীস : ৫৫৪২ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, একবার [রাসূল (স)-এর চাচা] আবু তালিব সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন; আর রাসূল (স) কোরাইশ নেতৃবর্গের মধ্যে তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা (বুহাইরা) পাদ্রীর কাছে পৌছে সেখানে যাত্রাবিরতি করলেন, তখন নিজেদের সওয়ারী থেকে হাওদা ইত্যাদি সামানপত্র খুললেন। এমন সময় পাদ্রী তাদের কাছে এল। কোরাইশের কাফেলা ইতিপূর্বে বহুবার এ পথে গমনাগমন করেছে, অথচ পাদ্রী কখনও তাদের কাছে আসে নি। বর্ণনাকারী বলেন, কাফেলার লোকেরা নিজেদের হাওদা ইত্যাদি খুলছে, এমন সময় পাদ্রী তাদের মাঝে প্রবেশ করল। অবশেষে সে রাসূল (স)-এর কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বলল, ইনিতো সারা দুনিয়ার নেতা, ইনিই রাব্বুল আলামীনের রাসূল, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিশ্বাবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করবেন। তখন কোরাইশ নেতাদের কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তা কিরূপে জান? পাদ্রী বলল, যখন তোমরা পাহাড়ের পেছন থেকে বের হয়ে সামনে এসেছ, তখন থেকে এমন কোন বৃক্ষ ও পাথর বাকী ছিল না, যা তাঁকে সিজদা করেনি। বস্তুত এ দু জিনিস কেবলমাত্র নবীকেই সিজদা করে। আর আমি তাঁকে মহরে নবুওত দ্বারা চিনতে পেরেছি, যা তাঁর কাঁধের গোড়ায় নিম্নদিকে আপেলের মত রয়েছে। তারপর পাদ্রী ফিরে এল এবং কাফেলার লোকদের জন্য খানা তৈরি করল। যখন সে খানা নিয়ে তাদের কাছে এল, তখন দেখল যে, রাসূল (স) বলেছেন, কাফেলার লোকদের উটগুলো চরাচ্ছেন। তখন পাদ্রী তাদেরকে বলল, তাঁকে ডেকে আন। তিনি এমন অবস্থায় এলেন, দেখা গেল- এক খণ্ড মেঘ তাঁর ওপর ছায়া করে রয়েছে। আর যখন তিনি কাফেলার লোকদের কাছে এলেন, তখন দেখলেন, লোকেরা আগে থেকেই ছায়াবন স্থানগুলো দখল করে ফেলেছে। কিন্তু যখন তিনি বসলেন, তখন বৃক্ষের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল। (এ অবস্থা দেখে) পাদ্রী কাফেলার লোকদেরকে বলল, তোমরা তাকিয়ে দেখ, গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। (এসব অলৌকিক ঘটনা দেখে) পাদ্রী বলে ওঠল, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, বল! তোমাদের মধ্যে তাঁর অভিভাবক কে? লোকে বলল, আবু তালিব। তারপর পাদ্রী (তাঁকে ফেরত পাঠানোর জন্য) অনেকক্ষণ ধরে আবু তালিবকে আল্লাহর কসম দিয়ে অনুরোধ করতে থাকে। অবশেষে আবু তালিব তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন আর তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) ও বেলালকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। এ দিকে পথে খাওয়ার জন্য পাদ্রী তাঁর সাথে কিছু কেক ও যয়তুনের তেল দিল। -(তিরমিযী)

রাসূল (স)-কে সালাম

হাদীস : ৫৫৪৩ ॥ হযরত আলী ইবনে তালিব (রা) বলেন, আমি মক্কায় রাসূল (স)-এর সঙ্গেই ছিলাম। একদা আমরা মক্কার পাশের কোন অঞ্চলের দিকে বের হই, তখন যেই কোন পাহাড় ও গাছ-গাছালি তাঁর সামনে পড়ে যায়, তখন তা (তাঁকে) 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে। -(তিরমিযী ও দারেমী)

পৃষ্ঠা-১২৪৬

বোরাক ঘর্মাক্ত হয়ে গেল

হাদীস : ৫৫৪৪ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, মে'রাজের রাত্রে রাসূল (স) এর কাছে জিন-পোষও লাগামে সজ্জিত বোরাক আনা হল। তিনি এতে আরোহণ করতে চাইতে এটা লাফালাফি করতে লাগল। তখন জিবরাঈল বোরাকটিকে বললেন, তুমি কি মুহম্মদ (স)-এর সাথে এরূপ করছ? আরে! আল্লাহর কাছে ইনি অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন ব্যক্তি এ যাবত তোমার ওপর আরোহণ করে নি। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা শুনে বোরাক (লজ্জায়) ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

বোরাক বাঁধা হল

হাদীস : ৫৫৪৫ ॥ হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, (মে'রাজের রাতে) যখন আমরা বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছালাম, তখন হযরত জিবরাইল আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন, এতে পাথরটির মধ্যে ছিদ্র হয়ে গেল, অতপর বোরাকটিকে এর মধ্যে বেঁধে রাখলেন। -(তিরমিযী)

রাসূল (স)-এর তিন অলৌকিক বস্তু

হাদীস : ৫৫৪৬ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে মুররা সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) থেকে তিনটি (অলৌকিক) জিনিস দেখেছি। (এক) একবার আমরা তাঁর সঙ্গে সফরে বের হলাম। চলার পথে আমরা এমন একটি উটের কাছ দিয়ে গমন করছিলাম, যার দ্বারা পানি বহন করার কাজ নেয়া হয়। উটটি যখন রাসূল (স)-কে দেখল, তখন সে ঝিরঝির আওয়াজ করে নিজের গর্দানটি মাটিতে রাখল। রাসূল (স) সেখানে থেমে গেলেন এবং বললেন, এই উটটির মালিক কোথায়? সে তাঁর কাছে এল। তিনি তাকে বললেন, তোমার এই উটটি আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। সে বলল, বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এটা আপনাকে দান করলাম! বস্তুত এটা এমন এক পরিবারের লোকদের উট;

যাদের কাছে এটা ছাড়া রুযী রোযগারের আর কিছু নেই। তারপর তিনি বললেন, অবস্থা যখন এরূপই, যা তুমি বলেছ। তবে শোন! এটা আমার কাছে এ অভিযোগ করেছে যে, এর দ্বারা অধিক কাজ নেয়া হয় এবং তাকে খাদ্য কম দেয়া হয়। সুতরাং তোমরা এর সাথে সদাচরণ করবে। (দুই) তারপর আমরা সামনের দিকে রওয়ানা হলাম। অবশেষে এক জায়গায় এসে আমরা অবস্থান করলাম এবং রাসূল (স) সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন একটি বৃক্ষ যমিন ফেড়ে এসে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর গাছটি তার পূর্বের স্থানে চলে গেল। রাসূল (স) ঘুম থেকে জেগে ওঠলে আমি তাঁকে এই ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, এই গাছটি আল্লাহর রাসূল (স)-কে সালাম করবার জন্য নিজের রব্বের কাছে অনুমতি চেয়েছিল। সুতরাং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। (তিন) বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা সেখান থেকে সামনের দিকে রওয়ানা হলাম এবং একটি জলাশয়ের কাছে পৌছলাম তখন একজন মহিলা রাসূল (স)-এর কাছে তার এমন একটি ছেলেকে নিয়ে এল, যার মধ্যে জিনের আসর ছিল। তখন রাসূল (স) ছেলেটিকে নাকে ধরে বললেন, "তুমি বের হও, আমি আল্লাহর রাসূল (স)" বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা আরও সামনের দিকে সফর করলাম। ফেরার পথে যখন আমরা উক্ত জলাশয়ের কাছে এলাম, তখন রাসূল (স) ঐ ছেলেটির মাকে তার ছেলেটির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনারা চলে যাওয়ার পর থেকে ছেলেটির মধ্যে অপ্রীতিকর আর কিছু দেখতে পাইনি। −(শরহে সুন্নাহ্)

রাসূল (স)-এর দোয়ায় জিন পালাল

হাদীস : ৫৫৪৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা একজন মহিলা তার একটি ছেলে নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এ ছেলেকে জিনে পেয়েছে। ফলে সকাল-সন্ধ্যা এটা তাকে আক্রমণ করে। তখন রাসূল (স) ছেলেটির বুকের ওপর হাত ফিরিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন। এতে ছেলেটির জোর বমি হল, তখন তার পেটের ভিতর থেকে কাল একটি কুকুর ছানার মত বের হয়ে দৌড়ে চলে গেল। −(দারেমী)

পৃষ্ঠা – ১১৪৪

জিব্রাঈলের মোজেজা

হাদীস : ৫৫৪৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) মক্কার কাফেরদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে এক জায়গায় বসেছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাইল (আ) তার কাছে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি আপনাকে একটি মুজেযা দেখাব? তিনি বললেন, হাঁ, দেখান। তখন জিবরাইল ঐ বৃক্ষটির প্রতি তাকালেন যা রাসূল (স)-এর পেছনে ছিল। জিবরাঈল রাসূল (স)-কে বললেন, আপনি ঐ বৃক্ষটিকে ডাক দিন। তিনি একে ডাকলেন। তখন বৃক্ষটি এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তারপর জিবরাঈল বললেন, এবার একে নিজের স্থানে চলে যেতে বলুন। তখন তিনি একে আগের স্থানে যেতে নির্দেশ করলে এটা সেখানে চলে গেল। এটা দেখায় রাসূল (স) বললেন, আমার (মানসিক প্রশান্তির) জন্য এটা যথেষ্ট, এটা যথেষ্ট। −(দারেমী)

গাছ সাক্ষ্য দিল তিনি নবী

হাদীস : ৫৫৪৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন আসে। যখন সে কাছে এল, তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, তুমি কি এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, এক আল্লাহ্ লা শরীক ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, আর মুহম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল? বেদুঈন বলল, তুমি যা বললে আর কেউ কি এর সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন, ঐ বাবলা গাছটিও এ কথাটির সাক্ষ্য দেবে। এ বলে রাসূল (স) গাছটিকে ডাকলেন। গাছটি ছিল উপত্যকার এক প্রান্তে। এটা যমিনকে চিরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তখন তিনি গাছটি থেকে তিনবার সাক্ষ্য চাইলেন। গাছটি অনুরূপভাবে তিনবার সাক্ষ্য প্রদান করল, যেরূপ রাসূল (স) বলেছিলেন। তারপর গাছটি নিজের স্থানে চলে গেল। −(দারেমী)

বেদুঈনের ইসলাম গ্রহণ

হাদীস : ৫৫৫০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমি কিভাবে বিশ্বাস করব যে, আপনি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, যদি আমি খেজুরের ঐ খোসা (কান্দি বা ছড়া)-কে ডাকি এবং সে সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহর রাসূল! (তবে তো বিশ্বাস করবে?) তখন রাসূল (স) একে ডাকলেন। এতে ঐ কান্দি খেজুরের গাছ থেকে নীচে নেমে এল এবং রাসূল (স)-এর সামনে এসে পড়ল। তারপর তিনি বললেন, ফিরে যা। তখন কান্দিটি ফিরে গেল। এটা দেখে বেদুঈন মুসলমান হয়ে গেল। −(তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ্)

বাঘ কথা বলল

হাদীস : ৫৫৫১ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, একদা একটি বাঘ বকরির রাখালের কাছে এসে (বকরির) পাল থেকে একটি বকরী ধরে নিয়ে গেল। এ দিকে রাখাল এর তালাশে বের হল, শেষ পর্যন্ত সে বাঘের কবল থেকে বকরিটিকে ছিনিয়ে নিল। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর বাঘটি একটি টিলার ওপর ওঠল এবং লেজ গুটিয়ে বলতে লাগল, আমি খাদ্যের তালাশে বের হয়েছিলাম, আর আল্লাহ্ তায়ালাও আমাকে রিযক দান করেছিলেন, তারপর (হে রাখাল!) তুমি

আমার কাছ থেকে এটা ছিনিয়ে নিয়েছ। এ কথা শুনে (রাখাল) লোকটি বলে ওঠল, আল্লাহর কসম! আজিকার মত এমন আশ্চর্যের ব্যাপার আর আমি কখনও দেখিনি। বাঘ (মানুষের মত) কথা বলছে। তখন বাঘটি বলে ওঠল! এটা অপেক্ষা অধিকতক আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এক ব্যক্তি দুটি পাথুরে মাঠের মাঝে খেজুর বাগানের মধ্যে অবস্থান করছেন। তিনি তোমাদেরকে অতীতে যা হয়ে গিয়েছে তা এবং পরবর্তীতে যা কিছু হবে এর সংবাদ দেয়। বর্ণনাকারী আবু হোরায়রা বলেন, উক্ত (রাখাল) লোকটি ছিল ইহুদী। সে রাসূল করীম (ক)-এর খেদমতে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করল। তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, লোকটি সত্য কথাই বলেছে। তারপর রাসূল (স)বললেন, এটা এবং এর মত আরও অন্যান্য বহু নির্দশন। কিয়ামতের আগে সংঘটিত হবে। তিনি আরও বলেছেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, এমন একদিন আসবে; কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হয়ে কোথায় যাবে এবং তার অনুপস্থিতে তার পরিবার (স্ত্রী) কি অপকর্ম করেছে, সে ফিরে আসতেই তার (পায়ের) জুতা ও (হাতের) লাঠি তাকে বলে দেবে।

–(শরহে সুন্নাহ্)

খাদ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার

হাদীস : ৫৫৫২ ॥ হযরত আবুল আলা হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমরা (সাহাবীগণ) রাসূল (স)-এর সঙ্গে বড় একটি পাত্রে পালাক্রমে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খানা খেতাম। অর্থাৎ, দশজন খানা খেয়ে উঠে যেত এবং দশজন খেতে বসত। (আবুল আলা বলেন,) আমরা হযরত সামুরাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে এ পাত্রে খাদ্য বৃদ্ধি পেত? সামুরা বললেন, কি কারণে তুমি এত বিস্ময় প্রকাশ করছ? তিনি হাত দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করে বললেন, সেই খাদ্য পাত্রে এখান হতেই বৃদ্ধি পেত। –(তিরমিযী ও দারেমী)

বদরে রাসূল (স)-এর দোয়া কবুল হল

হাদীস : ৫৫৫৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধে রাসূল (স) তিনশত পনর জনকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং এভাবে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এরা খালি পা, সুতরাং তাদেরকে সওয়ারী দান কর। হে আল্লাহ! এরা বস্ত্রবিহীন, এদেরকে পোশাক দান কর। হে আল্লাহ! এর ক্ষুধার্ত, এদেরকে পরিতৃপ্ত খাদ্য দান কর। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) বিজয়ী করলেন। ফলে তারা এমন অবস্থায় ফিরলেন যে, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একটি অথবা দুটি উট ছিল এবং তারা পোশাক পরিহিত এবং খাদ্য পরিতৃপ্ত।

–(আবু দাউদ)

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

হাদীস : ৫৫৫৪ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলছেন, তোমাদেরকে (আল্লাহর পক্ষ হতে) সাহায্য করা হবে। তোমরা (শত্রুদের) অনেক সম্পদ লাভ করবে এবং তোমাদের জন্য (বহু শহর ও দেশ) বিজিত হবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সে সময়টি পাবে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে। লোকদেরকে হেদায়েতের দিকে ডাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। –(আবু দাউদ)

ইহুদিনী রাসূল (স)-কে বিষ খাওয়াল

হাদীস : ৫৫৫৫ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, খায়বর এলাকার এক ইহুদী মহিলা একটি ভাজা বকরির মধ্যে বিষ মিশ্রিত করে রাসূল (স) খেদমতে হাদিয়া পেশ করল। তখন রাসূল (স) তার বাহু থেকে কিছু অংশ খেলেন এবং তাঁর কতিপয় সাহাবীও তাঁর সঙ্গে খেলেন। তারপর (গোশত মুখে তুলেই) রাসূল (স) সাহাবীদের বললেন, খাদ্য থেকে তোমরা হাত গুটিয়ে নাও এবং উক্ত মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন। (সে এলে) তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বকরির এই গোশতে বিষ মিশ্রিত করেছ? সে বলল, আপনাকে কে বলেছে? আমার হাতের এ বাহুর গোশতই বলেছে। তখন মহিলাটি বলল, হাঁ, আমি এতে বিষ মিশিয়েছি। আর এটা এই উদ্দেশ্যেই করেছি, যদি আপনি প্রকৃতই নবী হন, তা হলে তা (বিষ) আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি নবীই না হয়ে থাকেন, তা হলে তা দ্বারা আমরা শান্তি লাভ করব। তারপর রাসূল (স) তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে কোন রকমের সাজা দিলেন না। আর তাঁর ঐ সমস্ত সাহাবীরা মৃত্যুবরণ করলেন, যারা উক্ত বকরি থেকে খেয়েছিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) এবং উক্ত গোশতের কিয়দংশ খাওয়ার কারণে রাসূল (স) দুই কাঁধের মাঝখানে শিংগা লাগিয়েছিলেন। আনসারের বায়াযা গোত্রের আযাদকৃত গোলাম আবু হিন্দ শিং ও চাকু দ্বারা রাসূল (স)-এর কাঁধে শিংগা লাগিয়েছিল। –(আবু দাউ ও দারেমী)

হোনাইন মুসলমানদের পদনত হল

হাদীস : ৫৫৫৬ ॥ **হযরত** সাহল ইবনে হানযালিয়া (রা) বলেন, হোনাইনের যুদ্ধের দিন তারা রাসূল (স)-এর সাথে সফরে বের হলেন। সফরটি কিছুটা দীর্ঘ হল, এমন কি সন্ধ্যা এসে গেল। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুক অমুক পাহাড়ের ওপর উঠেছিলাম, তখন দেখতে পেলাম, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা

সর্বসাকুল্যে এসে পড়েছে। তাদের সঙ্গে মহিলাগণ, মাল-সম্পদ এবং সর্বপ্রকারের গবাদিপশুসমূহ রয়েছে; আর তারা সকলে হোনাইন এলাকায় সমবেত হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূল (স) মৃদু হাসলেন এবং বললেন, ইনশাআল্লাহ! আগামীকাল এই সব জিনিস মুসলমানদের গনীমতের মালে পরিণত হবে।

তারপর রাসূল (স) বললেন, আজ রাতে (তোমরা) কে আমাদের পাহারা দেবে? আনাস ইবনে আবু মারসাদ গানাভী (রা) বলেন, আমিই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা, আরোহণ কর। তখন তিনি তাঁর অশ্বের সওয়ার হলেন। তারপর রাসূল (স) বললেন, তুমি এই পাহাড়ী রাস্তায় অগ্রসর হও, এমন কি এ পাহাড়ের ওপর পৌঁছে যাও। (বর্ণনাকারী বলেন,) যখন ভোর হল, তখন রাসূল (স) নামাযের জন্য বের হলেন। দুই রাকআত সুন্নত পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের অশ্বারোহীর আভাস পেয়েছ কি? তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আভাস পাইনি। তারপর নামাযের জন্য একামত দেয়া হল, তখন রাসূল (স) নামায পড়াতে পড়াতে কানি চোখে সেই গিরপথের দিকে তাকাচ্ছিলেন। নামায শেষে করেই তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের অশ্বারোহী এসে পৌঁছেছে। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমরা বৃক্ষরাজির মাঝে পাহাড়ী পথে সেই দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি এসে রাসূল (স)-এর সামনে দাঁড়ালেন, অতপর বললেন, আমি রওয়ানা হয়ে ঐ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছিলাম, যেখানে ওঠার জন্য রাসূল (স) আমাকে নির্দেশ করেছিলেন। যখন আমি ভোরে উপনীত হলাম, তখন আমি উভয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এদিক-সেদিক তাকালাম; কিন্তু কাউকেও দেখতে পাইনি। তখন রাসূল (স) সেই অশ্বারোহী (আনাস)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাতের বেলায় (সওয়ারীর ওপর হতে) অবতরণ করেছিলে? তিনি বললেন, না। তবে শুধু নামাযের জন্য অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য। তখন রাসূল (স) বললেন, (আজ রাতে যে মহৎ ও বিরাট কাজ তুমি আঞ্জাম দিয়েছ), এরপর তুমি অন্য কোন রকমের (নফল) আমল না করলেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকত

হাদীস : ৫৫৫৭ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, একদা আমি অল্প কয়েকটি খেজুর নিয়ে রাসূল (স) এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন এগুলোর মধ্যে বরকত হয়। তখন তিনি খেজুরগুলো হাতে নিলেন। অতপর সেগুলোর মধ্যে আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং তোমার খাদ্য-থলির মধ্যে রেখে দাও। যখনই তুমি থলি থেকে কিছু নিতে চাইবে, তখনই তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নেবে। তবে কখনও থলিটিকে ঝেড়ে খালি করবে না। [আবু হোরায়রা (রা) বলেন,] আমি সেই খেজুর থেকে এত এত 'ওসক' পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছি। এ ছাড়া তা থেকে আমরা নিজেরাও খেয়েছি এবং অন্যান্যকেও খাইয়েছি এবং উক্ত থলিটি কখনও আমার কোমর থেকে পৃথক হত না। (অর্থাৎ, সর্বদা আমি তা নিজের কোমরের সাথে বেঁধে রাখতাম।) অবশেষে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদতের দিন সে থলিটি কোথাও খুলে পড়ে যায়। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাফিররা বিভ্রান্ত হল

হাদীস : ৫৫৫৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাতের বেলায় কোরাইশগণ মক্কায় পরামর্শ করল যে, ভোর হতেই তারা রাসূল (স)-কে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। আবার কেউ বলল; বরং তাকে কতল করে ফেল। অন্য আরেকজন বলল; বরং তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও। আর এদিকে আল্লাহ তায়ালা (জিবরাঈলের মাধ্যমে) কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর রাসূল (স)-কে জানিয়ে দেন। অতপর হযরত আলী (রা) নবীর (স) বিছানায় সেই রাত্রি যাপন করলেন এবং রাসূল (স) মক্কা থেকে বের হয়ে 'সওর' পর্বতের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন, কিন্তু রাসূল (স) নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন ধারণা করে মুশরিকরা সারাটি রাত হযরত আলীকে পাহারা দিতে রইল। ভোর হতেই তারা রাসূল (স) এর হুজরার ওপর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হল। যখন তারা রাসূল (স)-এর স্থলে আলীকে দেখতে পেল, তখন (বুঝতে পারল যে,) তাদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ পাক প্রতিহত করে দিয়েছেন। তারপর তারা হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার এই বন্ধু [অর্থাৎ, রাসূল (স)] কোথায়? আলী (রা) বললেন, আমি জানি না। তখন তারা রাসূল (স)-এর পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়ল; কিন্তু উক্ত পর্বতের কাছে পৌছানোর পর পদচিহ্ন তাদের জন্য এলোমেলো ও সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। তবুও তারা পাহাড়ের ওপর ওঠল এবং গুহার মুখে গিয়ে পৌছাল। তারা দেখতে পেল, গুহার দ্বারপথে মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে, তা দেখে তারা বলাবলি করল, যদি সে [মুহাম্মদ (স)] এ গুহার মধ্যে প্রবেশ করত, তা হলে গুহার দ্বারা মাকড়সার জাল থাকত না। এরপর রাসূল (স) তিনরাত-দিবস তার ভিতরে অবস্থান করলেন। -(আহমদ) যঈফ — ১১৪৩. উক্ত সনদে ওছমান ইবনু আমর নামক একজন দুর্বল রাবি রয়েছে। তাছাড়া এটা সহীহ হাদীছ বিরোধী।

রাসূল (স) এর সততা প্রতিষ্ঠিত হল

হাদীস : ৫৫৫৯ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, খায়বর বিজয় হওয়ার পর রাসূল (স) খেদমতে (ভাজা) বকরী হাদিয়াস্বরূপ পেশ করা হল। তাতে বিষ ছিল। তখন রাসূল (স) নির্দেশ দিলেন, এখানে যত ইহুদী আছে, সকলকে আমার সামনে একত্রিত কর। তারা সকলে একত্রিত হলে রাসূল (স) তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, আমি তোমাদেরকে এক ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব, তোমরা কি আমাকে এই ব্যাপারে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হাঁ, হে আবু কাসেম! অতপর রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমাদের বাপ কে? তারা বলল, অমুক। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ; বরং তোমাদের পিতা তো অমুক। তখন তারা বলল, আপনি সত্যই বলেছেন এবং সঠিক বলেছেন। রাসূল (স) পুনরায় বললেন, আমি তোমাদেরকে আরও একটি ব্যাপারে যদি জিজ্ঞেস করি, সে ব্যাপারেও তোমরা কি আমাকে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসেম! কেননা, যদি আমরা আপনাকে মিথ্যা কথা বলি, তা হলে আপনি তো জানতেই পারবেন যেমনটি জানতে পেরেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে। এবার রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, জাহান্নামী কারা? উত্তরে তারা বলল, আমরা স্বল্প সময়ের জন্য জাহান্নামে যাব। অতপর আপনারা তাতে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকবেন। তখন রাসূল (স) বললেন, দূর হও! তোমরাই সেখানে থাকবে। আল্লাহর কসম! আমরা কখনও জাহান্নামে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না। তারপর রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে আরও একটি কথা জিজ্ঞেস করি, তা হলে তোমরা কি আমাকে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হাঁ, হে আবুল কাসেম! এবার রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বল দেখি! তোমরা কি এই বকরির গোশতে বিষ মিশিয়েছিলে? তারা (নির্দ্বিধায়) বলল, হ্যাঁ। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন? কিসে তোমাদেরকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করল? উত্তরে তারা বলল, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তা হলে আমরা আপনার থেকে রেহাই পাব। আর আপনি যদি (নবুওতের দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তা হলে বিষ আপনার কোন ক্ষতি করবে না।

রাসূল (স)-এর ভাষণে কিয়ামতের প্রসঙ্গ

হাদীস : ৫৫৬০ ॥ হযরত আমর ইবনে আখতাব আনসারী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়িয়ে মিম্বরে ওঠলেন এবং আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন, এমন কি ভাষণের সিলসিলা একটানা যোহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত চলতে থাকল। তারপর মিম্বর থেকে তিনি নামলেন এবং যোহরের নামায পড়লেন। নামায শেষে করে আবার মিম্বরে উঠে ভাষণ দিলেন, এমনকি আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন মিম্বর থেকে নেমে আসরের নামায পড়ালেন। আসরের নামায শেষে করে পুনরায় মিম্বরে উঠে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি সে সব বিষয়গুলো আমাদেরকে অবহিত করলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, যে সেদিনের কথাগুলো বেশি বেশি স্মরণ রেখেছে। -(মুসলিম)

জিনেদের কথা বৃক্ষ জানিয়েছিল

হাদীস : ৫৫৬১ ॥ মা'ন ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি মাসরূককে জিজ্ঞেস করলাম, জিনেরা যে রাতে মনোনিবেশ সহকারে কোরআন মজীদ শুনেছিল, এই সংবাদটি (অর্থাৎ জিনেদের উপস্থিতির কথা) রাসূল (স)-কে কে দিয়েছিল? তিনি বললেন, তোমার পিতা- অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমাকে বলেছেন যে, তাঁকে [রাসূল (স)কে] একটি বৃক্ষ তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়েছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

বদর যুদ্ধে রাসূল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৫৫৬২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার আমরা মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে হযরত ওমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন আমরা নতুন চাঁদ দেখতে চেষ্টা করি। আমি ছিলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। সুতরাং আমি চাঁদ দেখে ফেললাম। আর আমি ছাড়া সেখানে অন্য কেউই চাঁদ দেখতে পেয়েছে বলে দাবি করেনি। আমি হযরত ওমর (রা)-কে বললাম, আপনি কি চাঁদ দেখেছেন না? কিন্তু তিনি তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর ওমর (রা) বললেন, অচিরেই আমি আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে তা দেখব। (হযরত আনাস বলেন,) অতপর হযরত ওমর (রা) বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে লাগলেন এবং বললেন, যুদ্ধের একদিন আগে রাসূল (স) আমাদেরকে ঐ সব স্থানগুলো দেখিয়ে দিলেন, যেই যেই স্থানে কাফেরদের লাশ পড়ে থাকবে। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল এই স্থানে অমুকের লাশ পড়বে। (এই বলে তিনি এক একটি করে নিহতের স্থানসমূহ দেখালেন)। হযরত ওমর (রা) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি তাঁকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন; যে সকল স্থান রাসূল (স) নির্দিষ্ট করেছিলেন, (কাফেরদের লাশগুলো) উক্ত স্থান থেকে একটুখানি এদিক সেদিক সরে পড়েনি। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর তাদেরকে একটি (অনাবাদ) কূপের মধ্যে একটিরও ওপর একটিকে নিক্ষেপ করা হল। এরপর রাসূল (স) কূপটির কাছে এসে বললেন, হে

অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তোমরা কি তা ঠিক ঠিক পেয়েছ? তবে আমার আল্লাহ আমাকে যা ওয়াদা দিয়েছেন, আমি অবশ্য তা ঠিক ঠিকভাবে পেয়েছি। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিরূপে এমন দেহসমূহের কথা বলেছেন, যাদের মধ্যে কোন প্রাণ নেই? তিনি বললেন, আমি তাদেরকে যা বলেছি, তোমরা তা তাদের চেয়ে অধিক শুনছ না, অবশ্য তারা আমার কথার কোন জওয়াব দিতে সক্ষম নয়। –(মুসলিম)

সবরকারীর জন্য জান্নাত

হাদীস : ৫৫৬৩ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকামের কন্যা (উনাইসা তাঁর পিতা যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার যায়দ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল (স) তাঁকে দেখাশুনা করতে এলেন। হুযুর বললেন, তোমার এই রোগ তোমার জন্য তেমন আশংকাজনক নয়। তবে তখন তোমার কি অবস্থা হবে, যখন আমার ওফাতের পরও তুমি বেঁচে থাকবে এবং সে সময় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে এর প্রতিদানের আশা করব এবং সবর করব। রাসূল (স) বললেন, তবে তো তুমি বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উনাইসা

বলেন, রাসূল (স)-এর ওফাতের পর তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আবার কিছুদিন পর আল্লাহ তাঁকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন।

রাসূলের নামে মিথ্যা রচনাকারী জাহান্নামী

হাদীস : ৫৫৬৪ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর এমন কথা আরোপ করে, যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। হুযুরের এ উক্তি এ প্রসঙ্গে ছিল যে, একদা তিনি এক ব্যক্তিকে (কোথাও) পাঠালেন, সে তথায় গিয়ে রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে মিথ্যা কথা বলল। এটা জানতে পেরে রাসূল (স) তার ওপর বদ-দোয়া করলেন। এরপর তাকে এমতাবস্থায় মৃত পাওয়া যায় যে, তার পেট ফাটা এবং (দাফনের পর) মাটি তাকে গ্রহণ করেনি। –হাদীস দুটি বায়হাকী দালায়েলুন নবুওত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

যঈফ–১২৪৭

মাপার ফলে বরকত শেষ হয়ে গেল

হাদীস : ৫৫৬৫ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স) কাছে এসে খাদ্য চাইল। তিনি তাকে অর্ধ অসম পরিমাণ যব দিলেন। তা থেকে সে ব্যক্তি, তার স্ত্রী ও তাদের মেহমান সর্বদা খেতে থাকে। অবশেষে একদিন সে উক্ত যবগুলো মেপে দেখল। ফলে তা নিঃশেষ হয়ে গেল। অতপর সে রাসূল (স) এর খেদমতে এসে ঘটনাটি জানাল। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি তা না মাপতে, তা হলে তোমরা তা থেকে হামেশা খেতে পারতে এবং (আমার দেওয়া) যবগুলো পূর্বের মত থেকে যেত। –(মুসলিম)

রাসূল গোশত খেলেন না

হাদীস : ৫৫৬৬ ॥ হযরত আসেম ইবনে কুলাইব (রা) তাঁর পিতা হতে, তিনি (কুলাইব) জনৈক আনসারী ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূল (স) এর সাথে এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম। পরে আমি দেখলাম, রাসূল (স) কবরের কাছে উপস্থিত হয়ে কবর খননকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন, পায়ের দিকে (কবরকে) আরও প্রশস্ত কর। মাথার দিকে আরও প্রশস্ত কর। তারপর দাফন কাজ শেষ করে হুযুর (স) বাড়িতে ফিরে এলে মৃত ব্যক্তির (বিধবা) স্ত্রীর পক্ষ থেকে এক লোক এসে রাসূল (স)-কে খানার দাওয়াত দিল। হুজুর (স) দাওয়াত মঞ্জুর করলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমরাও খেতে গেলাম। তাঁর সামনে খাদ্য আনা হলে তিনি তাতে হাত রাখেন, তারপর লোকেরাও হাত বাড়িয়ে খেতে শুরু করল। এ সময় আমরা রাসূল (স)-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি গোশতের একটি গ্রাসকে মুখের ভিতরে রেখে নাড়াচাড়া করছেন। তারপর তিনি বললেন, আমি এটাকে এমন একটি বকরির গোশত বলে অনুভব করছি, যা এর মালিকের অনুমতি ছাড়াই আনা হয়েছে। তখন মহিলাটি (হযুরের সন্দেহ জানতে পেরে) একজন লোক পাঠিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বকরি খরিদ করবার জন্য আমি এক ব্যক্তিকে নাকী বাজারে পাঠায়েছিলাম। এটা এমন একটি জায়গা, যেখানে ভেড়া, বকরি ও দুম্বা ইত্যাদি বিক্রয় হয়; কিন্তু সেখানে কোন ভেড়া-বকরি পাওয়া যায়নি। তারপর আমার একজন প্রতিবেশীর কাছে পাঠালাম। সে নিজের জন্য একটি বকরি খরিদ করেছিল। আমি এই বলে লোক পাঠিয়েছিলাম, সে যে মূল্যে বকরিটি খরিদ করেছে, ঠিক সেই মূল্যেই বকরিটি যেন আমার জন্য পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে পাওয়া যায় নেই। তারপর আমি তার স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালাম। তখন তার স্ত্রী আমার জন্য বকরিটি পাঠায়ে দিয়েছে (এটা সেই বকরির গোশত)। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, এই খাদ্যগুলো কয়েদীদেরকে খাইয়ে দাও। –(আবু দাউদ ও বায়হাকী দালায়েলুন নবুওত গ্রন্থে)

রাসূল (স) হাত দিতেই দুধের ফোয়ারা বইতে লাগল

হাদীস : ৫৫৬৭ ॥ হযরত হেযাম ইবনে হেমাম তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হোবাইশ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হোবাইশ ছিলেন উম্মে মা'বাদের ভাই। তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হলেন, তখন

তিনি মদীনার দিকে হিজরত করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা) ও আবু বকরের আযাদকৃত গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা এবং পথ-প্রদর্শক আবদুল্লাহ্ আল-লাইসী। পথ চলাকালে তাঁরা উম্মে মাবাদের দু তাঁবুর কাছে পৌছালেন। তারা উম্মে মা'বাদ থেকে সেই সময় লোকেরা অনাহারে ও দুর্ভিক্ষে লিপ্ত ছিল। এমন সময় রাসূল (স) তাঁবুর এক পাশে একটি বকরী দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে মা'বাদ! এ বকরিটির কি হয়েছে? সে বলল, এটা এতই দুর্বল যে, দলের বকরিগুলোর সাথে যাওয়ার মত শক্তি নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি দুধ আছে? উম্মে মা'বাদ বলল,বেচারী নিজেই বিপদগ্রস্তা, সুতরাং দুধ দিবে কিভাবে? তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি আমাকে এই অনুমতি দেবে যে, আমি এর দুধ দোহন করি? উম্মে মা'বাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক! আপনি যদি এর স্তনে দুধ দেখতে পান, তা হলে দোহন করুন। তারপর রাসূল (স) বকরিটিকে কাছে আনালেন, তারপর বকরীটির স্তনে হাত বুলালেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে উম্মে মা'বাদের জন্য তার বকরীর ব্যাপারে (বরকতের) দোয়া করলেন। তখন বকরীটি দোহনের জন্য নিজের রান দুটি প্রশস্ত করে রাসূল (স)-এর সামনে দাঁড়িয়ে জাবর কাটতে লাগল। এ দিকে দুধ দোহনের জন্য রাসূল (স) এত বড় একটি পাত্র চাইলেন, যা দ্বারা একদল লোক তৃপ্তির সাথে পান করতে পারে। প্রবাহিত ঢলের মত তিনি এতে দুধ দোহন করলেন, এমন কি এর ওপর ফেনাও জমে গেল। তারপর তিনি উম্মে মা'বাদকে পান করতে পরিতৃপ্ত লাভ করলেন এবং সকলের শেষে রাসূল (স) নিজে পান করলেন। এর অল্পক্ষণ পরেই রাসূল (স) দ্বিতীয়-বার দোহন করলেন, এমনকি সেই পাত্রটি এবারও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি সেই দুধ উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে দিলেন। [যেন তার স্বামীও রাসূল (স)-এর মু'জেযাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে] এবং উম্মে মা'বাদের পক্ষ থেকে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করে তাঁর সামনের দিকে রওয়ানা হলেন। –শরহে সুন্নাহ্। আর ইবনে আবদুল বার এস্তিআব গ্রন্থে এবং ইবনে জাওযী আল-ওয়াফা কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীসটির মধ্যে আরও কিছু ঘটনা রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

কারামতের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওহুদ যুদ্ধের প্রথম শহীদ

হাদীস : ৫৫৬৯ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, ওহুদ যুদ্ধ সমাগত হলে আমার পিতা (আবদুল্লাহ্) রাতের বেলায় আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয়, রাসূল (স) এর সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা নিহত হবেন, আমিই হব তাঁদের মধ্যে প্রথম নিহত ব্যক্তি এবং একমাত্র রাসূল (স) ছাড়া তোমার চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আর কাউকেও আমি রেখে যাচ্ছি না। আর আমি ঋণগ্রস্ত। সুতরাং আমার ঋণগুলো পরিশোধ করে দেবে এবং তোমার বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। জাবির বলেন, পরের দিন সকাল হলে দেখলাম, তিনিই প্রথম শহীদ ব্যক্তি এবং তাঁকে অন্য আরেক ব্যক্তির সাথে একই কবরে দাফন করলাম। –(বোখারী)

লাঠি আলোকিত হয়ে পথ দেখাল

হাদীস : ৫৫৬৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা হযরত উসাইদ ইবনে হুযয়র ও আব্বাস ইবনে বিশর (রা) তাঁদের কোন এক প্রয়োজনে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত রাসূল (স) সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকেন। রাতটি ছিল ঘোর অন্ধকার। তারপর যখন তাঁর (বাড়ির উদ্দেশ্যে) রাসূল (স)-এর কাছ থেকে রওয়ানা হলেন, এ সময় তাঁদের প্রত্যেকের হাতে ছোট এক একটি লাঠি ছিল। পথে বাহির হওয়ার পর তাঁদের একজনের লাঠিটি প্রদীপের মত আলো দিতে লাগল। আর তারা সেই লাঠির আলোয় পথ চলতে থাকেন। তারপর যখন তাদের উভয়ের পথ পৃথক পৃথক হল, তখন অপরজনের লাঠিটিও আলোকিত হয়ে ওঠল। অবশেষে তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঠির আলোয় নিজেদের বাড়িতে পৌছে গেলেন।

–(বোখারী)

একটি মোজেযা

হাদীস : ৫৫৭০ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আসহাবে সুফ্ফাগণ ছিলেন দরিদ্র লোক। এ জন্য রাসূল (স) বলেছেন, যার কাছে দু'জনের খাদ্য আছে, সে যেন তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে (আসহাবে সুফ্ফা হতে) একজনকে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের খাদ্য আছে, সে যেন পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়ে যায়। এটা শুনে আবু বকর (রা) তিনজনকে এবং রাসূল (স) দশ জনকে নিয়ে এলেন। এদিকে আবু বকর রাসূল (স) এর ঘরে রাত্রির খাবার গ্রহণ করে ঐখানেই বিলম্ব করলেন। এমনকি এশার নামায আদায়ের পর আবার তিনি রাসূল (স)-এর ওখানে ফিরে গেলেন এবং রাসূল (স) আহার শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। তারপর অধিক রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি বাড়ি ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তোমার মেহমান থেকে কিসে আটকিয়ে রাখল? আবু বকর বললেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাও নি? বিবি বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত তারা

তারা খেতে অস্বীকার করেছে। এ কথা শুনে আবু বকর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনও খাব না। তাঁর স্ত্রীও কসম করলেন যে, তিনিও উক্ত খানা খাবেন না। এদিকে মেহমানগণও কসম করে বললেন যে, তাঁরাও একখানা খাবেন না।

তারপর আবু বকর (রা) বললেন, এটা (না খাওয়ার শপথ) শয়তানের পক্ষ **হতে। এই বলে তিনি খাবার এনে নিলেন** (এবং মেহমানদেরকে বললেন, আপনারা কোন রকমের দ্বিধা-সংকোচ না করে খেতে আসুন।) অতপর আবু বকর খেলেন এবং তাঁরাও খেতে লাগলেন। (আবদুর রহমান বলেন) তাঁরা যখনই কোন লোকমা ওঠাতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার নীচের দিক থেকে ঐ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বেড়ে যেত। তখন আবু বকর (বিস্ময়ের সাথে) স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বনী ফেরাসের ভগ্নি! এ কি আশ্চর্য কাণ্ড? স্ত্রী বললেন, আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ! এগুলো নিঃসন্দেহে এখন পূর্বের চেয়ে তিন গুণ অধিক! মোটকথা, তাঁরা সকলে খেলেন এবং অবশিষ্ট খাদ্য রাসূল করীম (স)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে এটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (স)-ও তার থেকে খেয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাজ্জাসির কবরে আলো

হাদীস : ৫৫৭১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, (হাবশার তথা আবিসিনিয়ার রাজা) নাজ্জাশীর মৃত্যর পর আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, তাঁর কবরে সর্বদা আলো দেখা যাচ্ছে। -(আবু দাউদ) hBd -1249

রাসূল করীম (স)-এর গোসল

হাদীস : ৫৫৭২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর ওফাতের পর সাহাবীরা যখন তাঁকে গোসল দেয়ার ইচ্ছে করলেন, তখন (মতবিরোধ দেখা দিল,) তাঁরা বললেন, আমরা কি অন্যান্য মৃতের ন্যায় রাসূল (স) এর গায়ের জামা খুলে গোসল দেব? নাকি তাঁর ওপর নিজ জামা-কাপড় রেখে গোসল দেব? এ ব্যাপারে যখন মতবিরোধ চরমে উঠল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ওপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। (অর্থাৎ, সকলে ঝিমিয়ে পড়লেন।) ফলে তাঁদের মধ্যে এমন একজন লোকও বাকি ছিল না, যার থুতনি নিজের বুকের সাথে গিয়ে লাগেনি। অতপর ঘরের এক দিক থেকে জনৈক উক্তিকারী বলে ওঠলেন, (সে উক্তিকারী কে) লোকেরা তাকে চিনতে পারেনি। তোমরা রাসূল করীম (স)-এর নিজ জামা-কাপড় পরহিত অবস্থায় গোসল দাও। তারপর তাঁরা উঠে রাসূল করীম (স)কে জামা সমেত গোসল দিলেন। তাঁরা জামার ওপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলেন এবং জামা দ্বারা দেহ মোবারককে মলে দিলেন। -(বায়হাকী দালায়েলুন নবুওত গ্রন্থে)

সিংহ সাফিনার সঙ্গী হল

হাদীস : ৫৫৭৩ ॥ ইবনুল মুনকাদার (রহ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স) আযাদকৃত গোলাম সাফিনা (রা) রোম এলাকায় মুসলিম সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন অথবা শত্রুরা তাঁকে কয়েদ করে ফেলেছিল। তারপর তিনি (শত্রুর কবল হতে) পালিয়ে সেনাদলের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি সিংহের মুখোমুখি হলেন। তখন তিনি সিংহটিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল হারেস! (সিংহের উপনাম), আমি রাসূল (স)- এর আযাদকৃত গোলাম। আর আমার ব্যাপার হল এই এই- (অর্থাৎ, কাফেররা আমাকে বন্দী করেছিল। এখন আমি তাদের কবল থেকে ছুটে এসে আমার সেনাদলের রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।) এ কথা শুনে সিংহটি (আনুগত্যের ভঙ্গিতে) স্বীয় লেজ নাড়তে নাড়তে (যেমন কুকুর তার প্রভুর সামনে লেজ নাড়ে। তাঁর সামনে অগ্রসর হয়ে পাশে এসে দাঁড়াল। সিংহটি যখন কোন ভীতিজনক আওয়াজ শুনতে পেত, তখন সেদিকে ছুটে যেত (অর্থাৎ, সে আশংকাজনক শত্রুকে প্রতিহত করত।) তারপর ফিরে এসে সাফিনার পাশে পাশে চলত। অবশেষে তাঁকে সেনাদলের কাছে পৌছিয়ে দিয়ে সিংহটি ফিরে চলে গেল। -(শরহে সুন্নাহ)

'আমাল ফতক'

হাদীস : ৫৫৭৪ ॥ হযরত আবুল জাওযা (রহ) বলেন, একবার মদীনাবাসী ভীষণ অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হলেন, তখন তাঁরা হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে এ বিপদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা রাসূল করীম (স)-এর কবরে যাও এবং তাঁর হুজরার ছাদের আকাশের দিকে কয়েকটি ছিদ্র করে দাও; যেন তাঁর এবং আসমানের মাঝখানে কোন আড়াল না থাকে। তারপর লোকেরা গিয়ে তাই করল। এতে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ হল। এমনকি যমিনে প্রচুর ঘাস জন্মাল এবং উটগুলো খুব মোটা-তাজা ও চর্বিদার হয়ে ওঠল। এ জন্য লোকেরা সে বৎসরকে "আমাল ফতক" (পশুপালের হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার বৎসর) নামে আখ্যায়িত করল। -(দারেমী) হাদীস — ১২৪০

টীকা ....

হাদীস নং : ৫৫৭৩ ॥ হযরত জাবেরের পিতা আবদুল্লাহ যে এ যুদ্ধে শহীদ হবেন এবং তিনিই হবেন সেই যুদ্ধে প্রথম শহীদ, এটা আগেই জানিয়ে দেওয়া হল তাঁর কারামত। হযরত আবদুল্লাহ সাথে যাকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল, তিনি হলেন, হযরত আমর ইবনে জমূহ। আর তিনি ছিলেন জাবেরের পিতার বন্ধু ও জাবেরের ভগ্নিপতি। এই আমরই ছিলেন বদর যুদ্ধে আবু জাহলের হন্তা। এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, প্রয়োজনে এক কবরে একাধিক দাফন করা জায়েয আছে।

নবীর মসজিদে সময় নির্ধারণ

হাদীস : ৫৫৭৫ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (রহ) বলেন, 'হাররার' ফেৎনার সময় তিন দিন রাত রাসূল করীম (স)-এর মসজিদে নামাযের আযানও হয়নি এবং একামতও দেয়া হয়নি। সে সময় (প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহ) মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে আটকা পড়েছিলেন এবং তিনি নামাযের সময় নির্ণয় করতেন কেবলমাত্র রাসূল করীম (স) রওযা শরীফের ভিতর থেকে নির্গত একটি গুণগুণ শব্দ দ্বারা, যা তিনি শুনতে পেতেন। –(দারেমী)

যঈফ – ১২৫৩

রাসূল করীম (স) আনাস (রা)-এর জন্য দোয়া করেছেন

হাদীস : ৫৫৭৬ ॥ আবু খালদাহ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আনাস (রা) রাসূল করীম (স) থেকে কোন হাদীস শুনেছেন কি? তিনি বললেন, তিনি তো দশটি বছর তাঁর খেদমত করেছেন। রাসূল করীম (স) তাঁর জন্যে দোয়া করেছেন। তাঁর একটি বাগান ছিল, এতে বছরে দুবার ফল আসত এবং এতে এমন কিছু ফুল ছিল, যা থেকে মেশক-কস্তুরীর ঘ্রাণ আসত। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেন, এই হাদীসটি হাসান গরীব)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জমি আত্মসাৎকারীর পরিণাম ভয়ানক হবে

হাদীস : ৫৫৭৭ ॥ উরওয়া ইবনে যুবায়র (রহ) থেকে বর্ণিত যে, আওয়া বিনতে আওস (নামক এক মহিলা তৎকালীন মদীনার শাসক) মারওয়ান ইবনে হাকামের কাছে সাইদ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নোফাইলের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা দায়ের করে এবং সে দাবি করে যে, তিনি তার কিছু জমিন দখল করে নিয়েছেন। (এ অভিযোগের প্রতিবাদে) সাঈদ বললেন, রাসূল (স) থেকে এই সম্পর্কে একটি হাদীস শোনার পরও আমি কি তার যমিনের কিছু অংশ দখল করতে পারি? তখন মারওয়ান বললেন, সেই হাদীসটি কি যা আপনি রাসূল (স) থেকে শুনেছেন? সাঈদ বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যেই ব্যক্তি কারও এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা একে সাত তবক পর্যন্ত বেড়ি বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দেবেন। এ কথা শুনে মারওয়ান তাঁকে বললেন, এ হাদীস শোনার পর আমি আর কোন প্রমাণ আপনার কাছ থেকে চাইব না। তারপর সাঈদ এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! এই মহিলাটি যদি তার দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়, তা হলে আপনি তার চক্ষু অন্ধ করে দিন এবং উক্ত জমিতেই তাকে ধ্বংস করুন। বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, মৃত্যুর আগেই সেই মহিলাটি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং একদা সে তার উক্ত জমিতে হাঁটছিল, হঠাৎ সে সেখানে একটি গর্তে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। –(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েত, যা মুহম্মদ ইবনে যায়দ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে উক্ত হাদীসের মর্মার্থে বর্ণিত, (এতে এ কথাটিও উল্লেখ আছে যে) তিনি (মুহম্মদ ইবনে যায়দ) উক্ত মহিলাটিকে অন্ধ অবস্থায় দেখেছেন, সে দেয়াল হাতড়িয়ে চলত এবং বলত, আমার ওপর সাঈদের বদ-দোয়া লাগছে। তারপর একদা উক্ত মহিলাটি তার ঘরের সেই বিবাদময় জমির একটি কূপের কাছ দিয়ে যেতে এতে পড়ে গেল এবং এটা তার কবর হল।

ইয়া সারিয়া আল-জাবাল

হাদীস : ৫৫৭৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত ওমর (রা) একদল সৈন্য (নাহাওন্দ) অভিযানে প্রেরণ করলেন। আর সারিয়া (ইবনে যানীম) নামক এক ব্যক্তিকে সেই দলের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তখন একদিন হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি খুতবার মাঝখানে খুব উচ্চ স্বরে বলে ওঠলেন, "ইয়া সারিয়া আল-জাবাল!" এ ঘটনার কয়েকদিন পরে উক্ত সেনাদলের তরফ থেকে একজন বার্তাবাহক মদীনায় আগমন করল। সে বলল, হে আমীরুল মু'মেনীন! আমরা শত্রুদের সামনা সামনি হলে (প্রথম) তারা আমাদেরকে পরাস্ত করে। এমন সময় হঠাৎ জনৈক ঘোষণাকারীর "ইয়া সারিয়া আল-জাবাল" উচ্চ শব্দ শুনতে পাই, তৎক্ষণাৎ আমরা (নিকটস্থ) পাহাড়টিকে পিছনে রেখে শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকি। অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে পরাস্ত করেন। –(বায়হাকী দালায়েলুন নবুওত গ্রন্থে)

রওযা শরীফে ফেরেশতা দরূদ পড়ে

হাদীস : ৫৫৭৯ ॥ নুবায়হা ইবনে ওহাব (রহ) বলেন, হযরত কা'ব (রা) হযরত আয়েশা (রা)- এর কাছে গেলেন। সেখানে রাসূল (স) সম্পর্কে আলোচনা থেকে থাকলে হযরত কা'ব বললেন, এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় না, যেদিন ভোরে সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান থেকে অবতরণ করেন না। এমন কি তারা রাসূল (স) রওযা শরীফকে বেষ্টন করে নিজেদের পাখাকে বিছিয়ে দেন। (অর্থাৎ, এভাবে বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে রওযা শরীফের সম্মান প্রদর্শন করেন) এবং রাসূল (স) এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকেন। অবশেষে সন্ধ্যা হলে তারা উর্ধ্বে গমন করেন। আবার সে পরিমাণ ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং তারাও ঐরূপ করেন। (এ সিলসিয়া চলতে থাকবে)। অবশেষে যখন যমিন ফেটে যাবে, তখন তিনি রওযা শরীফ থেকে সত্তর হাজার ফেরেশতার সমারোহে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। –(দারেমী)

যঈফ – ১২৫২

চতুর্থ অধ্যায়

রাসূল (স)-এর ওফাতের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আট বছর পর ওহুদের শহীদদের জানাজা পড়ানো হয়

হাদীস : ৫৫৮০ ॥ হযরত ওক্‌বা ইবনে আম্বের (রা) বলেন, রাসূল (স) ওহুদ যুদ্ধে নিহত শহীদদের ওপর আট বছর পর (জানাযার) নামায পড়লেন। সে দিনের নামাযে মনে হল, তিনি যেন জীবিত এবং মৃতদেরকে বিদায় করছেন। অতপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের সামনে (হাশরের মাঠের দিকে) অগ্রবর্তী ব্যক্তি এবং আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী এবং তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হল হাউযে কাউসার। আমি এখন আমার এই জায়গায় দাঁড়িয়েও হাউযে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। আর পৃথিবীর ধন ভাণ্ডারের চাবিসমূহ অবশ্যই আমাকে দান করা হয়েছে। আমি তোমাদের ওপর এই আশংকা করি না যে, আমার পরে তোমরা সকলে শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে; বরং আমি দুনিয়ার ব্যাপারে তোমাদের প্রতি আশংকা করি যে, তোমরা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। কোন কোন বর্ণনাকারী এতদসঙ্গে এ বাক্যগুলোও বৃদ্ধি করেছেন, তারপর তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে এবং এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ। –(বোখারী ও মুসলিম)

প্রথম হিজরতকারী দল

হাদীস : ৫৫৮১ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, রাসূল (স) সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যারা হিজরত করে মদীনায় আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন হযরত মুসআব ইবনে উমায়র এবং (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)। তাঁরা দুজন এসেই আমাদেরকে কোরআন (মজীদ) শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। এরপর আসলেন হযরত আম্মার, বেলাল ও সা'দ (রা)। তারপর আসলেন রাসূল (স) ও বিশজন সাহাবীসহ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। অতপর (সর্বশেষে) আসলেন রাসূল (স)। (বর্ণনাকারী বারা বলেন), রাসূল পাক (স)-এর আগমনে আমি মদীনাবাসীকে এত বেশি আনন্দিত হতে দেখেছি যে, (এর আগে) অন্য কোন জিনিসে তাদেরকে ততটা আনন্দিত হতে আরও কখনও দেখিনি। এমন কি, আমি দেখেছি, মদীনার ছোট ছোট মেয়ে এবং ছেলেরা পর্যন্ত খুশিতে বলতে লাগল "ইনি তো সেই আল্লাহর রাসূল (স) যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন।" বারা (রা) বলেন, তিনি আসার আগেই আমি সূরা আ'লা ও অনুরূপ আরও কতিপয় ছোট ছোট সূরা শিখে ফেলেছিলাম। –(বোখারী)

আল্লাহর এখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা ছিলেন রাসূল (স)

হাদীস : ৫৫৮২ ॥ হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) (তাঁর অন্তিমকালে) মিম্বরের ওপর বসে বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আল্লাহর কাছে রক্ষিত নিয়ামত, এই দুটির মধ্যে (যে কোন একটি গ্রহণ করার) এখতিয়ার দিয়েছেন। তখন ঐ বান্দা আল্লাহর কাছে (রক্ষিত) নিয়ামতকে (গ্রহণ করাই) পছন্দ করেছে। (রাবী বলেন), এ কথা শুনে আবু বকর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমাদের পিতা ও মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। রাবী বলেন, (তাঁকে কাঁদতে দেখে) আমরা আশ্চর্যন্বিত হলাম এবং লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের প্রতি লক্ষ্য কর, রাসূল (স) তো কোন একজন বান্দা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অথবা আল্লাহর কাছে রক্ষিত নিয়ামত, এ দুটি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়েছেন এবং এ ব্যক্তি বলেছেন, আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার ওপর কোরবান করেছি। (রাবী বলেন,) এবং পরে আমরা বুঝতে পারলাম; সেই এখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন স্বয়ং রাসূল (স) আর আবু বকর ছিলেন আমাদের সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর অনুগ্রহ আয়েশা (রা)-এর প্রতি

হাদীস : ৫৫৮৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার ওপর আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ হল এই যে, রাসূল (স) আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে হেলান দেয়া অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। আর তাঁর ইন্তেকালের আগ মুহূর্তে আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। (ব্যাপারটি হয়েছিল এই), আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর মিসওয়াক হাতে আমার কাছে এলেন। রাসূল (স) ঐ মিসওয়াকটির দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। কাজেই আমি বললাম, আমি কি মিসওয়াক আপনার জন্য নেব? তিনি মাথা নেড়ে হাঁ-বোধক ইংগিত করলেন। অতএব, আমি মিসওয়াকটি তার কাছ থেকে নিয়ে তাঁকে দিলাম। (মিসওয়াকটি ছিল শক্ত; সুতরাং) এটা তাঁর জন্য কষ্টকর হল। তখন বললাম, আমি কি একে (চিবিয়ে)

আপনার জন্য নরম করে দেব? তিনি মাথা হেলায়ে হাঁ-বোধক ইংগিত করলেন। সুতরাং তখন আমি একে (চিবিয়ে) নরম করে দিলাম। তারপর তিনি একে ব্যবহার করলেন। আর তাঁর সামানে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তিনি এতে উভয় হাত ঢুকিয়ে হাত দুটি দিয়ে আপন চেহারা মছেহ্ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" অবশ্য মৃত্যুর কষ্ট ভীষণ। তারপর তিনি হাত ওঠিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলতে থাকলেন, "ফির রাফীকিল্ আলা।" অর্থ ঃ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গে (আমাকে মিলিত কর), এ কথা বলতে বলতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর হাত নীচে নেমে আসে। -(বোখারী)

রাসূল (স) আখিরাত গ্রহণ করলেন

হাদীস : ৫৫৮৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল করীম (স) বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নবীকেই তাঁর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করবার এখতিয়ার দেয়া হল। আর রাসূল (স) যখন তাঁর অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি কঠিন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হন। সেই সময় আমি তাঁকে কোরআনের এ আয়াত পড়তে শুনলাম, অর্থ ঃ "সেই সকল লোকদের সঙ্গে যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন, যথা -নবী, সিদ্দীক, শোহাদা ও সালেহীনগণ।" এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁকে সেই এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। (এবং তিনি আখেরাতকেই এখতিয়ার করেছেন।) -(বোখারী মুসলিম)

প্রভুর আহ্বানে রাসূল (স) চলে গেলেন

হাদীস : ৫৫৮৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল করীম (স)-এর রোগ যখন বেড়ে গেল এবং তিনি বেহুশ হতে লাগলেন, তখন ফাতিমা (রা) বললেন, আহা! আমার আব্বাজান কত কষ্ট পাচ্ছেন! এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, তোমার আব্বাজানের ওপর আজিকার পর আর কোন কষ্ট নেই। তারপর যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, তখন ফাতিমা (রা) বলতে লাগলেন, 'ওগো আমার আব্বাজান! রব্ব আপনাকে আহ্বান করেছেন এবং এতে সাড়া দিয়ে আপনিও তাঁর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ওগো আমার আব্বাজান! জান্নাতুল ফেরদাউসে আপনার স্থান। হায়! আমার আব্বাজান! আপনার মৃত্যু-সংবাদ আমি জিবরাঈলকে শোনাচ্ছি।' (হযরত আনাস বলেন,) রাসূল (স)-কে যখন দাফন করা হল, তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হে আনাস, তোমাদের অন্তর এটা কিভাবে সহ্য করল যে, তোমরা রাসূল (স)-এর ওপর মাটি ঢাললে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর আগমনে হাবশিরা আনন্দ করল

হাদীস : ৫৫৮৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন রাসূল (স) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন হাবশী লোকেরা তাঁর আগমনে উৎফুল্ল হয়ে নিজ বর্শার মাধ্যমে খেল-তামাশা প্রদর্শন করল। -(আবু দাউদ)

দারেমীর এক রেওয়ায়তে আছে- হযরত আনাস (রা) বলেন, যেদিন রাসূল (স) (মদীনায়) আমাদের মাঝে আগমন করলেন, সেদিন অপেক্ষা অধিক উত্তম ও উজ্জ্বলতম দিন আমি কখনও দেখতে পাইনি এবং যেদিন রাসূল (স) ইন্তেকাল করেছেন, সেদিন অপেক্ষা অধিক মন্দ ও অন্ধকারময় দিন আমি দেখতে পাইনি। তিরমিযীর বর্ণনায় আছে- হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যেদিন মদীনায় তাশরীফ এনেছেন, সেদিন এর সবকিছু আলোকিত হয়ে যায়। আর যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছেন, সেদিন এর সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। (তিনি আরও বলেছেন) রাসূল (স)-কে দাফন করে আমরা আমাদের হাত থেকে মাটি ঝেড়ে না নিতে আমরা নিজেদের অন্তরে উদাসীনতা অনুভব করতে লাগলাম।

রূহ কবযের স্থলে দাফনের ইঙ্গিত

হাদীস : ৫৫৮৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) এর ওফাত হল, তখন তাঁর দাফনের বিষয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। তখন আবু বকর (রা) বললেন, আমি রাসূল (স) থেকে এ বিষয়ে একটি কথা শুনেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে যে স্থানে দাফন করা পছন্দ করেন, সেই স্থানেই তাঁর রূহ কবয করেন। অতএব, রাসূল (স)-কে তাঁর বিশ্রামস্থলেই তোমরা দাফন কর। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর রাসূল (স)-কে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখানো হল

হাদীস : ৫৫৮৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) সুস্থ অবস্থায় প্রায়শ বলতেন, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর আগে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেয়া হয়, তারপর তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়। (অর্থাৎ, তিনি চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে জান্নাতে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন।) হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর মাথা ছিল আমার রানের ওপর। এ সময় তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। অতপর জ্ঞান ফিরে আসলে ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদসম্পন্ন

বন্ধুর সঙ্গে। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন তিনি আমাদের কাছে থাকা পছন্দ করবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, আর আমি এটা বুঝতে পারলাম, সুস্থ অবস্থায় তিনি যে কথাটি বলতেন, এটি সেই কথারই বহিঃপ্রকাশ। আর সে কথাটি হল, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর আগে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেয়ার পর তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) সর্বশেষে এই বাক্যটি উচ্চারণ করেন, "আল্লা-হুমা আররাফীকাল আ'লা।"-(বোখারী ও মুসলিম)

খায়বারের বিষ তাকে কষ্ট দিয়েছিল

হাদীস : ৫৫৯০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যেই রোগে ইন্তেকাল করেছেন, সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে বলেছেন, হে আয়েশা! খায়বরে (বিষ-মিশ্রিত) যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, আমি সব সময় তার যন্ত্রণা অনুভব করি। আর এখন মনে হচ্ছে, আমার শিরাগুলো সে বিষের ক্রিয়ায় ফেটে যাচ্ছে। -(বোখারী)

অন্তিমকালে রাসূল (স)-এর নির্দেশ

হাদীস : ৫৫৯১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) ইন্তেকালের সময়ের কাছাকাছি হয়, তখন তাঁর গৃহে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)ও ছিলেন। এ সময় রাসূল করীম (স) বললেন, আস, আমি তোমাদের জন্যে একটি (স্মরণ) লিপি লিখে দিয়ে যাই, যাতে তোমরা এর পর কখনও গোমরাহ না হও। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, রাসূল (স)-এর উপর এখন রোগ-যন্ত্রণা প্রবল হয়ে পড়েছে। (কাজেই এই সময় তাঁকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়) আর তোমাদের কাছে কোরআন মজীদ রয়েছে, সুতরাং আল্লাহর কিতাবই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ নিয়ে ঘরে উপস্থিত লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, কাগজ-কলম নিয়ে এস, যেন রাসূল (স) তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেন। আবার কেউ সে কথাই বললেন, যা হযরত ওমর (রা) বলেছেন। অতপর যখন হৈ চৈ এবং মতবিরোধ চরমে পৌছাল, তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। (অধস্তন বর্ণনাকারী) উবায়দুল্লাহ বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে] বলতেন, এটি একটি বিপদ, চরম বিপদ, যা লোকদের মতবিরোধ ও শোরগোলের আকৃতিতে রাসূল (স) এবং তাঁর অসিয়ত লিখে দেয়ার ইচ্ছার মধ্যে অন্তরাল হয়ে দাঁড়াল।

আবু সুলায়মান ইবনে আবু মুসলিম আহওয়ালের রেওয়ায়তে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হায় বৃহস্পতিবার! কতই বেদনাদায়ক বৃহস্পতিবার! এই কথা বলে তিনি এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর অশ্রুতে নীচের বালু-কংকর পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। (সুলায়মান বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে বিনে আব্বাস! বৃহস্পতিবার দিনের ব্যাপারটি কি? তিনি বললেন, এ দিন রাসূল (স)- এরা রোগ যন্ত্রণা খুব বেড়ে গিয়েছে। তখন তিনি বলেছিলেন, অস্থিখণ্ড (লেখার উপকরণ) নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য এমন লিপি লিখে দেব, যারপর তোমরা কখনও গোমরাহ হবে না। তখন লোকেরা কলহে লিপ্ত হল। অথচ নবীর সামনে কলহ করা সমীচীন ছিল না। এ সময় কেহ কেহ বললেন, তাঁর অবস্থা কেমন? তবে কি তিনি প্রলাপ করছেন? তাঁকে জিজ্ঞেস কর। কেউ কেউ তাঁকে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল। সে সময় তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। আমি যেই অবস্থায় আছি, তা ঐ অবস্থা থেকে অনেক উত্তম, যেদিকে তোমরা আমাকে ডাকছ। তারপর তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। (এক) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করবে। (দুই) আমি যেভাবে প্রতিনিধিদলকে সম্মানে পুরস্কৃত করতাম, (আমার পরে) সেভাবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে। আর ইবনে আব্বাস (রা) তৃতীয়টি থেকে নীরব থাকেন, অথবা তিনি বলেছেন; কিন্তু আমি (সুলায়মান) তা ভুলে গিয়েছি। সুফিয়ান বলেন, এটা সুলায়মানের কথা।-(বোখারী মুসলিম)

রাসূল (স)-এর ওফাতে অহি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল

হাদীস : ৫৫৯২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ওফাতের পর একদিন হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা)-কে বললেন, চল, আমাদের সাথে, উম্মে আয়মনের কাছে যাই এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি, যেভাবে রাসূল (স) তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। (যহরত আনাস বলেন) আমরা তাঁর খেদমতে পৌছালে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁরা উভয়ে উম্মে আয়মনকে বলেছেন, কাঁদছে কেন? তুমি কি জান না, রাসূল (স)- এর জন্যে আল্লাহ পাকের কাছে যা কিছু আছে, তাই উত্তম? জওয়াবে উম্মে আয়মন বললেন, আমার কাঁদার কারণ এটা নয় যে, আমি জানি না, যে, রাসূল (স)- এর জন্য আল্লাহ পাকের কাছে যা কিছু তাই উত্তম; বরং আমিএ জন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে ওহী আসার সিলসিলা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ কথা শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেল। ফলে তাঁরা উম্মে আয়মনের সাথে কাঁদতে লাগল। -(মুসলিম)

রাসূল (স) হাউযে কাউসার দেখলেন

হাদীস : ৫৫৯৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর অন্তিম রোগের সময় একদা আমরা মসজিদে বসেছিলাম, তখন তিনি তাঁর মাথায় একখানা কাপড় বাঁধা অবস্থায় বের হয়ে আমাদের সামনে এলেন এবং সরাসরি মিম্বরে গিয়ে বসলেন। আর আমরাও তাঁর অনুসরণে কাছে গিয়ে বসলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমি আমার এ স্থান থেকে হাউযে কাউসার দেখতে

পাচ্ছি। তারপর বললেন, আল্লাহর কোন এক বান্দার সামনে দুনিয়া ও এর সাজসজ্জা উপস্থিত করা হয়; কিন্তু সে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। হযরত আবু সাঈদ বলেন, রাসূল (স)-এর কথাটির তাৎপর্য হযরত আবু বকর (রা) ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারেন নি। সাথে সাথে তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল এবং তিনি কেঁদে ফেললেন। তারপর **বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। বরং আমরা আমাদের পিতা-মাতাও আমাদের জান-মালসমূহ আপনার জন্যে উৎসর্গ করছি।** হযরত আবু সাঈদ বলেন, তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং এ যাবৎ আর কখনও তিনি এর ওপর দাঁড়াননি। –(দারেমী)

অন্তিম রোগে রাসূল (স)

হাদীস : ৫৫৯৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বাকী নামক কবরস্থানে এক জানাযায় শামিল হওয়ার পর আমার কাছে ফিরে এলেন। তখন আমাকে তিনি এমন অবস্থায় পেলেন, আমি মাথা বেদনায় আক্রান্ত। আর আমি বলছি, হায়! ব্যথায় আমার মাথা গেল! (আমার অবস্থা দেখে) তিনি বললেন না; বরং হে আয়েশা! আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ছি। আর এতে তোমার ক্ষতিই বা কি? যদি তুমি আমার আগে মরে যাও, তাহলে আমি তোমাকে গোসল করাব, কাফন পরাব, তোমার নামাযে জানাযা পড়ব এবং আমি তোমাকে দাফন করব। (এ কথা শুনে) আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যেন আপনাকে এমন অবস্থায় মনে করছি, আপনি আমার শেষকৃত্য সম্পাদন করে আমার হুজরায় ফিরে আসবেন এবং আপনার কোন এক বিবির সাথে রাত্রি যাপন করবেন। তখন রাসূল (স) মৃদু হাসলেন। (হযরত আয়েশা বলেন) এরপর হতেই তাঁর সেই রোগের সূচনা হল, যেই রোগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। –(দারেমী)

রাসূল (স)-এর মৃত্যু সংবাদ এসে গেল

হাদীস : ৫৫৯৫ ॥ হযরত আব্বাস (রা) বলেন, যখন সূরা নাযিল হল, তখন রাসূল (স) হযরত ফাতিমাকে ডেকে বললেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে। এই কথা শুনে ফাতিমা কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কেঁদ না। কেননা, আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তখন ফাতিমা হাসলেন। হযরত ফাতিমার এ অবস্থা দেখে রাসূল (স)-এর কোন এক বিবি জিজ্ঞেস করলেন, হে ফাতিমা! আমরা প্রথমে একবার তোমাকে দেখলাম কাঁদতে। আবার পরে দেখলাম হাসতে হাসতে (এর হেতু কি)? উত্তরে ফাতিমা বললেন, প্রথমে তিনি আমাকে বলেছেন, "তাকে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দেয়া হয়েছে।" এটা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। তারপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কেঁদ না। কারণ, আমার পরিবারের মধ্য থেকে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে।" এ কথা শুনে আমি হাসলাম। আর রাসূল (স) বললেন, যখন আল্লাহর সাহায্য এসেছে এবং মক্কাও বিজিত হয়েছে এবং ইয়ামনবাসীগণ (ইসলাম গ্রহণ করে) রাসূল (স)-এর খেদমতে এসেছেন, তারা কোমল অন্তরের অধিকারী, ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে রয়েছে। –(দারেমী) যঈফ-মওযু

প্রথম খিলাফত আবু বকরের

হাদীস : ৫৫৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, হায় আমার মাথা (ব্যথায় আমি মরণাপন্ন)! তখন রাসূল (স) বললেন, যদি এটি (অর্থাৎ, তোমার মৃত্যু) ঘটে যায়, আর আমি বেঁচে থাকি, তা হলে (চিন্তার কোন কারণ নেই) আমি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করব এবং তোমার জন্য দোয়া করব। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, হায় আফসোস! আল্লাহর কসম! আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি আমার মৃত্যুই কামনা করেছেন। আর যদি তাই ঘটে, তা হলে তো আপনি সে দিনেরই শেষাংশে আপনার অন্য কোন বিবির সঙ্গে রাত্রি যাপন করবেন। তখন রাসূল (স) বললেন, (নিজের মাথা ম্যথা এবং মৃত্যুর আলোচনা বাদ দাও) বরং আমার মাথা (আরও অধিক)। [অতপর রাসূল (স) বললেন] আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম অথবা বলেছেন, আমি ইচ্ছে করেছিলাম কোন লোক পাঠিয়ে আবু বকর ও তাঁর পুত্র (আবদুর রহমান)-কে ডেকে আনব এবং তাদেরকে (খেলাফত সম্পর্কে) অসিয়ত করে যাব, যেন লোকেরা বলতে না পারে (অমুক ব্যক্তি খেলাফতের বেশি হকদার।) অথবা কেউ যেন আশা না করতে পারে (আমিই খেলাফতের অধিক উপযোগী); কিন্তু পরে আমি ভাবলাম, আল্লাহ তায়ালাই (আবু বকর ছাড়া অন্যের খেলাফত) গ্রহণ করবেন না। আর ঈমানদারগণও তা মেনে নেবে না। অথবা তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালাই প্রতিহন করবেন এবং ঈমানদারগণও গ্রহণ করবে না। –(বোখারী)

ফেরেশতা নবীর সাক্ষ্য চাইল

হাদীস : ৫৫৯৭ ॥ হযরত জা'ফর ইবনে মুহম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা কোরাইশী এক ব্যক্তি তাঁর (মুহম্মদের) পিতা আলী ইবনে হোসাইনের কাছে আসল। তখন আলী ইবনে হোসাইন (আগত লোকটিকে উদ্দেশ্যে করে) বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূল (স)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করব? লোকটি বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আবুল

কাসেম, রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করুন। তখন আলী ইবনে হোসাইন (মুরসাল হিসেবে) বর্ণনা করলেন, রাসূল (স) যখন রোগাক্রান্ত হলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে এসে বললেন, হে মুহম্মদ! আপনার বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়ে আপনার হাল-অবস্থা জানতে চাইলেন। অথচ আপনার অবস্থা সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ) আপনার চেয়ে অধিক অবগত আছেন। তবুও তিনি জানতে চাচ্ছেন, আপনি এখন নিজের মধ্যে কিরূপ অনুভব করতেছেন? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হে জিবরাঈল! আমি নিজেকে ভারাক্রান্ত পাচ্ছি এং নিজের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করছি। (এরপর সেদিন জিবরাঈল চলে গেলেন।) আবার দ্বিতীয় দিন এসে বিগত দিনের মত জিজ্ঞেস করলেন, আর রাসূল (স) ও প্রথমদিনের মত জওয়াব দিলেন। (এ দিন জিবরাঈল চলে গেল।) পুনরায় জিবরাঈল তৃতীয় দিন এলেন এবং রাসূল (স)-কে প্রথম দিনের ন্যায় জিজ্ঞেস করলেন, আর তিনিও প্রথম দিনের মত একই উত্তর দিলেন। এই (তৃতীয়) দিন জিবরাঈলের সঙ্গে এলেন 'ইসমাঈল' নামে আর একজন ফেরেশ্তা। তিনি ছিলেন এমন এক লক্ষ ফেরেশতার সর্দার, যাদের প্রত্যেকেই (স্বতন্ত্রভাবে) এক এক লক্ষ ফেরেশ্তার সর্দার। সে ফেরেশতাও রাসূল (স)- এর কাছে আসবার অনুমতি চাইলেন। তারপর রাসূল (স) জিবরাঈলকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। (এরপর প্রবেশের অনুমতি দিলেন।) তারপর জিবরাঈল রাসূল (স)-কে বললেন, এই যে, মালাকুল মউত (আযরাঈল)। ইনিও আপনার কাছে আসবার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি আপনার আগে কখনও কোন মানুষের কাছে যেতে অনুমতি চান নি এবং আপনার পরেও আর কখনও কোন মানুষের কাছে আসতে অনুমতি চাইবে না। অতএব, তাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করুন। তখন রাসূল (স) তাকে অনুমতি দিলেন, তখন তিনি রাসূল (স)-কে সালাম করলেন এবং বললেন, হে মুহম্মদ! আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে আপনার খেদমতে পাঠাচ্ছেন। আপনি যদি আমাকে আপনার রূহ কবয করবার অনুমতি বা নির্দেশ দেন, তা হলে আমি আপনার রূহ কবয করব।

আরন যদি আপনি আপনাকে ছেড়ে দিতে আমাকে নির্দেশ দেন, তা হলে আমি আপনাকে ছেড়ে দেব (অর্থাৎ রূহ কবয করব না)। তখন রাসূল (স) বললেন, হে মালাকুল মউত! আপনি কি এমন করতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এভাবেই নির্দেশিত হয়েছি। আর আমি এটাও আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আপনার নির্দেশ মেনে চলি। বর্ণনাকারী বলেন,এ সময় রাসূল (স) হযরত জিররাঈল আলাইহিস সালামের দিকে তাকালেন, তখন জিবরাঈল বললেন, হে মুহম্মদ! আল্লাহ্ তায়ালা আপনার সাক্ষাৎলাভের জন্যে একান্তভাবে উদ্গ্রীব। তখনই রাসূল (স) মালাকুল মউতকে বললেন, যে জন্য আপনি আর্দিষ্ট হয়েছেন, তাই কার্যে পরিণত করুন, তারপর তিনি তাঁর রূহ কবয করে ফেললেন। যখন রাসূল (স) ইন্তেকাল করেন এবং একজন সান্ত্বনাদানকারী আসেন, তখন তাঁরা ঘরের এক পাশ থেকে এ আওয়াজ শুনতে পাইলেন। "হে আহ্লে বায়ত! আপনাদের প্রতি আল্লাহ্র তরফ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। আল্লাহ্র কিতাবে প্রত্যেকটি বিপদের সময় সান্ত্বনা ও ধৈর্যের উপাদান রয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যেক ধ্বংসের বিনিময়দানকারী এবং প্রত্যেক হারান বস্তুর ক্ষতিপূরণদানকারী। সুতরাং তোমরা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় কর এবং তাঁর কাছেই সর্বময় কল্যাণের কামনা কর। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত।" তারপর হযরত আলী বললেন, তোমরা কি জান এ সান্ত্বনাবাণী প্রদানকারী লোকটি কে? ইনি হলেন, হযরত খিযর আলাইহিস সালাম। বায়হাকী তাঁর দালায়েলুন নবুওত গ্রন্থে। Rvj ৯২৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

রাসূল (স)-এর সম্পদের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সম্পদ সদকা

হাদীস : ৫৫৯৮ ॥ হযরত আমর ইবনুল হারেস [রাসূল (স)-এর বিবি] জুয়াইরিয়া (রা)-এর ভাই বলেন, রাসূল (স) ইন্তেকালের সময় দীনার-দিরহাম, দাস-দাসী এবং অন্য কিছুই রেখে যান নি। শুধুমাত্র একটি সাদা খচ্চর ও তাঁর যুদ্ধাস্ত্র আর কিছু যমিন এবং এগুলো (সমগ্র মুসলমানের জন্য) সদকা (ওয়াকফ) হিসেবে রেখে যান। -(বোখারী)

রাসূল (স) কিছুই রেখে যাননি

হাদীস : ৫৫৯৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ওফাতের পর দীনার-দিরহাম, বকরী-উট কিছুই রেখে যাননি। আর কোন কিছুর অসিয়তও করেন নি। -(মুসলিম)

রাসূল তাঁর পরিবারে ভাগ বণ্টন রাখেননি

হাদীস : ৫৬০০ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, (আমার ওফাতের পরে) আমার ওয়ারিসগণ দীনার ভাগ-বণ্টন করবে না। আমি যা রেখে যাব, বিবিদের খোরপোষ এবং আমার আমেলের খরচের পর তা। মুসলমানের জন্য সদকা। -(বোখারী ও মুসলিম)

নবী-রাসূলগণ ওয়ারিস রেখে যান না

হাদীস : ৫৬০১ ॥ হযরত আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমরা (নবী-রাসূলগণ) আমাদের পরিত্যক্ত মাল-সম্পদে কাউকেও ওয়ারিস রেখে যাই না; বরং যা কিছু রেখে যাই, তা (মুসলমানদের জন্য) সদকা (বা ওয়াকফ)। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ যে জাতির ধ্বংস চান

হাদীস : ৫৬০২ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যে জাতির প্রতি নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ করতে চান, সে জাতির নবীকে তাদের আগেই ওফাত দান করেন। আর সে নবীকে তাদের জন্য অগ্রগামী ও পূর্বসূরী করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে ইচ্ছে করেন, তখন তাদের নবীকে তাদের মধ্যে জীবিত রেখে সেই জাতিতে আযাব ও গযবে নিপতিত করেন। আর নবী তাদের ধ্বংস দেখে চক্ষুর শীতলতা (ও মানসিক প্রশান্তি) লাভ করেন। যেহেতু তার নবীকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করেছে এবং তাঁর আদেশাবলী অমান্য করেছে। -(মুসলিম)

রাসূল সবচেয়ে প্রিয় হবেন

হাদীস : ৫৬০৩ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে (আমি) মুহম্মদের প্রাণ। তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন তোমদের কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। তারপর তার কাছে আমাকে দেখতে পাওয়া তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সমেত থাকা অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম হবে। -(মুসলিম)

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোরাইশ ও অন্যান্য গোত্রসমূহের গুণাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বীনের ব্যাপারে লোকজন কোরাইশদের অনুসারী

হাদীস : ৫৬০৪ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, এই (দ্বীন-শরীঅতের) ব্যাপারে লোকজন কোরাইশদের অনুসারী-তাদের মুসলমানরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী এবং তাদের কাফের তাদের কাফেরদেরই অনুগত। -(বোখারী মুসলিম)

ভাল-মন্দ উভয়ই কোরাইশদের মধ্যে আছে

হাদীস : ৫৬০৫ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, লোকজন ভাল এবং মন্দে (উভয় অবস্থায়) কোরাইশদের অনুসারী। -(মুসলিম)

শাসন কর্তৃত্ব কুরাইশদের থাকবে

হাদীস : ৫৬০৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, এই দায়িত্ব (শাসন-কর্তৃত্ব) কোরাইশদের মধ্যে থাকবে, যতদিন (দুনিয়াতে) তাদের দুজন লোকও অবশিষ্ট থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকলে কোরাইশদের বিরোধিতা নিষেধ

হাদীস : ৫৬০৭ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, এই বিষয়টি (অর্থাৎ শাসন-কর্তৃত্ব) কোরাইশদের হাতেই থাকবে। যতদিন তারা দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকলে, যে কেউ তাদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার মুখের ওপর উপুড় করে নিক্ষেপ করবেন। (অর্থাৎ, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।) -(বোখারী)

খলীফাদের কালে ইসলাম শক্তিশালী থাকবে

হাদীস : ৫৬০৮ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামু (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, বারজন খলীফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ইসলাম শক্তিশালী থাকবে। তাঁরা সকলেই হবেন কোরাইশ বংশোদ্ভূত। অপর এক রেওয়ায়তে আছে- মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলতে থাকবে বারজন খলীফা পার হওয়া পর্যন্ত। তারা সকলেই হবেন কোরাইশ বংশের। অপর আরেক রেওয়ায়তে আছে- [রাসূল করীম (স) বলেছেন,] দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা সকলেই হবেন কোরাইশী। -(বোখারী ও মুসলিম)

উমাইয়্যা গোত্র নাফরমানী করেছে

হাদীস : ৫৬০৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গেফার গোত্র-আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন, আসলাম গোত্র-আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন আর উমাইয়্যা গোত্র-তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। -(বোখারী মুসলিম)

কয়েক গোত্র রাসূল (স)-এর বন্ধু

হাদীস : ৫৬১০ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গেফার গোত্র-আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন, আসলাম গোত্র-আল্লাহ্ তাদরেকে নিরাপদে রাখুন আর উমাইয়্যা গোত্র-তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কয়েক গোত্র খুবই উত্তম

হাদীস : ৫৬১১ ॥ হযরত আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আসলাম, গেফার, মুযাইনা ও জুহাইনা গোত্রসমূহ বনু তামীম ও বনু আমের এবং উভয় সহযোগী তথা বনু আসাদ ও গাতফান হতেও উত্তম।-(বোখারী ও মুসলিম)

বনু তামীম রাসূলের ভালবাসার পাত্র

হাদীস : ৫৬১২ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, তখন থেকে সর্বদা আমি বনু তামীমকে ভালবেসে আসছি, যখন থেকে তাদের তিনটি গুণের কথা আমি রাসূল (স)-এর কাছ থেকে শুনেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, (১) আমার উম্মতের মধ্যে বনু তামীমই দাজ্জালের মুকাবিলায় অধিক কঠোর প্রমাণিত হবে। (২) একবার তাদের সদকা এসে পৌছলে রাসূল (স) বললেন, "ইয়া আমার কওমের সদকা।" (৩) হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে বনু তামীমের একটি দাসী ছিল তখন রাসূল (স) হযরত আয়েশা বললেন, "তুমি তাকে আযাদ করে দাও। কেননা, সে হযরত ইসমাঈলের বংশধর।" -(বোখারী মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরাইশদের অপমান করা উচিত নয়

হাদীস : ৫৬১৩ ॥ হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, যেই ব্যক্তি কোরাইশকে অপমানিত করবার ইচ্ছে পোষণ করবে, আল্লাহ্ তায়ালাই তাকে অপমানিত করবেন। -(তিরমিযী)

কুরাইশদের জন্য রাসূলের দোয়া

হাদীস : ৫৬১৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে আল্লাহ্! তুমি কোরাইশদের প্রথম শ্রেণীকে প্রথম দুঃখের স্বাদগ্রহণ করিয়েছ, এখন তাদের পরবর্তী শ্রেণীকে সুখ ভোগের সুযোগ দান কর। -(তিরমিযী)

আসাদ ও আশআর বড়ই উত্তম গোত্র

হাদীস : ৫৬১৫ ॥ হযরত আবু আমের আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, "আসাদ ও আশআর" এ গোত্রদ্বয় বড়ই উত্তম। এরা লড়াইয়ের ময়দান থেকে পলায়ন করে না এবং আমানত বা গনীমতের মাল খেয়ানত করে না। সুতরাং তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

আসাদ গোত্র দ্বীনের সাহায্যকারী

হাদীস : ৫৬১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আসাদ গোত্র যমিনের ওপর আল্লাহর (দ্বীনের সাহায্যকারী) আসাদ। লোকেরা তাদেরকে হেয় করে রাখতে চায়, অথচ আল্লাহ্ তায়ালা এর বিপরীত তাদেরকে উচ্চ মর্যদায় আসীন করতে চান। মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, কোন ব্যক্তি আক্ষেপের সাথে বলবে, হায়! আমার পিতা কিংবা বলবে, আমার মাতা যদি আসাদ বংশীয় হতেন। (তবে কতই না ভাল হত।) -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

রাসূল (স) তিনটি গোত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন

হাদীস : ৫৬১৭ ॥ হযরত ইমরান হোসাইন (রা) রাসূল (স) (আরবের) তিনটি গোত্রের ওপর অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। সাকীফ, বনূ হানীফা ও বনু উমাইয়া। -(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব)

সাকীফ গোত্র মিথ্যাবাদী

হাদীস : ৫৬১৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন বলেছেন, সাকীফ গোত্র এক চরম মিথ্যাবাদী এবং আর এক ধ্বংসকারীর জন্ম হবে। অধঃস্তন রাবী আবদুল্লাহ ইবনে ইসমা বলেন, মানুষের কাছে প্রকাশ- সে মিথ্যাবাদী হল মোখতার ইবনে আবু উবায়দ। (সে এক সময় কুফায় নবুওয়তের দাবি করেছিল এবং বলেছিল, হযরত জিবরাঈল তার কাছে ওহী নিয়ে আসেন।) আর ধ্বংসকারী হল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। হেশাম ইবনে হাসসান বলেছেন, লোকেরা

শুমার করে দেখেছে; হাজ্জাজ যে সকল লোকদেরকে (যুদ্ধের ময়দান ছাড়া)। শুধু কয়েদ করে হত্যা করেছে, এর সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার-তিরমিযী এবং সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- হাজ্জাজ যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-কে শহীদ করল, তখন তাঁর মাতা হযরত আসমা [(রা) হাজ্জাজকে লক্ষ্য করে] বললেন, একদা রাসূল (স) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সাকীফ গোত্র থেকে এক চরম মিথ্যাবাদী এবং এক রক্তপিপাসুর আবির্ভাব ঘটবে। সুতরাং সে জঘন্য মিথ্যাবাদী (মোখতার)-কে তো আমরা দেখেছি। আর (হে হাজ্জাজ) আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই সে রক্ত-পিপাসু ব্যক্তি। পূর্ণ হাদীস তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে।

সাকীফ গোত্রের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৬১৯ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! সাকীফ গোত্রের তীর আমাদেরকে জ্বালাতন করে রেখেছে। সুতরাং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ-দোয়া করুন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে হেদায়াত দান কর। -(তিরমিযী) যঈফ —১২৫৪

হিমিয়ার গোত্রের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৬২০ ॥ হযরত আবদুর রাজ্জাক তার পিতার মাধ্যমে মীনা হতে, আর তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এল। আমার ধারণা লোকটি কায়স গোত্রীয়। সে বলল, ইয়া রাসূল (স)! 'হিমিয়ার' গোত্রের ওপর অভিসম্পাত করুন। এ কথা শুনে রাসূল করীম (স) মুখখানি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এবারও সে সেদিক থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। সেবারও তিনি মুখখানি ফিরিয়ে নিলেন। তারপর রাসূল করীম (স) বললেন, আল্লাহ পাক হিমিয়ার গোত্রের প্রতি রহমত নাযিল করুন। তাদের মুখে রয়েছে সালাম এবং হাতে আছে খানা। আর তারা শান্তি ও ঈমানের অধিকারী। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) Rvj —১২৫৭

আমরা আবদুর রাজ্জাক ছাড়া আর কারও কাছ থেকে এ হাদীস শুনতে পাইনি এবং এ মীনা থেকে বহু মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

দাউস গোত্রের কথা

হাদীস : ৫৬২১ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল করীম (স)কে জিজ্ঞেসা করলেন, তুমি কোন বংশের লোক? বললাম, আমি দাউস গোত্রের। তখন রাসূল করীম (স) বললেন, দাউসের কোন ব্যক্তির মধ্যেও কল্যাণ আছে বলে ইতিপূর্বে আমি ধারণা করতাম না। -(তিরমিযী)

রাসূল (স)-এর প্রতি হিংসা নয়

হাদীস : ৫৬২২ ॥ হযরত সালমানী ফারেসী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে হিংসা রেখ না, তাহলে দ্বীন-ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উত্তরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিরূপে আপনার সঙ্গে হিংসা পোষণ করতে পারি? অথচ আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেদায়ত দান করেছেন। তখন রাসূল (স) আরবদের প্রতি হিংসা পোষণ করা আমার সঙ্গে হিংসা পোষণ করার নামান্তর। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব) যঈফ —১২৬০

আরবের সাথে প্রতারণা নয়

হাদীস : ৫৬২৩ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আরবের সাথে প্রতারণা করবে, সে আমার শাফাআতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং আমার ভালবাসাও লাভ করতে পারবে না। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) জাল —১২৬১

হোসাইন ইবনে ওমর ছাড়া আর কেহ এটা বর্ণনা করেননি। অথচ মুহাদ্দেসীনের কাছে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়।

কিয়ামতের একটি আলামত

হাদীস : ৫৬২৪ ॥ হযরত তালহা ইবনে মালেকের আযাদকৃত দাসী উম্মুল হারীর বলেন, আমি আমার মনিব (তালহা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত কাছাকাছি হওয়ার আলামতসমূহের মধ্যে একটি হল, আরবদের ধ্বংস হওয়া। -(তিরমিযী) যঈফ —১২৬২

কয়েকটি গোত্রের বিশেষত্ব

হাদীস : ৫৬২৫ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শাসন-কর্তৃত্ব কোরাইশদের মধ্যে, বিচার আনসারদের মধ্যে, আযান হাবশীদের মধ্যে এবং আমানতদারী আযদ তথা ইয়ামনীদের মধ্যে (অর্থাৎ, এ সব দায়িত্ব পালনের বিশেষ যোগ্যতা এদের মধ্যে রয়েছে।) -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি মওকুফ হিসেবে বর্ণিত হওয়াই অধিক সহীহ্)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোন কুরাইশীদের বন্দী অবস্থায় হত্যা করা যাবে না

হাদীস : ৫৬২৬ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে মুতী (রহ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, আজিকার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন কোরাইশীকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা যাবে না। -(মুসলিম)

রক্ত পিপাসু হাজ্জাজ

হাদীস : ৫৬২৭ ॥ হযরত আবু নওফল মুআবিয়া ইবনে মুসলিম (রা) বলেন, মদীনামুখী মক্কার গিরিপথে আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-কে দেখতে পাই। তিনি বলেন, তাঁর পাশ দিয়ে কোরাইশ ও অন্যান্য বহু লোকই যাচ্ছিল, অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাঁর পাশ দিয়ে যাবার বেলায় দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা খুবাইব।" তারপর বললেন, জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি তোমাকে এটা থেকে নিষেধ করেছিলাম, জেন রাখ! আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি তোমাকে এটা থেকে নিষেধ করেছিলাম। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি তোমাকে এটা থেকে নিষেধ করেছিলাম। জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! আমার জানামতে তুমি ছিলে অধিক রোযাদার, খুব বেশি এবাদত ও তাহাজ্জুদ গোযার এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! যে দলের আকীদা ও ধারণায় তুমি মন্দ, প্রকৃতপক্ষে সে দলই মন্দ। অপর এক রেওয়াতে আছে হ্যাঁ, তিনি খুব চমৎকার একটি গোষ্ঠী!

বর্ণনাকারী বলেন, এটার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) সেখানে থেকে চলে গেলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর-এর উক্ত স্থানে দাঁড়ান এবং উল্লিখিত কথাগুলো বলার সংবাদটি হাজ্জাজের কাছে পৌছালে তিনি ইবনে যুবাইয়ের লাশের কাছে লোক পাঠালেন এবং শুলির কাষ্ঠ থেকে লাশটি নামিয়ে ইহুদীদের কবরস্থানে ফেলে দেয়া হল। এরপর হাজ্জাজ তার মাতা আসমা বিনতে আবু বকর (রা)-কে তার কাছে ডেকে পাঠালেন; কিন্তু হযরত আসমা (রা) তার কাছে আসতে অস্বীকার করলেন। তারপর হাজ্জাজ এ কথা বলে পুনরায় লোক পাঠালেন যে, তাকে গিয়ে বল! হয়ত তুমি স্বেচ্ছায় আমার কাছে আসবে অথবা আমি তোমার কাছে এমন লোককে পাঠাব, যে তোমার চুলের বেণী চেপে ধরে তোমাকে হেঁচড়ায়ে টেনে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আসমা এবারও আসতে অস্বীকার করনে এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত আসব না, যে পর্যন্ত না তুমি এমন লোককে আমার কাছে পাঠাবে, যে আমার চুলের বেণী ধরে আমাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা শুনে হাজ্জাজ বলল, তোমরা আমার জুতা দাও। তারপর সে তার জুতা পরিধান করল এবং তাড়াতাড়ি রওয়ানা হল এবং হযরত আসমার কাছে এসে বলল, আল্লাহ্র দুশমন (আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর)- এর সাথে আমি যে আচরণ করেছি এ ব্যাপারে তুমি আমাকে কেমন পেলে? উত্তরে তিনি বললেন, "আমি দেখেছি, তুমি তার দুনিয়াকে ধ্বংস করছ, আর সে তোমার আখেরাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" আমার কাছে এ খবরও পৌছেছে, তুমি নাকি তাকে (উপহাসস্বরূপ) বলছ, হে দুই নেতাকওয়ালীর সন্তান! আল্লাহ্ কসম! আমিই সে দুই নেতাকওয়ালী মহিলা। জেনে রাখ, এর (আমার কোমরে বাঁধার দো-পাট্টার) একখণ্ড দ্বারা রাসূল (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর সফরের খাদ্য বেঁধে তাদের সওয়ারীর গলায় ঝুলায়ে দিতাম এবং অপর খণ্ড ঐ কাজে ব্যবহার করতাম যা থেকে কোন নারী অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। (অর্থাৎ, গৃহের কাজ-কর্ম করিবার সময় মহিলার নিজেদের কোমরে যেই কাপড় বা গামছা বেঁধে রাখে, এক খণ্ড দ্বারা আমি তাই করতাম।)

জেনে রাখ, একদা রাসূল (স) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সাকীফ গোত্রে এক চরম মিথ্যাবাদী ও এক মহাঅত্যাচারী জন্মগ্রহণ করবে। সুতরাং সে চরম মিথ্যুক (মোখতার)-কে আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখেছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই সে মহাঅত্যাচারী যালিম। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আসমার মুখে উপরোক্ত কথাগুলো শুনে হাজ্জাজ কোন প্রতিউত্তর না করে চলে গেল। -(মুসলিম)

লড়াই ফেতনা নির্মূলের জন্য

হাদীস : ৫৬২৮ ॥ নাফে (রহ) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়েরের যুগে সৃষ্ট ফেত্নার সময় দুই ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এ কাছে এসে বলল, লোকজন যা কিছু করছে তা তো আপনি দেখছেন। অথচ আপনি একদিকে ওমরের পুত্র এবং অপরের দিকে রাসূল (স)-এর একজন সাহাবী। এতদ্সত্ত্বেও আপনাকে (খেলাফতের দাবি নিয়ে) বের হতে কিসে বাধা দিচ্ছে? তিনি উত্তর দিলেন, এটা আমাকে বাধা দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নি যে, ফেত্না নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর? ইবনে ওমর (রা) বললেন, (রাসূল (স)-এর যমানায়) আমড়া লড়াই করেছি যাতে ফেতনা মিটে যায় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আজ তোমরা লড়াই করতে চাও, যাতে ফেত্না সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য (গায়রুল্লাহ্) দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। -(বোখারী)

দাউস গোত্রের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৬২৯ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, একদা তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, দাউস গোত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর নাফরমানী করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের ওপর আল্লাহ্‌র কাছে বদ-দোয়া করুন। তখন লোকেরা ধারণা করল, রাসূল (স) তাদের ওপর বদ-দোয়া করবেন, কিন্তু তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়েত দান কর এবং তাদেরকে নিয়ে এস (অর্থাৎ মদীনার দিকে হিজরত করার তৌফিক দাও।) -(বোখারী মুসলিম)

আরবী জান্নাতের ভাষা হবে

হাদীস : ৫৬৩০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তিন কারণে আরবকে ভালবাসবে। প্রথমত, আমি হলাম আরবী, দ্বিতীয়, কোরআন মজীদের ভাষা হল আরবী এবং তৃতীয়ত, বেহেশতবাসীদের কথাবার্তার মাধ্যমও হবে আরবী। -(বায়হাকী তাঁর শোআবুল ঈমান গ্রন্থে)

যঈফ —১২৬৬

সপ্তম অধ্যায়

সাহাবীদের ফযীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহাবীদের মর্যাদা গগনচুম্বী

হাদীস : ৫৬৩১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, তোমরা আমার সাহাবীদের গাল-মন্দ করিও না। কেননা, (তারা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে) তোমাদের কেহ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ কিংবা অর্ধ মুদ (যব খরচ)- এর সমান সওয়াবে পৌছতে পারব না। -(বোখারী মুসলিম)

সাহাবীরা নক্ষত্রের মত

হাদীস : ৫৬৩২ ॥ হযরত আবু বুরদা (রা) তাঁর পিতা [হযরত আবু মুসা আশআরী (রা)] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা রাসূল করীম (স) আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বস্তুত তিনি প্রায়ই (ওহীর অপেক্ষায়) আসমানের দিকে মাথা তুলে দেখতেন। তারপর বললেন, তারকারাজি (চন্দ্র-সূর্যসমেত) আসমানের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ। যেদিন এই সব গ্রহগুলো চলে যাবে, সেদিন আসমানে তাই ঘটবে, যার প্রতিশ্রুতি আগেই দেয়া হয়েছে, (অর্থাৎ, ধ্বংস হয়ে যাবে।) আর আমি হলাম আমার সাহাবিদের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। সুতরাং আমি যখন চলে যাব, তখন আমার সাহাবিদের মধ্যেও তাই সংঘটিত হবে, যার প্রতিশ্রুতি আগেই দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে ফেতনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেবে।) আর আমার সাহাবিরা হলেন আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। যখন আমার সাহাবিরা চলে যাবেন, তখন আমার উম্মতের ওপর তাই নেমে আসবে, পূর্বেই যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বেদআত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে। -(মুসলিম)

তাবেয়ীদের বরকতে বিজয় লাভ হবে

হাদীস : ৫৬৩৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যে, বহুসংখ্যক লোক জেহাদে যোগদান করবে।তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক আছেন, যিনি রাসূল (স) সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, আছেন। তখন (উক্ত সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, তাদের বহুসংখ্যক লোক জেহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক রয়েছেন, যিনি রাসূল (স) সাহাবিদের সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, রয়েছে। তখন (উক্ত তাবেয়ীর বরকতে) তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর লোকদের ওপর এমন এক যমানা আসবে যে, তাদের বহুসংখ্যক লোক জেহাদে যোগদান করবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক রয়েছেন, যিনি রাসূল (স)-এর সাহাবিদের সাহচর্য লাভকারীদের (অর্থাৎ তাবেয়ীদের) সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, রয়েছেন। তখন তাদেরক (উক্ত তবয়ে তাবেয়ীদের বরকতে) জয়যুক্ত করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে-রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, তাদের মধ্যে থেকে একটি সেনাদলকে অভিযানে পাঠান হবে, তখন মুজাহেদগণ বলবেন, তালাশ করে দেখ তো, তোমাদের মধ্যে রাসূল (স) এর সাহাবীদের কাউকেও পাও নাকি? তখন এক ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে। সুতরাং তাদেরকে জয়যুক্ত করা

হবে। পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় আরেকটি সেনাদল পাঠান হবে; তখন তারা পরস্পর বলবে, তাদের মাঝে এমন কোন লোক আছেন কি, যিনি রাসূল (স) সাহাবীদেরকে দেখেছেন? (তালাশ করে একজন লোক পাওয়া যাবে) তখন তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে। এর পরবর্তী সময়ে তৃতীয় সেনাদল প্রেরণ করা হবে। তখন বলা হবে, খোঁজ করে দেখ তো তাদের মাঝে এমন কোন লোক আছেন কি, যিনি রাসূল (স)-এর সাহাবিকে যিনি দেখেছেন তাকে দেখেছেন? (অর্থাৎ, যিনি কোন তাবেয়ীকে দেখেছেন) তারপর চতুর্থ সেনাদলকে পাঠান হবে, তখন বলা হবে, তালাশ করে দেখ, তাদের মাঝে এমন কোন লোক আছেন কি যিনি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখেছেন যিনি রাসূল (স) সাহাবীকে দর্শনকারী কোন ব্যক্তিকে দেখেছেন। তখন এক ব্যক্তিকে তালাশ করে পাওয়া যাবে; সুতরাং তাদেরকেও তাঁর কারণে জয়যুক্ত করা হবে।

তাবেয়ী পরবর্তী যুগের লোকেরা নিকৃষ্ট হবে

হাদীস : ৫৬৩৪ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হল আমার যুগের লোক। (অর্থাৎ, সাহাবীদের যুগ।) তারপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ, তাবেয়ীদের যুগ।) তারপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ, তাবে তাবেয়ীদের যুগ)। তাদের পর এমন কিছু লোকদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খেয়ানত করবে, তাদের আমানতদারীর ওপর বিশ্বাস করা যাবে না। তারা (আল্লাহর নামে) মান্নাত করবে; কিন্তু তা পূরণ করবে না, (ভোগ-বিলাসের কারণে) তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে। অপর এক রেওয়াতে আছে-তারা (নিষ্প্রয়োজনে) কসম খাবে, অথচ তাদের কাছ থেকে কসম চাওয়া হবে না। -(বোখারী মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দল ছাড়া হয়ো না

হাদীস : ৫৬৩৫ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সাহাবীদের সম্মান কর। কেননা, তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক। তারপর তৎপরবর্তী লোকদেরকে (তাবেয়ী)। তারপর তৎপরবর্তী লোকদের (তাবয়ে তাবেয়ীদেরকে সম্মান কর) এরপর প্রকাশ্যে মিথ্যা চলতে থাকবে। এমনকি কোন ব্যক্তি (স্বেচ্ছায়) কসম করবে, অথচ তার কাছ থেকে কসম চাওয়া হবে না। সে সাক্ষ্য দেবে, অথচ তার কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান! যেই ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন জমাআতকে ধরে রাখে। (অর্থাৎ, সাহাবী, তাবেয়ীন, তবয়ে তাবেয়ীন ও সলফে সালেহীনদের অনুসরণ করে চলে।) কেননা, শয়তান সেই ব্যক্তির সাথে, যে জমাআত থেকে আলাদা। আর সে দুজনের জমাআত হতেও দূরে থাকে। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কোন বেগানা নারীর সাথে নির্জন অবস্থান না করে। কেননা, শয়তান তৃতীয় হিসেবে তাদের মাঝে উপস্থিত থাকে। আর যার নেক কাজে মনের মধ্যে আনন্দ জাগে এবং বদ কাজ তাকে চিন্তিত করে ফেলে, সেই প্রকৃত ঈমানদার।

রাসূল দর্শনকারীকে আগুন স্পর্শ করবে না

হাদীস : ৫৬৩৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, এমন কোন মুসলমানকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে বা আমাকে যে দেখেছে, তাকে দেখেছে। -(তিরমিযী)

যঈফ-১২৬৪

সাহাবীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ নয়

হাদীস : ৫৬৩৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে। আমর (ওয়াতের) পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাদেরকে মহব্বত করে, সে আমার মহব্বতেরই তাদেরকে মহব্বত করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখল। আর যে ব্যক্তি তাদরেকে দুঃখ বা কষ্ট দিল, সে মূরত আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। অতএব, যে আল্লাহ্‌ পাককে কষ্ট দিল, আল্লাহ্‌ পাক তাকে অচিরেই পাকাড়ও করবেন। -(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

যঈফ-১২৬৫

সাহাবিরা খাদ্যের লবণের মত

হাদীস : ৫৬৩৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবীগণ হলেন খাদ্যের মধ্যে লবণের মত। বস্তুত, লবণ ছাড়া খাদ্য সুস্বাদু হয় না। হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেছেন, আমাদের লবণ চলে গেছে, সুতরাং আমরা কেমন করে সংশোধিত হব। -(শরহে সুন্নাহ্‌) যঈফ-১২৬৬

টীকা ....

হাদীস নং : ৫৬৩১ ॥ 'মুদ' একটি আরবী পরিমাপ। এক মুদ সমান এক 'সা' বা তিন সের এগার ছটাকের এক চতুর্থাংশ।

সাহাবী হবেন আলো স্বরূপ

হাদীস : ৫৬৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে যমিনে আমার কোন একজন সাহাবী ইন্তেকাল করবেন, কিয়ামতের দিন তাকে এভাবে ওঠান হবে যে, তিনি সে যমিনের অধিবাসীগণকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবেন এবং তিনি হবেন তাদের জন্য আলো। –(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) পৃষ্ঠা — ১২৬৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবীরা তারকারাজির মত

হাদীস : ৫৬৪০ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)কে বলতে শুনেছি, আমি আমার পরওয়ারদেগারকে আমার ওফাতের পর আমার সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিলেন, হে মুহম্মদ! আমার কাছে তোমার সাহাবীদের মর্যাদা হল– আসমানের তারকারাজির মত। এর একটি আরেকটি থেকে অধিক উজ্জ্বল। অথচ প্রত্যেকটির মধ্যে আলো রয়েছে। সুতরাং তাদের (সাহাবিদের) মতভেদ থেকে যে কোন ব্যক্তি কোন একটি অভিমত গ্রহণ করবে, সে আমার কাছে হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) আরও বলেছেন, আমার সাহাবিরা হলেন তারাকারাজের সদৃশ্য। অতএব, তোমরা তাদের যে কাউকেও অনুকরণ করবে হেদায়ত পাবে। –(রাযীন) পৃষ্ঠা — ১২৬৭

সাহাবীদের গালিদাতা অভিশপ্ত

হাদীস : ৫৬৪১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা ঐ সকল লোকদেরকে দেখবে, যারা আমার সাহাবীদেরকে গাল-মন্দ করে, তখন তোমরা বলবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লানত তোমাদের এই মন্দ আচরণের জন্য। –(তিরমিযী) পৃষ্ঠা — ১২৬৮

অষ্টম অধ্যায়

রাসূল (স)-এর বন্ধু রূপে আবু বকর (রা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু বকর (রা) খিলাফতের যোগ্য

হাদীস : ৫৬৪২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর (ওফাতের) রোগ-শয্যায় আমাকে বললেন, তোমার পিতা আবু বকর এবং তোমার ভাই (আব্দুর রহমান)-কে আমার কাছে ডেকে আনো, আমি তাদেরকে বিশেষ একটি লেখা লিখে দেব। (অর্থাৎ, লিখে আদেশ করবো।) কেননা, আমার ভয় হচ্ছে যে, (খেলাফতের) কোন অভিলাষী অভিলাষ পোষণ করে বসতে পারে এবং কোন ব্যক্তি এই দাবি করে বসতে পারে, (খেলাফতের) আমিই হকদার, অথচ সে তার হকদার নয়। আল্লাহ এবং ঈমানদার লোকেরা আবু বকর ছাড়া অন্য কারও খেলাফত মেনে নেবেন না। –(মুসলিম)

একমাত্র আবু বকরই রাসূল (স)-এর বন্ধু

হাদীস : ৫৬৪৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, লোকদের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ ও সাহচর্য দ্বারা আমার প্রতি সর্বাধিক এহসান করেছেন আবু বকর। বুখারীতে ابو بكر এর স্থলে ابا بكر রয়েছে। যদি আমি কাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তা হলে আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, কিন্তু তার সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও (দ্বীনী) মহব্বত রয়েছে। তারপর তিনি ঘোষণা দিলেন) মসজিদে আবু বকর-এর দরজা ছাড়া আর কোন দরজা যেন অবশিষ্ট না থাকে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- [রাসূল (স) বলেছেন] যদি আমার রব্ব ছাড়া আর কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তা হলে আবু বকরকেই আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

আবু বকর (রা)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ

হাদীস : ৫৬৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আমি কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তা হলে আবু বকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার (দ্বীনী) ভাই ও সহচর। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গীকে (অর্থাৎ, আমাকে) খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। –(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর অবর্তমানে আবু বকর

হাদীস : ৫৬৪৫ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়েম (রা) বলেন, একদা জনৈক মহিলা রাসূল করীম (স) কাছে এল এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলল। রাসূল করীম (স) তাকে পুনরায় আসতে বললেন। তখন মহিলাটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আচ্ছা বলুন তো, আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই, তখন কি করব? (বর্ণনাকারী বলেন) মহিলাটি যেন রাসূল করীম (স)-এর ইন্তেকালের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যদি আমাকে না পাও, তবে আবু বকরের কাছে এস। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলের সর্বাধিক প্রিয় আয়েশা (রা)

হাদীস : ৫৬৪৬ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) তাঁকে (সপ্তম হিজরীতে) যাতুসসালাসিল (অভিযান)-এর সৈন্যবাহিনীর ওপর আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। (তিনি বলেন) আমি ফিরে এসে রাসূল করীম (স)-এর কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের মধ্যে কোন লোকটি আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেনঃ আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষের মধ্যে? তিনি বললেন, তার পিতা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন লোকটি? তিনি বললেন, ওমর। তারপর আমি এভাবে জিজ্ঞেস করতে থাকলে তিনি আরও কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করলেন। এরপর আমি চুপ হয়ে গেলাম এই আশংকায় যে, সম্ভবত আমার নাম সকলের শেষে পড়ে যাবে।
−(বোখারী ও মুসলিম)

আবু বকর ও ওমর (রা)

হাদীস : ৫৬৪৭ ॥ হযরত মুহম্মদ ইবনুল হানফিয়্যা (রহ) বলেন, আমি আমার পিতা [আলী (রা)]-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল করীম (স) এরপর কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বললেন, আবু বকর। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম; তারপর কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন, ওমর। আমার আশংকা হল,এবার (জিজ্ঞেস করলে) তিনি ওসমানের কথা বলবেন। তাই আমি বললাম, তারপর তো আপনিই (উত্তম)। তিনি বললেন, আমি তো অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ ব্যক্তি। −(বোখারী)

কয়েকজন মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি

হাদীস : ৫৬৪৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) এর যমানায় আমরা কাউকেও আবু বকর (রা)-এর সমকক্ষ মনে করতাম না। তারপর ওমর (রা)-কে এবং তারপর ওসমান (রা)-কে মর্যাদা দিতাম। তারপর রাসূল করীম (স) অন্যান্য সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা পরিহার করতাম। তাঁদের মধ্যে একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিতাম না।−(বোখারী)

আবু দাউদের এক রেওয়ায়েতে আছে-হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, রাসূল করীম (স)-এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, রাসূল করীম (স) উম্মতের মধ্যে তাঁর পরে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন, আবু বকর, তারপর ওমর, তারপর ওসমান (রা)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতেন

হাদীস : ৫৬৪৯ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেকোন ব্যক্তি আমাদের প্রতি যেই কোন প্রকারের এহসান করেছে, আমরা তার প্রতিদান দিয়েছি, আবু বকরের এহসান ছাড়া। তিনি আমাদের প্রতি যেই এহসান করেছেন, আল্লাহতায়ালাই কিয়ামতের দিন তাঁকে তার প্রতিদান করবেন। আর কারো মাল-সম্পদ আমাকে ততখানি উপকৃত করতে পারেনি, যতখানি আবু বকরের মাল আমাকে উপকৃত করেছে। আর আমি যদি (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও) খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তা হলে আবু বকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। জেনে রাখ! তোমাদের সঙ্গী [অর্থাৎ রাসূল (স)] আল্লাহরই খলীল (বন্ধু)− (তিরমিযী)

আবু বকর (রা) রাসূল (স)-এর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন

হাদীস : ৫৬৫০ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেছেন, আবু বকর আমাদের সরদার, আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের সকলের চেয়ে রাসূল (স) কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। −(তিরমিযী)

আবু বকর (রা) হাউজে কাউসারে রাসূল (স) এর সাথী হবেন

হাদীস : ৫৬৫১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) আবু বকর (রা)-কে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন, তুমি আমার (সওর) গুহার সঙ্গী এবং হাউজে কাওসারে আমার সাথী। −(তিরমিযী)

ইমামতের যোগ্য আবু বকর

হাদীস : ৫৬৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে জমাআতে বা সমাবেশে আবু বকর উপস্থিত থাকবেন; সেখানে তিনি ছাড়া অন্য কারোও ইমামতি করা উচিত হবে না।−(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

জয়লাভ করলেন আবু বকর (রা)

হাদীস : ৫৬৫৩ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় সদকা-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ করলেন। (সৌভাগ্যবশত) সে সময় আমার কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল। তখন আমি (মনে মনে) বললাম, (দানের প্রতিযোগিতায়) যদি আমি কোনদিন আবু বকরের ওপর জিততে পারি, তবে আজিকার দিনেই আবু বকরের ওপর জিতে যাব। ওমর বলেন, অতপর আমি আমার সব মালের অর্ধেক নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কি (পরিমাণ) রেখে এসেছ? আমি বললাম, তার সমপরিমাণ। আর আবু বকরের কাছে যা কিছু ছিল তিনি সমুদয় নিয়ে উপস্থিত হলেন। এবার রাসূল (স) [তাঁকে লক্ষ্য করে] বললেন, হে আবু আবু বকর! পরিবার-পরিজনের জন্য আপনি কি রেখে এসেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। ওমর বলেন, তখন আমি (মনে মনে) বললাম, আর আমি কখনও কোন বিষয়ে তাঁর ওপর জিততে পারব না। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

আল্লাহর আতীক

হাদীস : ৫৬৫৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা হযরত আবু বকর (রা) রাসূল (স) এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে (লক্ষ্য করে) বললেন, আপনি দোযখের আগুন থেকে আল্লাহর আতীক (আযাদপ্রাপ্ত)। সেদিন থেকে তিনি "আতিক" উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। −(তিরমিযী)

রাসূল (স) প্রথম উত্থিত হবেন

হাদীস : ৫৬৫৫ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) যমীন ফেটে যারা উত্থিত হবে, তাদের মধ্যে আমি হব প্রথম, তারপর আবু বকর, তারপর ওমর। তারপর আমি জান্নাতুল বাকী কবরস্থানবাসীদের কাছে আসব এবং তাদের সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে। এরপর আমি মক্কাবাসীদের আগমনের অপেক্ষা করব। পরিশেষে উভয় হারামাইনের তথা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে।−(তিরমিযী) hBd -1273

রাসূল (স) বেহেশতের দরজা দেখলেন

হাদীস : ৫৬৫৬ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে বেহেশতের ঐ দরজাটি দেখালেন, যে পথে আমার উম্মত প্রবেশ করবে। তখন আবু বকর (রা) বললেন, কতই না আনন্দিত হতাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থেকে উক্ত প্রবেশদ্বারটি দেখতে পারতাম। এতদ্শ্রবণে রাসূল (স) বললেন, জেনে রাখ, হে আবু বকর! আমার উম্মতের মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে। −(আবু দাউদ) পৃষ্ঠা — ১২৭৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হেরা গুহায় আবু বকর ও ওমর (রা)

হাদীস : ৫৬৫৭ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তাঁর সম্মুখে হযরত আবু বকর (রা)-এর আলোচনা ওঠল। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি আন্তরিকভাবে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে, হায়! আমার গোটা জীবনের আমলসমূহ যদি আবু বকরের জীবনের দীনসমূহের একদিনের আমলের সমান হতো এবং তাঁর জীবনের রাতসমূহের মধ্য থেকে কোন এক রাতের আমলের সমান হত। তাঁর এ রাত হল সে রাত, যে রাতে তিনি (হিজরতের সফরে) রাসূল (স)-এর সঙ্গে গারে সওরের দিকে রওয়ানা হন। তাঁরা উভয় যখন ঐ গুহার কাছে পৌঁছাল, তখন আবু বকর (রা) [রাসূল (স)-কে লক্ষ্য করে] বললেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আল্লাহ্র কসম! আপনি এখন গুহার ভেতরে ঢুকবেন না, যে পর্যন্ত না আমি আপনার আগে এর ভেতরে প্রবেশ করি, যদি এতে ক্ষতিকর কিছু থাকে, তবে এর ক্ষতি আপনার পরিবর্তে আমার ওপর দিয়ে যাক। এই বলে তিনি গুহার ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং এর অভ্যন্তরকে ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর এর এক পাশে কয়েকটি ছিদ্র অবশিষ্ট রয়ে গেল। উক্ত ছিদ্র দুটির মুখে তিনি নিজের পা দুটি রেখে বন্ধ করলেন। তারপর রাসূল (স)-কে তিনি বললেন, (এখন আপনি এর ভিতরে) প্রবেশ করুন। তারপর রাসূল (স) এর ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং আবু বকরের (রা)-এর উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই সময় উক্ত ছিদ্র থেকে আবু বকরের পা (সাপ বা বিচ্ছু কর্তৃক) দংশিত হল। কিন্তু রাসূল (স)-এর নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যাবে এই আশংকায় তিনি এতটুকুও নড়াচড়া করলেন না। তবে তাঁর চক্ষুর পানি রাসূল (স) চেহারা মুবারকে পড়ল। তখন তিনি বললেন, হে আবু বকর! তোমার কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কোরবান। আমি দংশিত হয়েছি। তখন রাসূল (স) তাঁর ক্ষতস্থানে নিজের থুতু লাগিয়ে দিলেন। ফলে তিনি যেই বিষ-যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, তা চলে গেল। এরপর (শেষ বয়সে) উক্ত বিষ-ক্রিয়া তাঁর ওপর পুনরায় দেখা দিল এবং এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হল।

hBd - 1275

আর তাঁর সে দিনটি হল-যখন রাসূল (স)-এর ওফাতের পর আরববাসীরা মুরতাদ হয়ে গেল এবং তারা বলল, আমরা যাকাত প্রদান করব না। তখন তিনি বলেছিলেন, "যদি তারা একখানা রশি প্রদানেও অস্বীকার করে, আমি নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব।" তখন আমি বলেছিলাম, হে রাসূল (স)-এর খলিফা! মানুষের সাথে হৃদ্যতা প্রদর্শন করুন এবং তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করুন। উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, জাহেলিয়াতের যুগে তুমি তো ছিলে বড়ই বাহাদুর, এখন ইসলামের পর কি তুমি কাপুরুষ হয়ে পড়লে? জেনে রাখ, নিশ্চয় ওহী আসার সিলসিলা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং দ্বীন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। দ্বীন হ্রাস পাবে আর আমি জীবিত? তাহা কখনও হতে পারে না। -(রযীন)

নবম অধ্যায়

হযরত ওমর (রা)-এর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওমর (রা) দ্বীনকে টেনে নিলেন

হাদীস : ৫৬৫৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলছেন, একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম, (স্বপ্নে) দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তাদের গায়ে জামা ছিল। তাদের কারও জামা বুক পর্যন্ত পৌছেছিল। আবার কারও জামা ছিল এর নীচে। এরপর আমার সামনে ওমর ইবনুল খাত্তাবকে উপস্থিত করা হল। তার গায়ে এরূপ একটি লম্বা জামা ছিল যে, তিনি তা হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এর তা'বীর কি করেছেন? তিনি বললেন, এটা হল দ্বীন। -(বোখারী মুসলিম)

ওমর (রা) হবেন উম্মতের মুহাদ্দাস

হাদীস : ৫৬৫৯ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মুহাদ্দাস ছিল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে, তবে সে ওমরই হবে। -(বোখারী মুসলিম)

ওমর (রা)-এর পথ ছেড়ে দেয় শয়তান

হাদীস : ৫৬৬০ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূল (স)-এর কাছে (তাঁর কক্ষে) হাযির হওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন কোরাইশ গোত্রের কয়েকজন মহিলা (অর্থাৎ, নবীর বিবিগণ) তাঁর কাছে বসে কথাবার্তা বলছিলেন এবং তাঁরা অতি উচ্চ স্বরে তাঁর কাছ থেকে অধিক (খোরপোষ) দাবী করছিলেন। যখন হযরত ওমর (রা) অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন মহিলারা উঠে তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। এরপর ওমর প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল (স) হাসছিলেন। ওমর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ আপনাকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখুন। (তবে আপনার হাসার কারণ কি?) তখন রাসূল (স) বললেন, আমি নিশ্চয় বোধ করছি ঐ সকল মহিলাদের আচরণে, যারা এতক্ষণ আমার কাছে ছিল এবং তারা যখনই তোমার আওয়াজ শুনতে পেল, তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। তখন ওমর (রাঃ) [মহিলাদের উদ্দেশ্যে করে] বললেন, ওহে নিজের জানের দুশমনেরা! তোমরা আমাকে ভয় কর, আর রাসূল (স)-কে ভয় কর না? তাঁর উত্তরে বললেন, হাঁ। (তোমাকে এ জন্য ভয় করি) তুমি যে অধিকতকর রুক্ষ ও কঠোরভাষী। তখন রাসূল (স) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! এদের কথা ছাড়। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখতে পায়, সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে। -(বোখারী মুসলিম)

বেহেশতে বেলালের পদধ্বনি

হাদীস : ৫৬৬১ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, (স্বপ্নযোগে অথবা মে'রাজের রাতে) আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করলাম, এমন সময় হঠাৎ আবু তাল্হার স্ত্রী রুমাইছাকে দেখতে পেলাম এবং কারও পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি কে? উত্তরে (ফেরেশতা) বললেন, ইনি বেলাল! এরপর আমি একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম-যার আঙ্গিনায় একজন কিশোরী বসে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রাসাদটি কার? তখন (সঙ্গী) ফেরেশতাগণ বললেন, এটা ওমর ইবনুল খাত্তাবের। তখন আমার ইচ্ছে হয়েছিল যে, ভেতরে প্রবেশ করে প্রাসাদটি দেখি, কিন্তু হে ওমর! ঐ সময় তোমার অভিমানের কথা মনে পড়ে গেল। (তাই আমি আর প্রাসাদে প্রবেশ করলাম না।) তখন ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউন। আমি কি আপনার উপর অভিমান করব? -(বোখারী মুসলিম)

রাসূল (স) ওমরকে স্বপ্নে দুধ পান করালেন

হাদীস : ৫৬৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম, তখন দেখলাম, আমার কাছে একটি দুধের পাত্র আনা হয়েছে। তখন আমি এটা এত পরিতৃপ্ত হয়ে পান

করলাম যে, আমি লক্ষ্য করলাম, তৃপ্তি যেন আমার নখগুলো থেকে বের হচ্ছে। তারপর আমি পাত্রের অবশিষ্ট দুধ ওমর ইবনুল খাত্তাবকে (পান করতে) দিলাম। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) আপনি কি করেছেন? তিনি বললেন, "ইল্‌ম।" -(বোখারী মুসলিম)

ওমরের শক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব

হাদীস : ৫৬৬৩ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম, (স্বপ্নে) আমি নিজেকে একটি কূপের পাড়ে দেখতে পেলাম। কূপটির পাড়ে একটি বালতিও ছিল। আমি ঐ বালতি দ্বারা যতটা আল্লাহ্‌কে ইচ্ছে কূপ থেকে পানি টেনে তুললাম। তারপর ইবনে আবু কুহাফা (আবু বকর) ঐ বালতিটা নিলেন এবং এক বালতি বা দুই বালতি পানি টেনে তুললেন। তাঁর ঐ বালটি টানার মধ্যে কিছুটা দূর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাঁর এই দুর্বলতা ক্ষমা করুন। তারপর ঐ বালতিটা বিরাটা আকারের বালতিতে পরিণত হল এবং ইবনুল খাত্তাব (ওমর) তা নিলেন। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকেও ওমরের মত পানি টেনে তুলতে দেখিনি। এমন কি লোকজন ঐ স্থানে উটশালা বানাতে উদ্বুদ্ধ হল। ইবনে ওমরের এক রেওয়াতে আছে- তারপর ইবনুল খাত্তাব বালতিটা আবু বকরের হাত থেকে নিজের হাতে নিলেন। বালতিটি তাঁর হাতে পৌঁছেই বৃহদাকারে পরিণত হয়ে গেল। আর আমি কোন শক্তিশালী নওজোয়ানকে দেখিনি ওমরের মত পানি টেনে তুলতে। এমনকি তিনি এত অধিক পরিমাণ পানি তুললেন যে, তাতে সকল লোক পরিতৃপ্ত হয়ে গেল এবং পানির প্রাচুর্যের কারণে লোকেরা ঐ স্থানকে উটশালা বানিয়ে নিল।

-(বোখারী মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ওমর (রা)-এর অন্তরে হক রেখেছেন

হাদীস : ৫৬৬৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ওমরের মুখে এবং তাঁর অন্তরে হক কথা রেখেছেন। -তিরমিযী, আর আবু দাঊদ হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ওমরের মুখে সত্য রেখেছেন, কাজেই তিনি হক কথাই বলে থাকেন।

ফেরেশতা ওমরের মুখে কথা বলে

হাদীস : ৫৬৬৫ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি অসম্ভব মনে করতাম না যে, ফেরেশতা (আল্লাহর পক্ষ হতে) হযরত ওমরের মুখে কথা বলে থাকেন। -(বায়হাকী দালায়েলুন নবুওত গ্রন্থে)

ওমর (রা)-এর ইসলামের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৬৬৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আবু জাহেল ইবনে হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাব দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর।" এ দোয়ার পরদিন ভোরে ওমর রাসূল করীম (স) খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর পর রাসূল (স) মসজিদে (মসজিদুল হারামে) প্রকাশ্যে নামায পড়েছেন। -(আহমদ ও তিরমিযী)

ওমর (রা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

হাদীস : ৫৬৬৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে সর্বোত্তম মানুষ রাসূল (স) এরপর! তখন আবু বকর (রা) বললেন, যদি তুমি আমার সম্পর্কে এই কথা বল, তবে তুমি জেনে রাখ যে, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ওমর অপেক্ষা উত্তম কোন ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয় নি। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) Rvj —১২৭৬

ওমর (রা)-ই নবী হতেন

হাদীস : ৫৬৬৮ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন, তা হলে ওমর ইবনুল খাত্তাবই হতেন। -(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

শয়তান ওমর (রা)-কে ভয় করে

হাদীস : ৫৬৬৯ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন এক যুদ্ধে বের হলেন, তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন এক হাবশী মেয়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মান্নত করেছিলাম, আল্লাহ তায়ালা যদি আপনাকে সহীহ সালামতে ফিরিয়ে আনেন, তবে আমি দফ বাজিয়ে আপনার সামনে গান গাইব। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, যদি তুমি এরূপ মান্নত করেই থাক, তব দফ বাজতে পার। অন্যথায় তা কর না। তারপর সে দফ বাজাতে লাগল। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর সেখানে প্রবেশ করলেন, আর মেয়েটি দফ বাজাতেই রইল। তারপর হযরত আলী এলেন, তখনও সে দফ বাজাতেই রইল, অতপর হযরত ওসমান এলেন, অথচ সে তখনও দফ বাজাতে রইল, কিন্তু তারপর

যখন হযরত ওমর প্রবেশ করলেন, তখন সে দফ বাজান বন্ধ করে দফটি নিজের নিতম্বর নীচে রেখে দিল এবং তার ওপর বসে পড়ল। তখন রাসূল (স) বললেন, হে ওমর! শয়তান তোমাকে ভয় করে। আমি বসেছিলাম, আর মেয়েটি দফ বাজাতে লাগল। অতপর আবু বকর এলেন, তারপর আলী এলেন, পরে ওসমান এলেন, অথচ সে অনবরত দফ বাজাচ্ছিল। আর হে ওমর! তুমি যখন প্রবেশ করলে, তখন সে দফটি ফেলে দেয়। –(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব)

ওমরের ভয়ে জ্বিন ও মানুষ শয়তান পালিয়ে গেল

হাদীস : ৫৬৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বসেছিলেন। এমন সময় আমরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শোরগোল ও হৈ চৈ শুনতে পেলাম। তখন রাসূল (স) উঠে সেদিকে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, এক হাবশী (সুদানী) বালিকা নাচছে। আর ছেলে-মেয়েরা তাকে ঘিরে তামাশা দেখছে। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আয়েশা! এদিক্ এস এবং (তামাশা) দেখ! (হযরত আয়েশা বলেন,) সুতরাং আমি গেলাম এবং আমার থুত্নি রাসূল (স)-এর কাঁধের ওপর রেখে তাঁর কাঁধ ও মাথার মধ্যখান দিয়ে ঐ বালিকাটির নাচ দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি তৃপ্তি হয়নি? আমি বলতে লাগলাম, না। আমার এই "না" বলার উদ্দেশ্য ছিল, দেখি তাঁর অন্তরে আমার স্থান কতটুকু আছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ ওমর (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন। ওমরকে দেখামাত্র লোকজন তাঁর কাছে থেকে এদিক-সেদিক সরে পড়ল, তখন রাসূল (স) বললেন, আমি দেখছি, জিন ও ইনসানের শয়তানগুলো ওমরের ভয়ে পলায়ন করেছে। হযরত আয়েশা বলেন, তারপর আমি ফিরে এলাম। –(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ওমর (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা পুরো করলেন

হাদীস : ৫৬৭১ ॥ হযরত আনাস এবং ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আমার রব্বের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছে। (এক) আমি বলেছিলাম, হযরত ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে আমরা যদি নামাযের জন্য নির্ধারণ করে নিতাম। তখন নাযিল হল – واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى (অর্থ ঃ নামায পড়ার জন্য ইবরাহীম দাঁড়ানোর স্থানটিকে তোমার নামাযের জন্য নির্ধারণ করে নাও।) (দুই) আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বিবিদের ঘরে নেককার ও বদকার হরেক রকমের লোক আসে। তাই আপনি যদি তাঁদেরকে পর্দা করার আদেশ করতেন। এরপর পরই পর্দার আয়াত নাযিল হল। (তিন) একবার রাসূল করীম (স)-এর বিবিগণ (আয়েশা ও হাফসা) আত্মাভিমানবশত এক জোট হয়েছিলেন। [ওমর (রা) বলেন,] তখন আমি বললাম, (তোমরা নিজ আচরণ ত্যাগ কর, অন্যথায়) যদি রাসূল করীম (স) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অচিরেই তাঁর রব্ব তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী তাঁদেরকে প্রদান করতে পারেন। এরপর পরই অনুরূপ আয়াত নাযিল হল।

হযরত ইবনে ওমর (রা)- এর এক রেওয়ায়তে আছে, হযরত ওমর (রা) বললেন, তিন বিষয়ে আমি আমার প্রভুর সাথে একমত হয়েছি। (১) মাকামে ইবরাহীমের ব্যাপারে। (২) পর্দার ব্যাপারে (৩) বদরের কয়েদীদের ব্যাপার।

–(বোখারী মুসলিম)

হযরত ওমর (রা) বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত

হাদীস : ৫৬৭২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, বিশেষ চারটি কারণে হযরতওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সকল মানুষের ওপর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন। (১) বদর যুদ্ধের কয়েদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের তিনি হত্যা করে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপর এ আয়াত নাযিল হল -[আয়াতের অনুবাদ ঃ যদি আগে থেকে আল্লাহ্র কাছে এটা লিপিবদ্ধ না থাকত, (অর্থাৎ তোমরা এরূপ করবে) তাহা হলে (বদরী কয়েদীদের কাছ থেকে যে বিনিময় গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমরা কঠিন আযাবে লিপ্ত হতে। (২) পর্দার ব্যাপারে তিনি রাসূল করীম (স)-এর বিবিগণকে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁরা যেন পর্দা মেনে চলে। এটা শুনে রাসূল -পত্নী হযরত যয়নব (রা) বলে, ওঠলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি আমাদের ওপর পর্দার আদেশ জারি করছ; অথচ আমাদের ঘরেই ওহী নাযিল হয়। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করলেন– (আয়াতের অনুবাদ ঃ হে মানুষ সকল! তোমরা যখন নবীর বিবিদের কাছ থেকে কোন জিনিস চাইবে)। (৩) ওমর (রা)-এর জন্য রাসূল করীম (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! ওমরের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর। (৪) হযরত আবু বকরের খেলাফত সম্পর্ক তাঁর (ওমরের) অভিমত এবং তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন।

–(আহমদ)

যঈফ — ৬২৭৭

মৃত্যু শয্যায় ওমর (রা)

হাদীস : ৫৬৭৩ ॥ হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখ্‌রামা (রা) বলেন, (যখন আবু লু'লু কর্তৃক) হযরত ওমর (রা) ঘায়েল হন, তখন তিনি এর যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন, এ সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) যেন অনেকটা সান্ত্বনার সুরে তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনি এত অধিক অস্থির হবে না। (মৃত্যু ঘটলেও চিন্তার কোন কারণ নেই।) কেননা, আপনি রাসূল (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। এবং তাঁর সাহচর্যের হক উত্তমরূপে পালন করেছেন। তারপর তিনি আপনার আপনার কাছ থেকে এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়েছেন যে, তিনি আপনার প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর আপনি হযরত আবু বকর (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর সাহচর্যের হকও উত্তমরূপে আদায় করেছেন। আর তিনি আপনার কাছ থেকে এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলেন যে, তিনিও আপনার প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর (খলীফা থাকাকালীন) আপনি মুসলমানদের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং তাদের সাথে সহাবস্থানের হকও উত্তমরূপে আদায় করছেন। আর এই মুহূর্তে যদি আপনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তবে নিশ্চিতভাবে আপনি তাদের কাছ থেকে এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হবেন যে, তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।

এ সব কথা শুনার পর হযরত ওমর (রা) বললেন, তুমি যে, রাসূল (স)এর সাহচর্য ও তাঁর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেছ, তা তো ছিল আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ একটি অনুগ্রহ, যা তিনি আমার ওপর করেছেন। আর আবু বকরের সাহচর্য ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে যা তুমি উল্লেখ করলে তাও শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ একটি মেহেরবাণী, যা তিনি আমার উপর করছেন। কিন্তু আমার মধ্যে এখন যে অস্থিরতা তুমি লক্ষ্য করছ, তা তোমার জন্য এবং তোমার সাথীদের জন্য। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার কাছে দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ থাকত, তবে আল্লাহ্‌র আযাব (স্বচক্ষে) অবলোকন করবার আগেই তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি এর বিনিময় হিসাবে দান করে দিতাম। -(বোখারী)

ওমর (রা)-এর মর্যাদা

হাদীস : ৫৬৭৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ [খুদ্‌রী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মর্যাদাই হবে আমার উম্মতের সকলের ওপরে। আবু সাঈদ বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! "ঐ ব্যক্তি" দ্বারা আমরা ওমর ইনুল খাত্তাব ছাড়া কাকেও ধারণা করতাম না। এমন কি তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত আমাদের (সাহাবীদের) মধ্যে এই ধারণা বিদ্যমান ছিল। -(ইবনে মাজাহ্) যঈফ – ২২৭৮

অবিচল ও কর্তব্যনিষ্ঠ ওমর (রা)

হাদীস : ৫৬৭৫ ॥ হযরত আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে ওমর (রা) আমাকে তাঁর অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, রাসূল (স)-এর ওফাতের পর আমি ওমর (রা) অপেক্ষা দ্বীনের কাজে অধিক অবিচল ও সঠিক কর্মপরায়ণ আর কোন ব্যক্তিকে দেখিনি। তিনি তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত একই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। -(বোখারী)

দশম অধ্যায়

হযরত আবু বকর (রা) এবং ওমর (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নেকড়ে ও গাভীর আলাপ চারিতা

হাদীস : ৫৬৭৬ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি একটি গাভী হাঁকায়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন সে তার ওপর সওয়ার হল। তখন গাভীটি বলল, আমাদেরকে তো এ কাজের (সওয়ারীর) জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আমাদেরকে যমিনে কৃষি কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন লোকজন (বিস্ময়ে) বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! গাভীও কথা বলছে? এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আমি এই বিষয়ে ঈমান রাখি আর আবু বকর এবং ওমরও এ বিষয়ে ঈমান রাখেন। অথচ তাঁরা দুজনের কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

রাসূল (স) আরও বলেন, একদিন এক রাখাল তার বকরির পালের কাছে ছিল। হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ থাবা মেরে পাল থেকে একটি বকরি নিয়ে গেল। পরক্ষণেই রাখাল বাঘটির কবল থেকে বকরিটিকে উদ্ধার করে ফেলল। তখন বাঘটি রাখলকে বলল, (আজ তো আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ), হিংস্র জন্তুর স্বরাজের দিন এই বকরীর রক্ষাকারী কে থাকবে। যেদিন আমি ছাড়া আর কেউই তার রাখাল থাকবে না। তখন লোকজন (বিস্ময়ে) বলে ওঠল, সুবহানাল্লাহ! নেকড়ে বাঘও কথা বলতে পারে? তখন রাসূল (স) বললেন, আমি এর ওপর ঈমান রাখি আর আবু বকর এবং ওমরও ঈমান রাখেন। অথচ তাঁরা দুজনের কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

ওমর (রা)-এর জন্য দোয়া

হাদীস : ৫৬৭৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ওমর (রা)-কে তাঁর (ওফাতের পরে) খাটে রাখা অবস্থায় যারা তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন, আমিও তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে (দোয়ায় রত) ছিলাম। এমন সময় আমার পিছন থেকে একজন লোক তার কুনই আমার কাঁধের উপর রেখে [ওমর (রা)-কে লক্ষ্য করে] বলতে লাগলেন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! অবশ্যই আমি এ আশাই রাখি যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথেই রাখবেন। কেননা, আমি রাসূলকে (স) প্রায়ই এমন বলতে শুনতাম, আমি, আবু বকর এবং ওমর ছিলাম। আমি, আবু বকর এবং ওমর অমুক কাজ করেছি এবং আমি, আবু বকর ও ওমর চললাম। আমি, আবু বকর এবং ওমর অমুক জায়গায় প্রবেশ করেছি। আমি, আবু বকর এবং ওমর (অমুক স্থান হতে) বের হয়েছি। তখন আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম; (যিনি আমার কাঁধের উপর হাত রেখে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন,) তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)।
−(বোখারী মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবু বকর ও ওমর (রা) উচ্চে অবস্থান করবেন

হাদীস : ৫৬৭৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, বেহেশতীগণ উচ্চ মর্যাদার অধিবাসীগণকে এমনিভাবে (মাথা তুলে) পরস্পরকে দেখতে থাকবে, যেমনিভাবে তোমরা আকাশের দিগন্তে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাও; আর আবু বকর এবং ওমর তাঁদের মধ্যে হবেন; বরং তার চেয়ে উচ্চস্থানে। −শরহে সুন্নাহ, আর আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহও হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন।

আবু বকর ও ওমর (রা) নেতা হবেন

হাদীস : ৫৬৭৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আবু বকর এবং ওমর নবী-রাসূগণ ব্যতীত দুনিয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বেহেশতবাসী প্রৌঢ়দের সরদার হবেন। −(তিরমিযী, আর ইবনে মাজ্জাহ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন)

আবু বকর ও ওমর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

হাদীস : ৫৬৮০ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি জানি না কতদিন আমি তোমাদের মাঝে থাকব। সুতরাং আমার পরে তোমরা আবু বকর এবং ওমরের অনুসরণ করো। −(তিরমিযী)

মসজিদে আবু বকর ও ওমর (রা) মাথা তুললেন

হাদীস : ৫৬৮১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন আবু বকর এবং ওমর ব্যতীত আর কেউই (তাঁর হায়বতে) মাথা তুলতেন না। তারা উভয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসতেন এবং তিনিও তাঁদের প্রতি চেয়ে মৃদু হাসতেন। −(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) hBd - 1279

ডানে-বামে আবু বকর ও ওমর (রা)

হাদীস : ৫৬৮২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল করীম (স) হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে এমন অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলেন যে, হযরত আবু বকর এবং ওমর (রা) তাঁরা দুজনের একজন তাঁর ডানে এবং অপরজন তাঁর বামে ছিলেন। আর তিনি তাঁদের উভয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন। অতপর তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আমরা এই অবস্থায় উত্থিত হব। −(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব) যঈফ - ১২৮০

আবু বকর ও ওমর (রা) রাসূল (স)-এর কান ও চোখ সমতুল্য

হাদীস : ৫৬৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল করীম (স) হযরত আবু বকর এবং ওমর (রা)-কে দেখে বললেন, এ দু'জন হল কান ও চোখের সমতুল্য। −(তিরমিযী, মুরসাল হিসেবে)

যমীনবাসীর উযীর আবু বকর ও ওমর (রা)

হাদীস : ৫৬৮৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আকাশবাসী থেকে দুজন উযীর ছিলেন এবং যমিনবাসী থেকে দুজন উযীর ছিলেন। আকাশবাসী থেকে আমরা দুজন উযীর হলেন; জিবরাঈল ও মীকাঈল। আর যমিনবাসী থেকে উযীর দুজন হলেন, আবু বকর এবং ওমর। −(তিরমিযী) hBd - 1281

নবুওত প্রকৃতির খেলাফত

হাদীস : ৫৬৮৫ ॥ হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স) কে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আকাশ থেকে যেন একটি পাল্লা অবতীর্ণ হয়। তাতে আপনাকে ও আবু বকরকে ওজন করা হল,এতে আপনার দিক ভারী হল। পরে আবু বকর এবং ওমরকে ওজন করা হল, এতে আবু বকরের দিক ভারী হল। তারপর ওমর এবং

ওসমানকে ওজন করা হয়। এতে ওমরের পাল্লা ভারী হল। অতপর পাল্লাটি উঠিয়ে নেয়া হল। (বর্ণনাকারী বলেন), এ কথাটি শুনে রাসূল (স) বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ, এ স্বপ্নের ঘটনা রাসূল (স)-কে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। তারপর রাসূল (স) বললেন, এটা খেলাফত নবুওত, (অর্থাৎ, নবুওত প্রকৃতির খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) তারপর আল্লাহ তায়ালা যাকে চাবেন, রাজত্ব দান করবেন। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবু বকর ও ওমর (রা)

হাদীস : ৫৬৮৬ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল করীম (স) বললেন, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সামনে আগমন করবে, যে জান্নাতাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপরেই আবু বকর (রা) আগমন করলেন। অতপর তিনি বললেন, তোমাদের সামনে আরেক ব্যক্তি আগমন করবে, যে বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এবার ওমর (রা) এসে প্রবেশ করলেন। −(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

আবু বকর ও ওমরের নেকী

হাদীস : ৫৬৮৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা এক চাঁদনী রাত্রে যখন রাসূল (স) এর মাথা আমার কোলে ছিল, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশে যতগুলো নক্ষত্র আছে এ পরিমাণ কারো নেকী হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ হবে। ওমরের নেকী এ পরিমাণ। আমি বললাম, তবে আবু বকরের নেকী কোথায়? তখন তিনি বললেন, ওমরের সব নেকী আবু বকরের নেকীসমূহের মধ্যে থেকে একটি নেকীর সমান। −(রযীন)

একাদশ অধ্যায়

হযরত ওসমান (রা)-এর ফযীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওসমানকে ফেরেশতারা লজ্জা করেন

হাদীস : ৫৬৮৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) উরু অথবা গোড়ালি থেকে কাপড় খোলা অবস্থায় নিজ গৃহে শুয়েছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে ঢুকার অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। অতপর হযরত ওমর এসে অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও অনুমতি দিলেন। তখনও তিনি ঐ অবস্থায়ই তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। এরপর হযরত ওসমান এসে অনুমতি চাইলেন। এবার রাসূল (স) বসে পড়লেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। এরপর যখন ওসমান চলে গেলেন, তখন আয়েশা (রা) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর এলেন, তখন আপনি তাঁর জন্য একটুও নড়েননি এবং তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। তারপর ওমর এলেন, তখনও আপনি তাঁর জন্য নড়েননি এবং তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। অতপর ওসমান এলে আপনি বসে পড়লেন এবং নিজ কাপড়-চোপড় ঠিক করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কি সেই ব্যক্তি থেকে লজ্জাবোধ করব না, যাঁকে দেখলে ফেরেশতাগণও লজ্জাবোধ করেন?

অপর এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, ওসমান হলেন একজন অত্যাধিক লাজুক ব্যক্তি। সুতরাং আমি আশংকা করলাম, যদি আমি তাঁকে এই অবস্থায় ঢুকার অনুমতি প্রদান করি, তা হলি তিনি লজ্জায় আগমনের উদ্দেশ্য আমার কাছে ব্যক্ত করতে পারবেন না। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওসমান (রা) জান্নাতের রফিক হবেন

হাদীস : ৫৬৮৯ ॥ হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই এক একজন রফীক (সাথী) রয়েছে, আর জান্নাতে আমার রফীক হবেন ওসমান। −তিরমিযী

আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এর সনদ সুদৃঢ় নয় এবং তা মুনকাতে বা বিচ্ছিন্ন।

দানী ও গনি ওসমান

হাদীস : ৫৬৯০ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে খাব্বার (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল করীম (স) খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তিনি "জায়শুল ওসরাহ" (তবুক) যুদ্ধের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য মানুষদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছিলাম। (তাঁর উৎসাহবাণী শুনে) হযরত ওসমান (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর

রাস্তায় গদি ও পালানসহ একশত উট আমার যিম্মায়। এরপরও নবী (স) উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন, হযরত ওসমান পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন এবং এবার বললেন, আল্লাহর রাস্তায় গদি ও পালানাযুক্ত দুশত উট আমার যিম্মায়। এরপরও রাসূল করীম (স) সাহায্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। হযরত ওসমান (রা) আবারও উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহর রাস্তায় গদি ও পালানযুক্ত তিনশত উট আমার যিম্মায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি দেখলাম, রাসূল (স) এ কথা বলতে বলতে মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন – এ আমলের পর ওসমান যে আমলই করেন, তাঁর জন্যে তা ক্ষতিকর হবে না। –(তিরমিযী)

পৃঃ ১২৮৫

ওসমান (রা) স্বর্ণমুদ্রা এনে দিলেন

হাদীস : ৫৬৯১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তখন হযরত ওসমান (রা) তাঁর জামার আস্তিনে পুরে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) নিয়ে রাসূল করীম (স) এর কাছে এলেন এবং দীনারগুলো হুযুর (স)-এর কোলে ঢেলে দিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি দেখলাম, রাসূল করীম (স) তাঁর কোলের মুদ্রাগুলো উলট-পালট করেছেন এবং বলতে লাগলেন ঃ আজিকার পরে ওসমানকে কোন ক্ষতি করবে না – তিনি যে আমলই করেন না কেন। এ কথাটি তিনি দুবার বলেছেন। –(আহমদ)

ওসমান (রা) রাসূল (স)-এর দূত হয়েছিলেন

হাদীস : ৫৬৯২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূর (স) যখন (লোকদেরকে) "বায়আতে রেযওয়ানে'র নির্দেশ দিলেন, সেই সময় হযরত ওসমান (রা) রাসূল (স) এর দূত হিসেবে মক্কায় গিয়েছিলেন। লোকেরা রাসূল (স)-এর হাতে বায়আত করল, তখন রাসূল (স) বললেন, ওসমান, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কাজে (মক্কায়) গিয়েছেন। এরপর রাসূল (স) ওসমানের বায়আতস্বরূপ। নিজেরই এক হাত অপর হাতে রাখলেন। সুতরাং রাসূল (স) এর হাত হযরত ওসমানের জন্য অতি উত্তম হল লোকদের আপন হাত অপেক্ষা। –(তিরমিযী)

পৃঃ ১২৮৬

বন্দিদশায় ওসমান (রা)

হাদীস : ৫৬৯৩ ॥ হযরত সুমামা ইবনে হাযন কোশাইরী (হ) বলেন, [যখন বিদ্রোহীগণ হযরত ওসমান (রা)-কে গৃহবন্দী অবস্থায় অবরোধ করে রেখেছিল, এ সময়] আমি তাঁর গৃহের কাছে উপস্থিত ছিলাম। যখন ওসমান গৃহের ওপর থেকে লোকদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ এবং ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি- তোমাদের কি এ বিষয়ে জানা আছে যে; রাসূল (স) হিজরত করে যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন "রুমার কূপ" ছাড়া অন্য কোথাও মিষ্টি পানি পাওয়া যেত না? তখন রাসূল (স) বললেন, যে রুমার কূপটি খরিদ করে মুসলমানদের অবাধে ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ করে দেবে, বিনিময়ে সে বেহেশতে তদপেক্ষা উত্তম কূপ লাভ করবে। তখন আমি উক্ত কূপটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত অর্থে খরিদ করি। অথচ আজ তোমরা আমাকে উক্ত কূপের পানি পান করতে বাধা দিচ্ছ। এমনকি আমি সমুদ্রের লোনা পানি পান করেছি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হাঁ, আমরা জানি। এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ এবং ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি- তোমরা কি জান যে, যখন মসজিদে নববী মুসল্লীদের তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে পড়ল, তখন রাসূল (স) বলেছেন যে, ব্যক্তি অমুকের বংশধর থেকে এ যমিনটি খরিদ করে মসজিদখানি বৃদ্ধি করে দেবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে এ থেকে উত্তম ঘর জান্নাতে দান করবেন। তখন আমিই তা আমার ব্যক্তিগত অর্থ থেকে খরিদ করি অথচ আজ তোমরা আমাকে সে মসজিদে দু রাকআত নামায পড়া হতেও বাধা দিচ্ছ। উত্তরে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ!– হ্যাঁ, আমরা জানি। অতপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি- তোমাদের কি জানা আছে যে, দারুণ কষ্টের অভিযানে (অর্থাৎ, তবুক যুদ্ধে) সৈন্যদেরকে আমি আমার নিজস্ব সম্পদ থেকে যুদ্ধের সামান দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলাম? লেকেরা বলল, হে আল্লাহ! –হ্যাঁ, আমরা জানি। তারপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি– তোমাদের এ কথাটিও জানা আছে কি, একদা রাসূল (স) মক্কার অনতিদূরে "সাবীর" পাহাড়ের ওপর দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁর সঙ্গে তথায় আবু বকর, ওমর এবং আমিও ছিলাম। হঠাৎ পাহাড়টি নড়াচড়া করতে লাগল। এমনকি তা থেকে কিছু পাথর নীচের দিকে পড়তে লাগল। তখন রাসূল (স) এতে নিজের পা ঠুকে বললেন, স্থির হয়ে যাও, হে সাবীর! তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদই তো রয়েছেন। উত্তরে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! –হ্যাঁ, আমরা জানি। অতপর হযরত ওসমান বলে ওঠলেন, আল্লাহ আকবার, লোকেরা সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে। অতপর তিন তিনবার বললেন, কাবার রব্বের কসম! নিশ্চয় আমি একজন শহীদ ব্যক্তি। –(তিরমিযী, নাসয়ী ও দারা কুতনী)

ওসমান (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৫৬৯৪ ॥ হযরত মুররাহ ইবনে কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) একদা ফেতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। আর তা যে অতি কাছাকাছি তিনি তাও বর্ণনা করেছেন। (তিনি এই বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন) এসম সময় এক ব্যক্তি মাথার ওপর কাপড় টেনে সেই পথে যাচ্ছিলেন! তখন তিনি সেই ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ

যে লোকটি যাচ্ছে, সে ঐ ফেতনার দিনে সঠিক পথের ওপর থাকবে। (বর্ণনাকারী মুররাহ বলেন) রাসূল (স)-এর কথা শুনে আমি লোকটির দিকে গেলাম। দেখলাম, তিনি হযরত ওসমান ইবনে আফফান। অতপর আমি ওসমানের চেহারাখানি রাসূল (স)-এর দিকে ফিরিয়ে বললাম, ইনিই কি তিনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ)

আল্লাহ তায়ালা ওসমান (রা)-কে শহীদের জামা পরাবেন

হাদীস : ৫৬৯৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল করীম (স) হযরত ওসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওসমান! হয়ত আল্লাহ তায়ালা তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। পরে লোকেরা যদি তোমার জামাটি খুলে ফেলতে চায়, তখন তুমি তাদরে ইচ্ছানুযায়ী সেই জামাটি খুলে ফেলবে না। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ এবং তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটির প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে)

ওসমান (রা) ফেতনায় পতিত হবে

হাদীস : ৫৬৯৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) ফেতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং হযরত ওসমান (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ লোকটি উক্ত ফেতনায় মযলুম অবস্থায় নিহত হবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ এবং তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটির প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে)

ওসমান (রা) ফেতনায় পতিত হবে

হাদীস : ৫৬৯৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) ফেতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং হযরত ওসমান (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ লোকটি উক্ত ফেতনায় মযলুম অবস্থায় নিহত হবে। -তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এই হাদীসটির সনদ হাসান ও গরীব।

ওসমান (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ধৈর্যধারণের অসিয়ত

হাদীস : ৫৬৯৮ ॥ হযরত আবু সাহলা (রা) বলেন, হযরত ওসমান যে সময় গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেছেন, রাসূল (স) আমার প্রতি একটি বিশেষ অসিয়ত করেছেন, অতএব, আমি উক্ত অসিয়তের ওপর ধৈর্যধারণ করব। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওসমান বিদ্বেষী এক লোকের প্রশ্ন

হাদীস : ৫৬৯৯ ॥ ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ মাওবাহ (র) বলেন, একদা মিসরের এক ব্যক্তি হজ্জে বায়তুল্লাহর উদ্দেশে মক্কায় এল। তখন সে সেখানে একদল লোককে উপবিষ্টি দেখে জিজ্ঞেস করল, এরা কে? লোকেরা বলল, এরা কোরাইশ। সে আবার জিজ্ঞেস করল, এদের মধ্যে এ প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি কে? লোকেরা বলল, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)। তখন সে বলল, হে ইবনে ওমর! আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি আমাকে বলুন, আপনি কি জানে যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন হযরত ওসমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এটাও জানেন যে, ওসমান বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জানেন যে, ওসমান বায়আতে রেযওয়ান (হোদায়বিয়াতে অনুষ্ঠিত বায়আত) অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে যোগদান করেননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। ঐ লোকটি ছিল হযরত ওসমান (রা) এর-প্রতি বিদ্বেষী, তাই ওসমানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের স্বীকৃতি শুনে আনন্দে সে বলে ওঠল, আল্লাহ আকবার। তখন ইবনে ওমর (রা) বললেন, এবার এস! প্রকৃত ব্যাপারটি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তখন ইবনে ওমর (রা) বললেন, ওহুদের দিন তাঁর পলায়নের বিষয়টি সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাঁর সে ত্রুটিটি আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন। আর বদর যুদ্ধ থেকে তাঁর অনুপস্থিতিটার বিষয়টা হল, রাসূল (স)-এর কন্যা হযরত রোকাইয়া ছিলেন হযরত ওসমানের স্ত্রী। আর তিনি ছিলেন ঐ সময় রোগশয্যায়। তাই রাসূল (স) তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য ওসমানকে বলেছিলেন, এ যুদ্ধে যারা যোগদান করবে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াব তুমি পাবে এবং অনুরূপভাবে গনীমতের অংশ হতেও তাদের সমপরিমাণ অংশ তুমি লাভ করবে।

আর বায়আতে রেযওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিতির বিষয় হলু- মক্কার অধিবাসীদের কাছে ওসমান অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত যদি অপর কেউ থাকত, তা হলে রাসূল (স) ওসমানের স্থলে নিশ্চয় তাকে পাঠাতেন। কিন্তু তেমন কোন ব্যক্তি ছিল না। তাই রাসূল (স) দূত হিসেবে ওসমানকেই পাঠিয়েছিলেন। ওসমানের মক্কায় চলে যাওয়ার পর বায়তুর রেযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাসূল (স) নিজের ডান হাতের দিকে ইংগিত করে বললেন, এটা ওসমানের হাত। তারপর তিনি সে হাতটি নিজের অপর হাতের ওপর স্থাপন করে বললেন, এটা ওসমানের বায়আত। অতপর ইবনে ওমর (রা) লোকটিকে বললেন, এখন তুমি এ বিবরণ সঙ্গে নিয়ে যাও। -(বোখারী)

টীকা ....

হাদীস নং : ৫৬৯৮ ॥ রাসূল (স)-এর অসিয়ত এই ছিল, হযরত ওসমান যেন কারও চাপের মুখে খেলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ না করেন এবং যুলুম ও নির্যাতনে পুরো ধৈর্যধারণ করেন। তিনি সে অসিয়ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত পালন করেছেন।

ওসমান (রা)-এর ধৈর্য্য ধারণের অসিয়ত

হাদীস : ৫৭০০ ॥ হযরত ওসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু সাহল বলেন, একদা রাসূল (স) হযরত ওসমানকে চুপে চুপে কিছু কথা বলেছিলেন, আর হযরত ওসমানের চেহরার রং বিবর্ণ হতে লাগল। অতপর যখন গৃহের অবরোধের ঘটনার দিন এল তখন আমরা বললাম, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? জওয়াবে তিনি বললেন, না। কেননা, রাসূল (স) আমাকে একটি অসিয়ত করেছেন, সুতরাং আমি তা অনুযায়ী ধৈর্যধারণ করে অবিচল থাকব।

ওসমান (রা)-এর বন্দি দশা

হাদীস : ৫৭০১ ॥ হযরত আবু হাবীবা থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। এ সময় ওসমান গৃহে বন্দী ছিলেন। তখন তিনি শুনতে পেলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রা) কিছু কথার বলার জন্যে হযরত ওসমানের কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন আবু হুরায়রা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর হাদম ও সানা পাঠ করলেন। অতপর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় তোমরা অচিরেই আমার ওফাতের পরে বিরাট ফেতনা ও মতানৈক্যে পতিত হবে। অথবা বলেছেন, ভয়ানক মতনৈক্য ও বিপর্যয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমরা কি করব! অথবা বলল, তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ করেন? উত্তরে তিনি বলেন, তখন তোমরা আমীর ও তাঁর সঙ্গীদের আনুগত্য দৃঢ়ভাবে করতে থাকবে। আমীর শব্দটি বলার সময় তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর প্রতি ইশারা করলেন। -(হাদীস দুটি বায়হাকী দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

দ্বাদশ অধ্যায়

আবু বকর (রা), ওমর (রা) ও ওসমান (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওহুদ পাহাড়ের প্রতি রাসূল (স)-এর নির্দেশ

হাদীস : ৫৭০২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) আবু বকর, ওমর এবং ওসমান (রা)-সহ ওহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন, খুশিতে পাহাড় তাঁদেরকে নিয়ে দুলতে লাগল। তখন রাসূল (স) পদাঘাত করে বললেন, ওহুদ, স্থির থাক। কেননা, তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদ রয়েছেন।

-(বোখারী)

কয়েক সাহাবী (রা)-কে বেহেশতের সুসংবাদ

হাদীস : ৫৭০৩ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর সাথে মদীনার কোন একটি বাগানে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বাগানের ফটক খুলে দিতে অনুরোধ করল। রাসূল (স) বললেন, তার জন্য ফটক খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। অতপর আমি ফটক খুলে দিতেই দেখলাম, তিনি হযরত আবু বকর (রা)। তখন আমি তাঁকে রাসূল (স)-এর কথানুযায়ী বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে ফটক খুলে দিতে অনুরোধ করল। রাসূল (স)- বললেন, আগন্তুক ব্যক্তির জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখলাম, আগন্তুক হলেন ওমর (রা)। তখন আমি তাঁকে রাসূল (স)-এর দেয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম। তিনিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলতে অনুরোধ করল। তখন রাসূল (স) আমাকে বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তার ওপর কঠিন বিপদের আগমনসহ তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি দরজা খুলে দিতেই দেখলাম, তিনি হলেন হযরত ওসমান (রা)। আমি তাকে রাসূল (স) যা বলেছিলেন, তা জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতপর বললেন, আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি

হাদীস : ৫৭০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, আবু বকর, ওমর এবং ওসমান, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বয়ং রাসূল (স) পুণ্যবান ব্যক্তি

হাদীস : ৫৭০৫ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) বলেছেন, আজ রাতে আমাকে একজন পুণ্যবান নেককার ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখান হয়, যেন আবু বকর রাসূল (স)-এর সাথে সংযুক্ত, ওমর আবু বকর (রা)-এর সাথে সংযুক্ত এবং ওসমান ওমরের সাথে সংযুক্ত। জাবির বলেন, আমরা যখন রাসূল (স)-এর খেদমত থেকে উঠে এলাম, তখন আমরা নিজেদের ধারণানুযায়ী এ মন্তব্য করলাম যে, সে পুণ্যবান ব্যক্তিই হলেন স্বয়ং রাসূল (স) আর যাদের পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে তারা হলেন, ঐ দ্বীন ইসলামের শাসনকর্তা, যে দ্বীনসহ আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (স)-কে প্রেরণ করেছেন। -(আবু দাউদ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলী (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর পরে আর নবী নেই

হাদীস : ৫৭০৬ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হযরত আলীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হযরত মূসা (আ)-এর কাছে হযরত হারুন (আ)-এর যে মর্যাদা ছিল, তুমিও আমার কাছে সে পর্যায়ে রয়েছে। তবে তফাত এটা যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

নবীর প্রতি মুমিনের ভালবাসা

হাদীস : ৫৭০৭ ॥ হযরত যিরর ইবনে হোবাইশ (রা) বলেন, একদা হযরত আলী (রা) বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি বীজ ফাটিয়ে অঙ্কুর বের করেন এবং বীর্য থেকে প্রাণী সৃষ্টি করেন, নবীয়ে উম্মী (স) আমাকে এ অসিয়ত করেছেন, যে মুমিনই আমাকে মহব্বত করবে এবং মুনাফেকই আমার প্রতি হিংসা পোষণ করবে। -(মুসলিম)

আলী (রা)-এর হাতে খায়বর বিজয় হল

হাদীস : ৫৭০৮ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) খায়বার যুদ্ধের সময় বললেন, আগামীকাল আমি এ ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তির হাতে প্রদান করব, যার হাতে আল্লাহ তায়ালা খায়বার দুর্গ জয় করাবেন, যিনি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করেন আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও তাকে মহব্বত করেন। অতপর ভোর হতেই লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে এসে হাজির হল। তারা প্রত্যেকেই মনে মনে এ আশা পোষণ করেছিল যে, ঝাণ্ডা তাকেই প্রদান করা হবে। কিন্তু রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? লোকজন বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর চোখে অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আনার জন্য কাউকে পাঠাও। অতপর আলীকে আনা হল। তখন রাসূল (স) তাঁর উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন, এতে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তাঁর চোখে কোন রকম রোগ-ব্যধি ছিল না। অতপর তিনি ঝাণ্ডা তার হাতেই প্রদান করলেন।

ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে হযরত আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের বিরুদ্ধে আমি সে পর্যন্ত লড়ে যাব যে পর্যন্ত তারা আমাদের মত মুসলমান না হবে। রাসূল (স) বললেন, তুমি ধীর-সুস্থে চল, এমনকি যখন তুমি তাদের এলাকায় পৌঁছবে, তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেবে এবং ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সব হক বা বিধি-বিধান তাদের ওপর ওয়াজিব, সে সম্পর্কে তাদেরকে জানাবে। আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা যদি একটি লোককেও আল্লাহ হেদায়েত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল বর্ণের উট অপেক্ষাও অধিকতর উত্তম হবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলী (রা) মুমিনদের বন্ধু

হাদীস : ৫৭০৯ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আলী আমার থেকে আর আমি আলী হতে। আর সে প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু। -(তিরমিযী)

আলী (রা)-এর বন্ধু

হাদীস : ৫৭১০ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। -(আহমদ ও তিরমিযী)

আমি আলীর থেকে আর আলী আমার থেকে

হাদীস : ৫৭১১ ॥ হযরত হুবশী জুনদাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আলী আমার থেকে আর আমি আলী থেকে। আর আমার পক্ষ থেকে কেউ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, আমি অথবা আলী ছাড়া। –(তিরমিযী, আর আহমদ হাদীসটি আবু জুনাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন)

আলী উভয় জগতে রাসূল (স)-এর ভাই

হাদীস : ৫৭১২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন রাসূল (স) হিজরত করে মদীনায় আগমন করার পর মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। এ সময় হযরত আলী (রা) অশ্রুসজল নয়নে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলেন, অথচ আমাকে কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন না। তখন রাসূল (স) তাঁকে বললেন, দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই তুমি আমার ভাই। –(তিরমিযী আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব)

এক পাখি দু'জনে খেলেন

হাদীস : ৫৭১৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল করীম (স)-এর সামনে খাওয়ার জন্য একটি ভুনা পাখি রাখা ছিল যা জনৈক আনসারী মহিলা হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তখন রাসূল (স) দোয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ! তোমার মাখলুকের মধ্যে যে লোকটি তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়, তাকে তুমি পাঠিয়ে দাও যেন সে আমার সাথে এ পাখিটি খেতে পারে। এরপর পরই হযরত আলী এলেন এবং তাঁর সাথে খেলেন। –(তিরমিযী, তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব)

আলী (রা)-এর প্রতি ভালবাসা

হাদীস : ৫৭১৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে যখন কোন কিছু চাইতাম, তিনি আমাকে তা দান করতেন। আর যখন চুপ থাকতাম, তখন নিজের পক্ষ থেকে দিতেন। –(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন এ হাদীসটি গরীব)

আলী (রা) হলেন জ্ঞান প্রসাদের দরজা

হাদীস : ৫৭১৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি জ্ঞানের গৃহ আর আলী হলেন সে গৃহের দ্বার। –তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব, তিনি আরও বলেছেন, কোন কোন রাবী হাদীসটি শরীক নামক রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা তাতে সুনাবেহী রাবীর নাম উল্লেখ করেন নি এবং শারীক ব্যতীত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে এ হাদীস আমরা জানতে পারিনি।

আলী (রা)-এর সাথে চুপে চুপে কথা

হাদীস : ৫৭১৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে কাছে ডেকে দীর্ঘক্ষণ চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। কথা বলতে দেরি হচ্ছে দেখে লোকেরা বললেন, রাসূল (স) যে তাঁর চাচার পুত্রের সাথে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চুপে চুপে কথা বলছেন। তাদের এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন চুপে চুপে আমি কথা বলিনি, বরং স্বয়ং আল্লাহ তার সাথে চুপে চুপে কথা বলেছেন। –(তিরমিযী)

রাসূল (স) ও আলী (রা) ছাড়া

হাদীস : ৫৭১৭ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী! আমি ও তুমি ছাড়া এ মসজিদে জুনুবী অর্থাৎ নাপাকী অবস্থায় অন্য কারও প্রবেশ করা জায়েয নেই। অধস্তন বর্ণনাকারী আরী ইবনুল মুনযির বলেন, আমি যারার ইবনে সুরাদকে হাদীসটি তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, নাপাকী অবস্থায় আমি ও তুমি ছাড়া অন্য কারও জন্য এ মসজিদের ওপর দিয়ে পথ অতিক্রম করা জায়েয নেই। –(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব)

আলী (রা)-এর জন্যে রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৭১৮ ॥ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) কোন এক অভিযানে সেনাদল পাঠালেন। তাদের মধ্যে আলীও ছিলেন। উম্মে আতিয়্যা বলেন, সেনাদল পাঠাবর পর রাসূল (স)-কে আমি দু হাত তুলে এভাবে দোয়া করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইয়া আল্লাহ! আলীকে আবার আমাকে না দেখার আগ পর্যন্ত তুমি আমার মৃত্যু দান কর না। –(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোন মুনাফেক আলী (রা)-কে ভালবাসে না

হাদীস : ৫৭১৯ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিল, সে যেন আমাকেই গালি দিল। –(আহমদ)

রাসূল (স)-এর কাছে আলী (রা)- এর মর্যাদা

হাদীস : ৫৭২০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে আমার এমন একটি মর্যাদা ছিল, যা মাখলুকের মধ্যে আর কারও জন্যে ছিল না। আমি সেহরীর প্রথমভাগে তাঁর কাছে আসতাম এবং বাইরে দাঁড়িয়ে বলতাম, আসসালামু আলাইকু ইয়া নাবীয়াল্লাহ! অতপর যদি তিনি সালামের জওয়াব না দিয়ে হুগলা খাঁক্‌রাতেন তখন আমি নিজ ঘরে ফিরে চলে যেতাম বুঝতাম তিনি কোন কাজে ব্যস্ত আছেন, এখন ঢুকার অনুমতি নেই। অন্যতায় তাঁর কাছে প্রবেশ করতাম। -(নাসাঈ) পৃষ্ঠা - ১২৭৭

আলী (রা)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৭২১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একবার আমি অসুস্থ ছিলাম। এ সময় রাসূল (স) আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ! যদি আমার হায়াত শেষ হয়ে যায়, তবে আমাকে মৃত্যু দিয়ে রোগ-যন্ত্রণা থেকে শান্তি দান কর। আর যদি হায়াত থাকে, তা হলে শান্তির জীবন দান কর। আর এটা যদি পরীক্ষা হয়, তবে ধৈর্যধারণের তৌফিক দাও। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কিরূপে বলছিলে? তখন তিনি যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন রাসূল (স) তাকে নিজের পা দিয়ে টোকা দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ তাকে শান্তি দান কর অথবা বলেছেন, নিরাময় দান কর। রাবীর সন্দেহ। আলী (রা) বলেন, এরপর আর আমি কখনও এ রোগে ভুগিনি। -(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)

অত্যাধিক আলী (রা) প্রেমী ও বিদ্বেষীরা ধ্বংস হবে

হাদীস : ৫৭২২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, তোমার মধ্যে ঈসা (আ)- এর সাদৃশ্য রয়েছে। ইহুদীরা তাঁকে এমনভাবে হিংসা করে যে, তাঁর মায়ের ওপর অপবাদ রটিয়ে ছাড়ে। পক্ষান্তরে নাসারাগণ তাঁকে মহব্বত করতে গিয়ে তাঁকে এমন স্থানে পৌঁছে দেয়, যা তাঁর জন্যে শোভনীয় নয়। অতপর আলী (রা) বললেন, আমার বিষয়ে দু দল ধ্বংস হবে। একদল অত্যধিক প্রেমিক, যারা আমার প্রশংসায় এমন সব গুণাবলী বলবে, যা আমার মধ্যে নেই। আর দ্বিতীয় হিংসুকের দল, যারা আমার প্রতিহিংসার বশীভূত হয়ে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে। -(আহমদ)

পৃষ্ঠা - ১২৭৭

মুমিনদের কাছে রাসূল (স) প্রাণাধিক প্রিয়

হাদীস : ৫৭২৩ ॥ হযরত রাবা ইবনে আযেব ও যায়দ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) যখন খোম নামক স্থানে ঝিলের কাছে অবতরণ করলেন, (ওটা মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি একটি জায়গার নাম) তখন তিনি হযরত আলী (রা)-এর হাত ধরে বললেন, এটা কি তোমরা জান না, আমি মুমিনদের কাছে তাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, তোমরা কি জান না, আমি প্রত্যেক মুমিনের কাছে তার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? তারা বলল, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসে তুমিও তাকে ভালবাস। আর যে ব্যক্তি তাকে শত্রু ভাবে তুমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ কর। এরপর যখন হযরত আলী (রা)-এর সাথে হযরত ওমর (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তাঁকে বললেন, ধন্যবাদ হে আবু তালিবের পুত্র! তুমি সকাল-সন্ধ্যা প্রতিটি ঈমানদার নারী-পুরুষের বন্ধু হয়েছ। -(আহমদ)

পৃষ্ঠা - ১২৭৮

আলী (রা)-এর ছাড়া সব দরজা বন্ধ

হাদীস : ৫৭২৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) মসজিদে নববীর ভেতরের দিকে আলীর ঘরের দরজা ছাড়া অন্যান্য সকলের দরজা বন্ধ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। -(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

চতুর্দশ অধ্যায়

আশারায়ে মুবাশ্‌শারা (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু তালহা (রা)-এর হাত

হাদীস : ৫৭২৫ ॥ হযরত কায়স ইবনে আবু হাযেম (রা) বলেন, আমি হযরত তালহা (রা)-এর ঐ হাতখানা অবশ অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দিয়ে তিনি ওহুদের দিন রাসূল (স)-কে কাফেরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন। -(বোখারী)

খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তিগণ

হাদীস : ৫৭২৬ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেছেন, খেলাফতের ব্যাপারে এই কয়েকজন ব্যতীত আমি অন্য আর কাকেও যোগ্যতম মনে করি না, যাদের প্রতি রাসূল (স) ওফাতের সময় সন্তুষ্ট থেকে গেছেন। অতপর তিনি হযরত আলী, ওসমান, যুবায়ের, তালহা, সা'দ আবদুর রহমান (রা) এর নাম উল্লেখ করেন। -(বোখারী)

প্রত্যেক নবীর হাওয়ারি থাকে

হাদীস : ৫৭২৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) আহযাবের যুদ্ধের সময় বললেন, এমন কে আছে, যে শত্রুদলের তথ্য এনে আমাকে দিতে পারে? তখন হযরত যুবায়র বললেন, আমি। অতপর রাসূল করীম (স)বললেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারি থাকে। নিশ্চয়ই যুবায়র আমার হাওয়ারী। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর সংবাদদাতা

হাদীস : ৫৭২৮ ॥ হযরত যুবায়র (রা) বলেন, রাসূল (স) বললেন, এমন কে আছে, যে বনু কুরায়যা গোত্রে গিয়ে আমাকে তাদের তথ্য এনে দিতে পারে? তখন আমি গেলাম। অতপর যখন আমি ফিরে এলাম। তখন রাসূল (স) তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করে আমার উদ্দেশ্যে বললেন, আমার পিতা ও মাতা তোমার জন্যে কোরবান। -(বোখারী ও মুসলিম)

ওহুদের দিন সা'দের প্রতি রাসূল (স)-এর নির্দেশ

হাদীস : ৫৭২৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) ওহুদ যুদ্ধের দিন সাদ ইবনে মালিক (আবু ওয়াক্কাস) ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে নিজের পিতা-মাতাকে একত্রিত করতে আমি শুনিনি। আমি শুনেছি, ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি সাদকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে সাদ! শত্রুর প্রতি তীর নিক্ষেপ কর। আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কোরবান। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপকারী

হাদীস : ৫৭৩০ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর নৈশরক্ষী

হাদীস : ৫৭৩১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন এক অভিযান থেকে মদীনায় আগমনের পর রাতে দুশমনের আশংকায় জেগে রইলেন এবং বললেন, যদি কোন পূণ্যবান ব্যক্তি এ রাতটি আমাকে পাহারা দিত। এমন সময় হঠাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এ আগন্তুক কে? বললেন, আমি সাদ। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এ সময় এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, আমার অন্তরে শত্রুদের পক্ষ থেকে রাসূল (স)-এর প্রতি ভয় সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি তাঁকে পাহারা দিতে এসেছি। এ কথা শুনে রাসূল (স) তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। অতপর নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়লেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

উম্মতের আমীন

হাদীস : ৫৭৩২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতেরই একজন আমীন অতি বিশ্বাসী ব্যক্তি থাকে। আর এ উম্মতের সে আমীন হলেন আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর খলিফা কে হতেন

হাদীস : ৫৭৩৩ ॥ হযরত ইবনে আবু মুলায়কা (রা) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি, যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- রাসূল (স) তাঁর জীবদ্দশায় কাউকেও খলীফা নিযুক্ত করে যেতেন, তা হলে কাকে নিযুক্ত করতেন? উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আবু বকর (রা)-কে। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আবু বকরের পর কাকে? তিনি বললেন, ওমর (রা)-কে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, আচ্ছা ওমরের পর কাকে? তিনি বললেন, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহকে। -(মুসলিম)

পাহাড়কে স্থির হওয়ার নির্দেশ

হাদীস : ৫৭৩৪ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা ও যাবায়র (রা) সহ হেরা পর্বতের ওপর ছিলেন। এমন সময় সে পাথরটি হেলতে লাগল, তখন রাসূল (স) বললেন, স্থির হয়ে যাও। তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই। আর কোন কোন বর্ণনাকারী হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নাম বৃদ্ধি করেছেন এবং আলীর নাম উল্লেখ করেননি। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশজন জান্নাতী

হাদীস : ৫৭৩৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়র জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়দ জান্নাতী এবং আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী (রা)। -(তিরমিযী, আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি সাঈদ ইবনে যায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন)

টীকা ....

হাদীস নং : ৫৭২৭ ॥ حوارى সাহায্যকারী, অন্তরঙ্গ বন্ধু নিবেদিতপ্রাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন মাজীদে হযরত ঈসা (আ)-এর সাহায্যকারীদেরকে হাওয়ারী বলা হয়েছে।

কয়েকজন সাহাবীর বিশেষত্ব

হাদীস : ৫৭৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আবু বকর আমার উম্মতের জন্য সর্বাধিক দয়ালু। আর উম্মতের মধ্যে আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কঠোর ওমর। আর উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক প্রকৃত লাজুক ওসমান। আর উম্মতের মধ্যে মীরাস সম্পর্কীয় ব্যাপারে সর্বজ্ঞ যায়দ ইবন সাবিত। আর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম কোরআন মাজীদের ক্বারী উবাই ইবনে কাব। আর উম্মতের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী মুআয ইবনে জাবাল। আর প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন আমীন থাকে। এ উম্মতের আমীন হলেন আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)। -(আহমদ ও তিরমিয়ী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ। আর এ হাদীসটি মামার সূত্রে কাতাদাহ থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এতে রয়েছে, উম্মতের সর্বোত্তম বিচারক আলী)

তালহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে গেল

হাদীস : ৫৭৩৭ ॥ হযরত যুবায়র (রা) বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন রাসূল করীম (স)-এর গায়ে লৌহ বর্ম ছিল। শত্রু সৈন্যদের অবস্থা দেখার জন্য তিনি একখানা পাথরের ওপর ওঠতে চাইলেন, কিন্তু বর্মের ভারি ওজনের দরুণ ওঠতে পারছিলেন না। তখন হযরত তালহা (রা) রাসূল (স)-এর নীচে বসে গেলেন। এমনকি রাসূল করীম (স) তাঁর ওপরে ভর করে পাথরটির ওপর ওঠলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তালহা নিজের জন্যে বেহেশত ওয়াজিব করে নিয়েছে। -(তিরমিযী)

তালহা জীবন্ত শহীদ

হাদীস : ৫৭৩৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, যদি কেউ এমন কোন ব্যক্তিকে যমীনের উপর চলাফেরা করতে দেখতে চায়, যে তার মৃত্যু-প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছে, সে যেন এ লোকটির দিকে চেয়ে দেখে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি কেউ এমন শহীদকে দেখতে চায়, যে যমিনের ওপর বিচরণ করছে, সে যেন তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে দেখে নেয়। -(তিরমিযী)

বেহেশতে দুজন প্রতিবেশী হবেন

হাদীস : ৫৭৩৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমার উভয় কান রাসূল (স)-এর যবান মোবারক থেকে বলতে শুনেছে, তালহা ও যুবায়র তারা দুজন বেহেশতে আমার প্রতিবেশী। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

পৃষ্ঠা-১৬০০

সাদ (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৭৪০ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সেদিন অর্থাৎ, ওহুদ যুদ্ধের দিন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আয় আল্লাহ! তার তীর নিক্ষেপ সঠিক ও মজবুত কর এবং তার দোয়া কবুল কর। -(শরহে সুন্নাহ)

পৃষ্ঠা-১৬০২

সাদ (রা)-এর দোয়া কবুলের জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ

হাদীস : ৫৭৪১ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) দোয়া করণে, আয় আল্লাহ! তুমি সাদের দোয়া কবুল কর যখনই সে দোয়া কর। -(তিরমিযী)

সাদ (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর কৃতজ্ঞতা

হাদীস : ৫৭৪২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর মা-বাপকে একত্রে উৎসর্গ হওয়ার কথা সাদ ছাড়া আর কারও জন্য উচ্চারণ করেননি। তিনি ওহুদের দিন তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তীর নিক্ষেপ কর, হে বাহাদুর নওজোয়ান! আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক। -(তিরমিযী) (মুনতাখাব)-১৬০২

সাদ (রা) রাসূল (স)-এর মামা

হাদীস : ৫৭৪৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা হযরত সাদ (রা) রাসূল করীম (স)-এর সামনে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল করীম (স) তাঁর প্রতি ইংগিত করে বললেন, ইনি হলেন, আমার মামা, অতএব কারও যদি এমন মামা থেকে থাকেন, তবে সে আমাকে দেখাক। -(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হযরত সাদ ছিলেন যোহরা খান্দানের লোক আর রাসূল করীম (স)-এর মতোও ছিলেন বনী যোহরার কন্যা। এ হিসেবে রাসূল করীম (স) সাদকে বলেছেন, ইনি আমার মামা। মাসাবীহর গ্রন্থকার فليرني এর পরিবর্তে فليكرمن শব্দ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ, অবশ্যই তার সম্মান করা উচিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর পক্ষে তীর নিক্ষেপকারী

হাদীস : ৫৭৪৪ ॥ হযরত কায়স ইবনে আবু হাযেম বলেন, আমি হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। আর আমরা নিজেদেরকে এ

অবস্থায় দেখেছি যে, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে জেহাদে বের হয়েছি এবং আমাদের কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না। শুধু গাছের গোটা এবং বাবুল পাতা ছাড়া। যার ফলে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তি বকরির মলের ন্যায় বড়ি বড়ি আকারে মল ত্যাগ করত। অতপর নবী আসাদ গোত্র আমাকে ইসলাম সম্পর্কে তিরস্কার করছে, এমতাবস্থায় তো আমি বড়ই দুর্ভাগা হব এবং আমার সব আমল বৃথা সাব্যস্ত হবে। আর সাদ এ জন্য এ কথা বলেছেন, যে বনু আসাদ ওমর (রা)-এর কাছে তার সম্পর্কে কোটনামি করেছিল এবং তারা অভিযোগ করেছিল যে, তিনি সঠিকভাবে নামায আদায় করতে জানেন না।
-(বোখারী ও মুসলিম)

সাদ হলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি

হাদীস : ৫৭৪৫ ॥ হযরত সাদ (রা) বলেন, আমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়েছি যে, আমি ছিলাম ইসলামের তৃতীয় ব্যক্তি। অর্থাৎ হযরত খাদীজা ও হযরত আবু বকরের পর আমিই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি আরও বলেন, আমি যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন ঐ দুজন ছাড়া আমার জানামতে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেন নি এবং ইসলাম গ্রহণের পর সাত দিন পর্যন্ত আমি ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে ছিলাম। -(বোখারী)

সবরের পরিচয় দেবেন সিদ্দিকরাই

হাদীস : ৫৭৪৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) তাঁর স্ত্রীদের বলতেন, আমার পর তোমাদের অবস্থা কি হবে, তা আমাকে চিন্তিত রাখে। আর একমাত্র সাবের ও সিদ্দিকগণই তোমাদের ব্যাপারে সবরের পরিচয় দেবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, (অর্থাৎ, সাবেরীন সিদ্দিকীন বলেন রাসূল করীম (স) সে সকল লোকদেরকে বুঝিয়েছেন) যারা দান-সাদকা করেন। অতপর হযরত আয়েশা (রা) আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমানকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার আব্বাকে বেহেশতের সালসাবিল নহর থেকে পরিতৃপ্ত করুন। এ আবদুর রহমান ইবনে আওফ উম্মাহাতুল মুমেনীনের জন্যে একটি বাগান দান করেছিলেন, যা চল্লিশ হাজার দিনারে বিক্রি হয়েছিল। -(তিরমিযী)

আবদুর রহমানের জন্যে রাসূলের দোয়া

হাদীস : ৫৭৪৭ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে তাঁর স্ত্রীদেরকে বলতে শুনেছি, আমার ইন্তেকালের পর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে অঞ্জলি ভরে দান করবে, সে ঈমানদার এবং নেককার। হে আল্লাহ! তুমি আবদুর রহমান ইবনে আওফকে জান্নাতের সালসাবিল থেকে পান করাও। -(আহমদ)

আমানতদার শাসক

হাদীস : ৫৭৪৮ ॥ হযরত হোযাফা (রা) বলেন, একদা নাজরানবাসীরা রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্যে একজন আমানতদার শাসক প্রেরণ করুন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্যে একজন অতি বিশ্বস্ত আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠাব। অতপর সাহাবীরা ঐ পদ লাভের আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূল (স) হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহকে পাঠালেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

খলিফা নির্বাচনে রাসূল (স)-এর অসিয়ত

হাদীস : ৫৭৪৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পর কাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করব? উত্তরে তিনি বললেন, যদি তোমরা আবু বকরকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত কর, তখন তাকে পাবে অতি বিশ্বস্ত, আমানতদার, দুনিয়াত্যাগী, আখেরাত প্রত্যাশী। আর তোমরা যদি ওমরকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত কর, তখন তাকে পাবে শক্তিশালী, আমানতদার, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে সে কারও তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। আর যদি তোমরা আলীকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত কর, তবে আমার ধারণা, তোমরা এরূপ করবে না, তখন তোমরা তাকে সরল পথপ্রদর্শক এবং সঠিক পথের অনুসারী পাবে, আর তোমাদেরকেও সে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। -(আহমদ)

চার আসহাবের প্রতি রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৭৫০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আবু বকরের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি তাঁর কন্যাকে আমার কাছে বিয়ে দিয়েছেন, নিজের উটে আমাকে সওয়ার করিয়ে দারুল হিজরতে নিয়ে এসেছেন, সওর গুহায় আমার সাথে ছিলেন এবং নিজের মাল দিয়ে বেলালকে খরিদ করে আযাদ করেছেন। আল্লাহ ওমরের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, যদিও তা কারো কাছে তিক্ত হত। সত্যবাদিতা তাঁকে এমন পর্যায়ে পৌছিয়েছে যে, তাঁর কোন বন্ধু নেই। আল্লাহ ওসমানের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ফেরেশতাও তাঁকে লজ্জা করেন। আল্লাহ তায়ালা আলীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! হককে আলীর সাথে করে দাও, যেদিক আলী থাকেন, হকও যেন সেদিকে থাকে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাসূল (স)-এর পরিবার-পরিজনদের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফাতিমা (রা)-কে কষ্টদাতা আমাকেও কষ্ট দেয়

হাদীস : ৫৭৫১ ॥ হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ফাতিমা আমার দেহেরই একটি টুকরা, যে তাকে রাগান্বিত করবে, সে নিশ্চয়ই আমাকে রাগান্বিত করবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, আমাকে সে বস্তুই অস্থির করে, যে বস্তু তাকে পেরেশানীতে ফেলে এবং সে জিনিসই আমাকে কষ্ট দেয়, যা তাকে কষ্ট দেয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

জান্নাতে রাসূল পুত্রের ধাত্রী রয়েছে

হাদীস : ৫৭৫২ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাহেবযাদা ইবরাহীম যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই তার জন্যে জান্নাতে একজন ধাত্রী রয়েছে। -(বোখারী)

আহলে বায়ত

হাদীস : ৫৭৫৩ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, যখন ندع ابناءنا وابناءكم (আস আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে)। আয়াত নাযিল হল, তখন রাসূল (স) হযরত আলী, ফাতিমা ও হাসান এবং হোসাইনকে ডাকলেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! এরা সকলে আমার আহলে বায়ত। -(মুসলিম)

আল্লাহ তোমাদের পরিচ্ছন্ন রাখতে চান

হাদীস : ৫৭৫৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা ভোরে রাসূল (স) একখানা কাল রঙের পশমী কম্বল গায়ে দিয়ে বের হলেন। এমন সময় হাসান ইবনে আলী সেখানে এলেন, তিনি তাঁকে কম্বলের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর হোসাইন এলেন, তাঁকেও হাসানের সাথে ঢুকিয়ে নিলেন। অতপর ফাতিমা এলেন, তাকেও সেখানে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর আলী এলেন, তাঁকেও তার ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। অতপর রাসূল (স) কোরআনের এ আয়াতটি পড়লেন। আয়াতের অনুবাদ, হে আমার আহলে বায়ত! আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে গোনাহর অপবিত্রতা থেকে পুরো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চান। -(মুসলিম)

ফাতিমা সবার আগে মিলিত হবেন রাসূল (স)-এর সাথে

হাদীস : ৫৭৫৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় ফাতিমা (রা) এলেন। তাঁর চলার ভঙ্গি রাসূল (স)-এর চলার ভঙ্গির সাথে স্পষ্ট মিল ছিল। যখন তিনি তাকে দেখলেন, তখন বললেন, হে আমার কন্যা! তোমার আগমন মোবারক হোক। অতপর রাসূল (স) তাঁকে নিজের কাছে বসালেন, তারপর চুপে চুপে তাঁকে কিছু বললেন। এতে ফাতিমা ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন। অতপর যখন তাঁর অস্থিরতা দেখলেন তখন তিনি পুনরায় তাঁর কানে চুপে চুপে কিছু বললেন। এবার তিনি হাসতে লাগলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর রাসূল (স) যখন সেখান থেকে উঠে গেলেন, তখন আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) চুপি চুপি তোমার সাথে কি কথা বলেছেন? উত্তরে ফাতিমা বললেন, রাসূল (স)-এর গোপনীয়তা ফাঁস করতে চাই না।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর ওফাতের পর আমি ফাতিমাকে বললাম, তোমার ওপর আমার যে অধিকার রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, সে রহস্য সম্পর্কে তুমি আমাকে জরুর অবহিত করবে। ফাতিমা (রা) বললেন, এখন সে কথাটি প্রকাশ করতে কোন আপত্তি নেই। প্রথম বার যখন তিনি চুপি চুপি আমাকে কিছু কথা বললেন, তখন তিনি আমাকে বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতি বছর রমযানে একবার কোরআন মাজীদ আমার সাথে দাওর করতেন কিন্তু এ বৎসর তিনি তা দু'বার দাওর করেছেন। এতে আমি ধারণা করি যে, আমার ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। সুতরাং হে ফাতিমা! আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রযাত্রী। এ কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। অতপর যখন তিনি আমার অস্থিরতা দেখতে পেলেন, তখন দ্বিতীয়বার আমাকে চুপি চুপি বললেন, হে ফাতিমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হবে বেহেশতের নারীকুলের সরদার অথবা বলেছেন, ঈমানদার মহিলা সম্প্রদায়ের সরদার।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি চুপি চুপি আমাকে এ খবরটি দিয়েছেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। তারপর দ্বিতীয়বার তিনি চুপি চুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপথম তাঁর পশ্চাদগামী হব। তখন আমি হেসে ফেললাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রজ্জু থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না

হাদীস : ৫৭৫৬ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী খোম নামক জলাশয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ভাষণ দান করছিলেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন, এরপর ওয়াজ ও নসীহত করলেন, অতপর বললেন (আম্মাবাদ) সাবধান! হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি একজন মানুষই, অচিরেই আমার কাছে আল্লাহর দূত আসবে। তখন আমি আমার প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি মূল্যবান সম্পদ রেখে যাচ্ছি। তার মধ্যে প্রথমটি হল, আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে রয়েছে হেদায়েত ও আলো। অতএব, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে খুব শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধর এবং দৃঢ়তার সাথে তার বিধি-বিধান মেনে চল। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কিতাবের নির্দেশাবলি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য তিনি খুব বেশী উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করলেন। অতপর বললেন, আর দ্বিতীয় হল আমার আহলে বায়ত। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়ত সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নসীহত করছি। অপর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর কিতাব হল আল্লাহর রজ্জু। যে ব্যক্তি তার আনুগত্য করবে, সে হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে তাকে পরিত্যাগ করবে, সে পথভ্রষ্ট গোমরাহ। −(মুসলিম)

জাফর পুত্রকে রাসূলের সালাম

হাদীস : ৫৭৫৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি যখনই আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে সালাম করতেন, তখন বলতেন, হে দু'ডানাবিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র! আসসালামু আলাইকুম। −(বোখারী)

হাসান (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা

হাদীস : ৫৭৫৮ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, আমি রাসূল করীম (স)-কে দেখেছি যে, তিনি হাসান ইবনে আলীকে নিজের কাঁধের ওপর রেখে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। −(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তুমি হাসানকে ভালবাসিও

হাদীস : ৫৭৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা দিনের একাংশে আমি রাসূল (স)-এর সাথে বের হলাম। অবশেষে তিনি হযরত ফাতিমার ঘরের কাছে এসে বললেন, খোকা এখানে আছে কি? খোকা এখানে আছে কি? অর্থাৎ হাসান। অনতিবিলম্বে তিনি দৌড়িয়ে এলেন এবং একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। আর তাকে যে ভালবাসবে, তুমি তাকেও ভালবাসিও।

−(বোখারী ও মুসলিম)

হাসানের মাধ্যমে রাসূল (স)-এর সমঝোতার আভাস

হাদীস : ৫৭৬০ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-কে এমন অবস্থায় মিম্বরের ওপর দেখলাম যে, হাসান ইবনে আলী তাঁর পাশে রয়েছেন, আর রাসূল করীম (স) কখনও লোকদের প্রতি তাকাচ্ছেন, আবার কখনও হাসানের দিকে তাকাচ্ছেন এবং বলছেন, আমার এ দৌহিত্র সর্দার এবং সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা একে দিয়ে মুসলমানদের দুটি বিবদমান বিরাট দলের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেবেন। −(বোখারী)

হাসান-হুসাইন সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ

হাদীস : ৫৭৬১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু নোমা বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন জনৈক ইরাকী ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল মুহরেমা সম্পর্কে যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার জন্যে এহরাম অবস্থায় রয়েছে তার সম্পর্কে। শোবা বলেন, আমার ধারণা, মাছি মারলে কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল? উত্তরে তিনি বললেন, যে ইরাকবাসী রাসূল (স)-এর দৌহিত্রকে হত্যা করেছে, তারা আমাকে মাছি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে? অথচ রাসূল (স) বলেছেন, এরা দুজন হাসান ও হোসাইন দুনিয়াতে আমার দুটি সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ। −(বোখারী)

আল্লাহ একে জ্ঞান দান করুন

হাদীস : ৫৭৬২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল করীম (স) আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ একে হেকমত শিক্ষা দান করুন। অপর এক বর্ণনায় আছে, একে কিতাব-এর জ্ঞান দান করুন।

−(বোখারী)

ইবনে আব্বাসের জন্য রাসূলের দোয়া

হাদীস : ৫৭৬৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল করীম (স) বায়তুল খালায় ঢুকলেন। এ সময় আমি তাঁর জন্য অযুর পানি রেখে দিলাম। অতপর তিনি বের হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এ পানি এখানে কে রেখেছে? তাঁকে অবহিত করা হল, যে ইবনে আব্বাস রেখেছেন, তখন তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর। −(বোখারী ও মুসলিম)

হাসান ও উসামা (রা)-এর জন্য রাসূলের দোয়া

হাদীস : ৫৭৬৪ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) তাঁকে এবং হাসান (রা)-কে একসাথে কোলে রেখে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি এ দুজনকে ভালবাসি, তুমিও এদেরকে ভালবাস। অপর এক বর্ণনায় আছে, উসামা বলেন, রাসূল (স) আমাকে নিয়ে তাঁর এক উরুতে বসাতেন এবং হাসান ইবনে আলীকে অপর রানের ওপর বসাতেন, অতপর দুজনকে একত্রে মিলিয়ে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি এদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি এদের উভয়ের প্রতি অত্যধিক স্নেহ-মমতা পোষণ করি। –(বোখারী)

যোগ্যতমের নেতৃত্ব গ্রহণে রাসূলের নির্দেশ

হাদীস : ৫৭৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) কোন এক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং হযরত উসামা ইবনে যায়দকে তাদের আমীর মনোনীত করলেন। তখন কিছু লোক উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলেন। তখন রাসূল (স) বলনে, তার পিতার (অর্থাৎ যায়দ ইবনে হারেসার) নেতৃত্ব সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! তিনি নিশ্চয়ই নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন এবং তিনি আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তারপরে তার পুত্র উসামা আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকদের মধ্যে একজন। –(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণিত হওয়ার পর হাদীসটি শেষাংশে বলা হয়েছে, তার নেতৃত্ব মেনে নেয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে নসীহত করছি। কেননা, সে তোমাদের মধ্যে একজন নেককার ব্যক্তি।

জন্মদাতা পিতাই প্রকৃত পিতা

হাদীস : ৫৭৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, যায়েদ ইবনে হারেসা (রা) ছিলেন, রাসূল (স)-এর আযাদকৃত গোলাম। আমরা তাঁকে যায়দ ইবনে মুহাম্মদ বলে ডাকতাম। অতপর যখন কোরআনের এ আয়াত অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের প্রকৃত বাপের পরিচয়ে ডাক অবতীর্ণ হয়, তখন আমরা যায়দ ইবনে মুহম্মদ বলা থেকে বিরত হয়েছি। –(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত বারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রাসূল করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে যে বলেছেন, انت منى। অর্থাৎ হে আলী! তুমি আমার দেহের অংশবিশেষ। "শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি ও তার 'প্রতিপালন' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর কিতাবের অনুসারীরা বিপদগামী হবে না

হাদীস : ৫৭৬৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি হজ্জের আরাফাতের দিন তার কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর ওপর সওয়ার অবস্থায় ভাষণ দান করতেন। আমি শুনেছি, তিনি ভাষণে বলেছেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তাকে শক্তভাবে ধরে রাখ, কখনও গোমরাহ হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব ও আমার ইতরৎ অর্থাৎ আমার আহলে বায়ত। –(তিরমিযী)

আল্লাহর কিতাবের রজ্জু আসমান থেকে যমিন অবধি বিস্তৃত

হাদীস : ৫৭৬৮ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আকরাম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তাকে শক্ত করে ধরে রাখ, তবে আমার পরে তোমরা আর কখনও গোমরাহ হবে না। তার মধ্যে একটি আরেকটি অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল, আল্লাহর কিতাব, সেটা একটি লম্বা রশি সদৃশ। যা আকাশ থেকে যমিন পর্যন্ত বিস্তৃত। আর দ্বিতীয় হল, আমার আপন আহলে বায়ত। এ বস্তু দুটি কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। অবশেষে তারা হাউযে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হবে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করছ তার ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। –(তিরমিযী)

আলী ও তাঁর পরিজনদের প্রতি রাসূলের নির্দেশ

হাদীস : ৫৭৬৯ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূল (স) আলী ফাতিমা-হাসান-হোসাইন (রা) সম্পর্কে বলেছেন, যে কেউ তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, আমি তাদের শত্রু। পক্ষান্তরে যে তাদের সাথে আপনজনের মত সদ্ব্যবহার করবে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করব। –(তিরমিযী)

পৃষ্ঠা-১৬০৫

আল্লাহর রাসূল (স)-এর প্রিয়জন কে কে

হাদীস : ৫৭৭০ ॥ হযরত জুমাঈ ইবনে ওমায়র (রা) বলেন, একদা আমি আমার ফুফুর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স)-এর কাছে কোন মানুষটি সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, হযরত ফাতিমা। এবার জিজ্ঞেস করা হল, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর স্বামী। –(তিরমিযী)

মুনকার -(পৃষ্ঠা)- ১৬০৬

রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা

হাদীস : ৫৭৭১ ॥ হযরত আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীআ (রা) বলেন, একদা আব্বাস (রা) ভীষণ ক্ষুব্ধ অবস্থায় রাসূল (স)-এর কাছে আসলেন। আমি তখন তাঁর কাছে বসে ছিলাম। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, কিসে আপনাকে এমনভাবে ক্ষুব্ধ করেছে? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অর্থাৎ বনু হাশেম এবং কোরাইশের মধ্যে কি ব্যবধান রয়েছে? তারা যখন পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করে, তখন তারা হাসি-খুশী অবস্থায় মেলা মেশা করে। পক্ষান্তরে যখন আমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে, তখন তারা সেভাবে মেলে না। এ কথা শুনে রাসূল (স) এমনভাবে রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। অতপর তিনি বললেন, সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে মহব্বত করবে। অতপর তিনি বললেন, হে লোকসকল! যে ব্যক্তি আমার চাচাকে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। কেননা, কোন ব্যক্তির চাচা হল তার পিতা সমতুল্য। -(তিরমিযী, মাসাবীহ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনাকারীর নাম মুত্তালিব উল্লেখ করেছেন) যঈফ - ১৬০৭

আব্বাস (রা) ও রাসূল (স)-এর বন্ধন অবিচ্ছেদ্য

হাদীস : ৫৭৭২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আব্বাস আমার সাথে জড়িত আর আমি তাঁর সাথে জড়িত।-(তিরমিযী) যঈফ - ১৬০৮

আব্বাস (রা)-এর জন্যে রাসূলের দোয়া

হাদীস : ৫৭৭৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হযরত আব্বাস (রা)-কে বললেন, সোমবার সকালে আপনি আপনার সন্তানসহ আমার কাছে আসবেন। তখন আমি আপনার জন্য এমন কিছু বিশেষ দোয়া করব, যাতে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ও আপনার সন্তানকে উপকৃত করেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সুতরাং তিনি ও তাঁর সাথে আমরা সকলে উপস্থিত হলাম,তখন রাসূল (স) তাঁর চাদর আমাদের গায়ে জড়িয়ে দিলেন, অতপর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে পবিত্র রাখ। তাদের কোন প্রকারের গুনাহই বাকি রেখ না। হে আল্লাহ! আব্বাসকে তার সন্তানদের মাঝে নিরাপদে রাখ। -(তিরমিযী)

আবদুল্লাহ (রা)-এর জন্য রাসূলের দোয়া

হাদীস : ৫৭৭৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জিবরাঈল ফেরেশতাকে দু'বার দেখছেন এবং রাসূল (স) তাঁর জন্য দুবার দোয়া করেছেন। -(তিরমিযী) যঈফ - ১৬০৯

ইবনে আব্বাসের জন্য রাসূলের দোয়া

হাদীস : ৫৭৭৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে হেকমত দান করেন এ উদ্দেশ্যে রাসূল (স) আমার জন্য দুবার দোয়া করেছেন। -(তিরমিযী)

জাফর গরীবের পিতা

হাদীস : ৫৭৭৬ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব মিসকিনদেরকে খুব বেশি ভালবাসতেন, তাদের কাছে বসতেন, তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন এবং তারাও জাফরের সাথে নিঃসঙ্কোচে আলাপ-আলোচনা করত। এজন্য রাসূল (স) তাঁকে আবুল মাসাকীন (মিসকীনদের পিতা বা অভিভাবক) উপনামে ডাকতেন। যঈফ - ১৬১০ -(তিরমিযী)

রাসূল (স) বেহেশতে জাফরকে দেখেছেন

হাদীস : ৫৭৭৭ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি জাফরকে বেহেশতে ফেরেশতাদের সাথে উড়তে দেখেছি। -(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

হাসান-হুসাইন জান্নাতিদের নেতা

হাদীস : ৫৭৭৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হাসান ও হোসাইন দুজন যুবক জান্নাতিদের সরদার। -(তিরমিযী)

হাসান-হোসাইন ফুলের মত

হাদীস : ৫৭৭৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হাসান এবং হোসাইন এরা দুজন দুনিয়াতে আমার দুটি সুগন্ধময় ফুলস্বরূপ। -(তিরমিযী, আর এ হাদীসটি প্রথম পরিচ্ছেদেও বর্ণিত হয়েছে)

হাসান-হুসাইনের প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা

হাদীস : ৫৭৮০ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, একদা কোন এক প্রয়োজনে রাতের বেলায় রাসূল করীম (স)-এর খেদমতে গেলাম। তখন রাসূল করীম (স) এমন অবস্থায় ঘর থেকে বের হলেন যে, মনে হল, তিনি

চাদর দিয়ে গায়ের সাথে কি একটি জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি সে জিনিসটি কি? অতপর যখন আমি প্রয়োজন সেরে তাঁর কাছ থেকে অবসর হলাম, তখন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাদরের ভিতরে আপনি কি জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন? তখন তিনি চাদরখানি সরিয়ে ফেললেন, দেখলাম, হাসান ও হোসাইন দুজন তাঁর দু উরুতে বসে রয়েছে। অতপর তিনি বললেন, এরা দুজন আমার পুত্র ও আমার তনয়ার পুত্র। হে আল্লাহ! আমি এদরে দুজনকেই ভালবাসি। সুতরাং তুমিও তাদের দুজনকে ভালবাস। আর যারা এ দুজনকে ভালবাসবে, আপনি তাদেরকেও ভালবাসবেন। -(তিরমিযী)

স্বপ্নে রাসূল (স)-এর কান্না

হাদীস : ৫৭৮১ ॥ হযরত সালমা (রা) বলেন, একদা আমি উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি, অর্থাৎ স্বপ্নে তাঁর মাথা ও দাড়ি ধুলাবালিতে মিশ্রিত। অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এ অবস্থা কেন, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, এ মাত্র আমি হোসাইনের শাহাদতের স্থানে হাজির হয়েছিলাম। -(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

রাসূল (স)-এর সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র

হাদীস : ৫৭৮২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি আপনার আহলে বায়তের মধ্যে কাকে সর্বাধিক ভালবাসেন? তিনি বললেন, হাসান ও হোসাইনকে। এবং তিনি ফাতিমার উদ্দেশ্যে বলতেন, আমার পুত্রদ্বয়কে ডেকে দাও। তারা আসলে তিনি তাদেরকে শুঁকতেন এবং উভয়কে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরতেন। -(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

সন্তান-সন্তুতি ফিৎনা স্বরূপ

হাদীস : ৫৭৮৩ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ হাসান ও হোসাইন সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের উভয়ের গায়ে ছিল লাল বর্ণের দুটি জামা। তাঁরা এমনভাবে চলছিলেন যেন পড়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূল (স) মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং তাদেরকে ওঠিয়ে এনে নিজের সামনে বসিয়ে রাখলেন। অতপর বললেন, আল্লাহ সত্যই বলেছেন, তোমাদের মাল সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিরা ফেতনা। আমি এ বাচ্চা দুটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, এরা হাঁটছে এবং পড়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। অবশেষে আমি আলোচনা বন্ধ করে দিলাম এবং এদেরকে ওঠিয়ে আনলাম। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়)

হুসাইন একটি বংশ

হাদীস : ৫৭৮৪ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে মুররাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হোসাইন আমার থেকে আর আমি হোসাইন থেকে। যে হোসাইনকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। হোসাইন বংশসমূহের মধ্যে একটি বংশ। -(তিরমিযী)

হাসান-হোসাইনের চেহারা রাসূলের সদৃশ

হাদীস : ৫৭৮৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেছেন, হাসান হলেন, চেহারা আকৃতি অবয়বে মাথা থেকে বক্ষ পর্যন্ত রাসূল (স)-এর সদৃশ। আর হোসাইন হলেন, রাসূল (স)-এর বক্ষের নীচের অংশের সদৃশ। -(তিরমিযী)

ফাতিমা জান্নাতি মহিলাদের সরদার

হাদীস : ৫৭৮৬ ॥ হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন, একদা আমি আমার আম্মাকে বললাম, আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করি এবং আমার নিজ ও আপনার মাগফেরাতের জন্য তাঁর কাছে দোয়ার আবেদন করি। রাবী বলেন, আমার মা অনুমতি দিলেন। অতপর আমি রাসূল করীম (স)-এর কাছে এলাম এবং তার সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। তিনি এরপর নামায পড়তে থাকেন। অবশেষে এশার নামায আদায় করে যখন গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন আমিও তাঁর পেছনে পেছনে রওয়ানা হলাম। তিনি আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, কে, হোযায়ফা? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি প্রয়োজনে এসেছ? আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার মাতাকে মাফ করুন।

হে হোযায়ফা! ইনি ফেরেশতা, যিনি এ রাতের আগে আর কখনও ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেন নি। তিনি তাঁর পরওয়ারদেগারের কাছে অনুমতি চান যে, আমাকে সালাম করবেন এবং আমাকে এ সুসংবাদটি জানিয়ে দেবেন যে, ফাতিমা জান্নাতি মহিলাদের সরদার আর হাসান এবং হোসাইন দুজন জান্নাতি যুবকদের সরদার। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

উত্তম সওয়ারি ও উত্তম আরোহী

হাদীস : ৫৭৮৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) হাসান ইবনে আলীকে নিজের কাঁধের ওপর বসিয়ে রেখেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলে ওঠল, হে বালক! কত উত্তম সওয়ারিতেই না তুমি আরোহণ করেছ! তখন রাসূল করীম (স) বললেন, আরে! আরোহীও তো উত্তম বটে। −(তিরমিযী) যঈফ — ১৬১৪

উসামা রাসূলের একজন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন

হাদীস : ৫৭৮৮ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উসামা ইবনে যায়দের জন্য সাড়ে তিন হাজার দিরহাম নির্ধারণ করলেন এবং নিজের পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের জন্য নির্ধারণ করলেন তিন হাজার। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁর পিতাকে বললেন, কেন আপনি উসামাকে আমার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! কোন অভিযানেই উসামা আমার অগ্রগামী ছিল না। উত্তরে হযরত ওমর (রা) বললেন, এর কারণ হল এ যে, তোমার পিতা আমি ওমর অপেক্ষা তাঁর পিতা যায়দ রাসূল (স)-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তোমার হযরত উসামা এর কাছে বেশি প্রিয় ছিলেন। সুতরাং আমি আমার প্রিয়জনের ওপর রাসূল (স)-এর প্রিয়জনকে প্রাধান্য দিয়েছি। −(তিরমিযী)

যঈফ — ১৬১৫

রাসূলের কাছে জাবালের নিবেদন

হাদীস : ৫৭৮৯ ॥ হযরত জাবাল ইবনে হারেসা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে হাজির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাই যায়দকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। জবাবে রাসূল (স) বললেন, এ তো যায়দ। যদি সে তোমার সাথে চলে যেতে চায়, আমি তাকে বাধা দেব না। এ কথা শুনে হযরত যায়দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আপনার ওপর আমি অন্য কাউকেও প্রাধান্য দেব না। যায়েদের কথা শুনে জাবাল বলেন, পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারলাম, আমার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা আমার ভাই যায়দের সিদ্ধান্তই ছিল উত্তম। −(তিরমিযী)

উসামা (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৭৯০ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেল, তখন আমি ও অন্যান্য লোকেরা মদীনায় অবতরণ করলাম। অতপর আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম। এ সময় তিনি নীরব হয়েছিলেন। কথাবার্তা বলতে পারছিলেন না। তখন রাসূল (স) আমার গায়ের ওপর তাঁর উভয় হাত রাখলেন। তারপর হাত দুটি ওপরে ওঠালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন। −(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব)

রাসূল উসামাকে অত্যধিক ভালবাসতেন

হাদীস : ৫৭৯১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল করীম উসামার নাকের শ্লেষ্মা দূর করতে চাইলে আয়েশা বললেন, আপনি এটা রাখুন, এ কাজটি আমিই করব। তখন রাসূল করীম (স) বললেন, হে আয়েশা! তুমি উসামাকে স্নেহ করিও। কেননা, আমি তাকে অত্যধিক ভালবাসি। −(তিরমিযী)

রাসূলের অনুগ্রহ উসামার প্রতি

হাদীস : ৫৭৯২ ॥ হযরত উসামা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল করীম (স)-এর ঘরের দরজায় বসেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ হযরত আলী ও আব্বাস (রা) ভিতরে ঢুকার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁরা দুজনে উসামাকে বললেন, আমাদের জন্য রাসূল (স)-এর কাছে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে এস। আমি গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলী ও আব্বাস আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি জান তাঁরা দুজন কেন এসেছেন? আমি বললাম, জ্বি না, আমি জানি না। রাসূল করীম (স) বললেন, কিন্তু আমি জানি, আচ্ছা তাদেরকে আসতে বল। অতপর তারা উভয়ে প্রবেশ করলেন। এবার তারা উভয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে এ কথাটি জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আপনার আহলে বায়তের মধ্যে কে আপনার কাছে অধিক প্রিয়? উত্তরে তিনি বললেন, ফাতিমা বিনতে মুহম্মদ (স)। তাঁরা বললেন, আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তিনি বললেন, আমার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আমার কাছে সবচেয়ে অধিক প্রিয়, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমিও তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি, সে হল উসামা ইবনে যায়দ। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরপরে কে? তিনি বললেন, অতপর আলী ইবনে আবু তালিব। অতপর আব্বাস বলে ওঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার চাচাকে সকলের শেষে রাখলেন? রাসূল করীম (স) বললেন, আলী তো হিজরতে আপনার অগ্রগামী রয়েছে। −(তিরমিযী) যঈফ — ১৬১৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাসান (রা) রাসূল করীম (স)-এর সদৃশ

হাদীস : ৫৭৯৩ ॥ হযরত ওকবা ইবনে হারেস (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) তাঁর খেলাফত যুগে একদিন

আসরের নামাযের পর বের হয়ে পায়চারি করছিলেন, তাঁর সাথে হযরত আলী (রা)- ও ছিলেন। আবু বকর দেখলেন, হাসান অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করছে, তখন তিনি তাঁকে তুলে নিজের কাঁধে বসালেন এবং বললেন, আমার পিতা কোরবান হোন ইনি তো রাসূল করীম (স)-এর সদৃশ। আলীর কোন সদৃশ নেই, তখন আলী হাসছিলেন। -(বোখারী)

হুসাইন (রা)-এর দাড়িতে খেযাব লাগনো ছিল

হাদীস : ৫৭৯৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত হোসাইনের পবিত্র শির ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছে আনা হল এবং তা একটি বড় খাঞ্চায় রাখা হল, তখন ইবনে যিয়াদ তাঁর মুখের মধ্যে টোকা দিতে লাগল এবং তার সৌন্দর্য সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করল। হযরত আনাস বললেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! হোসাইনের আকৃতি রাসূল (স)-এর আকৃতির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তখন তাঁর চুল ও দাঁড়ির মধ্যে ওয়াসমা ঘাসের খেযাব লাগান ছিল। -(বোখারী)

আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে – হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি বিনে যিয়াদের কাছে হাজির ছিলাম। এমন সময় হযরত হোসাইনের পবিত্র শির আনা হল, তখন ইবনে যিয়াদ হাতের ছড়ি দিয়ে তাঁর নাকের মধ্যে আঘাত করতে করতে তিরস্কারের সুরে বলল, এত সুন্দর চেহারা আমি কখনও দেখিনি। তখন আমি তার কথার প্রতিবাদে বললাম সাবধান! হোসাইন রাসূল (স)-এর আকৃতির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। -(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ, হাসান ও গরীব)

রাসূল (স) হুসাইনের শাহাদতের খবরে কাঁদলেন

হাদীস : ৫৭৯৫ ॥ হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ রাতে আমি খারাপ একটি স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেন, সে স্বপ্নটি কি? উম্মুল ফযল বললেন, তা অতি ভয়ানক। তিনি পুনরায় বললেন, আরে বল না, সে স্বপ্নটি কি? তখন উম্মুল ফযল বললেন,আমি দেখেছি, আপনার দেহ মুবারক থেকে যেন এক টুকরা গোশত কর্তন করা হয়েছে এবং তা আমার কোলে রাখা হয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি খুব উত্তম ও চমৎকার স্বপ্নই দেখেছে। ইনশাআল্লাহ কন্যা ফাতিমা একটি ছেলে সন্তান প্রসাব করবে, যা তোমার কোলেই রাখা হবে। সুতরাং কিছুদিন পরে ফাতিমার গর্ভে হোসাইন জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাকে আমার কোলেই রাখা হল। যেমনটি রাসূল (স) বলেছিলেন। উম্মে ফযল বলেন, এরপর একদিন আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম এবং বাচ্চাটিকে তার কোলে রাখলাম। অতপর আমি অন্যমনস্কে আরেক দিকে দেখছিলাম। হঠাৎ এদিক ফিরে তাকাতেই দেখলাম, রাসূল (স)-এর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। উম্মুল ফযল বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কোরবান হউন, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, এ মাত্র হযরত জিবরাঈল (রা) এসে আমাকে বলে গেলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতেরা আমার এ পুত্রটিকে হত্যা করবে। আমি বিস্ময় প্রকাশে জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার এ পুত্রটিকেও কি তারা হত্যা করবে? জিবরাঈল বললেন, হ্যাঁ, এবং ঐ জায়গার লাল মাটি এনেও আমাকে দেখিয়েছেন, যেখানে তাকে হত্যা করা হবে।

শিশিতে হুসাইন (রা)-এর রক্ত

হাদীস : ৫৭৯৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভবে কিছু দেখে, অনুরূপভাবে আমি রাসূল (স)-কে একদা দ্বিপ্রহরে ধুলাবালি আবৃত এলোমেলো অবস্থায় দেখলাম। তাঁর হাতের মধ্যে রক্তে পরিপূর্ণ একটি শিশি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোন। এটা কি? তিনি বললেন, এটা হোসাইন ও তার সঙ্গীদের রক্ত, যা আমি আজকের দিন এ শিশিতে ওঠয়ে রাখছি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমি স্বপ্নের সেই সময়টি স্বরণে রাখি। পরে দেখতে পেলাম। হযরত হোসাইন ঠিক সে ওয়াক্তেই নিহত হয়েছেন। -(হাদীস দুটি বায়হাকী দালায়েলুন গ্রন্থে ও আহমদ শেষের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

তোমরা আল্লাহকে ভালবাস

হাদীস : ৫৭৯৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর। কেননা, তিনি তোমাদের প্রতি খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে অনুগ্রহ করে থাকেন। আর আমাকে ভালবাস, যেহেতু আমি আল্লাহর হাবীব। আর আমার আহলে বায়তকে ভালবাস আমার মহব্বতকে। -(তিরমিযী) যঈফ—১৬৩৭

আমার আহলে বায়ত নূহ (আ)-এ নৌকার মত

হাদীস : ৫৭৯৮ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কাবা শরীফের দরওয়াজা ধরে বললেন,আমি রাসূল করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, সাবধান! আমার আহলে বায়ত হল তোমাদের জন্য নূহ (আ)-এর নৌকার মত। যে তাতে আরোহণ করবে, সে রক্ষা পাবে। আর যে তা থেকে পিছনে থাকবে, সে ধ্বংস হবে। -(আহমদ) যঈফ—১৬৯৮

ষোড়শ অধ্যায়

রাসূল (স)-এর পত্নীদের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) জান্নাতে আয়েশা (রা)-কে দেখলেন

হাদীস : ৫৭৯৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বললেন, তোমাকে তিন রাতে স্বপ্নযোগে আমাকে দেখান হয়েছে। একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এলেন এবং আমাকে বলেন, ইনি আপনার স্ত্রী। তখন আমি তোমার মুখের কাপড় খুললাম। তখন দেখতে পেলাম, তুমিই। অতপর আমি মনে মনে বললাম, এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই পূর্ণ হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আয়েশা (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা

হাদীস : ৫৮০০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে লোকেরা তাদের হাদিয়া বা উপহার পাঠাবার জন্য আমি আয়েশার ঘরে রাত যাপনের দিনের লক্ষ্য রাখত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর স্ত্রীরা দু দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দলে ছিলেন হযরত আয়েশা, হাফসা, সাফিয়্যা ও সাওদা (রা)। আর অপর দলে ছিলেন, হযরত উম্মে সালামা ও রাসূল (স)-এর অন্যান্য স্ত্রীরা। উম্মে সালামার দলের স্ত্রীগণ উম্মে সালামাকে বললেন, আপনি রাসূল (স)-এর সাথে আলাপ করুন। তাঁকে বলুন, তিনি যেন সকল মানুষকে বলে দেন যে, কেউ রাসূল (স)-কে হাদিয়া দিতে চাইলে তিনি তাঁর যেই স্ত্রীর কাছেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানেই যেন পাঠিয়ে দেন। অতপর উম্মে সালামা এ ব্যাপারে রাসূল (স)-এর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন রাসূল (স) তাঁকে বললেন, হে উম্মে সালামা! আয়েশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা, একমাত্র আয়েশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর সাথে এক কাপড়ে থাকাকালে আমার কাছে অহী আসেনি। উম্মে সালামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করছি। অতপর স্ত্রীরা ফাতিমাকে ডেকে এনে এ ব্যাপারে তাঁকে রাসূল (স)-এর কাছে পাঠালেন। স্নেহময়ী! আমি যা পছন্দ করি, তুমি কি তা পছন্দ কর না? ফাতিমা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, তা হলে তুমি আয়েশাকে ভালবাস। -বোখারী ও মুসলিম। বদউল খালক অধ্যায়ে নারীকুলের ওপর আয়েশার ফযীলত সম্পর্কিত আবু মূসা সূত্রে বর্ণিত হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মারইয়াম ও খাদিজা (রা) শ্রেষ্ঠ নারী

হাদীস : ৫৮০১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মারইয়াম বিনতে এমরান ছিলেন, তৎকালীন দুনিয়ার সকল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ হলেন বর্তমান উম্মতের সমগ্র নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। -বোখারী ও মুসলিম। অপর এক বর্ণনায় আছে আবু কুরাইব বলেন, বর্ণনাকারী ওয়াকী আসমান ও যমীনের দিকে ইঙ্গিত করেন অর্থাৎ এ দু স্থানের মধ্যে এরাই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

খাদিজা (রা)-এর জন্যে সুসংবাদ

হাদীস : ৫৮০২ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে খাদিজা একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। তাতে তরকারি এবং খাওয়ার দ্রব্য রয়েছে। তিনি যখন আপনার কাছে আসবেন, তখন আপনি তাঁকে তার রব্বের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম করবেন এং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মুক্তাখচিত এমন একটি প্রসাদের সুসংবাদ প্রদান করবেন, যেখানে না কোন হৈ-হুল্লোড় আর না কোন কষ্ট রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

খাদিজা (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা

হাদীস : ৫৮০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হযরত খাদিজা (রা)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হত, ততটা ঈর্ষা রাসূল (স)-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। অথচ তাঁকে আমি দেখিওনি। কিন্তু ঈর্ষার কারণ ছিল এ যে, রাসূল করীম (স) অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন। প্রায়শ বকরী যবেহ করে তার বিভিন্ন অংগ কেটে তাঁর বান্ধবীদের জন্য হাদিয়াস্বরূপ পাঠাতেন। আমি কখনও রাসূল (স)-কে বলতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদিজা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকই নেই। তখন তিনি উত্তরে বলতেন, নিশ্চয়ই সে এরূপ ছিল আর তার পক্ষ হতেই আমার সন্তান-সন্ততি রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আমি যা দেখি না তিনি তা দেখেন

হাদীস : ৫৮[illegible] ॥ হযরত আবু সালামা থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলছেন। আয়েশা বললেন, তাঁর ওপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। আয়েশা বলেন, আমি যা দেখতে পাই না, তিনি তা দেখতে পান। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফাতিমা (রা)-এর হাসি-কান্না

হাদীস : ৫৮০৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর একদিন রাসূল (স) ফাতিমাকে নিজের কাছে ডেকে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন, তা শুনে ফাতিমা কাঁদলেন। অতপর তিনি পুনরায় তাঁর সাথে কথা বললেন। এবার ফাতিমা হেসে ফেললেন। উম্মে সালামা বলেন, রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর আমি ফাতিমাকে ঐদিন কাঁদার ও হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, অচিরেই তিনি ইন্তেকাল করবেন, এ কথা শুনে আমি কাঁদছিলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমি মারইয়াম বিনতে এমরান ছাড়া জান্নাতী সকল নারীদের সরদার হব। একথা শুনে আমি হেসেছি। -(তিরমিযী)

চার মহিলার ফযীলত

হাদীস : ৫৮০৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সারা বিশ্বের মহিলাদের মধ্যে থেকে এ চারজন মহিলার ফযীলত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারা হলেন, মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহম্মদ এবং ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া। -(তিরমিযী)

দুনিয়া-আখিরাতে রাসূল (স)-এর স্ত্রী

হাদীস : ৫৮০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর আকৃতির একটি জিনিস সবুজ বর্ণের রেশমী কাপড়ে পেঁচিয়ে এনে রাসূল (স)-কে বললেন, ইনি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার স্ত্রী হবেন। -(তিরমিযী)

সাফিয়্যা নবীর কন্যা ও নবীর স্ত্রী

হাদীস : ৫৮০৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত সাফিয়্যার কাছে এ কথাটি পৌঁছেছে যে, হযরত হাফসা, তাঁকে ইহুদী কন্যা বলেছেন। এ কথা শুনে হযরত সাফিয়্যা কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় রাসূল (স) তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন; তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করনে, কি কারণে তুমি কাঁদছ? সাফিয়া বললেন, হাফসা আমাকে ইহুদী কন্যা বলেছেন। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, হাফসা ঠিক বলেনি, তুমি তো এক নবীর কন্যা, আরেক নবী তোমার চাচা এবং তুমি আরেক নবীর স্ত্রী। সুতরাং হাফসা কোন কথায় তোমার ওপর গর্ব করতে পারে? অতপর তিনি বললেন, হে হাফসা! আল্লাহকে ভয় কর। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমাধান দিতেন আয়েশা (রা)

হাদীস : ৫৮০৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাহাবীরা যখনই কোন মাসআলায় সন্দেহ বা সমস্যায় পড়তাম, হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁর কাছে তার সঠিক উত্তর বা সমাধান পেয়ে যেতাম। -(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব)

আয়েশা (রা) নির্ভুল ভাষী ছিলেন

হাদীস : ৫৮১০ ॥ হযরত মূসা ইবনে তালহা (রা) বলেন হযরত আয়েশা (রা) অপেক্ষা সুন্দর ও নির্ভুল ভাষ্যের অধিকারী আমি আর কাউকেও দেখিনি। -(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব)

সপ্তদশ অধ্যায়

বিবিধ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাসউদ তনয়ের গাম্ভীর্য ছিল রাসূল (স)-এর মত

হাদীস : ৫৮১১ ॥ হযরত হোযায়ফা (রা) ছিলেন, গাম্ভীর্য চাল-চলন এবং পথ চলার ক্ষেত্রে রাসূল (স)- এর সাথে অধিকতর সাদৃশ ছিলেন ইবনে উম্মে আবদ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। ঘর থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত। তবে যখন তিনি গৃহের অভ্যন্তরে একাকী থাকতেন, তখন কি অবস্থায় থাকতেন, তা আমাদের জানা নেই। -(বোখারী)

আবদুল্লাহ নেককার ব্যক্তি ছিলেন

হাদীস : ৫৮১২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে কোন এক টুকরা রেশমী কাপড়। আমি জান্নাতের মধ্যে যে কোথাও যেতে ইচ্ছে করি, তখনই ঐ কাপড়খণ্ডটি আমাকে সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। অতপর আমি এ স্বপ্নটির কথা আমার ভগ্নী হাফসার কাছে বললাম, তখন হাফসা রাসূল (স)-এ কাছে বললেন, জবাবে তিনি বললেন, তোমার ভাই অথবা বলেছেন, আবদুল্লাহ একজন নেককার লোক।-(বোখারী ও মুসলিম)

আবদুল্লাহ নবী পরিবারের সদস্যের মত

হাদীস : ৫৮১৩ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমি ও আমার ভাই ইয়ামান থেকে আগমন করলাম এবং বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করলাম। আমরা এটাই মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাসূল করীম (স)-এর পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা, আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাতাকে প্রায়ই রাসূল করীম (স)-এর গৃহে যাতায়াত করতে দেখতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

চার ব্যক্তির কাছে কোরআন অধ্যয়ন

হাদীস : ৫৮১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, তোমার চার ব্যক্তির কাছে কোরআন অধ্যয়ন কর, ১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ২. আবু হোযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালেম, ৩. উবাই ইবনে কাব ও ৪. মুআয ইবনে জাবাল (রা)। -(বোখারী ও মুসলিম)

নেককার সাথী

হাদীস : ৫৮১৫ ॥ হযরত আলকামা (রা) বলেন, আমি একবার সিরিয়ায় গেলাম এবং মসজিদে দু রাকাআত নামায আদায় করলাম। অতপর আমি দোয়া করলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে একজন নেককার সাথী জুটিয়ে দাও। তারপর আমি একদল লোকের কাছে এসে বসলাম। হঠাৎ দেখলাম, একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এলেন এবং আমার পাশেই বসলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তারা বলল হযরত আবুদ্দারদা (রা)। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহর কাছে একজন নেককার সাথী মিলিয়ে দেয়ার জন্য দোয়া করেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমার জন্য মিলিয়ে দিয়েছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তুমি কে? বললাম, আমি কুফার অধিবাসী। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কি ইবনে উম্মে আবদু (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) নেই? যিনি রাসূল (স)-এর জুতা, গদী ও অযুর পাত্র বহনকারী ছিলেন এবং তোমাদের মধ্যে কি ঐ ব্যক্তি নেই, রাসূল করীম (স)-এর মুখের দোয়ায় আল্লাহ তায়ালা যে লোকটিকে শয়তান থেকে পানাহ দিয়েছেন। অর্থাৎ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার। আর তোমাদের মধ্যে কি ঐ ব্যক্তি নেই, যিনি ছাড়া রাসূল করীম (স)-এর গোপন তথ্যাদি কেউই জানে না। অর্থাৎ হযরত হোযায়ফা (রা)। -(বোখারী)

জান্নাতে বেলালের পদধ্বনি

হাদীস : ৫৮১৬ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে বেহেশত দেখান হয়, সেখানে আমি আবু তালহার স্ত্রীকে দেখেছি। আর আমি জান্নাতে আমার সামনে কারও চলার পায়ের শব্দ শুনতে পাই। হঠাৎ দেখি যে সে বেলাল (রা)। -(মুসলিম)

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা নিয়োজিত থাকে

হাদীস : ৫৮১৭ ॥ হযরত সাদ (আ) বলেন, একবার আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূল করীম (স)-এর কাছে বসেছিলাম। তখন মুশরিকরা রাসূল করীম (স)-কে বলল, এ সকল লোকদেরকে আপনার মজলিস হতেতাড়িয়ে দিন, যাতে তারা আমাদের উপর সাহসী না হয়ে পড়ে। হযরত সাদ বলেন, সে ছয়জনের মধ্যে ছিলাম আমি, ইবনে মাসউদ, হোযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তি বেলাল ও আরও দুজন, যাদের নাম আমি বলতে চাই না। তখন রাসূল (স)-এর মনে তাই উদ্ভব হয়, তাউদ্ভব করতে আল্লাহ ইচ্ছা করে। এ ব্যাপারে রাসূল করীম (স) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, ঠিক এমন সময় আল্লাহ নাযিল করনে, 'সে সকল লোকদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকাল-সন্ধ্যা তাদের রব্বকে ডাকে।'- (মুসলিম)

আবু মূসাকে দান করা হয়েছে দাউদের কণ্ঠস্বর

হাদীস : ৫৮১৮ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আবু মূসা! তোমাকে দাউদের কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

রাসূল (স)-এর যমানার চার হাফিজ

হাদীস : ৫৮১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় এ চার ব্যক্তি পূর্ণ কোরআন মাজীদ মুখস্থ করেছেন, উবাই ইবনে কাব মুআয ইবনে জাবাল, যায়দ ইবনে সাবিত ও আবু যায়দ। হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করা হল, আবু যায়দ কে? তিনি বললেন, আমার এক চাচা। -(বোখারী ও মুসলিম)

ওহুদ যুদ্ধের শহীদ

হাদীস : ৫৮২০ ॥ হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা রাসূল (স)-এর সাথে হিজরত করেছি, সুতরাং আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে সাব্যস্ত হয়েছে। তবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের পুরস্কারের কিছুই ভোগ না করে চলে গিয়েছে। মুসআব ইবনে ওমায়র তাঁদের অন্যতম। তিনি ওহুদ

যুদ্ধে নিহত হলে তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। ঐ চাদরখানা দিয়ে যখন আমরা তাঁর মাথা ঢাকতাম তখন মাথা বের হয়ে পড়ত। তখন রাসূল (স) বললেন, চাদর দিয়ে তার মাথাটি ঢেকে দাও এবং তাঁর পা দুটির ওপর কিছু ইযখির ঘাস রাখ, আর আমাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছেন, যার ফল সুপক্ক হয়েছে এবং তিনি তা আহরণ করছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

সাদ (রা)-এর মৃত্যুতে আরশ কেঁপেছিল

হাদীস : ৫৮২১ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সাদ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে আরশ নড়ে উঠেছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সাদ ইবন মুআযের মৃত্যুতে রহমানের আরশ কেঁপে উঠেছিল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

সাদ (রা)-এর রুমাল কত উত্তম

হাদীস : ৫৮২২ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, একদা রাসূল করীম (স)-কে হাদিয়াস্বরূপ রেশমী পোশাক পেশ করা হল। তখন সাহাবীরা তা স্পর্শ করে তার কোমলতায় বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা তার কোমলতা দেখে বিস্ময় বোধ করছ? অথচ সাদ ইবনে মুআযের রুমাল, যা জান্নাতে তিনি প্রাপ্ত হয়েছে, এর চাইতে অধিক উত্তম এবং আরও অনেক কোমল। -(বোখারী ও মুসলিম)

আব্বাস (রা)-এর জন্যে রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৮২৩ ॥ হযরত উম্মে সুলাইম (রা) বলেন, একদা তিনি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খাদেম আনাসের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তখন তিনি এভাবে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তার ধন ও সন্তান বৃদ্ধি করে দাও। আর তুমি তাকে যা কিছু দান করবে তাতে বরকত প্রদান কর। হযরত আনাস বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মাল-সম্পদ প্রচুর এবং আমার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা আজ প্রায় এক শত অতিক্রম করেছে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

ভূ-পৃষ্ঠ বিচরণকারীকে জান্নাতবাসী বলেননি

হাদীস : ৫৮২৪ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাম ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন লোকের উদ্দেশ্যে আমি রাসূল করীম (স)-কে বলতে শুনিনি, নিশ্চয় সে জান্নাতবাসী। -(বোখারী ও মুসলিম)

জান্নাতে ইসলামের স্তম্ভ

হাদীস : ৫৮২৫ ॥ হযরত কায়স ইবনে উবাদ (রা) বলেন, একদা আমি মদীনার মসজিদে বসে ছিলাম। এমন সময় এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলেন, যার মুখমণ্ডল ছিল বিনয়ের ছাপ। তাকে দেখে লোকেরা বলে ওঠল, এ লোকটি জান্নাতী। লোকটি সংক্ষিপ্তভাবে দু রাকাআত নামায পড়লেন, অতপর মসজিদ থেকে বের হলেন। বর্ণনাকারী কায়স বলেন, আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম, এবং বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন, তখন লোকেরা আপনার প্রতি ইংগিত করে বলেছিল, এ ব্যক্তি জান্নাতী। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! কোন লোকের পক্ষে এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে জানে না। আসল ব্যাপারটি আমি তোমাকে সবিস্তরে বলছি, লোকেরা আমার সম্পর্কে এমন ধারণা কেন করে। রাসূল করীম (স)-এর যমানায় আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং তা রাসূল করীম (স)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং তা রাসূল করীম (স)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন একটি বাগানের মধ্যে। এ বলে তিনি ঐ বাগানটি বিশালতা ও তার সবুজ-শ্যামল শোভা-দৃশ্যের কথা উল্লেখ করেন। অতপর বললেন, বাগানের মধ্যভাগে ছিল লোহার একটি স্তম্ভ। স্তম্ভটির নিম্নাংশ মাটিতে এবং তার ওপরের অংশ আসমান পর্যন্ত। সে স্তম্ভের ওপরের প্রান্তে রয়েছে একটি কড়া। আমাকে বলা হল, এ স্তম্ভে আরোহণ কর। আমি বললাম, ওঠতে তো পারছি না। এমন সময় একজন খাদেম আমার কাছে এসে আমার পিছনের কাপড় উঁচু করে ধরল। তখন আমি স্তম্ভে আরোহণ করতে লাগলাম। অবশেষে স্তম্ভটির ওপরের প্রান্তে পৌছে আমি কড়াটি ধরে ফেললাম। তখন আমাকে বলা হল, শক্তভাবে ধরে রাখ। অতপর ঐ কড়াটি আমার হাতে ধরা অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে ওঠলাম।

তারপর আমি রাসূল করীম (স)-এর কাছে এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলাম, তিনি বললেন, ঐ বাগানটি ইসলাম। ঐ স্তম্ভটি হল ইসলামের স্তম্ভ। আর ঐ কড়াটি হল ইসলামের সুদৃঢ় কড়া। সুতরাং তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর অবিচল থাকবে। আর ঐ লোকটি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

সাবিত তো জান্নাতী

হাদীস : ৫৮২৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস (রা) ছিলেন, আনসারদের মুখপাত্র। যখন আল্লাহর বাণী, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্বপ্নকে রাসূল করীম (স)-এর কণ্ঠস্বরে ওপর উঁচু করিও না।

নাযিল হল তখন সাবিত নিজের ঘরের মধ্যে বসে রইলেন এবং রাসূল করীম (স)-এর কাছে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিলেন। রাসূল করীম (স) হযরত সাদ ইবনে মুআযকে সাবিত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাবেতের কি হয়েছে, সে কি অসুস্থ? অতপর সাদ তাঁর কাছে এল এবং রাসূল (স)-এর কথাটিও তাঁর কাছে বললেন। উত্তরে সাবিত বললেন, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে, আর তোমরা জান যে, দোযখী হয়ে গিয়েছে। অতপর সাদ রাসূল (স)-এর কাছে এসে সাবেতের অনুপস্থিতির ব্যাপারটি জানালে রাসূল (স) বললেন, আরে না, সে তো জান্নাতী। -(মুসলিম)

ঈমানদাররা ঈমান হাসিল করবেন

হাদীস : ৫৮২৭ ॥ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল করীম (স)-এর কাছে বসে ছিলাম, ঠিক এমন সময় সুরা জুমুআ নাযিল হল। উক্ত সূরার মধ্যে যখন এ আয়াত নাযিল হল, আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা এ যাবত তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সে সময় আমাদের মাঝে হযরত সালমান ফারেসী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, তখন রাসূল করীম (স) সালমান ফারেসীর গায়ে হাত রেখে বললেন, যদি ঈমান ধ্রুব তারকার কাছেও থাকে, এ সকল লোকদের কতিপয় ব্যক্তি নিশ্চয় সেখান থেকে তা হাসিল করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

হুরায়রা (রা) পরিবারের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৮২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার আমার ও আমার মা এব পরিবারস্থ সকলের জন্য এভাবে দোয়া করলেন, এবং বললেন, হে আল্লাহ! তোমার নগণ্য এ বান্দা আবু হুরায়কে এবং তার মাতাকে সকল ঈমানদারদের জন্য প্রিয়তর বানিয়ে দাও। আর সকল ঈমানদারদেরকেও এদের কাছে প্রিয়তর বানিয়ে দাও।

-(মুসলিম)

পরস্পরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

হাদীস : ৫৮২৯ ॥ হযরত আয়েয ইবনে আমর (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের আগে মদীনায় এল। একদা হযরত সালমান, সুহায়ইব ও বেলাল প্রমুখ (রা)-এর কাছে দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তাঁরা বললেন, আল্লাহর তলোয়ার কি আল্লাহর এ দুশমনের গর্দানটি এখনও উড়িয়ে দেয়নি। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, তোমরা কি কোরাইশদের দলপতি এবং তাদের নেতা সম্পর্কে এরূপ উক্তি করছ? অতপর তিনি রাসূল করীম (স)-এর কাছে এসে তাঁকেও অবহিত করলেন। তাঁর কথা শুনে রাসূল করীম (স) বললেন, হে আবু বকর! সম্ভবত তুমি তাদের মনে দুঃখ দিয়েছ। যদি তুমি তাদের মনে দুঃখ দিয়ে থাক, তা হলে নিশ্চয় তুমি তোমার রব্বকে নারায করেছ। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) সালমান ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে এসে বললেন, হে আমার ভাইসব! আমি তোমাদের মনে ব্যথা দিয়েছি সুতরাং তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দাও। জবাবে তাঁরা বললেন, হে আমাদের ভাই! আমাদের মনে কোন দুঃখ ব্যথা নেই। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। -(মুসলিম)

আনসারদের ভালবাসতে হবে

হাদীস : ৫৮৩০ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আনসারদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন। আর আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির চিহ্ন। -(বোখারী ও মুসলিম)

আনসারদেরকে ভালবাসা আল্লাহকে ভালবাসা

হাদীস : ৫৮৩১ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আনসারদের একমাত্র মুমিনরাই ভালবাসে, আর মুনাফেক মাত্রই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে, তাকে আল্লাহ ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, তার প্রতি আল্লাহও শত্রুতা রাখবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) এর কথায় আনসাররা খুশি হল

হাদীস : ৫৮৩২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর রাসূল (স)-কে হাওয়াযেন গোত্রের সম্পদরাজি গনীমত আকারে হস্তগত করালেন, তখন তিনি তা থেকে কোরাইশদের বিশেষ বিশেষ লোককে একশত করে উট প্রদান করলেন। এটা দেখে আনসারদের কিছু লোক বলল, আল্লাহ তার রাসূল (স)-কে ক্ষমা করুন। তিনি আমাদেরকে না দিয়ে কোরাইশদেরকে প্রদান করেছেন, অথচ ইসলামের জন্য আমাদের তরবারি থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে। বর্ণনাকারী হযরত আনাস বলেন, তাদের এ কথা রাসূল (স)-কে জানান হলে তিনি লোক পাঠিয়ে আনসারদেরকে ডেকে চামড়ার নির্মিত একটি তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন এবং তাঁর ছাড়া আর কাউকেও সেখানে ডাকলেন না। অতপর যখন তারা সমবেত হলেন, তখন রাসূল (স) সেখানে গিয়ে বললেন, এটা কেমন কথা, যা আমি

তোমাদের পক্ষ থেকে শুনতে পাচ্ছি? তখন তাদের জ্ঞানী কিছু সংখ্যক অল্পবয়স্ক তরুণ বলেছে যে, আল্লাহ তার রাসূল (স)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আনসারদেরকে রেখে কোরাইশদেরকে প্রদান করেছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে তাদের শোণিত এখনও ঝরছে। তখন রাসূল (স) বললেন, সবেমাত্র কুফর পরিত্যাগ করেছে এমন কিছু লোককে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও তাদের মন সন্তুষ্টির জন্য মাল-সম্পদ প্রদান করছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, এ সকল লোকেরা অর্থ-সম্পদ নিয়ে চলে যাক, আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও। এ কথা শুনে আনসারগণ সকলেই বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা বলেছেন, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট আছি।-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা করলেন

হাদীস : ৫৮৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি হিজরত না হত, তা হলে আমি আনসারদের একজন হতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকার দিকে চলে, আর আনসারগণ অন্য কোন আ বা ঘাঁটির দিকে চলে, তবে অবশ্যই আমি আনসারদের উপত্যকা বা ঘাঁটির দিকে চলব। আনসারগণ হল ভিতরের পোশাকস্বরূপ। আর অন্যান্য রোকেরা হল বাইরের পোশাকস্বরূপ। আমার পরে খুব শিগগিরই তোমরা পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। অর্থাৎ তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে। কাজেই তোমরা কাউযে কাউসারের কাছে আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে। -(বোখারী)

রাসূল (স) সবাইকে নিরাপত্তা দিলেন

হাদীস : ৫৮৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ আর যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলে দেবে, সেও নিরাপদ। তখন আনসারগণ রাসূল (স)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলতে লাগল, লোকটির মধ্যে আপন আত্মীয়-স্বজনের মায়া ও স্বীয় জন্মস্থানের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিয়েছে। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-এর ওপর ওহী নাযিল করলেন। এবং তাদের উক্তি জানিয়ে দিলেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, তোমরা তো আমার সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছ যে, লোকটিকে আত্মীয়-স্বজন ও জন্মভূমির মায়া অভিভূত করে ফেলেছে। কখনও নয়! নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহর রাস্তায় এবং তোমাদের দিকে হিজরত করেছি। তোমাদের মধ্যেই আমার জীবন আর তোমাদেরই মধ্যেই আমার মরণ। এ কথা শুনে তারা বলল আল্লাহর কসম! আমরা উক্ত কথাটি শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে নিজ কার্পণ্য হিসেবে বলেছি। অর্থাৎ যে নেয়ামত আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি তা থেকে আমরা কোন দিনই বঞ্চিত না হই। তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের সত্যবাদিতা গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের ওযর কবুল করেছেন। -(মুসলিম)

আনসাররা রাসূলের বড়ই প্রিয়

হাদীস : ৫৮৩৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল করীম (স) দেখলেন, আনসারীদের কতিপয় শিশু ও মহিলা কোন এক বিবাহ উৎসব থেকে আসছে। তখন রাসূল করীম (স) দাঁড়িয়ে বললেন, আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! তোমরা সকল মানুষের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়। আয় আল্লাহ! তোমরা অর্থাৎ আনসারগণ আমার কাছে সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

আনসাররা রাসূলে অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত

হাদীস : ৫৮৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) যখন অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত তখন হযরত আবু বক্কর ও আব্বাস (রা) একদিন আনসারদের কোন এক মজলিসের পাশ দিয়ে গমন করেন। এ সময় তাঁরা কাঁদছিল। এটা দেখে তাঁরা উভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাঁদছেন কেন? তারা বললেন, আমাদের সাথী রাসূল করীম (স)-এর ওঠা বসার কথা আমরা স্মরণ করছিলাম। অতপর তাদের একজন রাসূল করীম (স)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। রাবী আনাস (রা) বলেন, তখন রাসূল করীম (স) একখানা চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন। ঐ দিনের পর তিনি আর মিম্বরে আরোহণ করেননি। অতপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন, আনসারদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য আমি তাদেরকে ভাসিয়ত করে যাচ্ছি। কেননা, তারা আমার অন্তরঙ্গ এবং আমার বিশ্বস্ত। তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব তাঁরা যথাযথ সম্পাদন করেছেন, কিন্তু তাঁদের যা কিছু প্রাপ্য তা বাকী রয়েছে। অতএব, তাঁদের উত্তম ব্যক্তিদের তোমরা সাগ্রহে কবুল কর এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের তোমরা ক্ষমা-সুন্দন দৃষ্টিতে দেখ। -(বোখারী)

আনসারদের সংখ্যা ক্রম-হ্রাসমান

হাদীস : ৫৮৩৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে পীড়ায় রাসূল করীম (স) ইন্তেকাল করেছেন, যে পড়ির

সময় তিনি একদিন ঘরে থেকে বের হলেন, এবং এসে মিম্বরে বসলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বাদ হে লোকসকল! শোন! মুমিন লোকদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে আর আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। অবশেষে তাঁরা খাদ্যের মধ্যেকার লবণতুল্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, তোমাদের কেউ যদি কোন ক্ষমতার অধিকারী হয়, যার ফলে সে কোন কওমের ক্ষতিও করতে পারে কিংবা উপকারও করতে পারে, তার উচিত হবে যেন সে আনসারদের ভাল ব্যক্তিরদের সাদরে গ্রহণ করে এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের অন্যায় আচরণকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। -(বোখারী)

আনসারদের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৮৩৮ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূল (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আনসার ও আনসাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। -(মুসলিম)

আনসারদের জন্য কল্যাণ রয়েছে

হাদীস : ৫৮৩৯ ॥ হযরত আবু উসায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আনসার গোত্রসমূহের মধ্যে উত্তম হল বনু নাজ্জার, তারপর বনু আবদে আশহাল, তরপর বনু হারেস ইবনে খাযরাজ এবং অতপর বনুসায়েদাহ। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বদরীদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত

হাদীস : ৫৮৪০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ(স) আমাকে এবং যোবাযর ও মিকদাদকে, অপর এক বর্ণনায় মিকদাদের পরিবর্তে আছে আবু মারসাদকে পাঠালেন, এবং বললেন, তোমরা রওযায়ে খাখ নামক স্থানে যাও, সেখানে য়ে এক উষ্ট্রীর মহিলাকে পাবে। তার কাছে একখানা চিঠি পাবে। সুতরাং তোমরা তার কাছ থেকে উক্ত পত্রখানা নিয়ে আসবে। হযরত আলী (রা) বলেন, আমরা সকলে খুব দ্রুত ঘোড়া দৌড়িয়ে রওয়ানা হলাম। অবশেষে উক্ত রওযায়েখাখ নামক স্থানে পৌঁছে আমরা উষ্ট্রীরোহী মহিলাকে পেলাম। অতপর আমরা বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, স্বেচ্ছায় পত্রখানা বের করে দাও, নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশি চালাব। শেষ পর্যন্ত সে তার চুলের বেণীর ভিতর থেকে একখানা পত্র বের করে দিল। অতপর আমরা তা নিয়ে রাসূল করীম (স)-এর কাছে এসে পৌছালাম। চিঠিখানা খুলতেই দেখা গেল, উক্ত চিঠিখানা মক্কার মুশরিকদের কতিপয় লোকদের প্রতি হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতাআর পক্ষ হতে। এতে তিনি রাসূল (স)-এর কিছু সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদরেকে অবহিত করেছেন। তখন রাসূল (স) হাতেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হে হাতেব! এটা কি ব্যাপার? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রকৃত ব্যাপার হল, আমি হলাম কোরাইশদের মধ্যে একজন বহিরাগত ব্যক্তি। আমি তাদের বংশের অন্তর্ভুক্ত নই। আর আপনার সাথে যে সকল মুজাহির রয়েছে, তাদের বংশীয় আত্মীয়-স্বজন সেখানে রয়েছে, ফলে মক্কার মুশরিকগণ উক্ত আত্মীয়তার প্রেক্ষিতে ঐ সকল মুহাজিরদের মাল-সম্পদ এবং অবশিষ্ট আপনজনদের হেফাযত করে থাকে। কোরাইশদের মধ্যে যখন আমার কোন আত্মীয়-স্বজনই নেই, তখন আমি এটা চেয়েছি যে, মক্কার শত্রু কওমের প্রতি কিছু এহসান করি, যাতে তারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমার আত্মীয়-স্বজন নিরাপদে থাকে। আর এ কাজটি এ জন্য করিনি যে, আমি কাফের কিংবা দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছি। আর না ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কুফরীর দিকে আকৃষ্ট থেকে ইরূপ করেছি।

তাঁর বক্তব্য শুনে রাসূল (স) বললেন, হাতেব তোমাদের সামনে সত্য কথাই বলেছে। ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এক্ষুণি এ মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূল (স) ওমর-কে লক্ষ্য করে বললেন, নিশ্চয় ইনি একজন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তুমি প্রকৃত ব্যাপার কি জান? সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছে কর, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা হাতেব ও অন্যান্যদেরকে সতর্ক করার জন্য নাযিল করলেন "হে ঈমানদারগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুদের সাথে কোন রকমের বন্ধুত্ব স্থাপন কর না।"

-(বোখারী ও মুসলিম)

বদরী সাহাবিরা সর্বোত্তম মুসলমান

হাদীস : ৫৮৪১ ॥ হযরত রেফাআ ইবনে রাফে (রা) বলেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল করীম (স)-এর কাছে এসে বললেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে আপনারা কিরূপ মনে করেন? উত্তরে রাসূল করীম (স) বললেন, আমরা তাদেরকে সর্বাপেক্ষা উত্তম মুসলমান বলে মনে করি। অথবা তিনি এ জাতীয় কোন বাক্য বললেন। প্রত্যুত্তরে জিবরাঈল বললেন, যে সকল ফেরেশতা বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছেন, তাদের সম্পর্কেও আমরা অনুরূপ ধারণা পোষণ করি। -(বোখারী)

হোদায়বিয়ার সাহাবীরা আগুন থেকে নিরাপদ

হাদীস : ৫৮৪২ ॥ হযরত হাফসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ বদর এবং হোদায়বিয়াতে অংশগ্রহণকারী কেউই দোযখের আগুনে প্রবেশ করবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা কি এ কথা বলেন নি, অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকেই তা পার হবে। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি শোননি? আল্লাহ তায়ালা এটাও তো বলেছেন, অতপর আমি তাদেরকে মুক্তি দেব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আসহাবে শাজার যারা ঐ বৃক্ষের নীচে বায়আত গ্রহণ করেছেন, তাদের কেউ ইনশাআল্লাহ দোযখের আগুনে প্রবেশ করবে না। -(মুসলিম)

হোদায়বিয়ার সাহাবীরা শ্রেষ্ঠ

হাদীস : ৫৮৪৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় আমরা চৌদ্দশত মুসলমান উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূল করীম (স) আমাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, আজ যমিনবাসীর মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ।

-(বোখারী ও মুসলিম)

উবাই ছাড়া সবাই ক্ষমা পেলেন

হাদীস : ৫৮৪৪ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, হোদায়বিয়ার সফরকালে রাসূল (স) বললেন, এমন কে আছ যে, মুরার গিরিপথে আরোহণ করবে, এতে তার কৃত গোনাহসমূহ এমনভাবে দূর হবে, যেমনটি দূরীভূত হয়েছিল নবী ইসরাঈল হতে। সুতরাং আমাদের অর্থাৎ মদীনায় খাযরাজ গোত্রীয়দের ঘোড়াই সর্বপ্রথম উক্ত গিরিপথে আরোহণ করল। অতপর অন্যান্য লোকেরা অনুসরণ করে। তখন রাসূল করীম (স) বললেন, লাল বর্ণের উটের মালিক ছাড়া আমাদের সকলকে মাফ করা হয়েছে। বর্ণনাকারী হযরত জাবির (রা) বলেন, অতপর আমরা সে লাল উটের মালিকের কাছে এসে বললাম, তুমি চল, রাসূল (স) তোমার জন্যও মাফ চাবেন। সে বলল, তোমাদের বন্ধুর পক্ষ থেকে আমার জন্য ক্ষমা চাওয়া অপেক্ষা আমার হারানো জিনিসটি পাওয়াই আমার কাছে অধিক প্রিয়। -(মুসলিম)

হযরত আনাসের বর্ণিত হাদীস, রাসূল (স) হযরত উবাই ইবনে কাবকে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ করেছেন আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শোনাই।-(ফাযায়েলে কুরআনের পরের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই সাহাবীদের অনুনয়ের নির্দেশ

হাদীস : ৫৮৪৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আমার পরে তোমরা আমার সাহাবীদের মধ্যে থেকে দুজনের-আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করিও। আম্মারের চরিত্র অবলম্বন করিও এবং ইবনে উম্মে আবদের নির্দেশ দৃঢ়তার সাথে মেনে চলিও। হযরত হোযায়ফা (রা)-এর এক বর্ণনায় এর পরিবর্তে রয়েছে, ইবনে মাসউদ তোমাদেরকে যা কিছু বর্ণনা করেন, তোমরা তাকে সত্য জানিও। -(তিরমিযী)

উম্মে আবদ আমীর হত

হাদীস : ৫৮৪৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ছাড়া যদি আমি কাউকেও আমীর বানাতাম, তা হলে ইবনে উম্মে আবদকে লোকদের ওপর আমীর নিযুক্ত করতাম।

যঈফ–১৮১৭

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

নেককার সাথী কামনা

হাদীস : ৫৮৪৭ ॥ হযরত খায়সামা ইবনে আবু সাবরাহ (রা) বলেন, একদা আমি মদীনায় এলাম এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করলাম, হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য একজন নেককার সাথী জুটিয়ে দাও। এর পর আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে আমার ভাগ্যে জুটিয়ে দিলেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম। অতঃপরে আমি বললাম, আমি আল্লাহর কাছে একজন নেককার সাথী জুটিয়ে দেয়ার জন্য দোয়া করেছিলাম। ফলে তিনি আমাকে আপনাকেই আমার ভাগ্যে জুটিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার লোক? বললাম, আমি কুফার অধিবাসী। আমি মঙ্গল ও কল্যাণের প্রত্যাশী। সুতরাং সেটার অন্বেষণে কুফা থেকে এসেছি। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা) বিস্ময়ের সুরে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি সাদ ইবনে মালিক নেই? যার দোয়া আল্লাহর কাছে মকবুল। আর ইবনে মাসউদ, যিনি ছিলেন রাসূল (স) এর অযুর পানি-পাত্র ও জুতা বহনকারী। আর হযরত হোযায়ফা যিনি রাসূল (স)-এর গোপন তথ্যাভিজ্ঞ। আর হযরত সালমান ফারেসী যিনি উভয় কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জিল ও কুরআনের উপর ঈমান আনয়নকারী।

-(তিরমিযী)

উত্তম ব্যক্তিদের কথা

হাদীস : ৫৮৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আবু বকর একজন অতি উত্তম ব্যক্তি, ওমর অতি উত্তম ব্যক্তি, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ অতি উত্তম ব্যক্তি, উসায়দ ইবনে হোযায়র অতি উত্তম ব্যক্তি এবং মুআয ইবনে আমর ইবনুল জুমুহ অতি উত্তম ব্যক্তি। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশত উদগ্রীব

হাদীস : ৫৮৪৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশত উদগ্রীব রয়েছে। আলী, আম্মার ও সালমান (রা)। -(তিরমিযী) যঈফ—১৩২০

পূত-পবিত্র ব্যক্তি

হাদীস : ৫৮৫০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদা হযরত আম্মার (রা) রাসূল করীম (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। পূত-পবিত্র লোকটি মুবারক হউক। -(তিরমিযী)

আম্মারের জন্য এখতিয়ার

হাদীস : ৫৮৫১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত আম্মারকে যখন দুটি কাজের যে কোন একটি করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনি উভয়ের মধ্যে কঠোরতরটিকে গ্রহণ করেছেন।- (তিরমিযী)

ফেরেশতারা সাদ (রা)-এর লাশের বাহক ছিলেন

হাদীস : ৫৮৫২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত সাদ ইবনে মুআযের জানাযা ওঠান হল, তখন মুনাফেকরা তিরস্কারের ভঙ্গিতে উক্তি করল, কতই হাল্কা তার লাশ। অর্থাৎ তাঁর আমল যদি ভারি হত, তা হলে লাশও ওজনী এবং ভারি হত। বনু কুরায়যার ব্যাপারে তাঁর ফয়সালার প্রেক্ষিতেই তারা এ তিরস্কারমূলক উক্তিটি করেছিল। অতপর রাসূল করীম (স)-এর কাছে এ কথাটি পৌছালে তিনি বললেন, প্রকৃত ব্যাপার হল, ফেরেশতাগণ তাঁর লাশ বহন করেছিলেন। -(তিরমিযী)

আবু যর বড়ই সত্যবাদী

হাদীস : ৫৮৫৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আবু যর গেফারী অপেক্ষা সত্যবাদী আর কাউকেও নীল আকাশ ছায়া দান করে না এবং ধুলা-ধুসর যমীনও তাঁর পৃষ্ঠে বহন করেনি। -(তিরমিযী)

আবু যর বড়ই ওয়াদা পুরণকারী

হাদীস : ৫৮৫৪ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আবু যর অপেক্ষা সত্যভাষী ও ওয়াদা পূরণকারী নীল আকাশ ও কারও ওপর ছায়া দান করেনি এবং এ ধূলা-বালির যমীন তার পৃষ্ঠে বহন করেনি। দুনিয়াত্যাগী দরবেশীতে তিনি হলেন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের সাদৃশ্য। -(তিরমিযী) যঈফ—১৩২১

আবদুল্লাহ জান্নাতে দশম ব্যক্তি

হাদীস : ৫৮৫৫ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে এল, তখন তিনি বললেন, এ চারজনের কাছ থেকে এলম হাসিল কর। তাঁরা হলেন, ওয়ায়মের -যান কুনিয়াত আবুদ্দারদা, সালমান ফারেসী, ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। এ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রথমে ছিলেন ইহুদী, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে বলেছেন, তিনি জান্নাতে দশজনের দশম ব্যক্তি। -(তিরমিযী)

হোযায়ফা ও আবদুল্লাহর মর্যাদা নির্দিষ্ট হল

হাদীস : ৫৮৫৬ ॥ হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি একজন খলীফা নিযুক্ত করতেন। তিনি বললেন, আমি যদি কাউকেও তোমাদের ওপর খলীফা নিযুক্ত করি আর তোমরা তার বিরোধিতা কর, তা হলে তোমরা শাস্তি ভোগ করবে। তবে আমার কথাটি স্মরণে রাখ! হোযায়ফা তোমাদেরকে যা বলে, তা সত্য মনে করিও এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যা কিছু তোমাদেরকে পড়ায়, তোমরা তা পড়। -(তিরমিযী)

যঈফ—১৩২২

ফেতনা থেকে সাবধান!

হাদীস : ৫৮৫৭ ॥ হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন, যখনই কোন ফেতনা মানুষের মধ্যে দেখা দেয়, তখন আমি সকলের ব্যাপারে ভয় করি যে, সে তাতে লিপ্ত হতে পারে, একমাত্র মুহম্মদ ইবনে মাসলামাহ ছাড়া। কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হে মাসলামাহ! ফেতনা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আসমা (রা)-এর পুত্রের নাম রাখা হল আবদুল্লাহ

হাদীস : ৫৮৫৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল করীম (স) হযরত যুবায়র (রা)-এর ঘরে বাতি জ্বলতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার মনে হয়, আসমা প্রসব করেছে। সুতরাং আমি তার নাম না রাখা পর্যন্ত তোমরা তার নাম রাখবে না। অতপর তিনি তার নাম রাখলেন, আবদুল্লাহ এবং একটি খোরমা চিবিয়ে নিজ হাতে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দিলেন। –(তিরমিযী)

হযরত মুআবিয়া (রা)-এর জন্য দোয়া

হাদীস . ৫৮৫৯ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু আমীরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) হযরত মুআবিয়া (রা)-এর জন্য এভাবে দোয়া করেছেন- হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে সঠিক পথপ্রদর্শনকারী সত্য অনুসারী কর এবং তাঁকে দিয়ে মানুষদেরকে হেদায়েত নসীব কর। –(তিরমিযী)

আমরের ইসলাম গ্রহণ

হাদীস : ৫৮৬০ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে আমর ইবনুল আস ঈমান এনেছে। –(তিরমিযী আর তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব, উপরন্তু, এর সনদটিও সুদৃঢ় নয়)

জাবেরের পিতার পুনরায় দুনিয়ার আসার আকাঙ্ক্ষা

হাদীস : ৫৮৬১ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বললেন, হে জাবির! কি ব্যাপার? তোমাকে চিন্তাযুক্ত দেখছি? আমি বললাম, আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং রেখে গিয়েছেন, পরিবার-পরিজন এবং ঋণ। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাকে এ সুসংবাদ দেব না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার পিতার সাথে যে ব্যবহার করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা এ পর্যন্ত যার সাথেই কথাবার্তা বলেছেন, তা পর্দার আড়াল হতেই বলেছেন। কিন্তু তিনি তোমার পিতাকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর সাথে সামনা-সামনি কথাবার্তা বলেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দাহ! তোমার মনে যা ইচ্ছে আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে তা প্রদান করব। তোমার পিতা বললেন, ইয়া রব্ব! আমাকে জীবিত করে দিন, যাতে আমি দ্বিতীয়বার আপনার রাস্তায় শহীদ হই। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বললেন, আমার এ বিধান আগেই সাব্যস্ত রয়েছে যে, একবার মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসবে না। অতপর কোরআনের এ আয়াত নাযিল হয় "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত মনে কর না, বরং তাঁরা জীবিত।-(তিরমিযী)

জাবেরের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ৫৮৬২ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) আমার জন্য পঁচিশবার মাগফেরাতের দোয়া করেছেন।

যঈফ – ১৬২৬

–(তিরমিযী)

আল্লাহনির্ভর বান্দার শপথ পূরণ করা হয়

হাদীস : ৫৮৬৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অনেক লোক এমনও আছে, যারা মাথার চুল এলোমেলো, ধূলা-বালি জড়িত, দু খানা পুরাতন কাপড় পরিহিত, যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না, যদি সে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে কোন বিষয়ে শপথ করে, আল্লাহ তার কসমকে পূরণ করেন। এ সকল লোকের মধ্যে থেকে বারা ইবনে মালিক হলেন অন্যতম। –(তিরমিযী ও বায়হাকী দালায়েলুন নবুয়তে)

রাসূল (স)-এর প্রিয়ভাজন

হাদীস : ৫৮৬৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! আমার বিশেষ আস্থাভাজন, যাদের ওপর আমি নির্ভর করে থাকি, তাঁরা হলেন, আমার আহলে বায়ত। আর আমার অন্তরঙ্গ হলেন, আনসারগণ। সুতরাং তাদের অন্যায়কে তোমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাদের উত্তম কাজকে সাদরে গ্রহণ করবে।

যঈফ – ১৬২৪

–(তিরমিযী আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান)

ঈমানদাররা বিদ্বেষ পোষণ করে না

হাদীস : ৫৮৬৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ এবং প কালের ওপর যে ঈমান রাখে, সে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না। –(তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)

রাসূল (স)-এর সালাম

হাদীস : ৫৮৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হযরত আবু তাল-হা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি তোমার কওমকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দাও। কেননা, আমার জানামতে তারা সচ্চরিত্র ও ধৈর্যধারণকারী। –(তিরমিযী) যঈফ – ১৬২৫

হাতেব দোযখে যাবে না

হাদীস : ৫৮৬৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা হাতেব ইবনে আবু বালতা এর একটি গোলাম রাসূল করীম (স)-এর কাছে এসে হাতেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল এবং সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ওপর নির্যাতন চালানোর কারণে হাতেব তো নিশ্চয় দোযখে যাবে। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। সে দোযখে যাবে না। কেননা, সে বদর ও হোদায়বিয়ায় শরীক ছিল। -(মুসলিম)

ধ্রুবতারা হতেও ঈমান নিয়ে আসবে

হাদীস : ৫৮৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, "আর যদি তোমরা ঈমান আনা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতপর তারা তোমাদের মত হবে না।" সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কে? যাদের কথা আলোচনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যদি আমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি, তাহলে তিনি এমন কওমকে আমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যারা আমাদের মত হবে না।" তখন তিনি হযরত সালমান ফারেসীর উরুতে হাত মেরে বললেন, ইনি এবং তার কওম। যদি এ দ্বীন ধ্রুবতারার স্থানেও থাকে, তবুও পারস্যের কতিপয় লোক তাকে সেখান থেকে অর্জন করবে। -(তিরমিযী)

রাসূল (স)-এর কাছে নির্ভরযোগ্য

হাদীস : ৫৮৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর সামনে আজমী লোকদের আলোচনা ওঠল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের অথবা বললেন, তোমাদের কিছু সংখ্যক অপেক্ষা সে আজমীগণ অথবা বললেন, তাদের কতিপয় লোক আমার কাছে অধিক নির্ভরযোগ্য। -(তিরমিযী)

পৃষ্ঠা-১৮২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-কে ১৪ সাথী দেয়া হয়েছে

হাদীস : ৫৮৭০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য সাতজন বিশেষ মর্যাদাবান রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলেন। আর আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা কে? তিনি বললেন, আমি স্বয়ং, আমার পুত্রদ্বয় হাসান ও হোসাইন, জাফর, হামযাহ, আবু বকর, ওমর, মুসআব ইবনে উমায়ের, বেলাল, সালমান, আম্মার, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু যর ও মিকদাদ (রা)। -(তিরমিযী)

পৃষ্ঠা-১৮২৭

আম্মারের দুশমন আল্লাহও দুশমন

হাদীস : ৫৮৭১ ॥ হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা) বলেন, একবার আমার ও আম্মার ইবনে ইয়াসারের মধ্যে কোন এক ব্যাপারে বাগ-বিতণ্ডা হল। এতে আমি তাঁকে শক্ত কথা বললাম। তখন আম্মার গিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। এমন সময় খালিদও রাসূল করীম (স)-এর কাছে এসে আম্মারের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন খালিদ তাঁকে শক্ত কথা বলতে লাগলেন এবং তাঁর কঠোরতাও আরও বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন রাসূল করীম (স) চুপ করে ছিলেন। কোন কথা বলছিলেন না। তখন এ অবস্থা দেখে আম্মার কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি খালেদের ব্যবহার দেখছেন না। এবার রাসূল করীম (স) মস্তক মুবারক ওঠালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে দুশমনী রাখবে, আল্লাহও তার সাথে দুশমনী রাখবেন এবং যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে বিদ্বেষভাব পোষণ করবে, আল্লাহও তার প্রতি নারায হবেন। খালিদ বলেন, রাসূল করীম (স)-এর মুখে এ কথা শুনে তখনই আমি সেখান থেকে বের হয়ে পড়লাম এবং যে কোনভাবে আম্মারকে সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা কোন কিছুই আমার কাছে প্রিয়তর ছিল না। অতপর আমি এমনভাবে তার সাথে মিলিত হলাম যাতে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। অবশেষে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

খালিদ আল্লাহর তরবারি

হাদীস : ৫৮৭২ ॥ হযরত আবু ওবায়দা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে খালিদ সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খালিদ হল মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার এবং সে তার স্বীয় বংশের একজন নওজোয়ান। -(উক্ত হাদীস দুটি আহমদ বর্ণনা করেছেন)।

চার ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর ভালবাসা

হাদীস : ৫৮৭৩ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, চার ব্যক্তির সাথে মহব্বত করার জন্য সুমহান বরকতময় আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ করেছেন। আমাকে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাঁদের নামগুলো বলে দিন। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে আলীও রয়েছে। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন, এবং বাকী তিনজন হলেন, আবু যর, মিকদাদ ও সালমান। তাঁদেরকে মহব্বত করার জন্য আমাকে তিনি হুকুম করেছেন এবং আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁদেরকে মহব্বত করেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)

পৃষ্ঠা-১৮২৮

আবু বকর আমাদের সরদার

হাদীস : ৫৮৭৪ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, হযরত ওমর (রা) বলতেন, আবু বকর আমাদের সরদার। তিনি আমাদের আরেকজন সরদারকে আযাদ করেছেন। অর্থাৎ বেলালকে। –(বোখারী)

সম্পদ ব্যয় আল্লাহ অথবা নিজের জন্য

হাদীস : ৫৮৭৫ ॥ হযরত কায়স ইবনে আবু হাযেম (রা) বলেন, হযরত বেলাল (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে বললেন, আপনি যদি আমাকে নিজের জন্য খরিদ করে থাকেন, তা হলে আমাকে আপনার নিজ খেদমতে আটকিয়ে রাখুন। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরিদ করে থাকেন, তবে আমাকে আল্লাহর কাজে আযাদ ছেড়ে দিন। –(বোখারী)

আবু তালহার মেহেমানদারি

হাদীস : ৫৮৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত। তখন রাসূল করীম (স) কোন এক ব্যক্তিকে তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তিনি এ বলে উত্তর পাঠালেন, সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতপর তিনি আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ উত্তর পাঠালেন। এভাবে সকল স্ত্রীগণ সে একই কথা বলে পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ উত্তর পাঠালেন। এভাবে সকল স্ত্রীগণ সে একই কথা বলে পাঠালেন। তখন রাসূল (স) উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, কে এ লোকটিকে মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তখন আনসারদের একজন যাকে আবু তালহা ডাকা হত, তিনি বললেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ বলে তিনি লোকটিকে সঙ্গে করে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাবার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন আবু তালহা স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদেরকে কোন একটি জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে ঘুম পাড়াও। আর মেহমান যখন ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তাঁকে এমন ভাব দেখাবে যে, আমরাও তার সাথে খানা খাচ্ছি। অতপর মেহমান যখন খাওয়ার জন্য হাত বাড়াবে, তখন তুমি দাঁড়িয়ে বাতিটি ঠিক করতেছ ভান করে তা নিভিয়ে ফেলবে। সুতরাং স্বামীর কথানুযায়ী স্ত্রী তাই করলেন। অতপর তাঁরা সকলেই খেতে বসে গেলেন। প্রকৃত অবস্থায় মেহমান খেলেন আর তাঁরা উভয়েই অনাহারে রাত যাপন করলেন। অতপর যখন ভোর হল, আবু তালহা সকাল বেলায় রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আজ রাতে আল্লাহ তায়ালা অমুক পুরুষ ও অমুক মহিলার ক্রিয়াকলাপকে অতিশয় পছন্দ করেছেন অথবা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। অপর এক বর্ণনায় অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে তাতে আবু তালহার নাম উল্লেখ করা হয়নি, এবং হাদীসটির শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন, অর্থাৎ, "আনসারদের অন্যতম গুণ এ যে, তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেন, অভাবগ্রস্ততা এবং দারিদ্র তাঁদের সাথে হলেও।" –(বোখারী ও মুসলিম)

খালিদ ভাল লোক

হাদীস : ৫৮৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক জায়গায় মানযিল করলাম। তখন লোকজন সামনে দিয়ে যাতায়াত করছিল। তখন রাসূল (স) এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! এ ব্যক্তি কে? আমি বললাম, অমুক। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর এ বান্দা খুবই ভাল লোক। আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, এ লোকটি কে? আমি বললাম অমুক। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর এ বান্দা খুবই মন্দ। এ সময় খালিদ ইবনে ওলীদ অতিক্রম করলেন। রাসূল করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে? আমি বললাম, খালিদ ইবনে ওলীদ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দা খালিদ ইবনে ওলীদ খুবই চমৎকার লোক। ইনি আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্যে থেকে একখানা তলোয়ার। –(তিরমিযী)

আনসারদের জন্য দোয়া

হাদীস : ৫৮৭৮ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, একবার আনসারগণ রাসূল (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! প্রত্যেক নবীরই একদল অনুসরণকারী থাকে। আমরাও আপনার অনুসরণ করে আসছি। অতএব, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের অনুসারীদেরকেও আমাদের দলভুক্ত করে। তখন তিনি সে মত দোয়া করলেন। –(বোখারী)

আনসার শহীদদের সহযোদ্ধা অধিক হবে

হাদীস : ৫৮৭৯ ॥ হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, আরবের গোত্রসমূহের কোন গোত্রের শহীদের সংখ্যা কিয়ামতের দিন আনসারদের অপেক্ষা অধিক এবং প্রিয়তর হবে বলে আমাদের জানা নেই। কাতাদাহ বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, তাঁদের মধ্যে সত্তরজন ওহুদের দিন, সত্তরজন বীর মাউনার দিন এবং হযরত আবু বকরের খেলাফত আমলে সত্তরজন ইয়ামামার দিন শহীদ হয়েছেন। –(বোখারী)

দরিদ্রদের ভাতা

হাদীস : ৫৮৮০ ॥ হযরত কায়স ইবনে আবু হাযেম (রা) বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের ভাতা পাঁচ হাজার দিরহাম ধার্য ছিল। ওমর (রা) বলেন, আমি অবশ্যই তাঁদেরকে পরবর্তী সকলের ওপর মর্যাদা দেব। –(বোখারী)

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইয়ামন ও সিরিয়ার এবং ওয়াইস করনীর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিরিয়ার জন্য দোয়া

হাদীস : ৫৮৮১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে আমাদের শাম দেশে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে আমাদের ইয়ামন দেশে বরকত দান করুন। তখন সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিজেদের জন্যও দোয়া করুন। তিনি আবারও বললেন, হে আল্লাহ আমাদের জন্যে আমাদের শাম দেশে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ আমাদের জন্যে আমাদের ইয়ামন দেশে বরকত দান করুন। এবারও সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিজেদের জন্যেও দোয়া করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি তৃতীয়বারে বলেন, সেখানে তো ভূকম্পন এবং ফেতনা রয়েছে এবং সেখানে শয়তানের শিং উদিত হবে। -(বোখারী)

তাবেয়ীদের সর্বোত্তম ব্যক্তি ওয়াইস করনী

হাদীস : ৫৮৮২ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) বলেছেন, ইয়ামান দেশ থেকে এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। তাঁর নাম হবে 'ওয়াইস'। একজন মাতা ছাড়া ইয়ামন দেশে তাঁর আর কোন নিকটতম আত্মীয়-স্বজন থাকবে না। তাঁর দেহে ছিল শ্বেত-ব্যাধি। এ জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। ফলে এক দিরহাম অথবা এক দীনার পরিমাণ জায়গা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই রোগটি দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পাবে; সে যেন নিজের মাগফিরাতের জন্য তাঁর কাছে দোয়া করায়। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বোত্তম এক ব্যক্তি, তাঁর নাম ওয়াইস, তাঁর শুধুমাত্র একজন মা রয়েছেন, এবং তাঁর শরীরে শ্বেত দাগ থাকবে। সুতরাং তোমরা নিজেদের মাগফিরাতের দোয়ার জন্য তার কাছে অনুরোধ করবে। -(মুসলিম)

ইয়ামনিরা শান্ত-শিষ্ট

হাদীস : ৫৮৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন আবু মূসা আশআরী এবং তাঁর কওমের লোকজন রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, ইয়ামেনবাসীগণ তোমাদের কাছে এসেছেন। তাদের মন খুবই নরম এবং অন্তর অত্যধিক কোমল। ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হেকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আর গর্ব-অহমিকা রয়েছে উটের রাখালের কাছে, পক্ষান্তরে স্বস্তি ও শান্তি বিদ্যমান রয়েছে বকরী পালকদের মধ্যে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বকরি চালকরা বিনয়ী ও শান্ত

হাদীস : ৫৮৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুফরের উৎপত্তি হবে পূর্বদিক হতে। গর্ব অহমিকা রয়েছে পশমী তাঁবুর অধিবাসী ঘোড়া ও উট চালকদের মধ্যে। আর শান্তি রয়েছে বকরী চালকদের মধ্যে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

ফিতনা-ফাসাদ পূর্ব দিক থেকে আসবে

হাদীস : ৫৮৮৫ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, এ দিক অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে ফেতনা-ফাসাদের উৎপত্তি হবে। কর্কশ ভাষা ও হৃদয়ের কাঠিন্য উট ও গরুর লেজের পাশে চীৎকারকারী, পশমী তাঁবুর অধিবাসী রবীআ ও মুযার গোত্রের মধ্যে রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঈমান রয়েছে হিজরতকারীদের মধ্যে

হাদীস : ৫৮৮৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হৃদয়ের কঠোরতা ও ভাষার কর্কশতা পূর্বদিকে রয়েছে এবং ঈমান রয়েছে হেজাযবাসীদের মধ্যে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়ামনের জন্য দোয়া

হাদীস : ৫৮৮৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (স) ইয়ামন দেশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ইয়েমন বাসীদের অন্তর আমাদের দিকে ফিরিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য আমাদের সা' ও মুদের মধ্যে বরকত দান কর। -(তিরমিযী)

শামের জন্য মোবারকবাদ

হাদীস : ৫৮৮৮ ॥ হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শাম দেশের জন্য মুবারকবাদ! আমরা জিজ্ঞেস করলাম,ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর কারণ কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রহমতে ফেরেশতাগণ তার ওপর নিজেদের পাখা প্রসারিত করে রেখেছেন। -(আহমদ ও তিরমিযী)

হাজারামাউত থেকে আগুন বের হবে

হাদীস : ৫৮৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে হাযরামাউতের দিক থেকে অথবা বলেছেন, হযারামাউত থেকে একটি অগ্নি বের হবে, তা মানুষদেরকে সমবেত করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! তখন আমাদেরকে আপনি কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তখন তোমরা অবশ্যই সিরিয়া চলে যাবে। -(তিরমিযী)

হিজরতের পরে হিজরত

হাদীস : ৫৮৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে এক হিজরতের পর আরেকটি হিজরত সংঘটিত হবে। তখন উত্তম মানুষ তারাই হবে, যারা ঐ জায়গায় হিজরত করবে, যেই জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আ) হিজরত করেছিলেন। অর্থাৎ সিরিয়া। যঈফ - ১৩২১

অপর এক বর্ণনায় আছে, এ ধরাপৃষ্ঠে তারাই সর্বোত্তম যারা হযরত ইবরাহীমের হিজরতের স্থানকে নিজেদেরকে হিজরতস্থল বানাবে। এ সময় ভূপৃষ্ঠে শুধুমাত্র মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তাদেরকে তাদের দেশ বিতাড়িত করবে। আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করবেন। অতপর একটি আগুন তাদেরকে বানর ও শূকরের দলসহ হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানে রাত যাপন করবে আগুনও সেখানে রাত কাটাবে এবং যেখানে তারা দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করবে, আগুনও সেখানে বিশ্রাম করবে। -(আবু দাউদ)

সিরিয়া আল্লাহর পছন্দনীয় যমিন

হাদীস : ৫৮৯১ ॥ হযরত ইবনে হাওয়ালা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই অবস্থা এমন হবে যে, তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল সিরিয়ায়, আরেক দল ইয়ামেনে এবং আরেক দল ইরাকে হবে। ইবনে হাওয়ালা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি সে যুগ পাই তখন আমি কোন দলের সাথে থাকব তা আপনি মনোনীত করে দিন। তিনি বললেন, তুমি সিরিয়াকে গ্রহণ করবে। কারণ সিরিয়া হল আল্লাহর পছন্দনীয় যমীন। শেষ যমানায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেক ও পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকে সেখানে সমবেত করবেন। যদি তোমরা সেখানে যেতে না চাও, তাহলে ইয়ামেনে চলে যাবে। তোমাদের গবাদিপশুকে নিজের হাউস থেকে পানি পান করাবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আমার উসিলায় সিরিয়া এবং সিরিয়াবাসীর জন্য যিম্মেদার হয়ে গিয়েছেন। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবদাল সিরিয়াতেই হন

হাদীস : ৫৮৯২ ॥ হযরত শুরায়হ ইবনে ওবায়দ (রা) বলেন, একদা হযরত আলী (রা)-এর সামনে সিরিয়াবাসীদের আলোচনা হয়, তখন কেউ বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! তাদের ওপর লানত বদ দোয়া করুন। উত্তরে হযরত আলী (রা) বললেন, না লানত করব না। কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আবদাল সিরিয়াতেই হন। তাঁরা চল্লিশ ব্যক্তি। যখনই তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তখনই আল্লাহ তায়ালা তার স্থলে আরেকজনকে নিযুক্ত করেন। তাদের বরকতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তাদের উসিলায় দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়া যায় এবং তাদের বরকতে সিরিয়বাসীদের ওপর থেকে আযাব দূরীভূত করা হয়। যঈফ - ১৩৩০

সিরিয়া জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৫৮৯৩ ॥ জনৈক সাহাবী থেকে বির্ণত যে, রাসূল (স) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে সিরিয়া বিজয় হবে। সুতরাং যখন তোমাদেরকে সে এলাকায় অবস্থানের সুযোগ দেয়া হবে, তখন তোমরা 'দামেশক' নামীয় শহরকেই গ্রহণ করবে। কেননা, সেটা হবে যুদ্ধ থেকে মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং শামের ডেরা। সেখানে আরেকটি জায়গা রয়েছে, যার নাম হল 'গোতা'। -(উক্ত হাদীস দুটি আহমদ বর্ণনা করেছেন।)

যঈফ - ১৩৩১

একজন বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে

হাদীস : ৫৮৯৪ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সুলায়মান (রা) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আজমী বাদশাহদের মধ্যে থেকে একজন বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে। অতপর দামেশক ছাড়া সব শহরগুলোতে তার আধিপত্য স্থাপিত হবে। –(আবু দাউদ)

খিলাফত মদীনায় বাদশাহী সিরিয়ায়

হাদীস : ৫৮৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খেলাফত মদীনাতে এবং বাদশাহী হল সিরিয়ায়।

আলোর স্তম্ভ সিরিয়ায় স্থির হয়েছে

হাদীস : ৫৮৯৬ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, একটি আলোর স্তম্ভ আমার মাথার নীচ থেকে বের হয়ে ওপরে জ্যোতির্ময় হয়েছে। অবশেষে তা সিরিয়া গিয়ে স্থির হয়েছে। উক্ত হাদীস দুটি বায়হাকী দালায়েলুন নবুওত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

মুসলমানদের স্থান হবে গোতা

হাদীস : ৫৮৯৭ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল ও তার বাহিনীর সাথে যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সমবেত স্থান হবে গোতা। সেটা দামেশক শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। বস্তুত সিরিয়ার শহরসমূহের মধ্যে দামেশকই সর্বোত্তম শহর। –(আবু দাউদ)

উনবিংশ অধ্যায়

উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর জন্য ভালবাসা

হাদীস : ৫৮৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অত্যধিক মহব্বত পোষণকারী লোক তারাই হবে, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কেউ এ আকাঙ্ক্ষা রাখবে, যদি সে আমাকে দেখতে পেত, তাহলে আমার জন্য নিজেদের পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ কোরবান করে দিত। –(মুসলিম)

একটি দল আল্লাহর হুকুমের ওপর কায়েম থাকবে

হাদীস : ৫৮৯৯ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের ওপর কায়েম থাকবে। যারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে চাইবে এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে, এরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকবেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ

হাদীস : ৫৯০০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, অতীত জাতিসমূহের সাথে তোমাদের জীবনের তুলনা হল, আসরের নামাযের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এবং ইহুদী ও নাসারাদের উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত, যে শ্রমিকদেরকে কাজে নিযুক্ত করল এবং তাদেরকে বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক এক কীরাতের বিনিময়ে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত আমার কাজ করবে? ফলে ইহুদীরা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক এক কীরাতের শর্তে কাজ করল। অতপর ঐ ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক এক কীরাতের বিনিময়ে দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত আমার কাজ করবে? এবার খ্রিস্টানরা দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। লোকটি অতপর বলল, তোমাদের কে আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কীরাতের বিনিময়ে কাজ করবে? জেনে রাখ! সে লোক তোমরাই, যারা আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করবে এবং জেনে রাখ! পারিশ্রমিক তোমাদের জন্য দ্বিগুণ। এতে ইহুদী এবং নাসারা উভয় দল ভীষণভাবে রাগান্বিত হল এবং বলল, আমাদের কাজ বেশি এবং পারিশ্রমিক কম। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি কি তোমাদের পাওনা হক সম্পর্কে সামান্যটুকুও যুলুম করেছি? তারা বলল, না। অতপর আল্লাহ তায়ালা বললেন, এটা আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করি। –(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর উম্মতের উদাহরণ বৃষ্টির মত

হাদীস : ৫৯০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের উদাহরণ হল বৃষ্টির মত, যার সম্পর্কে বলা যায় না, তার প্রথমাংশ উত্তম নাকি শেষাংশ। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মত দুশমনের ওপর বিজয়ী হবে

হাদীস : ৫৯০২ ॥ হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, সিরিয়াবাসিরা যখন নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আর তোমাদের মধ্যে কোন মঙ্গল থাকবে না। আর আমার উম্মতের একদল লোক হামেশা কিয়ামত পর্যন্ত দুশমনের ওপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের সাহায্য করবে না তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ইবনুল মাদীনা (র) বলেন, এরা হলেন, মুহাদ্দেসীনের জমাআত। -(তিরমিযী)

উম্মতের ভুল-ভ্রান্তি মাফ

হাদীস : ৫৯০৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের ভুলভ্রান্তিসমূহ মাফ করে দিয়েছেন। এবং সে কাজটিও মাফ করে দিয়েছেন, যে কাজটি তাদের দিয়ে জবরদস্তিমূলক করান হয়। -(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী)

সত্তরতম উম্মত পূরণকারী

হাদীস : ৫৯০৪ ॥ হযরত বাহ্য ইবনে হাকীম তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি আল্লাহর কালাম- كنتم خير امة اخرجت للنس الاية

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরাই সত্তরতম উম্মতকে পরিপূর্ণ করলে। তোমরাই সকল উম্মতের মাঝে আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও মর্যাদাবান উম্মত। -(তিরমিযী ইবনে মাজাহ ও দারেমী এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান)

রাসূল (স)-এর উম্মতের দৃষ্টান্ত মুষল ধারায় বৃষ্টির মত

হাদীস : ৫৯০৫ ॥ হযরত জাফর তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত হল মুষলধারায় বৃষ্টির মত। যার সম্পর্কে বলা যায় না, তার প্রথমাংশ উত্তম নাকি শেষাংশ? অথবা ঐ বাগানের মত, একদল লোক এক বছর তা থেকে ভোগ করল, অতপর আরেক দল লোক পরবর্তী বছর তা থেকে ভোগ করল। এমনও তো হতে পারে, শেষে যারা ঐ বাগান থেকে উপকৃত হয়েছে তারা বেশি প্রসার ও প্রভাব লাভ করবে, গুণাবলীতেও তারা অধিক হবে। সে উম্মত কিরূপে ধ্বংস হতে পারে, যাদের প্রথমে রয়েছে আমি? মধ্যে ইমাম মাহদী এবং শেষে হযরত মাসীহ ঈষা (আ) অবশ্য এর মধ্যবর্তী সময়ে এমন বক্র দল প্রকাশ পাবে, আমার সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং আমি তাদের সাথে সম্পর্কিত নই। -(রাযীন)

রাসূল (স)-এর কাছে পছন্দনীয় সম্প্রদায়

হাদীস : ৫৯০৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে কাকে তোমরা অধিক পছন্দ কর? তাঁরা বলল, ফেরেশতাদেরকে। রাসূল (স) বললেন, তারা ঈমান আনবে না কেন, তাঁরা তো তাদের রবের কাছেই আছেন। এবার সাহাবাগণ বললেন, তবে নবীগণ। তিনি বললেন, তারা ঈমানদার হবে না কেন, তাদের উপর তো ওহী নাযিল হয়ে থাকে। এবার তাঁরা বললেন, তবে আমরা। তিনি বললেন, তোমরা ঈমান আনয়ন করবে না কেন, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূল (স) বললেন, আমার কাছে ঈমানের দিক দিয়ে সবচেয়ে পছন্দনীয় ঐ সম্প্রদায় যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। যারা সহীফা পাবে, এতে আল্লাহর সে সকল বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার উপর ঈমান আনবে।

উম্মতের একাংশ ফেতনাবাজদের সাথে লড়াই করবে

হাদীস : ৫৯০৭ ॥ হাযরামী গোত্রীয় আবদুর রহমান ইবনে আলা বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, অদূর ভবিষ্যতে এ উম্মতের শেষলগ্নে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের নেক আমলের সওয়াব তাঁদের প্রথম যুগের লোকদের বরাবর হবে। তাঁরা মানুষদেরকে ভাল কাজ করতে আদেশ করবেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবেন। আর ফেতনাবাজদের সঙ্গে লড়াই করবেন। −(উক্ত হাদীস দুটি বায়হাকী দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

সাতবার সুসংবাদ

হাদীস : ৫৯০৮ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তাঁদের জন্য সুসংবাদ যাঁরা আমাকে দেখেছে এবং ঈমান এনেছে এবং সাতবার সুসংবাদ ঐ সকল লোকের জন্য যাঁরা আমাকে না দেখে আমার ওপর ঈমান এনেছে। −(আহমদ)

না দেখে রাসূল (স)-কে প্রতি ঈমান আনা

হাদীস : ৫৯০৯ ॥ হযরত ইবনে মুহায়রিয বলেন, একদা আমি বললাম, আবু জুমুআ (রা)-কে যিনি সাহাবীদের একজন আমাকে এমন একটি হাদীস বলুন, যা আপনি রাসূল (স) থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে খুবই চমৎকার একটি হাদীস বর্ণনা করব। একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে সকালের খানা খাচ্ছিলাম। আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ ও আমাদের সাথে ছিলেন। তখন আবু ওবায়দা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের চাইতেও কোন উত্তম লোক আছে কি? কেননা, আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছি। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারা এমন এক কওম, যারা তোমাদের পরে দুনিয়াতে আসবে। আমার ওপর ঈমান আনবে, অথচ আমাকে তারা দেখেনি। −(আহমদ ও দারেমী)

— ১৩৬৬

— আল হামদুলিল্লাহ। الحمد لله